

স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী - জয়ন্তী প্রকাশন

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবাদরায়ণভগবদ্বেদব্যাসপ্রণীতম্

বেদান্তদর্শনম্

সূত্রার্থ-তদ্বঙ্গানুবাদ-শাঙ্করভাষ্য-তদ্বঙ্গানুবাদ-বৈয়াসিকন্যায়মালা-

তদ্বঙ্গানুবাদ-ভাবদীপিকাব্যাখ্যা-

সমলঙ্কৃতম্ ।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অনুবাদকঃ ব্যাখ্যাতা চ

স্বামী বিশ্বরূপানন্দঃ

সংশোধকসম্পাদকৌ

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

বেদান্তবাগীশঃ শ্রীআনন্দ ঝা ন্যায়াচার্য্যশ্চ



অ দ্বৈ তা শ্র ম

৫, ডিহি এণ্টালি রোড,

কলিকাতা-১৪ ।

প্রকাশক
স্বামী চিদাত্মানন্দ
অধ্যক্ষ
অদ্বৈত আশ্রম
মায়াবতী, আলমোড়া হিমালয়।

প্রথম সংস্করণ জুন, ১৯৬৬
M C

এই গ্রন্থ প্রকাশনের সমগ্র ব্যয়ভার "স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী-জয়ন্তী কমিটি" বহন করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

মূল্য ১২৲ টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীপরেশনাথ ঘোষ
সরলা প্রেস, বারাণসী—১।

স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী - জয়ন্তী প্রকাশন

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবাদরায়ণভগবদ্‌বেদব্যাসপ্রণীতম্

বেদান্তদর্শনম্

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য - শ্রীভারতীতীর্থকৃতা

বৈয়াসিকন্যায়মালা।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য - ভগবৎপাদ - শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতম্

শারীরকভাষ্যম্

স্বামী বিশ্বরূপানন্দকৃত

বঙ্গানুবাদ

এবং

ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা।

সংশোধক ও সম্পাদক—

স্বামী শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

ও

বেদান্তবাগীশ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীআনন্দ ঝা, ন্যায়াচার্য্য।

সাঙ্কেতিক শব্দের সূচী

আপঃ ধর্ম্মঃ—আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র।
আপঃ শ্রৌঃ—আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র।
ঈশঃ—ঈশোপনিষৎ।
ঋক্ সং—ঋগ্বেদ সংহিতা।
ঐতঃ—ঐতরেয়োপনিষৎ।
ঐতঃ আঃ—ঐতরেয় আরণ্যক।
ঐতঃ ব্রাঃ—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
কঠ—কঠোপনিষৎ।
কাঃ সং—কাঠক সংহিতা
কাঃ শ্রৌঃ—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র
কাণ্ব—কাণ্বশাখা
কূঃ পুঃ—কূর্ম্ম পুরাণ।
কেন—কেনোপনিষৎ।
কৌঃ—কৌষীতকী উপনিষৎ।
গীতা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
গৌঃ সং—গৌতম সংহিতা।
ছাঃ—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
জাবাঃ—জাবালোপনিষৎ।
জৈঃ সূঃ—জৈমিনি সূত্র।
তাঃ ব্রাঃ—তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ
তৈঃ—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।
তৈঃ আঃ—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।
তৈঃ ব্রাঃ—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।
তৈঃ সং—তৈত্তিরীয় সংহিতা
নৈঃ সিঃ—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি
ন্যাঃ দঃ—ন্যায়দর্শন
পাঃ সূঃ—পাণিনিসূত্র।
পাতঃ দঃ—পাতঞ্জল দর্শন।
পূঃ মীঃ—পূর্ব্বমীমাংসা।
প্রকটার্থ—প্রকটার্থবিবরণ।
প্রশ্নঃ—প্রশ্নোপনিষৎ
মনু সং—মনুসংহিতা
মহাভাঃ—মহাভারত
মাঃ কাঃ—মাণ্ডূক্য কারিকা।
মাঃ, বা মাণ্ডু—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
মাধ্যঃ—মাধ্যন্দিনশাখা
মুঃ—মুণ্ডকোপনিষৎ
মৈঃ সং—মৈত্রায়ণী সংহিতা
যোঃ সূঃ—পাতঞ্জল যোগসূত্র
বৃঃ—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
বৃঃ ভাষ্য ব.—বৃহদারণ্যক ভাষ্য
বৈঃ সূঃ—বৈশেষিক সূত্র।
ব্রঃ ভরণ—ব্রহ্মবিদ্যাভরণ
ব্রঃ সূঃ—ব্রহ্মসূত্র।
শতঃ ব্রাঃ—শতপথব্রাহ্মণ,
শাবঃ ভাঃ—শাবরভাষ্য
শ্বেঃ—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
শ্রীমদ্ভাঃ—শ্রীমদ্ভাগবত
শ্লোক বাঃ—শ্লোকবার্ত্তিক
সং—সংহিতা
সাং কাঃ—সাংখ্যকারিকা

(ক) প্রথমাধ্যায়ের এই সূচীও দ্রষ্টব্য। (খ) গ্রন্থের নামবিহীন কেবল সংখ্যা থাকিলে আরব্ধ এই গ্রন্থের সংখ্যাকে বুঝাইবে। (গ) মহাভারতের পার্শ্বে শাঃ' 'ভীঃ' ইত্যাদি শব্দ 'শান্তিপর্ব্ব', 'ভীষ্মপর্ব্ব' ইত্যাদির দ্যোতক। (ঘ) ১।২৭২পৃঃ, ২।৩১০পৃঃ ইত্যাদি সংখ্যা প্রথমাধ্যায়ের ২৭২ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৩১০ পৃষ্ঠা, ইত্যাদিকে বুঝাইবে। (ঙ) পূর্ব্বপবর্ত্তী '১।' '২।' ইত্যাদি সংখ্যাবিহীন ২৭২ পৃঃ ইত্যাদি সংখ্যা প্রস্তাবিত সেই অধ্যায়ের পৃষ্ঠাসংখ্যাকে বুঝাইবে।

ভূতরাজং পুরাণম্ ।

বিঘ্নরাজং নমামি" ॥

বিনাশেন বর্ষদ্বয়াদনন্তরম্ ॥

অন্তর্যামিনং বন্দে পরমাত্মানমব্যয়ম্ ॥

প্রতিপাদ্য—"দ্বিতীয়ে স্মৃতিতর্কাভ্যামবিরোধোঽন্যদুষ্টতা। ভূতভোক্তৃ-শ্রুতেঃ ।" অর্থাৎ পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রতিপাদিত ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয়বিষয়ে স্মৃতি ... পরিহার, অন্য মতবাদের দুষ্টতা, ভূতোৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্য, ভোক্তা এবং লিঙ্গশরীরবোধক শ্রুতিবাক্যের বিরোধ পরিহার। [অবিরোধ ... পরিহার]।

শ্রুতিসঙ্গতি ও মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি—শ্রুতিবাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয়বিষয়ে ... হয়, এই অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদে ও প্রত্যেক অধিকরণে তাহা পরিহৃত ... অধ্যায়ের শ্রুতিসঙ্গতি ও মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

... অধ্যায়সঙ্গতি—সমন্বয়াধ্যায়ে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ও জগতের জন্মাদির ... উপনিষদ্বাক্যসকলের সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং 'অশব্দত্ব' প্রভৃতি হেতু-... কারণবাদসকল নিরাকৃত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয়াধ্যায়ে সেই বেদান্ত-... পর শ্রুতিবাক্য স্মৃতি ও যুক্তি ইত্যাদির দ্বারা যে বিরোধ প্রতিভাত হয়, ... হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধ্যায়ের সহিত এই অধ্যায়ের **বিষয়বিষয়ি-**... হয়। [পূর্ব্বাধ্যায়ার্থ হইতেছে বিষয় এবং প্রস্তাবিত অধ্যায়ার্থ হইতেছে বিষয়ী; ... বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ইহার প্রবৃত্তি হইতেছে]।

প্রথমঃ পাদঃ [স্মৃতিপাদঃ]

... প্রতিপাদ্য—সাংখ্যযোগাদিস্মৃতি ও তৎপ্রদর্শিত যুক্তির দ্বারা উপনিষদ্বাক্যসমন্বয়ে ... হয়, তাহার পরিহার দ্বারা স্বপক্ষের নির্দ্দুষ্টতা প্রতিপাদন।

... পাদসঙ্গতি—অবান্তরাধ্যায়সঙ্গতিতেই গতার্থ হওয়ায় এবং অধ্যায়ের ... সঙ্গতির অপেক্ষা নাই।

... অধ্যায়সঙ্গতি—সাংখ্যাদি স্মৃতি ও যুক্তির দ্বারা বেদান্তসমন্বয়ে যে বিরোধ ... পাদের প্রত্যেকটী অধিকরণে তাহা পরিহৃত হইতেছে বলিয়া এই পাদের ও ... অধিকরণের সহিত এই অধ্যায়ের সম্বন্ধরূপ মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

১। স্মৃত্যধিকরণম্। [১ - ২ সূত্র]

... প্রতিপাদ্য—সাংখ্যস্মৃতির দ্বারা ব্রহ্মকারণবাদাদিরূপ বেদার্থসঙ্কোচের

অধিকরণসঙ্গতি— [illegible] সমন্বয়াধ্যানাধিকরণে অশ্রৌত হওয়ায় প্রধানকা[illegible]
[illegible] নিরাকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রধান বেদে প্রতিপাদি[illegible]
[illegible] হইয়াছে বলিয়া তাহার নিরাকরণ সঙ্গত নহে, এইপ্র
[illegible] এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত
[illegible] আক্ষেপসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

মুখ্য পাদ ও অধ্যায় সঙ্গতি—বেদান্তসমন্বয়ে সাংখ্যস্মৃতিকৃত বিরোধ প[illegible]
[illegible] মুখ্য পাদ ও মুখ্য অধ্যায় সঙ্গতি সিদ্ধ হয়। তত্তৎ অধি[illegible]
[illegible]

ন্যায়মালা

[illegible] সঙ্কোচো ন বা বেদসমন্বয়ে।
[illegible] সাবকাশঃ সঙ্কোচোঽনবকাশয়া॥
[illegible] ভির্মন্বাদিস্মৃতিভিঃ স্মৃতিঃ।
[illegible] কাপিলী বাধ্যা ন সঙ্কোচোঽনয়া ততঃ॥

[illegible] বেদঃ ধর্ম্মে সাবকাশঃ, অনবকাশয়া সঙ্কোচঃ। [illegible]
[illegible] অনয়া সঙ্কোচঃ ন।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়— [illegible] পূর্ব্বাধ্যায়োক্তঃ সমন্বয়ঃ বিষয়ঃ। [illegible]
[illegible] কপিলস্য সর্ব্বজ্ঞতয়া পরিগৃহীতত্বাৎ ভবতি [illegible]
[illegible] সঙ্কোচঃ অস্তি, ন বা?

পূর্ব্বপক্ষ— [illegible] এব প্রবৃত্তা, ন তু অনুষ্ঠেয়ং ধর্ম্মং [illegible]
[illegible] অসৌ বাধ্যেত, তদা নিরবকাশা স্যাৎ। ধর্ম্ম[illegible]
[illegible] বেদঃ ধর্ম্মে সাবকাশঃ [স্যাৎ]। অতঃ "সাব
[illegible] অনবকাশয়া [সাংখ্যস্মৃত্যা বেদস্য] সঙ্কোচঃ [যুক্ত

সিদ্ধান্ত— [illegible] প্রত্যক্ষবেদমূলকত্বাৎ। প্রধানকারণবা[illegible]
[illegible] উপলভামহে, দৃশ্যমানবেদবাক্যানাং ব্রহ্ম[illegible]
[illegible] প্রত্যক্ষশ্রুতিমূলাভিঃ মন্বাদিস্মৃতি[illegible]
[illegible] সাংখ্যস্মৃত্যা ব্রহ্মকারণত্ববাদিনঃ বে[illegible]
[illegible]

অনুবাদ

সংশয়— [illegible] পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত সমন্বয়ই বিষয়। ব্রহ্মকার[illegible]
[illegible] সম্প্রদায়ে সর্ব্বজ্ঞরূপে পরিগৃহীত হন বলিয়া এই [illegible]
[illegible] বেদসমন্বয়রূপ বিষয় সাংখ্যস্মৃতির দ্বারা সঙ্কোচ হয়, অথবা হয় না?

পূর্ব্বপক্ষ— সাংখ্যস্মৃতি কেবলমাত্র বস্তুতত্ত্বের নিরূপণেই প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু [illegible]
[illegible] প্রতিপাদন করে না। যদি সেই বস্তুতত্ত্বে (—বস্তুতত্ত্বনিরূপণেও) [illegible]

বাধিত হয়, তাহা হইলে নিরবকাশ হইয়া পড়িবে। ব্রহ্ম ও ধর্ম, উভয়েই প্রতিপাদন করে বলিয়া একমাত্র ব্রহ্ম বাধিত হইলেও] বেদ ধর্ম্মে সাবকাশ হইবেন। সেইহেতু "সাবকাশ এবং নিরবকাশ, এই উভয়ের মধ্যে নিরবকাশই বলবান্ হয় বলিয়া" নিরবকাশ (—কোন-প্রকার প্রতিপাদ্য বিষয়বিহীন) সাংখ্যস্মৃতিকর্তৃক বেদের সঙ্কোচ যুক্তিসঙ্গত (—বেদ ধর্ম্মই প্রতিপাদন করিবেন, ব্রহ্মকারণবাদাদি নহে)।

সিদ্ধান্ত—[প্রত্যক্ষবেদমূলক হওয়ায় মনু প্রভৃতি কর্তৃক রচিত স্মৃতিসকল নিশ্চয়ই প্রবল। প্রধানকারণবাদিনী কপিল প্রণীতা স্মৃতির সেইপ্রকার মূলভূত কোন বেদ আমাদের উপলব্ধিগোচর হইতেছে না, যেহেতু পরিদৃশ্যমান বেদবাক্যসকলের ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্ব পূর্ব্বেই (—পূর্ব্বাধ্যায়েই) নির্ণীত হইয়াছে। এইহেতু ব্রহ্মকারণবাদিনী প্রত্যক্ষশ্রুতিমূলা মনু প্রভৃতি কর্তৃক রচিত স্মৃতিসকলের দ্বারা [বেদবহির্ভূতা, মূলরহিত, কপিল প্রণীতা স্মৃতি বাধযোগ্যা। সেইহেতু এই সাংখ্যস্মৃতির দ্বারা [ব্রহ্মকারণত্ববাদী বেদের] সঙ্কোচ যুক্তিসঙ্গত নহে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, স্মৃতিবিরোধ বশতঃ উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—স্মৃতিবিরোধ পরিহৃত হয় বলিয়া সমন্বয় সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রথমে অধ্যায়ে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ জগতঃ উৎপত্তিকারণং, মৃৎসুবর্ণাদয়ঃ ইব ঘটরুচকাদীনাম্ ।১ উৎপন্নস্য জগতঃ নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতিকারণং, মায়াবী ইব মায়ায়াঃ ।২ প্রসারিতস্য চ জগতঃ পুনঃ স্বাত্মনি এব উপসংহারকারণম্, অবনিরিব চতুর্ব্বিধস্য ভূতগ্রামস্য ।৩ সঃ এব চ সর্ব্বেষাং নঃ আত্মা ইতি এতৎ বেদান্তবাক্যসমন্বয়প্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতম্ ।৪ প্রধানাদিকারণবাদাশ্চ অশব্দত্বেন নিরাকৃতাঃ ।৫ ইদানীং স্বপক্ষে স্মৃতিন্যায়বিরোধপরিহারঃ, প্রধানাদিবাদানাং চ ন্যায়াভাসোপবৃংহিতত্বং, প্রতি-

ভাষ্যানুবাদ

[পূর্ব্বাধ্যায়প্রতিপাদ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, তাহার সহিত সঙ্গতি প্রদর্শন এবং আরব্ধ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বর্ণন।

প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে—মৃত্তিকা ও সুবর্ণ প্রভৃতি যেমন ঘট ও রুচকাদির উৎপত্তির কারণ, তদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর জগতের উৎপত্তির কারণ ১ মায়াবী যেমন মায়ার স্থিতিকারণ, তদ্রূপ তিনিই নিয়ন্তৃরূপে উৎপন্ন জগতের স্থিতির প্রতি কারণ।২ আর পৃথিবী যেমন [জরায়ুজ প্রভৃতি] চতুর্ব্বিধ প্রাণিজগতের উপসংহারকারণ (—লয়াধার), তদ্রূপ তিনিই প্রসারিত (—স্ব হইতে সৃষ্ট) জগতের পুনরায় নিজেতেই উপসংহারের কারণ।৩ আবার তিনিই আমাদের সকলের আত্মা, ইত্যাদি ইহা ["শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" (১।১।৩০), "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ" (১।৪।২২) ইত্যাদিস্থলে] উপনিষদ্বাক্যের সমন্বয় প্রতিপাদনদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।৪ আর প্রধানাদিকারণবাদসকল শ্রুতিতে প্রতিপাদিত না হওয়ায় নিরাকৃত হইয়াছে।৫ এক্ষণে [এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে সেই বেদান্তসমন্বয়রূপ]

শাঙ্করভাষ্যম্

বেদান্তং চ সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়াঃ অবিগীতত্বম্ ইতি অস্য অর্থজাতস্য প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ আরভ্যতে।৬ তত্র প্রথমং তাবৎ স্মৃতিবিরোধং উপন্যস্য পরিহরতি—

ভাষ্যানুবাদ

স্বপক্ষে স্মৃতি ও যুক্তিকৃত বিরোধের পরিহার, [দ্বিতীয় পাদে] প্রধানাদি বাদসকল অসৎ যুক্তির দ্বারা পুষ্ট (—ভ্রান্তিমূলক) এবং [তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে] প্রত্যেক উপনিষদে সৃষ্টি প্রভৃতির প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট (—পরস্পর অবিরুদ্ধ), ইত্যাদি এই সকল বিষয় প্রতিপাদন করিবার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে।৬ তন্মধ্যে প্রথমে (—এই প্রথম অধিকরণে) স্মৃতিকৃত বিরোধের উল্লেখ করিয়া [তাহার] পরিহার করিতেছেন—

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।২॥১।১॥

পদচ্ছেদ—স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গঃ, ইতি, চেৎ, ন, অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।

সূত্রার্থ—[প্রথমাধ্যায়োক্তঃ সমন্বয়ঃ কিং সাংখ্যস্মৃত্যা বিরুধ্যতে, উত ন ইতি সন্দেহে], **স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গঃ**—মহর্ষিকপিলপ্রণীতপ্রধানকারণবাদিস্মৃতীনাম্ অনবকাশদোষস্য—নির্বিষয়তয়া আনর্থক্যদোষস্য প্রসঙ্গঃ—প্রাপ্তিঃ [ভবেৎ], **ইতি**—ইতি হেতোঃ [সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে, অতঃ প্রধানানুগুণতয়া শ্রুতয়ঃ নেয়াঃ ইতি] **চেৎ**—ইতি যদি পূর্ব্বপক্ষী ব্রূয়াৎ ; [তত্র সিদ্ধান্তী ব্রূতে—] **ন**—সমন্বয়ঃ ন বিরুধ্যতে। [কুতঃ ?] **অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ** চেতনকারণত্ববাদিনীনাম্ অন্যাসাং মন্বাদিস্মৃতীনাম্ অনবকাশদোষস্য প্রাপ্তেঃ। [অতঃ স্মৃতিদ্বয়বিরোধে শ্রুত্যবিরুদ্ধা স্মৃতিঃ প্রমাণম্ ইতি অপ্রমাণসাংখ্যস্মৃত্যা সমন্বয়ঃ ন বিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—প্রথমাধ্যায়ে প্রতিপাদিত সমন্বয় কি সাংখ্যস্মৃতির দ্বারা বিরোধ প্রাপ্ত হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে], **স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গঃ**—মহর্ষি কপিল প্রণীত প্রধানকারণবাদিনী স্মৃতিসকলের, অনবকাশদোষস্য—বিষয়াভাবপ্রযুক্ত আনর্থক্যরূপ দোষের, প্রসঙ্গঃ—প্রাপ্তি হইয়া পড়ে, **ইতি**—এই হেতুবশতঃ [সমন্বয় বিরোধ প্রাপ্ত হয়, সেইহেতু প্রধানকারণবাদের অনুকূলরূপে শ্রুতিসকলের ব্যাখ্যা করা উচিত], **চেৎ**—পূর্ব্বপক্ষী যদি এইপ্রকার বলেন ; [তাহাতে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—না, সমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হয় না। [তাহাতে হেতু কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন -] **অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ**—যেহেতু মহর্ষি মনু প্রভৃতি বিরচিত চেতনকারণবাদিনী অন্য স্মৃতিসকলের অনবকাশদোষ প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। [অতএব স্মৃতিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ হইলে শ্রুতির অবিরুদ্ধ স্মৃতি হয় প্রমাণ, এইহেতু অপ্রমাণভূতা সাংখ্যস্মৃতি কর্ত্তৃক সমন্বয় বিরোধ প্রাপ্ত হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদুক্তং ব্রহ্মৈব সর্ব্বজ্ঞং জগতঃ কারণম্ ইতি, তদ্ অযুক্তম্।১ কুতঃ?২ "স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ"।৩ স্মৃতিশ্চ তন্ত্রাখ্যা পরমর্ষিপ্রণীতা শিষ্টপরিগৃহীতা, অন্যাশ্চ তদনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ এবং সতি অনবকাশাঃ প্রসজ্যেরন্, তাসু হি অচেতনং প্রধানং স্বতন্ত্রং জগতঃ কারণম্ উপনিবধ্যতে।৪ মন্বাদিস্মৃতয়ঃ তাবৎ চোদনালক্ষণেন অগ্নিহোত্রাদিনা ধর্ম্মজাতেন অপেক্ষিতম্ অর্থং সমর্পয়ন্ত্যঃ সাবকাশাঃ ভবন্তি, অস্য বর্ণস্য অস্মিন্ কালে অনেন বিধানেন উপনয়নম্, ঈদৃশশ্চ আচারঃ, ইত্থং বেদাধ্যয়নং, ইত্থং সমাবর্ত্তনম্, ইত্থং সহধর্ম্মচারিণীসংযোগঃ ইতি।৫ তথা পুরুষার্থাংশ্চ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—"সাবকাশ ও নিরবকাশের মধ্যে নিরবকাশের প্রাবল্যবশতঃ ধর্ম্মে সাবকাশ মন্বাদি স্মৃতি বেদান্ত-ব্যাখ্যাতে অগ্রহণীয়। নিরবকাশ সাংখ্যস্মৃতির দ্বারা তাহা ব্যাপেয়।]

পূর্ব্বপক্ষ—আর যে বলা হইয়াছে—সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ ইত্যাদি, তাহা সঙ্গত নহে।১ কেন নহে?২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] "যেহেতু [তাহা হইলে] স্মৃতির অনবকাশরূপ (—প্রতিপাদ্যবিষয়রাহিত্যরূপ) দোষ হইয়া পড়িবে"।৩ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] এই প্রকার হইলে (—চেতন ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলে) পরমর্ষি কপিলপ্রণীত, [বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকারকারী পতঞ্জলি ও দেবল প্রভৃতি] শিষ্টগণকর্ত্তৃক পরিগৃহীত তন্ত্র (১) নামক স্মৃতি এবং তাহার অনুসরণ-কারিণী [আসুরী ও পঞ্চশিখ প্রভৃতি প্রণীত] অন্যান্য স্মৃতিসকল নিরবকাশ হইয়া পড়িবে, যেহেতু সেইসকলে অচেতন ও স্বাধীন প্রধান জগতের কারণরূপে লিপিবদ্ধ হইতেছে।৪ [কিন্তু প্রধান জগৎকারণরূপে স্বীকৃত হইলে ব্রহ্মকারণবাদিনী মনুস্মৃতি প্রভৃতি নিরবকাশ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—মহর্ষি] মনু প্রভৃতি প্রণীত স্মৃতিসকল চোদনা (—বেদবিধি) যাহার লক্ষণ (—জ্ঞাপক), সেই অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মসকলের দ্বারা অপেক্ষিত বিষয়কে সমর্পণকরতঃ সাবকাশ হইয়া থাকে, যথা এই বর্ণের এই সময়ে এইপ্রকার বিধানবলে উপনয়ন হইবে, তাহাদের আচার এই-প্রকার, এইপ্রকারে বেদাধ্যয়ন করিতে হইবে, এইরূপে সমাবর্ত্তন (—বেদাধ্যয়ন সমাপনান্তে গুরুগৃহ হইতে প্রত্যবর্ত্তনকালিক ক্রিয়াবিশেষ) করিতে হইবে, এই প্রকারে সহধর্ম্মিণীর সহিত সম্বন্ধ (—বিবাহ) হইবে ইত্যাদি।৫ এই প্রকারে [মন্বাদিস্মৃতি] পুরুষের [ইহলৌকিক ও পারলৌকিক] প্রয়োজন সম্পাদক বর্ণ ও

ভাবদীপিকা

(১) **তন্ত্র** - "তন্ত্র্যন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে তত্ত্বানি অনেন ইতি তন্ত্রং শাস্ত্রং কপিলোক্তম্" - তন্ত্রিত অর্থাৎ ব্যুৎপাদিত হয় তত্ত্বসকল ইহার দ্বারা, এইপ্রকারে তন্ত্রশব্দটী নিষ্পন্ন হয়, এখানে ইহার অর্থ- কপিলপ্রণীত শাস্ত্র।

শাঙ্করভাষ্যম্

বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ নানাবিধান্ বিদধতি ।৬ নৈবং কপিলাদিস্মৃতীনাম্ অনুষ্ঠেয়ে বিষয়ে অবকাশঃ অস্তি, মোক্ষসাধনম্ এব হি সম্যগ্‌দর্শনম্ অধিকৃত্য তাঃ প্রণীতাঃ ।৭ যদি তত্রাপি অনবকাশাঃ স্যুঃ, আনর্থক্যম্ এব আসাং প্রসজ্যেত ।৮ তস্মাৎ তদবিরোধেন বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতব্যাঃ ।৯ [কথং পুনঃ ঈক্ষত্যাদিভ্যঃ হেতুভ্যঃ ব্রহ্মৈব সর্ব্বজ্ঞং জগতঃ কারণম্ ইতি অবধারিতঃ শ্রুত্যর্থঃ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেন পুনঃ আক্ষিপ্যতে ?১০] ভবেদ্ অয়ম্ অনাক্ষেপঃ স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞানাম্ ।১১ পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাস্তু প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রুত্যর্থম্ অবধারয়িতুম্ অশক্নুবন্তঃ প্রখ্যাতপ্রণেতৃকাঃ স্মৃতীঃ* অবলম্বেরন্, তদ্বলেন চ শ্রুত্যর্থং প্রতিপিৎসেরন্ ।১২ অস্মৎকৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বস্যুঃ বহুমানাৎ স্মৃতীনাং

*"প্রণেতৃকাসু স্মৃতি"ষু ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

আশ্রমোচিত নানাপ্রকার ধর্ম্মসকলও বিধান করিবে। [সুতরাং মন্বাদি স্মৃতির নিরবকাশ হইবার কোনপ্রকার সম্ভাবনা নাই]।৬ কপিলাদি প্রণীত স্মৃতিসকলের কিন্তু অনুষ্ঠেয় বিষয়ে এইপ্রকার অবকাশ নাই (—অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের উপদেশ তাহারা করে না), যেহেতু মোক্ষের সাধনভূত সম্যগ্ দর্শনকে অবলম্বনকরতঃ তাহারা প্রণীত হইয়াছে।৭ [তাহাও মন্বাদি স্মৃতির প্রতিপাদ্য হইলে, কাপিলাদি স্মৃতিসকল] যদি সেইস্থলেও নিরবকাশ হয়, তাহা হইলে [প্রতিপাদ্য বিষয়ের অভাববশতঃ ইহাদের আনর্থক্য হইয়া পড়িবে।৮ সেইহেতু (—সাবকাশ ও নিরবকাশের মধ্যে নিরবকাশই বলবান্ হয় বলিয়া এবং বিকল্পও সঙ্গত নহে বলিয়া) তাহার (—কাপিলাদি স্মৃতির) অবিরুদ্ধভাবেই উপনিষৎসকলকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।৯

[পূর্ব্বপক্ষের উত্থানবিষয়ে শঙ্কা ও তাহার সমাধান।]

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—আচ্ছা, ঈক্ষণাদিরূপ হেতুসকলবশতঃ (১।১।৫) সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, এই অবধারিত যে শ্রুত্যর্থ, স্মৃতির নিরবকাশতারূপ দোষের সম্ভাবনাবশতঃ তাহাতে পুনরায় আক্ষেপ করা হইতেছে কেন ? [যেহেতু শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে স্মৃতিই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে]।১০ [পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব] স্বতন্ত্র প্রজ্ঞগণের (—স্বাধীনভাবে শাস্ত্রার্থ নিরূপণে সমর্থ ব্যক্তিগণের] এইপ্রকার আক্ষেপ না হইতে পারে।১১ কিন্তু মনুষ্যগণ প্রায়ই পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ (—অপরের সহায়তায় শাস্ত্রার্থ অবগত হয়), তাহারা স্বাধীনভাবে শ্রুতির অর্থ অবধারণ করিতে না পারিয়া [মনু প্রভৃতি] বিখ্যাত ব্যক্তিগণকর্তৃক রচিত স্মৃতিসকলকে অবলম্বন করিবে এবং তাহার বলে শ্রুতির অর্থ অবগত হইতে ইচ্ছা করিবে।১২ আর স্মৃতিসকলের [মনু প্রভৃতি] প্রণেতৃগণের উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধাবশতঃ অস্মৎ-

শাঙ্করভাষ্যম্‌

প্রণেতৃষু ।১৩ কপিলপ্রভৃতীনাং চ আর্ষং জ্ঞানম্‌ অপ্রতিহতং স্মর্য্যতে।১৪ শ্রুতিশ্চ ভবতি "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ" (শ্বেঃ ৫।২) ইতি।১৫ তস্মাৎ ন এষাং মতম্‌ অযথার্থং শক্যং সম্ভাবয়িতুম্‌ ।১৬ তর্কাবষ্টম্ভেন চ এতে অর্থং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি ।১৭ তস্মাদপি স্মৃতিবলেন বেদান্তাঃ ব্যাখ্যেয়াঃ ইতি পুনরাক্ষেপঃ।১৮ তস্য সমাধিঃ—"ন, অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ", ইতি।১৯ যদি স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেন ঈশ্বরকারণবাদঃ আক্ষিপ্যেত, এবম্‌ অপি অন্যাঃ

ভাষ্যানুবাদ

কৃত ব্যাখ্যাতে বিশ্বাস করিবে না ।১৩ [কিন্তু কপিলাদির পদাঙ্কানুসরণকারী তোমার ব্যাখ্যার ন্যায় কপিলাদির ব্যাখ্যাতেই বা বিশ্বাস কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আবার কপিল প্রভৃতির আর্ষজ্ঞান (—অতীন্দ্রিয় জ্ঞান) যে অপ্রতিহত, ইহা [সাংখ্য] স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে।১৪ [কিন্তু সাংখ্যস্মৃতিরই তো কোন প্রামাণ্য নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [সেই বিষয়ে] শ্রুতিও আছে, যথা—"যিনি অগ্রে (—সৃষ্টির আদিতে) উৎপন্ন সেই ঋষি কপিলকে জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং উৎপদ্যমান তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন" (২) ইত্যাদি।১৫ সেইহেতু ইঁহাদিগের মতবাদকে অযথার্থ প্রতিপাদন করিতে পারা যায় না।১৬ আর ইঁহারা তর্কের আশ্রয় গ্রহণদ্বারা [ব্রহ্মকারণবাদনিরাকরণকরতঃ স্বাভিপ্রেত] বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করেন (৩)।১৭ সেইহেতুবশতঃও [সাংখ্য] স্মৃতির বলে উপনিষৎসকলকে ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য, এইহেতু পুনরায় আক্ষেপ করা হইতেছে।১৮

[সিঃ—প্রত্যক্ষশ্রুতিমূলা স্মৃতি কল্পিতশ্রুতিমূলা স্মৃতি হইতেও বলবতী হওয়ায় যাহার শ্রুতিরূপ মূল অনুমানও করা যায় না, সেই বেদবাহ্য সাংখ্যস্মৃতির দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।]

সিদ্ধান্ত—তাহার সমাধান এই—'না, তাহা বলা যায় না, যেহেতু তাহা হইলে [বেদমূলক] অন্য স্মৃতির অনবকাশরূপ দোষ হইয়া পড়িবে', ইত্যাদি।১৯ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যদি [বেদবাহ্য সাংখ্য] স্মৃতির প্রতিপাদ্যহীনতারূপ দোষের সম্ভাবনাবশতঃ [বেদমূলক] ঈশ্বরকারণবাদের উপর আক্ষেপ করা হয়, এইপ্রকার

ভাবদীপিকা

(২) টীকাকারগণ এই শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ এইপ্রকারে যোজনা করিয়াছেন—"সৃষ্টির আদিতে জায়মান (—যিনি উৎপন্ন হন, সেই) কপিলকে যিনি উৎপাদন করেন এবং প্রসূত তাঁহাকে [কালত্রয়বিষয়ক] জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করেন, সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিবে"।

(৩) "ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন—যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" (মনুসং ১২।১০৫-৬)—যাঁহারা তর্কের দ্বারা শাস্ত্রার্থের অনুসন্ধান (—বিচার) করেন, তাঁহারাই ধর্ম্মকে জানিতে পারেন, অপরে নহে,' ইত্যাদি। সুতরাং তর্কাবলম্বনে শাস্ত্রার্থ নির্ণয়কারী সাংখ্যমতাবলম্বীর মতবাদ গ্রহণীয়, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ঈশ্বরকারণবাদিন্যঃ স্মৃতয়ঃ অনবকাশাঃ প্রসজ্যেরন্ ।২০ তাঃ উদাহরিষ্যামঃ—"যত্তৎ সূক্ষ্মম্ অবিজ্ঞেয়ম্" (মহাভাঃ শাঃ ৩৩৫।২৯) **ইতি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্য "সঃ হি অন্তরাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যতে"** (ঐ ৩৩৫।৩০) **ইতি চ উক্ত্বা "তস্মাদ্ অব্যক্তম্ উৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম"** (ঐ ৩৩৬।৩০) **ইত্যাহ ।২১ তথা অন্যত্রাপি "অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নির্গুণে সংপ্রলীয়তে"** (ঐ ৩০৯।৩১) **ইত্যাহ ।২২ "অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ । স সর্গকালে চ করোতি সর্ব্বং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ"** (ঐ ৩০১।১১৫ ?) **ইতি পুরাণে ।২৩ ভগবদ্গীতাসু চ "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা"** (গীতা ৭।৬) **ইতি ।২৪ পরমাত্মানম্ এব চ প্রকৃত্য আপস্তম্বঃ পঠতি-"তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ"** (আপঃ ধর্ম্মসূঃ ১।৮।২৩।২) **ইতি ।২৫ এবম্ অনেকশঃ স্মৃতিষু অপি ঈশ্বরঃ কারণত্বেন উপাদানত্বেন চ প্রকাশ্যতে ।২৬ স্মৃতিবলেন প্রত্যবতিষ্ঠমানস্য স্মৃতিবলেন এব উত্তরং বক্ষ্যামি ইতি অতঃ**

ভাষ্যানুবাদ

হইলে ঈশ্বরকারণবাদিনী (—ঈশ্বরকে জগৎকারণরূপে প্রতিপাদনকারিণী) অন্য স্মৃতিসকল প্রতিপাদ্যবিহীন হইয়া পড়িবে ।২০ [ঈশ্বরকারণবাদিনী যে স্মৃতি-সকল নিরবকাশ হইয়া পড়িবে], তাহাদিগকে আমরা উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—"সেই যে সূক্ষ্ম (—ইন্দ্রিয়ের অগোচর) এবং অন্য প্রমাণের অগম্য", এইরূপে পরব্রহ্মের প্রস্তাব করিয়া "তিনিই প্রাণিগণের অন্তরাত্মা এবং ক্ষেত্রজ্ঞরূপে কথিত হন," ইহা বলিয়া "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতেই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত (—মায়াতে বিলীন সূক্ষ্মাত্মক জগৎ, ভূতসূক্ষ্ম) উৎপন্ন হইয়াছে", ইহা বলিতেছেন ।২১ এইরূপে অন্য স্থলেও "হে ব্রহ্মন্, অব্যক্ত নির্গুণ পুরুষে সম্যগ্‌ভাবে লয়প্রাপ্ত হয়," ইহা বলিতেছেন ।২২ [ইতিহাস হইতে প্রাপ্ত বিষয়ে পুরাণের সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—] "অতঃপর সংক্ষেপে ইহা শ্রবণ কর, সনাতন পুরুষ নারায়ণই এই সমস্ত, তিনি সৃষ্টিকালে সকলকে উৎপন্ন করেন এবং প্রলয়কালে পুনরায় তাহা-দিগকে ভক্ষণ (—নিজেতে বিলীন) করেন," ইহা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ।২৩ আর ভগবদ্গীতাতেও "আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির প্রতি হেতু এবং প্রলয়কালীন অধি-ষ্ঠান," এইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে ।২৪ [এই বিষয়ে কল্পসূত্রকারের সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার পরমাত্মাকেই প্রস্তাব (—বর্ণনার বিষয়রূপে গ্রহণ) করিয়া আপস্তম্ব বলিতেছেন—"সেই পরমেশ্বর হইতে কায়সকল (—ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত শরীরসকল) উৎপন্ন হয়, তিনি জগতের কারণ, শাশ্বতিক (—কূটস্থ ও অনাদি) ও নাশশূন্য," ইত্যাদি ।২৫ এইপ্রকারে [বেদানুগামিনী] স্মৃতিসকলেও

শাঙ্করভাষ্যম্

অয়ম্ অন্য স্মৃত্যনবকাশদোষোপন্যাসঃ।২৭ দর্শিতং তু শ্রুতীনাম্ ঈশ্বরকারণবাদং প্রতি তাৎপর্য্যম্।২৮ বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনাম্ অবশ্যকর্ত্তব্যে অন্যতরপরিগ্রহে অন্যতরপরিত্যাগে চ শ্রুত্যনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণম্, অনপেক্ষ্যাঃ ইতরাঃ।২৯ তদুক্তং প্রমাণলক্ষণে—"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্" (জৈঃ

ভাষ্যানুবাদ

[নিমিত্ত] কারণ ও উপাদানরূপে পরমেশ্বর অনেকপ্রকারে প্রকাশিত হইতেছেন।২৬ [আচ্ছা, সাংখ্যস্মৃতির বিরুদ্ধে শ্রুতিকে উপন্যস্ত না করিয়া তদনুগামিনী স্মৃতিকে কেন উপন্যস্ত করা হইতেছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] স্মৃতির বলে যিনি আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন, তাঁহাকে স্মৃতির বলেই উত্তর প্রদান করিব, এইপ্রকার অভিপ্রায়বশতঃ এই 'অন্য স্মৃতির অনবকাশরূপ দোষের' উল্লেখ করা হইয়াছে।২৭ আর [পূর্ব্ববর্ত্তী বহু অধিকরণে] শ্রুতিসকলের যে ঈশ্বরকারণবাদের প্রতি তাৎপর্য্য আছে, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। [সুতরাং শ্রুতিমূলক প্রবল মন্বাদি স্মৃতির বলেই তত্ত্বনির্ণয় করিতে হইবে।২৮ যদি বলা হয়—কাপিল স্মৃতিও অনুমিত শ্রুতিমূলক হওয়ায় মন্বাদি স্মৃতির সহিত সমবল হইবে, ফলে বিকল্পের প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর স্মৃতিসকলের মধ্যে বিরোধ হইলে এবং তাহাদের মধ্যে একটীর গ্রহণ ও অপরটীর পরিত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য হইলে শ্রুতির অনুসরণকারিণী স্মৃতিসকল হয় প্রমাণ, অন্যগুলি উপেক্ষণীয়া (৪)।২৯ প্রমাণলক্ষণে (—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে প্রমাণের বিচারাধ্যায়ে) তাহা কথিত হইয়াছে, যথা—

ভাবদীপিকা

(৪) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—ক্রিয়াতেই বিকল্প সম্ভব, যথা—"উদিতে জুহোতি, অনুদিতে জুহোতি"—'সূর্য্য উদিত হইলে অগ্নিহোত্র হোম করিবে, অথবা সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বে অগ্নিহোত্র হোম করিবে,' ইত্যাদি। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ বিষয়ে বিকল্প সম্ভব নহে, যেমন 'গো বস্তুটী গলকম্বলাদিযুক্ত, অথবা তদ্‌বিহীন' এইপ্রকার পরিস্থিতি সম্ভব হয় না। সুতরাং জগদ্রূপ বস্তু এবং তাহার কারণ ঈশ্বররূপ বস্তুর স্বরূপ বিষয়ে বিকল্প সম্ভব নহে। অথচ প্রধান কারণবাদিনী কাপিলাদি স্মৃতি এবং ঈশ্বরকারণবাদিনী মন্বাদি স্মৃতি, এই উভয়প্রকার স্মৃতি উপলব্ধ হইতেছে। বিকল্প সম্ভব না হওয়ায় ইহাদের মধ্যে একটীকে ত্যাগ ও অপরটীকে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে "কৢপ্তমূলয়া স্মৃত্যা কল্প্যমূলা স্মৃতিঃ বাধ্যা, মূলকল্পনায়াং বুদ্ধিগৌরবাৎ" (শারীরকন্যায়সংগ্রহ)—'প্রত্যক্ষশ্রুতিমূলা স্মৃতির দ্বারা কল্পিতশ্রুতিমূলা স্মৃতি বাধিত হয়, যেহেতু [শ্রুতিরূপ] মূল কল্পনাতে বুদ্ধির গৌরবদোষ হয় (—অনেক বেশী চিন্তা করিতে হয়'), এই যুক্তিবলে প্রত্যক্ষশ্রুতিমূলা মন্বাদি স্মৃতির দ্বারা কল্পিতশ্রুতিমূলা সাংখ্যাদি স্মৃতি বাধিত হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষশ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে শ্রুতিরূপ মূলও কল্পনা করা চলে না বলিয়া তাদৃশ) স্মৃতি অপ্রমাণ, সুতরাং বাধিত হইয়া পড়ে, এই বিষয়ে আচার্য্য জৈমিনির সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—**তদুক্তম্**—প্রমাণলক্ষণে, ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

সূঃ ১।৩।৩) **ইতি ।৩০ নচ অতীন্দ্রিয়ান্ অর্থান্ শ্রুতিম্ অন্তরেণ কশ্চিৎ উপলভতে ইতি শক্যং সম্ভাবয়িতুং, নিমিত্তাভাবাৎ ।৩১ শক্যং কপিলাদীনাং সিদ্ধানাম্ অপ্রতিহতজ্ঞানত্বাৎ ইতি চেৎ ?৩২ ন, সিদ্ধেরপি সাপেক্ষত্বাৎ, ধর্ম্মানুষ্ঠানাপেক্ষা হি সিদ্ধিঃ ।৩৩ সঃ চ ধর্ম্মঃ চোদনালক্ষণঃ ।৩৪ ততশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধায়াঃ চোদনায়াঃ অর্থঃ ন**

ভাষ্যানুবাদ

"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্" (৫) ইত্যাদি ।৩০ [অতএব তোমার স্বমতানুকূল শ্রুতিবাক্যের অনুমানও সম্ভব না হওয়ায় বেদবহির্ভূত সাংখ্যস্মৃতির দ্বারা উপনিষদের ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে]

[সিঃ—সিদ্ধগণের সিদ্ধি শ্রুতিসাপেক্ষ হওয়ায় এবং তাঁহাদের উক্তিও পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের নিরূপণে শ্রুত্যনুগামিনী স্মৃতি আশ্রয়ণীয়া।]

[যদি বলা হয়—শ্রুতিমূলা বলিয়া যে কাপিলস্মৃতির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়, তাহা নহে ; কিন্তু প্রত্যক্ষমূলা বলিয়া তাহা প্রমাণ। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর কোন পুরুষ অতীন্দ্রিয় বিষয়সকলকে শ্রুতি ব্যতিরেকে উপলব্ধি করে, ইহা সংঘটন করিতে পারা যায় না, যেহেতু [তাদৃশ উপলব্ধির প্রতি] কোন হেতু নাই ।৩১ [সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] যদি বলা হয়, অপ্রতিহতজ্ঞানবান্ হওয়ায় কপিলাদি সিদ্ধ-পুরুষগণের [তাদৃশ অতীন্দ্রিয়বিষয়ক উপলব্ধি] সংঘটন করিতে পারা যায় ।৩২ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, না, তাহা পারা যায় না ; যেহেতু সিদ্ধিও সাপেক্ষ পদার্থ, কারণ সিদ্ধি ধর্ম্মানুষ্ঠানকে অপেক্ষা করে ।৩৩ আর সেই ধর্ম্ম

ভাবদীপিকা

(৫) উক্ত ১।৩।৩ জৈমিনীয় সূত্রটীর অর্থ এই—সোমযজ্ঞে যজ্ঞভূমিতে উদুম্বর (—যজ্ঞডুমুর) কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটী স্থূণা (—খুঁটী) প্রোথিত হয়, শ্রুতি বলেন—"ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বা উদ্গায়েৎ" —'উদুম্বর কাষ্ঠনির্ম্মিত স্থূণাকে স্পর্শ করিয়া উদ্গান করিবে'। স্মৃতি বলেন—"ঔদুম্বরী সর্ব্বা বেষ্টয়িতব্যা" —'উদুম্বরকাষ্ঠনির্ম্মিত স্থূণাকে সমগ্রভাবে [বস্ত্রদ্বারা] বেষ্টন করিবে'। এইস্থলে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইয়া পড়িতেছে, কারণ স্থূণার সর্ব্বাংশ বস্ত্রবেষ্টিত হইলে তাহার সহিত উদ্গাতার ত্বক্সংযোগরূপ স্পর্শ সম্ভব হয় না। তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—স্মৃতিবাক্যও যখন ধর্ম্মে প্রমাণ, তখন তাহা স্বানুকূল শ্রুতিবাক্য অনুমানকরতঃ উক্ত প্রত্যক্ষ শ্রুতিবাক্যকে বাধিত, অথবা শাখাবিশেষে সঙ্কুচিত করিবে। অথবা বিকল্প হইবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—**বিরোধে**—উপলভ্যমান প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে, **তু**—কিন্তু, [স্মৃতির প্রামাণ্য] **অনপেক্ষম্**—অনাদরণীয়, **স্যাৎ**—হইবে ; [যেহেতু কল্পিত শ্রুতি অপেক্ষা প্রত্যক্ষ শ্রুতি বলবতী হওয়ায় তাহার বাধ, সঙ্কোচ অথবা বিকল্প সম্ভব নহে]। **অসতি**—বিরোধ না থাকিলে, **হি**—অবশ্যই, **অনুমানম্**—শ্রুতিকল্পক অনুমানের প্রবৃত্তি হইবে। [এখানে প্রত্যক্ষ শ্রুতির সহিত বিরোধ থাকায় সর্ব্ববেষ্টন স্মৃতির অনুকূল শ্রুতিবাক্যের অনুমান সম্ভব নহে বলিয়া মূল শ্রুতির অভাবে উক্ত স্মৃতিবাক্য প্রমাণ নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

পশ্চিমসিদ্ধপুরুষবচনবশেন অতিশঙ্কিতুং শক্যতে।৩৫ সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়াম্ অপি বহুত্বাৎ সিদ্ধানাং প্রদর্শিতেন প্রকারেণ স্মৃতিবিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং ন শ্রুতিব্যপাশ্রয়াৎ অন্যৎ নির্ণয়কারণম্ অস্তি।৩৬ পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্যাপি ন অকস্মাৎ স্মৃতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতঃ যুক্তঃ, কস্যচিৎ ক্বচিৎ পক্ষপাতে সতি পুরুষমতিবৈশ্বরূপ্যেণ তত্ত্বাব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ।৩৭ তস্মাৎ তস্যাপি স্মৃতিবিপ্রতিপত্ত্যুপন্যাসেন শ্রুত্যনুসারানুসারবিষয়বিবেচনেন চ সন্মার্গে প্রজ্ঞা সংগ্রহণীয়া।৩৮ যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী

ভাষ্যানুবাদ

বেদবিধির দ্বারা জ্ঞাপিত।৩৪ সেইহেতু পূর্ব্বসিদ্ধ বেদবিধির যাহা বিষয়, তাহাতে পরবর্ত্তিকালীন সিদ্ধপুরুষের বচনের বলে অতিশঙ্কা (—শ্রুতির মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থ কল্পনা) করিতে পারা যায় না, [কারণ তাহাতে উপজীব্যবিরোধ দোষ হইয়া পড়িবে।৩৫ যদি বলা হয়—কপিলাদি স্বতঃই সিদ্ধ, বেদের অপেক্ষা তাঁহাদের নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] সিদ্ধপুরুষগণের বাণীকে অবলম্বনকরতঃ বেদার্থ কল্পনা করিলেও সিদ্ধপুরুষগণ বহু হওয়ায় [তাঁহাদের উক্তির বিরোধবশতঃ (৬) প্রদর্শিত প্রকারে স্মৃতিসকলের মধ্যে বিরোধ হইলে শ্রুতিকে আশ্রয় করা ব্যতিরেকে তত্ত্বনির্ণয়ের অন্য কোন কারণ (—উপায়) নাই। [সুতরাং শ্রুত্যনুসারিণী মন্বাদি স্মৃতির দ্বারাই বেদার্থ নির্ণয় যুক্তিসঙ্গত।৩৬ আর যে বলা হইয়াছে—মনুষ্যগণ প্রায়ই পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ, সেইহেতু অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন কপিলাদি প্রণীত স্মৃতিসকলের বলেই বেদান্তের অর্থনিরূপণ করা কর্ত্তব্য (১২-১৮ বাক্য) ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ ব্যক্তির অকস্মাৎ (—বিশেষ বিচার না করিয়া) কোন বিশেষ স্মৃতিবিষয়ক পক্ষপাত যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ কাহারও কোন বিষয়ে পক্ষপাত হইলে পুরুষের বুদ্ধির বিচিত্রতাবশতঃ তত্ত্বনির্ণয় অসম্ভব হইয়া পড়িবে।৩৭ সেইহেতু তাহারও (—পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ ব্যক্তিরও) স্মৃতিসকলের মধ্যে বিরোধের উল্লেখ দ্বারা (—সেই বিরোধবিষয়ক বিচারের দ্বারা) এবং [সেই স্মৃতি] শ্রুতির অনুসরণ করে, অথবা অনুসরণ করেনা, এতদ্বিষয়ক বিবেচনাদ্বারা বুদ্ধিকে সৎপথে সংগ্রহ (—পরিচালন) করা উচিত।৩৮

[সিঃ— সাংখ্যপ্রণেতা দ্বৈতবাদী কপিলের শ্রৌতত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব নিরাকরণ ও অদ্বৈতবাদী মনুর শ্রৌতত্ব প্রতিপাদন।]

[কিন্তু শ্রুতি স্বয়ং কপিলকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াছেন (১৫ বাক্য), সুতরাং তৎপ্রদর্শিত মার্গকেও সন্মার্গ বলিতে হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর কপিলের

ভাবদীপিকা

(৬) "কপিলো যদি সর্ব্বজ্ঞঃ কণাদো নেতি কা প্রমা। তাবুভৌ যদি সর্ব্বজ্ঞৌ মতভেদঃ কথং তয়োঃ"॥ অর্থ স্পষ্ট। বৃদ্ধগণের এইপ্রকার উক্তিসকল এইস্থলে স্মরণীয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রদর্শিতা, ন তয়া শ্রুতিবিরুদ্ধম্ অপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং; 'কপিলম্' ইতি শ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ।৩৯ অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুঃ বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ।৪০ অন্যার্থদর্শনস্য চ প্রাপ্তিরহিতস্য অসাধকত্বাৎ।৪১ ভবতি চ অন্যা মনোঃ

ভাষ্যানুবাদ

জ্ঞানাতিশয় প্রদর্শনকারিণী যে শ্রুতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার বলেও শ্রুতিবিরুদ্ধ কাপিলমতে শ্রদ্ধা করিতে পারা যায় না, যেহেতু 'কপিল' এই শব্দটী শ্রুতির সাদৃশ্যমাত্র (—'কপিল' এই শব্দটীর সাদৃশ্যবশতঃ সাংখ্যবক্তা কপিলের শ্রৌতত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ সাংখ্যবক্তা কপিল দ্বৈতবাদী, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ নহেন।৩৯ যদি বলা হয়—অন্য শ্রৌত কপিলও তো কেহ নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা বলিতে পার না]; যেহেতু সগরপুত্রগণের দহনকারী বাসুদেব নামক অন্য আর এক কপিলের কথা স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে।৪০ [কিন্তু ১৫ বাক্যে উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে যে সাংখ্যবক্তা কপিলের সর্ব্বজ্ঞতা বর্ণিত হয় নাই, ইহাও তুমি বলিতে পার না, কারণ কোন নিয়ামক নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহাও বলিতে পার না]; যেহেতু যাহা অন্যার্থদর্শন, সুতরাং প্রাপ্তিরহিত, তাহা [কাহারও সর্ব্বজ্ঞতার] সাধক নহে (৭)।৪১ আর মনুর মাহাত্ম্যখ্যাপনকারিণী অন্য শ্রুতিও আছে, যথা—

ভাবদীপিকা

(৭) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—এক অর্থে (—প্রয়োজনে, উদ্দেশ্যে) যাহা বর্ণিত হয়, অন্য অর্থে তাহার গ্রহণ হইলে, তাহাকে বলে **'অন্যার্থদর্শন'**। ইহার স্বার্থে কোন তাৎপর্য্য থাকে না। ["অন্যপরস্য চ বাক্যস্য ন্যায়তঃ প্রাপ্তিরহিতস্য অর্থস্য অসাধকত্বাৎ"—প্রকটার্থবিবরণ]। প্রস্তাবিত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে "সৃষ্টির আদিতে জায়মান কপিলকে যিনি উৎপাদন করেন এবং প্রসূত তাঁহাকে জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করেন, সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করিবে," এই প্রকার বিধান করা হইতেছে (২ ভাবদীঃ)। সেইহেতু অন্যার্থে অর্থাৎ পরমেশ্বরের দর্শন বা উপাসনারূপ অন্য প্রয়োজনে পরমেশ্বরের মাহাত্ম্য খ্যাপনের জন্য এই কপিলসর্ব্বজ্ঞতা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। কপিলের সর্ব্বজ্ঞতা এই বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে। কারণ পরমেশ্বরের দর্শন ও কপিলসর্ব্বজ্ঞতা, উভয়ই এই একই বাক্যের প্রতিপাদ্য হইলে বাক্যভেদদোষ দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে। অতএব পরমেশ্বরের দর্শনরূপ এক প্রয়োজনে তাঁহার মাহাত্ম্য খ্যাপনের জন্য বর্ণিত যে কপিলসর্ব্বজ্ঞতা, তাহাকে প্রধানতঃ কপিলেরই সর্ব্বজ্ঞতার খ্যাপকরূপ অন্য প্রয়োজনে গ্রহণ করা হইতেছে বলিয়া এই কপিল সর্ব্বজ্ঞতা হইল 'অন্যার্থদর্শন'। আর যাহা অন্যার্থদর্শন, তাহা প্রাপ্তিরহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তৎপ্রতিপাদনে তাহার তাৎপর্য্য থাকে না। সেইহেতু তাহা কাহারও সর্ব্বজ্ঞতা সাধন করিতে পারে না*। এইরূপে কপিলের শ্রৌতত্ব নিরাকরণ করিয়া মনুর শ্রৌতত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—**ভবতিচ**—'আর মনুর' ইত্যাদি।

---

* বস্তুতঃ "ঋষিং প্রসূতং কপিলম্" (শ্বেঃ ৫।২) অত্রস্থ কপিলশব্দের অর্থ সাংখ্যবক্তা কপিল নহেন, পরন্তু 'হিরণ্যগর্ভ'। "হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানম্" (শ্বেঃ ৪।১২), হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্" (ঐ ৩।৪) এবং "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি

শাঙ্করভাষ্যম্

মাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়ন্তী শ্রুতিঃ--"যদ্বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ, তৎ৮ ভেষজম্" (তৈঃ সং ২।২।১০।২) **ইতি।** ৪২ **মনুনা চ "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। সংপশ্যন্নাত্মযাজী বৈ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি" ॥** (মনু সং ১২।৯১) **ইতি সর্ব্বাত্মদর্শনং প্রশংসতা**

ভাষ্যানুবাদ

"মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা ঔষধস্বরূপ (৮) ইত্যাদি।৪২ [কিন্তু মনু ও কপিল তো একই তত্ত্ব শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন। তদুত্তরে বলিতেছেন —] আর "সর্ব্বপ্রাণীতে নিজেকে এবং নিজেতে সর্ব্বপ্রাণীকে দর্শনকরতঃ আত্মযাজী (—আত্মদর্শনরূপ যজ্ঞকারী) স্বারাজ্য (—মোক্ষ) লাভ করেন," এইপ্রকারে সর্ব্বাত্মদর্শনের প্রসংশাকারী [অদ্বৈতবাদী] মনুকর্ত্তৃক কাপিলমত নিন্দিত হইতেছে, ইহা

ভাবদীপিকা

(৮) এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—এই মনুশব্দ স্মৃতিপ্রণেতা মনুকে সমর্পন করে না ; কারণ "মানবী ঋচৌ ধায্যে কুর্য্যাৎ" (তৈঃ সং ২।২।১০।২) এই বিধিবাক্য যে ঋকে পঠিত হইয়াছে, সেইস্থলে "দেবানাং চ ইন্ মনো যজমানঃ যিযক্ষতি", এই প্রকার পাঠ থাকায় অত্রস্থ মনুশব্দের অর্থ সমষ্টি মনে অভিমানী হিরণ্যগর্ভ, ইহাই অবগত হওয়া যায়। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন— "মানবী ঋচৌ ধার্য্যে কুর্য্যাৎ" ইত্যাদি ঋগ্দ্বয় হিরণ্যগর্ভের প্রকাশক, ইহা আমরা অঙ্গীকার করি। কিন্তু মনু শব্দের অর্থ 'হিরণ্যগর্ভ', এইপ্রকার কষ্টকল্পনার কোন আবশ্যকতা নাই। "মানবী ঋচৌ" এই বিধিবাক্যগত তদ্ধিতপ্রত্যয়যুক্ত যে 'মানবী'শব্দ, "যদ্বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ" (তৈঃ সং ২।২।১০।২) ইত্যাদি বাক্যশেষের বলে তাহার অর্থ হইবে—'মনুকর্ত্তৃক দৃষ্ট'। এইরূপে "মানবী ঋচৌ", ইহার অর্থ হয়—'মনুকর্ত্তৃক দৃষ্ট ঋগদ্বয়'। এইপ্রকার স্মৃতিকার মনুর মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া তাঁহার শ্রৌতত্বও সিদ্ধ হয়। (বিস্তৃত ব্রহ্মবিদ্যাভরণে দ্রষ্টব্য)।

এইস্থলে সংশয় হয়—স্মৃতিকার মনু যদি "মানবী ঋচৌ" ইত্যাদি ঋক্‌সকলের দ্রষ্টা হন, তাহা হইলে বেদের নিত্যতা ব্যাহত হইয়া পড়িবে, কারণ পরকল্পে অন্য কেহ উক্ত নিত্য ঋক্‌সকলের দ্রষ্টা হইবেন, ফলে 'মানবী' এই পদ এবং "মনুঃ অবদৎ" ইত্যাদি অর্থবাদবাক্য ব্যাহত হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলা যায়—সৃষ্টি সর্ব্বকল্পে একই প্রকারে হইয়া থাকে, ইহা "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" (ঋক্ সং ১০।১৯০।৩) ইত্যাদি শ্রুতি স্বয়ংই বলিয়াছেন। সুতরাং তৎকল্পে মনু নামধারী অপর ঋষি উক্ত ঋক্‌সকলের দ্রষ্টা হইবেন, ফলে দ্রষ্টার প্রকাশক উক্ত পদ ও বাক্যসকল ব্যাহত হইবে না এবং বেদও অনিত্য হইবেন না। (১।৩।৩০ সূঃ "সমাননামরূপা এব প্রতিসর্গং বিশেষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি" (২৬ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্য দ্রষ্টব্য)

পূর্ব্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" (ঐ ৬।১৮) ইত্যাদি বাক্যসকলের সহিত উক্ত শ্বেঃ ৫।২ বাক্যের একার্থপ্রতিপাদকতা হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। আদিতে ও অন্তে পঠিত উক্ত বাক্যসকলে স্বশব্দের দ্বারাই হিরণ্যগর্ভের জন্ম প্রভৃতি প্রতিপাদিত হওয়ায় বৃত্তান্তের সখতা ও সন্দংশন্যায়বলে মধ্যস্থলে শ্বেঃ ৫।২ শ্রুতিতে পঠিত কপিল শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভ, ইহাই নির্ণীত হয়। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে (ঋক্ সং ১০।১২১।১) এবং "প্রসূতং কপিলম্ অগ্রে" (শ্বেঃ ৫।২) এইরূপে বর্ণিত অগ্রে জন্ম আর উভয়েরই হইতে পারে না। ইহাও 'কপিল' শব্দের হিরণ্যগর্ভরূপ অর্থপরতার প্রতি অপর হেতু।

শাঙ্করভাষ্যম্

কাপিলং মতং নিন্দ্যতে ইতি গম্যতে।৪৩ কপিলঃ হি ন সর্ব্বাত্ম-দর্শনম্ অনুমন্যতে, আত্মভেদাভ্যুপগমাৎ।৪৪ মহাভারতেঽপি চ "বহবঃ পুরুষাঃ ব্রহ্মন্ উতাহো একঃ এব তু" (মহাভাঃ শাঃ ৩৫০।১) ইতি বিচার্য্য, "বহবঃ পুরুষাঃ রাজন্ সাংখ্যযোগবিচারিণাম্" (ঐ ৩৫০।২) ইতি পরপক্ষম্ উপন্যস্য, তদ্‌ব্যুদাসেন "বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে। তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্" ॥ (ঐ ৩৫০।৩) ইতি উপক্রম্য "মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহসংস্থিতাঃ। সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ॥ বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ। একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরাচারী যথাসুখম্" ॥ (ঐ ৩৫০।৪-৫) ইতি সর্ব্বাত্মতা এব নির্দ্ধারিতা।৪৫ শ্রুতিশ্চ সর্ব্বাত্মতায়াং ভবতি—"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ

ভাষ্যানুবাদ

অবগত হওয়া যাইতেছে।৪৩ কপিল কিন্তু সর্ব্বাত্মদর্শন (—সকল প্রাণীকে আত্মরূপে দর্শন) অনুমোদন করেন না, যেহেতু তিনি আত্মার বিভিন্নতা (—বহুপুরুষবাদ, দ্বৈতবাদ) অঙ্গীকার করেন।৪৪

[সং—সাক্ষাৎ বেদে ও ইতিহাসে কাপিলমতের অশ্রৌতত্ব ও মন্বাদি মতের শ্রৌতত্বনির্ণীত হওয়ায় বেদবিরুদ্ধ কাপিলস্মৃতির নিরবকাশতা দোষাবহ নহে॥]

[ইতিহাসেও যে কাপিলমতের নিন্দাপূর্ব্বক অদ্বৈততত্ত্ব প্রসংশিত হইয়াছে, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন —] আর মহাভারতেও "হে ব্রহ্মন্, পুরুষ বহু অথবা একই." ইহা বিচার করিয়া "হে রাজন্, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রানুগামিগণের মতে পুরুষ বহু," এইপ্রকারে পরপক্ষের উত্থাপন করিয়া তাহার নিরাকরণ দ্বারা [পৃথিবী] যেমন বহু পুরুষের (—বহু জীবদেহের) উপাদানরূপে কথিত হয়, তদ্রূপ [সকলের উপাদানভূত] সেই গুণাধিক (—সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণসম্পন্ন) বিশ্বের (—সর্ব্বাত্মক পুরুষের) কথা বলিব." এইরূপে আরম্ভকরতঃ "আমার তোমার এবং অন্য যে কেহ দেহে অবস্থিত আছে, তাহাদের সকলের অন্তরাত্মা সাক্ষিস্বরূপ উনি (—সেই পরমাত্মা) কোথাও কাহারও দ্বারা [ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে] বিজ্ঞাত হন না"। [তাহা হইলে কি তাঁহার সত্তা নাই? তদুত্তরে বলিতেছেন—] "তিনি বিশ্বমূর্দ্ধা (—দেবতির্য্যগাদি সকলের মস্তকই তাঁহার মস্তক), সকলের বাহুই তাঁহার বাহু, সকলের পদ চক্ষু ও নাসিকাই তাঁহার পদ চক্ষু ও নাসিকা, এইপ্রকার স্বাধীন আচরণকারী একজন সর্ব্বপ্রাণীতে যথাসুখে বিচরণ করিতেছেন," এইপ্রকারে [তাঁহার] সর্ব্বস্বরূপতাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।৪৫ [কাপিলমতের বিরোধী শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর [পরমাত্মার] সর্ব্বস্বরূপতা বিষয়ে শ্রুতিও আছে. যথা—"সকল প্রাণী যেকালে জ্ঞানীর আত্মাই হইয়া গেল, তখন একত্বদর্শনকারীর

শাঙ্করভাষ্যম্

শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ॥ (ঈশঃ ৭) ইতি এবংবিধা।৪৬ অতশ্চ সিদ্ধম্ আত্মভেদকল্পনয়া অপি কপিলস্য তন্ত্রং বেদবিরুদ্ধং, বেদানুসারিমনুবচনবিরুদ্ধং চ, ন কেবলং স্বতন্ত্রপ্রকৃতিকল্পনয়া এব ইতি।৪৭ [বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং, রবেঃ ইব রূপবিষয়ে।৪৮ পুরুষবচসাং তু মূলান্তরাপেক্ষং বক্তৃস্মৃতিব্যবহিতং চ ইতি বিপ্রকর্ষঃ।৪৯ তস্মাৎ বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গঃ ন দোষঃ।৫০॥২।১।১॥

ভাষ্যানুবাদ

মোহই বা কি এবং শোকই বা কি" ? ইত্যাদি এইপ্রকার।৪৬ অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে আত্মার ভেদ (—বহু আত্মা) কল্পনাবশতঃও কপিলপ্রণীত তন্ত্রনামক শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ এবং বেদানুসরণকারি মনুবচনেরও বিরুদ্ধ; কিন্তু কেবলমাত্র স্বাধীন প্রকৃতির (—প্রধানের) কল্পনাবশতঃই যে তাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা নহে।৪৭ [আচ্ছা, কাপিলস্মৃতির সহিত বিরোধ হওয়ায় বেদই অপ্রমাণ হউক্। তদুত্তরে বলিতেছেন—অপৌরুষেয় ও নিত্য] বেদের যে স্ববিষয়ে প্রামাণ্য, তাহা অন্য কিছুকে অপেক্ষা করে না, যেমন রূপবিষয়ে (—রূপ প্রকাশন ক্রিয়াতে) সূর্য্য অন্য কিছুকে অপেক্ষা করে না। ৪৮ কিন্তু [স্মৃতিশাস্ত্ররূপ] পুরুষের বাক্যসকলের যে স্ববিষয়ে প্রামাণ্য, তাহা [বেদার্থের অনুভবরূপ] অন্য মূলকে অপেক্ষা করে এবং বক্তার স্মৃতির দ্বারা ব্যবহিত হয়, এইরূপে হয় দূরবর্ত্তিতা (৯)।৪৯ সেইহেতু (—স্বীয় প্রামাণ্য বিষয়ে অন্যসাপেক্ষ, সুতরাং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বলিয়া) বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে স্মৃতির অনবকাশরূপ দোষের প্রসক্তি দোষাবহ নহে (১০)।৫০॥২।১।১॥

ভাবদীপিকা

(৯) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—পরমেশ্বর হইতে তাঁহার নিঃশ্বাসের ন্যায় (বৃঃ ২।৪।১০) অভিব্যক্ত হওয়ায় তাঁহার কার্য্য হইলেও, তিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক রচনা করেন না বলিয়া শ্রুতি অপৌরুষেয় এবং স্বীয় প্রামাণ্যবিষয়ে অন্যনিরপেক্ষ। আর সেইহেতু তিনি অসংজাতবিরোধী (১।৩০০ পৃঃ) ও স্বতঃপ্রমাণ। কিন্তু পৌরুষেয় বাক্যরূপ যে স্মৃতিশাস্ত্র, স্বীয় প্রামাণ্যনিশ্চয়ের জন্য তাহা বেদার্থের স্মরণকে এবং সেই স্মরণ আবার বেদার্থের অনুভবকে অপেক্ষা করে। সেইহেতু তাহার প্রামাণ্য অন্যসাপেক্ষ, সুতরাং সংজাতবিরোধী ও পরতঃ প্রমাণ। পৌরুষেয় বাক্যরূপ স্মৃতিশাস্ত্র স্বীয় প্রামাণ্য নিশ্চয়ের জন্য যে সময়ের মধ্যে শ্রুত্যর্থের স্মরণ ও তাহার অনুভবকে কল্পনা করিবে, স্বতঃপ্রমাণ অসংজাতবিরোধী শ্রুতি তাহার পূর্ব্বেই ঝটিতি স্বীয় অর্থবোধ ও তাহার প্রামাণ্য বিষয়ে নিশ্চয়তা সম্পাদন করিবে। এইপ্রকারে স্মৃতির প্রামাণ্যনিশ্চয় হইয়া পড়ে বিপ্রকৃষ্ট (—দূরবর্ত্তী)। শ্রুতি ও স্মৃতির প্রামাণ্য বিষয়ে ইহাই বিশেষ। এইপ্রকার বিশেষ থাকায় স্মৃতির প্রামাণ্য শ্রুতির প্রামাণ্য অপেক্ষা দুর্ব্বল। (ন্যায়নির্ণয় দ্রঃ)

(১০) 'সাবকাশ ও নিরবকাশের মধ্যে নিরবকাশ কাপিলস্মৃতির বলবত্তাবশতঃ কাপিলস্মৃতির অবিরুদ্ধভাবেই বেদান্ত ব্যাখ্যেয়', ইহা বলা হইয়াছে (৮-৯ বাক্য)। তদুত্তরে এই-

শাঙ্করভাষ্যম্—কুতশ্চ স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গঃ ন দোষঃ?

ভাষ্যানুবাদ—আর কোন্ হেতুবশতঃ [সাংখ্য] স্মৃতির প্রতিপাদ্যহীনতা দোষাবহ নহে? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—]

ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ॥২।১।২॥

পদচ্ছেদ—ইতরেষাম্, চ, অনুপলব্ধেঃ।

সূত্রার্থ—**চ**—কিঞ্চ, **ইতরেষাম্**—সাংখ্যস্মৃতিপ্রসিদ্ধানাং মহদাদিতত্ত্বানাং, [লোকে বেদে চ] **অনুপলব্ধেঃ** [সাংখ্যস্মৃতেঃ অপ্রামাণ্যাৎ স্মৃত্যনবকাশঃ ন দোষঃ]

অনুবাদ—**চ**—আর, **ইতরেষাম্**—সাংখ্যস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ মহৎ প্রভৃতি তত্ত্ব-সকলের [লোকমধ্যে ও বেদে] **অনুপলব্ধেঃ**—উপলব্ধি না হওয়ায় [সাংখ্যস্মৃতির অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে বলিয়া সেই স্মৃতির নিরবকাশতা দোষাবহ নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রধানাৎ ইতরাণি যানি প্রধানপরিণামত্বেন স্মৃতৌ কল্পিতানি মহদাদীনি, ন তানি বেদে লোকে বা উপলভ্যন্তে।১ ভূতেন্দ্রিয়াণি তাবৎ লোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাৎ শক্যন্তে স্মর্তুম্।২ অলোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাৎ তু মহদাদীনাং ষষ্ঠস্য ইব ইন্দ্রিয়ার্থস্য ন স্মৃতিঃ অবকল্পতে।৩ যদপি ক্বচিৎ তৎপরম্ ইব শ্রবণম্ অবভা-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—লোকে ও বেদে অপ্রসিদ্ধ মহদাদিকার্য্য প্রতিপাদিকা স্মৃতির অপ্রামাণ্যবশতঃ প্রধানরূপ কারণপ্রতিপাদিকা অপ্রমাণ সাংখ্যস্মৃতির নিরবকাশতা দোষাবহ নহে।]

প্রধান হইতে ভিন্ন মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি যাহারা প্রধানের পরিণামরূপে [সাংখ্য] স্মৃতিতে কল্পিত হইয়াছে, তাহারা বেদে অথবা লোকমধ্যে উপলব্ধ হয় না। [সেই-হেতু মূল প্রমাণের অভাবে মহদাদিবিষয়ক স্মৃতি প্রমাণ নহে, ইহাই ভাব]।১ [ক্ষিতি প্রভৃতি] ভূতসকল ও ইন্দ্রিয়সকল কিন্তু লোকমধ্যে ও বেদে প্রসিদ্ধ বলিয়া [সাংখ্য] স্মৃতিতে বর্ণিত হইতে পারে।২ পরন্তু মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি (—মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা) লোকমধ্যে ও বেদে প্রসিদ্ধ নহে বলিয়া ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের ন্যায় (১১) [তদ্বিষয়ক] স্মৃতি কল্পিত হয় না।

ভাবদীপিকা

স্থলে বলা হইল—"তুল্যবল প্রমাণদ্বয়ের মধ্যে একটীরও অপ্রামাণ্য হওয়া উচিত নহে বলিয়া সাবকাশ ও নিরবকাশন্যায়ের বলে প্রামাণ্য ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রবল ও দুর্ব্বলের মধ্যে বিরোধ হইলে, প্রবলের বলে দুর্ব্বলের বাধই যুক্তিসঙ্গত"। সেইহেতু বেদবিরুদ্ধ, সুতরাং অধিকতর দুর্ব্বল কাপিলস্মৃতির অনবকাশরূপ দোষ, দোষাবহ নহে, ইহাই ভাব। (প্রকটার্থবিবরণ দ্রঃ)

(১১) চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক এবং রূপ ও শব্দ প্রভৃতিরূপ তাহাদের বিষয় পঞ্চক ব্যতিরেকে ষষ্ঠ কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাহার বিষয় প্রসিদ্ধ নাই বলিয়া যেমন তাহাদের কল্পনা সঙ্গত নহে, তদ্রূপ অপ্রসিদ্ধ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির কল্পনাও সঙ্গত নহে, ইহাই ভাব। [১।৩।৮ অধিঃ ৫৭ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে মনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ত্ববিষয়ক বিচার দ্রষ্টব্য]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সত্তে, তদপি অতৎপরং ব্যাখ্যাতম্ "আনুমানিকমপ্যেকেষাম্" (১।৪।১) **ইত্যত্র।৪ কার্য্যস্মৃতেঃ অপ্রামাণ্যাৎ কারণস্মৃতেরপি অপ্রামাণ্যং যুক্তম্ ইতি অভিপ্রায়ঃ।৫ তস্মাদপি ন স্মৃত্যনবকাশ-প্রসঙ্গঃ দোষঃ।৬ তর্কাবষ্টম্ভং তু "ন বিলক্ষণত্বাৎ"** (২।১।৪) **ইতি আরভ্য উন্মথিষ্যতি** ।৭॥২।১।২॥ ইতি প্রথমং স্মৃত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

(—তাদৃশ স্মৃতিকল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে)।৩ কোন কোন স্থলে যে ["মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্" (কঠ ১।৩।১১) ইত্যাদি প্রকারে] তৎপ্রতিপাদিকার (—মহদাদি প্রতিপাদিকার) ন্যায় শ্রুতি প্রতিভাত হয়, তাহাও "আনুমানিকম্ অপি একেষাম্" ইত্যাদি সূত্রে অতৎপ্রতিপাদিকারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।৪ [আচ্ছা, মূলাভাব-বশতঃ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির না হয় অপ্রামাণ্য হইল, তাহাতে প্রধানপ্রতিপাদিকা সাংখ্যস্মৃতির ক্ষতি কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—মহদাদি] কার্য্যপ্রতিপাদিকা স্মৃতির অপ্রামাণ্যবশতঃ [প্রধানাদি] কারণপ্রতিপাদিকা [সাংখ্যস্মৃতিরও অপ্রামাণ্য যুক্তিসঙ্গত, ইহাই [প্রস্তাবিত সূত্রটীর] অভিপ্রায়।৫ সেইহেতু বশতঃও (—সাংখ্যস্মৃতির অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় বলিয়াও, সেই] স্মৃতির নিরবকাশ হইয়া পড়া দোষাবহ নহে।৬ [কিন্তু সাংখ্যস্মৃতি বাধিত হইলেও ব্রহ্মকারণবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত তদুক্ত যুক্তিসকল কি প্রকারে বাধিত হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—আচার্য্য বাদরায়ণ] "ন বিলক্ষণত্বাৎ" এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া তর্করূপ আশ্রয়কে উন্মথিত করিবেন। [এইরূপে ২।১।১ সূঃ ১৭ বাক্যোক্ত আক্ষেপের উত্তর প্রদত্ত হইল]।৭॥১।২।২॥ স্মৃত্যধিকরণ সমাপ্ত।

২। যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণম্। [সূত্র ৩]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—পাতঞ্জলস্মৃতিবলে ব্রহ্মকারণবাদাদিরূপ বেদার্থসঙ্কোচের অযৌক্তিকতা।

অধিকরণসঙ্গতি—ইহা অতিদেশ অধিকরণ হওয়ায় পৃথক্ সঙ্গতির অপেক্ষা নাই। **অথবা** মন্বাদিস্মৃতির সহিত সাংখ্যস্মৃতির বিরোধ হইলেও যোগস্মৃতির সহিত তাহা নাই, কারণ মন্বাদি স্মৃতিতেও যোগ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং মন্বাদি স্মৃতির অবিরুদ্ধ যে যোগস্মৃতি, তাহাতে গৃহীত প্রধানের নিরাকরণ সঙ্গত নহে। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া প্রধানকারণবাদনিরাকরণপর পূর্ব্বাধিকরণ প্রভৃতির সহিত এই অধিকরণের **অক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

যোগস্মৃত্যাঽস্তি সঙ্কোচো নবা যোগো হি বৈদিকঃ।
তত্ত্বজ্ঞানোপযুক্তশ্চ ততঃ সঙ্কুচ্যতে তয়া॥

প্রমাঽপি যোগে তাৎপর্য্যাদতাৎপর্য্যান্ন সা প্রমা।
অবৈদিকে প্রধানাদাবসঙ্কোচস্তয়াপ্যতঃ॥

অন্বয়—যোগস্মৃত্যা সঙ্কোচঃ অস্তি, নবা? যোগঃ হি বৈদিকঃ, তত্ত্বজ্ঞানোপযুক্তশ্চ, ততঃ তয়া সঙ্কুচ্যতে। তাৎপর্য্যাৎ যোগে প্রমা অপি, অবৈদিকে প্রধানাদৌ অতাৎপর্য্যাৎ সা ন প্রমা; অতঃ তয়া অপি অসঙ্কোচঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[যোগস্মৃতিঃ পাতঞ্জলং শাস্ত্রম্। তত্র উক্তঃ অষ্টাঙ্গযোগঃ প্রত্যক্ষবেদে অপি উপলভ্যতে, শ্বেতাশ্বতরাদিশাখাসু যোগস্য প্রপঞ্চিতত্বাৎ। কিঞ্চ অয়ং যোগঃ তত্ত্বজ্ঞানোপযোগী, "দৃশ্যতে তু অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" (কঠ ১।৩।১২) ইতি যোগাভ্যাসসাধ্যস্য চিত্তৈকাগ্র্যস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুত্বশ্রবণাৎ। অতঃ সংশয়ঃ ভবতি—প্রমাণভূতয়া প্রধানকারণবাদিন্যা] যোগস্মৃত্যা [ব্রহ্মকারণত্বরূপস্য বেদার্থস্য] সঙ্কোচঃ অস্তি, ন বা?

পূর্ব্বপক্ষ—যোগঃ হি বৈদিকঃ, তত্ত্বজ্ঞানোপযুক্তশ্চ, ততঃ তয়া [বেদার্থঃ] সঙ্কুচ্যতে।

সিদ্ধান্ত—["অথ যোগানুশাসনম্" (যোঃ সূঃ ১।১) ইতি প্রতিজ্ঞায় "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (ঐ ১।২) ইতি যোগস্যৈব লক্ষণম্ উক্ত্বা তমেব কৃৎস্নশাস্ত্রে প্রপঞ্চয়ামাস। প্রধানাদীনি প্রতিপাদ্যতয়া ন প্রতিজজ্ঞে। অতঃ] তাৎপর্য্যাৎ [অষ্টাঙ্গ] যোগে প্রমা অপি, [যমাদিসাধনপ্রতিপাদকে দ্বিতীয়পাদে হেয়ং হেয়হেতুং, হানং হানহেতুং (যোঃ সূঃ ২।১৫ ভাষ্য) বিবেচয়ন্ প্রসঙ্গাৎ সাংখ্যস্মৃতিপ্রসিদ্ধানি প্রধানাদীনি ব্যাজহার। ততঃ] অবৈদিকে প্রধানাদৌ অতাৎপর্য্যাৎ সা [যোগস্মৃতিঃ] ন [তত্র] প্রমা; অতঃ তয়া অপি [যোগস্মৃত্যা ব্রহ্মকারণত্বাদিরূপস্য বেদার্থস্য] অসঙ্কোচঃ [ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[যোগস্মৃতি বলিতে পাতঞ্জলশাস্ত্রকে বুঝিতে হইবে। সেইস্থলে বর্ণিত অষ্টাঙ্গযোগ প্রত্যক্ষবেদেও উপলব্ধ হইতেছে, যেহেতু শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি শাখাসকলে যোগ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আবার এই যোগ তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী, যেহেতু "একাগ্রতাযুক্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হন," এইপ্রকারে যোগাভ্যাসসাধ্য যে চিত্তের একাগ্রতা, তাহা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতুরূপে শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। সেইহেতু সংশয় হয়—প্রমাণভূতা প্রধানকারণবাদিনী] যোগস্মৃতির দ্বারা [ব্রহ্মকারণতারূপ বেদার্থের] সঙ্কোচ হয়, অথবা হয় না?

পূর্ব্বপক্ষ—যোগ নিশ্চয়ই বৈদিক এবং তত্ত্বজ্ঞানে তাহার উপযোগ হইয়া থাকে। সেইহেতু তাহার দ্বারা [বেদার্থ] সঙ্কুচিত হয়।

সিদ্ধান্ত—["অনন্তর যোগশাস্ত্র আরম্ভ করা হইতেছে," এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া "চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ," এইপ্রকারে যোগের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া তাহাকেই সমগ্রশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। প্রধান প্রভৃতিকে প্রতিপাদ্যরূপে প্রতিজ্ঞা করেন নাই। সেইহেতু] তাৎপর্য্য থাকায় [অষ্টাঙ্গ] যোগে প্রমাণ হইলেও, [যমাদিসাধনপ্রতিপাদক দ্বিতীয়পাদে—[দুঃখবহুল সংসাররূপ] ত্যক্তব্য পদার্থ, [প্রধান ও পুরুষের সংযোগরূপ] সেই ত্যক্তব্য সংসারের কারণ, [উক্তসংযোগের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ] হান (—মোক্ষ) এবং [সম্যগ্দর্শনরূপ] মোক্ষোপায়, এইসকলকে বিচারকরতঃ প্রসঙ্গবশে সাংখ্যস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ প্রধান প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন। সেইহেতু] অবৈদিক প্রধান প্রভৃতিতে তাৎপর্য্য না থাকায়,

সেই যোগস্মৃতি সেখানে (—প্রধানাদি প্রতিপাদনে) প্রমাণ নহে; এইহেতু সেই যোগস্মৃতির দ্বারাও [ব্রহ্মকারণবাদাদিরূপ বেদার্থের] সঙ্কোচ হয় না।

ফলভেদ—পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়।

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ২।১।৩ ॥

সূত্রার্থ -[বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মণি উক্তঃ সমন্বয়ঃ কিং যোগস্মৃত্যা বিরুধ্যতে, ন বা—ইতি সন্দেহে, শ্রুতিসিদ্ধযোগপ্রতিপাদকত্বেন প্রামাণ্যাৎ তয়া প্রধানকারণত্ববাদিন্যা সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ সিদ্ধান্তস্তু—যোগাঃ তাবৎ সেশ্বরাঃ ইতি এতাবান্ কাপিলমতাৎ বিশেষঃ। প্রধানাদিপ্রক্রিয়া সমা এব। অতঃ] **এতেন**—কাপিলমতনিরাসেন, **যোগঃ**—পাতঞ্জলমতং, **প্রত্যুক্তঃ**—প্রত্যাখ্যাতং [দ্রষ্টব্যম্। শ্রুত্যবিরুদ্ধাষ্টাঙ্গযোগে তাৎপর্য্যবত্ত্বেন তদ্বিষয়ে প্রামাণ্যেঽপি তদ্বিরুদ্ধপ্রধানে তাৎপর্য্যাভাবাৎ অপ্রামাণ্যম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মে যে সমন্বয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কি যোগস্মৃতির দ্বারা বিরোধ প্রাপ্ত হয়, অথবা হয় না—এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, শ্রুতিসিদ্ধ যোগের প্রতিপাদকরূপে প্রমাণ হওয়ায় প্রধানকারণবাদিনী তাহার দ্বারা সমন্বয় বিরোধপ্রাপ্ত হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—যোগমতাবলম্বিগণ ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন, এইটুকুমাত্রই কাপিলমত হইতে প্রভেদ। প্রধানাদির প্রক্রিয়া [উভয়ত্র] সমানই। এইহেতু] **এতেন**—কাপিলমতবাদের নিরাকরণদ্বারা, **যোগঃ**—পাতঞ্জল মত, **প্রত্যুক্তঃ**-প্রত্যাখ্যাত হইল বুঝিতে হইবে। [ভাব এই—শ্রুতির অবিরুদ্ধ অষ্টাঙ্গযোগে তাৎপর্য্য থাকায় সেই বিষয়ে প্রামাণ্য থাকিলেও, তাহার বিরুদ্ধ প্রধানে তাৎপর্য্য না থাকায় তাহার [সেই বিষয়ে] প্রামাণ্য নাই]।

শাঙ্করভাষ্যম্

এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যা ইতি অতিদিশতি।১ তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রম্ এব কারণং, মহদাদীনি চ কার্য্যাণি অলোকবেদপ্রসিদ্ধানি কল্প্যন্তে।২ ননু এবংসতি সমানন্যায়ত্বাৎ পূর্ব্বেণ এব এতৎ গতং, কিমর্থং পুনঃ অতিদিশ্যতে?৩ অস্তি হি অত্র অভ্যধি-

ভাষ্যানুবাদ

[অধিকরণারম্ভ বিষয়ে সংশয় ও সমাধান। পূঃ—যোগবিষয়ে শ্রুতি ও শ্রৌতলিঙ্গ থাকায় যোগস্মৃতির একাংশভূত প্রধানাদিতত্ত্বও নিরাকরণীয় নহে।]

"এতেন", অর্থাৎ সাংখ্যস্মৃতি প্রত্যাখ্যানের দ্বারা যোগস্মৃতিও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, [ভগবান্ সূত্রকার] এইরূপে অতিদেশ করিতেছেন (—পূর্ব্বাধিকরণে প্রযুক্ত যুক্তিসকলকে এই অধিকরণেও প্রয়োগ করিতেছেন)।১ সেইস্থলেও (—যোগশাস্ত্রেও) শ্রুতির বিরুদ্ধভাবে স্বাধীন জগৎকারণ প্রধান এবং লোকমধ্যে ও বেদে অপ্রসিদ্ধ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্যসকলই কল্পিত হইতেছে।২ [নূতন কোনপ্রকার শঙ্কা না থাকায় অধিকরণের আরম্ভবিষয়ে আক্ষেপ করিতেছেন—] আচ্ছা, এইপ্রকার হইলে (—সাংখ্য ও যোগস্মৃতির প্রতিপাদ্য বিষয় সমান হইলে, তাহা নিরাকরণের] যুক্তি একই হয় বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিতই

শাঙ্করভাষ্যম্

কাশঙ্কা ।৪ সম্যগ্দর্শনাভ্যুপায়ঃ হি যোগঃ বেদে বিহিতঃ "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইতি ।৫ ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্" (শ্বেঃ ২।৮) ইত্যাদিনা চ আসনাদিকল্পনাপুরঃসরং বহুপ্রপঞ্চং যোগবিধানং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দৃশ্যতে ।৬ লিঙ্গানি চ বৈদিকানি যোগবিষয়াণি সহস্রশঃ উপলভ্যন্তে - "তাং যোগম্ ইতি মন্যন্তে স্থিরাম্ ইন্দ্রিয়ধারণাম্" (কঠ ২।৩।১১) ইতি, "বিদ্যাম্ এতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্" (কঠ ২।৩।১৮) ইতি চ এবমাদীনি ।৭ যোগশাস্ত্রেঽপি "অথ তত্ত্বদর্শনোপায়ো* যোগঃ" ইতি সম্যগ্দর্শনাভ্যুপায়ত্বেনৈব যোগঃ অঙ্গীক্রিয়তে ।৮ অতঃ সম্প্রতিপন্নার্থৈকদেশত্বাৎ অষ্টকাদিস্মৃতিবৎ যোগস্মৃতিরপি অনপবদনীয়া ভবিষ্যতি ইতি ।৯ ইয়ম্ অভ্যধিকা

* তত্ত্বদর্শনোপায়ঃ —ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

ইহা (—এই অধিকরণ) গতার্থ হইয়া পড়িল, [সুতরাং] পুনরায় অতিদেশ করা হইতেছে কেন ? ৩ [তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] এখানে (—যোগশাস্ত্রে, সাংখ্যশাস্ত্রাপেক্ষা] কিছু অধিক সন্দেহের কারণ আছে ।৪ [কি সেই কারণ, তাহা বলিতেছেন—] সম্যগ্দর্শনের উপায়ভূত যে যোগ, তাহা অবশ্যই বেদে বিহিত হইয়াছে, যথা—"শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও ধ্যান করিবে," ইত্যাদি। [অতএব যোগস্মৃতিকে শ্রুতিমূলকরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে ।৫ কিন্তু ধ্যানই শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে, পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ তো বিহিত হয় নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ["বক্ষস্থল গ্রীবা ও মস্তক, এই] তিনটী যাহাতে উন্নত আছে, সেই শরীরকে সমানভাবে স্থাপন করিয়া", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আসনাদি কল্পনাপূর্ব্বক যোগবিষয়ক বিধান (—নিয়ম) বহু বিস্তৃতভাবে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পরিদৃষ্ট হইতেছে ।৬ আর যোগবিষয়ক বৈদিক লিঙ্গপ্রমাণ হাজার হাজার (—বহু) উপলব্ধ হইতেছে, যথা—"ইন্দ্রিয়গণকে স্থিরভাবে ধারণ করাকে [যোগিগণ] যোগ মনে করেন" এবং "এই ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগবিধিকে (—ধ্যানপ্রক্রিয়াকে) সমগ্রভাবে লাভ করিয়া," ইত্যাদি এই সকল ।৭ [আচ্ছা, যোগ না হয় সম্যগ্জ্ঞানের উপায় হইল, তাহাতে যোগস্মৃতির কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যোগশাস্ত্রেও "অনন্তর তত্ত্বদর্শনের উপায়ভূত যোগ বর্ণিত হইতেছে" (১), এইপ্রকারে সম্যগ্দর্শনের উপায়রূপেই যোগ অঙ্গীকৃত হইতেছে ।৮ অতএব [যোগস্মৃতির] অর্থের (—প্রতিপাদ্য বিষয়ের) একাংশ সম্প্রতিপন্ন (—প্রমাণরূপে স্বীকৃত) হওয়ায়

ভাবদীপিকা

(১) ইহা সম্ভবতঃ অধুনা লুপ্ত মাহেশ্বর যোগসূত্রের সূত্র। অধ্যাপকগণ তাহাই বলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

শঙ্কা অতিদেশেন নিবর্ত্ত্যতে, অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তৌ অপি অর্থৈকদেশবিপ্রতিপত্তেঃ পূর্ব্বোক্তায়াঃ দর্শনাৎ ।১০ সতীষু অপি অধ্যাত্মবিষয়াসু বহ্বীষু স্মৃতিষু সাংখ্যযোগস্মৃত্যোরেব নিরাকরণে যত্নঃ কৃতঃ, সাংখ্যযোগৌ হি পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন লোকে প্রখ্যাতৌ, শিষ্টৈশ্চ পরিগৃহীতৌ, লিঙ্গেন চ শ্রৌতেন উপবৃংহিতৌ-"তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নং * জ্ঞাত্বা দেবং

*-"যোগাধিগম্যং" ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

অষ্টকাদিস্মৃতির (২) ন্যায় যোগস্মৃতিও নিরাকরণের যোগ্য হইবে না, ইত্যাদি ।৯

[সিঃ—তত্ত্বজ্ঞান বেদৈকগম্য। বেদবিরুদ্ধ হওয়ায় সাংখ্য-পাতঞ্জলসম্মত বহু পুরুষ ও প্রধানাদি নিরাকরণীয়। বেদাবিরুদ্ধ হওয়ায় তৎপ্রতিপাদ্য অষ্টাঙ্গযোগাংশ, সন্ন্যাস, পুরুষের অসঙ্গতা ইত্যাদি গ্রহণীয়।]

সিদ্ধান্ত—[উপরে বর্ণিত] এই অধিক আশঙ্কা অতিদেশের দ্বারা নিরাকৃত হইতেছে, যেহেতু অর্থের [—প্রতিপাদ্য বিষয়ের, যোগরূপ] একাংশ প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইলেও প্রতিপাদ্য বিষয়ের [স্বাধীন প্রধান, পুরুষের বহুত্ব, ইত্যাদি] অপরাংশে পুর্ব্বোক্ত প্রকার (—২।১।১ অধিকরণে বর্ণিত প্রকার) বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় ।১০ [আচ্ছা, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি স্মৃতিসকলও এখানে অতিদেশের দ্বারা নিরাকৃত হইতেছে না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ের] অধ্যাত্মবিষয়ক বহু স্মৃতিশাস্ত্র বর্ত্তমান থাকিলেও সাংখ্য ও যোগস্মৃতির

ভাবদীপিকা

(২) পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ১।৩।১ স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণে এইপ্রকার বিচার আছে—স্মৃতিতে পঠিত হইতেছে—"অষ্টকাঃ কর্ত্তব্যাঃ"—'অষ্টকাশ্রাদ্ধ করা উচিত', "গুরুর অনুগমন করিবে," 'পুষ্করিণী খনন করিবে' 'প্রপা (—জলসত্র) প্রবর্ত্তন করিবে', 'শিখা ধারণ করা কর্ত্তব্য,' ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ধর্ম্মে বেদই প্রমাণ। এইসকল স্মৃতিবাক্যের মূলভূত শ্রুতিবাক্য উপলব্ধ হয় না। আর স্মৃতিবচন ভ্রান্তিমূলকও হইতে পারে, ইত্যাদি হেতুসকল বশতঃ এই স্মৃতিবচনসকল উপেক্ষণীয়, তদনুযায়ী কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—মহর্ষি মনু প্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞকল্প শিষ্টগণ, [যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার ও তদনুযায়ী আচরণ করেন, তাঁহাদিগকে বলা হয়—**শিষ্ট**।] যাঁহারা বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তা ও স্মৃতিসকলেরও নিবন্ধকর্ত্তা, তাঁহারা বেদের ন্যায় স্মৃতিরও প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেইহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ে বেদের ন্যায় শিষ্টপরিগৃহীত স্মৃতিও প্রমাণ। অতএব "অষ্টকাঃ" ইত্যাদি এইসকল স্মৃতিবাক্যের মূলভূত শ্রুতিবাক্য উপলব্ধ না হইলেও, তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে এবং তাহাদের অনুষ্ঠানও করিতে হইবে, ইত্যাদি। অষ্টকাস্মৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা এখানে ইহাই বলা হইতেছে—শ্রুতিরূপ মূলকে কল্পনা করিয়াও যখন অষ্টকাস্মৃতি প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হয়, তখন যোগস্মৃতির যোগাংশে শ্রুতিপ্রতিপাদ্যত্বরূপ প্রামাণ্য থাকায় প্রধানাদি তত্ত্বাংশ প্রতিপাদনেও শ্রুতিরূপ মূল কল্পনাদ্বারা তাহার প্রামাণ্য স্বীকার্য্য। অশ্রৌতত্ব প্রতিপাদন দ্বারা তাহা নিরাকরণের যোগ্য নহে, ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ" (শ্বেঃ ৬।১৩) ইতি ।১১ নিরাকরণং তু ন সাংখ্য-জ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষেণ যোগমার্গেণ বা নিঃশ্রেয়সম্ অধি-গম্যতে ইতি ।১২ শ্রুতিঃ হি বৈদিকাৎ আত্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ অন্যৎ নিঃশ্রেয়সসাধনং বারয়তি—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেঃ ৩।৮) ইতি ।১৩ দ্বৈতিনঃ হি তে সাংখ্যাঃ যোগাশ্চ, ন আত্মৈকত্বদর্শিনঃ ।১৪ যত্তু দর্শনম্ উক্তং—"তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নম্" ইতি, বৈদিকম্ এব তত্র জ্ঞানং ধ্যানং চ সাংখ্যযোগশব্দাভ্যাম্ অভিলপ্যতে, প্রত্যাসত্তেঃ ইতি অবগন্তব্যম্ ।১৫ যেন তু অংশেন ন বিরুধ্যেতে, তেন ইষ্টম্ এব সাংখ্য-যোগস্মৃত্যোঃ সাবকাশত্বম্ ।১৬ তদ্‌যথা "অসঙ্গঃ হি অয়ং পুরুষঃ

ভাষ্যানুবাদ

নিরাকরণে যত্ন করা হইয়াছে, কারণ সাংখ্য ও যোগ পরম পুরুষার্থের সাধনরূপে লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ, [দেবলাদি] শিষ্টগণকর্তৃক পরিগৃহীত এবং "সাংখ্য ও যোগের দ্বারা [প্রত্যগাত্মরূপে] প্রাপ্ত সেই কারণস্বরূপ দেবকে অবগত হইয়া সকলপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়," এইপ্রকার শ্রৌত লিঙ্গপ্রমাণ দ্বারা পুষ্ট ।১১ [তাহা হইলে ইহাদের নিরাকরণ কেন করা হইয়াছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন —] কিন্তু বেদনিরপেক্ষ সাংখ্যজ্ঞানের দ্বারা, অথবা যোগমার্গের দ্বারা নিঃশ্রেয়স্ (—মোক্ষ) লব্ধ হয় না, এইহেতু নিরাকরণ করা হইয়াছে। [পরন্তু ত্বং-পদার্থ-শোধনের হেতুভূত বেদাবিরুদ্ধ অষ্টাঙ্গযোগ নিরাকৃত হয় নাই ।১২ কিন্তু বেদো-পদিষ্ট জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ হয়, এই বিষয়ে প্রমাণ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন —] দেখ, শ্রুতি বেদবর্ণিত [জীব ও পরম] আত্মার একত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষের অন্য সাধনকে বারণ করিতেছেন, যথা—"একমাত্র তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, পরমার্থলাভের অন্য কোন উপায় নাই" ইত্যাদি ।১৩ [কিন্তু সাংখ্য ও যোগমতাবলম্বিগণও তো আত্মজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষের কথা বলেন, তাঁহাদিগকে অবৈদিক কেন বলা হইতেছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেই সাংখ্য ও যোগমতাবলম্বিগণ দ্বৈতবাদী, (— বহু পুরুষবাদী) 'আত্মার একত্বদর্শী নহেন ।১৪ আর "তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নম্," এইরূপে যে [শ্রৌতলিঙ্গ-প্রমাণ] দর্শনের কথা বলা হইয়াছে, সেইস্থলে বেদোক্ত জ্ঞান এবং ধ্যানই সাংখ্য ও যোগশব্দের দ্বারা কথিত হইতেছে, যেহেতু প্রত্যাসত্তি (—সম্বন্ধ) আছে (—শ্বেঃ উপনিষদে উক্ত প্রকরণে নিকটেই জ্ঞান ও ধ্যান বর্ণিত হইতেছে) ।১৫ [আচ্ছা, সাংখ্য ও যোগস্মৃতি কি তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে প্রামাণ্যরহিত ? তদুত্তরে বলিতেছেন — না, তাহা নহে], কিন্তু যে অংশে [বেদের] বিরুদ্ধ নহে, সেই অংশে সাংখ্য ও যোগস্মৃতির সাবকাশতা আমাদের অভীষ্টই (—বেদাবিরুদ্ধ

শাঙ্করভাষ্যম্

(বৃঃ ৪।৩।১৬) **ইতি এবমাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধম্ এব পুরুষস্য বিশুদ্ধত্বং নির্গুণপুরুষনিরূপণেন সাংখ্যৈঃ অভ্যুপগম্যতে** ।১৭ **"তথাচ যোগৈঃ অপি "অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসাঃ মুণ্ডঃ অপরিগ্রহঃ"** (জাবাঃ ৫) **ইতি এবমাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধম্ এব নিবৃত্তিনিষ্ঠত্বং প্রব্রজ্যাদ্যুপদেশেন অনুগম্যতে** ।১৮ **এতেন সর্ব্বাণি তর্কস্মরণানি প্রতিবক্তব্যানি** ।১৯ **তানি অপি তর্কোপপত্তিভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানায় উপকুর্ব্বন্তি ইতি চেৎ** ?২০ **উপকুর্ব্বন্তু নাম, তত্ত্বজ্ঞানং তু বেদান্তবাক্যেভ্যঃ এব ভবতি, "নাবেদবিৎ মনুতে তং বৃহন্তম্"** (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।৯।৭), **"তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"** (বৃঃ ৩।৯।২৬) **ইতি এবমাদিশ্রুতিভ্যঃ** ।২১।।২।১।৩।। ইতি দ্বিতীয়ং যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

সেই অংশের প্রামাণ্য আমরা অঙ্গীকার করি) ।১৬ [কি সেই অংশ, তাহা বলিতেছেন—] তাহা এই—"এই পুরুষ অসঙ্গ (– নির্লেপ"), ইত্যাদি এইসকল শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ যে পুরুষের বিশুদ্ধতা, তাহা নির্গুণ পুরুষ নিরূপণের দ্বারা সাংখ্যগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইতেছে।১৭ এইরূপেই "অনন্তর গৈরিকবস্ত্রধারী মুণ্ডিতমস্তক ও পরিগ্রহবিহীন পরিব্রাজক," ইত্যাদি এইসকল শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ যে নিবৃত্তিনিষ্ঠতা (– বৈরাগ্য), তাহাই যোগমতাবলম্বিগণকর্ত্তৃক সন্ন্যাসাদির উপদেশের দ্বারা অঙ্গীকৃত হইতেছে।১৮ ইহার দ্বারা (– শ্রুতিবিরোধ এবং সাংখ্য ও যোগস্মৃতির নিরাকরণপর যুক্তিসকলের দ্বারা, কাণাদ] প্রভৃতি যুক্তিপ্রধান স্মৃতিশাস্ত্রসকলকে নিরাকরণ করিতে হইবে।১৯ যদি বলা হয়—তাহারাও (—যুক্তিপ্রধান কাণাদাদি শাস্ত্রসকলও) তর্ক (—অনুমান) ও [তদনুগ্রাহক] যুক্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির জন্য সহায়তা করে।২০ [তদুত্তরে বলিব—] হাঁ সহায়তা করে করুক্, তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু উপনিষদ্বাক্যসকল হইতেই হয় ; "যিনি বেদবিদ্ নহেন, তিনি সেই বৃহৎকে (—ব্রহ্মকে) জানিতে পারেন না" এবং "সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি," ইত্যাদি এইসকল শ্রুতি হইতে 'ইহা অবগত হওয়া যায়' ।২১।।২।১।৩।।

যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণ সমাপ্ত ।

৩। বিলক্ষণত্বাধিকরণম্ [৪ - ১১ সূত্র]

[ন বিলক্ষণত্বাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মকারণবাদে যুক্তিবিরোধ পরিহার।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণদ্বয়ে মূল না থাকায় বেদবিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রামাণ্য প্রতিপাদনদ্বারা বেদান্তার্থসমন্বয়ের বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে। সাংখ্যাদি স্মৃতি বেদমূলক না হওয়ায় দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত তাহা সম্ভব হইলেও, সাংখ্যাদিমতাবলম্বিগণ স্বপক্ষসমর্থনের জন্য যে অনুমান প্রদর্শন করেন, ব্যাপ্তি (১) ও পক্ষধর্ম্মতা (২) তাহার মূল। অতএব মূলাভাববশতঃ দুর্ব্বল না হইয়া মূলের সদ্ভাববশতঃ তাহা প্রবলই হয় বলিয়া, সেই প্রবল অনুমানপ্রমাণদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসমন্বয় বাধিত হইবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণদ্বয়ের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য পাদ ও মুখ্য অধ্যায় সঙ্গতি—সাংখ্যাদিমতবাদিগণকর্ত্তৃক প্রদর্শিত যুক্তির দ্বারা বেদান্তসমন্বয়ে যে বিরোধ প্রতিভাত হয়, তাহার পরিহার করা হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের উক্ত সঙ্গতিদ্বয় সিদ্ধ হয়। অন্যান্য স্থলে এইপ্রকারে স্বয়ং বুঝিয়া লইতে হইবে। দুর্ব্বোধ্যস্থলে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

ন্যায়মালা

বৈলক্ষণ্যাখ্যতর্কেণ বাধ্যতেঽথ ন বাধ্যতে ।
বাধ্যতে সাম্যনিয়মাৎ কার্য্যকারণবস্তুনোঃ ॥
মৃদ্ঘটাদৌ সমত্বেঽপি দৃষ্টং বৃশ্চিককেশয়োঃ ।
স্বকারণেন বৈষম্যং তর্কাভাসো ন বাধকঃ ॥

অন্বয়—বৈলক্ষণ্যাখ্যতর্কেণ বাধ্যতে, অথ ন বাধ্যতে ; কার্য্যকারণবস্তুনোঃ সাম্যনিয়মাৎ বাধ্যতে। মৃদ্ঘটাদৌ সমত্বে অপি, বৃশ্চিককেশয়োঃ স্বকারণেন বৈষম্যং দৃষ্টম্; তর্কাভাসঃ ন বাধকঃ।

সংশয়—[চেতনাৎ ব্রহ্মণঃ জগদুৎপত্তিং ব্রুবন্ সমন্বয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। 'অচেতনং জগৎ চেতনাৎ ব্রহ্মণঃ ন জায়তে, বিলক্ষণত্বাৎ ; যৎ যস্মাৎ বিলক্ষণং, তৎ তস্মাৎ ন জায়তে, যথা—গোঃ মহিষঃ,' এতাদৃশেন] বৈলক্ষণ্যাখ্যতর্কেণ [ব্রহ্মকারণতাবোধকঃ বেদান্তসমন্বয়ঃ] বাধ্যতে, অথ ন বাধ্যতে ?

পূর্ব্বপক্ষ—কার্য্যকারণবস্তুনোঃ সাম্যনিয়মাৎ [বৈলক্ষণ্যাখ্যতর্কেণ সমন্বয়ঃ] বাধ্যতে।

ভাবদীপিকা

(১) **ব্যাপ্তি**—'যেখানে অবিচ্ছিন্নমূল ধূম থাকে, সেখানেই বহ্নি থাকে'- হেতু ও সাধ্যের এতাদৃশ সাহচর্য্যনিয়মকে (—নিয়মিতভাবে একত্র থাকাকে) বলে—ব্যাপ্তি। [অন্ততঃপক্ষে 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থখানা পড়া না থাকিলে পাঠক মহোদয় যে এইসকল বিষয় বুঝিবেন, এইপ্রকার আশা আমরা পোষণ করি না। তত্রস্থ বিষয়বস্তুর স্মারকরূপেই এইসকল বিষয়ে কিছু বলিতেছি।]

(২) **পক্ষধর্ম্মতা**—ব্যাপ্যের (—ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর, যথা—ধূমের) যে পক্ষে (—পর্ব্বতাদিতে) বর্ত্তমান থাকা, তাহাকে বলে—পক্ষধর্ম্মতা। ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান না হইলে অনুমিতি হয় না বলিয়া ইহারা অনুমিতির প্রতি মূল (—কারণ)।

সিদ্ধান্ত—['যে যে কার্য্যকারণে তে তে সলক্ষণে', ইতি অস্যাঃ ব্যাপ্তেঃ] মৃদ্‌ঘটাদৌ সমত্বে অপি বৃশ্চিককেশয়োঃ স্বকারণেন বৈষম্যং দৃষ্টম্ ; [অচেতনাৎ গোময়াৎ বৃশ্চিকস্য চেতনস্য, চেতনাৎ পুরুষাৎ চ অচেতনানাং কেশনখাদীনাম্ উৎপত্তেঃ। অতঃ বেদনিরপেক্ষঃ] তর্কাভাসঃ ন [বেদান্তসমন্বয়স্য] বাধকঃ। [তদুক্তম্ আচার্য্যৈঃ - "যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে" ॥ ইতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[চেতন ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি কথনশীল সমন্বয় এখানে বিষয়। 'অচেতন জগৎ চেতন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় না, যেহেতু তাহারা পরস্পর ভিন্ন, যাহা যাহা হইতে ভিন্ন, তাহা তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না, যেমন গরু হইতে মহিষ উৎপন্ন হয় না, এইপ্রকার] বিভিন্নতা প্রতিপাদক তর্কের (- অনুমানের) দ্বারা [ব্রহ্মকারণতাবোধক বেদান্তসমন্বয়] বাধিত হয়, অথবা হয় না ?

পূর্ব্বপক্ষ—কার্য্যবস্তু ও কারণবস্তুর মধ্যে সমতার নিয়ম আছে বলিয়া [বিভিন্নতা প্রতিপাদক অনুমানের দ্বারা সমন্বয়] বাধিত হয়।

সিদ্ধান্ত -[যাহারা কার্য্যকারণভাবাপন্ন, তাহারা সমানস্বভাবসম্পন্ন' ইত্যাদি এই ব্যাপ্তি] মৃত্তিকা ও ঘট প্রভৃতিতে সমান হইলেও, বৃশ্চিক ও কেশের নিজ নিজ কারণের সহিত বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয় ; [যেহেতু অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকের এবং চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশ ও নখ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। অতএব বেদনিরপেক্ষ] তর্কাভাস (—দুষ্ট অনুমান, বেদান্তসমন্বয়ের] বাধক নহে। [এইবিষয়ে আচার্য্যগণ এইরূপ বলিয়াছেন—"নিপুণ অনুমানকারিগণকর্ত্তৃক যত্নপূর্ব্বক কোন বিষয় অনুমিত হইলেও, তদপেক্ষা নিপুণতর অন্য ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক তাহা অন্যপ্রকারেই উপপাদিত হইয়া থাকে"। ইত্যাদি]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, বেদান্তসমন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—তাহা সিদ্ধ হয়।

[পূর্ব্বপক্ষসূত্র—] **ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ ॥২।১।৪॥**

পদচ্ছেদ - ন, বিলক্ষণত্বাৎ, অস্য, তথাত্বম্, চ, শব্দাৎ।

সূত্রার্থ - ["আকাশাদিকং ন চেতনপ্রকৃতিকম্, অচেতনত্বাৎ, ঘটবৎ," ইতি তর্কেণ চেতনব্রহ্মকারণবাদিবেদান্তসমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে, ন বা— ইতি সন্দেহে, পূর্ব্বপক্ষী ব্রূতে—] **ন**—জগৎ চেতনপ্রকৃতিকং ন ভবতি। [কুতঃ ?] **অস্য**—অচেতনস্য জগতঃ [চেতনাৎ কারণাৎ] **বিলক্ষণত্বাৎ**—ভিন্নত্বাৎ। ['যৎ যদ্বিলক্ষণং ন তৎ তৎপ্রকৃতিকং, যথা তন্তুবিলক্ষণঃ ঘটঃ ন তন্তুপ্রকৃতিকঃ'। ননু ব্রহ্মজগতোঃ বৈলক্ষণ্যং কুতঃ ? অতঃ আহ—] **তথাত্বং চ**—বৈলক্ষণ্যং চ, **শব্দাৎ**—"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ অভবৎ" (তৈঃ ২।৬) ইত্যাদি শ্রুতিতঃ [অবগম্যতে ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—["আকাশ প্রভৃতি চেতন উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন নহে, যেহেতু তাহারা অচেতন, যেমন ঘট," এইপ্রকার অনুমানের দ্বারা চেতন ব্রহ্মের উপাদানকারণতা প্রতিপাদক বেদান্তসমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হয়, অথবা হয়, না— এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] **ন** - জগৎ চেতন উপাদান হইতে উৎপন্ন নহে, [তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু **অস্য**—এই অচেতন জগতের [চেতন কারণ হইতে] **বিলক্ষণত্বাৎ**—ভিন্নতা

আছে।] 'যাহা যাহা হইতে ভিন্ন, তাহা সেই উপাদান হইতে উৎপন্ন নহে, যেমন তন্তু হইতে ভিন্ন ঘট তন্তুরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন নহে'। আচ্ছা, ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ভিন্নতা কি প্রকারে অবগত হইতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **তথাত্বং চ**—আর সেই বিভিন্নতা, **শব্দাৎ**—"তিনি চেতন এবং অচেতন হইলেন," ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্ম অস্য জগতঃ নিমিত্তকারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি অস্য পক্ষস্য আক্ষেপঃ স্মৃতিনিমিত্তঃ পরিহৃতঃ।১ তর্কনিমিত্তঃ ইদানীম্ আক্ষেপঃ পরিহ্রিয়তে।২ কুতঃ পুনঃ অস্মিন্ অবধারিতে আগমার্থে তর্কনিমিত্তস্য আক্ষেপস্য অবকাশঃ?৩ ননু ধর্ম্মে ইব ব্রহ্মণি অপি অনপেক্ষঃ আগমঃ ভবিতুম্ অর্হতি।৪ ভবেৎ অয়ম্ অবষ্টম্ভঃ যদি প্রমাণান্তরানবগাহ্যঃ আগমমাত্রপ্রমেয়ঃ অয়ম্ অর্থঃ স্যাৎ, অনুষ্ঠেয়রূপঃ ইব ধর্ম্মঃ।৫ পরিনিষ্পন্নরূপং তু ব্রহ্ম অবগম্যতে।৬ পরিনিষ্পন্নে চ বস্তুনি প্রমাণান্তরাণাম্ অস্তি অবকাশঃ, যথা পৃথিব্যাদিষু।৭ যথা চ শ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধে সতি একবশেন ইতরাঃ নীয়ন্তে, এবং প্রমাণান্তরবিরোধে অপি তদ্বশেনৈব শ্রুতিঃ নীয়েত।৮/ দৃষ্টসাম্যেন চ অদৃষ্টম্ অর্থং

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি। আগমপ্রমাণবলে অধিকরণারম্ভে শঙ্কা। পূঃ— অনুভবপুষ্ট অনুমানের প্রাবল্যবলে তাহার সমাধান।]

ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ (১।৪।৭ অধিঃ), ইত্যাদি এই পক্ষের উপর যে [সাংখ্যাদি] স্মৃতিনিমিত্ত আক্ষেপ, তাহা পরিহৃত হইয়াছে।১ এক্ষণে তর্কনিমিত্ত (—অনুমানপ্রমাণবলে উপস্থাপিত) আক্ষেপ পরিহৃত হইতেছে।২ [অধিকরণারম্ভে সংশয়—] আচ্ছা, শ্রুতির এই নির্ণীত অর্থে অনুমাননিমিত্ত আক্ষেপের অবকাশ কোথায়?৩ [কেন অবকাশ থাকে না, তাহা বলিতেছেন—] দেখ, ধর্ম্মে যেপ্রকার হয়, ব্রহ্মেও সেইপ্রকার বেদ অন্যনিরপেক্ষ হইবে, ইহাই সঙ্গত। [সুতরাং দুর্ব্বল প্রমাণ অনুমানের দ্বারা শ্রুতির বিরোধ হইতে পারে না বলিয়া তাহা নিরাকরণের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতে পারে না]।৪ [পূর্ব্বপক্ষী কর্ত্তৃক সমাধান—] এইপ্রকার অবষ্টম্ভ (—দৃষ্টান্ত, যুক্তিরূপ অবলম্বন) হইতে পারিত যদি অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের (—যজ্ঞাদি কর্ম্মের) ন্যায় এই [ব্রহ্মরূপ] বিষয়টী অন্য প্রমাণের দ্বারা অগ্রহণীয় ও শ্রুতিমাত্রগ্রাহ্য হইত।৫ ব্রহ্ম কিন্তু সিদ্ধ বস্তু, ইহা [শ্রুতি হইতে] অবগত হওয়া যাইতেছে।৬ আর সিদ্ধ বস্তুতে অন্য প্রমাণসকলের [প্রযুক্ত হইবার] অবকাশ থাকে, যেমন পৃথিবী প্রভৃতিতে হইয়া থাকে (—পৃথিবী যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইলেও তদ্ব্যতিরিক্ত ত্বগিন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য, ব্রহ্মও তদ্রূপ আগম ব্যতিরেকে অনুমানাদিগম্যও হইবেন)।৭ যদি বলা হয়—প্রবল আগমপ্রমাণের বলে দুর্ব্বল অন্য প্রমাণ বাধিত হইয়া পড়িবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

সমর্থয়ন্তী যুক্তিঃ অনুভবস্য সন্নিকৃষ্যতে, বিপ্রকৃষ্যতে তু শ্রুতিঃ ঐতিহ্যমাত্রেণ স্বার্থাভিধানাৎ ।৯ অনুভবাবসানং চ ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ অবিদ্যায়াঃ নিবর্ত্তকং মোক্ষসাধনং চ দৃষ্টফলতয়া ইষ্যতে ।১০ শ্রুতিরপি—"শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) **ইতি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধতী তর্কম্ অপি অত্র আদর্ত্তব্যং দর্শয়তি ।১১ অতঃ তর্কনিমিত্তঃ পুনঃ আক্ষেপঃ ক্রিয়তে—"ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্য" ইতি ।১২ যদুক্তং চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিঃ ইতি, তৎ ন উপপদ্যতে ।১৩ কস্মাৎ?১৪ বিলক্ষণত্বাৎ অস্য বিকারস্য প্রকৃত্যাঃ ।১৫**

ভাষ্যানুবাদ

তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেমন শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধ হইলে অন্য শ্রুতি-সকলকে [প্রবলা] একটী শ্রুতির বশে আনয়ন করা হয় (—লক্ষণাবৃত্তিবলে তদনুকূলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়), এইরূপে অন্য প্রমাণের সহিত [শ্রুতির] বিরোধ হইলে তাহার (—নিরবকাশ সেই অন্য প্রমাণের) বশেই [সাবকাশ] শ্রুতিকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।৮ [শ্রুতি হইতে যুক্তির বলবত্তা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর [মহানসাদি] দৃষ্ট বিষয়ের সহিত সাদৃশ্যের দ্বারা ['পর্ব্বতে বহ্নি' ইত্যাদি] অদৃষ্ট বিষয়ের সমর্থনকারী যুক্তি অনুভবের নিকটবর্ত্তী, শ্রুতি কিন্তু ঐতিহ্যমাত্ররূপে (—প্রবাদপরম্পরাপ্রাপ্ত পরোক্ষরূপে) নিজের অর্থ (—প্রতিপাদ্য বিষয়) সমর্পণ করে বলিয়া হয় অনুভবের দূরবর্ত্তী। [সুতরাং অনুভব সহকৃত হওয়ায় শ্রুতি হইতে যুক্তিই বলবান্।৯ অনুভবের প্রাধান্য প্রদর্শন করিতেছেন—] আর অনুভবে যাহার পরিসমাপ্তি, সেই অবিদ্যার নিবর্ত্তক ও মোক্ষের সাধনভূত যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা দৃষ্টফলপ্রদরূপে অঙ্গীকৃত হয়। [সুতরাং তুমিও অনুভবের প্রাধান্য স্বীকার কর।১০ কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" (কঠ ১।২।৯); তুমি হঠকারিতা দ্বারা তর্ককে ব্রহ্মবিষয়ে প্রবেশ করাইতেছ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] শ্রুতিও "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে", এইপ্রকারে শ্রবণ ব্যতিরেকে মননের বিধান করতঃ তর্কও যে এখানে (—ব্রহ্মবিষয়ে) আদরণীয়, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন।১১ [অতএব তর্কনিমিত্ত আক্ষেপের পরিহারের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতে পারে]। এইহেতু তর্ক-নিমিত্ত আক্ষেপ করা হইতেছে—"ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্য", ইত্যাদি।১২

[পূঃ—অশুদ্ধ ও অচেতন জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মভিন্ন জগতের প্রতি ব্রহ্ম উপাদানকারণ নহেন।]

পূর্ব্বপক্ষ—আর যে বলা হইয়াছে—চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ (—নিমিত্ত-কারণ) ও প্রকৃতি (—উপাদানকারণ) ইত্যাদি, তাহা সঙ্গত নহে।১৩ কেন নহে?১৪ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু এই বিকার (—জগদ্রূপ কার্য্য) প্রকৃতি হইতে (—ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে) ভিন্ন।১৫ [ইহাই আরও স্পষ্ট করিতেছেন—]

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদং হি ব্রহ্মকার্য্যত্বেন অভিপ্রেয়মাণং জগৎ ব্রহ্মবিলক্ষণম্ অচেতনম্ অশুদ্ধং চ দৃশ্যতে।১৬ ব্রহ্ম চ জগদ্বিলক্ষণং চেতনং শুদ্ধং চ শ্রূয়তে।১৭ ন চ বিলক্ষণত্বে প্রকৃতিবিকারভাবঃ দৃষ্টঃ ; নহি রুচকাদয়ঃ বিকারাঃ মৃৎপ্রকৃতিকাঃ ভবন্তি, শরাবাদয়ঃ বা সুবর্ণপ্রকৃতিকাঃ।১৮ মৃদা এব তু মৃদন্বিতাঃ বিকারাঃ প্রক্রিয়ন্তে, সুবর্ণেন চ সুবর্ণান্বিতাঃ।১৯ তথা ইদম্ অপি জগৎ অচেতনং সুখদুঃখমোহান্বিতং সৎ অচেতনস্যৈব সুখদুঃখমোহাত্মকস্য কারণস্য কার্য্যং ভবিতুম্ অর্হতি, ন বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ।২০ ব্রহ্মবিলক্ষণত্বং চ অস্য জগতঃ অশুদ্ধ্যচেতনত্বদর্শনাৎ অবগন্তব্যম্।২১ অশুদ্ধং হি জগৎ সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া প্রীতিপরিতাপবিষাদাদি-

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মের কার্য্যরূপে অভিপ্রেত এই জগৎ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অচেতন ও অশুদ্ধরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে।১৬ ব্রহ্ম কিন্তু জগৎ হইতে ভিন্ন, চেতন ও শুদ্ধরূপে শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছেন। ১৭ আর [স্বভাবতঃ পরস্পর] বিভিন্ন হইলে উপাদানকারণ ও কার্য্যভাব পরিদৃষ্ট হয় না ; যেহেতু রুচক (—সুবর্ণনির্ম্মিত হার) প্রভৃতি কার্য্যবস্তুসকল মৃত্তিকারূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন হয় না, অথবা শরা প্রভৃতি [কার্য্যবস্তুসকল] সুবর্ণরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন হয় না।১৮ পরন্তু মৃৎসম্বন্ধ কার্য্যবস্তুসকল মৃত্তিকার দ্বারাই নির্ম্মিত হয় এবং সুবর্ণসম্বন্ধ কার্য্যবস্তুসকল সুবর্ণের দ্বারাই নির্ম্মিত হয়।১৯ [এইপ্রকারে অন্বয় ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বপক্ষের সাধনভূত অনুমান প্রদর্শন করিতেছেন—] সেইরূপেই এই জগৎও অচেতন এবং সুখদুঃখ ও মোহযুক্ত হওয়ায় অচেতন এবং সুখদুঃখ ও মোহাত্মক (—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক, প্রধানরূপ] কারণের কার্য্য হওয়া উচিত (৩), কিন্তু [জগৎ হইতে] ভিন্ন ব্রহ্মের কার্য্য হওয়া উচিত নহে (৪)।২০

[পূঃ—জগতের ব্রহ্মভিন্নতা প্রতিপাদন। উচ্চনীচবিভাগযুক্ত ও সুখদুঃখমোহাত্মক হওয়ায় জগৎ অশুদ্ধ, চেতনের উপকারক হওয়ায় অচেতন। তাদৃশ জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন।]

[জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ইহা অশুদ্ধি ও অচেতনত্বরূপ হেতুবলে প্রদর্শন করিতেছেন—] আর অশুদ্ধি ও অচেতনতা পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া জগতের ব্রহ্ম হইতে

ভাবদীপিকা

(৩) এইস্থলে প্রদর্শিত অনুমানটি এই—"জগৎ সুখদুঃখমোহাত্মকং সামান্যপ্রকৃতিকং, তদন্বিতস্বভাবত্বাৎ, যথা—মৃদন্বিতস্বভাবাঃ ঘটাদয়ঃ মৃৎপ্রকৃতিকাঃ। —'জগৎ সুখদুঃখমোহাত্মক কোন সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন, যেহেতু ইহা সুখদুঃখ ও মোহযুক্ত স্বভাববিশিষ্ট, যথা:— মৃত্তিকাযুক্ততারূপ স্বভাববিশিষ্ট ঘট প্রভৃতি মৃত্তিকারূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন।

(৪) এইস্থলে এই অনুমান প্রদর্শিত হইল—অচেতনং জগৎ ন চেতনব্রহ্মপ্রকৃতিকং, তদ্বিলক্ষণত্বাৎ, যদ্ যদ্বিলক্ষণং তৎ ন তৎপ্রকৃতিকং, যথা মৃদ্বিলক্ষণাঃ রুচকাদয়ঃ। অর্থ স্পষ্ট।

শাঙ্করভাষ্যম্

হেতুত্বাৎ, স্বর্গনরকাদ্যুচ্চাবচপ্রপঞ্চত্বাৎ চ ।২২ অচেতনং চ ইদং জগৎ চেতনং প্রতি কার্য্যকরণভাবেন * উপকরণভাবো-পগমাৎ ।২৩ নহি সাম্যে সতি উপকার্য্যোপকারকভাবঃ ভবতি। নহি প্রদীপৌ পরস্পরস্য উপকুরুতঃ ।২৪ ননু চেতনমপি কার্য্য-করণং স্বামিভৃত্যন্যায়েন ভোক্তুঃ উপকরিষ্যতি ।২৫ ন, স্বামি-ভৃত্যয়োঃ অপি অচেতনাংশস্য এব চেতনং প্রতি উপকার-কত্বাৎ ।২৬ যঃ হি একস্য চেতনস্য পরিগ্রহঃ বুদ্ধ্যাদিঃ অচেতন-

* কারণ-, ইতিপাঠ:।

ভাষ্যানুবাদ

ভিন্নতা অবগত হইতে হইবে।২১ আর জগৎ অবশ্যই অশুদ্ধ, যেহেতু সুখদুঃখ ও মোহাত্মক (৫) হওয়ায় তাহা হয় প্রীতি, পরিতাপ ও বিষাদ প্রভৃতির হেতু এবং যেহেতু তাহা স্বর্গ ও নরকাদি উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট প্রপঞ্চযুক্ত।২২ আর এই জগৎ অচেতন, যেহেতু কার্য্যকরণভাবে (—শরীর ইন্দ্রিয়াদিরূপে) তাহা চেতনের প্রতি উপকরণভাব প্রাপ্ত হয় (—চেতন ভোক্তার ভোগের প্রতি সাধন হইয়া থাকে)।২৩ [কিন্তু জগৎ চেতন হইলেও তো উপকার্য্য-উপকারকভাব হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] সমতা থাকিলে উপকার্য্য-উপকারকভাব হয় না; [যেমন] প্রদীপ-দ্বয় নিশ্চয়ই পরস্পরের উপকার করে না।২৪ ['সমতা থাকিলে উপকার্য্য-উপ-কারকভাব হয় না', ইহাতে ব্যভিচার শঙ্কা করিতেছেন—] যদি বলা হয়—শরীর ও ইন্দ্রিয় চেতন হইলেও স্বামিভৃত্যন্যায়ে (—ভৃত্য চেতন হইলেও যেমন চেতন স্বামীর উপকার করে, এইরূপে) ভোক্তার উপকার করিবে।২৫ [তদুত্তরে পূর্ব্ব-পক্ষী বলিতেছেন—] না, তাহা বলা যায় না; কারণ স্বামী ও ভৃত্য—এই দুইজনের মধ্যেও [ভৃত্যের শরীররূপ] অচেতন অংশ [স্বামীর জড় দেহাভিমানী] চেতনের প্রতি উপকারক হইয়া থাকে।২৬ [এই বিষয়টীই আরও পরিষ্কার করিতেছেন।

ভাবদীপিকা

(৫) বিষয়টী এইভাবে বুঝিতে হইবে—পদ্মাবতী নামক একই স্ত্রীশরীর মৈত্র নামক তাহার পতির প্রীতির হেতু হইয়া তাহার সুখকর হইয়া থাকে; তাহার সপত্নীর পরিতাপের হেতু হইয়া শোককর হইয়া থাকে এবং তাহার সান্নিধ্যলাভে অসমর্থ চৈত্র নামক তাহার উপপতির বিষাদের হেতু হইয়া মোহকর হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যাইতেছে, বস্তু অভিন্ন হইলেও ধর্ম্মাধর্ম্মাদিসহকারিভেদে বিভিন্ন স্থলে তাহা সুখ, শোক (—দুঃখ) এবং মোহ উৎপাদন করিতেছে। তাহাতে ইহাই নির্ণীত হয়—স্ত্রীশরীররূপ বস্তুটী সুখদুঃখ ও মোহাত্মক। এইস্থলে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ এই প্রকার অনুমান করেন—সর্ব্বং কার্য্যং সুখদুঃখ-মোহাত্মকং, সুখদুঃখমোহাবভাসহেতুত্বাৎ পদ্মাবতীবৎ"। এইরূপে জগতের প্রত্যেকটী বস্তুকেই সুখদুঃখমোহাত্মকরূপে বুঝিতে হইবে। [এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ২।২।১ অধিঃ ২ ভাবদীঃ দ্রঃ]। ভাষ্যস্থ 'আদি' পদে রাগ (—আসক্তি) প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাগঃ, সঃ এব অন্যস্য চেতনস্য উপকরোতি ; নতু স্বয়ম্ এব চেতনঃ চেতনান্তরস্য উপকরোতি অপকরোতি বা ।২৭ নিরতিশয়াঃ হি অকর্ত্তারঃ চেতনাঃ ইতি সাংখ্যাঃ মন্যন্তে ।২৮ তস্মাৎ অচেতনং কার্য্যকরণম্ ।২৯ নচ কাষ্ঠলোষ্টাদীনাং চেতনত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণম্ অস্তি ।৩০ প্রসিদ্ধশ্চ অয়ং চেতনাচেতনপ্রবিভাগঃ লোকে ।৩১ তস্মাৎ ব্রহ্মবিলক্ষণত্বাৎ ন ইদং জগৎ তৎপ্রকৃতিকম্ ।৩২ যোঽপি

ভাষ্যানুবাদ

দেখ, বুদ্ধি প্রভৃতি যে অচেতন ভাগ [ভৃত্যরূপ] একটী চেতনের পরিগ্রহ (—উপকারক), তাহাই [স্বামিরূপ] অন্য চেতনের উপকার করে, কিন্তু স্বয়ং চেতনই অন্য চেতনের উপকার বা অপকার করে না।২৭ চেতন [পুরুষ] সকল নিরতিশয় (—উৎকর্ষ ও অপকর্ষভাবশূন্য, হ্রাসবৃদ্ধিরহিত) এবং অকর্ত্তা, ইহা সাংখ্যমতাবলম্বিগণ মনে করেন. [সেইহেতু তাহারা পরস্পরের উপকার করিতে পারে না]।২৮ সেইহেতু (—'সমতা থাকিলে উপকার্য্য-উপকারকভাব সম্ভব হয় না', ইহা সিদ্ধ হয় বলিয়া এবং শরীর ও ইন্দ্রিয় উপকারক হয় বলিয়া) শরীর ও ইন্দ্রিয় অচেতন।২৯ আর [চেতনের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ শরীর ও ইন্দ্রিয়ের চেতনতার আশঙ্কা থাকিলেও] কাষ্ঠ ও লোষ্ট্র প্রভৃতির চেতনতাবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই।৩০ আর লোকমধ্যে চেতন ও অচেতনের এই বিভাগ প্রসিদ্ধ আছে।৩১ সেইহেতু (—অশুদ্ধ ও অচেতন বলিয়া) ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হওয়ায় এই জগৎ তৎপ্রকৃতিক (—ব্রহ্মরূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন) নহে (৪ ভাবদীঃ দ্রঃ)।৩২

[একদেশিমত—শ্রুতার্থাপত্তিবলে চেতন কারণ হইতে উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থ চেতন, সুতরাং চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ।]

[একদেশী] কেহ কেহ বলেন—জগৎ চেতন উপাদান হইতে উৎপন্ন, ইহা শ্রুতি হইতে অবগত হইয়া তাহার বলেই (—শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলেই (৬)

ভাবদীপিকা

(৬) **শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণ**— [জিজ্ঞাসাধিকরণে (১১৮৫ পৃঃ) অর্থাপত্তিপ্রমাণের পরিচয় দ্রষ্টব্য]। শ্রুতিতে পঠিত বাক্যের অর্থবোধে অসঙ্গতি হইলে তাহার সঙ্গতির জন্য অর্থান্তরের কল্পনাকে বলে—'শ্রুতার্থাপত্তি'। আর যে অসঙ্গতি জ্ঞানের (—অনুপপত্তিজ্ঞানের) দ্বারা অর্থান্তর কল্পিত হয়, সেই জ্ঞানটিকে বলা হয়—'শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণ'। যথা—"তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩)—'আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোককে (—সংসারবন্ধনকে) অতিক্রম করেন'। এইস্থলে শ্রুত যে সংসারবন্ধন, তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আত্মজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হইত না। [মিথ্যা বস্তুরই জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তি হয়, যথা—রজ্জুজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা সর্পের নিবৃত্তি।] আত্মজ্ঞানের দ্বারা সংসারবন্ধনের নিবৃত্তি অনুপপন্ন (—অসঙ্গত) হইয়া পড়ে বলিয়া সংসারবন্ধনকে যে মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহা এই শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলেই করা হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

[কশ্চিৎ আচক্ষীত—শ্রুত্বা জগতঃ চেতনপ্রকৃতিকতাং তদ্বলেন এব সমস্তং জগৎ চেতনম্ অবগমিষ্যামি, প্রকৃতিরূপস্য বিকারে অন্বয়দর্শনাৎ]।৩৩ অবিভাবনং তু চৈতন্যস্য পরিণামবিশেষাৎ ভবিষ্যতি, যথা স্পষ্টচৈতন্যানাম্ অপি আত্মনাং স্বাপমূর্চ্ছাদ্যবস্থাসু চৈতন্যং ন বিভাব্যতে, এবং কাষ্ঠলোষ্টাদীনাম্ অপি চৈতন্যং ন বিভাবয়িষ্যতে।৩৪ এতস্মাদেব চ বিভাবিতাবিভাবিতত্বকৃতাৎ বিশেষাৎ রূপাদিভাবাভাবাভ্যাং চ কার্য্যকরণানাম্ আত্মনাং চ চেতনত্বাবিশেষেঽপি গুণপ্রধানভাবঃ ন বিরোৎ-

ভাষ্যানুবাদ

সমস্ত জগৎকে চেতনরূপে অবগত হইব ; যেহেতু উপাদানের যাহা স্বরূপ, কার্য্যবস্তুতে তাহা অন্বিত হয়, ইহা দেখা যায়।৩৩ [আচ্ছা, তাহা হইলে ঘটাদি বস্তু চেতন নহে কেন ? তদুত্তরে একদেশী বলিতেছেন—ঘটাদি বস্তুতে] চৈতন্যের যে অনুপলব্ধি (—অনভিব্যক্তি), তাহা বিশেষ পরিণামবশতঃ হইবে ; যেমন স্পষ্টচৈতন্যযুক্ত জীবাত্মাসকলের সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি অবস্থাসকলে চৈতন্য উপলব্ধ হয় না, এইপ্রকারে কাষ্ঠ ও লোষ্ট্র প্রভৃতিরও চৈতন্য উপলব্ধ হইবে না (৭) ।৩৪ [কিন্তু সমস্ত পদার্থ চেতন হইলে উপকার্য্য-উপকারকভাব কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এই উপলব্ধি ও অনুপলব্ধিকৃত পার্থক্যবশতঃ এবং রূপাদির সদ্ভাব ও অসদ্ভাব বশতঃ (৮) দেহ ও ইন্দ্রিয়সকলের এবং জীবাত্মাসকলের, তাহারা অবিশেষভাবে চেতন হইলেও, [তাহাদের মধ্যে] গুণপ্রধানভাব

ভাবদীপিকা

প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ শ্রুতি জগৎকারণকে চেতন বলিতেছেন। কিন্তু সেই চেতনের কার্য্যভূত জাগতিক বস্তুসকল চেতন না হইলে, তাহাদের উপাদান কারণেরও চেতন হওয়া সঙ্গত হইবে না, এইপ্রকার অনুপপত্তিবশতঃ জাগতিক বস্তুসকলকে চেতন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহাই ভাব।

(৭) এইস্থলে একদেশীর অভিপ্রায় এই—সকল বস্তু চেতন হইলেও, অন্তঃকরণের মাধ্যমেই চৈতন্যের উপলব্ধি (- অভিব্যক্তি) হয়, ইহাই বস্তুর স্বভাব। ঘটাদি বস্তুতে অন্তঃকরণ নাই, সেইহেতু সেইসকলে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, যদিও তাহারা চেতন। যেমন পুরুষ চেতন হইলেও সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাতে তাহার অন্তঃকরণ বিলীন হইয়া যায় বলিয়া তাহার চৈতন্য (—জ্ঞান) ইচ্ছা ও প্রযত্ন প্রভৃতি উপলব্ধ হয় না। কাষ্ঠাদিতেও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে।

(৮) "উদ্‌ভূতরূপং নয়নস্য গোচরঃ" (মুক্তাবলী ৫৪)—উদ্‌ভূতরূপবিশিষ্ট হইলেই দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে উদ্‌ভূত রূপ নাই, সেইহেতু চেতন হইলেও সেইসকল এবং সেইসকলের চৈতন্য অস্মদাদির নিকট প্রতিভাত হয় না। উদ্ভূতরূপযুক্ত হওয়ায় দেহাদির প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং উপকার্য্য-উপকারকভাবে কোনপ্রকার অসঙ্গতি নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাতে।৩৫ যথা চ পার্থিবত্বাবিশেষেঽপি মাংসসূপৌদনাদীনাং প্রত্যাত্মবর্ত্তিনঃ বিশেষাৎ পরস্পরোপকারিত্বং ভবতি, এবম্ ইহাপি ভবিষ্যতি। ৩৬ প্রবিভাগপ্রসিদ্ধিরপি অতএব ন বিরোৎস্যতে ইতি।৩৭ তেনাপি কথঞ্চিৎ চেতনাচেতনত্ব-লক্ষণং বিলক্ষণত্বং পরিহ্রিয়েত, শুদ্ধ্যশুদ্ধিত্বলক্ষণং * তু বিল-ক্ষণত্বং নৈব পরিহ্রিয়তে। ৩৮ ন চ ইতরৎ অপি বিলক্ষণত্বং পরিহর্ত্তুং শক্যতে ইতি আহ—"তথাত্বং চ শব্দাৎ" ইতি।৩৯ অনবগম্যমানম্ এব হি ইদং লোকে সমস্তস্য বস্তুনঃ চেতনত্বং চেতনপ্রকৃতিকত্বশ্রবণাৎ শব্দশরণতয়া কেবলয়া উৎপ্রেক্ষ্যেত।৪০ তচ্চ শব্দেনৈব বিরুধ্যতে, যতঃ শব্দাৎ অপি তথাত্বম্ অব-

* 'শুদ্ধ্যশুদ্ধিলক্ষণম্'– ইতিপাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

(—উপকার্য্য-উপকারকভাব) বিরুদ্ধ হইবে না।৩৫ যেমন অবিশেষভাবে পার্থিব (—ক্ষিতির পরিণাম) হইলেও মাংস, সূপ ও অন্ন প্রভৃতি, তাহাদের প্রত্যেকের স্বরূপগত বিশেষবশতঃ পরস্পরের উপকারক হইয়া থাকে (৯), এখানেও (—চেতন পদার্থসকলের উপকার্য্য-উপকারকভাবেও) এইপ্রকার হইবে।৩৬ [আচ্ছা, তাহা হইলে 'ইহা চেতন, ইহা জড়' এইপ্রকার যে লোকপ্রসিদ্ধি, তাহা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? উত্তর—জড় ও চেতনাদি] প্রবিভাগের প্রসিদ্ধিও এইহেতুবশতঃ (—চৈতন্যের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিবশতঃ) বিরুদ্ধ হইবে না।৩৭ [অতএব চেতন ব্রহ্মই চেতন জগতের উপাদানকারণ, ইহা সিদ্ধ হয়]।

[পূঃ—শ্রুতিবলে শ্রুতার্থাপত্তি নিরাকরণ। চেতন ব্রহ্ম অচেতন জগতের উপাদান হইতে পারেন না।]

[সাংখ্যমতাবলম্বী পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক একদেশীর মত পরিহার—] তাহার দ্বারা (—একদেশিকথিত প্রক্রিয়ার দ্বারা) চেতনত্ব ও অচেতনত্বরূপ বিলক্ষণতা কোন-প্রকারে পরিহৃত হইতে পারে, কিন্তু [জগৎকারণ ব্রহ্মের] শুদ্ধতা ও [কার্য্যভূত জগতের] অশুদ্ধতারূপ বিলক্ষণতা কিছুতেই পরিহৃত হয় না।৩৮ [প্রথমোক্ত অঙ্গীকারকে ত্যাগ করিয়া বলিতেছেন—আর চেতনত্ব ও অচেতনত্বরূপ] অন্য বিলক্ষণতাকেও পরিহার করিতে পারা যায় না, [ভগবান্ সূত্রকার] ইহাই বলি-তেছেন—"তথাত্বং চ শব্দাৎ" ইত্যাদি।৩৯ [সূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণনার জন্য বিরোধীর অভিপ্রায় বর্ণনা করিতেছেন—] সমস্ত বস্তুর এই যে চেতনতা, যাহাকে লোকমধ্যে অবগতই হওয়া যায় না, তাহা 'চেতনই জগতের প্রকৃতি (—উপাদানকারণ')

ভাবদীপিকা

(৯) পার্থিব পদার্থ মাংস, সূপ (—ডাল বা ঝোল) এবং অন্ন, ইহারা পরস্পরের সহযোগে ভক্ষিত হইয়া পার্থিব শরীরের পুষ্টিসম্পাদন করিয়া থাকে; এইহেতু সমজাতীয় ইহারা পরস্পরের উপকারক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

গম্যতে ।৪১ তথাত্বম্ ইতি-প্রকৃতিবিলক্ষণত্বং কথয়তি ।৪২ শব্দঃ এব "বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" (তৈঃ ২।৬) **ইতি কস্যচিৎ বিভাগস্য অচেতনভাং শ্রাবয়ন্ চেতনাৎ ব্রহ্মণঃ বিলক্ষণম্ অচেতনং জগৎ শ্রাবয়তি ।৪৩॥২।১।৪॥**

নমু চেতনত্বম্ অপি ক্বচিৎ অচেতনত্বাভিমতানাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং শ্রূয়তে, যথা—"মৃদ্ অব্রবীৎ" আপঃ অব্রুবন্" (শতঃ ব্রাঃ ৬।১।৩।২।৪) **ইতি, "তৎ তেজঃ ঐক্ষত", "তাঃ আপঃ ঐক্ষন্ত"** (ছাঃ ৬।২।৩-৪) **ইতি চ এবমাদ্যা ভূতবিষয়া চেতনত্বশ্রুতিঃ ।১ ইন্দ্রিয়বিষয়া অপি "তে ইমে প্রাণাঃ অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ ব্রহ্ম জগ্মুঃ"** (বৃঃ ৬।১।৭) **ইতি ।২ "তে হ বাচম্ উচুঃ ত্বং নঃ উদ্গায় ইতি"** (বৃঃ ১।৩।২) **ইতি এবমাদ্যা ইন্দ্রিয়বিষয়া ইতি ।৩ অতঃ উত্তরং পঠতি—**

ভাষ্যানুবাদ

ইহা শ্রুতি হইতে অবগত হইয়া কেবলমাত্র শ্রুতির শরণ গ্রহণ করিয়াই [শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে] কল্পিত হইবে ।৪০ তাহা (—শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণ) কিন্তু শ্রুতির (—আগমপ্রমাণের) দ্বারাই বিরোধ প্রাপ্ত (—বাধিত) হয়, যেহেতু শ্রুতি হইতেও 'তথাত্ব' অবগত হওয়া যাইতেছে ।৪১ 'তথাত্ব' এই শব্দটী উপাদানকারণ হইতে [জগতের] ভিন্নতার কথা বলিতেছে ।৪২ শ্রুতিই "চেতন ও জড়", এইরূপে কোন অংশের অচেতনতা শ্রবণ করাইয়া চেতন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অচেতন জগতের কথা শ্রবণ করাইতেছেন ।৪৩ [অতএব অচেতন জগৎ, চেতন ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না (৪ ভাবদীঃ), ইহা সিদ্ধ হইল] ॥২।১।৪॥

[একদেশী—শ্রুতিপুষ্ট শ্রুতার্থাপত্তির প্রাবল্যবশতঃ তৈঃ ২।৬ বাক্য গৌণরূপে ব্যাখ্যেয়। চেতন ব্রহ্মই চেতন জগতের উপাদান।]

একদেশী কর্তৃক পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—কিন্তু কোন কোন স্থলে অচেতনরূপে স্বীকৃত ভূত ও ইন্দ্রিয়সকলের চেতনতাও শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে, যথা—"মৃত্তিকা বলিয়াছিল", "জল বলিয়াছিল" ইত্যাদি এবং "সেই তেজঃ ঈক্ষণ করিয়াছিল" "সেই জল ঈক্ষণ করিয়াছিল", ইত্যাদি এইসকল ভূতবিষয়ক চৈতন্যপ্রতিপাদিকা শ্রুতি ।১ আর ইন্দ্রিয়বিষয়ক [চৈতন্যপ্রতিপাদিকা] শ্রুতিও আছে, যথা—"সেই এই প্রাণসকল নিজের শ্রেষ্ঠতার জন্য বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল", ইত্যাদি ।২ "তাহারা বাগিন্দ্রিয়কে বলিয়াছিল, তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথ গান কর", ইত্যাদি এইসকল ইন্দ্রিয়বিষয়া (—ইন্দ্রিয়সকলের চেতনত্বপ্রতিপাদিকা) শ্রুতি আছে ।৩ [অতএব কেবল শ্রুতি হইতে শ্রুতিকর্তৃক অনুগৃহীত শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণ বলবান্ হয় বলিয়া চেতন ব্রহ্মকেই চেতন জগতের উপাদানরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে এবং তৈঃ ২।৬ বাক্যকে গৌণভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে]। এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হয় বলিয়া, পূর্ব্বপক্ষী সাংখ্যমতাবলম্বী] উত্তর দিতেছেন—

[পূর্ব্বপক্ষসূত্র—] অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানু-
গতিভ্যাম্ ॥ ২।১।৫ ॥

পদচ্ছেদ—অভিমানিব্যপদেশঃ, তু, বিশেষানুগতিভ্যাম্।

সূত্রার্থ—তুশব্দঃ—উক্তশঙ্কানিরাসার্থঃ; ["মৃদ্ অব্রবীৎ" "আপঃ অব্রুবন্", ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ ন জগতঃ চেতনত্বং প্রত্যেতব্যম্। যতঃ] **অভিমানিব্যপদেশঃ**—মৃদাদ্যভিমানিনীনাং দেবতানাং তত্র ব্যপদেশঃ—কথনং ভবতি [ন মৃদাদিমাত্রস্য। ইদং কুত ?] **বিশেষানুগতিভ্যাম্**— [বিশেষণং বিশেষঃ; বিশেষশ্চ অনুগতিশ্চ—বিশেষানুগতী তাভ্যাম্। তথাচ পরিষ্কৃতার্থঃ—] "তে ইমে প্রাণাঃ" (বৃঃ ৬।১।৭) ইতি বৃহদারণ্যকে প্রাণসংবাদে শ্রুতানাং প্রাণানাং কৌষীতক্যাম্ "এতাঃ হ বৈ দেবতাঃ অহং-শ্রেয়সে বিবদমানাঃ" (কৌঃ ২।৯) ইতি দেবতাশব্দেন চেতনবাচিনা বিশেষিতত্বাৎ, "অগ্নিঃ বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" (ঐতঃ ১।২।৪) ইত্যাদিমন্ত্রার্থবাদাদিষু সর্ব্বত্র তদভিমানিদেবতানাম্ অনুগতিশ্রবণাৎ চ [ন চেতনং জগৎ। তস্মাৎ অচেতনস্য জগতঃ বৈলক্ষণ্যাৎ ন চেতনপ্রকৃতিকত্বম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—তু শব্দটী উক্ত আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য। ["মৃত্তিকা বলিয়াছিল", "জল বলিয়াছিল" ইত্যাদি শ্রুতিসকলের বলে জগৎ যে চেতন, ইহা বুঝা উচিত নহে। যেহেতু] **অভিমানিব্যপদেশঃ**—মৃত্তিকা প্রভৃতিতে অভিমানী দেবগণের সেই স্থলে ব্যপদেশ:—কথন হইতেছে, [কিন্তু কেবল (—চেতনবিহীন) মৃত্তিকা প্রভৃতির কথন হইতেছে না। কি প্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **বিশেষানুগতিভ্যাম্**— [বিশেষভাবে কথনই বিশেষ; বিশেষ এবং অনুগতি—বিশেষানুগতী, সেই দুইটীর দ্বারা, এই-রূপে শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে পরিষ্কৃত অর্থ হয় এইপ্রকার—] "সেই এই প্রাণসকল" ইত্যাদি এইরূপে বৃহদারণ্যকে পঠিত প্রাণসকল, "প্রসিদ্ধ এই দেবতাসকল নিজের শ্রেষ্ঠতার জন্য বিবাদ করিতে করিতে" এইপ্রকারে কৌষীতকিতে চেতনবাচক দেবতাশব্দের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে বলিয়া এবং "অগ্নি বাগিন্দ্রিয় হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন" ইত্যাদি মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতি সকলস্থলে তাহাদের (—অগ্নি প্রভৃতি জড় পদার্থের) অভিমানিনী দেবতা-সকলের অনুগতি—অনুস্যূত থাকা, শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে বলিয়া [জগৎ চেতন নহে। সেইহেতু বিলক্ষণতা থাকায় অচেতন জগৎ চেতন উপাদান হইতে উৎপন্ন নহে—ইহাই ভাব]

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ আশঙ্কাম্ অপনুদতি।১ ন খলু "মৃদ্ অব্রবীৎ" ইতি এবং-জাতীয়কয়া শ্রুত্যা ভূতেন্দ্রিয়াণাং চেতনত্বম্ আশঙ্কনীয়ং, যতঃ অভিমানিব্যপদেশঃ এষঃ।২ মৃদাদ্যভিমানিন্যঃ বাগাদ্যভি-মানিন্যশ্চ চেতনাঃ দেবতাঃ বদনসংবদনাদিষু* চেতনোচিতেষু ব্যবহারেষু ব্যপদিশ্যন্তে, ন ভূতেন্দ্রিয়মাত্রম্।৩ কস্মাৎ ?৪ বিশেষানুগতিভ্যাম্।৫ বিশেষঃ হি ভোক্তৄণাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং চ চেতনাচেতনপ্রবিভাগলক্ষণঃ প্রাক্ অভিহিতঃ।৬ সর্ব্বচেতন-

* 'বিসংবদনাদিষু' ইতি পাঠঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

তায়াং চ অসৌ ন উপপদ্যতে।৭ অপিচ কৌষীতকিনঃ প্রাণ-সংবাদে করণমাত্রাশঙ্কাবিনিবৃত্তয়ে অধিষ্ঠাতৃচেতনপরিগ্রহায় দেবতাশব্দেন বিশিংষন্তি—"এতাঃ হ বৈ দেবতাঃ অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ", "তাঃ বৈ এতাঃ সর্ব্বাঃ দেবতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" (কৌঃ ২।৯) ইতি চ।৮ অনুগতাশ্চ সর্ব্বত্র অভিমানিন্যঃ চেতনাঃ দেবতাঃ মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণাদিভ্যঃ অবগম্যন্তে।৯ "অগ্নিঃ বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" (ঐতঃ ১।২।৪) ইতি এবমাদিকা চ শ্রুতিঃ করণেষু অনুগ্রাহিকাং দেবতাম্ অনুগতাং দর্শয়তি।১০

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—"মৃদব্রবীৎ" ইত্যাদি স্থলে তদভিমানিনী দেবতা গ্রহণীয় হওয়ায় সমস্ত পদার্থের চেতনতা সিদ্ধ হয় না বলিয়া চেতন ব্রহ্ম অচেতন জগতের উপাদান নহেন।]

পূর্ব্বপক্ষ—তুশব্দটী আশঙ্কাকে অপনোদন করিতেছে। ১ বস্তুতঃ "মৃত্তিকা বলিয়াছিল" ইত্যাদি এই জাতীয় শ্রুতির দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়সকলের চেতনতা আশঙ্কা করা উচিত নহে, যেহেতু ইহা [মৃত্তিকা প্রভৃতিতে] অভিমানিনী দেবতার কথন।২ মৃত্তিকা প্রভৃতিতে [আমি এইরূপ] অভিমানকারিণী এবং বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অভিমানকারিণী চেতন দেবতাসকল কথোপকথন ও সংবদন (—বিবাদ) প্রভৃতি চেতনোচিত ব্যবহারসকলে বর্ণিত হইতেছেন, কিন্তু কেবলমাত্র [অচেতন ক্ষিত্যাদি] ভূত ও ইন্দ্রিয় বর্ণিত হয় নাই।৩ কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ?৪ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] বিশেষ ও অনুগতির বলে ইহা বলা হইতেছে।৫ [বিশেষের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] ভোক্তৃপুরুষগণের এবং ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের চেতন ও অচেতনাত্মক বিভাগরূপ বিশেষ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (২।১।৪ সূঃ ২৩ বাক্য)। ৬ সকল পদার্থ চেতন হইলে তাহা সঙ্গত হয় না।৭ আরও দেখ, কৌষীতকিশাখা-ধ্যায়িগণ প্রাণসংবাদে (—ইন্দ্রিয়গণের কথোপকথন যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সেই শ্রুত্যংশে, প্রাণসকলের] মাত্র ইন্দ্রিয়ত্বাশঙ্কা (—তাহারা জড় ইন্দ্রিয়মাত্র, এইপ্রকার আশঙ্কা) নিবৃত্তির জন্য [এবং ইন্দ্রিয়সকলের] অধিষ্ঠাতা চেতনকে গ্রহণ করিবার জন্য দেবতাশব্দের দ্বারা [ইন্দ্রিয়সকলকে] বিশেষিত করিতেছেন, যথা—"এই দেবতাগণ স্ব স্ব শ্রেষ্ঠতার জন্য বিবাদ করিতে করিতে" ইত্যাদি এবং "সেই এই দেবতাগণ প্রাণে শ্রেষ্ঠতা অবগত হইয়া," ইত্যাদি।৮ [অনুগতির ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর অভিমানকারিণী চেতন দেবতাগণ যে [ক্ষিত্যাদি ভূত ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি] সর্ব্বত্র অনুগত (—অনুসৃত) আছেন. ইহা মন্ত্র অর্থবাদ ইতিহাস ও পুরাণাদি হইতে অবগত হওয়া যায়।৯ আর "অগ্নি বাগিন্দ্রিয় হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন," ইত্যাদি এইসকল শ্রুতি অনুগ্রাহিকা দেবতাকে ইন্দ্রিয়সকলে অনুগতরূপে (—অনুসৃতরূপে) প্রদর্শন করিতেছেন।১০ আবার প্রাণসংবাদ-

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাণসংবাদবাক্যশেষে চ "তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরম্ এত্য উচুঃ" (ছাঃ ৫।১।৭) ইতি শ্রেষ্ঠত্বনির্দ্ধারণায় প্রজাপতিগমনং, তদ্বচনাৎ চ একৈকোৎক্রমণেন অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রাণশ্রৈষ্ঠ্য-প্রতিপত্তিঃ, তস্মৈ বলিহরণম (বৃঃ ৬।১।১৩) ইতি চ এবংজাতীয়কঃ অস্মদাদিষু ইব ব্যবহারঃ অনুগম্যমানঃ অভিমানিব্যপদেশং দ্রঢয়তি।১১ "তৎ তেজঃ ঐক্ষত" ইত্যপি পরস্যাঃ এব দেবতায়াঃ অধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্ববিকারেষু অনুগতায়াঃ ইয়ম্ ঈক্ষা ব্যপদিশ্যতে ইতি দ্রষ্টব্যম্।১২ তস্মাৎ বিলক্ষণম্ এব ইদং ব্রহ্মণঃ জগৎ।১৩॥২।১।৫॥

বিলক্ষণত্বাৎ চ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকম্ ইতি আক্ষিপ্তে প্রতিবিধত্তে—

ভাষ্যানুবাদ

সংক্রান্ত বাক্যের শেষভাগে "সেই প্রাণসকল পিতা প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া বলিয়াছিল," এইপ্রকারে শ্রেষ্ঠতা নির্ণয়ের জন্য প্রজাপতির নিকট গমন ও তাঁহার বাক্যানুসারে এক এক জনের উৎক্রমণের দ্বারা অন্বয় ও ব্যতিরেকবলে [মুখ্য] প্রাণের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞান, "তাঁহার জন্য উপহার আহরণ," ইত্যাদি এইজাতীয় যে অস্মদাদির ন্যায় ব্যবহার, তাহা বিবেচিত হইলে [মৃদাদি ও ইন্দ্রিয়াদিতে] অভিমানকারীর কথনকে দৃঢ় করে।১১ "সেই তেজঃ ঈক্ষণ করিয়াছিল," ইত্যাদি স্থলেও নিজের কার্য্যসকলে অনুসৃত যে অধিষ্ঠাত্রী পরদেবতা (—ব্রহ্ম), তাঁহারই এই ঈক্ষা (—সৃষ্টিবিষয়ক পর্য্যালোচনা) বর্ণিত হইতেছে, এইপ্রকার অবগত হইতে হইবে।১২ সেইহেতু (—মৃদাদিশব্দে তদভিমানিনী দেবতার গ্রহণ হওয়ায় সমস্ত পদার্থের চেতনতা সিদ্ধ হইল না বলিয়া) এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন।১৩ [অতএব "বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" (তৈঃ ২।৬) ইত্যাদি শ্রুতি গৌণভাবে ব্যাখ্যেয় নহে, এবং চেতন ব্রহ্মও তদ্ভিন্ন অচেতন জগতের উপাদান নহেন (৪ ভাবদীঃ), পরন্তু অচেতন প্রধানই অচেতন জগতের উপাদান, ইহা সিদ্ধ হইল।] ॥ ২।১।৫ ॥

[জগৎ ব্রহ্ম হইতে] ভিন্ন হওয়ায় ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন নহে, এইপ্রকার আক্ষেপ করা হইলে, তাহার প্রতিবিধান করা হইতেছে—

[সিদ্ধান্তসূত্র—] **দৃশ্যতে তু ॥ ২।১।৬ ॥**

সূত্রার্থ—তুশব্দঃ -পূর্ব্বপক্ষ নিরাসার্থঃ। [যদুক্তং চেতনবিলক্ষণং জগৎ ন তৎপ্রকৃতিকম্ ইতি। তন্ন, যতঃ] **দৃশ্যতে**—চেতনাৎ পুরুষাৎ তদ্বিলক্ষণানাং নখলোমাদীনাম্ অচেতনানাম্, অচেতনাৎ চ গোময়াৎ চেতনবৃশ্চিকস্য উৎপত্তিঃ দৃশ্যতে। [অতঃ অচেতনস্য জগতঃ চেতনপ্রকৃতিকতায়াং ন কশ্চিৎ বিরোধঃ। প্রকৃতিবিকারয়োঃ অত্যন্তসাদৃশ্যে প্রকৃতি-

বিকারভাবানুপপত্ত্যা যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্যং বাচ্যম্। তচ্চ প্রকৃতেঽপি জগতি স্ফুরণাদ্যনুবৃত্ত্যা সমানম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—তু শব্দটী পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য। [বলা হইয়াছে—চেতন হইতে ভিন্ন জগৎ চেতনরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন নহে, ইত্যাদি। তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু] **দৃশ্যতে**—চেতন পুরুষ হইতে তদ্ভিন্ন অচেতন নখ ও লোম প্রভৃতির এবং অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকের উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে! [সেইহেতু অচেতন জগতের চেতন উপাদান হইতে উৎপত্তি হইলে কোন বিরোধ হয় না। উপাদানকারণ ও কার্য্যবস্তুর অত্যন্ত সাদৃশ্য হইলে উপাদান-উপাদেয়ভাব অসঙ্গত হইয়া পড়ে বলিয়া যৎকিঞ্চিত সাদৃশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা (—যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য) স্ফুরণ প্রভৃতির (—প্রকাশিত হওয়া ও অস্তিত্ব প্রভৃতির) অনুস্যুততাবশতঃ প্রস্তাবিত জগতেও সমান, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি।১ যদুক্তং বিলক্ষণত্বাৎ ন ইদং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিকম্ ইতি, ন অয়ম্ একান্তঃ।২ দৃশ্যতে হি লোকে চেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যঃ পুরুষাদিভ্যঃ বিলক্ষণানাং কেশনখাদীনাম্ উৎপত্তিঃ, অচেতনত্বেন চ প্রসিদ্ধেভ্যঃ গোময়া-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষীয় অনুমানে (৪ ভাবদীঃ) দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মকারণবাদ স্থাপন।]

সিদ্ধান্ত—তুশব্দটী পূর্ব্বপক্ষকে নিরাকরণ করিতেছে।১ বিলক্ষণ (—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন) হওয়ায় এই জগৎ ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন নহে, এই যাহা বলা হইয়াছে (২।১।৪ সূঃ ২০ বাক্য), তাহা একান্ত (—অব্যভিচারী) নহে।২ যেহেতু লোকমধ্যে চেতনরূপে প্রসিদ্ধ পুরুষ প্রভৃতি হইতে ভিন্ন [অচেতন] কেশ ও নখাদির এবং অচেতনরূপে প্রসিদ্ধ গোময় প্রভৃতি হইতে [চেতন] বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় (১০)।৩ [সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] যদি বলা

ভাবদীপিকা

(১০) পূর্ব্বপক্ষী 'যে যাহা হইতে স্বভাবতঃ ভিন্ন, সে তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না' (২।১।৪ সূঃ ১৬-১৯ বাক্য) এই প্রকার ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চেতন হইতে অচেতনের এবং অচেতন হইতে চেতনের উৎপত্তি প্রদর্শন দ্বারা সিদ্ধান্তী তাহা বিঘটিত করিলেন। পূর্ব্বপক্ষী কর্তৃক প্রদর্শিত ব্যাপ্তিবলে অনুমান করিলে, অনুমানের আকার হয় এইপ্রকার— 'বৃশ্চিকঃ ন গোময়প্রকৃতিকঃ, গোময়বিলক্ষণত্বাৎ'। এই অনুমানটী কিন্তু 'সাধারণসব্যভিচার' নামক হেত্বাভাসদুষ্ট, কারণ হেতু যে গোময়বিলক্ষণত্ব, তাহা 'সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তি' হইয়া পড়িতেছে; যেহেতু সাধ্য যে 'গোময়প্রকৃতিকত্বাভাব', তাহার অভাব আছে যে বৃশ্চিকে [কারণ বৃশ্চিক গোময় হইতেই উৎপন্ন হয় *], তাহাতে 'গোময়বিলক্ষণত্বরূপ' হেতুটী চলিয়া যাইতেছে, কারণ বৃশ্চিক গোময় নহে, ইহা সকলেই জানে। উক্ত ব্যাপ্তিবলে "কেশলোমাদি ন পুরুষপ্রকৃতিকং,

* এখানে বস্তুতঃ অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিক জীবের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হইতেছে না, পরন্তু বৃশ্চিক শরীরেরই উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হইতেছে। ইহা ১২ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে পরিষ্কৃত হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

দিভ্যঃ বৃশ্চিকাদীনাম্।১০ নন্ন অচেতনানি এব পুরুষাদিশরীরাণি অচেতনানাং কেশনখাদীনাং কারণানি, অচেতনানি এব চ বৃশ্চিকাদিশরীরাণি অচেতনানাং গোময়াদীনাং কার্য্যাণি ইতি।১১ উচ্যতে—এবম্ অপি কিঞ্চিৎ অচেতনং চেতনস্য আয়তনভাবম্ উপগচ্ছতি, কিঞ্চিৎ ন ইতি অস্তি এব বৈলক্ষণ্যম্।১২ মহাংশ্চ অয়ং

ভাষ্যানুবাদ

হয়—পুরুষ প্রভৃতির অচেতন শরীরসকলই অচেতন কেশ ও নখাদির কারণ এবং বৃশ্চিক প্রভৃতির অচেতন শরীরসকলই অচেতন গোময় প্রভৃতির কার্য্য, ইত্যাদি। [সুতরাং অচেতন হইতেই অচেতনের উৎপত্তি হয় বলিয়া 'যে যাহা হইতে ভিন্ন, সে তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না,' এই ব্যাপ্তি বিঘটিত হয় না (১১)]। ৪ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলা হইতেছে, এইপ্রকার হইলেও (—অচেতন শরীরাদি অচেতন কেশনখাদির কারণ হইলেও, শরীররূপ] কোন অচেতন পদার্থ চেতনের আয়তনভাব প্রাপ্ত হয় (—প্রাণের অধিকরণ হয়, ভোগায়তন হয়) এবং [গোময় ও কেশনখাদিরূপ] কোন অচেতন পদার্থ তাহা হয় না, এইপ্রকার

ভাবদীপিকা

তদ্বিলক্ষণত্বাৎ" পূর্ব্বপক্ষীর এইপ্রকার অনুমানেও এইরূপে সাধারণসব্যভিচার হয় বুঝিতে হইবে। প্রস্তাবিত প্রধান বিচার্য্য স্থলে পূর্ব্বপক্ষী—'অচেতনং জগৎ ন চেতনব্রহ্মপ্রকৃতিকং তদ্বিলক্ষণত্বাৎ', এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলেন (৪ ভাবদীঃ), তাহা এইপ্রকারে বৃশ্চিকাদি অন্তর্ভাবে 'সাধারণসব্যভিচার' হেত্বাভাসদুষ্ট হইল, কারণ তত্তৎস্থলে 'তদ্বিলক্ষণত্বরূপ' হেতুর বলে 'তৎপ্রকৃতিত্বাভাবরূপ' সাধ্যকে সিদ্ধ করিতে পারা যায় না।

(১১) এইরূপে স্বপ্রদর্শিত ব্যাপ্তির বিঘটন নিরাকরণদ্বারা পূর্ব্বপক্ষী বস্তুতঃ এইপ্রকার অনুমান করিলেন—"অচেতনবৃশ্চিকশরীরং অচেতনগোময়প্রকৃতিকং, সদৃশত্বাৎ"। ফলে তাঁহার "অচেতনং জগৎ ন চেতনব্রহ্মপ্রকৃতিকং তদ্বিলক্ষণত্বাৎ", এই অনুমানটী অব্যাহত থাকিল, ব্যভিচারদুষ্ট হইল না।

(১২) লক্ষ্য করিতে হইবে—এখানে অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকের উৎপত্তি অঙ্গীকারকরতঃ 'তদ্বিলক্ষণত্ব' হেতুর ব্যভিচার প্রদর্শিত হইতেছে না। পরন্তু চেতনের অনধিষ্ঠানভূত গোময় হইতে চেতনের অধিষ্ঠানভূত, সুতরাং তদ্ভিন্নস্বভাবসম্পন্ন বৃশ্চিক শরীরের এবং চেতনের অধিষ্ঠানভূত পুরুষ শরীর হইতে চেতনের অনধিষ্ঠানভূত, সুতরাং তদ্ভিন্নস্বভাবসম্পন্ন কেশনখাদির উৎপত্তি অঙ্গীকারকরতঃ 'তদ্বিলক্ষণত্ব' এই হেতুর ব্যভিচার প্রদর্শিত হইতেছে, চেতনের অনধিষ্ঠানভূত গোময় এবং চেতনের অধিষ্ঠানভূত বৃশ্চিকশরীর স্বভাবতঃ বিলক্ষণ (—ভিন্ন) পদার্থ, অথচ গোময় হইতে বৃশ্চিকশরীরের উৎপত্তি দৃষ্টসিদ্ধ। পুরুষশরীর ও কেশনখাদি স্থলেও ইহা দৃষ্টসিদ্ধ। সুতরাং "যে যাহা হইতে স্বভাবতঃ ভিন্ন, সে তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না", এই যে পূর্ব্বপক্ষীর ব্যাপ্তি (১০ ভাবদীঃ), তাহা পুনরায় বিঘটিত হইয়া পড়িল। ফলে 'তদ্বিলক্ষণত্ব' রূপ হেতুর বৃশ্চিকশরীরাদি অন্তর্ভাবে ব্যভিচার হইয়া পড়ে বলিয়া

শাঙ্করভাষ্যম্

পারিণামিকঃ স্বভাববিপ্রকর্ষঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদীনাং চ স্বরূপাদিভেদাৎ।৬ তথা গোময়াদীনাং বৃশ্চিকাদীনাং চ।৭ অত্যন্ত-সারূপ্যে চ প্রকৃতিবিকারভাবঃ এব প্রলীয়েত।৮ অথ উচ্যেত—অস্তি কশ্চিৎ পার্থিবত্বাদিস্বভাবঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদীষু অনুবর্ত্তমানঃ, গোময়াদীনাং বৃশ্চিকাদিষু ইতি।৯ ব্রহ্মণঃ অপি তর্হি সত্তালক্ষণস্বভাবঃ আকাশাদিষু অনুবর্ত্তমানঃ দৃশ্যতে।১০ বিলক্ষণ-ত্বেন চ কারণেন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বং জগতঃ দূষয়তা কিম্ অশেষস্য

ভাষ্যানুবাদ

[প্রাণিত্ব ও অপ্রাণিত্বরূপ] বৈলক্ষণ্য অবশ্যই আছে। [অতএব অপ্রাণী গোময় হইতে প্রাণীর অধিষ্ঠান বৃশ্চিক শরীরের এবং প্রাণিশরীর হইতে অপ্রাণীর অধিষ্ঠান কেশনখাদির উৎপত্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে (১২)।৫ আর পুরুষ [শরীর] প্রভৃতির এবং কেশ ও নখ প্রভৃতির স্বরূপাদির (—রূপ, পরিমাণ ও গন্ধ প্রভৃতির) ভেদ থাকায় [তাহাদের] স্বভাবের এই পরিণামকৃত বৈলক্ষণ্য হয় মহান্ (— অত্যন্ত অধিক। অতএব উপাদানকারণ ও কার্য্যবস্তু যে অত্যন্ত সদৃশধর্ম্মযুক্ত হইবে, ইহা বলা যায় না]।৬ গোময় প্রভৃতি এবং বৃশ্চিক প্রভৃতির বেলাতেও এইপ্রকার [পরিণামকৃত বহু বৈলক্ষণ্য] বুঝিতে হইবে।৭ [(১৩) কার্য্য ও উপা-দানকারণ] অত্যন্ত সদৃশ (—সম্পূর্ণ একরূপ) হইলে কার্য্যকারণভাবই বিনষ্ট হইয়া যাইবে।৮ [দ্বিতীয় পক্ষ উত্থাপন করিতেছেন—] আর যদি বল—পুরুষ [শরীর] প্রভৃতির পার্থিবত্ব প্রভৃতি কোন স্বভাব (—ধর্ম্ম) কেশ ও নখ প্রভৃতিতে অনুস্যূত থাকে এবং গোময় প্রভৃতির [দুর্গন্ধত্ব প্রভৃতি] কোন ধর্ম্ম বৃশ্চিক প্রভৃতিতে অনুস্যূত থাকে।৯ [তদুত্তরে বলিব—] ব্রহ্মেরও যে সত্তারূপ ধর্ম্ম, তাহা আকাশ প্রভৃতিতে অনুস্যূতরূপে দেখা যায়।১০ [এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষীর বিলক্ষণত্বরূপ হেতুকে গ্রহণ করিয়া তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—ব্রহ্ম হইতে] বিলক্ষণতা-

ভাবদীপিকা

"অচেতনং জগৎ ন চেতনপ্রকৃতিকং, তদ্বিলক্ষণত্বাৎ", পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রেত এই অনুমানেও তাহা সাধ্যসিদ্ধি করিতে পারে না। আর পুরুষশরীর ও গোময়াদিতে যে প্রাণিত্ব (—চেতনের অধিষ্ঠান হওয়া) ও অপ্রাণিত্বরূপ বৈলক্ষণ্যমাত্র আছে, তাহা নহে, তাহাদের ধর্ম্মগত বহু বৈলক্ষণ্যও আছে, ইহা বলিতেছেন—**মহাংশ্চ**—'আর পুরুষ' ইত্যাদি (৬ বাক্য)।

(১৩) পূর্ব্বপক্ষী তুমি বৈলক্ষণ্যবশতঃ উপাদানকারণ ও কার্য্যভাব অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ না। তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্যই তোমার অভিপ্রেত। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—উপাদানকারণ ও কার্য্যের অত্যন্ত সাদৃশ্যই কি তোমার অভিপ্রেত? অথবা যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য? প্রথম পক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—**অত্যন্তসারূপ্যে**—['কার্য্য ও উপাদান-কারণ] অত্যন্ত সদৃশ', ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মস্বভাবস্য অননুবর্ত্তনং বিলক্ষণত্বম্ অভিপ্রেয়তে, উত যস্য কস্যচিৎ, অথ চৈতন্যস্য ইতি বক্তব্যম্।১১ প্রথমে বিকল্পে সমস্তপ্রকৃতিবিকারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। নহি অসতি অতিশয়ে প্রকৃতি-বিকারঃ ইতি ভবতি।১২ দ্বিতীয়ে চ অসিদ্ধত্বং, দৃশ্যতে হি সত্তালক্ষণঃ ব্রহ্মস্বভাবঃ আকাশাদিষু অনুবর্ত্তমানঃ ইতি উক্তম্।১৩ তৃতীয়ে তু দৃষ্টান্তাভাবঃ, কিং হি যৎ চৈতন্যেন অনন্বিতং তৎ অব্রহ্মপ্রকৃতিকং দৃষ্টম্ ইতি ব্রহ্মবাদিনং প্রতি উদাহ্রিয়েত? সমস্তস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভ্যুপগমাৎ।১৪ আগমবিরো-

ভাষ্যানুবাদ

রূপ (—ভিন্নতারূপ) হেতুর দ্বারা জগতের ব্রহ্মোপাদানতাবিষয়ে দোষ উদ্ভাবন-কারীকে বলিতে হইবে—(ক) বিলক্ষণতা (—ব্রহ্মভিন্নতা) বলিতে কি ব্রহ্মের অশেষ (—যাবতীয়) ধর্ম্মের [জগদ্রূপ কার্য্যে] অনুসৃত না থাকাই [তাঁহার] অভিপ্রেত, (খ) অথবা যে কোন একটী ধর্ম্মের অনুসৃত না থাকাই অভিপ্রেত, (গ) অথবা চৈতন্যের অনুসৃত না থাকাই অভিপ্রেত?১১ প্রথম বিকল্পে সমস্ত উপাদানকারণ ও কার্য্যভাবের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে, যেহেতু অতিশয় (—তারতম্য) না থাকিলে উপাদান ও কার্য্য, এইপ্রকার হয় না (—কার্য্যকারণভাব হয় না)।১২ আর দ্বিতীয় বিকল্পে অসিদ্ধিরূপ দোষ হয় (১৪), যেহেতু সত্তারূপ যে ব্রহ্মের স্বভাব, তাহা আকাশাদিতে অনুসৃত থাকে, ইহা বলা হইয়াছে (১০ বাক্য)।১৩ আর তৃতীয় বিকল্পে দৃষ্টান্তের অভাব হইবে (১৫), যেহেতু 'যাহা চৈতন্যযুক্ত নহে' (—অচেতনস্বভাব), তাহা ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন নহে', এইপ্রকার কোন্ পদার্থ দেখা গিয়াছে, যাহা ব্রহ্মবাদীর (—ব্রহ্মকারণতাবাদীর) প্রতি উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইবে? যেহেতু সমস্ত বস্তুজাতই ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন, ইহা অঙ্গীকার করা হয়।১৪

ভাবদীপিকা

(১৪) এখানে সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষে 'স্বরূপাসিদ্ধি' নামক হেত্বাভাস প্রদর্শন করিলেন। পক্ষে হেতু না থাকিলে এই হেত্বাভাস হয়। এখানে পূর্ব্বপক্ষীর বিবক্ষিত অনুমানের আকার এই—"জগৎ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকং, তদ্ধর্ম্মানমুবর্ত্তনাৎ"। তাহাতে সিদ্ধান্তী বলিলেন—এখানে ব্রহ্মধর্ম্মের অননুবর্ত্তন (—অনুস্যূত না থাকা), এই হেতুটী পক্ষ যে জগৎ, তাহাতে থাকিতেছে না, কারণ সত্তারূপ যে ব্রহ্মধর্ম্ম, তাহা আকাশাদি জগতে অনুস্যূত আছে, যেহেতু সকলেই আকাশাদিকে 'সৎ' (—ইহা বর্ত্তমান আছে), এইরূপে, বুঝিয়া থাকে, 'অসৎ' (—ইহা নাই), এইরূপে নহে। অতএব পক্ষ জগতে সত্তারূপ ব্রহ্মধর্ম্মের অননুবর্ত্তন না হওয়ায়, অর্থাৎ উক্ত অননুবর্ত্তনরূপ হেতুটী না থাকায় উক্ত হেত্বাভাস হইয়া পড়িল।

(১৫) সিদ্ধান্তী এখানে পূর্ব্বপক্ষে 'অনুপসংহারী' নামক হেত্বাভাস প্রদর্শন করিলেন। অন্বয় বা ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত না থাকিলে এই হেত্বাভাস হয়। এখানে পূর্ব্বপক্ষীর বিবক্ষিত

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রসিদ্ধঃ এব।১৫ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি আগমতাৎপর্য্যস্য প্রসাধিতত্বাৎ।১৬ যত্তু উক্তং পরিনিষ্পন্নত্বাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষীর "তদ্বিলক্ষণত্বাৎ" (৪ ভাবদীঃ) এই হেতুটী শ্রুতিবাধিত।]

[১১ সংখ্যক বাক্যে ব্রহ্মবিলক্ষণতারূপ হেতুতে যে তিনপ্রকার বিকল্প করা হইয়াছে, সেই তিনটীতেই 'আগমবিরোধরূপ' দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর [এই পক্ষত্রয়ে] বেদের বিরোধ প্রসিদ্ধই আছে।১৫ যেহেতু চেতন ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ, এইপ্রকার শ্রুতিতাৎপর্য্য [সমন্বয়াধ্যায়ের বিভিন্ন স্থলে এবং বিশেষতঃ ১।৪।৭ প্রকৃত্যধিকরণে] প্রকৃষ্টরূপে সাধিত হইয়াছে।১৬

ভাবদীপিকা

অনুমানের আকার এই—'বিয়দাদিকার্য্যং ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকম্, অচেতনত্বাৎ"। তাহাতে সিদ্ধান্তী বলেন—আমাদের মতে সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। সুতরাং দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইলে, তোমাকে এমন কোন বস্তুর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা অচেতন ও ব্রহ্মের কার্য্য নহে। এতাদৃশ কোন দৃষ্টান্ত তুমি প্রাপ্ত হইতে পার না। সেইহেতু উক্ত হেত্বাভাস তোমার উপর আপতিত হয়। যদি বল—অবিদ্যাই সেই দৃষ্টান্ত, কারণ তাহা ব্রহ্মের কার্য্য নহে ও অচেতন। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—তাহাতে 'অনাদিত্ব' এইটী হইবে 'উপাধি', ফলে 'ব্যাপ্যত্বা-সিদ্ধ' হেত্বাভাস হইয়া পড়িবে। হেতুটী উপাধিবিশিষ্ট হইলে এই হেত্বাভাস হয়। সাধ্যের ব্যাপক ও সাধনের অব্যাপক হইলে, তাহাকে বলে—'উপাধি'। প্রস্তাবিত স্থলে যেখানে 'ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভাব' থাকে, সেখানে 'অনাদিত্ব' থাকে, যথা ব্রহ্ম, অথবা অবিদ্যা, কারণ তাহারা ব্রহ্মরূপ প্রকৃতি (—উপাদান) হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু অনাদি পদার্থ। এইরূপে ব্রহ্মান্তর্ভাবে, অথবা অবিদ্যান্তর্ভাবে 'অনাদিত্ব' হয় 'সাধ্যের ব্যাপক'। কিন্তু যেখানে 'অচেতনত্ব' রূপ হেতুটী থাকে, সেখানে 'অনাদিত্ব' থাকে না; যথা—ঘট। এইরূপে ঘটান্তর্ভাবে 'অনাদিত্ব' হইল 'সাধনের অব্যাপক'। এইরূপে হেতুটী উপাধিযুক্ত হওয়ায় উক্ত হেত্বাভাস হইয়া পড়িল এবং অনুমানটীও দুষ্ট হইল।

[উপাধি দোষ কিপ্রকারে]

অনুমানটী দুষ্ট হইবার হেতু এই—যাহা ব্যাপকের ব্যভিচারী, তাহা অবশ্যই ব্যাপ্যেরও ব্যভিচারী। অর্থাৎ ব্যাপকের সহিত যাহা থাকে না, তাহা অবশ্যই ব্যাপ্যের সহিতও থাকে না। সেইহেতু 'অচেতনত্ব' রূপ হেতুটী উপাধিরূপ [সাধ্যের] ব্যাপকের ব্যভিচারী হওয়ায় তাহা উক্ত উপাধির ব্যাপ্য যে 'ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভাবরূপ' সাধ্য, তাহারও ব্যভিচারী হইয়া পড়ে। এইপ্রকারে হেতুটী সাধ্যের ব্যভিচারী হওয়ায়, অর্থাৎ সাধ্য যেখানে আছে, সেখানে না থাকায়; ফলতঃ সাধারণসব্যভিচারবশতঃ সাধ্যসিদ্ধি করিতে পারে না। সুতরাং অবিদ্যাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলেও পূর্ব্বপক্ষীর লাভ কিছুই হইবে না। **বার্ত্তিক নামক** টীকাকার বলেন—অবিদ্যাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণই করিতে পারা যায় না, যেহেতু **অবিদ্যা** ব্রহ্মেরই শক্তি, শক্তিমান্ হইতে ভিন্নভাবে তাহা প্রদর্শিত হইতে পারে না।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরাণি সম্ভবেয়ুঃ ইতি ।১৭ তদপি মনোরথমাত্রম্, রূপাদ্যভাবাৎ হি ন অয়ম্ অর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ, লিঙ্গাদ্যভাবাৎ চ ন অনুমানাদীনাম্ ।১৮ আগমমাত্রসমধিগম্য এব তু অয়ম্ অর্থঃ ধর্ম্মবৎ ।১৯ তথাচ শ্রুতিঃ—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" (কঠ ১।২।৯) **ইতি, "কো অদ্ধা বেদ কঃ ইহ প্রবোচৎ, ইয়ং বিসৃষ্টিঃ যতঃ আবভূব"** (ঋক্ সং ১।৩০।৬) **ইতি চ ।২০ এতে ঋচৌ সিদ্ধানাম্ অপি ঈশ্বরাণাং দুর্ব্বোধতাং জগৎকারণস্য দর্শয়তঃ ।২১ স্মৃতিরপি ভবতি—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ"** (মহাভাঃ ভীষ্মঃ ৫।১২) **ইতি, "অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ম্ অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে"** (গীতা ২।২৫) **ইতি চ, "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ। অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ - ব্রহ্ম শ্রুতিভিন্ন প্রমাণগম্য নহেন। তাঁহার দুর্ব্বোধ্যতা বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি প্রদর্শন।]

আর যে বলা হইয়াছে—সিদ্ধবস্তু হওয়ায় অন্য প্রমাণসকল ব্রহ্মে সম্ভব হইবে (—ব্রহ্ম অনুমানাদিগম্যও হইবেন, ২।১৪ সূঃ ৬-৭ বাক্য), ইত্যাদি ।১৭ তাহাও [পূর্ব্বপক্ষীর] মনোরথ মাত্র, যেহেতু রূপাদির অভাববশতঃ এই [ব্রহ্ম] বস্তু প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন, আর লিঙ্গপ্রভৃতির অভাববশতঃ [ইনি] অনুমান প্রভৃতির বিষয় নহেন ।১৮ এই [ব্রহ্ম] বস্তুটী কিন্তু ধর্ম্মের ন্যায় শ্রুতিমাত্র সমধিগম্য (১৬) ।১৯ শ্রুতিও তাহাই বলেন, যথা—"হে প্রিয়তম, এই মতি (—ব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধি) তর্কের দ্বারা প্রাপণীয় নহে, [অথবা কুতর্কের দ্বারা নিরসনীয় নহে], অন্যকর্ত্তৃক (—বেদবিদ্ আচার্য্যকর্ত্তৃক) উপদিষ্ট হইলে [এই বুদ্ধি ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানরূপ] উৎকৃষ্ট জ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে", ইত্যাদি এবং "এই বিবিধপ্রকার সৃষ্টি যাঁহা হইতে সম্যগ্‌রূপে আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহাকে কে সাক্ষাদ্‌ভাবে জানিতে পারে, [আর জানা দূরের কথা] এখানে তাঁহার বিষয়ে বলিতে কে সমর্থ"? ইত্যাদি ২০ এই ঋগ্‌মন্ত্রদ্বয় সিদ্ধ ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিগণের পক্ষেও জগৎকারণের দুর্ব্বোধ্যতা প্রদর্শন করিতেছে ।২১ আর [এই বিষয়ে] "যে সকল পদার্থ চিন্তারও অতীত, তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোগ করিতে নাই (—সেই বিষয়ে তর্ক করিতে নাই"). "ইনি অব্যক্ত (—ইন্দ্রিয়ের অগোচর), অচিন্ত্য (—মনের অগোচর) ও অবিকার্য্যরূপে (—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচররূপে) কথিত হন" এবং "দেবতাগণ ও মহর্ষিগণ আমার

ভাবদীপিকা

(১৬) ইন্দ্রিয়াগম্য হওয়ায় সাদৃশ্যজ্ঞানের অভাববশতঃ ব্রহ্ম উপমানপ্রমাণগম্য নহেন অনুপপত্তিজ্ঞানের অভাববশতঃ অর্থাপত্তিপ্রমাণগম্য নহেন। ভাবপদার্থ হওয়ায় অনুপলব্ধিপ্রমাণগম্য নহেন। বাণীর অতীত হওয়ায় শব্দের শক্তিবৃত্তিগম্য নহেন। তিনি একমাত্র তত্ত্বমস্যাদি বৈদিক শব্দের লক্ষণাবৃত্তিগম্য, ইহাই এখানে তাৎপর্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ব্বশঃ" ॥ (গীতা ১০।২) ইতি চ এবংজাতীয়কা ।২২ যদপি শ্রবণব্যতি-রেকেণ মননং বিদধচ্ছব্দঃ এব তর্কম্ অপি আদর্ত্তব্যং দর্শয়তি ইতি উক্তম্ ।২৩ ন অনেন মিষেণ শুষ্কতর্কস্য অত্র আত্মলাভঃ সম্ভবতি, শ্রুত্যনুগৃহীতঃ এব হি অত্র তর্কঃ অনুভবাঙ্গত্বেন আশ্রী-য়তে ।২৪ স্বপ্নান্তবুদ্ধান্তয়োঃ উভয়োঃ ইতরেতরব্যভিচারাৎ আত্মনঃ অনন্বাগতত্বং, সম্প্রসাদে চ প্রপঞ্চপরিত্যাগেন সদাত্মনা সম্পত্তেঃ নিষ্প্রপঞ্চসদাত্মত্বং, প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মপ্রভবত্বাৎ কার্য্যকার-

ভাষ্যানুবাদ

উদ্ভবের কথা জানেন না, যেহেতু আমি দেবতা ও মহর্ষিগণের সর্ব্বপ্রকারেই (—নিমিত্ত-রূপে ও উপাদানরূপে) আদিকারণস্বরূপ", ইত্যাদি এইজাতীয় স্মৃতিও আছে।২২

[সিঃ—মননবিধিবলে অসম্ভাবনা নিরাকরণের জন্য শ্রুত্যনুগৃহীত তর্ক অবলম্বনীয়, শ্রুতিবিরোধী তর্ক নহে।]

['শ্রোতব্যঃ' এইরূপে বিহীত] শ্রবণ ব্যতিরেকে ["মন্তব্যঃ" এইরূপে] মনন-বিধানকারী শব্দই (—শ্রুতিই) অনুমানও আদরণীয়, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন, এই যাহা বলা হইয়াছে (২।৪।৪ সূঃ ১১ বাক্য)।২৩ [তদুত্তরে বলিতেছি—মনন-বিধিরূপ] এই ছলের বলে এখানে শুষ্ক (—বেদনিরপেক্ষ) তর্কের আত্মলাভ (—উপযোগিতা) সম্ভব নহে, যেহেতু এখানে (—ব্রহ্মবিষয়ে) শ্রুতিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত (—পুষ্ট) তর্কই [পুরুষনিষ্ঠ অসম্ভাবনা প্রভৃতির নিরাকরণদ্বারা] অনুভবের অঙ্গরূপে (—ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানোৎপত্তির সহকারিরূপে) আশ্রিত হইয়া থাকে।২৪ [শ্রুতিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত সেই তর্ক প্রদর্শন করিতেছেন—] স্বপ্নান্ত (—স্বপ্নাবস্থা) ও বুদ্ধান্ত (—জাগ্রদবস্থা), এই অবস্থাদ্বয়ের পরস্পরের ব্যভিচারবশতঃ (—এক অবস্থাতে অন্য অবস্থার ভান না হওয়ায়, তদুভয়ের অনুভবকর্ত্তা] আত্মার [সেই অবস্থাদ্বয়ের সহিত] সম্বন্ধহীনতা (১৭), সুষুপ্তি অবস্থাতে প্রপঞ্চের পরিত্যাগদ্বারা সৎস্বরূপে অভিব্যক্ত হন বলিয়া [আত্মার] প্রপঞ্চাতীত সৎস্বরূপতা (১৮) এবং ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়ায় 'কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন নহে'—এই যুক্তিবলে [জগৎ]

ভাবদীপিকা

(১৭) আত্মা যদি উক্ত জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের সহিত স্বভাবতঃ সম্বদ্ধ হইত, তাহা হইলে অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় উক্ত অবস্থাত্রয় আত্মাতে সদাই বর্ত্তমান থাকিত, অর্থাৎ আত্মা সদাই জাগ্রত থাকিত, অথবা সদাই স্বপ্নদর্শন করিত, অথবা সর্ব্বদাই সুষুপ্ত থাকিত। তাহা কিন্তু হয় না। সুতরাং আত্মা উক্ত অবস্থাত্রয়ের সহিত অসম্বদ্ধ ও শুদ্ধ, ইহাই নির্ণীত হয়। এখানে অনুমানের আকার এই—'আত্মা জাগ্রদবস্থয়া অনন্বাগতঃ শুদ্ধঃ, স্বপ্নসুষুপ্ত্যোঃ অপি বিদ্যমানত্বাৎ'। 'আত্মা স্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাভ্যাম্ অনন্বাগতঃ শুদ্ধঃ, জাগ্রদ্দশায়াম্ অপি বিদ্যমানত্বাৎ,' ইত্যাদি।

(১৮) এখানে অনুমানের আকার এই—'আত্মা সর্ব্বপ্রপঞ্চাতীতঃ ব্রহ্মাভিন্নঃ, "সতা-সোম্য" (ছাঃ ৬।৮।১) ইত্যাদিশ্রুত্যা সুষুপ্তৌ তথাপ্রতিপাদ্যমানত্বাৎ; যন্নৈবং তন্নৈবং, যথা ঘটঃ।'

শাঙ্করভাষ্যম্

ণানন্যত্বন্যায়েন ব্রহ্মাব্যতিরেকঃ ইতি এবংজাতীয়কঃ।২৫ "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (২।১।১১) ইতি চ কেবলস্য তর্কস্য বিপ্রলম্ভকত্বং দর্শয়িষ্যতি।২৬ যোঽপি চেতনকারণশ্রবণবলেনৈব সমস্তস্য জগতঃ চেতনতাম্ উৎপ্রেক্ষতে, তস্যাপি "বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" (তৈঃ ২।৬) ইতি চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণং বিভাবনাবিভাবনাভ্যাং চৈতন্যস্য শক্যতে এব যোজয়িতুম্।২৭ পরস্যৈব তু

ভাষ্যানুবাদ

প্রপঞ্চের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নতা (১৯) ইত্যাদি এইজাতীয় 'তর্কই শ্রুতিকর্তৃক অনুগৃহীত'।২৫ "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" এই সূত্রটি কেবল (—শ্রুতির বিরোধী) তর্কের বঞ্চকতা (—যথার্থতত্ত্বনিরূপণে অসামর্থ্য) প্রদর্শন করিবে।২৬ [অতএব শ্রুতিমাত্রগম্য অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবিষয়ে শুষ্কতর্কের কোনই অবকাশ নাই]।

[সঃ – একদেশিকথিত শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণের সমর্থনদ্বারা সাংখ্যমতে দোষপ্রদর্শন।]

আর যিনি 'চেতনই জগতের কারণ,' এই শ্রুতিবলেই সমস্ত জগতের চেতনতা কল্পনা করেন (২।১৪ সূঃ ৩৩ বাক্য), তাঁহার মতেও "তিনি চেতন ও জড় হইলেন," এইপ্রকারে যে চেতন ও অচেতনের বিভাগ শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা চৈতন্যের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তির দ্বারা যোজনা করিতে পারা যায় (২০) ২৭

ভাবদীপিকা

(১৯) এইস্থলে অনুমানের আকার এই—"জগৎ ব্রহ্মাভিন্নং (—ব্রহ্মসত্তাতিরিক্তসত্ত্বকত্বাভাববৎ), তজ্জত্বাৎ; মৃজ্জমৃদভিন্নঘটবৎ'।

(২০) শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে (৮ ভাবদীঃ) জাগতিক পদার্থসকলকে চেতনরূপে অবগত হওয়া যায়। আর "বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" এই আগমপ্রমাণবলে জাগতিক পদার্থসকলকে চেতন ও জড়, উভয়রূপে অবগত হওয়া যায় (২।১।৪ সূঃ ৪১ বাক্য)। তাহাতে প্রবল আগমপ্রমাণবলে দুর্ব্বল শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণ নিরবকাশ হইয়া পড়িলে "সাবকাশনিরবকাশয়োঃ নিরবকাশস্য বলীয়স্ত্বম্", এই যুক্তিবলে জড় ও চেতনরূপ বিভাগজ্ঞাপক "বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" এই সাবকাশ শ্রুতি বাক্যটীকে নিরবকাশ শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে 'চেতনের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি প্রতিপাদকরূপে' ব্যাখ্যা করিতে হইবে। (ন্যায়নির্ণয়)।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে – আগমপ্রমাণাপেক্ষা শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণ দুর্ব্বল হওয়ায় ২।১।১ অধিঃ ১০ ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে তাহার বাধ হওয়াই উচিত; সমবল না হওয়ায় 'সাবকাশনিরবকাশন্যায়ের' প্রবৃত্তি হওয়া সঙ্গত নহে। কিন্তু ভাষ্যভাবপ্রকাশিককার ও ন্যায়নির্ণয়কার প্রভৃতি প্রস্তাবিতস্থলে দুর্ব্বল শ্রুতার্থাপত্তিকে বাধিত না করিয়া 'সাবকাশনিরবকাশন্যায়বলে' নিরবকাশ সেই দুর্ব্বল শ্রুতার্থাপত্তিকে সমবল প্রমাণের ন্যায় অবকাশ প্রদান করতঃ সমস্ত জগতের চেতনত্ব অঙ্গীকার করিলেন এবং "বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" এই শ্রুতিবাক্যকেও অবকাশ প্রদান করতঃ ৭ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে চৈতন্যের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি বশতঃ একই চৈতন্যের চেতন ও জড়রূপ বিভাগ সমর্থন করিলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদম্ অপি বিভাগশ্রবণং ন যুজ্যতে।২৮ কথম্?২৯ পরমকারণস্য হি অত্র সমস্তজগদাত্মনা সমবস্থানং শ্রাব্যতে, 'বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ অভবৎ' ইতি।৩০ তত্র যথা চেতনস্য অচেতনভাবঃ ন উপপদ্যতে, বিলক্ষণত্বাৎ ; এবং অচেতনস্যাপি চেতনভাবঃ

ভাষ্যানুবাদ

অপরেরই কিন্তু এই বিভাগবোধক শ্রুতিবাক্যকে যোজনা করা যায় না।২৮ [সাংখ্যী—] কেন যোজনা করা যায় না ? [আমরা তো গুণত্রয়াত্মক জড় প্রধান ও চেতন পুরুষ অঙ্গীকার করি, ইহাই ভাব।২৯ তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] "তিনি চেতন ও জড় হইলেন," এইরূপে পরমকারণেরই (—চেতন ব্রহ্মবস্তুরই) সমস্ত জগদ্রূপে সম্যগ্‌রূপে অবস্থানের কথা শ্রাবিত (—শ্রুতিতে শ্রবণ করান) হইতেছে।৩০ [কিন্তু প্রধানই তো পরম কারণ, তাহাই অশেষ জগদাত্মকরূপে অবস্থান করিতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] তাহাতে (—চেতন ও অচেতনরূপ বিভাগ শ্রুত হইতেছে বলিয়া, সাংখ্যীর কথনানুসারে বেদান্তমতে] যেমন ভিন্ন হয় বলিয়া চেতনের অচেতন হওয়া সঙ্গত হয় না, এইরূপে [আমরাও বলিব—] অচেতনেরও (—ত্বদভিমত প্রধানেরও) চেতন হওয়া সঙ্গত নহে (২১)।৩১

ভাবদীপিকা

তাহাতে ২।১।১অধিঃ ১০ ভাবদীঃতে প্রদর্শিত "তুল্যবল প্রমাণদ্বয়ের মধ্যে সাবকাশনিরবকাশ-ন্যায়বলে প্রামাণ্য ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে," এই যুক্তি বাধিত হইয়া পড়িতেছে। তাহা সঙ্গত নহে। ইহার সমাধান কি, চিন্তনীয়। টীকাগ্রন্থাদিতে ইহার স্পষ্ট সমাধান প্রাপ্ত হইলাম না। তবে প্রৌঢ় বিদ্বানগণ বলেন—প্রমাণরূপে শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণ আগমপ্রমাণাপেক্ষা দুর্ব্বল হইলেও শ্রুতিবাক্যাবলম্বনেই তাহার প্রবৃত্তি হওয়ায় সেই সেই শ্রুতিবাক্য (—আগমপ্রমাণ) তাহার সমর্থকরূপে থাকে এবং "সন্ ঘটঃ", "ঘটঃ স্ফুরতি", এইরূপে সত্তা ও স্ফুরণরূপ চেতনের ধর্ম্মও জড় পদার্থে প্রত্যক্ষ হয়। ফলে জাগতিক পদার্থসকলের চেতনতাসমর্পক এই শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণটী (৮ ভাবদীঃ) আগমপ্রমাণ (১।১।৫ অধিঃ ৫ ভাবদীঃ) ও প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা পুষ্ট হইতেছে বলিয়া "বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" এই আগমপ্রমাণের সহিত সমবল হইতেছে। সেইহেতু প্রস্তাবিতস্থলে তাহাতে 'সাবকাশনিরবকাশন্যায়ের' প্রবৃত্তি হওয়ায় কোনপ্রকার অসঙ্গতি হয় নাই। এইপ্রকার সমাধান, কতটা সমীচীন তাহা সুধীগণের চিন্তনীয়। যাহাহউক্ এইরূপে স্বমতে 'বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ' এই বিভাগশ্রুতিতে যে বিরোধ প্রতিভাত হয়, তাহার সমাধান প্রদর্শন করিয়া প্রধানকারণবাদে উক্ত শ্রুতির বিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—**পরস্যৈব**—'অপরেরই কিন্তু' (২৮ বাক্য)ইত্যাদি।

(২১) এইস্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—সাংখ্যী তুমি বলিতেছ—চেতন পদার্থ জড় হইতে পারে না বলিয়া "বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" শ্রুতি উপপন্ন হয় না। তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ সুষুপ্তি অবস্থাতে বিজ্ঞানময়পুরুষ চৈতন্যের অনভিব্যক্তিবশতঃ অবিজ্ঞানময় (—অনভিব্যক্ত-চৈতন্য) হইয়া পড়েন। সেইহেতু তাঁহাতে জড়ত্বের উপচার (গৌণপ্রয়োগ—) হইতে পারে। আর

শাঙ্করভাষ্যম্

ন উপপদ্যতে।৩১ **প্রত্যুক্তত্বাৎ তু বিলক্ষণত্বস্য যথাশ্রুত্যৈব চেতনং কারণং গ্রহীতব্যং ভবতি।** ৩২॥২।১।৬॥

ভাষ্যানুবাদ

[কিন্তু ভিন্ন হওয়ায় চেতনের অচেতনভাব না হইলে চেতন ব্রহ্ম অচেতন জগতের উপাদান কি প্রকারে হইবেন? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] বিলক্ষণত্ব (—বিলক্ষণতারূপ হেতুটী) নিরাকৃত হওয়ায় (১০ ও ১২ ভাবদীঃ) শ্রুতিতে বর্ণিত রূপেই চেতন কারণ গ্রহণীয় হইতেছেন।৩২॥২।১।৬॥

অসদিতিচেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥২।১।৭॥

পদচ্ছেদ —অসৎ, ইতি, চেৎ, ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।

সূত্রার্থ—[অসৎকার্য্যবাদম্ আশঙ্ক্য নিরাচষ্টে—নমু নামরূপাদিহীনস্য চেতনস্য ব্রহ্মণঃ অচেতননামাদিমজ্জগদ্ধেতুত্বে উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং জগৎ] **অসৎ** [স্যাৎ], **ইতি চেৎ। ন**—তন্নাশঙ্কনীয়ম্। [কুতঃ?] **প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ**—'অসৎ স্যাৎ', ইতি যঃ অয়ং প্রতিষেধঃ তন্মাত্রত্বাৎ। নতু তস্য প্রতিষেধ্যম্ অস্তি ইত্যর্থঃ। [কার্য্যসত্তায়াঃ কারণাব্যতিরেকাৎ স্থিতি-দশায়াম্ ইব উৎপত্তেঃ পূর্ব্বম্ অপি ব্রহ্মাত্মকম্ এব ইদং জগৎ, ন অসৎ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[অসৎকার্য্যবাদবিষয়ে আশঙ্কা করিয়া তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—নামরূপাদিহীন চেতন ব্রহ্ম, অচেতন ও নামাদিযুক্ত জগতের কারণ হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ] **অসৎ**—'ছিল না' এইপ্রকার হইয়া পড়িবে, **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয় [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] **ন**—এইপ্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে। [কেন নহে? তাহা বলিতেছেন—] **প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ**—'ছিল না, এইপ্রকার হইয়া পড়িবে', এই-প্রকার যে এই প্রতিষেধ, তাহা প্রতিষেধ মাত্র। তাহার কিন্তু কোন প্রতিষেধ্য নাই, ইহাই অর্থ। [ভাব এই যে—কার্য্যের যে সত্তা, তাহা কারণ হইতে অভিন্ন হয় বলিয়া স্থিতিকালে যেমন হয় (—জগৎ যেমন ব্রহ্মাভিন্নরূপে বর্ত্তমান থাকে), উৎপত্তির পূর্ব্বেও এইপ্রকারে এই জগৎ ব্রহ্মরূপেই থাকে, কিন্তু 'কিছু ছিল না', এইরূপ নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদি চেতনং শুদ্ধং শব্দাদিহীনং চ ব্রহ্ম তদ্বিপরীতস্য অচেতনস্য অশুদ্ধস্য শব্দাদিমতশ্চ কার্য্যস্য কারণম্ ইষ্যেত, অসৎ তর্হি কার্য্যং প্রাক্ উৎপত্তেঃ ইতি প্রসজ্যেত।১ **অনিষ্টং চ এতৎ সৎকার্য্যবাদিনঃ তব ইতি চেৎ?**২ **নৈষঃ দোষঃ, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।**৩ **প্রতিষেধমাত্রং হি ইদং, ন অস্য প্রতিষেধস্য প্রতিষেধ্যম্**

ভাবদীপিকা

এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ দৃষ্টান্তবলে "বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" ইত্যাদি শ্রুতি চেতন জগৎকারণে কথঞ্চিৎ (৭ ভাবদীঃ) উপপন্ন হইতে পারে। কিন্তু অচেতন প্রধানের জগৎকারণতাবাদী তোমার পক্ষে এই শ্রুতিবাক্য কিছুতেই উপপন্ন হইতে পারে না, কারণ চেতন পুরুষ প্রধানের কার্য্য নহে, ইহা তুমিও অঙ্গীকার কর। সুতরাং প্রধান 'চেতন ও জড় হইলেন,' ইহা তুমি বলিতে পার না।

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি।৪ নহি অয়ং প্রতিষেধঃ প্রাক্ উৎপত্তেঃ সত্ত্বং কার্য্যস্য প্রতিষেদ্ধুং শক্নোতি।৫ কথম্?৬ যথৈব হি ইদানীম্ অপি ইদং

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—ব্রহ্মকারণবাদে অসৎকার্য্যবাদাপত্তিদোষ প্রদর্শন।]

পূর্ব্বপক্ষ—যদি চেতন শুদ্ধ ও শব্দাদিবিহীন ব্রহ্মকে, তাহার বিপরীত অচেতন অশুদ্ধ ও শব্দাদিযুক্ত [এই জগদ্রূপ] কার্য্যের কারণরূপে [অঙ্গীকার করিতে] ইচ্ছা করা হয়, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য ছিল না, এইরূপ হইয়া পড়িবে। (—অসৎকার্য্যবাদ স্বীকৃত হইয়া পড়িবে (২২)।১ সৎকার্য্যবাদী তোমার কিন্তু ইহা (—কারণে কার্য্যের না থাকা) অনিষ্ট (—অনভিপ্রেত), এইপ্রকার যদি বলা হয়।২

[সিঃ—পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৎকার্য্যবাদ (—সৎকারণবাদ) অবলম্বনে জগতের মিথ্যাত্ব নিরূপণদ্বারা অসৎকার্য্যবাদ নিরাকরণ।]

সিদ্ধান্ত—[তদুত্তরে বলিব] ইহা দোষ নহে, যেহেতু ইহা প্রতিষেধমাত্র।৩ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—"উৎপত্তির পূর্ব্বে স্ববিরুদ্ধ ব্রহ্মরূপ কারণে কার্য্য জগৎ ছিল না"], ইহা কেবল প্রতিষেধ মাত্র, এই প্রতিষেধের প্রতিষেধ্য বস্তু নাই [কারণ শুক্তি-রজতের ন্যায় এই জগদ্রূপ কার্য্য মিথ্যা।৪ 'উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য ছিল না'—] এই যে প্রতিষেধ, তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তাকে (—অস্তিত্বকে) প্রতিষেধ করিতে সমর্থ হয় না।৫ কেন সমর্থ হয় না?৬ [তাহা বলিতেছেন—] এখনও যেমন এই [জগদ্রূপ] কার্য্য, কারণ [ব্রহ্মরূপে] সৎ;

ভাবদীপিকা

(২২) পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—কার্য্য ও কারণ যদি বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই কার্য্য স্ববিরুদ্ধ যে কারণ, তাহাতে বর্ত্তমান ছিল না; ইহা তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হয়। ফলে অসৎকার্য্যবাদ অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে।

[অসৎকার্য্যবাদ, আরম্ভবাদ, সৎকার্য্যবাদ, সৎকারণবাদ ও অসৎকারণবাদ প্রভৃতির পরিচয়]

এই 'অসৎকার্য্যবাদ' প্রভৃতি বলিতে কি বুঝায়, তাহা বলা হইতেছে—"উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কারণে বর্ত্তমান থাকে না," ইহা যে মতবাদে অঙ্গীকৃত হয়, তাহাকে বলে—**অসৎকার্য্যবাদ**। ন্যায় ও বৈশেষিক মতাবলম্বিগণ এই মতবাদ অঙ্গীকার করেন। 'পূর্ব্বে অবর্ত্তমান কার্য্য নবভাবেই আরব্ধ হয়,' এইরূপ অঙ্গীকার করা হয় বলিয়া এই মতবাদিগণকে বলা হয় 'আরম্ভবাদী'। অসৎকার্য্যবাদ ও **আরম্ভবাদ** সমানার্থক। "উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কারণে অব্যক্তরূপে (—অতিসূক্ষ্ম সংস্কারাত্মকরূপে) বর্ত্তমান থাকে," ইহা যে মতবাদে স্বীকৃত হয়, তাহাকে বলে—**সৎকার্য্যবাদ**। সাংখ্য ও পাতঞ্জলমতাবলম্বিগণ এই মতবাদ অঙ্গীকার করেন। সিদ্ধান্তেও (—অদ্বৈতবেদান্তমতেও) সৎকার্য্যবাদ অঙ্গীকৃত হয়। কিন্তু তাহা অঙ্গীকৃত হইলেও সাংখ্যপাতঞ্জলসম্মত সৎকার্য্যবাদ এবং বেদান্তীর স্বীকৃত সৎকার্য্যবাদে দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ আছে। সাংখ্যাদিমতাবলম্বিগণ মনে করেন—'উৎপত্তির

শাঙ্করভাষ্যম্

কার্য্যং কারণাত্মনা সৎ, এবং প্রাক্ উৎপত্তেঃ অপি ইতি গম্যতে।৭ নহি ইদানীম্ অপি ইদং কার্য্যং কারণাত্মানম্

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকারে উৎপত্তির পূর্ব্বেও 'কারণভূত ব্রহ্মরূপে সৎ ছিল,' ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। [সুতরাং কারণাত্মকরূপে যে জগতের সত্তা, তাহা সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান থাকায়, প্রতিষেধ্য কিছুই নাই, ইহাই ভাব।৭ কিন্তু বর্ত্তমানাবস্থাতে তো ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপেই জগতের সত্তা প্রতিভাত হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

পূর্ব্বে কার্য্য অব্যক্তরূপে কারণে বর্ত্তমান থাকে'। বেদান্তী মনে করেন—'উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কারণে কারণাত্মকরূপে অবস্থান করে'। যেমন রজ্জু-সর্পস্থলে উৎপত্তির পূর্ব্বে সর্প রজ্জুরূপেই রজ্জুতে ছিল, সর্পের কোন সূক্ষ্মতম অবয়ব যে রজ্জুতে উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল, এইরূপ নহে। সাংখ্যাদিমতাবলম্বী এইপ্রকার মনে করেন না ; তাঁহারা বলেন—'সর্ষপ হইতে তৈল উৎপন্ন হয়, তৈল যদি সর্ষপে অব্যক্তরূপে বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে সর্ষপ হইতে তৈলের উৎপত্তি সম্ভব হইত না। রজ্জু-সর্পস্থলেও তাঁহাদের প্রক্রিয়া এইরূপ তাহাতে বেদান্তমতে সৎকার্য্যবাদ শব্দের অর্থ হইতেছে—'কার্য্য কারণরূপে সৎ'। আর সাংখ্যাদিমতে অর্থ হইতেছে'—কার্য্য কারণে সৎ'। যাহাহউক্ 'সৎকার্য্যবাদ' শব্দের অর্থ-বোধে উভয় মতবাদে এইপ্রকার পার্থক্য থাকিলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে বেদান্তী সাংখ্যাদিসম্মত অর্থও কোন কোন স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ১।৩।৮ অধিঃ ৫১ ভাবদীঃ ইত্যাদি স্থলে তাহা পরিদৃষ্ট হইয়াছে। বেদান্তসম্মত যে হিরণ্যগর্ভের স্বাপাবস্থারূপা অব্যক্তাবস্থা, তাহাতে সূক্ষ্মরূপে কার্য্যবস্তুর অবস্থিতি অঙ্গীকৃত হয় (গীতা ৮।১৮ দ্রঃ)। আর পারমার্থিক দৃষ্টিতে বেদান্তীর যে সৎকার্য্যবাদ, তাহাকে বস্তুতঃ 'সৎকারণবাদ' বলিতে হয়। "কারণই সৎ, কার্য্য অনির্ব্বচনীয় (—মিথ্যা)"), ইহা যে মতবাদে স্বীকৃত হয়, তাহাকে বলা হয়—**সৎকারণবাদ** বা **বিবর্ত্তবাদ**। লক্ষ্য করিতে হইবে—'কার্য্য কারণরূপে সৎ' এবং 'কারণই সৎ, কার্য্য মিথ্যা' এই বাক্যদ্বয় একইপ্রকার বস্তুস্থিতিকে সমর্পণ করে ; রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত আলোচনাতে ইহা পরিস্ফুট হইবে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে —'অসৎ হইতে (—যাহা বর্ত্তমান নাই, তাহা হইতে) যে কার্য্যের উৎপত্তি', তাহাকে বলা হয়—**অসৎকারণবাদ**। শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ এই মতাবলম্বী। দুগ্ধের দধিরূপে পরিণামের ন্যায় যে মতে কারণের কার্য্যরূপে পরিণাম স্বীকৃত হয়, তাহাকে বলা হয়—**পরিণামবাদ**। সাংখ্যপাতঞ্জলগণ এই মতাবলম্বী। তাঁহারা বলেন—এই জড় জগৎ প্রধানের পরিণাম। আবার ব্রহ্মপরিণামবাদীও আছেন, যথা আচার্য্য আশ্মরথ্য ; ইনি বলেন—জীব ও জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম (১।৪।৬ অধিঃ ১১ ভাবদীঃ)। অবান্তর মতভেদ থাকিলেও ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রভৃতিও ব্রহ্মপরিণামবাদ অঙ্গীকার করেন। শাঙ্কর বেদান্তেও সগুণোপাসনার জন্য ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ইহা অঙ্গীকৃত হয় (২।১।৫ অধিঃ ও ২।১।১৪ সূঃ ১০০ ভাষ্যবাক্য এবং ২।৩।৭ সূঃ ৩৬ বাক্য দ্রঃ)। [এই পরিস্থিতি আমাদের]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্তরেণ স্বতন্ত্রম্ এব অস্তি।৮ "সর্ব্বং তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" (বৃঃ ২।৪।৬) ইত্যাদিশ্রবণাৎ।৯ কারণাত্মনা তু সত্ত্বং কার্য্যস্য প্রাক্ উৎপত্তেঃ অবিশিষ্টম্।১০ ননু শব্দাদিহীনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্?১১ বাঢ়ম্, নতু শব্দাদিমৎ কার্য্যং কারণাত্মনা হীনং প্রাক্ উৎপত্তেঃ, ইদানীং বা অস্তি।১২

ভাষ্যানুবাদ

বর্ত্তমান কালেও এই [জগদ্রূপ] কার্য্য কারণাত্মব্যতিরেকে (—কারণভূত ব্রহ্মবস্তু-রূপ স্বরূপকে ত্যাগ করিয়া) স্বতন্ত্রভাবে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান নাই।৮ [কি প্রকারে তুমি ইহা অবগত হইতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু "সকল বস্তু তাঁহাকে পরাভূত করে (—পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত করে), যিনি সকল বস্তুকে আত্মা হইতে ভিন্নভাবে জানেন," ইত্যাদি এইপ্রকার শ্রুতি আছে।৯ [আচ্ছা, বর্ত্তমানকালে কপালসমবায়ী ঘটের ন্যায়, কার্য্য জগৎ কারণ ব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন করিয়া থাকুক্, কিন্তু তাহাই উৎপত্তির পূর্ব্বে কালবিশেষে নিষেধ্য হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—কারণাত্মকরূপে যে কার্য্যের অবস্থিতি, তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বেও অবিশিষ্ট (—বর্ত্তমান-কালেও যেমন জগদ্রূপ কার্য্য ব্রহ্মরূপ কারণাত্মকরূপে অবস্থিত আছে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও তদ্রূপই ছিল। সুতরাং প্রতিষেধ্য কিছুই নাই (২৩)।১০ যদি বলা হয়—আচ্ছা, শব্দাদিহীন ব্রহ্ম [তাহা হইলে এই শব্দাদিযুক্ত, সুতরাং বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট] জগতের কারণ হইলেন?১১ [সিদ্ধান্তী—] হাঁ, তাহা হইলেন, কিন্তু শব্দাদিবিশিষ্ট [জগৎপ্রপঞ্চরূপ] কার্য্য কারণাত্মা হইতে বিযুক্ত হইয়া (—কারণ-ভূত ব্রহ্মস্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া) উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল না, অথবা এখনও নাই। [শব্দাদিযুক্ত জগতের শব্দাদিহীন ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হওয়ায় জগন্নামক পৃথক বস্তুর বাস্তবিক সত্তা অঙ্গীকৃত হইতেছে না, যাহা জগদ্রূপে প্রতি-ভাত হইতেছে, তাহা ব্রহ্মে কল্পিত মাত্র, ইহাই ভাব]।১২ সেইহেতু (—জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত হওয়ায়) ইহা বলিতে পারা যায় না যে উৎপত্তির পূর্ব্বে [এই জগদ্রূপ] কার্য্য ছিল না, [কারণ তাহা ব্রহ্মরূপে ছিলই]।১৩ [কিন্তু জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত

ভাবদীপিকা

(২৩) লক্ষ্য করিতে হইবে—এখানে সিদ্ধান্তী 'সৎকার্য্যবাদ' শব্দের অর্থ পারমার্থিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার মতে—জগদ্রূপ কার্য্য শুক্তি-রজতের ন্যায় তিন কালেই মিথ্যা। শুক্তিরূপ উপাদানে যেমন রজত কল্পিত, তদ্রূপ ব্রহ্মরূপ উপাদানে এই জগৎ কল্পিত। রজত যেমন উৎপত্তির পূর্ব্বে, স্থিতি অবস্থায় এবং বিলয়কালে একমাত্র শুক্তিকা-রূপেই অবস্থান করে, তদ্রূপ এই বিশ্বও কালত্রয়ে কারণভূত ব্রহ্মরূপেই অবস্থান করে সুতরাং কাহার প্রতিষেধ হইবে? ইহাই ভাব। সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্বপক্ষী আশঙ্কা করিতেছেন—**ননু শব্দ**—'যদি বলা হয়' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

তেন ন শক্যতে বক্তুং প্রাক্ উৎপত্তেঃ অসৎ কার্য্যম্ ইতি ।: বিস্তরেণ চ এতৎ কার্য্যকারণানন্যত্ববাদে বক্ষ্যামঃ ।১৪॥২।১।৭॥

ভাষ্যানুবাদ

মিথ্যা বস্তু, ইহা সর্ববাদিসম্মত নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কার্য্য ও কারণের অভিন্নতা বর্ণনপ্রসঙ্গে [২।১।১৪ সূত্রে] ইহা বিস্তৃতভাবে বলিব।১৪ ॥২।১।৭॥

[পূর্ব্বপক্ষসূত্র—] **অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥২।১।৮॥**

পদচ্ছেদ—অপীতৌ, তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ, অসমঞ্জসম্।

সূত্রার্থ [জগদ্ব্রহ্মণোঃ উক্তং কার্য্যকারণত্বম্ অমৃষ্যমাণঃ চোদয়তি—শুদ্ধত্বাদিগুণকং ব্রহ্ম জগদুপাদানম্ ইতি ঔপনিষদং দর্শনম্] **অসমঞ্জসম্**—অসমীচীনম্। [কুতঃ?] **অপীতৌ**—প্রলয়সময়ে **তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ**—যতঃ কার্য্যবৎ কারণস্যাপি ব্রহ্মণঃ অশুদ্ধত্বাদি প্রসজ্যেত। [জাড্যাশুদ্ধ্যাদিগুণকং জগৎ ব্রহ্মণি লীয়মানং স্বনিষ্ঠজাড্যাদিধর্ম্মৈঃ ব্রহ্ম দূষয়েৎ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[জগৎ ও ব্রহ্মের উক্ত প্রকার কার্য্যকারণভাব যিনি সহন করিতেছেন না, তিনি আশঙ্কা করিতেছেন—শুদ্ধত্বাদিগুণযুক্ত ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ, এই উপনিষদের মতবাদ] **অসমঞ্জসম্**—সমীচীন নহে। [কেন নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **অপীতৌ**—প্রলয়কালে, **তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ**—যেহেতু কার্য্য জগতের ন্যায় কারণভূত ব্রহ্মও অশুদ্ধ প্রভৃতি হইয়া পড়িবেন। [ব্রহ্মে লীয়মান যে জড়তা ও অশুদ্ধি প্রভৃতি গুণযুক্ত জগৎ, তাহা স্বগত জড়ত্বাদি ধর্ম্মসকলের দ্বারা ব্রহ্মকে দূষিত করিয়া ফেলিবে, ইহাই ভাব]

শাঙ্করভাষ্যম্

অত্রাহ—যদি স্থৌল্যসাবয়বত্বাচেতনত্বপরিচ্ছিন্নত্বাশুদ্ধ্যাদি-ধর্ম্মকং কার্য্যং ব্রহ্মকারণ[ক]ম্ অভ্যুপগম্যেত, তৎ অপীতৌ প্রলয়ে প্রতিসংসৃজ্যমানং কার্য্যং কারণাবিভাগম্ আপদ্যমানং কারণম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েৎ ইতি অপীতৌ কারণস্যাপি ব্রহ্মণঃ কার্য্যস্য ইব অশুদ্ধ্যাদিরূপপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগৎ-কারণম্ ইতি অসমঞ্জসম্ ইদম্ ঔপনিষদং দর্শনম্।: অপিচ সম-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—ব্রহ্মকারণবাদে চতুর্বিধ অসামঞ্জস্য প্রদর্শন।]

এখানে [পূর্ব্বপক্ষী] বলেন—১। যদি স্থূলতা সাবয়বতা অচেতনতা পরিচ্ছিন্নতা ও অশুদ্ধতাদি ধর্ম্মযুক্ত [জগদ্রূপ] কার্য্যকে ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে উৎপন্নরূপে অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে 'অপীতিতে', অর্থাৎ প্রলয়কালে সৃষ্টির বিপরীতক্রমে নাশশীল সেই কার্য্য, যাহা [ব্রহ্মরূপ] কারণের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়, তাহা কারণকে [স্থূলত্বাদি] স্বীয় ধর্ম্মসকলের দ্বারা দূষিত করিয়া ফেলিবে; এইহেতু প্রলয়কালে কার্য্যের ন্যায় কারণভূত ব্রহ্মেরও অশুদ্ধি প্রভৃতি হইয়া পড়ে বলিয়া 'সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগতের কারণ', এই যে উপনিষদের মতবাদ,

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্য বিভাগস্য অবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনরুৎপত্তৌ নিয়মকারণাভাবাৎ ভোক্তৃভোগ্যাদিবিভাগেন উৎপত্তিঃ ন প্রাপ্নোতি ইতি অসমঞ্জসম্ ।২ অপিচ ভোক্তৄণাং পরেণ ব্রহ্মণা অবিভাগং গতানাং কর্ম্মাদিনিমিত্তপ্রলয়ে অপি পুনরুৎপত্তৌ অভ্যুপগম্যমানায়াং মুক্তানাম্ অপি পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্ ।৩ অথ ইদং জগৎ অপীতৌ অপি বিভক্তম্ এব পরেণ ব্রহ্মণা অবতিষ্ঠেত, এবম্ অপি অপীতিশ্চ ন সম্ভবতি, কারণাব্যতিরিক্তং চ কার্য্যং ন সম্ভবতি ইতি অসমঞ্জসম্ এব ইতি ।৪॥২।১।৮॥ অত্র উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ

ইহা সমঞ্জস (—সমীচীন) নহে।১ ২। [সূত্রের অন্যপ্রকার যোজনা প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার [প্রলয়কালে এই বিচিত্র জগতের] সমস্ত বিভাগের [কারণভূত ব্রহ্মের সহিত] অবিভাগ (—একরূপতা) প্রাপ্তি হয় বলিয়া [প্রলয়াবসানে] পুনরায় উৎপত্তিকালে ['ইহার পর, ইহা হইতে ইহা উৎপন্ন হইবে,' এইপ্রকার] নিয়মের কোন হেতু না থাকায় ভোক্তা ও ভোগ্যাদি বিভাগযুক্তরূপে [এই জগতের] পুনরায় উৎপত্তি [সম্ভব] হয় না, এইহেতু [উপনিষদের মতবাদ] সমীচীন নহে।২ ৩। [প্রকারান্তরে সূত্রব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর এক কথা, [প্রলয়কালে] পরব্রহ্মের সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্ত ভোক্তা পুরুষগণের [পুনরুৎপত্তির হেতুভূত] কর্ম্মাদিনিমিত্তসকলের প্রলয় হইলেও, তাহাদের পুনরায় উৎপত্তি স্বীকার করিলে মুক্তপুরুষগণেরও পুনরায় উৎপত্তির (—জন্মের) সম্ভাবনা হইয়া পড়ে, এইহেতু [উপনিষদের মতবাদ] সমীচীন নহে।৩ ৪। [শঙ্কাপূর্ব্বক ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] অথবা যদি বল—[স্থিতিকালের ন্যায়] প্রলয়কালেও এই জগৎ বিভক্তরূপেই পরব্রহ্মের সহিত অবস্থান করিবে, [তদুত্তরে বলিব—] এইপ্রকার হইলেও প্রলয়ই সম্ভব হয় না এবং 'কার্য্য [উপাদান] কারণ হইতে অভিন্ন'—ইহাও সম্ভব হয় না, [যেহেতু 'কার্য্য উপাদানকারণ হইতে অভিন্ন হইলে', প্রলয়কালে তাহার ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে বিভক্ত সত্তা সম্ভব নহে], এইহেতু [উপনিষদের মতবাদ] নিশ্চয়ই সমীচীন নহে।৪ ॥২।১।৮॥ এই বিষয়ে [সিদ্ধান্ত] বলা হইতেছে—

[সিদ্ধান্তসূত্র—] ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥২।১।৯॥

সূত্রার্থ **তুশব্দঃ**—এবকারার্থঃ। [তথাচ—] **ন**—পূর্ব্বোক্তম্ অসমঞ্জসং নাস্তি এব। [কুতঃ?] **দৃষ্টান্তভাবাৎ**—কার্য্যং কারণে লীয়মানং স্বধর্ম্মেণ কারণং ন দূষয়তি ইতি অস্মিন্ অর্থে যতঃ দৃষ্টান্ত অস্তি। [যথা ঘটাদিকং কার্য্যং স্বকারণে মৃদি লীয়মানং মৃদং স্বধর্ম্মেণ ন দূষয়তি ইতি এবমাদিকানাং শতশঃ দৃষ্টান্তানাং সত্ত্বাৎ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—তুশব্দটী নিশ্চয়ার্থক। [তাহাতে অর্থ হয়—] **ন**—পূর্ব্বোক্ত অসমীচীনতা নিশ্চয়ই নাই। [কেন নাই ? উত্তর—] **দৃষ্টান্তভাবাৎ**—যেহেতু কারণে যে কার্য্য বিলীন হয়, তাহা নিজের ধর্ম্মের দ্বারা কারণকে দূষিত করে না, ইত্যাদি এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে। [যেমন ঘটাদি যে কার্য্যসকল মৃত্তিকাতে লীন হয়, তাহারা মৃত্তিকাকে নিজের [কম্বুগ্রীবাদিমত্ব প্রভৃতি] ধর্ম্মের দ্বারা দূষিত করে না, ইত্যাদি এইপ্রকার শত শত দৃষ্টান্ত আছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

নৈব অস্মদীয়ে দর্শনে কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্যম্ অস্তি।১ যৎ তাবৎ অভিহিতং কারণম্ অপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েৎ ইতি, তদ্ অদূষণম্।২ কস্মাৎ?৩ দৃষ্টান্তভাবাৎ।৪ সন্তি হি দৃষ্টান্তাঃ যথাকারণম্ অপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ ন দূষয়তি।৫ তদ্যথা—শরাবাদয়ঃ মৃৎপ্রকৃতিকাঃ বিকারাঃ বিভাগাবস্থায়াম্ উচ্চাবচমধ্যমপ্রভেদাঃ সন্তঃ পুনঃ প্রকৃতিম্ অপিগচ্ছন্তঃ ন তাম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি।৬ রুচকাদয়শ্চ সুবর্ণবিকারাঃ অপীতৌ ন সুবর্ণম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি।৭ পৃথিবীবিকারঃ চতুর্ব্বিধভূতগ্রামঃ ন পৃথিবীম্ অপীতৌ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজতি।৮ ত্বৎপক্ষস্য তু ন কশ্চিৎ দৃষ্টান্তঃ অস্তি।৯ অপীতিঃ এব হি ন সম্ভবেৎ যদি কারণে কার্য্যং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রথম দোষের প্রথম পরিহার—কারণে বিলীন কার্য্য কারণকে দূষিত করে না, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে। তদঙ্গীকারে প্রলয়াভাব]

সিদ্ধান্ত—আমাদের [উপনিষদুক্ত] মতবাদে নিশ্চয়ই কোনপ্রকার অসামঞ্জস্য নাই।১ এই যাহা বলা হইয়াছে—[উপাদান] কারণে প্রলীয়মান কার্য্য নিজের ধর্ম্মের দ্বারা কারণকে দূষিত করিবে, ইত্যাদি, তাহা দোষই নহে।২ কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ?৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'যেহেতু দৃষ্টান্ত আছে'।৪ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু যথাকারণে (—স্ব স্ব কারণে) লীয়মান কার্য্য স্বনিষ্ঠ ধর্ম্মের দ্বারা কারণকে দূষিত করে না, এই বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত আছে।৫ যেমন দেখ, মৃত্তিকারূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন শরাব প্রভৃতি কার্য্যবস্তুসকল বিভাগাবস্থাতে (—স্থিতিকালে) বড় ছোট ও মধ্যম পরিমাণরূপ ভেদবিশিষ্ট হইয়া পুনরায় [স্বপ্রলয়কালে] উপাদানকারণে যাহারা প্রলীন হয়, তাহারা তাহাকে (—সেই মৃত্তিকারূপ উপাদানকে) স্বীয় ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট করে না (—বড় ছোট ও মধ্যম পরিমাণযুক্ত করে না) ।৬ আর রুচক (—সুবর্ণ হার) প্রভৃতি সুবর্ণের কার্য্যসকল [সুবর্ণরূপ উপাদানে] প্রলীনাবস্থাতে সুবর্ণকে স্বীয় ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট করে না।৭ [আবার] পৃথিবীর কার্য্যভূত [জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই] চারিপ্রকার ভূতগ্রাম (—প্রাণিদেহ) প্রলীনাবস্থাতে পৃথিবীকে স্বীয় ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট করে না।৮ ['প্রলীনাবস্থাতে কার্য্য কারণকে স্বগত ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবে'—এই]

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বধর্ম্মেণৈব অবতিষ্ঠেত।১০ অনন্যত্বেঽপি কার্য্যকারণয়োঃ কার্য্যস্য কারণাত্মত্বং, নতু কারণস্য কার্য্যাত্মত্বং "আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (২।১।১৪) **ইতি বক্ষ্যামঃ।১১ অত্যল্পং চ ইদম্ উচ্যতে—কার্য্যম্ অপীতৌ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ কারণং সংসৃজেৎ ইতি।১২ স্থিতৌ অপি সমানঃ অয়ং প্রসঙ্গঃ, কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বাভ্যুপগমাৎ।১৩ "ইদং সর্ব্বং যদয়ম্ আত্মা"** (বৃঃ ২।৪।৬), **"আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্"** (ছাঃ ৭।২৫।২), **"ব্রহ্ম এব ইদম্ অমৃতং পুরস্তাৎ"** (মুঃ ২।২।১১), **"সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম"** (ছাঃ ৩।১৪।১) **ইতি এবমাদ্যাভিঃ হি শ্রুতিভিঃ**

ভাষ্যানুবাদ

তোমার পক্ষে কিন্তু কোন দৃষ্টান্ত নাই।৯ যেহেতু কার্য্য যদি কারণে নিজের ধর্ম্মের সহিতই অবস্থান করে, তাহা হইলে প্রলয়ই সম্ভব হইবে না; [যেহেতু স্বকারণে নামরূপাদি ধর্ম্মের বিলয়ই প্রলয় শব্দের অর্থ]।১০

[সিঃ—প্রথম দোষের দ্বিতীয় পরিহার—মায়াধ্যস্ত জাগতিক দোষের দ্বারা অধিষ্ঠান ব্রহ্ম কলুষিত হন না।]

[যদি বলা হয়—সৎকার্য্যবাদে লয়কালেও কার্য্য কারণের সহিত অভিন্নভাবে থাকে বলিয়া তাহা স্বগতদোষের দ্বারা কারণকে অবশ্যই দূষিত করিবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কার্য্য ও কারণ অভিন্ন হইলেও কার্য্যই কারণাত্মক (—কারণের ধর্ম্মযুক্ত) হইয়া থাকে, কারণ কিন্তু কার্য্যাত্মক হয় না, যেহেতু "কার্য্য বাণীকে অবলম্বন করিয়াই থাকে", ইহা আমরা [২।১।১৪ সূত্রে] বলিব (২৪)।১১ আর ইহা তো তুমি অতি অল্পই বলিতেছ যে—প্রলয়কালে কার্য্য স্বীয় ধর্ম্মের দ্বারা কারণকে সংশ্লিষ্ট করিবে, ইত্যাদি।১২ স্থিতিকালেও এই প্রসঙ্গ (—কার্য্যগত ধর্ম্মের দ্বারা কারণের কলুষিত হইয়া পড়া) সমান, যেহেতু কার্য্য ও কারণের অভিন্নতা স্বীকার করা হয়, [সুতরাং তুমি মাত্র প্রলয়কালের কথাই বলিতেছ কেন?১৩ কিন্তু 'কার্য্য ও কারণ অভিন্ন', ইহা তুমি কিপ্রকারে জানিলে? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—]"এই যে আত্মা, ইনিই এই সমস্ত", "এই সমস্ত আত্মাই", এই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই সম্মুখে অবস্থিত", এই সমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্ম", ইত্যাদি "এই সকল শ্রুতি-

ভাবদীপিকা

(২৪) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—যাঁহারা পারমার্থিক কার্য্যকারণবাদী, তাঁহাদের মতে যদি উক্ত দোষ হয় তো হউক্। অনির্ব্বচনীয় কার্য্যকারণবাদী আমাদের মতে তাহা হয় না। যেমন অধ্যস্ত রজত অধিষ্ঠান শুক্তিকানিষ্ঠ বক্রত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত হইলেও, অধিষ্ঠান শুক্তিকা কিন্তু অধ্যস্ত রজতনিষ্ঠ কোনপ্রকার ধর্ম্মের দ্বারাই যুক্ত হয় না। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ অধ্যস্ত জগৎ সত্তাদি ব্রহ্মধর্ম্মযুক্ত হইলেও, অধ্যস্ত জগতের অশুদ্ধ্যাদি ধর্ম্মসকলের দ্বারা অধিষ্ঠান ব্রহ্ম কলুষিত হন না, ইত্যাদি। এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষীর অভিমত স্বীকার করিয়া লইয়া প্রতিবন্দী* প্রদর্শন করিতেছেন—**অত্যল্পম্**—'আর ইহা তো' ইত্যাদি।

---

* সমানবিরোধী দোষান্তর প্রদর্শনকে বলে—প্রতিবন্দী (প্রতিবন্দি)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অবিশেষেণ ত্রিষু অপি কালেষু কার্য্যস্য কারণানন্যত্বং শ্রাব্যতে।১৪ তত্র যঃ পরিহারঃ—কার্য্যস্য তদ্ধর্ম্মাণাং চ অবিদ্যাধ্যারোপিতত্বাৎ ন তৈঃ কারণং সংসৃজ্যতে ইতি, অপীতৌ অপি সঃ সমানঃ।১৫ অস্তি চ অয়ম্ অপরঃ দৃষ্টান্তঃ, যথা স্বয়ং প্রসারিতয়া মায়য়া মায়াবী ত্রিষু অপি কালেষু ন সংস্পৃশ্যতে, অবস্তুত্বাৎ; এবং পরমাত্মা অপি সংসারমায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে ইতি।১৬ যথা চ স্বপ্নদৃক্ একঃ স্বপ্নদর্শনমায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে, প্রবোধসম্প্রসাদয়োঃ অনন্বাগতত্বাৎ; এবম্ অবস্থাত্রয়সাক্ষী একঃ অব্যভিচারী অবস্থাত্রয়েণ ব্যভিচারিণা ন সংস্পৃশ্যতে।১৭ মায়ামাত্রং হি এতৎ পরমাত্মনোঃ

ভাষ্যানুবাদ

কর্ত্তৃক কার্য্যসকল অবিশেষভাবে [অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, অথবা সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়, এই] তিন কালেই কারণ হইতে অভিন্ন, ইহা শ্রবণ করান হইতেছে।১৪ [পূর্ব্বপক্ষী অসহায়ভাবে স্বীকার করিতেছেন—হ্যাঁ, স্থিতিকালেও এই দোষ হইয়াই পড়ে, কিন্তু তাহার পরিহার কি ? তদুত্তর সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] সেই স্থলে [—স্থিতিকালে, উক্ত দোষের] যাহা পরিহার, যথা—'কার্য্য ও তাহার ধর্ম্মসকল অবিদ্যার দ্বারা অধ্যারোপিত হওয়ায় তাহাদের দ্বারা কারণ সংশ্লিষ্ট হয় না', ইত্যাদি ; প্রলয়কালেও তাহা (—সেই পরিহার) হইবে সমান।১৫ [পূর্ব্বে পরিণামবাদাবলম্বনে কারণের অসংশ্লিষ্টতা বিষয়ে শরাবাদির দৃষ্টান্ত (৬ বাক্য) প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—] আর এই অপর দৃষ্টান্তও আছে, যথা—নিজকর্ত্তৃক প্রসারিতা মায়ার দ্বারা মায়াবী যেমন তিনকালেই সংস্পৃষ্ট হয় না, যেহেতু তাহা অবস্তু(—পারমার্থিক সত্তাশূন্য) ; এইরূপে পরমাত্মাও সংসারমায়ার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হন না ১৬ আর যেমন একজন স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নদর্শনরূপ মায়ার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, যেহেতু জাগ্রদবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থাতে [সেই স্বপ্ন] অনুগত থাকে না (২৫) ; এইপ্রকারে [সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়রূপ] অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী অব্যভিচারী (—সর্ব্বাবস্থাতেই একইরূপে অবস্থিত) একজন (—পরমাত্মা) ব্যভিচারী অবস্থাত্রয়ের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হন না।১৭ [কিন্তু স্বপ্ন অলীক পদার্থ, তাহার বস্তুসত্তা কিছুই নাই, সেইহেতু তাহার সহিত স্বপ্নদ্রষ্টার সংস্পর্শ হয় না। পক্ষান্তরে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সৎপদার্থ, তাহাদের সহিত পরমাত্মার সংস্পর্শ তো দুর্ব্বারই বলিতে হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] পরমাত্মার

ভাবদীপিকা

(২৫) এই স্থলে ভাবটী এই—স্বপ্ন যদি স্বপ্নদ্রষ্টার ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে জাগ্রৎ ও সুষুপ্তিতেও তাহা অনুস্যূত থাকিত। তাহা থাকে না বলিয়া স্বপ্নকালেও তাহা স্বপ্নদ্রষ্টার সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে না, ইহা অবগত হওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

অবস্থাত্রয়াত্মনা অবভাসনং, রজ্জ্বাঃ ইব সর্পাদিভাবেন ইতি।১৮ অত্র উক্তং বেদান্তার্থসম্প্রদায়বিদ্ভিঃ অচার্য্যৈঃ—"অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে। অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥" (মাঃ কাঃ ১।১৬) ইতি।১৯ তত্র যদুক্তং অপীতৌ কারণস্যাপি কার্য্যস্য ইব স্থৌল্যাদিদোষপ্রসঙ্গঃ ইতি, এতৎ অযুক্তম্।২০ যৎ পুনঃ এতদুক্তং—সমস্তস্য বিভাগস্য অবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনঃ বিভাগেন উৎপত্তৌ নিয়মকারণং ন উপপদ্যতে ইতি।২১ অয়ম্ অপি অদোষঃ, দৃষ্টান্তভাবাৎ এব।২২ যথা হি সুষুপ্তিসমাধ্যাদৌ অপি সত্যাং স্বাভাবিক্যাম্ অবিভাগপ্রাপ্তৌ মিথ্যাজ্ঞানস্য অনপোদিতত্বাৎ পূর্ব্ববৎ পুনঃ প্রবোধে বিভাগঃ ভবতি, এবম্ ইহাপি ভবি-

ভাষ্যানুবাদ

এই যে [সৃষ্ট্যাদি] অবস্থাত্রয়াত্মকরূপে প্রতীতি, তাহা নিশ্চয়ই মায়ামাত্র, যেমন রজ্জুর সর্পাদিরূপে প্রতীতি মায়ামাত্র।১৮ সম্প্রদায়ক্রমে (২৬) বেদান্তের অর্থবিদ্ আচার্য্যগণকর্ত্তৃক এই বিষয়ে [এইরূপ] কথিত হইয়াছে—"অনাদিমায়ার প্রভাবে সুষুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয় (—আত্মজ্ঞান লাভ করে), তখন জন্মরহিত (—উৎপত্তিরূপ অবস্থার সহিত সংস্পর্শশূন্য), নিদ্রারহিত (—প্রলয়াবস্থার সহিত সংস্পর্শশূন্য) ও স্বপ্নরহিত (—স্থিত্যবস্থার সহিত সংস্পর্শশূন্য) অদ্বৈততত্ত্বকে অবগত হয়," ইত্যাদি।১৯ তাহাতে (—পরমাত্মা অবস্থাত্রয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য হওয়ায়, ২।১।৮ সূত্রে] যাহা বলা হইয়াছে—'প্রলয়কালে কার্য্যের ন্যায় কারণেরও স্থূলতা প্রভৃতি দোষ হইয়া পড়িবে' ইত্যাদি, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।২০

[সিঃ—দ্বিতীয় দোষ নিরাকরণ—মহাপ্রলয়ে অজ্ঞানশক্তি অবশিষ্ট থাকে বলিয়া নবকল্পারম্ভে বিভিন্নভাবে উৎপত্তিনিয়ম সিদ্ধ হয়।]

আর যে ইহা বলা হইয়াছে—[প্রলয়কালে] সমস্ত বিভাগের [কারণের সহিত] অবিভাগ প্রাপ্তি হয় বলিয়া পুনরায় বিভক্তভাবে উৎপত্তিতে ['ইহার পর, ইহা হইতে ইহা উৎপন্ন হইবে'—এইপ্রকার] নিয়মের হেতু সঙ্গত হয় না (২।১।৮ সূঃ ২ বাক্য), ইত্যাদি।২১ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] ইহাও দোষাবহ নহে, যেহেতু এই বিষয়েও অবশ্যই দৃষ্টান্ত আছে।২২ যেমন দেখ, সুষুপ্তি ও [পরমাত্মানালম্বী জড়] সমাধি প্রভৃতিতে [পরমাত্মার সহিত] স্বাভাবিকভাবে অবিভাগপ্রাপ্তি হইলেও [সংসারের হেতু] মিথ্যাভূত অজ্ঞানের বাধ হয় না বলিয়া প্রবোধে (—জাগ্রদবস্থাতে) পুনরায় বিভাগ হয় (—এই বিচিত্র জগৎ পরমাত্মা হইতে

ভাবদীপিকা

(২৬) অদ্বৈতবাদী বেদান্তসম্প্রদায় এই—নারায়ণ, ব্রহ্মা, তৎপুত্র বসিষ্ঠ, তৎপুত্র শক্তি, তৎপুত্র পরাশর, তৎপুত্র ব্যাসদেব, তৎপুত্র শুকদেব, তৎ-শিষ্য [মতান্তরে পুত্র] গৌড়পাদ [ইনিই মাণ্ডূক্যকারিকার রচয়িতা], তৎ-শিষ্য গোবিন্দপাদ, তৎ-শিষ্য আচার্য্য শঙ্কর, ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাতি।২৩ শ্রুতিশ্চ অত্র ভবতি—"ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে ইতি," "তে ইহ ব্যাঘ্রঃ বা সিংহঃ বা বৃকঃ বা বরাহঃ বা কীটঃ বা পতঙ্গঃ বা দংশঃ বা মশকঃ বা যৎ যদ্ ভবন্তি, তদ্ আভবন্তি" (ছাঃ ৬।৯।২,৩) ইতি।২৪ যথা হি অবিভাগে অপি পরমাত্মনি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধঃ বিভাগব্যবহারঃ স্বপ্নবৎ অব্যাহতঃ স্থিতঃ দৃশ্যতে, এবম্ অপীতৌ অপি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধা এব বিভাগশক্তিঃ অনুমাস্যতে।২৫ এতেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তি-

ভাষ্যানুবাদ

ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়), এই স্থলেও (—প্রলয়ের পর উৎপত্তিতেও) এইপ্রকার হইবে।২৩ [সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানের অস্তিত্ববশতঃ পুনরায় পরমাত্মা হইতে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে, যথা—"এই সমস্ত জীব [সুষুপ্তিকালে] সতে (—সৎস্বরূপ ব্রহ্মে) সম্পন্ন (—একীভূত) হইয়াও জানিতে পারে না যে আমরা সতে একীভূত হইয়াছি", [সেইহেতু] "তাহারা ইহলোকে [সুষুপ্তির পূর্ব্বে স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী] ব্যাঘ্র সিংহ বৃক (—নেকড়ে বাঘ) বরাহ কীট পতঙ্গ ডাঁশ অথবা মশক যাহা যাহা থাকে, [সুষুপ্তির অনন্তর তত্তৎ সংস্কারবশতঃ] পুনরায় তাহাই হইয়া থাকে," ইত্যাদি।২৪ (২৭) যেমন [সুষুপ্তিকালে] পরমাত্মাতে অবিভাগ (—তাঁহার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্তি) হইলেও [জাগ্রদবস্থাতে] মিথ্যা অজ্ঞানসম্বন্ধ (—অজ্ঞানকৃত) যে বিভাগ-ব্যবহার (—আমি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন জীব, এইপ্রকার ব্যবহার), তাহা স্বপ্নের ন্যায় অব্যাহত থাকে দেখা যায় ; এইরূপে প্রলয়কালেও মিথ্যাভূত অজ্ঞানসম্বন্ধ বিভাগশক্তি (—বিক্ষেপশক্তিযুক্তা অবিদ্যা) অনুমিত হইবে (২৮)। [অতএব প্রলয়কালে নিয়মিতভাবে বিক্ষেপাত্মিকা অজ্ঞানশক্তি বর্ত্তমান থাকে বলিয়া জগতের উৎপত্তিও হয় নিয়ত, ইহা সিদ্ধ হইল।২৫

ভাবদীপিকা

(২৭) যদি বলা হয়—সুষুপ্তিকালে "তখন কিছুই জানিতাম না," এইপ্রকারে অনুভূত অজ্ঞানের অস্তিত্ববশতঃ উক্তপ্রকারে নিয়মতঃ পুনরুত্থান হইতে পারে। কিন্তু মহাপ্রলয়ে তথাবিধ অজ্ঞানের অস্তিত্বে কোন প্রমাণ না থাকায় জগতের পুনরায় বিভক্তভাবে উৎপত্তির নিয়ম কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—**যথা হি**—'যেমন' ইত্যাদি।

(২৮) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—এই জগৎপ্রপঞ্চকে যে পরমাত্মা হইতে ভিন্নভাবে বোধ হয়, তাহার হেতু জীবের অজ্ঞান, বা অবিদ্যা। সেই অজ্ঞান ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞাননাশ্য। সুষুপ্ত জীবের ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান না থাকায় তাহার যেমন পুনরায় পূর্ব্ববৎ জাগরণ হয়, মহাপ্রলয়েও তদ্রূপ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানদ্বারা জীবের অজ্ঞান বাধিত হয় নাই বলিয়া সেই অজ্ঞানপ্রভাবেই প্রলয়ান্তে নবকল্পারম্ভে তাহার নিকট বিভিন্নপ্রকার সৃষ্টি পুনর্ব্বার প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ অজ্ঞ জীবগণের পুনরায় জন্ম হয়। সুতরাং সুষুপ্তির ন্যায় প্রলয়কালেও সৃষ্টিবিভাগের হেতুভূত বিক্ষেপাত্মিকা

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ, সম্যগ্‌জ্ঞানেন মিথ্যাজ্ঞানস্য অপোদিতত্বাৎ।২৬ **যঃ পুনঃ অয়ম্ অন্তে অপরঃ বিকল্পঃ উৎপ্রেক্ষিতঃ—'অথ ইদং জগৎ অপীতৌ অপি বিভক্তম্ এব পরেণ ব্রহ্মণা অবতিষ্ঠেত ইতি', সঃ অপি অনভ্যুপগমাৎ এব প্রতিষিদ্ধঃ।**২৭ **তস্মাৎ সমঞ্জসম্ ইদম্ ঔপনিষদং দর্শনম্।**২৮ ॥ ২।১।৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ– তৃতীয় দোষ নিরাকরণ—অজ্ঞান ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞাননাশ্য হওয়ায় মুক্ত পুরুষের পুনর্জন্মাভাব।]

ইহার দ্বারা (—অবিদ্যাশক্তির প্রভাবে পুনরায় বিভিন্নভাবে উৎপত্তির নিয়ম প্রদর্শন দ্বারা) মুক্ত পুরুষগণের পুনরায় জন্মসম্ভাবনা নিরাকৃত হইল, যেহেতু ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানের দ্বারা [তাঁহাদের] মিথ্যাভূত অজ্ঞান বাধিত হইয়াছে।২৬

[সিঃ—চতুর্থ দোষ নিরাকরণ—"প্রলয়কালে জগৎ বিভক্তভাবে ব্রহ্মে অবস্থান করে", ইহা বেদান্তে অঙ্গীকৃত না হওয়ায় প্রলয়াভাবাদি দোষের নিরাকরণ।]

আর শেষে এই যে অপর বিকল্প (—সংশয়) কল্পনা করা হইয়াছে, যথা—"অথবা যদি বল প্রলয়কালেও এই জগৎ বিভক্তরূপেই পরব্রহ্মের সহিত অবস্থান করিবে" (২।১।৮ সূঃ ৪ বাক্যাংশ) ইত্যাদি ; তাহা (—এইপ্রকার পরিস্থিতি, বেদান্তে] স্বীকৃত হয় না বলিয়াই [তুমি উক্ত কল্পে যে প্রলয়াভাব ও কার্য্য এবং উপাদানকারণের ভিন্নতারূপ দোষ প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা] নিরাকৃত হইল।২৭ সেইহেতু (—এইপ্রকারে আশঙ্কিত অসামঞ্জস্য চতুষ্টয় নিরাকৃত হইয়া পড়ে বলিয়া) উপনিষদুক্ত এই [ব্রহ্মকারণতারূপ] মতবাদ সমীচীন।২৮ ॥২।১।৯॥

[সিদ্ধান্তসূত্র—] স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ২।১।১০ ॥

সূত্রার্থ—[ইত্থং স্বপক্ষে দোষান্ পরিহৃত্য তানেব পরপক্ষে যোজয়তি—] **স্বপক্ষদোষাৎ**—**স্বস্য**—প্রতিবাদিনঃ সাংখ্যমতাবলম্বিনঃ যঃ পক্ষঃ, সঃ **স্বপক্ষঃ**, তস্মিন্ যে দোষাঃ—"বিলক্ষণত্বাৎ প্রকৃতিবিকারভাবানুপপত্তিঃ", "উৎপত্তেঃ প্রাক্ জগতঃ অসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ", "অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গঃ", ইতি সাংখ্যেন উদ্ভাবিতাঃ, তে [শব্দাদিহীনপ্রধানসকাশাৎ শব্দাদিমতঃ বিলক্ষণস্য জগতঃ উৎপত্ত্যঙ্গীকারাৎ] সাংখ্যপক্ষে অপি সমানাঃ ; তস্মাৎ [ন অস্মাভিঃ

ভাবদীপিকা

সেই অজ্ঞানশক্তি থাকে, ইহা অনুমানবলে অবগত হওয়া যায়, যথা—"জগতের প্রলয় সাবশেষ, যেহেতু তাহা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানজন্য প্রলয় নহে, যেমন সুষুপ্তিকালীন প্রলয়"। 'সাবশেষ' শব্দের অর্থ—বিক্ষেপাত্মিকা অজ্ঞানশক্তিরূপ অবশেষযুক্ত।

এই বাক্যে "স্বপ্নবৎ অব্যাহতঃ"—'স্বপ্নের ন্যায় অব্যাহত থাকে', এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—নিদ্রারূপ দোষ যতক্ষণ থাকে, মিথ্যা স্বপ্নও যেমন ততক্ষণ অব্যাহত থাকে, নিদ্রাভঙ্গে জাগরণকালে তাহা থাকে না। তদ্রূপ জীবের অবিদ্যাদোষ যতকাল থাকে, ততকাল তাহার 'আমি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন জীব', এইপ্রকার মিথ্যা ব্যবহার ও মিথ্যা জন্মমৃত্যুপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানরূপ জাগরণের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে তাহা বাধিত হইয়া যায়।

তন্নিরাসায় প্রয়াসঃ কার্য্যঃ ইত্যর্থঃ]। চকারঃ—স্বপক্ষে দোষাভাবসমুচ্চয়ার্থঃ। [তথাচ প্রপঞ্চসত্যত্ববাদিনঃ সাংখ্যস্যৈব এতে দোষাঃ, ন মম অনির্ব্বচনীয়বাদিনঃ ইতি ভাবঃ]

অনুবাদ—[এইপ্রকারে স্বপক্ষে দোষসকলকে পরিহার করিয়া সেই সকলকেই পরপক্ষে যোজনা করিতেছেন -] **স্বপক্ষদোষাৎ**—স্বস্ত—নিজের, অর্থাৎ প্রতিবাদী সাংখ্যীর যে পক্ষ, তাহা স্বপক্ষ, তাহাতে "ভিন্ন হওয়ায় উপাদানকারণ ও কার্য্যভাবের অসঙ্গতি" (২।১।৪ সূঃ), "উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের অসৎ হইয়া পড়া" (২।১।৭ সূঃ), "প্রলয়কালে কারণের কার্য্য-ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া পড়া" (২।১।৮ সূঃ), ইত্যাদি যে দোষসকল সাংখ্যী কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহারা [শব্দাদিহীন প্রধান হইতে শব্দাদিবিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি অঙ্গীকার করায়] সাংখ্যপক্ষেও সমান; সেইহেতু [তাহা নিরাকরণের জন্য আমাদিগকে যত্ন করিতে হইবে না]। চকারটী [বেদান্তীর] নিজপক্ষে দোষাভাব সমুচ্চয়ের জন্য। [এইরূপে ইহাই নির্ণীত হইল —প্রপঞ্চের সত্যতাবাদী সাংখ্যমতাবলম্বীরই এই দোষসকল হইয়া পড়ে, অনির্ব্বচনীয়তাবাদী আমার নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বপক্ষে চ এতে প্রতিবাদিনঃ সাধারণাঃ দোষাঃ প্রাদুঃষ্যুঃ ।১ কথম্ ?২ ইতি উচ্যতে ।৩ যৎ তাবৎ অভিহিতং বিলক্ষণত্বাৎ নেদং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিকম্ ইতি; প্রধানপ্রকৃতিকতায়াম্ অপি সমানম্ এতৎ, শব্দাদিহীনাৎ প্রধানাৎ শব্দাদিমতঃ জগতঃ উৎ-পত্ত্যভ্যুপগমাৎ ।৪ অতএব চ বিলক্ষণকার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ সমানঃ প্রাগুৎপত্তেঃ অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ ।৫ তথা অপীতৌ কার্য্যস্য কারণাবিভাগাভ্যুপগমাৎ তদ্বৎপ্রসঙ্গঃ অপি সমানঃ ।৬ তথা মৃদিতসর্ব্ববিশেষেষু বিকারেষু অপীতৌ অবিভাগাত্মতাং

ভাষ্যানুবাদ

[টিঃ—সাংখ্য কর্তৃক সিদ্ধান্তপক্ষে কথিত দোষসকলের সাংখ্যপক্ষেই দুরপনেয়তা প্রদর্শনদ্বারা ২।১।৯ সূত্রে সাংখ্যপক্ষে প্রদর্শিত দোষসকলের নির্দুষ্টতা প্রদর্শনকরতঃ স্বপক্ষের দৃঢ়করণ।]

আর প্রতিবাদীর (—সাংখ্যমতাবলম্বীর) স্বপক্ষে এই [উভয়পক্ষ-] সাধারণ দোষসকল প্রাদুর্ভূত হইয়া পড়িবে।১ কি প্রকারে ?২ ইহা বলা হইতেছে ৩ এই যাহা অভিহিত হইয়াছে—ভিন্ন হওয়ায় এই জগৎ ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন নহে (২।১।৪ সূঃ ১৩-১৫ বাক্য) ইত্যাদি; প্রধান উপাদান হইলেও ইহা (—এই দোষ) হয় সমান, যেহেতু [সাংখ্যমতে] শব্দাদিহীন প্রধান হইতে শব্দাদি-যুক্ত জগতের উৎপত্তি অঙ্গীকার করা হয় ৪ আর এই হেতুবশতঃই, অর্থাৎ [উপাদানকারণ হইতে] ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি অঙ্গীকার করা হয় বলিয়াও উৎ-পত্তির পূর্ব্বে অসৎকার্য্যবাদের (২২ ভাবদীঃ) প্রাপ্তি সম্ভাবনা [সাংখ্যপক্ষেও] সমানই হইয়া পড়ে। [যেহেতু সৎ কার্য্য বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন উপাদানকারণে থাকিতে পারে না। কার্য্যমিথ্যাত্ববাদী আমাদিগের উক্ত দোষ হয় না, ইহাই ভাব]।৫ এইপ্রকারে প্রলয়কালে 'কার্য্য কারণের সহিত অভিন্ন হয়', ইহা অঙ্গীকার করা হয়

শাঙ্করভাষ্যম্

গতেষু 'ইদম্ অস্য পুরুষস্য উপাদানম্, ইদম্ অস্য' ইতি প্রাক্ প্রলয়াৎ প্রতিপুরুষং যে নিয়তাঃ ভেদাঃ, ন তে তথৈব পুনরুৎপত্তৌ নিয়ন্তুং শক্যন্তে, কারণাভাবাৎ।৭ বিনৈব কারণেন নিয়মে অভ্যুপগম্যমানে কারণাভাবসাম্যাৎ মুক্তানাম্ অপি পুনঃ বন্ধপ্রসঙ্গঃ।৮ অথ কেচিৎ ভেদাঃ অপীতৌ অবিভাগম্ আপদ্যন্তে, কেচিৎ ন ইতি চেৎ?৯ যে ন আপদ্যন্তে, তেষাং প্রধানকার্য্যত্বং ন প্রাপ্নোতি ইতি।১০ এবম্ এতে দোষাঃ সাধা-

ভাষ্যানুবাদ

বলিয়া তদ্বৎপ্রসঙ্গও (—২।১।৮ সূত্রোক্ত প্রথম দোষ—'কারণের কার্য্যনিষ্ঠ অশুদ্ধত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত হইয়া পড়া', সাংখ্যপক্ষেও] হয় সমান।৬ [২।১।৮ সূত্রভাষ্যোক্ত দ্বিতীয় দোষও সাংখ্যপক্ষে প্রদর্শন করিতেছেন—] এইপ্রকারে যাহাদের সকলপ্রকার বিশেষ (—ভেদ) বিনষ্ট হইয়াছে, সেই কার্য্যবস্তুসকল প্রলয়কালে [উপাদানের] সহিত অভিন্নস্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে 'ইহা (—ভোগসাধনভূত বুদ্ধি প্রভৃতি এবং শরীরের আরম্ভক ও সুখদুঃখাদির হেতুভূত এই ক্লেশ ও কর্ম্ম প্রভৃতি) এই পুরুষের উপাদান (—ভোগ্য'), 'ইহা অপর পুরুষের উপাদান', এইরূপে প্রলয়ের পূর্ব্বে প্রত্যেক পুরুষের যে নিয়মিত ভেদসকল থাকে, তাহাদিগকে [মহাপ্রলয়ান্তে] পুনরুৎপত্তিকালে ঠিক্ সেইরূপেই নিয়মন করিতে পারা যায় না, যেহেতু [প্রলয়ে কার্য্য ও কারণের অভিন্নতা অঙ্গীকৃত হয় বলিয়া কার্য্যনিষ্ঠ দোষের দ্বারা কারণের কলুষিত হইবার সম্ভাবনাবশতঃ তৎকালে কোনপ্রকার ভেদ বা নিয়ামকের সত্তা তুমি অঙ্গীকার করিতে পার না। সেইহেতু নিয়মন করিবার কোন] কারণ নাই।৭ [সাংখ্যপক্ষে ২।১।৮ সূত্রভাষ্যোক্ত তৃতীয় দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর কারণব্যতিরেকেই নিয়মন অঙ্গীকার করিলে কারণাভাবের সমতাবশতঃ (—প্রলয়োত্তর সৃষ্টি ও মুক্তপুরুষগণের জন্মনিরোধ, উভয়ত্রই কোন নিয়ামক কারণ না থাকায়) মুক্তপুরুষগণেরও পুনরায় বন্ধন (—জন্ম) হইয়া পড়িবে। [ফলে বন্ধন ও মুক্তির ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে।৮ শঙ্কা]—আর যদি বলা হয়, কোন কোন ভেদ (—মুক্তপুরুষগণের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সংঘাত এবং ক্লেশ ও কর্ম্ম প্রভৃতি) প্রলয়কালে [প্রধানের সহিত] অভিন্নতা প্রাপ্ত হয় এবং কোন কোন ভেদ (—বদ্ধপুরুষগণের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সংঘাত এবং ক্লেশ ও কর্ম্ম প্রভৃতি) তাহা হয় না, ইত্যাদি। [ফলে প্রলয়ান্তে বদ্ধপুরুষগণের পুনরুৎপত্তি হইলেও মুক্তপুরুষগণের তাহা সম্ভব না হওয়ায় বন্ধন ও মুক্তির ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইবে না]।৯ [সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, যাহারা (—যে সমস্ত ভেদ, প্রধানের সহিত] অভিন্নতা প্রাপ্ত হয় না, তাহারা [পুরুষের ন্যায়] প্রধানের কার্য্যভাব প্রাপ্ত হয় না। [ফলে ২।১।৮ সূত্র-

শাঙ্করভাষ্যম্

রণত্বাৎ ন অন্যতরস্মিন্ পক্ষে চোদয়িতব্যাঃ ভবন্তি ইতি।১১ অদোষতাম্ এব এষাং দ্রঢ়য়তি, অবশ্যাশ্রয়িতব্যত্বাৎ।১২ ॥২।১।১০॥

ভাষ্যানুবাদ

ভাষ্যোক্ত চতুর্থ দোষ—'নিঃশেষে প্রলয় সম্ভব না হওয়ায় প্রলয়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে, কার্য্য ও উপাদানকারণের অভিন্নতাও সম্ভব হয় না' এবং উপরন্তু 'পুরুষ-ভিন্ন সমস্তই প্রধানের কার্য্য'—ইহা অঙ্গীকারকারী তোমার স্বসিদ্ধান্তের হানিও হইয়া পড়ে] ইত্যাদি।১০ এইপ্রকারে এই দোষসকল [বেদান্ত ও সাংখ্য, এই উভয় পক্ষেই] সাধারণ হইতেছে বলিয়া, তাহাদিগকে অন্যতর পক্ষে (—বেদান্তীর পক্ষে) প্রেরণ করা উচিত নহে (—নিরাকর্ত্তব্য বিষয়রূপে উপস্থাপিত করা উচিত নহে (২৯)।১১ [দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য কোন একটী পক্ষকে] অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া [ভগবান্ সূত্রকার] ইহাদের (—এইদোষ-সকলের, ২।১।৯ সূত্রে প্রদর্শিত] নির্দ্দুষ্টতাকেই [সাংখ্যপক্ষে এই দোষসকল প্রদর্শন দ্বারা] দৃঢ় করিতেছেন।১২॥২।১।১০॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্য-বিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥২।১।১১॥

পদচ্ছেদ—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ, অপি, অন্যথা, অনুমেয়ম্, ইতি, চেৎ, এবম্, অপি, অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।

সূত্রার্থ—[ইতশ্চ ন কেবলেন তর্কেণ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে ইতি আহ—] **তর্কাপ্রতি-ষ্ঠানাৎ অপি**—কেবলস্য তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বাৎ চ [ন তেন ব্রহ্মণি বেদান্তসমন্বয়বিরোধঃ। 'একেন তার্কিকেণ যত্নেন অনুমিতঃ অর্থঃ অন্যেন শ্রেষ্ঠতরেণ অন্যথা নীয়তে, এবম্ অন্যেন শ্রেষ্ঠতমেন অন্যথানয়নম্' ইতি তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠানং বোধ্যম্। অত্র পূর্ব্বপক্ষী আহ—ননু কস্যচিৎ তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বেঽপি] **অন্যথা**—অপ্রতিষ্ঠিতাৎ তর্কাৎ অন্যেন প্রকারেণ প্রতিষ্ঠিততর্কেণ, [সমন্বয়বিরোধাদিকম্] **অনুমেয়ম্, ইতি চেৎ?** [অত্র সিদ্ধান্তী সমাধত্তে—] **এবম্ অপি**—অন্যত্র তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বে অপি, [প্রকৃতে লিঙ্গাদিহীনে ব্রহ্মণি বেদনিরপেক্ষস্য তর্কস্য] **অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ**—অপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষাৎ অনির্ম্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ। [যদ্বা কপিলকণাদাদীনাং পরস্পরবিপ্রতিপন্নৈঃ আগমনিরপেক্ষৈঃ তর্কৈঃ তত্ত্বনির্ণয়াভাবাৎ সংসারাৎ] **অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ**—মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ।

ভাবদীপিকা

(২৯) এই বিষয়ে বৃদ্ধগণ বলেন—"যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ, পরিহারোঽপি বা সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্য তাদৃগর্থবিচারণে" ॥—'যেখানে দোষ বা তাহার পরিহার উভয় পক্ষেই সমান, সেখানে একপক্ষকে তাদৃশ বিষয়ের বিচারে নিয়োগকরতঃ দূষণার্হ করা উচিত নহে'। যদি বলা হয়—উভয় পক্ষেই দোষ সমান হওয়ায় কোন পক্ষই গ্রহণীয় নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—**অদোষতাম্**—['দুঃখের আত্যন্তিক' ইত্যাদি।

[তস্মাৎ আগমবিরোধী তর্কঃ অপ্রমাণম্ ইতি ন তেন বেদান্তসমন্বয়বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্ ।]

অনুবাদ—[আর এই হেতুবশতঃ কেবল (—শ্রুতিনিরপেক্ষ) তর্কের দ্বারা বেদান্তসমন্বয় বিরোধপ্রাপ্ত হয় না, ইহা বলিতেছেন—] **তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ অপি**—আর কেবল তর্ক (—অনুমান) অপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় [তাহার দ্বারা ব্রহ্মে উপনিষৎসকলের সমন্বয়ে বিরোধ হয় না। 'এক তার্কিককর্তৃক যত্নসহকারে অনুমিত বিষয় শ্রেষ্ঠতর অন্য তার্কিককর্তৃক অন্য প্রকারে নীত হয়, এইপ্রকারে অন্য শ্রেষ্ঠতম তার্কিককর্তৃক তাহা অন্যপ্রকারে নীত হয়'—এইপ্রকার যে পরিস্থিতি, তাহাকে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা বলিয়া বুঝিতে হইবে। আচ্ছা, কোন কোন তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত হইলেও] **অন্যথা**—অপ্রতিষ্ঠিত তর্ক হইতে ভিন্নপ্রকার প্রতিষ্ঠিত তর্কের দ্বারা [বেদান্তসমন্বয়ে বিরোধ প্রভৃতি] **অনুমেয়ম্**—অনুমান করিতে হইবে, **ইতি চেৎ**—পূর্ব্বপক্ষী যদি এইপ্রকার বলেন ? [সিদ্ধান্তী এই বিষয়ে সমাধান করিতেছেন—] **এবম্ অপি**—অন্য স্থলে তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইলেও [প্রস্তাবিত লিঙ্গাদিরহিত ব্রহ্মে বেদনিরপেক্ষ তর্কের] **অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ**—অপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষ হইতে মোক্ষ হয় না, এইরূপ হইয়া পড়ে ; [অথবা কপিল ও কণাদ প্রভৃতির পরস্পরবিরুদ্ধ বেদনিরপেক্ষ তর্কসকলের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় হয় না বলিয়া সংসার হইতে] **অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ**—মোক্ষের অভাব হইয়া পড়িবে। [অতএব বেদবিরোধী তর্ক প্রমাণ না হওয়ায় তাহার দ্বারা বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল।]

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ ন আগমগম্যে অর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যম্, যস্মাৎ নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাঃ তর্কাঃ অপ্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি, উৎপ্রেক্ষায়াঃ নিরঙ্কুশত্বাৎ।১ তথাহি কৈশ্চিৎ অভিযুক্তৈঃ যত্নেন উৎপ্রেক্ষিতাঃ তর্কাঃ অভিযুক্ততরৈঃ অন্যৈঃ আভাস্যমানাঃ দৃশ্যন্তে, তৈঃ অপি উৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তঃ ততঃ অন্যৈঃ আভাস্যন্তে ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যম্ আশ্রয়িতুং, পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ।২ অথ কস্যচিৎ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যস্য কপিলস্য

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অপ্রতিষ্ঠিত অনুমানের দ্বারা নির্দোষ বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ অসঙ্গত।]

সিদ্ধান্ত—আর এই হেতুবশতঃও শ্রুতিগম্য বিষয়ে কেবল তর্কের (—শ্রুতিনিরপেক্ষ অনুমানের) দ্বারা বিরোধ করা উচিত নহে, যেহেতু বেদরূপ মূলরহিত ও পুরুষের কল্পনামাত্রপ্রসূত অনুমানসকল অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, কারণ কল্পনা নিরঙ্কুশ (—বাধাশূন্য)।১ [অনুমানের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব কি, তাহা বলিতেছেন—] যেমন দেখ, কোন কোন অভিযুক্ত (—নিপুণ) ব্যক্তিগণকর্তৃক যত্নসহকারে কল্পিত অনুমানসকল নিপুণতর অন্য ব্যক্তিগণকর্তৃক আভাসিত (—দুষ্ট অনুমানরূপে প্রমাণিত) হইতে দেখা যায়, আবার তাঁহাদিগকর্তৃক যাহারা (—যে অনুমানসকল) কল্পিত হয়, তাহারা তাঁহাদিগ হইতে ভিন্ন [নিপুণতম] ব্যক্তিগণকর্তৃক আভাসিত হয়, এইহেতু অনুমানসকলের প্রতিষ্ঠিততা (—স্থিরতা, দোষশূন্যতা) স্বীকার করিতে পারা যায় না, যেহেতু পুরুষের বুদ্ধি নানাপ্রকার।২ [শঙ্কা]—আর

শাঙ্করভাষ্যম্

চ অন্যস্য বা সম্মতঃ তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি আশ্রীয়েত।৩ এবমপি অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্ এব, প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যানুমতানাম্ অপি তীর্থকরাণাং কপিলকণভূক্ প্রভৃতীনাং পরস্পরবিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ।৪ অথ উচ্যেত—অন্যথা বয়ম্ অনুমাস্যামহে যথা ন অপ্রতিষ্ঠাদোষঃ ভবিষ্যতি, নহি প্রতিষ্ঠিতঃ তর্কঃ এব নাস্তি ইতি শক্যতে বক্তুম্।৫ এতদপি হি তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কেণ এব প্রতিষ্ঠাপ্যতে, কেষাঞ্চিৎ তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বদর্শনেন অন্যেষাম্ অপি তজ্জাতীয়কানাং তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বকল্পনাৎ।৬ সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং চ লোকব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ, অতীতবর্ত্তমানাধ্বসাম্যেন হি অনাগতে অপি অধ্বনি সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারায় প্রবর্ত্তমানঃ লোকঃ দৃশ্যতে।৭ শ্রুত্যর্থবিপ্রতিপত্তৌ চ অর্থাভাসনিরাকরণেন সম্যগর্থনির্দ্ধারণং তর্কেণ এব বাক্যবৃত্তিনিরূপণরূপেণ ক্রিয়তে।৮ মনুরপি চ এবং মন্যতে—"প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্-

ভাষ্যানুবাদ

যদি বলা হয়—প্রসিদ্ধ মহিমাসম্পন্ন কপিল বা অন্য কাহারও অনুমোদিত অনুমান প্রতিষ্ঠিত, এইহেতু তাহা স্বীকার করা উচিত।৩ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—"কপিলো যদি সর্বজ্ঞঃ" (২।১।১ অধিঃ ৬ ভাবদীঃ) ইত্যাদি ন্যায়াবলম্বনে বলিতেছেন—] এইপ্রকার হইলেও [তর্কসকল] অবশ্যই অপ্রতিষ্ঠিত, কারণ যাঁহাদের প্রসিদ্ধ মহিমা অনুমত (—সকলের নিকট স্বীকৃত), সেই কপিল ও কণাদ প্রভৃতি তীর্থকরগণেরও (—শাস্ত্রকারগণেরও) পরস্পর মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়।৪ [সুতরাং সম্ভাবিত দোষযুক্ত অনুমানের দ্বারা নির্দ্দোষ বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ করা উচিত নহে]।

[পূঃ—লোকব্যবহারের সঙ্গতি ও মনু প্রভৃতির সম্মতিবলে প্রতিষ্ঠিত তর্কসিদ্ধি, তাহার বলে বেদান্তসমন্বয়ে বিরোধ।]

পূর্ব্বপক্ষীর শঙ্কা—আর যদি বলা হয়, আমরা অন্যপ্রকারে অনুমান করিব, যাহাতে অপ্রতিষ্ঠারূপ দোষ হইবে না, যেহেতু প্রতিষ্ঠিত অনুমানই নাই, ইহা বলিতে পারা যায় না।৫ [যদি বল—অনুমানমাত্রই অপ্রতিষ্ঠিত, তদুত্তরে বলিতেছেন—] অনুমানসকলের এই যে অপ্রতিষ্ঠিততা, তাহাও অনুমানের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যেহেতু কোন কোন অনুমানের অপ্রতিষ্ঠিততা দর্শনদ্বারা তজ্জাতীয় অন্যান্য অনুমানসকলের অপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষ কল্পিত (—অনুমিত) হয়। [সুতরাং অনুমানমাত্রকেই অপ্রতিষ্ঠিত বলা যায় না।৬ লোকব্যবহার সিদ্ধির জন্যও প্রতিষ্ঠিত অনুমান অঙ্গীকরণীয়, ইহা বলিতেছেন—] আর সকল অনুমানই অপ্রতিষ্ঠিত হইলে লোকব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে, যেহেতু অতীত ও বর্ত্তমান অধ্বার (—বিষয়ের) সাদৃশ্যদ্বারা ভাবী বিষয়েও সুখের প্রাপ্তি ও দুঃখের পরিহারের

শাঙ্করভাষ্যম্

সন্তা" ॥ ইতি; "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" ॥ (মনু সং ১২।১০৫,৬) **ইতি চ ব্রুবন্।৯ অয়ম্ এব তর্কস্য অলঙ্কারঃ যদ্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বং নাম, এবং হি সাবদ্যতর্কপরিত্যাগেন নিরবদ্যঃ তর্কঃ প্রতিপত্তব্যঃ**

ভাষ্যানুবাদ

জন্য লোকসকল প্রবৃত্ত হয়, ইহা দেখা যায় (৩০)।৭ আর শ্রুতির অর্থনিরূপণে বিরোধ হইলে [পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসাদর্শনে] অর্থাভাসের (—দুষ্ট অর্থের) নিরাকরণদ্বারা সম্যগ্ অর্থের নির্দ্ধারণ বাক্যবৃত্তি (—বাক্যের তাৎপর্য্য) নিরূপণরূপ তর্কের দ্বারাই করা হইতেছে। [বেদার্থনিরূপণে অতএব প্রতিষ্ঠিত তর্ক অঙ্গীকার না করিলে ভগবান্ বাদরায়ণের এই গ্রন্থরচনাই অসঙ্গত হইয়া পড়ে]।৮ আবার "যিনি ধর্ম্মশুদ্ধি করিতে (– অধর্ম্ম হইতে ভিন্নভাবে ধর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে) ইচ্ছা করেন, তৎকর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ অনুমান ও [সম্প্রদায়ক্রমে বিভিন্ন আচার্য্য হইতে প্রাপ্ত] বিবিধ আগমশাস্ত্র, এই তিনটী সুবিদিত হওয়া উচিত", ইত্যাদি এবং আর্ষ (—ঋষিদৃষ্ট বেদ) এবং [তন্মূলক] ধর্ম্মোপদেশকে (—মনু অত্রি বিষ্ণু যম ও হারীত প্রভৃতি প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রকে) যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা (—পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা সম্মত যুক্তির দ্বারা) বিচার করেন, তিনিই ধর্ম্মকে জানিতে পারেন, অপরে নহে," ইত্যাদি এইপ্রকার যিনি বলেন, সেই [ভগবান্] মনুও এই-প্রকার (– কোন কোন তর্ক যে প্রতিষ্ঠিত, ইহা) মনে করেন ।৯ [তবে কি অপ্রতিষ্ঠিত তর্ক নামক কিছুই নাই ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] ইহাই তর্কের অলঙ্কার

ভাবদীপিকা

(৩০) ভাবটী এই – পূর্ব্বে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়াছিল, সেইহেতু 'আগামী মিষ্টান্নভক্ষণ সুখের হেতু, যেহেতু তাহা মিষ্টান্নভক্ষণ, যেমন অতীত মিষ্টান্নভক্ষণ," এইপ্রকার অনুমানবলে মিষ্টান্ন-ভক্ষণের সুখহেতুতা অবগত হইয়া পুরুষ পুনরায় তজ্জাতীয় মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে। এইপ্রকারে পূর্ব্বে বহ্নি স্পর্শ করিয়া দুঃখ অনুভব করিয়াছিল, সেইহেতু বহ্নিস্পর্শ দুঃখের হেতু, ইহা অনুমান-বলে অবগত হইয়া পুরুষ পুনরায় বহ্নিস্পর্শ করে না, ইত্যাদি এইসকল সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। [লক্ষ্য করিতে হইবে—মনুষ্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এইপ্রকার অনুমান প্রয়োগকরতঃ মিষ্টান্নের সুখহেতুতা, বহ্নির দুঃখহেতুতা প্রভৃতি অবগত হয়, তাহা নহে। উক্ত প্রকার প্রক্রিয়া অজ্ঞাতসারেই অতি স্বাভাবিকভাবে তাহার মনোমধ্যে সংঘটিত হইয়া যায়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে ; অন্যথা অপরিস্ফুট বুদ্ধি বালকের তাদৃশ কর্ম্মে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কোন হেতু প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না]। সুতরাং সকলপ্রকার অনুমানকে অপ্রতিষ্ঠিত বলা যায় না। তাহা অঙ্গীকার করিলে লোকব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। যদি বল—লোকযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রতিষ্ঠিতই হউক্, বা অপ্রতিষ্ঠিতই হউক্ অনুমান না হয় অপেক্ষিত হইল, কিন্তু বেদার্থনিরূপণে অনুপযোগী হওয়ায় বৈদিকগণকর্ত্তৃক তাহা অপ্রতিষ্ঠিতরূপেই কথিত হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—**শ্রুত্যর্থবিপ্রতিপত্তৌ**—'আর শ্রুতির' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবতি।১০ নহি পূর্ব্বজঃ মূঢ়ঃ আসীৎ ইতি আত্মনাপি মূঢ়েন ভবিতব্যম্ ইতি কিঞ্চিৎ অস্তি প্রমাণম্।১১ তস্মাৎ ন তর্কাপ্রতিষ্ঠানং দোষঃ ইতি চেৎ?১২ এবম্ অপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১৩ যদ্যপি ক্বচিৎ বিষয়ে তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বম্ উপলক্ষ্যতে, তথাপি প্রকৃতে তাবৎ বিষয়ে প্রসজ্যতে এব অপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষাৎ অনির্ম্মোক্ষঃ তর্কস্য।১৪ নহি ইদম্ অতিগম্ভীরং ভাবযাথাত্ম্যং মুক্তিনিবন্ধনম্ আগমম্ অন্তরেণ উৎপ্রেক্ষিতুম্ অপি শক্যম্।১৫ রূপাদ্যভাবাৎ হি ন অয়ম্ অর্থঃ প্রত্যক্ষগোচরঃ, লিঙ্গাদ্যভাবাৎ চ ন অনুমানাদী-

ভাষ্যানুবাদ

(—শোভা), যাহার নাম অপ্রতিষ্ঠা, যেহেতু এইপ্রকারেই দোষযুক্ত তর্কের পরিত্যাগ দ্বারা নির্দ্দোষ তর্ককে অবগত হইতে হয়। [সকল তর্কই যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে দোষযুক্ত, সুতরাং অপ্রতিষ্ঠ তর্কের অভাবে পূর্ব্বপক্ষের উত্থানই সম্ভব হয় না—ইহাই ভাব।১০ কিন্তু অবিশেষভাবে তর্ক হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষের তর্কের ন্যায় সিদ্ধান্তপক্ষের তর্কও তো অপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে। তদুত্তরে উপহাস করিতেছেন—] পূর্ব্বজগণ ছিলেন মূঢ়, এইহেতু আমারও মূঢ় হওয়া উচিত, এই বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন প্রমাণ নাই। [অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশিথিলমূল অনুমান সদোষ হইলেও পরবর্ত্তী অনুমানের নির্দ্দোষ হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই]।১১ সেইহেতু (—প্রতিষ্ঠিত অনুমানও সম্ভব হওয়ায়) অনুমানের অপ্রতিষ্ঠা [আমার পক্ষে] দোষ নহে; [যেহেতু তদ্ভিন্ন প্রতিষ্ঠিত অনুমানের দ্বারা ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ হইতে পারে], ইত্যাদি।১২

[সিঃ—"এবমপি" ইত্যাদি সূত্রাংশের প্রথম ব্যাখ্যা—লৌকিক বিষয়ে তর্ক প্রতিষ্ঠিত হইলেও অলৌকিক ব্রহ্মবিষয়ে নহে।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, "এবম্ অপি"—'এইপ্রকার হইলেও মোক্ষ হয় না, এইরূপ হইয়া পড়ে।১৩ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—'এইপ্রকার হইলেও', অর্থাৎ] যদিও কোন কোন বিষয়ে তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব লক্ষিত হয়, তাহা হইলেও প্রস্তাবিত বিষয়ে (—ব্রহ্ম জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ, এই বিষয়ে) অপ্রতিষ্ঠারূপ দোষ হইতে তর্কের মুক্তি (—নিষ্কৃতি) হয় না।১৪ যেহেতু [এই জগৎপ্রপঞ্চরূপ কার্য্যদৃষ্টে কোন একটী কারণের অনুমান সম্ভব হইলেও] মুক্তির আলম্বনভূত এই যে অতি গম্ভীর (—আগমভিন্ন প্রমাণের অগম্য) ভাবযাথাত্ম্য (—জগৎকারণের অদ্বিতীয়তা), তাহাকে শ্রুতিব্যতিরেকে কল্পনাও করিতে পারা যায় না।১৫ [কেন পারা যায় না, তাহা বলিতেছেন—] রূপাদির অভাববশতঃ এই বস্তুটী (—এই অদ্বিতীয় জগৎকারণ) প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় নহেন, আর লিঙ্গ [ও ব্যাপ্তিজ্ঞান] প্রভৃতির অভাববশতঃ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের বিষয় নহেন, ইহা আমরা বলিয়াছি (২।১।৬সূঃ ১৮ বাক্য)।১৬

শাঙ্করভাষ্যম্

নাম্ ইতি চ অবোচাম্ ।১৬ অপি চ সম্যগ্‌জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ ইতি সর্ব্বেষাং মোক্ষবাদিনাম্ অভ্যুপগমঃ ।১৭ তচ্চ সম্যগ্ জ্ঞানম্ এক-রূপং, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ ।১৮ একরূপেণ হি অবস্থিতঃ যঃ অর্থঃ, সঃ পরমার্থঃ ।১৯ লোকে তদ্বিষয়ং জ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানম্ ইতি উচ্যতে, যথা অগ্নিঃ উষ্ণঃ ইতি ।২০ তত্র এবং সতি সম্যগ্‌জ্ঞানে পুরুষাণাং বিপ্রতিপত্তিঃ অনুপপন্না ।২১ তর্কজ্ঞানানাং তু অন্যোন্যবিরোধাৎ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ ।২২ যদ্ হি কেনচিৎ তার্কিকেণ ইদম্ এব সম্যগ্‌জ্ঞানম্ ইতি প্রতিপাদিতং, তৎ অপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে, তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং ততঃ অপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে ইতি প্রসিদ্ধং লোকে ।২৩ কথম্ একরূপানবস্থিতবিষয়ং তর্কপ্রভবং সম্যগ্-জ্ঞানং ভবেৎ ?২৪ ন চ প্রধানবাদী তর্কবিদাম্ উত্তমঃ ইতি সর্ব্বৈঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—"এবমপি" ইত্যাদি সূত্রাংশের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—তার্কিকমতে সম্যগ্ জ্ঞানই অসম্ভব হওয়ায় সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি অসম্ভব। নিত্যবেদোত্থ জ্ঞান হইতে তাহা সম্ভব।]

আবার দেখ, সম্যক্ জ্ঞান হইতে [সংসারবন্ধনের] মুক্তি হয়, ইহা সকল মোক্ষ-বাদী অঙ্গীকার করেন।১৭ আর সেই সম্যক্ জ্ঞান একইপ্রকার, যেহেতু তাহা বস্তুতন্ত্র (—বস্তুর অধীন, বস্তুটী যেমন, জ্ঞানও হয় তদ্রূপ)।১৮ যে বস্তুটী একই-রূপ থাকে (—ইহা স্থাণু, অথবা পুরুষ, এইপ্রকার বিকল্প যাহাতে হয় না), তাহাই পরম অর্থ (–যথার্থ বিষয়)।১৯ লোকমধ্যে তদ্বিষয়ক (–যথার্থবিষয়ক, যথার্থ-প্রকারক] জ্ঞানই 'সম্যক্ জ্ঞান' এইরূপে কথিত হয়, যেমন–'অগ্নি উষ্ণ', ইত্যাদি।২০ বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হইলে (–যথার্থবস্তুবিষয়ক যথার্থপ্রকারক জ্ঞানই সম্যগ্ জ্ঞান হইলে) সম্যগ্ জ্ঞানরূপ বিষয়ে পুরুষগণের বিপ্রতিপত্তি (—মতভেদ) যুক্তিসঙ্গত নহে।২১ কিন্তু পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় অনুমানজন্য জ্ঞানসকলের বিপ্রতিপত্তি (–সেই বিষয়ে মতভেদ) প্রসিদ্ধই আছে। [সেইহেতু অনুমানজন্য জ্ঞানকে সম্যক্ জ্ঞান বলা যায় না।২২ ইহাই পরিস্ফুট করিতেছেন–] যেহেতু একজন তার্কিককর্ত্তৃক 'এইটী সম্যক্ জ্ঞান', এইরূপে যাহা প্রতিপাদিত হয়, তাহা অপর [তার্কিক] কর্ত্তৃক নিরাকৃত হয়; আবার তৎকর্ত্তৃক (–শেষোক্ত তার্কিককর্ত্তৃক) যাহা প্রতিষ্ঠাপিত (–স্থিরীকৃত) হয়, তাহা অপরকর্ত্তৃক বাধিত হয়, ইহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ।২৩ [সুতরাং] যাহার বিষয় একইরূপে থাকে না, সেই তর্কজন্য জ্ঞান কিপ্রকারে সম্যক্ জ্ঞান হইবে?২৪ [যদি বলা হয়–সর্ব্বজ্ঞ কপিল প্রোক্ত বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ, তৎপ্রতিপাদিত হওয়ায় সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর প্রধানবাদী [কপিল] যে তার্কিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা সকল তার্কিককর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় না, যে কারণবশতঃ তদীয় মতবাদকে আমরা সম্যক্ জ্ঞানরূপে অবগত হইবে (—সকল তার্কিককর্ত্তৃক

শাঙ্করভাষ্যম্

তার্কিকৈঃ পরিগৃহীতঃ, যেন তদীয়ং মতং সম্যগ্‌জ্ঞানম্ ইতি প্রতিপদ্যেমহি।২৫ ন চ শক্যন্তে অতীতানাগতবর্ত্তমানাঃ তার্কিকাঃ একস্মিন্ দেশে কালে চ সমাহর্ত্তুং, যেন তন্মতিঃ একরূপা একার্থবিষয়া সম্যঙ্‌মতিঃ ইতি স্যাৎ।২৬ বেদস্য তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিতার্থবিষয়ত্বোপপত্তেঃ।২৭ তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য সম্যক্‌ত্বম্ অতীতানাগতবর্ত্তমানৈঃ সর্ব্বৈরপি তার্কিকৈঃ অপহ্নোতুম অশক্যম্।২৮ অতঃ সিদ্ধম্ অস্যৈব ঔপনিষদস্য জ্ঞানস্য সম্যগ্‌জ্ঞানত্বম্।২৯ অতঃ অন্যত্র সম্যগ্‌জ্ঞানত্বানুপপত্তেঃ সংসারাবিমোক্ষঃ এব প্রসজ্যেত।৩০ অতঃ আগমবশেন আগমানুসারিতর্কবশেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি স্থিতম্।৩১॥২।১।১১॥ ইতি তৃতীয়ং বিলক্ষণত্বাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

অঙ্গীকৃত হয় না বলিয়া তাঁহার মতবাদকে আমরা সম্যগ্‌জ্ঞানরূপে অঙ্গীকার করিতে পারি না।২৫ আচ্ছা, তাহা হইলে মিলিতভাবে সকল তার্কিকের নিশ্চিত তর্কোত্থ যে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান, তাহাকেই মোক্ষের হেতুভূত সম্যগ্‌জ্ঞানরূপে অঙ্গীকার করা হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তার্কিকগণকে একদেশে ও এককালে একত্রিত করিতে পারা যায় না, যে কারণবশতঃ তাঁহাদের বুদ্ধি একপ্রকার ও একবিষয়াবগাহী সম্যগ্‌জ্ঞান, এইপ্রকার হইবে (—অতীত অনাগতাদি তার্কিকগণের একদেশস্থতা সিদ্ধ হয় না বলিয়া 'সম্যগ্‌জ্ঞান' নামক কিছুই সিদ্ধ হয় না।২৬ কিন্তু বেদার্থে বেদবিদ্‌গণের বিবাদ থাকায় বেদজন্য জ্ঞানও সম্যগ্‌জ্ঞান নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] বেদ কিন্তু নিত্য ও বিজ্ঞানোৎপত্তির হেতু হওয়ায় ব্যবস্থিত অর্থকে বিষয় করে (—একইপ্রকার বিষয় প্রতিপাদন করে), ইহা যুক্তিসঙ্গত। [স্বসামর্থ্যবশতঃ বেদ একইরূপ অর্থ প্রতিপাদন করেন, পুরুষের বুদ্ধিদোষে তাহাদের নিকট বিভিন্নপ্রকার অর্থ প্রতিভাত হয়, ইহাই ভাব] ২৭ তজ্জনিত (—বেদজনিত) জ্ঞানের যে সম্যক্ত্ব (—যথার্থতা), তাহা অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালীন সমস্ত তার্কিকগণকর্ত্তৃকও নিরাকৃত হইতে পারে না।২৮ অতএব (—বেদোক্ত জ্ঞানের অসম্যকত্বের প্রতিপাদক কোন কিছু না থাকায়) সিদ্ধ হইল যে উপনিষৎপ্রতিপাদ্য [ব্রহ্মের অভিন্ননিমিত্তোপাদানতাবিষয়ক এবং ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানের মোক্ষহেতুতাবিষয়ক] এই জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান।২৯ ইহা হইতে যাহা ভিন্ন, তাহার সম্যগ্‌জ্ঞানতাই সঙ্গত না হওয়ায় [তাহার দ্বারা] সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিই অসম্ভব হইয়া পড়িবে।৩০ এইহেতু (—তর্কবলে বেদান্তসমন্বয়ে বিরোধ হয় না বলিয়া) শ্রুতির বলে এবং শ্রুতির অনুযায়ী তর্কের বলে চেতন ব্রহ্মই জগতের

ভাষ্যানুবাদ

[নিমিত্ত] কারণ ও উপাদান কারণ, ইহা দৃঢ়ীকৃত হইল। ৩১ ॥২।১।১১॥

বিলক্ষণত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

৪। শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্। [১২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—কাণাদ ও বৌদ্ধাদি মতের দ্বারা বেদার্থসঙ্কোচের অযৌক্তিকতা।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণের যুক্তি এই অধিকরণেও অতিদিষ্ট হইতেছে বলিয়া পৃথক্ সঙ্গতির অপেক্ষা নাই। অথবা সাংখ্যবৃদ্ধগণ তর্কে তাদৃশ নিপুণ না হওয়ায় তাঁহাদের তর্কবলে বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ সম্ভব না হইলেও, বৈশেষিকাদি মতাবলম্বিগণ অত্যন্ত তর্কপটু, ইহা প্রসিদ্ধ। সেইহেতু তাঁহাদের প্রদর্শিত তর্ক অবাধিত হওয়ায় তাহার বলে বেদান্তসমন্বয়ের অবশ্যই বিরোধ হইবে, এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বাধোঽস্তি পরমাণ্বাদিমতৈর্নো বা যতঃ পটঃ।
ন্যূনতন্তুভিরারব্ধো দৃষ্টোঽতো বাধ্যতে মতৈঃ ॥
শিষ্টেষ্টাপি স্মৃতিস্ত্যক্তা শিষ্টত্যক্তমতং কিমু।
নাতো বাধো বিবর্ত্তে তু ন্যূনত্বনিয়মো নহি ॥

অন্বয়—পরমাণ্বাদিমতৈঃ বাধঃ অস্তি, নো বা? যতঃ পটঃ ন্যূনতন্তুভিঃ আরব্ধঃ দৃষ্টঃ, অতঃ মতৈঃ বাধ্যতে। শিষ্টৈঃ অপি স্মৃতিঃ ত্যক্তা, শিষ্টত্যক্তমতং কিমু? বিবর্ত্তে তু ন্যূনত্বনিয়মঃ নহি, অতঃ ন বাধঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[সাংখ্যযোগস্মৃতিভ্যাং তদীয় তর্কেণ চ বাধো মা ভূৎ নাম; কণাদবুদ্ধাদিস্মৃতিভিঃ তদীয় তর্কেণ চ সমন্বয়ঃ বাধ্যতাম্। মহর্ষি কণাদঃ পরমাণূনাং জগৎকারণত্বং স্মরতি স্ম। বুদ্ধশ্চ ভগবতঃ বিষ্ণোঃ অবতারঃ অভাবং জগদ্ধেতুং স্মরতি স্ম। অতঃ সংশয়ঃ ভবতি—] পরমাণ্বাদিমতৈঃ [ব্রহ্মকারণতাবাদিবেদার্থসমন্বয়স্য] বাধঃ অস্তি, নো বা?

পূর্ব্বপক্ষ—যতঃ [মহান্] পটঃ ন্যূনতন্তুভিঃ আরব্ধঃ দৃষ্টঃ [অতঃ "দ্ব্যণুকাদিকং স্বস্মাৎ ন্যূনপরিমাণেন আরব্ধং, কার্য্যদ্রব্যত্বাৎ, যথা তন্তুভিঃ পটঃ" ইতি কাণাদাঃ বদন্তি। তথা বৌদ্ধাঃ অপি অভাবকারণবাদে অনুকূলং তর্কম্ আহুঃ—"ভাবরূপং জগৎ অভাবপুরঃসরং ভাবরূপত্বাৎ, যথা সুষুপ্তিপুরঃসরঃ স্বপ্নপ্রপঞ্চঃ" ইতি]। অতঃ [এবংরূপতর্কপ্রদর্শকৈঃ প্রবলৈঃ কণাদাদি-] মতৈঃ [বেদার্থসমন্বয়ঃ] বাধ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[যদা বৈদিকশিরোমণিভিঃ পুরাণকর্ত্তৃভিঃ তত্র তত্র প্রসঙ্গাৎ উদাহৃতা প্রকৃতিপুরুষাদিপ্রতিপাদিকা সাংখ্যযোগস্মৃতিঃ জগৎকারণবিষয়ে দৌর্ব্বল্যেন পরিত্যক্তা, তদা নিখিলৈঃ শিষ্টৈঃ উপেক্ষিতানাং কণাদাদিমতানাং দৌর্ব্বল্যং ইতি কিমু বক্তব্যম্? ন খলু ব্রাহ্মপাদ্মাদিপুরাণেষু কচিদপি প্রসঙ্গাৎ দ্ব্যণুকাদিপ্রক্রিয়া উদাহৃতা। প্রত্যুত "হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ", ইতি বহুশঃ নিন্দা উপলভ্যতে। অতঃ যদা] শিষ্টৈঃ অপি

[সাংখ্যযোগ-] স্মৃতিঃ [জগৎকারণবিষয়ে দৌর্ব্বল্যেন] ত্যক্তা ; [তদা কণাদবুদ্ধপ্রভৃতীনাং] শিষ্টত্যক্তমতং [ত্যক্তব্যম্ ইতি] কিমু [বক্তব্যম্] ? [যত্তু ন্যূনারভ্যত্বনিয়মঃ উক্তঃ, তত্র ক্রমঃ—] বিবর্ত্তে তু ন্যূনত্বনিয়মঃ নহি [বিদ্যতে, দূরস্থপর্ব্বতাগ্রস্থিতৈঃ মহদ্ভিঃ বৃক্ষৈঃ অত্যল্প-দূর্ব্বাগ্রভ্রমস্য জন্যমানত্বাৎ। যদপি অভাবপুরঃসরত্বানুমানম্, তত্রাপি সাধ্যবিকলঃ দৃষ্টান্তঃ, সুষুপ্ত্যবস্থায়াম্ অপি আত্মনঃ সদ্রূপস্য অঙ্গীকরণীয়ত্বে সতি স্বপ্নস্য অভাবপুরঃসরত্বাভাবাৎ]। অতঃ [এতৈঃ কাণাদাদিমতৈঃ ব্রহ্মকারণতাবাদিবেদার্থসমন্বয়স্য] ন বাধঃ।

অনুবাদ

সংশয়—[সাংখ্য ও যোগস্মৃতির দ্বারা এবং তদীয় তর্কের দ্বারা বাধিত না হয়, না হউক্; কিন্তু কণাদ ও বুদ্ধ প্রভৃতি কথিত স্মৃতিসকলের দ্বারা এবং তদীয় তর্কের দ্বারা সমন্বয় বাধিত হইবে। মহর্ষি কণাদ পরমাণুসকলের জগৎকারণতা বৈশেষিকস্মৃতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ অভাবকে জগতের হেতুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সেইহেতু সংশয় হয়—] পরমাণু প্রভৃতি মতবাদসকলের দ্বারা [ব্রহ্মকারণতাবোধক বেদার্থের যে সমন্বয়, তাহার] বাধ হয়, অথবা হয় না ?

পূর্ব্বপক্ষ—যেহেতু [বৃহৎ] বস্ত্র অল্পপরিসরবিশিষ্ট তন্তুসকলের দ্বারা আরব্ধ হয়, ইহা দেখা গিয়াছে, [সেইহেতু "দ্ব্যণুক প্রভৃতি নিজ হইতে ন্যূনপরিমাণবিশিষ্ট কোন কিছুর দ্বারা আরব্ধ, যেহেতু তাহা কার্য্য দ্রব্য, যেমন তন্তুসকলের দ্বারা আরব্ধ বস্ত্র", কণাদমতাবলম্বিগণ এইপ্রকার বলেন। এইরূপেই বৌদ্ধগণও অভাবকারণবাদে অনুকূল অনুমানের কথা বলেন, যথা—"ভাবরূপ জগৎ অভাবপূর্ব্বক হইয়া থাকে (—অভাব হইতে উৎপন্ন), যেহেতু তাহা ভাবাত্মক, যেমন সুষুপ্তিপূর্ব্বক (—অভাবাত্মক সুষুপ্তি হইতে) স্বপ্নপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়," ইত্যাদি]। সেইহেতু [এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শনকারী প্রবল কণাদ প্রভৃতির] মতবাদ-সকলের দ্বারা [বেদার্থসমন্বয়] বাধিত হয়।

সিদ্ধান্ত—[বৈদিকশিরোমণি পুরাণকারগণকর্ত্তৃক যখন সেই সেই স্থলে প্রসঙ্গতঃ উদাহৃত প্রকৃতিপুরুষপ্রতিপাদিকা সাংখ্য ও যোগ স্মৃতি জগৎকারণবিষয়ে দৌর্ব্বল্যবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে, তখন যাবতীয় শিষ্টগণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত কণাদ প্রভৃতির মতবাদসকলের দৌর্ব্বল্যবিষয়ে আর কি বলিবার আছে ? ব্রহ্ম ও পদ্ম প্রভৃতি পুরাণসকলে কোনস্থলেই প্রসঙ্গবশতঃও দ্ব্যণুকাদির প্রক্রিয়া উদাহৃত হয় নাই। প্রত্যুত "হেতুপ্রদর্শনকারী (—শুষ্কতর্ক-প্রদর্শনকারী) বকবৃত্তি অবলম্বী (—বকধার্ম্মিক) ব্যক্তিগণকে বাক্যমাত্রের দ্বারাও অর্চ্চনা করিবে না (—মৌখিক সম্মানও প্রদর্শন করিবে না"), এইপ্রকার বহু নিন্দা উপলব্ধ হয়। এইহেতু যখন] শিষ্টগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইলেও সাংখ্য ও যোগস্মৃতি [জগৎকারণবিষয়ে দৌর্ব্বল্যবশতঃ] ত্যক্ত হইয়াছে ; [তখন কণাদ ও বুদ্ধ প্রভৃতির] শিষ্টগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মতবাদ পরিত্যক্ত হইবে, এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ? [আর যে অল্পপরিসর বস্তুর দ্বারা বৃহৎ কার্য্যোৎপত্তির নিয়ম কথিত হইয়াছে, এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—] বিবর্ত্তবাদে ন্যূনতার নিয়ম নাই (—ক্ষুদ্র বস্তু হইতে বৃহৎ বস্তুর উৎপত্তি হয়, এইপ্রকার নিয়ম নাই, যেহেতু দূরবর্ত্তী পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত বৃহৎ বৃক্ষসকলের দ্বারা অতি ক্ষুদ্র দূর্ব্বাগ্রের ভ্রম উৎপন্ন হয়। আর যে অভাব হইতে উৎপত্তিবিষয়ক অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই স্থলেও দৃষ্টান্ত

সাধ্যের ব্যাভিচারী (—সুষুপ্তিরূপ দৃষ্টান্তে 'অভাব হইতে ভাবোৎপত্তিরূপ' সাধ্যটী নাই), কারণ সুষুপ্তি অবস্থাতেও সৎস্বরূপ আত্মাকে অঙ্গীকার করিতে হওয়ায় স্বপ্ন (—স্বাপ্নসৃষ্টি) অভাব পদার্থ হইতে হয় না]। অতএব [এই কাণাদাদি মতবাদসকলের দ্বারা ব্রহ্মকারণতা-বাদী বেদার্থসমন্বয়ের] বাধ হয় না।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, উপনিষদ্‌বাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—তাহা সিদ্ধ হয়।

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥২।১।১২॥

সূত্রার্থ—["ব্রহ্ম ন জগদুপাদানং বিভুত্বাৎ, ব্যোমবৎ" ইত্যাদিতার্কিকাভিমতন্যায়েন ব্রহ্মকারণত্ববোধকঃ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে, ন বা, ইতি সন্দেহে ; বিরুধ্যতে ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **এতেন**—মন্বাদিভিঃ শিষ্টৈঃ কেনচিৎ সৎকার্য্যবাদাদ্যংশেন পরিগৃহীতপ্রধান-কারণবাদনিরাকরণপ্রকারেণ, **শিষ্টাপরিগ্রহাঃ**—শিষ্টৈঃ কেনচিদপি অংশেন অপরি-গৃহীতাঃ অণ্বাদিকারণবাদাঃ, **ব্যাখ্যাতাঃ**—নিরস্তাঃ দ্রষ্টব্যাঃ। [অতঃ তার্কিকন্যায়স্য বেদবাধিতত্বাৎ ন তেন বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নহেন, যেহেতু তিনি বিভু (—পরমমহৎ-পরিমাণযুক্ত), যেমন আকাশ," ইত্যাদি তার্কিকগণের অভিমত যুক্তির দ্বারা ব্রহ্মকারণতাবোধক সমন্বয়ের বিরোধ হয়, অথবা হয় না—এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; বিরোধ হয়—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **এতেন**—মনু প্রভৃতি শিষ্টগণকর্ত্তৃক সৎকার্য্যবাদ প্রভৃতি কোন কোন অংশে পরিগৃহীত যে প্রধানকারণবাদ, তাহার নিরাকরণের প্রক্রিয়াদ্বারাই, **শিষ্টা-পরিগ্রহাঃ**—শিষ্টগণকর্ত্তৃক যাহা কোন অংশেই পরিগৃহীত হয় নাই, সেই পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতি, **ব্যাখ্যাতাঃ**—নিরস্ত হইল, বুঝিতে হইবে। [অতএব তার্কিকগণের ন্যায় (—অনুমান) বেদকর্ত্তৃক বাধিত হয় বলিয়া তাহার দ্বারা [ব্রহ্মকারণতাবোধক] সমন্বয়ের বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বৈদিকস্য দর্শনস্য প্রত্যাসন্নত্বাৎ গুরুতরতর্কবলোপেতত্বাৎ বেদানুসারিভিশ্চ কৈশ্চিৎ শিষ্টৈঃ কেনচিৎ অংশেন পরিগৃহীতত্বাৎ প্রধানকারণবাদং তাবৎ ব্যপাশ্রিত্য যঃ তর্কনিমিত্তঃ আক্ষেপঃ বেদান্তবাক্যেষু উদ্ভাবিতঃ, সঃ পরিহৃতঃ।১ ইদানীম্ অণ্বাদিবাদব্যপাশ্রয়েণাপি কৈশ্চিৎ মন্দমতিভিঃ বেদান্তবাক্যেষু

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রধানকারণবাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত যুক্তিসকলের পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতিতে অতিদেশ।]

বৈদিকদর্শনের নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, গুরুতর তর্কশক্তিযুক্ত হওয়ায় এবং বেদানুসরণ-কারী [দেবল প্রভৃতি] কোন কোন শিষ্টগণকর্ত্তৃক কোন কোন অংশে পরিগৃহীত হওয়ায় প্রধানকারণবাদকে অবলম্বন করিয়া তর্করূপ (—অনুমানপ্রমাণরূপ) নিমিত্ত-বশতঃ উপনিষদ্বাক্যসকলে যে আক্ষেপ উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা [পূর্ব্বাধি-করণে] পরিহৃত হইয়াছে।১ এক্ষণে পরমাণু প্রভৃতি বাদ (—পরমাণু প্রভৃতি জগৎ-

শাঙ্করভাষ্যম্

পুনঃ তর্কনিমিত্তঃ আক্ষেপঃ আশঙ্ক্যতে ইতি অতঃ প্রধানমল্ল-নিবর্হণন্যায়েন অতিদিশতি।২ পরিগৃহ্যন্তে ইতি পরিগ্রহাঃ, ন

ভাষ্যানুবাদ

কারণ, এই মতবাদ) অবলম্বনেও কোন কোন মন্দবুদ্ধিব্যক্তিগণকর্তৃক বেদান্তবাক্যসকলে পুনরায় অনুমানরূপ (১) নিমিত্তবশতঃ আক্ষেপ আশঙ্কা করা হয়, এইহেতু প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায় অবলম্বনে [পূর্ব্বাধিকরণে সাংখ্যমতের বিরুদ্ধে প্রদত্ত যুক্তিসকলকে ভগবান্ সূত্রকার] অতিদেশ (২) করিতেছেন।২ ["শিষ্টা-

ভাবদীপিকা

(১) পরমাণুকারণবাদী প্রভৃতি ব্রহ্মকারণতাবাদের বিরুদ্ধে এইপ্রকার অনুমানসকল প্রদর্শন করেন - **১।** "ব্রহ্ম ন জগদুপাদানং ব্যাপিত্বাৎ দিগাদিবৎ"। এতদ্দ্বারা ইহা বলা হইতেছে—যাহা কারণ, তাহা কার্য্য হইতে ন্যূনপরিমাণবিশিষ্ট, ইহাই নিয়ম ; যথা মৃৎপরমাণু মৃত্তিকার কারণ, সূত্র বস্ত্রের কারণ, ইত্যাদি। ব্যাপী, অর্থাৎ বিভু বস্তু নিরবয়ব, সেইহেতু তাহার পরমাণু নাই, যেমন নিরবয়ব আকাশের ও দিক্ প্রভৃতির পরমাণু নাই; সেইহেতু তাহারা কোন বস্তুর উপাদান হইতে পারে না। ব্রহ্ম বিভু ও নিরাকার ; সুতরাং তাঁহারও পরমাণু নাই ; সেইহেতু তিনি জগদ্রূপ বস্তুর উপাদান হইতে পারেন না, ইহাই ভাব। [বেদান্তমতে—'আকাশ' সাবয়ব পদার্থ, যেহেতু "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১।১) ইত্যাদি শ্রুতিবলে আকাশের উৎপত্তি অবগত হওয়া যায়। যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা সাদি, সুতরাং সাবয়ব ("সাদিদ্রব্যত্বেন সাবয়বত্বাৎ"—বেদান্তপরিভাষা, প্রত্যক্ষঃ)। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—"দিক্ ও আকাশ অভিন্ন পদার্থ" (২।২।২৪ সূঃ)। প্রস্তাবিতস্থলে বৈশেষিকাদিমতাবলম্বীর অভিমত স্বীকার করিয়া লইয়াই তাঁহাদের প্রদর্শিত অনুমানে দোষ প্রদর্শিত হইবে]। **২।** ঈশ্বরো ন কার্য্যদ্রব্যোপাদানং, কার্য্যদ্রব্যে সমানজাতীয়বিশেষগুণানারম্ভকত্বাৎ, দিগাদিবৎ। অর্থ স্পষ্ট। ভাব এই—যাহা কার্য্য দ্রব্যের উপাদান, তাহা কার্য্যে সমানজাতীয় বিশেষ-গুণকে উৎপাদন করে, যথা বস্ত্রের উপাদান শ্বেতাদিবর্ণবিশিষ্ট তন্তু বস্ত্রে সমানজাতীয় শ্বেতাদি বর্ণকে উৎপাদন করে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট। জাগতিক কার্য্যদ্রব্যসকল যদি ঈশ্বররূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সমানজাতীয় গুণ সেই-সকলে পরিদৃষ্ট হইত। তাহা কিন্তু হয় না। অতএব ঈশ্বর জগদ্রূপ কার্য্যের উপাদান নহেন, ইহাই সিদ্ধ হয়। **৩।** 'কার্য্যদ্রব্যং নেশ্বরোপাদানকং, গুণত্বানধিকরণত্বাৎ ; ঈশ্বরবৎ"—'কার্য্যদ্রব্য ঈশ্বররূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন নহে, যেহেতু তিনি গুণত্বের অধিকরণ নহেন ; যেমন ঈশ্বর'। গুণত্বের অধিকরণ হয় গুণ, ঈশ্বর নহেন এবং ঈশ্বর নিজেই নিজের উপাদান নহেন। সেইহেতু দৃষ্টান্ত ঈশ্বররূপ অধিকরণে হেতু 'গুণত্বানধিকরণতা' এবং সাধ্য 'ঈশ্বরোপা-দানকত্বাভাবের' "যত্র গুণত্বানধিকরণত্ব, তত্র ঈশ্বরোপাদানকত্বাভাব"—এইরূপে ব্যাপ্তিগ্রহ নির্ভুলভাবে হওয়ায় অনুমানটী নির্দ্দোষ, ইহাই বৈশেষিকাদির অভিপ্রায়।

(২) প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায় ও অতিদেশ যথাক্রমে ১।৪।৮ অধিঃ ৩ এবং ৪ সংখ্যক ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরিগ্রহাঃ অপরিগ্রহাঃ, শিষ্টানাম্ অপরিগ্রহাঃ শিষ্টাপরিগ্রহাঃ।৩ এতেন প্রকৃতেন প্রধানকারণবাদনিরাকরণকারণেন শিষ্টৈঃ মনুব্যাসপ্রভৃতিভিঃ কেনচিৎ অংশেন অপরিগৃহীতাঃ যে অণ্বাদিকারণবাদাঃ, তে অপি প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতাঃ নিরাকৃতাঃ দ্রষ্টব্যাঃ।৪ তুল্যত্বাৎ নিরাকরণকারণস্য ন অত্র পুনঃ আশঙ্কিতব্যং কিঞ্চিৎ অস্তি।৫ তুল্যম্ অত্রাপি পরমগম্ভীরস্য জগৎকারণস্য তর্কানবগাহ্যত্বং, তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্, অন্যথা অনুমানে অপি অবিমোক্ষঃ আগমবিরোধশ্চ ইতি এবংজাতীয়কং নিরাকরণকারণম্।৬ ॥২।১।১২॥ ইতি চতুর্থং শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

পরিগ্রহা" ইত্যাদি সূত্রাক্ষরসকলের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যাহারা পরিগৃহীত হয়, তাহারা পরিগ্রহ; যাহারা পরিগ্রহ নহে (—পরিগৃহীত হয় নাই), তাহারা অপরিগ্রহ; শিষ্টগণের (—যাঁহারা বেদের অনুশাসন প্রতিপালন করেন, তাঁহাদের) যাহারা অপরিগ্রহ (—শিষ্টগণকর্তৃক যাহারা পরিগৃহীত হয় নাই), তাহারা শিষ্টাপরিগ্রহ।৩ 'এতেন' (—ইহার দ্বারা) অর্থাৎ প্রস্তাবিত প্রধানকারণবাদ নিরাকরণের কারণদ্বারা (—যে সকল যুক্তি ও অনুমানাদির বলে প্রধানকারণবাদ নিরাকৃত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা) মনু ও ব্যাস প্রভৃতি শিষ্টগণকর্তৃক কোনও অংশে পরিগৃহীত হয় নাই যে পরমাণু প্রভৃতি কারণবাদসকল, তাহারাও প্রতিষিদ্ধরূপে ব্যাখ্যাত, অর্থাৎ নিরাকৃত হইল বুঝিতে হইবে।৪ [আচ্ছা, সেই নিরাকরণের কারণসকল কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] নিরাকরণের হেতু সমান হওয়ায় এখানে পুনরায় আশঙ্কা করিবার যোগ্য কিছু নাই।৫ [শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যের জন্য সেই কারণসকল উল্লেখ করিতেছেন—] পরমগম্ভীর (—অতিশয় দুর্বোধ্য) জগৎকারণের অনুমানের বিষয় না হওয়া (২।১।৬ সূঃ ১-১৪ বাক্য), তর্কের অপ্রতিষ্ঠা (২।১।১১ সূঃ ২ বাক্য), অন্যপ্রকারে অনুমান করিলেও [অপ্রতিষ্ঠাদোষ হইতে (২।১।১১ সূঃ ১৩-১৬ বাক্য), অথবা সংসারবন্ধন হইতে (ঐ ১৭-৩০ বাক্য] মোক্ষ না হওয়া এবং বেদের বিরোধ (২।১।৬ সূঃ ১৫-১৬ বাক্য), ইত্যাদি এই-জাতীয় নিরাকরণের হেতু (৩) এখানেও সমানভাবেই আছে।৬ ॥২।১।১২॥

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৩) ১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে পরমাণুকারণবাদী প্রভৃতি যে সকল অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, সিদ্ধান্তী সেইসকলে এইপ্রকার দোষ প্রদর্শন করেন—১। "ব্রহ্ম ন জগদুপাদানং, বিভুত্বাৎ," এই অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধি ও 'ধর্মিগ্রাহকমানবাধ'রূপ দুইটী দোষ হয়। তাহা এই-প্রকার—সিদ্ধান্ত বিবর্তবাদে নির্গুণ ব্রহ্মই জগৎকারণ (—জগতের অধ্যাসাধিষ্ঠান)। 'বিভু'

৫। ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণম্। [১৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ভোক্তৃ ও ভোগ্যরূপে বিভিন্নতা প্রতীয়মান হইলেও পরিণামবাদাবলম্বনে পরব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদন।

অধিকরণসঙ্গতি—বিলক্ষণত্বাধিকরণে (২।১।৩ অধিঃ) জগৎকারণ ব্রহ্মে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে, কারণ ব্রহ্ম হইতে জগতের ভেদ

ভাবদীপিকা

শব্দের অর্থ—পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট, অথবা সর্ব্বমূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সংযোগবিশিষ্ট। এতাদৃশ যে বিভুত্বগুণ, তাহা নির্গুণ ব্রহ্মরূপ পক্ষে না থাকায় উক্ত অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধিদোষ হয়। আর একমাত্র শ্রুতি হইতেই ব্রহ্ম বিষয়ে অবগত হওয়া যায় বলিয়া শ্রুতিই সেই বিষয়ে প্রমাণ। সেই শ্রুতি ব্রহ্মকেই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান বলেন। পরমাণুকারণবাদী প্রভৃতির উক্ত অনুমান-দ্বারা সেই শ্রুতিই বাধিত হইয়া পড়ে বলিয়া 'ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধরূপ (—পক্ষগ্রাহকমানবাধরূপ, অর্থাৎ পক্ষ যে ব্রহ্মবস্তু, তাহার গ্রাহক (—বোধোৎপাদক) যে মান, অর্থাৎ প্রমাণ (—শ্রুতি), তাহার বাধরূপ) দোষ হইয়া পড়ে। শ্রুতি (—আগমপ্রমাণ) সকল প্রমাণাপেক্ষা বলবান্, দুর্ব্বল অনুমান প্রমাণের দ্বারা তাহার বাধ সঙ্গত নহে, ইহাই ভাব। **২।** দ্বিতীয় অনুমানে (২।৭২ পৃঃ) "কার্য্যদ্রব্যে সমানজাতীয়বিশেষগুণানারম্ভকত্বাৎ" এই যে হেতুটী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা "কৃষ্ণবর্ণ গোময় ও লোহিত বৃশ্চিকশরীরান্তর্ভাবে সাধারণসব্যভিচার দোষগ্রস্ত হইয়া পড়ে, কারণ কৃষ্ণবর্ণ গোময় লোহিত বৃশ্চিক শরীরের উপাদান হইলেও, তাহাতে সমানজাতীয় কৃষ্ণবর্ণকে উৎপাদন করিতে পারে না। প্রস্তাবিত অনুমানে সাধ্য হইতেছে—'কার্য্যদ্রব্যো-পাদানত্বাভাব। সাধ্যাভাব হইতেছে—কার্য্যদ্রব্যোপাদানত্ব। গোময় বৃশ্চিকশরীরের উপাদান; সুতরাং কার্য্যদ্রব্যোপাদানত্বরূপ সাধ্যাভাব সেখানে আছে। অথচ 'সমানজাতীয় বিশেষগুণানারম্ভকত্ব' হেতুটী তাহাতে চলিয়া যাইতেছে। ফলে হেতুর 'সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব'-রূপ সাধারণসব্যভিচার হইয়া পড়িল। [২।১।২ অধিকরণে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বিচার করা হইবে]। **৩।** উক্ত অনুমানটী ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাসদুষ্ট। 'অনুপাদানত্ব' উক্ত অনুমানে 'উপাধি'। যত্র ঈশ্বরোপাদানকত্বাভাব, তত্র অনুপাদানত্ব' যথা—'ঘট', এইরূপে অনুপাদানত্ব হয় সাধ্যের ব্যাপক। ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, ঈশ্বর নহেন এবং ঘট কাহারও উপাদানও নহে, সুতরাং ঘটান্তর্ভাবে 'অনুপাদানত্ব' হইল 'সাধ্যব্যাপক'। আবার 'যত্র গুণত্বানধিকরণত্ব, তত্র অনুপাদানত্ব নাই, যথা মৃত্তিকা; এইরূপে 'অনুপাদানত্ব' হইল হেতুর অব্যাপক। গুণত্বের অধিকরণ গুণ, মৃত্তিকা নহে এবং 'অনুপাদানত্ব' মৃত্তিকাতে নাই, কারণ তাহা ঘটের উপাদান। সুতরাং মৃত্তিকান্তর্ভাবে অনুপাদানত্ব হইল 'সাধনাব্যাপক'। ফলে গুণত্বানধিকরণত্ব হেতুটী সোপাধিক হইয়া পড়ায় ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাসদুষ্ট বৈশেষিকের উক্ত অনুমানটী সাধ্যসিদ্ধি করিতে পারে না। ফলে ঈশ্বরের জগদুপাদানতা সিদ্ধ হয়, ইহাই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়। এই প্রকার বহু অনুমান ও তাহার দুষ্টতাপ্রদর্শন টীকাগ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ সমাপ্ত।

প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ। প্রত্যক্ষপ্রমাণকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত বলিতে হইবে, অন্যথা সকলপ্রকার ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। এইরূপে বিলক্ষণত্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য অধ্যায় ও পাদসঙ্গতি—জগৎকারণ ব্রহ্মে উপনিষদ্বাক্যসকলের সমন্বয়-বিষয়ে প্রত্যক্ষপ্রমাণমূলক যুক্তির দ্বারা যে বিরোধ প্রতিভাত হয়, তাহার পরিহার করা হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্য অধ্যায় ও মুখ্য পাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অদ্বৈতং বাধ্যতে নো বা ভোক্তৃভোগ্যবিভেদতঃ।
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধো ভেদোঽসাবন্যবাধকঃ॥
তরঙ্গফেনভেদেঽপি সমুদ্রেঽভেদ ইষ্যতে।
ভোক্তৃভোগ্যবিভেদেঽপি ব্রহ্মাদ্বৈতং তথাঽস্তু তৎ॥

অন্বয়—অদ্বৈতং ভোক্তৃভোগ্যবিভেদতঃ বাধ্যতে, নো বা? প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধঃ অসৌ ভেদঃ অন্যবাধকঃ। তরঙ্গফেনভেদে অপি [যথা] সমুদ্রে অভেদঃ ইষ্যতে, তথা ভোক্তৃভোগ্যবিভেদে অপি তৎ ব্রহ্ম অদ্বৈতম্ অস্তু।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অদ্বিতীয়াৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবন্ বেদান্তসমন্বয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। দ্বৈতগ্রাহি-প্রত্যক্ষাদিনা অত্র সংশয়ঃ ভবতি—বেদান্তবাক্যসমন্বয়েন অবগম্যমানম্] অদ্বৈতং [প্রত্যক্ষাদি-সিদ্ধ-] ভোক্তৃভোগ্যবিভেদতঃ বাধ্যতে, নো বা?

পূর্ব্বপক্ষ—প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধঃ অসৌ [ভোক্তৃভোগ্যাত্মকঃ] ভেদঃ অন্যবাধকঃ।

সিদ্ধান্ত—[ভেদাভেদবিরোধব্যবহারস্য আকারভেদেন অপি গৃহীতত্বাৎ একস্মিন্ অপি সাবকাশঃ ভবতি। তথাচ—] তরঙ্গফেনভেদে অপি [যথা] সমুদ্রে [তয়োঃ] অভেদঃ ইষ্যতে, তথা ভোক্তৃভোগ্যবিভেদে অপি [ব্রহ্মাকারেণ অদ্বৈতং ভোক্তৃভোগ্যাকারেণ চ দ্বৈতম্ ইতি আকারভেদাৎ ব্যবস্থাসিদ্ধৌ] তৎ ব্রহ্ম অদ্বৈতং অস্তু।

অনুবাদ

সংশয়—[অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তিকথনকারী বেদান্তসমন্বয় এখানে বিষয়। দ্বৈতগ্রাহী প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবলে এখানে সংশয় হয়—উপনিষদ্বাক্যসকলের দ্বারা যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে, সেই] অদ্বৈত (—জীব ও জগতের ব্রহ্ম হইতে অভিন্নতা, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ] ভোক্তা এবং ভোগ্যরূপ বিভিন্নতাবশতঃ বাধিত হয়, অথবা হয় না?

পূর্ব্বপক্ষ—প্রত্যক্ষাদি প্রমাজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ ঐ [ভোক্তা এবং ভোগ্যাত্মক] বিভিন্নতা অন্যের (—বেদান্তবাক্যসমন্বয়ের দ্বারা প্রাপ্ত অদ্বৈত তত্ত্বের) বাধক।

সিদ্ধান্ত—[ভিন্নতা ও অভিন্নতারূপ যে বিরুদ্ধ ব্যবহার, তাহা আকারভেদেও গৃহীত (—জ্ঞানের বিষয়) হয় বলিয়া একই বস্তুতেও সাবকাশ হইয়া থাকে। যেমন দেখ—] তরঙ্গ ও ফেনা বিভিন্ন হইলেও যেমন সমুদ্রে (—সমুদ্ররূপে) তাহাদের অভিন্নতা স্বীকৃত হয়, এইরূপে ভোক্তা এবং ভোগ্যাত্মক বিভিন্নতা থাকিলেও [ব্রহ্মরূপে অদ্বৈত এবং ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে দ্বৈত, এইপ্রকারে আকারভেদে ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় বলিয়া] সেই ব্রহ্ম দ্বৈতবিবর্জ্জিত।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, অদ্বৈতবাদের অযৌক্তিকতা, সুতরাং সমন্বয় অসিদ্ধ। **সিদ্ধান্তে**—তাহা যুক্তিসিদ্ধ, সুতরাং সমন্বয় সিদ্ধ হয়।

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥২।১।১৩॥

পদচ্ছেদ—ভোক্ত্রাপত্তেঃ, অবিভাগঃ, চেৎ, স্যাৎ, লোকবৎ।

সূত্রার্থ—[অদ্বিতীয়াৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবন্ সমন্বয়ঃ প্রত্যক্ষেণ বিরুধ্যতে, ন বা ইতি সন্দেহে ; অদ্বিতীয়ব্রহ্মণঃ জগদুপাদানত্বে ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চস্য সর্ব্বস্য ব্রহ্মানন্যত্বেন] **ভোক্ত্রাপত্তেঃ**—ভোগ্যশব্দস্পর্শাদেঃ ভোক্ত্রাত্মকত্বাপত্তেঃ, [ভোক্তুশ্চ ভোগ্যাত্মকত্বাপত্তেঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধস্য জগদ্বিভাগস্য] **অবিভাগঃ**—পরস্পরবিভাগঃ ন স্যাৎ, [অতঃ প্রত্যক্ষেণ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে ইতি] **চেৎ**—পূর্ব্বপক্ষী যদি এবং ব্রুয়াৎ। [তত্র সিদ্ধান্তী ব্রূতে—] **স্যাৎ**—একব্রহ্মোপাদানকত্বে অপি ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চস্য পরস্পরং বিভাগঃ স্যাৎ, **লোকবৎ**—যথা লোকে মৃদাত্মনা অভিন্নানাং ঘটশরাবাদীনাং পরস্পরং ভেদঃ অস্তি, তদ্বৎ। [অতঃ ব্রহ্মাত্মকতয়া অভিন্নত্বেঽপি ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ কল্পিতভেদসত্ত্বাৎ ন প্রত্যক্ষবিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তির কথা বলে যে বেদান্তসমন্বয়, তাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা বিরোধগ্রস্ত হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইলে ভোক্তৃ ও ভোগ্যাত্মক সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায়] **ভোক্ত্রাপত্তেঃ**—ভোগ্য যে শব্দস্পর্শাদি, তাহারা ভোক্তৃস্বরূপ হইয়া পড়ে বলিয়া [এবং ভোক্তাও ভোগ্যস্বরূপ হইয়া পড়ে বলিয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে জগতের বিভাগ, তাহার] **অবিভাগঃ**—পরস্পর বিভাগ থাকিবে না, এইরূপ হইয়া পড়িবে, [এইহেতু প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা বেদান্তসমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হয়, ইত্যাদি] **চেৎ**—পূর্ব্বপক্ষী যদি এইপ্রকার বলেন। [তাহাতে সিদ্ধান্তী বলেন—] **স্যাৎ**—এক ব্রহ্মই উপাদান কারণ হইলেও ভোক্তৃভোগ্যাত্মক জগৎপ্রপঞ্চের পরস্পর বিভাগ হইয়া থাকে, **লোকবৎ**—যেমন লোকমধ্যে মৃত্তিকারূপে অভিন্ন ঘট ও শরাবাদির পরস্পরের মধ্যে ভেদ আছে, তদ্রূপ। [অতএব ব্রহ্মাত্মকরূপে অভিন্ন হইলেও ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে কল্পিত ভেদ থাকায় প্রত্যক্ষপ্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্যথা পুনঃ ব্রহ্মকারণবাদঃ তর্কবলেন এব আক্ষিপ্যতে ।১ যদ্যপি শ্রুতিঃ প্রমাণং স্ববিষয়ে ভবতি, তথাপি প্রমাণান্তরেণ বিষয়াপহারে অন্যপরা ভবিতুম্ অর্হতি, যথা মন্ত্রার্থবাদৌ ।২ তর্কঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি। পূঃ—প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ এই ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ আগমপ্রমাণকর্তৃক বাধিত হওয়া উচিত নহে বলিয়া ব্রহ্মকারণবাদ সঙ্গত নহে।]

ব্রহ্মকারণবাদের উপর পুনরায় তর্কের বলেই অন্যপ্রকারে আক্ষেপ করা হইতেছে ।১ [কিন্তু শ্রুতিমাত্রগম্য বিষয়ে তর্কবলে আক্ষেপ হইতে পারে না, ইহা বলা হইয়াছে (২।১।১১ সূঃ ১ বাক্য), পুনরায় তর্কাবলম্বনে, আক্ষেপ করা হইতেছে কেন ? তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] যদিও শ্রুতি [স্ববিষয়ে প্রমাণ, তাহা হইলেও অন্য প্রমাণের দ্বারা [তাহার] বিষয়ের অপহার (—বাধ) হইলে, তাহা অপন্যর হওয়া উচিত (—তাহার গৌণার্থ কল্পনা করা উচিত), যেমন মন্ত্র ও অর্থবাদ]

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি স্ববিষয়াৎ অন্যত্র অপ্রতিষ্ঠিতঃ স্যাৎ, যথা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ।৩ কিম্ অতঃ যদি এবম্?৪ অতঃ ইদম্ অযুক্তং যৎ প্রমাণান্তর-প্রসিদ্ধার্থবাধনং শ্রুতেঃ।৫ কথং পুনঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধঃ অর্থঃ শ্রুত্যা বাধ্যতে ইতি?৬ অত্র উচ্যতে—প্রসিদ্ধঃ হি অয়ং

ভাষ্যানুবাদ

অন্যপর হইয়া থাকে (১) [কিন্তু আগমগম্য বিষয়ে তর্ক তো অপ্রতিষ্ঠিত (২।১।১১সূঃ ২ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] তর্কও ['ধূম হেতুবলে বহ্নিজ্ঞান,' ইত্যাদি] নিজের বিষয় হইতে অন্য স্থলে অপ্রতিষ্ঠিত হইবে, [সকল স্থলে নহে]; যেমন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম স্থলে তাহা অপ্রতিষ্ঠিত।৩ [শঙ্কা—] যদি এইপ্রকার হয় (—তর্ক যদি কোন স্থলে প্রতিষ্ঠিতই হয়), তাহা হইলে [প্রস্তাবিত শ্রুতিসমন্বয়ে] কি হইবে?৪ [তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] সেইহেতু (—তর্ক কোন কোন স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া) ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে যে [প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি] অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রসিদ্ধ বিষয় শ্রুতিকর্তৃক বাধিত হইবে।৫ [সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] আচ্ছা, অন্য প্রমাণদ্বারা প্রসিদ্ধ বিষয় শ্রুতিকর্ত্তৃক কি প্রকারে বাধিত হইতেছে?৬ [তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে—

ভাবদীপিকা

(১) মন্ত্র ও অর্থবাদের গৌণার্থ। তন্মধ্যে **মন্ত্রের গৌণার্থ** এইপ্রকার—"প্রয়োগসমবেতার্থস্মারকাঃ মন্ত্রাঃ"—'অনুষ্ঠানোপযোগী বস্তুনিচয়ের যাহারা স্মারক, তাহাদিগকে বলে মন্ত্র'। মন্ত্রোচ্চারণকরতঃ তত্তৎ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসকল সম্পাদিত হইলে তাহাদের অদৃষ্টোৎপাদনের অনুকূল সংস্কারও সম্পাদিত হইয়া থাকে। মন্ত্রসকলের মুখ্যার্থই গ্রহণীয়, ইহা পূঃ মীমাংসাদর্শনের ৩।২।১ অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অনন্তর উক্ত দর্শনেই ৩।২।২ অধিকরণে উক্ত সামান্য নিয়মের অপবাদ (—ব্যতিক্রম) প্রদর্শনদ্বারা স্থলবিশেষে মন্ত্রসকলের গৌণার্থও গ্রহণীয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা এই—"কদাচন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে," ইত্যাদি ইহা একটী মন্ত্র। ইহার অর্থ—"হে ইন্দ্র, কদাচন—কদাপি, স্তরীরসি—ঘাতক হইও না, কিন্তু দাশুষে—আহুতিপ্রদানকারী যজমানের প্রতি, সশ্চসি—প্রীত হও", ইত্যাদি। ইন্দ্রশব্দের মুখ্যার্থ ইন্দ্রদেবতা হওয়ায় এই মন্ত্রটীর ইন্দ্রোপস্থানে (—ইন্দ্রদেবতার স্তুতিতে) বিনিয়োগ প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু "ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যম্ উপতিষ্ঠতে"—'ঐন্দ্রী ঋকের দ্বারা গার্হপত্যাগ্নির স্তুতি করিবে,' এই ব্রাহ্মণবাক্যের দ্বারা উক্ত মন্ত্রটী গার্হপত্য অগ্নির স্তুতিতে প্রযুক্ত হইয়াছে। এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—পূঃ মীঃ ৩।২।১ অধিকরণন্যায়ানুসারে মন্ত্রের মুখ্যার্থই গ্রহণীয় হওয়ায় উক্ত মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রদেবতার স্তুতিই করা উচিত, যেহেতু 'ন ইন্দ্র' ইত্যাদি ইন্দ্রদেবতার প্রকাশক লিঙ্গপ্রমাণ আছে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—"ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যম্" ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যবলে মন্ত্রটীর গার্হপত্যাগ্নির উপস্থানে (—স্তুতিতে) বিনিয়োগ হইবে, কারণ ব্রাহ্মণবাক্যসকল বিধায়ক হওয়ায় হয় অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপক। সেইহেতু তাহাতে লক্ষণা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে মন্ত্রসকল অনুষ্ঠেয় বিষয়ের স্মারক হওয়ায় হয় ব্রাহ্মণেরই

শাঙ্করভাষ্যম্

ভোক্তৃভোগ্যবিভাগঃ লোকে, ভোক্তা চেতনঃ শারীর, ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ ইতি ৭ যথা ভোক্তা দেবদত্তঃ, ভোজ্যঃ ওদনঃ ইতি ৮ তস্য চ বিভাগস্য অভাবঃ প্রসজ্যেত যদি ভোক্তা ভোগ্যভাবম্ আপদ্যেত, ভোগ্যং বা ভোক্তৃভাবম্ আপদ্যেত ৯ তয়োশ্চ ইতরেতরভাবাপত্তিঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বাৎ প্রসজ্যেত ১০ ন চ অস্য প্রসিদ্ধস্য বিভাগস্য বাধনং যুক্তম্ ১১ যথা তু অদ্যত্বে ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ বিভাগঃ

ভাষ্যানুবাদ

লোকমধ্যে ভোক্তা ও ভোগ্যবিষয়ের এই বিভাগ প্রসিদ্ধই আছে, [যথা—] চেতন শারীর (জীব) হয় ভোক্তা এবং শব্দাদিবিষয়সকল হয় ভোগ্য ৭ যেমন দেবদত্ত হয় ভোক্তা এবং ওদন (—অন্ন) হয় ভোজ্য ৮ আর ভোক্তা যদি ভোগ্যভাব প্রাপ্ত হয়, অথবা ভোগ্য যদি ভোক্তৃভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে [ভোক্তৃ ও ভোগ্যরূপ] সেই বিভাগের অভাব হইয়া পড়িবে ৯ [কিন্তু ভোক্তা ও ভোগ্যের অভিন্নতার কথা তো আমরা বলি নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] পরমকারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায় তাহাদের ইতরেতরভাবাপত্তি (—ভোক্তা ও ভোগ্যের পরস্পরের অভিন্নতা, শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে (২)] হইয়া পড়িবে ১০

ভাবদীপিকা

অনুবাদক। যেহেতু মন্ত্রেরই গৌণার্থ (—লাক্ষণিকার্থ) কল্পন করা উচিত, ব্রাহ্মণের নহে; অতএব লক্ষণাবৃত্তির (—গৌণী বৃত্তির) দ্বারা উক্ত মন্ত্রে ইন্দ্র শব্দের অর্থ হইবে—'গার্হপত্য অগ্নি'। ইন্দ্র যেমন যজ্ঞের অঙ্গ, গার্হপত্যাগ্নিও তদ্রূপ যজ্ঞাঙ্গ (—যজ্ঞের সাধন) হওয়ায় তদ্গত সাদৃশ্যবশতঃ ইন্দ্রশব্দের গার্হপত্যাগ্নিরূপ গৌণার্থ গ্রহণ করিলে কোনপ্রকার অসঙ্গতি হইবে না, ইত্যাদি। **অর্থবাদের গৌণার্থ** এইপ্রকার—"আদিত্যঃ যূপঃ" (তৈঃ ব্রাঃ ২।১।৫।২) ইহা একটী অর্থবাদবাক্য। ইহার অর্থ—'আদিত্যই যূপকাষ্ঠ'। আদিত্য (—সূর্য্য) কিন্তু যূপকাষ্ঠ হইতে পারেন না, ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণবাধিত। সেইহেতু উক্ত অর্থবাদবাক্যটীর গৌণার্থ কল্পনা করিতে হয়, যথা—"আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট যূপকাষ্ঠ" ইত্যাদি। এইরূপে নির্ণীত হইতেছে—অন্য প্রমাণের সহিত বিরোধ হইলে শ্রুতিবাক্য হইলেও মন্ত্র ও অর্থবাদের যখন গৌণার্থ গৃহীত হয়, তখন ব্রহ্মের জগৎকারণতাবোধক শ্রুতিবাক্যেরও অন্য প্রমাণের সহিত বিরোধ হইলে গৌণার্থ গৃহীত হওয়া উচিত, ইহাই ভাব।

(২) যেমন দিবসে অভোক্তার স্থূলত্ব অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া তাহার রাত্রিভোজন অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে কল্পিত হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মের জগদুপাদানতা প্রতিপাদক "সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ" (তৈঃ ২।৬) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকল অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণবলে (১।১২ পৃঃ) ব্রহ্মের পরিণামভূত ভোক্তা ও ভোগ্য প্রপঞ্চকে অভিন্নরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে, অতএব ভোক্তা ও ভোগ্য যাঁহার পরিণাম, সেই ব্রহ্ম বিভিন্ন হইয়া পড়িবেন, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

দৃষ্টঃ, তথা অতীতানাগতয়োঃ অপি কল্পয়িতব্যঃ ।১২ তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্য অস্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্য অভাবপ্রসঙ্গাৎ অযুক্তম্ ইদং ব্রহ্মকারণতাবধারণম্ ইতি চেৎ কশ্চিৎ চোদয়েৎ, তং প্রতিব্রূয়াৎ—১৩ "স্যাল্লোকবৎ" ইতি ।১৪ উপপদ্যতে এব অয়ম্ অস্মৎপক্ষে অপি বিভাগঃ, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ ।১৫ তথাহি—সমুদ্রাৎ উদকাত্মনঃ অনন্যত্বে অপি তদ্বিকারাণাং ফেনবীচী-তরঙ্গবুদ্বুদাদীনাম্ ইতরেতরবিভাগঃ ইতরেতরসংশ্লেষাদি-লক্ষণশ্চ ব্যবহারঃ উপলভ্যতে ।১৬ ন চ সমুদ্রাৎ উদকাত্মনঃ

ভাষ্যানুবাদ

[যদি বলা হয়, তাহা হউক্। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু [ভোক্তৃ ও ভোগ্যরূপ] এই প্রসিদ্ধ (—প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ) বিভাগের বাধ যুক্তিসঙ্গত নহে। [অতএব প্রত্যক্ষপ্রমাণকে বাধিত ও নিরবকাশ না করিয়া ব্রহ্মকারণতাবোধক শ্রুতিবাক্যেরই গৌণার্থ কল্পনা করা উচিত।১১ যদি বলা হয়—এই কল্পে ভোক্তা ও ভোগ্যের ভেদ থাকিলেও, ভাবী অন্য কোন কল্পে তাহাদের অভেদ হইবে। এইপ্রকার ব্যবস্থা অঙ্গীকার করিলে প্রত্যক্ষপ্রমাণ ও আগমপ্রমাণ উভয়ের কোন বিরোধ হইবে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ইদানীন্তনকালে যেমন ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ পরিদৃষ্ট হইতেছে, অতীত ও ভবিষ্যৎকালেও সেইপ্রকার কল্পনা করিতে হইবে, [কারণ দৃষ্ট পদার্থানুযায়িভাবেই অদৃষ্টপদার্থ অনুমিত (৩) হয়]।১২ অতএব [প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণলব্ধ] ভোক্তা ও ভোগ্যের এই প্রসিদ্ধ বিভাগের অভাব হইয়া পড়ে বলিয়া ব্রহ্মকারণতার এই অবধারণ যুক্তিসঙ্গত নহে, এইপ্রকার আশঙ্কা যদি কেহ করেন, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে—১৩।

[টিঃ—পরিণামবাদাবলম্বনে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন। ভোক্তা ও ভোগ্য ব্রহ্মাভিন্ন হইলেও তাহাদের ঔপাধিক ভেদ থাকায় সাবকাশ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা ব্রহ্মকারণবাদী সমন্বয় বাধিত হয় না]

সিদ্ধান্তী—[পরিণামবাদসম্মত (২।১।৩ অধিঃ ২২ ভাবদীঃ) দৃষ্টান্ত অবলম্বনে আপাততঃ সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—] লোকমধ্যে যে প্রকার হয়, সেইপ্রকার হইবে।১৪ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আমাদের পক্ষেও এই [ভোক্তৃভোগ্যরূপ] বিভাগ অবশ্যই উপপন্ন হয়, যেহেতু লোকমধ্যে এইপ্রকার পরিদৃষ্ট হয়।১৫ যেমন দেখ, জলাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন হইলেও তাহার কার্য্য যে ফেনা, বীচী (—ক্ষুদ্র তরঙ্গ), তরঙ্গ এবং বুদ্বুদ প্রভৃতি, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিভাগ ও পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধরূপ ব্যবহার উপলব্ধ হয়।১৬ [কিন্তু তরঙ্গ প্রভৃতি যদি সমুদ্র হইতে অভিন্ন

ভাবদীপিকা

(৩) এখানে অনুমানের আকার এই—"ভোক্তা ও ভোগ্যের এই বিভাগ সর্ব্বকালেই অবাধিত, যেহেতু ইহা বিভাগ; যেমন ইদানীন্তন বিভাগ"। অথবা "কোন কালই ভোক্তৃ-ভোগ্যাদির অভাববিশিষ্ট কাল নহে, যেহেতু তাহা কাল; যেমন বর্ত্তমানকাল"।

শাঙ্করভাষ্যম্

অনন্যত্বে অপি তদ্বিকারাণাং ফেনতরঙ্গাদীনাম্ ইতরেতর ভাবাপত্তিঃ ভবতি ।১৭ নচ তেষাম্ ইতরেতরভাবানাপত্তৌ অপি সমুদ্রাত্মনঃ অন্যত্বং ভবতি ।১৮ এবম্ ইহাপি ন চ ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ ইতরেতর ভাবাপত্তিঃ, নচ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ অন্যত্বং ভবিষ্যতি ।১৯ যদ্যপি ভোক্তা ন ব্রহ্মণঃ বিকারঃ, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" (তৈঃ ২।৬) ইতি স্রষ্টুরেব অবিকৃতস্য কার্য্যানুপ্রবেশেন ভোক্তৃত্বশ্রবণাৎ; তথাপি কার্য্যম্ অনুপ্রবিষ্টস্য অস্তি উপাধিনিমিত্তঃ বিভাগঃ, আকাশস্য ইব ঘটাদ্যুপাধিনিমিত্তঃ ।২০ ইতি অতঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বে অপি উপপদ্যতে ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণঃ বিভাগঃ সমুদ্রতরঙ্গাদিন্যায়েন ইতি উক্তম্ ।২১॥২।১।১৩॥ ইতি পঞ্চমং ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

হয়, তাহাদের পরস্পরের বিভিন্নতা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? আর তাহারা যদি সমুদ্র হইতে ভিন্নই হয়, তাহা হইলে সমুদ্র হইতে তাহাদের অভিন্নতাই বা কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে "নহি দৃষ্টে অনুপপত্তিঃ"—'দৃষ্ট পদার্থে অসঙ্গতি নিশ্চয়ই নাই', এই ন্যায়াবলম্বনে বলিতেছেন—] আর জলাত্মক সমুদ্র হইতে অভিন্ন হইলেও ফেনা ও তরঙ্গ প্রভৃতি তাহার কার্য্যসকলের পরস্পরের স্বরূপপ্রাপ্তি হয় না (—বিভিন্নই থাকে)।১৭ আবার তাহাদের পরস্পরের স্বরূপপ্রাপ্তি না হইলেও (—বিভিন্ন থাকিলেও) সমুদ্রস্বরূপ হইতে [তাহারা] ভিন্ন হয় না।১৮ এইপ্রকারে এখানেও (—ব্রহ্মকারণবাদেও) ভোক্তা ও ভোগ্যের পরস্পরের স্বরূপপ্রাপ্তি হইবে না এবং পরব্রহ্ম হইতে ভিন্নতাও হইবে না ১৯ [কিন্তু সমুদ্র ও তরঙ্গের দৃষ্টান্ত এখানে অনুকূল নহে, কারণ তরঙ্গাদি সমুদ্রের কার্য্য হইলেও, জীব ব্রহ্মের কার্য্য নহে, তদুত্তরে বলিতেছেন—] যদিও ভোক্তা (—জীব) ব্রহ্মের কার্য্য নহে, যেহেতু "তাহাকে সৃষ্টি করিয়া পরে তাহাতেই প্রবেশ করিয়াছিলেন", এইপ্রকারে অবিকৃত স্রষ্টারই কার্য্যবস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশদ্বারা ভোক্তৃত্ব শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে; তাহা হইলেও কার্য্যের মধ্যে যিনি অনুপ্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার [অন্তঃকরণরূপ] উপাধিনিমিত্ত বিভাগ (—জন্ম) বর্ত্তমান আছে, যেমন ঘটাদি উপাধিবশতঃ আকাশের বিভাগ (—ঘটাকাশের জন্ম) হইয়া থাকে [অতএব ঔপাধিক জন্ম থাকায় তরঙ্গাদির সহিত জীবের সমতা আছে] ২০ এইহেতু (—ঔপাধিক ভেদ থাকায়) পরমকারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও সমুদ্র ও তরঙ্গাদিন্যায়ে ভোক্তৃ ও ভোগ্যরূপ বিভাগ হয় সঙ্গত (৪), ইহাই বলা হইল।২১॥২।১।১৩॥ ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(১) এখানে পরিণামবাদাবলম্বনে ইহাই বলা হইল—তরঙ্গ প্রভৃতি যেমন স্ব স্ব উপাধিবশতঃ

৬। আরম্ভণাধিকরণম। [১৪-২০ সূত্র]

[তদনন্যত্বাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা প্রতিপাদন ; ব্রহ্মে ভেদাভেদ ব্যাবহারিক, অদ্বিতীয়তাই পারমার্থিক।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া লৌকিক ভেদাভেদ-দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মকারণবাদ ও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তার সমর্থনে আপাততঃ সমাধান কথিত হইয়াছে। এক্ষণে বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে সেই বিষয়েই পরম সমাধান কথিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **একফলকত্বসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ভেদাভেদৌ তাত্ত্বিকৌ স্তো যদি বা ব্যাবহারিকৌ।
সমুদ্রাদাবিব তয়োর্বাধাভাবেন তাত্ত্বিকৌ ॥
বাধিতৌ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং তাবেতৌ ব্যাবহারিকৌ।
কার্য্যস্য কারণাভেদাদদ্বৈতং ব্রহ্ম তাত্ত্বিকম্।

অন্বয়—ভেদাভেদৌ তাত্ত্বিকৌ স্তঃ, যদি বা ব্যাবহারিকৌ ? সমুদ্রাদৌ ইব তয়োঃ বাধাভাবেন তাত্ত্বিকৌ। তৌ এতৌ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং বাধিতৌ ব্যাবহারিকৌ ; কার্য্যস্য কারণাভেদাৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম তাত্ত্বিকম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অদ্বিতীয়াৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবন্ বেদান্তসমন্বয়ঃ অত্রাপি বিষয়ঃ।] পূর্ব্বাধিকরণে প্রত্যক্ষাদীনাম্ ঔৎসর্গিকপ্রামাণ্যম্ অঙ্গীকৃত্য স্থূলবুদ্ধিসমাধানার্থং পরিণাম-দৃষ্টান্তেন ভেদাভেদৌ উক্তৌ। সম্প্রতি অঙ্গীকৃতং তৎ প্রামাণ্যং তত্ত্বাবেদকত্বাৎ প্রচ্যাব্য ব্যাবহারিকত্বে স্থাপনায় সংশয়ঃ উদ্ভাব্যতে—কার্য্যকারণয়োঃ জগদ্ব্রহ্মণোঃ] ভেদাভেদৌ [কিম্] তাত্ত্বিকৌ স্তঃ, যদি বা ব্যাবহারিকৌ [স্তঃ] ?

পূর্ব্বপক্ষ—["ন হি দৃষ্টে অনুপপন্নং নাম," ইতি ন্যায়াৎ সমুদ্রতরঙ্গাদৌ দৃষ্টত্বাৎ তৌ ভেদাভেদৌ অভ্যুপগম্যেতে। অতঃ] সমুদ্রাদৌ ইব [জগদ্ব্রহ্মনিষ্ঠয়োঃ] তয়োঃ [ভেদা-ভেদয়োঃ] বাধাভাবেন [তৌ] তাত্ত্বিকৌ [ভবতঃ]।

সিদ্ধান্ত—["নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইতি শ্রুতিঃ ভেদং বাধতে।

ভাবদীপিকা

পরস্পর বিভিন্ন হইলেও সমুদ্রেরই পরিণাম হওয়ায় স্বরূপতঃ সমুদ্ররূপে অভিন্ন। ভোক্তৃ ও ভোগ্যাত্মক এই জগৎপ্রপঞ্চও তদ্রূপ উপাধিবশতঃ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে অভিন্ন। বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হয় বলিয়া ঔপাধিক ভেদবিশিষ্ট ভোক্তৃভোগ্যাত্মক জগৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হওয়ায় উক্ত প্রমাণসকল বাধিত ও নিরবকাশ হইয়া পড়ে না। ফলে "সাবকাশনিরবকাশয়োঃ নিরবকাশস্য বলীয়স্ত্বম্", এই ন্যায়ের প্রবৃত্তিই এখানে হয় না বলিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জগদুপাদানতাবোধক শ্রুতিবাক্যের গৌণার্থ কল্পনা করিতে হয় না। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে, দ্বৈতগ্রাহী প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবলে ব্রহ্মকারণবাদী শ্রুতিসমন্বয়ের বিরোধ হয় না এবং ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তাও ব্যাহত হয় না।

ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ সমাপ্ত।

একস্মিন্ চন্দ্রমসি দ্বিত্বাসম্ভববৎ পরস্পরোপমর্দকয়োঃ ভেদাভেদয়োঃ একত্রাসম্ভবঃ ইতি যুক্তিশ্চ ভবতি। অতঃ] তৌ এতৌ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং বাধিতৌ [ভেদাভেদৌ] ব্যাবহারিকৌ [ভবতঃ]। "যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতম্" (ছাঃ ৬।১।৪) ইত্যাদিশ্রুতিঃ কারণস্যৈব সত্যত্বং প্রতিপাদয়তি]। কার্য্যস্য [চ] কারণাভেদাৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম তাত্ত্বিকং [স্যাৎ, ন ভেদাভেদৌ তাত্ত্বিকৌ ভবতঃ। এবংবিধবিচারশূন্যানাং পুরুষাণাম্ আপাতদৃষ্ট্যা বেদেন অভ্যুপেতাদ্বিতীয়ব্রহ্মাপ্রতিপত্তেঃ প্রত্যক্ষাদিভিঃ ভেদপ্রতিপত্তেশ্চ সত্ত্বাৎ সমুদ্রতরঙ্গন্যায়েন ভেদাভেদৌ অবভাসেতে, তস্মাৎ তৌ ব্যাবহারিকৌ ইতি স্থিতম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি কথনকারী বেদান্তসমন্বয় এখানেও বিষয়। পূর্ব্বাধিকরণে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের স্বাভাবিক প্রামাণ্য অঙ্গীকারকরতঃ স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির বিরোধভঞ্জনের জন্য পরিণামদৃষ্টান্তের দ্বারা ভেদাভেদ বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে অঙ্গীকৃত সেই প্রামাণ্যকে তত্ত্বাবেদকতা (—পারমার্থিক তত্ত্বের জ্ঞাপকতা) হইতে চ্যুত করিয়া ব্যাবহারিকত্বে স্থাপনের জন্য সংশয় উদ্ভাবিত হইতেছে—কার্য্য ও কারণ যে জগৎ ও ব্রহ্ম, তাহাদের] ভেদ ও অভেদ কি তাত্ত্বিক (—পরমার্থ সত্য), অথবা ব্যাবহারিক ?

পূর্ব্বপক্ষ - ["দৃষ্ট বস্তুতে অসঙ্গতি নামক কিছুই নাই", এই যুক্তিবলে সমুদ্র ও তরঙ্গ প্রভৃতিতে পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া সেই ভেদ ও অভেদ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। অতএব] সমুদ্র প্রভৃতিতে যেপ্রকার হয়, সেইপ্রকারে [জগৎ ও ব্রহ্মে আশ্রিত] সেই ভেদ ও অভেদ বাধা হয় না বলিয়া তাহারা পরমার্থ সত্য।

সিদ্ধান্ত—["ইহাতে নানা কিছুই নাই (—কোনপ্রকার ভেদই নাই"), ইত্যাদি শ্রুতি ভেদকে বাধিত করিতেছেন। আর একই চন্দ্রমাতে দ্বিত্বের অসম্ভাবনার ন্যায়, পরস্পরের উপমর্দ্দক (—বাধক) ভেদ ও অভেদের একত্র অবস্থিতি সম্ভব নহে, এইপ্রকার যুক্তিও আছে সেইহেতু] শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা বাধিত সেই এই ভেদাভেদ ব্যাবহারিক। ["হে প্রিয়দর্শন, যেমন একটী মৃৎপিণ্ডের দ্বারা মৃত্তিকার বিকারভূত যাবতীয় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়", ইত্যাদি শ্রুতি কারণেরই সত্যতা প্রতিপাদন করেন]। আর কার্য্য হয় কারণ হইতে অভিন্ন, সেইহেতু অদ্বিতীয় ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য। [ভেদাভেদ কিন্তু পরমার্থ সত্য নহে। এইপ্রকার বিচারশূন্য পুরুষগণের আপাতদৃষ্টিতে বেদকর্তৃক অঙ্গীকৃত অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান হয় না বলিয়া এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকলের দ্বারা ভেদজ্ঞান হয় বলিয়া সমুদ্র ও তরঙ্গঘটিত যুক্তির দ্বারা [তাহাদের নিকট] ভেদাভেদ প্রতিভাত হয়। সেইহেতু তাহারা (—সেই ভেদ ও অভেদ) ব্যাবহারিক, ইহা নির্ণীত হইল, ইহাই ভাব]।

ফলভেদ—পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়।

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥২।১।১৪॥

পদচ্ছেদ—তদনন্যত্বম্, আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।

সূত্রার্থ—[অদ্বৈতব্রহ্মবাদিসমন্বয়ঃ ভেদগ্রাহিপ্রত্যক্ষেণ বিরুধ্যতে, ন বা ইতি সন্দেহে, বিরুধ্যতে ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তদনন্যত্বম্**—তৎ—তস্মাৎ, কারণাৎ ব্রহ্মণঃ ইত্যর্থঃ, [কার্য্যস্য জগতঃ] অনন্যত্বং – পৃথক্সত্তারাহিত্যম্। [কুতঃ ?] **আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ**—

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" (ছাঃ ৬।১।৫), "ব্রহ্ম এব ইদং সর্ব্বম্" (মু ২।২।১১) ইত্যাদিশব্দেভ্যঃ।

অনুবাদ—[অদ্বৈতব্রহ্মপ্রতিপাদনকারী বেদান্তসমন্বয় ভেদগ্রাহী প্রত্যক্ষের দ্বারা বিরোধগ্রস্ত হয়, অথবা হয় না—এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; বিরোধগ্রস্ত হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তদনন্যত্বম্**—তৎ—তাহা হইতে, অর্থাৎ কারণভূত ব্রহ্ম হইতে [কার্য্য জগতের] অনন্যত্বম্—পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। [কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ**—যেহেতু "কার্য্যবস্তু বাগবলম্বনে অবস্থিত নাম মাত্র, কেবল মৃত্তিকা এইটাই সত্য," "এই সমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্ম", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকল আছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অভ্যুপগম্য চ ইমং ব্যাবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং বিভাগং "স্যাৎ লোকবৎ" (২।১।১৩) ইতি পরিহারঃ অভিহিতঃ।১ ন তু অয়ং বিভাগঃ পরমার্থতঃ অস্তি, যস্মাৎ তয়োঃ কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বম্ অবগম্যতে।২ কার্য্যম্ আকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ, কারণং পরং ব্রহ্ম।৩ তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতঃ অনন্যত্বং ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কার্য্যস্য অবগম্যতে।৪ কুতঃ ?৫

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন। জীব ও জগদ্রূপ ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মব্যতিরেকে তাহাদের পৃথক্ সত্তা নাই]।

সিদ্ধান্ত—["প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধ ভোক্তৃভোগ্যাত্মক প্রপঞ্চ বাধিত হওয়া উচিত নহে বলিয়া ব্রহ্মকারণবাদ অসঙ্গত" এই যে পূর্ব্বাধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ, তদুত্তরে বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে মুখ্য সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] ভোক্তৃ ও ভোগ্যরূপ এই ব্যাবহারিক বিভাগকে স্বীকার করিয়া লইয়া "স্যাৎ লোকবৎ" এই পরিহার অভিহিত হইয়াছে।১ এই বিভাগ কিন্তু পরমার্থতঃ বিদ্যমান নাই, যেহেতু সেই কার্য্য ও কারণের অভিন্নতা অবগত হওয়া যায়।২ [আচ্ছা, কার্য্যই বা কি এবং কারণই বা কি ? তাহা বলিতেছেন—] আকাশ যাহার আদি সেই বহুপ্রপঞ্চযুক্ত জগৎ কার্য্য এবং পরব্রহ্ম কারণ।৩ সেই কারণ হইতে কার্য্যের পরমার্থতঃ অভিন্নতা অর্থাৎ তদ্ব্যতিরেকে অভাব (—(১) কারণব্যতিরেকে কার্য্যের পৃথগ্‌ভাবে না থাকা) অবগত হওয়া যায়।৪ কি প্রকারে অবগত হওয়া যায় ?৫ [তদুত্তরে

ভাবদীপিকা

(১) এইস্থলে সংশয় হয়—সূত্রে ব্যবহৃত 'অনন্যত্ব' শব্দের অর্থ তো 'অভেদ' (—ঐক্য), ভগবান্ ভাষ্যকার তাহার অর্থ 'ব্যতিরেকেণ অভাবঃ'—'কারণ না থাকিলে, কার্য্যের না থাকা,' অর্থাৎ 'কারণব্যতিরেকে কার্য্যের পৃথক্ সত্তারাহিত্য,' এইপ্রকারে কার্য্য ও কারণের মধ্যে ভেদের নিষেধরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেন কেন ? তদুত্তরে বলা যায়—আকাশাদি কার্য্যসকল যদি পরব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন হয়, তাহা হইলে বৈশেষিকাদিমতাবলম্বিগকর্ত্তৃক প্রদর্শিত নিম্নোক্ত দোষসকল হইয়া পড়ে। যথা—(১) আকাশাদি জগৎপ্রপঞ্চ পরব্রহ্মের সহিত

শাঙ্করভাষ্যম্

আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।৬ আরম্ভণশব্দঃ তাবৎ একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়াম্ উচ্যতে—"যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারঃ নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" (ছাঃ ৬।১।৪) **ইতি।৭ এতদুক্তং ভবতি—একেন মৃৎপিণ্ডেন পরমার্থতঃ মৃদাত্মনা বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং ঘটশরাবোদঞ্চনাদিকং মৃদাত্মকত্বাবিশেষাৎ বিজ্ঞাতং**

ভাষ্যানুবাদ

বলিতেছেন—] "আরম্ভণশব্দ প্রভৃতি হইতে" তাহা অবগত হওয়া যায়।৬ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানকে প্রতিজ্ঞা করিয়া দৃষ্টান্তের অপেক্ষায় 'আরম্ভণ'-শব্দটী কথিত হইতেছে, যথা—"হে সোম্য, যেমন একটী মৃৎপিণ্ডের দ্বারা মৃন্ময় সমস্ত (—মৃত্তিকার কার্য্যসমূহ) বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, [যেহেতু] কার্য্যবস্তু বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, 'মৃত্তিকা', এইটীই কেবল সত্য," ইত্যাদি।৭ [তাহাতে কি বলা হইল? তাহা বলিতেছেন—] এখানে ইহাই বলা হইতেছে—একটী মৃৎপিণ্ড মৃত্তিকারূপে বিজ্ঞাত হইলে, অবিশেষভাবে

ভাবদীপিকা

তত্ত্বতঃ অভিন্ন (—এক) হইলে প্রপঞ্চগত দোষসকল ব্রহ্মেরই হইয়া পড়িবে। (২) কার্য্য ও কারণ যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে কারণের ন্যায় কার্য্য সদাই বর্ত্তমান থাকায় কার্য্যোৎপত্তিতে যে কারকব্যাপার [যথা—ঘটোৎপত্তিতে কুলালের প্রযত্ন] উপলব্ধ হয়, তাহা অনর্থক হইয়া পড়িবে। (৩) আবার কার্য্য ও কারণকে অভিন্ন বলিলে, পৃথক্ ধর্ম্মযুক্ত বস্তুদ্বয়ের কোন ধর্ম্মযুক্তরূপে অভেদের ন্যায় কোন ধর্ম্মযুক্তরূপে ভেদ, এইরূপে ভেদসহিষ্ণু অভেদও বুঝাইতে পারে। যেমন দ্রব্যত্বধর্ম্মযুক্তরূপে বহ্নি ও জল অভিন্ন হইলেও বহ্নিত্ব ও জলত্বধর্ম্মযুক্তরূপে কিন্তু তাহারা পরস্পর বিভিন্নই হইয়া থাকে, ইত্যাদি। এই দোষসকল যাহাতে না হইয়া পড়ে, সেইহেতু ভগবান্ ভাষ্যকার অনন্যত্বশব্দের উক্তপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। এইরূপে কারণব্যতিরেকে কার্য্যের পৃথক্ সত্তা অঙ্গীকার না করায় বস্তুতঃ বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করা হইল, যেহেতু বিবর্ত্তবাদে এক ব্রহ্মবস্তুই পারমার্থিক সত্তাবান্, যাবতীয় জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহাতে অধ্যস্ত (—কল্পিত), তাহাদের সত্তা ব্যাবহারিক, অথবা প্রাতিভাসিক মাত্র। যাহাহউক্, 'অনন্যত্বশব্দের' এইপ্রকার কার্য্য ও কারণের মধ্যে 'ভেদের নিষেধরূপ' অর্থ অঙ্গীকার করায় আর উক্ত দোষত্রয় হয় না। যথা—(১) কার্য্য ও কারণের মধ্যে ভেদ না থাকায় কার্য্যরূপে যাহা প্রতিভাত হইতেছে, তাহাকে শুক্তি রজতের ন্যায় কল্পিত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে কল্পিত পদার্থনিষ্ঠ দোষ কারণকে কলুষিত করিবে, এইপ্রকার পরিস্থিতি সংঘটিত হয় না। (২) দ্বিতীয় পক্ষে—কল্পিত কার্য্যোৎপত্তিতে কল্পিত কারকব্যাপার অপেক্ষিত হওয়ায় কারকব্যাপারের অনুপপত্তি হয় না। (৩) তৃতীয় পক্ষে—কারণের সত্তা হইতে কার্য্যের পৃথক্ সত্তা না থাকায় কোন ধর্ম্মযুক্তরূপে তাত্ত্বিক ভেদ ও কোন ধর্ম্মযুক্তরূপে তাত্ত্বিক অভেদ, এইরূপে ভেদাভেদের বা ভেদসহিষ্ণু অভেদের প্রশ্নই উঠে না, ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবেৎ ।৮ যতঃ বাচারম্ভণং বিকারঃ নামধেয়ং বাচা এব কেবলম্ অস্তি ইতি আরভ্যতে ।৯ বিকারঃ ঘটঃ শরাবঃ উদঞ্চনং চ ইতি ।১০ ন তু বস্তুবৃত্তেন বিকারঃ নাম কশ্চিৎ অস্তি ।১১ নামধেয়মাত্রং হি এতৎ অনৃতং, মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্ ইতি ।১২ এষঃ ব্রহ্মণঃ দৃষ্টান্তঃ আম্নাতঃ ।১৩ তত্র শ্রুতাৎ বাচারম্ভণশব্দাৎ দার্ষ্টান্তিকে অপি ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্য অভাবঃ ইতি গম্যতে ।১৪ পুনশ্চ তেজোবন্নানাং ব্রহ্মকার্য্যতাম্ উক্ত্বা তেজোবন্নকার্য্যাণাং তেজোবন্নব্যতিরেকেণ অভাবং ব্রবীতি—"অপাগাৎ অগ্নেঃ অগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারঃ নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্" (ছাঃ ৬।১।৪) ইত্যাদিনা ।১৫ "আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইতি

ভাষ্যানুবাদ

মৃত্তিকাস্বরূপ হওয়ায় ঘট শরাব ও উদঞ্চন (—জালা, জলবহন পাত্র) প্রভৃতি মৃত্তিকার কার্য্যসকল পরমার্থতঃ বিজ্ঞাত হয় ।৮ যেহেতু কার্য্যবস্তু বাক্যমাত্র অবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, [তাহা] কেবলমাত্র বাক্য অবলম্বনেই বর্ত্তমান আছে, এইরূপে [শ্রুতিতে বর্ণনা] আরব্ধ হইতেছে ।৯ [মৃত্তিকার] বিকার বলিতে ঘট শরাব ও জালা প্রভৃতি গ্রহণীয় ।১০ কিন্তু বস্তুবৃত্তরূপে (—সত্যবস্তু যেপ্রকারে থাকে, সেইপ্রকারে) বিকারনামক কিছুই নাই ।১১ ইহা (—এই ঘটাদি বিকার) নামমাত্র, যেহেতু [ইহা] মিথ্যা, 'মৃত্তিকা', ইহাই সত্য ।১২ [আচ্ছা, মৃত্তিকা না হয় সত্য হইল, তাহাতে প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিষয়ে কি হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] ব্রহ্মবিষয়ে ইহা দৃষ্টান্ত কথিত হইল ।১৩ সেইস্থলে (—ঘট ও মৃত্তিকা দৃষ্টান্তে) শ্রুত বাচারম্ভণশব্দ (—বাক্ অবলম্বনে অবস্থিতিবোধক শব্দ) হইতে দার্ষ্টান্তিকেও (২) ব্রহ্মব্যতিরেকে কার্য্যসকল নাই, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।১৪ [ব্রহ্মের কার্য্যভূত জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা, তাহা ব্রহ্মের কার্য্যভূত যে অগ্নি প্রভৃতি, তাহাদের কার্য্যের মিথ্যাত্ব প্রদর্শনদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার পুনরায় "অগ্নি হইতে অগ্নিত্ববুদ্ধি অপগত হইল, যেহেতু বিকার বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল তিনটী রূপই সত্য," ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তেজঃ জল ও অন্ন (—ক্ষিতি) ব্রহ্মের কার্য্য, ইহা বলিয়া তেজঃ জল ও ক্ষিতির কার্য্যসকলের তেজঃ জল ও ক্ষিতিব্যতিরেকে [অন্যপ্রকারে] অভাবের কথা [শ্রুতি] বলিতেছেন। [সুতরাং ব্রহ্মের কার্য্যভূত ভোক্তৃভোগ্যাত্মক জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মব্যতিরেকে অন্যপ্রকারে নাই ; যাহা তদ্ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা মিথ্যা,

ভাবদীপিকা

(২) যে বিষয়টীকে বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহাকে বলে 'দার্ষ্টান্তিক'। প্রস্তাবিতস্থলে ভোক্তা ও ভোগ্যাত্মক জগৎপ্রপঞ্চই দার্ষ্টান্তিক।

শাঙ্করভাষ্যম্

আদিশব্দাৎ "ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বং তৎ সত্যং সঃ আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), "ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা" (বৃঃ ২।৪।৬), "ব্রহ্ম এব ইদং সর্ব্বম্" (মুঃ ২।২।১১), "আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৭।২৫।২), "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইতি এবমাদি অপি আত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরং বচনজাতম্ উদাহর্ত্তব্যম্।১৬ ন চ অন্যথা একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে।১৭ তস্মাৎ যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশানন্যত্বং, যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনাম্ ঊষরাদিভ্যঃ অনন্যত্বং দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ স্বরূপেণ অনুপাখ্যত্বাৎ, এবম্ অস্য ভোগ্যভোক্ত্রাদি-প্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণ অভাবঃ ইতি দ্রষ্টব্যম্।১৮ ননু অনেকাত্মকং ব্রহ্ম, যথা বৃক্ষঃ অনেকশাখঃ এবম্ অনেকশক্তি-

ভাষ্যানুবাদ

ইহাই নির্ণীত হয়]।১৫ [সূত্রস্থ] 'আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ', অত্রস্থ 'আদি' শব্দের প্রয়োগবশতঃ "এই সমস্ত এতদাত্মক (—এই জগৎ সৎস্বরূপ আত্মার দ্বারা আত্মবান্), তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি আত্মা, তুমিই তিনি," "এই সমস্ত তাহাই, যাহা এই আত্মা," "এই সমস্ত ব্রহ্মই," "এই সমস্ত আত্মাই," "ইহাতে (—এই ব্রহ্মবস্তুতে) নানা কিছুই নাই," ইত্যাদি এইপ্রকার আত্মার একত্বপ্রতিপাদক বাক্যসকলকেও উদাহরণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।১৬ আর অন্যথা (—জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলে) 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান' সম্পাদিত হয় না, [সেইহেতু উক্ত 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাকেও' জীব জগৎ ও ব্রহ্মের ভেদাভাবের প্রতি প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, সূত্রস্থ আদিপদের দ্বারা ইহাও সূচিত হইয়াছে ।১৭ জীব ও জগৎপ্রপঞ্চের ব্রহ্মব্যতিরেকে সত্তা নাই, সেই বিষয়ে যথাক্রমে দৃষ্টান্তদ্বয় প্রদর্শন করিতেছেন—] সেইহেতু (—উক্ত শ্রুতিবাক্যসকল এবং 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান' সমর্থকরূপে থাকায়) ঘট ও করকাদিগত (—কমণ্ডলু প্রভৃতির অন্তর্গত) আকাশসকল যেমন হয় মহাকাশ হইতে অভিন্ন, আর দৃষ্ট (—প্রাতীতিক) ও নষ্ট (—অনিত্য) স্বরূপ হওয়ায় এবং স্বরূপতঃ অনুপাখ্য (—বস্তুসত্তারহিত, সৎ বা অসদ্রূপে নির্ব্বচনের অযোগ্য) হওয়ায় মৃগতৃষ্ণিকার জল প্রভৃতি যেমন ঊষরভূমি (—মরুভূমি) প্রভৃতি হইতে অভিন্ন, এইরূপে এই ভোগ্য ও ভোক্তা প্রভৃতি সমন্বিত প্রপঞ্চসমূহের ব্রহ্মব্যতিরেকে হয় অভাব (—ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে তাহাদের সত্তা নাই), ইহা বুঝিতে হইবে।১৮ [অতএব জগৎপ্রপঞ্চ কূটস্থ ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে অনন্য, ইহাই সিদ্ধ হয়]।

[পূঃ—ভেদাভেদবাদাবলম্বনে শঙ্কা—কার্য্যপ্রপঞ্চ কারণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—[অদ্বৈতব্রহ্মবাদরূপ স্বমত বর্ণনা করিয়া এক্ষণে ভেদাভেদবাদ (—ব্রহ্মপরিণামবাদ, অনেকান্তবাদ) উত্থাপন করিতেছেন—] যদি বলা হয়, ব্রহ্ম অনে-

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম ।১৯ অতঃ একত্বং নানাত্বং চ উভয়ম্ অপি সত্যম্ এব ।২০ যথা বৃক্ষঃ ইতি একত্বং, শাখা ইতি নানাত্বম্ ।২১ যথা চ সমুদ্রাত্মনা একত্বং, ফেনতরঙ্গাদ্যাত্মনা নানাত্বম্ ।২২ যথা চ মৃদাত্মনা একত্বং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বম্ ।২৩ তত্র একত্বাংশেন জ্ঞানাৎ মোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি, নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ৌ লৌকিকবৈদিকব্যবহারৌ সেৎস্যতঃ ইতি ।২৪ এবং চ মৃদাদি-দৃষ্টান্তাঃ অনুরূপাঃ ভবিষ্যন্তি ইতি ।২৫ নৈবং স্যাৎ, "মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" ইতি প্রকৃতিমাত্রস্য দৃষ্টান্তে সত্যত্বাবধারণাৎ, বাচারম্ভণশব্দেন চ বিকারজাতস্য অনৃতত্বাভিধানাৎ ।২৬ দার্ষ্টান্তিকে অপি "ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বং তৎ সত্যং" ইতি চ পরম-

ভাষ্যানুবাদ

কাত্মক, যেমন বৃক্ষ অনেক শাখাযুক্ত, এইপ্রকারে ব্রহ্ম অনেকপ্রকার শক্তি ও প্রবৃত্তি-যুক্ত (—পরিণামযুক্ত) ।১৯ অতএব [জীব জগৎ ও ব্রহ্মের] একত্ব ও নানাত্ব, এই উভয়ই অবশ্যই সত্য ।২০ যেমন 'বৃক্ষ' এইরূপে একত্ব এবং 'শাখা' এইরূপে নানাত্ব সিদ্ধ হয় ।২১ [এই মতবাদ দৃঢ় করিবার জন্য অন্যান্য দৃষ্টান্তসকল প্রদর্শন করিতেছেন—] আর যেমন [ফেনা ও তরঙ্গ প্রভৃতির] সমুদ্ররূপে একত্ব এবং ফেনা ও তরঙ্গাদিরূপে নানাত্ব সিদ্ধ হয় ।২২ অথবা যেমন মৃত্তিকারূপে একত্ব এবং ঘট ও শরাবাদিরূপে নানাত্ব সিদ্ধ হয় ।২৩ তন্মধ্যে একত্বাংশের জ্ঞান হইতে মোক্ষব্যবহার সিদ্ধ হইবে, কিন্তু নানাত্বাংশের জ্ঞান হইতে কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয়ভূত লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে ।২৪ আর এইপ্রকারে (—জীব জগৎ ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ অঙ্গীকৃত হইলে, শাস্ত্রোক্ত] মৃত্তিকা প্রভৃতির দৃষ্টান্তসকল অনুকূল হইবে [এবং দ্বৈতগ্রাহি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকলও বাধিত হইবে না], ইত্যাদি ।২৫

[সিঃ—ব্রহ্মপরিণামবাদের অসঙ্গতি। জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাই পারমার্থিক সত্য, ভেদ মিথ্যাজ্ঞান কল্পিত।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, এইপ্রকার হইতে পারে না, যেহেতু দৃষ্টান্তে "মৃত্তিকা, ইহাই কেবল সত্য," এইপ্রকারে প্রকৃতিমাত্রের (—কেবল উপাদান-কারণের) সত্যতা নিশ্চয় করা হইয়াছে, আর যেহেতু 'বাচারম্ভণশব্দের' দ্বারা (—কার্য্যবস্তুসকল বাণীকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করে, তাহাদের বস্তুসত্তা নাই, এতদর্থক শব্দপ্রয়োগের দ্বারা) কার্য্যবস্তুসকলের মিথ্যাত্ব অভিহিত হইয়াছে ।২৬ [কেবল দৃষ্টান্তদ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ কার্য্যবস্তুসকলের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হইতে পারে না বলিয়া দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মবস্তুর সত্যতা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর যেহেতু দার্ষ্টা-ন্তিকেও "এই সমস্ত এতদাত্মক (—সৎস্বরূপ আত্মার দ্বারা আত্মবান্), তিনি সত্য-স্বরূপ," এইরূপে একমাত্র পরমকারণেরই সত্যতা অবধারণ করা হইয়াছে এবং

শাঙ্করভাষ্যম্

কারণস্য এব একস্য সত্যত্বাবধারণাৎ, "সঃ আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি চ শারীরস্য ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ।২৭ স্বয়ং প্রসিদ্ধং হি এতৎ শারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বম্ উপদিশ্যতে, ন যত্নান্তরপ্রসাধ্যম্।২৮ অতশ্চ ইদং শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বম্ অবগম্যমানং স্বাভাবিকস্য শারীরাত্মত্বস্য বাধকং সম্পদ্যতে, রজ্জ্বাদিবুদ্ধয়ঃ ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাম্।২৯ বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকঃ ব্যবহারঃ বাধিতঃ ভবতি, যৎপ্রসিদ্ধয়ে নানাত্বাংশঃ অপরঃ ব্রহ্মণঃ কল্প্যেত।৩০ দর্শয়তি চ—"যত্র তু অস্য

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু "তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি", এইরূপে জীবের ব্রহ্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে, [সংসার যদি সত্যবস্তু হয়, তাহা হইলে সংসারী জীবের ব্রহ্মতার উপদেশ অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইহাই ভাব।২৭ যদি বলা হয়—জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠানদ্বারা ব্রহ্মের অংশভূত জীবের যে ব্রহ্মভাব স্ফুরিত হয়, তাহাকে অপেক্ষা করিয়াই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতিতে] জীবের এই স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপতা উপদিষ্ট হইতেছে, কিন্তু প্রযত্নান্তরসাধ্য ব্রহ্মস্বরূপতা নহে, [যেহেতু "অসি অর্থাৎ 'হও' এই প্রকার শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা প্রযত্নসাধ্য হইলে 'হইবে' এইপ্রকার শব্দ প্রযুক্ত হইত, ইহাই ভাব]।২৮ [যদি বলা হয়—সংসারিত্ব ও অসংসারিত্বরূপ বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন জীব ও ঈশ্বরের একত্ব সম্ভব না হওয়ায় তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ হইবে—'তৎ ত্বং ভবিষ্যসি' ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর সেইহেতু (—স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উপদেশ হইয়াছে বলিয়া) এই যে শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাত্মস্বরূপতা বিজ্ঞাত হয়, তাহা স্বাভাবিক (—অনাদি অবিদ্যাকৃত) জীবাত্মভাবের বাধক হইয়া থাকে, যেমন রজ্জু প্রভৃতির জ্ঞানসকল সর্প প্রভৃতির জ্ঞানসকলের বাধক হইয়া থাকে। [অতএব অবিদ্যাকৃত যে জীবেশ্বরের বিরুদ্ধস্বভাবতা, তাহা কল্পিত ; সুতরাং জ্ঞাননাশ্য হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের একত্ব উপপন্ন হয় বলিয়া 'তত্ত্বমসি' বাক্যের উক্তপ্রকার অর্থ সঙ্গত নহে।২৯ আর যে বলা হইয়াছে—নানাত্বাংশের জ্ঞান হইতে ব্যবহার সিদ্ধ হইবে (২৪ বাক্য) ইত্যাদি। সেই ব্যবহার কি জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বকালীন, অথবা উত্তরকালীন? প্রথম কল্পে অবিদ্যাকৃত কল্পিত নানাত্বের দ্বারা ব্যবহার সিদ্ধ হয় বলিয়া নানাত্বের সত্যতা সিদ্ধ হয় না। দ্বিতীয় কল্পের উত্তরে বলিতেছেন—] আর জীবাত্মভাব বাধিত হইলে তদাশ্রিত অবিদ্যাকৃত সমস্ত ব্যবহার বাধিত হয়, যাহা (—যে ব্যবহার) সিদ্ধ করিবার জন্য [তোমাকে] ব্রহ্মের নানাত্বরূপ অপর অংশ কল্পনা করিতে হয়। [অতএব ব্রহ্মের সত্য নানাত্বাংশ

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ব্বম্ আত্মৈব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৫।১৫) ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মদর্শিনং প্রতি সমস্তস্য ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য ব্যবহারস্য অভাবম্।৩১ ন চ অয়ং ব্যবহারাভাবঃ অবস্থাবিশেষনিবদ্ধঃ অভিধীয়তে ইতি যুক্তং বক্তুং, "তত্ত্বমসি" ইতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য অনবস্থাবিশেষনিবন্ধনত্বাৎ।৩২ তস্করদৃষ্টান্তেন চ অনৃতাভিসন্ধস্য বন্ধনং, সত্যাভিসন্ধস্য চ মোক্ষং দর্শয়ন্ একত্বম্ এব একং পারমার্থিকং দর্শয়তি (ছাঃ ৬।১৬।১-৩), মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতং চ নানাত্বম্।৩৩ উভয়সত্যতায়াং হি কথং ব্যবহারগোচরঃ অপি জন্তুঃ অনৃতাভিসন্ধঃ ইতি উচ্যেত?৩৪ "মৃত্যোঃ সঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি যঃ ইহ নানা ইব পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইতি চ ভেদদৃষ্টিম্

ভাষ্যানুবাদ

কল্পনার কোনও আবশ্যকতা নাই।৩০ জ্ঞানোৎপত্তির উত্তরকালে ব্যবহারাভাবে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর [শ্রুতিও] "কিন্তু সমস্ত যখন ইঁহার আত্ম-স্বরূপই হইয়া গেল, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে," ইত্যাদিপ্রকারে ব্রহ্মাত্মদর্শীর ক্রিয়া কারক ও ফলরূপ সমস্ত ব্যবহারের অভাব প্রদর্শন করিতেছেন।৩১ [যদি বলা হয়—প্রমাতৃত্বাদি ব্যবহার পূর্ব্বে সত্যই থাকে, মোক্ষাবস্থাতে তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়, এইপ্রকার অঙ্গীকার করিতেছ না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই যে [প্রমাতৃত্বাদি] ব্যবহারের অভাব, ইহা কোন বিশেষ অবস্থার সহিত সম্বন্ধরূপে (– মোক্ষরূপ আগন্তুক বিশেষ অবস্থাবশতঃ) কথিত হইতেছে, ইহা বলা উচিত নহে ; যেহেতু "তত্ত্বমসি" এইরূপে বিজ্ঞাপিত যে ব্রহ্মাত্মভাব (–জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতারূপ মোক্ষ), তাহা কোন বিশেষ অবস্থার সহিত সম্বন্ধ নহে (—আগন্তুক নহে, পরন্তু স্বতঃসিদ্ধ নিত্য। জীবের প্রমাতৃত্ব প্রভৃতি ব্যবহার যদি সত্য হইত, তাহা হইলে মোক্ষাবস্থাতেও তাহার নিবৃত্তি হইত না। অতএব জীবের প্রমাতৃত্ব প্রভৃতি সংসারাবস্থা মিথ্যা, ইহাই সিদ্ধ হয়।৩২ এই বিষয়ে শ্রৌত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] আর [শ্রুতি] তস্করের দৃষ্টান্তদ্বারা অনৃতাভিসন্ধের (–মিথ্যাবাদীর) বন্ধন ও সত্যাভিসন্ধের মোক্ষ প্রদর্শন করতঃ (১।১।৫ অধিঃ ১৬ ভাবদীঃ) একমাত্র [জীব ও ব্রহ্মের] একত্বই পারমার্থিক এবং নানাত্ব (—জীব ও ব্রহ্মের ভেদ) মিথ্যা অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন।৩৩ [জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ – এই] উভয়ই সত্য হইলে ব্যবহারগোচর (—জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞানাবলম্বনে ব্যবহারকারী) জীবও কিপ্রকারে [উক্ত শ্রুতিতে] অনৃতাভিসন্ধ, এইরূপে কথিত হইবে?৩৪ আর [শ্রুতি] "যিনি এখানে (—একরস প্রজ্ঞানঘন এই ব্রহ্মে) নানার ন্যায় দর্শন করেন, তিনি পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে প্রাপ্ত

শাঙ্করভাষ্যম্

অপবদন্ এব এতৎ দর্শয়তি।৩৫ ন চ অস্মিন্ দর্শনে জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ ইতি উপপদ্যতে, সম্যগ্‌জ্ঞানাপনোদ্যস্য কস্যচিৎ মিথ্যাজ্ঞানস্য সংসারকারণত্বেন অনভ্যুপগমাৎ।৩৬ উভয়সত্যতায়াং হি কথম্ একত্বজ্ঞানেন নানাত্বজ্ঞানম্ অপনুদ্যতে ইতি উচ্যতে?৩৭ ননু একত্বৈকান্তাভ্যুপগমে নানাত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীনি লৌকিকানি প্রমাণানি ব্যাহন্যেরন্ নির্বিষয়ত্বাৎ, স্থাণ্বাদিষু ইব পুরুষাদিজ্ঞানানি।৩৮ তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাহন্যেত।৩৯ মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি শিষ্যশাসিত্রাদিভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাঘাতঃ স্যাৎ।৪০ কথং চ অনৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতস্য আত্মৈকত্বস্য সত্যত্বম্ উপপদ্যেত ইতি?৪১

ভাষ্যানুবাদ

হন," এইপ্রকারে ভেদদৃষ্টির নিন্দাকরতঃই ইহা (—জীব ও ব্রহ্মের একত্ব) প্রদর্শন করিতেছেন।৩৫ আর এই দর্শনে (—ব্রহ্মপরিণামবাদে ভেদাভেদবাদে, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ] জ্ঞান হইতে মোক্ষ, ইহা যুক্তিসঙ্গত হয় না; যেহেতু সম্যগ্‌জ্ঞানের দ্বারা বাধের যোগ্য কোনপ্রকার মিথ্যা অজ্ঞান সংসারের কারণরূপে অঙ্গীকৃত হয় না। [জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান যদি সত্য হয়, সম্যগ্‌জ্ঞানের দ্বারা তাহা বাধিত হইতে পারে না, কারণ একটী প্রমাজ্ঞান প্রমাজ্ঞানান্তরের বাধক হয় না, ইহাই ভাব ৩৬ যদি বলা হয়—জীব ও ব্রহ্মের অভেদাংশবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা তদবগাহি ভেদাংশজ্ঞান বাধিত হইবে, সুতরাং বাধযোগ্য মিথ্যা অজ্ঞান অঙ্গীকারের আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ, এই] উভয়ই সত্য হইলে 'একত্বজ্ঞানের দ্বারা নানাত্বজ্ঞান বাধিত হয়,' ইহা কিপ্রকারে কথিত হইতেছে? [উভয়ই অবিশেষভাবে সত্য হওয়ায় নানাত্বজ্ঞানের দ্বারা একত্বজ্ঞান বাধিত হয়, এইপ্রকার বিপরীত পরিস্থিতি কেন হইবে না?৩৭ অতএব ব্রহ্মপরিণামবাদ অশ্রৌত, ইহাই নির্ণীত হয়]।

[পূর্বপক্ষী ব্রহ্মপরিণামবাদী—অদ্বৈতবাদে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও ধর্মশাস্ত্র নির্বিষয় হইয়া পড়ে বলিয়া ভেদাভেদবাদই বেদান্তের প্রতিপাদ্য।]

সিদ্ধান্তে ভেদাভেদবাদীর শঙ্কা—যদি বলা হয়, [জীব ও ব্রহ্মের] একান্ত (—সর্বতোভাবে) একত্ব অঙ্গীকার করিলে নানাত্বের অভাববশতঃ নির্বিষয় হইয়া পড়ে বলিয়া প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণসকল বাধিত হইয়া পড়িবে, যেমন স্থাণু প্রভৃতিতে পুরুষ প্রভৃতি জ্ঞানসকল বাধিত হইয়া পড়ে ৩৮ এইপ্রকারে বিধি ও প্রতিষেধশাস্ত্রও ভেদকে অপেক্ষা করে বলিয়া তাহার অভাবে বাধিত (—অপ্রমাণ) হইয়া পড়িবে।৩৯ মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রেরও শিষ্য ও শাসিতা (—গুরু) প্রভৃতি ভেদের অপেক্ষা থাকায় তাহার অভাবে ব্যাঘাত হইয়া পড়িবে।৪০ [যদি বলা

শাঙ্করভাষ্যম্

অত্র উচ্যতে – নৈষঃ দোষঃ, সর্ব্বব্যবহারাণাম্ এব প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপপত্তেঃ, স্বপ্নব্যবহারস্য ইব প্রাক্ প্রবোধাৎ।৪২ যাবৎ হি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিঃ তাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়ফললক্ষণেষু বিকারেষু অনৃতত্ববুদ্ধিঃ ন কস্যচিৎ উৎপদ্যতে।৪৩ বিকারান্ এব তু অহং মম ইতি অবিদ্যয়া আত্মাত্মীয়েন ভাবেন সর্ব্বঃ জন্তুঃ প্রতিপদ্যতে, স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা।৪৪ তস্মাৎ প্রাগ্ ব্রহ্মাত্মতাপ্রতিবোধাৎ উপপন্নঃ সর্ব্বঃ লৌকিকঃ বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ।৪৫ যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য জনস্য

ভাষ্যানুবাদ

হয়—যজমান গুরু ও শিষ্য, এইপ্রকার কল্পিত ভেদকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয় বলিয়া তাহাদের প্রতিপাদ্য যে ধর্ম্মাদি, তাহা বাধিত হয় না এবং তাহাদের প্রামাণ্যও থাকে অব্যাহত। তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] আর মিথ্যা যে মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্র, তাহার দ্বারা প্রতিপাদিত যে আত্মার একত্ব (—জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা), তাহার সত্যতা কিপ্রকারে উপপন্ন হইবে ?৪১ [অতএব প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধির জন্য ভেদাভেদবাদই (—ব্রহ্মপরিণামবাদই) বেদান্তের প্রতিপাদ্য, ইহা অঙ্গীকার করা উচিত]

[সিঃ— স্বাপ্নজ্ঞানের তাৎকালিক সত্যতার ন্যায় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও শাস্ত্রের ব্যাবহারিক প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় বলিয়া ভেদাভেদবাদ বেদান্তের প্রতিপাদ্য নহে।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—এই বিষয়ে বলা হইতেছে, ইহা দোষ নহে ; যেহেতু ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের (—জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানের) পূর্ব্বে সকলপ্রকার ব্যবহারেরই সত্যতা (—বাধাভাব) সঙ্গত ; যেমন জাগরণের পূর্ব্বে স্বপ্নব্যবহারের সত্যতা সঙ্গত।৪২ [কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের একত্ব তো তোমার মতে স্বাভাবিক, সুতরাং জগতে মিথ্যাত্ববুদ্ধিবশতঃ লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহারসকল কিপ্রকারে সম্ভব হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু যতদিন পর্য্যন্ত না [জীব ও পরম] আত্মার সত্য একত্বের জ্ঞান হয় (—অবিদ্যাধ্বংসি অপরোক্ষ জ্ঞান হয়), ততদিন পর্য্যন্ত প্রমাণ প্রমেয় ও ফলরূপ কার্য্যসকলে কাহারও মিথ্যাত্ববুদ্ধি উৎপন্ন হয় না।৪৩ সকল প্রাণী স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মাত্মভাবকে (—'আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম,' এই ভাবকে) পরিত্যাগ করিয়া অবিদ্যাবশতঃ কার্য্যবস্তুসকলকেই কিন্তু [আত্মাত্মীয়ভাবে, অর্থাৎ দেহাদিকে] 'আমি' এইপ্রকারে আত্মরূপে এবং [পুত্রাদিকে] 'আমার' এইপ্রকারে আত্মীয়রূপে অবগত হইয়া থাকে।৪৪ সেইহেতু ব্রহ্মাত্মজ্ঞান উদিত হইবার পূর্ব্বে সকলপ্রকার লৌকিক এবং বৈদিক ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত।৪৫ [বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও তদ্বিষয়ক জ্ঞান না থাকায় প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারসকল উপপন্ন হয়, সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] যেমন স্বপ্নকালে উচ্চাবচ (—ভালমন্দ) বস্তুসকলের দর্শনকারী সুপ্ত প্রাকৃত পুরুষের

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বপ্নে উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্যতঃ নিশ্চিতম্ এব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি প্রাক্ প্রবোধাৎ, ন চ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায়ঃ তৎকালে ভবতি, তদ্বৎ।৪৬ কথং তু অসত্যেন বেদান্তবাক্যেন সত্যস্য ব্রহ্মাত্মত্বস্য প্রতিপত্তিঃ উপপদ্যেত?৪৭ নহি রজ্জুসর্পেণ দষ্টঃ ম্রিয়তে।৪৮ নাপি মৃগতৃষ্ণিকাম্ভসা পানাবগাহনাদিপ্রয়োজনং ক্রিয়তে ইতি।৪৯ নৈষঃ দোষঃ, শঙ্কাবিষাদিনিমিত্তমরণাদি-কার্য্যোপলব্ধেঃ।৫০ স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য চ সর্পদংশনোদকস্নানাদি-কার্য্যদর্শনাৎ।৫১ তৎ কার্য্যম্ অপি অনৃতম্ এব ইতি চেৎ ব্রূয়াৎ।৫২

ভাষ্যানুবাদ

(—সাধারণ ব্যক্তির) জাগরণের পূর্ব্বে যে জ্ঞান হয়, তাহা নিশ্চিত প্রত্যক্ষরূপেই অভিমত (—তাহার নিকট যথার্থরূপেই প্রতিভাত হয়), কিন্তু তৎকালে (—স্বপ্ন-দর্শনকালে) প্রত্যক্ষের আভাস (—ইহা ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ), এইপ্রকার অভিপ্রায় (—জ্ঞান) হয় না, তদ্রূপ।৪৬ [অতএব ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির পুর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও শাস্ত্রসকলের ব্যাবহারিক প্রামাণ্য অবাধিত থাকে বলিয়া তাহাদের প্রামাণ্যসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মপরিণামবাদ অঙ্গীকরণীয় নহে]।

[পুঃ—অনৃত বেদান্তবাক্যের দ্বারা সত্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নহে।]

ভেদাভেদবাদীর শঙ্কা—যদি বলা হয়, [স্বপ্নের ন্যায়] অসত্য বেদান্তবাক্যের দ্বারা সত্য ব্রহ্মাত্মতার (—জীব ও ব্রহ্মের একত্বের) জ্ঞান কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে?৪৭ যেহেতু রজ্জুতে অধ্যস্ত সর্পকর্ত্তৃক দংশিত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয় না।৪৮ অথবা মৃগতৃষ্ণিকার (—মরীচিকার) জলদ্বারা পান ও স্নানাদি প্রয়োজন সম্পাদিত হয় না।৪৯ [এইপ্রকারে ৪১ বাক্যোক্ত আশঙ্কা স্পষ্টীকৃত হইল]।

[সিঃ-বিবিধ দৃষ্টান্তাবলম্বনে অসত্য বেদান্তবাক্য হইতে সত্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির সমর্থন।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব-(৩) ইহা দোষ নহে, যেহেতু [ভ্রান্তি-কল্পিত] বিষবিষয়ক আশঙ্কা (—ত্রাস) প্রভৃতি নিমিত্তবশতঃ মরণাদি কার্য্য উপলব্ধ হয়। [সুতরাং অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি হয় না, ইহা তুমি বলিতে পার না।৫০ এই বিষয়ে অন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] আর যেহেতু স্বপ্নদর্শনে অবস্থিত ব্যক্তির (—যে ব্যক্তি স্বপ্নদর্শন করিতেছে, তাহার) সর্পদংশন ও জলে

ভাবদীপিকা

(৩) স্থলটী এইভাবে বুঝিতে হইবে, সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—তুমি কি বলিতে চাও? অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি হয় না, অথবা অসত্য বেদান্তবাক্য হইতে সত্য ব্রহ্মাত্মবিষয়ক জ্ঞান হয় না? প্রথম পক্ষ আমাদের অভীষ্ট, কারণ 'তত্ত্বমসি' বাক্য হইতে জাত ব্রহ্মাকারা-বৃত্তিকে আমরা সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করি না, কারণ তাহাও বাধিত হইয়া পড়ে। এই প্রথম পক্ষ অঙ্গীকার করিয়াও স্বপক্ষের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য পূর্ব্বপক্ষীয় বিরুদ্ধে অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—**নৈষঃ**—'ইহা দোষ' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্র ক্রমঃ—যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য সর্পদংশনোদকস্নানাদি-কার্য্যম্ অনৃতং, তথাপি তদবগতিঃ সত্যমেব ফলং প্রতিবুদ্ধস্য অপি অবাধ্যমানত্বাৎ।৫৩ নহি স্বপ্নাৎ উত্থিতঃ স্বপ্নদৃষ্টং সর্পদংশ-নোদকস্নানাদিকার্য্যং মিথ্যা ইতি মন্যমানঃ তদবগতিমপি মিথ্যা ইতি মন্যতে কশ্চিৎ।৫৪ এতেন স্বপ্নদৃশঃ অবগত্যবাধনেন দেহমাত্রাত্মবাদঃ দূষিতঃ বেদিতব্যঃ।৫৫ তথা চ শ্রুতিঃ-"যদা

ভাষ্যানুবাদ

স্নান ইত্যাদি পরিদৃষ্ট হয়।৫১ [এই বিষয়ে অসম্ভাবনা উদ্ভাবন করিতেছেন—] সেই [সর্পদংশন ও স্নানাদি] কার্য্যও মিথ্যাই হইয়া থাকে, [সুতরাং ইহা অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তিতে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না]; এইপ্রকার যদি বলা হয়?৫২ তদুত্তরে [সিদ্ধান্তী] আমরা বলিব—যদিও স্বপ্নদর্শনে অবস্থিত ব্যক্তির সর্পদংশন ও জলে স্নানাদি কার্য্য মিথ্যা, তাহা হইলেও তাহাদের (—সেই সর্পদংশনাদির) অবগতিরূপ (—জ্ঞানরূপ) ফল সত্যই হইয়া থাকে, যেহেতু জাগরিত ব্যক্তিরও তাহা বাধিত হয় না।৫৩ [কিন্তু বৃদ্ধগণ বলেন—"জ্ঞান নিরাকার পদার্থ, বিষয়ের দ্বারাই তাহা বিশেষিত হয়"। সুতরাং মিথ্যা সর্পদংশনাদিরূপ বিষয়জন্য জ্ঞান সত্য কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—বিষয় মিথ্যা হইলেও বিষয়ী জ্ঞানকে সত্য বলিতে হইবে], যেহেতু স্বপ্ন হইতে উত্থিত কোন ব্যক্তি, যিনি স্বপ্নকালে দৃষ্ট সর্পদংশন ও জলে স্নানাদি কার্য্যকে মিথ্যা মনে করেন, তিনি তদ্বিষয়ক জ্ঞানকেও মিথ্যা মনে করেন না (৪)।৫৪ [প্রসঙ্গবশতঃ দেহাত্মবাদরূপ চার্ব্বাকগণের মতবাদ নিরাকরণ করিতেছেন—] স্বপ্নদ্রষ্টার জ্ঞানের এই অবাধিততার দ্বারা দেহাত্মবাদ দূষিত হইল, বুঝিতে হইবে (৫)।৫৫ আর

ভাবদীপিকা

(৪) অনভিজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তিগণের অনুভবকে অপেক্ষা করিয়া ইহা বলা হইল। বিবেকিব্যক্তিগণের বিচারদৃষ্টিতে উক্ত জ্ঞান স্বাপ্ন সর্পদংশনাদির ন্যায়ই অনির্ব্বচনীয় (—মিথ্যা), ইহা পরে বলা হইবে। [অধ্যাসভাষ্যে (১।২৬ পৃঃ) বর্ণিত অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাস দ্রষ্টব্য]।

(৫) দেহাত্মবাদনিরাকরণের প্রক্রিয়া এখানে এই—স্বপ্নে নৃপতিশরীর ধারণ ও তদুপ-যোগী ভোগাদি করিয়া জাগ্রদবস্থাতে দরিদ্র ব্যক্তি তাহা স্মরণ করে। কিন্তু শরীর যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে স্বপ্নে অনুভূত নৃপতিশরীরের স্মৃতি জাগ্রদবস্থাতে হইতে পারিত না; কারণ জাগ্রদবস্থাতে দরিদ্রের শরীরের মধ্যে উক্ত নৃপতিশরীররূপ আত্মা বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে—জাগ্রৎকালে উক্ত নৃপতিশরীর না থাকিলেও সেই শরীরের যিনি স্মরণকর্ত্তা, তিনি সেই শরীর হইতে ভিন্ন। অতএব এই স্মরণকর্ত্তাই আত্মা, দেহ আত্মা নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। আবার স্বপ্নকালে জাগ্রদ্দেহ থাকে না এবং জাগ্রৎকালে স্বাপ্নদেহ থাকে না। কিন্তু 'এই জাগ্রদ্দেহবান্ আমিই স্বপ্নে রাজা হইয়াছিলাম', এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া উক্ত দেহদ্বয় হইতে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব দেহ আত্মা নহে, ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে"॥ (ছাঃ ৫।২।৮) ইতি অসত্যেন স্বপ্নদর্শনেন সত্যায়াঃ সমৃদ্ধেঃ প্রতিপত্তিং দর্শয়তি।৫৬ তথা প্রত্যক্ষদর্শনেষু কেষুচিৎ অরিষ্টেষু জাতেষু "ন চিরম্ ইব জীবিষ্যতি ইতি বিদ্যাৎ", ইতি উক্ত্বা "অথ স্বপ্নাঃ, পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি" (ঐঃ আঃ ৩।২।৪) ইত্যাদিনা তেন তেন অসত্যেন এব স্বপ্নদর্শনেন সত্যং মরণং সূচ্যতে ইতি দর্শয়তি।৫৭ প্রসিদ্ধং চ ইদং

ভাষ্যানুবাদ

দেখ শ্রুতিও—"কাম্যকর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানকালে যখন স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন হয়, সেই স্বপ্নদর্শন হইলে সেই স্থলে সমৃদ্ধি (—কর্ম্মের সাফল্য) জানিবে," এইপ্রকারে অসত্য স্বপ্নদর্শনের দ্বারা সত্য সমৃদ্ধির জ্ঞান (৬) প্রদর্শন করিতেছেন।৫৬ [অসত্য স্বপ্ন হইতে সত্য অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির ন্যায়, অসত্য স্বপ্ন হইতে সত্য অনিষ্ট প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে প্রত্যক্ষ দর্শনসকলে কোন কোন অরিষ্টসকল (—মৃত্যুজ্ঞাপক চিহ্নসকল) উৎপন্ন হইলে (—প্রত্যক্ষভাবে অরিষ্টসকলের দর্শন হইলে) "দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে না, এইরূপ জানিবে", ইহা বলিয়া "অনন্তর (—জাগ্রৎকালীন অরিষ্টদর্শন বর্ণনার অনন্তর) স্বপ্নকালীন সেই সকল বর্ণিত হইতেছে—যদি কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে দর্শন করে, সেই পুরুষ ইহাকে [স্বপ্নমধ্যেই] হনন করে," ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সেই সেই অসত্য স্বপ্নদর্শনের দ্বারা সত্য মরণ সূচিত হয়, ইহা [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন।৫৭ আর

ভাবদীপিকা

যাহাহউক্, এইপ্রকারে "অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি হয় না" (৩ ভাবদীঃ), এই প্রথম পক্ষের উত্তরে ইহাই বলা হইল যে, অসত্য সর্পদংশনাদি হইতে সত্য মরণাদি কার্য্য ও সত্য জ্ঞানোৎপত্তি হওয়ায়, অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি হয়, ইহা আর তুমি অস্বীকার করিতে পার না। এক্ষণে "অসত্য বেদান্তবাক্য হইতে সত্য ব্রহ্মাত্মবিষয়ক জ্ঞান হয় না," এই দ্বিতীয় পক্ষকে শ্রুতি অবলম্বনে নিরাকরণ করিতেছেন—**তথাচ**—'আর দেখ', ইত্যাদি (৫৬ বাক্য)।

(৬) এইস্থলে সংশয় হয়—স্বপ্নদৃষ্ট স্ত্রীমূর্ত্তি মিথ্যা হইলেও তদ্বিষয়ক জ্ঞান সত্য (৫৮ বাক্য)। সুতরাং সত্য স্ত্রীজ্ঞান হইতে সত্য সমৃদ্ধির জ্ঞান হয় বলিতে হইবে। অতএব ইহা 'অসত্য হইতে সত্য বিষয়ক জ্ঞান হয়', এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলা যায়—বিবেকী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে, যেহেতু বিচার দৃষ্টিতে উক্ত জ্ঞানও মিথ্যা (৪ ভাবদীঃ)। অথবা মিথ্যা বিষয়াবগাহি হওয়ায় বিচার দৃষ্টিতে উক্ত জ্ঞানকেও মিথ্যা বলিতে হইবে। সুতরাং মিথ্যা স্বাপ্নজ্ঞান হইতে সত্য সমৃদ্ধির জ্ঞান বিষয়ে ইহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে। দার্ষ্টান্তিকেও তদ্রূপ মিথ্যা বেদান্তবাক্য হইতে সত্য ব্রহ্মাত্মবিষয়ক জ্ঞান হইতে কোন বাধা নাই, ইহাই ভাব। [বেদান্তবাক্যকে কেন মিথ্যা বলা হইতেছে, তাহা বিবৃত হওয়া উচিত নহে, ৩৮-৬১ ভাষ্যবাক্য দ্রষ্টব্য]।

শাঙ্করভাষ্যম্

লোকে অন্বয়ব্যতিরেককুশলানাম্ ঈদৃশেন স্বপ্নদর্শনেন সাধ্বাগমঃ সূচ্যতে, ঈদৃশেন অসাধ্বাগমঃ ইতি।৫৮ তথা অকারাদি-সত্যাক্ষরপ্রতিপত্তিঃ দৃষ্টা রেখানৃতাক্ষরপ্রতিপত্তেঃ।৫৯ অপি চ অন্ত্যম্ ইদং প্রমাণম্ আত্মৈকত্বস্য প্রতিপাদকং, ন অতঃ পরং কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষ্যম্ অস্তি।৬০ যথা হি লোকে 'যজেত' ইতি উক্তে কিং কেন কথম্ ইতি আকাঙ্ক্ষ্যতে, নৈবং "তত্ত্বমসি"

ভাষ্যানুবাদ

লোকমধ্যে অন্বয়ব্যতিরেককুশল (—'ইহা হইলে ইহা হয়, না হইলে হয় না, এইপ্রকার জ্ঞানবান্) ব্যক্তিগণের নিকট ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, এইপ্রকার স্বপ্নদর্শনের দ্বারা ভাবী শুভ সূচিত হয় এবং এইপ্রকার স্বপ্নদর্শনের দ্বারা ভাবী অশুভ সূচিত হয়, ইত্যাদি।৫৮ এইপ্রকারেই রেখারূপ মিথ্যা অক্ষরের জ্ঞান হইতে অকারাদি সত্য অক্ষরের জ্ঞান হইতে দেখা গিয়াছে (৭)।৫৯ [এইপ্রকারে অসত্য হইতে সত্যবিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তি সিদ্ধ হয় বলিয়া অসত্য বেদান্তবাক্য হইতে সত্য ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হয়, ইহা সিদ্ধ হইল]।

সিঃ—আগমপ্রমাণের উপজীব্যবিরোধদোষ পরিহার। লৌকিকাদিব্যবহার স্বাপ্নব্যবহারের ন্যায় উপপন্ন হয় বলিয়া তৎসিদ্ধির জন্য স্বগতভেদবিশিষ্ট ব্রহ্ম অঙ্গীকার্য্য নহে।।

[আর যে বলা হইয়াছে—জীব জগৎ ও ব্রহ্মের যে একত্ব ও নানাত্ব, মোক্ষ-ব্যবহার ও লৌকিকাদি ব্যবহার সিদ্ধির জন্য সেই উভয়কেই সত্যরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে (২০-২৫ বাক্য) ইত্যাদি। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] আর দেখ, [জীব ও পরম] আত্মার একত্বপ্রতিপাদক এই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি আগম] প্রমাণ হয় অন্ত্য (—সর্ব্বশেষ) প্রমাণ, ইহার [প্রবৃত্তির] পর আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করিবার থাকে না।৬০ যেমন লোকমধ্যে "যজ্ঞ করিবে", এইপ্রকার কথিত হইলে "কাহাকে, কাহার দ্বারা এবং কিপ্রকারে" (৮) এইগুলি আকাঙ্ক্ষিত হয়, এইপ্রকারে "তুমিই তিনি" "আমি ব্রহ্মস্বরূপ" এইপ্রকার কথিত

ভাবদীপিকা

(৭) বিভিন্ন ভাষাতে অকারাদি বর্ণসকলকে বোধগম্য করিবার জন্য বিভিন্নপ্রকার রেখাপাত করা হয়। রেখারূপে সেই রেখাগুলি সত্য হইলেও বর্ণরূপে সত্য নহে। অথচ এই মিথ্যা রেখারূপ বর্ণের দ্বারা সত্য অকারাদি বর্ণবিষয়ক জ্ঞান হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। [বর্ণসকল নিত্য ও বিভু, ১।৩।৮ দেবতাধিকরণে ৩০ ভাবদীঃ, ১।৭১৬ পৃঃ দ্রঃ]

(৮) জিজ্ঞাসাধিকরণে (১।৭৮ পৃঃ) শাব্দীভাবনা ও আর্থীভাবনা বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষের তত্তৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য উক্ত ভাবনাদ্বয়ের প্রত্যেকেই তিনটী অংশকে অপেক্ষা করে। প্রস্তাবিত স্থলে আর্থীভাবনার অংশত্রয়ের কথা বলা হইতেছে। "যজেত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি বিধিবাক্যের বলে পুরুষের মনে আর্থীভাবনার উদয় হইলে এইপ্রকার জিজ্ঞাসারও উদয় হয়, যথা—(১) 'কিং ভাবয়েৎ'—কাহাকে সম্পাদন করিতে হইবে, (২)

শাঙ্করভাষ্যম্

"অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি উক্তে কিঞ্চিৎ অন্যৎ আকাঙ্ক্ষ্যম্ অস্তি, সর্ব্বাত্মৈকত্ববিষয়ত্বাৎ অবগতেঃ।৬১ সতি হি অন্যস্মিন্ অবশিষ্যমাণে অর্থে আকাঙ্ক্ষা স্যাৎ।৬২ নতু আত্মৈকত্বব্যতিরেকেণ অবশিষ্যমাণঃ অন্যঃ অর্থঃ অস্তি, যঃ আকাঙ্ক্ষ্যেত।৬৩ ন চ ইয়ম্ অবগতিঃ ন উৎপদ্যতে ইতি শক্যং বক্তুম্, "তদ্ হ অস্য বিজজ্ঞৌ" (ছাঃ ৬।১৬।৩)

ভাষ্যানুবাদ

হইলে আকাঙ্ক্ষা করিবার আর অন্য কিছু থাকে না, যেহেতু সর্ব্বাত্মকতাই (—সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম হইয়া যাওয়াই) অবগতির (—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের) বিষয়।৬১ অন্য কোন [আকাঙ্ক্ষিত] বস্তু অবশিষ্ট থাকিলে আকাঙ্ক্ষা হইবে।৬২ কিন্তু 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদিস্থলে জীব ও পরম] আত্মার একত্ব ব্যতিরেকে অন্য কোন বিষয় অবশিষ্ট নাই, যাহা আকাঙ্ক্ষিত হইবে।৬৩ [যদি বলা হয়—উপজীব্য (৯) যে প্রত্যক্ষাদি দ্বৈতগ্রাহি প্রমাণ, তাহার সহিত উপজীবক আগমপ্রমাণের বিরোধ হয় বলিয়া জীব ও পরমাত্মার একত্বজ্ঞানই কাহারও হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই অবগতি (—একত্বজ্ঞান) উৎপন্ন হয় না, ইহা বলিতে

ভাবদীপিকা

'কেন ভাবয়েৎ'—কাহার দ্বারা সম্পাদন করিতে হইবে এবং (৩) 'কথং ভাবয়েৎ'—কি প্রকারে সম্পাদন করিতে হইবে। এইরূপে এই অংশত্রয় যথাক্রমে সাধ্য সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষাকে দ্যোতনা করে। তাহাতে (১) সাধ্যাকাঙ্ক্ষার উত্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায়—'স্বর্গং ভাবয়েৎ'—স্বর্গরূপ ফল সম্পাদন করিবে।' (২) সাধনাকাঙ্ক্ষার উত্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায়—'যাগেন ভাবয়েৎ'—যজ্ঞের দ্বারা উক্ত ফল সম্পাদন করিবে এবং (৩) ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষার উত্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায়—'প্রযাজাদ্যঙ্গজাতম্ অনুষ্ঠায় ভাবয়েৎ'—প্রযাজাদি অঙ্গকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া সম্পাদন করিবে। এই প্রকারে "যজেত"—'যজ্ঞ করিবে', এই প্রকার কথিত হইলে 'কিং' কাহাকে, 'কেন'—কাহার দ্বারা এবং 'কথং'—কিপ্রকারে, এই অংশত্রয় হয় আপেক্ষিত।

(৯) যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্বয়ং উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে—"উপজীব্য", আর যে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে—'উপজীবক'। বর্ণ ও পদাদির শ্রাবণপ্রত্যক্ষের অনন্তর আগমপ্রমাণের প্রবৃত্তি হয় বলিয়া প্রত্যক্ষপ্রমাণ আগমপ্রমাণের উপজীব্য এবং আগমপ্রমাণ উপজীবক। পুত্রের পক্ষে যেমন পিতাকে হনন করা উচিত নহে, উপজীবক আগমপ্রমাণের দ্বারাও তদ্রূপ উপজীব্য প্রত্যক্ষপ্রমাণের বাধ হওয়া উচিত নহে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জীব জগৎ ও তাহাদের অদৃশ্যকারণ ব্রহ্মবস্তুর বিভিন্নতাই অবগত হওয়া যায়। আর সেই বিভিন্নতাকে অবলম্বন করিয়াই হয় আগমপ্রমাণের প্রবৃত্তি, কারণ সমস্তই ব্রহ্মাভিন্ন হইলে গুরু শিষ্য ও বেদানুবচন কিছুই সম্ভব হইত না, ফলে আগমপ্রমাণের প্রবৃত্তিই হইত না। সুতরাং আগমপ্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি দ্বৈতগ্রাহি প্রমাণের বাধ সঙ্গত নহে, ইহাই এখানে পূর্ব্বপক্ষী ভেদাভেদবাদীর অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।৬৪ অবগতিসাধনানাং চ শ্রবণাদীনাং বেদানুবচনাদীনাং চ বিধানাৎ।৬৫ ন চ ইয়ম্ অবগতিঃ অনর্থিকা ভ্রান্তিঃ বা ইতি শক্যং বক্তুম্, অবিদ্যানিবৃত্তিফলদর্শনাৎ বাধকজ্ঞানান্তরাভাবাৎ চ।৬৬ প্রাক্ চ আত্মৈকত্বাবগতেঃ অব্যাহতঃ সর্ব্বঃ সত্যানৃ-

ভাষ্যানুবাদ

পারা যায় না, যেহেতু "ইঁহার (—পিতা আরুণির) বাক্য হইতে প্রসিদ্ধ তাঁহাকে (—সেই সৎস্বরূপকে) জানিয়াছিলেন," ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।৬৪ আর অবগতির [অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ] সাধন যে শ্রবণাদি ও বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি, তাহাদের বিধান থাকায় 'সেই একত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে' (১০)।৬৫ [আচ্ছা, একত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় হউক্, কিন্তু সিদ্ধ পদার্থ হওয়ায় তাহা হইতে কোনপ্রকার ফলোৎপত্তি হয় না, কারণ ক্রিয়াই ফলোৎপাদক। অথবা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধী হওয়ায় তাহা ভ্রান্তিমাত্র। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই অবগতি (—জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান) নিরর্থক অথবা ভ্রান্তি, ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ ফল পরিদৃষ্ট হয় এবং যেহেতু ইহার বাধক অন্য কোন জ্ঞান নাই।৬৬ [কিন্তু প্রত্যক্ষ-

ভাবদীপিকা

[আগমপ্রমাণের উপজীব্যবিরোধ দোষ নিরাকরণ]

(১০) পূর্ব্বপক্ষী যে উপজীব্যবিরোধ দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন (৯ ভাবদীঃ), তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—আগমপ্রমাণের উপজীব্যবিরোধ দোষ হয় না। কারণ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের পারমার্থিক তত্ত্বাবেদকতাই আগমপ্রমাণকর্তৃক বাধিত হয়, তাহাদের ব্যাবহারিক তত্ত্বাবেদকতা নহে, সুতরাং উপজীব্যবিরোধ দোষ হয় না। ভাব এই—বর্ণ ও পদাদি প্রত্যক্ষের যে ব্যাবহারিক সত্যত্বাংশ, যথা গুরু ও শিষ্যাদির ভেদ এবং বেদানুবচন প্রভৃতি, তাহাই আগমপ্রমাণের উপজীব্য, কারণ তদবলম্বনেই হয় তাহার প্রবৃত্তি। সেই ব্যাবহারিক সত্যত্বাংশের বিরোধ আগমপ্রমাণ করে না, কারণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে তাহাদের ব্যাবহারিক প্রামাণ্য অঙ্গীকৃতই হইয়া থাকে। কিন্তু পারমার্থিক প্রামাণ্য তাহাদের নাই, যেহেতু সিদ্ধান্তে একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই পারমার্থিক সত্য পদার্থ, তদ্ভিন্ন যাহা কিছু, সমস্তই মিথ্যা কল্পিত পদার্থ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদ্বারা এই সমস্তের কল্পিতত্ব অবগত হওয়া যায় না। তত্ত্বমস্যাদি আগমপ্রমাণের বলে জীব ও ব্রহ্মের পারমার্থিক একত্ববিষয়ক অবগতি হইলে যখন সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চ বাধিত হইয়া পড়ে, তখন বর্ণ ও পদাদিপ্রত্যক্ষের ও অন্য প্রমাণসকলের পারমার্থিক প্রামাণ্য (—পারমার্থিক সত্যসমর্পকতা) বাধিত হইলে আগমপ্রমাণের উপজীব্যবিরোধ দোষ হয় না, কারণ তাহাদের পারমার্থিক সত্যসমর্পকতা নাই এবং তাহা আগমপ্রমাণের উপজীব্যও নহে। অতএব আগমপ্রমাণদ্বারা জীব ও পরমাত্মার একত্বজ্ঞান অবশ্যই হয়, তাহাতে আগমপ্রমাণের উপজীব্যবিরোধ দোষ হয় না, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

তদ্ব্যবহারঃ লৌকিকঃ বৈদিকশ্চ ইতি অবোচাম।৬৭ তস্মাৎ অন্ত্যেন প্রমাণেন প্রতিপাদিতে আত্মৈকত্বে সমস্তস্য প্রাচীনস্য ভেদব্যবহারস্য বাধিতত্বাৎ ন অনেকাত্মকব্রহ্মকল্পনাবকাশঃ অস্তি।৬৮ ননু মৃদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবৎ ব্রহ্ম শাস্ত্রস্য অভিমতম্ ইতি গম্যতে, পরিণামিনঃ হি মৃদাদয়ঃ অর্থাঃ লোকে সমধিগতাঃ ইতি।৬৯ ন ইতি উচ্যতে, "সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম" (বৃঃ ৪।৪।২৫), **"স এষঃ নেতি নেতি আত্মা"** (বৃঃ ৩।৯।২৬), **"অস্থূলম্ অনণু"** (বৃঃ ৩।৮।৮) **ইত্যাভ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধশ্রুতিভ্যঃ ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগমাৎ।৭০ নহি একস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বং চ শক্যং প্রতি-**

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধ সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চ মিথ্যা হইলে, স্বপ্ন মিথ্যা, জাগ্রৎ সত্য, ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার এবং 'যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভ হয়', ইত্যাদি বৈদিক ব্যবহার কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—জীব ও পরম] আত্মার একত্ব অবগতির পূর্ব্বে [দীর্ঘস্বপ্নদর্শনের ন্যায়] লৌকিক এবং বৈদিক সকলপ্রকার সত্য এবং মিথ্যা ব্যবহার অব্যাহত থাকে, ইহা আমরা বলিয়াছি (১।২১০ পৃঃ ২১২ বাক্য এবং অত্রস্থ ৪৫-৪৬ বাক্য)।৬৭ সেইহেতু (—স্বাপ্নব্যবহারের ন্যায় সকলপ্রকার ব্যবহারই সিদ্ধ হয় বলিয়া, তত্ত্বমস্যাদি আগমপ্রমাণরূপ] শেষ প্রমাণের দ্বারা আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হইলে পূর্ব্বকালীন সকলপ্রকার ভেদব্যবহার বাধিত হইয়া পড়ে বলিয়া [বৃক্ষ ও শাখার ন্যায়] অনেকাত্মক (—স্বগতভেদবিশিষ্ট) ব্রহ্ম কল্পনার অবকাশ নাই।৬৮

[পূঃ— এই জগৎ কল্পিত নহে, কিন্তু ব্রহ্মের পরিণাম, সুতরাং সত্য, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, [শ্রুতিতে] মৃত্তিকা প্রভৃতি দৃষ্টান্তের প্রণয়ন (—গ্রহণ) হইয়াছে বলিয়া পরিণামযুক্ত ব্রহ্মই শাস্ত্রের অভিপ্রেত, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে, যেহেতু মৃত্তিকাদি পদার্থসকল পরিণামশীল, ইহা লোকমধ্যে সম্যগ্‌রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে, ইত্যাদি।৬৯

[সিঃ—কূটস্থত্বশ্রুতির বিরোধবশতঃ ব্রহ্মের পরিণাম অসম্ভব। বিবর্ত্তবাদই শ্রুতিসম্মত।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলা হইতেছে, না তাহা বলা যায় না; যেহেতু "সেই এই মহান্ ও জন্মরহিত আত্মাই জরাবিহীন অবিনাশী অমৃতস্বরূপ অভয়স্বরূপ ও নিরতিশয় মহান্," "ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপে [নিষেধমুখে বর্ণিত] সেই এই আত্মা", "স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন", ইত্যাদি সর্ব্ববিক্রিয়ার প্রতিষেধক শ্রুতিবাক্যসকল হইতে ব্রহ্মের কূটস্থতা (—পরিণামশূন্যতা, নিত্যনির্ব্বিকারতা) অবগত হওয়া যায়।৭০ [যদি বলা হয়—উভয়প্রকার শ্রুতির অনুরোধে ব্রহ্ম

শাঙ্করভাষ্যম্

পক্ষম্ ।৭১ স্থিতিগতিবৎ স্যাৎ ইতি চেৎ ?৭২ ন, কূটস্থস্য ইতি বিশেষণাৎ ।৭৩ নহি কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবৎ অনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি ।৭৪ কূটস্থং চ নিত্যং ব্রহ্ম সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাৎ ইতি অবোচাম ।৭৫ ন চ যথা ব্রহ্মণঃ আত্মৈকত্বদর্শনং মোক্ষসাধনম্ এবং জগদাকারপরিণামিত্বদর্শনম্ অপি স্বতন্ত্রম্

ভাষ্যানুবাদ

পরিণামি ও কূটস্থ উভয়ই হউন্। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তিনি কি একই কালে পরিণামি ও কূটস্থ, অথবা ক্রমশঃ ? প্রথম পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] একই ব্রহ্মের পরিণামরূপ ধর্ম্মযুক্ত হওয়া এবং তদ্রহিত হওয়া জানিতে পারা যায় না (—একই ব্রহ্ম যুগপৎ উক্ত বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়যুক্ত হইতে পারেন না ।৭১ দ্বিতীয় পক্ষের উত্থাপন করিতেছেন—] যদি বলা হয়, স্থিতি ও গতির ন্যায় হইবে (—একই চেতন বস্তুর যেমন সময়বিশেষে স্থিতি ও অন্য সময়ে গতি হয়, ব্রহ্মও তদ্রূপ সৃষ্টিকালে পরিণামধর্ম্মযুক্ত ও প্রলয়কালে তদ্রহিত হইবেন) ।৭২ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] না, তাহা বলা যায় না ; যেহেতু "কূটস্থস্য," এইপ্রকার বিশেষণ আছে (—পূর্ব্ববাক্যে "একস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বম্", এইস্থলে "একস্য কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ" ইত্যাদি প্রকারে 'কূটস্থস্য' এই পদটীও বিশেষণরূপে আছে, বুঝিতে হইবে) ।৭৩ কূটস্থ ব্রহ্মের স্থিতি ও গতির ন্যায় অনেক ধর্ম্মের আশ্রয় হওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব নহে, [কারণ পূর্ব্বরূপ ত্যাগ করিয়া অবস্থান্তর প্রাপ্তিরূপ পরিণাম অঙ্গীকার করিলে কূটস্থতাই ব্যাহত হইয়া পড়িবে ।৭৪ কিন্তু ব্রহ্ম কূটস্থ, তাহা তুমি কোথায় প্রাপ্ত হইলে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সকলপ্রকার বিক্রিয়ার প্রতিষেধ হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্ম কূটস্থ নিত্য, ইহা আমরা [বৃঃ ৪।৪।২৫ ইত্যাদি বাক্যাবলম্বনে উপরে] বলিয়াছি ।৭৫ [অতএব কূটস্থত্বশ্রুতির বিরোধবশতঃ নিরবয়ব ও সর্ব্ববিক্রিয়ারহিত ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণাম অঙ্গীকার করা যায় না বলিয়া শাস্ত্রোক্ত মৃদাদি দৃষ্টান্তকে কার্য্য ও কারণের অভিন্নতার দ্যোতকরূপে এবং জগৎপ্রপঞ্চকে শুক্তিরৌপ্যের ন্যায় বিবর্ত্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে]।

[সিঃ—ব্রহ্মপ্রকরণস্থ সৃষ্টিবোধক শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় সমর্পক। ব্রহ্মপরিণামবাদে অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ।]

[যদি বলা হয়—জগৎপ্রপঞ্চকে বিবর্ত্তরূপে গ্রহণ করিলে ব্যবহার অসিদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া এবং শ্রুতিতে পঠিত সৃষ্টিবোধক বাক্যসকল নিষ্ফল হইয়া পড়ে বলিয়া ব্রহ্মকে সপ্রপঞ্চরূপে, অর্থাৎ পরিণামিরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ব্রহ্মের সহিত [জীব] আত্মার একত্বদর্শন যেমন মোক্ষের সাধন, এইপ্রকারে [ব্রহ্মের] জগদাকারে পরিণামদর্শনও স্বতন্ত্র কোন ফলের জন্যই

শাঙ্করভাষ্যম্

এব কস্মৈচিৎ ফলায় অভিপ্রেয়তে, প্রমাণাভাবাৎ ।৭৬ কূটস্থ-ব্রহ্মাত্মত্ববিজ্ঞানাৎ এব হি ফলং দর্শয়তি শাস্ত্রম্—"সঃ এষঃ নেতি নেতি আত্মা" ইতি উপক্রম্য "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" (বৃঃ ৪।২।৪) ইতি এবংজাতীয়কম্ ।৭৭ তত্র এতৎ সিদ্ধং ভবতি—ব্রহ্মপ্রকরণে সর্ব্বধর্ম্মবিশেষরহিতব্রহ্মদর্শনাৎ এব ফলসিদ্ধৌ সত্যাং যৎ তত্র অফলং শ্রূয়তে ব্রহ্মণঃ জগদাকারপরিণামিত্বাদি, তৎ ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে, "ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্" ইতিবৎ ।৭৮ ন তু স্বতন্ত্রং ফলায় কল্প্যতে ইতি ।৭৯ নহি পরিনামবত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পরিণামবত্ত্বম্ আত্মনঃ ফলং স্যাৎ

ভাষ্যানুবাদ

অভিপ্রেত হইবে, ইহা বলা যায় না, যেহেতু [সেই বিষয়ে কোন] প্রমাণ নাই ।৭৬ কূটস্থ ব্রহ্মের সহিত [জীব] আত্মার একত্বদর্শন হইতেই [মোক্ষরূপ] ফল হয়, "ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপে বর্ণিত সেই এই আত্মা," এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "হে জনক, আপনি ভয়শূন্যকে (—জন্মমরণাদিভয়বর্জ্জিত ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইলেন", ইত্যাদি এইজাতীয় শাস্ত্র ইহা প্রদর্শন করিতেছেন ।৭৭ [কিন্তু এইপ্রকার অঙ্গীকার করিলে ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণামবোধক শ্রুতিবাক্যসকল অনর্থক হইয়া পড়িবে, ফলে অধ্যয়নবিধির বিরোধ হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেইস্থলে ইহা সিদ্ধ হয়—ব্রহ্মের প্রকরণে (—শ্রুতির যে স্থলে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, সেই স্থলে) সকলপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মরহিত ব্রহ্মের দর্শন (—জ্ঞান) হইতেই [মোক্ষরূপ] ফল সিদ্ধ হয় বলিয়া সেই স্থলে ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণাম প্রভৃতি যে ফলরহিত বাক্য শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে, তাহা ব্রহ্মদর্শনের উপায়রূপেই বিনিযুক্ত হইতেছে, যেমন "ফলবানের নিকটে পঠিত যে ফলবিহীন, তাহা তাহারই (—ফলবানেরই) অঙ্গ," (১১) ইত্যাদি ।৭৮ কিন্তু [প্রযাজাদির ন্যায় উক্ত পরিণামবোধক বাক্যসকলও] স্বতন্ত্র ফলের জন্য অঙ্গীকৃত হইতেছে না, ইহা সিদ্ধ হয়। ৭৯ [কেন হইতেছে না ? "তং যথা যথা উপাসতে তদেব ভবতি" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৫।২।২০) ইত্যাদি শ্রুতিবলে পরিণামি-

ভাবদীপিকা

(১১) "ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্", এই বাক্যের দ্বারা ভগবান্ ভাষ্যকার **"তৎ-সন্নিধৌ অসংযুক্তং তদঙ্গং স্যাৎ"** (জৈঃ সূঃ ৪।৪।৩৬) ইত্যাদি জৈমিনীয় সূত্রাংশের এবং "তৎ পুনঃ মুখ্যলক্ষণং যৎ ফলবত্ত্বম্, যদঙ্গং তৎসন্নিধৌ শ্রূয়তে তৎ তদঙ্গম্", ইত্যাদি তত্রস্থ শাবরভাষ্যের অনুবাদ করিলেন। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের ৪।৪।১১ আঘারাদীনামঙ্গতা-ধিকরণের সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইল। উক্ত অধিকরণে এইপ্রকার বিচার আছে—দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের প্রকরণে আগ্নেয় অগ্নিষোমীয় উপাংশুযাগ ঐন্দ্রাগ্ন্যযাগ, সান্নায্যযাগ আঘার আজ্যভাগ প্রযাজ ও অনুযাজ প্রভৃতি অনেকগুলি কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। সেইস্থলে সংশয় হয়—এই কর্ম্মসকলের

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি বক্তুং যুক্তং, কূটস্থনিত্যত্বাৎ মোক্ষস্য ।৮০ কূটস্থব্রহ্মাত্মবাদিনঃ একত্বৈকাত্ম্যাৎ ঈশিত্রীশিতব্যাভাবে ঈশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞাবিরোধঃ ইতি চেৎ ?৮১ ন, অবিদ্যাত্মকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বস্য ।৮২ "তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আ-

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানই হইবে সেই ফল। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [ব্রহ্মের] পরিণামযুক্ততার জ্ঞান হইতে [জীব] আত্মার পরিণামযুক্ততারূপ (—পরিণাম-বিশিষ্ট ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ) ফল হইবে, ইহা বলা সঙ্গত নহে, যেহেতু [ব্রহ্মস্বরূপতা-রূপ] মোক্ষ কূটস্থ ও নিত্য। [অতএব কূটস্থনিত্য মোক্ষকে ত্যাগ করিয়া পরিণামী, সুতরাং অনিত্য ও দুঃখযুক্ত মোক্ষ কল্পনা করিলে বস্তুতঃ মোক্ষই অনঙ্গীকৃত হইয়া পড়িবে, "ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্" (তৈঃ ২।১।১), "তস্য তাবদেব চিরম্" (ছাঃ ৬।১৪।২), ইত্যাদি বচনসকল ব্যর্থ হইয়া পড়িবে এবং ইহাদের উক্তপ্রকার অর্থ কল্পনা করিলে বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে] ।৮০

[পুঃ—বিবর্ত্তবাদাঙ্গীকারে শাসক ও শাসিতের অভাববশতঃ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২) সূত্রে প্রতিজ্ঞাত ঈশ্বরকারণবাদে বিরোধশঙ্কা।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, কূটস্থব্রহ্মাত্মবাদীর (—নিত্যনির্ব্বিকার অপরিণামি ব্রহ্মকে যিনি জীবাত্মা মনে করেন, তাঁহার) মতে [জীব জগৎ ও ব্রহ্মের] একত্ব অব্যভিচারী হইলে শাসক ও শাসিতের অভাবে [১।১।২ সূত্রে বর্ণিত] ঈশ্বরকারণবাদবিষয়ক প্রতিজ্ঞার বিরোধ হইবে, ইত্যাদি ।৮১

[সিঃ—জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ। কল্পিত ঈশ্বরের পক্ষে কল্পিত জীবজগতের নিয়ন্তৃত্ব সম্ভব হওয়ায় "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রের বিরোধ হয় না।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, না, তাহা বলা যায় না; যেহেতু [পরমেশ্বরের'যে] সর্ব্বজ্ঞতা, [তাহা] অবিদ্যাত্মক নামরূপাখ্য বীজকে ব্যাকরণের

ভাবদীপিকা

মধ্যে প্রত্যেকটীই কি স্বতন্ত্র কর্ম্ম, অথবা ইহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে আছে ? তাহাতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—"তৎসন্নিধৌ অসংযুক্ত তদঙ্গং স্যাৎ"—'প্রধানকর্ম্মের সমীপে যে সকল অসংযুক্ত (—ফলসম্বন্ধশূন্য) কর্ম্ম পঠিত হয়, তাহারা ফলোৎপাদক প্রধান কর্ম্মেরই অঙ্গ হইবে', ইত্যাদি। এইরূপে উক্ত অধিকরণে আগ্নেয় ও অগ্নিষোমীয় প্রভৃতি যজ্ঞকে অঙ্গিরূপে (—প্রধান যজ্ঞরূপে) এবং আঘার ও প্রযাজ প্রভৃতিকে তাহার অঙ্গরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসার উক্ত ন্যায়াবলম্বনে উত্তরমীমাংসার প্রস্তাবিতস্থলে ইহাই বলা হইতেছে—ব্রহ্মবোধক প্রকরণে ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণাম প্রভৃতি যাহা পঠিত হইতেছে, তাহা ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানের অঙ্গরূপেই পঠিত হইতেছে। কিপ্রকারে ইহা ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের অঙ্গ (—উপায়) তাহা ২।১।৭ কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণের ১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

কাশঃ সম্ভূতঃ” (তৈঃ ২।১) ইত্যাদিবাক্যেভ্যঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বেশক্তেঃ ঈশ্বরাৎ জগজ্জনিস্থিতিপ্রলয়াঃ, ন অচেতনাৎ প্রধানাৎ, অন্যস্মাৎ বা ইতি এষঃ অর্থঃ প্রতিজ্ঞাতঃ “জন্মাদ্যস্য যতঃ” (১।১।২) ইতি।৮৩ সা প্রতিজ্ঞা তদবস্থা এব, ন তদ্বিরুদ্ধঃ অর্থঃ পুনঃ ইহ উচ্যতে।৮৪ কথং ন উচ্যতে অত্যন্তম্ আত্মনঃ একত্বম্ অদ্বিতীয়ত্বং চ ব্রুবতা?৮৫ শৃণু যথা ন উচ্যতে।৮৬ সর্ব্বজ্ঞস্য ঈশ্বরস্য আত্মভূতে ইব অবিদ্যাকল্পিতে

ভাষ্যানুবাদ

(—স্থূলরূপে অভিব্যক্ত করিবার) অপেক্ষা করে (১২)। ৮২ [সংক্ষেপে কথিত এই বিষয়কে বিবৃত করিতেছেন—] “সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল”, ইত্যাদি বাক্যসকল হইতে ‘জগতের জন্ম স্থিতি ও প্রলয় নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর হইতে হয়, কিন্তু অচেতন প্রধান হইতে, অথবা অন্য কিছু হইতে নহে’, ইত্যাদি এই বিষয়টী “জন্মাদ্যস্য যতঃ” এইরূপে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। ৮৩ সেই প্রতিজ্ঞা সেই অবস্থাতেই আছে, এখানে পুনরায় তাহার বিরুদ্ধ বিষয় কথিত হইতেছে না। ৮৪ [শঙ্কা—] আত্মার অত্যন্ত একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব কথনকারী তোমাকর্ত্তৃক বিরুদ্ধ বিষয় কেন কথিত হইতেছে না? (—আত্মার অত্যন্ত একত্ব অঙ্গীকারকারী তুমি অবশ্যই বিরুদ্ধ কথা বলিতেছ)। ৮৫ [সমাধান—] যেপ্রকারে তাহা কথিত হইতেছে না, তাহা শ্রবণ কর। ৮৬ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের যেন আত্মভূত (—নিজস্বরূপ) যে অবিদ্যাকল্পিত (—অবিদ্যাত্মক) নাম ও রূপ, যাহারা তত্ত্ব ও অন্যত্বের দ্বারা অনির্ব্বচনীয় (১৩) এবং যাহারা সংসারপ্রপঞ্চের

ভাবদীপিকা

(১২) ভাবটী এই—পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি তাত্ত্বিক (—পরমার্থতঃ সত্য) নহে, পরন্তু অবিদ্যারূপ উপাধিদ্বারা কল্পিত। ‘জন্মাদ্যস্য যতঃ” (১।১।২) এই সূত্রে পরমেশ্বরের তাদৃশ ঔপাধিক স্বরূপই জগৎকর্ত্তৃরূপে (—জগতের নিমিত্তকারণরূপে) প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। আর এই “তদনন্যত্বাদি” সূত্রে (২।১।১৪) পরমেশ্বরের নিরুপাধিক তাত্ত্বিক স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে। সেইহেতু প্রতিজ্ঞাবিরোধ হয় নাই। পরবর্ত্তিভাষ্যমধ্যে ইহা পরিষ্কার করিবেন।

(১৩) ইহার অর্থ—যাহাকে সদ্রূপে অথবা অসদ্রূপে, অর্থাৎ ঈশ্বররূপে অথবা ঈশ্বর ভিন্নরূপে নির্ব্বচন করিতে পারা যায় না, তাহাকে বলে অনির্ব্বচনীয়। জড় ও অজড়ের অভিন্নতা সম্ভব নহে বলিয়া এই জড় নামরূপকে ঈশ্বরাভিন্নরূপে নিরূপণ করা যায় না। আবার ঈশ্বর হইতে ভিন্নভাবে তাহাদের সত্তা ও স্ফুরণ সম্ভব হয় না বলিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর হইতে ভিন্নরূপেও নিরূপণ করা যায় না। অজড়কে (—চেতনকে) অপেক্ষা না করিয়া স্বাধীনভাবে জড়পদার্থের সত্তা ও স্ফুরণ সম্ভব নহে, কারণ তাহা অঙ্গীকার করিলে তাহাকে আর জড়ই বলা চলিবে না। এইহেতু ইহাদিগকে অনির্ব্বচনীয় বলা হইতেছে, এই অনির্ব্বচনীয়তাই ইহাদের স্বরূপ। এই শব্দটীর দ্বারা পদার্থনির্ব্বচনে মনুষ্যবুদ্ধির অসামর্থ্য সূচিত হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্য ঈশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিঃ ইতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ অভিলপ্যেতে।৮৭ তাভ্যাম্ অন্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ "আকাশঃ বৈ নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তৎ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৮।১৪।১) ইতি শ্রুতেঃ।৮৮ "নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২), "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বা অভিবদন্ যদাস্তে" (তৈঃ আঃ ৩।১২।৭) "একং বীজং বহুধা যঃ করোতি" (শ্বেঃ ৬।১২) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ।৮৯ এবম্ অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধী ঈশ্বরঃ ভবতি, ব্যোম ইব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি।৯০ সঃ চ স্বাত্মভূতান্ এব ঘটাকাশ-

ভাষ্যানুবাদ

বীজস্বরূপ, তাহারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তি ও প্রকৃতি, এইরূপে শ্রুতি এবং স্মৃতিতে বর্ণিত হইতেছে। ৮৭ [আচ্ছা, নামরূপাত্মক মায়াশক্তি যদি ঈশ্বরের আত্মভূতই হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর তো জড় পদার্থ হইয়া পড়িলেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সেই দুইটী (—নাম ও রূপ) হইতে ভিন্ন, যেহেতু "আকাশ নামে যিনি (—যে আত্মা, শ্রুতিতে] প্রসিদ্ধ, তিনিই নাম ও রূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তা, তাহারা (—সেই নাম ও রূপ) যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, তিনি ব্রহ্ম", এইপ্রকার শ্রুতি আছে। ৮৮ আবার "নাম ও রূপকে অভিব্যক্ত করিব", "যে ধীর (—ব্রহ্ম, দেবতা ও মনুষ্যশরীরাদি] সকল রূপকে বিশেষরূপে নিষ্পাদন করিয়া [ইহা দেবতা, ইহা মনুষ্য, ইহা পশু, ইত্যাদি এইরূপে] নামকরণ করিয়া ও [সেই নামসকলের দ্বারা ইহাদিগকে] অভিহিতকরতঃ বর্ত্তমান আছেন, 'আমি তাঁহাকে জানি", "একটী বীজকে (—জড়ের বীজ মায়াশক্তিকে পরিণামদ্বারা এবং জীবের বীজ স্বরূপচৈতন্যকে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবদ্বারা) যিনি বহুপ্রকার করেন", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতেও 'ঈশ্বর নামরূপ হইতে ভিন্ন, ইহা অবগত হওয়া যায়'। ৮৯ [আর উক্ত শ্রুতিসকল হইতে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, এই নাম ও রূপের অভিব্যক্তিকরণ ঈশ্বরের অধীন, তাহাকে ও তাহার নিয়মনকে অপেক্ষা করিয়াই হয় ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য। তাহাতে সংশয় হয়, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য তো স্বাভাবিক, তাহাকে নাম ও রূপের অভিব্যক্তি ও নিয়মনসাপেক্ষ কেন বলিতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এইরূপে ঈশ্বর অবিদ্যাকৃত (—অবিদ্যাত্মক) নামরূপাখ্য উপাধীর অনুরোধী (—মিথ্যা নামরূপাত্মক উপাধিকে অবলম্বন করিয়াই শুদ্ধ চেতন ঈশ্বরপদবাচ্য হন), যেমন আকাশ ঘট ও কমণ্ডলু প্রভৃতি উপাধির অনুরোধী হইয়া থাকে (—মহাকাশ যেমন ঘটাদি উপাধিযোগে ঘটাকাশ ইত্যাদিরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ। অতএব তাঁহার ঐশ্বর্য্য ঔপাধিক, স্বাভাবিক নহে, ইহাই

শাঙ্করভাষ্যম্

স্থানীয়ান্ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণসংঘাতানুরোধিনঃ জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতি ঈষ্টে ব্যাবহারবিষয়ে।৯১ তদেবম্ অবিদ্যাত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষম্ এব ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বং চ, ন পরমার্থতঃ বিদ্যয়া অপাস্তসর্ব্বোপাধিস্বরূপে আত্মনি ঈশিত্রীশিতব্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহারঃ উপপদ্যতে।৯২ তথাচ উক্তম্—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি সঃ ভূমা" (ছা: ৭।২৪।১) ইতি।৯৩ "যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃ: ৪।৫।১৫) ইত্যাদিনা

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধ হয়।৯০ আচ্ছা, ঈশ্বর না হয় অবিদ্যাকৃত জগতের নিয়মনকর্ত্তা হইলেন, জীব তো অবিদ্যাকৃত নহে, তাহার নিয়ামক তিনি কিপ্রকারে হইবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর তিনি (—সেই ঈশ্বর) অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত [সুতরাং তদাত্মক] নামরূপকৃত যে দেহেন্দ্রিয় সংঘাত, তাহার অনুরোধী (—সেই উপাধি অবলম্বনে সত্তালাভকারী) এবং নিশ্চিতভাবে নিজের স্বরূপভূত যে ঘটাকাশস্থানীয় বিজ্ঞানাত্মাসকল (—জীবসকল), তাহাদিগকে ব্যবহারবিষয়ে শাসন করেন (—অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য অন্তঃকরণাদিতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তাহাই জীব এবং বিম্বভূত চৈতন্যই ঈশ্বর। এইপ্রকারে অবিদ্যারূপ উপাধিবশতঃ জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে বিম্বভূত ঈশ্বর হন প্রতিবিম্বভূত জীবসকলের নিয়ামক)।৯১ এইরূপে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, অবিদ্যাত্মক উপাধিকৃত পরিচ্ছেদকে (—কল্পিত জীবত্বকে ও জগৎপ্রপঞ্চকে) অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব সিদ্ধ হয়, কিন্তু বিদ্যার দ্বারা যাঁহার স্বরূপ হইতে সমস্ত উপাধি নিরাকৃত হইয়াছে, সেই আত্মাতে ঈশিতৃত্ব (—শাসকত্ব, অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব) ঈশিতব্যত্ব (—শাসিতত্ব, অর্থাৎ জীবত্ব) এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ব্যবহার পরমার্থতঃ (—পারমার্থিক দৃষ্টিতে) উপপন্ন হয় না। [অতএব শুদ্ধ চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব কাল্পনিক।৯২ এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইল যে, কল্পিত জীবত্বকে ও কল্পিত জগতপ্রপঞ্চকে অপেক্ষা করিয়া কল্পিত ঈশ্বরের ঈশিতৃত্ব সম্ভব বলিয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রে প্রতিজ্ঞাত ঈশ্বরকারণবাদে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না]।

[সিঃ—পারমার্থিক দৃষ্টিতে বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে জীবেশ্বরাদিভেদাভাব এবং ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে পরিণামবাদাবলম্বনে জীবেশ্বরাদিভেদবিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি প্রদর্শন।]

[পারমার্থিক দৃষ্টিতে শুদ্ধ চৈতন্যে ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব প্রভৃতি দ্বৈতবুদ্ধি উপপন্ন হয় না, সেই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—], আর সেইরূপই কথিত হইয়াছে, যথা—"যেখানে অপর কিছু দর্শন করে না, অপর কিছু শ্রবণ করে না, অপর কিছু জানিতে পারে না, তাহাই ভূমা", ইত্যাদি।৯৩ "কিন্তু সমস্তই যখন ইহার আত্মাই

শাঙ্করভাষ্যম্

চ।১৪ এবং পরমার্থাবস্থায়াং সর্ব্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ সর্ব্বে।১৫ তথা ঈশ্বরগীতাসু অপি—"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে"॥ "নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"॥ (গীতা ৫।১৪,১৫) **ইতি পরমার্থাবস্থায়াম্ ঈশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ প্রদর্শ্যতে।১৬ ব্যবহারাবস্থায়াং তু উক্তঃ শ্রুতৌ অপি ঈশ্বরাদিব্যবহারঃ—"এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ এষঃ ভূতাধিপতিঃ এষঃ ভূতপালঃ এষঃ সেতুঃ বিধরণঃ এষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়"** (বৃঃ ৪।৪।২২) **ইতি।১৭ তথাচ ঈশ্বরগীতাসু অপি—ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"** (গীতা ১৮।৬১) **ইতি।১৮ সূত্রকারোঽপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ "তদনন্যত্বম্" ইতি আহ,**

ভাষ্যানুবাদ

হইয়া গেল, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে"? ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাও 'তাহাই বর্ণিত হইয়াছে' ।১৪ এইপ্রকারে ["সঃ এষঃ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ ৩।৯।২৬), "অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ ৩।৮।৮), "যত্তৎ অদ্রেশ্যম্" (মুঃ ১।১।৬) ইত্যাদি] সকল উপনিষদই পরমার্থ অবস্থাতে সকলপ্রকার ব্যবহারের অভাবের কথা বলিতেছেন ।১৫ [বেদান্তসম্মত এই বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—] সেইরূপেই ঈশ্বরগীতাতেও—"প্রভু (—পরমেশ্বর) লোকের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মসকল ও কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ সৃষ্টি করেন না, কিন্তু স্বভাবই (—অবিদ্যাই, কর্ত্তৃত্বাদিরূপে] প্রবৃত্ত হয়"। "বিভু (—পরমেশ্বর) কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না, অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে, সেইহেতু জীবগণ মুগ্ধ হয়"। এইপ্রকারে পারমার্থিক অবস্থাতে শাসক ও শাসিত (—ঈশ্বর ও জীব) ইত্যাদি ব্যবহারের অভাব প্রদর্শিত হইতেছে ।১৬ [পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবেশ্বরাদিভেদ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যাদির অভাবের কথা বলিয়া ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে অবিদ্যাকল্পিত ভেদভাবাবলম্বনে যেপ্রকার হয়, সেই বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি প্রদর্শন করিতেছেন—] কিন্তু ব্যবহার অবস্থাতে শ্রুতিতেও ঈশ্বরাদি ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে, যথা— "ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতসকলের অধিপতি, ইনি ভূতসকলের পালক, এই [ভূরাদি] লোকসকলের অসংমিশ্রণের জন্য ইনি বিধারক সেতুস্বরূপ", ইত্যাদি ।১৭ আর ঈশ্বরগীতাতেও সেইরূপ (—ব্যবহারাবস্থাতে জীব ও ঈশ্বরাদি ভেদব্যবহার) কথিত হইয়াছে, যথা—"হে অর্জ্জুন, মায়ার দ্বারা [শরীররূপ] যন্ত্রে আরূঢ় জীবসকলকে ভ্রমণ করাইয়া (—তত্তৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া) ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন", ইত্যাদি ।১৮ [এই বিষয়ে ভগবান্ সূত্রকারের

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যবহারাভিপ্রায়েণ তু "স্যাল্লোকবৎ (২।১।১৩) ইতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি ।৯৯ অপ্রত্যাখ্যায় এব কার্য্যপ্রপঞ্চং পরিণামপ্রক্রিয়াং চ আশ্রয়তি সগুণেষু উপাসনেষু উপযোক্ষ্যতে ইতি ।১০০ ॥ ২।১।১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ

সম্মতি প্রদর্শন করিতেছেন—] সূত্রকারও পরমার্থাভিপ্রায়ে (—পারমার্থিক দৃষ্টিতে) "তদনন্যত্বম্" ইত্যাদি বলিতেছেন, ব্যবহার অভিপ্রায়ে (—ব্যাবহারিকদৃষ্টিতে) কিন্তু "স্যাল্লোকবৎ", এইরূপে ব্রহ্মের মহাসমুদ্রস্থানীয়তার কথা বলিতেছেন।৯৯ [কিন্তু "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।২৬) "ক্ষীরবদ্ধি" (২।১।২৪) ইত্যাদি স্থলেও ভগবান্ সূত্রকার পরিণামবাদই অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া কার্য্যপ্রপঞ্চের সত্যতাই অঙ্গীকার করা উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর কার্য্যপ্রপঞ্চকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া সগুণ উপাসনাতে উপযোগী হইবে, এই অভিপ্রায়ে পরিণাম প্রক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়াছেন (—তদবলম্বনে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাহা তাঁহার বিবক্ষিত নহে ।১০০ অতএব "কৃপণধীঃ পরিণামমুদীক্ষতে ক্ষয়িত-কল্মষধীস্তু বিবর্ত্ততাম্"— "মন্দবুদ্ধি পরিণামবাদ অবলম্বন করে, ক্ষীণপাপবুদ্ধি কিন্তু বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করে", এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বরের সোপাধিক ও নিরূপাধিক স্বরূপাবলম্বনে কথিত হইয়াছে বলিয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি সূত্রের সহিত এই "তদনন্যত্বাদি" সূত্রের বিরোধ হয় নাই, ইহা সিদ্ধ হইল এবং পরম প্রস্তাবিত যে জগতের কূটস্থ ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে অনন্যতা, তাহাও সিদ্ধ হইল] ॥২।১।১৪॥

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥২।১।১৫॥

পদচ্ছেদ—ভাবে, চ, উপলব্ধেঃ।

সূত্রার্থ—[ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্য্যস্য অভাবে অনুমানম্ আহ অনির্ব্বাচ্যত্বসমর্থনার্থম্—মৃদি সত্যাং ঘটস্য ইব কারণস্য ব্রহ্মণঃ] **ভাবে চ**—সত্ত্বে এব [কার্য্যস্য প্রপঞ্চস্য] **উপলব্ধেঃ** [কারণব্যতিরেকেণ কার্য্যং নাস্তি ইত্যর্থঃ]

অনুবাদ-[অনির্ব্বাচ্যতা সমর্থনের জন্য ব্রহ্মব্যতিরেকে [জগদ্রূপ] কার্য্যের অভাব-বিষয়ে অনুমানের কথা বলিতেছেন—যেমন মৃত্তিকা থাকিলে ঘট বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ কারণ-স্বরূপ ব্রহ্মের] **ভাবে চ**—সত্তা থাকিলেই [কার্য্য জগৎপ্রপঞ্চের] **উপলব্ধেঃ**—উপলব্ধি হয় বলিয়া [কারণব্যতিরেকে কার্য্য থাকে না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ কারণাৎ অনন্যত্বং কার্য্যস্য, যৎকারণং ভাবে এব কারণস্য কার্য্যম্ উপলভ্যতে, ন অভাবে ।১ তদ্ যথা—সত্যাং মৃদি ঘটঃ উপলভ্যতে, সৎসু তু তন্তুষু পটঃ ।২ ন চ নিয়মেন

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্যভাবে অন্যস্য উপলব্ধিঃ দৃষ্টা, ন হি অশ্বঃ গোঃ অন্যঃ সন্ গোঃ ভাবে এব উপলভ্যতে।৩ ন চ কুলালভাবে এব ঘটঃ উপলভ্যতে, সত্যপি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে অন্যত্বাৎ।৪ ননু অন্যস্য ভাবে অপি অন্যস্য উপলব্ধিঃ নিয়তা দৃশ্যতে, যথা অগ্নি-ভাবে ধূমস্য ইতি।৫ ন ইতি উচ্যতে, উদ্বাপিতে অপি অগ্নৌ গোপালঘুটিকাদিধারিতস্য ধূমস্য দৃশ্যমানত্বাৎ।৬ অথ ধূমং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অনুমানপ্রমাণবলে উপাদানকারণ হইতে কার্য্যের পৃথক্ সত্তারাহিত্য প্রতিপাদন।]

আর এই হেতুবশতঃও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব (—কারণব্যতিরেকে কার্য্যের পৃথক্ সত্তারাহিত্য) সিদ্ধ হয়, যেহেতু কারণ থাকিলেই কার্য্য উপলব্ধ হয়, কিন্তু কারণের অভাবে তাহা হয় না।১ তাহা এইপ্রকার—মৃত্তিকা থাকিলে ঘট উপলব্ধ হয় এবং তন্তুসকল থাকিলে বস্ত্র উপলব্ধ হয়।২ কিন্তু [যাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাব নাই, তাহাদের মধ্যে] একের সত্তাতে অপরের উপলব্ধি নিয়মিত-ভাবে পরিদৃষ্ট হয় না, যেহেতু অশ্ব গো হইতে ভিন্ন হওয়ায় গো থাকিলেই উপলব্ধ হয় না (১৪)।৩ [এখানে 'কারণ' বলিতে উপাদানকারণকে গ্রহণ করিতে হইবে, নিমিত্তকারণকে নহে, তাহা বলিতেছেন—] আর নিমিত্তনৈমিত্তিকভাব (—নিমিত্ত-কারণ ও কার্য্যভাব) থাকিলেও [নিমিত্তকারণ ও কার্য্য] ভিন্ন হওয়ায় কুলাল থাকিলেই ঘট উপলব্ধ হয়, ইহা বলা যায় না।৪ [অতএব উপাদানকারণ হইতে কার্য্যের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, [যাহাদের মধ্যে উপাদান-উপাদেয়ভাব না থাকিয়া নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাব থাকে, তাহাদের মধ্যে] একের সত্তাতেও অপরের উপলব্ধি নিয়মিতভাবে পরিদৃষ্ট হয়, যেমন [ধূমের নিমিত্তকারণ] অগ্নি থাকিলে ধূমের উপলব্ধি হয়। [সুতরাং ত্বৎ-প্রদর্শিত 'তদ্ভাবভাননিয়তভাবভানত্ব' রূপ হেতুটী সাধারণসব্যভিচারদোষগ্রস্ত হইয়া পড়িল, কারণ অগ্নি ধূমের উপাদান নহে, অথচ উক্ত হেতুটী সেই স্থলে চলিয়া যাই-তেছে।৫ সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলা হইতেছে, না, তাহা বলা যায় না; যেহেতু অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও গোপালঘুটিকা (—গোশালাস্থ পাত্রবিশেষ)

ভাবদীপিকা

(১৪) এই স্থলে কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বিষয়ে এই প্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"কার্য্যং ন উপাদানাৎ বস্ত্বন্তরং তদ্ভাবভাননিয়তভাবভানত্বাৎ; যৎ যস্মাৎ বস্ত্বন্তরং, ন তৎ তদ্ভাবভাননিয়তভাবভানং, যথা অশ্বঃ ন গোভাবভাননিয়তভাবভানঃ"—'কার্য্য উপাদানকারণ হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, যেহেতু কার্য্যের সত্তার জ্ঞান হইলে কারণের সত্তার জ্ঞান নিয়মিতভাবেই হইয়া থাকে; যাহা যাহা হইতে ভিন্ন বস্তু, তাহার সত্তার জ্ঞান নিয়মিতভাবে [সেই ভিন্ন বস্তুর] সত্তাজ্ঞানের অপেক্ষা করে না, যেমন অশ্বসত্তার জ্ঞান নিয়মিতভাবে গোসত্তার জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না'।

শাঙ্করভাষ্যম্

কয়াচিৎ অবস্থয়া বিশিংষ্যাৎ ঈদৃশঃ ধূমঃ ন অসতি অগ্নৌ ভবতি ইতি।৭ ন এবমপি কশ্চিৎ দোষঃ, তদ্ভাবানুরক্তাং হি বুদ্ধিং কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বে হেতুং বয়ং বদামঃ।৮ ন চ অসৌ অগ্নিধূময়োঃ বিদ্যতে।৯ "ভাবাচ্চোপলব্ধেঃ" ইতি বা সূত্রম্।১০

ভাষ্যানুবাদ

প্রভৃতিতে ধারিত ধূম পরিদৃষ্ট হয়। [অতএব বহ্নি না থাকিলেও ধূমের উপলব্ধি হওয়ায় উক্ত হেতুটী সেই স্থলে যাইতেছে না, ফলে উক্ত ব্যভিচারদোষও হইতেছে না]।৬ আর যদি ['অবিচ্ছিন্নমূলদীর্ঘরেখার ন্যায়' ইত্যাদি] কোন অবস্থার দ্বারা [ধূমকে] বিশেষিত করা হয়, [যথা—] 'এইপ্রকার ধূম অগ্নি না থাকিলে থাকে না' ইত্যাদি (—যেখানে অবিচ্ছিন্নমূল দীর্ঘরেখার ন্যায় ধূম থাকে সেখানেই বহ্নি থাকে। অতএব বহ্নি না থাকিলে তাদৃশ ধূম থাকেনা বলিয়া "তদ্ভাবভাননিয়তভাবভানত্ব" হেতুটী পুনরায় ব্যভিচারগ্রস্ত হইয়া পড়িল।৭ তদুত্তরে বলিব—] এইপ্রকার হইলেও কোন দোষ হয় না, যেহেতু তদ্ভাবানুরক্তা বুদ্ধিকে (—উপাদানকারণসহকৃত কার্য্যবুদ্ধিকে) আমরা কার্য্য ও কারণের অনন্যতাতে হেতু বলিতেছি।৮ তাহা কিন্তু অগ্নি ও ধূমের মধ্যে বিদ্যমান নাই। [সুতরাং উক্ত দোষ হয় না (১৫]।৯

[সিঃ—প্রত্যক্ষপ্রমাণবলে কার্য্য ও উপাদানকারণের অনন্যত্ব প্রতিপাদন।]

[পাঠান্তরাবলম্বনে সূত্রের ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] অথবা [সূত্রের

ভাবদীপিকা

(১৫) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—'উপাদানকারণসহকৃত কার্য্যবুদ্ধি' বলিতে 'ইহা উপাদান-কারণ ও ইহা তাহার কার্য্য', এইপ্রকার 'উপাদান-উপাদেয় বুদ্ধিকে' বুঝিতে হইবে। যেখানে তাদৃশ বুদ্ধি হয়, যথা—'মৃত্তিকা ও ঘট', সেই স্থলেই কার্য্য ও কারণের অনন্যত্বসিদ্ধ হয়, অন্যত্র নহে, ইহাই সিদ্ধান্তীর বক্তব্য। অগ্নি ও ধূমের মধ্যে এতাদৃশ উপাদান-উপাদেয়বুদ্ধি নাই, কারণ অগ্নি ধূমের নিমিত্তকারণমাত্র। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে বহ্নি ও অবিচ্ছিন্নমূল ধূমের দৃষ্টান্ত-দ্বারা নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবাপন্ন কার্য্য ও কারণের সহোপলম্ভনিয়ম (—একের সত্তাবিষয়কজ্ঞান হইতে অপরের সত্তাবিষয়ক-জ্ঞানের নিয়ম) প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, তাহা নিরাকৃত হইল। ফলে 'তদ্ভাবভাননিয়তভাবভানত্ব' হেতুটীর ব্যভিচার দোষও নিরাকৃত হওয়ায় উপাদান-কারণ ও কার্য্যের অনন্যত্ব (কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের পৃথক্ সত্তারাহিত্য) উক্ত অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইল। **লক্ষ্য করিতে হইবে**—৫ সংখ্যক বাক্যে প্রদর্শিত ব্যভিচারদোষ সিদ্ধান্তীর উপর আপতিত হয় না, কারণ তপ্তলৌহপিণ্ডে বহ্নি থাকিলেও ধূম থাকে না। আর ৭ সংখ্যক বাক্যে যে অবিচ্ছিন্নমূল ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও সিদ্ধান্তীর অবশ্য স্বীকার্য্য নহে, কারণ জলদ্বারা তৎকালেই নির্ব্বাপিত অর্দ্ধদগ্ধ ইন্ধনে তাদৃশ ধূম পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু বহ্নি তখন সেই স্থলে থাকে না। সেইহেতু ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্যব্যাপকভাবও সিদ্ধ হয় না (বার্ত্তিক টীকা)। তথাপি উক্ত পরিস্থিতিসকল অঙ্গীকার করিয়া লইয়াই ৮ সংখ্যক বাক্যে অন্যপ্রকারে সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হওয়ায় তাহার দৃঢ়তা সুনিশ্চিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন কেবলং শব্দাৎ এব কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বং, প্রত্যক্ষোপলব্ধিভাবাৎ চ তয়োঃ অনন্যত্বম ইত্যর্থঃ।১১ ভবতি হি প্রত্যক্ষোপলব্ধিঃ কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বে।১২ তদ্‌যথা—তন্তুসংস্থানে পটে তন্তুব্যতিরেকেণ পটঃ নাম কার্য্যং নৈব উপলভ্যতে, কেবলাস্তু তন্তবঃ আতানবিতানবন্তঃ প্রত্যক্ষম্ উপলভ্যন্তে ; তথা তন্তুষু অংশবঃ, অংশুষু তদবয়বাঃ।১৩ অনয়া প্রত্যক্ষোপলব্ধ্যা লোহিতশুক্লকৃষ্ণানি ত্রীণি রূপাণি, ততঃ বায়ুমাত্রম্ আকাশমাত্রং চ ইতি অনুমেয়ম্।১৪ ততঃ পরং ব্রহ্ম একম্ এব অদ্বিতীয়ম্।১৫ তত্র সর্ব্বপ্রমাণানাং নিষ্ঠাম্ অবোচাম্।১৬॥২।১।১৫॥

ভাষ্যানুবাদ

অবয়ব] "ভাবাৎ চ উপলব্ধেঃ", এইপ্রকার হইবে।১০ কেবল শ্রুতি হইতেই কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা নহে ; কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অস্তিত্ববশতঃও (—প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াও) তাহাদের অনন্যত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই [সূত্রটীর] অর্থ।১১ কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অবশ্যই আছে।১২ যেমন দেখ, তন্তুর সন্নিবেশভূত বস্ত্রে তন্তুব্যতিরেকে পটনামক কার্য্যবস্তু কিছুই উপলব্ধ হয় না, কিন্তু আতান ও বিতান ভাবাপন্ন (—দীর্ঘ ও প্রস্থভাবে বিন্যস্ত) কেবল তন্তুসকলই প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হইতেছে, এইরূপে তন্তুসকলে [তাহার উপাদানভূত] অংশু (—আঁশ) সকল এবং অংশুসকলে তাহাদের [উপাদানভূত ত্রসরেণু প্রভৃতি] অবয়বসকল উপলব্ধ হইতেছে।১৩ [এইপ্রকারে কার্য্যবস্তু তাহার উপাদানকারণ হইতে ভিন্ন কিছু নহে, ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু এইপ্রকার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যে স্থলে হয় না, সেই স্থলেও অনুমানের দ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায়, ইহাই বলিতেছেন—] এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা [জাগতিক কার্য্যবস্তুসকল] লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণ, এই তিনটী রূপ মাত্র (—তাহারা যথাক্রমে তেজঃ, জল ও পৃথিবীমাত্র (ছাঃ ৬।৪), ইহা অনুমান করিতে হইবে ; তদনন্তর [সেই তেজঃ প্রভৃতি তাহাদের উপাদানভূত] বায়ুমাত্র ও আকাশমাত্র, ইহা অনুমান করিতে হইবে।৪১ তাহার পর [সেই আকাশেরও কারণভূত] এক ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে অনুমান করিতে হইবে (১৬)।১৫ সেই স্থলে (—সেই পরব্রহ্মে) সকল প্রমাণের নিষ্ঠা (—পরিসমাপ্তি), ইহা আমরা বলিয়াছি (১।২১০ পৃঃ ২১০ বাক্য)।১৬॥২।১।১৫॥

ভাবদীপিকা

(১৬) এই স্থলে অনুমানের আকার এই—'ক্ষিত্যাদিকং স্বোপাদানাব্যতিরিক্তং কার্য্যত্বাৎ, পটবৎ।' 'এইপ্রকারে আকাশ পর্য্যন্ত মহাভূতকে অনুমান করিতে হইবে। অতঃপর 'আকাশং স্বোপাদানব্রহ্মাব্যতিরিক্তং তদুপাদানকত্বাৎ, মৃদুপাদানকঘটবৎ', এইপ্রকার অনুমান-

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥২।১।১৬॥

পদচ্ছেদ—সত্ত্বাৎ, চ, অবরস্য।

সূত্রার্থ—[কারণব্যতিরেকেণ কার্য্যস্য অভাবে শ্রুতার্থাপত্তিং প্রমাণান্তরম্ আহ—"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদৌ উৎপত্তেঃ প্রাক্] **অবরস্য**—পর-ভবিকস্য কার্য্যস্য [কারণানন্যত্বেন] **সত্ত্বাৎ**—সত্ত্বশ্রবণাৎ, **চ**—অপি [উৎপত্ত্যনন্তরম্ অপি অনন্যত্বম্ সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[কারণব্যতিরেকে কার্য্যের অভাববিষয়ে শ্রুতার্থাপত্তিরূপ প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—"হে সোম্য, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সদ্রূপে ছিল," ইত্যাদি স্থলে উৎপত্তির পূর্ব্বে] **অবরস্য**—পশ্চাদ্‌ভাবি কার্য্যের [কারণ হইতে অভিন্নরূপে] **সত্ত্বাৎ চ**—অস্তিত্ব শ্রুত হয় বলিয়াও [উৎপত্তির পরেও তাহার 'কারণব্যতিরেকে না থাকা' সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ কারণাৎ কার্য্যস্য অনন্যত্বং, যৎকারণং প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাত্মনা এব কারণে সত্ত্বম্ অবরকালীনস্য কার্য্যস্য শ্রূয়তে।১ "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১), **"আত্মা বৈ ইদমেক এবাগ্র আসীৎ"** (ঐতঃ ১।১।১, ঐতঃ আঃ ২।৪।১।১) **ইত্যাদৌ ইদংশব্দ-গৃহীতস্য কার্য্যস্য কারণেন সামানাধিকরণ্যাৎ।২ যচ্চ যদাত্মনা**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণাত্মকরূপে কার্য্যের সত্তা শ্রুত হয় বলিয়া শ্রুতার্থাপত্তি ও অনুমান প্রমাণবলে কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব।]

আর এই হেতুবশতঃও [উপাদান] কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যতা (—পৃথক্ সত্তারাহিত্য, ১ ভাবদীঃ) সিদ্ধ হয়, যেহেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপেই পশ্চাদ্‌ভাবি কার্য্যের কারণে বর্ত্তমানতা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।১ [কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের বর্ত্তমানতার কথাই শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, কার্য্যের বর্ত্তমানতার কথা তো বর্ণিত হইতেছে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা নহে], যেহেতু "হে প্রিয়দর্শন, ইহা (—এই জগৎ) অগ্রে সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিল", "ইহা অগ্রে (—উৎপত্তির পূর্ব্বে) আত্মরূপেই বিদ্যমান ছিল", ইত্যাদি স্থলে 'ইদম্' শব্দের দ্বারা গৃহীত যে কার্য্য (—জগৎ), তাহার ['সৎ' ও আত্মশব্দে অভিহিত] কারণের সহিত সামানাধিকরণ্য (—সমানবিভক্তিযুক্ত পদের দ্বারা নির্দ্দেশ) হইতেছে (১৭)।২

ভাবদীপিকা

বলে ব্রহ্মবস্তুকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। যদি বলা হয়—প্রধান প্রভৃতিও তো আকাশের উপাদান হইতে পারে, ব্রহ্মই সেই উপাদান, সেই বিষয়ে নিশ্চয়তা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—**তত্র সর্ব্ব**—'সেই স্থলে' ইত্যাদি (১৬ বাক্য)। ভাব এই—জগদ্রূপ ভ্রমের অধিষ্ঠানরূপে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অবশিষ্ট আছেন, যৎপ্রতিপাদনে বেদান্তবাক্যসকলের তাৎপর্য্য অবধারিত হইয়াছে। প্রধান প্রভৃতি অন্য কিছু প্রতিপাদনে বেদান্তের তাৎপর্য্য না থাকায় তাহারা অপ্রামাণিক, সুতরাং জগৎকারণরূপে অঙ্গীকার্য্য নহে।

(১৭) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—সমানবিভক্তিযুক্ত পদসকলের দ্বারা অভিহিত হইলে বস্তুর

শাঙ্করভাষ্যম্

যত্র ন বর্ত্ততে, ন তৎ ততঃ উৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যঃ তৈলম্।৩ তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ অনন্যত্বাৎ উৎপন্নম্ অপি অনন্যদ্ এব কারণাৎ কার্য্যম্ ইতি অবগম্যতে।৪ যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি, এবং কার্য্যম্ অপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি।৫ একং চ পুনঃ সত্ত্বম্, অতোঽপি অনন্যত্বং কারণাৎ কার্য্যস্য।৬॥২।১।১৬॥

ভাষ্যানুবাদ

আর যাহা যদাত্মকরূপে যেখানে বিদ্যমান থাকে না, তাহা তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না, যেমন বালুকা হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না।৩ [যদি বলা হয়— উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণাভিন্নরূপে থাকিলেও উৎপত্তির পর এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেইহেতু (—যে যাহাতে থাকে না, সে তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া) উৎপত্তির পূর্ব্বে [কারণ হইতে কার্য্য] অনন্য হওয়ায় উৎপন্ন হইলেও কারণ হইতে কার্য্য অনন্যই হইয়া থাকে, ইহা [ঘট ও মৃদাদি স্থলে] অবগত হওয়া যাইতেছে (১৮)।৪

[সি—সত্তার একত্ববশতঃ কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব।]

আর যেমন কারণস্বরূপ ব্রহ্ম [অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই] তিন কালে সত্তাকে ব্যভিচার করে না (—সত্তারূপ সামান্য ধর্ম্মকে ত্যাগ করে না, অর্থাৎ 'অসৎ' এইরূপে প্রতিভাত হয় না), এইরূপে কার্য্য জগৎও তিন কালে সত্তাকে ত্যাগ করে না (—সর্ব্বকালে তাহাও সদ্রূপে প্রতীয়মান হয়)।৫ আবার সেই সত্তা [-রূপ সামান্য ধর্ম্মটী] একই (—কারণের সত্তা ও কার্য্যের সত্তা বিভিন্ন নহে), এইহেতু (—সেই চিন্মাত্রস্বরূপ সত্তা 'মৃত্তিকা সৎ', 'ঘট সৎ' ইত্যাদিরূপে সর্ব্বানুস্যূতভাবে প্রতীয়মান

ভাবদীপিকা

অভিন্নতা সূচিত হয়, যথা—"নীলো ঘটঃ", ইহার অর্থ—"নীলাভিন্নঃ ঘটঃ"। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ ব্রহ্মবাচী সৎ-শব্দ ও আত্মশব্দের সহিত জগদ্বাচী 'ইদম্'শব্দের সামানাধিকরণ্য শ্রুত হইতেছে, তাহাতে ইহাই নির্ণীত হয়—এই যে স্থূল কার্য্য জগৎ, উৎপত্তির পূর্ব্বে ইহা কারণাত্মকরূপে (—ব্রহ্মরূপ উপাদানকারণের সহিত অভিন্নরূপে) বিদ্যমান ছিল। ইহা অঙ্গীকার না করিলে পরমাত্মবাচী সৎ-শব্দ ও আত্মশব্দের সহিত জগদ্বাচী ইদম্ শব্দের সমানবিভক্তিযুক্ততা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। শ্রুতিবাক্যসকলের এইপ্রকার অনুপপত্তি কিন্তু সঙ্গত নহে। সেইহেতু উক্ত শ্রুতিবাক্যসকলের অনুপপত্তিজ্ঞানরূপ শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণের (২।৩২পৃঃ) বলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য জগৎ ও উপাদানকারণ ব্রহ্মের অনন্যত্বই সিদ্ধ হয়, বিভিন্নতা নহে। এই শ্রুতিসম্মত বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—**যচ্চ**—'আর যাহা' ইত্যাদি (৩ বাক্য)।

(১৮) এখানে প্রদর্শিত অনুমান এই—"কার্য্যাণি সর্ব্বদৈব স্বস্বোপাদানাভিন্নানি সর্ব্বদা তদাত্মতয়া প্রতীয়মানত্বাৎ, মৃদুপাদানকঘটবৎ"। সূত্রের অন্যপ্রকার যোজনাদ্বারা কার্য্য ও কারণের অনন্যতাবিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—**যথা চ**—'আর যেমন', ইত্যাদি।

ভাষ্যানুবাদ

হয় বলিয়া) কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যতা সিদ্ধ হয় (১৯)। ৬৷২৷১৷১৬॥

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ২৷১৷১৭ ॥

পদচ্ছেদ—অসদ্ব্যপদেশাৎ, ন, ইতি, চেৎ, ন, ধর্ম্মান্তরেণ, বাক্যশেষাৎ।

সূত্রার্থ—[প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাত্মনা কার্য্যস্য সত্ত্বম্ আক্ষিপ্য সমাধত্তে —] **অসদ্ব্যপদেশাৎ**—"অসদেব ইদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৩৷১৯৷১) ইত্যাদিনা উৎপত্তেঃ প্রাক্ জগদসত্ত্বকথনাৎ, **ন**—ন কার্য্যস্য কারণাত্মনা সত্ত্বম্, **ইতি চেৎ** ? **ন**—নৈবং বাচ্যম্ ; [নহি অত্যন্তাসত্ত্বাভিপ্রায়েণ অয়ম্ অসত্ত্বব্যপদেশঃ। কিং তর্হি ?] **ধর্ম্মান্তরেণ**—ব্যাকৃতত্বরূপধর্ম্মাপেক্ষয়া অব্যাকৃতত্বং ধর্ম্মান্তরং, তেন ধর্ম্মান্তরেণ, [অয়ম্ অসত্ত্বব্যপদেশঃ। কথম্ এতদ্ অবগম্যতে ? উচ্যতে—] **বাক্যশেষাৎ**—"তৎ সদ্ আসীৎ" (ছাঃ ৩৷১৯৷১) ইতি বাক্যশেষাৎ [এতদবগম্যতে। অতঃ কারণাৎ অনন্যত্বং কার্য্যস্য সিদ্ধম্।]

অনুবাদ—[উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কারণাত্মকরূপে ছিল, এই বিষয়ে আক্ষেপ করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন—] **অসদ্ব্যপদেশাৎ**—"ইহা অগ্রে অসৎই ছিল", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের অসত্তা (—অভাব) কথিত হইয়াছে বলিয়া, **ন**—কার্য্যের কারণাত্মকরূপে সত্তা ছিল না, **ইতি চেৎ** —এইপ্রকার যদি বলা হয় ? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] **ন**—না, এইপ্রকার বলা সঙ্গত নহে ; [যেহেতু 'জগতের' অত্যন্ত অসত্তার অভিপ্রায়ে এই অসত্তার কথন হয় নাই। তবে কি অভিপ্রায়ে হইয়াছে ? তাহা বলিতেছেন—] **ধর্ম্মান্তরেণ**—ব্যাকৃতত্বরূপ (—অভিব্যক্তিরূপ) ধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া অব্যাকৃতত্ব (—অনভিব্যক্তি) হয় ধর্ম্মান্তর, সেই ধর্ম্মান্তরের দ্বারা [এই অসত্তার কথন হইয়াছে। ইহা কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায় ? তাহা বলা হইতেছে—] **বাক্যশেষাৎ**—"তাহা সৎ (—কার্য্যাভিমুখী, ঈষৎ উপজাত প্রবৃত্তি) হইল", এইপ্রকার বাক্যশেষ হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। অতএব কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব সিদ্ধ হইল]।

ভাবদীপিকা

(১৯) তাৎপর্য্য এই—কারণের সত্তার ন্যায় কার্য্যেরও সত্তা আছে বলিয়া এবং সত্তার ভেদে কোন প্রমাণ নাই বলিয়া সেই অভিন্ন সত্তার সহিত অভিন্ন হওয়ায় কার্য্য ও কারণের অনন্যতা সিদ্ধ হয়। যদি বলা হয়—সত্তা অবিভাজ্য ও অভিন্ন হওয়ায় কার্য্য ও উপাদানকারণ যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে ঘট ও পটের সত্তাও অভিন্ন হওয়ায় তাহাদিগকেও অভিন্ন বলিতে হইবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—সত্তা সর্ব্বত্র অভিন্ন হইলেও কেবল তাহাই অনন্যত্বের নিয়ামক নহে, বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যদি তাদাত্ম্যসম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলেই সত্তার একত্ব বস্তুদ্বয়ের অনন্যতা সম্পাদন করে, অন্যথা নহে। ঘট ও পটের সত্তা অভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ না থাকায় তাহাদের অভিন্নতা সিদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে ঘট ও মৃত্তিকা প্রভৃতি কার্য্য ও উপাদানকারণের মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ থাকায় সত্তার একত্ববশতঃ তাহাদের অভিন্নতা (—অনন্যতা, তদ্ব্যতিরেকে অভাব) সিদ্ধ হয়। **দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে** সূত্রের অর্থ হইবে এইপ্রকার—**সত্ত্বাৎ**—কারণের ন্যায় কার্য্যেরও সত্তা থাকায়, **চ**—আর সত্তার ভেদে কোন প্রমাণ না থাকায়, **অবরস্য**—পরবর্ত্তিকালীন কার্য্যের [কারণ হইতে অনন্যতা সিদ্ধ হয়। [

শাঙ্করভাষ্যম্

ননু ক্বচিৎ অসত্ত্বম্ অপি প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ—"অসদেব ইদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইতি, "অসদ্ বৈ ইদমগ্র আসীৎ" (তৈঃ ২।৭।১) ইতি চ।১ তস্মাৎ অসদ্ব্যপদেশাৎ ন প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্বম্ ইতি চেৎ ?২ নেতি ব্রূমঃ, নহি অয়ম্ অত্যন্তাসত্ত্বাভিপ্রায়েণ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য অসদ্ব্যপদেশঃ।৩ কিং তর্হি ?৪ ব্যাকৃতনামরূপত্বাৎ ধর্ম্মাৎ অব্যাকৃতনামরূপত্বং ধর্ম্মান্তরং, তেন ধর্ম্মান্তরেণ অয়ম্ অসদ্ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সতঃ এব কার্য্যস্য কারণরূপেণ অনন্যস্য।৫ কথম্ এতদ্ অবগম্যতে ?৬ বাক্যশেষাৎ।৭ যদ্ উপক্রমে সন্দিগ্ধার্থং বাক্যং তৎ শেষাৎ নিশ্চীয়তে।৮ ইহ চ তাবৎ "অসদেব ইদমগ্র-আসীৎ" ইতি অসচ্ছব্দেন উপক্রমে নির্দ্দিষ্টং যৎ, তদেব পুনঃ তচ্ছব্দেন

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—শ্রুতিবাক্যাবলম্বনে অসৎকার্য্যবাদ স্থাপনের প্রয়াস]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, শ্রুতি কোন কোন স্থলে উৎপত্তির পূর্ব্বে [জগদ্রূপ] কার্য্যের অসত্তার (—অভাবের) কথাও বলিতেছেন, যথা—"ইহা অগ্রে অসৎই ছিল" এবং "ইহা উৎপত্তির পূর্ব্বে নিশ্চয়ই অসৎ ছিল", ইত্যাদি।১ সেই অসত্তার কথন আছে বলিয়া উৎপত্তির পূর্ব্বে [জগদ্রূপ] কার্য্যের অস্তিত্ব থাকে না।২ [অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎস্বরূপ ব্রহ্মরূপ কারণের সহিত অস্তিত্ববিহীন জগদ্রূপ কার্য্যের অনন্যতা সিদ্ধ হয় না] ।

[সিঃ—বাক্যশেষবলে কার্য্যের অনভিব্যক্ত অবস্থাই প্রস্তাবিতস্থলে অসৎ-শব্দের অর্থ হওয়ায় অসৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হয় না।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিতেছি—ইহা বলা যায় না, যেহেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের যে এই অসত্তার কথন, তাহা অত্যন্ত অসত্তার অভিপ্রায়ে নহে (—জগদ্রূপ কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে একেবারেই ছিল না, ইহা প্রতিপাদন উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় নহে)।৩ তাহা হইলে অভিপ্রায়টী কি ?৪ [তাহা বলিতেছেন—] ব্যাকৃত (—অভিব্যক্ত) নামরূপাত্মক ধর্ম্ম হইতে অব্যাকৃতনামরূপত্ব অন্যপ্রকার ধর্ম্ম, উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই অন্যপ্রকার ধর্ম্মাবলম্বনে কারণরূপে অভিন্ন যে সৎ কার্য্য, তাহারই এই অসদ্রূপে কথন হইতেছে (—কারণের সহিত অভিন্নরূপে বর্ত্তমান যে অনভিব্যক্ত সৎ কার্য্য, তাহাকেই শ্রুতিতে অসৎ বলা হইতেছে)।৫ ইহা কি প্রকারে অবগত হওয়া যায় ?৬ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] বাক্যশেষ হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।৭ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] প্রারম্ভে যে সন্দিগ্ধ অর্থযুক্ত বাক্য পঠিত হয়, তাহা (—তাহার অর্থ) শেষ (—উক্ত বাক্যের শেষাংশ) হইতে নিশ্চিত হয়।৮ আর এখানেও দেখ, "ইহা অগ্রে অসৎই ছিল", এইপ্রকারে উপক্রমে অসৎ-শব্দের দ্বারা যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকেই পুনরায় তৎ-শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়া

শাঙ্করভাষ্যম্

পরামৃশ্য 'সৎ' ইতি বিশিনষ্টি "তৎ সদাসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১) **ইতি।৯ অসতশ্চ পূর্ব্বাপরকালাসম্বন্ধাৎ আসীচ্ছব্দানুপপত্তেশ্চ।১০ "অসদ্ বৈ ইদমগ্র আসীৎ" ইতি অত্রাপি "তৎ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত"** (তৈঃ ২।৭) **ইতি বাক্যশেষে বিশেষণাৎ ন অত্যন্তাসত্ত্বম্।১১ তস্মাৎ ধর্ম্মান্তরেণৈব অয়ম্ অসদ্ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য।১২ নামরূপব্যাকৃতং হি বস্তু সচ্ছব্দার্হং লোকে প্রসিদ্ধম্।১৩ অতঃ প্রাক্ নামরূপব্যাকরণাৎ 'অসৎ ইব আসীৎ' ইতি উপচর্য্যতে।১৪** ॥২।১।১৭॥

ভাষ্যানুবাদ

'সৎ' এইরূপে বিশেষিত করিতেছেন, যথা—'তাহা সৎ হইল' (—সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা অনভিব্যক্ত ছিল, সৃষ্টির প্রাক্ক্ষণে তাহা কার্য্যাভিমুখী হইল) ইত্যাদি। [পূর্ব্বোক্ত 'অসৎ,' শব্দের অর্থ যদি 'তুচ্ছতা' (—কিছুই না থাকা, শূন্যতা) হইত, তাহা হইলে বাক্যশেষে তাহা সৎ-শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইত না, ইহাই ভাব]।৯ আর অসতের (—শূন্যতার) সহিত পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কালের সম্বন্ধ হয় না বলিয়া (—তাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে হইবে ; এইপ্রকার ব্যবহার হয় না বলিয়া, তদ্বিষয়ে] 'ছিল' এই শব্দ সঙ্গত হয় না। [এইহেতু এখানে অসৎ-শব্দের-অর্থ শূন্যতা নহে]।১০ "ইহা উৎপত্তির পূর্ব্বে নিশ্চয়ই অসৎ ছিল", ইত্যাদি এই স্থলেও বাক্যশেষে "তিনি নিজেকে [জগদ্রূপে] অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন"; এইপ্রকার বিশেষণ থাকায় [অসৎ-শব্দের অর্থ] অত্যন্ত অসত্তা (—তুচ্ছতা) নহে।১১ সেইহেতু (—বাক্যশেষবলে তুচ্ছতা সিদ্ধ না হইয়া কারণাত্মকরূপে কার্য্যের সত্তাই সিদ্ধ হয় বলিয়া) উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের যে অসদ্রূপে কথন, তাহা অন্য ধর্ম্মাবলম্বনেই (—অভিব্যক্ত নামরূপাত্মক ধর্ম্ম হইতে ভিন্নপ্রকার ধর্ম্ম যে অনভিব্যক্ত নামরূপাত্মক ধর্ম্ম, তদবলম্বনেই) হইয়াছে বুঝিতে হইবে। [অতএব অনভিব্যক্ত নামরূপই এখানে অসৎ-শব্দের অর্থ।১২ কিন্তু সৎপদার্থে অসৎ-শব্দের প্রয়োগ তো লোকব্যবহারে পরিদৃষ্ট হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] নাম ও রূপের দ্বারা অভিব্যক্ত বস্তুই লোকমধ্যে সৎ-শব্দের [দ্বারা অভিহিত হইবার] যোগ্যরূপে প্রসিদ্ধ আছে।১৩ সেইহেতু নাম ও রূপের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে [এই জগৎ] 'যেন অসতের ন্যায় ছিল', ইহা গৌণভাবে কথিত হইতেছে।১৪ [অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণাত্মকরূপে জগদ্রূপ কার্য্যের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় বলিয়া অসৎকার্য্যবাদের প্রসক্তি হয় না] ॥২।১।১৭॥

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ২।১।১৮ ॥

পদচ্ছেদ—যুক্তেঃ, শব্দান্তরাৎ, চ।

সূত্রার্থ—[কার্য্যসত্ত্বকারণানন্যত্বয়োঃ হেত্বন্তরম্ আহ—] **যুক্তেঃ**—'পূর্ব্বং ঘটস্য

মৃদাত্মনা অসত্ত্বে ঘটার্থিনা মৃদেব ন উপাদীয়েত, অসত্ত্বাবিশেষাৎ যৎকিঞ্চিদেব উপাদীয়েত', ইতি এবমাত্মায়াঃ যুক্তেঃ, **শব্দান্তরাৎ চ**—"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬৷২৷১), ইতি এবমাদৌ বিদ্যমানসচ্ছব্দান্তরাৎ চ [প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য কারণানন্যত্বং সত্ত্বং চ সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[কার্য্যের বর্ত্তমানতা ও কারণের সহিত অনন্যতাবিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] **যুক্তেঃ**—'পূর্ব্বে মৃত্তিকারূপে ঘটের অস্তিত্ব না থাকিলে ঘটার্থিকর্ত্তৃক [ঘটোৎপাদনের জন্য] মৃত্তিকাই গৃহীত হইত না, [ঘটের] অসত্তা অবিশেষভাবে সর্ব্বত্র থাকায় [মৃদ্‌ভিন্ন] যে কোন বস্তুই [তৎকর্ত্তৃক] গৃহীত হইত', ইত্যাদি এইপ্রকার যুক্তি আছে বলিয়া, **চ** - এবং, **শব্দান্তরাৎ**—"হে সোম্য, ইহা অগ্রে সদ্রূপেই বিদ্যমান ছিল", ইত্যাদি এই সকল স্থলে বর্ত্তমান যে সৎ-শব্দরূপ অন্য শব্দ, তাহা পরিদৃষ্ট হইতেছে বলিয়া [উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের সহিত কার্য্যের অনন্যতা এবং অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যুক্তেশ্চ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্বম্ অনন্যত্বং চ কারণাৎ অবগম্যতে, শব্দান্তরাৎ চ।১ যুক্তিঃ তাবৎ বর্ণ্যতে—দধিঘটরুচকাদ্যর্থিভিঃ প্রতিনিয়তানি কারণানি ক্ষীরমৃত্তিকাসুবর্ণাদীনি উপাদীয়মানানি লোকে দৃশ্যন্তে।২ নহি দধ্যার্থিভিঃ মৃত্তিকা উপাদীয়তে, ন ঘটার্থিভিঃ ক্ষীরম্।৩ তৎ অসৎকার্য্যবাদে ন উপপদ্যেত।৪ অবিশিষ্টেহি প্রাগুৎপত্তেঃ সর্ব্বস্য সর্ব্বত্র অসত্ত্বে কস্মাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'যুক্তেঃ,' এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা। অসৎকার্য্যবাদনিরাকরণে ও সৎকার্য্যবাদস্থাপনে যুক্তিপ্রদর্শনারম্ভ ও শক্তির স্বরূপ বর্ণন।]

[এক্ষণে কার্য্য সদসদ্‌বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয়, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য প্রথমে অসৎকার্য্যবাদ নিরাকরণের জন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর যুক্তিবলেও উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব এবং [কারণের সহিত তাহার] অনন্যত্ব অবগত হওয়া যায়, আর শব্দান্তর (—অসৎ-শব্দ হইতে ভিন্ন সৎ-শব্দ) হইতেও তাহা অবগত হওয়া যায়।১ [তন্মধ্যে প্রথমে] যুক্তি বর্ণিত হইতেছে, যথা—যাঁহারা দধি ঘট ও রুচক (—স্বর্ণহার) প্রভৃতি কামনা করেন, তাঁহাদিগকর্ত্তৃক দুগ্ধ মৃত্তিকা ও সুবর্ণ প্রভৃতি প্রতিনিয়ত (—যে কার্য্যের জন্য যাহা আবশ্যক, সেই) কারণসকল গৃহীত হয়, ইহা লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হইতেছে।২ [প্রতিনিয়তত্বকে বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু যিনি দধি কামনা করেন, তৎকর্ত্তৃক মৃত্তিকা গৃহীত হয় না, আর যিনি ঘট কামনা করেন, তৎকর্ত্তৃক দুগ্ধ গৃহীত হয় না।৩ [কিন্তু] তাহা (—প্রতিনিয়ত কারণের গ্রহণ) অসৎকার্য্যবাদে (২৪৯ পৃঃ) যুক্তিযুক্ত হয় না। [যেহেতু প্রতিনিয়ত কারণের গ্রহণ অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে সেই সেই কারণাভিন্নরূপে সেই সেই কার্য্যের সত্তাই (—সৎকার্য্যবাদই) সিদ্ধ হইয়া পড়ে।৪ যদি বলা হয়—উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ হইলেও মৃত্তিকাদি হইতে ঘটাদির উৎপত্তি

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্ষীরাৎ এব দধি উৎপদ্যতে, ন মৃত্তিকায়াঃ ?৫ মৃত্তিকায়াঃ এব চ ঘটঃ উৎপদ্যতে, ন ক্ষীরাৎ ?৬ অথ অবিশিষ্টে অপি প্রাগসত্ত্বে ক্ষীরে এব দধ্নঃ কশ্চিৎ অতিশয়ঃ, ন মৃত্তিকায়াং; মৃত্তিকায়াম্ এব চ ঘটস্য কশ্চিৎ অতিশয়ঃ, ন ক্ষীরে ইতি উচ্যেত।৭ তর্হি* অতিশয়বত্ত্বাৎ প্রাগবস্থায়াঃ অসৎকার্য্যবাদহানিঃ সৎকার্য্যবাদসিদ্ধিশ্চ।৮ শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা ন অন্যা অসতী বা কার্য্যং নিযচ্ছেৎ, অসত্ত্বাবিশেষাৎ

* "অতঃ" ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া ঘটাদির কারণরূপে মৃত্তিকাদি গৃহীত হয়, মৃত্তিকাদিতে ঘটাদি অব্যক্তরূপে আছে বলিয়া নহে। সুতরাং সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] উৎপত্তির পূর্ব্বে সকল বস্তুর সকল স্থলে অবর্ত্তমানতা অবিশিস্ট (—সমান) হইলেও দুগ্ধ হইতেই কেন দধি উৎপন্ন হয়, মৃত্তিকা হইতে কেন হয় না ?৫ আর মৃত্তিকা হইতেই কেন ঘট উৎপন্ন হয়, দুগ্ধ হইতে কেন হয় না ? [অতএব প্রতিনিয়ত কারণের গ্রহণ হয় বলিয়া ; যাহা বর্ত্তমান নাই, তাহার উৎপত্তি সম্ভব নহে বলিয়া এবং তাদৃশ পদার্থের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হইলে যে কোন বস্তু হইতে যে কোন বস্তুর উৎপত্তি প্রসক্ত হইয়া পড়ে বলিয়া সৎকার্য্য-বাদই সিদ্ধ হয়, অসৎকার্য্যবাদ নহে, সাং কাঃ ৯ দ্রঃ]।৬ আর যদি বলা হয়—উৎপত্তির পূর্ব্বে [কার্য্যের কারণে] অবর্ত্তমানতা অবিশিষ্ট হইলেও (—সকল স্থলে সমান হইলেও) দুগ্ধেই দধির কোন অতিশয় (—দধি উৎপাদনের অনুকূল ধর্ম্ম-বিশেষ) থাকে, কিন্তু মৃত্তিকাতে তাহা থাকে না এবং মৃত্তিকাতেই ঘটের কোন অতিশয় থাকে, কিন্তু দুগ্ধে তাহা থাকে না, [সেইহেতু দুগ্ধ হইতে ঘট এবং মৃত্তিকা হইতে দধি উৎপন্ন হয় না,] ইত্যাদি।৭ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—সেই অতিশয় কি কার্য্যনিষ্ঠ কোন ধর্ম্মবিশেষ, অথবা কারণনিষ্ঠ কার্য্য-নিয়ামিকা শক্তি ? প্রথম পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—কার্য্যের] প্রাগবস্থা অতিশয়যুক্ত হওয়ায় অসৎকার্য্যবাদের হানি ও সৎকার্য্যবাদের সিদ্ধি হইবে ; [যেহেতু ধর্ম্ম কদাপি ধর্ম্মীকে ত্যাগ করিয়া থাকে না বলিয়া ধর্ম্মের অস্তিত্ব অঙ্গীকারে বস্তুতঃ ধর্ম্মী কার্য্যবস্তুর অস্তিত্বই সিদ্ধ হইয়া পড়ে।৮ দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] আর যে শক্তি কারণের কার্য্যনিয়মনের (–কোন্ কারণ হইতে কোন্ কার্য্যের উৎপত্তি হইবে, ইহা নিয়মিত করিবার) জন্য কল্পিত হয়, তাহা [কার্য্য ও কারণ হইতে] ভিন্ন হইয়া, অথবা [কার্য্যাত্মকরূপে] অসৎ হইয়া (—তোমার অভিমত অসৎকার্য্যের ন্যায় স্বয়ংও অসৎ হইয়া) কার্য্যকে নিয়মন করিতে পারিবে না, যেহেতু তাহা অবিশেষভাবে অসৎ এবং অবিশেষভাবে ভিন্ন

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্যত্রাবিশেষাৎ চ ।৯ তস্মাৎ কারণস্য আত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চ আত্মভূতং কার্য্যম্ ।১০ অপিচ কার্য্যকারণয়োঃ দ্রব্যগুণাদীনাং চ অশ্বমহিষবৎ ভেদবুদ্ধ্যভাবাৎ তাদাত্ম্যম্ অভ্যু-

ভাষ্যানুবাদ

(২০) ।৯ সেইহেতু (—শক্তি অসৎ এবং কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন হইতে পারে না বলিয়া, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে যে,] শক্তি কারণের আত্মভূত (—কারণ-স্বরূপ, কারণাত্মকরূপে কারণে অবস্থিত) এবং কার্য্য শক্তির আত্মভূত (—শক্তিস্বরূপ, (২১) ।১০

[সিঃ—কার্য্য ও কারণের তাদাত্ম্যই অঙ্গীকার্য্য হওয়ায় কার্য্য মিথ্যা। অনবস্থাদোষবশতঃ সমবায় অসিদ্ধ।]

[অসৎকার্য্যবাদে দোষান্তর প্রদর্শনের জন্য কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব (—কারণ-ব্যতিরেকে কার্য্যের পৃথক্ সত্তারাহিত্য) প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার দেখ, কার্য্য ও কারণ এবং দ্রব্য ও গুণ প্রভৃতির মধ্যে অশ্ব ও মহিষের ন্যায় ভেদবুদ্ধির অভাববশতঃ [তাহাদের মধ্যে] তদাত্ম্য (২২) অঙ্গীকার করিতে হইবে ।১১ সম-

ভাবদীপিকা

(২০) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—শক্তি যদি স্বয়ং অসৎ হইয়া কার্য্যোৎপত্তিকে নিয়মন করে, তাহা হইলে অসৎ যে নরশৃঙ্গ, তাহাও কার্য্যোৎপত্তিকে নিয়মন করিবে, কারণ অসত্তা শক্তি ও নরশৃঙ্গ উভয়ত্রই সমান। আর শক্তি যদি কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন হইয়া কার্য্যোৎপত্তিকে নিয়মন করে, তাহা হইলে উদাসীন ঘটও সুবর্ণবলয়াদি যে কোন কার্য্যের উৎপত্তিকে নিয়মন করিবে, কারণ সুবর্ণবলয়াদি তত্তৎ কার্য্য ও তাহার যাহা কারণ, সেই উভয় হইতে ভিন্নতা উদাসীন ঘট ও শক্তি উভয়ত্রই সমান। অতএব উক্ত উভয় পক্ষই সঙ্গত হয় না বলিয়া কারণাত্মকরূপে অবস্থিত যে অব্যক্ত কার্য্য, তাহাকেই কার্য্যের ব্যক্তরূপে অভিব্যক্তির নিয়ামিকা শক্তিরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহার ফলে সৎকার্য্যবাদই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহাই বলিতেছেন—**তস্মাৎ**—সেইহেতু (—শক্তি অসৎ, ইত্যাদি (১০ বাক্য) ।

(২১) "শক্তিকে কারণস্বরূপ এবং কার্য্যকে শক্তিস্বরূপ" বলায় বস্তুতঃ ইহাই বলা হইল যে, 'কারণে কারণাত্মকরূপে লীন যে অনভিব্যক্ত কার্য্য', তাহাই শক্তি। ইহা অঙ্গীকারের যাহা ফল, তাহা উপরে বলা হইয়াছে 'সৎকার্য্যবাদই সিদ্ধ হইয়া পড়ে' (২০ ভাবদীঃ), ইত্যাদি।

(২২) **তাদাত্ম্য**—"ভেদেন প্রতীয়মানত্বে সতি অভিন্নত্বম্ তাদাত্ম্যম্'—'বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হইলেও অভিন্নতাকে বলে 'তাদাত্ম্য'। এইপ্রকার প্রতীতি যে সম্বন্ধের বলে হয়, তাহাকে বলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ। যেমন "মৃদ্ ঘট", এই স্থলে মৃত্তিকা ও ঘট বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ অভিন্ন মৃৎপদার্থ হওয়ায় ইহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাকে বলে 'তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ'। এই সম্বন্ধকে 'ভেদগর্ভিত অভেদ সম্বন্ধ', 'ভেদসহিষ্ণু অভেদ সম্বন্ধ', ইত্যাদিও বলা হয়। **সিদ্ধান্তে**—পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই অভিন্নতাই সত্য ; ভেদপ্রতীতি মিথ্যা, ব্যাবহারিক মাত্র। **পূর্ব্বমীমাংসকগণের** মতে—ভেদ ও অভেদ, উভয়প্রকার

শাঙ্করভাষ্যম্

পগন্তব্যম্ ।১১ সমবায়কল্পনায়াম্ অপি সমবায়স্য সমবায়িভিঃ সম্বন্ধে অভ্যুপগম্যমানে তস্য তস্য অন্যঃ অন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্যঃ ইতি অনবস্থাপ্রসঙ্গঃ ।১২ অনভ্যুপগম্যমানে চ বিচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ ।১৩

ভাষ্যানুবাদ

বায়ের কল্পনা করিলেও সমবায়ীসকলের সহিত সমবায়ের (২৩) সম্বন্ধ স্বীকার করিলে [সেই সমবায় পদার্থ হওয়ায়] তাহার [সহিত তাহার সমবায়ীর সম্বন্ধের জন্য] অন্য [সমবায়] সম্বন্ধ, আবার তাহার (—সেই দ্বিতীয় সমবায়ের, সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধের জন্য] অন্য [তৃতীয় সমবায়] সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়িবে ।১২ [যদি বলা হয়—সমবায় সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধ হয় না, ফলে তাহার সম্বন্ধের জন্য অন্য অন্য সমবায় কল্পনা করিতে না হওয়ায় অনবস্থা হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [সমবায়ের সহিত সমবায়ীর সম্বন্ধ] অঙ্গীকার না করিলে [কার্য্য ও কারণ, দ্রব্য ও গুণ ১ ইত্যাদির মধ্যে] বিচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। [ফলে "মৃদ্ ঘট" "পীত পট" ইত্যাদি প্রকার বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারিবে না] ।১৩ আর যদি বল—সমবায় স্বয়ং সম্বন্ধরূপ হওয়ায় অপর সম্বন্ধকে অপেক্ষা না করিয়া

ভাবদীপিকা

প্রতীতিই সত্য, এতাদৃশ সম্বন্ধকে তাঁহারা বলেন—'স্বরূপসম্বন্ধ'। **ন্যায়বৈশেষিক-মতে**—সমবায়সম্বন্ধ ইহার কথঞ্চিৎ সদৃশ। এই সমবায়সম্বন্ধ কিন্তু ভেদক সম্বন্ধ, বস্তুর অভিন্নতা ইহার দ্বারা সিদ্ধ হয় না। তাদাত্ম্যসম্বন্ধ কিন্তু অভিন্নতার সাধক। ২।২।৩ অধিঃ ৩১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে ইহা আলোচিত হইবে। ন্যায়-বৈশেষিকমতে অবয়ব ও অবয়বী এবং দ্রব্য ও গুণাদির মধ্যে যে স্থলে সমবায়সম্বন্ধ অঙ্গীকৃত হয়, সিদ্ধান্তে সেই স্থলে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ অঙ্গীকৃত হয়। যদি বলা হয়—তাদাত্ম্যসম্বন্ধ অঙ্গীকারের আবশ্যকতা কি? আমরা বলিব—কার্য্য ও কারণ বিভিন্ন পদার্থ হইলেও তাহাদের মধ্যে সমবায়সম্বন্ধ থাকায় ভেদবুদ্ধির উদয় হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—**সমবায়কল্পনায়াম্**—'সমবায়ের' ইত্যাদি (১২বাক্য)।

[ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত সমবায়ের পরিচয়।]

(২৩) **সমবায়**—অবয়ব ও অবয়বী, দ্রব্য ও গুণ, নিত্য দ্রব্য ও বিশেষ এবং 'জাতি ও ব্যক্তি ইত্যাদির মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহাকে **ন্যায়-বৈশেষিকমতে** বলা হয়—'সমবায়'। তাঁহাদের মতে ইহা পদার্থবিশেষ। স্বাত্মকস্বরূপসম্বন্ধে ইহা সমবায়ীর উপর থাকে। সমবায়কে দুইপ্রকার দৃষ্টিতে দেখা হয়—পদার্থদৃষ্টি ও সম্বন্ধদৃষ্টি। সম্বন্ধদৃষ্টিতে এই সমবায় নিজেই সম্বন্ধরূপ হওয়ায় অন্য কোন সম্বন্ধকে অপেক্ষা না করিয়া নিজেই নিজের সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধ হয়, ইহারই নাম 'স্বাত্মকস্বরূপসম্বন্ধ'। যে দুইটী পদার্থের মধ্যে সমবায় থাকে, তাহাদিগকে বলে—**সমবায়ী**। যেমন জাতি ও ব্যক্তি, ইহাদের মধ্যে সমবায় থাকে বলিয়া ইহারা উক্ত সমবায়ের সমবায়ী। অন্যপ্রকারে এইভাবে বলা যায়—সমবায়ের অনুযোগী ও প্রতিযোগীকে বলে—সমবায়ী। যাহাতে উক্ত সমবায় থাকে, সেই অধিকরণকে বলে—**অনুযোগী**। যেমন জাতি ব্যক্তিতে থাকে বলিয়া ব্যক্তি উক্ত

শাঙ্করভাষ্যম্

অথ সমবায়ঃ স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাৎ অনপেক্ষ্য এব অপরং সম্বন্ধং সম্বধ্যতে ।১৪ সংযোগোঽপি তর্হি স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাৎ অনপেক্ষ্য এব সমবায়ং সম্বধ্যেত ।১৫ তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চ দ্রব্যগুণাদীনাং

ভাষ্যানুবাদ

[সমবায়ীর সহিত] সম্বন্ধ হয়। [সুতরাং অনবস্থাদোষ হয় না ।১৪ তদুত্তরে বলিব—] সংযোগও তাহা হইলে সম্বন্ধরূপ হওয়ায় সমবায়কে অপেক্ষা না করিয়াই [অপর সম্বন্ধীর সহিত] সম্বন্ধ হইবে (২৪)। ১৫ আর দ্রব্য ও গুণ প্রভৃতির মধ্যে

ভাবদীপিকা

সমবায়ের অনুযোগী। আর যাহা সমবায়সম্বন্ধে কোথাও থাকে, তাহা উক্ত সম্বন্ধের **প্রতিযোগী**। যেমন জাতি সমবায়সম্বন্ধে ব্যক্তিতে থাকে বলিয়া জাতি উক্ত সম্বন্ধের প্রতিযোগী। [সংযোগাদি সকলপ্রকার সম্বন্ধের বেলাতেই অনুযোগী ও প্রতিযোগীকে এই প্রকারে বুঝিতে হইবে। তবে অন্য সম্বন্ধের বেলায় এই অনুযোগী ও প্রতিযোগীকে বলা হয়—সম্বন্ধী, সমবায়ী নহে]। এই সমবায়ের সমবায়ী, অর্থাৎ অনুযোগী ও প্রতিযোগী বিনষ্ট হইলেও সমবায়ের বিনাশ হয় না; তাহা নিত্য পদার্থ। এমন কোন অবস্থাই নাই, যখন সমবায়ের অনুযোগী ও প্রতিযোগী মোটেই থাকে না; মহাপ্রলয়কালেও নিত্য পরমাণু ও অন্ত্যবিশেষের মধ্যে ইহা বর্ত্তমান থাকে। সেইহেতু সমবায়ের কোন না কোন অনুযোগী ও প্রতিযোগী সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান থাকায় এই সমবায়কে নিত্যরূপে অঙ্গীকার করা হয়। জন্য অনুযোগী [যথা কপালরূপ অবয়ব] এবং জন্য প্রতিযোগী [যথা ঘটরূপ অবয়বী] উৎপন্ন হইলেই তাহাদের মধ্যে ইহার স্ফুরণ হয়; যেমন ব্যক্তির জন্ম হইলেই তাহাতে নিত্য জাতির স্ফুরণ হয়, তদ্রূপ। এই সমবায় মহাকাশের ন্যায় এক হইলেও অনুযোগী ও প্রতিযোগিভেদে ঘটাকাশ ও করকাকাশের ন্যায় বহুরূপে অঙ্গীকৃত হয়। এই সকল ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্তের কথা।

(২৪) 'উক্তপ্রকারে সম্বদ্ধ হইবে', ইহা কিন্তু তুমি স্বীকার করিতে পার না। কারণ সংযোগ গুণপদার্থ হওয়ায় গুণী দ্রব্যের সহিত সমবায়সম্বন্ধেই সম্বদ্ধ হয়, ইহা তুমি অঙ্গীকার করিয়া থাক। অতএব সংযোগরূপ গুণের সম্বন্ধের জন্য সমবায় অবশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায় সমবায়ীর সহিত সেই সমবায়ের সম্বন্ধের জন্য পুনঃ পুনঃ অন্য অন্য সমবায়ের কল্পনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে বলিয়া অনবস্থাদোষকে পরিহার করা যায় না। আর সমবায়ীর সহিত সমবায়ের সম্বন্ধের জন্য অন্য সমবায় অঙ্গীকৃত না হইলে, দ্রব্য ও গুণ ইত্যাদির মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া পড়ে বলিয়া 'নীল ঘট' ইত্যাদি প্রকার বিশিষ্টবুদ্ধি ব্যাহত হইয়া পড়িবে। তাহা সঙ্গত নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব সমবায়রূপ কোন পদার্থ অঙ্গীকার্য্য নহে। **ন্যায়-বৈশেষিক-মতাবলম্বী** যদি বলেন—এক বা উভয় বস্তুতে ক্রিয়াবশতঃ হয় সংযোগের উৎপত্তি, সেইহেতু সংযোগকে 'কার্য্য' পদার্থ বলিতে হইবে। আর সমবায়িকারণ হইতেই হয় কার্য্য পদার্থের জন্ম। [কার্য্য যাহাতে সমবায়সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়, তাহাকে সেই কার্য্যের সমবায়িকারণ বলা হয়। যেমন কপালে ঘট সমবায়সম্বন্ধে উৎপন্ন হয় বলিয়া কপাল ঘটের সমবায়িকারণ]। আবার সমবায়িকারণ সমবায়সাপেক্ষ। সেইহেতু সংযোগের উৎপত্তি সিদ্ধির

শাঙ্করভাষ্যম্

সমবায়কল্পনানর্থক্যম্ ।১৬ কথং চ কার্য্যম্ অবয়বিদ্রব্যং কারণেষু অবয়বদ্রব্যেষু বর্ত্তমানং বর্ত্ততে ?১৭ কিং সমস্তেষু অবয়বেষু

ভাবদীপিকা [সমবায় খণ্ডন]

জন্য সমবায় অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—আত্মা ও আকাশ প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় বিভুপদার্থের যে সংযোগ, তাহাকে অজসংযোগ বলা হয়, কারণ সেইপ্রকার সংযোগের জন্ম হয় না, তাহা নিত্য পদার্থ। সেই অজসংযোগের জন্য সমবায়ের কোন আবশ্যকতা না থাকায় সংযোগের সিদ্ধির জন্য সমবায় অঙ্গীকার্য্য নহে। **শঙ্কা**—কিন্তু অজসংযোগে সমবায়ের অপেক্ষা না থাকিলেও জন্যসংযোগে তাহার অপেক্ষা থাকায় সমবায় স্বীকার্য্য। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন – তাহাতে পূর্ব্ববৎ অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে, কারণ দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগরূপ গুণের সহিত সেই দ্রব্যের সম্বন্ধের জন্য সমবায়ের আবশ্যকতা হয় ; আবার সেই সমবায়ের সহিত সমবায়ীর সম্বন্ধের জন্য পুনঃ অন্য সমবায় অঙ্গীকারের আবশ্যকতা হইয়া পড়ে। অতএব অনবস্থাভয়ে জন্যসংযোগসিদ্ধির জন্যও সমবায় অঙ্গীকরণীয় নহে। এইরূপে তোমার সমবায় পদার্থই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া আমরা যদি বলি—'সম্বন্ধিদ্বয় ভিন্ন হইলেও সমবায়ের ভিন্ন না হওয়া', 'সম্বন্ধিদ্বয়ের নাশ হইলেও সমবায়ের নাশ না হওয়া', ইত্যাদি যে যে ধর্ম্ম তোমরা সমবায়ে কল্পনা কর, সেই সকলকে সংযোগেই কল্পনা করা হউক্, তাহাতে দোষ কি ? তদুত্তরে **পূর্ব্ববাদী** বলেন—সংযোগকে এক ও নিত্য অঙ্গীকার করা অনুভববিরুদ্ধ। তদপেক্ষা বরং আমরা সমবায়কেই বহু ও অনিত্য অঙ্গীকার করিব। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন – সেই অনিত্য সমবায়ের উৎপত্তিতে সমবায়িকারণ সিদ্ধির জন্য সমবায় অঙ্গীকরণীয় হওয়ায় এবং সেই সমবায়ের সহিত সমবায়িকারণের সম্বন্ধের জন্য পুনঃ পুনঃ অন্য অন্য সমবায়ের আবশ্যকতা থাকায় অনবস্থাদোষ দুরপনেয়ই হইয়া পড়ে। **পূর্ব্ববাদী** যদি বলেন—ধ্বংসের উৎপত্তিতে যেমন সমবায়িকারণের অপেক্ষা থাকে না, মাত্র নিমিত্তকারণ হইতেই হয় তাহার উৎপত্তি ; তদ্রূপ সমবায়ের উৎপত্তিও নিমিত্তকারণ হইতেই অঙ্গীকার করিব। ফলে সমবায়িকারণের অপেক্ষা না থাকায় সমবায়ান্তরের আর অপেক্ষা থাকিবে না এবং অনবস্থা-দোষও হইবে না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তাহা হইলে জন্যসংযোগের উৎপত্তিতেই বা সমবায় স্বীকারের আবশ্যকতা কি ? তাহাও কেবল নিমিত্তকারণ হইতেই উৎপন্ন হউক্। ইহা কিন্তু তুমি অঙ্গীকার করিতে পার না, কারণ তাহা হইলে সংযোগ ও সমবায় সমান পদার্থ হইয়া পড়িবে, তাহার ফলে "সমবায় নিত্য পদার্থবিশেষ", "সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি গুণবিশেষ", এইপ্রকার যে তোমার পদার্থবিভাগ, তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। তাহা না হউক্, সেইহেতু সংযোগকে সমবায় হইতে ভিন্ন পদার্থরূপেই তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর তাহার ফলে জন্যসংযোগের উৎপত্তির জন্য সমবায়িকারণ অঙ্গীকার করিতে হইবে, আবার সমবায়িকারণের সহিত সমবায়ের সম্বন্ধের জন্য দ্বিতীয় সমবায়ের কল্পনা করিতে হইবে, আবার সমবায়িকারণের সহিত সেই দ্বিতীয় সমবায়ের সম্বন্ধের জন্য তৃতীয় সমবায়ের কল্পনা করিতে হইবে, ইত্যাদি এইপ্রকারে অনবস্থাদোষ পূর্ব্বাবস্থাতেই থাকিয়া যাইবে। অতএব সমবায় নামক কোন পদার্থই অঙ্গীকরণীয় নহে। কেবল অনবস্থাদোষ বশতঃ সমবায়ের কল্পনা অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা নহে ; তাদাত্ম্যপ্রতীতির বিরোধবশতঃও তাহা কল্পনা করা যায় না, ইহাই বলিতেছেন—**তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চ**—'আর দ্রব্য' ইত্যাদি (১৬ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

বর্ত্তেত, উত প্রত্যবয়বম্? ১৮ যদি তাবৎ সমস্তেষু বর্ত্তেত, ততঃ অবয়ব্যনুপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত, সমস্তাবয়বসন্নিকর্ষস্য অশক্যত্বাৎ। ১৯ নহি বহুত্বং সমস্তেষু আশ্রয়েষু বর্ত্তমানং ব্যস্তাশ্রয়-

ভাষ্যানুবাদ

তাদাত্ম্যের জ্ঞান হয় বলিয়া সমবায়ের কল্পনা অনর্থক (—নিষ্প্রয়োজন, ২৫)।১৬

[সিঃ—কারণে কার্য্যের বৃত্তি (—থাকা) সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাহা কারণে কল্পিত, অনির্ব্বচনীয়।]

[বৃত্তি (—'কার্য্য কারণে কিভাবে থাকে', তাহা) নিরূপিত হয় না বলিয়া কার্য্যের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—] আচ্ছা, কার্য্য অবয়বী দ্রব্য [যথা—পট]; যাহা [তাহার] কারণ [তন্তুরূপ] অবয়বদ্রব্যসকলে বর্ত্তমান থাকে, তাহা কি প্রকারে বর্ত্তমান থাকে ?১৭ তাহা কি সমস্ত অবয়বে বর্ত্তমান থাকে, অথবা প্রত্যেক অবয়বে (২৬)?১৮ যদি সমস্ত অবয়বে [ব্যাসজ্যবৃত্তিতে] বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে অবয়বীর অনুপলব্ধি হইয়া পড়িবে, যেহেতু [অবয়বীর] সমস্ত অবয়বের সহিত [চক্ষুর] সন্নিকর্ষ সাধ্যায়ত্ত নহে। ১৯ [কেন নহে ? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু সমস্ত আশ্রয়ে বর্ত্তমান যে বহুত্ব, তাহা ব্যস্ত (—একটী) আশ্রয়ের গ্রহণ-

ভাবদীপিকা

(২৫) ভাবটী এই—প্রতীতি অনুসারে বস্তুর স্বরূপ অঙ্গীকার করিতে হয়। ইহা অঙ্গীকার, না করিলে অশ্বকে অবলম্বনকরতঃ গোবিষয়ক জ্ঞান হইতে বাধা থাকিবে না। সুতরাং "মৃদ্ ঘট" ইত্যাদি স্থলে অভিন্নতার প্রতীতি হয় বলিয়া তাহাদের অভিন্নতাই অঙ্গীকরণীয় তদভিন্ন সমবায় নহে; অর্থাৎ ঘট কপালাত্মক মৃত্তিকাতে সমবায়সম্বন্ধে আছে, এইপ্রকার অঙ্গীকার করা যায় না। অতএব 'মৃদ্ ঘট' ইত্যাদি স্থলে তাদাত্ম্যের প্রতীতি হয় বলিয়া তদনুসারে কার্য্যকে কারণরূপে (—ঘটকে মৃত্তিকারূপে) সৎ এবং কার্য্যরূপে (—ঘটরূপে) মিথ্যা বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে।

(২৬) তাৎপর্য্য এই—পট একটী অবয়বী, তন্তুসকল তাহার অবয়ব। এই স্থলে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—ত্রিত্বসংখ্যা যেমন পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে * তিনটী সম্মিলিত দ্রব্যের উপর একই কালে বর্ত্তমান থাকে, এইরূপে পট কি তাহার অবয়বভূত সম্মিলিত তন্তুসকলের উপর একই কালে ব্যাসজ্যবৃত্তিতার † দ্বারা বর্ত্তমান থাকে, অথবা অসম্মিলিত প্রত্যেক তন্তুতে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকে ?

---

* একাধিক সম্মিলিত বস্তুরূপ আধারে এক আধেয় যে সম্বন্ধে থাকে, তাহাকে বলে—পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধ। বিষয়টী একটু বুঝিতে হইবে—বহু তন্তুরূপ আধারে একটী পট 'পর্য্যাপ্তি' ও 'সমবায়', এই উভয় সম্বন্ধে দৃষ্টিভেদে থাকে। সমবায়দৃষ্টিতে অসম্মিলিত প্রত্যেকটী তন্তুতেই তাহা থাকে। পর্য্যাপ্তিদৃষ্টিতে কিন্তু সম্মিলিত যাবতীয় তন্তুতেই তাহা থাকে। 'ঘটদ্বয়' 'ঘটপটদ্বয়' 'ঘটপটমঠত্রয়' ইত্যাদি স্থলে দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি সংখ্যাস্থলেও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ অসম্মিলিত প্রত্যেক সংখ্যেয়ে সমবায়সম্বন্ধে এবং সম্মিলিত যাবতীয় সংখ্যেয়ে পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে তাহারা থাকে। ইহাই সমবায় হইতে পর্য্যাপ্তির প্রভেদ। কেহ কেহ বলেন—দ্বিত্বাদি সংখ্যাস্থলেই পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধ অঙ্গীকার্য্য, অন্যত্র নহে। অপরে সংখ্যা ও সংখ্যেয়ের মধ্যে স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকার করেন (অত্রত্য ভামতী ও রত্নপ্রভা দ্রঃ)।

† অনেকের উপর একের একই কালে পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধে বর্ত্তমানতাকে বলে—ব্যাসজ্যবৃত্তিতা। যে বস্তুটী এই-ভাবে থাকে, তাহাকে বলে—ব্যাসজ্যবৃত্তি বস্তু।

শাঙ্করভাষ্যম্

গ্রহণেন গৃহ্যতে ।২০ অথ অবয়বশঃ সমস্তেষু বর্ত্তেত ।২১ তদাপি আরম্ভকাবয়বব্যতিরেকেণ অবয়বিনঃ অবয়বাঃ কল্প্যেরন্, যৈঃ আরম্ভকেষু অবয়বেষু অবয়বশঃ অবয়বী বর্ত্তেত ।২২ কোশাবয়বব্যতিরিক্তৈঃ হি অবয়বৈঃ অসিঃ কোশং ব্যাপ্নোতি ।২৩ অনবস্থা চ এবং প্রসজ্যেত, তেষু তেষু অবয়বেষু বর্ত্তয়িতুম্ অন্যেষাম্ অন্যেষাম্ অবয়বানাং কল্পনীয়ত্বাৎ ।২৪ অথ প্রত্যবয়বং বর্ত্তেত, তদা একত্র ব্যাপারে অন্যত্র অব্যাপারঃ স্যাৎ ।২৫ নহি দেবদত্তঃ স্রুঘ্নে সন্নিধীয়মানঃ তদহরেব পাটলিপুত্রে অপি

ভাষ্যানুবাদ

দ্বারা গৃহীত হয় না (২৭) ।২০ আর যদি বল—[অবয়বী পট] অবয়বশঃ সমস্ত অবয়বে বর্ত্তমান থাকে (—অবয়বী পটের এক একটী অবয়ব তন্তুরূপ এক একটী অবয়বের উপর বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং অবয়বীর অনুপলব্ধি হইবে না (২৮) ২১ তাহা হইলেও আরম্ভক (—পটের উৎপাদক, তন্তুরূপ] অবয়ব ব্যতিরেকে [উক্ত পটরূপ অবয়বীর] অন্য অবয়বসকল কল্পনা করিতে হইবে, যাহাদের দ্বারা অবয়বী [পট, তন্তুরূপ] আরম্ভক অবয়বসকলে অবয়বশঃ (—নিজের এক একটী অবয়বদ্বারা) বর্ত্তমান থাকিবে ।২২ যেমন দেখ, কোশের অবয়ব ব্যতিরিক্ত যে [অসির নিজের] অবয়বসকল, সেই সকলের দ্বারা [কোশমধ্যস্থ] অসি কোশকে ব্যাপ্ত করে (—যেমন অসির এক একটী অংশ কোশের এক একটী অংশকে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ অবয়বী তাহার এক একটী অবয়বদ্বারা আরম্ভক অবয়বসকলে বর্ত্তমান থাকিবে) ।২৩ এইপ্রকার হইলে কিন্তু অনবস্থা হইয়া পড়িবে, কারণ [আরম্ভক অবয়বসকলে বর্ত্তমান থাকিবার জন্য অবয়বীর যে অতিরিক্ত নূতন অবয়বসকল কল্পনা করা হয়], সেই সেই [কল্পিত] অবয়বসকলে বর্ত্তমান থাকিবার

ভাবদীপিকা

(২৭) ভাব এই—তিনটী ঘটে বর্ত্তমান যে ত্রিত্ব বা বহুত্ব ধর্ম্ম, তাহা যেমন একটী ঘটের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হইলে গৃহীত হয় না ; তদ্রূপ সমস্ত তন্তুতে ব্যাসজ্যবৃত্তিতে বর্ত্তমান যে পট, সংবেষ্টিত অবস্থাতে তাহার অবয়বভূত সমস্ত তন্তুর সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ সম্ভব না হওয়ায় তাহার প্রত্যক্ষই সম্ভব হইবে না। ঘটের বিপরীত অংশের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ সম্ভব না হওয়ায় ঘটের প্রত্যক্ষ সম্ভব হইবে না, ইত্যাদি।

(২৮) এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষীর বক্তব্য এই—পুষ্পমাল্যস্থ সূত্র অবয়বশঃ (—অংশতঃ এক একটী পুষ্পে বর্ত্তমান থাকিয়া) সমগ্র পুষ্পমাল্যকে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকে বলিয়া যেমন কতিপয় পুষ্প গৃহীত হইলেও গৃহীত হয়, তজ্জন্য সেই মাল্যস্থ সকল পুষ্পের গ্রহণ আবশ্যক হয় না। তদ্রূপ পটাদিরূপ অবয়বীর কতিপয় তন্তু প্রভৃতি অবয়বের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হইলেই তাহাদের প্রত্যক্ষ হইবে; তজ্জন্য তত্তৎ সমস্ত অবয়বের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষের আবশ্যকতা নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

সন্নিধীয়তে ।২৬ যুগপৎ অনেকত্র বৃত্তৌ অনেকত্বপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োঃ ইব স্রুঘ্ন পা ট লি পু ত্র নি বা সি নোঃ ।২৭

ভাষ্যানুবাদ

জন্য [অবয়বীর) অন্য অন্য [নূতন] অবয়বসকল কল্পনা করিতে হইবে (২৯) ।২৪ [১৮ সংখ্যক বাক্যের দ্বিতীয় কোটিকে গ্রহণ করিতেছেন—] আর [অবয়বী] যদি প্রত্যেক অবয়বে [পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে] বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে একত্র ব্যাপার (—ক্রিয়া) হইলে অন্যত্র ব্যাপার হইবে না (—এক অবয়বস্থ অবয়বীতে ক্রিয়া হইলে অন্য অবয়বস্থ অবয়বীতে তাহা হইবে না,যেমন একটী তন্তুস্থ পটে কম্পন হইলে অন্য তন্তুস্থ পটে তাহা হইবে না) ।২৫ যেমন দেখ, স্রুঘ্নে (—অধুনা লুপ্ত মথুরার নিকট-বর্ত্তী নগরবিশেষে) অবস্থিত দেবদত্ত সেই দিনই নিশ্চয় পাটনাতে অবস্থান করিতে পারেনা। [অথচ পটাদি অবয়বীতে একত্র কম্পন হইলে অন্যত্রও তাহা পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং এই পক্ষ সঙ্গত নহে ।২৬ যদি বল—অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকে না, কিন্তু সকল অবয়বে যুগপৎ থাকে। তদুত্তরে বলিতেছেন—একই অবয়বী] যুগপৎ অনেক স্থলে বর্ত্তমান থাকিলে স্রুঘ্ন ও পাটলিপুত্র নিবাসী দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের ন্যায় অনেক হইয়া পড়িবে। [অথচ পটাদি অবয়বী অভিন্ন, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং এইপক্ষও সঙ্গত নহে ।২৭

ভাবদীপিকা

(২৯) এই স্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—যে অবয়বসকলের মিলনে বস্তুটী উৎপন্ন হয়, সেই অবয়বসকলকে সেই বস্তুর আরম্ভক অবয়ব বলে, যেমন তন্তু পটের আরম্ভক অবয়ব, কপাল ঘটের, ইত্যাদি। বস্তুর আরম্ভক অবয়বভিন্ন অন্যপ্রকার অবয়ব কল্পনা করিলে বস্তুতঃ ইহাই বলা হয় যে, পটরূপ অবয়বী তাহার তন্তুরূপ আরম্ভক অবয়বভিন্ন অন্যপ্রকার এক একটী অবয়বের দ্বারা তন্তুরূপ আরম্ভক অবয়বসকলের এক একটীতে বর্ত্তমান থাকে। তাহাতে ফলতঃ তন্তুসকল ব্যতীত পটের অন্য নূতন নিজস্ব অবয়ব কল্পনা করিতে হয়। যেমন 'কোশমধ্যস্থ অসি নিজের অবয়বসকলের দ্বারা কোশের মধ্যে থাকে', ইহা বলিলে বস্তুতঃ ইহাই বলা হয় যে, কোশের বিভিন্ন অংশে অসির নিজের বিভিন্ন অংশ (—অবয়ব) থাকে, তদ্রূপ। কিন্তু এইপ্রকার ব্যবস্থা অঙ্গীকার করিলে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে। কারণ তন্তুরূপ আরম্ভক অবয়বসকলেই যখন পট বর্ত্তমান থাকিতে পারিল না, তাহার জন্য নূতন অবয়বসকল কল্পনা করিতে হইতেছে, তখন স্বতঃই ইহা জিজ্ঞাস্য হয় যে, ঐ নূতন অবয়বসকলে অবয়বী পট কিপ্রকারে বর্ত্তমান থাকিবে? তাহার জন্য অবশ্যই অন্য নূতনতর অবয়বসকলের কল্পনা করিতে হইবে। আবার ঐ নূতনতর অবয়বসকলে বর্ত্তমান থাকিবার জন্য অন্য নূতনতম অবয়বসকলের কল্পনা করিতে হইবে। এইপ্রকারে অনন্ত অবয়বধারার কল্পনা করিতে হওয়ায় অনবস্থাদোষ দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। আর যে **পুষ্প ও সূত্রের দৃষ্টান্ত** প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ পুষ্পমালাস্থ পুষ্প ও সূত্রের মধ্যে সমবায়সম্বন্ধের অধীন অবয়ব-অবয়বিভাব নাই; সংযোগসম্বন্ধমাত্র আছে। সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় প্রত্যেক পুষ্পের

শাঙ্করভাষ্যম্

গোত্বাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তেঃ ন দোষঃ ইতি চেৎ?২৮ ন, তথা প্রতীত্যভাবাৎ।২৯ যদি গোত্বাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তঃ অবয়বী স্যাৎ, যথা গোত্বং প্রতিব্যক্তি প্রত্যক্ষং গৃহ্যতে, এবম্ অবয়বী অপি প্রত্যবয়বং প্রত্যক্ষং গৃহ্যেত।৩০ ন চ এবং নিয়তং গৃহ্যতে।৩১ প্রত্যেকপরিসমাপ্তৌ চ অবয়বিনঃ কার্য্যেণ অধিকারাৎ, তস্য চ একত্বাৎ শৃঙ্গেণাপি স্তনকার্য্যং কুর্য্যাৎ, উরসা চ

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] যদি বলা হয়, গোত্ব প্রভৃতির ন্যায় [অবয়বী] প্রত্যেকে পরিসমাপ্ত হওয়ায় দোষ হয় না (–যুগপৎ অনেক গো প্রভৃতি ব্যক্তিতে বর্ত্তমান থাকিলেও গোত্ব প্রভৃতি জাতি যেমন অনেক হইয়া পড়ে না, অবয়বীও তদ্রূপ যুগপৎ অনেক অবয়বে বর্ত্তমান থাকিলেও অনেক হইবে না।২৮ সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, 'না, এইপ্রকার বলা যায় না'; যেহেতু সেইপ্রকার প্রতীতি হয় না।২৯ [প্রত্যেক গো প্রভৃতি ব্যক্তিতে] গোত্ব প্রভৃতির ন্যায় অবয়বী যদি প্রত্যেকে পরিসমাপ্ত হইত (—প্রত্যেক অবয়বে সম্যগ্‌ভাবে, অর্থাৎ অন্যূন-অনতিরিক্তভাবে বর্ত্তমান থাকিত), তাহা হইলে গোত্ব যেমন প্রতি [গো] ব্যক্তিতে [স্বসংযুক্ততাদাত্ম্যসম্বন্ধে] প্রত্যক্ষ গৃহীত হয়, এইরূপে [পটাদি] অবয়বীও [তন্তু প্রভৃতিরূপ] প্রতেক অবয়বে গৃহীত হইত; [তাহা কিন্তু হয় না।৩০ যদি বলা হয়—পটদ্বারা ঘটের একাংশ (—একটী অবয়ব) আবৃত থাকিলেও তাহার অন্য অবয়ব দৃষ্ট হইলে ঘটরূপ অবয়বীর প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং প্রত্যেক অবয়বে অবয়বী গৃহীত হয় না, ইহা কিপ্রকারে বলা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—] নিয়মিতভাবে কিন্তু এইপ্রকারে গৃহীত হয় না; [কারণ বস্ত্রাবৃত মৃৎপাত্রটী ঘট, অথবা শরাব, তাহা বহু স্থলেই নির্ণয় করা যায় না]।৩১ আর [অবয়বী] প্রত্যেক্ অবয়বে পরিসমাপ্ত হইলে (–সম্যগ্‌রূপে বর্ত্তমান থাকিলে) কার্য্যের সহিত অবয়বীর অধিকার (–সম্বন্ধ) থাকে বলিয়া (—অবয়বীর দ্বারাই কার্য্য সম্পাদন হয় বলিয়া) এবং তাহা

ভাবদীপিকা

সহ সূত্রের এক একটী অংশের সংযোগ থাকায় সূত্র গৃহীত হইতে পারে। সুতরাং তোমার মতে সমবায়সম্বন্ধের অধীন যে অবয়ব-অবয়বিভাব, সেই স্থলে এই দৃষ্টান্ত গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া সন্নিকর্ষের অভাববশতঃ বস্তুপ্রত্যক্ষের অভাবরূপ পূর্ব্বোক্ত দোষ (২৭ ভাবদীঃ) তোমার উপর অবশ্যই আপতিত হয়। আর যদি আগ্রহাতিশয্যবশতঃ পুষ্পমাল্যস্থ পুষ্প ও সূত্রের মধ্যে সমবায়মূলক অয়বব-অবয়বিভাব অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে সেই অবয়বী অবয়বে কিপ্রকারে আছে, ইহা নির্ণীত না হওয়ায় তাহা বিচার্য্যকোটির মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া পড়িবে, দৃষ্টান্তকোটিতে নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

পৃষ্ঠকার্য্যম্।৩২ ন চ এবং দৃশ্যতে।৩৩ প্রাগুৎপত্তেশ্চ কার্য্যস্য অসত্ত্বে উৎপত্তিঃ অকর্ত্তৃকা নিরাত্মিকা চ স্যাৎ।৩৪ উৎপত্তিশ্চ নাম ক্রিয়া, সা সকর্ত্তৃকা এব ভবিতুম্ অর্হতি, গত্যাদিবৎ।৩৫ ক্রিয়া চ নাম স্যাৎ অকর্ত্তৃকা চ ইতি বিপ্রতিষিধ্যেত।৩৬ ঘটস্য চ উৎপত্তিঃ

ভাষ্যানুবাদ

(—সেই অবয়বী) একই হয় বলিয়া [গোরূপ অবয়বী] শৃঙ্গের দ্বারাই [দুগ্ধ-দানরূপ] স্তনের কার্য্য করিবে এবং বক্ষের দ্বারা [ভারবহনাদিরূপ] পৃষ্ঠের কার্য্য করিবে ; [কারণ তোমার মতে গোরূপ অবয়বী তাহার স্তন শৃঙ্গ বক্ষ পৃষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যেক অবয়বেই সম্যগ্‌রূপেই বর্ত্তমান আছে]।৩২ এইপ্রকার কিন্তু পরিদৃষ্ট হইতেছে না।৩৩ [অতএব কার্য্য কারণে কিভাবে থাকে, তাহা নিরূপিত না হওয়ায় কার্য্যবস্তু কারণে কল্পিত, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় (– মিথ্যা), ইহাই প্রদর্শিত হইল]।

[সিঃ—অসৎকার্য্যবাদে ক্রিয়া কর্ত্তৃবিহীন এবং যাস্কোক্ত উৎপত্তিরূপ প্রথম ভাববিক্রিয়া নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে বলিয়া সৎকার্য্যবাদই অঙ্গীকরণীয়।]

[কার্য্যের অনির্ব্বচনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে অসৎকার্য্যবাদে দোষান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] আর উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য না থাকিলে উৎপত্তি কর্ত্তৃবিহীন এবং [কর্ত্তা প্রভৃতি কারণের অভাবে কার্য্যের স্বরূপই সিদ্ধ হয় না বলিয়া] নিরাত্মক (—স্বরূপবিহীন) হইয়া পড়িবে।৩৪ আর উৎপত্তি একপ্রকার ক্রিয়া, গমনক্রিয়া প্রভৃতির ন্যায় তাহা সকর্ত্তৃক হওয়াই উচিত।৩৫ ক্রিয়া নামে কথিত হইবে, অথচ কর্ত্তৃবিহীন হইবে, ইহা বিরুদ্ধ কথন হইয়া পড়িবে (৩০)।৩৬ আর ['ঘটঃ উৎপদ্যতে', ইত্যাদি স্থলে] ঘটের যে উৎপত্তি কথিত হয়, তাহা ঘট-

ভাবদীপিকা

(৩০) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—'কুম্ভকারঃ ঘটং করোতি', এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিলে ঘটোৎপাদন ক্রিয়ার আশ্রয় হয় কর্ত্তা 'কুম্ভকার'। আর সেই ক্রিয়ার বিষয় হয় কর্ম্ম 'ঘট'। কিন্তু 'ঘটঃ উৎপদ্যতে', এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিলে উৎপত্তিক্রিয়ার আশ্রয় ও বিষয় উভয়ই হয় 'ঘট'। আর যাহা ক্রিয়ার আশ্রয়, তাহাই 'কর্ত্তা'। সেইহেতু 'ঘটশ্চলতি', এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিলে চলনক্রিয়ার আশ্রয় যে ঘট, তাহাই যেমন চলনক্রিয়ার কর্ত্তা। তদ্রূপ 'পটঃ উৎপদ্যতে', এইপ্রকার প্রয়োগস্থলে পটই হয় উৎপত্তিক্রিয়ার আশ্রয়, অর্থাৎ কর্ত্তা। সুতরাং উৎপত্তি হয়, অথচ যাহার উৎপত্তি হয়, উৎপত্তিক্রিয়ার আশ্রয় সেই কর্ত্তা পট থাকে না, ইহা বিরুদ্ধ কথন হইয়া পড়ে। সেইহেতু যাহার উৎপত্তি, উৎপত্তিক্রিয়ার আশ্রয়ভূত সেই কর্ত্তা উৎপত্তির পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। অন্যথা কর্ত্তার অভাবে উৎপত্তিক্রিয়াই অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। এইরূপে সৎকার্য্যবাদই (২।৪৯ পৃঃ) সিদ্ধ হয়, অসৎকার্য্যবাদ নহে। যদি বল—উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট অসৎ হওয়ায় (—না থাকায়) ঘটোৎ-পত্তিতে তাহার কর্ত্তৃত্ব সম্ভব না হইলেও কুম্ভকার বর্ত্তমান থাকে বলিয়া তাহারই তাহাতে কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—**ঘটস্য চ**—'আর ['ঘটঃ ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

উচ্যমানা ন ঘটকর্তৃকা।৩৭ কিং তর্হি?৩৮ অন্যকর্তৃকা ইতি কল্প্যা স্যাৎ।৩৯ তথা কপালাদীনাম্ অপি উৎপত্তিঃ উচ্যমানা অন্যকর্তৃকা এব কল্প্যেত।৪০ তথা চ সতি 'ঘটঃ উৎপদ্যতে' ইতি উক্তে কুলালাদীনি কারণানি উৎপদ্যন্তে ইতি উক্তং স্যাৎ।৪১ ন চ লোকে ঘটোৎপত্তিঃ ইতি উক্তে কুলালাদীনাম্ অপি উৎপদ্যমানতা প্রতীয়তে, উৎপন্নতাপ্রতীতেশ্চ।৪২ অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধঃ এব উৎপত্তিঃ আত্মলাভশ্চ কার্য্যস্য ইতি চেৎ?৪৩ কথম্ অলব্ধাত্মকং

ভাষ্যানুবাদ

কর্তৃক হইবে না।৩৭ তবে কি হইবে?৩৮ তাহা (—সেই উৎপত্তি) অন্য-কর্তৃক, এইপ্রকার কল্পনা করিতে হইবে।৩৯ তদ্রূপ কপাল প্রভৃতিরও যে উৎপত্তি কথিত হয়, তাহাও অন্যকর্তৃকই হয়, এইপ্রকার কল্পনা করিতে হইবে।৪০ আর তাহা হইলে [দোষ এই হইয়া পড়ে যে] 'ঘট উৎপন্ন হয়', এইপ্রকার কথিত হইলে, 'কুম্ভকার প্রভৃতি কারণসকল উৎপন্ন হয়', এইপ্রকার কথিত হইয়া পড়িবে (৩১)।৪১ কিন্তু লোকমধ্যে 'ঘটের উৎপত্তি', এইপ্রকার কথিত হইলে কুম্ভকার প্রভৃতিরও উৎপত্তি প্রতীত হয় না; যেহেতু [ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে তাহাদের] উৎপন্নতাই (—তাহারা পূর্ব্বেই উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে, ইহাই) প্রতিভাত হয়।৪২ [অতএব ভাবপদার্থমাত্রেরই প্রথম বিক্রিয়া যে উৎপত্তি (১।১০২-৩পৃঃ), সেই উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহার উৎপত্তি, সেই ভাববস্তুর সত্তা (—সৎ-কার্য্যবাদ) অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা সেই প্রথম ভাববিক্রিয়া নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবে। তাহা সঙ্গত নহে]।

ভাবদীপিকা

(৩১) ভাব এই—উৎপাদনা (—ঘটাদির উৎপত্ত্যনুকূল ব্যাপারবান্ হওয়া) কুলালনিষ্ঠ ব্যাপারবিশেষ, উৎপত্তি তাহা নহে। যদি বল—উৎপাদনাই উৎপত্তি, ইহারা অভিন্ন পদার্থ। তদুত্তরে বলা যায়—তাহা বলা যায় না, কারণ প্রথমোক্তটী প্রযোজকনিষ্ঠ ব্যাপার এবং শেষোক্তটী প্রযোজ্যনিষ্ঠ ব্যাপার। সেইহেতু তাহাদিগকে ভিন্নই বলিতে হইবে। ইহা অঙ্গীকার না করিলে 'ঘট উৎপাদন করিতেছে' ও 'ঘট উৎপন্ন হইতেছে', ইহারা সমানার্থক বাক্য হইয়া পড়িবে, তাহা সঙ্গত নহে। অতএব উৎপাদনা ও উৎপত্তি যাহাতে সমানার্থক না হইয়া পড়ে, সেইহেতু অঙ্গীকার করিতে হইবে—'ঘটঃ উৎপদ্যতে' ইত্যাদিপ্রকার প্রয়োগস্থলে যে ঘটের উৎপত্তি হয়, তাহাই উৎপত্তিক্রিয়ার আশ্রয়ভূত কর্ত্তা (৩০ ভাবদীঃ), কুম্ভকার নহে। ঘটের যে উৎপত্তি, সেই উৎপত্তিক্রিয়ার আশ্রয় যদি কুম্ভকার হয়, তাহা হইলে যাহা ক্রিয়ার আশ্রয়, প্রস্তাবিত প্রয়োগস্থলে তাহারই উৎপত্তি বিবক্ষিত হওয়ায় 'ঘটের উৎপত্তি হইতেছে' বলিলে 'কুম্ভকারের উৎপত্তি হইতেছে' এইপ্রকার অর্থবোধ হইয়া পড়িবে। ইহা অনুভববিরুদ্ধ; কারণ কুম্ভকার উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে, এইপ্রকার প্রতীতিই সকলের হইয়া থাকে। ইহাই পরবর্ত্তী ভাষ্যে বলিতেছেন— **ন চ লোকে**—'কিন্তু লোকমধ্যে', ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

সম্বধ্যেত ইতি বক্তব্যম্ ।৪৪ সতোঃ হি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি, ন সদসতোঃ অসতোঃ বা।৪৫ অভাবস্য চ নিরুপাখ্যত্বাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অসৎকার্য্যবাদে দোষান্তর প্রদর্শন। যাহা অসৎ, তাহার 'স্বকারণে সমবায়' ও 'স্বস্মিন্ সত্তাসমবায়রূপ' উৎপত্তি অসম্ভব।]

আর [আরম্ভবাদী ন্যায়-বৈশেষিক যদি বলেন—উৎপত্তিশব্দে প্রযোজক বা প্রযোজ্যনিষ্ঠ ব্যাপারবিশেষ আমাদের অভিপ্রেত নহে, যে কারণবশতঃ তাহার আশ্রয়ভূত কর্ত্তার পূর্ব্বসত্তা অঙ্গীকৃত হইবে। আমরা বলি—] স্বকারণসত্তাসম্বন্ধই (—(৩২) করেণের সহিত, অথবা সত্তার সহিত নিজের সম্বন্ধই) কার্য্যের উৎপত্তি ও আত্মলাভ (—স্বরূপসিদ্ধি), এইপ্রকার যদি বলা হয় ।৪৩ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] যাহার স্বরূপ লব্ধ হয় নাই (—যে বস্তু বিদ্যমানই নাই), তাহা কি প্রকারে [স্বকারণের সহিত, অথবা সত্তাজাতির সহিত] সম্বদ্ধ হইবে, ইহা তোমাকে বলিতে হইবে ।৪৪ যেহেতু দুইটী বিদ্যমান বস্তুর মধ্যেই সম্বন্ধ সম্ভব, কিন্তু বিদ্যমান ও অবিদ্যমান বস্তুদ্বয়ের মধ্যে (৩৩), অথবা অবিদ্যমান বস্তুদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সম্ভব নহে ।৪৫ [যদি বল—কার্য্যবস্তু নরশৃঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদা অসৎ নহে, কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং ধ্বংসের অনন্তর তাহা অসৎ হইয়া পড়ে। মধ্যাবস্থাতে সদ্রূপেই অবস্থান করে বলিয়া সম্বন্ধের সম্বন্ধী হওয়া তাহর পক্ষে সম্ভব। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যপদার্থের সেই] অভাব (—অসত্তা) নিরুপাখ্য (—নামদ্বারা নির্দ্দেশের অযোগ্য) হওয়ায় "উৎপত্তির পূর্ব্বে", এইপ্রকারে

ভাবদীপিকা

(৩২) কোন কোন ন্যায়বৈশেষিক মতাবলম্বী বলেন—(ক) "স্বকারণে সমবায়", অর্থাৎ নিজের কারণে যে নিজের সমবায়সম্বন্ধে থাকা, তাহাই সেই বস্তুর উৎপত্তি। যথা ঘট যে নিজের কারণ কপালে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, তাহাই ঘটের উৎপত্তি। অথবা (খ) "স্বস্মিন্ সত্তাসমবায়ই", অর্থাৎ নিজের উপর সমবায়সম্বন্ধে যে সত্তাজাতি * থাকে, তাহাই সেই বস্তুর উৎপত্তি। যথা—সত্তাজাতি যে সমবায় সম্বন্ধে ঘটদ্রব্যে থাকে, তাহাই ঘটের উৎপত্তি। প্রস্তাবিতস্থলে এই উভয় মতবাদই উল্লিখিত ও নিরাকৃত-হইতেছে।

(৩৩) এইস্থলে সংশয় হয়—বিদ্যমান ও অবিদ্যমান বস্তুদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সম্ভব নহে, ইহা কিপ্রকারে বলিতেছ ? কারণ "ভূতলে ঘটঃ নাস্তি", "ঘটাভাববৎ ভূতলম্" ইত্যাদি এইপ্রকার বিশিষ্ট প্রতীতিস্থলে তো সৎ ভূতল ও অসৎ ঘটাভাব, ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—এই সম্বন্ধের স্বরূপ কি, তাহা তোমাকে বলিতে হইবে। এতাদৃশ স্থলে সংযোগ, অথবা সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না ; কারণ দুইটী দ্রব্যের মধ্যেই হয় সংযোগসম্বন্ধ এবং গুণ ও গুণী ইত্যাদির মধ্যেই হয় সমবায়সম্বন্ধ, অন্যত্র নহে ; ইহা তোমরাই অঙ্গীকার কর। আর এতাদৃশস্থলে স্বরূপসম্বন্ধও স্বীকার করা যায় না,

* দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম, এই তিনটীতেই বর্ত্তমান যে ব্যাপক জাতি, তাহাকে বলে সত্তাজাতি। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব কর্ম্মত্ব প্রভৃতি তাহার ব্যাপ্য জাতি, কারণ তাহারা যথাক্রমে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মমাত্রে বর্ত্তমান থাকে, তিনটীতে নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি মর্য্যাদাকরণম্ অনুপপন্নম্।১৬৬ **সতাং হি লোকে ক্ষেত্রগৃহাদীনাং মর্য্যাদা দৃষ্টা, ন অভাবস্য।**১৬৭ **নহি বন্ধ্যাপুত্রঃ রাজা বভূব**

ভাবদীপিকা [ভাব ও অভাব পদার্থের সম্বন্ধ নিরাকরণ]

কারণ স্বরূপসম্বন্ধের সম্বন্ধরূপতাই সিদ্ধ হয় না ; যেহেতু সম্বন্ধ তাহাকেই বলা হয়, যাহা সম্বন্ধিদ্বয় হইতে ভিন্ন হইয়া সেই সম্বন্ধিদ্বয়ের আশ্রিতরূপে অবস্থানকরতঃ তাহাদের সম্বদ্ধতা প্রতীতির নিয়ামক হয়। স্বরূপসম্বন্ধ তাদৃশ নহে, কারণ তত্ত্বতঃ তাহা একতর সম্বন্ধিস্বরূপই হইয়া থাকে। যেমন 'ভূতলে ঘটাভাব স্বরূপসম্বন্ধে থাকে', এইপ্রকার বলা হয়। কিন্তু 'স্বরূপ' পদার্থটী কি ? তাহাকে বস্তুতঃ তৎকালীন তৎভূতলস্বরূপই বলিতে হইবে, তাহা হইতে ভিন্ন কিছু নহে। সুতরাং এতাদৃশ একতরসম্বন্ধিরূপ [প্রস্তাবিতস্থলে ভূতলরূপ] যে স্বরূপ, তাহাকে সম্বন্ধই বলা চলে না। অতএব এতাদৃশ ভাব ও অভাববিশিষ্ট প্রতীতিস্থলে কোনপ্রকার সম্বন্ধই সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাদৃশ প্রতীতিকে অনীর্ব্বচনীয়ই বলিতে হইবে (বার্ত্তিকটীকাবলম্বনে)।

ন্যায়-বৈশেষিকমতাবলম্বী বলেন—বিশেষণতাসম্বন্ধে অভাবের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। যথা—"স্বসংযুক্তবিশেষণতাসম্বন্ধে" "ঘটাভাববৎ ভূতলম্" এইপ্রকার জ্ঞান হয় এবং তাহার ফলে "নির্ঘটং ভূতলং পশ্যামি" এইপ্রকার অনুব্যবসায় হয়। স্বশব্দে—চক্ষু গ্রহণীয়, তাহার সহিত সংযোগসম্বন্ধে ভূতল সম্বদ্ধ ; সেই বিশেষ্য ভূতলে বিশেষণরূপে ঘটাভাবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ভাবপদার্থ ভূতল এবং অভাব পদার্থ ঘটাভাবের মধ্যে বিশেষণতারূপ সম্বন্ধকে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে বলিয়া তুমি বলিতে পার না যে, বিদ্যমান ও অবিদ্যমান বস্তুদ্বয়ের মধ্যে কোনপ্রকার সম্বন্ধ সম্ভব নহে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী বলেন**—উক্ত প্রকার সম্বন্ধ কল্পনা করিলে তোমার পক্ষে অপ্রসিদ্ধ কল্পনাগৌরব দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া তাহা অঙ্গীকার্য্য নহে। কল্পনাগৌরব এইপ্রকার—ন্যায়-বৈশেষিকমতে অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুরিন্দ্রিয় হয় করণ এবং "যদি স্যাৎ তর্হি উপলভ্যেত"—'যদি থাকিত, তাহা হইলে উপলব্ধ হইত', এইপ্রকার বৃত্ত্যাত্মক যোগ্যানুপলব্ধি এবং উক্ত বিশেষণতাসম্বন্ধ হয় তাহার সহকারী। সিদ্ধান্তে উক্ত যোগ্যানুপলব্ধিরূপ অনুপলব্ধিপ্রমাণই অভাবজ্ঞানের প্রতি করণ, চক্ষুরিন্দ্রিয় তাহার সহকারী কারণ। 'বিশেষণতারূপ' সম্বন্ধ অঙ্গীকারের কোনই আবশ্যকতা নাই। আর তাদৃশ সম্বন্ধ লোকে বা বেদে কুত্রাপি প্রসিদ্ধও নহে। সুতরাং তদঙ্গীকারে ন্যায়-বৈশেষিকপক্ষে অপ্রসিদ্ধ কল্পনাগৌরব দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। **শঙ্কা**—কিন্তু "নির্ঘটং ভূতলং পশ্যামি" এইপ্রকার অনুব্যবসায়ে ভূতল ও ঘটাভাবের মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণভাবের প্রতীতি হইতেছে ; তাহার উপপত্তি কিপ্রকারে হইবে ? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—"দণ্ডী-পুরুষাভাব", এই স্থলে যেমন বিশেষ্য পুরুষ বর্ত্তমান থাকিলে এবং বিশেষণ দণ্ড না থাকিলেও "দণ্ডী পুরুষ নাই", এইপ্রকার জ্ঞান হয়। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ বিশেষ্য ভূতলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইলেও এবং তদভিমত বিশেষণ ঘটাভাবের তাহা না হইলেও "ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতল", এইপ্রকার জ্ঞান হইতে কোন বাধা নাই বলিয়া উক্তপ্রকার অনুব্যবসায় উপপন্ন হয়। [বৃত্তিপ্রভাকর ও তত্ত্বজ্ঞানামৃত দ্রঃ]। অতএব ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত বিশেষণতাসম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ গৌরবদোষগ্রস্ত হওয়ায় নিরাকৃত হইল এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অন্যান্য সম্বন্ধও সম্ভব হয় না বলিয়া বিদ্যমান ও অবিদ্যমান বস্তুদ্বয়ের মধ্যে কোনপ্রকার সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, ইহাও নির্ণীত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাক্ পূর্ণবর্ম্মণঃ অভিষেকাৎ ইতি এবংজাতীয়কেন মর্য্যাদা-করণেন নিরুপাখ্যঃ বন্ধ্যাপুত্রঃ রাজা বভূব ভবতি ভবিষ্যতি ইতি বা বিশেষ্যতে।৪৮ যদি চ বন্ধ্যাপুত্রঃ অপি কারকব্যাপারাৎ ঊর্ধ্বম্ অভবিষ্যৎ, ততঃ ইদমপি উপাপৎস্যত—কার্য্যাভাবোঽপি কারকব্যাপারাৎ ঊর্ধ্বং ভবিষ্যতি ইতি।৪৯ বয়ং তু পশ্যামঃ বন্ধ্যাপুত্রস্য কার্য্যাভাবস্য চ অভাবত্বাবিশেষাৎ যথা বন্ধ্যাপুত্রঃ

ভাষ্যানুবাদ

মর্য্যাদাকরণ (—সীমানির্দ্দেশ) সঙ্গত নহে (—যাহার উৎপত্তিই হয় নাই, সেই অসৎ পদার্থের সহিত কালের সম্বন্ধ না থাকায় তাহাকে অবলম্বন করিয়া "উৎপত্তির পূর্ব্বে" এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগকরতঃ ভাবপদার্থের ন্যায় তাহার সত্তার সীমানির্দ্দেশ সঙ্গত নহে)।৪৬ [কেন সঙ্গত নহে, তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু লোকমধ্যে ক্ষেত্র ও গৃহ প্রভৃতি যে ভাববস্তুসকল, তাহাদেরই সীমা দেখা গিয়াছে; কিন্তু অভাবের নহে।৪৭ দেখ, 'পূর্ণবর্ম্মার অভিষেকের পূর্ব্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজা হইয়াছিল', ইত্যাদি এই জাতীয় সীমানির্দ্দেশের দ্বারা নিরুপাখ্য (—অসৎ, ব্যবহারের অযোগ্য) বন্ধ্যাপুত্র রাজা হইয়াছিল, হইতেছে, অথবা হইবে, এইপ্রকারে বিশেষিত করা যায় না ; [কারণ যাহা অসৎ, বর্ত্তমানই নাই, তাহার সহিত কালের সম্বন্ধ হয় না।৪৮ যদি বলা হয়—কারকব্যাপারের অনন্তর যে কার্য্যের উৎপত্তি, তাহাকে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ বলা যায় কিপ্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যদি বন্ধ্যাপুত্র কারকব্যাপারের (—কারণসমূহনিষ্ঠ কার্য্যোৎপাদনের অনুকূল প্রবৃত্তির) পরবর্ত্তিকালে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে কার্য্যাভাবও (—অসৎ যে কার্য্যবস্তু, তাহাও) কারকব্যাপারের পরবর্ত্তিকালে উৎপন্ন হইবে, ইহাও সঙ্গত হইত। [তাহা কিন্তু হয় না ; কারণ যাহা অসৎ, শত কারকব্যাপারদ্বারাও তাহার উৎপত্তি সম্ভব নহে।৪৯ যদি বলা হয়—অত্যন্তাভাবরূপ হওয়ায় বন্ধ্যাপুত্র হয় ব্যবহারের অযোগ্য অসৎ পদার্থ, সেইহেতু কারকব্যাপারদ্বারা তাহার উৎপত্তি হয় না। কিন্তু ঘটের যে প্রাগভাব, ভাবী ঘটের সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাহা ব্যবহারের অযোগ্য অসৎ পদার্থ নহে ; সেইহেতু যাহার প্রাগভাব ছিল, কারকব্যাপারের পর সেই ঘটের উৎপত্তি সম্ভব। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আমরা কিন্তু দেখিতেছি—বন্ধ্যাপুত্র ও কার্য্যাভাব (—কার্য্যের প্রাগভাব) উভয়েই অবিশেষভাবে অভাব হওয়ায় (৩৪) কারকব্যাপারের পরবর্ত্তিকালে যেমন বন্ধ্যাপুত্র উৎপন্ন হইবে না, এইপ্রকারে

ভাবদীপিকা [প্রাগভাবের কারণতা নিরাকরণ]

(৩৪) এই স্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—ঘটের প্রাগভাবও অভাব এবং বন্ধ্যাপুত্রের অভাবও অভাব, তাহাদের মধ্যে কোন্ অভাবটী কাহার ইহা নিরূপণ করা যায় না ; কারণ উভয় অভাবই নিরুপাখ্য, ব্যবহারের অযোগ্য অসৎ পদার্থ। ভাবী ঘটের দ্বারা ঘটপ্রাগভাবের

শাঙ্করভাষ্যম্

কারকব্যাপারাৎ ঊর্দ্ধং ন ভবিষ্যতি, এবং কার্য্যাভাবোঽপি কারকব্যাপারাৎ ঊর্দ্ধং ন ভবিষ্যতি ইতি।৫০ ননু এবং সতি কারকব্যাপারঃ অনর্থকঃ প্রসজ্যেত।৫১ যথৈব হি প্রাক্‌সিদ্ধত্বাৎ কারণস্বরূপসিদ্ধয়ে ন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে, এবং প্রাক্‌সিদ্ধত্বাৎ তদনন্যত্বাৎ চ কার্য্যস্য স্বরূপসিদ্ধয়ে অপি ন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়েত, ব্যাপ্রিয়তে চ।৫২ অতঃ কারকব্যাপারার্থবত্ত্বায় মন্যামহে প্রাগুৎপত্তেঃ অভাবঃ কার্য্যস্য ইতি।৫৩ নৈষঃ দোষঃ, যতঃ কার্য্যাকারেণ

ভাষ্যানুবাদ

কার্য্যাভাবও (—যে কার্য্য তোমার মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে অভাবরূপে, অর্থাৎ অসদ্রূপে আছে, তাহাও) কারকব্যাপারের পরবর্ত্তিকালে উৎপন্ন হইবে না।৫০ [অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহা অসৎ, তাহার উৎপত্তিই সম্ভব নহে বলিয়া 'স্বকারণে সমবায়' বা 'স্বস্মিন্ সত্তাসমবায়' রূপ উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না]।

[পূঃ—অসৎকার্য্যবাদিকর্ত্তৃক সৎকার্য্যবাদে দোষোদ্ভাবন। কারকব্যাপারের সার্থকতার জন্য অসৎকার্য্যবাদ স্বীকার]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—কিন্তু এইপ্রকার হইলে (—যাহা বর্ত্তমান নাই, তাহার উৎপত্তি অঙ্গীকার না করিয়া যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহার উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে) কারক-ব্যাপার (—কারণনিষ্ঠ কার্য্যোৎপাদনের অনুকূল প্রবৃত্তি) অনর্থক হইয়া পড়িবে।৫১ যেমন দেখ, প্রাক্‌সিদ্ধ হওয়ায় (-পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকায়) কারণের স্বরূপ-সিদ্ধির (—উৎপত্তির) জন্য কেহ প্রবৃত্ত হয় না, এইরূপে পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকায় এবং [তোমার মতে কারণ হইতে] অভিন্ন হওয়ায় কার্য্যের স্বরূপসিদ্ধির জন্য কেহ প্রবৃত্ত হইবে না, কিন্তু [লোকে কার্য্যের উৎপত্তিরূপ স্বরূপসিদ্ধির জন্য] প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।৫২ এইহেতু কারকব্যাপারের সার্থকতার জন্য উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অভাব থাকে, ইহা আমরা মনে করি, ইত্যাদি।৫৩

ভাবদীপিকা [প্রাগভাবের কারণতা নিরাকরণ]

সোপাখ্যতা অবধারণ করা চলে না, কারণ ঘটপ্রাগভাবের সহিত অত্যন্ত অসম্বন্ধ যে ভাবী ঘট, তাহার দ্বারা যদি ঘটাভাবের সোপাখ্যতা (—ব্যবহারযোগ্যতা, সত্তা) অবধারণ করা যায়, তাহা হইলে বন্ধ্যার সহিতই বা তাহার সহিত অত্যন্ত অসম্বন্ধ বন্ধ্যাপুত্রের সম্বন্ধ অঙ্গীকারকরতঃ বন্ধ্যাপুত্রকেই বা সোপাখ্য কেন বলা যাইবে না? কোন পণ্ডিতাভিমানী কিন্তু ইহা অঙ্গীকার করিতে পারেন না। যদি বল—কারকব্যাপারের অনন্তর ঘটপ্রাগভাব হইতে হয় ঘটের উৎপত্তি, সেইহেতু সেই অভাবকে সোপাখ্য বলা চলে। তদুত্তরে বলিব—ঘটপ্রাগভাবের ন্যায় বন্ধ্যা-পুত্রেরও অভাব (—অবর্ত্তমানতা) সমান হওয়ায় কারকব্যাপারের অনন্তর বন্ধ্যাপুত্রেরই বা উৎ-পত্তি অঙ্গীকার করিতেছ না কেন? ঘটপ্রাগভাব কারকব্যাপারের যোগ্য এবং বন্ধ্যাপুত্র তদযোগ্য, ইহাও বলা যায় না; কারণ অবিশেষভাবে অসৎ হওয়ায় উভয়ত্রই কারকব্যাপারের অযোগ্যতা সমান। অতএব বন্ধ্যাপুত্ররূপ অভাব এবং কার্য্যের প্রাগভাব, উভয়কেই অবিশেষভাবে অভাব বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে কারকব্যাপারদ্বারা বন্ধ্যাপুত্রের অনুৎপত্তির ন্যায় কারকব্যাপারদ্বারা তৎপ্রাগভাব হইতে তৎকার্য্যের উৎপত্তি সম্ভব নহে। (বার্ত্তিকটীকাবলম্বনে)।

শাঙ্করভাষ্যম্

কারণং ব্যবস্থাপয়তঃ কারকব্যাপারস্য অর্থবত্ত্বম্ উপপদ্যতে।৫৪ কার্য্যাকারোঽপি কারণস্য আত্মভূতঃ এব; অনাত্মভূতস্য অনারম্ভ্যত্বাৎ ইতি অভাণি।৫৫ ন চ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্তুন্যত্বং ভবতি,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে সমাধান। কারণরূপে সৎ যে কার্য্য, কারকব্যাপারদ্বারা তাহার অনির্ব্বচনীয় অভিব্যক্তি সিদ্ধ হয় বলিয়া অসৎকার্য্যবাদ অঙ্গীকার্য্য নহে]।

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে; যেহেতু যে কারকব্যাপার কারণকে কার্য্যরূপে ব্যবস্থাপিত (—অভিব্যক্ত) করে, তাহার সার্থকতা যুক্তিসঙ্গত (৩৫)।৫৪ যাহা কার্য্যের আকার (—স্বরূপ), তাহাও কারণের আত্মভূত (—কারণস্বরূপ); যেহেতু যাহা [কারণের] অনাত্মভূত, তাহার আরম্ভ (—উৎপত্তি) হয় না, ইহা আমরা বলিয়াছি (৩৬)।৫৫

ভাবদীপিকা

(৩৫) এই স্থলে বিবর্ত্তবাদী সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—মায়াবীর ব্যাঘ্রাদি আকার পরিগ্রহের জন্য যেমন মণিমন্ত্রাদির আবশ্যকতা থাকে, সৎ কারণেরও তদ্রূপ অনির্ব্বচনীয় কার্য্যাকারে বিবর্ত্তিত হইবার জন্য কারকব্যাপারের আবশ্যকতা থাকে বলিয়া তাহার ব্যর্থতা হয় না। প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য করিতে হইবে—সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যাদির মতেই কারকবৈয়র্থ্যদোষ হইয়া পড়ে, কারণ 'অভিব্যক্ত কার্য্যই কারণে থাকে', ইহা তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। যেহেতু ঘটের যে কম্বুগ্রীবাদিযুক্ত অভিব্যক্ত রূপ, তাহা যদি ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকাতে না থাকে, অথচ তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে 'যাহা থাকে না, তাহার উৎপত্তি' অঙ্গীকার করিতে হওয়ায় অসৎকার্য্যবাদ অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে। তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যদি বলা হয়—অভিব্যক্ত কার্য্যই কারণে থাকে, তাহা হইলে কারকবৈয়র্থ্য অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সৎকারণবাদী অদ্বৈতবাদিগণের মতে কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়াশক্তির প্রভাবে স্বপ্নকালীন সৃষ্টির ন্যায় অনির্ব্বচনীয় কারকব্যাপারদ্বারা অনির্ব্বচনীয় কার্য্যের অভিব্যক্তি অঙ্গীকৃত হওয়ায় কোন দোষ হয় না। যদি বলা হয়—এইপ্রকার কষ্টকল্পনার আবশ্যকতা কি? কারণ হইতে ভিন্ন যে কার্য্যবস্তু পূর্ব্বে ছিল না, কারকব্যাপারদ্বারা তাহারই উৎপত্তি অঙ্গীকার করিতেছ না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—**কার্য্যাকারোঽপি**—'যাহা কার্য্যের' ইত্যাদি।

(৩৬) "কারণস্য আত্মভূতা শক্তিঃ" ইত্যাদি ১০ সংখ্যক বাক্য এবং ২১ সংখ্যক ভাবদীপিকা; ২।১।১৫ এবং ১৬ সূত্রভাষ্য, "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।২৬) ইত্যাদি সূত্রভাষ্য এবং ২।১।১৪ সূত্রভাষ্যে "কারণাৎ পরমার্থতঃ অনন্যত্বং ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কার্য্যস্য" ইত্যাদি ৬ সংখ্যক বাক্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। এইরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে—কারণব্যতিরেকে কার্য্যের পৃথক্ সত্তা না থাকিলেও বিচিত্র মায়াশক্তিপ্রভাবে বিভিন্ন বেশধারী নটের ন্যায় কারণই বিভিন্ন কার্য্যাকারে প্রতিভাত হইতেছেন। এই কার্য্যকে কিন্তু কারণ হইতে ভিন্ন বলা যায় না, যেমন ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে। আবার কার্য্যকে কারণের সহিত অভিন্নও বলা যায় না, যেমন ঘটের কম্বুগ্রীবাদিযুক্ততা মৃত্তিকাতে না থাকায় তাহা মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন নহে। সেইহেতু

শাঙ্করভাষ্যম্

ন হি দেবদত্তঃ সঙ্কোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোঽপি বস্তুন্যত্বং গচ্ছতি, সঃ এব ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।৫৬ তথা প্রতিদিনম্ অনেকসংস্থানানাম্ অপি পিত্রাদীনাং ন বস্তুন্যত্বং ভবতি, মম পিতা, মম ভ্রাতা, মম পুত্রঃ ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।৫৭ জন্মোচ্ছেদানন্তরিতত্বাৎ তত্র যুক্তং, ন অন্যত্র ইতি চেৎ?৫৮ ন, ক্ষীরাদীনাম্ অপি দধ্যাদ্যাকারসংস্থানস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ।৫৯ অদৃশ্য-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পরিণামবাদাবলম্বনে পরিহার। সর্ব্বাবস্থাতেই কার্য্যে অনুস্যূত কারণের কার্য্যরূপে অভিব্যক্তির জন্য কারকব্যাপারের আবশ্যকতা সিদ্ধ হয় বলিয়া অসৎকার্য্যবাদ স্বীকার্য্য নহে।]

আর মাত্র বিশেষ (— ভেদ) দর্শনের দ্বারাই বস্তুর অন্যত্ব (—পারমার্থিক ভেদ) হয় না, যেহেতু সঙ্কুচিত হস্তপদবিশিষ্ট দেবদত্ত প্রসারিত হস্তপদ হইয়া ভিন্নরূপে দৃশ্যমান হইলেও বস্তুর অন্যতা প্রাপ্তি হয় না (—পরমার্থতঃ ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া পড়ে না), কারণ 'তিনিই ইনি', এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হয়।৫৬ এইরূপে প্রতিদিন অনেক সংস্থানবিশিষ্ট (—অনেকপ্রকার ভঙ্গীতে অবস্থিত) পিতা প্রভৃতি বস্তুতঃ (—সত্যই) অন্য হইয়া যান না, যেহেতু আমার পিতা, আমার ভ্রাতা, আমার পুত্র, এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে।৫৭ [শঙ্কা—] যদি বলা হয়, জন্ম ও উচ্ছেদের (—মৃত্যুর) দ্বারা অন্তরিত (—ব্যবহিত, বিচ্ছেদযুক্ত) হয় না বলিয়া সেই স্থলে (—পিত্রাদিতে, 'তিনিই ইনি' এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা] যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু অন্যত্র (—ঘট প্রভৃতিতে) নহে। [যেহেতু মৃৎপিণ্ডাদির নাশ হইলেই হয় ঘটাদির উৎপত্তি; সুতরাং কারণের নাশ ও কার্য্যের উৎপত্তিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া কার্য্য ও কারণের অভিন্নতা যুক্তিসঙ্গত নহে।৫৮ সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, না, তাহা বলা যায় না; যেহেতু দধি প্রভৃতির আকারে সংস্থিত (—অবস্থিত) দুগ্ধ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয় (—দুগ্ধ মৃত্তিকা ও সুবর্ণ প্রভৃতির অবয়বসংস্থান

ভাবদীপিকা

কারণ হইতে যেন ভিন্নরূপে ও যেন অভিন্নরূপে প্রতিভাত, সুতরাং দুর্নিরূপণীয় কার্য্যকে বলা হয় 'অনির্ব্বচনীয়'। রজ্জুসর্পস্থলে সর্প যেমন রজ্জুই, অথবা ঘট যেমন মৃত্তিকাই, এইরূপে অনির্ব্বচনীয় কার্য্য বস্তুতঃ কারণস্বরূপই হওয়ায় এবং করণ হইতে পৃথক্ সত্তারহিত তাহার ভেদ কাল্পনিক হওয়ায় সেই কার্য্য পূর্ব্বে ছিল না, কারকব্যাপারের অনন্তর তাহার উৎপত্তি, কারণ হইতে তাহা ভিন্ন বস্তু ইত্যাদি, ইহা বলা যায় না; ইহাই ভাব। এইরূপে সৎকারণবাদ, অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে (৬৯ পৃঃ ২২ ভাবদীঃ) পরিহার কথিত হইল। যদি বলা হয়—মৃৎপিণ্ডে যাহা বিদ্যমান নাই, সেই কম্বুগ্রীবাদিযুক্ততা ঘটে পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া ঘটকে মৃত্তিকা হইতে ভিন্নরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। সুতরাং মৃত্তিকাতে যাহা ছিল না, কারকব্যাপারদ্বারা মৃত্তিকা হইতে মৃৎভিন্ন সেই ঘটের উৎপত্তি হয় বলিয়া অসৎকার্য্যবাদই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। তদুত্তরে পরিণামবাদাবলম্বনে বলিতেছেন—**ন চ বিশেষ**—"আর মাত্র" ইত্যাদি (৫৬বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

মানানাম্ অপি বটধানাদীনাং সমানজাতীয়াবয়বান্তরোপচিতানাম্ অঙ্কুরাদিভাবেন দর্শনগোচরতাপত্তৌ জন্মসংজ্ঞা।৬০ তেষাম্ এব অবয়বানাং অপচয়বশাৎ অদর্শনাপত্তৌ উচ্ছেদসংজ্ঞা।৬১ তত্র ঈদৃগ্‌জন্মোচ্ছেদান্তরিতত্বাৎ চেৎ অসতঃ সত্ত্বাপত্তিঃ, সতশ্চ অসত্ত্বাপত্তিঃ, তথা সতি গর্ভবাসিনঃ উত্তানশায়িনশ্চ ভেদপ্রসঙ্গঃ।৬২ তথা চ বাল্যযৌবনস্থাবিরেষু অপি ভেদপ্রসঙ্গঃ, পিত্রাদিব্যবহারলোপপ্রসঙ্গশ্চ।৬৩ এতেন ক্ষণভঙ্গবাদঃ প্রতি-

ভাষ্যানুবাদ

ভিন্ন হইয়া পড়িলেও যথাক্রমে তাহারাই দধি ঘট ও রুচকাদিভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং কারণের নাশ হইলে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, ইহা বলা যায় না।৫৯ কিন্তু বৃক্ষের উৎপত্তি হইলে বীজের নাশ তো প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং কার্য্য ও কারণকে অবশ্যই ভিন্ন বলিতে হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] বটবীজ প্রভৃতি অদৃশ্যমান (—অতিসূক্ষ্ম) হইলেও সমানজাতীয় অন্য অবয়বসকলের দ্বারা পুষ্ট হইয়া অঙ্কুরাদিভাবে দৃষ্টিগোচর হইলে জন্মসংজ্ঞা লাভ করে (—বটবৃক্ষের জন্ম হইল, এইপ্রকার বলা হয়)।৬০ আর সেই অবয়বসকলের অপচয় (—নাশ) বশতঃ দৃষ্টির অগোচর হইলে উচ্ছেদসংজ্ঞা লাভ করে (—সেই বৃক্ষের বিনাশ হইল, বলা হয়। সুতরাং সমানজাতীয় অবয়বরূপে কারণভূত বীজ কার্য্য বৃক্ষে অন্বিত থাকায় কার্য্যের উৎপত্তি হইলে কারণের নাশ হয়, ইহা বলা যায় না।৬১ যদি বলা হয়—অবয়বের হ্রাস ও বৃদ্ধি বশতঃ অবয়বসকল বিভিন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া যে অবয়ব বীজরূপে ছিল, তাহাই মহান্ বৃক্ষের অবয়বরূপে পরিণত হয়, ইহা বলা যায় না। অতএব বীজের নাশানন্তর, তাহাতে যাহা বর্ত্তমান ছিল না সেই মহান্ বৃক্ষাবয়বের উৎপত্তি হয় বলিয়া অসৎকার্য্যবাদই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] তাহাতে [অবয়বের বৃদ্ধি ও হ্রাসরূপ] এইপ্রকার জন্ম ও বিনাশের দ্বারা ব্যবহিত হয় বলিয়া যদি অসতের সত্তাপত্তি এবং সতের অসত্তাপত্তি (—যাহা ছিল না, তাহার উৎপত্তি এবং যাহা ছিল, তাহার নাশ) হয়, তাহা হইলে গর্ভবাসী ও [ভূমিষ্ঠ হইবার পর] চিৎ হইয়া শয়নকারী বালক বিভিন্ন হইয়া পড়িবে।৬২ আর তাহা হইলে বাল্য যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থাতেও [ব্যক্তি] বিভিন্ন হইয়া পড়িবে এবং পিতা প্রভৃতি ব্যবহারের লোপ হইয়া যাইবে। [তাহা সঙ্গত নহে। অতএব অবয়বের উপচয় ও অপচয় দ্বারা তাহার বিভিন্নতা সিদ্ধ হয় না বলিয়া অসৎকার্য্যবাদ অঙ্গীকার্য্য নহে]।৬৩ ইহার দ্বারা (—উপাদান-কারণ কার্য্যবস্তুতে সর্ব্বাবস্থাতেই অনুস্যূত থাকে, ইহা প্রতিপাদনদ্বারা, ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের] ক্ষণভঙ্গবাদকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।৬৪ [এইরূপে

শাঙ্করভাষ্যম্

বদিতব্যঃ।৬৪ যস্য পুনঃ প্রাগুৎপত্তেঃ অসৎ কার্য্যং, তস্য নির্বিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ স্যাৎ; অভাবস্য বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ, আকাশ-হননপ্রয়োজনখড়্গাদ্যনেকায়ুধপ্রযুক্তিবৎ।৬৫ সমবায়িকারণ-বিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ স্যাৎ ইতি চেৎ?৬৬ ন, অন্যবিষয়েণ কারকব্যাপারেণ অন্যনিষ্পত্তেঃ অতিপ্রসঙ্গাৎ।৬৭ সমবায়ি-কারণস্যৈব আত্মাতিশয়ঃ কার্য্যম্ ইতি চেৎ?৬৮ ন, সৎকার্য্যতা-পত্তেঃ।৬৯ তস্মাৎ ক্ষীরাদীনি এব দ্রব্যাণি দধ্যাদিভাবেন অব-

ভাষ্যানুবাদ

পরমপ্রস্তাবিতস্থলে ইহা সিদ্ধ হইল যে, সর্ব্বাবস্থাতেই কার্য্যে অনুসৃত কারণের কার্য্যরূপে অভিব্যক্তির জন্য কারকব্যাপারের সার্থকতা সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহার সিদ্ধির জন্য অসৎকার্য্যবাদ অঙ্গীকার্য্য নহে]।

[সিঃ অসৎকার্য্যবাদ নিরাকরণে ও সৎকার্য্যবাদস্থাপনে প্রদর্শিত যুক্তির শেষাংশ। অসৎকার্য্যবাদে কারকব্যাপার ব্যর্থ হইয়া পড়ে বলিয়া সৎকারণবাদই অঙ্গীকার্য্য।]

[এইভাবে স্বপক্ষে দোষপরিহার করিয়া সিদ্ধান্তী পরপক্ষে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] কিন্তু যাঁহার মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ (—থাকে না), তাঁহার পক্ষে কারকব্যাপার নির্বিষয় হইয়া পড়িবে; যেহেতু অভাব [কারক-ব্যাপারের] বিষয় হইবে, ইহা অসঙ্গত; যেমন আকাশকে হননকরারূপ প্রয়োজনের জন্য খড়্গ প্রভৃতি অনেকপ্রকার অস্ত্রের প্রয়োগ অসঙ্গত। [অতএব ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন হইলেই কারকব্যাপারের সবিষয়তা সিদ্ধ হয়, অন্যথা নহে।৬৫ শঙ্কা—] যদি বলা হয়, [কারকব্যাপারের দ্বারা আহিত (—ন্যস্ত) অতিশয়ের আশ্রয় হওয়া সম্ভব হয় না বলিয়া অভাবপদার্থ কারকব্যাপারের বিষয় না হইলেও] কারকব্যাপার সমবায়িকারণকেই বিষয় করিবে, ইত্যাদি।৬৬ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, না, তাহা নহে; যেহেতু এক বিষয়ক (—সমবায়িকারণবিষয়ক) কারকব্যাপারের দ্বারা [সম-বায়িকারণ হইতে ভিন্ন] অপর বস্তুর উৎপত্তি হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়িবে (—ঘটের সমবায়িকারণ কপালে ঘটোৎপাদনানুকূল কারকব্যাপারের দ্বারা পটের উৎপত্তি হইয়া পড়িবে, যেহেতু ঘট যেমন কপাল হইতে ভিন্ন, পটও তদ্রূপ)।৬৭ [শঙ্কা—] যদি বলা হয়, কার্য্যবস্তু সমবায়িকারণেরই আত্মাতিশয় (—স্বরূপবিশেষ, সুতরাং কপালে কারকব্যাপারের দ্বারা ঘটেরই উৎপত্তি হয়, পটের নহে]।৬৮ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, না, [তাহা তুমি বলিতে পার না], যেহেতু [কার্য্য সমবায়িকারণেরই স্বরূপবিশেষ, সুতরাং তাহা হইতে অভিন্ন হইলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহা কারণাত্মকরূপে বিদ্যমান থাকে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হয় বলিয়া] সৎকার্য্যবাদ(—সৎকারণবাদ) অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে। [ইহা তোমার

শাঙ্করভাষ্যম্

তিষ্ঠমানানি কার্য্যাখ্যাং লভন্তে ইতি ন কারণাৎ অন্যৎ কার্য্যং বর্ষশতেনাপি শক্যং নিশ্চেতুম্।৭০ তথা মূলকারণম্ এব আ-অন্ত্যাৎ কার্য্যাৎ তেন তেন কার্য্যাকারেণ নটবৎ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে।৭১ এবং যুক্তেঃ কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বম্ অনন্যত্বং চ কারণাৎ অবগম্যতে।৭২ শব্দান্তরাৎ চ এতদ্ অবগম্যতে।৭৩ পূর্ব্বসূত্রে অসদ্ব্যপদেশিনঃ শব্দস্য উদাহৃতত্বাৎ ততঃ অন্যঃ সদ্ব্যপদেশী শব্দঃ শব্দান্তরম্—"সদেব সোম্য ইদমগ্রে

ভাষ্যানুবাদ

অভীষ্ট নহে]।৬৯ সেইহেতু (—উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যসকল করণাত্মকরূপেই অবস্থান করে বলিয়া) দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্যসকলই দধি প্রভৃতিরূপে অবস্থান করিলে 'কার্য্য', এই সংজ্ঞা লাভ করে ; এইহেতু কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন, ইহা শতবর্ষেও নিশ্চয় করিতে পারা যায় না।৭০ [আচ্ছা, ঘট ও দধি প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যের কারণ ভিন্ন ভিন্ন, তাহাতে তোমার ব্রহ্মের কারণতা কিপ্রকারে সিদ্ধ হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এইরূপে [কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন না হওয়ায়] মূলকারণই (—ব্রহ্মই) চরম কার্য্য পর্য্যন্ত সেই সেই কার্য্যরূপে নটের (৩৭) ন্যায় হন সকল-প্রকার ব্যবহারের আশ্রয়।৭১ এইপ্রকারে যুক্তির বলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা এবং কারণ হইতে অভিন্নতা অবগত হওয়া যায়।৭২

[সিঃ—'শব্দান্তরাৎ চ' সূত্রাংশের ব্যাখ্যা শ্রুতিবাক্যবলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা ও কারণ হইতে অভিন্নতা প্রতিপাদন।]

['শব্দান্তরাৎ চ' এই সূত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর অন্যপ্রকার শব্দ (—শ্রুতিবাক্য) হইতেও ইহা (—উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা এবং কারণ হইতে অভিন্নতা) অবগত হওয়া যায়।৭৩ [আচ্ছা, যুক্তিবলে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, শব্দবলেও তাহাই তো প্রতিপাদ্য ; অকস্মাৎ মধ্যে 'শব্দান্তর', এইরূপে 'অন্তর' পদ কেন প্রযুক্ত হইতেছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] পূর্ব্বসূত্রে (—২।১।১৭ সূত্রে) অসদ্বাচক শ্রুতিবাক্য উদাহৃত হইয়াছে বলিয়া তাহা হইতে ভিন্ন সদ্বাচক শ্রুতিবাক্যই [এখানে] শব্দান্তর [শব্দে বিবক্ষিত], যথা—"হে প্রিয়দর্শন, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে এক ও অদ্বিতীয় সদ্রূপেই বিদ্যমান ছিল," ইত্যাদি।

ভাবদীপিকা

(৩৭) 'নটের ন্যায়' এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা সৎকারণবাদই (—বিবর্ত্তবাদই, ৪৯ পৃঃ) **আশ্রয়ণীয়, ইহা প্রদর্শিত হইল।** নানাপ্রকার পরিচ্ছদাদি ধারণকরতঃ বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইলেও নট যেমন সত্যই বিভিন্ন হইয়া পড়ে না। পরন্ত তাহার উক্ত বিভিন্ন 'রূপ' যেমন মিথ্যা এবং তাহার নিজস্ব রূপটী যেমন সত্য ও অবিকৃত। মূল কারণ ব্রহ্মও তদ্রূপ মিথ্যা জগদাকারে **বিবর্ত্তিত হইলেও** এক ও অদ্বিতীয়ই থাকেন, মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চের দ্বারা তাঁহার অদ্বিতীয়তা **ব্যাহত হয় না, ইহাই ভাব।**

শাঙ্করভাষ্যম্

আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্” (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদি ।৭৪ “তদ্ হ একে আহুঃ অসদেব ইদমগ্র আসীৎ” (ঐ) ইতি চ অসৎপক্ষম্ উপক্ষিপ্য “কথম্ অসতঃ সৎ জায়েত”, ইতি আক্ষিপ্য “সৎ তু এব* সোম্য ইদমগ্র আসীৎ” (ছাঃ ৬।২।২) ইতি অবধারয়তি ।৭৫ তত্র ইদংশব্দ-বাচ্যস্য কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তেঃ সচ্ছব্দবাচ্যেন কারণেন সামানা-ধিকরণ্যস্য শ্রূয়মাণত্বাৎ সত্ত্বানন্যত্বে প্রসিধ্যতঃ ।৭৬ যদি তু প্রাগুৎ-পত্তেঃ অসৎ কার্য্যং স্যাৎ, পশ্চাৎ চ উৎপদ্যমানং কারণে সম-বেয়াৎ, তদা অন্যৎ কারণাৎ স্যাৎ ।৭৭ তত্র “যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” (ছাঃ ৬।১।৩) ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা পীড্যেত ।৭৮ সত্ত্বানন্যত্বা-বগতেঃ তু ইয়ং প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে ।৭৯॥২।১।১৮॥

* "সদেব" ইত্যত্র পাঠঃ দৃশ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ

[এইপ্রকারে ভিন্নপ্রকার শ্রুতিবাক্য গৃহীত হওয়ায় ‘অন্তর’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।৭৪ প্রকারান্তরে ‘শব্দান্তর’ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর “কেহ কেহ বলেন, উৎপত্তির পূর্ব্বে ইহা (—এই জগৎ) অসদ্রূপেই বিদ্যমান ছিল”, এইপ্রকারে অসৎ পক্ষকে উপস্থাপিত করিয়া “অসৎ হইতে কি প্রকারে সৎ উৎপন্ন হইবে” ? এইরূপে আক্ষেপ করিয়া “হে প্রিয়দর্শন, উৎপত্তির পূর্ব্বে কিন্তু ইহা সদ্রূপেই অবস্থিত ছিল”, এইপ্রকার অবধারণ করিতেছেন ।৭৫ [আচ্ছা, উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের সত্তা না হয় শ্রুতিবাক্য হইতে সিদ্ধ হইল, কিন্তু কার্য্যের সত্তা ও কারণের সহিত তাহার অভিন্নতা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেই স্থলে (—উক্ত শ্রুতিবাক্যে) ইদংশব্দের বাচ্য যে [জগদ্রূপ] কার্য্য, উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ-শব্দের বাচ্য [ব্রহ্মরূপ] কারণের সহিত তাহার সামানাধিকরণ্য (—সমানবিভক্তিযুক্ততা) শ্রুত হইতেছে বলিয়া [উৎপত্তির পূর্ব্বে জগদ্রূপ কার্য্যের] সত্তা এবং [ব্রহ্মরূপ কারণের সহিত তাহার] অভিন্নতা, এই দুইটাই প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হইতেছে ।৭৬ কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যদি অসৎ হইত (—না থাকিত) এবং পরবর্ত্তিকালে উৎপন্ন হইয়া কারণে সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থিত হইত, তাহা হইলে কারণ হইতে [কার্য্য] ভিন্ন হইয়া পড়িত ৭৭ তাহাতে (—এইপ্রকারে অসৎকার্য্যবাদ অঙ্গীকৃত হইলে) “যাহার দ্বারা (—যাহা শ্রুত হইলে) অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়”, ইত্যাদি এই প্রতিজ্ঞা পীড়িত (—বাধিত) হইয়া পড়িত ।৭৮ কিন্তু [উৎপত্তির পূর্ব্বে জগদ্রূপ কার্য্যের] বিদ্যমানতা এবং [ব্রহ্মরূপ কারণের সহিত তাহার] অভিন্নতা, এই উভয়ের জ্ঞান হইলে এই প্রতিজ্ঞা সমর্থিত (—রক্ষিত) হয় ।৭৯ [অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মরূপ কারণাভিন্নরূপে থাকিয়া উৎপত্তির অনন্তর যাহা ব্যক্ত জগদাকারে প্রতিভাত

ভাষ্যানুবাদ

হয়, তাহা ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র ও মিথ্যা এবং সেই বিবর্ত্তের দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা ব্যাহত হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]॥ ২।১।১৮॥

পটবচ্চ ॥২।১।১৯॥

সূত্রার্থ—[নমু কার্য্যকারণে ভিন্নে, বিলক্ষণপ্রতীতিবিষয়ত্বাৎ ঘটপটবৎ ইতি উক্তে, হেতোঃ ব্যভিচারম্ আহ—] **পটবৎ** - যথা সংবেষ্টিতপ্রসারিতপটস্য বিলক্ষণপ্রতীতিবিষয়ত্বেঽপি ন ভেদঃ, তথা কার্য্যকারণয়োঃ অপি ন ভেদঃ ইত্যর্থঃ। **চকারঃ**—গোমহিষয়োরিব ভেদে কার্য্যকারণাভাবসমুচ্চয়ার্থঃ।

অনুবাদ—[কার্য্য ও কারণ ভিন্ন পদার্থ, যেহেতু তাহারা বিভিন্নপ্রকার জ্ঞানের বিষয়, যেমন ঘট ও পট ; এইপ্রকার কথিত হইলে হেতুর ব্যভিচার প্রদর্শন করিতেছেন—] **পটবৎ**—যেমন সংবেষ্টিত (—উত্তমরূপে গুটান) ও প্রসারিত [একই] বস্ত্র বিভিন্নপ্রকার জ্ঞানের বিষয় হইলেও [বস্তুতঃ] বিভিন্ন নহে, এইপ্রকারে কার্য্য ও কারণেরও বিভিন্নতা হয় না। **চকারটী**—[কার্য্য ও কারণ] গো ও মহিষের ন্যায় বিভিন্ন হইলে কার্য্যকারণাভাবের সমুচ্চয়ের জন্য (—কার্য্য ও কারণ গো ও মহিষের ন্যায় বিভিন্ন হইলে তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাবই হইবে না, এই যুক্তিটীকেও গ্রহণ করিবার জন্য চকারটী প্রযুক্ত হইয়াছে)।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা চ সংবেষ্টিতঃ পটঃ ন ব্যক্তং গৃহ্যতে, কিম্ অয়ম্ পটঃ কিং বা অন্যৎ দ্রব্যম্ ইতি।১ সঃ এব প্রসারিতঃ যৎ সংবেষ্টিতং দ্রব্যং তৎ পটঃ এব ইতি প্রসারণেন অভিব্যক্তঃ গৃহ্যতে।২ যথা চ সংবেষ্টনসময়ে পটঃ ইতি গৃহ্যমাণোঽপি ন বিশিষ্টায়ামবিস্তারঃ গৃহ্যতে, সঃ এব প্রসারণসময়ে বিশিষ্টায়ামবিস্তারঃ গৃহ্যতে, ন সংবেষ্টিতরূপাৎ অন্যঃ অয়ং ভিন্নঃ পটঃ ইতি।৩ এবং তন্ত্বাদি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—কার্য্য কারণাত্মকরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও কারকব্যাপারের সার্থকতা প্রদর্শনদ্বারা অসৎকার্য্যবাদ নিরাকরণ।]

[আচ্ছা, কার্য্য যদি কারণাত্মকরূপে কারণে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তাহা কারণের ন্যায় উপলব্ধ হয় না কেন ? অথবা তাহা কারকব্যাপারের অপেক্ষাই বা করে কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যেমন সংবেষ্টিত বস্ত্র, 'ইহা কি বস্ত্র, অথবা অন্য কোন দ্রব্য' এইপ্রকারে স্পষ্টভাবে গৃহীত হয় না।১ তাহাই প্রসারিত হইলে. প্রসারণের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া 'যাহা সংবেষ্টিত দ্রব্য, তাহা বস্ত্রই', এইপ্রকারে গৃহীত হয়।২ আর যেমন সংবেষ্টন সময়ে (–সঙ্কুচিত অবস্থাতে) 'বস্ত্র'—এইরূপে গৃহীত হইলেও বিশিষ্ট আয়ামবিস্তারযুক্তরূপে (—বিশিষ্ট দৈর্ঘ্য ও বিশিষ্ট প্রস্থযুক্তরূপে) গৃহীত হয় না, [আবার] তাহাই প্রসারণসময়ে বিশিষ্ট আয়ামবিস্তারযুক্তরূপে গৃহীত হয় ; [কিন্তু] 'সংবেষ্টিত অবস্থাপন্ন বস্ত্র হইতে ভিন্ন ইহা অন্য বস্ত্র', এইরূপে গৃহীত হয় না।৩ এইরূপে তন্তু প্রভৃতি কারণাবস্থাতে

শাঙ্করভাষ্যম্

কারণাবস্থং পটাদিকার্য্যম্ অস্পষ্টং সৎ তুরীবেমকুবিন্দাদিকারকব্যাপারাদিভিঃ ব্যক্তং স্পষ্টং গৃহ্যতে।৪ অতঃ সংবেষ্টিতপ্রসারিতপটন্যায়েন এব অনন্যৎ কারণাৎ কার্য্যম্ ইত্যর্থঃ।৫॥২।১।১৯॥

ভাষ্যানুবাদ

অবস্থিত বস্ত্র প্রভৃতি কার্য্য অস্পষ্ট থাকিয়া তুরী (—মাকু), বেম (—তাঁত) এবং কুবিন্দ (—তন্তুবায়) প্রভৃতি কারকসকলের ব্যাপারাদির দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া স্পষ্টরূপে গৃহীত (—অভিব্যক্ত) হয়।৪ অতএব সংবেষ্টিত ও প্রসারিত বস্ত্রস্থলে প্রদর্শিত যুক্তির দ্বারাই (৩৮) কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন, 'ইহা সিদ্ধ হইল;' ইহাই [সূত্রটীর] অর্থ।৫ ॥২।১।১৯॥

ভাবদীপিকা

(৩৮) সেই যুক্তি এইপ্রকার—সংবেষ্টিত বস্ত্রই (—বস্ত্রের সংবেষ্টিত অবস্থাই) প্রসারিত বস্ত্রের (—বস্ত্রের প্রসারিত অবস্থার) কারণাবস্থা। যেহেতু বস্ত্রের প্রসারিত হইবার যোগ্যতা যদি সংবেষ্টিত বস্ত্রে না থাকিত, অর্থাৎ বস্ত্রের প্রসারিত অবস্থাটী যদি সূক্ষ্মরূপে (—প্রসারিত হইবার শক্তিরূপে, শক্তিমান্] কারণভূত সংবেষ্টিত অবস্থাতে কারণাত্মকরূপে না থাকিত, তাহা হইলে বস্ত্রটী প্রসারিতই হইতে পারিত না। সুতরাং কারণাভিন্নরূপে কার্য্য কারণে থাকে, ইহা স্বীকার্য্য। **অসৎকার্য্যবাদিগণ** কারণ হইতে কার্য্যের ভিন্নতা সাধনের জন্য এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করেন, যথা—"কার্য্যম্ উপাদানাৎ ভিন্নম্, তদুপলব্ধৌ অপি অনুপলভ্যমানত্বাৎ, ততঃ অধিকপরিমাণত্বাৎ চ"—'কার্য্য উপাদান হইতে ভিন্ন, যেহেতু তাহার (—উপাদানের) উপলব্ধি হইলেও কার্য্যের উপলব্ধি হয় না এবং যেহেতু তাহা (—উপাদান) হইতে কার্য্য অধিকপরিমাণবিশিষ্ট'। প্রস্তাবিত স্থলে উক্ত অনুমানে ব্যভিচারদোষ প্রদর্শিত হইল, যেহেতু সংবেষ্টিত পটান্তর্ভাবে 'উপাদানের উপলব্ধি হইলেও কার্য্যের উপলব্ধি হয় না', এই হেতুটীর সাধারণসব্যভিচার হইয়া পড়িতেছে। তাহা এইপ্রকার—সংবেষ্টিত পটে 'উপাদানের উপলব্ধি হইলেও কার্য্যের উপলব্ধি হয় না', এই হেতুটী থাকিতেছে বটে, কিন্তু 'উপাদানভিন্নত্বরূপ' সাধ্যটী থাকিতেছে না, কারণ পটের সংবেষ্টিত অবস্থাই পটের প্রসারিত অবস্থার উপাদান*। আবার প্রসারিত পটান্তর্ভাবে 'উপাদান হইতে কার্য্য অধিক পরিমাণবিশিষ্ট' এই হেতুটীর সাধারণসব্যভিচার হইয়া পড়িতেছে। তাহা এইপ্রকার—প্রসারিত পটরূপ কার্য্যে 'উপাদান হইতে কার্য্যের অধিকপরিমাণবিশিষ্টতারূপ' হেতুটী আছে বটে, কিন্তু 'উপাদানভিন্নত্বরূপ' সাধ্যটী নাই, যেহেতু পটের প্রসারিত অবস্থাই পটের সংবেষ্টিত অবস্থারূপ উপাদানের কার্য্য।

---

* এইস্থলে আরম্ভবাদী বলিতে পারেন—সংবেষ্টিত বস্ত্র প্রসারিত বস্ত্রের উপাদান নহে, কিন্তু তন্তুকেই তাহা বলিতে হইবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—এখানে তোমাদের অভিমত আরম্ভক অবয়বের প্রসঙ্গ হইতেছে না, কারণ বুদ্ধি বিকল্পিত না হওয়ায় তন্তু পটের আরম্ভক নহে (১২১ পৃঃ দ্রঃ)। এখানে [কার্য্যের] প্রাগবস্থারূপ কারণাবস্থা (—উপাদানাবস্থা) ও উত্তরাবস্থারূপ কার্য্যাবস্থার কথা বলা হইতেছে। যেমন জগতের অব্যাকৃতাবস্থা হয় ব্যাকৃত জগতের প্রাগবস্থারূপ উপাদানাবস্থা এবং ব্যাকৃত জগৎ হয় উত্তরাবস্থারূপ কার্য্যাবস্থা। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ পটের যে সংবেষ্টিতাবস্থা, তাহাই প্রসারিত পটের কারণাবস্থা, সুতরাং উপাদান; এই দৃষ্টিতে বিষয়টাকে বুঝিতে হইবে। (পরিক্রুতি আমাদের)।

যথা চ প্রাণাদি ॥২।১।২০॥

সূত্রার্থ—[কারণাবস্থায়াং তদাত্মভূতং কার্য্যম্ অস্তি চেৎ, কিমিতি স্বোচিতার্থক্রিয়াং ন করোতি? তত্র আহ—] চকারঃ—যুক্ত্যন্তরসমুচ্চয়ার্থঃ। **যথা প্রাণাদি**—যথা প্রাণায়ামাদিনা নিরুদ্ধাঃ সন্তঃ প্রাণাদয়ঃ বায়বঃ দেহস্য আকুঞ্চনপ্রসারণাদিলক্ষণাং স্বার্থক্রিয়াং ন কুর্ব্বন্তি। [তদ্বৎ কার্য্যম্ উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং কারণরূপেণ সৎ ন স্বার্থক্রিয়াং করোতি। অনিরুদ্ধস্তু প্রাণাদিঃ যথা আকুঞ্চনপ্রসারণাদিকং কার্য্যং নির্বর্ত্তয়তি, এবং কারণাৎ ব্যক্তং সৎ কার্য্যমপি স্বার্থক্রিয়াং নিষ্পাদয়তি। এতাবতা যথা ন প্রাণাদেঃ ভেদোঽস্তি এবং কার্য্যকারণয়োঃ অপি। তস্মাৎ কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বাৎ অদ্বৈতব্রহ্মসমন্বয়ে ন কশ্চিৎ বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[যদি বলা হয়—কারণাবস্থাতে কারণাত্মভূত কার্য্য যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা স্বোচিত অর্থক্রিয়া (—নিজের যোগ্য প্রয়োজন সম্পাদন) কেন করে না? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **চকারটী**—অন্য যুক্তি সমুচ্চয়ের জন্য। **যথা প্রাণাদি**—যেমন প্রাণায়ামাদির দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া প্রাণাদি বায়ুসকল দেহের আকুঞ্চনপ্রসারণাদিরূপ নিজের প্রয়োজন সম্পাদন করে না। [তদ্রূপ উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণাত্মকরূপে অবস্থিত কার্য্য নিজের প্রয়োজন সম্পাদন করে না। কিন্তু অনিরুদ্ধ প্রাণাদি যেমন আকুঞ্চনপ্রসারণাদি কার্য্য সম্পাদন করে, এইপ্রকারে কারণ হইতে অভিব্যক্ত হইয়া কার্য্যও নিজের প্রয়োজন সম্পাদন করে। ইহার দ্বারা (—কখনও প্রয়োজন সম্পাদন করে, কখনও করে না, ইহার দ্বারা) যেমন প্রাণাদির বিভিন্নতা হয় না, এইরূপে কার্য্য এবং কারণেরও হয় না। অতএব কার্য্য ও কারণের অভিন্নতা (—কারণব্যতিরেকে কার্য্যের পৃথক্ সত্তারাহিত্য, ১ ভাবদীঃ) হওয়ায় অদ্বৈত-ব্রহ্মসমন্বয়ে কোন বিরোধ নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম

যথা চ লোকে প্রাণাপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামেন নিরুদ্ধেষু কারণমাত্রেণ রূপেণ বর্ত্তমানেষু জীবনমাত্রং কার্য্যং নির্বর্ত্ত্যতে, ন আকুঞ্চনপ্রসারণাদিকং কার্য্যান্তরম্।১ তেষু এব প্রাণভেদেষু পুনঃ প্রবৃত্তেষু জীবনাৎ অধিকম্ আকুঞ্চনপ্রসারণা-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—কার্য্য ও কারণের অর্থক্রিয়াকারিতা বিভিন্ন হইলেও প্রাণাদি দৃষ্টান্তাবলম্বনে তাহাদের অভিন্নতা প্রতিপাদনদ্বারা জগৎ ও ব্রহ্মের অনন্যত্ব প্রতিপাদন।]

[অসৎকার্য্যবাদী বলেন—কারণাবস্থাতে তদভিন্নরূপে কার্য্য যদি থাকে, তাহা স্বোচিত ব্যবহার সম্পাদন করে না কেন? মৃত্তিকাদ্বারাই জল আনয়নক্রিয়া কেন সম্পাদিত হয় না? তদুত্তরে সৎকারণবাদী বলিতেছেন—] আর যেমন লোকমধ্যে প্রাণায়ামাদির দ্বারা নিরুদ্ধ প্রাণ ও অপানাদি প্রাণের ভেদসকল কারণমাত্ররূপে বর্ত্তমান থাকিলে জীবনমাত্ররূপ (—শরীরকে জীবিত রাখারূপ) কার্য্য সম্পাদন করে, কিন্তু [শরীরের] আকুঞ্চন ও প্রসারণাদিরূপ অন্য কার্য্য সম্পাদন করে না।১ সেই বিভিন্ন প্রাণসকল পুনরায় [স্ব স্ব ব্যাপারে] প্রবৃত্ত হইলে জীবন হইতে অধিক (—দেহকে জীবিত রাখা হইতে ভিন্ন) আকুঞ্চন ও

শাঙ্করভাষ্যম্

দিকমপি কার্য্যান্তরং নির্ব্বর্ত্ত্যতে।২ ন চ প্রাণভেদানাং প্রভেদবতঃ প্রাণাৎ অন্যত্বং, সমীরণস্বভাবাবিশেষাৎ।৩ এবং কার্য্যস্য কারণাৎ অনন্যত্বম্।৪ অতশ্চ কৃৎস্নস্য জগতঃ ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ তদনন্যত্বাৎ চ সিদ্ধা এষা শ্রৌতী প্রতিজ্ঞা "যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" (ছাঃ ৬।১।১), **ইতি** ।৫॥২।১।২০॥ ইতি ষষ্ঠম্ আরম্ভণাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

প্রসারণ প্রভৃতি অন্য কার্য্যও সম্পাদন করে।২ [কিন্তু যে প্রাণ শরীরকে জীবিতমাত্র রাখে এবং যাহারা আকুঞ্চনাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাদিগকে বিভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ না কেন (৩৯)? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর বিভিন্ন প্রাণসকল ভেদবিশিষ্ট প্রাণ হইতে (—প্রাণ ও অপান প্রভৃতি যাহার ভেদ, সেই মুখ্যপ্রাণ হইতে) ভিন্ন নহে, যেহেতু তাহারা অবিশেষভাবে বায়ুস্বভাবসম্পন্ন (৪০)।৩ এইপ্রকারে [পুর্ব্বপক্ষীর অনুমান ব্যভিচারগ্রস্ত হওয়ায়] কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন (—পৃথক্ সত্তারহিত) 'ইহা সিদ্ধ হইল'।৪ আর এইহেতু (— কারণ হইতে কার্য্যের পৃথক্ সত্তা না থাকায়) সমস্ত জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য হওয়ায় এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন (—পৃথক্ সত্তারহিত) হওয়ায় "যাঁহার দ্বারা (—যদ্বিষয়ক জ্ঞানে) অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অবিচারিত বিষয় বিচারিত হয় এবং অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়," এই শ্রুতিতে বর্ণিত [একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ] প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইল।৫॥১।২।২০॥ আরম্ভণাধিকরণ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৩৯) অসৎকার্য্যবাদী এখানে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"কার্য্যম্ উপাদানাৎ ভিন্নম্, ভিন্নকার্য্যকরত্বাৎ সম্মতবৎ"—'কার্য্য তাহার উপাদান হইতে ভিন্ন, যেহেতু তাহারা (—উপাদান ও কার্য্য) বিভিন্নপ্রকার কার্য্যসম্পাদন করে, সম্মতের ন্যায় (—উপাদান মৃত্তিকা ও তাহার কার্য্য ঘট বিভিন্নপ্রকার কার্য্য সম্পাদন করে বলিয়া তাহারা বিভিন্ন পদার্থ, ইহা যেমন সর্ব্বসম্মত, তদ্রূপ')।

(৪০) এই স্থলে সিদ্ধান্তী উক্ত অনুমানে সাধারণব্যভিচার প্রদর্শন করিলেন। তাহা এইপ্রকার—বিভিন্ন প্রাণসকলে 'ভিন্নকার্য্যকরত্বরূপ' হেতুটী আছে বটে, কিন্তু 'উপাদানভিন্নত্বরূপ' সাধ্যটী নাই; কারণ মুখ্যপ্রাণ ও অন্যান্য সকল প্রাণই অবিশেষভাবে বায়ুস্বভাবসম্পন্ন হওয়ায় মুখ্যপ্রাণরূপ উপাদান হইতে অন্য প্রাণসকল ভিন্ন নহে।

৭। ইতরব্যপদেশাধিকরণম্ ॥ [২১-২৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—মিথ্যা জগতের মিথ্যাদোষদ্বারা অসঙ্গ ব্রহ্ম লিপ্ত হন না।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধির জন্য' কারণের সহিত কার্য্যের অনন্যতা (—অভেদ, পৃথক্ সত্তারাহিত্য) প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই যুক্তি অনুসারেই জীবেরও ব্রহ্মের সহিত অনন্যতা সিদ্ধ হয় বলিয়া জরা মরণ প্রভৃতি জীবাশ্রিত বহুবিধ দোষ ব্রহ্মেরই হইয়া পড়িবে, এইপ্রকার আক্ষেপ হয়। সেইহেতু তাহার সমাধানের জন্য আরব্ধ এই অধিকরণের সহিত পূর্ব্বাধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

হিতাক্রিয়াদি স্যান্নো বা জীবাভেদং প্রপশ্যতঃ।
জীবাহিতক্রিয়া স্বার্থা স্যাদেষা নহি যুজ্যতে ॥
অবস্তু জীবসংসারস্তেন নাস্তি মম ক্ষতিঃ।
ইতি পশ্যতঃ ঈশস্য ন হিতাহিতভাগিতা ॥

অন্বয়—জীবাভেদং প্রপশ্যতঃ হিতাক্রিয়াদি স্যাৎ, নো বা? জীবাহিতক্রিয়া স্বার্থা স্যাৎ, এষা নহি যুজ্যতে। 'জীবসংসারঃ অবস্তু, তেন মম ক্ষতিঃ নাস্তি', ইতি পশ্যতঃ ঈশস্য হিতাহিতভাগিতা ন।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[জীবাভিন্নং ব্রহ্ম জগদুপাদানং বদন্ বেদান্তসমন্বয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। পরমেশ্বরঃ হি কেষাঞ্চিৎ জীবানাং সংসারসক্তানাং বৈরাগ্যাদিকং হিতং ন নির্ম্মিমীতে, অহিতং চ নরকহেতুম্ অধর্ম্মং নির্ম্মিমীতে। নির্ম্মিমাণশ্চ স্বস্য জীবৈঃ অভেদং সর্ব্বজ্ঞতয়া পশ্যতি। তস্মাৎ স্বস্যৈব হিতাকরণম্ অহিতকরণং চ প্রসজ্যেয়াতাম্। এতচ্চ ন যুক্তম্। অতঃ ভবতি সংশয়ঃ—] জীবাভেদং প্রপশ্যতঃ [ঈশস্য] হিতাক্রিয়াদি স্যাৎ, নো বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[নহি প্রেক্ষাবান্ কশ্চিৎ স্বস্য হিতং ন করোতি, অহিতং বা করোতি। তস্মাৎ] জীবাহিতক্রিয়া স্বার্থা স্যাৎ, এষা নহি যুজ্যতে। [যুজ্যতে চেৎ স্বস্য হিতাকরণাদি-দোষঃ স্যাৎ, ততঃ ব্রহ্মণঃ স্বানিষ্টকার্য্যপ্রপঞ্চাকারণত্বং জীবাৎ ভিন্নত্বং বা স্যাৎ ইতি ভাবঃ]।

সিদ্ধান্ত—[মিথ্যাত্বাৎ] জীবসংসারঃ অবস্তু, তেন মম ক্ষতিঃ নাস্তি, ইতি পশ্যতঃ [সর্ব্বজ্ঞস্য নির্লেপস্য চ] ঈশস্য হিতাহিতভাগিতা ন [ভবতি। অতঃ ব্রহ্মণঃ কার্য্যপ্রপঞ্চা-কারণত্বং জীবাৎ ভিন্নত্বং বা ন আপততি ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[জীবাভিন্ন ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ, এইপ্রকার কথনশীল বেদান্তসমন্বয় এখানে বিষয়। পরমেশ্বর সংসারাসক্ত কোন কোন জীবের বৈরাগ্য প্রভৃতি হিত (—ইষ্টসাধন) করেন না, কিন্তু নরকপ্রাপ্তির হেতুভূত অধর্ম্মরূপ অহিত করেন। আর যিনি এইপ্রকার [হিতাক্রিয়া ও অহিতক্রিয়া] করেন, সর্ব্বজ্ঞ হওয়ায় তিনি জীবগণের সহিত নিজের অভিন্নতা দর্শন করেন। সেইহেতু নিজেরই হিতাকরণ ও অহিতকরণ হইয়া পড়ে। ইহা কিন্তু যুক্তিসহ নহে। এইহেতু সংশয় হয়—] জীবের সহিত অভিন্নতাদর্শনকারী পরমেশ্বরের হিতাকরণ প্রভৃতি (—নিজের মঙ্গল না করা প্রভৃতি দোষ) হইয়া পড়ে, অথবা হয় না?

পূর্ব্বপক্ষ—[বিবেচক কোন ব্যক্তি নিজের হিত করেন না, অথবা অহিত করেন, এইপ্রকার নিশ্চয়ই হয় না। সেইহেতু ঈশ্বরকৃত] জীবের অহিতকরণ, [তাঁহার] নিজের

জন্য হইয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নহে। [যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, নিজের হিতাকরণাদি দোষ হইয়া পড়িবে, তাহার ফলে ব্রহ্ম নিজের অনিষ্টের হেতুভূত জগৎপ্রপঞ্চের কারণ হইবেন না, অথবা জীব হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িবেন, ইহাই ভাব]।

সিদ্ধান্ত—[মিথ্যা হওয়ায়] জীবের সংসার অবস্তু (—পারমার্থিক সত্তারহিত), তাহার দ্বারা আমার ক্ষতি হয় না, এইপ্রকার দর্শনকারী [সর্ব্বজ্ঞ ও অসঙ্গ] ঈশ্বরের হিতাহিত-ভাগিতা হয় না (—মঙ্গল অথবা অমঙ্গলের সহিত সম্বন্ধ হয় না। সেইহেতু ব্রহ্ম কার্য্যপ্রপঞ্চের কারণ নহেন, অথবা জীব হইতে ভিন্ন, এই দোষ আপতিত হয় না, ইহাই ভাব]।

ফলভেদ পূর্ব্বপক্ষে, নিজের অহিতকরণাদি দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে অদ্বৈতবাদহানি ও বেদান্তসমন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—মিথ্যাজগৎপ্রপঞ্চকৃত উক্ত দোষ হয় না বলিয়া অদ্বৈতবাদ ও বেদান্তসমন্বয় সিদ্ধ হয়।

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] **ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ ॥২।১।২১॥**

পদচ্ছেদ—ইতরব্যপদেশাৎ, হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ।

সূত্রার্থ—[‘যদি জীবাভিন্নং ব্রহ্ম জগৎ জনয়েৎ, ন তর্হি স্বানিষ্টং জনয়েৎ’, ইতি তর্কেণ জীবাভিন্নং ব্রহ্ম জগদুপাদানম্ ইতি ব্রুবন্ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে, ন বা ইতি সন্দেহে, পূর্ব্বপক্ষী আহ—] **ইতরব্যপদেশাৎ**—ইতরস্য—জীবস্য “তত্ত্বমসি” (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদিনা ব্রহ্মত্বব্যপদেশাৎ, **ইতরস্য**—ব্রহ্মণঃ বা “অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য” (ছাঃ ৬।৩।২) ইত্যাদিনা শারীরত্বব্যপদেশাৎ [ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বে জীবস্যৈব স্রষ্টৃত্বাৎ, ব্রহ্মণি] **হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ**—অহিতজরামরণাদিবহুবিধানর্থকরণরূপদোষস্য প্রসক্তিঃ [স্যাৎ, অতঃ ব্রহ্মণঃ অভ্রান্তচেতনত্বেন অনিষ্টজগজ্জনকত্বাযোগাৎ ন তদুপাদানকং জগৎ, অতঃ বেদান্তসমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[‘যদি জীবাভিন্ন ব্রহ্ম জগদুৎপাদন করেন, তাহা হইলে নিজের অনিষ্ট করিবেন না’, এইপ্রকার তর্কের দ্বারা ‘জীবাভিন্ন ব্রহ্ম জগতের উপাদান’, এইপ্রকার কথনকারী বেদান্তসমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হয়, অথবা হয় না, এইরূপ সন্দেহ হইলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] **ইতরব্যপদেশাৎ**—ইতরের—জীবের ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মত্ব কথিত হইয়াছে বলিয়া, অথবা ইতরের ব্রহ্মের “এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া”, ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জীবত্ব কথিত হইয়াছে বলিয়া [ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা হইলে জীবেরই স্রষ্টৃত্ব হইয়া পড়ে, এইহেতু ব্রহ্মে] **হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ**—অহিত যে জরামরণ প্রভৃতি বহুবিধ অনিষ্টকরণরূপ দোষ, তাহার প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে। [অতএব ব্রহ্ম অভ্রান্তচৈতন্যস্বরূপ হন বলিয়া অনিষ্টের হেতুভূত জগতের স্রষ্টা হইবেন, ইহা সঙ্গত না হওয়ায় জগৎ ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন নহে, এইহেতু বেদান্তসমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হইতেছে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্যথা পুনঃ চেতনকারণবাদঃ আক্ষিপ্যতে।১ চেতনাৎ হি জগৎপ্রক্রিয়ায়াম্ আশ্রীয়মাণায়াং হিতাকরণাদয়ঃ দোষাঃ প্রসজ্যন্তে।২ কুতঃ?৩ ইতরব্যপদেশাৎ।৪ ইতরস্য শারীরস্য ব্রহ্মা-

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মত্বং ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ—"সঃ আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি প্রতিবোধনাৎ।৫ যদ্বা ইতরস্য চ ব্রহ্মণঃ শারীরাত্মত্বং ব্যপদিশতি, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" (তৈঃ ২।৬) ইতি স্রষ্টুরেব অবিকৃতস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যানুপ্রবেশেন শারীরাত্মত্ব-প্রদর্শনাৎ।৬ "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২) ইতি চ পরা দেবতা জীবম্ আত্মশব্দেন ব্যপদিশন্তী ন ব্রহ্মণঃ ভিন্নঃ শারীরঃ ইতি দর্শয়তি।৭ তস্মাৎ যৎ ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বং, তৎ শারীরস্য এব ইতি।৮ অতঃ সঃ স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা সন্ হিতম্ এব আত্মনঃ সৌমনস্যকরং কুর্য্যাৎ, ন অহিতং জন্মমরণজরারোগাদ্যনেকানর্থজালম্।৯ নহি কশ্চিৎ অপরতন্ত্রঃ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—নিজের হিতকর কার্য্যের স্রষ্টা নহেন বলিয়া ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন, জীবও ব্রহ্মাভিন্ন নহে।]

পুনরায় অন্যপ্রকারে চেতনকারণবাদের (—চেতন ব্রহ্ম জগৎকারণ, এই মত-বাদের) উপর আক্ষেপ করা হইতেছে।১ [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] চেতন হইতেই জগতের সৃষ্টি অঙ্গীকার করিলে [বিষয়বৈরাগ্যাদি] হিতের অকরণ প্রভৃতি দোষসকল [ব্রহ্মে] প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে।২ কিপ্রকারে ?৩ [তাহা বলি-তেছেন—] যেহেতু ইতরের কথন আছে।৪ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] শ্রুতি ইতরের অর্থাৎ [ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে প্রতিভাত] জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা উপদেশ করিতেছেন, "যেহেতু তিনিই (—সেই সৎই) আত্মা, হে শ্বেতকেতু তুমিই তিনি", এইপ্রকারে বোধিত হইয়াছে।৫ অথবা [শ্রুতি] ইতরের অর্থাৎ [জীব হইতে ভিন্নরূপে প্রতিভাত] ব্রহ্মের জীবস্বরূপতা উপদেশ করিতেছেন, যেহেতু "তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন," এইপ্রকারে স্রষ্টা অবিকৃত ব্রহ্মেরই কার্য্যসকলের মধ্যে অনুপ্রবেশদ্বারা জীবাত্মতা প্রদর্শিত হইয়াছে।৬ ["ইতরকর্তৃক (—জীবাভিন্ন ব্রহ্মকর্তৃক) ব্যপদেশই ইতরব্যপদেশ," এইপ্রকার ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "এই জীবাত্মরূপে [তেজঃ জল ও ক্ষিতির মধ্যে] অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপকে অভিব্যক্ত করিব", এইপ্রকারে জীবকে আত্মশব্দের দ্বারা বর্ণনাকারিণী শ্রেষ্ঠ দেবতা (—ব্রহ্ম) ব্রহ্ম হইতে জীব ভিন্ন নহে, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন।৭ সেইহেতু (—জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ হওয়ায়) ব্রহ্মের যে স্রষ্টৃত্ব তাহা জীবেরই, ইহা বলিতে হইবে।৮ এইহেতু তিনি (—ব্রহ্মাভিন্ন সেই জীব) স্বাধীন কর্ত্তা হইয়া নিজের মনের প্রীতিকর হিতই [সৃষ্টি] করিবেন, কিন্তু অহিতকে, অর্থাৎ জন্ম মরণ জরা ও রোগ প্রভৃতি অনর্থসমূহকে সৃষ্টি করিবেন না।৯ [দেখ, পরাধীন কেহ বাধ্য হইয়া নিজের অহিত করে, ইহা সম্ভব হইলেও] অপরের অনধীন কেহ নিজের

শাঙ্করভাষ্যম্

বন্ধনাগারম্ আত্মনঃ কৃত্বা অনুপ্রবিশতি ।১০ ন চ স্বয়ম্ অত্যন্ত-নির্ম্মলঃ সন্ অত্যন্তমলিনং দেহম্ আত্মত্বেন উপেয়াৎ ।১১ কৃত-মপি কথঞ্চিৎ যৎ দুঃখকরং তৎ ইচ্ছয়া জহ্যাৎ, সুখকরং চ উপাদ-দীত ।১২ স্মরেৎ চ ময়া ইদং জগদ্বিম্বং বিচিত্রং বিরচিতম্ ইতি ।১৩ সর্ব্বঃ হি লোকঃ স্পষ্টং কার্য্যং কৃত্বা স্মরতি, 'ময়া ইদং কৃতম্' ইতি ।১৪ যথা চ মায়াবী স্বয়ং প্রসারিতাং মায়াম্ ইচ্ছয়া অনায়াসেন এব উপসংহরতি, এবং শারীরঃ অপি ইমাং সৃষ্টিম্ উপসংহরেৎ ।১৫ স্বমপি তাবৎ শরীরং শারীরঃ ন শক্নোতি অনায়াসেন উপসংহর্ত্তুম্ ।১৬ এবং হিতক্রিয়াদ্যদর্শনাৎ অন্যায্যা চেতনাৎ জগৎপ্রক্রিয়া ইতি গম্যতে ।১৭॥২।১।২১॥

ভাষ্যানুবাদ

বন্ধনাগার নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নিশ্চয়ই অনুপ্রবেশ করে না ।১০ আর [ব্রহ্মাভিন্ন জীব] স্বয়ং অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়া অত্যন্ত মলিন দেহকে আত্মরূপে অঙ্গীকার করিতেন না ।১১ [যদি বলা হয়—ব্রহ্ম লীলাবশতঃ তাহা করেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কোনপ্রকারে করিলেও যাহা দুঃখকর, তাহাকে ইচ্ছানুযায়ী ত্যাগ করিতেন এবং যাহা সুখকর, তাহাকে [ইচ্ছানুযায়ী] গ্রহণ করিতেন ।১২ আর [ব্রহ্মাভিন্ন জীব সর্ব্বজ্ঞ হওয়ায়] 'আমি এই বিচিত্র জগৎ-বিম্ব নির্ম্মাণ করিয়াছি', ইহা স্মরণ করিত ।১৩ যেহেতু সকল লোকই কার্য্য-সম্পাদন করিয়া 'আমি ইহা করিয়াছি', ইহা স্পষ্টভাবে স্মরণ করে ।১৪ [যদি বলা হয়—জগৎ মায়ার কার্য্য বলিয়া উক্ত দোষসকল হয় না, কারণ 'মায়াতে সকলই সম্ভব'। তদুত্তরে বলিতেছেন—] মায়াবী (—যাদুকর) যেমন প্রসারিত মায়াকে স্বয়ং ইচ্ছানুসারে অনায়াসে উপসংহার (—সংবরণ) করিয়া থাকে, এইরূপে [ব্রহ্মাভিন্ন] জীবও [স্বনির্ম্মিত] এই সৃষ্টিকে উপসংহার করিবে ।১৫ [তাহা কিন্তু জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না, কারণ] নিজের শরীরকেও জীব অনায়াসে উপ-সংহার করিতে সমর্থ নহে ।১৬ এইপ্রকারে হিতক্রিয়া (—নিজের ইষ্টসাধন করা) প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয় না বলিয়া ["বুদ্ধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠানকারী নিজের হিতই করিয়া থাকে", এই ন্যায়ের বিরোধবশতঃ] চেতন [জীবাভিন্ন ব্রহ্ম] হইতে জগতের সৃষ্টি ন্যায্য নহে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।১৭ [অতএব চেতনকারণবাদী বেদান্তসমন্বয় অবশ্যই সিদ্ধ হয় না]॥ ২।১।২১॥

[সমাধান সূত্র—] **অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥২।১।২২॥**

সূত্রার্থ—[এবং পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তঃ—] তুশব্দঃ—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। [যতঃ শারীরাৎ] **অধিকম্**—ভিন্নঃ [সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম জগদুপাদানং স্রষ্টৃ চ ইতি ক্রমঃ, অতঃ ন হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ। কুতঃ জীবব্রহ্মণোঃ ভেদঃ? অতঃ আহ—] **ভেদ-**

নির্দ্দেশাৎ—"আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদিনা কল্পিতভেদস্য ব্যপদেশাৎ। [নহি নিত্যমুক্তস্য ব্রহ্মণঃ হিতম্ অহিতং বা কিঞ্চিৎ অস্তি, যেন হিতাকরণাদিদোষঃ স্যাৎ]।

অনুবাদ—[এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধান্ত এই—] **তুশব্দটী**—পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য। [যেহেতু জীব হইতে] **অধিকম্**—ভিন্ন [সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ, ইহা আমরা বলিতেছি; সেইহেতু হিতের অকরণ প্রভৃতি দোষের প্রাপ্তি হইয়া পড়ে না। আচ্ছা, জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নতা কিপ্রকারে সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **ভেদনির্দ্দেশাৎ**—যেহেতু "হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [জীব ও ব্রহ্মের] কল্পিত ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। [দেখ, নিত্যমুক্ত ব্রহ্মের হিত বা অহিত কিছুই নাই, যে হেতুবশতঃ তাঁহাতে হিতের অকরণ প্রভৃতি দোষ হইবে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি।১ যৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং শারীরাৎ অধিকম্ অন্যৎ, তদ্ বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃ ব্রূমঃ।২ ন তস্মিন্ হিতাকরণাদয়ঃ দোষাঃ প্রসজ্যন্তে।৩ নহি তস্য হিতং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যম্ অস্তি, অহিতং বা পরিহর্ত্তব্যং নিত্যমুক্তস্বভাবত্বাৎ।৪ ন চ তস্য জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ শক্তিপ্রতিবন্ধঃ বা কচিদপি অস্তি, সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিত্বাৎ চ।৫ শারীরস্তু অনেবংবিধঃ, তস্মিন্ প্রসজ্যন্তে হিতাকরণাদয়ঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অবিদ্যাবস্থাতে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হওয়ায় অহিতকরণাদি দোষ জীবেরই, ব্রহ্মের নহে।]

'তু'শব্দটী পূর্ব্বপক্ষকে নিরাকরণ করিতেছে।১ যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ব্রহ্ম, তিনি জীব হইতে অধিক, অর্থাৎ ভিন্ন, তাঁহাকেই আমরা জগতের স্রষ্টা বলিতেছি।২ তাঁহাতে [নিজের] মঙ্গল না করা প্রভৃতি দোষসকল প্রসক্ত হয় না।৩ যেহেতু তাঁহার করণীয় হিত কিছুই নাই এবং পরিহরণীয় অহিতও কিছুই নাই, কারণ তিনি নিত্যমুক্তস্বভাব।৪ আর তাঁহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধ (—বাধা), অথবা শক্তির প্রতিবন্ধ কোথাও হয় না, যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিযুক্ত।৫ [কিন্তু তোমাদের মতে তো জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই, আমরা তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞাদি নহি কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] জীব কিন্তু এইপ্রকার [সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত] নহে, [স্বীয়] মঙ্গল না করা প্রভৃতি দোষসকল অবশ্যই তাহাতে হইয়া পড়ে (১)।৬ কিন্তু তাহাকে (—জীবকে)

ভাবদীপিকা

(১) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মচৈতন্য বিম্বস্থানীয়, আর অবিদ্যারূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যই জীব। এইরূপে সংসারদশাতে জীব ও ব্রহ্মের কল্পিত বিভিন্নতা সিদ্ধ হয়। দর্পণস্থ মালিন্য যেমন তাহাতে প্রতিবিম্বিত মুখে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ সংসারদশাতে অবিদ্যাস্থিত ইষ্ট অনিষ্ট ইত্যাদি দোষসকল তাহাতে প্রতিবিম্বিত জীবে প্রতিভাত হয়। সুতরাং হিতাকরণাদি দোষসকল জীবেরই, ব্রহ্মের নহে। যদি বলা হয়—কিন্তু তোমাদের মতে তো

শাঙ্করভাষ্যম্

দোষাঃ।[৬] ন তু তং বয়ং জগতঃ স্রষ্টারং ব্রূমঃ।[৭] কুতঃ এতৎ?[৮] ভেদনির্দ্দেশাৎ।[৯] "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), "সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছাঃ ৮।৭।১), "সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১), "শারীরঃ আত্মা প্রাজ্ঞেন আত্মনা অন্বারূঢ়ঃ" (বৃঃ ৪।৩।৩৫) ইতি এবংজাতীয়কঃ কর্তৃকর্ম্মাদিভেদনির্দ্দেশঃ জীবাৎ অধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি।[১০] ননু অভেদনির্দ্দেশোঽপি দর্শিতঃ "তত্ত্বমসি" ইতি এবংজাতীয়কঃ।[১১] কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সম্ভবেয়াতাম্?[১২] নৈষঃ দোষঃ, * মহাকাশঘটাকাশন্যায়েন উভয়সম্ভবস্য তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ।[১৩] অপিচ যদা "তত্ত্বমসি" ইতি এবংজাতীয়-

* 'আকাশঘটাকাশ-' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

আমরা জগতের স্রষ্টা বলি না। [তাহা যদি বলিতাম, উক্ত দোষসকল অবশ্যই হইয়া পড়িত]।৭ ইহা (—ব্রহ্মাভিন্ন হইলেও জীব জগৎস্রষ্টা নহে, ইহা) তুমি কোন্ হেতুবলে বলিতেছ?৮ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] যেহেতু [সংসার-দশাতে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে] ভেদের নির্দ্দেশ আছে।৯ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] "হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়," "তিনি অন্বেষণের যোগ্য (—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশদ্বারা জ্ঞাতব্য) এবং স্বসংবেদ্যরূপে জানিবার যোগ্য", "হে প্রিয়দর্শন, তখন [জীব] সতের (—ব্রহ্মের) সহিত একীভূত হয়", "জীবাত্মা প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া", ইত্যাদি এইজাতীয় যে [জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে] কর্ত্তা ও কর্ম্ম প্রভৃতিরূপে বিভিন্নতার নির্দ্দেশ, তাহা জীব হইতে ভিন্নরূপে ব্রহ্মকে প্রদর্শন করিতেছে।১০ [অতএব জীব জগৎস্রষ্টা নহে এবং অহিতকরণাদি দোষ তাহারই]।

[সিঃ—জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইলেও অভিন্নতাজ্ঞানোদয়ের পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী, সর্ব্বকালেই ব্রহ্মে উক্ত দোষাভাব প্রতিপাদন।]

[শঙ্কা—] কিন্তু [জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে] "তুমি তৎস্বরূপ", ইত্যাদি এই-জাতীয় অভিন্নতার নির্দ্দেশও [শ্রুতিতে] প্রদর্শিত হইয়াছে।১১ [সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে] বিরুদ্ধ যে ভিন্নতা ও অভিন্নতা, তাহা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে?১২ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে, যেহেতু মহাকাশ ও ঘটা-কাশ অবলম্বী যুক্তির দ্বারা এই উভয়ের সম্ভাবনা সেই সেই স্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে (১।৯৫১ পৃঃ ৩৭ বাক্য, ৮৬ পৃঃ ১৮ বাক্য ইত্যাদি দ্রঃ)।১৩ আরও

ভাবদীপিকা

জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, সুতরাং জীবনিষ্ঠ হিতাকরণাদি দোষ জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মে প্রসক্ত হইবে না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—নতু বয়ম্—'কিন্তু তাহাকে' ইত্যাদি (৭ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

কেন অভেদনির্দ্দেশেন অভেদঃ প্রতিবোধিতঃ ভবতি, অপগতং ভবতি তদা জীবস্য সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ স্রষ্টৃত্বং, সমস্তস্য মিথ্যা-জ্ঞানবিজৃম্ভিতস্য ভেদব্যবহারস্য সম্যগ্‌জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ ।১৪ তত্র কুতঃ এব সৃষ্টিঃ, কুতো বা হিতাকরণাদয়ঃ দোষাঃ?১৫ অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিতনামরূপকৃতকার্য্যকরণসংঘাতোপাধ্যবিবেককৃতা হি ভ্রান্তিঃ হিতাকরণাদিলক্ষণঃ সংসারঃ, নতু পরমার্থতঃ অস্তি ইতি অসকৃৎ অবোচাম, জন্মমরণচ্ছেদনভেদনাদ্যভিমানবৎ।১৬ অবাধিতে তু ভেদব্যবহারে "সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসি-তব্যঃ" ইতি এবংজাতীয়কেন ভেদনির্দ্দেশেন অবগম্যমানং ব্রহ্মণঃ অধিকত্বং হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিং নিরুণদ্ধি ।১৭॥২।১।২২॥

ভাষ্যানুবাদ

দেখ, যখন "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি এইজাতীয় অভেদনির্দ্দেশের দ্বারা [জীব ও ব্রহ্মের] অভিন্নতা বিজ্ঞাপিত হয় (—জীব ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান লাভ করে), তখন জীবের সংসারিত্ব ও ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব অপগত হয়, কারণ মিথ্যা (—অনির্ব্বচনীয়) অজ্ঞানের দ্বারা বিস্তারিত সমস্ত ভেদব্যবহার সম্যগ্ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া পড়ে।১৪ সেই অবস্থাতে সৃষ্টিই বা কোথায় এবং অহিতকরণ প্রভৃতি দোষসকলই বা কোথায় ?১৫ [সৃষ্টি প্রভৃতি মিথ্যা অজ্ঞানকৃত, ইহাই স্পষ্টভাবে বলিতেছেন—] অবিদ্যাকর্ত্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত (—কল্পিত) নাম ও রূপের দ্বারা কৃত যে দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতরূপ উপাধি, তদ্বিষয়ক অবিবেককৃত ভ্রান্তিই (—আমি দেহেন্দ্রিয়ধারী জীব, এইপ্রকার ভ্রান্তিই) অহিতকরণাদিরূপ সংসার, তাহা কিন্তু [আত্মাতে] জন্ম মরণ ছেদন ও ভেদন প্রভৃতি অভিমানের ন্যায় পরমার্থতঃ নাই, ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি (অধ্যাসভাষ্য শেষাংশ, ২।১।১৪ সূঃ ১৮ বাক্য ইত্যাদি দ্রঃ)।১৬ [এইরূপে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোদয়ের পরবর্ত্তিকালে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভিন্নতা সম্ভব না হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদাভেদবিষয়ক, অথবা ব্রহ্মে হিতাকরণাদিবিষয়ক প্রশ্নই উঠে না, ইহা প্রতিপাদন করিয়া উক্ত জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তিকালেও ব্রহ্মে হিতাকরণাদি দোষ প্রসক্ত হয় না, তাহা বলিতেছেন—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানদ্বারা] ভেদব্যবহার বাধিত না হইলে "তিনি অন্বেষণীয় এবং স্বসংবেদ্যরূপে জানিবার যোগ্য, ইত্যাদি এই-জাতীয় ভেদনির্দ্দেশের দ্বারা ব্রহ্মের যে [জীব হইতে] ভিন্নতা অবগত হওয়া যায়, তাহা [ব্রহ্মে] হিতাকরণাদি দোষের সম্ভাবনাকে নিরাকরণ করে (—অবিদ্যা-বস্থাতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন যে জীব, স্বীয় অহিতকরণাদিদোষ তাহারই, অসঙ্গ ব্রহ্মের নহে।১৭ অতএব উক্ত দোষের প্রসক্তি হয় না বলিয়া ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব ও তাঁহাতে বেদান্তসমন্বয় অবশ্যই সিদ্ধ হয়]॥ ২।১।২২॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥২।১।২৩॥

পদচ্ছেদ—অশ্মাদিবৎ, চ, তদনুপপত্তিঃ।

সূত্রার্থ—[একরূপব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্বে কার্য্যবৈচিত্র্যং ন স্যাৎ, সর্ব্বং কার্য্যং ব্রহ্মবৎ চেতনমেব স্যাৎ ইতি দোষং দৃষ্টান্তেন পরিহরতি—] **অশ্মাদিবৎ**- যথা একপৃথিবীজন্যানাং অশ্মনাং বজ্রবৈদুর্য্যাদিভেদেন বৈচিত্র্যং, [তথা ব্রহ্মকার্য্যাণাং স্বরূপবৈচিত্র্যং যুজ্যতে। অতঃ] **তদনুপপত্তিঃ**- তস্য—উক্তদোষস্য অনুপপত্তিঃ। **চকারঃ**—শ্রুতেঃ প্রামাণ্যাৎ বিকারস্য স্বপ্নদৃশ্যবৎ বৈচিত্র্যং সমুচ্চিনোতি।

অনুবাদ—[একরূপ (—সজাতীয়াদিভেদবিহীন) ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলে [জগদ্রূপ] কার্য্যের বৈচিত্র্য হইবে না, সকল কার্য্যবস্তু ব্রহ্মের ন্যায় চেতনই হইবে, এই দোষকে দৃষ্টান্তদ্বারা পরিহার করিতেছেন—] **অশ্মাদিবৎ**- যেমন একই পৃথিবী হইতে উদ্ভূত প্রস্তরসকলের বজ্র (—হীরক) ও বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতি ভেদের দ্বারা বিচিত্রতা হয়, [এইরূপে ব্রহ্মের কার্য্য-সকলের স্বরূপগত বিচিত্রতা যুক্তিসঙ্গত। সেইহেতু] **তদনুপপত্তিঃ**—তাহার, অর্থাৎ উক্ত দোষের সঙ্গতি হয় না। **চকারটী**—শ্রুতির প্রামাণ্যবলে স্বপ্নদৃশ্যের ন্যায় কার্য্যবস্তুর বিচিত্রতাকে সমুচ্চয় করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা চ লোকে পৃথিবীত্বসামান্যান্বিতানাম্ অপি অশ্মনাং কেচিৎ মহার্হাঃ মণয়ঃ বজ্রবৈদুর্য্যাদয়ঃ, অন্যে মধ্যমবীর্য্যাঃ, সূর্য্যকান্তাদয়ঃ, অন্যে প্রহীণাঃ শ্ববায়সপ্রক্ষেপণার্হাঃ পাষাণাঃ ইতি অনেকবিধং বৈচিত্র্যং দৃশ্যতে।১ যথা চ একপৃথিবীব্যপাশ্রয়াণাম্ অপি বীজানাং বহুবিধং পত্রপুষ্পফলগন্ধরসাদিবৈচিত্র্যং চন্দনকিং-পাকাদিষু উপলক্ষ্যতে।২ যথা চ একস্যাপি অন্নরসস্য লোহিতাদীনি কেশলোমাদীনি চ বিচিত্রাণি কার্য্যাণি ভবন্তি।৩ এবম্ একস্যাপি ব্রহ্মণঃ জীবপ্রাজ্ঞপৃথকত্বং কার্য্যবৈচিত্র্যং চ উপপদ্যতে ইতি অতঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্বগতাদিভেদবিহীন ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র জগদুৎপত্তিতে দৃষ্টান্ত ও যুক্তি প্রদর্শন]

যেমন লোকমধ্যে পৃথিবীত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মযুক্ত প্রস্তরসকলের মধ্যেও কোনটী মহামূল্যবান্ হীরক ও বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণি, অপর কতকগুলি মধ্যমবীর্য্য (—অল্প মূল্যবান্) সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মণি, আর অন্য কতকগুলি কুক্কুর ও বায়স বিতাড়নের উপযোগী প্রহীন (—তুচ্ছ) পাষাণ, এইরূপে অনেকপ্রকার বিচিত্রতা পরিদৃষ্ট হয়।১ [এইরূপে স্বরূপবৈচিত্র্যের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] আর যেমন একমাত্র পৃথিবীতে আশ্রিত হইলেও বীজসকলের পত্র পুষ্প ফল গন্ধ ও রস প্রভৃতি বহুপ্রকার বিচিত্রতা চন্দন ও কিম্পাক (—তাল}) প্রভৃতিতে পরিলক্ষিত হয়।২ [এক্ষণে কার্য্যবৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার যেমন একই অন্নরসের রক্ত প্রভৃতি এবং কেশ ও লোম প্রভৃতিরূপ বিচিত্র কার্য্যসকল হইয়া থাকে।৩ এইপ্রকারে ব্রহ্ম এক হইলেও

শাঙ্করভাষ্যম্

তদনুপপত্তিঃ, পরপরিকল্পিতদোষানুপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ ।৪ শ্রুতেশ্চ প্রামাণ্যাৎ, বিকারস্য চ বাচারম্ভণমাত্রত্বাৎ স্বপ্নদৃশ্যভাববৈচিত্র্যবৎ চ ইতি অভ্যুচ্চয়ঃ ।৫ ॥২।১।২৩॥ ইতি সপ্তমম্ ইতরব্যপদেশাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

জীব ও প্রাজ্ঞরূপে (—ঈশ্বররূপে) পৃথকত্ব এবং [জগদ্রূপ] কার্য্যের বৈচিত্র্য যুক্তিসঙ্গত, এইহেতু তাহার অনুপপত্তি, অর্থাৎ অপরকর্ত্তৃক পরিকল্পিত [অখণ্ডৈকরস সজাতীয়াদিভেদহীন ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র জগতের উৎপত্তির অসম্ভাবনা ; যদি তাহা তাদৃশ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মের ন্যায় চেতনই হইবে, তাহা কিন্তু নহে ; সুতরাং ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন, ইত্যাদি এই] দোষসকলের সঙ্গতি হয় না, ইহাই ['তদনুপপত্তিঃ' এই সূত্রাংশের] অর্থ ।৪ [সূত্রস্থ চকারটীর অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর [চকারটীর দ্বারা] (২) শ্রুতির প্রামাণ্যবশতঃ, (৩) কার্য্যবস্তু বাণীকে অবলম্বনকরতঃ বর্ত্তমান থাকে বলিয়া এবং (৪) স্বপ্নকালে দৃশ্যমান্ ভাবসকলের (—বস্তুসকলের) বৈচিত্র্যের ন্যায়, ইত্যাদি যুক্তিসকলের সংগ্রহ হইবে ।৫॥২।১।২৩॥ ইতরব্যপদেশাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

(২) পূর্ব্ববাদিগণ এইপ্রকার অনুমান করেন—"ব্রহ্ম জীবগতদোষবৎ, জীবাভিন্নত্বাৎ", ইত্যাদি । স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতিপ্রমাণবলে সিদ্ধান্তী তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—**শ্রুতেশ্চ প্রামাণ্যাৎ**—'আর শ্রুতির প্রামাণ্য', ইত্যাদি । "নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" শ্বেঃ ৬।১৯) ইত্যাদি আগমপ্রমাণবলে তাদৃশ অনুমান বাধিত, ইহাই ভাব ।

(৩) পূর্ব্বপক্ষী বলেন—'ব্রহ্ম যদি স্বাভিন্ন জীবকে স্বাভিন্নরূপে না দেখেন, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিবেন না । আর যদি স্বাভিন্নরূপে দেখেন, তাহা হইলে নিজেতেই তিনি সংসার দর্শন করিবেন, অর্থাৎ বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন', ইত্যাদি । তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**বিকারস্য চ**—'কার্য্যবস্তু' ইত্যাদি । তাৎপর্য্য এই—দর্পণগত মালিন্য স্বীয় মুখে প্রতিভাত হইলেও পামর ব্যক্তিও নিজ মুখকে সত্যই মলিন মনে করে না । তদ্রূপ ব্রহ্মও স্বাভিন্নরূপে জীবকে জানিলেও জীবনিষ্ঠরূপে প্রতিভাত সংসারকে বাগবলম্বনে অবস্থিত মিথ্যা মায়ামাত্ররূপে জানেন বলিয়া সেই সংসারকে নিজেতে তত্ত্বতঃ দর্শন করেন না । সুতরাং তাঁহার বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তির প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না । আর কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরূপ সংসার মিথ্যা হওয়ায় যখন [শুদ্ধ] জীবেতেই কোনপ্রকার দোষ আধান করিতে পারে না, তখন বিম্বস্থানীয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ ঈশ্বরে তাহা কিপ্রকারে দোষাধান করিবে ?

(৪) পূর্বপক্ষী অনুমান করেন—"ব্রহ্ম ন বিচিত্রকার্য্যপ্রকৃতি, একরূপত্বাৎ", ইত্যাদি । তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**স্বপ্নদৃশ্য**—'স্বপ্নকালে দৃশ্যমান' ইত্যাদি । ইহার তাৎপর্য্য এই—স্বপ্নদ্রষ্টা এক (—সজাতীয়াদিভেদবিহীন) হইলেও যেমন তাহাকে অধিষ্ঠান করিয়া ঘট পট, পণ্ডিত মূর্খ, অশ্ব মহিষ ইত্যাদি বিবিধ বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয় । এইরূপে এক ব্রহ্মচৈতন্যরূপ

৮। উপসংহারদর্শনাধিকরণম্। [২৪-২৫ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বাহ্যসাধনবিহীন হইলেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জগৎকারণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে জীবের সহিত ঔপাধিক ভেদবশতঃ সজাতীয়-ভেদবিহীন ব্রহ্মে অহিতকরণাদিদোষের প্রসক্তি হয় না, ইহা প্রতিপাদনদ্বারা তাঁহার জগৎ-কর্তৃত্বে বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন সহকারী না থাকায় বিজাতীয়ভেদবিহীন ব্রহ্মকে জগৎকর্তা বলা চলে না, কারণ লোকমধ্যে কুম্ভকার প্রভৃতিকে ঘটাদি উৎপাদনের জন্য বিজাতীয় বস্তু দণ্ডচক্রাদি সহকারী গ্রহণ করিতে দেখা যায়। অথচ ঔপাধিক ভেদ কল্পনা করিয়াও ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে তাঁহার সহকারীর কল্পনা করা যায় না, কারণ তাহাতে জগৎকর্তা ব্রহ্ম বিভিন্ন হইয়া পড়িবেন। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ন সম্ভবেৎ সম্ভবেদ্বা সৃষ্টিরেকাদ্বিতীয়তঃ।
নানাজাতীয়কার্য্যাণাং ক্রমাজ্জন্ম ন সম্ভবি॥
অদ্বৈতং তত্ত্বতো ব্রহ্ম তচ্চাবিদ্যাসহায়বৎ।
নানাকার্য্যকরং কার্য্যক্রমোঽবিদ্যাস্থশক্তিভিঃ॥

অন্বয়—একাদ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিঃ ন সম্ভবেৎ, সম্ভবেৎ বা? নানাজাতীয়কার্য্যাণাং ক্রমাৎ জন্ম ন সম্ভবি। ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অদ্বৈতং, তচ্চ অবিদ্যাসহায়বৎ নানাকার্য্যকরং, অবিদ্যাস্থশক্তিভিঃ কার্য্যক্রমঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অসহায়াৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবন্ শ্রুতিসমন্বয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১) ইতি ব্রহ্মণঃ স্বগতসজাতীয়বিজাতীয়ৈঃ ভেদৈঃ শূন্যত্বম্ অবগম্যতে। স্রষ্টব্যানি চ আকাশবায়্বগ্ন্যাদীনি বিচিত্রাণি। নহি অবিচিত্রে কারণে কার্য্যবৈচিত্র্যং যুক্তম্। অন্যথা একস্মাদেব ক্ষীরাৎ দধিতৈলাদ্যনেকবিচিত্রকার্য্যপ্রসঙ্গাৎ। অতঃ "ব্রহ্ম ন উপাদানম্, অসহায়ত্বাৎ, কেবলমৃদ্বৎ" ইতি ন্যায়েন শ্রুতিসমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে, ন বা ইতি তদনাভাসত্বাভা-সত্বাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] একাদ্বিতীয়তঃ [ব্রহ্মণঃ] সৃষ্টিঃ ন সম্ভবেৎ, সম্ভবেৎ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—["এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ" (তৈঃ ২।১), ইত্যাদিশ্রুতৌ আকাশাদীনাং ক্রমঃ অবগম্যতে। নচ ব্যবস্থাপকং কিঞ্চিৎ অস্তি। অতঃ] নানা-জাতীয়কার্য্যাণাং ক্রমাৎ জন্ম ন সম্ভবি।

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অদ্বৈতং, তৎ চ অবিদ্যাসহায়বৎ [ইতি "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্" (শ্বেঃ ৪।১০) ইত্যাদিশ্রুত্যাঃ অবগম্যতে। নচ মায়াঙ্গীকারে দ্বৈতাপত্তিঃ,

ভাবদীপিকা

অধিষ্ঠানে জীব ও ঈশ্বরাদিরূপ বিবিধ বিচিত্রতাতে কোন বিরোধ হয় না। এইপ্রকারে স্বপ্ন-দ্রষ্টাস্বর্ভাবে 'একরূপত্ব' হেতুটীর সাধারণসব্যভিচার হেত্বাভাস হইয়া পড়িল ; কারণ স্বপ্নদ্রষ্টাতে একরূপত্বরূপ হেতুটী আছে, কিন্তু 'বিচিত্রকার্য্যপ্রকৃতিকত্বাভাবরূপ' সাধ্যটী না থাকায় হেতুর সাধ্যাভাববদ্বৃত্তি হইয়া পড়িল। অতএব জীবাভিন্ন একরস (—স্বগতাদিভেদবিহীন) ব্রহ্মের জগৎকারণতাতে কোন বিরোধ হয় না বলিয়া চেতনকারণবাদী বেদান্তসমন্বয় অবশ্যই সিদ্ধ হয়।

ইতরব্যপদেশাধিকরণ সমাপ্ত।

বাস্তবস্য দ্বিতীয়স্য অভাবাৎ। মায়া এব অবিদ্যা, উভয়োঃ অপি অনির্ব্বচনীয়ত্বলক্ষণস্য একত্বাৎ। অতঃ একমপি ব্রহ্ম অবিদ্যাসহায়বশাৎ] নানাকার্য্যকরং [ভবতি। নচ কার্য্যক্রমস্য ব্যবস্থাপকাভাবঃ যতঃ] অবিদ্যাস্থশক্তিভিঃ কার্য্যক্রমঃ [ব্যবস্থাপ্যতে। তস্মাৎ অদ্বিতীয়াৎ ব্রহ্মণঃ নানাকার্য্যাণাং ক্রমেণ সৃষ্টিঃ সম্ভবতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[অসহায় ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি কথনকারী শ্রুতিবাক্যসকলের সমন্বয় এখানে বিষয়। "নিশ্চিতভাবে এক এবং অদ্বিতীয়", এইপ্রকারে ব্রহ্মের স্বগত সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্যতা অবগত হওয়া যাইতেছে। আর স্রষ্টব্য আকাশ বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি হয় নানাপ্রকার। কারণ অবিচিত্র (—একইপ্রকার) হইলে কার্য্যের বৈচিত্র্য যুক্তিসঙ্গত নহে। অন্যথা (—ইহা অঙ্গীকার না করিলে) একমাত্র দুগ্ধ হইতেই দধি ও তৈল প্রভৃতি অনেকপ্রকার কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া পড়িবে। সেইহেতু "ব্রহ্ম উপাদানকারণ নহেন, যেহেতু তিনি সহায়বিহীন, যেমন কেবল মৃত্তিকা," এই যুক্তির বলে শ্রুতিসমন্বয় বিরোধপ্রাপ্ত হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকারে তাহার (—সেই যুক্তির) নির্দুষ্টতা ও দুষ্টতাবশতঃ সংশয় হয়—] এক এবং অদ্বিতীয় [ব্রহ্ম] হইতে সৃষ্টি সম্ভব নহে, অথবা সম্ভব?

পূর্ব্বপক্ষ—["এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি শ্রুতিতে [সৃষ্টির] ক্রম অবগত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু [সেই ক্রমের] ব্যবস্থাপক কিছু নাই। সেইহেতু] নানাজাতীয় কার্য্যসকলের ক্রমানুযায়ী জন্ম সম্ভব নহে।

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্ম পরমার্থতঃ দ্বিতীয়বিহীন, কিন্তু তিনি অবিদ্যারূপ সহায়যুক্ত, [ইহা "জগৎপ্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং মহেশ্বরকে মায়ার আশ্রয় বলিয়া জানিবে", ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে। আর মায়া অঙ্গীকার করিলে দ্বৈত অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে না, যেহেতু বাস্তব সত্তাবান্ দ্বিতীয় কিছু নাই। মায়াই অবিদ্যা, যেহেতু অনির্ব্বচনীয়তারূপ লক্ষণ উভয়স্থলেই এক। অতএব ব্রহ্ম এক হইলেও অবিদ্যারূপ সহায়ের বলে] নানাপ্রকার কার্য্যবস্তুর উৎপাদক হইয়া থাকেন। [আর কার্য্যোৎপত্তিক্রমের ব্যবস্থাপক নাই, ইহা বলা যায় না, যেহেতু] অবিদ্যাতে বিদ্যমান শক্তিসকলের দ্বারা কার্য্যের উৎপত্তিক্রম ব্যবস্থাপিত হয়। [সেইহেতু অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে নানাপ্রকার কার্য্যসকলের ক্রমানুযায়ী সৃষ্টি সম্ভব]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, শ্রুতিসমন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—তাহা সিদ্ধ হয়।

উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥২।১।২৪॥

পদচ্ছেদ—উপসংহারদর্শনাৎ, ন, ইতি, চেৎ ন, ক্ষীরবৎ, হি।

সূত্রার্থ—["ন ব্রহ্ম উপাদানং কর্তৃ বা, অসহায়ত্বাৎ সম্মতবৎ", ইতি ন্যায়েন অসহায়াৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবন্ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে, ন বা ইতি সন্দেহে] **উপসংহারদর্শনাৎ**—লোকে কর্তুঃ কুলালস্য দণ্ডচক্রাদ্যুপসংহারদর্শনাৎ, মৃদঃ বা উপাদানস্য স্বভিন্নকুলালাদিসহায়সন্নিপাতদর্শনাৎ [তদুভয়বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ] **ন** জগৎকর্তৃত্বম্ উপাদানত্বং বা ন সম্ভবতি। [অতঃ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে], **ইতি চেৎ**—পূর্ব্বপক্ষী যদি এবং ব্রূয়াৎ। [তত্র সিদ্ধান্তী ব্রূতে—] **ন**—এতৎ ন বক্তব্যং, **হি**—যতঃ, **ক্ষীরবৎ**—যথা লোকে ক্ষীরং বাহ্যসাধনানি অনপেক্ষ্য দধ্যাকারেণ পরিণমতে, তদ্বৎ ব্রহ্মাপি অন্যানপেক্ষং জগৎসর্জ্জনাদি করোতি ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—["ব্রহ্ম উপাদানকারণ, অথবা নিমিত্তকারণ নহেন, যেহেতু তিনি সহায়হীন, যেমন লোকসম্মত কারণতা (—যাহা সহায়হীন, তাহা উপাদান বা নিমিত্তকারণ হইতে পারে না, ইহা যেমন লোকসম্মত, তদ্রূপ), এই যুক্তির দ্বারা অসহায় ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি কথনশীল শ্রুতিসমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে]; **উপসংহারদর্শনাৎ**—লোকমধ্যে নিমিত্তকারণ কুম্ভকারের দণ্ড ও চক্র প্রভৃতির উপসংহার (—পরিগ্রহ) পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া, অথবা মৃত্তিকারূপ উপাদানের নিজ হইতে ভিন্ন কুম্ভকার প্রভৃতি সহায়ের সন্নিধান পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া [সেই উভয়প্রকার সহায়বিহীন ব্রহ্মের পক্ষে] **ন**—জগতের নিমিত্তকারণ হওয়া, অথবা উপাদানকারণ হওয়া সম্ভব নহে। [সেইহেতু শ্রুতিসমন্বয় বিরোধগ্রস্ত], **ইতি চেৎ**—পূর্ব্বপক্ষী যদি এইপ্রকার বলেন। [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] **ন**—ইহা বলা সঙ্গত নহে, **হি**·যেহেতু, **ক্ষীরবৎ**—যেমন লোকমধ্যে দুগ্ধ বাহ্য সাধনসকলকে অপেক্ষা না করিয়া দধিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় ব্রহ্মও অন্যনিরপেক্ষ হইয়া জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি করেন, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

চেতনং ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং জগতঃ কারণম্ ইতি যদুক্তং, তৎ ন উপপদ্যতে ।১ কস্মাৎ ?২ উপসংহারদর্শনাৎ ।৩ ইহ হি লোকে কুলালাদয়ঃ ঘটপটাদীনাং কর্ত্তারঃ মৃদ্দণ্ডচক্রসূত্রাদ্যনেককারকোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনাঃ সন্তঃ তত্তৎ কার্য্যং কুর্ব্বাণাঃ দৃশ্যন্তে ।৪ ব্রহ্ম চ অসহায়ং তবাভিপ্রেতং, তস্য সাধনান্তরানুপসংগ্রহে সতি কথং স্রষ্টৃত্বম্ উপপদ্যেত ?৫ তস্মাৎ ন ব্রহ্ম

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—এক ও অদ্বিতীয়, সুতরাং সহায়বিহীন ব্রহ্ম জগতের উপাদান, বা নিমিত্তকারণ নহেন।]

পূর্ব্বপক্ষ—এক ও অদ্বিতীয় চেতন ব্রহ্ম জগতের [উপাদান ও নিমিত্ত] কারণ, এই যাহা [১।৪।৭ প্রকৃত্যধিকরণ প্রভৃতিতে] বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ১ কেন নহে ? ২ [তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—] যেহেতু [সহকারিকারণসকলের] উপসংহার (—সংগ্রহ, একত্র মিলন) পরিদৃষ্ট হয় ।৩ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] দেখ এই লোকমধ্যে ঘট ও পটাদির কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তৃগণ মৃত্তিকা দণ্ড চক্র ও সূত্র প্রভৃতি অনেকপ্রকার কারকের একত্রীকরণদ্বারা সংগৃহীতসাধন হইয়া সেই সেই কার্য্যকে সম্পাদন করিতেছে, ইহা দেখা যাইতেছে ।৪ তোমার অভিপ্রেত ব্রহ্ম কিন্তু অসহায় (—বিজাতীয়ভেদবিহীন), অন্য সাধনের সংগ্রহ না হইলে তাঁহার স্রষ্টৃত্ব কিপ্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইবে (১) ? ৫ সেইহেতু

ভাবদীপিকা

(১) এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষী এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"ব্রহ্ম ন উপাদানং, ন বা নিমিত্তম্; অসহায়ত্বাৎ কেবলমৃদ্বৎ কেবলকুম্ভকারবৎ বা"। 'ব্রহ্ম উপাদানকারণ নহেন, অথবা নিমিত্তকারণ নহেন যেহেতু তিনি অসহায়, যেমন কেবল (—কুলালাদিসহায়বিহীন) মৃত্তিকা, অথবা, যেমন কেবল (—মৃদাদিসহায়বিহীন) কুম্ভকার'।

শাঙ্করভাষ্যম্

জগৎকারণম্ ইতি চেৎ ?৬ নৈষঃ দোষঃ, যতঃ ক্ষীরবৎ দ্রব্য-স্বভাববিশেষাৎ উপপদ্যতে।৭ যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়ম্ এব *দধিহিমকরকাদিভাবেন পরিণমতে অনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং, তথা ইহাপি ভবিষ্যতি।৮ ননু ক্ষীরাদি অপি দধ্যাদিভাবেন পরিণমমানম্ অপেক্ষতে এব বাহ্যং সাধনম্ ঔষ্ণ্যাদিকং, কথম্ উচ্যতে "ক্ষীরবৎ হি" ইতি ?৯ নৈষঃ দোষঃ, স্বয়মপি হি ক্ষীরং যাং চ যাবতীং চ পরিণামমাত্রাম্ অনুভবতি, তাবতী এব ত্বার্য্যতে তু ঔষ্ণ্যাদিনা দধিভাবায়।১০ যদি চ স্বয়ং

* 'দধিহিমভাবেন,' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

(—উক্তপ্রকার অনুমান বিরোধী হওয়ায়) ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন, ইহা যদি বলা হয়।৬

[সিঃ—দুগ্ধাদি দৃষ্টান্তাবলম্বনে ব্রহ্মের জগদুপাদানতা প্রতিপাদন।]

সিদ্ধান্ত—তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে ; যেহেতু দুগ্ধের ন্যায় দ্রব্যের স্বভাব-বিশেষবশতঃ [ব্রহ্মের জগদুপাদানতা] সঙ্গত।৭ যেমন লোকমধ্যে দুগ্ধ, অথবা জল বাহ্য সাধনকে অপেক্ষা না করিয়া নিজেই দধি ও হিমকরকা (—হিমশিলা, বরফখণ্ড) প্রভৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় (২), এখানেও তদ্রূপ হইবে।৮

[পুঃ—দৃষ্টান্তে বাহ্যসাধননিরপেক্ষতা বিষয়ে সংশয়]।

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, যে দুগ্ধ প্রভৃতি দধিপ্রভৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহাও উষ্ণতা প্রভৃতি বাহ্যসাধনকে অবশ্যই অপেক্ষা করে, [সুতরাং সূত্রে] "ক্ষীরবৎ হি" ইত্যাদি [দৃষ্টান্ত] কিপ্রকারে কথিত হইতেছে ?৯

[সিঃ—মায়াশক্তিরূপ আন্তরসাধনযুক্ত বিশিষ্টব্রহ্মই জগৎকারণ]।

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে ; যেহেতু দুগ্ধ স্বয়ং যেপ্রকার পরিণামমাত্রা ও যতটা পরিণামমাত্রাকে অনুভব করে (—অল্প ঘনীভূত, বা অধিক ঘনীভূত যেপ্রকার পরিণামযুক্ত, অর্থাৎ অবস্থাপন্ন হয়) দধিভাবপ্রাপ্তির জন্য উষ্ণতা প্রভৃতির দ্বারা ততটারই শীঘ্রতা সম্পাদিত হয় (—দুগ্ধের অবস্থানুসারে উষ্ণতা প্রভৃতির তারতম্যদ্বারা ততটারই দধিভাবপ্রাপ্তির শীঘ্রতা সম্পাদিত হয় (৩)।১০ আর [দুগ্ধের] যদি স্বয়ং দধিভাবশীলতা (—দধিতে পরিণত হইবার

ভাবদীপিকা

(২) এইস্থলে পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক প্রদর্শিত অনুমানে (১ ভাবদীঃ) ব্যভিচার প্রদর্শিত হইল। তাহা এইপ্রকার—দুগ্ধে বা জলে 'অসহায়ত্বরূপ' হেতুটী আছে, কিন্তু 'উপাদানত্বাভাব-রূপ' সাধ্যটী নাই ; কারণ দুগ্ধ দধির উপাদান এবং জল হিমশিলার উপাদান, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। সুতরাং দুগ্ধান্তর্ভাবে, বা জলান্তর্ভাবে অসহায়ত্ব হেতুর সাধারণসব্যভিচার হইয়া পড়িল। ফলে অসহায় দুগ্ধাদি যেমন দধি প্রভৃতির উপাদান, তদ্রূপ অসহায় ব্রহ্মকেও জগতের উপাদানরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে।

(৩) সাম্প্রতিক অনেকে ভাষ্যস্থ 'পরিণামমাত্রা', এই স্থলে 'পরিমাণমাত্রা', এইপ্রকার

শাঙ্করভাষ্যম্

দধিভাবশীলতা ন স্যাৎ, নৈব ঔষ্ণ্যাদিনাপি বলাৎ দধিভাবম্ আপদ্যেত।১১ নহি বায়ুঃ আকাশঃ বা ঔষ্ণ্যাদিনা বলাৎ দধিভাবম্ আপদ্যতে।১২ সাধনসামগ্র্যা চ তস্য পূর্ণতা সম্পাদ্যতে।১৩ পরিপূর্ণশক্তিকং তু ব্রহ্ম, ন তস্য অন্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা

ভাষ্যানুবাদ

স্বাভাবিক শক্তি) না থাকিত, তাহা হইলে উষ্ণতাদির দ্বারাও [তাহা] কদাপি বলপূর্ব্বক দধিভাব প্রাপ্ত হইত না।১১ দেখ, বায়ু অথবা আকাশ উষ্ণতা প্রভৃতির দ্বারা কদাপি বলপূর্ব্বক দধিভাব প্রাপ্ত হয় না।১২ [আচ্ছা, স্বীয় সামর্থ্যবশতঃই যদি দুগ্ধাদির দধ্যাদিভাবে পরিণাম হয়, তাহা হইলে সহায়ক সামগ্রীর অপেক্ষা থাকে কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর সাধন সামগ্রীর দ্বারা তাহার (—দুগ্ধের) পূর্ণতা সম্পাদিত হয় (—দধিতে পরিণত হইবার যে দুগ্ধাশ্রিত স্বাভাবিক শক্তি, সাধনসামগ্রীর দ্বারা তাহারই বৃদ্ধি হয়, দুগ্ধে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান যে উত্তম দধিভাব প্রাপ্ত হইবার সামর্থ্য, তাহা অভিব্যক্ত হয়)।১৩ [আচ্ছা, তাহা হইলে তো তুমি দুগ্ধের দধিভাবপ্রাপ্তিতে বাহ্য সাধন অঙ্গীকার না করিলেও স্বাভাবিক শক্তিরূপ আন্তর সাধন অঙ্গীকার করিলে। কিন্তু একরস ব্রহ্মে তো আন্তর সাধনও সম্ভব নহে, তিনি কিপ্রকারে জগৎকারণ হইবেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] ব্রহ্ম কিন্তু পরিপূর্ণ শক্তিমান্ (৪), অন্য কিছুর দ্বারা তাঁহার পূণতা সম্পাদন করিতে

ভাবদীপিকা

পাঠ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। তাহাতে ভাবার্থ হইবে—'দুগ্ধের যেপ্রকার ও যতটা পরিমাণ, উষ্ণতা প্রভৃতির তারতম্য তদনুযায়িভাবে ততটারই দধিভাবপ্রাপ্তির শীঘ্রতা সম্পাদন করে'। যদি বলা হয়—উষ্ণতা প্রভৃতি দুগ্ধের দধিভাব প্রাপ্তিতে সহায়তা করে, ইহা কল্পনা কেন করিতেছ ? আমরা বলিব—উষ্ণতা প্রভৃতি স্বয়ং দধিভাব প্রাপ্তিতে অশক্ত দুগ্ধকে সহায়তা প্রদানকরতঃ দধিভাব প্রাপ্তিতে সমর্থ করে। তদুত্তরে বলিতেছেন—**যদি চ**—আর [দুগ্ধের] যদি ইত্যাদি (১১ বাক্য)।

(৪) এইস্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—যদি তুমি শুদ্ধ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া উক্তপ্রকার আপত্তি কর, তাহা আমরাও অঙ্গীকার করি, কারণ শুদ্ধ একরস ব্রহ্মে বাহ্য বা আন্তর কোনপ্রকার সাধনই সম্ভব নহে। [লক্ষ্য করিতে হইবে এখানে ২।১।৬ আরম্ভণাধিকরণের ন্যায় ব্রহ্মের বিবর্ত্তোপাদানতার বিচার হইতেছে না ; কিন্তু জগতের ব্যাবহারিক সত্তা অঙ্গীকারকরতঃ সগুণোপাসনার উপযোগিরূপে [১০৬ পৃঃ ১০০ বাক্য] তাঁহার পরিণামী উপাদানতার বিচার হইতেছে]। কিন্তু যদি তুমি বিশিষ্ট ব্রহ্মকে (—মায়াশবলিত ঈশ্বরাবস্থাকে) লক্ষ্য করিয়া উক্তপ্রকার আপত্তি কর, তাহা আমরা অঙ্গীকার করি না ; যেহেতু আন্তর সাধন তাঁহার অবশ্যই আছে। যাহাকে 'আছে, অথবা নাই বলা যায় না,' সেই অনির্ব্বচনীয়া মায়াশক্তিই সেই আন্তর সাধন। ভাষ্যস্থ 'পরিপূর্ণশক্তিকম্' এই পদপ্রয়োগদ্বারা মায়াশক্তি গৃহীত হইতেছে, ইহা পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যস্থ "পরাস্য শক্তিঃ" ইত্যাদি স্থলে বলা হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

সম্পাদয়িতব্যা ।১৪ শ্রুতিশ্চ ভবতি—"ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ॥ (শ্বেঃ ৬।৮) ইতি ।১৫ তস্মাৎ একস্যাপি ব্রহ্মণঃ বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবৎ বিচিত্রপরিণামঃ উপপদ্যতে ।১৬॥২।১।২৪॥

ভাষ্যানুবাদ

হইবে না।১৪ [ব্রহ্ম পরিপূর্ণশক্তিমান্, সেই বিষয়ে] শ্রুতিও আছে, যথা—"তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান (—সজাতীয়) ও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (—বিজাতীয়) কেহ পরিদৃষ্ট হয় না। ইঁহার বিবিধা (—বিচিত্র কার্য্যকারিণী) উৎকৃষ্টা শক্তি (৫) শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে এবং জ্ঞানবলক্রিয়া (—জ্ঞানরূপ বলের দ্বারা সৃষ্টিক্রিয়া, ইঁহার] স্বাভাবিক"।১৫ অতএব ব্রহ্ম এক হইলেও বিচিত্র শক্তির সহিত সম্বন্ধবশতঃ দুগ্ধাদির ন্যায় তাঁহার [জগদাকারে] বিচিত্র পরিণাম যুক্তিসঙ্গত।১৬॥২।১।২৪॥

দেবাদিবদপি লোকে ॥২।১।২৫॥

পদচ্ছেদ—দেবাদিবৎ, অপি, লোকে।

সূত্রার্থ - [ননু 'ব্রহ্ম ন উপাদানং, ন বা নিমিত্তম্ ; চেতনত্বে সতি বাহ্যসাধনশূন্যত্বাৎ, মৃদাদিশূন্যকুলালাদিবৎ'। অতঃ ন অচেতনে ক্ষীরে ব্যভিচারঃ ইতি আশঙ্ক্য চেতনদৃষ্টান্তেন তস্য পরিহারম্ আহ—] **লোকে**—[লোক্যতে—জ্ঞায়তে অর্থঃ অনেন ইতি লোকঃ, তস্মিন্]—মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণাদৌ, **অপি**শব্দেন—বৃদ্ধব্যবহারশ্চ সংগৃহীতঃ, তথাচ—বৃদ্ধব্যবহারে চ, **দেবাদিবৎ**—যথা দেবাঃ পিতরঃ ঋষয়ঃ ইতি এবমাদয়ঃ চেতনাঃ স্বসিদ্ধিসামর্থ্যাৎ সাধনান্তরং বাহ্যম্ অনপেক্ষ্য সঙ্কল্পমাত্রেণ এব নানাবিধকার্য্যকর্ত্তারঃ উপলভ্যন্তে, তথা ব্রহ্মাপি অসহায়ম্ এব জগদুপাদানং কর্তৃ চ ইতি তদ্বাদিসমন্বয়ঃ ন বিরুধ্যতে ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[যদি বলা হয়—'ব্রহ্ম উপাদানকারণ, অথবা নিমিত্তকারণ নহেন ; যেহেতু তিনি চেতন হইয়াও বাহ্যসাধনহীন, যেমন মৃত্তিকাদিশূন্য কুম্ভকার প্রভৃতি'। অতএব অচেতন দুগ্ধে ব্যভিচার হয় না, এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া চেতনদৃষ্টান্তদ্বারা তাহার পরিহার করিতে-

ভাবদীপিকা

(৫) এইস্থলে বিশিষ্ট ব্রহ্মের মায়াশক্তিরূপ আন্তরসাধনের কথা বলা হইল। দণ্ড বক্র হইলে 'বক্রদণ্ডীর' ন্যায় বিশেষণের পরিণামে বিশিষ্টের পরিণাম হওয়ায় পরমেশ্বরের বিশেষণভূত মায়াশক্তির জগদাকারে পরিণাম হইলে মায়াবিশিষ্ট পরমেশ্বরেরও জগদাকারে পরিণাম ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অঙ্গীকৃত হয়। ১।৪।৭ অধিঃ ১৫ ভাবদীপিকাতে উর্ণনাভির দৃষ্টান্তাবলম্বনে ইহা আলোচিত হইয়াছে। যাহাহউক্, এইরূপে ব্রহ্ম মায়াশক্তিরূপ আন্তরসাধনযুক্ত হওয়ায় সাধনযুক্ত হইলেন বলিয়া ১সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত পূর্ব্বপক্ষীয় অনুমান বাধিত হইয়া পড়িল। ফলে বিশিষ্ট ব্রহ্ম (—মায়াশক্তিযুক্ত পরমেশ্বর) জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ, ইহা নিশ্চিত হইল।

ছেন—] **লোকে**—['লোক্যতে, অর্থাং বিজ্ঞাত হয় অর্থ ইহার দ্বারা', এইপ্রকারে লোক-শব্দটী নিষ্পন্ন হইতেছে ; তাহাতে অর্থ হয়—] মন্ত্র অর্থবাদ ও পুরাণ প্রভৃতিতে, **অপি**-শব্দ দ্বারা—বৃদ্ধব্যবহারও সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে অর্থ হয়—এবং বৃদ্ধব্যবহারে, **দেবাদিবৎ**—যেমন দেবগণ পিতৃগণ ও ঋষিগণ প্রভৃতি চেতন ইঁহারা নিজের সিদ্ধির সামর্থ্যহেতু বাহ্য অন্য সাধনকে অপেক্ষা না করিয়া মাত্র সঙ্কল্পের দ্বারাই নানাপ্রকার কার্য্যের কর্তারূপে উপলব্ধ হন, [এইরূপে ব্রহ্মও অসহায় হইয়াই হন জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ, এইহেতু সেইপ্রকার কথনশীল শ্রুতিসমন্বয় বিরুদ্ধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল।]

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাদেতৎ, উপপদ্যতে ক্ষীরাদীনাম্ অচেতনানাম্ অনপেক্ষ্য অপি বাহ্যং সাধনং দধ্যাদিভাবঃ, দৃষ্টত্বাৎ।১ চেতনাঃ পুনঃ কুলালাদয়ঃ সাধনসামগ্রীম্ অপেক্ষ্য এব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রবর্ত্তমানাঃ দৃশ্যন্তে।২ কথং ব্রহ্ম চেতনং সৎ অসহায়ং প্রবর্ত্তেত ইতি ?৩ "দেবাদিবৎ" ইতি ব্রূমঃ।৪ যথা লোকে দেবাঃ পিতরঃ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—মৃত্তিকাদি বাহ্যসাধনহীন কুলালের ন্যায় বাহ্যসাধনহীন ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন]।

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—আচ্ছা, তাহা না হয় হইল, বাহ্যসাধনকে অপেক্ষা না করিয়াও দুগ্ধ প্রভৃতি অচেতন পদার্থসকলের দধিপ্রভৃতিভাবপ্রাপ্তি (—দধিপ্রভৃতিরূপে পরিণাম) সঙ্গত, যেহেতু এইপ্রকার পরিদৃষ্ট হয়।১ কিন্তু [বাহ্য] সাধনসামগ্রীকে অপেক্ষা করিয়াই চেতন কুম্ভকার প্রভৃতি সেই সেই কার্য্যের জন্য প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহা পরিদৃষ্ট হইতেছে (৬)।২ [সুতরাং] ব্রহ্ম চেতন হইয়া কিপ্রকারে অসহায়ভাবে (—বাহ্যসাধনসামগ্রী ব্যতিরেকে, জগৎসৃষ্টিতে] প্রবৃত্ত হইবেন ?৩

ভাবদীপিকা

(৬) ২ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে 'অসহায়ত্ব' হেতুতে সাধারণসব্যভিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য পূর্ব্বপক্ষী এখানে "চেতনত্বে সতি", এই বিশেষণটী প্রদান করিলেন এবং অসহায়শব্দটার অর্থ করিলেন—বাহ্যসাধনশূন্যতা। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রেত অনুমানের আকার হইল—"ব্রহ্ম ন উপাদানং, নবা নিমিত্তম্; চেতনত্বে সতি বাহ্যসাধনশূন্যত্বাৎ মৃদাদিহীনকুলালবৎ"। এক্ষণে দুগ্ধান্তর্ভাবে, অথবা জলান্তর্ভাবে (২ ভাবদীঃ) 'চেতনত্বে সতি বাহ্যসাধনশূন্যত্ব' হেতুর আর ব্যভিচার হইবে না, কারণ দুগ্ধ বা জল চেতন পদার্থ নহে। পক্ষান্তরে ব্রহ্মের বাহ্যসাধন কিছুই নাই, যেহেতু শ্রুতি বলেন—"তস্মাৎ ন বাহ্যং কিঞ্চনাস", ইত্যাদি। আর "বিজ্ঞানঘন এব" (বৃঃ ২।৪।১২) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে তাঁহার চেতনত্বও অবগত হওয়া যায়। সুতরাং মৃত্তিকাদিশূন্য চেতন কুম্ভকার বাহ্যসাধনশূন্য হওয়ায় যেমন ঘটাদির নিমিত্তকারণ হইতে পারে না, চেতন ব্রহ্মও তদ্রূপ বাহ্যসাধনশূন্য হওয়ায় জগতের নিমিত্তকারণ হইতে পারেন না। আর হেতুতে 'চেতনত্বে সতি' এই বিশেষণটী প্রদত্ত হওয়ায় ব্রহ্মের উপাদানকারণতাও নিরাকৃত হইল, যেহেতু সিদ্ধান্তিকর্তৃক ব্যভিচারস্থলরূপে প্রদর্শিত দুগ্ধ চেতন পদার্থ না হওয়ায় তদন্তর্ভাবে "চেতনত্বে সতি বাহ্যসাধনশূন্যত্ব" হেতুর ব্যভিচার হয় না। ফলে পূর্ব্বপক্ষীর অনুমান আর দুষ্ট অনুমান হইল না, ইহাই অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

ঋষয়ঃ ইতি এবমাদয়ঃ মহাপ্রভাবাঃ চেতনাঃ অপি সন্তঃ অনপেক্ষ্য এব কিঞ্চিৎ বাহ্যং সাধনম্ ঐশ্বর্য্যবিশেষযোগাৎ অভিধ্যানমাত্রেণ স্বতঃ এব বহূনি নানাসংস্থানানি শরীরাণি প্রাসাদাদীনি চ রথাদীনি চ নির্মিমাণাঃ উপলভ্যন্তে।৫ মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণপ্রামাণ্যাৎ।৬ তন্তুনাভশ্চ স্বতঃ এব তন্তূন্ সৃজতি।৭ বলাকা চ অন্তরেণৈব শুক্রং গর্ভং ধত্তে।৮ পদ্মিনী চ অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রস্থানসাধনং সরোন্তরাৎ সরোন্তরং প্রতিষ্ঠতে।৯ এবং চেতনম্ অপি ব্রহ্ম অনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বাহ্যসাধনহীন চেতন দেবাদির স্রষ্টৃত্বের ন্যায় ব্রহ্মও জগৎস্রষ্টা]।

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, "দেবতা প্রভৃতির ন্যায়" তাহা সম্ভব।৪ যেমন লোকে (—শাস্ত্রে; মন্ত্র অর্থবাদ ও পুরাণ প্রভৃতিতে; অথবা স্বর্লোকাদি স্ব স্ব ভোগভূমিতে) দেবগণ পিতৃগণ ও ঋষিগণ ইত্যাদি ইঁহারা মহাপ্রভাবশালী চেতন হওয়ায় কোন বাহ্যসাধনকে অপেক্ষা না করিয়াই [অণিমাদি] বিশেষ ঐশ্বর্য্যের সহিত সম্বন্ধবশতঃ কেবলমাত্র অভিধ্যানের (—সঙ্কল্পের) দ্বারাই নিজ হইতেই নানাপ্রকার আকারবিশিষ্ট শরীরসকল, প্রাসাদ প্রভৃতি এবং রথ প্রভৃতির নির্ম্মাণকর্ত্তৃরূপে পরিদৃষ্ট হন (৭)।৫ [কিন্তু এই বিষয়ে প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—] মন্ত্র অর্থবাদ ইতিহাস ও পুরাণাদির প্রামাণ্য হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।৬ [যাঁহারা শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও দেবাদির অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন না, তাঁহাদের জন্য অন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] আর ঊর্ণনাভি নিজ হইতেই (—অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই) তন্তুসকল সৃষ্টি করে।৭ আবার বলাকা (—বক) শুক্রব্যতিরেকেই গর্ভধারণ করে।৮ আর পদ্মিনী (—পদ্মসমূহ, পদ্মের ঝাড় বা মূল) গমনের সাধনভূত কোন কিছুকে অপেক্ষা না করিয়া এক সরোবর

ভাবদীপিকা

(৭) এই স্থলে সিদ্ধান্তী দেবাদি অন্তর্ভাবে "চেতনত্বে সতি বাহ্যসাধনশূন্যত্ব", এই হেতুটীর সাধারণসব্যভিচার প্রদর্শন করিলেন। চেতন দেবতা প্রভৃতিতে উক্ত হেতুটী আছে, কিন্তু 'কারণত্বাভাবরূপ' সাধ্যটী নাই; যেহেতু দেবতা প্রভৃতি নানাপ্রকার শরীর প্রভৃতি নির্ম্মাণকরতঃ তাহাদের কারণ হন। সুতরাং হেতুটীর সাধ্যাভাবদ্‌বৃত্তি হইয়া পড়িল বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীর অনুমান (৬ ভাবদীঃ) দুষ্ট হইয়া পড়িল। ফলে জগতের প্রতি ব্রহ্মের উপাদানকারণতা ও নিমিত্তকারণতা সিদ্ধ হইল। **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** বলেন—'ক্ষীরবদ্ধি' ইত্যাদি প্রথম সূত্রে ব্রহ্মের উপাদানকারণতা এবং "দেবাদিবৎ" ইত্যাদি এই দ্বিতীয় সূত্রে তাঁহার নিমিত্তকারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাখ্যাতৃগণ প্রত্যেকটী সূত্রেই ব্রহ্মের উভয়প্রকার কারণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বতঃ এব জগৎ স্রক্ষ্যতি।১০ সঃ যদি ব্রূয়াৎ– যে এতে দেবাদয়ঃ ব্রহ্মণঃ দৃষ্টান্তাঃ উপাত্তাঃ, তে দার্ষ্টান্তিকেন ব্রহ্মণা ন সমানাঃ ভবন্তি।১১ শরীরম্ এব হি অচেতনং দেবাদীনাং শরীরান্তরাদিবিভূত্যুৎপাদনে উপাদানং, ন তু চেতনঃ আত্মা।১২ তন্তুনাভস্য চ ক্ষুদ্রতরজন্তুভক্ষণাৎ লালা কঠিনতাম্ আপদ্যমানা তন্তুঃ ভবতি।১৩ বলাকা চ স্তনয়িত্নুরবশ্রবণাৎ গর্ভং ধত্তে।১৪ পদ্মিনী চ চেতনপ্রযুক্তা সতি অচেতনেন এব শরীরেণ সরোন্তরাৎ সরোন্তরম্ উপসর্পতি, বল্লী ইব বৃক্ষং;

ভাষ্যানুবাদ

হইতে অন্য সরোবরে প্রতিষ্ঠিত হয়।৯ এইপ্রকারে চেতন ব্রহ্মও বাহ্যসাধনকে অপেক্ষা না করিয়া নিজ হইতেই জগৎকে সৃষ্টি করিবেন।১০

[পূঃ—দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্রই বাহ্য সাধন থাকায় "চেতনত্বে সতি বাহ্যসাধনশূন্যত্ব" এই বিশিষ্ট হেতুর ব্যভিচারশঙ্কা নিরাকরণ]।

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—তিনি (—পূর্ব্ববাদী) যদি বলেন – এই যে দেবতা প্রভৃতি ব্রহ্মের দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহারা দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মের সহিত সমান হইতেছে না।১১ যেহেতু দেবতা প্রভৃতির অচেতন শরীরই হয় অন্য শরীর প্রভৃতিরূপ বিভূতির উৎপাদনে উপাদান, কিন্তু চেতন আত্মা নহে (৮)।১২ আর ক্ষুদ্রতর জন্তু ভক্ষণবশতঃ মাকড়সার লালা কঠিনভাব প্রাপ্ত হইয়া তন্তুরূপে পরিণত হয়। [সুতরাং অচেতন শরীর ও ক্ষুদ্রতর জন্তুভক্ষণরূপ বাহ্যসাধন থাকায় 'চেতনত্বে সতি বাহ্যসাধনশূন্যত্বরূপ' বিশিষ্ট হেতুটী সেইস্থলে থাকিতেছে না বলিয়া ব্যভিচার হয় না]।১৩ আবার বক মেঘগর্জ্জন শ্রবণকরতঃ গর্ভধারণ করে। [সুতরাং গর্ভধারণের সহায়ভূত স্বীয় অচেতন শরীর ও মেঘগর্জ্জনরূপ বাহ্যসাধন থাকায় এইস্থলেও উক্ত বিশিষ্ট হেতুর ব্যভিচার হয় না]।১৪ আর পদ্মিনী চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া [নিজের] অচেতন শরীরদ্বারাই এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে গমন করে, যেমন লতা [চেতনকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া] বৃক্ষে গমন করে;

ভাবদীপিকা

(৮) সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন – দেবতা প্রভৃতিতে "চেতনত্বে সতি বাহ্যসাধনশূন্যত্বরূপ" হেতু থাকায় এবং 'কারণত্বাভাবরূপ' সাধ্য না থাকায় পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানটী (৬ ভাবদীঃ) সাধারণ-সব্যভিচার দুষ্ট হইয়া পড়ে (৭ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—দেবতার শরীর অচেতন পদার্থ, আর তাহাই চেতন দেবতাত্মার বাহ্যসাধন; সুতরাং দেবতাতে "চেতনত্বে সতি বাহ্যসাধনশূন্যত্বরূপ" হেতুটী না থাকায় দেবাদি অন্তর্ভাবে হেতুর সাধারণসব্যভিচার হইবে না। সুতরাং আমাদের প্রদর্শিত "ব্রহ্ম ন উপাদানম্" ইত্যাদি অনুমান (৬ ভাবদীঃ) দুষ্ট নহে। উক্ত প্রকারেই ঊর্ণনাভি প্রভৃতি স্থলেও হেতুর ব্যভিচারশঙ্কা নিরাকরণ করিতেছেন—**তন্তুনাভস্য** –'আর ক্ষুদ্রতর', ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

নতু স্বয়ম্ এব অচেতনা সরোন্তরোপসর্পণে ব্যাপ্রিয়তে ।১৫ তস্মাৎ ন এতে ব্রহ্মণঃ দৃষ্টান্তাঃ ইতি ।১৬ তং প্রতি ব্রূয়াৎ—ন অয়ং দোষঃ, কুলালাদিদৃষ্টান্তবৈলক্ষণ্যমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ইতি ।১৭ যথা হি কুলালাদীনাং দেবাদীনাং চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্য্যারম্ভে বাহ্যং সাধনম্ অপেক্ষন্তে, ন দেবাদয়ঃ ; তথা ব্রহ্ম চেতনম্ অপি ন বাহ্যং সাধনম্ অপেক্ষিষ্যতে ইতি এতাবৎ বয়ং দেবাদ্যুদাহরণেন বিবক্ষ্যামঃ। ১৮ তস্মাৎ যথা একস্য

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু অচেতন (—গমনানুকূল চৈতন্যবিহীন, পদ্মিনী] স্বয়ংই অন্য সরোবরে গমনে ব্যাপৃত হয় না। [সুতরাং চেতন বাহক ও স্বীয় অচেতন শরীররূপ বাহ্যসাধন থাকায় উক্ত বিশিষ্ট হেতুটীর এইস্থলেও ব্যভিচার হয় না]।১৫ সেইহেতু (—এইপ্রকারে তত্তৎস্থলে ব্যভিচারশঙ্কা নিরাকৃত হওয়ায়) ইহারা (—এই দেবতা ও পদ্মিনী প্রভৃতি) ব্রহ্মের [জগৎকারণতাবিষয়ে] দৃষ্টান্ত নহে। [অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন]।১৬

[সিঃ—দৃষ্টান্তসকলে বাহ্যসাধন নিরাকরণকরতঃ পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে ব্যভিচার প্রদর্শনদ্বারা বাহ্যসাধনহীন ব্রহ্মের জগৎকারণতা প্রতিপাদন]।

সিদ্ধান্তীর সমাধান—(৯) তাঁহাকে বলিতে হইবে, এইপ্রকার [দৃষ্টান্তবৈষম্য নামক] দোষ হয় না, যেহেতু [এখানে] কুলালাদিদৃষ্টান্তের বৈলক্ষণ্য মাত্র বলিতে ইচ্ছা করা হইয়েছে।১৭ [কি সেই বৈলক্ষণ্য, তাহা বলিতেছেন—] দেখ, যেমন কুলাল প্রভৃতি ও দেবতা প্রভৃতি সমানভাবে চেতন হইলেও কুলাল প্রভৃতি কার্য্যোৎপাদনে [মৃত্তিকাদি] বাহ্যসাধনকে অপেক্ষা করে, কিন্তু দেবতা প্রভৃতি তাহা করেন না ; সেইরূপেই ব্রহ্ম চেতন হইলেও বাহ্যসাধনকে অপেক্ষা করিবেন না,

ভাবদীপিকা

(৯) যদিও দেবতা প্রভৃতির অচেতন শরীররূপ বাহ্যসাধনের ন্যায় ঈশ্বরের মায়াশক্তিরূপ অচেতনাংশই জগতের পরিণামী উপাদানরূপে থাকায় পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রেত প্রকারেও* ব্রহ্মের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয়, তথাপি পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে ব্যভিচার উদ্ভাবনের জন্য "তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ" ন্যায়াবলম্বনে বলিতেছেন—**তং প্রতি ব্রূয়াৎ**—'তাঁহাকে বলিতে হইবে', ইত্যাদি।

---

* বাহ্যসাধনযুক্ত হইয়াই চেতন কোন কিছুর কারণ হইতে পারে, যেমন চেতন কুম্ভকার মৃত্তিকারূপ বাহ্যসাধন-যুক্ত হইয়াই হয় ঘটের প্রতি কারণ, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় (২ ভাষ্যবাক্য)। কিন্তু এই পক্ষে মায়াশক্তিকে পরমেশ্বরের বাহ্যসাধনরূপে অঙ্গীকার করিতে হয়। তাহাতে ২।১।২৪ সূঃ ১৪ ভাষ্যবাক্যের বিরোধ হইয়া পড়িবে, কারণ সেই স্থলে মায়াশক্তিকে আন্তরসাধন বলা হইয়াছে। এইপ্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলা যায়—বিশেষণদৃষ্টিতে দেখিলে মায়াশক্তি আন্তরসাধন বটে, কিন্তু উপাধিদৃষ্টিতে তাহা বাহ্যসাধন, যেহেতু "অনন্বয়ী ব্যাবর্ত্তকতাই" উপাধি। পক্ষান্তরে "অন্বয়ী ব্যাবর্ত্তকতাই" বিশেষণ। সুতরাং বিশেষণদৃষ্টিতে পরমেশ্বরের সহিত অন্বিতরূপে (– সংশ্লিষ্ট-রূপে) দৃষ্ট হইলে মায়াশক্তিকে আন্তরসাধন বলা হইলেও, উপাধিদৃষ্টিতে পরমেশ্বরের সহিত অনন্বিত (—অসংশ্লিষ্ট) হওয়ায় তাহাকে বাহ্যসাধনও বলা চলে। (বিবৃতি আমাদের)।

শাঙ্করভাষ্যম্

সামর্থ্যং দৃষ্টং, তথা সর্ব্বেষাম্ এব ভবিতুম্ অর্হতি ইতি নাস্তি একান্তঃ ইতি অভিপ্রায়ঃ ।১৯।।২।১।২৫।। ইতি অষ্টমম্ উপসংহারদর্শনাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

এইটুকুই আমরা দেবাদির উদাহরণদ্বারা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি (১০)।১৮ সেইহেতু (—এই প্রকারে পূর্ব্বপক্ষিকর্তৃক প্রদর্শিত অনুমানে ব্যভিচার অবশ্যই হইয়া পড়ে বলিয়া) একজনের সামর্থ্য যেপ্রকার দেখা গিয়াছে, সকলেরই সামর্থ্য সেইপ্রকার হওয়া উচিত, এইপ্রকার একান্ত (—অব্যভিচারী নিয়ম) নাই, ইহাই [ভগবান্ সূত্রকারের] অভিপ্রায় (১১)।১৯।।২।১।২৫।। উপসংহারাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(১০) এইস্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—পূর্ব্ববাদী তুমি দেবাদির অচেতন শরীরকে তাহার স্বাতিরিক্ত বাহ্যসাধনরূপে গ্রহণ করিয়া "চেতনত্বে সতি বাহ্যসাধনশূন্যতারূপ" হেতুটীর দেবাদি অন্তর্ভাবে ব্যভিচার নিরাকরণের প্রয়াস করিতেছ (৮ ভাবদীঃ)। ইহা অস্থানে প্রয়াসমাত্র, কারণ উক্ত হেতুবাক্যস্থ 'চেতন' পদটীর দ্বারা 'অহম্' এই জ্ঞানের বিষয়ভূত চৈতন্যের সহিত তাদাত্ম্যভাবাপন্ন যে দেহ, তাহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে ; কিন্তু শুদ্ধ আত্মাকে গ্রহণ করা চলিবে না। কারণ তাহা করিলে ত্বদুক্ত কুম্ভকারদৃষ্টান্তে সাধনবৈকল্য হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ কুম্ভকারও শরীরব্যতিরেকে থাকে না বলিয়া শরীররূপ বাহ্যসাধন তাহারও থাকায় "বাহ্যসাধন-শূন্যতারূপ" ত্বদুক্ত হেতুটী দৃষ্টান্তভূত মৃদাদিহীন কুম্ভকারেও (৬ ভাবদীঃ) থাকিতে পারিবে না ; ফলে দৃষ্টান্তাসিদ্ধিদোষ হইয়া পড়িবে। অতএব 'কুম্ভকার' বলিলে যেমন শরীরধারী কুম্ভকারকে গ্রহণ করিতে হয়, 'দেবতা' বলিলেও তদ্রূপ শরীরধারী দেবতাকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং 'সাধন' বলিতে কুম্ভকার ও দেবাদির শরীরাতিরিক্ত মৃদাদি পদার্থকে গ্রহণ করিতে হইবে। নানাপ্রকার শরীরাদি নির্ম্মাণে দেহধারী চেতন দেবতা স্বাতিরিক্ত সাধন গ্রহণ করেন না। সেইহেতু "চেতনত্বে সতি বাহ্যসাধনশূন্যতারূপ" হেতুটী তাঁহাতে থাকে বটে, কিন্তু সাধ্য 'কারণত্বাভাব' থাকে না বলিয়া দেবাদি অন্তর্ভাবে উক্ত হেতুটী অবশ্যই ব্যভিচারী হইয়া পড়ে (৭ ভাবদীঃ দ্রঃ)। আর ঊর্ণনাভি প্রভৃতি অবশিষ্ট দৃষ্টান্তত্রয়েও উপরোক্ত যুক্তিবলে তাহাদের শরীরকে তদ্ভিন্ন বাহ্যসাধনরূপে গ্রহণ করা চলিবে না। ঊর্ণনাভিস্থলে ক্ষুদ্রজন্তু ভক্ষণজনিত লালা তাহার শরীরেরই অন্তর্গত হওয়ায় বাহ্যসাধন হইতে পারে না। বলাকাস্থলে মেঘগর্জ্জন গর্ভধারণের প্রতি বাহ্যসাধন নহে, তাহা মানসিক বৃত্তিবিশেষের উদ্দীপক হইয়া অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়ে, শুক্রই গর্ভধারণের সর্ব্বজনসিদ্ধ হেতু, বলাকাস্থলে বাহ্যসাধনরূপে তাহা নাই। [হংস কুক্কুটাদির ন্যায় বলাকাও পুংসংযোগ ব্যতিরেকে ডিম্ব প্রসব করে, ভাষ্যদৃষ্টে ইহাই প্রতিভাত হইতেছে]। পদ্মিনী সর্ব্বস্থলেই অন্যকর্তৃক বাহিত হয়, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে—'নাগাঃ এব পাতালসর্পণেন পদ্মিনীং সরোহন্তরাৎ সরোহন্তরং প্রাপয়ন্তি'—সর্পগণ পাতালের মধ্যে দিয়া গমনকরতঃ পদ্মিনীকে 'এক সরোবর হইতে অন্য সরোবর প্রাপ্ত করায়', এই প্রকার লোককল্পনা থাকিত না। অতএব সর্ব্বস্থলেই পদ্মিনীর বাহকরূপ বাহ্যসাধন অব্যভিচরিতভাবে সিদ্ধ হয় না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রেত

৯। কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্ [২৬-২৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নিরবয়ব ব্রহ্মের জগদ্রূপে মায়িক পরিণাম (—বিবর্ত্ত)।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে দৃষ্টান্তরূপে দুগ্ধাদি গৃহীত হওয়ায় 'ব্রহ্ম জগতের পরিণামী উপাদান', এইপ্রকার ভ্রম হইতে পারে। এই অধিকরণে ব্রহ্ম জগতের বিবর্ত্ত উপাদান, ইহা প্রতিপাদনদ্বারা সেই ভ্রমের নিরসন করা হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **কার্য্যকারণভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। [ভ্রমোৎপাদক হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণ 'কারণ' এবং সেই ভ্রমের নিবারক এই অধিকরণ তাহার 'কার্য্য']।

ন্যায়মালা

ন যুক্তো যুজ্যতে বাঽস্য পরিণামো ন যুজ্যতে।
কার্ৎস্ন্যাদ্‌ব্রহ্মানিত্যতাপ্তেরংশাৎ সাবয়বং ভবেৎ॥
মায়াভির্বহুরূপত্বং ন কার্ৎস্ন্যান্নাপি ভাগতঃ।
যুক্তোঽনবয়বস্যাপি পরিণামোঽত্র মায়িকঃ॥

অন্বয়—অস্য পরিণামঃ ন যুক্তঃ, যুজ্যতে বা? ন যুজ্যতে, কার্ৎস্ন্যাৎ ব্রহ্মানিত্যতাপ্তেঃ, অংশাৎ সাবয়বং ভবেৎ। মায়াভিঃ বহুরূপত্বং, ন কার্ৎস্ন্যাৎ নাপি ভাগতঃ। অত্র অনবয়বস্যাপি মায়িকঃ পরিণামঃ যুক্তঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[নিরবয়বাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং বদন্ বেদান্তসমন্বয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। "সাবয়বস্য এব নানাকার্য্যোপাদানতা" ইতি ন্যায়েন সঃ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে, ন বা ইতি তদনাভাসত্বাভাসত্বাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] অস্য [নিরবয়বস্য ব্রহ্মণঃ] পরিণামঃ ন যুক্তঃ, যুজ্যতে বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[আরম্ভণাধিকরণে (২।১।৬ অধিঃ) কার্য্যকারণয়োঃ অভেদঃ প্রতিপাদিতঃ। অতঃ ন বৈশেষিকাদিবৎ আরম্ভবাদঃ ব্রহ্মবাদিনঃ অভিমতঃ। তস্মাৎ ক্ষীরদধিন্যায়েন পরিণামঃ অভ্যুপগন্তব্যঃ। সঃ পরিণামঃ তু] ন যুজ্যতে। [কুতঃ? উচ্যতে—] কার্ৎস্ন্যাৎ [পরিণামাৎ] ব্রহ্মানিত্যতাপ্তেঃ, অংশাৎ সাবয়বং ভবেৎ।

সিদ্ধান্ত—["ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে" (ঋগ্বেদ ৬।৪৭।১৮) ইত্যাদি শ্রুতৌ]

ভাবদীপিকা

বাহ্যসাধন অব্যভিচরিতভাবে কোনস্থলেই সিদ্ধ না হওয়ায় "চেতনত্বে সতি বাহ্যসাধনশূন্যতা" হেতুটী উক্ত উর্ণনাভি প্রভৃতি সকলস্থলেই থাকে বলিয়া এবং তাহারা তন্তু, গর্ভধারণ ও স্থানান্তরে গমনরূপ কার্য্যসকলের কারণ হয় বলিয়া 'কারণত্বাভাবরূপ' সাধ্যটী কোনস্থলেই না থাকায় উক্ত হেতুটীর সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তি, অর্থাৎ সাধারণসব্যভিচার অবশ্যই হইয়া পড়ে। ফলে পূর্ব্বপক্ষীর অনুমান দুষ্ট হওয়ায় তাহা ব্রহ্মের জগৎকারণতা নিরাকরণে সমর্থ হইল না। অতএব বাহ্যসাধনহীন ব্রহ্মের জগৎকারণতা অবশ্যই সিদ্ধ হইল।

(১১) সকলের সামর্থ্য সমান নহে, ইহা কুলাল ও দেবাদির দৃষ্টান্তে ফলতঃ বলাই হইয়াছে। কুলাল মৃদাদি বাহ্যসাধনের অপেক্ষা করে, দেবতা তাহা করেন না। আবার দেবতা শরীরের অপেক্ষা রাখেন, ব্রহ্ম তাহাও রাখেন না। আর পরিপূর্ণশক্তিযুক্ত ব্রহ্মের কা কথা, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণাদি অবতারেও সঙ্কল্পমাত্রেই দ্রৌপদীর জন্য বস্ত্রসৃষ্টির বর্ণনা মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং বাহ্যসাধনহীন হইলেও ব্রহ্মই জগৎকারণ, এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। উপসংহারদর্শনাধিকরণ সমাপ্ত।

মায়াভিঃ [ব্রহ্মণঃ] বহুরূপত্বং [গম্যতে]। ন কার্ৎস্ন্যাৎ [পরিণামাৎ], নাপি ভাগতঃ [পরিণামাৎ তস্য বহুরূপতা ভবতি। নমু নিরবয়বস্য ব্রহ্মণঃ কুতঃ ক্ষীরদধ্যাদিবৎ পরিণামঃ? উচ্যতে—নতু অসৌ পরিণামঃ বাস্তবঃ। যতঃ] অত্র [ব্রহ্মকারণবাদে] অনবয়বস্যাপি [ব্রহ্মণঃ] মায়িকঃ পরিণামঃ যুক্তঃ। [তেন কৃৎস্নৈকদেশবিকল্পয়োঃ ন অত্র অবকাশঃ। 'সাবয়বস্য এব উপাদানতা' ইতি ন্যায়োঽপি মায়িকপরিণামে ন সঙ্গচ্ছতে]।

অনুবাদ

সংশয়—[নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি কথনকারী বেদান্তসমন্বয় এখানে বিষয়। "সাবয়ব বস্তুই নানা কার্য্যের উপাদান", এই যুক্তির দ্বারা সেই সমন্বয় বিরোধপ্রাপ্ত হয়, অথবা হয় না : এইপ্রকারে সেই যুক্তির অদুষ্টতা ও দুষ্টতাবশতঃ সংশয় হয়—] ইঁহার (—নিরবয়ব এই ব্রহ্মের) পরিণাম যুক্তিসঙ্গত নহে, অথবা যুক্তিসঙ্গত ?

পূর্ব্বপক্ষ—[আরম্ভণাধিকরণে কার্য্য ও কারণের অভিন্নতা (—কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের পৃথক্ সত্তারাহিত্য, ৮৩ পৃঃ, ৪ ভাষ্যবাক্য) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইহেতু বৈশেষিকাদির ন্যায় আরম্ভবাদ ব্রহ্মকারণবাদীর অভিপ্রেত নহে। অতএব দুগ্ধ ও দধিদৃষ্টান্ত যুক্তির বলে [ব্রহ্মের] পরিণাম অঙ্গীকার করিতে হইবে। সেই পরিণাম কিন্তু] যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। [কেন হইতেছে না ? তাহা বলা হইতেছে—] যেহেতু সমগ্রভাবে পরিণাম হইলে ব্রহ্ম অনিত্য হইয়া পড়িবেন, অংশতঃ পরিণাম হইলে সাবয়ব হইয়া পড়িবেন।

সিদ্ধান্ত—["ইন্দ্র (—পরমেশ্বর) মায়াসকলের দ্বারা বহুপ্রকার রূপ ধারণ করেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে] মায়াসকলের দ্বারা [ব্রহ্মের] বহুরূপতা অবগত হওয়া যাইতেছে। [কিন্তু] সমগ্রভাবে পরিণামবশতঃ, অথবা অংশতঃ পরিণামবশতঃ [তাঁহার বহুরূপতা হয় না। আচ্ছা, অবয়ববিহীন ব্রহ্মের দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতির ন্যায় পরিণাম কিপ্রকারে হইবে ? তাহা বলা হইতেছে—উক্ত পরিণাম কিন্তু বাস্তব নহে। যেহেতু] এই ব্রহ্মকারণবাদে নিরবয়ব হইলেও [ব্রহ্মের] মায়িক পরিণাম (—বিবর্ত্ত) যুক্তিসঙ্গত। [সেইহেতু সমগ্রভাবে পরিণাম এবং একাংশে পরিণাম, এই কল্পনাদ্বয়ের এখানে অবকাশ নাই। আর "সাবয়ব বস্তুই উপাদান", এই যুক্তিও মায়িক পরিণামে (—বিবর্ত্তে) সঙ্গত নহে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বাধিকরণবৎ

[পূর্ব্বপক্ষসূত্র—] কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ॥২।১।২৬॥

পদচ্ছেদ—কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ, নিরবয়বত্বশব্দকোপঃ, বা।

সূত্রার্থ—['সাবয়বস্য এব নানাকারেণ পরিণামঃ' ইতি ন্যায়েন নিরবয়বাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবন্ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে, ন বা ইতি সন্দেহঃ ; পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধান্তিনং পৃচ্ছতি—কিং ব্রহ্ম নিরবয়বং পরিণমতে, সাবয়বং বা ? আদ্যে] **কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ**—কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যাকারেণ পরিণামপ্রসক্তিঃ, [ততশ্চ কার্য্যাতিরিক্তং ব্রহ্ম ন স্যাৎ। দ্বিতীয়ে তু কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ নাস্তি, একাংশপরিণামে অপি অপরাংশস্থিতিসম্ভবাৎ। তথাপি তু] **নিরবয়বত্বশব্দকোপঃ**—"নিষ্কলম্" (শ্বেঃ ৬।১৯) ইত্যাদি নিরবয়বত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ কুপ্যেত—বাধ্যেত ইত্যর্থঃ।

বাশব্দেন—উভয়পক্ষং বিকল্পেন আপাদ্যতে, কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ বা স্যাৎ, নিরবয়বত্বশব্দকোপঃ বা স্যাৎ ; কেনাপি প্রকারেণ ব্রহ্মপরিণামবাদঃ ন ঘটয়িতুং শক্যতে ইত্যর্থঃ। [এবম্ উভয়পক্ষে অপি অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ব্রহ্মণঃ উপাদানত্ববাদিসমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ]।

অনুবাদ—['সাবয়ব পদার্থেরই নানা আকারে পরিণাম হয়', এই যুক্তির বলে নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি কথনশীল সমন্বয় বিরোধ প্রাপ্ত হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধান্তীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—নিরবয়ব ব্রহ্মই কি পরিণাম প্রাপ্ত হন, অথবা সাবয়ব ? প্রথম পক্ষে] **কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ**—সমগ্র ব্রহ্মের কার্য্যাকারে পরিণাম হইয়া পড়িবে, [আর তাহার ফলে কার্য্যবস্তু হইতে ভিন্ন ব্রহ্ম [নামক কিছু] থাকিবেন না। দ্বিতীয় পক্ষে কিন্তু সমগ্র ব্রহ্মের পরিণাম হইয়া পড়িবে না, যেহেতু একাংশের পরিণাম হইলে অপর অংশের স্থিতি সম্ভব। কিন্তু তাহা হইলে] **নিরবয়বত্বশব্দকোপঃ**—"নিষ্কল", ইত্যাদি নিরবয়বত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতি কুপিতা, অর্থাৎ বাধিতা হইয়া পড়িবেন। **বা**শব্দের দ্বারা—উভয়পক্ষ বিকল্পে আপাদিত হইতেছে, অর্থাৎ হয় সমগ্র ব্রহ্মের পরিণাম হইয়া পড়িবে, অথবা নিরবয়বত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতি বাধিতা হইয়া পড়িবেন ; কোন-প্রকারেই ব্রহ্মপরিণামবাদকে সমর্থন করিতে পারা যায় না, ইহাই ভাব। [এইপ্রকারে উভয় পক্ষেই [ব্রহ্ম] অনিত্য হইয়া পড়েন বলিয়া ব্রহ্মের উপাদানতা বর্ণনাকারী শ্রুতিসমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হইতেছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

চেতনম্ একম্ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ক্ষীরাদিবৎ দেবাদিবৎ চ অনপেক্ষ্য বাহ্যসাধনং স্বয়ং পরিণমমানং জগতঃ কারণম্ ইতি স্থিতম্।১ শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধয়ে তু পুনঃ আক্ষিপতি।২ কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপেণ পরিণামঃ প্রাপ্নোতি, নিরবয়বত্বাৎ।৩ যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদিবৎ সাবয়বম্ অভবিষ্যৎ, ততঃ অস্য একদেশঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সূঃ—সাবয়ব, অথবা নিরবয়ব যাহাই হউন না কেন ব্রহ্মের জগৎকারণতা অসম্ভব]।

চেতন এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, যিনি দুগ্ধাদির ন্যায় এবং দেবাদির ন্যায় বাহ্য সাধনকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং পরিণাম প্রাপ্ত হন, তিনি জগতের [উপাদান ও নিমিত্ত] কারণ, ইহা স্থির হইয়াছে।১ কিন্তু শাস্ত্রের অর্থকে পরিশুদ্ধ (—স্পষ্ট) করিবার জন্য (—পরিণামবাদ নিরাকরণদ্বারা বিবর্ত্তবাদকে দৃঢ় করিবার জন্য) পুনরায় আক্ষেপ করিতেছেন।২ [পুর্ব্বপক্ষী বলেন—যদি দুগ্ধের দধিরূপে পরিণামের ন্যায় ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে বলিতে হইবে সেই ব্রহ্ম নিরবয়ব, অথবা সাবয়ব ? প্রথম পক্ষের উত্তরে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] কৃৎস্নপ্রসক্তি, অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্মের কার্য্যরূপে পরিণামপ্রাপ্তি হয়, যেহেতু তিনি নিরবয়ব।৩ [দ্বিতীয় পক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] যদি ব্রহ্ম পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় সাবয়ব হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার এক দেশ—(অংশ) পরিণাম প্রাপ্ত হইত এবং এক অংশ অবশিষ্ট থাকিত (—পরিণাম প্রাপ্ত হইত

শাঙ্করভাষ্যম্

পর্য্যণংস্যৎ, একদেশশ্চ অবাস্থাস্যত।৪ নিরবয়বং তু ব্রহ্ম শ্রুতিভ্যঃ অবগম্যতে—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (শ্বেঃ ৬।১৯), **"দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ"** (মুঃ ২।১।২), **"ইদং মহদ্ভূতং অনন্তম্ অপারং বিজ্ঞানঘনঃ এব"** (বৃঃ ২।৪।১২), **"সঃ এষঃ নেতি নেতি আত্মা"** (বৃঃ ৩।৯।২৬),**"অস্থূলম্ অনণু"**(বৃঃ ৩।৮।৮) **ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধিনীভ্যঃ।৫ ততশ্চ একদেশপরিণামাসম্ভবাৎ কৃৎস্নপরিণামপ্রসক্তৌ সত্যাং মূলোচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত।৬ দ্রষ্টব্য-তোপদেশানর্থক্যং চ আপন্নম্, অযত্নদৃষ্টত্বাৎ কার্য্যস্য; তদ্ব্যতি-রিক্তস্য চ ব্রহ্মণঃ অসম্ভবাৎ।৭ অজত্বাদিশব্দকোপশ্চ।৮ অথ**

ভাষ্যানুবাদ

না)।৪ [বেশ, ব্রহ্ম সেইপ্রকারই হউন, শ্রুতিও তাহাই বলেন—"পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি" (ছাঃ ৩।১২।৬) ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ব্রহ্ম কিন্তু নিরবয়ব, "নিষ্কল (—নিরবয়ব), নিষ্ক্রিয়, শান্ত (—নির্বিকার), নিরবদ্য (—দোষশূন্য) ও নিরঞ্জন (—ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য"), "যেহেতু সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তিবর্জ্জিত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান, সেইহেতু তিনি জন্মরহিত","এই মহৎ ভূত (—বৃহত্তম সত্যবস্তু) অনন্ত অপার এবং কেবলমাত্র বিজ্ঞানস্বরূপ", "ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপে নিষেধমুখে বর্ণিত সেই এই আত্মা" এবং "স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন", ইত্যাদি এই সকল সর্ব্বপ্রকার বিশেষের প্রতিষেধকারিণী শ্রুতিসকল হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। [এই শ্রুতিবাক্যসকলের নিরবকাশতার ভয়ে গায়ত্র্যুপাধিক সগুণব্রহ্মো-পাসনার জন্য পঠিত, সুতরাং তাহাতে সাবকাশ "পাদোঽস্য" ইত্যাদি বাক্য হইতে ব্রহ্মের সাবয়বতা কল্পনা করা যায় না, ইহাই ভাব]।৫ আর সেইহেতু (—ব্রহ্মের স্বরূপপ্রতিপাদনপর উক্ত শ্রুতিবাক্যসকল হইতে তাঁহার নিরবয়বতাই সিদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার] একাংশের পরিণাম সম্ভব হয় না বলিয়া সমগ্র ব্রহ্মের পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া পড়িলে মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়িবে (—যাহা পরিণামী, তাহাই বিনশ্বর হওয়ায় পরিণামী ব্রহ্মও বিনশ্বর হইয়া পড়িবেন।৬ সমগ্র ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণামপক্ষে অন্য দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর ["আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), এইপ্রকারে ব্রহ্মের] দ্রষ্টব্যতাবিষয়ে যে উপদেশ, তাহা অনর্থক হইয়া পড়িল, কারণ কোনপ্রকার প্রযত্ন ব্যতিরেকেই [ব্রহ্মের পরিণামভূত] কার্য্যবস্তু পরিদৃষ্ট হয় ; [যদি বলা হয়—না, তাহা অনর্থক নহে, যেহেতু কার্য্যাকারে অপরিণত ব্রহ্মই দ্রষ্টব্য। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [তাহাও বলিতে পার না], যেহেতু [নিরবয়ব হওয়ায়] তদ্ব্যতিরিক্ত (—কার্য্যাকারে পরিণামপ্রাপ্ত ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত) ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্ভব নহে।৭ আবার [ব্রহ্মের পরিণামাত্মক জন্ম ও

শাঙ্করভাষ্যম্

এতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া সাবয়বম্ এব ব্রহ্ম অভ্যুপগম্যেত, তথাপি যে নিরবয়বত্বস্য প্রতিপাদকাঃ শব্দাঃ উদাহৃতাঃ তে প্রকুপ্যেয়ুঃ।৯ সাবয়বত্বে চ অনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ ইতি।১০ সর্ব্বথা অয়ং পক্ষঃ ন ঘটয়িতুং শক্যতে ইতি আক্ষিপতি।১১॥২।১।২৬॥

ভাষ্যানুবাদ

তাহার নাশ অঙ্গীকার করিলে] জন্মরাহিত্যাদি প্রতিপাদিকা [মুঃ ২।১।২, কঠ ১।২।১৮ ইত্যাদি] শ্রুতির কোপ (—বিরোধ, বাধ) হইয়া পড়িবে।৮ আর এই দোষকে পরিহার করিবার ইচ্ছায় যদি ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিয়া অঙ্গীকার কর, তাহা হইলেও [ব্রহ্মের] নিরবয়বতা প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতিবাক্য উদাহৃত হইয়াছে, তাহারা বাধিত হইয়া পড়িবে।৯ আর [ব্রহ্ম] সাবয়ব হইলে [সাবয়বমাত্রই বিনাশী হওয়ায়] অনিত্য হইয়া পড়িবেন।১০ [এইরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে—] কোনপ্রকারেই এই পক্ষকে (—ব্রহ্মপরিণামবাদকে) সমর্থন করিতে পারা যায় না, এইপ্রকারে [পূর্ব্বপক্ষী] আক্ষেপ করিতেছেন।১১॥২।১।২৬॥

[সিদ্ধান্তসূত্র—] শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥২।১।২৭॥

সূত্রার্থ—**তু**শব্দঃ—পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। [ন তাবৎ ব্রহ্মণঃ কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ। কুতঃ ?] **শ্রুতেঃ**—যতঃ যথা ব্রহ্মণঃ জগদুপাদানত্বং "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ৩।১) ইত্যাদিশ্রুতৌ শ্রূয়তে, তথা "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ছাঃ ৩।১২।৬) ইত্যাদিশ্রুতৌ কার্য্যব্যতিরেকেণ তস্য সত্ত্বমপি শ্রূয়তে। [তথাচ শ্রুত্যা এব বিবর্ত্তবাদঃ স্ফুটীকৃতঃ, নহি পরিণামবাদে কার্য্যব্যতিরেকেণ নিরবয়বস্য কারণস্য সত্তা সম্ভবতি। অতঃ কার্য্যব্যতিরেকেণ ব্রহ্মণঃ অবস্থানশ্রুতেঃ ন কৃৎস্নপ্রসক্তিদোষাবকাশঃ। নন্তু যুক্তিবাধিতত্বাৎ শ্রুতির্বা কথং কার্য্যব্যতিরেকেণ ব্রহ্মণঃ সত্ত্বং বোধয়েৎ ? তত্র আহ—] **শব্দমূলত্বাৎ**- ব্রহ্মণঃ শব্দৈকপ্রমাণকত্বাৎ। [অতঃ যথাশব্দং ব্রহ্মণঃ কার্য্যোপাদানত্বং তদতিরেকেণ চ সত্ত্বম্ অবিরুদ্ধম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—**তু**শব্দটী পূর্ব্বপক্ষনিরাকরণের জন্য। [ব্রহ্মের সমগ্রভাবে জগদাকারে পরিণামপ্রাপ্তি হয় না। তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] **শ্রুতেঃ**—যেহেতু "যাঁহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়," ইত্যাদি শ্রুতিতে যেমন ব্রহ্মের জগদুপাদানতা শ্রুত হইতেছে, এইরূপে "ইঁহার অমৃতস্বরূপ তিনটী পাদ স্বস্বরূপে অবস্থিত", ইত্যাদি শ্রুতিতে কার্য্যব্যতিরেকে তাঁহার অস্তিত্বও শ্রুত হইতেছে। [এইপ্রকারে শ্রুতিকর্ত্তৃকই বিবর্ত্তবাদ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, যেহেতু] পরিণামবাদে কার্য্যব্যতিরেকে নিরবয়ব কারণের অস্তিত্ব সম্ভব হয় না। অতএব কার্য্যব্যতিরেকে ব্রহ্মের অস্তিত্ব শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে বলিয়া [ব্রহ্মের] সমগ্রভাবে জগদাকারে পরিণামপ্রাপ্তিরূপ দোষের অবকাশ নাই। কিন্তু যুক্তির দ্বারা বাধিত হওয়ায় শ্রুতিই বা কিপ্রকারে কার্য্যব্যতিরেকে ব্রহ্মের অস্তিত্ব বোধ করাইবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **শব্দমূলত্বাৎ**—যেহেতু ব্রহ্ম একমাত্র বেদরূপ প্রমাণগম্য। [অতএব শ্রুতিতে যেপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে, সেইপ্রকারে ব্রহ্মের পক্ষে [জগদ্রূপ] কার্য্যের উপাদান হওয়া এবং তদতিরিক্তভাবে বর্ত্তমান থাকা অবিরুদ্ধ, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দেন আক্ষেপং পরিহরতি ।১ ন খলু অস্মৎপক্ষে কশ্চিদপি দোষঃ অস্তি ।২ ন তাবৎ কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ অস্তি ।৩ কুতঃ ?৪ শ্রুতেঃ ।৫ যথৈব হি ব্রহ্মণঃ জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে, এবং বিকারব্যতিরেকেণ অপি ব্রহ্মণঃ অবস্থানং শ্রূয়তে ।৬ প্রকৃতিবিকারয়োঃ ভেদেন ব্যপদেশাৎ "সা ইয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্ত অহম্ ইমাঃ তিস্রঃ দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬৷৩৷২) ইতি, "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ । পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ॥ (ছাঃ ৩৷১২৷৬) ইতি চ এবংজাতীয়কাৎ ।৭ তথা হৃদয়ায়তনত্ববচনাৎ সৎসম্পত্তি-

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী সিঃ—পরিণামবাদাবলম্বনে আপাতসমাধান—জগদ্রূপে পরিণত হইলেও অবিকৃত ব্রহ্ম থাকেন বলিয়া কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষ হয় না]।

সিদ্ধান্ত—[বিবর্ত্তবাদের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন না করিয়া "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ" (গীতা ৩ ২৬) এই ন্যায়াবলম্বনে প্রথমে একদেশিমতে ব্রহ্মপরিণামবাদাবলম্বনেই সিদ্ধান্ত বর্ণনা করিতেছেন—] তু শব্দটীর দ্বারা আক্ষেপকে পরিহার করিতেছেন ।১ আমাদের পক্ষে কিন্তু কোনও দোষ নাই ২ ['কৃৎস্নপ্রসক্তি' দোষের নিরাকরণ করিতেছেন—] দেখ, কৃৎস্নপ্রসক্তি (—সমগ্র ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণাম) হয় না ।৩ তাহাতে যুক্তি কি (—নিরবয়ব ব্রহ্মের পরিণাম হয়, অথচ সমগ্র ব্রহ্মের তাহা হয় না, এই বিষয়ে যুক্তি কি)?৪ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু শ্রুতি আছে ।৫ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] দেখ, যেপ্রকারে ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, এইপ্রকারে কার্য্যবস্তু হইতে ভিন্নরূপেও ব্রহ্মের অবস্থান শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে ।৬ [কিন্তু কার্য্যবস্তু হইতে ভিন্নরূপে ব্রহ্মের অবস্থিতি তো শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা বলিতে পার না], যেহেতু "সেই এই দেবতা ঈক্ষণ করিলেন, আচ্ছা আমি এই জীবাত্মরূপে [তেজঃ জল ও ক্ষিতি, এই] তিনটী দেবতার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপকে অভিব্যক্ত করিব", ইত্যাদি এবং "ইহার (—গায়ত্রীরূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের) মহিমা ততটা [যতটা এই প্রপঞ্চ], ইহা হইতে (—গায়ত্র্যুপাধিক ব্রহ্ম হইতে) পুরুষ শ্রেষ্ঠ। ইহার (—এই পুরুষের) একপাদ সর্ব্বভূত এবং অমৃতস্বরূপ তিনটী পাদ দিবে (—প্রকাশাত্মক স্বস্বরূপে) অবস্থিত", ইত্যাদি এই জাতীয় কার্য্য ও কারণের মধ্যে ভেদাবলম্বনে বর্ণনা আছে ৭ [এইরূপে ছাঃ ৬৷৩৷২ বাক্যে দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যরূপে, প্রবেশকর্ত্তা ও প্রবেশ্যরূপে, অভিব্যক্তিকর্ত্তা ও অভিব্যক্তব্য বিষয়রূপে এবং ছাঃ ৩৷১২৷৬ বাক্যে ব্যাপ্য ও ব্যাপকরূপে এবং অংশ ও অংশিরূপে [কার্য্যবস্তু ও ব্রহ্মের বিভিন্নভাবে] অবস্থিতি,

শাঙ্করভাষ্যম্

বচনাৎ চ।৮ যদি চ কৃৎস্নং ব্রহ্ম কার্য্যভাবেন উপযুক্তং স্যাৎ, "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১) ইতি সুষুপ্তিগতং বিশেষণম্ অনুপপন্নং স্যাৎ ; বিকৃতেন ব্রহ্মণা নিত্যসম্পন্নত্বাৎ, অবিকৃতস্য চ ব্রহ্মণঃ অভাবাৎ।৯ তথা ইন্দ্রিয়গোচরত্বপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মণঃ, বিকারস্য চ ইন্দ্রিয়গোচরত্বোপপত্তেঃ, তস্মাৎ অস্তি অবিকৃতং ব্রহ্ম।১০ নচ নিরবয়বত্বশব্দকোপঃ অস্তি, শ্রূয়মাণ-

ভাষ্যানুবাদ

আর শেষোক্ত শ্রুতিতেই অবিকৃত ব্রহ্মের অবস্থিতি প্রদর্শন করিয়া শেষোক্ত বিষয়ে অন্য প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য পুনরায় কার্য্যবস্তু হইতে ভিন্নভাবে অবিকৃত ব্রহ্মের অবস্থিতি প্রদর্শন করিতেছেন—] এইপ্রকারে হৃদয়ে [ব্রহ্মের] অবস্থিতি-বোধক (ছাঃ ৮।৩।৩) বাক্য হইতে এবং সৎস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একীভাববোধক [ছাঃ ৬।৮।১] বাক্য হইতে 'কার্য্য হইতে অতিরিক্ত অবিকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে'।৮ [কিন্তু সুষুপ্তিতে সৎস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একীভাবের কথাই ছাঃ ৬।৮।১ শ্রুতি বলিতেছেন, ইহার দ্বারা অবিকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব কিপ্রকারে সিদ্ধ হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন –] যদি সমগ্র ব্রহ্ম কার্য্যরূপে উপযুক্ত (—জগদ্রূপে পরিণত হইয়া উপক্ষীণ) হইতেন, তাহা হইলে "হে প্রিয়দর্শন, তখন (– সুষুপ্তিতে, জীব] সৎস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়", এইপ্রকার যে সুষুপ্তি অবস্থাগত বিশেষণ, তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়িত ; যেহেতু [ঘটরূপে পরিণত মৃত্তিকার সহিত ঘটের ন্যায়] বিকৃত (—কার্য্যরূপে পরিণত) ব্রহ্মের সহিত [ব্রহ্মের কার্য্যভূত জীব] নিত্য সম্পন্ন (—একীভূত) হইয়াই আছে, আর যেহেতু [নিরবয়ব ব্রহ্মের পরিণাম অঙ্গীকৃত হওয়ায়] অবিকৃত ব্রহ্মের অভাব হইয়া থাকে (—অবিকৃত ব্রহ্ম বলিয়া কিছু থাকেন না, যাঁহার সহিত জীব সুষুপ্তিতে একীভূত হইবে। অতএব সুষুপ্তিতে ব্রহ্মের সহিত একীভাব সিদ্ধির জন্য অবিকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে।৯ এই বিষয়ে অন্য যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে ["ন চক্ষুষা গৃহ্যতে", (মুঃ ৩।১।৮) ইত্যাদি শ্রুতিতে] ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়গোচরতা (—ইন্দ্রিয়ের বিষয় হওয়া) প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় এবং কার্য্যবস্তুর ইন্দ্রিয়গোচরতা যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় সেই হেতুবলে অবিকৃত ব্রহ্ম আছেন, 'ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে'।১০ [অতএব ব্রহ্মপরিণামবাদ অঙ্গীকার করিলেও শ্রুতিবাক্যবলে অবিকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া কৃৎস্নপ্রসক্তিদোষ হয় না]।

[একদেশী সিঃ—অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপ শ্রুতিমাত্রগম্য। ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইলেও আগমপ্রমাণবলে নিরবয়বত্বশব্দকোপরূপ দোষ হয় না]।

[এক্ষণে একদেশিমতাবলম্বনেই 'নিরবয়বত্বশব্দকোপকে' অর্থাৎ ব্রহ্মের নিরবয়বতা প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের বাধিত হওয়াকে নিরাকরণ করিতেছেন—] আর

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বাৎ এব নিরবয়বত্বস্যাপি অভ্যুপগম্যমানত্বাৎ।১১ শব্দমূলং চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং, ন ইন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং, তৎ যথাশব্দম্ অভ্যুপগন্তব্যম্।১২ শব্দশ্চ উভয়মপি ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তি অকৃৎস্নপ্রসক্তিং নিরবয়বত্বং চ।১৩ লৌকিকানাম্ অপি মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাৎ শক্তয়ঃ বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়াঃ দৃশ্যন্তে।১৪ তাঃ অপি তাবৎ ন উপদেশম্ অন্তরেণ কেবলেন তর্কেণ অবগন্তুং শক্যন্তে 'অস্য বস্তুনঃ এতাবত্যঃ এতৎসহায়াঃ এতদ্বিষয়াঃ এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয়ঃ' ইতি।১৫ কিমুত অচিন্ত্যস্বভাবস্য ব্রহ্মণঃ রূপং বিনা শব্দেন ন নিরূপ্যেত?১৬ তথাচ আহুঃ পৌরাণিকাঃ "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।

ভাষ্যানুবাদ

[ব্রহ্মপরিণামবাদ অঙ্গীকার করিলে, ব্রহ্মের] নিরবয়বতা প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল বাধিত হয় না, যেহেতু শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই [তাঁহার] নিরবয়বতাও স্বীকৃত হইয়া থাকে।১১ [যদি বলা হয়—ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণামপ্রাপ্তও হইবেন এবং পৃথগ্‌ভাবে নিরবয়বও থাকিবেন,ইহা অঙ্গীকার করিলে তাঁহার সাবয়বতা দুর্ব্বার হইয়া পড়ে, যেহেতু "যাহা দুইপ্রকারে অবস্থিত, তাহা সাবয়ব", এই যুক্তিবলে একই নিরবয়ব বস্তুর দুইপ্রকারে অবস্থিতি সম্ভব নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ব্রহ্ম কিন্তু শব্দমূল, অর্থাৎ শব্দপ্রমাণক (—শ্রুতিরূপ প্রমাণগম্য), ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রমাণগম্য নহেন, [সুতরাং] শাস্ত্র যেপ্রকার বলেন, সেইপ্রকারেই তাঁহাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে।১২ আর শব্দ (—শ্রুতি) ব্রহ্মের অকৃৎস্নপ্রসক্তি (– সমগ্রভাবে পরিণামপ্রাপ্ত না হওয়া, ৬ বাক্য হইতে দ্রঃ] এবং [শ্বেঃ ৬।১৯ ইত্যাদিস্থলে] নিরবয়বতা, এই উভয়ই প্রতিপাদন করিতেছেন।১৩ [প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে বস্তু, তন্নিষ্ঠ শক্তিবিষয়ক জ্ঞানও যখন উপদেশ ব্যতিরেকে কেবল তর্কের দ্বারা হয় না ; তখন শ্রুতিমাত্রগম্য অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান যে তর্কের অগম্য, এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ? এইপ্রকার কৈমুতিকন্যায়াবলম্বনে বলিতেছেন—] লৌকিক যে মণি মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতি, দেশকাল ও নিমিত্তের বৈচিত্র্যবশতঃ তাহাদেরও বিরুদ্ধ অনেকপ্রকার কার্য্যবিষয়ক (—কার্য্যোৎপাদিকা) শক্তিসকল পরিদৃষ্ট হয়।১৪ সেই [শক্তি] সকলকেও যখন উপদেশব্যতিরেকে কেবল যুক্তির দ্বারা অবগত হইতে পারা যায় না, যথা—'এই বস্তুর এইপ্রকার সহায়যুক্ত, এইপ্রকার বিষয়বিশিষ্ট এবং এইপ্রকার প্রয়োজনসম্পাদক এতগুলি শক্তি আছে', ইত্যাদি।১৫ তখন যাঁহার স্বভাব চিন্তারও অতীত, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ যে শ্রুতিব্যতিরেকে নিরূপিত হইবে না, এইবিষয়ে আর বলিবার কি আছে ?১৬ পৌরাণিকগণও সেইপ্রকারই বলেন, যথা—"যে সকল পদার্থ চিন্তার

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্" ॥ (মহাভাঃ, ভীষ্ম, ৫।১২) **ইতি।** ১৭ **তস্মাৎ শব্দমূলঃ এব অতীন্দ্রিয়ার্থযাথাত্ম্যাধিগমঃ।** ১৮ **ননু শব্দেনাপি ন শক্যতে বিরুদ্ধঃ অর্থঃ প্রত্যায়য়িতুং 'নিরবয়বং চ ব্রহ্ম পরিণমতে, ন চ কৃৎস্নম্' ইতি।** ১৯ **যদি নিরবয়বং ব্রহ্ম স্যাৎ নৈব পরিণমেত, কৃৎস্নম্ এব বা পরিণমেত।** ২০ **অথ কেনচিৎ রূপেণ পরিণমেত কেনচিৎ চ অবতিষ্ঠেত ইতি রূপ-ভেদকল্পনাৎ সাবয়বম্ এব প্রসজ্যেত।** ২১ **ক্রিয়াবিষয়ে হি "অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি", "নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি"** (তৈঃ সং ৬।৬।১১।৪) **ইতি এবংজাতীয়কায়াং বিরোধপ্রতীতৌ অপি বিকল্পাশ্রয়ণং বিরোধপরিহারকারণং ভবতি, পুরুষতন্ত্রত্বাৎ চ অনুষ্ঠানস্য।** ২২ **ইহ তু বিকল্পাশ্রয়ণেনাপি ন বিরোধপরিহারঃ**

ভাষ্যানুবাদ

অতীত, তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোজনা করা (—যুক্তির দ্বারা বাধিত করা) উচিত নহে। যাহা প্রকৃতি (—প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুর স্বভাব) হইতে বিলক্ষণ (—কেবল-মাত্র শাস্ত্র ও আচার্যোর উপদেশগম্য), তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ (—স্বরূপ") ।১৭ সেইহেতু (—তর্কের অগম্য হওয়ায়) অতীন্দ্রিয় বস্তুর যথার্থস্বরূপবিষয়কজ্ঞান নিশ্চয়ই শব্দমূল (—আগমরূপ প্রমাণগম্য) ।১৮ [অতএব নিরবয়ব ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইলেও তদতিরিক্ত অবিকৃত নিরবয়বস্বরূপেও অবস্থান করেন, আগমপ্রমাণবলে ইহা সিদ্ধ হয়]।

[পূঃ—একদেশীর ব্যাখ্যাতে দোষ প্রদর্শন। ব্রহ্মের জগৎকারণতাবোধক শ্রুতির প্রামাণ্য দুর্ঘট।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, [আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা ও সন্নিধি প্রভৃতির বলেই শব্দের অর্থবোধ হয় বলিয়া] 'নিরবয়ব ব্রহ্ম [জগদ্রূপে] পরিণত হন, কিন্তু সমগ্র-ভাবে হন না', এইপ্রকার বিরুদ্ধ বিষয় [আগমপ্রমাণের বলেও] বুদ্ধিতে আরূঢ় করাইতে পারা যায় না।১৯ ব্রহ্ম যদি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে নিশ্চয় পরিণাম প্রাপ্ত হইবেন না, অথবা [পরিণাম প্রাপ্ত হইলে] সমগ্র ব্রহ্মই পরিণাম প্রাপ্ত হইবেন।২০ আর কোনরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইবেন এবং কোনরূপে [অপরিণামি-ভাবে] অবস্থান করিবেন, এইপ্রকারে রূপভেদ কল্পনাবশতঃ [ব্রহ্ম]অবশ্যই সাবয়ব হইয়া পড়িবেন।২১ [কিন্তু ষোড়শী গ্রহণে বিকল্পের ন্যায় (১।৮৯৭পৃঃ),ব্রহ্মও সাবয়ব ও নিরবয়ব, এইপ্রকার বিকল্প অঙ্গীকার করিলেই তো সকলপ্রকার শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্য হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শী গ্রহণ করিবে", "অতিরাত্র যজ্ঞে ষোড়শী গ্রহণ করিবে না", ইত্যাদি এই জাতীয় ক্রিয়াবিষয়ে বিরোধ প্রতীত হইলেই বিকল্পের আশ্রয় গ্রহণ বিরোধ পরিহারের কারণ হইয়া থাকে, যেহেতু অনুষ্ঠান পুরুষতন্ত্র (—পুরুষের ইচ্ছাধীন) ।২২ কিন্তু

শাঙ্করভাষ্যম্

সম্ভবতি, অপুরুষতন্ত্রত্বাৎ বস্তুনঃ ।২৩ তস্মাৎ দুর্ঘটম্ এতৎ ইতি ।২৪ নৈষঃ দোষঃ, অবিদ্যাকল্পিতরূপভেদাভ্যুপগমাৎ ।২৫ নহি অবিদ্যা-কল্পিতেন রূপভেদেন সাবয়বং বস্তু সম্পদ্যতে ।২৬ নহি তিমিরো-পহতনয়নেন অনেকঃ ইব চন্দ্রমাঃ দৃশ্যমানঃ অনেকঃ এব ভবতি ।২৭ অবিদ্যাকল্পিতেন চ নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃতাব্যা-কৃতাত্মকেন তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়েন ব্রহ্ম পরিণামাদি-সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে ।২৮ পারমার্থিকেন চ রূপেণ

ভাষ্যানুবাদ

এখানে (—ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণাম ও অপরিণামবিষয়ে) বিকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিলেও বিরোধ পরিহার সম্ভব নহে, যেহেতু বস্তু (—ব্রহ্মের পরিণামাদি বিষয়) পুরুষতন্ত্র নহে ।২৩ সেইহেতু (—ব্রহ্ম নিরবয়ব হইলে জগতের পরিণামী উপাদান হইতে পারিবেন না ; সাবয়ব হইলে বিনাশী হইয়া পড়িবেন ও নিরবয়বত্ব প্রতি-পাদিকা শ্রুতিসকল বাধিত হইয়া পড়িবে ; বস্তুর স্বরূপে বিকল্প সম্ভব নহে এবং অন্যপ্রকার উপপত্তিও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না ; এইসকল হেতুবশতঃ) ইহা (—ব্রহ্মের জগৎকারণতাপ্রতিপাদিকা শ্রুতির প্রামাণ্য) দুর্ঘট, ইত্যাদি ।২৪

[মুখ্যসিঃ—জগৎ ব্রহ্মের মিথ্যাপরিণাম (—বিবর্ত্ত) হওয়ায় কৃৎস্নপ্রসক্তি প্রভৃতি দোষ হয় না বলিয়া শ্রুতির প্রামাণ্য সুস্থিত]।

মুখ্য সিদ্ধান্তীর সমাধান—[বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে পরিহার করিতেছেন—] তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে, যেহেতু অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত রূপের বিভিন্নতা অঙ্গীকার করা হয় (—ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিরবয়ব ও অবিকারি, মায়াবশতঃ তাঁহার নানা মিথ্যা পরিণাম অঙ্গীকৃত হয়, সুতরাং দুর্ঘটত্বদোষ হয় না।) ।২৫ [কিন্তু এইপ্রকারে রূপভেদ অঙ্গীকার করিলে ব্রহ্মের সাবয়বতা দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে ; তদুত্তরে বলিতেছেন—] অবিদ্যাকল্পিত রূপভেদের দ্বারা বস্তু কদাপি সাবয়ব হইয়া পড়ে না ।২৬ [দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা স্পষ্ট করিতেছেন—] যাহার চক্ষু তিমির-রোগগ্রস্ত, তৎকর্ত্তৃক যেন অনেকরূপে পরিদৃশ্যমান চন্দ্রমা নিশ্চয়ই অনেক হইয়া পড়ে না ।২৭ [কিন্তু নামরূপের বিভিন্নতা অবিদ্যাকল্পিত হইলে অবিদ্যাই হইবে জগৎ-কারণ, ব্রহ্ম নহেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত নাম ও রূপাত্মক যে রূপভেদ, যাহা ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ এবং [যাহা সৎ নহে এবং অসৎ নহে বলিয়া] তত্ত্ব এবং অন্যত্বের দ্বারা (—ইহা এইপ্রকার, অথবা এইপ্রকার নহে, এইরূপে) নির্ব্বচনীয় নহে, তাহার দ্বারা [তদধিষ্ঠানভূত] ব্রহ্ম পরিণাম প্রভৃতি সকলপ্রকার ব্যবহারের আশ্রয় হইয়া থাকেন [সুতরাং ব্রহ্মই কারণ, পারমার্থিক সত্তাহীন অবিদ্যা নহে ।২৮ কিন্তু অবিদ্যার আশ্রয়ভূত ব্রহ্মের অপরি-ণামিতা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [মরীচিকা-

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ব্বব্যবহারাতীতম্ অপরিণতম্ অবতিষ্ঠতে।২৯ বাচারম্ভণমাত্রত্বাৎ চ অবিদ্যাকল্পিতস্য নামরূপভেদস্য ইতি ন নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণঃ কুপ্যতি।৩০ ন চ ইয়ং পরিণামশ্রুতিঃ পরিণামপ্রতিপাদনার্থা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ।৩১ সর্ব্বব্যবহারহীনব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনার্থা তু এষা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলাবগমাৎ।৩২ "সঃ

ভাষ্যানুবাদ

উপাধির দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, সুতরাং অনার্দ্র মৃত্তিকার ন্যায়] পারমার্থিকরূপে (—স্বীয় যথার্থস্বরূপে, তিনি] সকলপ্রকার ব্যবহারের অতীত অপরিণামিরূপে অবস্থান করেন। [সুতরাং কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষের প্রাপ্তি হয় না।২৯ এক্ষণে নিরবয়বত্ব-শব্দকোপরূপ দোষও হয় না, ইহা বলিতেছেন—] আর অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত নাম ও রূপের বিভিন্নতা বাঙ্‌মাত্রকে অবলম্বনকরতঃ (ছাঃ ৬।১।৪) বর্ত্তমান থাকে বলিয়া (—পরমার্থতঃ থাকে না বলিয়া) ব্রহ্মের নিরবয়বতা বাধিত হয় না।৩০ [কিন্তু "সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ....যদিদং কিঞ্চ" (তৈঃ ২।৬) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের পরিণাম বাঙ্‌মাত্রকে অবলম্বনকারী মিথ্যা কিপ্রকারে হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই পরিণামবিষয়িণী শ্রুতি (—সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য-সকল, ব্রহ্মের) পরিণাম প্রতিপাদনের জন্য নহে, যেহেতু তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইলে কোনরূপ ফল অবগত হওয়া যায় না।৩১ [আচ্ছা, উক্ত শ্রুতিবাক্যসকল তাহা হইলে কি প্রতিপাদন করে ? তাহা বলিতেছেন—] কিন্তু ইহা (—পরিণামবিষয়িণী শ্রুতি) সকলপ্রকার ব্যবহারের অতীত ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদনের জন্য (১), যেহেতু তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইলে [মোক্ষরূপ] ফল অবগত হওয়া যায়।৩২ [ব্রহ্মাত্মজ্ঞান

ভাবদীপিকা [সৃষ্টিশ্রুতির উপযোগিতা]

(১) সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল কিপ্রকারে জীব ও ব্রহ্মের একত্বাবগতির পক্ষে উপযোগী, তাহা অনুধাবনযোগ্য। ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর হওয়ায় তদ্বিষয়ে 'ইনি এই-প্রকার', এইরূপে বিধিমুখে উপদেশ করা সম্ভব নহে। সেইহেতু 'অধ্যারোপ' ও 'অপবাদ' অবলম্বনে শ্রুতি সর্ব্বপ্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। রজ্জুতে সর্পের আরোপের ন্যায় ব্রহ্মবস্তুতে যে জগতের আরোপ (—অধ্যাস), তাহাকে বলে—**অধ্যারোপ।** আর রজ্জুতে আরোপিত সর্প যেমন বস্তুতঃ রজ্জুমাত্র, তদ্রূপ ব্রহ্মে আরোপিত জগৎপ্রপঞ্চও বস্তুতঃ ব্রহ্মমাত্র, এইপ্রকার বাধনিশ্চয়কে বলে—**অপবাদ।** শ্রুতি যদি "এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১।৩),"অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" (মুঃ ১।১।৭), ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রতিপাদক বাক্যসকলের দ্বারা সৃষ্টির উল্লেখ না করিয়া ব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চের অপবাদ করিতেন, তাহা হইলে শিষ্যের সন্দেহ হইত—'এই জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য নহে এবং ব্রহ্মও জগৎকারণ নহেন' ; পরন্তু প্রধান অথবা পরমাণু প্রভৃতি অন্য কিছুই এই জগতের কারণ। ফলে প্রধান প্রভৃতিও স্বীকৃত হওয়ায় ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, এইপ্রকার সংশয়াতীত জ্ঞান শিষ্যের হইত না। কিন্তু সৃষ্টিপ্রতিপাদক উক্ত বাক্যসকলে ব্রহ্মই জগতের উপাদানরূপে বর্ণিত হওয়ায় তাদৃশ সংশয় নিরাকৃত হইয়া

শাঙ্করভাষ্যম্

এষঃ নেতি নেতি আত্মা", ইতি উপক্রম্য আহ—"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তঃ অসি" (বৃঃ ৪।২।৪) **ইতি** ।৩৩ **তস্মাৎ অস্মৎপক্ষে ন কশ্চিদপি দোষপ্রসঙ্গঃ অস্তি** ।৩৪॥২।১।২৭॥

ভাষ্যানুবাদ

হইলে মোক্ষরূপ ফল হয়, এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "সেই এই আত্মা ইহা নহে, ইহা নহে", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া [শ্রুতি] বলিতেছেন—"হে জনক, তুমি ভয়শূন্যকে (—জন্মমরণাদিভয়রহিত ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়াছ", ইত্যাদি ।৩৩ সেইহেতু (—এইপ্রকারে নিরবয়ব ও অবিকারি ব্রহ্মের মিথ্যা পরিণাম অঙ্গীকৃত হওয়ায়, বিবর্তবাদী] আমাদের পক্ষে [কৃৎস্নপ্রসক্তি ও নিরবয়বত্ব-শব্দকোপ প্রভৃতি] কোনপ্রকার দোষের সম্ভাবনা নাই ।৩৪॥২।১।২৭॥

আত্মনিচৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২।১।২৮॥

পদচ্ছেদ—আত্মনি, চ, এবম্, বিচিত্রাঃ, চ, হি।

সূত্রার্থ—[ব্রহ্মণঃ বিবর্তোপাদানত্বং স্বপ্নসাক্ষিদৃষ্টান্তেন দ্রঢয়ন্ মায়াবাদং স্ফুটয়তি ভগবান্ সূত্রকারঃ—] **হি**—যস্মাদ্ধেতোঃ, ["ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ" (বৃঃ ৪।৩।১০) ইত্যাদৌ] **আত্মনি**—স্বপ্নদৃশি নিরবয়বে একস্মিন্ আত্মনি, **বিচিত্রাঃ**—বিবিধাকারাঃ [সৃষ্টয়ঃ শ্রূয়ন্তে]। **চ**শব্দেন—মায়াবিদৃষ্টান্তং সমুচ্চিনোতি। [তথাচ—যথাচ লোকে মায়াবিনি স্বরূপানুপমর্দ্দেন এব হস্ত্যশ্বাদিবিচিত্রাঃ সৃষ্টয়ঃ দৃশ্যন্তে]। **এবম্** [একস্মিন্ ব্রহ্মণি] **চ**—অপি [বিবিধসৃষ্টিঃ উপপদ্যতে। অতঃ ন ব্রহ্মণঃ কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিদোষঃ স্বপ্নসাক্ষিণঃ ইব ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[ভগবান্ সূত্রকার স্বপ্নের প্রকাশক সাক্ষিচৈতন্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণদ্বারা ব্রহ্মের বিবর্তোপাদানতাকে দৃঢ়করতঃ মায়াবাদকে পরিস্ফুট করিতেছেন—] **হি**—যেহেতু, ["সেখানে রথসকল থাকে না, অশ্বসকল থাকে না", ইত্যাদি শ্রুতিতে] **আত্মনি**—স্বপ্নদ্রষ্টা নিরবয়ব এক আত্মাতে, **বিচিত্রাঃ**—বিবিধপ্রকার আকারবিশিষ্ট [সৃষ্টিসকল বর্ণিত

ভাষ্যদীপিকা [সৃষ্টিশ্রুতির উপযোগিতা]

পড়ে, যেহেতু কারণব্যতিরেকে কার্য্য অন্যত্র থাকে না। এই অবস্থাতে শিষ্য ব্রহ্মকে জীবজগৎ-বিশিষ্ট মনে করে। তখন শ্রুতি "নেতি নেতি" (বৃঃ ৪।২।৪), "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" (বৃঃ ২।৪।৬) ইত্যাদি বাক্যসকলের দ্বারা ব্রহ্মে এই জগৎপ্রপঞ্চের অপবাদ করেন। তাহাতে রজ্জুতে আরোপিত সর্প যেমন মিথ্যা, তদ্রূপ ব্রহ্মে অধ্যস্ত এই জগৎপ্রপঞ্চও মিথ্যা, এইপ্রকারে জগতের মিথ্যাত্বের বোধ হয়। তাহার ফলে দ্বৈতবিভ্রম বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্ম স্বগত সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবিহীন একরস ও অদ্বিতীয়, এইপ্রকার বোধ উৎপন্ন হয়। অনন্তর প্রক্ষীণকল্মষ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন নিবৃত্তাসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা (৩।৪।১৪ অধিঃ, ১ ভাবদীঃ) শিষ্যের প্রতি "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইলে জীবের অবিদ্যা-ধ্বংসী ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয়। এইপ্রকারে সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল পরম্পরা-ভাবে জীবের ব্রহ্মাত্মভাব অবগতির প্রতি হেতু হইয়া থাকে। [১০০ পৃঃ ৭৮ বাক্য, অত্রস্থ ১১ সংখ্যক ভাবদীঃ এবং ২।১।১১ অধিঃ ৫ ভাবদীঃ দ্রঃ]।

হইতেছে]। চশব্দের দ্বারা—মায়াবীর দৃষ্টান্তকেও গ্রহণ করিতেছেন। [তাহা এই—যেমন লোকমধ্যে নিজের স্বরূপের নাশ ব্যতিরেকেই হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টিসকল মায়াবীতে পরিদৃষ্ট হয়]। এবম্—এইপ্রকারে, চ—এক ব্রহ্মেও [বিবিধপ্রকার সৃষ্টি উপপন্ন হয়। অতএব স্বপ্নের প্রকাশক সাক্ষীর ন্যায় ব্রহ্মের কৃৎস্নপ্রসক্তি প্রভৃতি দোষ হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ নৈবাত্র বিবদিতব্যং কথং একস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব অনেকাকারা সৃষ্টিঃ স্যাৎ ইতি।১ যতঃ আত্মনি অপি একস্মিন্ স্বপ্নদৃশি স্বরূপানুপমর্দ্দেন এব অনেকাকারা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে-"ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থানঃ ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" (বৃঃ ৪।৩।১০) ইত্যাদিনা।২ লোকেঽপি দেবাদিষু মায়াব্যাদিষু চ স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব বিচিত্রাঃ হস্ত্যশ্বাদিসৃষ্টয়ঃ দৃশ্যন্তে।৩ তথা একস্মিন্ অপি ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব অনেকাকারা সৃষ্টিঃ ভবিষ্যতি ইতি।৪॥২।১।২৮॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্বপ্নসাক্ষী ও মায়াবীর দৃষ্টান্তাবলম্বনে ব্রহ্মের বিবর্ত্তোপাদানতা প্রতিপাদন।]

আর দেখ, এই বিষয়ে বিবাদ করা উচিত নহে যে, কিপ্রকারে স্বরূপের নাশ ব্যতিরেকেই এক ব্রহ্মে অনেকপ্রকার আকারবিশিষ্ট সৃষ্টি হইবে?১ যেহেতু "সেখানে (—স্বপ্নে) রথসকল থাকে না, অশ্বসকল থাকে না এবং পথসকল থাকে না, অথচ [তিনি] রথসকল অশ্বসকল ও পথসকলকে সৃষ্টি করেন", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা স্বপ্নদর্শী এক আত্মাতেও স্বরূপের নাশ ব্যতিরেকেই অনেকপ্রকার আকারবিশিষ্ট সৃষ্টি পঠিত হইতেছে।২ আর লোকমধ্যেও দেবতা প্রভৃতিতে এবং মায়াবী প্রভৃতিতে স্বরূপের নাশ ব্যতিরেকেই হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টিসকল পরিদৃষ্ট হইতেছে।৩ এইপ্রকারে এক ব্রহ্মেও স্বরূপের নাশ ব্যতিরেকেই অনেকপ্রকার আকারবিশিষ্ট সৃষ্টি হইবে।৪ [অতএব কৃৎস্নপ্রসক্তি ও নিরবয়বত্ব-শব্দকোপরূপ দোষ ব্রহ্মকারণবাদে প্রসক্ত হয় না] ॥২।১।২৮॥

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥২।১।২৯॥

সূত্রার্থ—[কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদীনাং সাংখ্যাদিপক্ষেঽপি দোষত্বাৎ ন ব্রহ্মপরিণামবাদিনং প্রতি উদ্ভাবনীয়ত্বং, "যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ" ইতি ন্যায়াৎ ; ইতি আহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—] **স্বপক্ষদোষাৎ**—স্বস্য-প্রতিবাদিনঃ সাংখ্যাদেঃ পক্ষঃ স্বপক্ষঃ, তস্মিন্ দোষঃ—কৃৎস্ন-প্রসক্তিপ্রভৃতিঃ, তস্মাৎ [উপপন্নঃ ব্রহ্মকারণবাদঃ]। **চকারঃ**—ব্রহ্মবাদিনঃ তদভাবসমুচ্চয়ার্থঃ।

অনুবাদ—[সাংখ্যাদিপক্ষেও কৃৎস্নপ্রসক্তি প্রভৃতি দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া ব্রহ্ম-পরিণামবাদীর প্রতি তাহা উদ্ভাবনীয় নহে ; যেহেতু "উভয়ের দোষ যেখানে সমান", এইপ্রকার যুক্তি (৬২ পৃঃ ২৯ ভাবদীঃ) আছে ; ভগবান্ সূত্রকার ইহাই বলিতেছেন—] **স্বপক্ষ-দোষাৎ**—স্বস্য-প্রতিবাদী সাংখ্য প্রভৃতি মতাবলম্বীর যে পক্ষ, তাহা স্বপক্ষ, তাহাতে দোষ, অর্থাৎ কৃৎস্নপ্রসক্তি প্রভৃতি হইয়া পড়ে বলিয়া [ব্রহ্মকারণবাদ যুক্তিসঙ্গত]।

চকারটী—ব্রহ্মবাদীর পক্ষে সেই দোষের অভাবকে সমুচ্চয় করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরেষাম্ অপি এষঃ সমানঃ স্বপক্ষে দোষঃ।১ প্রধানবাদিনঃ অপি হি নিরবয়বম্ অপরিচ্ছিন্নং শব্দাদিহীনং প্রধানং সাবয়বস্য পরিচ্ছিন্নস্য শব্দাদিমতঃ কার্য্যস্য কারণম্ ইতি স্বপক্ষঃ।২ তত্রাপি কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ নিরবয়বত্বাৎ প্রধানস্য প্রাপ্নোতি, নিরবয়বত্বাভ্যুপগমকোপঃ বা।৩ নন্ নৈব তৈঃ নিরবয়বং প্রধানম্ অভ্যুপগম্যতে, সত্ত্বরজস্তমাংসি ত্রয়ঃ গুণাঃ নিত্যাঃ, তেষাং সাম্যাবস্থা প্রধানং, তৈরেব অবয়বৈঃ তৎ সাবয়বম্ ইতি।৪ ন এবংজাতীয়-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সাংখ্যমতে কৃৎস্নপ্রসক্তি ও নিরবয়বত্বশব্দকোপরূপ দোষদ্বয় প্রদর্শন।]

অপরেরও (—সাংখ্যমতাবলম্বীরও) নিজের পক্ষে এই দোষ সমান।১ যেহেতু প্রধানকারণবাদীরও নিরবয়ব অপরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদিবিহীন যে প্রধান, তাহা সাবয়ব পরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদিযুক্ত [এই জগদ্রূপ] কার্য্যের কারণ, ইহাই স্বপক্ষ।২ সেইস্থলেও প্রধান নিরবয়ব হওয়ায় কৃৎস্নপ্রসক্তি (—সমগ্র প্রধানের পরিণাম) হইয়া পড়ে (২), অথবা [প্রধানকে সাবয়ব বলিলে, তাহাকে যে] নিরবয়ব বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, তাহার বিরোধ (—নিরবয়বত্বশব্দকোপ) হইয়া পড়ে।৩ [শঙ্কা—] যদি বলা হয়, তাঁহারা (—সাংখ্যমতাবলম্বিগণ) প্রধানকে নিরবয়ব বলিয়া অঙ্গীকার করেন না, [তাঁহারা বলেন—] সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই তিনটী গুণ নিত্য, তাহাদের সাম্যাবস্থাই প্রধান (৩), সেই [গুণত্রয়রূপ] অবয়বসকলের দ্বারা

ভাবদীপিকা

(২) যদি বলা হয়— সমগ্র প্রধানের পরিণাম হউক্, তাহাতে দোষ কি? তদুত্তরে বলা যায় —সমগ্র প্রধানের পরিণাম অঙ্গীকার করিলে প্রধানের অপরিণত অবশিষ্ট অংশ আর কিছু থাকিবে না ; ফলে প্রধানের পরিণামভূত যে মহদাদি কার্য্য, তাহা নিরাশ্রয় হইয়া থাকিতে পারিবে না ; তাহার ফলে মহদাদিকার্য্যের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে ; আর তাহার ফলে সৃষ্টি বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে। আবার সমগ্র প্রধানের পরিণাম অঙ্গীকার করিলে অপরিণত প্রধান না থাকায় পাতঞ্জলগণ যে "প্রকৃত্যাপূর" (যোঃ সূঃ ৪।২) অঙ্গীকার করেন, অর্থাৎ 'যোগিগণ বৃহৎশরীরাদি ধারণ করিবার জন্য প্রকৃতি (—মূলকারণ) হইতে বৃহৎশরীরের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করেন'; এইপ্রকার অঙ্গীকার করেন, তাহা নির্মূল হইয়া পড়িবে। আর উপাদানের অভাবে শিশুর ক্ষুদ্র শরীর যুবকের বৃহৎ শরীররূপে এবং ক্ষুদ্র অগ্নিকণা গগনস্পর্শী বহ্নিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারিবে না, ইত্যাদি দোষসকল হইয়া পড়িবে। আবার যাহা পরিণামী, তাহাই বিনশ্বর হওয়ায় পরিণামিকারণ প্রধানও বিনষ্ট হইলে কার্য্য ও কারণ উভয়ই বিনষ্ট হওয়ায় জগন্মধ্যে আর কিছুই থাকিবে না, ইত্যাদি এই দোষসকল হইয়া পড়িবে।

(৩) সাংখ্যমতে—সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে বলা হয় 'প্রধান'। 'সাম্যাবস্থা' অর্থ—তিনটী গুণের এমন অবস্থা যে, তাহাদের মধ্যে কোন গুণেরই প্রাধান্য থাকে না, গুণত্রয়ের

শাঙ্করভাষ্যম্

কেন সাবয়বত্বেন প্রকৃতঃ দোষঃ পরিহর্ত্তুং পার্য্যতে, যতঃ সত্ত্বরজস্তমসামপি একৈকস্য সমানং নিরবয়বত্বম্ ।৫ একৈকম্ এব চ ইতরদ্বয়ানুগৃহীতং সজাতীয়স্য প্রপঞ্চস্য উপাদানম্ ইতি সমানত্বাৎ স্বপক্ষদোষপ্রসঙ্গস্য ।৬ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ সাবয়বত্বম্

ভাষ্যানুবাদ

তাহা (—প্রধান) সাবয়ব, ইত্যাদি ।৪ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, এইজাতীয় সাবয়বতার দ্বারা প্রস্তাবিত দোষের পরিহার করিতে পারা যায় না, যেহেতু সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই তিনটী গুণের মধ্যেও প্রত্যেকটীর নিরবয়বতা সমান। [সেই নিরবয়ব গুণত্রয়ের সমষ্টিভূত প্রধান কদাপি সাবয়ব হইতে পারে না ।৫ যদি বলা হয়—নিরবয়ব সেই সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে তো প্রধানের অবয়ব বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে হয়, কারণ তাহারাই গুণপ্রধানভাবে (—প্রধান ও অপ্রধানভাবে) মিলিত হইয়া মহদাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এইরূপে প্রধান সাবয়ব হওয়ায় উক্ত দোষদ্বয় হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর প্রত্যেকটীই (—প্রত্যেকটী গুণই) অপর দুইটীর দ্বারা অনুগৃহীত (—পুষ্ট) হইয়া হয় সমানজাতীয় প্রপঞ্চের উপাদান (৪), এইরূপে [সাংখ্যমতাবলম্বীর] নিজের পক্ষে দোষের প্রসক্তি সমান হইয়া পড়ে বলিয়া (৫) 'ব্রহ্মপরিণামবাদীর পক্ষেই দোষোদ্ভাবন করা উচিত নহে' ।৬

ভাবদীপিকা

একপ্রকার একাকার অবস্থা। এই অবস্থায় তত্ত্বান্তররূপ কোনপ্রকার কার্য্যই থাকে না, অর্থাৎ প্রধানের মহদাদিকার্য্যরূপে বিসদৃশ পরিণাম তৎকালে হয় না। মাত্র সদৃশ পরিণাম হইতে থাকে। গুণত্রয়ের মধ্যে কোন একটী গুণের প্রাধান্য হইলেই বিসদৃশ পরিণাম হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে— সাংখ্যসম্মত এই যে সত্ত্বাদি গুণ, ইহারা ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত 'গুণপদার্থ' নহে, পরন্তু 'দ্রব্য' পদার্থবিশেষ।

(৪) যেমন তমঃ ও সত্ত্বগুণ দ্বারা পুষ্ট রজোগুণপ্রধান অহঙ্কার হইতে হয় ক্রিয়াত্মক [সুতরাং রজোগুণের সমানজাতীয়] জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি [সাংখ্যকারিকার মতে—সত্ত্বগুণপ্রধান অহঙ্কার হইতে হয় প্রকাশাত্মক ও লঘুতাধর্ম্মযুক্ত ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি; রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণের প্রবর্ত্তক মাত্র। সাং কাঃ ২৫, তত্ত্বকৌঃ]। তমঃ ও রজোগুণ দ্বারা পুষ্ট সত্ত্বগুণপ্রধান অহঙ্কার হইতে হয় প্রকাশাত্মক [সুতরাং সত্ত্বগুণের সমানজাতীয়] মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের উৎপত্তি। এইপ্রকারে সত্ত্ব ও রজোগুণদ্বারা পুষ্ট তমোগুণপ্রধান অহঙ্কার হইতে হয় জড়াত্মক [সুতরাং তমোগুণের সমানজাতীয়] পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চ স্থূল ভূতের উৎপত্তি, ইত্যাদি (বিষ্ণুপুঃ ১।২।৪৩-৪৪)।

(৫) এইস্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই— সাংখ্যমতে যদিও সাম্যাবস্থাপন্ন সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ব্যতিরেকে প্রধান নামক কোন অবয়বী নাই ; তথাপি অত্রস্থ পূর্ব্ববাদীর আগ্রহবশতঃ যদি সেই গুণত্রয় ও প্রধানের মধ্যে অবয়ব-অবয়বিভাব অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে সত্ত্বাদিগুণত্রয়রূপ অবয়বের অধীনে লব্ধসত্তাক যে প্রধান, তাহাকে আর 'প্রধানই' বলা যাইবে

শাঙ্করভাষ্যম্

এব ইতি চেৎ ?৭ এবম্ অপি অনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গঃ।৮ অথ শক্তয়ঃ এব কার্য্যবৈচিত্র্যসূচিতাঃ অবয়বাঃ ইতি অভিপ্রায়ঃ।৯ তাস্তু ব্রহ্মবাদিনঃ অপি অবিশিষ্টাঃ।১০ তথা অণুবাদিনঃ অপি অণুঃ

ভাষ্যানুবাদ

[শঙ্কা—] যদি বলা হয়, ['গুণসকল সাবয়ব, যেহেতু তাহারা পরিণামী, যেমন মৃত্তিকা', এইপ্রকার প্রতিষ্ঠিত তর্কের বলে প্রধানের নিরবয়বতা প্রতিপাদক] তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া [প্রধান] সাবয়বই হইবে। [সুতরাং তাহার একাংশের পরিণাম সম্ভব হওয়ায় কৃৎস্নপ্রসক্তি ও নিরবয়বত্বাভ্যুপগমবিরোধ হইবে না]।৭ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, এইপ্রকার হইলেও [প্রধানের] অনিত্যত্ব প্রভৃতি দোষ হইয়া পড়িবে। [যেহেতু যাহা সাবয়ব ও পরিণামী, তাহা অনিত্য, যথা অস্মদাদির শরীর]।৮ আর [এই দোষ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবার জন্য

ভাবদীপিকা

না, কারণ তাহার স্বতন্ত্রতা ব্যাহত হইয়া পড়িবে (বার্ত্তিকটীকা)। আর প্রধান ও গুণত্রয়ের মধ্যে এইপ্রকার অবয়ব-অবয়বিভাব অঙ্গীকার করিলে অন্য এই দোষ হইয়া পড়ে ; যথা—আচ্ছা, সেই অবয়বরূপ গুণত্রয়ের সমষ্টিভূত প্রধান না হয় সাবয়বই হইল। কিন্তু তোমরা তো সেই গুণত্রয়কে নিরবয়ব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাক। আর তাহাদেরই গুণপ্রধানভাবে (—প্রধান ও অপ্রধানভাবে) বিসদৃশ পরিণামবশতঃ মহদাদিক্রমে নানাপ্রকার সৃষ্টি তোমরা অঙ্গীকার কর। ফলে নিরবয়ব গুণসকলের পরিণাম হইলে 'কৃৎস্নপ্রসক্তি' দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে, তাহার ফলে পরিণামী গুণসকলের বিনাশ হওয়ায় মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। আর উক্ত দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যদি সেই গুণসকলের একদেশের পরিণাম অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে তাহাদের সাবয়বত্ব (—'নিরবয়বত্বাভ্যুপগমকোপ') হইবে দুর্ব্বার। প্রধানকারণবাদীর এই দোষদ্বয় হইতে নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই। আর **সাংখ্যগণ** যদি বলেন—গুণত্রয় প্রধানের অবয়ব হইলেও, অবয়বী যে সাবয়ব প্রধান, তদ্ব্যতিরেকে গুণসকলের পৃথক্ সত্তা নাই ; সূক্ষ্ম রজ্জুত্রয়ের মিলনে উৎপন্ন একটী স্থূল রজ্জুর ন্যায় গুণত্রয় মিলিত হইয়াই হয় এক প্রধানপদবাচ্য এবং তদ্রূপেই তাহারা মহদাদিক্রমে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সুতরাং গুণত্রয়রূপ অবয়বযুক্ত সাবয়ব প্রধানের একদেশের পরিণাম অঙ্গীকৃত হওয়ায় আমাদের পক্ষে কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষ হয় না। আর নিরবয়ব প্রধানই অঙ্গীকৃত হয় না বলিয়া 'নিরবয়বত্বাভ্যুপগমবিরোধরূপ' দোষও হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—প্রধান ব্যতিরেকে গুণত্রয়ের পৃথক্ সত্তা না থাকায় তাহাদের মধ্যে প্রধান-অপ্রধানভাব অঙ্গীকার করা যাইবে না। ফলে সর্ব্বজনসিদ্ধ কার্য্যবৈষম্যের (—মহদাদিক্রমে সৃষ্টিবৈষম্যের) বিলুপ্তি হইয়া পড়িবে। এইরূপে সাংখ্যপক্ষেও কৃৎস্নপ্রসক্তি প্রভৃতি নানাদোষ হইয়া পড়ে বলিয়া ব্রহ্মপরিণামবাদে তিনি আর উক্তদোষসকল উদ্ভাবন করিতে পারেন না। 'নিরবয়ব গুণত্রয়ের সমষ্টিভূত প্রধান সাবয়ব হইতে পারে না' (৫ বাক্য), এই যাহা বলা হইয়াছে ; তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—**তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ**—'যদি বলা হয়', ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

অণ্বন্তরেণ সংযুজ্যমানঃ নিরবয়বত্বাৎ যদি কার্ৎস্ন্যেন সংযুজ্যেত, ততঃ প্রথিমানুপপত্তেঃ অণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ।১১ অথ একদেশেন সংযুজ্যেত, তথাপি নিরবয়বত্বাভ্যুপগমকোপঃ ইতি স্বপক্ষে অপি সমানঃ এষঃ দোষঃ।১২ সমানত্বাৎ চ ন অন্যতরস্মিন্ এব পক্ষে উপক্ষেপ্তব্যঃ ভবতি।১৩ পরিহৃতস্তু ব্রহ্মবাদিনা স্বপক্ষে দোষঃ।১৪॥২।১।২৯॥ ইতি নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[যদি বলা হয়—] কার্য্যের বিচিত্রতার দ্বারা সূচিত শক্তিসকলই [প্রধানের] অবয়ব, [নিরবয়ব বা সাবয়ব গুণসকল নহে, সেইহেতু প্রধানের অনিত্যত্বদোষ হয় না]; ইহাই যদি [সাংখ্যীয়] অভিপ্রায় হয়।৯ [তদুত্তরে আমরা বলিব—] তাহারা (—তাদৃশ শক্তিসকল) কিন্তু ব্রহ্মবাদীর পক্ষেও সমান, [যেহেতু মায়াশক্তির দ্বারা আমরাও ব্রহ্মকে সাবয়ব মনে করি (১৫৫ পৃঃ, ৫ ভাবদীঃ)। সুতরাং ব্রহ্মপরিণামবাদে তুমি উক্ত দোষদ্বয়ের উদ্ভাবন করিতে পার না]।১০

[সিঃ—ন্যায়বৈশেষিক মতে কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদি দোষ প্রদর্শন।]

এইরূপে পরমাণুবাদীর পক্ষেও, যে পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা নিরবয়ব হওয়ায় যদি সমগ্রভাবে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রথিমা (—দ্ব্যণুকাদিরূপে স্থূলতা) সঙ্গত না হওয়ায় পরমাণুমাত্রই হইয়া পড়িবে (—পরমাণু পরমাণুই থাকিয়া যাইবে। আর একটী পরমাণু দ্বিতীয় পরমাণুর মধ্যেই সম্যগ্রূপে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ায় কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষও হইয়া পড়িবে]।১১ আর যদি [এক পরমাণুর] একাংশ [অপর পরমাণুর সহিত] সংযুক্ত হয়, তাহা হইলেও [অংশ, অর্থাৎ অবয়ব অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে বলিয়া] নিরবয়বত্ব স্বীকৃতির (—তাঁহারা যে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিয়া স্বীকার করেন, তাহার) বিরোধ হইয়া পড়িবে, (—নিরবয়বত্বাভ্যুপগমবিরোধ হইয়া পড়িবে), এইপ্রকারে তাঁহাদের স্বপক্ষেও এই [কৃৎস্নপ্রসক্তি প্রভৃতি] দোষ হয় [সাংখ্যপক্ষের ন্যায়] সমান।১২ আর [এইরূপে ব্রহ্মপরিণামবাদী একদেশী, সাংখ্য ও ন্যায়-বৈশেষিক, সকলের পক্ষেই উক্ত দোষদ্বয়] সমান হওয়ায় অপরের পক্ষেই তাহাকে নিক্ষেপ করা (—অপর ঘাড়েই দোষ চাপান) সমীচীন নহে, [কারণ একপক্ষের যাহা পরিহার হইবে, অপরপক্ষেরও হইবে তাহাই।১৩ কিন্তু পরস্পরকে 'তুমি চোর' এইরূপ বলিলে তো যথার্থ তত্ত্ব নির্ণীত হয় না! উক্ত দোষদ্বয়ের পরিহার কি? তদুত্তরে বিবর্ত্তবাদী মুখ্যসিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] ব্রহ্ম[কারণ]বাদিকর্তৃক কিন্তু স্বপক্ষে দোষ পরিহৃত হইয়াছে (১৭০পৃঃ২৫ বাক্য হইতে এবং ২।১।২৮ সূঃ দ্রঃ)।১৪॥২।১।২৯॥ কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণ সমাপ্ত।

১০। সর্ব্বোপেতাধিকরণম্। [৩০-৩১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নিরবয়ব হইলেও ব্রহ্মই মায়ার আশ্রয়।

অধিকরণসঙ্গতি—'মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্মই জগতের কারণ', ইহা পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু 'যাঁহার শরীর নাই, তিনি মায়ার আশ্রয় হইতে পারেন না', এই যুক্তির বলে পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্তরূপ বিষয়ে বিরোধ প্রতিভাত হইলে, প্রস্তাবিত অধিকরণে সেই বিরোধের পরিহার করিয়া সেই সিদ্ধান্তরূপ বিষয়টীকেই সমর্থন করা হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **বিষয়বিষয়িভাবসঙ্গতি**, অথবা **একবিষয়কত্বসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

নাশরীরস্য মায়াঽস্তি যদি বাঽস্তি ন বিদ্যতে।
যে হি মায়াবিনো লোকে তে সর্ব্বেঽপি শরীরিণঃ॥
বাহ্যহেতুমৃতে যদ্বন্মায়য়া কার্য্যকারিতা।
ঋতেঽপি দেহং মায়ৈবং ব্রহ্মণ্যস্তু প্রমাণতঃ॥

অন্বয়—অশরীরস্য মায়া ন অস্তি, যদি বা অস্তি? ন বিদ্যতে, হি লোকে যে মায়াবিনঃ, তে সর্ব্বে অপি শরীরিণঃ। বাহ্যহেতুম্ ঋতে যদ্বৎ মায়য়া কার্য্যকারিতা, এবং দেহম্ ঋতে অপি প্রমাণতঃ ব্রহ্মণি মায়া অস্তু।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[মায়াশক্তিমতঃ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবন্ সমন্বয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। "অশরীরস্য মায়া নাস্তি", ইতি ন্যায়েন তস্য সমন্বয়স্য বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি তদনাভাসত্বাভাসত্বাভ্যাং ভবতি সন্দেহঃ—] অশরীরস্য [ব্রহ্মণঃ] মায়া ন অস্তি, যদি বা অস্তি?

পূর্ব্বপক্ষ—[অশরীরস্য ব্রহ্মণঃ মায়া] ন বিদ্যতে, হি লোকে যে মায়াবিনঃ [ঐন্দ্রজালিকাঃ স্যুঃ], তে সর্ব্বে অপি শরীরিণঃ [ভবন্তি]।

সিদ্ধান্ত—[গৃহাদিনির্ম্মাতৄণাং স্বব্যতিরিক্তমৃদ্দারুতৃণাদিবাহ্যসাধনসাপেক্ষত্বদর্শনে অপি ঐন্দ্রজালিকস্য] বাহ্য হেতুম্ ঋতে যদ্বৎ মায়য়া [গৃহাদিনির্ম্মাতৃত্বরূপ-] কার্য্যকারিতা [দৃশ্যতে] এবং দেহম্ ঋতে অপি ["মায়িনং তু মহেশ্বরম্" (শ্বেঃ ৪।১০) ইতি আগম-] প্রমাণতঃ ব্রহ্মণি মায়া অস্তু। [লৌকিকমায়াবিনঃ শরীরসাপেক্ষত্বদর্শনেঽপি ব্রহ্মণঃ মায়াসিদ্ধ্যর্থং তদপেক্ষা মা ভূৎ। কিং তত্র প্রমাণম্ ইতি চেৎ? উচ্যতে—ঐন্দ্রজালিকস্য বাহ্যহেতুনৈরপেক্ষ্যেণ নির্ম্মাতৃত্বে যথা প্রত্যক্ষপ্রমাণম্ অস্তি, তথা ব্রহ্মণঃ অপি শরীরনৈরপেক্ষ্যেণ মায়াসদ্ভাবে "মায়িনং তু মহেশ্বরম্" ইতি শ্রুতিঃ প্রমাণম্ অস্তি, ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[মায়ারূপ শক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বর্ণনাকারী বেদান্তসমন্বয় এখানে বিষয়। যাঁহার শরীর নাই, তাঁহার মায়া নাই (—মায়ার আশ্রয় তিনি নহেন"), এই যুক্তির দ্বারা সেই সমন্বয়ের বিরোধ হয়, অথবা হয় না; এই প্রকারে তাহার (—সেই যুক্তির) অদুষ্টতা ও দুষ্টতাবশতঃ সন্দেহ হয়—] শরীরবিহীন ব্রহ্মের মায়া আছে, অথবা নাই (—তিনি মায়ার আশ্রয়, অথবা নহেন)?

পূর্ব্বপক্ষ—[শরীরবিহীন ব্রহ্মের মায়া] বিদ্যমান নাই, যেহেতু লোকমধ্যে যাঁহারা মায়াবী (—ঐন্দ্রজালিক), তাঁহারা সকলেই শরীরধারী।

সিদ্ধান্ত—[গৃহাদিনির্ম্মাণকর্ত্তা ব্যক্তিগণের নিজ হইতে ভিন্ন মৃত্তিকা কাষ্ঠ ও তৃণ প্রভৃতি বাহ্যসাধনসকলের অপেক্ষা পরিদৃষ্ট হইলেও ঐন্দ্রজালিকের] বাহ্যসাধন ব্যতিরেকে কেবল মায়ার দ্বারা [গৃহাদিনির্ম্মাতৃস্বরূপ] কার্য্যকারিতা [পরিদৃষ্ট হয়], এইপ্রকারে শরীর না থাকিলেও ["মহেশ্বরকে কিন্তু মায়ার অধিষ্ঠান বলিয়া জানিবে" এই আগম-] প্রমাণবলে ব্রহ্ম মায়া বিদ্যমান থাকুক্। [লৌকিক মায়াবীর শরীরসাপেক্ষতা পরিদৃষ্ট হইলেও ব্রহ্মের মায়াধিষ্ঠানতা সিদ্ধির জন্য তাহার অপেক্ষা থাকা উচিত নহে। তাহাতে প্রমাণ কি ? তাহা বলা হইতেছে—বাহ্যসাধননিরপেক্ষভাবে ঐন্দ্রজালিকের নির্ম্মাণকর্ত্তৃত্ববিষয়ে যেমন প্রত্যক্ষপ্রমাণ আছে, এইপ্রকারে ব্রহ্মেরও শরীরনিরপেক্ষভাবে মায়ার অস্তিত্ববিষয়ে (—মায়াধিষ্ঠানতাবিষয়ে) "মায়িনং তু মহেশ্বরম্", এই শ্রুতি প্রমাণরূপে আছে, ইহাই তাৎপর্য্য]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—তাহা সিদ্ধ হয়।

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥২।১।৩০॥

সূত্রার্থ—["অশরীরস্য ন মায়া" ইতি ন্যায়েন মায়াশক্তিমতঃ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবন্ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে ন বা, ইতি সন্দেহে ; 'বিরুধ্যতে' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—অশরীরা অপি পরা দেবতা মায়ায়াঃ আশ্রয়ঃ। কুতঃ ?] **চ**—যতঃ, [সা] **সর্ব্বোপেতা**—সর্ব্বশক্তিযুক্তা। [তদপি কুতঃ ইতি ? অতঃ আহ—] **তদ্দর্শনাৎ**—তস্য—সর্ব্বশক্তিযুক্তত্বস্য "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) ইত্যাদিশ্রুতৌ দর্শনাৎ।

অনুবাদ—["যাঁহার শরীর নাই, তিনি মায়ার আশ্রয় নহেন", এই যুক্তির বলে মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তিকথনশীল বেদান্তসমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; বিরোধগ্রস্ত হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—শরীরবিহীন হইলেও শ্রেষ্ঠ দেবতা (—ব্রহ্ম) মায়ার আশ্রয়। তাহাতে প্রমাণ কি ? তাহা বলিতেছেন—] **চ**—যেহেতু, [সেই দেবতা] **সর্ব্বোপেতা**—সর্ব্বশক্তিযুক্তা। [তাহাতেই বা প্রমাণ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **তদ্দর্শনাৎ**—যেহেতু তাহার (—সর্ব্বশক্তিযুক্ততার) কথা "সমস্ত জগৎই যাঁহার কর্ম্ম, যিনি সর্ব্ববিধ বিশুদ্ধ কামনাবান্", ইত্যাদি শ্রুতিতে পরিদৃষ্ট হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

একস্যাপি ব্রহ্মণঃ বিচিত্রশক্তিযোগাৎ উপপদ্যতে বিচিত্রঃ বিকারপ্রপঞ্চঃ ইতি উক্তম্।১ তৎ পুনঃ কথম্ অবগম্যতে বিচিত্রশক্তিযুক্তং পরং ব্রহ্ম ইতি ?২ তদ্ উচ্যতে "সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ"।৩ সর্ব্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতা ইতি অভ্যুপ-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আগমপ্রমাণবলে পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন।]

বিচিত্রশক্তির সহিত সম্বন্ধবশতঃ এক হইলেও ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র কার্য্যপ্রপঞ্চ (—বিবিধপ্রকার সৃষ্টি) সঙ্গত, ইহা [১৭০ পৃঃ ২৫ ইত্যাদি বাক্যে এবং ২।১।২৮ সূত্রভাষ্য ইত্যাদি স্থলে] বলা হইয়াছে।১ কিন্তু কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, পরব্রহ্ম বিচিত্র শক্তিযুক্ত ?২ তাহা বলা হইতেছে—'সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ'।৩ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর শ্রেষ্ঠ দেবতা (—ব্রহ্ম) সর্ব্বশক্তিযুক্ত, ইহা

শাঙ্করভাষ্যম্

গন্তব্যম্ ।৪ কুত ?৫ "তদ্দর্শনাৎ" ।৬ তথাহি দর্শয়তি শ্রুতিঃ সর্ব্বশক্তিযোগং পরস্যাঃ দেবতায়াঃ —"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বম্ ইদম্ অভ্যাত্তঃ অবাকী অনাদরঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২), **"সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ"** (ছাঃ ৮।৭।১), **"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ"** (মুঃ ১।১।৯), **"এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ"** (বৃঃ ৩।৮।৯) **ইতি এবংজাতীয়কা।**৭ ॥২।১।৩০॥

ভাষ্যানুবাদ

অঙ্গীকার করিতে হইবে ।৪ কোন্ হেতুবলে ?৫ [তাহা বলিতেছেন—] 'তদ্দর্শনাৎ' ।৬ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু "তিনি সর্ব্বকর্ম্মা (—এই বিশ্ব তাঁহার কর্ম্ম), সর্ব্ববিধ বিশুদ্ধ কামনাবান্, সকলপ্রকার সুখকর গন্ধযুক্ত, সর্ব্বপ্রকার উত্তম রসযুক্ত, এই সমগ্র জগৎব্যাপিয়া বর্ত্তমান, বাগিন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত (—সর্ব্বেন্দ্রিয়শূন্য) এবং নিষ্কাম," "তিনি সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প", "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ", "হে গার্গি, এই অক্ষরের (—নাশরহিত পরমেশ্বরের) প্রকৃষ্ট শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্রমা বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে", ইত্যাদি এইজাতীয় শ্রুতি পরদেবতার সকলপ্রকার শক্তির সহিত সম্বন্ধ সেইপ্রকারেই প্রদর্শন করিতেছেন ।৭॥২।১।৩০

বিকরণত্বান্নেতিচেত্তদুক্তম্ ॥২।১।৩১॥

পদচ্ছেদ—বিকরণত্বাৎ, ন, ইতি, চেৎ, তদ্, উক্তম্ ।

সূত্রার্থ—[পূর্ব্বপক্ষম্ অনুভাষ্য দূষয়তি। সর্ব্বশক্তিযুক্তানাম্ অপি দেবাদীনাং চক্ষুরাদিকরণবতাম্ এব বিচিত্রকার্য্যকর্তৃত্বম্ অবগম্যতে। ব্রহ্মণস্তু "অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদিনা] **বিকরণত্বাৎ**—করণরাহিত্যাবগমাৎ, **ন**—ন কর্তৃত্বম্, **ইতি চেৎ** ? [তত্র বদতি সিদ্ধান্তী—] **তদ্ উক্তম্**—অত্র যদ্ উত্তরং বক্তব্যং, **তৎ** পূর্ব্বম্ এব "ন বিলক্ষণত্বাৎ" (২।১।৪), "দেবাদিবদপি লোকে" (২।১।২৫) ইত্যাদৌ **উক্তম্**। অথবা "অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা" (শ্বেঃ ৩।১৯) ইত্যাদিশ্রুত্যা **তদ্** উত্তরম্ **উক্তম্**। [অতঃ শ্রুত্যেকসমধিগম্যত্বাৎ ন তর্কেণ বিরোধশঙ্কাবকাশঃ, যথা হি একস্য সামর্থ্যং তথা অন্যস্যাপি ইতি নিয়মাভাবাৎ ইত্যর্থঃ]

অনুবাদ—[পূর্ব্বপক্ষকে উল্লেখ করিয়া দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়যুক্ত দেবতা প্রভৃতির বিচিত্রকার্য্যকর্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়। কিন্তু "চক্ষুবিহীন, কর্ণবিহীন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের] **বিকরণত্বাৎ**—ইন্দ্রিয়রাহিত্য অবগত হওয়া যায় বলিয়া, [তাঁহার পক্ষে] **ন**—জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হয় না, **ইতি চেৎ**—যদি এইপ্রকার বলা হয়। [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] **তদ্ উক্তম্**—এখানে উত্তররূপে যাহা বলিতে হইবে, 'তাহা' পূর্ব্বেই "ন বিলক্ষণত্বাৎ", "দেবাদিবদপি লোকে", ইত্যাদিস্থলে 'কথিত হইয়াছে'। অথবা "হস্তপদ না থাকিলেও তিনি দ্রুত গমনকারী ও [সর্ব্ববস্তুর] গ্রহণকারী" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা 'সেই' উত্তর 'কথিত' হইয়াছে'। [অতএব একমাত্র শ্রুতি

হইতে অবগত হওয়া যায় বলিয়া তর্কের দ্বারা বিরোধাশঙ্কার অবকাশ নাই ; যেহেতু একজনের সামর্থ্য যেপ্রকার, অপরেরও সেইপ্রকার হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাদেতদ্, বিকরণাং পরাং দেবতাং শাস্তি শাস্ত্রম্—"অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাগ্ অমনঃ" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইতি এবংজাতীয়কম্ ।১ কথং সা সর্ব্বশক্তিযুক্তাপি সতী কার্য্যায় প্রভবেৎ ?২ দেবাদয়ঃ হি চেতনাঃ সর্ব্বশক্তিযুক্তাঃ অপি সন্তঃ আধ্যাত্মিককার্য্যকরণসম্পন্নাঃ এব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রভবন্তঃ বিজ্ঞায়ন্তে ।৩ কথং চ "নেতি নেতি" (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইতি প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষায়াঃ দেবতায়াঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবেৎ ইতি চেৎ ?৪ যদত্র বক্তব্যং তৎ পুরস্তাৎ এব উক্তম্ ।৫ শ্রুত্যবগাহ্যম্ এব ইদম্ অতিগম্ভীরং ব্রহ্ম ন তর্কাবগাহ্যম্ ।৬ ন চ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—দেহেন্দ্রিয়রহিত ব্রহ্মের কর্তৃত্ব ও শক্তিসম্বন্ধ সম্ভব নহে।]

পূর্ব্বপক্ষ — আচ্ছা, তাহা না হয় হইল, কিন্তু "চক্ষুবিহীন শ্রোত্রবিহীন বাগিন্দ্রিয়রহিত মনোবিহীন", ইত্যাদি এইজাতীয় শাস্ত্র পরদেবতাকে (—ব্রহ্মকে) ইন্দ্রিয়রহিতরূপে উপদেশ করেন।১ [সুতরাং] তিনি সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও কিপ্রকারে কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইবেন ?২ [২।১।২৫ সূত্রোক্ত দেবাদির দৃষ্টান্ত এই বিষয়ে প্রযুক্ত হইতে পারে না]; যেহেতু দেবতা প্রভৃতি চেতন ও সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও আধ্যাত্মিক শরীর ও ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াই সেই সেই কার্য্যসম্পাদনে সমর্থরূপে [মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতিতে] বিজ্ঞাত হন। [সুষুপ্তিকালে দেহেন্দ্রিয়াভিমানরহিত দেবাদিও কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ নহেন]।৩ অতএব "ইহা নহে, ইহা নহে", এইপ্রকারে সকলপ্রকার বিশেষ যাঁহাতে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই দেবতার সকলপ্রকার শক্তির সহিত সম্বন্ধ কিপ্রকারে সম্ভব হইবে (১) ? এইপ্রকার যদি বলা হয়।৪

[সিঃ—শ্রুতি ও যুক্তিবলে নিরবয়ব ব্রহ্মের মায়াশক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন।]

সিদ্ধান্ত - তদুত্তরে বলিব, এই বিষয়ে যাহা বক্তব্য তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।৫ [কোথায় কি বলা হইয়াছে ? তদুত্তরে ২।১।৩ বিলক্ষণত্বাধিকরণ প্রভৃতিতে বর্ণিত বিষয় স্মরণ করাইতেছেন—] এই অতি গম্ভীর (—অতীব দুর্ব্বোধ্য) ব্রহ্মবস্তু শ্রুতিমাত্রগম্য, কিন্তু তর্কগম্য নহেন (৬৬পৃঃ ১৫ বাক্য দ্রঃ)।৬ (২) একজনের যেপ্রকার

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এখানে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"ব্রহ্ম বিচিত্রকার্য্যোৎপাদনশক্তিমৎ ন ভবতি, চেতনত্বে সতি অকার্য্যকরণত্বাৎ, সুপ্তপুরুষবৎ"।

(২) কিন্তু ব্রহ্মবস্তু তর্কের অগম্য ও শ্রুতিমাত্রগম্য হইলেও যাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহা বিশ্বাস করা যায় কিপ্রকারে ? লোকবুদ্ধির অনুসরণকারিণী শ্রুতিই বা তাদৃশ বিরুদ্ধ বিষয় কেন উপদেশ করিবেন ? কুলালাদিই বল, অথবা দেবাদিই বল, সকলেই শরীরেন্দ্রিয়যুক্ত বলিয়াই

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা একস্য সামর্থ্যং দৃষ্টং তথা অন্যস্যাপি সামর্থ্যেন ভবিতব্যম্ ইতি নিয়মঃ অস্তি ইতি ।৭ প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবতি ইতি এতদপি অবিদ্যাকল্পিতরূপ-ভেদোপন্যাসেন উক্তম্ এব ।৮ তথাচ শাস্ত্রম্—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" (শ্বেঃ ৩।১৯) **ইতি অকরণস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বসামর্থ্যযোগং দর্শয়তি ।**৯॥২।১।৩১॥

ইতি দশমং সর্ব্বোপেতাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

সামর্থ্য দেখা গিয়াছে, অন্যেরও সেইপ্রকার সামর্থ্য হওয়া উচিত, এইপ্রকার কোন নিয়ম নাই (৩) ।৭ যাঁহাতে সকলপ্রকার বিশেষ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই ব্রহ্মেরও সকলপ্রকার শক্তির সহিত সম্বন্ধ সম্ভব, ইত্যাদি ইহাও অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত যে রূপের বিভিন্নতা, তাহার উল্লেখের দ্বারা [১৭০পৃঃ ২৫ ইত্যাদি বাক্যে এবং ২।১।২৮ সূত্রে] বলাই হইয়াছে ।৮ আর দেখ শাস্ত্রও "হস্তপদ না থাকিলেও তিনি দ্রুত গমন করেন, চক্ষুবিহীন হইলেও দর্শন করেন, কর্ণবিহীন হইলেও শ্রবণ করেন", এইপ্রকারে করণবিহীন (—দেহেন্দ্রিয়াদিরহিত) ব্রহ্মের সকলপ্রকার শক্তির সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন ।৯ [অতএব পূর্ব্ববাদীর অনুমান (১ ভাবদীঃ) আগমপ্রমাণদ্বারা বাধিত হইল এবং দেহেন্দ্রিয়াদিহীন নিরবয়ব ব্রহ্মের মায়াধিষ্ঠানতা সিদ্ধ হইল] ॥২।১।৩১॥ সর্ব্বোপেতাধিকরণ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

হয় তত্তৎ কার্য্য নির্ম্মাণে সমর্থ। সুষুপ্তিকালে দেহেন্দ্রিয়াভিমানরহিত হইলে তাহারাও আর কোন কিছু নির্ম্মাণে সমর্থ নহে। সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদিরহিত ব্রহ্ম মায়ার আশ্রয় নহেন বলিয়া জগৎকারণ হইতে পারেন না, **ইহাই অঙ্গীকার করা** উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—**ন চ যথা**—'একজনের' ইত্যাদি (৭ বাক্য)।

(৩) পূর্ব্বপক্ষী সুষুপ্তি দৃষ্টান্তের বলে দেহেন্দ্রিয়াভিমানরহিত পুরুষের কোন কিছু নির্ম্মাণ-সামর্থ্য নাই বলিয়াছেন ; তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন, এইপ্রকার অব্যভিচারী নিয়ম অঙ্গীকার করা যায় না, কারণ জীবের যখন সুষুপ্তি হইতে ব্যুত্থান হয়, ঠিক্ তৎকালে তাহার দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমান থাকে না, ইহা স্বানুভবসিদ্ধ। অথচ তদবস্থাতেই সেই জীবে দেহেন্দ্রিয়াদিকে 'আমি' এইরূপে গ্রহণকরারূপ ব্যাপার পরিদৃষ্ট হয়। অতএব দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমানরূপ কার্য্যের কারণতঃ দেহেন্দ্রিয়াদিরহিত তৎকালীন জীবে সম্ভব হয় বলিয়া পূর্ব্বপক্ষীর সুষুপ্তি দৃষ্টান্ত বিঘটিত হইয়া পড়িল (ভাষ্যভাবপ্রকাশিকা)। ফলে দেহেন্দ্রিয়াদিরহিত ব্রহ্মের জগন্নির্ম্মাণসামর্থ্য (—মায়াধিষ্ঠানতা) তোমাকে বাধ্য হইয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর দেখ, জীবের শরীরাদি অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত। 'যাহা যাহার দ্বারা কল্পিত, তাহা তাহার আশ্রয় হইতে পারে না' বলিয়া কল্পিত শরীরাদিমান্ কোন চেতন অবিদ্যার (—মায়ার) আশ্রয় হইতে পারে না। কেন পারে না? "অহম্ অজ্ঞ" এইপ্রকারে অজ্ঞানের (—অবিদ্যার)

১১। প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণম্। [৩২-৩৩ সূত্র]

[লীলাকৈবল্যাধিকরণম্। ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নিত্যতৃপ্ত পরমেশ্বর বিনাপ্রয়োজনে জগদুৎপাদক।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে প্রধানতঃ শ্রুতি এবং তদনুকূল যুক্তি অবলম্বনে ব্রহ্মের মায়াধিষ্ঠানতা ও জগৎকারণতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত অধিকরণে সেই সিদ্ধান্তের উপর, "প্রয়োজনম্ অনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"—'পামর ব্যক্তিও বিনাপ্রয়োজনে কোন কিছুতে প্রবৃত্ত হয় না', এই ন্যায়বলে 'সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও আপ্তকাম ও নিত্যতৃপ্ত পরমেশ্বর কোনপ্রয়োজন না থাকায় জগৎস্রষ্টা হইতে পারেন না', এইপ্রকার আক্ষেপ করিয়া তাহার সমাধান প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

তৃপ্তোঽস্রষ্টাঽথবা স্রষ্টা, ন স্রষ্টা ফলবাঞ্ছনে।
অতৃপ্তঃ স্যাদবাপ্তায়াং মুন্মত্তনরতুল্যতা॥
লীলাশ্বাসবৃথাচেষ্টা অনুদ্দিশ্যফলং যতঃ।
অনুন্মত্তৈর্বিরচ্যন্তে তস্মাত্তৃপ্তস্তথা সৃজেৎ॥

অন্বয়—তৃপ্তঃ অস্রষ্টা, অথবা স্রষ্টা? ন স্রষ্টা, ফলবাঞ্ছনে অতৃপ্তঃ স্যাৎ; অবাপ্তারাম্ উন্মত্তনরতুল্যতা। যতঃ অনুন্মত্তৈঃ ফলম্ অনুদ্দিশ্য লীলাশ্বাসবৃথাচেষ্টাঃ বিরচ্যন্তে, তস্মাৎ তৃপ্তঃ তথা সৃজেৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[পরিতৃপ্তাং ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবন্ সমন্বয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। 'অভ্রান্তঃ চেতনঃ

ভাবদীপিকা

আশ্রয়তা তো জীবে পরিলক্ষিত হয়। তদুত্তরে বলা যায়—শুদ্ধ জীব ব্রহ্মাভিন্ন বলিয়াই উক্ত প্রকার অনুভব তাহার হয় (ন্যায়নির্ণয়)। ইহা অঙ্গীকার না করিলে পুত্রের পিতৃজনকতার ন্যায় কল্পিতের কল্পকাশ্রয়তারূপ বিরুদ্ধ কল্পনা করিতে হইবে; তাহা সর্ব্বথা অসঙ্গত। যাহা হউক, অবিদ্যাকল্পিত শরীরাদিমান্ কেহ অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারে না বলিয়া নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রস্বরূপ পরব্রহ্মকেই মায়ার অধিষ্ঠান, সুতরাং জগন্নির্ম্মাণে সামর্থ্যযুক্তরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। আবার দেখ, কুলাল প্রভৃতি ঘটাদি কার্য্য নির্ম্মাণে বাহ্যশরীরেন্দ্রিয়কে অপেক্ষা করে, সেই কুলালরূপ জীবই আবার স্বাপ্নসৃষ্টিতে মাত্র অন্তঃকরণকে অপেক্ষা করে। আবার দেবতা প্রভৃতি মাত্র সঙ্কল্পের দ্বারাই, অর্থাৎ অন্তঃকরণের সহায়েই বিবিধপ্রকার শরীরাদি সৃষ্টি করেন (২।১।২৫ সূঃ ভাষ্য)। সুতরাং বস্তুনির্ম্মাণে নির্ম্মাতার করণগ্রহণের তারতম্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বাহ্যশরীরেন্দ্রিয়ের কা কথা, অন্তঃকরণকেও অপেক্ষা না করিয়া জগন্নির্ম্মাণ করেন, ইহা অনঙ্গীকার করা উচিত নহে, পরন্তু শ্রুতির প্রামাণ্যবলে তাহা অবশ্যই অঙ্গীকরণীয়। ১৫৯পৃঃ ১৮-১৯বাক্য দ্রঃ। বলা হইয়াছে—যাঁহাতে সকলপ্রকার বিশেষ প্রতিষিদ্ধ, তাঁহাতে কোনপ্রকার শক্তিসম্বন্ধ সম্ভব নহে (৪ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—তুমি কি পরব্রহ্মে শক্তিসম্বন্ধ পরমার্থতঃ অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, অথবা ব্যবহারতঃ? প্রথম পক্ষ আমরাও অঙ্গীকার করি। দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরে বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে বলিতেছেন—**প্রতিষিদ্ধ**—'যাঁহাতে' ইত্যাদি (৮বাক্য)।

নিষ্ফলং বস্তু ন রচয়তি', ইতি ন্যায়েন সঃ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে, ন বা ইতি তদনাভাসত্বাভাসত্বাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] তৃপ্তঃ [পরমেশ্বরঃ জগতঃ] অস্রষ্টা, অথবা স্রষ্টা ?

পূর্ব্বপক্ষ—["আনন্দো ব্রহ্ম:" (তৈঃ ৩।৬) ইতি শ্রুতেঃ পরমেশ্বরঃ নিত্যতৃপ্তঃ। অতঃ সঃ] ন স্রষ্টা, [যতঃ] ফলবাঞ্ছনে [সঃ] অতৃপ্তঃ স্যাৎ ; অবাঞ্ছায়াং [চ অবুদ্ধিপূর্ব্বিকাং সৃষ্টিং বিরচয়তঃ তস্য] উন্মত্তনরতুল্যতা [প্রসজ্যেত]।

সিদ্ধান্ত—[বুদ্ধিমদ্ভিরেব রাজাদিভিঃ অন্তরেণ প্রয়োজনং লীলয়া মৃগয়াদিপ্রবৃত্তিঃ ক্রিয়তে। শ্বাসোচ্ছ্বাসব্যবহারস্তু সার্ব্বজনীনঃ। ব্যর্থচেষ্টাঃ চ বালকৈঃ ক্রিয়মাণাঃ বহুশঃ দৃশ্যন্তে। এবম্প্রকারেণ] যতঃ অনুন্মত্তৈঃ ফলম্ অনুদ্দিশ্য লীলাশ্বাসবৃথাচেষ্টাঃ বিরচ্যন্তে, তস্মাৎ [নিত্যতৃপ্তঃ] [অপি পরমেশ্বরঃ] তথা [প্রয়োজনম্ অন্তরেণাপি অনুন্মত্তঃ সন্ অশেষং জগৎ] সৃজেৎ।

অনুবাদ

সংশয়—[পরিতৃপ্ত ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি বর্ণনাকারী বেদান্তসমন্বয় এখানে বিষয়। 'অভ্রান্ত চেতন নিষ্ফল বস্তু নির্ম্মাণ করেন না', এই যুক্তির দ্বারা সেই সমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হয় অথবা হয় না, এইপ্রকারে তাহার (—সেই যুক্তির) অদুষ্টতা ও দুষ্টতাবশতঃ সংশয় হয়—] তৃপ্ত [পরমেশ্বর জগতের] স্রষ্টা নহেন, অথবা স্রষ্টা ?

পূর্ব্বপক্ষ—["আনন্দই ব্রহ্ম", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায় পরমেশ্বর নিত্যতৃপ্ত। সেইহেতু, তিনি জগতের] স্রষ্টা নহেন, [যেহেতু] ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে তিনি অতৃপ্ত হইয়া পড়িবেন ; [আর] ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলে [অবুদ্ধিপূর্ব্বিকা সৃষ্টির নির্ম্মাণকারী তিনি] উন্মত্ত মনুষ্যের সমান হইয়া পড়িবেন।

সিদ্ধান্ত—[বুদ্ধিমান্ রাজা প্রভৃতি প্রয়োজন ব্যতিরেকেই লীলাবশতঃ (ক্রীড়াচ্ছলে) মৃগয়াদিতে প্রবৃত্ত হন। আর শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যবহার সর্ব্বজনসিদ্ধ (—কেহ কোন ফলাকাঙ্ক্ষাবশতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসাদিতে প্রবৃত্ত হয় না, ইহা সর্ব্বজনসিদ্ধ)। আবার বালকগণকর্তৃক বহুপ্রকার ব্যর্থ চেষ্টা নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়। এই প্রকারে] যেহেতু অনুন্মত্তব্যক্তিগণকর্তৃক ফলের আকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকেই লীলা (—ক্রীড়া), শ্বাসপ্রশ্বাস ও বৃথা চেষ্টাসকল নিষ্পাদিত হয়, সেইহেতু [নিত্য] তৃপ্ত [হইলেও পরমেশ্বর] সেই প্রকারে [প্রয়োজন ব্যতিরেকেও উন্মত্ত না হইয়া সমগ্র জগৎকে] সৃজন করিবেন।

ফলভেদ—পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়।

[পূর্ব্বপক্ষসূত্র—] ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥২।১।৩২॥

সূত্রার্থ—["ব্রহ্ম ফলেন বিনা ন সৃজতি, অভ্রান্তচেতনত্বাৎ", ইতি ন্যায়েন অবাপ্তসকলকামাৎ নিত্যতৃপ্তাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবন্ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে, ন বা ইতি সন্দেহে ; পূর্ব্বপক্ষী ব্রবীতি—] **ন**—ব্রহ্মণঃ জগৎকর্তৃত্বং ন সম্ভবতি। [কুতঃ ?] **প্রয়োজনবত্ত্বাৎ**—প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনবত্ত্বাভ্যুপগমাৎ। [নিত্যতৃপ্তত্বেন ঈশ্বরস্য ন প্রয়োজনং কিঞ্চিৎ সৃষ্টৌ। অতঃ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে ইতি]।

অনুবাদ—["ফলব্যতিরেকে (—ফলাকাঙ্ক্ষা ব্যতিরেকে) ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন না, যেহেতু তিনি অভ্রান্ত ও চেতন," এই যুক্তির বলে যাঁহার প্রাপ্তব্য কাম্যবস্তু কিছুই নাই, সেই নিত্যতৃপ্ত ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি বর্ণনাকারী সমন্বয় বিরোধপ্রাপ্ত হয় অথবা হয় না,

এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] ন—ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব নহে। [কেন নহে ? উত্তর—] প্রয়োজনবত্ত্বাৎ—যেহেতু বিবেচকব্যক্তিগণের প্রবৃত্তি প্রয়োজনবিশিষ্ট (—প্রয়োজনবশতঃই বিবেকিব্যক্তিগণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন), ইহা অঙ্গীকার করা হয়। [নিত্যতৃপ্ত হওয়ায় সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই। অতএব সমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হইতেছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্যথা পুনঃ চেতনকর্তৃত্বং জগতঃ আক্ষিপতি ।১ ন খলু চেতনঃ পরমাত্মা ইদং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতুম্ অর্হতি ।২ কুতঃ ?৩ প্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রবৃত্তীনাম্ ।৪ চেতনঃ হি লোকে বুদ্ধিপূর্ব্বকারী পুরুষঃ প্রবর্ত্তমানঃ ন মন্দোপক্রমাম্ অপি তাবৎ প্রবৃত্তিম্ আত্ম-প্রয়োজনানুপযোগিনীম্ আরভমাণঃ দৃষ্টঃ ।৫ কিমুত গুরু-তরসংরম্ভাম্ ?৬ ভবতি চ লোকপ্রসিদ্ধ্যনুবাদিনী শ্রুতিঃ—"ন বৈ অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" (বৃঃ ২।৪।৫), ইতি।৭ গুরুতরসংরম্ভা চ ইয়ং

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর জগৎকারণ নহেন, তদঙ্গীকারে নিত্যতৃপ্ত্যাদির হানি।]

'চেতন জগতের কর্তা', এই বিষয়টীকে পুনরায় অন্যপ্রকারে আক্ষেপ করিতেছেন।১ [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] চেতন পরমাত্মা এই জগৎ-বিম্বকে (—সুন্দর জগৎকে) নির্ম্মাণ করিবেন, ইহা নিশ্চয় সঙ্গত নহে।২ তাহাতে হেতু কি ?৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু প্রবৃত্তিসকল প্রয়োজনবিশিষ্ট।৪ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন —] যেহেতু লোকমধ্যে বুদ্ধিপূর্ব্বক [কর্ম্ম] অনুষ্ঠানকারী যে চেতন পুরুষ প্রবৃত্ত হয়, সে নিজের প্রয়োজনের অনুপযোগী মন্দোপক্রমবিশিষ্ট প্রবৃত্তিকেও (—অল্লায়াসসাধ্য কর্ম্মকেও) আরম্ভ করে, ইহা পরিদৃষ্ট হয় না।৫ সুতরাং গুরুতর সংরম্ভা (—বহুল আয়াসসাধ্যা) প্রবৃত্তিকে (—প্রবৃত্তিসাধ্য কর্ম্মকে) আরম্ভ করিবে না, এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ?৬ [যদি বলা হয় আপ্তকাম নিত্যতৃপ্ত ঈশ্বরের নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও কৃপাপরবশ হইয়া জীবের প্রয়োজনে জগৎকে রচনা করেন, তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর লোকপ্রসিদ্ধির অনুবাদকারিণী শ্রুতিও আছে, যথা—"প্রিয়ে, সকল বস্তুর জন্য সকল বস্তু প্রিয় হয় না, কিন্তু নিজের প্রয়োজনেই সকল বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে", ইত্যাদি। [সুতরাং কৃপালু ব্যক্তির প্রবৃত্তি অপরের দুঃখাসহনপ্রযুক্ত স্বচিত্তের ব্যাকুলতা নিবৃত্তির জন্য হওয়ায় অপরের প্রয়োজনও বস্তুতঃ তাঁহার নিজেরই প্রয়োজনপ্রযুক্ত হইয়া পড়িবে এবং ব্যাকুলতা-বশতঃ তাঁহার আনন্দস্বরূপতার ব্যাঘাত হইয়া পড়িবে ; তাহা সঙ্গত নহে। আর সৃষ্টির পূর্ব্বে কৃপাপ্রাপ্তির যোগ্যও কেহ থাকে না, যাহার প্রতি পরমেশ্বর কৃপা করিবেন।৭ কিন্তু জগদ্রচনা অল্লায়াসসাধ্য হওয়ায় ইহার জন্য প্রয়োজনকল্পনার কোন আবশ্যকতা নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] উচ্চাবচপ্রপঞ্চযুক্ত (—ছোট বড় নানা-

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রবৃত্তিঃ যৎ উচ্চাবচপ্রপঞ্চং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতব্যম্ ।৮ যদি ইয়ম্ অপি প্রবৃত্তিঃ চেতনস্য পরমাত্মনঃ আত্মপ্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্প্যেত, পরিতৃপ্তত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত ।৯ প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোঽপি স্যাৎ ।১০ অথ চেতনঃ অপি সন্ উন্মত্তঃ বুদ্ধ্যপরাধাৎ অন্তরেণৈব আত্মপ্রয়োজনং প্রবর্ত্তমানঃ দৃষ্টঃ, তথা পরমাত্মাপি প্রবর্ত্তিষ্যতে ইতি উচ্যেত ।১১ তথা সতি সর্ব্বজ্ঞত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত ।১২ তস্মাৎ অশ্লিষ্টা চেতনাৎ সৃষ্টিঃ ইতি ।১৩॥২।১।৩২॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রকার ভেদবিশিষ্ট) এই জগদ্‌বিম্বকে নির্ম্মাণ করিতে হইবে, এই যে প্রবৃত্তি, ইহা অতিশয় আয়াসসাধ্য, [সুতরাং প্রয়োজনকল্পনা অবশ্যই করিতে হইবে ।৮ আচ্ছা, সৃষ্টি তবে পরমেশ্বরের স্বপ্রয়োজনেই হউক্ । তদুত্তরে বলিতেছেন—] যদি চেতন পরমাত্মার এই প্রবৃত্তিকে [তাঁহার] নিজের প্রয়োজনের উপযোগিরূপে কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে ["আপ্তকামম্" আত্মকামম্" বৃঃ ৪।৩।২১, ইত্যাদি] শ্রুতিতে বর্ণিত পরমাত্মার পরিতৃপ্ততা বাধিত হইয়া পড়িবে ।৯ [যদি বলা হয়—জগন্নির্ম্মাণ অস্মদাদির পক্ষে বহু আয়াসসাধ্য হইলেও পরমেশ্বরের পক্ষে অল্পায়াসসাধ্য লীলা মাত্র, ইহাতে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অথবা প্রয়োজনের অভাবে [জগন্নির্ম্মাণে] প্রবৃত্তির অভাবও হইয়া পড়িতে পারে। [ফলে জগতের উৎপত্তিই হইবে না ।১০ আর যদি বলা হয়—চেতন হইলেও উন্মত্তব্যক্তিকে বুদ্ধির অপরাধ (—বিবেকাভাব) বশতঃ নিজের প্রয়োজন ব্যতিরেকেই প্রবৃত্ত হইতে দেখা গিয়াছে, এইরূপে পরমাত্মাও [স্বপ্রয়োজন ব্যতিরেকে] প্রবৃত্ত হইবেন ।১১ [তদুত্তরে বলিব—] তাহা হইলে পরমাত্মার যে সর্ব্বজ্ঞতা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, তাহা বাধিত হইয়া পড়িবে ।১২ সেইহেতু (—কোনপ্রকারেই পরমেশ্বরের জগন্নির্ম্মাতৃত্ব সম্ভব হয় না বলিয়া) চেতন [ব্রহ্ম] হইতে সৃষ্টি অসঙ্গত ।১৩॥২।১।৩২॥

[সিদ্ধান্তসূত্র -] লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ॥২।১।৩৩॥

পদচ্ছেদ—লোকবৎ, তু, লীলাকৈবল্যম্ ।

সূত্রার্থ—তুশব্দঃ—পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। **লোকবৎ**—যথা লোকে রাজতদমাত্যাদীনাং ফলং বিনৈব কেবললীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ দৃশ্যন্তে, যথা বা উচ্ছ্বাসাদয়ঃ স্বভাবাদেব উৎপদ্যন্তে, [তথা ব্রহ্মণঃ অপি ইয়ং বিচিত্রকার্য্যরচনা]; **লীলাকৈবল্যম্**—কেবলস্বভাবসিদ্ধলীলামাত্রম্, [ন ফলসাপেক্ষম্ । কথঞ্চিৎ রাজাদীনাং লীলায়াং ফলসম্ভবেঽপি নিত্যতৃপ্তস্য ব্রহ্মণঃ লীলামাত্রম্ এতৎ ইতি অভিপ্রায়ঃ] ।

অনুবাদ—তুশব্দটী—পূর্ব্বপক্ষকে নিরাকরণ করিবার জন্য। **লোকবৎ**—যেমন লোকমধ্যে রাজা এবং তাঁহার মন্ত্রী প্রভৃতির ফল ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র লীলারূপ (—ক্রীড়ারূপ, বিলাসরূপ) প্রবৃত্তিসকল পরিদৃষ্ট হয়, অথবা যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি স্বভাববশতঃই উৎপন্ন হয়, [এইপ্রকারে ব্রহ্মেরও এই বিচিত্র [জগদ্রূপ] কার্য্য রচনা] **লীলাকৈবল্যম্**—কেবল স্বভাবসিদ্ধ লীলামাত্র, [কিন্তু প্রয়োজনসাপেক্ষ নহে। রাজা প্রভৃতির লীলাতে কথঞ্চিৎ [তৃপ্তি প্রভৃতি] ফলের সম্ভাবনা থাকিলেও নিত্যতৃপ্ত ব্রহ্মের ইহা লীলামাত্র, ইহাই অভিপ্রায়]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দেন আক্ষেপং পরিহরতি।১ যথা লোকে কস্যচিৎ আপ্তৈষণস্য রাজ্ঞঃ রাজামাত্যস্য বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ অনভিসন্ধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি।২ যথা চ উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়ঃ অনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং স্বভাবাদেব সম্ভবন্তি।৩ এবম্ ঈশ্বরস্যাপি অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তিঃ ভবিষ্যতি।৪ নহি ঈশ্বরস্য প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমাণং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আপ্তকাম নিত্যতৃপ্ত পরমেশ্বরেরই স্বভাবশক্তিত মায়াশক্তিযোগে জগৎকারণতা।]

তুশব্দটীর দ্বারা আক্ষেপ পরিহার করিতেছেন।১ যেমন লোকমধ্যে [লীলা] ব্যতিরিক্ত কোনপ্রকার প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কোন পূর্ণকাম রাজা বা রাজমন্ত্রীর ক্রীড়াবিহারাদিতে (—যে রমণীয় দেশে ক্রীড়ারূপ বিহার করা হয়, সেই উপবন প্রভৃতিতে) কেবল (১) লীলারূপা (—বিলাসরূপা) প্রবৃত্তিসকল হইয়া থাকে।২ [যদি বলা হয়—তাদৃশ বিলাসাদিতে রাজা প্রভৃতির চিত্তবিনোদন ও উল্লাসাদির আকাঙ্ক্ষা থাকে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অথবা যেমন বাহ্য কোন প্রয়োজনের (—ফলের) আকাঙ্ক্ষা না করিয়া শ্বাস ও প্রশ্বাস প্রভৃতি [প্রাণের চলনরূপ] স্বভাববশতঃই সম্ভব হইয়া থাকে।৩ এইরূপে অন্য কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকেই ঈশ্বরেরও [কাল ও কর্ম্মসহকৃত মায়াশক্তিরূপ] স্বভাববশতঃই কেবল লীলারূপা প্রবৃত্তি হইবে।৪ [কিন্তু লীলাব্যতিরেকে ঈশ্বরের কোনপ্রকার প্রয়োজন কল্পনা করিতেছ না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] ঈশ্বরের অন্য যে প্রয়োজন নিরূপণ করা হয়, ["আপ্তকামত্বাদি", বৃঃ ৪।৩।২১] যুক্তি এবং ["আনন্দং ব্রহ্ম"

ভাবদীপিকা

(১) এই স্থলে 'কেবল' এই শব্দটী প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই—"লীলাক্রিয়াবিলাসশ্চ" ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায়—লীলাশব্দের অর্থ—ক্রিয়া ও বিলাস। সেই 'বিলাস' আবার দুইপ্রকার (ক) উদ্যানবিহারাদিরূপ বিলাস, ইহাতে তৃপ্তিলাভাদিরূপ কিঞ্চিৎ প্রয়োজন থাকে। (খ) সুখের উদ্রেক হইলে হাস্য ও গানাদিরূপ বিলাস, ইহাতে কোনপ্রকার প্রয়োজন থাকে না; যেমন দুঃখের উদ্রেক হইলে অশ্রুমোচনের প্রয়োজন থাকে না, অথচ তাহা হয়; তদ্রূপ। এখানে 'কেবলশব্দটীর' দ্বারা প্রথমোক্ত সপ্রয়োজন 'বিলাস' নিরাকৃত হইতেছে। (ব্রহ্মবিদ্যাভঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন্যায়তঃ শ্রুতিতঃ বা সম্ভবতি।৫ ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে।৬ যদ্যপি অস্মাকম্ ইয়ং জগদ্বিম্বরচনা গুরুতরসংরম্ভা ইব আভাতি, তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলা এব কেবলা ইয়ম্ অপরিমিতশক্তিত্বাৎ।৭ যদি নাম লোকে লীলাসু অপি কিঞ্চিৎ

ভাষ্যানুবাদ

(বৃঃ ৩।৯।২৮।৭) ইত্যাদি] শ্রুতির বলে তাহা নিশ্চয়ই সম্ভব হয় না।৫ (২) আর স্বভাবকে পর্য্যনুযোগ(—দোষারোপ) করিতে পারা যায় না (৩)।৬ [আর যে বলা হইয়াছে—গুরুতর আয়াসসাধ্য হওয়ায় জগন্নির্ম্মাণের প্রয়োজন কল্পনা করিতে হইবে (১৮৫পৃঃ ৪ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] যদিও এই জগৎ-বিম্বরচনা আমাদিগের নিকট অতিশয় আয়াসসাধ্যরূপেই প্রতিভাত হইতেছে, তাহা হইলেও ইহা পরমেশ্বরের পক্ষে কেবল লীলামাত্রই, যেহেতু তিনি [মায়ারূপ] অপরিমিত শক্তিযুক্ত।৭

ভাবদীপিকা

(২) যদি বলা হয়—ঈশ্বর চুপ করিয়া থাকিলেই তো পারেন। তাঁহার নিজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং আমাদিগের পক্ষে মহাদুঃখপ্রদ এই সৃষ্টি কেন করেন? আর আমরা যেমন হঠাৎ ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হই, ঈশ্বরও তদ্রূপ এই মায়াময়ী লীলা হইতে হঠাৎ নিবৃত্ত হইলে সম্যগ্‌জ্ঞানব্যতিরেকে আমাদের মুক্তিই বা হইবে না কেন? অথবা জগতের আত্যন্তিক উপরমই বা কেন হইবে না? তদুত্তরে বলিতেছেন—**ন চ স্বভাবঃ**—'আর স্বভাবকে' ইত্যাদি।

(৩) অভিপ্রায় এই—জল নিম্নগামী ও শীতল কেন, বহ্নি ঊর্দ্ধগামী ও উষ্ণ কেন, এইপ্রকার অনুযোগ করিতে পারা যায় না; তাহাদের উক্তপ্রকার স্বভাব অঙ্গীকার করিয়া লইয়াই ব্যবহার সম্পাদন করিতে হয়। প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ অনির্ব্বচনীয় অনাদি অবিদ্যাকে, অর্থাৎ মায়াশক্তিকে পরমেশ্বরের স্বভাব এবং লীলা বলা হইতেছে (ন্যায়নির্ণয়)। সেই প্রাতীতিক স্বভাবে, অর্থাৎ যে স্বভাব আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ নাই, তাহাতে কোনপ্রকার দোষ বা অসঙ্গতি উদ্ভাবন করা যায় না। জীবগণের ফলদানোন্মুখ প্রারব্ধকর্ম্ম ও ফলপ্রাপ্তির উপযোগী কাল সমুপস্থিত হইলে তৎসহায়যুক্ত মায়াখ্য সেই পারমেশ্বরী স্বভাব হইতেই হয় সৃষ্টি (রত্নপ্রভা এবং ২।১।৩৬ সূঃ ৬ বাক্য দ্রঃ)। আর সেই স্বভাবের স্বভাবী যে তদধিষ্ঠানভূত পরমেশ্বর, তদভিন্নরূপে জীব যখন নিজেকে জানিতে পারে, তখনই হয় সেই স্বভাবের নিবৃত্তি; তৎপূর্ব্বে নহে। সেইহেতু জীবের মুক্তি হঠাৎ হইতে পারে না। আর বস্তুর স্বভাব যাবদ্বস্তুভাবী হওয়ায়, অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু থাকিলে তাঁহার মায়াশক্তিরূপ স্বভাবের সত্তাও অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় সৃষ্টির আকস্মিক উপরমও সম্ভব নহে। এতদ্দ্বারা 'পরমেশ্বর কৃপাবশতঃ সৃষ্টি করেন', এই মতবাদও নিরাকৃত হইল, কারণ জলের নিম্নগামিতাদির ন্যায় সৃষ্টি পারমেশ্বরী স্বভাবের কার্য্য হওয়ায় এইস্থলে কৃপার কোন প্রশ্নই উঠে না। "দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা" (মাঃ কাঃ ১।৯)। সুতরাং সৃষ্টিবিষয়িণী কৃপা বা অকৃপার স্পৃহাও স্বতঃ অবিক্রিয় তাঁহার নাই, "স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে" (গীতা ৫।১৪)।

এইস্থলে এইপ্রকার সংশয় হয়—সূত্রে প্রযুক্ত যে লীলাশব্দ, তাহার "মায়াশক্তিরূপ

শাঙ্করভাষ্যম

সূক্ষ্মং প্রয়োজনম্ উৎপ্রেক্ষ্যেত, তথাপি নৈবাত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ উৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে, আপ্তকামশ্রুতেঃ ।৮ নাপি অপ্রবৃত্তিঃ উন্মত্তপ্রবৃত্তিঃ বা, সৃষ্টিশ্রুতেঃ সর্ব্বজ্ঞশ্রুতেশ্চ ।৯ ন চ ইয়ং

ভাষ্যানুবাদ

[কিন্তু নিষ্ফল জগদ্রচনা অঙ্গীকার করিলে 'অভ্রান্ত চেতনের কা কথা, পামর ব্যক্তিও নিষ্ফল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না', এই ন্যায়ের বিরোধ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যদি লোকমধ্যে [রাজা প্রভৃতির] লীলাসকলেও কোনপ্রকার সূক্ষ্ম ফল কল্পনা করা হয়, [তাহা হউক্]; কিন্তু তাহা হইলেও এখানে (—ঈশ্বরের জগন্নির্ম্মাণপ্রবৃত্তিতে, স্বকীয় বা পরকীয়] কোনপ্রকার প্রয়োজন কল্পনা করিতে পারা যায় না, যেহেতু [বৃঃ ৪।৩।২১, শ্বেঃ ১।১১ ইত্যাদি] আপ্তকামত্ববোধক শ্রুতিবাক্য আছে ।৮ [আর যে বলা হইয়াছে—জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্তির অভাব, বা উন্মত্তব্যক্তির ন্যায় প্রবৃত্তি হইয়া পড়িবে (১৮৬ পৃঃ ১০-১১ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [সৃষ্টিক্রিয়াতে তাঁহার] অপ্রবৃত্তি, অথবা উন্মত্তপুরুষের ন্যায় প্রবৃত্তি কল্পনা করিতে পারা যায় না, যেহেতু ["ইমান্ লোকান্ অসৃজত", ঐতঃ ১।১।২ ইত্যাদি] সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতি আছে, [সুতরাং অপ্রবৃত্তি কল্পনা করা যায় না]; এবং ["যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" (মুঃ ২।২।৭) ইত্যাদি] সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতি আছে, [সুতারং উন্মত্তপ্রবৃত্তি কল্পনা করা যায় না ।৯ আচ্ছা, তাহা হইলে সৃষ্টিশ্রুতির প্রামাণ্যবলেই

ভাবদীপিকা

স্বভাব", এই অর্থ কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। উপরন্তু "স্বভাবম্ একে কবয়ো বদন্তি" (শ্বেঃ ৬।১) ইত্যাদি শ্রুতিতে এই স্বভাবকারণবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। সুতরাং ত্বৎকর্ত্তৃক উপস্থাপিত এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত মনে হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—"ক্রীড়া লীলা চ নর্ম্ম চ" (অমরকোশ, নাট্যবর্গ) এবং "লীলাবিলাসক্রিয়য়োঃ" (ঐ, নানার্থবর্গ) ইত্যাদি হইতে অবগত হওয়া যায় লীলাশব্দের অর্থ—ক্রীড়া নর্ম্ম বিলাস এবং ক্রিয়া ইত্যাদি। প্রস্তাবিতস্থলে অন্যপ্রকার অর্থ সঙ্গত না হওয়ায় ক্রীড়া বা বিলাসরূপ অর্থকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু যে অর্থই গ্রহণ করা হউক্ না কেন, তহাতে এতটুকুও প্রয়োজনের অবকাশ থাকা চলে না, কারণ যাঁহার লীলার কথা এখানে বিচারিত হইতেছে, সেই পরমেশ্বর নিত্যতৃপ্ত ও আপ্তকাম। সুতরাং নিষ্প্রয়োজন যে লীলা, তাহাকে বস্তুতঃ হাস্য ও ক্রন্দনাদির ন্যায় নিষ্প্রয়োজন স্বাভাবিক ব্যাপাররূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। হাস্য প্রভৃতির কারণই থাকে, কিন্তু প্রয়োজন থাকে না। আর বিনা প্রয়োজনে কেহ যদি পুনঃ পুনঃ অপরের উপকার বা অপকার করে, লোকে বলে, 'ইহা তাহার স্বভাব'। নিত্যতৃপ্ত পরমেশ্বর এই যে বিনা প্রয়োজনে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিরূপ লীলা করেন, এই লীলাকে তাঁহার স্বভাবই সুতরাং বলিতে হয়। নিত্যতৃপ্ত নিরবয়ব ও নিষ্ক্রিয় পরমেশ্বরের এই স্বভাব মায়াশক্তি ব্যতিরেকে আর কি হইবে? মায়াশক্তিসহযোগে তিনি জগদ্রচনা করেন, ইহাই [ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে] বেদান্তসিদ্ধান্ত। সুতরাং প্রস্তাবিত অধিকরণে লীলাশব্দের 'মায়াশক্তিরূপ স্বভাব', এই লাক্ষণিকার্থ গৃহীত হইলে কোনপ্রকার অসঙ্গতি হয়

শাঙ্করভাষ্যম্

পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ, অবিদ্যাকল্পিতনামরূপব্যবহারগোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপরত্বাৎ চ ইতি এতদপি নৈব বিস্মর্ত্তব্যম্ ।১০ ॥২।১।৩৩॥ ইতি একাদশং প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্মের নিজের কোন প্রয়োজন কল্পনা করিতেছ না কেন? উত্তর—] আর এই সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতি পরমার্থবিষয়িণী নহে (—সৃষ্টির পারমার্থিক সত্যতাপ্রতিপাদনে উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই), যেহেতু ইহা অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত নাম ও রূপাত্মক ব্যবহারের বিষয় (৪) এবং যেহেতু ইহা ব্রহ্মাত্মভাব (—জীব ও ব্রহ্মের একত্ব) প্রতিপাদনপর ইত্যাদি ইহাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে (৫)।১০॥২।১।৩৩॥

প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদিপীকা

না। আর শ্বেতাশ্বতরে যেমন স্বভাবকারণবাদ নিরাকৃত হইয়াছে, মাণ্ডুক্যকারিকাতেও তদ্রূপ "ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে" (১৯) এইপ্রকারে ক্রীড়াকারণবাদও নিরাকৃত হইয়াছে। **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** বলেন—"ভোজনশয়নাদিরূপ যে সপ্রয়োজন স্বাভাবিক চেষ্টা, তাহাই শ্বেতাশ্বতরে পঠিত স্বভাবশব্দের অর্থ। পরমাত্মার সৃষ্টি তাদৃশ সপ্রয়োজন নহে, ইহাই সেই স্থলে প্রতিপাদ্য অর্থ"। **পরিমলকার** বলেন—"সৃজ্যবস্তুর স্বভাবই সেই স্থলে অনভিমতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, স্রষ্টার স্বভাব নহে"। সুতরাং প্রস্তাবিত স্থলে "মায়াশক্তিরূপ স্বভাব", এই অর্থ গৃহীত হইলে শ্বেতাশ্বতরশ্রুতির সহিত বিরোধ হয় না। আবার মাণ্ডুক্যে যে ক্রীড়াকারণবাদ নিরাকৃত হইয়াছে, সেই বিষয়ে **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** বলেন—"উপবনে বিহারাদিরূপ যে ঈষৎ প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া, তাহাই উক্তস্থলে নিরাকৃত হইয়াছে।—পরমেশ্বরের যে প্রয়োজনরহিতা স্বভাবরূপা ক্রীড়া, তাহা নিরাকৃত হয় নাই"। পরিমলকারের অভিপ্রায়ও এইপ্রকার। সুতরাং লীলাশব্দের ক্রীড়া বা বিলাস যে অর্থই গৃহীত হউক না কেন, বিনা প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, তাহা স্বভাবরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়া পড়ে বলিয়া এইস্থলে উপস্থাপিত সিদ্ধান্তে কোন বিরোধ হয় না।

(৪) এইস্থলে বক্তব্য এই—অনাদি অবিদ্যার কার্য্যভূতা এই সৃষ্টি সত্যসত্যই হয় নাই, সেইহেতু ইহাতে ব্রহ্মের কোনরূপ প্রয়োজন কল্পনা করা যায় না। আর অবিদ্যা স্বভাবতঃই কার্য্যোন্মুখী, জীবাদৃষ্ট প্রভৃতি অনুকূল পরিবেশ প্রাপ্ত হইলেই তাহা কার্য্য প্রসব করে। সুতরাং তাহারও কোন প্রয়োজন কল্পনা করা যায় না। যেমন দ্বিচন্দ্র, মৃগতৃষ্ণিকা ও গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতি বিভ্রম সকলের কোনপ্রকার প্রয়োজন কল্পনা করা যায় না, এখানেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। কিন্তু অবিদ্যারূপ স্বভাবই যদি এই মিথ্যা জগতের কারণ হইল, তাহা হইলে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা হয় কেন? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—ব্রহ্ম অধিষ্ঠানরূপে আছেন বলিয়াই অবিদ্যা জগন্নির্মাণে সমর্থা, অন্যথা জড়া তাহার পক্ষে তাহ সম্ভব হইত না। ব্রহ্মচৈতন্যের আশ্রয়ে অবস্থিতা সেই অবিদ্যা যেন চৈতন্যের সহিত মিশ্রিত হইয়াই হয় জগদুৎপত্তির হেতু সেইহেতু ব্রহ্মের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয়। [১৭০ পৃঃ২৮ বাক্য দ্রঃ]। আচ্ছা, যে সৃষ্টি হয়ই নাই, শ্রুতি

১২। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণম্। [৩৪-৩৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ঈশ্বরে পক্ষপাতিতা ও নিষ্ঠুরতারূপ দোষের অভাব।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে মায়াময়ী লীলাবলম্বনে ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি যদি প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে পরবশ, সুতরাং অনীশ্বর হইয়া পড়িবেন। আর যদি তন্নিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে দেবতা প্রভৃতিকে অত্যন্ত সুখভাগী এবং পশু প্রভৃতিকে অত্যন্ত দুঃখভাগী করিয়া সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহাতে পক্ষপাতিত্বদোষ আপতিত হইবে। আবার প্রলয়কালে দেব ও পশ্বাদিসমন্বিত এই জগৎকে ধ্বংস করেন বলিয়া নিষ্ঠুরতাদোষ তাঁহাতে আপতিত হইবে। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বৈষম্যাদ্যাপতেন্নোবা সুখদুঃখে নৃভেদতঃ।
সৃজন্ বিষম ঈশঃ স্যান্নির্ঘৃণশ্চোপসংহরন্॥
প্রাণ্যনুষ্ঠিতধর্ম্মাদিমপেক্ষ্যেশঃ প্রবর্ত্ততে।
নাতো বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে সংসারস্তু ন চাদিমান্॥

অন্বয়—বৈষম্যাদি আপতেৎ, নো বা? নৃভেদতঃ সুখদুঃখে সৃজন্ ঈশঃ বিষমঃ স্যাৎ, উপসংহরন্ নির্ঘৃণঃ চ। ঈশঃ প্রাণ্যনুষ্ঠিতধর্ম্মাদিম্ অপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে, অতঃ ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে। সংসারস্তু ন চ আদিমান্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[নির্দ্দোষাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবন্ সমন্বয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। "যঃ বিষমকারী সঃ দোষবান্" ইতি ন্যায়েন সঃ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে, ন বা ইতি বিচার্য্যতে। ঈশ্বরঃ দেবাদীন্ অত্যন্তসুখিনঃ সৃজতি, পশ্বাদীন্ অত্যন্তদুঃখিনঃ, মনুষ্যান্ মধ্যমান্। এবং তারতম্যেন পুরুষবিশেষেষু সুখদুঃখস্রষ্টরি ঈশ্বরে] বৈষম্যাদি আপতেৎ, নো বা?

পূর্ব্বপক্ষ—নৃভেদতঃ সুখদুঃখে সৃজন্ ঈশঃ বিষমঃ স্যাৎ। [নীচৈরপি অত্যন্তজুগুপ্সিতং দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদ্যশেষং জগৎ] উপসংহরন্ নির্ঘৃণঃ চ [ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—[ন তাবৎ ঈশ্বরস্য বৈষম্যপ্রসঙ্গঃ, প্রাণিনাম্ উত্তমমধ্যমাধমলক্ষণবৈষম্যে তত্তৎকর্ম্মণাম্ এব প্রযোজকত্বাৎ। ন চ এতাবতা ঈশ্বরস্য স্বাতন্ত্র্যহানিঃ, অন্তর্যামিতয়া কর্ম্মাধ্যক্ষত্বাৎ। ননু এবং সতি ঘট্টকুটীপ্রভাতন্যায়ঃ আপদ্যতে, ঈশ্বরে বৈষম্যং পরিহর্তুং কর্ম্মণাং

ভাবদীপিকা

তাদৃশ সৃষ্টির কথা কেন বলিতেছেন? সৃষ্টি বাস্তবিকপক্ষে হয় নাই, ইহাই তাঁহার স্পষ্টভাবে বলা উচিত ছিল; তাহা হইলে ব্রহ্মকারণবাদে যে দোষসকল উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহার কোন অবসর থাকিত না। তদুত্তরে বলিতেছেন—**ব্রহ্মাত্মভাব** 'এবং যেহেতু ইহা', ইত্যাদি।

(৫) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—জীবের বুদ্ধিতে সৃষ্টি স্বতঃই প্রতিভাত হইতেছে, অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতি হইতে তাহা অবগত হইতে হয় না। লোককল্যাণকারিণী শ্রুতি জীববুদ্ধিস্থা সেই মিথ্যা সৃষ্টিকে অনুবাদ করিয়া ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উপায়রূপে (১৭১পৃঃ ১ ভাবদীঃ) তাহার বিনিয়োগ করিতেছেন মাত্র। ইহা না জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তি যদি দোষোদ্ভাবন করেন, বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মকারণবাদীর তাহাতে কিছুই ছিন্ন হয় না, ইহাই ভাব। প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

অনীশ্বর হইয়া পড়িবেন, ইহা বলা যায় না, যেহেতু ভৃত্য প্রভৃতির সেবানুসারে ফলদাতা রাজার রাজত্ব পরিদৃষ্ট হয় (—রাজা রাজাই থাকেন) ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

পুনশ্চ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বম্ ঈশ্বরস্য আক্ষিপ্যতে স্থূণানিখননন্যায়েন প্রতিজ্ঞাতস্য অর্থস্য দৃঢ়ীকরণায়।১ ন ঈশ্বরঃ জগতঃ কারণম্ উপপদ্যতে।২ কুতঃ?৩ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ।৪ কাংশ্চিৎ অত্যন্তসুখভাজঃ করোতি দেবাদীন্, কাংশ্চিৎ অত্যন্তদুঃখভাজঃ পশ্বাদীন্, কাংশ্চিৎ মধ্যমভোগভাজঃ মনুষ্যাদীন্ ইতিএবং বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমাণস্য ঈশ্বরস্য পৃথগ্‌জনস্য ইব রাগদ্বেষোপপত্তেঃ শ্রুতিস্মৃত্যবধারিতস্বচ্ছত্বাদীশ্বরস্বভাববিলোপঃ প্রসজ্যেত।৫ তথা খলজনৈরপি জুগুপ্সিতং নির্ঘৃণত্বম্ অতিক্রূরত্বং দুঃখযোগ-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—বিষমসৃষ্টিকারী ও সংহারকারী পরমেশ্বর পক্ষপাতী ও নির্দ্দয় হইয়া পড়েন বলিয়া জগৎকারণ নহেন।]

স্থূণানিখননন্যায়াবলম্বনে (২) প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের দৃঢ়ীকরণের জন্য পুনরায় ঈশ্বরের জগজ্জন্মাদিহেতুতাকে আক্ষেপ করা হইতেছে।১ [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] ঈশ্বর জগতের কারণ, ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।২ কেন হইতেছে না?৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু বৈষম্য (—পক্ষপাতিতা) এবং নিষ্ঠুরতা হইয়া পড়ে।৪ [বৈষম্যকে বিবৃত করিতেছেন—] দেবতা প্রভৃতি কাহাকেও কাহাকেও অত্যন্ত সুখভাগী করেন, পশু প্রভৃতি কাহাকেও কাহাকেও অত্যন্ত দুঃখভাগী করেন, এবং মনুষ্য প্রভৃতি কাহাকেও কাহাকেও মধ্যম (—সুখদুঃখমিশ্রিত) ভোগভাগী করেন, ইত্যাদি এইপ্রকারে বিষমা সৃষ্টি যিনি নির্ম্মাণ করেন, সেই ঈশ্বরের পৃথগ্‌জনের (—পামর ব্যক্তির) ন্যায় আসক্তি ও দ্বেষ যুক্তিযুক্ত হওয়ায় ["নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্", (শ্বেঃ ৬।১৯), "ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ" (গীতা ৯।২৯) ইত্যাদি] শ্রুতি ও স্মৃতিতে অবধারিত যে স্বচ্ছতা [ও কূটস্থতা] প্রভৃতিরূপ ঈশ্বরের স্বভাব, তাহার বিলোপ হইয়া পড়িবে।৫ [এক্ষণে নিষ্ঠুরতাদোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] এইপ্রকারে [প্রাণিগণের সহিত] দুঃখের সংযোগবিধান করেন বলিয়া এবং [প্রলয়-কালে) সকল প্রজার (—প্রাণীর) উপসংহার (—বিলোপ, নাশ) করেন বলিয়া খল (—নীচ) ব্যক্তিগণকর্ত্তৃকও ঘৃণিত যে নির্ঘৃণত্ব, অর্থাৎ অতিক্রূরত্ব, তাহা [পর-

ভাবদীপিকা

(২) **স্থূণানিখননন্যায়**—স্থূণাশব্দের অর্থ খুঁটী। খুঁটীকে শিথিল মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া সেই একই স্থানে সবলে প্রোথিত করিতে হয়। এইপ্রকারে খুঁটীটী মৃত্তিকাতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হইয়া যায়। এই পুনঃ পুনঃ উত্তোলন ও পুনঃ পুনঃ সবলে প্রোথিত করাকে বলে—স্থূণানিখনন। এতাদৃশ যে যুক্তি, অর্থাৎ একই বিষয়কে নানাভাবে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদনদ্বারা বুদ্ধিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত অর্থাৎ গ্রথিত করিবার জন্য প্রযুক্ত যে যুক্তি, তাহাকে বলে—স্থূণানিখননন্যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিধানাৎ সর্ব্বপ্রজোপসংহারাৎ চ প্রসজ্যেত ।৬ তস্মাৎ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ ন ঈশ্বরঃ কারণম্ ইতি ।৭ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন ঈশ্বরস্য প্রসজ্যেতে ।৮ কস্মাৎ ? ৯ সাপেক্ষত্বাৎ ।১০ যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবলঃ ঈশ্বরঃ বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে, স্যাতাম্ এতৌ দোষৌ বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যং চ ।১১ নতু নিরপেক্ষস্য নির্ম্মাতৃত্বম্ অস্তি ।১২ সাপেক্ষঃ হি ঈশ্বরঃ বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে ।১৩ কিম্ অপেক্ষতে ইতি চেৎ ?১৪ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপেক্ষতে ইতি বদামঃ ।১৫ অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণিধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিঃ ইতি ন অয়ম্ ঈশ্বরস্য অপরাধঃ ।১৬ ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ ।১৭ যথাহি পর্জ্জন্যঃ ব্রীহিযবাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, ব্রীহিযবাদিবৈষম্যে তু তত্তৎবীজগতানি এব অসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি, এবম্ ঈশ্বরঃ দেবমনুষ্যাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি ।১৮ দেবমনুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্তৎজীব-

ভাষ্যানুবাদ

মেশ্বরে] প্রসক্ত হইয়া পড়িবে ।৬ অতএব পক্ষপাতিতা ও নিষ্ঠুরতা হইয়া পড়ে বলিয়া ঈশ্বর [জগতের] কারণ নহেন ।৭

[সিঃ—প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা হওয়ায় তাঁহার পক্ষপাতিতা ও নির্দ্দয়তা দোষ হয় না ।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—ঈশ্বরের পক্ষপাতিতা ও নিষ্ঠুরতা হইয়া পড়ে না ।৮ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ?৯ [উত্তর—] যেহেতু সাপেক্ষতা আছে ।১০ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু যদি নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কেবল (—অন্য নিমিত্তনিরপেক্ষ) ঈশ্বর বিষম সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য, এই দোষদ্বয় হইতে পারিত । ১১ কিন্তু নিরপেক্ষের নির্ম্মাতৃত্ব নাই ।১২ কারণ সাপেক্ষ ঈশ্বর বিষম (—উচ্চাবচ ভেদবিশিষ্ট) সৃষ্টি নির্ম্মাণ করেন ।১৩ আচ্ছা, তিনি কাহাকে অপেক্ষা করেন ?১৪ [তদুত্তরে] আমরা বলিতেছি—ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে অপেক্ষা করেন ।১৫ অতএব যে প্রাণিগণ সৃষ্ট হয়, তাহাদের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া বিষম সৃষ্টি হইয়া থাকে, এইহেতু ইহা ঈশ্বরের অপরাধ নহে ।১৬ [আচ্ছা, তাহা হইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতেই সৃষ্টি হউক্, ঈশ্বর অঙ্গীকারের আবশ্যকতা কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] ঈশ্বরকে কিন্তু পর্জ্জন্যের (—বর্ষণকারী মেঘের) ন্যায় অবগত হইতে হইবে ।১৭ দেখ, যেমন ধান্য ও যবাদির উৎপত্তিতে পর্জ্জন্য সাধারণ কারণ, কিন্তু [এইটী ধান্য, এইটী যব, এইপ্রকারে] ধান্য ও যবাদিগত বিভিন্নতাতে তত্তৎ বীজগত অসাধারণ শক্তি-সকলই কারণ হইয়া থাকে ; এইপ্রকারে দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতির সৃষ্টিতে ঈশ্বর

শাঙ্করভাষ্যম্

গতানি এব অসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি।১৯ এবম্ ঈশ্বরঃ সাপেক্ষত্বাৎ ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি।২০ কথং পুনঃ অবগম্যতে সাপেক্ষঃ ঈশ্বরঃ নীচমধ্যমোত্তমং সংসারং নির্ম্মিমীতে ইতি?২১ তথাহি দর্শয়তি শ্রুতিঃ "এষঃ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি

ভাষ্যানুবাদ

হন সাধারণ কারণ (৩)।১৮ [সেইস্থলে অসাধারণ কারণ কি, তাহা বলিতেছেন—] দেবতা ও মনুষ্যাদির বিভিন্নতাতে কিন্তু তত্তৎ জীবগত অসাধারণ কর্ম্মসকলই [অসাধারণ] কারণ।১৯ এইপ্রকারে সাপেক্ষ হন বলিয়া (—প্রাণিগণের কর্ম্মকে অপেক্ষা করেন বলিয়া) পক্ষপাতিতা ও নিষ্ঠুরতার দ্বারা ঈশ্বর দূষিত হন না।(৪) ২০

ভাবদিপীকা

(৩) ভাব এই—সাধারণকারণের সহায়তাপ্রাপ্ত অসাধারণকারণই কার্য্যোৎপাদক এবং কার্য্যবৈচিত্র্যের সম্পাদক। এই বিষয়ে ইহা কথিত হইয়াছে —"দিনকরকরসম্পাতে নৈব বিশেষোঽস্তি কমলকুমুদিনীনাম্। তা এব তু বৈষম্যং গচ্ছন্তি নিজগুণদোষাভ্যাম্।" ইহা অঙ্গীকার না করিলে ধান্য ও যবাদিস্থলে পর্জ্জন্যরূপ সাধারণকারণ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। তাহা কিন্তু হয় না, পর্জ্জন্য ব্যতিরেকে, অর্থাৎ বারিসেক ব্যতিরেকে ধান্য ও যবাদির উৎপত্তিই সম্ভব নহে। অতএব ধান্য ও যবাদির তত্তৎ বীজসমূহ অসাধারণকারণরূপে থাকিলেও যেমন পর্জ্জন্যরূপ সাধারণকারণের আবশ্যকতা থাকে, তদ্রূপ দেবতির্য্যগাদি সৃষ্টিতে তত্তৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অসাধারণ কারণরূপে থাকিলেও সেই জড় ধর্ম্মাধর্ম্মের সংযোজনকর্ত্তা চেতন ঈশ্বররূপ সাধারণকারণের আবশ্যকতা আছে। অতএব ঈশ্বর অঙ্গীকারের আবশ্যকতা নাই, ইহা বলা যায় না।

(৪) এইস্থলে এইপ্রকার সংশয় হয়—প্রাণিগণের ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর ফলদাতা, ইহা অঙ্গীকার করা যায় না, কারণ প্রলয়কালে ঈশ্বর যখন সকল প্রাণীকে যুগপৎ সংহার করেন, তখন সেই সকল প্রাণীরই দুঃখপ্রদ কর্ম্ম যে যুগপৎ ফলদানোন্মুখ হয়, এই বিষয়ে নির্ণায়ক কিছু নাই। [বর্ত্তমানকালীন রেলদুর্ঘটনাও ইহার দৃষ্টান্ত]। তদুত্তরে বলা যায়—বসন্তকালে বহুপ্রকার পুষ্প যুগপৎ প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া যেমন তাহাদের প্রস্ফুটিত হইবার সংস্কার যুগপৎ উদ্বুদ্ধ (—ফলদানোন্মুখ) হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হয়। অথবা শীতকালে শীতসম্পর্কজনিত দুঃখ সকলপ্রাণিকর্ত্তৃক যুগপৎ অনুভূত হয় বলিয়া যেমন তদনুভবকারী প্রাণিগণের পাপকর্ম্ম জনিত অদৃষ্টের যুগপৎ উদ্বোধ অঙ্গীকার করিতে হয়। প্রলয়কালেও তদ্রূপ সকল প্রাণীর দুঃখভোগ যুগপৎ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের অশুভকর্ম্ম জনিত দুঃখপ্রদ অদৃষ্ট যুগপৎ উদ্বুদ্ধ হয়, ইহা অঙ্গীকার না করিবার প্রতি কোন যুক্তি নাই। প্রলয়কালে প্রাণিগণ দুঃখানুভব করে, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া পরিহার কথিত হইল। বস্তুতঃ কিন্তু প্রলয়ারম্ভে দুঃখভোগ সম্ভব হইলেও প্রলয়কালে তাহার কোন সম্ভাবনাই নাই। সুষুপ্তিতে যেমন জীবের সর্ব্বদুঃখের উপরম হইয়া যায়, প্রলয়েও হয় তদ্রূপ ; কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মই প্রাণীর সুখ ও দুঃখভোগের হেতু। প্রলয়কাল ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলদানকাল নহে, ইহা চিন্তাকরতঃ ঈশ্বর তৎকালে ভোগসাধনসকলের সৃষ্টি করেন না, সেইহেতু প্রাণিগণের সুখ বা দুঃখভোগও হয় না। ইহা অঙ্গীকার না করিলে

শাঙ্করভাষ্যম্

তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষঃ উ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ অধো নিনীষতে" (কৌঃ ব্রাঃ ৩।৮) **ইতি, "পুণ্যঃ বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন"** (বৃঃ ৩।২।১৩) **ইতি চ।** ২২

ভাষ্যানুবাদ

আচ্ছা, কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, [ধর্ম্মাধর্ম্ম] সাপেক্ষ ঈশ্বর [পশ্বাদি, মনুষ্য ও দেবাদিরূপ] অধম মধ্যম ও উত্তম সংসার নির্ম্মাণ করেন ?২১ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] শ্রুতি সেইপ্রকারই প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"ইনিই [পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মের সংস্কারানুযায়ী] তাহাকে (– সেই মনুষ্যকে) সাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে এই লোক হইতে, ঊর্দ্ধে (—স্বর্গে) লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, ইনিই [পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মের সংস্কারানুযায়ী] তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে নিম্নে (—পশ্বাদি যোনীতে) লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন", (৫) ইত্যাদি এবং "পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা পুণ্যবান্ ও পাপকর্ম্মের দ্বারা পাপী হয়" ইত্যাদি।২২ আর "যে আমাকে যেপ্রকারে ভজনা করে, তাহাকে আমি সেইপ্রকারেই (– তদুচিত ফলদানের দ্বারাই) ভজনা

ভাবদীপিকা

সৃষ্টিকাল ও প্রলয়কালের মধ্যে কিছু পার্থক্যই থাকিবে না। যাহাহউক্, এইরূপে নির্ণীত হইল যে, প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ পরমেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করেন বলিয়া পক্ষপাতিতা ও নির্দ্দয়তা দোষ তাঁহার হয় না। (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ দ্রঃ)।

["এষঃ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" (কৌঃ ৩।৮) ইত্যাদি কৌষীতকি শ্রুতির তাৎপর্য্য]

(৫) এইস্থলে **পূর্ব্ববাদী বলেন**– ঈশ্বর যাহাকে স্বর্গাদিলোকে লইয় যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সৎ কর্ম্ম করান, যাহাকে নরকাদিতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসৎ কর্ম্ম করান, ইহাই উক্ত শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইতেছে। "পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মসংস্কারানুসারে তাহাকে সাধু কর্ম্ম বা অসাধু কর্ম্ম করান", এইপ্রকার স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা উক্ত শ্রুতির কেন করিতেছে ? উক্ত স্পষ্ট শ্রুতির অনুরোধে ইহাই অঙ্গীকার করা উচিত যে, ঈশ্বরই সাধু বা অসাধু কর্ম্ম অনুষ্ঠান করাইয়া তদনুযায়ী উচ্চাবচ ফলপ্রদান করেন। সুতরাং ঘট্টকুটীপ্রভাত-ন্যায়ে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ ঈশ্বরের উপর আপতিত হইয়াই পড়িতেছে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী বলেন**—কোন একটী শ্রুতিবাক্য হইতে উক্তপ্রকার অর্থনিরূপণ সমীচীন নহে; পরন্তু অন্যান্য শ্রুতি এবং তদনুকূল স্মৃতিবাক্যের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া শ্রুতির অর্থ নিরূপণীয়। "এষ আত্মা অপহতপাপ্মা" (ছাঃ ৮।১।৫) "নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (শ্বেঃ ৬।১৯) "কামরাগ-বিবর্জ্জিতম্" (গীতা ৭।১১) "ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ" (গীতা ৯।২৯) ইত্যাদি বহু শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পরমেশ্বরে কোনপ্রকার দ্বেষ বাসনা ও ক্লেশাদি বর্ত্তমান নাই (যোঃ সূঃ ১।২৪), তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব। অতএব এই সমস্ত শ্রুতি এবং তদনুসরণকারী স্মৃতিবাক্যসকলের অনুযায়িরূপেই প্রস্তাবিত কৌষীতকিবাক্যের উক্তপ্রকার অর্থই নিরূপণ করিতে হইবে। ফলে জীবের পূর্ব্বানুষ্ঠিত সৎ বা অসৎ কর্ম্মসংস্কারানুসারে ঈশ্বর সাধারণকারণরূপে সাধু বা অসাধু কর্ম্ম করান বলিয়া তাঁহার পক্ষপাতিত্বাদিদোষ হয় না।

ভাবদীপিকা [ঈশ্বরের সাধারণকারণতাতে যুক্তি]

ঈশ্বর জীবের পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারানুযায়ী জীবকে তত্তৎ শুভাশুভ কর্ম্মে নিয়মন করেন, এই বিষয়ে প্রত্যক্ষপ্রমাণপুষ্ট যুক্তিও আছে। লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হয়—দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ রাজদণ্ডাদি সত্ত্বেও ক্রমাগত দুষ্কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে। আবার সৎকর্ম্মকারী ব্যক্তি নানাবিধ প্রতিবন্ধক ও দুঃখদারিদ্র্য সত্ত্বেও, ঋণগ্রস্ত হইয়াও প্রাণপণে সৎকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে। ইহার হেতু কি? এই বিষয়ে শাস্ত্র বলেন, "পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ" (গীতা ৬।৪৪), "জন্মজন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ। তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈবাভ্যসতে নরঃ" ॥ (ভামতীতে উদ্ধৃত) ইত্যাদি। সুতরাং ইহা অবগত হওয়া যায়—**কর্ম্মের ফল দুই প্রকার**, যথা—(ক) তত্তৎ কর্ম্মজনিত অদৃষ্টবশতঃ স্বর্গ বা নরক প্রাপ্তি এবং ইহলোকে সুখ বা দুঃখ ভোগ ; আর (খ) তত্তৎকর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষের অন্তঃকরণে তত্তৎ কর্ম্মের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানানুকূল বাসনা (—সংস্কার) উৎপাদন। এই সংস্কারবশেই পরবর্ত্তিকালে পুরুষ তত্তৎ শুভ বা অশুভ কর্ম্মে স্বতঃই প্রবৃত্ত হয় *। ঈশ্বর সাধারণকারণরূপে তত্তৎ পুরুষের সংস্কারানুযায়ী তাহাকে তত্তৎ কর্ম্মে নিয়মনকরতঃ কর্ম্মের অব্যবস্থা পরিহার করেন মাত্র : রামের সংস্কারানুযায়ী রামকে চালিত করেন, শ্যামকে নহে। প্রস্তাবিতস্থলেও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথিত প্রদীপের দৃষ্টান্তদ্বারাও বিষয়টী পরিষ্কার হইবে। প্রদীপ সাধারণকারণমাত্র, সেই প্রদীপের আলোকে কেহ ভাগবতপাঠ করে, কেহ করে দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান, প্রদীপ তাহাতে নির্লিপ্ত। পুরুষ নিজের সংস্কারবশতঃই তাদৃশ সৎ বা অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অথচ প্রদীপ না থাকিলে উক্ত ভাগবতপাঠও চলে না, দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানও না। ঈশ্বরকেও এইপ্রকার সাধারণকারণরূপে অবগত হইতে হইবে। ইহাই "এষঃ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি"...."অসাধু কর্ম্ম কারয়তি" (কৌঃ ৩।৮) ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"(গীতা ১৮।৬১) ইত্যাদি স্মৃতির তাৎপর্য্য। অতএব উক্ত কৌষীতকি শ্রুতির বলে পরমেশ্বরের বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ হয় না। [২।৩।১৬ অধিঃ ৪ ভাবদীঃ দ্রঃ]।

[কর্ম্মনিরপেক্ষ স্বাধীন ঈশ্বর কৃপাবশে শুভফলদাতা, এই বিষয়ে ব্রহ্মাবিদ্যুক্তি]

কিন্তু ঈশ্বরের কর্ম্মনিরপেক্ষফলদাতৃত্ব না থাকায় তাঁহাকেও প্রকারান্তরে অস্মদাদির কর্ম্মের বশীভূতরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে, এইপ্রকার আশঙ্কা হওয়া উচিত নহে ; কারণ সর্ব্বকল্যাণগুণাকর কৃপাঘনস্বভাব তিনি কদাচিৎ কৃপাবশেও সুফল দান করেন, কুফল কদাপি নহে। যেমন অদ্বৈতব্রহ্মানুভূতিদ্বারে মোক্ষরূপ সুফল। ইহা ভগবান্ ভাষ্যকারের "তদনুগ্রহ-হেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধিঃ" (২।৩।৪১ সূঃ ভাষ্য) এবং "স্বানুগ্রহনিমিত্তান্ কামানি" (কঠ ২।২।১৩ ভাষ্য) ইত্যাদি বচন হইতে এবং ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের—"ঈশ্বর বালকস্বভাব....অনেকে তাঁর কাছে চাচ্ছে,....বলেন, না আমি দেব না।....আবার যে চায়নি দৌড়ে গিয়ে সেধে তাকে দিয়ে ফেলেন"(কথামৃত ৩।১৫।১।১৮১), ইত্যাদি বচন হইতে অবগত হওয়া যায়। তবে ইহাকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমরূপে বুঝিতে হইবে। যদি বলা হয়—

* এই জন্যই ইচ্ছা না থাকিলেও জোর করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ঈশ্বরাধীন জীবের স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব আছে, ইহা ২ ৩।১৬ পরায়ত্তাধিকরণে দ্রষ্টব্য। 'সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা', 'তিনি করাচ্ছেন বলিয়াই করি' এইপ্রকার মনোভাব অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্তির স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিলে পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। অলসতা ও ফাঁকির স্থান সংসারে নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মৃতিরপি প্রাণিকর্ম্মবিশেষাপেক্ষম্ এব ঈশ্বরস্য অনুগ্রহীতৃত্বং নিগ্রহীতৃত্বং চ দর্শয়তি—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (গীতা৪।১১) **ইতি এবংজাতীয়কা** ।২৩।২।১।৩৪॥

ভাষ্যানুবাদ

করি", ইত্যাদি এইজাতীয় স্মৃতিও ঈশ্বরের অনুগ্রহকারিতা ও নিগ্রহকারিতা প্রাণিগণের কর্ম্মবিশেষকে অপেক্ষা করিয়াই হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন ।২৩।২।১।৩৪॥

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতিচেন্নানাদিত্বাৎ ॥২।১।৩৫॥

পদচ্ছেদ—ন, কর্ম্ম, অবিভাগাৎ, ইতি, চেৎ, ন, অনাদিত্বাৎ।

সূত্রার্থ—[ঈশ্বরস্য কর্ম্মসাপেক্ষত্বম্ আক্ষিপ্য সমাধত্তে—"সদেব সোম্য ইদমগ্রে আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদিনা সৃষ্টেঃ প্রাগ্] **অবিভাগাৎ**—অবিভাগাবধারণাৎ, **ন কর্ম্ম**—তদানীং কর্ম্ম ন অস্তি। [অতঃ কর্ম্মাপেক্ষয়া বিষমা সৃষ্টিঃ ইতি অসঙ্গতম্], **ইতি চেৎ? ন অনাদিত্বাৎ**—সংসারস্য অনাদিত্বেন প্রাথম্যানুপপত্তেঃ। [অতঃ বীজাঙ্কুরবৎ হেতুহেতুমদ্ভাবোপপত্তেঃ কর্ম্মাপেক্ষয়া এব বিষমা সৃষ্টিঃ ইতি সঙ্গতম্]।

ভাবদীপিকা

এই সকল স্থলেও তত্তৎ প্রাপক ব্যক্তির কর্ম্মই ঈশ্বরকৃপাপ্রাপ্তির হেতু। তদুত্তরে বলিব—সর্ব্বেশ্বর ও ভূতপতি (বৃঃ ৪।৪।২২) তাঁহাকে যদি সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ম্মের অধীনরূপে অবগত হইয়া তোমার যুক্তি তৃপ্ত হয়, তো হউক্!! ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যগণের বচন হইতে কিন্তু এইপ্রকার বস্তুস্থিতিও অবগত হওয়া যায়। এতদঙ্গীকারে বৈষম্যাদিদোষনিরাকরণ পাদটীকাতে দ্রষ্টব্য।* (এই অংশ আমাদের)।

যাহাহউক্, ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে উক্ত সিদ্ধান্তসকল কথিত হইল। পরমার্থতঃ কিন্তু সৃষ্টি অনির্ব্বচনীয় ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। মায়াবী (—যাদুকর) ছিন্নমুণ্ড ও ছিন্নহস্ত ইত্যাদি ভেদে নানাপ্রকারে অশেষ দুঃখী প্রাণিসকলকে প্রদর্শন করিলেও যেমন তাহার বৈষম্য দোষ হয় না এবং হঠাৎ মায়ার উপসংহার করিয়া উক্ত জীবগণকে বিলয় করিলেও যেমন তাহার নিষ্ঠুরতা দোষ হয় না। এইপ্রকারে মায়ারূপ স্বভাব বা লীলাবশতঃ পরমেশ্বর এই অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র জগৎপ্রপঞ্চ প্রদর্শন করিতেছেন বলিয়া তাঁহারও উক্ত কোনপ্রকার দোষই হয় না (ভামতী)।

*আমাদের মনে হয়—এইভাবেও উক্ত দোষের পরিহার হইতে পারে। যথা—"তিনি নিজেই সব, ঈশ্বর নিজেই জীব জগৎ সব হ'য়েছেন।...তিনি মন বুদ্ধি দেহ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হ'য়েছেন, তিনি আর পক্ষপাত কার উপর করবেন"? নন্দবসু—"তিনি নানারূপ হ'য়েছেন? কোন খানে জ্ঞান, কোন খানে অজ্ঞান"? শ্রীরামকৃষ্ণ—"তাঁর খুসী"। নন্দবসু—"তাঁর খুসী, আমরা যে ম'র!" শ্রীরামকৃষ্ণ—"তোমরা কোথায়? তিনিই সব হয়েছেন" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৩।১৮।২ ইত্যাদি এবং "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী" (শ্বেঃ ৪.৩) ইত্যাদি শ্রুতি এবং "বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ" (২।১।১ সূঃ ৪৫ বাক্য) ইত্যাদি স্মৃতি দ্রষ্টব্য। এইরূপে নির্ণীত হইতেছে—ঈশ্বর স্বয়ংই এই সমস্ত জীবজগদাদি হইয়াছেন, তিনি ভিন্ন কিছুই নাই। সুতরাং তিনি কাহার উপর পক্ষপাত করিবেন, কাহার উপরই বা নিষ্ঠুর হইবেন? কিন্তু ইহা অঙ্গীকার করিলে প্রাণিগণের দুঃখে মহাদুঃখভাগী ঈশ্বর অনীশ্বর হইয়া পড়িবেন; এইপ্রকার আশঙ্কা হওয়া উচিত নহে, কারণ মিথ্যা নামরূপগতদোষে তিনি লিপ্ত হন না, "ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" (কঠ ২।২।১১) এবং "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা...ন চাহং তেষবস্থিতঃ" (গীতা ৯।৪) ইত্যাদি এবং ৪।১।১১ অধিঃ ৬ ভবদীঃ দ্রঃ।

অনুবাদ—[ঈশ্বরের কর্ম্মসাপেক্ষতার উপর আক্ষেপ করিয়া সমাধান করিতেছেন—"হে প্রিয়দর্শন, এই জগৎ অগ্রে (—উৎপত্তির পূর্ব্বে) এক ও অদ্বিতীয় ছিল", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে] **অবিভাগাৎ**—অবিভক্ততা নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া, **ন কর্ম্ম**—সেই-সময়ে কর্ম্ম থাকে না। [সেইহেতু কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া বিষমা সৃষ্টি, ইহা সঙ্গত নহে], **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয় ? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—না, তাহা বলা যায় না, **অনাদিত্বাৎ**—যেহেতু সংসার অনাদি হওয়ায় তাহার প্রাথম্য সঙ্গত নহে [অতএব বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় কার্য্যকারণভাব যুক্তিসঙ্গত হওয়ায় কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই বিষমা সৃষ্টি হয়, ইহাই সঙ্গত ।]

শাঙ্করভাষ্যম্

"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১) ইতি প্রাক্সৃষ্টেঃ অবিভাগাবধারণাৎ নাস্তি কর্ম্ম, যদপেক্ষ্য বিষমা সৃষ্টিঃ স্যাৎ।১ সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম্ম, কর্ম্মসাপেক্ষশ্চ শরীরাদিবিভাগঃ ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত।২ অতঃ বিভাগাৎ ঊর্দ্ধ্বং কর্ম্মাপেক্ষঃ ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্ততাং

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—সৃষ্টিবৈষম্যের হেতুভূত আদি কর্ম্মের অভাববশতঃ ঈশ্বরই বিষম সৃষ্টির কর্ত্তা।]

পূর্ব্বপক্ষ—[কর্ম্মকে সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু বলিতেছ। তাহা কোন্ কর্ম্ম ? সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী, অথবা পরবর্ত্তী ? প্রথম পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] "হে সোম্য, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক ও অদ্বিতীয় [ব্রহ্মরূপে] বর্ত্তমান ছিল", এইপ্রকারে সৃষ্টির পূর্ব্বে [ব্রহ্ম ও জগতের] অবিভাগ নিশ্চিত হয় বলিয়া [প্রথম সৃষ্টির পূর্ব্বে] কর্ম্ম থাকে না, যাহাকে অপেক্ষা করিয়া পরবর্ত্তী বিষম সৃষ্টি হইবে ১ [দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] পরবর্ত্তিকর্ম্ম কি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম সৃষ্টির কারণ, অথবা তৎপরবর্ত্তী সৃষ্টির ? প্রথম পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] সৃষ্টির পরবর্ত্তিকালেই শরীরাদিরূপ বিভাগকে অপেক্ষা করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া হয় শরীরাদিরূপ বিভাগ, এইপ্রকারে ইতরেতরাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে(৬)।২ সেইহেতু (—ভাবিকর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া প্রাথমিক সৃষ্টিবৈচিত্র্য

ভাবদীপিকা

(৬) পরবর্ত্তি কর্ম্মের অর্থাৎ যাহা পরে অনুষ্ঠিত হইবে, সেই ভাবি কর্ম্মের দ্বারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টিবৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতে পারে না, যেহেতু কার্য্যোৎপত্তির প্রাক্কালে কারণের সত্ত্ব অবশ্যই আবশ্যক। এইপ্রকার যুক্তিপ্রয়োগই এখানে ভগবান্ ভাষ্যকারের অভিপ্রায়। ইতরেতরাশ্রয়দোষ প্রদর্শনদ্বারা তিনি তাহাই বলিতেছেন, যথা—ভাবি কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া প্রাথমিক শরীরাদি বিভাগ হইবে এবং সেই শরীরাদির বিভাগকে অপেক্ষা করিয়াই ভাবি কর্ম্মের সত্তা সিদ্ধ হইবে, এইপ্রকার অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া পরবর্ত্তি কর্ম্ম তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রথম সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষকে অঙ্গীকার করিয়া তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—**অতঃ বিভাগাৎ**—'সেইহেতু' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

নাম।৩ প্রাগ্‌বিভাগাৎ বৈচিত্র্যনিমিত্তস্য কর্ম্মণঃ অভাবাৎ তুল্যা এব আদ্যা সৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতি ইতি চেৎ?৪ নৈষঃ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ সংসারস্য।৫ ভবেৎ এষঃ দোষঃ যদি আদিমান্ সংসারঃ স্যাৎ।৬ অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ হেতুহেতুমদ্ভাবেন কর্ম্মণঃ সর্গবৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তিঃ ন বিরুধ্যতে।৭॥২।১।৩৫॥

ভাষ্যানুবাদ

সম্ভব হয় না বলিয়া) বিভাগের পরবর্ত্তিকালে (—জীবাদিশরীর সৃষ্ট হইবার পর, সেই শরীরে অনুষ্ঠিত] কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া [তদুত্তরবর্ত্তী সৃষ্টিসকলে] ঈশ্বর যদি প্রবৃত্ত হন, তাহা হউন্।৩ [কিন্তু শরীরাদিরূপে] বিভাগের পূর্ব্বে [সৃষ্টির] বিচিত্রতার হেতুভূত কর্ম্মের অভাববশতঃ প্রথম সৃষ্টি তুল্য (—উচ্চাবচ দেবতির্য্যগাদিভেদবিহীন) হইয়া পড়িতেছে (৭), এইপ্রকার যদি বলা হয়।৪

সিঃ—অনাদি সৃষ্টিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মই উত্তরোত্তর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, ঈশ্বর নহেন।]

সিদ্ধান্ত—[তদুত্তরে বলিব—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু সংসার অনাদি।৫ এই দোষ হইতে পারিত, যদি সংসার সাদি হইত।৬ কিন্তু অনাদি সংসারে [পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মবৈচিত্র্যবশতঃ উত্তরোত্তর বিচিত্র সৃষ্টি হয় বলিয়া] বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় হেতু ও হেতুমদ্ভাবে (—কারণ ও কার্য্যভাবে) কর্ম্মের ও সৃষ্টিবৈষম্যের যে প্রবৃত্তি, তাহার বিরোধ হয় না (৮)।৭॥২।১।৩৫॥

ভাবদীপিকা

(৭) এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—প্রথম সৃষ্টি তুল্য, অর্থাৎ বৈষম্যরহিত হইলে পরবর্ত্তী সমুদায় সৃষ্টিই হইবে তুল্য, ইহা নিবারণ করা যায় না ; যেহেতু বৈষম্যের বীজ না থাকিলে বিষমতা উৎপন্ন হইতে পারে না। সৎস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু হইতে সদ্যোসৃষ্ট জীবগণের বিভিন্নপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি কোন হেতু নাই। অথচ জগৎ বৈষম্যপূর্ণ, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং কর্ম্মকে সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু বলা যায় না বলিয়া জগৎকারণ ঈশ্বরকেই তাহা বলিতে হইবে। অতএব বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ ঈশ্বরে দুর্ব্বারই হইয়া পড়ে, ইত্যাদি।

(৮) এইস্থলে সংশয় হয়—কর্ম্ম ও সৃষ্টিবৈষম্যের মধ্যে বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় প্রামাণিকী অনবস্থা অঙ্গীকৃত হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মবৈচিত্র্য অঙ্গীকার করিলে "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদিরূপে সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সদ্রূপে অবিভাগাবস্থা শ্রুত হইতেছে, তাহার বিরোধ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—ঐ অবিভাগ অবস্থাটীকে সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় অব্যাকৃত অবস্থা বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই অবস্থাতে নামরূপাদিসমন্বিত এই জগৎ ব্যাকৃত, (—অভিব্যক্ত) থাকে না মাত্র, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে তাহা উক্ত অবিভক্ত অবস্থাতেও বর্ত্তমান থাকে (১।৭৩৩ পৃঃ ৫১ ভাবদীঃ দ্রঃ)। "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ" (বৃঃ ১।৪।৭), ইত্যাদি শ্রুতিতে ইহাই বলা হইয়াছে। (বার্ত্তিকটীকা)। অতএব অনাদি সৃষ্টিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মবৈচিত্র্যই উত্তরোত্তর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু হওয়ায় ঈশ্বরের বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্—কথং পুনঃ অবগম্যতে অনাদিঃ এষঃ সংসারঃ ইতি? অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—আচ্ছা, কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায় যে, এই সংসার অনাদি? এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হওয়ায়, ভগবান্ সূত্রকার] উত্তর দিতেছেন—

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥২।১।৩৬॥

পদচ্ছেদ - উপপদ্যতে, চ, অপি, উপলভ্যতে চ।

সূত্রার্থ—উপপদ্যতে—সংসারস্য অনাদিত্বং উপপদ্যতে। **চ**শব্দঃ বিপর্য্যয়প্রমাণাভাবার্থঃ। [তথাচ—অন্যথা অকস্মাদেব সৃষ্ট্যঙ্গীকারে মুক্তস্যাপি পুনর্জ্জন্মপ্রসঙ্গাৎ, পূর্ব্বসৃষ্টিসাদৃশ্যানুপপত্তেশ্চ। এতন্নিরাকরণায় নাস্তি কিঞ্চিৎ প্রমাণম্ ইত্যর্থঃ]। **উপলভ্যতে অপি**—"ধাতা যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ" (ঋক্ সং ১০।১৯০।৩), "নান্তো ন চাদি" (গীতা ১৫।৩) ইতি শ্রুতিস্মৃতেভ্যঃ সংসারস্য অনাদিত্বম্ উপলভ্যতে অপি। **চ**শব্দঃ প্রসিদ্ধিবিরোধার্থঃ।

অনুবাদ - **উপপদ্যতে**—সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিসঙ্গত। **চ**শব্দটী তাহার ব্যতিক্রমে প্রমাণাভাবের সূচনার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। [তাহা এইপ্রকার - অন্যথা (সংসারকে সাদিরূপে অঙ্গীকার করিয়া) অকস্মাৎ (—কোন হেতু ব্যতিরেকে) সৃষ্টি অঙ্গীকার করিলে মুক্ত ব্যক্তিরও পুনর্জ্জন্ম হইয়া পড়িবে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির সহিত সাদৃশ্য অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। ইহা নিরাকরণ করিবার জন্য কোন প্রমাণ নাই, ইহাই ভাব]। **উপলভ্যতে অপি**—"বিধাতা পূর্ব্বকল্পানুযায়ী কল্পনা করিয়াছিলেন", "আদি নাই, অন্ত নাই" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে সংসারের অনাদিতা উপলব্ধও হইতেছে। **চ**শব্দটী—প্রসিদ্ধির (—ঈশ্বরই কর্ম্মনিরপেক্ষভাবে উচ্চাবচ সৃষ্টি করেন, এইপ্রকার লোকপ্রসিদ্ধির) বিরোধের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

উপপদ্যতে চ সংসারস্য অনাদিত্বম্ ।১ আদিমত্ত্বে হি সংসারস্য অকস্মাৎ উদ্ভূতেঃ মুক্তানাম্ অপি পুনঃ সংসারোদ্ভূতিপ্রসঙ্গঃ ।২ অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ, সুখদুঃখাদিবৈষম্যস্য নির্নিমিত্তত্বাৎ ।৩ ন চ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সংসারের অনাদিত্বে যুক্তি প্রদর্শন ; ক্লেশকর্ম্মাদিরূপ বিক্ষেপশক্তিসংকৃত অবিদ্যা জগদ্বৈষম্যের হেতু]

সিদ্ধান্ত—আর সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিসঙ্গত। ১ যেহেতু সংসার সাদি হইলে অকস্মাৎ (—বিনা কারণে, তাহার] উৎপত্তি হওয়ায় মুক্তপুরুষগণেরও পুনরায় সংসারে উদ্ভূতি (—জন্ম) হইয়া পড়িবে (৯) ।২ আর অকৃতাভ্যাগমও (—যে ব্যক্তি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই, তৎকর্ত্তৃক সেই কর্ম্মের ফলভোগও)

ভাবদীপিকা

(৯) অভিপ্রায় এই—যাঁহারা সংসারকে সাদি বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টির কোন হেতু থাকে না। আর প্রথম সৃষ্টি যেমন বিনা কারণে হয়, তৎপরবর্ত্তী সৃষ্টিও তদ্রূপ বিনা কারণেই সম্ভব হইতে পারে বলিয়া পূর্ব্ব সৃষ্টিতে মুক্ত পুরুষগণের সংসারের হেতুভূত অবিদ্যাদি না থাকিলেও, পুনরায় পরবর্ত্তী সৃষ্টিতে জন্ম হইতে কোন বাধা থাকে না। তাহাতে মোক্ষশাস্ত্র, (—বেদের জ্ঞানকাণ্ড) ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ঈশ্বরঃ বৈষম্যহেতুঃ ইতি উক্তম্ ।৪ ন চ অবিদ্যা কেবলা বৈষম্যস্য কারণম্, একরূপত্বাৎ ।৫ রাগাদিক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকর্ম্মাপেক্ষা তু অবিদ্যা বৈষম্যকরী স্যাৎ ।৬ ন চ কর্ম্মান্তরেণ শরীরং সম্ভবতি, ন চ শরীরম্ অন্তরেণ কর্ম্ম সম্ভবতি ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গঃ ।৭ অনাদিত্বে তু বীজাঙ্কুরন্যায়েনোপপত্তেঃ ন কশ্চিৎ দোষঃ [২০৬ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

হইয়া পড়িবে, যেহেতু সুখ ও দুঃখ প্রভৃতির যে বিষমতা, [তাঁহার মতে] তাহার কোন হেতু নাই (১০) ।৩ [আচ্ছা, তাহা হইলে ঈশ্বরই জগদ্বৈষম্যের হেতু হউন্ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ঈশ্বর বৈষম্যের হেতু নহেন, ইহা [১৯৫ পৃঃ ১৭-১৮ বাক্যাদিতে পর্জ্জন্যদৃষ্টান্তদ্বারা] কথিত হইয়াছে ।৪ [তবে মূলা অবিদ্যাই জগদ্বৈষম্যের কারণ হউক্। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কেবল (—অন্য সহায়বিহীন) অবিদ্যাও বৈষম্যের কারণ নহে, যেহেতু তাহা একরূপ (১১) । ৫ কিন্তু রাগাদিক্লেশবাসনার (—রাগ দ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি ক্লেশসকলের সংস্কাররূপ যে সূক্ষ্মাবস্থা, তাহার) দ্বারা আক্ষিপ্ত (— প্রবর্ত্তিত) কর্ম্মকে (—ধর্ম্মাধর্ম্মকে) অপেক্ষা করিয়াই অবিদ্যা হয় বৈষম্যকরী (—বিচিত্র সৃষ্টির হেতু ।৬ কিন্তু শরীর না থাকিলে কর্ম্ম সম্ভব নহে বলিয়া কর্ম্মসাপেক্ষ অবিদ্যাকে বৈষম্যকরী বলা যায় না। অতএব শরীরই জগদ্বৈষম্যের হেতু হউক্ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু কর্ম্ম-ব্যতিরেকে শরীর সম্ভব নহে এবং শরীরব্যতিরেকে কর্ম্ম সম্ভব নহে, এইপ্রকারে

ভাবদীপিকা

(১০) এইস্থলে অভিপ্রায় এই—সুখ বা দুঃখভোগই প্রাণিগণের সংসার। সেই সংসারের উৎপত্তির প্রতি কোন হেতু না থাকিলেও যদি সংসারের সুখদুঃখ ও তদ্ভোক্তা জীব আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সুখদুঃখভোগের হেতুভূত যে শুভাশুভ কর্ম্ম জীব অনুষ্ঠান করে নাই, সেই অকৃতকর্ম্মের ফল যে সুখদুঃখভোগ, জীবে তাহার অভ্যাগম (—প্রাপ্তি) হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে শুভকর্ম্মের বিধায়ক এবং অশুভকর্ম্মের নিবর্ত্তক যে বিধিনিষেধশাস্ত্র, অর্থাৎ বেদের কর্ম্মকাণ্ড, তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে ; কারণ শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও সুখপ্রাপ্তি হইলে কষ্ট-সাধ্য শুভকর্ম্মানুষ্ঠানে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হইবে না এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও দুঃখ-ভোগ হইলে সহজসাধ্য নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার প্রয়োজনও কেহ অনুভব করিবে না।

(১১) যাহা একরূপ, অর্থাৎ জড়তাই যাহার একমাত্র স্বভাব (প্রকটার্থবিবরণ), তাহা বৈষম্যের (—বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের) কারণ হইতে পারে না। যেমন মহাপ্রলয়কালে, অথবা অস্মদাদির সুষুপ্তি অবস্থাতে অবিদ্যা থাকিলেও কোনপ্রকার বৈষম্য থাকে না। লক্ষ্য করিতে হইবে, এইস্থলে মাত্র আবরণাত্মিকা মূলাবিদ্যার, অর্থাৎ মূলাবিদ্যার আবরণশক্তির কথা বলা হইতেছে। বিক্ষেপশক্তির সংযোগ প্রাপ্ত না হইলে সেই আবরণাত্মিকা মূলাবিদ্যা হইতে জগদ্বৈষম্য সম্ভব হয় না। সেই **বিক্ষেপশক্তি কি,** তাহা বলিতেছেন—**'রাগাদি-ক্লেশ'**—'কিন্তু রাগাদিক্লেশ-' ইত্যাদি।

ভাষ্যানুবাদ

ইতরেতরাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে ।৭ [কি প্রকারে এই দোষের পরিহার হয়, সর্ব্বমতবাদিসম্মত তাহাই বলিতেছেন—] অনাদি হইলেই কিন্তু বীজাঙ্কুরন্যায়ে (১২) [কার্য্যকারণভাব] উপপন্ন হওয়ায় কোন দোষ হয় না (১৩) ।৮

ভাবদীপিকা

(১২) **বীজাঙ্কুরন্যায়**—অগ্রে বীজ উৎপন্ন হয়, পরে তাহা হইতে **অঙ্কুর** (—বৃক্ষ) উৎপন্ন হয় ; অথবা অগ্রে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, পরে তাহা হইতে বীজ উৎপন্ন হয় ; ইহা নিরূপণ করা যায় না বলিয়া এই বীজাঙ্কুরপ্রবাহকে অনাদিরূপে অঙ্গীকার করা হয়। অনাদিত্ব অঙ্গীকারের যে এইপ্রকার যুক্তি, তাহাই 'বীজাঙ্কুরন্যায়'। যে বীজটী হইতে যে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেই অঙ্কুর হইতে পুনরায় সেই বীজটাই উৎপন্ন হয় না বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয়দোষ এই স্থলে হয় না। পরন্তু বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বীজ, এইপ্রকারে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে। বীজাঙ্কুরস্থলে ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় এইপ্রকার অনবস্থাকে বলা হয়—**প্রামাণিকী অনবস্থা।** ইহা সকল মতবাদীই অঙ্গীকার করেন। ১।১।৪ সূঃ ১৮০ বাক্যে, তাহার ভাবদীপিকাতে এবং মাণ্ডুক্যকারিকা ৪।২০ ভাষ্যে অনাদিত্বসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত বীজাঙ্কুরন্যায়কে যে খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহা পারমার্থিক দৃষ্টিতে বুঝিতে হইবে। প্রস্তাবিতস্থলে ব্যাবহারিকদৃষ্টি অবলম্বনে তাহা সমর্থিত হইতেছে, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

(১৩) অত্রস্থ ৬ ৮ ভাষ্যবাক্যের তাৎপর্য্য এই—যাহা প্রাণিগণকে দুঃখাদির দ্বারা ক্লেশ প্রদান করে, তাহাদিগকে বলা হয়—ক্লেশ। ইহা পাঁচপ্রকার—অবিদ্যা (—ভ্রান্তি, তমঃ, বিপর্য্যয়জ্ঞান), অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ [যোঃ সূঃ ২।৩ এবং অত্রস্থ ৩।৩।২৯ সূঃভাষ্য ভাবদীপিকাতে ইহাদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]। এইস্থলে অভিপ্রায় এই—চৈতন্যমাত্রস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান অনাদি অনির্ব্বচনীয়া মূলাবিদ্যা (—মায়া, অজ্ঞান) সেই পরমাত্মাকেই আবৃত করে*। তাহার ফলে তাঁহার জীবত্বভ্রান্তি সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ চিৎস্বরূপ আত্মা তখন নিজের স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে শরীরী জীব বলিয়া ভ্রম করেন [এই ভ্রান্তি বা বিপর্য্যয়জ্ঞানই ক্লেশরূপা অবিদ্যা]। সেই ভ্রান্তিবশতঃই কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাত্মক অস্মিতা (—মোহ), আমার ইষ্ট হউক্' এইপ্রকার রাগ (—আসক্তি), আমার অনিষ্ট না হউক্, প্রতিকূলবস্তুতে এইপ্রকার দ্বেষ,

[অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয়, এই বিষয়ে ভামতী ও বিবরণের মতভেদ।]

* এইস্থলে বস্তুতঃ ইহাই বলা হইল যে, মূলাবিদ্যা (—মায়া) পরমাত্মাকে আশ্রয় করে এবং তাঁহাকেই আবৃত করে, অর্থাৎ বিষয় করে। এই বিষয়ে ভামতীকার ও বিবরণকারের মতভেদ আছে। ভামতীমতাবলম্বিগণ বলেন—মায়ার আশ্রয় জীব এবং পরমাত্মা তাহার বিষয়। জীবের যে কোন কালে প্রথম উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নয়। মায়ার ন্যায় তাহাও অনাদি। ইঁহারা বলেন—"জীব ঈশো বিশুদ্ধাচিৎ তথা জীবেশয়োর্ভিদা। অবিদ্যাতচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ" ।—'আমাদের মতে জীব, ঈশ্বর, বিশুদ্ধচিৎ (—শুদ্ধব্রহ্ম), জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে অজ্ঞানকৃত ভেদ, অবিদ্যা এবং চৈতন্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ, এই ছয়টী পদার্থ অনাদি'। সুষুপ্তিকালে অবিদ্যাতে অন্তঃকরণের লয় ও জাগ্রৎকালে তাহার পুনরুৎপত্তি হইলেও "পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য" (২।৩।৩১) ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে অন্তঃকরণকে অনাদিরূপে প্রতিপাদন করিয়া তদবচ্ছিন্ন জীবকে অনাদি বলা হয়। আবার অপরে অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই বলেন জীব। এই যে অনাদি অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন, বা অনাদি অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ জীব, এতদ্গত যে চৈতন্যাংশ তাহাই মায়ার আশ্রয়, অচিৎ অবিদ্যাংশ নহে। এই জীবচৈতন্য স্বরূপতঃ ব্রহ্মচৈতন্য হইলেও অনাদি অবিদ্যার দ্বারা অবচ্ছিন্ন (সীমিত, উপহিত) হওয়ায় ব্রহ্মচৈতন্য হইতে যেন ভিন্নই হইয়া পড়ে। অবিদ্যা-উপহিতচৈতন্যরূপ জীবই অবিদ্যার আশ্রয় হইলে, অবিদ্যাও উপাধিরূপে জীবকোটিতে প্রবিষ্ট থাকায় আত্মাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে, এইপ্রকার আশঙ্কা করা উচিত

ভাবদীপিকা

এবং সেই রাগদ্বেষবশতঃ পুণ্য ও পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। তাহারা বাসনারূপে (—সূক্ষ্ম-সংস্কারাত্মকরূপে) জীবের অন্তঃকরণাবলম্বনে অবস্থান করে। ["তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" বৃঃ ৪।৪।২]। তাহারই ফলে উচ্চাবচ শরীরলাভরূপ জন্ম ও সুখদুঃখভোগাত্মক এই বিচিত্র সংসার সৃষ্ট হয়। এইরূপে মূলাবিদ্যাকৃত আবরণবশতঃ জীবত্বভ্রান্তি (—শরীরে আমিবুদ্ধিরূপা অবিদ্যা) হইতে রাগ দ্বেষ কর্ম্ম (—ধর্ম্মাধর্ম্ম) এবং তাহার ফলে পুনঃ উচ্চাবচ শরীর প্রাপ্তি (—শরীরে আমি বুদ্ধি) পর্য্যন্ত ইহারা চক্রভ্রমণের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতেছে। এই যে ইহাদের

নহে; কারণ 'ঘটোপহিত আকাশে ঘট আশ্রিত আছে', এইপ্রকার বলিলে যেমন 'ঘট ঘটকে আশ্রয় করিয়া আছে, এইপ্রকার অর্থবোধ হয় না বলিয়া আত্মাশ্রয়দোষ হয় না; প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ 'অবিদ্যা-উপহিতচৈতন্যে অবিদ্যা আশ্রিত আছে' বলিলে উক্ত দোষ হয় না। অবিদ্যা বিশেষণরূপে গৃহীত হইলে উক্ত দোষ হইয়া পড়িত। আবার জীবত্ব সিদ্ধ হইলে অবিদ্যার আশ্রয়তা সিদ্ধ হয় এবং অবিদ্যাশ্রয়তা সিদ্ধ হইলে জীবত্ব সিদ্ধ হয়, এইপ্রকার অন্যোন্যাশ্রয়-দোষও হয় না, কারণ [ব্রহ্মসিদ্ধিকার বলেন—] "অনাদিত্বাৎ ন ইতরেতরাশ্রয়দোষঃ"। বীজ ও অঙ্কুর ধারার ন্যায় জীব ও অবিদ্যা অনাদি হওয়ায় উক্ত দোষ হয় না। মায়াবশতঃ শুদ্ধব্রহ্ম এইপ্রকারে জীবরূপে প্রতিভাত হন, "মায়াতে অসঙ্গতি বলিয়া কিছুই নাই, কারণ অসঙ্গতিই মায়ার বিষয়; যাহা সঙ্গত, তাহা যথার্থ; যথার্থ বস্তু মায়ার বিষয় হইলে মায়ার স্বরূপহানি হইয়া পড়িবে, মায়া আর মায়াই থাকিবে না", ইহাই ভাব। যাহাহউক্ কুহেলিকা যেমন চক্ষুকে আশ্রয় (—আবৃত) করিয়া সূর্য্যবিষয়ক জ্ঞান হইতে দেয় না, এইরূপে এই অনাদি মূলাবিদ্যা, জাতি যেমন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, সেইরূপে অনাদি জীবকে (—চৈতন্যাংশকে) আশ্রয় করিয়া তাহার পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান হইতে দেয় না। ইহাই জীবাশ্রিতা অবিদ্যার পরমাত্মাকে বিষয় করা। এই পরমাত্মবিষয়ক অজ্ঞানবশতঃই ব্রহ্মের বিবর্ত্ত এই জগতের প্রতিভাস হইতেছে। অবিদ্যা জীবকে আশ্রয় করে বলিয়া তাহার অনুভব হয়— 'আমার অজ্ঞান', আর ব্রহ্মকে বিষয় করে বলিয়া অনুভব হয়—'আমি ব্রহ্মকে জানিনা', ইত্যাদি।

বিবরণমতানুযায়িগণ বলেন—শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যই মূলাবিদ্যার (—অজ্ঞানের) আশ্রয় এবং বিষয়, উভয়ই। পরমার্থতঃ এক ব্রহ্মচৈতন্য ভিন্ন জীবনামধেয় কিছুই নাই। অনাদি অজ্ঞান ব্রহ্মচৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার স্বরূপকে আবৃত করায় বস্তুতঃ সেই ব্রহ্মচৈতন্যই তাহার বিষয় হইয়া পড়েন, তাহার ফলেই জীবত্বভ্রান্তি। একটী দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক্। মনে কর—একটী বালক দর্পণনির্ম্মিত চন্দ্রাতপতলে শয়ন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে অবলোকনকরতঃ সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত স্বীয় প্রতিবিম্বকে দেখিতেছে। উক্ত প্রতিবিম্বকে নিম্নাভিমুখে তাহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া গৃহতলশায়ী সেই বালক মনে করে চন্দ্রাতপস্থ ঐ বালকটী তাহা হইতে ভিন্ন অন্য বালক। দার্ষ্টান্তিকে গৃহতলশায়ী বালককে ব্রহ্মস্থানীয়, দর্পণচন্দ্রাতপকে অজ্ঞানস্থানীয় এবং প্রতিবিম্বিত বালককে জীবস্থানীয় বুঝিতে হইবে। চন্দ্রাতপস্থানীয় অজ্ঞান, ব্রহ্মস্থানীয় গৃহতলশায়ী বালকের উপরিদেশে বর্ত্তমান থাকায় যেন তাহাকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান আছে। [সিদ্ধান্তে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্য ব্যতিরেকে অন্য কোন আশ্রয়ই বস্তুতঃ নাই]। ইহাই হইল অজ্ঞানের ব্রহ্মচৈতন্যকে আশ্রয় করা। আর গৃহতলশায়ী বালক যে চন্দ্রাতপে প্রতিবিম্বিত স্বমূর্ত্তিকে স্বভিন্ন মনে করিতেছে, তাহাই তাহার অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া তাহার বিষয় হওয়া, কারণ সেই বালক নিজের স্বরূপ ভুলিয়া তাহারই চক্ষুনির্গত বৃত্তি যে দর্পণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পরাবৃত্ত হওয়ায় (—ফিরিয়া আসায়) পুনঃ তাহাকে নিজেকেই অবলোকন করিতেছে, ইহা না জানিয়া ঐ প্রতিবিম্বিত বালককে স্বভিন্ন এবং নিজেকেও তদ্ভিন্ন, অথচ তাহার সদৃশ মনে করিতেছে। [প্রতিবিম্বিত বালকে চৈতন্যসত্তা কিপ্রকারে আসিল এইপ্রকার ভ্রম হওয়া উচিত নহে, কারণ ব্রহ্মচৈতন্য সর্ব্বব্যাপী। ঐ প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মচৈতন্যই জীবসাক্ষী, সাক্ষিচৈতন্য ইত্যাদি নামে অভিহিত হন]। এইরূপে অজ্ঞানের আশ্রয়ভূত ব্রহ্মচৈতন্য সেই অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীব মনে করিতেছে, ইহাই ব্রহ্মের পক্ষে অজ্ঞানের বিষয় হওয়া। এইপ্রকারে এক ব্রহ্মচৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয় হওয়ায় পরমার্থতঃ ব্রহ্মাভিন্ন জীবের অনুভব হয়— 'আমার অজ্ঞান' এবং বিষয় হওয়ায় অনুভব হয়—'আমি নিজের স্বরূপ জানি না', ইত্যাদি। আলোক যেমন অন্ধকারের আশ্রয় হইতে পারে না, তদ্রূপ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহার বিরোধী অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না, এইপ্রকার আশঙ্কা করা চলে না; কারণ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিরোধী নহেন, কিন্তু ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে আরূঢ় যে ব্রহ্মচৈতন্য, তিনিই অজ্ঞানের বিরোধী। [শুদ্ধচৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয়, এই মতবাদ বিবরণকারের নামে প্রচলিত থাকিলেও "পারিশেষ্যাৎ আত্মনঃ এবাস্তু অজ্ঞানম্", "আত্মবিষয়ম্ ইতি ক্রমঃ" (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ৩।১) এবং "আশ্রয়ত্ববিষয়ত্বভাগিনী নির্ব্বিশেষচিতিরেব কেবলা" (সং শারীঃ ১।৩১৯) ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে প্রতিভাত হয় আচার্য্যপাদ সুরেশ্বর এবং সংক্ষেপশারীরককারও এই মতবাদ অঙ্গীকার করেন]। মায়া অবিদ্যা অজ্ঞান ইত্যাদি শব্দকে পর্য্যায়শব্দরূপে আমরা ব্যবহার করিতেছি। ২।৩।১৩ অধিঃ ১৮ ভাবদীঃ দ্রঃ।

[২০৩ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবতি।৯ উপলভ্যতে চ সংসারস্য অনাদিত্বং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ।ঃ শ্রুতৌ তাবৎ "অনেন জীবেন আত্মনা" (ছাঃ ৬।৩।২) ইতি সর্গপ্রমুখে শারীরম্ আত্মানং জীবশব্দেন প্রাণধারণনিমিত্তেন অভিলপন্ অনাদিঃ সংসারঃ ইতি দর্শয়তি।১০ আদিমত্ত্বে তু প্রাগ্ অনবধা-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সংসারের অনাদিত্বে শ্রুতি ও স্মৃতি প্রদর্শন।]

আর শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়ত্রই সংসারের অনাদিত্ব উপলব্ধ হয়।৯ শ্রুতিতে এইপ্রকার আছে—"এই জীবাত্মরূপে", এইরূপে সৃষ্টির (—নবকল্পারম্ভের) প্রারম্ভে শরীরসম্বন্ধী আত্মাকে প্রাণধারণনিমিত্তক জীবশব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়া সংসার অনাদি, ইহা [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন।১০ কিন্তু [সংসার] সাদি হইলে পূর্ব্বে প্রাণধারণ না করিয়া প্রাণধারণরূপ নিমিত্তবশতঃ যে জীবশব্দের প্রয়োগ হয়, তাহার

ভাবদীপিকা

আবর্ত্তন, ইহাকে অনাদিরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে, কারণ কোন বিশেষকালে যে এই চক্রবৎ ভ্রমণ প্রথম আরব্ধ হইয়াছে, ইহা নিরূপণ করা যায় না। কেন করা যায় না, তাহার হেতু এই - বীজ অগ্রে উৎপন্ন হয়, অথবা অঙ্কুর (—বৃক্ষ) অগ্রে উৎপন্ন হয়, ইহা নিরূপণ করা যায় না বলিয়া যেমন সকলমতবাদিকর্তৃকই বীজাঙ্কুরপ্রবাহ অনাদিরূপে অঙ্গীকৃত হয়। এইরূপে শরীরে অভিমানব্যতিরেকে ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না এবং ধর্ম্মাধর্ম্মব্যতিরেকে শরীরে অভিমান সম্ভব হয় না বলিয়া শরীরে অভিমান (—জীবত্বভ্রান্তি) হইতে রাগ দ্বেষ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারে পুনঃ শরীরে অভিমান পর্য্যন্ত এই চক্রকে প্রবাহাকারে অনাদিরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। এই জীবত্বভ্রান্তি ও ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ অনাদি পদার্থনিচয় অনাদি মূলাবিদ্যার সহকারিরূপে থাকিয়া জগদ্বৈষম্যের হেতু হয় বলিয়া ইহাদিগকে **অবিদ্যার বিক্ষেপ-শক্তি*** বলা হয়, ইহাই এই স্থলে তাৎপর্য্য।

[অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি নিরূপণ]

* ক্লেশরূপা অবিদ্যা হইতে কর্ম্ম (—ধর্ম্মাধর্ম্ম) পর্য্যন্ত এই অনাদি পদার্থনিচয়কে অনাদি মূলাবিদ্যার বিক্ষেপ-শক্তিরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে, যেহেতু "কারণের কার্য্যনিয়মনের জন্য যাহা কল্পিত হয়" (১১৬পৃঃ ৯ বাক্য) এবং "যাহারা কারণের আত্মভূত" (ঐ ১০ বাক্য), অর্থাৎ মূলাবিদ্যারূপ কারণাত্মকরূপে যাহারা তাহাতে অবস্থান করে, জগদ্বৈষম্যের (—জগদ্বিক্ষেপের) হেতু হওয়ায় তাহাদিগকেই মূলাবিদ্যার বিক্ষেপশক্তিরূপে স্বীকার করিতে হইবে। আচ্ছা, উক্ত ক্লেশরূপা অবিদ্যা ও কর্ম্ম প্রভৃতি যাহাদিগকে বিক্ষেপশক্তি বলিতেছ, তাহারা মূলাবিদ্যারূপ কারণের আত্মভূত, ইহা কিপ্রকারে নিরূপণ করিলে? বলিতেছি— মহাপ্রলয়কালে উক্ত বিক্ষেপশক্তি মূলাবিদ্যাকে ছাড়িয়া অন্যত্র থাকে না, পরন্তু তদাত্মকরূপে তাহাতেই অবস্থান করে, ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হয়; অন্যথা নবকল্পারম্ভে সৃষ্টিবৈষম্যই সম্ভব হয় না। অস্মদাদির সুষুপ্তিই এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত। এক আবরণাত্মক অজ্ঞান ব্যতিরেকে সুষুপ্তিকালে ক্লেশ ও কর্ম্ম প্রভৃতি কিছুই থাকে না, ইহা "তৎকালে আমি কিছুই জানিতাম না," এই সুষুপ্তিকালীন অনুভবের স্মৃতি হইতে অবগত হওয়া যায়; ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। অথচ জাগ্রত হইলেই হয় ক্লেশকর্ম্মাদির প্রাদুর্ভাব। কোথা হইতে আসিল তাহারা? তাহারা একরূপা আবরণশক্ত্যাত্মিকা মূলা অবিদ্যাতে তদাত্মকরূপে ছিল, ইহা অগত্যা অঙ্গীকার করিতে হইবে। প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়েও ব্যাপারটিকে এইপ্রকারই বুঝিতে হইবে। অতএব এই ক্লেশ ও কর্ম্ম প্রভৃতি-রূপা বিক্ষেপশক্তিই যে আবরণমাত্রাত্মিকা মূলাবিদ্যার সহকারিরূপে জগদ্বৈষম্যের হেতু, ঈশ্বর নহেন, মূলাবিদ্যাও নহে, ইহা নির্ণীত হইল। (বার্ত্তিকটীকাবলম্বনে)। ইদানীন্তনকালীন কেহ কেহ বলেন—ভামতীকার অবিদ্যার বিক্ষেপ-শক্তি অঙ্গীকার করেন না; বিবরণকার তাহা করেন। তাঁহাদিগকে অত্রত্য ভামতীগ্রন্থ ও কল্পতরু এবং ২।২।২ সূত্র-ভাষ্যের "প্রাকসর্গোপচিতেন চ বিক্ষেপসংস্কারেণ" ইত্যাদি ভামতীগ্রন্থ আলোচনা করিতে বলি।

শাঙ্করভাষ্যম্

রিতপ্রাণঃ সন্ কথং প্রাণধারণনিমিত্তেন জীবশব্দেন সর্গপ্রমুখে অভিলপ্যেত ?।১১ **ন চ ধারয়িষ্যতি ইতি অতঃ অভিলপ্যেত, অনাগতাৎ হি সম্বন্ধাৎ অতীতঃ সম্বন্ধঃ বলবান্ ভবতি, অভিনিষ্পন্নত্বাৎ**।১২ **"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"** (ঋক্ সং ১০।১৯০।৩) **ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ পূর্ব্বকল্পসদ্ভাবং দর্শয়তি**।১৩ **স্মৃতৌ অপি অনাদিত্বং সংসারস্য উপলভ্যতে—"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা"** (গীতা ১৫।৩) **ইতি**।১৪

ভাষ্যানুবাদ

দ্বারা সৃষ্টির প্রারম্ভে [পরমাত্মা] কিপ্রকারে অভিহিত হইবেন ? ১১ (১৪) আর [প্রাণকে] ধারণ করিবেন, এইহেতু [পরমাত্মা জীবশব্দে] অভিহিত হইবেন, ইহা বলা যায় না, যেহেতু অনাগত সম্বন্ধ অপেক্ষা অতীত সম্বন্ধ বলবান্, কারণ তাহা সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে (১৫)।১২ আর "বিধাতা সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে পূর্ব্বকল্পানুযায়ী কল্পনা (—সৃষ্টি) করিয়াছিলেন", ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণও পূর্ব্ব কল্পের অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতেছে।১৩ স্মৃতিতেও সংসারের অনাদিতা উপলব্ধ হইতেছে, যথা—"এখানে (—প্রাকৃত ব্যাবহারিক ভূমিতে) ইহার (—সংসারবৃক্ষের) স্বরূপ সেইপ্রকারে (—উর্দ্ধমূলত্বাদিরূপে) উপলব্ধ হয় না, ইহার অন্ত আদি ও স্থিতি উপলব্ধ হয় না", ইত্যাদি।১৪ আর পুরাণে অতীত ও ভবিষ্যৎ কল্পসকলের পরিমাণ (—সংখ্যা) নাই, ইহা স্থাপিত হইয়াছে।১৫ [অতএব অনাদি ক্লেশকর্ম্মাদিই

ভাবদীপিকা

(১৪) যদি বলা হয়—বিবাহিত ব্যক্তিই গৃহস্থপদবাচ্য হইলেও "গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত" (বাশিষ্ঠ সং ৮)—'গৃহস্থ মনোমত ভার্য্যা গ্রহণ করিবে', ইত্যাদি স্থলে যেমন অবিবাহিত ভাবী গৃহস্থকে লক্ষ্য করিয়া গৃহস্থশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রূপ যিনি ভবিষ্যতে জীব হইবেন, সেই পরমাত্মাতে ভাবী বৃত্তিতে জীবাত্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। উত্তরে বলিতেছেন **নচ ধারয়িষ্যতি**—'আর [প্রাণকে] ইত্যাদি।

(১৫) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—যেস্থলে অতীত ও ভবিষ্যৎ, উভয়কালেরই প্রাপ্তি সম্ভাবনা হইয়া পড়ে, সেইস্থলে অতীত সম্বন্ধকেই অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য, কারণ অতীত ব্যবহারের সংস্কার বিদ্যমান থাকায় তদবলম্বী ব্যবহার ঝটিতি নিষ্পন্ন হয়। আর লোকমধ্যেও এইপ্রকার পরিদৃষ্ট হয়, যথা—যাহার এককালে ধন ছিল, তাদৃশ ব্যক্তিকেও বলা হয়—'ধনী'। কিন্তু যে ব্যক্তি পরে ধনী হইবে, তাহাকে তাহা বলা হয় না। অতএব প্রস্তাবিতস্থলেও অতীতকল্পে পরমাত্মা জীবস্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই বলবান্ অতীত জীবসম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়া "জীবেন আত্মনা" ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। "গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাম্" ইত্যাদিস্থলে অতীত সম্বন্ধের কোন সম্ভাবনা না থাকায় অগত্যা ভাবী বৃত্তি পরিগৃহীত হইয়াছে। সেইহেতু সেই দৃষ্টান্তবলে দুর্ব্বল ভাবী সম্বন্ধ গৃহীত হইতে পারে না। এই বিষয়ে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের একবাক্যতা প্রদর্শন করিতেছেন—**সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ**—'আর বিধাতা', ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

পুরাণে চ অতীতানাগতানাং চ কল্পানাং ন পরিমাণম্ অস্তি ইতি স্থাপিতম্।১৫॥২।১।৩৬॥ ইতি দ্বাদশং বৈষম নৈর্ঘৃণ্যাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

জগদ্বৈষম্যের (১৬) হেতু হওয়ায় পরমেশ্বরে পক্ষপাতিতা ও নির্দয়তাদোষ প্রসক্ত হয় না বলিয়া নিরবদ্য নিরঞ্জন ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহা সিদ্ধ হইল]॥২।১।৩৬॥

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

১৩। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণম্। [৩৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—জগতের বিবর্ত্তোপাদানভূত নির্গুণব্রহ্মের মায়িকধর্ম্মবত্ত।

অধিকরণসঙ্গতি—বিষমসৃষ্টির হেতুভূত ক্লেশকর্ম্মাদি থাকায় ঈশ্বর জগদ্বৈষম্যের প্রতি নিমিত্তকারণ, ইহা পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা না হয় হইল। কিন্তু তিনি জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন না, যেহেতু "যাহা উপাদানকারণ, তাহা সগুণ, যথ মৃত্তিকা", এইপ্রকার ব্যাপ্তি থাকায় উপাদানকারণ হইবার যোগ্যতা সম্পাদক যে সগুণতা, তাহ নির্গুণ ব্রহ্মের নাই। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়

ন্যায়মালা

নাস্তি প্রকৃতিতা যদ্বা নির্গুণস্যাস্তি নাস্তি সা।
মৃদাদেঃ সগুণস্যৈব প্রকৃতিত্বোপলম্ভনাৎ॥
ভ্রমাধিষ্ঠানতাঽস্মাভিঃ প্রকৃতিত্বমুপেয়তে।
নির্গুণস্যাস্তি জাত্যাদৌ সা ব্রহ্ম প্রকৃতিস্ততঃ।

অন্বয়—নির্গুণস্য প্রকৃতিতা নাস্তি, যদ্বা অস্তি? সা নাস্তি, সগুণস্য এব মৃদাদেঃ প্রকৃতিত্বোপলম্ভনাৎ। প্রকৃতিত্বং ভ্রমাধিষ্ঠানতা অস্মাভিঃ উপেয়তে। সা নির্গুণে অপি জাত্যাদৌ অস্তি, ততঃ ব্রহ্ম প্রকৃতিঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[নির্গুণস্য ব্রহ্মণঃ জগদুপাদানত্ববাদিবেদান্তসমন্বয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। 'যন্নির্গুণং ন তদুপাদানং, যথা গন্ধঃ' ইতি ন্যায়েন সঃ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে, ন বা ইতি বিচার্য্যতে। প্রকৃতিত্ব নাম কার্য্যাকারেণ বিক্রিয়মাণত্বং। তচ্চ লোকে সগুণে এব মৃদাদৌ উপলব্ধম্। অতঃ সন্দিহ্যতে—] নির্গুণস্য [ব্রহ্মণঃ] প্রকৃতিতা নাস্তি, যদ্বা অস্তি?

পূর্ব্বপক্ষ—[নির্গুণস্য ব্রহ্মণঃ] সা [প্রকৃতিতা] নাস্তি, সগুণস্য এব মৃদাদেঃ প্রকৃতিত্বোপলম্ভনাৎ।

ভাবদিপীকা

(১৬) অনাদি ক্লেশকর্ম্মকে জগদ্বৈষম্যের হেতুরূপে অঙ্গীকার করিলে "একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছাঃ ৬।২।১) ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে, এই প্রকার আশঙ্কা হওয়া উচিত নয়; কারণ অনাদি হইলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাহারা মিথ্যা। (রত্নপ্রভা) ব্যাবহারিকদৃষ্টি অবলম্বনে এই অধিকরণে বিচার প্রদর্শিত হইল। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণ সমাপ্ত।

সিদ্ধান্ত—[যদ্যপি 'প্রক্রিয়তে বিক্রিয়তে অনয়া ইতি প্রকৃতি', ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বিক্রিয়মাণত্বং প্রতীয়তে। তথাপি তদ্বিক্রিয়মাণত্বং দ্বেধা সম্ভবতি—ক্ষীরাদিবৎ পরিণামিত্বেন রজ্জ্বাদিবৎ ভ্রমাধিষ্ঠানত্বেন বা। তত্র নিগুর্ণস্য ব্রহ্মণঃ] প্রকৃতিত্বং ভ্রমাধিষ্ঠানতা [ইতি] অস্মাভিঃ উপেয়তে। [মলিনং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা 'শূদ্রোঽয়ম্' ইতি ভ্রান্তব্যবহারদর্শনাৎ] সা [ভ্রমাধিষ্ঠানতা] নিগুর্ণে অপি জাত্যাদৌ অস্তি [ইতি দৃশ্যতে]। ততঃ [নিগুর্ণম্ অপি] ব্রহ্ম প্রকৃতিঃ [ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[নিগুর্ণ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ, এইপ্রকার কথনশীল বেদান্তসমন্বয় এখানে বিষয়। 'যাহা নিগুর্ণ, তাহা উপাদানকারণ নহে, যেমন গন্ধ', এই যুক্তির দ্বারা সেই সমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হয়, অথবা হয় না, ইহা বিচারিত হইতেছে। কার্য্যরূপে বিকৃত হওয়ার নাম প্রকৃতিতা (—উপাদানতা)। তাহা কিন্তু লোকমধ্যে সগুণ মৃত্তিকা প্রভৃতিতেই উপলব্ধ হইয়াছে। সেইহেতু সন্দেহ হইতেছে—] নিগুর্ণ [ব্রহ্মের] উপাদানতা নাই, অথবা আছে?

পূর্ব্বপক্ষ—[নিগুর্ণব্রহ্মের] তাহা (—সেই উপাদানতা) নাই, যেহেতু সগুণ মৃত্তিকা প্রভৃতিরই উপাদানতা উপলব্ধ হয়।

সিদ্ধান্ত—[যদিও 'ইহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে ক্রিয়মাণ হয়, অর্থাৎ বিকারভাব (—কার্য্যভাব) প্রাপ্ত হয়, এইহেতু প্রকৃতি', এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে কার্য্যরূপে পরিণত হওয়াই [প্রকৃতি-শব্দের অর্থরূপে] প্রতিভাত হইতেছে। তাহা হইলেও সেই কার্য্যরূপে পরিণত হওয়া দুই প্রকার সম্ভব—দুগ্ধাদির ন্যায় পরিণামিরূপে, অথবা রজ্জু প্রভৃতির ন্যায় ভ্রমের অধিষ্ঠানরূপে। তন্মধ্যে নিগুর্ণ ব্রহ্মের] উপাদানতাকে আমরা ভ্রমের অধিষ্ঠানতারূপে অঙ্গীকার করি। [মলিন বসনাদিধারী ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া 'ইনি শূদ্র' এইপ্রকার ভ্রান্ত ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া] সেই ভ্রমাধিষ্ঠানতা নিগুর্ণ হইলেও জাতি প্রভৃতিতে আছে (১), ইহা পরিদৃষ্ট হইতেছে]। সেইহেতু [নিগুর্ণ হইলেও] ব্রহ্ম হন প্রকৃতি (—জগদ্বিভ্রমের অধিষ্ঠান), ইহা সিদ্ধ হইল।

ফলভেদ—পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বপক্ষে—বেদান্তসমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে—তাহা সিদ্ধ হয়।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥২।১।৩৭॥

পদচ্ছেদ—সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেঃ, চ।

সূত্রার্থ—['যৎ নিগুর্ণং তৎ ন উপাদানম্ যথা গন্ধঃ', ইতি ন্যায়েন নিগুর্ণাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবন্ সমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে, ন বা ইতি সন্দেহে; 'বিরুধ্যতে' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেঃ**—জগৎকারণত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ঃ যে কারণধর্ম্মাঃ, তেষাং সর্ব্বেষাং ব্রহ্মণি এব

ভাবদীপিকা

(১) 'জাতি' নামক পদার্থ অঙ্গীকারকারী ন্যায়-বৈশেষিক মতাবলম্বী বলেন—"গুণাদিনিগুর্ণক্রিয়ঃ" (মুক্তাবলী ১৪)—'গুণ কর্ম্ম সামান্য (—জাতি) ও বিশেষ, এই পদার্থসকলে কোনপ্রকার গুণ ও ক্রিয়া থাকে না, ইহাই সেই পদার্থসকলের স্বভাব। ব্রাহ্মণত্বও একটী জাতি; সুতরাং তাহা নিগুর্ণ পদার্থ। কিন্তু তাহা হইলেও যে স্থলে মলিন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া শূদ্র বলিয়া ভ্রম হয়, সেই স্থলে সেই ভ্রমাধিষ্ঠানতা নিগুর্ণ ব্রাহ্মণত্বজাতিতে পরিদৃষ্ট হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ। অতএব যাহা নিগুর্ণ, তাহাও ভ্রমাধিষ্ঠানরূপ প্রকৃতি হইলে কোন বিরোধ হয় না।

উপপত্তেঃ ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্। চকারঃ—ব্রহ্মণি বেদান্তসমন্বয়স্য বিরোধাভাবং উপসংহরতি।

অনুবাদ—['যাহা নিগুর্ণ, তাহা উপাদান নহে, যেমন গন্ধ', এই যুক্তিবলে নিগুর্ণব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি বর্ণনাকারী সমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'বিরোধগ্রস্ত হয়', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেঃ**—জগৎকারণত্ব (—জগতের বিবর্ত্তোপাদানতা) এবং সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি জগৎকারণনিষ্ঠ যে ধর্ম্মসকল, তাহাদের সকলেরই ব্রহ্মে সঙ্গতি হওয়ায় ব্রহ্মই জগৎকারণ। চকারটী—[এই সমগ্র পাদে প্রতিপাদিত] ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ হয় না, এই বিষয়টীকে উপসংহার করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি অস্মিন্ অবধারিতে বেদার্থে পরৈঃ উপক্ষিপ্তান্ বিলক্ষণত্বাদীন্ দোষান্ পর্য্যহার্ষীৎ আচার্য্যঃ।১ ইদানীং পরপক্ষপ্রতিষেধপ্রধানং প্রকরণং প্রারিপ্সমাণঃ স্বপক্ষপরিগ্রহপ্রধানং প্রকরণং উপসংহরতি।২ যস্মাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্বরূপতঃ নিগুর্ণ হইলেও জগৎকারণ ব্রহ্মের মায়িক সগুণতা।]

চেতন ব্রহ্ম জগতের [নিমিত্ত] কারণ এবং প্রকৃতি (—উপাদানকারণ) ইত্যাদি এই [১।৪।৭ প্রকৃত্যধিকরণে] অবধারিত বেদার্থে অপরকর্ত্তৃক (—সাংখ্যাদি মতাবলম্বিগণকর্ত্তৃক) উপক্ষিপ্ত (—আরোপিত) 'বিলক্ষণত্ব' (২।১।৪ সূঃ) প্রভৃতি দোষসকল আচার্য্য [বাদরায়ণ] পরিহার করিলেন।১ এক্ষণে পরপক্ষপ্রতিষেধ-প্রধান প্রকরণ (—যে প্রকরণে প্রধানতঃ পরপক্ষের মতবাদ নিরাকরণ করা হইবে, সেই দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ) আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়া যাহাতে নিজের পক্ষই প্রধানভাবে পরিগৃহীত হইয়াছে (—প্রধানভাবে নিজের মতবাদ স্থাপন করা হইয়াছে) সেই প্রকরণের (—দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদের) উপসংহার করিতেছেন।২ [যদি বলা হয়—বেদান্তসিদ্ধান্তে নিগুর্ণ ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণরূপে অঙ্গীকার করা হয় (২)। কিন্তু জগৎকারণ ব্রহ্ম যে নিগুর্ণ, ইহাই সিদ্ধ হয় না, যেহেতু কর্ত্তা হইতে হইলে কর্ত্তৃত্বের উপযোগী সর্ব্বজ্ঞতা থাকা আবশ্যক এবং জগৎ-

ভাবদীপিকা [নিগুর্ণ ব্রহ্ম জগতের বিবর্ত্তোপাদান]

(২) সিদ্ধান্তে নিগুর্ণ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ। তাহাতে **পূর্ব্ববাদী** বলেন—'যাহা নিগুর্ণ, তাহা কোন কিছুর উপাদান হইতে পারে না, যেমন রূপ। অতএব নিগুর্ণ ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহেন। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—ব্রহ্মের উপাদানতা বলিতে তুমি কি গ্রহণ করিতেছ? পরিণামী উপাদানতা, অথবা বিবর্ত্তোপাদানতা? প্রথম পক্ষ আমরাও অঙ্গীকার করি না, কারণ নির্ব্বিকার নিরবয়ব নিগুর্ণ ব্রহ্ম জগতের পরিণামী উপাদান নহেন; অনির্ব্বচনীয়া মায়াই সেই উপাদান। যদি বল—তিনি বিবর্ত্তোপাদানও নহেন। তদুত্তরে বলিব—তাহা বলিতে পার না, কারণ তোমাদের মতে নিগুর্ণ যে শব্দ (—ধ্বনি), তাহাতেও অনিত্যত্ব, হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্ব, উদাত্তত্ব ইত্যাদির আরোপ হয়। সুতরাং নিগুর্ণ ব্রহ্মে জগদ্বিভ্রমের আরোপ হইলে তুমি আপত্তি করিতে পার না। ন্যায়-বৈশেষিকমতাবলম্বী এই স্থলে

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্মিন্ ব্রহ্মণি কারণে পরিগৃহ্যমাণে প্রদর্শিতেন প্রকারেণ সর্ব্বে কারণধর্ম্মাঃ উপপদ্যন্তে "সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি মহামায়ং চ ব্রহ্ম" ইতি, তস্মাৎ অনতিশঙ্কনীয়ম্ ইদম্ ঔপনিষদং দর্শনম্ ইতি ।৩।২।১।৩৭॥ ইতি ত্রয়োদশং সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণম্।

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য - পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য - শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সাংখ্যযোগকাণাদাদিস্মৃতিভিঃ সাংখ্যাদিপ্রবৃক্তকর্তৈশ্চ 'বেদান্তসমন্বয়বিরোধপরিহারাখ্যঃ' প্রথমঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ

প্রপঞ্চের সূক্ষ্মাবস্থারূপা শক্তির আশ্রয় হওয়াও আবশ্যক। তাহাতে জগৎকারণ ব্রহ্ম সগুণই হইয়া পড়েন। তদুত্তরে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইয়াই বলিতেছেন—] এই ব্রহ্মরূপ কারণ পরিগৃহীত হইলে [১০১ পৃঃ ৮২-১০০ বাক্য, ১৭০পৃঃ ২৫-৩৪ বাক্য, ২।১।২৮ ভাষ্য ইত্যাদি স্থলে] প্রদর্শিতপ্রকারে "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং মহামায়াসমন্বিত", ইত্যাদি কারণনিষ্ঠ ধর্ম্মসকল যেহেতু যুক্তিসঙ্গত (৩), সেইহেতু এই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য দর্শন শঙ্কার যোগ্য নহে (—এই বেদান্তদর্শনে প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তে সংশয় পোষণ করা উচিত নহে) ।৩।২।১।৩৭॥

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

বলেন—শব্দনিত্যতাবাদী তোমরা শব্দকে গুণপদার্থ বলিয়াই অঙ্গীকার কর না। ইহা তোমাদের মতে দ্রব্য পদার্থ ও নিত্য (১,৭১৬ পৃঃ ৩০ ভাবদীঃ)। সুতরাং তোমাদের মতে নিত্য শব্দে উদাত্তত্বাদির আরোপ সম্ভব হইলেও শব্দকে অনিত্য গুণপদার্থরূপে অঙ্গীকারকারী আমাদের মতে তাহা সম্ভব হয় না। আমরা বলি—উদাত্ত 'ক' ও অনুদাত্ত 'ক', ইহারা পরস্পর বিভিন্ন, তাহাতে উদাত্তত্ব অনুদাত্তত্ব প্রভৃতির আরোপের প্রশ্নই উঠে না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তোমাদের মতে উৎপন্ন দ্রব্য প্রথম ক্ষণে থাকে নির্গুণ, পরক্ষণে তাহাতে গুণের উৎপত্তি হয়। এই উৎপন্ন গুণের সমবায়িকারণ কে? তাহা ঐ নির্গুণ দ্রব্য, ইহা তোমরাই অঙ্গীকার করিয়া থাক। সুতরাং নির্গুণ পদার্থও উপাদানকারণ হয়, ইহা তোমাদিগকে বাধ্য হইয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। এইরূপে তোমাদের স্বপক্ষে পারমার্থিক উপাদানতাবিষয়েই যখন নির্গুণপদার্থের উপাদানতা অঙ্গীকৃত হয়, তখন বিবর্ত্তবাদী আমরা নির্গুণব্রহ্মপদার্থকে মিথ্যা জগতের বিবর্ত্তোপাদানরূপে স্বীকার করিলে তাহাতে বিরোধোদ্ভাবন করা তোমাদের পক্ষে শোভন নহে। আর দেখ, এই নির্গুণতাই ব্রহ্মের ভ্রমাধিষ্ঠানতার প্রযোজক; যেহেতু নির্গুণ হওয়ায় তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাত হন না। আর যাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হয় না, তাহাই ভ্রমাধিষ্ঠান, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। যথা—ঈষৎ অন্ধকারাবৃত, সুতরাং বিশেষরূপে অজ্ঞাত রজ্জুই সর্পভ্রমের অধিষ্ঠান। অতএব নির্গুণ ব্রহ্ম জগদ্বিভ্রমের অধিষ্ঠান, অর্থাৎ জগতের বিবর্ত্তোপাদান, ইহা অবশ্য অঙ্গীকরণীয়।

(৩) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ হইলেও মায়ারূপ উপাধিবশতঃ মিথ্যা

সগুণতাও তাঁহাতে সম্ভব। যদিও লোকমধ্যে কুলালাদি নিমিত্তকারণসকলকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে দেখা যায় না, তথাপি "যিনি যাহা সম্পাদন করেন, তিনি তদ্বিষয়ে সকলই জানেন এবং সেই বস্তু সম্পাদনে তিনি সমর্থ (—শক্তিমান্") এই যুক্তি অনুসারে নিখিল বিশ্বের নিমিত্তকারণ পরমেশ্বর যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, ইহা সিদ্ধ হয়। অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতিও তাহাই বলেন, যথা—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" (মু: ১।১।৯), "সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি" (বৃঃ ৩।৭।১৫), "ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত" (তৈঃ ২।৬) "মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" (শ্বেঃ ৪।১), ইত্যাদি। কিন্তু অখণ্ডৈকরস নির্গুণ ও নিরবয়ব ব্রহ্মে সর্ব্বজ্ঞতা ইত্যাদি ধর্ম্ম কিপ্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে বলিতেছেন—**মহামায়ম্**, ইত্যাদি। তাহাতে ইহাই বলিলেন পরমার্থতঃ ব্রহ্ম তদ্রূপ হইলেও মায়া ও অবিদ্যাশব্দবাচ্য যে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান, তাহা উপাধিরূপে বর্ত্তমান থাকায় উক্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসকল এবং কারণত্বাদি ব্যবহারসকল তাঁহাতে উপপন্ন হয়। ২।১।৬ আরম্ভণাধিকরণ প্রভৃতি স্থলে ইহা অসকৃৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে (১০৩ পৃঃ ৮৭-৯২ বাক্য দ্রঃ)। অতএব শ্রুতি স্মৃতি এবং যুক্তি কোনটাই ব্রহ্মকারণবাদের বিরোধী নহে এবং বেদান্তবাক্যসকলের অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সমন্বয়ে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের 'বেদান্তসমন্বয়বিরোধপরিহারাখ্য' প্রথম পাদ সমাপ্ত।

দ্রষ্টব্য—নিম্নলিখিত **ভাবদীপিকা** ৫৭ পৃঃ ২৯ পংক্তিতে "[পরমাত্মানন্দং ক্বচ. সমাধি" এই স্থলে সংযোজিত হইবে—

[সমাধি অজ্ঞানের নাশক নহে]

১। (২৬খ) লক্ষ্য করিতে হইবে—পরমাত্মাবলম্বী চেতন সমাধিতে, অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই অখণ্ডাকারা বৃত্তি-অবলম্বনে উদিত নির্ব্বিকল্প (—অসম্প্রজ্ঞাত) সমাধিতে অজ্ঞানের নাশ হয় বটে, কিন্তু সেই স্থলেও সমাধি অজ্ঞানের নাশক নহে ; কারণ তদঙ্গীকারে 'জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক', এই সর্ব্বজনসিদ্ধ অনুভবের এবং "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩) এই শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে। সমাধি চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদনদ্বারা প্রতিবন্ধক দূর করে মাত্র। কিন্তু যদবলম্বনে তাদৃশ সমাধির উদয় হয়, সেই অখণ্ডাকারা স্থির বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যই অজ্ঞানকে নিঃশেষে বিনষ্ট করে, সমাধি নহে, ইহাই রহস্য।

২। ১১২পৃঃ ১৯ পংক্তিতে "ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যগণের বচন", ইহার পর এই অংশ সংযোজিত হইবে—এবং "যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি" (ঋগ্বেদ সং ১০।১২৫।৫, দেবীসূক্ত) এই শ্রুতি—,

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ [তর্কপাদঃ]

"বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদীদিব্যচক্ষুষে। শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্দ্ধধারিণে" ॥

"নমস্ত্রয্যন্তসন্দোহসরসীরুহভানবে। গুরবে পরপক্ষৌঘধ্বান্তধ্বংসপটীয়সে" ॥

পাদপ্রতিপাদ্য—সাংখ্য বৌদ্ধ জৈন ও পাঞ্চরাত্রাদি মতবাদসকলের দুষ্টতা প্রদর্শন।

শাস্ত্রসঙ্গতি- এই শাস্ত্র ব্রহ্মবিচারাত্মক। মুমুক্ষুগণের যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি হয়, সেই উদ্দেশ্যে মননরূপ সাধন সমর্পণের জন্য এই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। কিন্তু যে সকল মতবাদ ব্রহ্মপ্রতিপাদক এই শাস্ত্রের বিরোধী, ভ্রান্তিমূলকতা প্রতিপাদনদ্বারা সেই মতবাদসকলের নিরাকরণব্যতিরেকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে এই শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। সেইহেতু ব্রহ্মবিচারের জন্য এই শাস্ত্র আরব্ধ হইলেও পরমতনিরাকরণেরও আবশ্যকতা আছে। অতএব পরমতের দুষ্টতাপ্রদর্শনদ্বারা ব্রহ্মবিচাররূপ স্বপ্রয়োজনই দৃঢ়ীকৃত হইতেছে বলিয়া এই পাদের শাস্ত্রসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি—এই পাদের প্রত্যেকটী অধিকরণে অন্যান্য মতবাদসকলের দুষ্টতা প্রদর্শনদ্বারা স্বমতের বিরোধ পরিহৃত হইতেছে বলিয়া এই পাদের ও এতদন্তর্গত প্রত্যেকটী অধিকরণের সহিত এই অধ্যায়ের সম্বন্ধরূপ মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

অবান্তর পাদসঙ্গতি—পূর্ব্বপাদে অন্যান্য মতবাদিগণকর্ত্তৃক শ্রুতিসমন্বয়ে যে বিরোধ উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা নিরাকরণদ্বারা স্বপক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বদোষবিহীন এই অদ্বৈতদর্শনে মুমুক্ষুগণের নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রবৃত্তি সিদ্ধির জন্য পরমতদূষণপ্রধান এই পাদ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বপাদের সহিত এই পাদের **উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। [স্বপক্ষস্থাপনব্যতিরেকে পরমতনিরাকরণ সম্ভব না হওয়ায় এবং পূর্ব্বপাদে স্বপক্ষের সিদ্ধান্তবিষয়ক জ্ঞান সুপরিস্ফুট হওয়ায় পূর্ব্বপাদ এই পাদের উপজীব্য]।

১। রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্। [১-১০ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সাংখ্যমতখণ্ডন। যুক্তিবলে সাংখ্যসম্মত প্রধানের জগৎকারণতা প্রভৃতি নিরাকরণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে "সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" এইরূপে ব্রহ্মে জগৎকারণতাবোধক সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলের উপপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সেই ধর্ম্মসকল প্রধানে কেন সঙ্গত হইবে না, এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধান এই অধিকরণে প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য পাদসঙ্গতি—সাংখ্যমত নিরাকৃত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্য পাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। তত্তৎ মতবাদ নিরাকৃত হওয়ায় এইরূপে এই পাদস্থ প্রত্যেকটী অধিকরণের মুখ্য পাদসঙ্গতি সিদ্ধ হইতেছে, বুঝিতে হইবে।

ন্যায়মালা

প্রধানং জগতো হেতুর্ন বা সর্ব্বে ঘটাদয়ঃ।
অন্বিতাঃ সুখদুঃখাদ্যৈর্যতো হেতুরতো ভবেৎ ॥

ন হেতুর্যোগ্যরচনাপ্রবৃত্ত্যাদেরসম্ভবাৎ।
সুখাদ্যা আন্তরা বাহ্যা ঘটাদ্যাস্তু কুতোঽন্বয়ঃ॥

অন্বয়—প্রধানং জগতঃ হেতুঃ, ন বা? সর্ব্বে ঘটাদয়ঃ যতঃ সুখদুঃখাদ্যৈঃ অন্বিতাঃ, অতঃ হেতুঃ ভবেৎ। ন হেতুঃ, যোগ্যরচনাপ্রবৃত্ত্যাদেঃ অসম্ভবাৎ। সুখাদ্যাঃ আন্তরাঃ, ঘটাদ্যাঃ তু বাহ্যাঃ, কুতঃ অন্বয়ঃ?

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অচেতনং প্রধানং জগদুপাদানম্ ইতি সাংখ্যসিদ্ধান্তঃ অত্র বিষয়ঃ। সঃ কিং প্রমাণমূলঃ ভ্রান্তিমূলঃ বা ইতি বিকল্পনায়াং ভবতি সন্দেহঃ—] প্রধানং জগতঃ হেতুঃ, ন বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[সুখদুঃখমোহাত্মকং প্রধানং জগতঃ প্রকৃতিঃ, জগতি সুখাদ্যন্বয়দর্শনাৎ। তথাচ—ঘটপটাদয়ঃ উপলভ্যমানাঃ সুখায় ভবন্তি, উদকাহরণপ্রাবরণাদিকারিত্বাৎ। তে এব ঘটাদয়ঃ অন্যৈঃ অপহ্রিয়মাণাঃ তস্যৈব দুঃখজনকাঃ। যদা উদকাহরণাদিকার্য্যং ন অপেক্ষিতং, তদা সুখদুঃখে ন জনয়ন্তি, কেবলম্ উপেক্ষণীয়ত্বেন অবতিষ্ঠন্তে। তদিদম্ উপেক্ষাবিষয়ত্বং মোহঃ উপেক্ষণীয়েষু চিত্তব্যক্ত্যনুদয়াৎ *। এবম্] সর্ব্বে ঘটাদয়ঃ যতঃ সুখদুঃখাদ্যৈঃ অন্বিতাঃ, অতঃ [তেষাং কার্য্যাণাং কারণং সুখদুঃখমোহাত্মকং প্রধানং জগতঃ] হেতুঃ ভবেৎ।

সিদ্ধান্ত—[প্রধানং] ন [জগতঃ] হেতুঃ, যোগ্যরচনাপ্রবৃত্ত্যাদেঃ অসম্ভবাৎ। [অত্রায়ং ভাবঃ—দেহেন্দ্রিয়মহীধরাদিরূপস্য বিচিত্রস্য প্রতিনিয়তনানাসন্নিবেশবিশেষস্য অস্য জগতঃ রচনায়াম্ অচেতনস্য প্রধানস্য যোগ্যত্বং ন সম্ভবতি; লোকে হি কার্য্যস্য বুদ্ধিমৎকর্ত্তৃত্বোপলম্ভাৎ। আস্তাং তাবদ্ ইয়ং রচনা, তৎসিদ্ধ্যর্থা প্রবৃত্তিরপি অচেতনস্য ন উপপদ্যতে, চেতনানধিষ্ঠিতে শকটাদৌ তদদর্শনাৎ। ন চ চেতনস্য পুরুষস্য অচেতনপ্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বম্, তস্য অসঙ্গত্বভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ। অথ যদুক্তং সুখদুঃখমোহান্বিতাঃ ঘটাদয়ঃ ইতি। তদসৎ। যতঃ] সুখাদ্যাঃ আন্তরাঃ, ঘটাদ্যাঃ তু বাহ্যাঃ, কুতঃ [তেষাম্] অন্বয়ঃ? [তস্মাৎ ন প্রধানং জগদ্ধেতুঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[অচেতন প্রধান জগতের উপাদান, এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত এখানে বিষয়। তাহা কি প্রমাণমূলক, অথবা ভ্রান্তিমূলক, এইপ্রকার বিকল্প হইলে সন্দেহ হয়—] প্রধান জগতের কারণ, অথবা নহে?

পূর্ব্বপক্ষ—[সুখদুঃখমোহাত্মক প্রধান জগতের উপাদান, যেহেতু জগতে সুখাদির অন্বয় (—সম্বন্ধ) পরিদৃষ্ট হয়। যেমন দেখ—উপলভ্যমান ঘটপটাদি হয় সুখের হেতু, যেহেতু তাহারা জলাহরণ ও আচ্ছাদনাদির সম্পাদক। সেই ঘটাদিই অন্যকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে হয় তাহারই দুঃখজনক। যখন জলাহরণাদি কার্য্যের অপেক্ষা থাকে না, তখন সুখদুঃখ উৎপাদন করে না, কেবল উপেক্ষণীয়রূপে অবস্থান করে। সেই এই উপেক্ষার বিষয় হওয়াই মোহ, যেহেতু উপেক্ষণীয় বিষয়সকলে চিত্তে ব্যক্তভাবের উদয় (—স্পষ্ট জ্ঞানোদয়) হয় না। এইপ্রকারে] ঘটপটাদি সকল বস্তুই যেহেতু সুখদুঃখাদির সহিত সম্বদ্ধ, সেইহেতু [সেই কার্য্যসকলের কারণ সুখদুঃখমোহাত্মক প্রধান জগতের] কারণ হইবে।

সিদ্ধান্ত—[প্রধান জগতের] কারণ নহে, যেহেতু যোগ্যরচনাপ্রবৃত্তি প্রভৃতি সম্ভব হয় না। [এই স্থলে ভাব এই—দেহ ইন্দ্রিয় ও পর্ব্বতাদি সমন্বিত, নিয়মিতভাবে নানা-

* "চিত্তবৃত্ত্যনুদয়াৎ", ইতি পাঠঃ। সঃ চ ন যুক্তঃ, সাংখ্য-পাতঞ্জলে মোহস্য অবিদ্যান্তঃপাতিনঃ বিপর্য্যয়াত্মকত্বেন অভ্যুপগমাৎ (যোঃ সূঃ ১।৮, ভাষ্য দ্রঃ)।

প্রকার বিশেষ সন্নিবেশযুক্ত এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টিতে অচেতন প্রধানের যোগ্যতা সম্ভব নহে; যেহেতু লোকমধ্যে বুদ্ধিমান্ কর্ত্তা-কর্ত্তৃক কার্য্য সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। এই রচনা (—জগৎসৃষ্টি) থাকুক, তাহার সিদ্ধির জন্য প্রবৃত্তিও অচেতনের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত শকট প্রভৃতিতে তাহা দেখা যায় না। আর চেতন পুরুষ অচেতন প্রধানের অধিষ্ঠাতা (—প্রেরক), ইহা বলা চলে না, যেহেতু তাঁহার (—চেতন পুরুষের) অসঙ্গতা (—নির্লেপতা) ভঙ্গ হইয়া পড়িবে। আর যে বলা হইয়াছে—ঘট প্রভৃতি সুখদুঃখ-মোহাত্মক ইত্যাদি। তাহাও ঠিক্ নহে। যেহেতু] সুখ প্রভৃতি আভ্যন্তর পদার্থ (—পুরুষ স্বীয় অন্তঃকরণে তাহাদিগকে উপলব্ধি করে), ঘট প্রভৃতি কিন্তু বাহ্য পদার্থ, তাহাদের সম্বন্ধ কিপ্রকারে হইবে? [অতএব প্রধান জগৎকারণ নহে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত যুক্তির সহিত বিরোধ হয় বলিয়া বেদান্ত-সমন্বয় সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত যুক্তিসকল বিচারসহ নহে বলিয়া প্রমাণবিরোধী তাদৃশ যুক্ত্যাভাসের দ্বারা বিরোধ বিরোধই না হওয়ায় বেদান্তসমন্বয় সিদ্ধ হয়।

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ॥২।২।১॥

পদচ্ছেদ—রচনানুপপত্তেঃ, চ, ন, অনুমানম্।

সূত্রার্থ—[প্রধানম্ অচেতনং জগদুপাদানম্ ইতি সাংখ্যসিদ্ধান্তঃ অত্র বিষয়ঃ। সঃ কিং প্রমাণমূলঃ ভ্রান্তিমূলঃ বা ইতি সন্দেহে, প্রামাণিকঃ সাংখ্যসিদ্ধান্তঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অনুমানম্**—'জগৎ সুখদুঃখমোহাত্মকবস্তূপাদানকং তদন্বিতত্বাৎ মৃদন্বিত-ঘটাদিবৎ' ইতি অনুমানসিদ্ধং প্রধানম্, **ন**—ন জগদুপাদানম্। [কুতঃ?] **রচনানুপপত্তেঃ**—অচেতনাৎ স্রষ্টব্যজ্ঞানশূন্যাৎ প্রধানাৎ অনেকবিধবিচিত্রজগদ্রচনানুপপত্তেঃ। **চ**শব্দেন—হেতোঃ স্বরূপাসিদ্ধিং সমুচ্চিনোতি। [সুখাদীনাম্ আন্তরত্বেন তদন্বিতত্বং বাহ্যস্য জগতঃ অসিদ্ধম্। তস্মাৎ ন প্রামাণিকঃ সাংখ্যসিদ্ধান্তঃ ইতি]।

অনুবাদ—[অচেতন প্রধান জগতের উপাদান, এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত এখানে বিষয়। তাহা (—সেই সিদ্ধান্ত) কি প্রমাণমূলক, অথবা ভ্রান্তিমূলক, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; সাংখ্যসিদ্ধান্ত প্রমাণমূলক, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অনুমানম্**—'জগৎ সুখদুঃখমোহাত্মক বস্তু হইতে উৎপন্ন, যেহেতু তাহা তদ্যুক্ত (—সুখদুঃখাদিযুক্ত), যেমন মৃত্তিকাযুক্ত ঘট প্রভৃতি', এইপ্রকার অনুমানদ্বারা সিদ্ধ প্রধান, **ন**—জগতের উপাদান নহে। [কেন নহে?, তাহা বলিতেছেন—] **রচনানুপপত্তেঃ**—যেহেতু স্রষ্টব্য পদার্থবিষয়ক জ্ঞানশূন্য অচেতন প্রধান হইতে অনেকপ্রকার ও বিচিত্র জগতের সৃষ্টি যুক্তিসঙ্গত নহে। **চ**শব্দের দ্বারা—[উক্ত অনুমানে] হেতুটীর স্বরূপাসিদ্ধিকে সমুচ্চয় (—অধিক যুক্তিরূপে গ্রহণ) করিতেছেন। [সুখ প্রভৃতি আভ্যন্তর হওয়ায় (—অন্তঃকরণেই সুখাদির অনুভব হওয়ায়) বাহ্য জগতের তদ্যুক্ত হওয়া সিদ্ধ হয় না। [ফলে জগদ্রূপ পক্ষে সুখদুঃখাদিযুক্ততারূপ হেতুটী না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি হইল।] অতএব সাংখ্যসিদ্ধান্ত প্রমাণসিদ্ধ নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদ্যপি ইদং বেদান্তবাক্যানাম্ ঐদংপর্য্যং নিরূপয়িতুং শাস্ত্রং প্রবৃত্তম্, ন তর্কশাস্ত্রবৎ কেবলাভিঃ যুক্তিভিঃ কঞ্চিৎ সিদ্ধান্তং

শাঙ্করভাষ্যম্

সাধয়িতুং দূষয়িতুং বা প্রবৃত্তম্, তথাপি বেদান্তবাক্যানি ব্যাচক্ষাণৈঃ সম্যগ্‌দর্শনপ্রতিপক্ষভূতানি সাংখ্যাদিদর্শনানি নিরাকরণীয়ানি ইতি তদর্থঃ পরঃ পাদঃ প্রবর্ত্ততে।১ বেদান্তার্থনির্ণয়স্য চ সম্যগ্‌দর্শনার্থত্বাৎ তন্নির্ণয়েন স্বপক্ষস্থাপনং প্রথমং কৃতং, তৎ হি অভ্যর্হিতং পরপক্ষ প্রত্যাখ্যানাৎ ইতি।২ ননু মুমুক্ষুণাং মোক্ষসাধনত্বেন সম্যগ্‌দর্শননিরূপণায় স্বপক্ষস্থাপনম্ এব কেবলং কর্ত্তুং যুক্তং, কিং পরপক্ষনিরাকরণেন পরদ্বেষকরেণ*?৩ বাঢ়ম্ এবম্, তথাপি মহাজনপরিগৃহীতানি মহান্তি সাংখ্যাদিতন্ত্রাণি সম্যগ্‌দর্শনাপদেশেন প্রবৃত্তানি উপলভ্য ভবেৎ কেষাঞ্চিৎ মন্দমতীনাম্ এতান্যপি সম্যগ্‌দর্শনায়

* পরবিদ্বেষকারণেন, ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি, স্বমতে নিষ্ঠার জন্য মোক্ষশাস্ত্রে পরমতখণ্ডন দোষাবহ নহে।]

যদিও উপনিষদ্বাক্যসকলের ঐদম্পর্য্য (—ব্রহ্মপরতা, ব্রহ্মে তাৎপর্য্য) নিরূপণ করিবার জন্য এই শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু তর্কশাস্ত্রের ন্যায় কেবল যুক্তিসকলের দ্বারা কোন সিদ্ধান্তকে সাধন করিবার জন্য, অথবা দূষিত করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয় নাই, তথাপি যিনি উপনিষদ্বাক্যসকলকে ব্যাখ্যা করিতেছেন, তৎকর্ত্তৃক (—সেই পূজনীয় সূত্রকারকর্ত্তৃক) সম্যগ্‌দর্শনের প্রতিপক্ষভূত (—বিরোধী) সাংখ্যাদিদর্শনসকল নিরাকৃত হওয়া উচিত, এইহেতু তদর্থক (—সেই প্রয়োজনসম্পাদক) পরবর্ত্তী পাদ (—এই দ্বিতীয় পাদ) প্রবৃত্ত হইতেছে। [কারণ পরপক্ষ নিরাকরণ ব্যতিরেকে স্বপক্ষে স্থিরতা সম্ভব নহে]।১ কিন্তু তাহা হইলে স্বপক্ষস্থাপন করিবার পূর্ব্বেই পরপক্ষনিরাকরণ কেন করা হইল না? তদুত্তরে বলিতেছেন—] উপনিষদ্বাক্যসকলের অর্থনির্ণয় সম্যগ্‌দর্শনরূপ প্রয়োজনসম্পাদক (—মোক্ষসাধক অপরোক্ষব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানোৎপত্তির হেতু) হয় বলিয়া তাহার নির্ণয়ের দ্বারা প্রথমে স্বপক্ষস্থাপন করা হইয়াছে, পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানাপেক্ষা তাহা নিশ্চয় অভ্যর্হিত (—আদরণীয়, শ্রেষ্ঠ)।২ [শঙ্কা—] কিন্তু মুমুক্ষুগণের সম্যগ্‌দর্শনকে নিরূপণ করিবার জন্য কেবল স্বপক্ষস্থাপন করাই যুক্তিসঙ্গত, অপরকে দ্বেষকরারূপ পরপক্ষ নিরাকরণ করা কেন?৩ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] হাঁ, ঠিক্ কথা, এইপ্রকার হওয়াই সঙ্গত, কিন্তু তাহা হইলেও [কপিল পতঞ্জলি, কণাদ, ভাষ্যকার ব্যাস, পঞ্চশিখ, বুদ্ধ প্রভৃতি] মহাজনগণকর্ত্তৃক পরিগৃহীত মহৎ সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রসকল সম্যগ্‌দর্শনের অপদেশবশতঃ (—নিমিত্তবশতঃ, সম্যগ্‌জ্ঞানোৎপাদনোদ্দেশ্যে) প্রবৃত্ত হইয়াছে মনে করিয়া কোন কোন মন্দবুদ্ধিব্যক্তিগণের নিকট 'ইহারাও সম্যগ্‌দর্শনের জন্য গ্রহণীয়', এইপ্রকার অপেক্ষা (—প্রয়োজনবোধ) হইতে পারে।৪ এইপ্রকারে

শাঙ্করভাষ্যম্

উপাদেয়ানি ইতি অপেক্ষা।৪ তথা যুক্তি গাঢ়ত্বসম্ভবেন সর্ব্বজ্ঞ-ভাষিতত্বাৎ চ শ্রদ্ধা চ তেষু ইতি, অতঃ তদসারতোপপাদনায় প্রযত্যতে।৫ নন্বু "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (১।১।৫) "কামাচ্চ নানুমানা-পেক্ষা" (১।১।১৮), "এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতা" (১।৪।২৮) ইতি চ পূর্ব্বত্রাপি সাংখ্যাদিপক্ষপ্রতিক্ষেপঃ কৃতঃ, কিং পুনঃ কৃত-করণেন ইতি ?৬ তদুচ্যতে—সাংখ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায় বেদান্ত-বাক্যানি অপি উদাহৃত্য স্বপক্ষানুগুণ্যেনৈব যোজয়ন্তঃ ব্যাচ-ক্ষতে।৭ তেষাং যদ্ব্যাখ্যানং তদ্ব্যাখ্যানাভাসং, ন সম্যগ্-ব্যাখ্যানম্ ইতি এতাবৎ পূর্ব্বং কৃতম্।৮ ইহ তু বাক্যনিরপেক্ষঃ স্বতন্ত্রঃ তদ্যুক্তিপ্রতিষেধঃ ক্রিয়তে ইতি এষঃ বিশেষঃ।৯ তত্র সাংখ্যাঃ মন্যন্তে—যথা ঘটশরাবাদয়ঃ ভেদাঃ মৃদাত্মনা অন্বীয়মানাঃ মৃদাত্মকসামান্যপূর্ব্বকাঃ লোকে দৃষ্টাঃ, তথা সর্ব্বে এব বাহ্যাধ্যা-

ভাষ্যানুবাদ

[এই শাস্ত্রসকলে] যুক্তির দৃঢ়তা সম্ভব বলিয়া এবং সর্ব্বজ্ঞ [সর্ব্বজ্ঞরূপে কথিত কপিল মহাবীর ও বুদ্ধ প্রভৃতি] কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সেই সকলে শ্রদ্ধাও হইতে পারে, এইহেতু তাহাদের অসারতা উপপাদন করিবার জন্য প্রযত্ন করা হইতেছে।৫ [অতএব শিষ্যের মোক্ষসিদ্ধির জন্য এই প্রযত্ন করা হইতেছে বলিয়া দ্বেষের কোন প্রশ্নই উঠে না]।

[সিঃ—পূর্ব্বে প্রধানের শ্রৌতত্ব নিরাকৃত হইয়াছে, এখানে তাহার যুক্তিসিদ্ধতা নিরাকৃত হওয়ায় পুনরুক্তিদোষ দোষ হয় না।]

শঙ্কা – কিন্তু "ঈক্ষতের্নাশব্দম্", "কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা" এবং "এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতা", এইরূপে পূর্ব্বেও সাংখ্য প্রভৃতি পক্ষের নিরাকরণ করা হইয়াছে, সুতরাং কৃতকরণের (—যাহা করা হইয়া গিয়াছে, পুনরায় তাহাই করার) আবশ্য-কতা কি ?৬ [সমাধান—] তাহা বলা হইতেছে, সাংখ্যপ্রভৃতি মতাবলম্বিগণ স্বপক্ষ-স্থাপন করিবার জন্য উপনিষদ্বাক্যসকলকেও উদ্ধৃত করিয়া স্বপক্ষের অনুকূলভাবেই যোজনাকরতঃ ব্যাখ্যা করেন।৭ তাঁহাদের যে ব্যাখ্যা, তাহা ব্যাখ্যানাভাসমাত্র (—ব্যাখ্যারূপে প্রতীয়মান দুষ্ট ব্যাখ্যান মাত্র), কিন্তু যথার্থ ব্যাখ্যা নহে, ইত্যাদি এতটুকুই পূর্ব্বে করা হইয়াছে (—পূর্ব্বে প্রধানাদির শ্রৌতত্ব নিরাকৃত হইয়াছে)।৮ এখানে কিন্তু [শ্রুতি]বাক্যনিরপেক্ষ স্বাধীনভাবে তাঁহাদের যুক্তির প্রতিষেধ করা হইতেছে, ইত্যাদি ইহাই প্রভেদ।৯

[পুঃ—সাংখ্যসম্মত বিভিন্নপ্রকার অনুমানবলে প্রধানের জগৎকারণতা প্রতিপাদন।]

তন্মধ্যে (—উক্ত বেদবাহ্য মতবাদীসকলের মধ্যে) সাংখ্যমতাবলম্বিগণ মনে করেন – যেমন ঘট ও শরাব প্রভৃতি ভেদসকল (– বিভিন্ন কার্য্যবস্তুসকল) মৃত্তিকাত্মক-রূপে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া মৃত্তিকারূপ সামান্যপূর্ব্বকরূপে (—মৃত্তিকারূপ সাধারণকারণ

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্মিকাঃ ভেদাঃ সুখদুঃখমোহাত্মতয়া অন্বীয়মানাঃ সুখদুঃখমোহাত্মকসামান্যপূর্ব্বকাঃ ভবিতুম্ অর্হন্তি ।১০ যৎ তৎ সুখদুঃখমোহা-

ভাষ্যানুবাদ

হইতে উৎপন্নরূপে) লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়াছে (১), এইরূপে বাহ্য ও আধ্যাত্মিক সকলপ্রকার ভেদ (—কার্য্যবস্তু) সুখ দুঃখ ও মোহাত্মকরূপে অন্বিত (—সুখদুঃখমোহযুক্ত) হওয়ায় সুখদুঃখমোহাত্মক সামান্যপূর্ব্বক (– তদাত্মক সাধারণকারণ হইতে সমুৎপন্ন) হওয়া উচিত (২) ।১০ সেই যে সুখদুঃখমোহাত্মক সামান্য

ভাবদীপিকা

(১) এই স্থলে 'যে কার্য্যবস্তুসকল যাহার দ্বারা অন্বিত (—যুক্ত), তাহারা সেই উপাদান হইতে উৎপন্ন', এইপ্রকার ব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইল। যেমন ঘট মৃত্তিকাদ্বারা অন্বিত (—সদাই মৃত্তিকাযুক্ত), সেইহেতু তাহা মৃত্তিকারূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন।

(২) এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"সর্ব্বং কার্য্যং সুখদুঃখমোহাত্মকবস্তুপ্রকৃতিকং, তদন্বিতত্বাৎ ঘটাদিবৎ"—'সকল কার্য্যবস্তু সুখদুঃখমোহাত্মক কোন উপাদান হইতে উৎপন্ন, যেহেতু তাহারা তাহাদের (—সুখদুঃখমোহের) সহিত সম্বন্ধযুক্ত, যেমন ঘটাদি' ঘটাদি কার্য্যবস্তুসকল কিপ্রকারে সুখদুঃখমোহাত্মক, তাহা এই অধিকরণের ন্যায়মালার পূর্ব্বপক্ষমধ্যে এবং ৩১ পৃঃ ৫ ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব সিদ্ধ হয় যে, কার্য্যবস্তুসকল সুখদুঃখমোহাত্মক হওয়ায় তাহাদের উপাদানও সুখদুঃখমোহাত্মক। সুখ সত্ত্বগুণের, দুঃখ রজোগুণের এবং আবরণাত্মক মোহ তমোগুণের কার্য্য। এইরূপে কার্য্যবস্তুর ত্রিগুণাত্মকতা সিদ্ধ হওয়ায় তাহার উপাদানেরও ত্রিগুণাত্মকতা অবশ্যই সিদ্ধ হয়। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়াত্মক যে মূল উপাদান, তাহাই প্রধান ; সাংখ্য ও পাতঞ্জলমতে তাহাই জগৎকারণ

প্রধানশব্দের অর্থ এই—"প্রধীয়তে বিধীয়তে ক্রিয়তে জগৎ অনেন ইতি প্রধানম্" অথবা "নিধীয়তে জগৎ অস্মিন্ প্রলয়সময়ে ইতি প্রধানম্"। অর্থাৎ 'জগৎ যৎকর্তৃক উৎপাদিত হয়, অথবা প্রলয়কালে যাহাতে প্রলীন হয়, তাহাই প্রধান'।

[সাংখ্য-পাতঞ্জল মতে—প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া ও পুরুষের ভোগপ্রক্রিয়া। বিষয়ের সুখদুঃখমোহাত্মকতা]

কার্য্যবস্তুসকল সুখদুঃখমোহাত্মক ইহা অনুমান করা হইয়াছে (৩১ পৃঃ ৫ ভাবদীঃ) তাহাতে সংশয় হয়—মৈত্র ও চৈত্র প্রভৃতি স্ব স্ব অন্তঃকরণেই সুখদুঃখাদি অনুভব করে, বহির্দেশে অবস্থিত পদ্মাবতী প্রভৃতিতে নহে। সুতরাং পদ্মাবতী কিপ্রকারে সুখদুঃখমোহাত্মিকা হইবে ? তদুত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—"বুদ্ধিস্থম্ অর্থং পুরুষশ্চেতয়তে"—'পুরুষ স্বীয় বুদ্ধিস্থ বিষয়কেই গ্রহণ করে', অর্থাৎ বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্বপাতবশতঃ বুদ্ধির সহিত পুরুষের তাদাত্ম্যভাব হয়। তাহার ফলে বুদ্ধিনিষ্ঠ যে সুখদুঃখ, তাহা পুরুষে আরোপিত হয়, অর্থাৎ মনে হয়—সুখ দুঃখ পুরুষেরই। ইহাই পুরুষের ভোগ ["বিষয়াকারপরিণতায়াং বুদ্ধৌ আত্মচৈতন্যপ্রতিবিম্বঃ ভোগঃ", ২।২।৬ সূঃ বার্ত্তিকটীকা । "ভোগাপবর্গয়োশ্চ প্রকৃতিগতয়োরপি বিবেকাগ্রহাৎ পুরুষসম্বন্ধঃ", সাং কাঃ ৬২, তত্ত্বকৌঃ। "বুদ্ধির্হি পুরুষসন্নিধানাৎ তচ্ছায়াপত্ত্যা তদ্রূপেব সর্ব্বং বিষয়ভোগং পুরুষস্য সাধয়তি", সাং কাঃ ৩৭,তত্ত্বকৌঃ ইত্যাদি দ্রঃ]। ব্যাপারটী একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাউক – পুরুষের যখন

ভাবদীপিকা [সাংখ মতে পুরুষের প্রত্যক্ষ ও ভোগপ্রক্রিয়া]

বস্তুবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, তখন তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় বাহিরে বিষয়দেশে গমন করে, [বেদান্তমতে—"অন্তঃকরণবৃত্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়দেশে গমন করে *]। তদনন্তর তাহা আলোচন নামক বৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া বাহ্য বিষয়কে গ্রহণকরতঃ পরাবৃত্ত হইয়া সেই বিষয়টীকে মনের নিকট সমর্পণ করে। মন "ইহা এইপ্রকার", এইরূপে বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবাবগাহিরূপে সঙ্কল্পকরতঃ তাহাকে অহঙ্কারের নিকট সমর্পণ করে। অহঙ্কার 'এই বিষয় আমার জন্ত', এইপ্রকার অভিমানরূপ স্বীয় বৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া সেই বিষয়টীকে বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করে। তখন বুদ্ধিতে উপনীত সেই বিষয় নিজের আকারে বুদ্ধিকে আকারিত করে অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণাম হয়। উক্ত বুদ্ধিতে তৎসন্নিহিত পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। তাহার ফলে চিতিচ্ছায়াপন্না সেই বুদ্ধি যেন পুরুষস্বরূপও হইয়া পড়ে; অর্থাৎ চিতিচ্ছায়াপন্না সেই বুদ্ধি ও পুরুষের মধ্যে ভেদাগ্রহবশতঃ 'বুদ্ধি হইতে পুরুষ ভিন্ন ও পুরুষ হইতে বুদ্ধি ভিন্ন', এইপ্রকার বিভিন্নতাবুদ্ধি তখন থাকে না। তাহার ফলে পুরুষতাদাত্ম্যাপন্না সেই বুদ্ধিতে 'এইটী অমুক বিষয়', 'আমি ইহার ভোক্তা', 'আমি সুখী, দুঃখী", ইত্যাদি এইপ্রকার অধ্যবসায়াত্মিকা বৃত্তির উদয় হয়। তাহা পুরুষে আরোপিত হয়; অর্থাৎ অসঙ্গ ও কূটস্থ পুরুষের ভোগ সম্ভব না হওয়ায় ভোগ বস্তুতঃ বুদ্ধির হইলেও লৌকিকগণের দৃষ্টিতে 'পুরুষই ভোক্তা' এইপ্রকার প্রতিভাত হয়। **ইহাই পুরুষের ভোগ।** [বিশেষ ৪২ ভাবদীঃ দ্রঃ]। এইরূপে বুদ্ধিই পুরুষের ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে। [সাং কাঃ ৩৬-৩৭ ও ৬২ তত্ত্বকৌঃ; যোঃ সূঃ ৪।১৭ তত্ত্ববৈঃ; অত্রস্থ ব্রঃ সূঃ বার্ত্তিকটীকা; ২।২।৬ সূঃ ব্রহ্মবিদ্যাভরণ দ্রঃ]। ইহাই হইল সাংখ্য ও পাতঞ্জলমতে প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া ও ভোগপ্রক্রিয়া। [সিদ্ধান্তসম্মত প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া ১৩২ পৃঃ এবং ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত তাহা ২।২।৩ অধিঃ ৪১ ভাবদীঃ দ্রঃ]। এইরূপে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, পদ্মাবতী ও ঘট প্রভৃতি বিষয় বুদ্ধিস্থ হইলেই পুরুষ তাহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ইহাই হইল "বুদ্ধিস্থম্ অর্থং পুরুষশ্চেতয়তে", ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য। বহিঃস্থ বিষয় উক্তপ্রকারে বুদ্ধিতে উপনীত হইয়া পুরুষের ধর্ম্মরূপ সংস্কারিকারণযোগে যেহেতু সুখরূপে পরিণত§ ও অনুভূত হয়, সেইহেতু তাহাকে সুখস্বরূপ

---

* "তত্রৈবম্ অন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদিদ্বারা নির্গত্য" ইত্যাদি বেদান্তপরিভাষাসম্মত প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া হইতে এইপ্রকার পরিস্থিতিই প্রতিভাত হয়। প্রৌঢ়বিদ্বান্‌গণ কিন্তু বলেন—আপাতদৃষ্টিতে সাংখ্য ও বেদান্তমতে ইন্দ্রিয়ের নির্গমন ও ইন্দ্রিয়দ্বারে অন্তঃকরণবৃত্তির নির্গমন, এইপ্রকার বিষমতা প্রতিভাত হইলেও বস্তুগতিতে এই স্থলে এই উভয়মতে কোনপ্রকার বিষমতা নাই। "ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে আরূঢ় অন্তঃকরণবৃত্তি ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়দেশে গমন করে", ইহাই উভয়বাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। "কাচকামলাদি দুষ্টলোচনস্য পুরোবর্ত্তিদ্রব্যসংযোগাৎ" (বেদান্তপরিঃ, প্রত্যক্ষ, প্রাতিভাসিক রজতোৎপত্তি প্রক্রিয়া) এবং "চক্ষুরাদীনাং…মনোঽধিষ্ঠিতানামেব স্বস্ববিষয়েষু প্রবৃত্তেঃ" (সাং কাঃ ২৭ তত্ত্বকৌঃ) ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে এইপ্রকার পরিস্থিতিই সিদ্ধ হয়।

† জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বস্তুবিষয়ক যে সামান্যবৃত্তি, অর্থাৎ যে বৃত্তির দ্বারা 'ইহা ঘট', 'ইহা পট', এইপ্রকার বিশেষ জ্ঞান হয় না, অথচ 'ইহা একটা কিছু', এইপ্রকার সামান্য জ্ঞানমাত্র হয়, তাহাকে বলে—আলোচনবৃত্তি। আচার্য্যগণ ইহাকে বালক ও মূকবধির ব্যক্তির জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কোন বস্তুকে দর্শন করিয়া, 'ইহা একটা বস্তু' ইহাই তাহাদের বুদ্ধিতে উদিত হয়, কিন্তু ইহা কি বস্তু, এই বিশেষ তাহারা অবগত নহে। নির্বিকল্পক জ্ঞান (২।২।৪ অধিঃ ৩৬ ভাবদীঃ পাদটীকা দ্রঃ) ইহার নামান্তর। [সাং কাঃ ২৭ তত্ত্বকৌঃ; শ্লোকবার্ত্তিক, প্রত্যক্ষসূত্র ১১২,১২০ দ্রঃ]।

§ এই স্থলে সংশয় হয় বহিঃস্থ বিষয়কে পুরুষের সুখাদির প্রতি নিমিত্তকারণরূপেই অঙ্গীকার করা উচিত; তাহা সুখরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এইপ্রকার বলিতেছ কেন? তদুত্তরে সাংখ্য-পাতঞ্জলমতাবলম্বী বলেন—আমাদের সিদ্ধান্তে নিমিত্ত কার্য্যের কারণরূপে অঙ্গীকৃত হয় না, কারণের কার্য্যরূপে পরিণামের প্রতিবন্ধককে নিরাকরণকরতঃ তাহা অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়ে; "নিমিত্তমপ্রযোজকম্" ইত্যাদি যোঃ সূঃ ৪।৩ দ্রষ্টব্য। (বার্ত্তিকটীকাবলম্বনে)

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্মকং সামান্যং তৎ ত্রিগুণং প্রধানং মৃদ্বৎ অচেতনং চেতনস্য পুরুষার্থং সাধয়িতুং স্বভাবেনৈব বিচিত্রেণ বিকারাত্মনা প্রবর্ত্ততে* ইতি ।১১ তথা পরিমাণাদিভিঃ অপি লিঙ্গৈঃ তদেব প্রধানম্

* বিবর্ত্ততে, ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

(—সাধারণ কারণ), তাহা [সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই] গুণত্রয়াত্মক প্রধান, তাহা মৃত্তিকার ন্যায় অচেতন (৩), চেতনের (—পুরুষের, ভোগ ও অপবর্গরূপ] পুরুষার্থ সাধন করিবার জন্য স্বভাববশতঃই (—কোন চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়াই) বিচিত্র বিকাররূপে (—মহৎ ও অহঙ্কারাদি বিবিধ কার্য্যরূপে) প্রবৃত্ত (—পরিণত) হয়।১১ এইরূপে পরিমাণ প্রভৃতি লিঙ্গসকলের (—কার্য্যগত পরিমিতত্ব প্রভৃতি হেতুসকলের) দ্বারা সেই প্রধানকেই অনুমান করেন (৪)।১২

ভাবদীপিকা [বিষয়ের সুখাত্মকতা ও প্রধানসাধক অনুমান বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে হইবে, অন্যথা পদ্মাবতী তাহার স্বামী মৈত্রের হৃদয়ে সুখরূপে পরিণত ও অনুভূত হইতে পারিত না। এইরূপে পদ্মাবতী প্রভৃতি বিষয়কে দুঃখস্বরূপও বলিতে হইবে, অন্যথা অধর্মরূপ সহকারিযোগে সপত্নীহৃদয়ে তাহা দুঃখরূপে পরিণত ও অনুভূত হইতে পারিত না। এইপ্রকারে তাহার মোহরূপতাও সিদ্ধ হয়, অন্যথা অপ্রাপ্ত পদ্মাবতী অধর্মরূপ সহকারীযোগে চৈত্রের হৃদয়ে মোহরূপে পরিণত ও অনুভূত হইতে পারিত না। এইরূপে কার্য্যবস্তুসকলের সুখদুঃখমোহাত্মকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তাহাদের উপাদানেরও সুতরাং তদ্রূপতা সিদ্ধ হয় আর সুখ দুঃখ ও মোহ যথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য হওয়ায় সেই উপাদানের গুণত্রয়াত্মকতারূপ প্রধানতাও সিদ্ধ হয়।

(৩) এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"জগৎ অচেতনপ্রকৃতিকং কার্য্যত্বাৎ, মৃৎপ্রকৃতিকঘটবৎ"। পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—উপাদানকারণ ও তাহার কার্য্য হয় সদৃশ, অর্থাৎ তুল্যস্বভাবসম্পন্ন ; যেমন মৃত্তিকা জড়স্বভাব হওয়ায় তাহার কার্য্য ঘটও জড়স্বভাব। অতএব অচেতন প্রধান অচেতন জগতের উপাদান, ইহাই যুক্তিসঙ্গত।

(৪) এই স্থলে "ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াচ্ছক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ। কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপস্য" ॥ (সাং কাঃ ১৫), এই সাংখ্যকারিকাতে বর্ণিত প্রধানসিদ্ধিতে যে অনুমানসকল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা উল্লিখিত হইল। ইহার ব্যাখ্যা এই—"কারণম্ অস্তি অব্যক্তম্" এই বাক্যটী পরবর্ত্তী সাংখ্যকারিকা হইতে অধ্যাহৃত হইবে। তাহাতে অনুমান প্রদর্শিত অনুমানের আকার হইবে—"ভেদানাং কারণম্ অব্যক্তম্ অস্তি, (১) কারণকার্য্যবিভাগাৎ, (২) বৈশ্বরূপস্য অবিভাগাৎ, (৩) পরিমাণাৎ, (৪) সমন্বয়াৎ, (৫) শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ"। ইহার ব্যাখ্যা এই—'ভেদসকলের (—মহদাদি পৃথিব্যন্ত কার্য্যসকলের) মূল কারণ অব্যক্ত (—প্রধান) আছে, যেহেতু (১) **কারণকার্য্যবিভাগাৎ**—কারণ হইতেই কার্য্যের বিভাগ (—অভিব্যক্তি) হইয়া থাকে'। অতএব পৃথিব্যাদি কার্য্যের কারণ তন্মাত্র অহঙ্কার ও মহদাদিক্রমে পরমকারণ 'প্রধান' আছে। (২) **"বৈশ্বরূপস্য অবিভাগাৎ"** **—'যেহেতু প্রলয়কালে বৈশ্বরূপের (—নানাপ্রকার কার্য্যের) কারণে অবিভাগপ্রাপ্তি হয়' অতএব ঘট মৃত্তিকাতে লীন হয় বলিয়া মৃত্তিকা যেমন ঘটের কারণ, তদ্রূপ প্রলয়কালে পৃথিব্যাদি**

শাঙ্করভাষ্যম্

অনুমিমতে।১২ তত্র বদামঃ—যদি দৃষ্টান্তবলেনৈব এতন্নিরূপ্যেত, ন অচেতনং লোকে চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং কিঞ্চিদ্বিশিষ্টপুরুষার্থ-নির্ব্বর্ত্তনসমর্থান্ বিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্। ১৩গেহপ্রাসাদশয়-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সাংখ্যীয় অনুমানে দোষপ্রদর্শনকরতঃ নির্দুষ্ট অনুমানের দ্বারা অচেতন প্রধানের জগৎকারণতা নিরাকরণ।]

সিদ্ধান্ত—সেই [সাংখ্যসিদ্ধান্ত] বিষয়ে আমরা বলিতেছি—যদি দৃষ্টান্তবলেই ইহা (—অচেতনের জগৎকারণতা) নিরূপিত হয়, [তাহা হইলে বলিব—] চেতন কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত (—অপ্রেরিত) অচেতন বস্তু স্বাধীনভাবে কোন বিশিষ্ট পুরুষার্থসম্পাদনসমর্থ (—পুরুষের কোন বিশেষ প্রয়োজনসম্পাদক) কার্য্যবস্তু-সকলকে নির্ম্মাণ করিতেছে, ইহা লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হয় নাই (৫)।১৩ যেহেতু

ভাবদীপিকা [প্রধানসাধক অনুমান ও সিঃ প্রদর্শিত দোষ]

কার্য্যসকল তন্মাত্রা অহঙ্কার ও মহদাদিক্রমে যাহাতে বিলীন হয়, তাহাই তাহাদের কারণ; সেই পরমকারণ প্রধান আছে। (৩) **"পরিমাণাৎ"**—যেহেতু কার্য্যবস্তুসকল পরিমাণবিশিষ্ট (—পরিমিত,অব্যাপী)। ভাব এই—যাহা পরিমিত তাহা তদপেক্ষা ব্যাপক কারণ হইতে উৎপন্ন, যেমন অব্যাপক ঘট ব্যাপক মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন। পৃথিবী হইতে মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত কার্য্যসকল অব্যাপী, সুতরাং তাহাদের কারণ, সেই সকল হইতে ব্যাপক বস্তু প্রধান আছে। (৪) **সমন্বয়াৎ**—যেহেতু সমন্বয় আছে। বিভিন্ন কার্য্যবস্তুসকলের যে সমানরূপতা অর্থাৎ একধর্ম্মসম্বন্ধ, তাহাই সমন্বয়। সকল বস্তুই সুখদুঃখমোহরূপ একই ধর্ম্মযুক্ত, তাহা পদ্মাবতী দৃষ্টান্তাবলম্বনে (২ ভাবদীঃ) প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে 'সমন্বয়াৎ' এই হেতুটীর পর্য্যবসিত অর্থ হইবে—'সুখদুঃখমোহান্বিতত্বাৎ'। অতএব কার্য্যবস্তুসকল সুখদুঃখমোহাত্মক (—সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মক) হওয়ায় তাহাদের কারণ ত্রিগুণাত্মক প্রধান আছে, ইহা সিদ্ধ হয়। (৫) **শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ**—'যেহেতু শক্তি হইতেই কার্য্যের প্রবৃত্তি (—উৎপত্তি) হয়'। ভাব এই—যাহাতে শক্তি নাই, তাদৃশ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। সেইহেতু পৃথিব্যাদি মহদন্ত কার্য্যসকল যাহা হইতে উৎপন্ন, সেই কারণকে শক্তিমান্ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। কারণগত কার্য্যের অব্যক্তাবস্থাই শক্তি (সাং কাঃ ১৫ তত্ত্বকৌঃ; ১১৭ পৃঃ ২০ ভাবদীঃ)। অতএব মহদাদি কার্য্যসকল শক্তিরূপে (—অব্যক্তরূপে) বর্ত্তমান থাকিয়া যাহা হইতে প্রবৃত্ত (—আবির্ভূত) হয়, সেই শক্তিমান্ মূলকারণ প্রধান আছে, ইহা সিদ্ধ হয়।

(৫) **সাংখ্য**মতাবলম্বী অনুমান করিয়াছেন—"জগৎ অচেতনপ্রকৃতিকং কার্য্যত্বাৎ, মৃৎপ্রকৃতিকঘটবৎ" (৩ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—উক্ত অনুমানবলে তুমি কি জগৎকে (১) অচেতন বস্তু হইতে উৎপন্ন বলিতেছ, অথবা (২) চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতন বস্তু হইতে উৎপন্ন বলিতেছ? প্রথম পক্ষে সিদ্ধসাধন দোষ হইয়া পড়ে, কারণ আমরাও গুণত্রয়াত্মিকা অচেতন মায়াকে জগতের পরিণামী উপাদানরূপে অঙ্গীকার করি। যদি দ্বিতীয় পক্ষ তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ত্বৎপ্রদর্শিত অনুমানের আকার হইবে—"জগৎ চেতনানধিষ্ঠিতাচেতনপ্রকৃতিকং কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ"। এই অনুমানেও দৃষ্টান্তে সাধ্যা-প্রসিদ্ধি দোষ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ত্বৎপ্রদর্শিত দৃষ্টান্ত যে ঘট, তাহাতে হেতু 'কার্য্যত্বটী'

শাঙ্করভাষ্যম্

নাসনবিহারভূম্যাদয়ঃ হি লোকে প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ শিল্পিভিঃ যথাকালং সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারযোগ্যাঃ রচিতাঃ দৃশ্যন্তে।১৪ তথা ইদং জগৎ অখিলং পৃথিব্যাদি নানাকর্ম্মফলোপভোগযোগ্যং বাহ্যম্, আধ্যাত্মিকং চ শরীরাদি নানাজাত্যন্বিতং প্রতিনিয়তাবয়ববিন্যাসম্ অনেককর্ম্মফলানুভবাধিষ্ঠানং দৃশ্যমানং প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ সম্ভাবিততমৈঃ শিল্পিভিঃ মনসা অপি আলোচয়িতুম্ অশক্যং সৎ কথম্ অচেতনং প্রধানং রচয়েৎ?১৫ লোষ্টপাষাণাদিষু অদৃষ্টত্বাৎ।১৬ মৃদাদিষু অপি কুম্ভকারাদ্যধিষ্ঠিতেষু বিশিষ্টা-

ভাষ্যানুবাদ

লোকমধ্যে গৃহ প্রাসাদ শয়ন (—শয্যা) আসন বিহারভূমি প্রভৃতি প্রজ্ঞাবান্ (—চেতন) শিল্পিগণকর্তৃক সুখের প্রাপ্তি ও দুঃখের পরিহারের যোগ্যরূপে যথাকালে নির্ম্মিত হইতে দেখা যায় (৬)।১৪ [এক্ষণে সাংখ্যীয় বিপক্ষে বিচিত্র জগদ্রচনর অসঙ্গতিরূপ বাধক তর্ক প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে নানাপ্রকার কর্ম্মফল-ভোগের যোগ্য (—ভোগ্য) পৃথিবী প্রভৃতি এই যে নিখিল বাহ্য জগৎ এবং [মনুষ্য গো প্রভৃতি] নানাপ্রকার জাতিযুক্ত, প্রতিনিয়ত অবয়ববিন্যাসবিশিষ্ট (—হস্ত পদ লাঙ্গুল দীর্ঘজিহ্বা ইত্যাদি তত্তৎ জীবের তত্তৎ অসাধারণ অবয়ববিশিষ্ট), অনেকপ্রকার কর্ম্ম ও ফলের (—কর্ম্মানুষ্ঠান ও ফলোপভোগের) অধিষ্ঠানরূপে দৃশ্যমান যে আধ্যাত্মিক শরীর প্রভৃতি, যাহারা বিশিষ্টজ্ঞানবান্ ও সম্ভাবিততম (—অতি নিপুণ) শিল্পিগণকর্তৃক মনের দ্বারাও আলোচিত হইতে পারে না, তাহাদিগকে অচেতন প্রধান কিপ্রকারে নির্ম্মাণ করিবে?১৫ যেহেতু লোষ্ট্র ও পাষাণ প্রভৃতিতে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না (৭)।১৬ [স্বপক্ষে অনুমানান্তর প্রদর্শন

ভাবদীপিকা

থাকিলেও সাধ্য 'চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতনপ্রকৃতিকতা' থাকে না, যেহেতু চেতন কুম্ভকারকর্তৃক অধিষ্ঠিত অচেতন মৃত্তিকা হইতেই হয় ঘটের উৎপত্তি।. এইপ্রকারে দৃষ্টান্তে সাধ্যাপ্রসিদ্ধির দ্বারা "যত্র যত্র কার্য্যত্ব, তত্র তত্র চেতনানধিষ্ঠিত-অচেতনপ্রকৃতিকত্ব", এই ব্যাপ্তি বিঘটিত হইয়া সাংখ্যপক্ষে সাধারণসব্যভিচার হেত্বাভাস হইয়া পড়িল।

(৬) এই স্থলে সিদ্ধান্তিকর্তৃক 'যত্র যত্র বিচিত্র রচনাত্মককার্য্যত্বং, তত্র তত্র চেতনাধিষ্ঠিতং-অচেতনপ্রকৃতিকত্বম্', এইপ্রকার ব্যাপ্তিবলে "জগদিদং চেতনাধিষ্ঠিত-অচেতনপ্রকৃতিক কার্য্যত্বাৎ গৃহাদিবৎ", এইপ্রকার অনুমান দ্বারা সাংখ্যপক্ষকর্তৃক প্রদর্শিত অনুমানটিতে (৩ ভাবদী:) সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস প্রদর্শিত হইল। এতদ্দ্বারা অচেতন, অথচ স্বাধীন (—চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত) প্রধানের জগৎকর্তৃতা নিরাকৃত হইল।

(৭) স্বপক্ষসিদ্ধির জন্য এইস্থলে সিদ্ধান্তী "যৎ চেতনানধিষ্ঠিতম্ অচেতনং, ন তৎ কার্য্যকারি" এইপ্রকার ব্যাপ্তিবলে "পরপরিকল্পিতং প্রধানং ন জগন্নির্ম্মাণকারণং, কেবলাচেতনত্বাৎ লোষ্টাদিবৎ", এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

কারা রচনা দৃশ্যতে।১৭ তদ্বৎ প্রধানস্যাপি চেতনান্তরাধিষ্ঠিতত্ব-প্রসঙ্গঃ।১৮ ন চ মৃদাদ্যুপাদানস্বরূপব্যপাশ্রয়েণৈব ধর্ম্মেণ মূলকারণম্ অবধারণীয়ং, ন বাহ্যকুম্ভকারাদিব্যপাশ্রয়েণ ইতি কিঞ্চিৎ নিয়ামকম্ অস্তি।১৯ ন চ এবং সতি কিঞ্চিৎ বিরুধ্যতে,

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন—] আর কুম্ভকার প্রভৃতিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত (—প্রেরিত) মৃত্তিকা প্রভৃতিতে [ঘট শরাব ইত্যাদি] বিশিষ্ট আকারযুক্ত রচনা পরিদৃষ্ট হইতেছে।১৭ তাহার ন্যায় প্রধানেরও অন্য চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত হওয়া সঙ্গত হইয়া পড়ে (৮)।১৮ (৯) আর মৃত্তিকাদি উপাদানের স্বরূপে আশ্রিত (—অন্তরঙ্গ, অচেতনত্বরূপ] ধর্ম্মের দ্বারাই মূলকারণকে অবধারণ করিতে হইবে, কিন্তু বাহ্য (—বহিরঙ্গ, উপাদানস্বরূপে অনাশ্রিত) কুম্ভকারাদিতে আশ্রিত চেতনত্ব ধর্ম্মের দ্বারা নহে, এইপ্রকারে নিয়ামক কিছু নাই (১০)।১৯ আর এইপ্রকার হইলে (—অচেতন

ভাবদীপিকা

(৮) এইস্থলে প্রদর্শিত অনুমানটীর আকার এই- "বিবাদাস্পদং প্রধানং বিশিষ্টচেতনা-ধিষ্ঠিতমেব স্বকার্যকরম্, পরিণামিত্বাৎ মৃদাদিবৎ"।

(৯) যদি বলা হয়—মৃদাদি দৃষ্টান্তে দুইটী ধর্ম্ম আছে, অচেতনত্ব এবং চেতনাধিষ্ঠিতত্ব। তন্মধ্যে ত্বৎপ্রদর্শিত অনুমানে অচেতনত্বই পরিণামিত্বরূপ হেতুর (৮ ভাবদীঃ) ব্যাপক, কারণ 'যত্র যত্র পরিণামিত্ব, তত্র তত্র অচেতনত্ব, যথা মৃত্তিকা ও দুগ্ধ ইত্যাদি', এইপ্রকার ব্যাপ্তিই পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং পরিণামিত্বহেতুর দ্বারা মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তের অন্তরঙ্গ (—স্বরূপগত) ধর্ম্ম যে অচেতনত্ব, তাহাই সিদ্ধ হয়, কিন্তু বহিরঙ্গ ধর্ম্ম যে চেতনাধিষ্ঠিতত্ব, তাহা সিদ্ধ হয় না; কারণ 'যত্র যত্র পরিণামিত্ব তত্র তত্র চেতনাধিষ্ঠিতত্ব', এইপ্রকার ব্যাপ্তিগ্রহ হয় না, যথা দুগ্ধের দধিরূপে পরিণামে চেতনের কোন অপেক্ষা নাই। সেই স্থলে চেতন জীবাণু প্রভৃতির অপেক্ষা কল্পিত হইলে বস্তুর বহিরঙ্গ (—স্বরূপবহির্ভূত) পদার্থের কল্পনাবশতঃ গৌরবদোষ হইয়া পড়িবে। অতএব ত্বৎপ্রদর্শিত অনুমানে পরিণামিত্বরূপ হেতুর দ্বারা মূল প্রকৃতিরূপ প্রধানের অচেতনতাই সিদ্ধ হয়, চেতনাধিষ্ঠিততা নহে। লক্ষ্য করিতে হইবে—এইপ্রকারে দধি প্রভৃতি অন্তর্ভাবে পরিণামিত্বরূপ হেতুর সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব হইতেছে বলিয়া সিদ্ধান্তীর অনুমানটী সাধারণসব্যভিচারগ্রস্ত হইয়া পড়িল। এতদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**ন চ মৃদা-দ্যুপাদান**—আর মৃত্তিকাদি, ইত্যাদি।

(১০) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—অন্তরঙ্গ ধর্ম্মই ব্যাপক হইবে, এইপ্রকার কোন নিয়ম নাই; যেহেতু "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ, মহানসাদিবৎ", এইপ্রকার অনুমানে দৃষ্টান্ত যে মহানস (—চুল্লী), মহানসত্বই তাহার অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম হইলেও, তাহা হেতু ধূমের ব্যাপক নহে। পরন্তু মহানসের বহিরঙ্গ ধর্ম্ম বহ্নিই ধূমের ব্যাপক। অতএব মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তে (৮ ভাবদীঃ) 'যত্র যত্র পরিণামিত্ব, তত্র তত্র চেতনাধিষ্ঠিতত্ব', এইপ্রকার ব্যাপ্তিগ্রহ হইলে কোন দোষ হয় না। উপরন্তু উক্তপ্রকারে চেতনাধিষ্ঠিতত্ব অনুমিত হইলে শ্রুতির সিদ্ধান্ত সমর্থিত

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রত্যুত শ্রুতিঃ অনুগৃহ্যতে, চেতনকারণসমর্পণাৎ। ২০ অতঃ রচনানুপপত্তেশ্চ হেতোঃ ন অচেতনং জগৎকারণম্ অনুমাতব্যং ভবতি। ২১ অন্বয়াদ্যনুপপত্তেশ্চ ইতি চশব্দেন হেতোঃ অসিদ্ধিং সমুচ্চিনোতি। ২২ নহি বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাং সুখদুঃখ-মোহাত্মকতয়া অন্বয়ঃ উপপদ্যতে, সুখাদীনাং চ আন্তরত্ব-প্রতীতেঃ, শব্দাদীনাং চ অতদ্রূপত্বপ্রতীতেঃ, তন্নিমিত্তত্ব-প্রতীতেশ্চ। ২৩ শব্দাদ্যবিশেষেঽপি চ ভাবনাবিশেষাৎ সুখাদি-

ভাষ্যানুবাদ

চেতনকর্তৃক প্রেরিত হইয়াই পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ইহা অঙ্গীকার করিলে) কিছু বিরোধও হয় না, উপরন্তু চেতন কারণ সমর্পিত হওয়ায় শ্রুতির অনুকূলতা করা হয়।২০ অতএব ['জগতের] সৃষ্টি যুক্তিসঙ্গত নহে', এই হেতুর বলে অচেতনকে (—প্রধানকে) জগৎকারণরূপে অনুমান করা উচিত নহে। ২১

[সং:—সূত্রস্থ চকারটীর অর্থ। বিষয়ের সুখদুঃখমোহাত্মকতা নিরাকরণদ্বারা সাংখ্যোক্ত "সমন্বয়াৎ", এই হেতুটীর নিরাকরণ]

[সূত্রস্থ চকারটীর দ্বারা "সুখদুঃখমোহান্বিতত্বাৎ", এই হেতুটীতে (২ ভাবদীঃ) স্বরূপাসিদ্ধি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর অন্বয় প্রভৃতির (—সুখ দুঃখ প্রভৃতির সহিত অন্বিত হওয়ার, ১০ বাক্য) অসঙ্গতি হয় বলিয়া 'অচেতন প্রধানকে জগৎকারণ-রূপে অনুমান করা উচিত নহে', এইপ্রকারে চশব্দটীর দ্বারা [ভগবান্ সূত্রকার, সুখদুঃখমোহযুক্ততারূপ] হেতুটীর অসিদ্ধিকে সমুচ্চয় (—সহকারী অন্য যুক্তিরূপে গ্রহণ) করিতেছেন।২২ [সেই স্বরূপাসিদ্ধি প্রদর্শন করিতেছেন—] বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক বিভিন্ন পদার্থসকলের সুখ দুঃখ ও মোহাত্মকরূপে অন্বয় (—সুখদুঃখ-মোহযুক্ত হওয়া) নিশ্চয়ই সঙ্গত নহে, যেহেতু সুখ প্রভৃতির আন্তরতা প্রতীত হয় (—পুরুষ স্বীয় অন্তঃকরণেই তাহাদিগকে অনুভব করে (১১); যেহেতু শব্দ প্রভৃতির (—শব্দস্পর্শরূপরসাদি বিষয়ের) অতদ্রূপতা (—সুখদুঃখমোহযুক্ত না

ভাবদীপিকা

হয়, ইহাই বলিতেছেন—**নচ এবং সতি**—'আর এইপ্রকার' ইত্যাদি (২০ বাক্য)। লক্ষ্য করিতে হইবে এইপ্রকারে সিদ্ধান্তিকর্তৃক দোষ পরিহৃত হওয়ায় ৮ ভাবদীপিকাতে সাংখ্যীর অনুমানে যে সৎপ্রতিপক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সমর্থিত হইল।

(১১) **সাংখ্য**মতাবলম্বী অনুমান করিয়াছেন—"সর্ব্বং কার্য্যং সুখদুঃখমোহাত্মকবস্তু-প্রকৃতিকং তদন্বিতত্বাৎ" (২ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—পুরুষ স্বীয় অন্তঃ-করণেই সুখাদির অনুভব করে, বহিঃস্থ বিষয়ে নহে। সুতরাং উক্ত অনুমানে পক্ষ যে 'সর্ব্ব কার্য্যবস্তু', তাহাতে 'সুখদুঃখমোহান্বিতত্বরূপ' হেতুটী না থাকায় তোমার অনুমানে স্বরূপা-সিদ্ধিদোষ হইতেছে। পক্ষে হেতু না থাকিলে **স্বরূপাসিদ্ধি** হয়। **সাংখ্যী** যদি বলেন—শব্দাদিবিষয়সকল সুখদুঃখমোহাত্মক, ইহা পদ্মাবতীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা আমরা বলিয়াছি (২ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**শব্দাদীনাম্**—'যেহেতু শব্দ' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিশেষোপলব্ধেঃ। ২৪ **তথা পরিমিতানাং ভেদানাং মূলাঙ্কুরাদীনাং সংসর্গপূর্ব্বকত্বং দৃষ্ট্বা বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাং পরিমিতত্বাৎ সংসর্গপূর্ব্বকত্বম্ অনুমিমানস্য সত্ত্বরজস্তমসাম্ অপি**

ভাষ্যানুবাদ

[২২৯ পৃঃ]

হওয়া) প্রতীত হয় এবং যেহেতু [শব্দাদি বিষয়সকলে] তাহাদের (—সুখ-দুঃখাদির) নিমিত্তকারণতাই প্রতীত হয় (১২) ।২৩ আর শব্দ প্রভৃতি অবিশেষ হইলেও (—বহু ব্যক্তি একইকালে একই শব্দাদি বিষয়কে উপলব্ধি করিলেও, তত্তৎ ব্যক্তিনিষ্ঠ] ভাবনাবিশেষ (—সংস্কারের তারতম্য) বশতঃ সুখাদির তারতম্য (—কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ, কাহারও মোহ) উপলব্ধ হয় বলিয়া 'বিষয়ের সুখদুঃখমোহাত্মকতা সিদ্ধ হয় না' (১৩) ।২৪

[সিঃ—সাংখ্যিকর্তৃক প্রদর্শিত 'পরিমাণাৎ' হেতুটীর নিরাকরণ ।]

[এইরূপে 'সমন্বয়াৎ', অর্থাৎ সুখদুঃখমোহান্বিতত্বাৎ, এই হেতুটীতে (৪ ভাবদীঃ) দোষ প্রদর্শন করিয়া 'পরিমাণাৎ' এই হেতুটীতে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে মূল (—বীজ) ও অঙ্কুর প্রভৃতি পরিমিতপরিমাণবিশিষ্ট ভেদসকলের (—বিভিন্ন কার্য্যসকলের) সংসর্গপূর্ব্বকত্ব (—অনেক বস্তুর মিলনে উৎপত্তি) দর্শন করিয়া পরিমিতপরিমাণবিশিষ্টতারূপ হেতুবশতঃ বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিভিন্ন কার্য্যসকলের অনেক বস্তুর মিলনে উৎপত্তিকে যাঁহারা অনুমান করেন, তাঁহাদের (—সেই

ভাবদীপিকা [বিষয়ের সুখাদ্যাত্মকতা নিরাকরণে যুক্তি]

(১২) এই স্থলে **সিদ্ধান্তী** এইপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিলেন—মৃৎস্বরূপ ঘটে তদন্বিতরূপে মৃত্তিকা উপলব্ধ হয়। ঘটাদি বিষয়সকল যদি সুখাদিস্বরূপ হইত, তাহা হইলে ঘটে অন্বিত মৃত্তিকার ন্যায় সেই সুখাদিরও উপলব্ধি সকলেরই হইত। তাহা কিন্তু হয় না। সুতরাং যোগ্যানুপলব্ধির* বলে বিষয়ের সুখদুঃখমোহাত্মকতা সিদ্ধ হয় না। আর এক কথা, শব্দ প্রভৃতি বিষয়সকল সুখদুঃখাদিস্বরূপ নহে, যেহেতু সেই শব্দাদি সুখ-দুঃখাদির প্রতি নিমিত্তকারণ মাত্র। যাহা নিমিত্তকারণ, তাহা কার্য্যবস্তুর স্বরূপ হইয়া পড়ে না, যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকার ঘটস্বরূপ হইয়া পড়ে না, ইত্যাদি।

[বিষয়ের সুখাদ্যাত্মকতা, তাহার বুদ্ধিস্থতা ইত্যাদি সাংখ্যমত নিরাকরণ।]

(১৩) ভাব এই—বিষয় যদি সুখাদিস্বভাবসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে সকলে সর্ব্বাবস্থাতে সেই সেই বিষয় হইতে সুখাদিই অনুভব করিত। তাহা কিন্তু করে না। যেমন উষ্ট্র কণ্টক ভক্ষণে আনন্দ অনুভব করিলেও, মনুষ্য প্রভৃতি জীব তাহা করে না। গ্রীষ্মকালে চন্দনলেপন সুখকর হইলেও, শীতকালে তাহা সুখকর নহে। চন্দন যদি সুখকর হইত শীতেও তাহা সুখানুভবের হেতু হইত, কারণ শীতে তাহা অচন্দন হইয়া পড়ে না। এইরূপে শীতকালে কুঙ্কুমলেপন সুখকর হইলেও, গ্রীষ্মে তাহা হয় না। অতএব পদার্থসকল স্বয়ং সুখাদিস্বভাব নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। (ভামতী দ্রঃ)।

---

* 'প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুটী যদি থাকিত, তাহা হইলে উপলব্ধ হইত', এইপ্রকার জ্ঞানের বিষয় যে উপলব্ধির অভাব, তাহাকে বলে—যোগ্যানুপলব্ধি।

ভাবদীপিকা [বিষয়ের সুখাদ্যাত্মকতাদি বিষয়ক সাংখ্যমত নিরাকরণ।]
[বিষয়ের বুদ্ধিস্থতা নিরাকরণ।]

সাংখ্যমতাবলম্বীর এতদ্বিষয়ক অন্যান্য প্রক্রিয়া **সিদ্ধান্তী** এইপ্রকারে নিরাকরণ করেন : **সাংখ্যী** বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়ের আলোচনাত্মকবৃত্তিদ্বারে বিষয় হয় বুদ্ধিস্থ, আত্মা বুদ্ধিস্থ সেই বিষয়কে গ্রহণ করে, ইত্যাদি (২ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—বিষয়গ্রহণের তাদৃশ প্রক্রিয়া কল্পনার প্রতি কোন যুক্তি নাই। **সাংখ্যী**—'বিষয় থাকিলেই সুখাদির অনুভব হয়, না থাকিলে হয় না', এইপ্রকার অনন্যথাসিদ্ধ অন্বয়ব্যতিরেকই সেই বিষয়ে যুক্তি। **সিদ্ধান্তী**—বিষয়সকল সুখাদির প্রতি নিমিত্তকারণ হইলেও ইহা সিদ্ধ হয়।

[নিমিত্তকারণের কারণতা স্থাপন]

সাংখ্যী বলেন—ঘটে অন্বিত মৃত্তিকার ন্যায় কার্য্যে অন্বিত থাকে না বলিয়া নিমিত্তকারণের কারণতা সিদ্ধ হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—ঘটে অন্বিত মৃত্তিকার ন্যায় দণ্ড ঘটে অন্বিত না থাকিলেও তাহাকে ঘটের নিমিত্তকারণরূপে অঙ্গীকার করিতে হয়, যেহেতু কারণের লক্ষণ যে "অনন্যথাসিদ্ধ কার্য্যনিয়তপূর্ব্ববৃত্তিত্ব"—'অন্যথাসিদ্ধ না হইয়া নিয়মিতভাবে কার্য্যের পূর্ব্বে থাকা', তাহা ঘটের নিমিত্তকারণ দণ্ডাদিতে থাকে। আর যাহা অন্বিত থাকে, তাহাই কারণ, ইহাও বলা যায় না ; যেহেতু ঘটের কারণ কপালের নীলাদিরূপ তাহাতে অন্বিত থাকিলেও, ঘটের প্রতি কারণই নহে, যেহেতু পূর্ব্ববৃত্তিত্ব থাকিলেও ঘটের নীলাদিরূপের প্রতি অসমবায়িকারণ হইয়া তাহা অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়ে। **সাংখ্যী** বলেন—নিমিত্তকারণ কার্য্যোৎপত্তির প্রতিবন্ধ দূর করে মাত্র, ইহা আমরা বলিয়াছি। অতএব প্রতিবন্ধ নিরাকরণের হেতু হইয়া অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া কারণলক্ষণের সমন্বয় নিমিত্তকারণে হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—কার্য্যোৎপত্তির অনুকূল নিমিত্তকারণ প্রভৃতি সামগ্রীসকল বর্ত্তমান থাকিলেও প্রতিবন্ধবশতঃ কার্য্যোৎপত্তি হয় না, ইহা প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় ; সুতরাং নিমিত্তকারণ প্রতিবন্ধ দূর করে মাত্র, ইহা সিদ্ধ হয় না। **সাংখ্যী** বলেন—উপাদানের যে কার্য্যবিরোধী পরিণামান্তর*, নিমিত্তকারণ তাহাকে অপসরণ করে, তাহাই নিমিত্তকারণের কার্য্য। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—মৃদাদি কারণসামগ্রীসকল হইতে যখন কার্য্যোৎপত্তি হয়, তখন তাহার পিণ্ডাকারাদি বিরোধি পরিণামান্তরের অপসরণ সেই সামগ্রীসকল হইতেই হইয়া থাকে, ইহাই সঙ্গত। তাহা নিমিত্তকারণেরই কার্য্য, ইহা কল্পনার প্রতি কোন প্রমাণ নাই। **সাংখ্যী** বলেন—প্রতিবন্ধাপসরণরূপ কার্য্য হয়, অথচ তাহার নির্দ্দিষ্ট কারণ থাকে না ইহা অসঙ্গত কল্পনা। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—নিমিত্তকারণই প্রতিবন্ধকে অপসরণ করে, এই বিষয়ে কোন নিয়ামক না থাকায়, আমরা যদি বলি—উপাদানকারণই সেই প্রতিবন্ধাপসরণের প্রতি হেতু, কার্য্যোৎপত্তির প্রতি নহে। ইহার উত্তরে তুমি কি বলিবে ? তুমি বলিতে পার—এইরূপে উপাদানকারণও প্রতিবন্ধনিরাকরণদ্বারা অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িলে সর্ব্ব কার্য্য অকারণক হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে আমরা বলিব—এই দোষ উভয়পক্ষেই সমান হইয়া পড়ে, যেহেতু কুম্ভকারাদি নিমিত্তকারণব্যতিরেকে ঘটাদির উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় না, অথচ তাহাকে তুমি কারণরূপে অঙ্গীকার করিতেছ না। **সাংখ্যী**—অসমবায়িকারণকে (—যাহা কার্য্যে অন্বিত থাকে,

* মৃত্তিকার পিণ্ডাকারে অবস্থিতিকে বিরোধী পরিণাম বলা হইতেছে, কারণ মৃত্তিকা পিণ্ডরূপেই থাকিলে তাহা হইতে ঘটোৎপত্তি সম্ভব হয় না।

ভাবদীপিকা [সুখাদিবিষয়ক পূর্ব্ববাদিমত নিরাকরণ ও স্বমতবর্ণন]

সেই উপাদানকারণকে) কারণরূপে অঙ্গীকার না করা অনুভববিরুদ্ধ। **সিদ্ধান্তী**-এই দোষও উভয়পক্ষেই সমান ; যেহেতু নিমিত্তকারণংক্ষেও 'তাহা থাকিলে কার্যোৎপত্তি হয়, না থাকিলে হয় না', এইপ্রকার অন্বয়ব্যতিরেক উপাদানকারণের ন্যায় সমানভাবে থাকিলেও তাহাকে যদি কারণরূপে অঙ্গীকার না করা হয়, তাহাও অনুভববিরুদ্ধই হইবে। আর দেখ, নিমিত্তকারণ যদি কারণই না হয়, তাহা হইলে তাহা প্রতিবন্ধনিরাকরণের প্রতিই বা কারণ হইবে কিপ্রকারে? আবার স্বয়ং ভাবপদার্থ হইয়াও তাহা যদি 'প্রতিবন্ধনিবৃত্তিরূপ' অভাবের কারণ হয়, তাহা হইলে ভাবকার্য্যের কারণরূপে তাহাকে অঙ্গীকার করিতে তোমার আপত্তি কেন? যদি বল—নিমিত্ত প্রতিবন্ধকে নিবৃত্ত করে না, তাহা প্রতিবন্ধকাভাবস্বরূপ। তদুত্তরে বলিব—কুম্ভকারাদি নিমিত্তকারণসকল ভাবপদার্থ হইয়া অভাবাত্মক হইবে কি প্রকারে? অতএব বাধ্য হইয়া তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে—নিমিত্তকারণের কারণতা অবশ্যই সিদ্ধ হয়। এইরূপে নিমিত্তকারণের কারণতা সিদ্ধ হওয়ায় ইহা সিদ্ধ হইল যে, বিষয়সকল সুখাদির প্রতি নিমিত্তকারণ মাত্র, তাহারা স্বয়ং সুখাদি-আত্মক নহে। সুতরাং **বিষয়ের সুখদুঃখমোহাত্মকতা সিদ্ধ হয় না।**

[সিঃ—সুখপদার্থ, তাহার হেতু ও অনুভূতি]

সাংখ্যী বলেন—বেদান্তী তোমরা বুদ্ধির সুখাদ্যাকারে পরিণাম এবং সাক্ষিকর্তৃক তাহার প্রকাশ অঙ্গীকার করিয়া থাক। কিন্তু বিষয় যদি সুখাদি-আত্মক না হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিরূপ বিষয়েরই বা সুখাদ্যাকারে পরিণাম কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অচঞ্চল বুদ্ধিতে সুখস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্বপাতবশতঃ বুদ্ধির সুখাকারে পরিণাম হওয়ায় বুদ্ধিতেই সুখাদির উপলব্ধি হয় বলিয়া সুখাদিকে বুদ্ধির পরিণামরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু একত্র যোগ্য বিষয়ের তাদৃশ পরিণাম অঙ্গীকৃত হইলে, অবিশেষভাবে বিষয় হওয়ায় যে বিষয় যাদৃশ পরিণামের যোগ্য নহে, তাহার তাদৃশ পরিণাম অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহা কোন যুক্তিই নহে ; কারণ তাহা হইলে সকল বস্তু হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হইয়া পড়িবে এবং যোগ্যানুপলব্ধিরও বিরোধ হইয়া পড়িবে। সকল বিষয়ের সুখাদ্যাকারে পরিণাম হয় না, ইহা যোগ্যানুপলব্ধিবলে (১২ ভাবদী') প্রদর্শিত হইয়াছে।

[বিষয়ের বুদ্ধিস্থতা নিরাকরণে অন্য যুক্তি। বিষয়ের সুখাদ্যাত্মকতা অসিদ্ধ।]

সাংখ্যী বলেন—বুদ্ধিস্থ বিষয় পুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবশতঃ সুখদুঃখাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় (২ ভাবদীঃ)। সকল পুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমান নহে। সেইহেতু বিষয়সকল সুখাদি-আত্মক হইলেও সকল পুরুষের একই বিষয়াবলম্বনে সুখাদির উপলব্ধি হয় না বলিয়া যোগ্যানুপলব্ধির বলে বিষয়ের সুখাদ্যাত্মকতাকে নিরাকরণ করা যায় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—বিষয়ের বুদ্ধিস্থ হওয়া যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে তোমার এই প্রক্রিয়া কথঞ্চিৎ সঙ্গত হইত। কিন্তু বাহ্য বিষয় শরীরাভ্যন্তরবর্ত্তী বুদ্ধিতে কিপ্রকারে গমন করিবে? পদ্মাবতী যদি তাহার পতি মৈত্রের শরীরাভ্যন্তরবর্ত্তী বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হইয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার সপত্নীগণ তাহাকে দর্শনকরতঃ দুঃখানুভব করিতে পারিত না। যদি বল—বিষয়ের প্রতিচ্ছায়া ইন্দ্রিয়পথে প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধিতে আগমন করে, ইহাই সাংখ্যমতে 'বাহ্য বিষয়ের বুদ্ধিস্থ হওয়া'। তদুত্তরে বলিব—প্রতিচ্ছায়া ছায়ামাত্র, সুতরাং মিথ্যা বস্তু। সেই মিথ্যা বস্তু ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকে

ভাবদীপিকা [বিষয়ের সুখাদ্যাত্মকতা অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে তাদৃশ উপলব্ধির উপপত্তি।] অপেক্ষা করিয়া সত্য সুখাদিরূপে পরিণত হইবে কিপ্রকারে? **সাংখ্যী**—কিন্তু বেদান্তী তোমাদের মিথ্যা রজ্জুসর্প সত্য ভয়কম্পাদির হেতু হয় কিপ্রকারে? তদুত্তরে **বেদান্তী** বলেন—ইহা বিষম দৃষ্টান্ত; কারণ মিথ্যা সর্প ভয়কম্পাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় না, তাহা ভয়কম্পাদির প্রতি নিমিত্তকারণমাত্র এবং যৎকালে পুরুষ রজ্জুসর্প দর্শন করে, তৎকালে সে তাহাকে মিথ্যা বলিয়া জানিতেও পারে না। অতএব তোমার বিরোধশঙ্কা অসঙ্গত। আর এক কথা—বাহ্য বিষয় যদি প্রতিচ্ছায়ারূপে শরীরাভ্যন্তরে গমন করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে সকলে বিষয়কে স্বীয় অন্তরেই উপলব্ধি করিত; তাহা কিন্তু কেহ করে না। আর বিষয় প্রতিচ্ছায়ারূপে বুদ্ধিতে উপনীত হইলে 'আমার প্রতিচ্ছায়াবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে', এইপ্রকার অনুভবই সকলের হইত। তাহাও কাহারও হয় না; সকলেরই বাহ্যবিষয়বিষয়ক জ্ঞানই হয়, প্রতিচ্ছায়াবিষয়ক নহে। আর বুদ্ধিস্থ প্রতিচ্ছায়াবিষয়ক জ্ঞান হইলে, সেই জ্ঞান স্পষ্ট হইতে পারিত না, কারণ প্রতিচ্ছায়াতে বস্তুর সর্বাঙ্গীন স্পষ্ট প্রকাশ হয় না। সকলেরই কিন্তু বাহ্যবস্তুবিষয়ক স্পষ্ট জ্ঞানই হয়, ইহা সর্বানুভবসিদ্ধ। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল—বাহ্য বিষয়ের কোনপ্রকারেই বুদ্ধিস্থ হওয়া সঙ্গত হয় না বলিয়া ধর্মাধর্মাদিসহকারিযোগে তাহাদের সুখাদ্যাকারে পরিণাম সম্ভব হয় না, এবং তাহার ফলে **বিষয়ের সুখাদ্যাত্মকতাও সিদ্ধ হয় না।**

[বেদান্তমতে অভিন্ন বিষয় হইতে বিভিন্ন ব্যক্তির সুখদুঃখাদি প্রতিপাদন।]

সাংখ্যী—আচ্ছা, তোমাদের মতে একই বিষয় হইতে বিভিন্ন ব্যক্তির সুখদুঃখাদি কিপ্রকারে হয়? **সিদ্ধান্তী**—তাহা বলিতেছি, বেদান্তমতে বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া ১৩২ পৃঃ তে বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিষয় অভিন্ন হইলেও তত্তৎ পুরুষের ভাবনা (—সংস্কার), জাতি কাল ও অবস্থা ইত্যাদি নিমিত্তের বৈচিত্র্যবশতঃ (২৪ ভাষ্যবাক্য) কাহারও পক্ষে তাহা সুখকর, কাহারও পক্ষে দুঃখকর; কখনও সুখকর, কখনও দুঃখকর ইত্যাদিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যথা: **সংস্কারের দৃষ্টান্ত**—গণিতাদি শাস্ত্র কাহারও পক্ষে সুখকর, কাহারও পক্ষে দুঃখকর। আবার কোন বস্তুতে, 'ইহা রমণীয়' এইপ্রকার সংস্কারের উদ্বোধ হইলে তাহা হয় সুখকর; আবার কিছুকাল পরে 'ইহা রমণীয় নহে', এইপ্রকার 'অরমণীয়ত্ববাসনার' উদ্বোধ হইলে, সেই বিষয়ই সেই ব্যক্তির নিকট দুঃখকর হইয়া পড়ে। **জাতির দৃষ্টান্ত**—কণ্টকভক্ষণ উষ্ট্রের পক্ষে সুখকর, গবাদির পক্ষে দুঃখকর **কালের দৃষ্টান্ত**—গ্রীষ্মকালে চন্দনলেপন ও শীতকালে কুঙ্কুমলেপন সুখকর, শীতকালে চন্দনলেপন ও গ্রীষ্মকালে কুঙ্কুমলেপন দুঃখকর। **অবস্থার দৃষ্টান্ত**—বাল্যাবস্থাতে অহেতুক অঙ্গসঞ্চালন ও ক্রীড়া প্রভৃতি সুখকর, বৃদ্ধাবস্থাতে তাহা উপেক্ষার বিষয়, ইত্যাদি। যাহাহউক, এইপ্রকারে ইহা নির্ণীত হইল যে, সাংখ্যোক্তপ্রকারে বিষয় বুদ্ধিস্থ হয় না এবং ধর্মাধর্মাদিকে অপেক্ষা করিয়া তাহা সুখদুঃখাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্তও হয় না। সেইহেতু সাংখ্যমতাবলম্বীকে বাধ্য হইয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে—বিষয় স্বভাবতঃই সুখাদিস্বভাব নহে। সুতরাং সাংখ্যী যে অনুমান করিয়াছেন—"সর্বং কার্য্যং সুখদুঃখমোহাত্মকং, সুখদুঃখমোহাবভাসহেতুত্বাৎ পদ্মাবতীবৎ" (২ ভাবদীঃ; ৩১ পৃঃ ৫ ভাবদীঃ) ইত্যাদি, তাহা অপ্রযোজক হইয়া পড়িল, অর্থাৎ সাধ্যসাধন করিতে পারিল না। তাহার ফলে "সর্বং কার্য্যং সুখদুঃখমোহাত্মকবস্তুপ্রকৃতিকং, তদন্বিতত্বাৎ ঘটাদিবৎ" (২ ভাবদীঃ), এই যে সাংখ্যী কর্তৃক

[২২৫ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

সংসর্গপূর্ব্বকত্বপ্রসঙ্গঃ,] পরিমিতত্বাবিশেষাৎ ।২৫ কার্য্যকারণ-ভাবস্তু প্রেক্ষাপূর্ব্বকনির্ম্মিতানাং শয়নাসনাদীনাং দৃষ্টঃ ইতি ন

ভাষ্যানুবাদ

সাংখ্যমতাবলম্বিগণের, (১৪) স্বীকৃত] সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণেরও অনেক বস্তুর মিলনে উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে, যেহেতু তাহারাও অবিশেষভাবে পরিমিত-পরিমাণবিশিষ্ট (১৫) ; [সাংখ্যী কিন্তু ইহা অঙ্গীকার করিতে পারেন না] ।২৫

ভাবদীপিকা

প্রদর্শিত প্রধানসাধক অনুমান, তাহা অন্যপ্রকারে স্বরূপাসিদ্ধিহেত্বাভাসদুষ্ট হইয়া পড়িল, কারণ কার্য্যবস্তুসকল সুখদুঃখমোহান্বিত না হওয়ায় সুখদুঃখমোহান্বিতত্বরূপ হেতুটী পক্ষ সর্ব্ব কার্য্যবস্তুতে থাকিতে পারিতেছে না। অতএব সাংখ্যিকর্তৃক প্রদর্শিত **সমন্বয়াৎ** (৪ ভাবদীঃ) হেতুটী নিরাকৃত হওয়ায় তৎসাধ্য প্রধানকারণবাদও নিরাকৃত হইয়া পড়িল। [ভামতী এবং বার্ত্তিকটীকা প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত ও বিশদীকৃত]।

(১৪) **সাংখ্যী** প্রধানসিদ্ধির জন্য "ভেদানাং **পরিমাণাৎ**", ইত্যাদি প্রকারে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন (৪ ভাবদীঃ), **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—সেই পরিমাণবিশিষ্টতা বলিতে কি বুঝায়? **১।** দেশতঃ পরিমাণবিশিষ্টতা, **২।** কালতঃ পরিমাণবিশিষ্টতা, অথবা **৩।** বস্তুতঃ পরিমাণবিশিষ্টতা? **১।** প্রথম পক্ষে সাংখ্যীর অনুমানে **ভাগাসিদ্ধি** দোষ হইয়া পড়িবে। তাহা এইপ্রকার—সাংখ্যীর অনুমানের আকার এই— "সর্ব্বং কার্য্যং ব্যাপকপ্রধানোপাদানকং, পরিমিতত্বাৎ"। এই পরিমিতত্ব হেতু দেশতঃ পরিচ্ছেদকে সমর্পণ করিলে, তাহা পক্ষ যে "সর্ব্ব কার্য্য বস্তু" তাহাতে থাকিতে পারিবে না, কারণ আকাশও কার্য্য বস্তু, সুতরাং পক্ষান্তর্গত ; তাহা কিন্তু ব্যাপক, দেশতঃ পরিচ্ছেদবিশিষ্ট অর্থাৎ পরিমিত নহে। সুতরাং হেতু পরিমিতত্বটী সমুদায় পক্ষে না থাকায় ভাগাসিদ্ধি হইল। এই অনুমানে **সিদ্ধ-সাধন** ও **অর্থান্তরদোষও** * হইয়া পড়ে। **সিদ্ধান্তী** বলেন—পরিমিত কার্য্যসকল কোন ব্যাপক উপাদান হইতে উৎপন্ন বটে, তবে তাহা প্রধান নহে, কিন্তু ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। সুতরাং সিদ্ধান্তীর পক্ষে যাহা সিদ্ধ, সাংখ্যীর অনুমানদ্বারা তাহাই সাধিত হওয়ায় সিদ্ধসাধন হইয়া পড়ে। আবার প্রধান প্রতিপাদনের জন্য প্রযুক্ত অনুমানদ্বারা মায়ারূপ অন্য অর্থ (—বিষয়) প্রতিপাদিত হইয়া যাওয়ায় অর্থান্তরদোষও হইয়া পড়ে, ইত্যাদি **২।** আর কালতঃ পরিমাণবিশিষ্টতাই সাংখ্যীর অভিপ্রেত হইলে **স্বরূপাসিদ্ধি** দোষ হইয়া পড়িবে, কারণ সাংখ্যগণ কালপদার্থ অঙ্গীকার করেন না (সাং কাঃ ৩৩, তত্ত্বকৌঃ)। ফলে সর্ব্ব কার্য্যবস্তুরূপ পক্ষে কালরূপ বস্তু না থাকায় তাহাতে কালতঃ পরিমাণবিশিষ্টতারূপ হেতুটী থাকিতে পারিতেছে না। **৩।** আর যদি তৃতীয় পক্ষ, অর্থাৎ বস্তুতঃ পরিমাণবিশিষ্টতাই সাংখ্যীর অভিপ্রেত হয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**সত্ত্বরজস্তমসাম্**— সত্ত্ব রজঃ ইত্যাদি।

(১৫) এইস্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—"বস্তুতঃ পরিমাণবিশিষ্টতাকে" হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া **সাংখ্যী** এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন—"সর্ব্বং

* প্রমাণান্তরেণ অবগতস্যার্থস্য সাধনং—সিদ্ধসাধনম্। অনাকাঙ্ক্ষিতাভিধানম্—অর্থান্তরম্। ইহাই সিদ্ধ-সাধন ও অর্থান্তরের লক্ষণ।

শাঙ্করভাষ্যম্

কার্য্যকারণভাবাৎ বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাম্ অচেতনপূর্ব-কত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্ ।২৬॥২।২।১॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—চেতনাধিষ্ঠিত অচেতন হইতেই কার্য্যোৎপত্তি বিষয়ে অনুমান প্রদর্শন]

[পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন—অচেতন প্রধান চেতনকর্তৃক প্রেরিত না হইয়াই স্বভাববশতঃ প্রবৃত্ত হয় (১১ বাক্য)। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] কার্য্য-কারণভাব (—ইহা কারণ, ইহা কার্য্য, এইপ্রকার বস্তুস্থিতি) কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক নির্ম্মিত শয়ন (—পালঙ্ক) ও আসন প্রভৃতির পরিদৃষ্ট হয় (—বুদ্ধিমান্ চেতন পুরুষই আসনাদি নির্ম্মাণ করে), এইহেতু কার্য্যকারণভাববশতঃ (—কোন কারণ হইতে কোন কার্য্যবস্তু উৎপন্ন হয়, মাত্র এই হেতুবশতঃ) বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিভিন্ন কার্য্যসকলের অচেতনপূর্ব্বকতা (—চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতন বস্তু হইতে উৎপত্তি) কল্পনা করিতে পারা যায় না (১৬) ।২৬॥২।২।১॥

ভাবদীপিকা

কার্য্যং পরস্পরসংযুক্তানেকবস্তূপাদানকং পরিমিতত্বাৎ"। তাহাতে সাংখ্যপক্ষে সুবিধা হইল যে, ব্রহ্ম বস্তু স্বগতাদিভেদবিহীন হওয়ায় পরস্পরসংযুক্ত অনেক বস্তু তাহার মধ্যে নাই ; অতএব তিনি জগতের উপাদান নহেন। পক্ষান্তরে গুণত্রয়াত্মক প্রধান সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যা-বস্থাত্মক হওয়ায় হয় পরস্পরসংযুক্ত অনেক বস্তু-আত্মক। সুতরাং তাহাই জগতের উপাদান। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন সাংখ্যসম্মত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ পরস্পর বিভিন্ন, সুতরাং বস্তুতঃ পরিমাণবিশিষ্ট ; ইহা তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর 'যাহা বস্তুতঃ পরিমাণবিশিষ্ট, তাহা পরস্পরসংযুক্ত অনেক বস্তুরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন', ইহাই তুমি অনুমান করিতেছ। তাহাতে সত্ত্বাদিগুণান্তর্ভাবে উক্ত অনুমানে সাধারণসব্যভিচারদোষ হইয়া পড়িবে। তাহা এইপ্রকার—গুণত্রয়াত্মক প্রধানের অন্তর্গত যে কেবল সত্ত্বগুণ, কেবল রজোগুণ এবং কেবল তমোগুণ, তাহারা পরস্পর বিভিন্ন ; সুতরাং পরিমিত পরিমাণবিশিষ্ট সেইহেতু বস্তুতঃ পরিমাণবিশিষ্টত্বরূপ এই পরিমিতত্ব হেতুটী সেই সকল স্থলেও আছে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু সাধ্য যে "পরস্পরসংযুক্ত-অনেকবস্তু-উপাদানকত্ব", তাহা কেবল সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে থাকিতেছে না, কারণ উক্ত সত্ত্বাদি গুণত্রয় কোন কিছু বস্তুর পরস্পরসংযোগে উৎপন্ন নহে, ইহা সাংখ্যগণই অঙ্গীকার করেন। সুতরাং অনেক বস্তুর পরস্পরসংযোগে উৎপন্ন হওয়ারূপ সাধ্য যে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ে নাই, পরিমিতত্বরূপ হেতুটি সেই স্থলে থাকায় হেতুর সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বরূপ সাধারণসব্যভিচারদোষ হইয়া পড়িল।

(১৬) এইরূপে সিদ্ধান্তী ৩ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত সাংখ্যীর অনুমানে **সৎপ্রতিপক্ষ** প্রদর্শন করিলেন, যথা—"জগৎ ন কেবলাচেতনপ্রকৃতিকং, কার্য্যত্বাৎ সম্প্রতিপন্নাসনাদিবৎ"। সম্প্রতিপন্ন—স্বীকৃত। আসন—উপবেশনস্থান। একজাতীয় সকল পদার্থের মধ্যেই প্রকৃতিবিকারভাব (—উপাদানকারণ ও কার্য্যভাব)হয় বলিয়া অচেতন কার্য্য-পদার্থসকলের (—জগতের) উপাদান হইবে [চেতনানধিষ্ঠিত] অচেতন প্রধানই, এই যুক্তিতে

প্রবৃত্তেশ্চ ॥২।২।২॥

সূত্রার্থ—[যত্, "শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ" ইতি ; তত্রাহ—] "প্রবৃত্তেশ্চ" ইতি। **চকারঃ**—পূর্ব্বসূত্রাৎ **"অনুপপত্তেঃ"** ইতি পদম্ আকর্ষতি। [তথাচ—] **প্রবৃত্তেঃ**—প্রধানস্য সাম্যাবস্থা-প্রচ্যুতিরূপস্য প্রবৃত্তেঃ [চেতনপ্রেরণম্ অন্তরেণ অনুপপত্তেঃ ন আনুমানিকং স্বতন্ত্রম্ অচেতনং প্রধানং জগৎকারণম্। কুতঃ এতৎ? অতঃ আহ—লোকে অচেতনরথাদিপ্রবৃত্তেঃ চেতনাধীনত্বদর্শনাৎ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[আর যে বলা হইয়াছে—"শক্তিবশতঃই কার্য্যের উৎপত্তি হয়" (৪ ভাবদীঃ) ইত্যাদি ; তদুত্তরে বলিতেছেন—"প্রবৃত্তেশ্চ"। **চকারটী**—পূর্ব্ব সূত্র হইতে **"অনুপপত্তেঃ"**, এই পদটীকে আকর্ষণ করিতেছে (—এখানেও যোজনা করিতেছে)। [তাহাতে অর্থ হয়—] **প্রবৃত্তেঃ**—সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতিরূপ যে প্রধানের প্রবৃত্তি, তাহা [চেতন-কর্তৃক প্রেরণ ব্যতিরেকে অসঙ্গত হওয়ায় অনুমানসিদ্ধ স্বাধীন অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে। কিপ্রকারে ইহা নির্ণয় করিতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু লোকমধ্যে অচেতন রথ প্রভৃতির প্রবৃত্তিকে চেতনের অধীনরূপেই দেখা যায়, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

আস্তাং তাবদ্ ইয়ং রচনা, তৎসিদ্ধ্যর্থা যা প্রবৃত্তিঃ সাম্যাবস্থানাৎ প্রচ্যুতিঃ, সত্ত্বরজস্তমসাম্ অঙ্গাঙ্গিভাবরূপাপত্তিঃ, বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখপ্রবৃত্তিতা, সাপি ন অচেতনস্য প্রধানস্য

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—"শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ" হেতুতে বিরুদ্ধহেত্বাভাস প্রদর্শনদ্বারা স্বাধীন অচেতন প্রধানের জগৎকারণতা নিরাকরণ।]

এই [বিশ্ব] রচনা দূরে থাকুক, তাহা সিদ্ধির জন্য [প্রধানের] সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতিরূপ যে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের [পরস্পরের মধ্যে] অঙ্গাঙ্গিভাবপ্রাপ্তি, অর্থাৎ [মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি] বিশিষ্ট কার্য্যসকলের অভিমুখে যে

ভাবদীপিকা

নিরাকৃত হইয়া পড়িল ; যেহেতু চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত অচেতন জগতের উপাদান হইলেও উপাদানকারণ ও কার্য্যের সাদৃশ্য সঙ্গত। আর উপাদান ও কার্য্যের মধ্যে সাদৃশ্যের নিয়ম নাই, ইহা ২।১।৬ সূঃ ভাষ্যাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

[সাংখ্যোক্ত "বৈশ্বরূপস্য অবিভাগাৎ" এবং "কারণকার্য্যবিভাগাৎ", এই হেতুদ্বয়ের নিরাকরণ।]

সাংখ্যী বলিয়াছেন—২। **"বৈশ্বরূপস্য অবিভাগাৎ"** (৪ ভাবদীঃ) অর্থাৎ প্রলয়কালে কার্য্যসকল যাহাতে অবিভাগ প্রাপ্ত হয়, তাহাই প্রধান। তাহা সঙ্গত নহে ; যেহেতু ব্রহ্মে, অথবা মায়াতেও সেই অবিভাগপ্রাপ্তি সম্ভব। তাহা সাংখ্যকল্পিত প্রধানেই হইবে, ইহার নিয়ামক কিছু নাই। ইহার দ্বারা বিভাগও ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ ৩। **"কারণকার্য্য-বিভাগাৎ"** (৪ ভাবদীঃ) এই সাংখ্যোক্ত হেতুটীও নিরাকৃত হইল ; যেহেতু কারণ হইতে কার্য্যের অভিব্যক্তি আমরাও অঙ্গীকার করি ; কিন্তু সেই কারণ চেতনানধিষ্ঠিত স্বতন্ত্র প্রধানই হইবে, চেতনাধিষ্ঠিত মায়াশক্তি নহে, ইহা বলা যায় না। ৫। **শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ** এই হেতুটী পরবর্তী সূত্রে নিরাকৃত হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বতন্ত্রস্য উপপদ্যতে, মৃদাদিষু অদর্শনাৎ রথাদিষু চ।১ নহি মৃদাদয়ঃ রথাদয়ঃ বা স্বয়ম্ অচেতনাঃ সন্তঃ চেতনৈঃ কুলালাদিভিঃ অশ্বাদিভিঃ বা অনধিষ্ঠিতাঃ বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখপ্রবৃত্তয়ঃ দৃশ্যন্তে।২

ভাষ্যানুবাদ

প্রবৃত্তি (১৭), তাহাও স্বাধীন (—চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত) অচেতন প্রধানের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না, যেহেতু মৃত্তিকা প্রভৃতিতে এবং রথ প্রভৃতিতে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না।১ [এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] মৃত্তিকা প্রভৃতি, অথবা রথ প্রভৃতি স্বয়ং অচেতন হওয়ায় চেতন কুম্ভকার প্রভৃতি কর্তৃক, অথবা অশ্ব প্রভৃতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়া বিশিষ্ট কার্য্যের অভিমুখে প্রবৃত্তিসম্পন্ন হয় (—ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি বা গমনাদিক্রিয়া সম্পাদন করে), ইহা নিশ্চয়ই পরিদৃষ্ট

ভাবদীপিকা [সাংখ্যমতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব]

(১৭) **সাংখ্য-পাতঞ্জল**সম্মত **সৃষ্টিপ্রক্রিয়া** এইপ্রকার—প্রলয়কালে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ সাম্যাবস্থাতে অবস্থান করে, কোন গুণের প্রাবল্য অথবা দৌর্বল্য তখন থাকে না ; ইহাই **প্রধানাবস্থা**। [লক্ষ্য করিতে হইবে—এই সত্ত্বাদি গুণ ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত গুণপদার্থ নহে, পরন্তু গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয় হওয়ায় দ্রব্যপদার্থ। সাং সূঃ ১।৬১ ভাষ্য]। পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনের জন্য সৃষ্টির প্রারম্ভে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের এই সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতিরূপ বৈষম্য (—বিসদৃশ পরিণাম) চেতনের সহায়তা ব্যতিরেকে স্বতঃই প্রকটিত হয়। তাহা এইপ্রকার—তখন কোন গুণ প্রবল হইয়া অপর গুণদ্বয়কে অভিভব করে। যে গুণদ্বয় অভিভূত হয়, তাহাদিগকে বলা হয়—অঙ্গ, অর্থাৎ সহকারী এবং যে গুণ তাহাদিগকে অভিভব করে, তাহাকে বলা হয়—অঙ্গী, অর্থাৎ প্রধান (—মুখ্য)। এইপ্রকারে গুণত্রয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাববশতঃ তাহাদের মধ্যে মহত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্যের উৎপত্তির অনুকূল প্রবৃত্তির উদয় হয় এবং সেই প্রবৃত্তিসকল নিয়মিত হয়। সেই নিয়মন এইপ্রকার—অক্রিয়াত্মক লঘু ও প্রকাশস্বভাব সত্ত্বগুণ ক্রিয়াত্মক রজোগুণকর্তৃক প্রেরিত না হইলে স্বীয় কার্য্যের উৎপত্তিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। প্রেরণাত্মক, অর্থাৎ ক্রিয়াস্বভাব-সম্পন্ন রজোগুণ সর্ব্বদাই সত্ত্বগুণকে প্রবৃত্ত করিত, যদি গুরুস্বভাব ও আবরণাত্মক তমোগুণ তাহাকে বাধাপ্রদানকরতঃ নিয়মিত না করিত। আবার গুরুস্বভাব ও আবরণাত্মক তমোগুণের কোনপ্রকার ক্রিয়াই সম্ভব হইত না, যদি সত্ত্বগুণ তাহার কথঞ্চিৎ লঘুতা সম্পাদন না করিত এবং রজোগুণ তাহাকে চালিত না করিত। আর প্রকাশস্বভাব সত্ত্বগুণের সহায়তা-প্রাপ্ত না হইলে ক্রিয়াত্মক হইলেও রজোগুণের কোন নিয়মিত প্রবৃত্তিই হইতে পারিত না, যেমন অন্ধব্যক্তি চক্ষুষ্মানের সহায়তা ব্যতিরেকে কোন সফল প্রবৃত্তির হেতু হইতে পারে না, ইত্যাদি। যাহাহউক্ এইরূপে পরস্পরের সহায়তাপুষ্ট সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে শান্ত বৃত্তিসকল, অর্থাৎ লঘু সুখ ও প্রকাশাত্মক বৃত্তিসকল, রজোগুণের প্রাবল্যে ঘোরা বৃত্তিসকল, অর্থাৎ চঞ্চলতাত্মক ও দুঃখাত্মক বৃত্তিসকল এবং তমোগুণের প্রাবল্যে মূঢ় বৃত্তিসকল, অর্থাৎ বিষাদ গুরুতা ও আবরণাত্মক বৃত্তিসকল অভিব্যক্ত হয় (সাং কাঃ ১২)। এইপ্রকারেই অঙ্গাঙ্গি-ভাবে গুণত্রয়ের সংমিশ্রণ হইতে মহাদাদিক্রমে হয় কার্য্যবস্তুসকলের অভিব্যক্তি। প্রধান

শাঙ্করভাষ্যম্

দৃষ্টাৎ চ অদৃষ্টসিদ্ধিঃ ।৩ অতঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ অপি হেতোঃ ন অচেতনং জগৎকারণম্ অনুমাতব্যং ভবতি ।৪ নমু চেতনস্যাপি

ভাষ্যানুবাদ

হইতেছে না। (১৮)।২ [যদি বলা হয়—লোকমধ্যে চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতন পদার্থের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট না হইলেও প্রধানে সেইপ্রকার প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] দৃষ্ট হইতেই অদৃষ্ট সিদ্ধ হয় (—দৃষ্ট পদার্থে ব্যাপ্তিগ্রহণ করিয়াই অদৃষ্ট পদার্থ অনুমিত হয়, তোমার পক্ষে ব্যাপ্তিগ্রহের এমন কোন দৃষ্টান্ত

ভাবদীপিকা

হইতে মহত্তত্ত্ব *, মহৎ হইতে অহঙ্কার (সাং কাঃ ২২), অহঙ্কার হইতে হয় সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের অভিব্যক্তি (১৭৫ পৃঃ ৪ ভাবদীঃ দ্রঃ)। সেই অহঙ্কার হইতেই তমোগুণের প্রাবল্যে পঞ্চ তন্মাত্রার অভিব্যক্তি। রজোগুণ সর্ব্বাবস্থাতেই সত্ত্ব ও তমো গুণের সহায়করূপে অবস্থান করে। অন্যথা অক্রিয়াত্মক সত্ত্ব ও তমোগুণ স্ব স্ব কার্য্যের অভিব্যক্তি সম্পাদন করিতে পারিত না (সাং কাঃ ২৫)। **পাতঞ্জল দর্শনের ২।১৯** সূত্রের তত্ত্ববৈশারদীতে সত্ত্বগুণপ্রধান অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের, রজোগুণপ্রধান অহঙ্কার হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের এবং সত্ত্ব ও রজঃ এই উভয়গুণপ্রধান অহঙ্কার হইতে মনের অভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে। আবার উক্ত সূত্রেরই ব্যাসভাষ্যে অহঙ্কারের ন্যায় পঞ্চ তন্মাত্রাকেও মহত্তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত বলা হইয়াছে। উক্ত সূত্রভাষ্যেরই যোগবার্ত্তিকে উত্তরোত্তর তন্মাত্রাসকলকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব তন্মাত্রার কার্য্য বলা হইয়াছে, যথা—স্পর্শতন্মাত্রা শব্দতন্মাত্রার কার্য্য, রূপতন্মাত্রা শব্দ ও স্পর্শতন্মাত্রার কার্য্য, ইত্যাদি। এই-প্রকারে সাংখ্যমতে নানা মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যাহাহউক্ উক্ত পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে, তাহাদের ক্রমিক মিশ্রণে হয় পঞ্চ স্থূল মহাভূতের উৎপত্তি, যেমন শব্দতন্মাত্রা হইতে হয় আকাশের উৎপত্তি, শব্দ ও স্পর্শতন্মাত্রা হইতে হয় বায়ুর † ইত্যাদি (সাং কাঃ ২২, ৩৮)। ইহাই স্থূলতঃ সাংখ্য-পাতঞ্জল সম্মত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া। সাংখ্যসম্মত **চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব** বলিতে প্রধানাদি এই সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে, যথা - ১। প্রধান (প্রকৃতি), ২। মহত্তত্ত্ব, ৩। অহঙ্কার, ৪-৮। পঞ্চ তন্মাত্রা, ৯—১৩। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ১৪—১৮। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ১৯। মন, ২০—২৪। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ স্থূল মহাভূত। পুরুষ সহ এই তত্ত্বগুলিকে বলা হয় **পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।**

(১৮) **সাংখ্যা** ৫। **"শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ"** এই হেতুবলে প্রধানের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন (৪ ভাবদীঃ)। তাহার পরিষ্কৃত অবয়ব এই—'জগৎ চেতনানধিষ্ঠিত-অচেতন-

---

* ব্রঃ সূঃ ২।২।৮ সূত্রের ৪ ভাষ্যবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়—মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির উৎপত্তিতেও গুণসকলের সাম্যাবস্থা হইতে বিচ্যুতি, অর্থাৎ গুণপ্রধান ভাব হয়। সাং কাঃ ১২ এবং ১৩ স্থলেও এইপ্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রধান হইতে মহত্তত্ত্বের এবং মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তিকালে গুণসকলের অঙ্গাঙ্গিভাব কিপ্রকার হয়, কোন্ গুণ প্রধান, কোন্ গুণ অপ্রধান হয়, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত বলেন—সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে মহত্তত্ত্বের এবং তমোগুণের প্রাধান্যে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তিই সাংখ্যশাস্ত্রে বিবক্ষিত। ইহা চিন্তনীয়।

† ২২সংখ্যক সাংখ্যকারিকাভাষ্যে আচার্য্য গৌড়পাদ এবং ৩৮ সংখ্যক কারিকার ব্যাখ্যাতে যুক্তিদীপিকাকার বলিয়াছেন—পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে হয় পাঁচটী স্থূল মহাভূতের উৎপত্তি, যথা—শব্দতন্মাত্রা হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্রা হইতে বায়ু ইত্যাদি। ইঁহারা তন্মাত্রাসকলের পরস্পরানুপ্রবেশ (—মিশ্রণ) অঙ্গীকার করেন না। যুক্তিদীপিকাকারের ব্যাখ্যা দৃষ্টে মনে হয়, ইনি যোগবার্ত্তিককারের ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব তন্মাত্রা হইতে উত্তরোত্তর তন্মাত্রার উৎপত্তি অঙ্গীকার করেন। ফলে স্থূল ভূতসকলে ক্রমশঃ গুণাধিক্যের জন্য তন্মাত্রাসকলের পরস্পরানুপ্রবেশ অঙ্গীকার করিতে হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রবৃত্তিঃ কেবলস্য ন দৃষ্টা।৫ সত্যম্ এতৎ।৬ তথাপি চেতন-সংযুক্তস্য রথাদেঃ অচেতনস্য প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা।৭ ননু অচেতন-

ভাষ্যানুবাদ

নাই, যাহার বলে অতীন্দ্রিয় প্রধানে চেতনের অপেক্ষারহিত স্বাধীন প্রবৃত্তি অনুমান করিবে)। ৩ অতএব প্রবৃত্তির অনুপপত্তিরূপ হেতুবশতঃও অচেতনকে (—প্রধানকে) জগৎকারণরূপে অনুমান করা উচিত হইবে না (১৯)।৪

[পূঃ—অচেতন বস্তুই প্রবৃত্তির আশ্রয়, অনুমানসিদ্ধ চেতন আত্মা নহে। অতএব অচেতন প্রধানই জগৎকারণ।]

সাংখ্যীর শঙ্কা—কিন্তু কেবল (—অচেতনের সংশ্লেষবর্জ্জিত শুদ্ধ) চেতনের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় নাই।৫ [সিদ্ধান্তী—] হাঁ, ইহা সত্য (—শুদ্ধ চেতনে

ভাবদীপিকা

প্রকৃতিকং, কারণশক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ'। **সিদ্ধান্তী** এখানে সাংখ্যীর উক্ত অনুমানে বিরুদ্ধ-হেত্বাভাস প্রদর্শন করিতেছেন। "সাধ্যাভাবব্যাপ্তঃ হেতুঃ বিরুদ্ধঃ"—'হেতুটী সাধ্যের অভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে, তাহাকে বলে **বিরুদ্ধ হেত্বাভাস**'। প্রস্তাবিত স্থলে সাধ্য হইতেছে—'চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতন হইতে উৎপত্তি'। 'চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত অচেতন হইতে উৎপত্তি', ইহা সাধ্যাভাব। আর 'কারণনিষ্ঠ শক্তি হইতে উৎপত্তি', ইহা হেতু। লোকমধ্যে ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে, যেখানে "কারণনিষ্ঠশক্তি হইতে উৎপত্তিরূপ" হেতুটী থাকে, সেখানেই 'চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অচেতন হইতে উৎপত্তিরূপ" সাধ্যাভাবটী থাকে; যেমন "মৃত্তিকারূপ কারণনিষ্ঠ শক্তি হইতে ঘটরূপ কার্য্যোৎপত্তি", এই হেতুটী যেখানে থাকে, সেখানেই "চেতন কুম্ভকারকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অচেতন মৃত্তিকা হইতে ঘটোৎপত্তিরূপ সাধ্যাভাবটী" থাকে। অর্থাৎ যেখানেই অচেতন মৃত্তিকা হইতে ঘটোৎপত্তি হয়, সেখানেই থাকে চেতন কুম্ভকারের অপেক্ষা। সুতরাং সাংখ্যীর "কারণশক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ" এই হেতুটী, সাধ্যাভাব যে "চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অচেতন হইতে উৎপত্তি", তাহার দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়ায় তৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত উক্ত অনুমানটী বিরুদ্ধহেত্বাভাসগ্রস্ত হইয়া পড়িল। **সার কথা এই যে**—হেতুর সহিত সাধ্যের মোটেই সামানাধিকরণ্য না হইলে, অর্থাৎ যেখানে হেতু থাকে, তাহার কোন অধিকরণেই সাধ্য না থাকিলে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হয়। প্রস্তাবিত স্থলে "কারণশক্তিতঃ প্রবৃত্তিরূপ" হেতুটীর সহিত "চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতনপ্রকৃতিকস্বরূপ" সাধ্যটীর সামানাধিকরণ্য মোটেই হইতেছে না; যেহেতু যেখানেই "কারণশক্তি হইতে প্রবৃত্তি হয়" (—হেতুটী থাকে), সেখানেই "চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অচেতন প্রকৃতি" হইতেই তাহা হয়, অর্থাৎ সাধ্য না থাকিয়া সাধ্যাভাবটীই সেখানে থাকে। ফলে সাংখ্যীর "শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ" এই হেতুটী বিরুদ্ধহেত্বাভাসদুষ্ট হওয়ায় নিরাকৃত হইয়া পড়িল। তাহার ফলে জগৎ চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অচেতন প্রকৃতি হইতে (—ঈশ্বরাধিষ্ঠিত মায়া হইতে) উৎপন্ন, স্বাধীন অচেতন প্রধান হইতে নহে, ইহাই সিদ্ধ হইল।

(১৯) এই স্থলে সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত অনুমানের আকার এই—"অচেতনং প্রধানং জগন্নির্ম্মাণকারণং ন ভবতি, প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ; যৎ কেবলাচেতনং, ন তৎ স্বতন্ত্রমেব বিশিষ্ট-কার্য্যনির্ম্মাণকারণং দৃষ্টম্, যথা ইষ্টকাদি"।

শাঙ্করভাষ্যম্

সংযুক্তস্য চেতনস্য প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা ।৮ কিং পুনঃ অত্র যুক্তম্, যস্মিন্ প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা তস্য সা, উত যৎসংযুক্তস্য দৃষ্টা তস্য সা ইতি ?৯ ননু যস্মিন্ দৃশ্যতে প্রবৃত্তিঃ তস্য এব সা ইতি যুক্তম্, উভয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ ।১০ ন তু প্রবৃত্ত্যাশ্রয়ত্বেন কেবলঃ চেতনঃ রথাদিবৎ প্রত্যক্ষঃ ।১১ প্রবৃত্ত্যাশ্রয়দেহাদিসংযুক্তস্য এব তু চেতনস্য সদ্ভাবসিদ্ধিঃ, কেবলাচেতনরথাদিবৈলক্ষণ্যং জীব-

ভাষ্যানুবাদ

প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, কারণ তিনি নিষ্ক্রিয় ।৬ সাংখ্যী যদি বলেন—তাহা হইলে কেবল (—চেতনানধিষ্ঠিত) অচেতনেরই প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয়, অন্যথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সৃষ্টিই উপপন্ন হয় না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] তাহা হইলেও (—কেবল চেতনের প্রবৃত্তি সম্ভব না হইলেও) চেতনসংযুক্ত অচেতন রথের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইয়াছে। [সুতরাং চেতন ও অচেতনের (—মায়ার) পরস্পর সম্বন্ধ —অধ্যাস) বশতঃ সৃষ্টিপ্রবৃত্তি সম্ভব] ।৭ [সাংখ্যী—] কিন্তু অচেতনসংযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় নাই (২০) ।৮ [মধ্যস্থ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—] আচ্ছা, তাহা হইলে এখানে কি সঙ্গত ? যাহাতে (—যে অচেতন রথাদিতে) প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছে, তাহা (—সেই প্রবৃত্তি) তাহার (—সেই অচেতনের) ; অথবা যৎকর্তৃক সংপ্রযুক্তের প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছে (—যে চেতনকর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া অপর অচেতন বস্তুর প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছে), তাহা (—সেই প্রবৃত্তি) তাহার (—সেই চেতনের (২১) ? ৯ [সাংখ্যী—] বস্তুতঃ যাহাতে (—যে অচেতনে) প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা তাহারই, ইহাই যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু উভয়ের (—প্রবৃত্তি এবং তাহার আশ্রয় রথাদির) প্রত্যক্ষ হয়। [সুতরাং দৃষ্ট আশ্রয়েই প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় বলিয়া অদৃষ্ট চৈতন্যে আশ্রিতা প্রবৃত্তির কল্পনা সঙ্গত নহে। ১০ শঙ্কা—চেতন আত্মাও প্রত্যক্ষ হওয়ায় প্রবৃত্তি এবং তাহার আশ্রয়ের প্রত্যক্ষতা বেদান্ত-পক্ষেও সমান। তদুত্তরে সাংখ্যী বলিতেছেন—] কিন্তু প্রবৃত্তির আশ্রয়রূপে কেবল (—অচেতনসম্পর্কবর্জ্জিত) চেতন তো রথাদির ন্যায় প্রত্যক্ষ নহে ।১১ [কিন্তু আত্মার প্রত্যক্ষতা অঙ্গীকার না করিলে তাহার অস্তিত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ

ভাবদিপীকা

(২০) ভাব এই—চেতন অশ্ববাহিত অচেতন রথই গমন করে ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ ; কিন্তু অচেতন রথকর্তৃক প্রেরিত হইয়া চেতন অশ্ব গমন করে, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ নহে। সুতরাং অচেতনের আশ্রয়েই প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু অচেতনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চেতনের আশ্রয়ে নহে, ইহাই অঙ্গীকার্য্য। অতএব প্রবৃত্তির আশ্রয় না হওয়ায় চেতন হইতে জগৎসৃষ্টি সম্ভব নহে।

(২১) উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটী সাংখ্যীর, দ্বিতীয় পক্ষটী বেদান্তীর। ইহাদের মধ্যে কোন্ পক্ষ সঙ্গত, ইহাই মধ্যস্থ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

দেহস্য দৃষ্টম্ ইতি ।১২ অতএব চ প্রত্যক্ষে দেহে সতি দর্শনাৎ, অসতি চ অদর্শনাৎ দেহস্য এব চৈতন্যম্ অপি ইতি লৌকায়তিকাঃ প্রতিপন্নাঃ ।১৩ তস্মাৎ অচেতনস্য এব প্রবৃত্তিঃ ইতি ।১৪ তদভিধীয়তে—ন ক্রমঃ যস্মিন্ অচেতনে প্রবৃত্তিঃ দৃশ্যতে, ন তস্য সা ইতি ।১৫ ভবতু তস্য এব সা।১৬ সা তু চেতনাৎ ভবতি ইতি ক্রমঃ; তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে চ অভাবাৎ ।১৭ যথা কাষ্ঠাদিব্যপাশ্রয়াপি দাহপ্রকাশলক্ষণা বিক্রিয়া,অনুপলভ্যমানা অপি চ কেবলে

ভাষ্যানুবাদ

হইবে ? তদুত্তরে সাংখ্যী বলিতেছেন—] প্রবৃত্তির আশ্রয় যে দেহাদি, তৎসংযুক্ত চেতনেরই কিন্তু সদ্ভাব সিদ্ধ হয় [—অস্তিত্ব অনুমিত হয়), [যেহেতু] কেবল (—চৈতন্যসম্বন্ধবর্জ্জিত) অচেতন রথ প্রভৃতি হইতে জীবদ্দেহের [প্রাণাদিযুক্ততারূপ] বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়। (২২)।১২ [আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, এই বিষয়ে চার্ব্বাগ্‌গণের ভ্রমকেও সাংখ্যী স্বপক্ষের সমর্থকরূপে উল্লেখ করিতেছেন—] আর এইহেতুবশতঃ (—দেহের সহিত সম্বন্ধবর্জ্জিত চেতন প্রবৃত্তির আশ্রয়, ইহা পরিদৃষ্ট না হওয়ায়) দেহ প্রত্যক্ষ থাকিলে (—দেহের প্রত্যক্ষ হইলে, প্রবৃত্তি ও চৈতন্য] পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া এবং [দেহ প্রত্যক্ষ] না থাকিলে [প্রবৃত্তি ও চৈতন্য] পরিদৃষ্ট হয় না বলিয়া চৈতন্যও দেহেরই [ধর্ম্ম], ইহা চার্ব্বাগ্‌গণ নিশ্চয় করেন। [আত্মার যদি প্রত্যক্ষ হইত, তাহা হইলে চার্ব্বাগ্‌গণের এইপ্রকার ভ্রম হইত না, ইহাই ভাব]।১৩ সেইহেতু (—চৈতন্য ও চৈতন্যাশ্রিতা প্রবৃত্তির প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু অচেতনাশ্রিতা প্রবৃত্তিরই প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া) প্রবৃত্তি অচেতনেরই, ইহা সিদ্ধ হইল।১৪ [অতএব অচেতন প্রধানই জগৎকারণ, চেতন আত্মা নহে]।

ভাবদীপিকা

(২২) আত্মার অস্তিত্বসিদ্ধির জন্য **সাংখ্যী** এইস্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন —"জীবদ্দেহঃ সাত্মকঃ প্রাণাদিমত্ত্বাৎ ; যঃ ন সাত্মকঃ, ন সঃ প্রাণাদিমান্, যথা রথঃ"। এতদ্দ্বারা ইহা বলা হইতেছে— অচেতন রথ প্রভৃতির প্রবৃত্তি সম্ভব না হইলেও চেতনসংযুক্ত তাহাদের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং 'যাহা প্রবৃত্তির আশ্রয়, তাহা চেতনসংযুক্ত', এইপ্রকার ব্যাপ্তিবলে জীবদ্দেহের প্রাণাদিপ্রবৃত্তিও চেতনসংযুক্ত রথাদির প্রবৃত্তির ন্যায় প্রবৃত্তি হওয়ায়, সেই জীবদ্দেহ চেতনসংযুক্ত অর্থাৎ আত্মবান্, ইহা অনুমিত হইতে পারে। এইপ্রকারে অনুমানপ্রমাণবলে আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। **বেদান্তী** যদি বলেন—আত্মা না থাকিলে দেহের যখন প্রবৃত্তি হয় না, তখন সেই আত্মাকেই প্রবৃত্তির আশ্রয়রূপে অঙ্গীকার করিতেছ না কেন ? তদুত্তরে **সাংখ্যী** বলেন—অনুমানের দ্বারা আত্মার অস্তিত্বমাত্রই সিদ্ধ হয়, কিন্তু তাহা প্রবৃত্তির আশ্রয়, ইহা সিদ্ধ হয় না। অস্তিত্ব আছে বলিয়াই যদি আত্মা প্রবৃত্তির আশ্রয়রূপে অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে আকাশেরও অস্তিত্ব সর্ব্বত্র থাকায়, তাহাকেও প্রবৃত্তির আশ্রয়রূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে ; তাহা কিন্তু সঙ্গত নহে !

শাঙ্করভাষ্যম্

জ্বলনে, জ্বলনাদেব ভবতি, তৎসংযোগে দর্শনাৎ, তদ্বিয়োগে চ অদর্শনাৎ, তদ্বৎ ।১৮ লৌকায়তিকানাম্ অপি চেতনঃ এব

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অন্বয়-ব্যতিরেকবলে অচেতনাশ্রিতা প্রবৃত্তির প্রতি চেতনের প্রবর্ত্তকতা (- নিমিত্তকারণতা) প্রতিপাদন]

সিদ্ধান্ত— [অচেতনই প্রবৃত্তির আশ্রয়, এই সাংখ্যমতবাদ অঙ্গীকারকরতঃ চেতনকে সেই প্রবৃত্তির প্রতি প্রযোজকরূপে (–নিমিত্তকারণরূপে) উপস্থাপিত করিতেছেন –] সেই বিষয়ে (–উক্তপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ বিষয়ে, সমাধান] কথিত হইতেছে—আমরা ইহা বলিতেছি না যে, যে অচেতনে প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা তাহার (–সেই অচেতনের) নহে ।১৫ তাহা (–সেই প্রবৃত্তি) তাহারই হউক্ ।১৬ কিন্তু তাহা চেতন হইতে হয় (–চেতন তাহার নিমিত্তকারণ), ইহাই আমরা বলিতেছি ; যেহেতু তাহা (–চেতন) থাকিলে [প্রবৃত্তি] থাকে, তাহা না থাকিলে [প্রবৃত্তি] থাকে না (২৩)। ১৭ [একে আশ্রিত প্রবৃত্তি অন্যের অধীন, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন –] যেমন দাহ ও প্রকাশরূপ বিক্রিয়া [বহ্নিসংযুক্ত] কাষ্ঠ প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও এবং কেবল (—কাষ্ঠাদিবিহীন) বহ্নিতে উপলব্ধ না হইলেও বহ্নি হইতেই হইয়া থাকে, যেহেতু [কাষ্ঠাদির সহিত] তাহার সংযোগ হইলে [দাহ ও প্রকাশ] পরিদৃষ্ট হয় এবং তাহার বিয়োগ হইলে (—বহ্নিসংযোগ না থাকিলে) পরিদৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ।১৮ [কিন্তু চার্ব্বাকগণ বলেন—চৈতন্য নামক পৃথক্ কিছু নাই, তাহা

ভাবদীপিকা

(২৩) এইস্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—আত্মা অনুমানমাত্রগম্য ; অথবা প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগমপ্রমাণগম্য, তাহা এক্ষণে আমাদের বিচারণীয় নহে। কিন্তু চেতন আত্মা অচেতনাশ্রিতা প্রবৃত্তির প্রতি নিমিত্তকারণ, ইহাই এখানে আমাদের প্রতিপাদ্য। দেখ, মৃতশরীরে এবং রথ প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার বিপরীতস্থলে, অর্থাৎ জীবদ্দেহে ও অশ্বাদিযুক্ত রথে প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়, এইপ্রকার অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা নির্ণীত হয় যে, চেতনই প্রবৃত্তির প্রতি হেতু (—নিমিত্তকারণ)। **সাংখ্যী** বলেন—'অচেতনসংযুক্ত চেতনে প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় এবং অচেতনবিযুক্ত চেতনে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না', এইপ্রকার অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা অচেতনই প্রবৃত্তির প্রতি হেতু, ইহাই বা নির্ণীত হইবে না কেন ? তদুত্তরে **বেদান্তী** বলেন—"অচেতনসংযুক্ত চেতনে প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়",ইহার অর্থ—"বিশিষ্টচেতনে প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়"। আর "অচেতনবিযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় না", ইহার অর্থ—'শুদ্ধ চেতনে প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় না'। এই শেষোক্ত পক্ষে তোমার যুক্তি আমরাও অঙ্গীকার করি, কারণ শুদ্ধচেতনের রথাদির ন্যায় প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তাহার প্রবৃত্ত্যাশ্রয়তাও নিরূপিত হয় না। কিন্তু 'বিশিষ্ট-চেতনে প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়', এই স্থলে বিশিষ্টচেতনে বিশেষ্য চেতনাংশ এবং বিশেষণ অচেতনাংশ, এই উভয়ই বিদ্যমান থাকায়, প্রবৃত্তি কাহার কার্য্য, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে। প্রবৃত্তি বিশেষণ অচেতনাংশের, ইহা বলা যায় না ; কারণ কেবল অচেতনে, অর্থাৎ মৃতদেহ ও রথাদিতে প্রবৃত্তি

শাঙ্করভাষ্যম্

দেহঃ অচেতনানাং রথাদীনাং প্রবর্ত্তকঃ দৃষ্টঃ, ইতি অবিপ্রতিষিদ্ধং চেতনস্য প্রবর্ত্তকত্বম্।১৯ নন্নু তব দেহাদিসংযুক্তস্যাপি আত্মনঃ বিজ্ঞানস্বরূপমাত্রব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ অনুপপন্নং প্রবর্ত্তকত্বম্ ইতি চেৎ?২০ ন, অয়স্কান্তবৎ রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তি-রহিতস্যাপি প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ।২১ যথা অয়স্কান্তঃ মণিঃ স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতঃ অপি অয়সঃ প্রবর্ত্তকঃ ভবতি।২২ যথা বা রূপাদয়ঃ

ভাষ্যানুবাদ

দেহের ধর্ম্ম মাত্র, সুতরাং অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা পৃথক্‌সত্তারহিত চৈতন্যের নিমিত্ত-কারণতা তুমি কিপ্রকারে নিরূপণ করিতেছ? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] চার্ব্বাগ্‌গণের পক্ষেও চেতন দেহই অচেতন রথ প্রভৃতির প্রবর্ত্তকরূপে পরিদৃষ্ট হয়, এইহেতু চেতনের প্রবর্ত্তকতা (—চেতনই অচেতনের প্রবৃত্তির প্রতি নিমিত্তকারণ, ইহা, তাঁহাদের মতেও] নিষিদ্ধ নহে। [সুতরাং অচেতনাশ্রিত প্রবৃত্তির প্রতি চেতনের নিমিত্তকারণতা অস্বীকারকারী সাংখ্য তুমি চার্ব্বাগ্‌গণ হইতেও অবিবেকী।১৯ শঙ্কা—] কিন্তু যদি বলা হয়, তোমার মতে দেহাদির সহিত সংযুক্ত আত্মারও বিজ্ঞানস্বরূপতামাত্র ব্যতিরেকে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয় বলিয়া (—তোমার মতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ মাত্র, দেহের সহিত সংযুক্ত হইলেও সেই নিষ্ক্রিয় আত্মাতে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না বলিয়া, অচেতনাশ্রিত প্রবৃত্তির প্রতি তাঁহার] প্রবর্ত্তকতা যুক্তিসঙ্গত নহে। [কারণ "যিনি স্বয়ং প্রবৃত্তিযুক্ত, তিনিই প্রবর্ত্তক, যথা নৃপতি", এইপ্রকার ব্যাপ্তিই লোকসিদ্ধ]।২০ [সিদ্ধান্তী লোকসিদ্ধ এবং সাংখ্যসম্মত দৃষ্টান্তের দ্বারাই শঙ্কার নিরসন করিতেছেন—] তদুত্তরে বলিব, না, তাহা বলা যায় না; যেহেতু অয়স্কান্তের (—চুম্বকের) ন্যায় এবং রূপ প্রভৃতির ন্যায় প্রবৃত্তিরহিতেরও প্রবর্ত্তকতা সঙ্গত।২১ যেমন চুম্বক স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইলেও লৌহখণ্ডের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে।২২ অথবা যেমন রূপ প্রভৃতি বিষয়সকল

ভাবদীপিকা

কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং যে বিশেষ্য চেতনাংশের সংযোগ থাকিলে বিশিষ্টে প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়, যাহার সংযোগ না থাকিলে বিশিষ্ট প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় না, প্রবৃত্তির প্রতি সেই বিশেষ্য চেতনাংশই হেতু, ইহা অগত্যা অঙ্গীকার করিতে হইবে। এইরূপে অচেতন রথাদিতে পরিদৃষ্ট, সুতরাং অচেতনাশ্রিত প্রবৃত্তির প্রতি চেতনই হেতু ইহাই নির্ণীত হয়। আর আকাশের অস্তিত্ব সর্ব্বত্র থাকায়, তাহাকে প্রবৃত্তির আশ্রয়রূপে অঙ্গীকারের কথা বলা হইয়াছে ২২ ভাবদীঃ), তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ চেতন আত্মার অস্তিত্বমাত্রতার দ্বারা আমরা তাহার প্রবৃত্তির প্রতি হেতুতা নিরূপণ করিতেছি না, কিন্তু "চেতনাধিষ্ঠিত হইলে অচেতনে প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়, না হইলে হয় না", এইপ্রকার অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারাই তাহা করিতেছি।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিষয়াঃ স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতাঃ অপি চক্ষুরাদীনাং প্রবর্ত্তকাঃ ভবন্তি।২৩ এবং প্রবৃত্তিরহিতঃ অপি ঈশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিশ্চ সন্ সর্ব্বং প্রবর্ত্তয়েৎ ইতি উপপন্নম্।২৪ একত্বাৎ প্রবর্ত্ত্যাভাবে প্রবর্ত্তকত্বানুপপত্তিঃ ইতি চেৎ?২৫ ন, অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিতনামরূপমায়াবেশবশেন অসকৃৎ প্রত্যুক্তত্বাৎ।২৬

ভাষ্যানুবাদ

স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইলেও চক্ষু প্রভৃতির প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে।২৩ এই-প্রকারে প্রবৃত্তিরহিত হইলেও ঈশ্বর সর্ব্বগত, সকলের আত্মস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হওয়ায় সকলকে প্রবৃত্ত করিবেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত (২৪)।২৪ [অতএব চেতন আত্মা জগতের নিমিত্তকারণ, অচেতন প্রধানের প্রবৃত্তি সম্ভব না হওয়ায় তাহা জগৎকারণ নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়]।

[পূঃ—প্রবর্ত্ত্যের অভাবে চেতনে প্রবর্ত্তকত্বাভাব।]

[**শঙ্কা**—] যদি বল, [পরমেশ্বরের] একত্ববশতঃ (—তিনি স্বগতাদিভেদবিহীন একরস হওয়ায় তদ্ব্যতিরেকে কিছুই না থাকায়) প্রবর্ত্ত্যের (—যাহাকে প্রবৃত্ত করিবেন, সেই স্বভিন্ন বিষয়ের) অভাবে [তাঁহার] প্রবর্ত্তকতা অসঙ্গত।২৫

[সিঃ—মায়োপাধিক ঈশ্বর ও মায়ার কার্য্যভূত বিষয়ের মধ্যে প্রবর্ত্ত্য-প্রবর্ত্তকভাব।]

[সিঃ সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, না, তাহা বলা যায় না; যেহেতু অবিদ্যাকর্ত্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপাত্মক মায়ার সহিত [চিদাত্মার] আবেশের (—আধ্যাসিক তাদাত্ম্যসম্বন্ধের) বলে তাহা বহুবার নিরাকৃত হইয়াছে (২৫)।২৬ সেইহেতু সর্ব্বজ্ঞ

ভাবদীপিকা

(২৪) অয়স্কান্তমণির দৃষ্টান্ত নৈয়ায়িক ও সাংখ্যাদিসম্মত। রূপাদির দৃষ্টান্ত **সাংখ্যীর** নিজস্ব। তাঁহারা বলেন—রূপাদি বিষয় স্বস্থানে অবস্থান করিয়াই ইন্দ্রিয়কে নিজের নিকট আকর্ষণ করে, তাহার ফলে ইন্দ্রিয়ের আলোচনাত্মক বৃত্তি হয় (২ ভাবদীঃ দ্রঃ)। এইরূপে বিপক্ষসম্মত দৃষ্টান্তদ্বারাই তাঁহাদের পক্ষ নিরাকৃত হইল। **বেদান্তসিদ্ধান্তে** কিন্তু চৈতন্যের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন স্থলেই প্রবৃত্তি অঙ্গীকৃত হয় না। সেইহেতু অয়স্কান্তমণি প্রভৃতি স্থলেও সর্ব্বান্তর্যামী চেতন বর্ত্তমান থাকায় তাহাদের প্রবর্ত্তকতা অঙ্গীকৃত হয় (বার্ত্তিক-টীকা)। স্বরূপতঃ নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও অসঙ্গ আত্মা প্রবর্ত্তক না হইলেও মায়োপহিত ঈশ্বররূপে তিনিই প্রবর্ত্তক (—নিমিত্তকারণ), ইহাই "ঈশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ" ইত্যাদি ভাষ্যের অভিপ্রায়।

(২৫) 'নামরূপাত্মক মায়া'—এই স্থলে মায়ার কার্য্য বলিয়া নামরূপকে মায়া বলা হইতেছে (ন্যায়নির্ণয়)। ১৭০ পৃঃ ২৫ ইত্যাদি ভাষ্যবাক্য এবং "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" ॥২।১।২৮॥ ইত্যাদি স্থলে দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মবস্তু স্বরূপতঃ নির্গুণ অদ্বিতীয় (—স্বগতাদিভেদবিহীন), সুতরাং একরস হইলেও মায়ারূপ উপাধিযুক্ত হওয়ায় ঈশ্বররূপে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্ত তিনি যে অবিদ্যাকল্পিত নামরূপাত্মক দ্বৈতপ্রপঞ্চরূপ প্রবর্ত্ত্য বিষয়ের প্রবর্ত্তক (—নিমিত্তকারণ), সেইহেতু কোন বিরোধ হয় না, ইহাই ভাব। (১।৭১ পৃঃ ১৫ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মাৎ সম্ভবতি প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বজ্ঞকারণত্বে, ন তু অচেতন-কারণত্বে ॥২৭॥২।২।২॥

ভাষ্যানুবাদ

[পরমেশ্বর জগতের নিমিত্ত-] কারণ হইলে [প্রকৃতির কার্য্যোন্মুখিনী] প্রবৃত্তি সম্ভব, কিন্তু অচেতন প্রধান [জগতের] কারণ হইলে তাহা সম্ভব হয় না। ২৭ ॥২।২।২॥

পয়োম্বুবচ্চেত্তত্রাপি ॥২।২।৩॥

পদচ্ছেদ—পয়োম্বুবৎ, চেৎ, তত্রাপি।

সূত্রার্থ—[নন্ু অচেতনস্য স্বয়ং প্রবৃত্তিঃ দৃশ্যতে]। **পয়োম্বুবৎ**—যথা পয়ঃ—ক্ষীরং বৎসবিবৃদ্ধয়ে স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে, যথা বা অম্বু—জলং স্বয়মেব স্যন্দতে, তদ্বৎ [প্রধানমপি স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে ইতি] **চেৎ** ? [তত্র সিদ্ধান্তী ব্রূতে—ন], **তত্রাপি** [পরমাত্মা এব প্রেরকঃ শ্রূয়তে, "য, অপ্সু তিষ্ঠন্" (বৃঃ ৩।৭।৪) ইত্যাদিনা। অতঃ ন অচেতনং প্রধানং জগৎকারণম্]।

অনুবাদ—[কিন্তু অচেতন বস্তুর স্বয়ং (—অন্যকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত) প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে]। **পয়োম্বুবৎ**—যেমন পয়ঃ—দুগ্ধ বৎসের পুষ্টির জন্য স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় (—মাতৃস্তন হইতে ক্ষরিত হয়), অথবা যেমন অম্বু—জল স্বয়ংই প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ [প্রধানও স্বয়ংই প্রবৃত্ত হইবে], **চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয় ? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ন, তাহা বলা যায় না, যেহেতু] **তত্রাপি**—সেই স্থলেও (—সেই দুগ্ধ ও জলাদি স্থলেও, "যিনি জলের মধ্যে অবস্থানকরতঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পরমাত্মাই প্রেরকরূপে শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছেন। অতএব অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাদেতৎ, যথা ক্ষীরম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব বৎসবিবৃদ্ধ্যর্থং প্রবর্ত্ততে, যথা বা জলম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় স্যন্দতে; এবং প্রধানম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্ত্তিষ্যতে ইতি।১ ন এতৎ সাধু উচ্যতে, যতঃ তত্রাপি পয়ো-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—অচেতন দুগ্ধাদির ন্যায় চেতননিরপেক্ষভাবে প্রবৃত্তি হয় বলিয়া প্রধানই জগৎকারণ।]

সাংখ্যী—আচ্ছা, তাহা না হয় হইল; কিন্তু অচেতন দুগ্ধ যেমন বৎসের বিবৃদ্ধির জন্য স্বভাববশতঃই প্রবৃত্ত (—ক্ষরিত) হয়, অথবা অচেতন জল যেমন লোকের উপকারের জন্য স্বভাববশতঃই স্যন্দিত (—প্রবাহিত) হয়, এইপ্রকারে অচেতন প্রধানও পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য স্বভাববশতঃই প্রবৃত্ত হইবে, [চেতন প্রেরকের অপেক্ষা তাহার নাই], ইত্যাদি (২৬)।১

ভাবদীপিকা

(২৬) সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক এতাবৎ পর্য্যন্ত বিচারে ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে, অচেতনের প্রবৃত্তি চেতনের অধীন, চেতনরূপ নিমিত্তকারণবশতঃই তাহা হইয়া থাকে। অনুমানমুদ্রাতে বলিতে হইলে বিষয়টী এই প্রকারে বলিতে হয়—"জড়স্য প্রবৃত্তিঃ চেতনাধীনা প্রবৃত্তিত্বাৎ, রথাদি

শাঙ্করভাষ্যম

দ্বয়োঃ চেতনাধিষ্ঠিতয়োঃ এব প্রবৃত্তিঃ ইতি অনুমিমীমহে, উভয়-বাদিপ্রসিদ্ধে রথাদৌ অচেতনে কেবলে প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ।২ শাস্ত্রং চ "যঃ অপ্সু তিষ্ঠন্…যঃ অপঃ অন্তরঃ যময়তি" (বৃ ৩।৭।৪), **"এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যঃ অন্যাঃ নদ্যঃ স্যন্দন্তে** (বৃঃ ৩।৮।৯) **ইতি এবংজাতীয়কং সমস্তস্য লোকপরিস্পন্দিতস্য ঈশ্বরাধিষ্ঠিততাং শ্রাবয়তি।৩ তস্মাৎ সাধ্যপক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ 'পয়োম্বুবৎ' ইতি অনুপ-**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—দুগ্ধাদিতে ব্যভিচারশঙ্কা নিরাকরণ। অচেতন দুগ্ধাদির প্রবৃত্তি চেতনসাপেক্ষ হওয়ায় অচেতন প্রধানের জগৎকারণতা অসম্ভব।]

সিদ্ধান্তী—না, ইহা উচিত কথা বলা হইতেছে না, যেহেতু সেই স্থলেও চেতন-কর্তৃক অধিষ্ঠিত দুগ্ধ এবং জলেরই প্রবৃত্তি হয়, ইহা আমরা অনুমান করি, যেহেতু উভয়বাদিসিদ্ধ (—আমাদের উভয়কর্তৃক স্বীকৃত) কেবল (—চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত) অচেতন রথ প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয় না।২ আর "যিনি জলের অভ্যন্তরে অবস্থান করেন, যিনি জলদেবতাকে নিয়মন করেন", "হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনে পূর্ব্বদিগ্‌গামী অন্য নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে", ইত্যাদি এইজাতীয় শাস্ত্র সমস্ত লোকপরিস্পন্দিত (—ভূরাদিলোকের গতি প্রভৃতি) ঈশ্বরকর্তৃক অধিষ্ঠিত, ইহা শ্রবণ করাইতেছেন।৩ সেইহেতু (—শাস্ত্র ও অনুমানদ্বারা চেতনাধিষ্ঠিততারূপ একই বিষয়কে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে বলিয়া) সাধ্যপক্ষে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় (—সাধ্যবান্ পক্ষে প্রবিষ্ট হওয়ায় (২৭)

ভাবদীপিকা

-প্রবৃত্তিবৎ"। সুতরাং অনাদি জড় যে প্রধান, তাহার প্রবৃত্তি চেতনের অধীন হওয়ায় তাহা আর জগতের স্বাধীন কারণ হইতে পারিল না। প্রস্তাবিতস্থলে **সাংখ্য** দুগ্ধ ও জলান্তর্ভাবে সিদ্ধান্তীর উক্ত অনুমানে সাধারণসব্যভিচার প্রদর্শন করিতেছেন। দুগ্ধাদি জড়পদার্থ, তাহাতে 'প্রবৃত্তি'রূপ হেতুটী আছে বটে, কিন্তু 'চেতনাধীনত্বরূপ' সাধ্য নাই; কারণ সাংখ্যের মতে কোন চেতনের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাববশতঃই দুগ্ধাদির ক্ষরণাদিরূপ প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং হেতুর সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তি" হইয়া পড়িল বলিয়া উক্ত অনুমানবলে প্রধানের জগৎকারণতা নিরাকৃত হইল না। লক্ষ্য করিতে হইবে—সিদ্ধান্তী "কারণশক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ" এই সাংখ্যোক্ত হেতুটীতে বিরুদ্ধ-হেত্বাভাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন (১৮ ভাবদীঃ), তাহাও নিরাকৃত হইয়া পড়িল, যেহেতু [দুগ্ধের ক্ষরণের প্রতি কারণ যে দুগ্ধ, সেই] "কারণনিষ্ঠ শক্তি হইতে প্রবৃত্তিরূপ" হেতুটী যে দুগ্ধে থাকে, সেখানেই "চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতনের প্রবৃত্তিরূপ" যে সাধ্য, তাহাও থাকে। সুতরাং হেতুটী সাধ্যাভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত না হওয়ায়, অর্থাৎ উক্ত হেতু ও উক্ত সাধ্যের দুগ্ধাদিতে সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হওয়ায় উক্ত হেত্বাভাস হইল না।

(২৭) "সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ পক্ষঃ"—'যাহাতে সাধ্যবিষয়ে সন্দেহ থাকে, তাহাকে বলে—**পক্ষ**। যেমন "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্", এইস্থলে পর্ব্বতটীকে বলে—পক্ষ, কারণ তাহাতে বহ্নিরূপ

শাঙ্করভাষ্যম্

ন্যাসঃ ।৪ চেতনায়াশ্চ ধেন্বাঃ স্নেহেচ্ছয়া পয়সঃ প্রবর্তকত্বোপপত্তেঃ ।৫ বৎসচোষণেন চ পয়সঃ আকৃষ্যমাণত্বাৎ ।৬ ন চ অম্বুনঃ অপি অত্যন্তম্ অনপেক্ষা, নিম্নভূম্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ স্যন্দনস্য ।৭ চেতনাপেক্ষত্বং তু সর্বত্র উপদর্শিতম্ ।৮✓ "উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি" (২।১।২৪) ইত্যত্র তু বাহ্যনিমিত্তনিরপেক্ষম্

ভাষ্যানুবাদ

"পয়োম্বুবৎ", ইহা অনুপন্যাস হইল (—দুগ্ধ ও জলের দৃষ্টান্ত গ্রহণ সমীচীন হইল না, কারণ তাহারা ব্যভিচার প্রদর্শনের স্থল নহে।৪ দুগ্ধ দৃষ্টান্তে ব্যভিচার হয় না, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] স্নেহ ও ইচ্ছাবশতঃ চেতন ধেনু দুগ্ধের প্রবর্তক, ইহা সঙ্গত হওয়ায় 'জড়ের প্রবৃত্তি চেতনাধীনা', এই অনুমানে ব্যভিচার হয় না'।৫ আর [চেতন] বৎসকর্তৃক চোষণের দ্বারা দুগ্ধ আকৃষ্ট হয় বলিয়া 'কেবল অচেতনের প্রবৃত্তিও সিদ্ধ হয় না'।৬ আর জলেরও অত্যন্ত অনপেক্ষা নাই (—তাহা কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া স্বাধীনভাবে প্রবৃত্ত হয়, ইহা বলা যায় না), যেহেতু স্যন্দন (—প্রবাহ) নিম্ন ভূমি প্রভৃতিকে অপেক্ষা করে।৭ [কিন্তু জল তো প্রবৃত্তির জন্য চেতনকে অপেক্ষা করে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু সকল স্থলে চেতনের অপেক্ষা আছে, ইহা [অনুমান, ২৬ ভাবদীঃ এবং বৃঃ ৩।৭।৪, ৩।৮।৯ ইত্যাদি শাস্ত্রকর্তৃক] প্রদর্শিত হইয়াছে।৮ [অতএব চেতননিরপেক্ষ অচেতন প্রধানের জগন্নির্মাণে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে]।

ভাবদীপিকা

সাধ্য আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হয়। প্রস্তাবিত স্থলে অচেতন পদার্থ চেতনকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ক্রিয়াশীল হয়, অথবা স্বয়ংই তাহা হয়, এইপ্রকার সন্দেহবশতঃ বিচার করা হইতেছে। সেইহেতু অচেতন পদার্থই এই স্থলে 'পক্ষ'*। দুগ্ধ ও জলও অচেতন পদার্থ, সেইহেতু তাহারা পক্ষের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে বলিয়া সেখানেও চেতনকর্তৃক প্রেরিতত্ব, অথবা অপ্রেরিতত্বরূপ সাধ্যের সাধন অভিপ্রেত হওয়ায় তাহারা দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না। অতএব সাংখ্যী যে দুগ্ধ ও জলান্তর্ভাবে সাধারণসব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন (২৬ ভাবদীঃ), তাহা নিরাকৃত হইয়া পড়িল। আর সাংখ্যী বিরুদ্ধহেত্বাভাস নিরাকরণের জন্য "দুগ্ধরূপ কারণনিষ্ঠ শক্তি হইতে প্রবৃত্তিরূপ" হেতুটী যেখানে থাকে, সেখানেই "চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতনের প্রবৃত্তিরূপ" সাধ্যও থাকে, এইপ্রকারে হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন (২৬ ভাবদীঃ), তাহাও নিরাকৃত হইয়া পড়িল; কারণ দুগ্ধ স্বয়ং ক্ষরিত হয়, অথবা চেতনকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ক্ষরিত হয়, তাহাই এখনও নির্ণীত হয় নাই বলিয়া সেইবিষয়ে সন্দেহ থাকায় দুগ্ধ পক্ষেরই অন্তর্গত হইয়া পড়ে। ফলে সিদ্ধান্তিকর্তৃক প্রদর্শিত বিরুদ্ধহেত্বাভাস (১৮ ভাবদীঃ) সাংখ্যীর উপরই আপতিত হইল।

* "যাহাতে পক্ষতারূপ ধর্ম থাকে, তাহাই—"পক্ষ"। "যাহা অনুমিতির উদ্দেশ্য, অর্থাৎ যে ধর্মীতে অনুমান করা হয়, তাহাই—"পক্ষ", ইত্যাদি এইপ্রকার নবীননৈয়ায়িকসম্মত পক্ষের লক্ষণও আছে। অনুবাদপাঠকের বোধসৌকর্যের জন্য আমরা প্রাচীন নৈয়ায়িকসম্মত লক্ষণটীই গ্রহণ করিলাম।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি স্বাশ্রয়ং কার্য্যং ভবতি ইতি এতৎ লোকদৃষ্ট্যা নির্দশিতম্।৯ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু পুনঃ সর্ব্বত্র এব ঈশ্বরাপেক্ষত্বম্ আপদ্যমানং ন পরাণুদ্যতে।১০ ॥২।২।৩॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—"উপসংহারদর্শনাৎ" (২।১।২৪) ইত্যাদি সূত্রের সহিত অবিরোধ প্রদর্শন।]

[কিন্তু ২।১।২৪ সূত্রে দুগ্ধের দধিভাবপ্রাপ্তিরূপ প্রবৃত্তিতে বাহ্য সাধনের অপেক্ষা নাই, বলা হইয়াছে। ফলে এখানে দুগ্ধের প্রবৃত্তিতে চেতনরূপ বাহ্য সাধন অঙ্গীকারকারী তোমার পূর্ব্বাপর বিরোধ হইয়া পড়িতেছে। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] "উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ,ক্ষীরবৎ হি", ইত্যাদি এই স্থলে কিন্তু বাহ্য নিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়াও স্বাশ্রিত কার্য্য হইয়া থাকে (—উপাদানকারণ কার্য্যরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়), ইহা লোকদৃষ্টি অবলম্বনে প্রদর্শিত হইয়াছে।৯ কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টিতে সর্ব্বত্র ঈশ্বরের অপেক্ষা।আপাদিত (—প্রাপিত) হইতেছে, তাহাকে নিরাকরণ করা হইতেছে না।১০ [অতএব লোকদৃষ্টি এবং শাস্ত্রদৃষ্টি অবলম্বনে কথিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাপর বিরোধ হয় নাই। এইরূপে এই সূত্রত্রয়ে চেতনাধিষ্ঠানব্যতিরেকে প্রধানের পক্ষে জগৎ-রচনা সম্ভব নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইল] ॥২।২।৩॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥২।২।৪॥

পদচ্ছেদ—ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ, চ, অনপেক্ষত্বাৎ।

সূত্রার্থ—[ননু এবমপি ধর্ম্মাদ্যপেক্ষয়া প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ইতি আশঙ্ক্য, সিদ্ধান্তী আহ—সাংখ্যমতে গুণাঃ সাম্যেনাবস্থিতাঃ প্রধানম্], **ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ**—তদ্ব্যতিরেকেণ সহকার্য্যন্তরস্য অনবস্থিতেঃ, **চ**—অপিচ, **অনপেক্ষত্বাৎ**—পুরুষস্য অসঙ্গোদাসীনত্বেন প্রবৃত্তৌ নিবৃত্তৌ বা অনপেক্ষত্বাভ্যুপগমাৎ [ন ধর্ম্মাদ্যপেক্ষয়া প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ সিধ্যতি। অতঃ ন তস্য জগৎকারণত্বম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[কিন্তু এইপ্রকার হইলেও ধর্ম্ম প্রভৃতিকে অপেক্ষা করিয়া প্রধানের প্রবৃত্তি হইবে, এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—সাংখ্যমতে সাম্যাবস্থাতে অবস্থিত গুণসকলই প্রধান], **ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ**—তদ্ব্যতিরেকে অন্য সহকারী না থাকায়, **চ**—এবং, **অনপেক্ষত্বাৎ**—পুরুষ অসঙ্গ ও উদাসীন হওয়ায়, প্রবৃত্তিতে অথবা নিবৃত্তিতে তাহার অপেক্ষা অঙ্গীকৃত হয় না বলিয়া [ধর্ম্ম প্রভৃতিকে অপেক্ষা করিয়া প্রধানের প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। সেইহেতু তাহা জগৎকারণ নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সাংখ্যানাং ত্রয়ঃ গুণাঃ সাম্যেন অবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানম্।১ ন তু তদ্ব্যতিরেকেণ প্রধানস্য প্রবর্ত্তকং নিবর্ত্তকং বা কিঞ্চিৎ বাহ্যম্

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সহকারীর অভাবে সৃষ্টি ও প্রলয় অনুপপন্ন হওয়ায় প্রধান জগৎকারণ নহে।]

সাংখ্যগণের মতে সাম্যাবস্থাতে অবস্থিত [সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই] তিনটী

শাঙ্করভাষ্যম্

অপেক্ষ্যম্ অবস্থিতম্ অস্তি।২ পুরুষস্তু উদাসীনঃ ন প্রবর্ত্তকঃ ন নিবর্ত্তকঃ ইতি অতঃ অনপেক্ষং প্রধানম্।৩ অনপেক্ষত্বাৎ চ কদাচিৎ প্রধানং মহদাদ্যাকারেণ পরিণমতে, কদাচিৎ ন পরিণমতে ইতি এতদ্ অযুক্তম্।৪ ঈশ্বরস্য তু সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিত্বাৎ মহামায়ত্বাৎ চ প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী ন বিরুধ্যেতে।৫॥২।২।৪॥

ভাষ্যানুবাদ

গুণ প্রধানশব্দবাচ্য।১ তদ্ব্যতিরেকে প্রধানের প্রবর্ত্তক, বা নিবর্ত্তক বাহ্য কোন অপেক্ষণীয় বস্তু কিন্তু বিদ্যমান নাই (২৮)।২ [যদি বলা হয়—পুরুষই প্রধানের সহকারিরূপে থাকে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] পুরুষ কিন্তু উদাসীন, প্রবর্ত্তক নহেন নিবর্ত্তকও নহেন, এইহেতু প্রধান [বাহ্যসাধন] নিরপেক্ষই বটে।৩ আর অনপেক্ষ হওয়ায় (—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতুভূত চেতন বা অচেতন আগন্তুক কোন বাহ্য সাধন না থাকায়) প্রধান কখনও মহদাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় এবং কখনও পরিণামপ্রাপ্ত হয় না (—কখনও সৃষ্টি হয়, কখনও প্রলয় হয়), ইত্যাদি ইহা যুক্তিসঙ্গত হয় না।৪ [কিন্তু তোমার মতেও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কিছুই না থাকায়, সৃষ্টি ও প্রলয় কিপ্রকারে উপপন্ন হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] ঈশ্বর কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ও মহামায়ারূপ সহায়যুক্ত হওয়ায় প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি (— সৃষ্টি ও প্রলয়) বিরুদ্ধ হইতেছে না (২৯)।৫ ॥২।২।৪॥

ভাবদীপিকা

(২৮) **সাংখ্য** বলেন—কেন বিদ্যমান নাই, প্রলয়কালেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রধানের সহকারিরূপে বিদ্যমান থাকে। ধর্ম্মের কার্য্যকে অধর্ম্ম বাধাদান করে, ধর্ম্ম সেই বাধাকে নিরাকরণ করে। এইপ্রকারে অধর্ম্মের কার্য্যকে ধর্ম্ম বাধাপ্রদান করে, অধর্ম্ম সেই বাধাকে নিরাকরণ করে। এইপ্রকারে প্রতিবন্ধ নিরাকরণদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় সৃষ্টিকার্য্যে প্রধানের সহকারী (সাং কাঃ ৫২ তত্ত্বকৌ, যোঃ সূঃ ৪।৩ ভাষ্য)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—প্রলয়কালেও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিদ্যমান থাকায় প্রতিবন্ধ নিরাকৃত হইয়া প্রধান হইতে কার্য্যোৎপত্তি হইতেই থাকিবে, ফলে প্রলয় আর সিদ্ধ হইবে না। অতএব প্রলয়সিদ্ধির জন্য মহদাদিকার্য্য যেমন প্রলয়কালে প্রধানের সহিত অবিভক্তরূপে থাকে, ধর্ম্মাধর্ম্মও তদ্রূপেই থাকে, ইহাই তোমাদিগকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর "তৎকার্য্যং ধর্ম্মাদি" (সাং সূঃ ২।১৪) ইত্যাদি সূত্রে তোমরা ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকে মহতের কার্য্যরূপে অঙ্গীকার করিয়াছ। যাহা মহত্তত্ত্বের কার্য্য, তাহা প্রলয়কালে প্রধান হইতে বিভক্ত থাকিতে পারে না। অতএব কোন বাহ্য বস্তু প্রধানের সহকারিরূপে থাকে না, ইহা অবশ্যই সাংখ্যকে স্বীকার করিতে হইবে।

(২৯) সর্ব্বজ্ঞ হওয়ায় ঈশ্বর জানেন ইহা প্রাণিগণের ভোগকাল, সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি মহামায়ারূপ জগতের পরিণামী উপাদান সহযোগে তখন জগতের সৃষ্টি করেন। আর প্রাণিগণের ভোগকাল নিবৃত্ত হইলে তাহা অবগত হইয়া সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি জগতের প্রলয় করেন। অতএব কোনপ্রকার বিরোধ আমাদের পক্ষে নাই। তোমাদের পক্ষে উক্ত

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥২।২।৫॥

পদচ্ছেদ—অন্যত্র, অভাবাৎ, চ, ন, তৃণাদিবৎ।

সূত্রার্থ—[নমু সংকার্য্যভাবেঽপি প্রবৃত্তিঃ অন্যত্র দৃশ্যতে]। **তৃণাদিবৎ**—যথা তৃণাদিকং নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরাকারেণ পরিণমতে, তদ্বৎ [প্রধানম্ অপি ইতি চেৎ ? তত্র সিদ্ধান্তী ব্রবীতি—] **ন,** [কুতঃ ?] **অন্যত্রাভাবাৎ**—ধেন্বাদেঃ অন্যত্র বলীবর্দ্দাদৌ গৃহক্ষেত্রাদৌ বা তৃণাদেঃ ক্ষীরীভাবস্য অভাবাৎ। **চকারঃ**—স্বাভাবিকং প্রবৃত্ত্যভাবং প্রধানস্য সূচয়তি।

অনুবাদ—[কিন্তু সংকারীর অভাব থাকিলেও অন্যত্র প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়]। **তৃণাদিবৎ**—যেমন অন্য কোন নিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া তৃণ প্রভৃতি স্বভাববশতঃই দুগ্ধরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় [প্রধানও 'সহায়নিরপেক্ষভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হইবে', এইপ্রকার যদি বলা হয়। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—না, তাহা বলা যায় না। [কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **অন্যত্রাভাবাৎ**—যেহেতু গাভী প্রভৃতি হইতে ভিন্ন বলীবর্দ্দ প্রভৃতিতে, অথবা গৃহ ও ক্ষেত্র প্রভৃতিতে তৃণাদির দুগ্ধভাবপ্রাপ্তির অভাব আছে। **চকারটী**—প্রধানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অভাব সূচনা করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাদেতৎ, যথা তৃণপল্লবোদকাদি নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণংস্যতে ইতি।১ কথং চ নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং তৃণাদি ইতি গম্যতে ?২ নিমিত্তান্তরানুপলম্ভাৎ।৩ যদি হি কিঞ্চিৎ নিমিত্তম্ উপলভেমহি, ততঃ যথাকামং তেন তৃণাদ্যুপাদায় ক্ষীরং

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—তৃণাদির দুগ্ধরূপে নিমিত্তনিরপেক্ষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ন্যায় প্রধানের জগদাকারে পরিণামও নিমিত্তনিরপেক্ষ স্বাভাবিক।]

সাংখ্যী—আচ্ছা, ইহাও তো হইতে পারে, যেমন তৃণ পল্লব ও জল প্রভৃতি অন্য নিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া স্বভাববশতঃই দুগ্ধাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, এইপ্রকারে প্রধানও [অন্য নিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া] মহত্তত্ত্ব প্রভৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইবে।১ কিন্তু তৃণ প্রভৃতি অন্য নিমিত্তকে অপেক্ষা করে না, ইহা কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায় ?২ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু অন্য কোন নিমিত্ত উপলব্ধ হয় না।৩ দেখ, যদি আমরা অন্য কোন নিমিত্তকে উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে তৃণ প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা দুগ্ধ সম্পাদন (—উৎপাদন) করিতে পারিতাম ; কিন্তু তাহা আমরা সম্পাদন করিতে পারি না।৪ সেইহেতু তৃণাদির [দুগ্ধরূপে] পরিণাম স্বাভাবিক, 'ইহা

ভাবদীপিকা

বিরোধ থাকায়, অর্থাৎ সহায়নিরপেক্ষ প্রধানের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি (—সৃষ্টি বা প্রলয়) সম্ভব না হওয়ায় তাহা জগৎকারণ হইতে পারে না, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

সম্পাদয়েমহি; ন তু সম্পাদয়ামহে।৪ তস্মাৎ স্বাভাবিকঃ তৃণাদেঃ পরিণামঃ।৫ তথা প্রধানস্যাপি স্যাৎ ইতি।৬ অত্র উচ্যতে-ভবেৎ তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানস্যাপি পরিণামঃ যদি তৃণাদেরপি স্বাভাবিকঃ পরিণামঃ অভ্যুপগম্যেত।৭ ন তু অভ্যুপগম্যতে, নিমিত্তান্তরোপলব্ধেঃ।৮ কথং নিমিত্তান্তরোপলব্ধিঃ?৯ অন্যত্র অভাবাৎ।১০ ধেন্বা এব হি উপযুক্তং তৃণাদি ক্ষীরী ভবতি, ন প্রহীণম্ অনডুহাদ্যুপযুক্তং বা।১১ যদি হি নির্নিমিত্তম্ এতৎ স্যাৎ, ধেনুশরীরসম্বন্ধাৎ অন্যত্রাপি তৃণাদি ক্ষীরীভবেৎ।১২ ন চ যথাকামং মানুষৈঃ ন শক্যং সম্পাদয়িতুম্ ইতি এতাবতা নির্নিমিত্তং ভবতি।১৩ ভবতি হি কিঞ্চিৎ কার্য্যং মানুষসম্পাদ্যং, কিঞ্চিৎ দৈবসম্পাদ্যম্।১৪ মনুষ্যাঃ অপি শক্নুবন্তি এব উচিতেন উপায়েন তৃণাদ্যুপাদায় ক্ষীরং সম্পাদয়িতুম্।১৫ প্রভূতং হি ক্ষীরং

ভাষ্যানুবাদ

স্বীকার করিতে হইবে'।৫ প্রধানেরও সেইপ্রকার (—নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষ স্বাভাবিক পরিণাম) হইবে, ইত্যাদি।৬

[সিঃ - দৃষ্টান্ত তৃণাদির দুগ্ধভাব নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষ স্বাভাবিক না হওয়ায় দার্ষ্টান্তিক প্রধানের জগদাকারে পরিণামও তদ্রূপ নহে।]

সিদ্ধান্তী—এই বিষয়ে বলা হইতেছে, প্রধানেরও তৃণাদির ন্যায় স্বাভাবিক পরিণাম হইত, যদি তৃণ প্রভৃতিরও স্বাভাবিক পরিণাম স্বীকৃত হইত।৭ তাহা কিন্তু স্বীকৃত হয় না, যেহেতু [তৃণাদির তাদৃশ পরিণামের জন্য] অন্য নিমিত্ত উপলব্ধ হয়।৮ অন্য নিমিত্তের উপলব্ধি কিপ্রকারে হয়?৯ [উত্তর—] যেহেতু অন্যত্র অভাব আছে (—গাভী ব্যতিরিক্তস্থলে তৃণাদির দুগ্ধরূপে পরিণাম হয় না)।১০ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] গাভীকর্তৃক উপযুক্ত (—ভক্ষিত) তৃণাদিই দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, কিন্তু প্রহীণ (—বিনষ্ট), অথবা বৃষাদিকর্তৃক ভক্ষিত তৃণ তাহা হয় না।১১ [ব্যতিরেকমুখে ইহাকেই পরিষ্কার করিতেছেন—] যদি ইহা (—তৃণাদির দুগ্ধরূপে পরিণাম) নিমিত্তবিহীন হইত, তাহা হইলে গাভীর শরীরসম্বন্ধ হইতে ভিন্নস্থলেও (—বৃষাদিশরীরেও) তৃণ প্রভৃতি দুগ্ধরূপে পরিণত হইত, [তাহা কিন্তু হয় না]।১২ [৪ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যে বিবৃত যুক্তির উত্তরে বলিতেছেন—] আর মনুষ্যগণকর্তৃক ইচ্ছানুসারে [তৃণাদি হইতে দুগ্ধ] সম্পাদিত হইতে পারে না, মাত্র এই হেতুবশতঃই [তাহা] নিমিত্তবিহীন হইবে, ইহা বলা যায় না।১৩ যেহেতু কোন কার্য্য মনুষ্যগণকর্তৃক সম্পাদনযোগ্য এবং কোন কার্য্য দেবগণকর্তৃক সম্পাদনযোগ্য।১৪ [আর মনুষ্য দুগ্ধ মোটেই উৎপাদন করিতে পারে না, তাহা নহে], মনুষ্যগণও যথোচিত উপায়দ্বারা তৃণাদি গ্রহণকরতঃ দুগ্ধ উৎপাদন করিতে অবশ্যই সমর্থ।১৫ [সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—] দেখ যাঁহারা প্রচুর

শাঙ্করভাষ্যম্

কাময়মানাঃ প্রভূতং ঘাসং ধেনুং চারয়ন্তি।১৬ ততশ্চ প্রভূতং ক্ষীরং লভন্তে।১৭ তস্মাৎ ন তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানস্য পরিণামঃ।১৮॥২।২।৫॥

ভাষ্যানুবাদ

দুগ্ধ কামনা করেন, তাঁহারা গাভীকে প্রচুর ঘাস ভক্ষণ করান্।১৬ আর তাহার ফলে তাঁহারা প্রচুর দুগ্ধ লাভ করেন।১৭ সেইহেতু (—দুগ্ধরূপে তৃণাদির স্বাভাবিক পরিণাম সম্ভব না হওয়ায়) তৃণাদির ন্যায় প্রধানের পরিণামও [নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষ] স্বাভাবিক নহে।১৮ [এইরূপে এই সূত্রদ্বয়ে চেতনের সহায়তা ব্যতিরেকে প্রধানের পক্ষে সৃষ্টি ও প্রলয় সম্পাদন সম্ভব নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইল]॥২।২।৫॥

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥২।২।৬॥

পদচ্ছেদ অভ্যুপগমে, অপি, অর্থাভাবাৎ।

সূত্রার্থ - [প্রধানস্য স্বাভাবিকীং প্রবৃত্তিম্ অভ্যুপেত্যাপি দূষয়তি—] **অভ্যুপগমে অপি**—প্রধানস্য স্বতঃপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে অপি, **অর্থাভাবাৎ**—পুরুষার্থস্য অপেক্ষাভাব-প্রসঙ্গাৎ [সাংখ্যমতাবলম্বিনঃ প্রতিজ্ঞা হীয়েত। যথা প্রধানং কিঞ্চিৎ সহকারি ন অপেক্ষতে, এবং প্রয়োজনম্ অপি কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষিষ্যতে অনপেক্ষস্বভাবত্বাৎ ইতি, অতঃ অচেতনং প্রধানং চেতনস্য পুরুষস্য অর্থং সাধয়িতুম্ প্রবর্ততে, ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ - [প্রধানের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিয়াও দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] **অভ্যুপগমে অপি**—প্রধানের স্বতঃ (—নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষ স্বাভাবিকী) প্রবৃত্তি স্বীকার করিলেও, **অর্থাভাবাৎ** পুরুষার্থের প্রতি অপেক্ষার অভাব হইয়া পড়ে বলিয়া [সাংখ্যমতাবলম্বীর প্রতিজ্ঞাহানি হইয়া পড়িবে। প্রধান যেমন কোন সহকারীকে অপেক্ষা করে না, এইপ্রকারে কোন প্রয়োজনকেও অপেক্ষা করিবে না; যেহেতু কোন কিছুকে অপেক্ষা না করাই তাহার স্বভাব। এইহেতু অচেতন প্রধান চেতন পুরুষের [ভোগ ও মোক্ষরূপ] প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য প্রবৃত্ত হয়, এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বাভাবিকী প্রধানপ্রবৃত্তিঃ ন ভবতি ইতি স্থাপিতম্।১ অথাপি নাম ভবতঃ শ্রদ্ধাম্ অনুরুধ্যমানাঃ স্বাভাবিকীম্ এব প্রধানস্য প্রবৃত্তিম্ অভ্যুপগচ্ছেম, তথাপি দোষঃ অনুষজ্যেত এব।২ কুতঃ?৩ অর্থাভাবাৎ।৪ যদি তাবৎ স্বাভাবিকী প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ, ন কিঞ্চিৎ

ভাষ্যানুবাদ

[টিঃ— প্রধানের অন্যনিরপেক্ষ স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি অঙ্গীকারে পুরুষার্থসাধনেও তাহা নিরপেক্ষ হইয়া পড়িবে।]

প্রধানের প্রবৃত্তি স্বাভাবিকী নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।১ আর যদি আপনার শ্রদ্ধার অনুরোধে প্রধানের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আমরা অঙ্গীকার করিয়া লই, তাহা হইলেও দোষ অবশ্যই হইয়া পড়িবে।২ কি প্রকারে?৩ [উত্তর—] যেহেতু অর্থের (—প্রয়োজনের) অভাব হইয়া পড়ে।৪ [ইহাই বিবৃত করিতে-

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্যৎ ইহ অপেক্ষতে ইতি উচ্যেত, ততঃ যথৈব সহকারি কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষতে, এবং প্রয়োজনম্ অপি কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষিষ্যতে, ইতি অতঃ প্রধানং পুরুষার্থং সাধয়িতুং প্রবর্ত্ততে ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত।৫ সঃ যদি ব্রূয়াৎ–সহকারি এব কেবলং ন অপেক্ষতে, ন প্রয়োজনম্ অপি ইতি।৬ তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্যং, ভোগঃ বা স্যাৎ, অপবর্গঃ বা, উভয়ং বা ইতি।৭ ভোগশ্চেৎ কীদৃশঃ অনাধেয়াতিশয়স্য পুরুষস্য ভোগঃ ভবেৎ?৮ অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ।৯ অপবর্গশ্চেৎ প্রাগপি প্রবৃত্তেঃ অপবর্গস্য সিদ্ধত্বাৎ প্রবৃত্তিঃ অনর্থিকা স্যাৎ।১০ শব্দাদ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গশ্চ।১১ উভয়ার্থতাভ্যুপগমেঽপি ভোক্তব্যানাং প্রধানমাত্রাণাম্ আন-

ভাষ্যানুবাদ

ছেন—] প্রধানের প্রবৃত্তি যদি স্বাভাবিকী হয়, অর্থাৎ এখানে (—স্বীয় প্রবৃত্তিতে, তাহা] অন্য কিছুকে অপেক্ষা করে না, এইপ্রকার বলা হয়, তাহা হইলে [বলিব—প্রধান] যেমন কোন সহকারীকে অপেক্ষা করে না, এইপ্রকারে কোন প্রয়োজনকেও অপেক্ষা করিবে না, [কারণ অনপেক্ষা উভয়ত্রই সমান], এইহেতু প্রধান পুরুষার্থ-সাধনের জন্য (—পুরুষের ভোগ ও মোক্ষরূপ প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য) প্রবৃত্ত হয়, এই যে [তোমার] প্রতিজ্ঞা, তাহা ব্যাহত হইয়া পড়িবে।৫

[সিঃ—প্রধান পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ, কোন প্রয়োজনই সম্পাদন করিতে পারে না।]

তিনি (–সাংখ্যী) যদি বলেন—[প্রধান] কেবলমাত্র সহকারীকেই অপেক্ষা করে না ; কিন্তু প্রয়োজনকেও যে অপেক্ষা করে না, তাহা নহে।৬ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন–] তাহা হইলেও প্রধানের যে প্রবৃত্তি, তাহার প্রয়োজন কি, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে ; তাহা (—সেই প্রয়োজন) কি ভোগ, অথবা অপবর্গ (—মোক্ষ), অথবা উভয়ই ?৭ যদি বল—ভোগই সেই প্রয়োজন, তাহা হইলে [বলিতে হইবে] অনাধেয়াতিশয় (—সুখের প্রাপ্তি ও দুঃখের পরিহাররূপ অতিশয় অর্থাৎ তারতম্য যাহাতে নাই, সেই কূটস্থ অসঙ্গ) পুরুষের ভোগ কিপ্রকার হইবে?৮ আর অনির্ম্মোক্ষও হইয়া পড়িবে (—ভোগপ্রদানের জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি হইলে তাহা সদাই ভোগপ্রদান করিতে থাকিবে, মোক্ষের হেতুভূত প্রকৃতিপুরুষের বিবেকজ্ঞানের অভাবে মুক্তি আর হইবে না)।৯ যদি বল—অপবর্গই সেই প্রয়োজন (—পুরুষের মোক্ষসম্পাদনের জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি হয়), তাহা হইলে [প্রধানের] প্রবৃত্তির পূর্ব্বেও অপবর্গ (—পুরুষের স্বস্বরূপে নিত্য অবস্থিতিরূপ মুক্তি) সিদ্ধ থাকে বলিয়া [প্রধানের] প্রবৃত্তি অনর্থক হইয়া পড়িবে।১০ আর শব্দ প্রভৃতির (—শব্দাদি ভোগ্যবিষয়সকলের) অনুপলব্ধি হইয়া পড়িবে, [কারণ পুরুষের মোক্ষের জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি হয় বলিতেছ, শব্দাদিবিষয় উপভোগ করাইবার জন্য

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাৎ অনির্ম্মোক্ষ প্রসঙ্গঃ এব।১২ ন চ ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থা প্রবৃত্তিঃ।১৩ নহি প্রধানস্য অচেতনস্য ঔৎসুক্যং সম্ভবতি।১৪ ন চ পুরুষস্য নির্ম্মলস্য নিষ্কলস্য ঔৎসুক্যম্।১৫ দৃক্‌শক্তিসর্গশক্তিবৈয়র্থ্যভয়াৎ চেৎ প্রবৃত্তিঃ।১৬ তর্হি দৃক্‌শক্ত্যনুচ্ছেদবৎ সর্গশক্ত্যনুচ্ছেদাৎ সংসারানুচ্ছেদাৎ অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ এব।১৭ তস্মাৎ প্রধানস্য পুরুষার্থা প্রবৃত্তিঃ ইতি এতদ্ অযুক্তম্।১৮॥২।২।৬॥

ভাষ্যানুবাদ

নহে]।১১ আর [ভোগ ও মোক্ষ, এই] উভয়প্রকার প্রয়োজন অঙ্গীকার করিলেও প্রধানের ভোক্তব্য মাত্রাসকল (—রূপরসাদি ভোগ্য অংশসকল) অনন্ত হওয়ায় মোক্ষের অভাব অবশ্যই হইয়া পড়িবে (৩০)।১২

[সিঃ—মুক্তির অভাব হইয়া পড়ে বলিয়া ঔৎসুক্যনিবৃত্তির, অথবা দৃকশক্তি ও সর্গশক্তির সার্থকতার জন্যও প্রধানের প্রবৃত্তি সম্ভব নহে।]

["ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ। পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তম্" ॥ (সাং কাঃ ৫৮), এই সাংখ্যমতবাদ নিরাকরণ করিতেছেন—] আর ঔৎসুক্যের (—কৌতুহলের, ইচ্ছার) নিবৃত্তির জন্য [প্রধানের] প্রবৃত্তি হয়, ইহা বলা যায় না।১৩ যেহেতু অচেতন প্রধানের ঔৎসুক্য সম্ভব নহে।১৪ আর নির্ম্মল ও নিষ্কল (—নিরবয়ব) পুরুষেরও ঔৎসুক্য (—ঔৎসুক্যরূপ মল) সম্ভব হয় না।১৫ যদি বল—[পুরুষের] দৃকশক্তি (—জ্ঞাতৃত্ব) এবং [প্রধানের] সৃষ্টিশক্তি ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে (—দৃশ্য বিষয় না থাকিলে চৈতন্যস্বভাব পুরুষের জ্ঞাতৃত্ব এবং দ্রষ্টব্য বিষয়ের সৃষ্টি ব্যতিরেকে ত্রিগুণাত্মক প্রধানের সৃষ্টি-শক্তি ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে অর্থাৎ সেই শক্তিদ্বয়ের সার্থকতার জন্য, প্রধানের] প্রবৃত্তি হয়।১৬ [তদুত্তরে বলিব—] তাহা হইলে [অবিনাশী পুরুষের] দৃক্‌শক্তির যেমন উচ্ছেদ (—নাশ) হয় না, তদ্রূপ [অবিনাশী প্রধানের] সৃষ্টিশক্তির উচ্ছেদ না হওয়ায় সংসারের অনুচ্ছেদবশতঃ (—প্রধান সৃষ্টি করিতেই থাকিবে এবং পুরুষ তাহা দর্শন করিতেই থাকিবে, এইপ্রকারে সংসারপ্রবাহের অবিরতিবশতঃ) মোক্ষের উচ্ছেদ অবশ্যই হইয়া পড়িবে।১৭ সেইহেতু পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।১৮ [এইরূপে এই সূত্রে 'পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য প্রধানের স্বাভাবিকভাবেই প্রবৃত্তি হয়', এই সাংখ্যমতবাদ নিরাকৃত হইল]॥২।২।৬॥

ভাবদীপিকা [সাংখ্যমতে মোক্ষের অসম্ভাবনা]

(৩০) তাৎপর্য্য এই—ভোগ ও মোক্ষ, এই উভয় প্রয়োজনবশতঃ প্রধানের যুগপৎ প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, কারণ তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। যদি বল—প্রবৃত্তি ক্রমশঃ হয়, অর্থাৎ ভোগপ্রদান শেষ করিয়া মোক্ষপ্রদানে প্রধানের প্রবৃত্তি হয়। তদুত্তরে বলা যায়—তাহাতে সকল পুরুষের

পুরুষাশ্মবদিতিচেত্তথাপি ॥২।২।৭॥

পদচ্ছেদ—পুরুষাশ্মবৎ, ইতি, চেৎ, তথাপি।

সূত্রার্থ—[নমু পুরুষঃ এব প্রধানস্য প্রবর্ত্তকঃ অস্তু। ন, স্বয়ম্ অপ্রবর্ত্তমানঃ কথং পরং প্রবর্ত্তয়েৎ ? তত্র আহ সাংখ্যী—] **পুরুষাশ্মবৎ**-[পুরুষবৎ অশ্মবৎ চ ইতি বিগ্রহঃ তথাচ—] যথা লোকে পঙ্গুঃ পুরুষঃ স্বয়ম্ অপ্রবর্ত্তমানঃ অন্ধং প্রবৃত্তিশক্তিমন্তং প্রবর্ত্তয়তি, অথবা অয়স্কান্তঃ অশ্মা যথা সন্নিধানমাত্রেণ অয়ঃ প্রবর্ত্তয়তি, [এবং পুরুষঃ ভবতি প্রধানস্য

ভাবদীপিকা [সাংখ্যমতে মোক্ষের অসম্ভাবনা]

যুগপৎ মুক্তি, অথবা মোক্ষাভাব হইয়া পড়িবে। তাহা এইপ্রকার—শব্দাদির ভোগ বলিতে তুমি কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছ ? (ক) শব্দাদি বিষয়সকলের মধ্যে যে কোন একটী শব্দাদি বিশেষের উপলব্ধিই কি ভোগ ? অথবা (খ) শব্দাদিবিষয়সকলের যতপ্রকার বিশেষ আছে, তাহাদের সকলের উপলব্ধিই ভোগ ? (ক) প্রথম পক্ষে—সকল পুরুষেরই যুগপৎ (—একই কালে) মুক্তি হইয়া যাইবে, কারণ প্রধানের প্রবৃত্তির অনন্তরই পুরুষের ঔপাধিক জন্মের পর শব্দাদিবিষয়সকলের মধ্যে যে কোন একটী বিষয়বিশেষের উপলব্ধি সকল পুরুষেরই হইয়া থাকে। আর ভোগ প্রদান শেষ হইলেই প্রধানের ভোগপ্রদানার্থা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া যায়; ফলে সকল পুরুষেরই যুগপৎ মুক্তি অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। (খ) দ্বিতীয় পক্ষে—প্রধানের কার্য্যভূত বিষয়সকল অনন্ত হওয়ায় পুরুষের ভোগ কখনও শেষ হইবে না, আর সেইহেতু প্রধানের ভোগপ্রদানার্থা প্রবৃত্তির কদাপি নিবৃত্তি না হওয়ায় পুরুষের মোক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। (প্রকটার্থবিবরণাবলম্বনে)। **সাংখ্যী** বলেন—মোক্ষ অসম্ভব নহে। আমাদের মতে বিষয়াকারা বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্বপাতবশতঃ বুদ্ধি ও পুরুষ যেন অভিন্ন হইয়া পড়ে; তাহার ফলে হয় পুরুষের ভোগ, ইহা আমরা ২ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বলিয়াছি। তৎকালে পুরুষ সেই বুদ্ধিকে নিজস্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে বুঝিতে পারে না। কিন্তু শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা প্রকৃতিপুরুষের বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহাদের অবিবেক (—অভিন্নত্ব-জ্ঞান) নিবৃত্ত হয়। তাহার ফলে বুদ্ধির যে সুখদুঃখাদ্যাকারে পরিণামকে পুরুষ নিজের বলিয়া বুঝিতেছিল, তাহার অভাববশতঃ পুরুষের স্বস্বরূপে অবস্থিতিরূপ মোক্ষ সিদ্ধ হয় (বিশেষ ২২ ভাবদীঃ দ্রঃ)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন— অসঙ্গ ও উদাসীন পুরুষের পক্ষে সুখদুঃখাদিভোগ এবং মোক্ষের উপায়ভূত প্রকৃতিপুরুষের বিবেক, কোনটীই সম্ভব নহে; কারণ ভোগ ও বিবেক-ক্রিয়ার আশ্রয় হওয়ায় পুরুষের অসঙ্গতা ব্যাহত হইয়া পড়িবে। যদি বল—তাহারা পুরুষে আরোপিত মাত্র। তদুত্তরে বলা যায়—তোমাদের মতে ভোগাদি সত্য পদার্থ, অসঙ্গ ও নির্লেপ বস্তুতে সত্য বস্তুর আরোপ সম্ভব নহে। দ্বৈতবস্তুর সত্যতাবাদী তোমরা আমাদিগের ন্যায় মিথ্যা সংসারের মিথ্যা সুখদুঃখভোগ ও মিথ্যা বিবেকখ্যাতি (—প্রকৃতিপুরুষের বিবেক) পারমার্থিক সত্যস্বরূপ পুরুষে মিথ্যা আরোপিত (—অধ্যস্ত), ইহা বলিতে পার না। ফলে আমাদের মতে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানদ্বারা সকারণ মিথ্যা আরোপের নাশ হইলে অধিষ্ঠানভূত পুরুষের স্বস্বরূপের অভিব্যক্তিরূপ মোক্ষ সিদ্ধ হয়। তোমাদের মতে তাহা সম্ভব না হওয়ায় মোক্ষের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। [ব্রহ্মবিদ্যাভরণাবলম্বনে। ৪৫ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে এই বিষয়ে অন্য যুক্তি দ্রষ্টব্য।]

প্রবর্ত্তকঃ]; **ইতি চেৎ?** [তত্র সিদ্ধান্তী বদতি—ন, যতঃ] **তথাপি**—প্রধানস্য পুরুষপ্রের্য্যত্বে অপি [প্রধানং স্বতন্ত্রম্ ইতি স্বাভ্যুপগমবিরোধঃ ; পুরুষস্য চ প্রবর্ত্তকত্বে কূটস্থত্বহানিঃ ইত্যাদিদোষেভ্যঃ অনির্ম্মোক্ষঃ এব। অস্মন্মতে তু ব্রহ্মণঃ আবিষ্যকং প্রবর্ত্তকত্বম্ ইতি ন কৌটস্থ্যহানিঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[যদি বলা হয়—পুরুষই প্রধানের প্রবর্ত্তক হউন্। তদুত্তরে বলা যায়—তাহা বলিতে পার না, যিনি স্বয়ং প্রবৃত্ত হন না, [সেই কূটস্থ] তিনি কিপ্রকারে অপরকে প্রবৃত্ত করিবেন? তদুত্তরে সাংখ্যী বলিতেছেন—] **পুরুষাশ্মবৎ**—[পুরুষের ন্যায় এবং অশ্মের ন্যায়, ইহাই বিগ্রহবাক্য। তাহাতে অর্থ হয়—] যেমন লোকমধ্যে পঙ্গু পুরুষ, যিনি স্বয়ং প্রবৃত্ত হন না, তিনি প্রবৃত্তিশক্তিমান্ অন্ধকে প্রবৃত্ত করান্, অথবা অয়স্কান্ত প্রস্তর (—চুম্বক প্রস্তর) যেমন মাত্র সান্নিধ্যবশতঃ লৌহকে প্রবৃত্ত করায়, [এইপ্রকারে পুরুষ প্রধানের প্রবর্ত্তক]; **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—না, তাহা বলা যায় না, যেহেতু] **তথাপি**—প্রধান পুরুষকর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেও ['প্রধান স্বাধীন', এই যে তোমার নিজের স্বীকৃতি, তাহার বিরোধ হইবে ; আর পুরুষ প্রবর্ত্তক হইলে তাঁহার কূটস্থতার ব্যাঘাত হইবে, ইত্যাদি দোষসকল হইতে নিষ্কৃতি কিছুতেই হইবে না। আমাদের মতে কিন্তু ব্রহ্মের প্রবর্ত্তকতা আবিষ্যক, এইহেতু তাঁহার কূটস্থতার হানি হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাদেতৎ, যথা কশ্চিৎ পুরুষঃ দৃক্শক্তিসম্পন্নঃ প্রবৃত্তিশক্তিবিহীনঃ পঙ্গুঃ অপরং পুরুষং প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নং দৃক্শক্তিবিহীনম্ অন্ধম্ অধিষ্ঠায় প্রবর্ত্তয়তি।১ যথা বা অয়স্কান্তঃ অশ্মা স্বয়ম্ অপ্রবর্ত্তমানঃ অপি অয়ঃ প্রবর্ত্তয়তি।২ এবং পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়িষ্যতি ইতি দৃষ্টান্তপ্রত্যয়েন পুনঃ প্রত্যবস্থানম্।৩ অত্র উচ্যতে—তথাপি নৈব দোষাৎ নির্ম্মোক্ষঃ অস্তি।৪ অভ্যুপেতহানং তাবৎ দোষঃ আপততি, প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্য প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমাৎ, পুরুষস্য চ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—দৃষ্টান্তবলে পুরুষের প্রবর্ত্তকতা ও প্রধানের প্রবর্ত্ত্যতা প্রতিপাদন।]

সাংখ্যী—আচ্ছা, ইহাও তো হইতে পারে, যেমন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ও প্রবৃত্তিশক্তিবিহীন (—চলচ্ছক্তিরহিত) কোন পঙ্গু পুরুষ প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তিবিহীন অপর অন্ধ পুরুষকে অধিষ্ঠান করিয়া (—তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, তাহাকে] প্রবর্ত্তিত (—পরিচালিত) করে (সাং কাঃ ২১)।১ অথবা যেমন চুম্বক প্রস্তর স্বয়ং প্রবৃত্ত না হইয়াও লৌহকে প্রবৃত্ত করায়।২ এইপ্রকারে পুরুষ প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিবে, এইপ্রকার দৃষ্টান্তপ্রত্যয়ের (—দৃষ্টান্তজনিত জ্ঞানের) দ্বারা পুনরায় প্রতিবাদ করা হইতেছে।৩

[সিঃ—দৃষ্টান্তের অসমতা ও মোক্ষাভাব ইত্যাদি দোষবশতঃ প্রধান ও পুরুষের মধ্যে প্রবর্ত্ত্য-প্রবর্ত্তকভাব নিরাকরণ।]

সিদ্ধান্তী—এই বিষয়ে বলা হইতেছে, তাহা হইলেও দোষ হইতে মুক্তি হয় না।৪ [কিপ্রকারে? তাহা বলিতেছেন—পুরুষ প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করেন, ইহা স্বীকার করিলে তোমার পক্ষে] স্বীকৃতের পরিত্যাগরূপ দোষ হইয়া পড়িবে, যেহেতু [তোমাদের মতে]

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রবর্ত্তকত্বানভ্যুপগমাৎ ।৫ কথং চ উদাসীনঃ পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়েৎ ।৬ পঙ্গুঃ অপি হি অন্ধং বাগাদিভিঃ পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি ।৭ নৈবং পুরুষস্য কশ্চিদপি প্রবর্ত্তনব্যাপারঃ অস্তি, নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ চ ।৮ নাপি অয়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রেণ প্রবর্ত্তয়েৎ, সন্নিধিনিত্যত্বেন প্রবৃত্তিনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ।৯ অয়স্কান্তস্য তু অনিত্যসন্নিধেঃ অস্তি স্বব্যাপারঃ সন্নিধিঃ, পরিমার্জ্জনাদ্যপেক্ষা চ অস্য অস্তি ইতি অনুপন্যাসঃ পুরুষাশ্মবৎ ইতি ।১০ তথা প্রধানস্য

ভাষ্যানুবাদ

স্বাধীন প্রধানের প্রবৃত্তি অঙ্গীকৃত হয় এবং পুরুষের প্রবর্ত্তকতা অঙ্গীকৃত হয় না ৫ [আর পুরুষের প্রবর্ত্তকতা অঙ্গীকার করিলেও] উদাসীন পুরুষ কিপ্রকারে প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিবেন ?৬ যেহেতু পঙ্গুও বাক্য প্রভৃতির দ্বারা অন্ধ পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করে।৭ [কিন্তু] পুরুষের এইপ্রকার কোন প্রবর্ত্তনব্যাপার (—পরিস্পন্দনরূপ ক্রিয়া, অথবা প্রযত্নরূপ গুণ) নাই, যেহেতু তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ।৮ [কিন্তু স্বগতব্যাপার ব্যতিরেকেও তো অয়স্কান্তের প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়, পুরুষেরও তদ্রূপ হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর অয়স্কান্তের ন্যায় নৈকট্যমাত্রতার দ্বারা [পুরুষ প্রধানকে] প্রবর্ত্তিত করিবেন, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু [পুরুষ ও প্রধান, উভয়েই ব্যাপক ও নিত্য হওয়ায়] নৈকট্যের নিত্যতাবশতঃ [প্রধানের] প্রবৃত্তির নিত্যতা হইয়া পড়িবে [ফলে সৃষ্টি সদাই চলিতে থাকিবে, প্রলয় বা মোক্ষ কিছুই সম্ভব হইবে না ৯ বিষম দৃষ্টান্ত হওয়ায় অয়স্কান্তের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন—] অনিত্যসন্নিধিবিশিষ্ট চুম্বকের স্বব্যাপাররূপ সন্নিধি আছে (৩১) এবং পরিমার্জ্জনাদির অপেক্ষাও ইহার আছে, [কারণ মৃত্তিকাদির দ্বারা আবৃত চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে না] ; এইহেতু "পুরুষের ন্যায় এবং প্রস্তরের ন্যায়", এইপ্রকার উল্লেখ ঠিক হইল না।১০ [প্রবর্ত্ত্য ও প্রবর্ত্তকভাব সম্বন্ধের অধীন। কিন্তু প্রধান ও পুরুষের মধ্যে কোনপ্রকার সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় তাহাদের মধ্যে প্রের্য্য-প্রেরকভাব সম্ভব নহে, ইহাই বলিতেছেন—] এইরূপে প্রধান অচেতন হওয়ায় এবং পুরুষ

ভাবদীপিকা

(৩১) তাৎপর্য্য এই - যতটা নৈকট্য থাকিলে চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, চুম্বক লৌহের ততটা নিকটে সদাই অবস্থান করে না। এইহেতু বলা হইল—'চুম্বক অনিত্যসন্নিধিবিশিষ্ট' লৌহকে আকর্ষণ করিবার জন্য চুম্বককে লৌহের নিকট আনয়ন করিতে হয়, তাহাকে ঋজুভাবে স্থাপন করিতে হয়, ইত্যাদি এইপ্রকার ব্যাপারের (—ক্রিয়ার) অপেক্ষাও তাহার আছে এতাদৃশ ব্যাপারাত্মক সন্নিধি চুম্বকের আছে, অর্থাৎ চুম্বক এইপ্রকার ব্যাপারবিশিষ্ট 'স্বব্যাপাররূপসন্নিধি আছে', এই বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য। ব্যাপক পুরুষ ও ব্যাপক প্রধানের সন্নিধি কিন্তু সদাই বিদ্যমান এবং কূটস্থ ও অসঙ্গ পুরুষে কোনপ্রকার ব্যাপার সম্ভব নহে, পরিমার্জ্জনাদির অপেক্ষাও পুরুষের নাই, ইহাই চুম্বক হইতে পুরুষের বৈষম্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

অচৈতন্যাৎ, পুরুষস্য চ ঔদাসীন্যাৎ, তৃতীয়স্য চ তয়োঃ সম্বন্ধয়িতুঃ অভাবাৎ সম্বন্ধানুপপত্তিঃ ।১১ যোগ্যতানিমিত্তে চ সম্বন্ধে যোগ্যত্বানুচ্ছেদাৎ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ।১২ পূর্ব্ববৎ চ ইহাপি অর্থাভাবঃ বিকল্পয়িতব্যঃ ।১৩ পরমাত্মনস্তু স্বরূপব্যপাশ্রয়ম্ ঔদাসীন্যং মায়াব্যপাশ্রয়ং চ প্রবর্ত্তকত্বম্ ইতি অস্তি অতিশয়ঃ ।১৪॥২।২।৭॥

ভাষ্যানুবাদ

উদাসীন হওয়ায়, আর সেই দুইটীর মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনকর্ত্তা তৃতীয় কেহ না থাকায় [তাহাদের মধ্যে প্রবর্ত্ত্য-প্রবর্ত্তকভাবরূপ] সম্বন্ধ যুক্তিসঙ্গত নহে।১১ [কিন্তু অচেতন প্রধানের দৃশ্য হইবার এবং চেতন পুরুষের দ্রষ্টা হইবার যোগ্যতা থাকায় তাহাদের মধ্যে দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভাবরূপ সম্বন্ধ হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] যোগ্যতারূপ নিমিত্তবশতঃ সম্বন্ধ হইলে [নিত্য প্রধান ও নিত্য পুরুষনিষ্ঠ সেই জড়ত্ব ও চিত্ত্বরূপ] যোগ্যতার উচ্ছেদ না হওয়ায় [সম্বন্ধেরও উচ্ছেদ হইবে না, ফলে] মোক্ষের অভাব হইয়া পড়িবে।১২ আর পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও (—'প্রধানের প্রবৃত্তি পুরুষের অধীন' (৩ বাক্য) এই পক্ষেও) অর্থাভাবের (—প্রয়োজনাভাবের) বিকল্প করিতে হইবে (৩২)।১৩ কিন্তু পরমাত্মার যে ঔদাসীন্য, তাহা স্বরূপাশ্রিত, আর [তাঁহার] প্রবর্ত্তকতা মায়াশ্রিত (—মায়ার দ্বারা অধ্যস্ত, সুতরাং মিথ্যা], এইপ্রকার অতিশয় (—সাংখ্যাভিমত পুরুষ হইতে বিশেষ; আমাদের পরমাত্মার] আছে। [সুতরাং কোন প্রকার বিরোধ আমাদের মতে নাই।১৪ সাংখ্যমতে কিন্তু পুরুষের প্রবর্ত্তকতা ও ঔদাসীন্য উভয়ই সত্য হওয়ায় বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এইপ্রকারে এই সূত্রে 'পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রধানের প্রবৃত্তি' এই সাংখ্যমতবাদ নিরাকৃত হইল।] ॥২।২।৭॥

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥২।২।৮॥

সূত্রার্থ—চ—অপিচ, [সাংখ্যমতে গুণত্রয়সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। সা কূটস্থা বা, বিকারিণী বা? আদ্যে পরস্পরানপেক্ষাণাং গুণানাং সাম্যাবস্থাপ্রচ্যুত্যভাবেন] **অঙ্গিত্বানুপপত্তেঃ**—অঙ্গাঙ্গিত্বানুপপত্তেঃ [মহদাদিকার্য্যানুদয়প্রসঙ্গঃ। দ্বিতীয়ে—স্বতঃ প্রচ্যুতিঃ, উত

ভাবদীপিকা

(৩২) ২।২।৬ সূঃ ভাষ্য ৭ সংখ্যক বাক্যে যেমন ভোগের জন্য, মোক্ষের জন্য এবং ভোগ ও মোক্ষ উভয়ের জন্য স্বাধীন প্রধানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কল্পনা করিয়া ৮ হইতে ১২ সংখ্যক বাক্যে তাহাতে দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত পুরুষাধীন প্রধানের প্রবৃত্তিস্থলেও সেইপ্রকারে বিকল্পত্রয়ের উদ্ভাবন করিয়া সেইপ্রকারেই প্রয়োজনাভাবরূপ দোষ প্রদর্শন করিতে হইবে, ইহাই ভাব। **সাংখ্যী** বলেন—তোমাদের পরমাত্মাও তো কূটস্থ ও উদাসীন, তিনিই বা কিপ্রকারে প্রবর্ত্তক (—নিমিত্তকারণ) হইবেন? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**পরমাত্মনস্তু**—'কিন্তু পরমাত্মার', ইত্যাদি।

অন্যতঃ ? ন আগ্ঃ ; সদা কার্য্যপ্রসঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, পুরুষস্য ঔদাসীন্যাভ্যুপগমহানেঃ।
অতঃ প্রচ্যুত্যভাবেন অঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ কার্য্যাভাবপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—চ—আর এক কথা, [সাংখ্যমতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি (—প্রধান)। তাহা কূটস্থ, অথবা বিকারী ? প্রথম পক্ষে—পরস্পরের প্রতি নিরপেক্ষ গুণসকলের সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতির অভাববশতঃ] **অঙ্গিত্বানুপপত্তেঃ—**অঙ্গাঙ্গিভাব যুক্তিসঙ্গত হয় না বলিয়া [মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্যসকলের অভিব্যক্তি হইবে না, এই দোষ হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয় পক্ষে—সাম্যাবস্থা হইতে স্বতঃই প্রচ্যুতি হয়, অথবা অন্যকর্তৃক প্রচ্যুত হয় ? প্রথম কল্প সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহা হইলে সদাই কার্যের অভিব্যক্তি হইতে থাকিবে। দ্বিতীয় কল্পও সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহাতে পুরুষের যে ঔদাসীন্য স্বীকৃত হয়, তাহা ত্যক্ত হইয়া পড়িবে। অতএব সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতির অভাববশতঃ [গুণত্রয়ের মধ্যে] অঙ্গাঙ্গিভাব উপপন্ন না হওয়ায় কার্য্যোৎপত্তির অভাব হইয়া পড়ে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ ন প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ অবকল্পতে ।১ যদ্ধি সত্ত্বরজস্তমসাম্ অন্যোন্যগুণপ্রধানভাবম্ উৎসৃজ্য সাম্যেন স্বরূপমাত্রেণ অবস্থানং, সা প্রধানাবস্থা ।২ তস্যাম্ অবস্থায়াম্ অনপেক্ষস্বরূপাণাম্ স্বরূপপ্রণাশভয়াৎ পরস্পরং প্রতি অঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ।৩ বাহ্যস্য চ কস্যচিৎ ক্ষোভয়িতুঃ অভাবাৎ গুণবৈষম্যনিমিত্তঃ মহদাদ্যুৎপাদঃ ন স্যাৎ ।৪॥২।২।৮॥

ভাষ্যানুবাদ

[গুণসকলের অঙ্গাঙ্গিভাবের অসম্ভাবনাবশতঃ সৃষ্টির অসম্ভাবনা।]

[প্রধানের স্বতঃ বা পুরুষনিমিত্ত প্রবৃত্তি হয় না, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে গুণসকলের গুণপ্রধানভাবরূপ (—অঙ্গাঙ্গিভাবরূপ) বৈষম্যও সম্ভব হয় না, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—] আর এই হেতুবশতঃও প্রধানের প্রবৃত্তি (— মহদাদি কার্য্যরূপে পরিণাম) সঙ্গত হয় না।১ পরস্পরের প্রতি গুণপ্রধানভাবকে (—অপ্রধান ও প্রধানভাবকে) ত্যাগ করিয়া সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের যে সমতারূপ স্বরূপমাত্রে অবস্থান, তাহাই প্রধানাবস্থা।২ [সেই প্রধানাবস্থা কূটস্থ নিত্য, অথবা বিকারী ? প্রথম পক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] সেই অবস্থাতে পরস্পরনিরপেক্ষস্বরূপ [গুণ] সকলের [সাম্যাবস্থা, অর্থাৎ প্রধানাবস্থারূপ] স্বরূপের বিনাশভয়ে [তাহাদের] পরস্পরের প্রতি অঙ্গাঙ্গিভাব (১৭ ভাবদীঃ) যুক্তিসঙ্গত না হওয়ায় 'সৃষ্টিই সম্ভব হয় না'।৩ [দ্বিতীয় পক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] বাহ্য (—প্রধান হইতে ভিন্ন) কোন ক্ষোভয়িতার (—সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতিসম্পাদক নিমিত্ত কারণের) অভাববশতঃ গুণসকলের বৈষম্য যাহার হেতু, সেই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির উৎপত্তি হইবে না (৩৩)।৪ [এইরূপে এই সূত্রে গুণত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিভাবের অভাববশতঃ সাংখ্যমতে সৃষ্টিই সম্ভব হয় না, ইহা প্রদর্শিত হইল]॥২।২।৮॥

[৩৩ সংখ্যক ভাবদীপিকা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাতে দ্রষ্টব্য]।

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥২।২।৭॥

পদচ্ছেদ - অন্যথা, অনুমিতৌ, চ, জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ।

সূত্রার্থ—[ন বয়ম্ অনপেক্ষস্বভাবান্ কূটস্থান্ গুণান্ অনুমিমীমহে। অপিতু] **অন্যথা**—প্রকারান্তরেণ [যথা কার্যোৎপত্তিসম্ভবঃ, তথা অন্যোন্যসাপেক্ষান্ গুণান্]। **অনুমিতৌ**—এবম্ অনুমানে সতি, [ন সৃষ্ট্যভাবরূপঃ পূর্ব্বোক্তদোষপ্রসক্তিঃ, ইতি চেৎ ? ন], **জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ**—গুণানাং জ্ঞানশক্তিরহিতত্বাৎ [অচেতনানাং গুণানাং স্বতঃ বৈষম্যাঙ্গীকারে সর্ব্বদা কার্য্যোৎপত্তিঃ স্যাৎ, স্বতঃ অবৈষম্যে সদা সাম্যপ্রসঙ্গঃ, ইতি অঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ কার্যানুদয়-প্রসঙ্গঃ তদবস্থঃ এব ইতি ভাবঃ]। **চকারঃ**—অনুমানম্ অপি ন সিধ্যতি ইত্যর্থং দ্যোতয়তি।

অনুবাদ—[আমরা পরস্পর নিরপেক্ষস্বভাব কূটস্থ গুণসকলকে অনুমান করিতেছি না। কিন্তু] **অন্যথা**—অন্যপ্রকারে, [যাহাতে কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হয়, সেইপ্রকারে পরস্পরসাপেক্ষ 'গুণসকলকে অনুমান করিতেছি']। **অনুমিতৌ**—এইপ্রকারে অনুমান করিলে [সৃষ্টির অভাবরূপ পূর্ব্বোক্ত দোষ হইয়া পড়িবে না, এইপ্রকার যদি বলা হয়? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—না, তাহা বলিতে পার না], **জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ**—যেহেতু গুণসকল

ভাবদীপিকা

(৩৩০) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়কালে যে গুণসকল সাম্যাবস্থাতে ছিল, তোমাদের মতে তৎকালে যাহাদের সদৃশ পরিণাম মাত্র চলিতেছিল, সৃষ্টিকালে তাহাদের সেই সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতির, অর্থাৎ বিসদৃশ পরিণামের হেতু কি ? তাদৃশ পরিণামের প্রতি বাহ্য কোন কারণ, অর্থাৎ ক্ষোভয়িতা তোমরা অঙ্গীকার কর না (২।২।৪ সূঃ)। যদি বল—গুণসকল স্বতঃই বৈষম্যপ্রাপ্ত হয়। তদুত্তরে বলিব— স্বতঃ বৈষম্যপ্রাপ্তি গুণসকলের স্বভাব হইলে তাহাদের সাম্যাবস্থা কখনও সিদ্ধ হইবে না। ফলে প্রলয়ই হইবে না। যদি বল—পূর্ব্বকল্পীয় যে বিসদৃশ পরিণাম, তাহার সংস্কার উক্ত সাম্যা-বস্থাতে ছিল ; তাহাই বৈষম্যের হেতু। তদুত্তরে বলিব—প্রলয়কালে গুণসকলের সদৃশ পরিণাম সুদীর্ঘকালব্যাপিয়া চলিতে থাকে, সুতরাং তজ্জন্য সংস্কারও থাকে প্রচুর। অতএব নিকটবর্ত্তী সদৃশপরিণামজনিত সংস্কারের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও দূরবর্ত্তী বিসদৃশ পরিণামের সংস্কার কার্য্যকরী হইবে, ইহার নিয়ামক কি? ধর্ম্মাধর্ম্ম সেই নিয়ামক হইতে পারে না, ইহা ২৮ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কালও সেই নিয়ামক নহে, কারণ কালপদার্থই তোমরা অঙ্গীকার কর না (সাং কাঃ ৩৩ তত্ত্বকৌঃ)। আর যদি **কালপদার্থ অঙ্গীকৃত হয়***, তাহা হইলে নিত্য বিভু ও প্রকৃতির গুণভূত কালপদার্থ সদাই প্রকৃতিতে (—প্রধানে) বিদ্যমান থাকায় সর্ব্বদাই কার্যোৎপত্তি হইতে থাকিবে। অদৃষ্টকেও সেই নিয়ামক বলিতে পার না, কারণ সংস্কারাত্মক হওয়ায় তাহাও উদ্বোধকসাপেক্ষ, সেই উদ্বোধক কারণই কিছু সিদ্ধ হইতেছে না। অতএব দূরবর্ত্তী বিসদৃশ পরিণামের সংস্কারকে কার্য্যকরী করিবার কোন হেতু না থাকায় এবং কোন বাধক না থাকায় নিকটবর্ত্তী সদৃশ পরিণামের সংস্কারই বলবান্ হওয়ায়, তাহার বলে গুণত্রয়ের সদৃশ পরিণামই চলিতে থাকিবে, অঙ্গাঙ্গিভাবরূপ বৈষম্য হইবে না ; ফলে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির উৎপত্তি, অর্থাৎ সৃষ্টি সম্ভব হইবে না (বার্ত্তিকটীকা দ্রঃ)।

* "দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ" (সাং সূঃ ২।১২), অত্রস্থ সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে দিক্ ও কালপদার্থ নিত্য, বিভু এবং প্রকৃতির গুণরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। খণ্ড দিক্‌কালকে আকাশের কার্য্য বলা হইয়াছে। (২।২।৪ অধিঃ ২০ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

জ্ঞানশক্তিরহিত (—অচেতন)। [অচেতন গুণসকলের স্বতঃ বৈষম্য (—স্বতঃ পরস্পর-সাপেক্ষতা, স্বতঃ অঙ্গাঙ্গিভাব) অঙ্গীকার করিলে সদাই কার্য্যোৎপত্তি হইতে থাকিবে; স্বতঃ অবৈষম্য হইলে সর্ব্বদাই সাম্যাবস্থাতে অবস্থিতি হইয়া পড়িবে, এইহেতু [গুণসকলের] অঙ্গাঙ্গিভাব উপপন্ন হয় না বলিয়া কার্য্যের অনুৎপত্তিদোষ সেই অবস্থাতেই থাকিয়া যাইবে, ইহাই ভাব]। চকারটী— অনুমানও সিদ্ধ হয় না, এই অর্থকে সূচিত করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথাপি স্যাৎ অন্যথা বয়ম্ অনুমিমীমহে যথা ন অয়ম্ অনন্তরঃ দোষঃ প্রসজ্যেত।১ ন হি অনপেক্ষ-স্বভাবাঃ কূটস্থাশ্চ অস্মাভিঃ গুণাঃ অভ্যুপগম্যন্তে, প্রমাণাভাবাৎ।২ কার্য্যবশেন তু গুণানাং স্বভাবঃ অভ্যুপগম্যতে।৩ যথা যথা কার্য্যোৎপাদঃ উপপদ্যতে, তথা তথা এষাং স্বভাবঃ অভ্যুপগম্যতে।৪ "চলং [চ] গুণবৃত্তম্" (যোঃ সূঃ ৩।১৩ ব্যাসভাষ্য) **ইতি চ অস্তি অভ্যুপগমঃ।৫ তস্মাৎ সাম্যা-**

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণামাত্মক চাঞ্চল্যই গুণসকলের স্বভাব, ফলে অঙ্গাঙ্গিভাব ও সৃষ্টি সম্ভব।]

সাংখ্যী—আচ্ছা, এইপ্রকারও হইতে পারে—[পরস্পরনিরপেক্ষ গুণসকলের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব না হইলেও] আমরা অন্যপ্রকারে (—গুণসকল পরস্পরসাপেক্ষ, এইপ্রকারে) অনুমান করিতেছি (৩৪), যাহাতে অব্যবহিত পূর্ব্বে উক্ত [বৈষম্যের, অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিভাবের অভাববশতঃ সৃষ্টির অভাবরূপ] এই দোষ প্রসক্ত না হইয়া পড়ে।১ আমরা গুণসকলকে [পরস্পর] নিরপেক্ষস্বভাব ও কূটস্থরূপে নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করিতেছি না, যেহেতু [সেই বিষয়ে কোন] প্রমাণ নাই ২ [যদি বলা হয়—গুণসকল পরস্পরসাপেক্ষ ও বিকারী, সেই বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই, তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু কার্য্যের বশেই গুণসকলের স্বভাব অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।৩ [সুতরাং] যে যে প্রকারে কার্য্যের উৎপত্তি যুক্তিসঙ্গত, সেই সেই প্রকারেই ইহাদের স্বভাব অঙ্গীকৃত হইতেছে।৪ [গুণসকলকে পরস্পরসাপেক্ষ ও বিকারিরূপে অঙ্গীকার করার ফলে স্বপক্ষে অপসিদ্ধান্ত হইতেছে না, ইহা প্রদর্শনের জন্য ব্যাসের বচন উদ্ধৃত করিতেছেন—] আর "চাঞ্চল্যই (—কদাচিৎ সাম্যাবস্থা, কদাচিৎ বৈষম্যাবস্থা, এইপ্রকার চঞ্চলতাই) গুণসকলের স্বভাব", এইপ্রকার

ভাবদীপিকা

(৩৪) ২।২।৮ সূঃ ৩ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যে **সিদ্ধান্তী** যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে অনুমান-মুদ্রায় এইপ্রকারে বলিতে হইবে—"গুণাঃ বৈষম্যরহিতাঃ পরস্পরনিরপেক্ষস্বরূপত্বাৎ" উক্ত অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধি প্রদর্শনের জন্য **সাংখ্যী** এখানে অনুমান করিতেছেন—"গুণাঃ পরস্পরসাপেক্ষস্বভাবাঃ মহদাদিকার্য্যোৎপত্তিহেতুত্বাৎ"। এই অনুমানে সাংখ্যী গুণসকলকে 'পরস্পরসাপেক্ষস্বরূপ' অঙ্গীকার করিতেছেন বলিয়া সিদ্ধান্তী কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত অনুমানে "গুণসকলরূপ" পক্ষে "পরস্পরনিরপেক্ষস্বরূপত্ব" রূপ হেতুটী না থাকায় সিদ্ধান্তীর অনুমান স্বরূপাসিদ্ধিদোষদুষ্ট হইয়া পড়িল, ইহাই ভাব। সাংখ্যী কেন এইপ্রকার অনুমান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা প্রকটিত করিতেছেন"—**ন হি অনপেক্ষ"—'আমরা'** ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম

বস্থায়াম্ অপি বৈষম্যোপগমযোগ্যাঃ এব গুণাঃ অবতিষ্ঠন্তে ইতি।৬ এবমপি প্রধানস্য জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ রচনানুপপত্ত্যাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তাঃ দোষাঃ তদবস্থাঃ এব।৭ জ্ঞশক্তিম্ অপি তু অনুমিমানঃ প্রতিবাদিত্বাৎ নিবর্ত্তেত, চেতনম্ একম্ অনেকপ্রপঞ্চস্য জগতঃ উপাদানম্ ইতি ব্রহ্মবাদপ্রসঙ্গাৎ।৮ বৈষম্যোপগমযোগ্যাঃ অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়াং নিমিত্তাভাবাৎ নৈব বৈষম্যং ভজেরন্।৯

ভাষ্যানুবাদ

স্বীকৃতি [আমাদের শাস্ত্রে] আছে।৫ সেইহেতু (—চাঞ্চল্যই গুণের স্বভাব হওয়ায়) সাম্যাবস্থাতেও বৈষম্যপ্রাপ্তির যোগ্য গুণসকলই অবস্থান করে। [ফলে যথাকালে অঙ্গাঙ্গিভাবরূপ বৈষম্যাবস্থার আবির্ভাব ও মহদাদির উৎপত্তি সম্ভব]।৬

[ভাবার্থঃ—গুণসকলে সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণামযোগ্যতা থাকিলেও নিমিত্তের অভাববশতঃ সৃষ্টি ও প্রলয় অসম্ভব।]

সিদ্ধান্তী—এইপ্রকার হইলেও (—সাম্যাবস্থাতেও বৈষম্যপ্রাপ্তির যোগ্য গুণসকল অবস্থান করিলেও) প্রধানের জ্ঞানশক্তির অভাববশতঃ জগৎসৃষ্টির অসঙ্গতি প্রভৃতি [২।২।১ সূত্রে] পূর্ব্বোক্ত দোষসকল সেই অবস্থাতেই থাকিয়া যাইতেছে।৭ [কিন্তু যদ্ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হয় না, প্রধানের সেই জ্ঞানশক্তিও (—চৈতন্যও) আমরা অনুমান করিব। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু [প্রধানের] জ্ঞানশক্তিকেও যিনি অনুমান করেন, তিনি (—সেই সাংখ্যী) প্রতিবাদিতা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পড়িবেন (—পূর্ব্বপক্ষিরূপে না থাকিয়া সিদ্ধান্তীর পক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িবেন), যেহেতু 'এক চেতন অনেকপ্রপঞ্চসমন্বিত জগতের উপাদান', এইপ্রকারে ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকৃত হইয়া পড়িবে।৮ [এক্ষণে গুণসকলের অঙ্গাঙ্গিভাবরূপ বৈষম্যই সম্ভব হয় না, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—] গুণসকল বৈষম্য প্রাপ্তির যোগ্য হইলেও সাম্যাবস্থাতে [বৈষম্যপ্রাপক] নিমিত্তের অভাববশতঃ (৩৫) বৈষম্যকে প্রাপ্তই হইবে না। [ফলে মহদাদি কার্য্যের উৎপত্তিই হইবে না]।৯ অথবা [যোগ্যতা

ভাবদীপিকা [স্বভাবকারণবাদ নিরাকরণ]

(৩৫) এই স্থলে সংশয় হয়—যোগ্যতা থাকিলে কার্য্যোৎপত্তি স্বতঃই হইবে, তাহাতে আবার নিমিত্তের অপেক্ষা কেন ? তদুত্তরে বলা যায়—মেধাবী ছাত্রের বিদ্যার্জ্জনে যোগ্যতা থাকিলেও শিক্ষকরূপ নিমিত্তের অপেক্ষা কেন ? মৃত্তিকাতে ঘটোৎপাদনযোগ্যতা থাকিলেও কুম্ভকারের অপেক্ষা কেন ? প্রতিবন্ধনিরাকরণের জন্য নিমিত্তের অপেক্ষা তো "নিমিত্তম-প্রয়োজকম্" (যোঃ সূঃ ৪।৩) ইত্যাদি সূত্রে তোমরাও অঙ্গীকার করিয়াছ। সুতরাং এই স্থলে উক্তপ্রকার আশঙ্কা হওয়া উচিত নহে। "কোন প্রকার নিমিত্তব্যতিরেকে নিয়মিতভাবে সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম প্রধানের স্বভাববশতঃ স্বতঃই হইয়া থাকে, ইহাও বলিতে পার না ; কারণ তাহাতে স্বভাবকারণবাদ অঙ্গীকৃত হইয়া পড়িবে" (বার্ত্তিকটীকা)। হউক্, ক্ষতি কি ? ইহাই ক্ষতি যে, তদঙ্গীকারে জগতের কারণ কিছুই নির্ণীত হইবে না। জগৎকারণনির্ণয়ে প্রবৃত্ত তোমাকে বলিতে হইবে, 'ইহা এইপ্রকারই', 'এইপ্রকার হওয়াই জগতের স্বভাব', ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত স্বভাব-

শাঙ্করভাষ্যম্

ভজমানাঃ বা নিমিত্তাভাবাবিশেষাৎ সর্বদা এব বৈষম্যং ভজেরন্ ইতি প্রসজ্যতে এব অয়ম্ অনন্তরোঽপি দোষঃ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ

বশতঃ] ভজনা করিলেও (—বৈষম্য প্রাপ্ত হইলেও) নিমিত্তের অভাব অবিশেষভাবে থাকায় (—সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যপ্রাপ্তির যেমন কোন নিমিত্ত নাই, তদ্রূপ বৈষম্যাবস্থা হইতে সাম্যাবস্থাপ্রাপ্তির প্রতিও কোন নিমিত্ত না থাকায়) সর্বদাই বৈষম্যকেই প্রাপ্ত হইতে থাকিবে (—সৃষ্টিই হইতে থাকিবে, সাম্যাবস্থা প্রাপ্তিরূপ প্রলয় আর হইবে না), এইপ্রকারে অব্যবহিত পূর্ববর্তী এই দোষও (—২।২।৮ সূত্রোক্ত মহদাদি কার্য্যোৎপত্তির অভাবরূপ দোষও) অবশ্যই হইয়া পড়িবে ॥ এইরূপে এই সূত্রে গুণসকলের সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম প্রাপ্তির যোগ্যতা থাকিলেও সৃষ্টি ও প্রলয়ের অসম্ভাবনা প্রতিপাদিত হইল] ॥২।২।৯॥

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥২।২।১০॥

পদচ্ছেদ—বিপ্রতিষেধাৎ, চ, অসমঞ্জসম্।

সূত্রার্থ—[ইতশ্চ অসঙ্গতং সাংখ্যমতম্। সাংখ্যাঃ হি কচিৎ মহতঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি বদন্তি, কচিৎ অহঙ্কারাৎ ; কচিৎ একাদশেন্দ্রিয়াণি, কচিৎ বাহ্যেন্দ্রিয়াণি ত্বগিন্দ্রিয়ে অন্তর্ভাব্য সপ্তেন্দ্রিয়াণি ইতি। এবং চ] **বিপ্রতিষেধাৎ**—পরস্পরবিরোধাৎ, **অসমঞ্জসম্**—অসঙ্গতং [সাংখ্যমতম্ ইত্যর্থঃ]। **চ**কার—শ্রুতিস্মৃতিবিরোধাৎ মহাজনাপরিগ্রহাৎ চ অসামঞ্জস্যং সাংখ্যমতস্য সূচয়তি।

অনুবাদ—[আর এই হেতুবশতঃও সাংখ্যমতবাদ অসঙ্গত। সাংখ্যগণ কোন স্থলে মহত্তত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্রার সৃষ্টির কথা বলেন, কোন স্থলে অহঙ্কার হইতে তাহা বলেন ; কোন স্থলে বলেন—ইন্দ্রিয় একাদশটী, কোন স্থলে বাহ্যেন্দ্রিয়সকলকে ত্বগিন্দ্রিয়ে অন্তর্ভুক্ত করিয়া বলেন—ইন্দ্রিয় সাতটী, ইত্যাদি। এইপ্রকারে] **বিপ্রতিষেধাৎ**—পরস্পর বিরোধ হইয়া পড়ে

ভাবদীপিকা [স্বভাবকারণবাদ নিরাকরণ]

কারণবাদে এইপ্রকার অন্য দোষও হইয়া পড়ে, যথা—সেই স্বভাব কি ধর্ম্মী, অথবা ধর্ম্ম? দ্বিতীয় পক্ষে—কোন কিছুতে অনাশ্রিত ধর্ম্ম ব্যবহারসম্পাদক হয় না। প্রধান তাহার আশ্রয় হইলে প্রধানের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহাতে যে দোষ হয়, তাহা ২।২।৮ সূ ভাষ্যে আলোচিত হইয়াছে। প্রথম পক্ষে—সেই ধর্ম্মী (১) জড়, অথবা (২) চেতন? (৩) নিত্য অথবা (৪) অনিত্য? (১) প্রথম কোটিতে চেতননিরপেক্ষ জড়ের প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। (২) দ্বিতীয় কোটিতে সাংখ্যীয় স্বমত পরিত্যাগ এবং নামান্তরে ব্রহ্মকারণবাদ অঙ্গীকৃত হইয়া পড়িবে (৩) তৃতীয় কোটিতে—সৃষ্টি নিত্য হইয়া পড়িবে, প্রলয় হইবে না। (৪) চতুর্থ কোটিতে—সৃষ্টি কদাচিৎ হইবে, অর্থাৎ নিয়মিতভাবে সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম হইবে না ; অথবা কদাচিৎ সৃষ্টি হইয়াই প্রলয় হইয়া যাইবে ; অথবা সৃষ্টিই সম্ভব হইবে না, কারণ সৃষ্টিস্বভাব অনিত্য, ইত্যাদি এইপ্রকার নানা দোষ হইয়া পড়িবে।

বলিয়া, **অসমঞ্জসম্**—[সাংখ্যমতবাদ] অসঙ্গত। চকারটী—শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধবশতঃ এবং মহাজনকর্তৃক পরিগৃহীত না হওয়ায় সাংখ্যমতের অসামঞ্জস্যকে সূচনা করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরস্পরবিরুদ্ধশ্চ অয়ং সাংখ্যানাম্ অভ্যুপগমঃ।১ ক্বচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণি অনুক্রামন্তি, ক্বচিৎ একাদশ।২ তথা ক্বচিৎ মহতঃ তন্মাত্রসর্গম্ উপদিশন্তি, ক্বচিৎ অহঙ্কারাৎ।৩ তথা ক্বচিৎ ত্রিণী অন্তঃকরণানি বর্ণয়ন্তি, ক্বচিৎ একম্ ইতি।৪ প্রসিদ্ধঃ এব তু শ্রুত্যা ঈশ্বরকারণবাদিন্যা বিরোধঃ, তদনুবর্তিন্যা চ স্মৃত্যা।৫ তস্মাদপি অসমঞ্জসং সাংখ্যানাং দর্শনম্ ইতি।৬ অত্রাহ- ননু ঔপনিষদানাম্ অপি অসমঞ্জসম্ এব দর্শনং,।তপ্যতাপকয়োঃ জাত্যন্তরভাবাহন-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ অঙ্গীকারকারী ও শ্রুতিবিরোধী সাংখ্যমতবাদ অসঙ্গত।]

সাংখ্যমতাবলম্বিগণের এই অভ্যুপগম (—স্বীকৃতি, মতবাদ) পরস্পর বিরুদ্ধ।১ [সেই বিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—তাঁহারা] কোন স্থলে সাতটী ইন্দ্রিয়ের কথা বলেন (৩৬), কোন স্থলে এগারটী ইন্দ্রিয়ের (৩৭) কথা বলেন।২ এইরূপে কোন স্থলে (—যোঃ সূঃ ২।১৯ ব্যাসভাষ্য) মহত্তত্ত্ব হইতে তন্মাত্রাসকলের সৃষ্টি উপদেশ করেন, কোন স্থলে (—সাং সূঃ ১।৬১, সাং কাং ২৪, ২৫) অহঙ্কার হইতে তাহাদের সৃষ্টি উপদেশ করেন।৩ এইরূপে কোন স্থলে (—সাং কাঃ ৩৩, সাং সূঃ ২।৩০, বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন এই] তিনটী অন্তঃকরণের বর্ণনা করেন, কোন স্থলে [বুদ্ধিরূপ] একটী অন্তঃকরণের বর্ণনা করেন (সাং সূঃ ২।৩৮ ভাষ্য ?)।৪ আর ঈশ্বরকারণবাদিনী শ্রুতির সহিত এবং তদনুসরণকারিণী স্মৃতির সহিত বিরোধ কিন্তু প্রসিদ্ধই আছে।৫ সেই হেতুবশতঃও সাংখ্যমতাবলম্বিগণের দর্শন সামঞ্জস্যবিহীন, ইত্যাদি।৬

[পূঃ—জীব ও জগৎ ব্রহ্মোপাদানক হইলে মুক্তির অভাব ও শাস্ত্রবৈয়র্থ্য হইয়া পড়ে বলিয়া বেদান্তমত অসঙ্গত।]

[সাংখ্যমতাবলম্বী] এখানে বলেন—ঔপনিষদ্‌গণের (—বেদান্তিগণের) দর্শনও নিশ্চয়ই অসঙ্গত, যেহেতু [তাহাতে] তপ্য (—সংসারতাপভোগকারী জীব) এবং তাপকের (—তাপপ্রদানকারী সংসারের) বিভিন্ন জাতীয়তা অঙ্গীকৃত হয় না।৭

ভাবদীপিকা

(৩৬) "ত্বঙ্‌মাত্রমেব বুদ্ধীন্দ্রিয়মনেকরূপাদিগ্রহণসমর্থম্, কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, সপ্তমং চ মনঃ" (তত্ত্বসমাসসূত্র ? বার্ত্তিকটীকাতে উদ্ধৃত)—'একমাত্র ত্বগিন্দ্রিয়ই জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহা রূপাদি অনেক বিষয় গ্রহণে সমর্থ, [বাগাদি] কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটী, এবং মন সপ্তম'। [জিহ্বার উপরিস্থ ত্বক্ রসগ্রহণে সমর্থ, চক্ষুর উপরিস্থ ত্বক্ রূপগ্রহণে সমর্থ, ইত্যাদি এইপ্রকারে বুঝিতে হইবে]।

(৩৭) এই মতে—চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্, এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক ; বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ, এই কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চক এবং উভয়াত্মক (—জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াত্মক) অন্তরিন্দ্রিয় মন, এইরূপে ইন্দ্রিয় এগারটী (সাং কাঃ ২৬-২৭ তত্ত্বকৌঃ, যোঃ সূঃ ২।১৯ ব্যাসভাষ্য, সাং সূঃ ২।১৯, ২৬)। সাং সূঃ ২।৩৮ এবং সাং কাঃ ৩৩ স্থলে ত্রয়োদশবিধ করণের কথা বলা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভ্যুপগমাৎ।৭ একং হি ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণম্ অভ্যুপগচ্ছতাম্ একস্য এব আত্মনঃ বিশেষৌ তপ্যতাপকৌ, ন জাত্যন্তরভূতৌ ইতি অভ্যুপগন্তব্যং স্যাৎ।৮ যদি চ এতৌ তপ্য-তাপকৌ একস্য আত্মনঃ বিশেষৌ স্যাতাং, সঃ তাভ্যাং তপ্যতাপ-কাভ্যাং ন নির্ম্মুচ্যতে, ইতি তাপোপশান্তয়ে সম্যগ্দর্শনম্ উপ-দিশৎ শাস্ত্রং অনর্থকং স্যাৎ।৯ নহি ঔষ্ণ্যপ্রকাশধর্ম্মকস্য প্রদীপস্য তদবস্থস্য এব তাভ্যাং নির্ম্মোক্ষঃ উপপদ্যতে।১০ যোঽপি জল-তরঙ্গবীচীফেনাদ্যুপন্যাসঃ, তত্রাপি জলাত্মনঃ একস্য বীচ্যাদয়ঃ বিশেষাঃ আবির্ভাবতিরোভাবরূপেণ নিত্যাঃ এব ইতি সমানঃ

ভাষ্যানুবাদ

[ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] এক সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মই [জীব ও জগদাত্মক] প্রপঞ্চের কারণ, ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে তপ্য এবং তাপক যে একই আত্মার বিশেষ (—প্রকারভেদ), কিন্তু [আত্মা হইতে] ভিন্ন জাতীয় নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। [তাহাতে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ জাগতিক ভেদব্যবহারের লোপরূপ অসামঞ্জস্য হইয়া পড়িবে।৮ যদি বলা হয়—এক বহ্ন্যাত্মক হইলেও উষ্ণতা ও প্রকাশের বিভিন্নতার ন্যায় এক আত্মোপাদানক হইলেও তপ্য ও তাপকের ভেদ সিদ্ধ হওয়ায় ব্যবহারলোপরূপ অসামঞ্জস্য হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যদি তপ্য ও তাপক, এই দুইটী একই আত্মার বিশেষ (—স্বরূপের প্রকারভেদ) হয়, তাহা হইলে তিনি (—আত্মা) সেই তপ্য ও তাপক হইতে নিঃশেষে মুক্ত হইতে পারিবেন না; এইহেতু [সংসার] তাপের শান্তির জন্য সম্যগ্দর্শনের (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের) উপদেশ করে যে শাস্ত্র, তাহা অনর্থক হইয়া পড়িবে।৯ দেখ, উষ্ণতা ও প্রকাশ যাহার ধর্ম্ম, সেই [উষ্ণতা ও প্রকাশরূপ] অবস্থাযুক্ত প্রদীপেরই [উষ্ণতা ও প্রকাশরূপ] সেই [ধর্ম্ম] দুইটী হইতে নিঃশেষে মুক্তি নিশ্চয়ই সম্ভব হয় না [কারণ যাহা স্বরূপ, তাহার উচ্ছেদ সম্ভব নহে।১০ যদি বলা হয়—উষ্ণতা ও প্রকাশ বহ্নির স্বরূপ হওয়ায়, তাহা হইতে বহ্নির অনির্ম্মোক্ষ না হয় হইল। কিন্তু বীচী ও তরঙ্গ জলের স্বরূপ নহে, সেইহেতু তাহা হইতে জলের নির্ম্মুক্তি পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপে তপ্য ও তাপক আত্মার স্বরূপ না হওয়ায় তাহা হইতে নির্ম্মুক্তিরূপ মোক্ষ অবশ্যই সিদ্ধ হইবে, শাস্ত্রও অনর্থক হইবে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যে জল তরঙ্গ বীচী (—ক্ষুদ্র তরঙ্গ) ও ফেনা প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে (২।১।১৩ ভাষ্য), সেই স্থলেও একই জলস্বরূপের বীচী প্রভৃতি বিশেষসকল আবির্ভাব ও তিরোভাবরূপে নিত্যই হইয়া থাকে (—সেই বীচী প্রভৃতির কখনও আবির্ভাব ও কখনও তিরোভাব হইলেও সূক্ষ্মরূপে তাহারা জলে নিত্যই বিদ্যমান থাকে), এইহেতু জলস্বরূপের বীচী প্রভৃতি হইতে নিঃশেষে মুক্তি হয় না, ইহা সমানই হইয়া পড়িল।

শাঙ্করভাষ্যম্

জলাত্মনঃ বীচ্যাদিভিঃ অনির্মোক্ষঃ ।১১ প্রসিদ্ধশ্চ অয়ং তপ্যতাপকয়োঃ জাত্যন্তরভাবঃ লোকে ।১২ তথাহি অর্থী চ অর্থশ্চ অন্যোন্যভিন্নৌ লক্ষ্যেতে ।১৩ যদি অর্থিনঃ স্বতঃ অন্যঃ অর্থঃ ন স্যাৎ, যস্য অর্থিনঃ যদ্বিষয়ম্ অর্থিত্বং সঃ তস্য অর্থঃ নিত্যসিদ্ধঃ এব ইতি, ন তস্য তদ্বিষয়ম্ অর্থিত্বং স্যাৎ ।১৪ যথা প্রকাশাত্মনঃ প্রদীপস্য প্রকাশাখ্যঃ

ভাষ্যানুবাদ

[এইরূপে কখনও আবির্ভূত ও কখনও তিরোহিত হইলেও তপ্য ও তাপক ব্রহ্মে সদাই বিদ্যমান থাকায় জ্ঞানের দ্বারা তাহাদের উচ্ছেদ সম্ভব হয় না বলিয়া তাদৃশ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান স্বাভিন্নরূপে হইলেও তাহা মোক্ষের হেতু হইবে না, সুতরাং মোক্ষের উপদেশকারী শাস্ত্র অবশ্যই ব্যর্থ হইয়া পড়িবেন]।১১

[পূঃ—তপ্যতাপকের, অর্থাৎ জীব ও জগতের লোকপ্রসিদ্ধ ভেদ অনুপপন্ন হওয়ায় ব্রহ্মকারণবাদ অঙ্গীকার্য্য নহে।]

[সাংখ্যী ব্রহ্মকারণবাদের বিরুদ্ধে লোকপ্রসিদ্ধ ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর তপ্য ও তাপকের (—জীব ও জগতের) জাত্যন্তরভাব (—ইহারা বিভিন্ন-জাতীয় পদার্থ, ইহা) লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ ।১২ [এই লৌকিক প্রসিদ্ধিকে স্পষ্ট-ভাবে প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, অর্থী ও অর্থ (—(৩৮) কামনাকারী ও কাম্যবিষয়) পরস্পর বিভিন্নরূপেই পরিলক্ষিত হয় ।১৩ যদি অর্থী হইতে অর্থ স্বতঃই ভিন্ন না হইত, তাহা হইলে যে অর্থীর যে বিষয়ে অর্থিত্ব (—কামনা) থাকে, [তোমাদের ব্রহ্মকারণবাদে] তাহার সেই অর্থ (—কাম্য বিষয়) নিত্য সিদ্ধই (—সদা প্রাপ্তই) থাকে, এইহেতু তাহার (—অর্থীর) সেই বিষয়ে আর অর্থিত্ব (—কামনা) থাকিবে না (৩৯) ।১৪ যেমন প্রকাশস্বভাবসম্পন্ন প্রদীপের প্রকাশ নামক বিষয় নিত্যসিদ্ধই (—সদা প্রাপ্তই) থাকে, এইহেতু তাহার (—সেই প্রদীপের)

ভাবদিপীকা

(৩৮) অর্থী ও অর্থ শব্দের প্রয়োগকরতঃ বস্তুতঃ তপ্য ও তাপকই প্রদর্শিত হইতেছে। অর্থের অর্থাৎ কাম্যবিষয়ের অর্জ্জন ও রক্ষণ প্রভৃতির দ্বারা এবং বিষয়ভোগজনিত ক্ষণিক সুখের অনন্তর পুরুষের দুঃখই হইয়া থাকে। সেইহেতু অর্থ, অর্থাৎ বিষয় দুঃখদায়ক, অর্থাৎ তাপক। আর অর্থী, অর্থাৎ কামী পুরুষ, যিনি অর্থের অর্জ্জন ও রক্ষণাদির দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হন, তিনিই তপ্য; এইরূপে প্রকারান্তরে তপ্য-তাপকভাব প্রদর্শনদ্বারা ব্রহ্মকারণবাদে অসামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইতেছে।

(৩৯) মৃত্তিকা কারণ এবং ঘট ও শরাব, তাহার কার্য্য। ঘট ও শরাবে সেই কারণভূত মৃত্তিকা নিত্যপ্রাপ্তই থাকে, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ। প্রস্তাবিত ব্রহ্মকারণবাদেও তদ্রূপ জীব ও জগৎ, অর্থাৎ কামনাকারী জীব ও জগদন্তঃপাতী কাম্যবস্তুসকল ব্রহ্মের কার্য্য হওয়ায় ব্রহ্মবস্তু সেই-সকলে নিত্যপ্রাপ্ত হইয়াই আছেন। সুতরাং ব্রহ্মাত্মক অর্থীর নিকট ব্রহ্মাত্মক অর্থ (—বিষয়) সদাই প্রাপ্ত থাকায়, অর্থীর আর অর্থবিষয়ে অর্থিত্ব (—কামনা) থাকিবে না ; ইহাই ভাব। নিত্যপ্রাপ্তবিষয়ে আকাঙ্ক্ষা হয় না, সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—**যথা প্রকাশাত্মনঃ**—'যেমন প্রকাশস্বভাবসম্পন্ন', ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

অর্থঃ নিত্যসিদ্ধঃ এব ইতি ন তস্য তদ্বিষয়ম্ অর্থিত্বং ভবতি ।১৫ অপ্রাপ্তে হি অর্থে অর্থিনঃ অর্থিত্বং স্যাৎ ইতি ।১৬ তথা অর্থস্য অপি অর্থত্বং ন স্যাৎ ।১৭ যদি স্যাৎ স্বার্থত্বম্ এব স্যাৎ ।১৮ ন চ এতদস্তি।১৯ সম্বন্ধিশব্দৌ হি এতৌ অর্থী চ অর্থশ্চ ইতি ।২০ দ্বয়োশ্চ সম্বন্ধিনঃ সম্বন্ধঃ স্যাৎ, ন একস্য এব ।২১ তস্মাৎ ভিন্নৌ এতৌ অর্থার্থিনৌ ।২২ তথা অনর্থানর্থিনৌ অপি ।২৩ অর্থিনঃ অনুকূলঃ অর্থঃ, প্রতিকূলঃ অনর্থঃ ; তাভ্যাম্ একঃ পর্য্যায়েণ উভাভ্যাং সম্বধ্যতে ।২৪ তত্র অর্থস্য অল্পীয়স্ত্বাৎ ভূয়স্ত্বাৎ চ অনর্থস্য উভৌ অপি অর্থানর্থৌ

ভাষ্যানুবাদ

তদ্বিষয়ক কামনা থাকে না।১৫ যেহেতু অপ্রাপ্ত বিষয়েই কামনাকারীর কামনা হইবে। [অতএব অর্থী ও অর্থের মধ্যে কামি-কাম্যভাব থাকায় স্বীকার করিতে হইবে যে, অর্থী ও অর্থ (—তপ্য ও তাপক, জীব ও জগৎ) ব্রহ্মকারণক নহে ; পরন্তু বিভিন্ন জাতীয় বস্তু] ।১৬ এইরূপে (—১৪ বাক্যে প্রদর্শিত ব্রহ্মকারণক অর্থী হইতে ব্রহ্মকারণক অর্থ ভিন্নরূপে না থাকায় অর্থিত্বের অভাবের ন্যায়) অর্থেরও অর্থত্ব থাকিবে না।১৭ যদি [কিছু] থাকে, তাহা হইলে স্বার্থতাই থাকিবে (—অর্থ নিজের জন্যই হইবে, কারণ সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মাত্মক হওয়ায় তদ্ভিন্ন অর্থী নামক কিছুই নাই) ।১৮ ইহা কিন্তু হয় না।১৯ [কেন হয় না ? তাহা বলিতেছেন—] অর্থী এবং অর্থ, এই দুইটী সম্বন্ধিশব্দ (—পরস্পরসাপেক্ষ শব্দ (৪০) ।২০ আর দুইটী সম্বন্ধীর মধ্যেই সম্বন্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু একটীরই সম্বন্ধ হয় না ।২১ সেইহেতু এই অর্থ এবং অর্থী পরস্পর বিভিন্ন। [ব্রহ্মকারণবাদ অঙ্গীকৃত হইলে এই লোকসিদ্ধ অর্থ ও অর্থীর ভেদ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহা সঙ্গত নহে। অতএব ব্রহ্মকারণবাদ অসঙ্গত, ইহাই ভাব] ।২২

[পূঃ— অর্থী অর্থ ও অনর্থী অনর্থ বস্তুতঃ তপ্য ও তাপকই। ব্রহ্মকারণবাদে ব্রহ্মাত্মক তপ্য-তাপকের মোক্ষ অসম্ভব, প্রধানকারণবাদে তাহা সম্ভব।]

[সাংখ্য অর্থী ও অর্থাবলম্বনে কথিত যুক্তিকে অনর্থী ও অনর্থে সঞ্চারিত করিতেছেন—] এইপ্রকারে অনর্থ এবং অনর্থীও (—দুঃখপ্রদবিষয় ও তদুপভোক্তা পুরুষও) পরস্পর বিভিন্ন ।২৩ [তাহা উপপাদন করিতেছেন —] অর্থীর (—কামনাকারীর) নিকট অর্থ (—সুখপ্রদবিষয়) অনুকূল এবং অনর্থ (—দুঃখপ্রদবিষয়) প্রতিকূল ; একজন (—পুরুষ) সেই দুইটীর সহিত পর্য্যায়ক্রমে সম্বন্ধ হয় ।২৪

ভাবদীপিকা

(৪০) পিতা পুত্র, ধর্ম্মী ধর্ম্ম, ইত্যাদি এই শব্দগুলিও সাপেক্ষশব্দ ; কারণ একের অভাবে অন্যের সিদ্ধি হয় না। যেমন পুত্র না থাকিলে পিতৃত্ব এবং পিতা না থাকিলে পুত্রত্ব সিদ্ধ হয় না। এইরূপে অর্থ (—কাম্যবস্তু) না থাকিলে অর্থী (—কামনাকারী) এবং অর্থী না থাকিলে অর্থ (—কাম্যবিষয়) সিদ্ধ হয় না বলিয়া এই শব্দদ্বয়কেও সাপেক্ষশব্দ বলিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অনর্থঃ এব ইতি তাপকঃ সঃ উচ্যতে।২৫ তপ্যস্তু পুরুষঃ যঃ একঃ পর্য্যায়েণ উভাভ্যাং সম্বধ্যতে।২৬ ইতি তয়োঃ তপ্যতাপকয়োঃ একাত্মতায়াং মোক্ষানুপপত্তিঃ।২৭ জাত্যন্তরভাবে তু তৎসংযোগহেতুপরিহারাৎ স্যাদপি কদাচিৎ মোক্ষোপপত্তিঃ ইতি।২৮

ভাষ্যানুবাদ

[২৬৫ পৃঃ]

[কিন্তু তুমি তপ্য ও তাপকের ভেদ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থ ও অর্থীর এবং অনর্থ ও অনর্থীর ভেদনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতেছ, ইহা সঙ্গত নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] তন্মধ্যে (—অর্থ ও অনর্থের মধ্যে) অর্থের (—সুখপ্রদবিষয়ের) অল্পতা এবং অনর্থের প্রাচুর্য্যবশতঃ অর্থ ও অনর্থ, এই উভয়ই [বস্তুতঃ] অনর্থই, এইহেতু তাহা (—অনর্থ) তাপকরূপে কথিত হইতেছে।২৫ তপ্য কিন্তু পুরুষ, যিনি এক হইয়া [অর্থ ও অনর্থ, এই] উভয়ের সহিত পর্য্যায়ক্রমে সম্বদ্ধ হন।২৬ [এইপ্রকারে তপ্য ও তাপকের সর্ব্বলোকসিদ্ধ ভেদ প্রতিপাদন করিয়া ব্রহ্মকারণবাদে তপ্য পুরুষের তাপ হইতে মুক্তিরূপ মোক্ষ সম্ভব হয় না, ৯ সংখ্যক বাক্যে প্রস্তাবিত এই বিষয়টীর উপসংহার করিতেছেন—] এইহেতু (—এইরূপে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ তপ্য ও তাপক পরস্পর বিভিন্ন হওয়ায়) সেই তপ্য ও তাপকের একাত্মতা হইলে মোক্ষ যুক্তিসঙ্গত হয় না (৪১)।২৭ কিন্তু জাত্যন্তরভাব হইলে (—তপ্য ও তাপক বিভিন্নজাতীয় বস্তু, ইহা নিশ্চিত হইলে) তাহাদের সংযোগের যাহা হেতু (—তপ্য বুদ্ধির সহিত পুরুষের সম্বন্ধের হেতু যে প্রকৃতিপুরুষের অবিবেকজ্ঞান, বিবেকজ্ঞানের দ্বারা] তাহার পরিহার (—উচ্ছেদ) হয় বলিয়া কদাচিৎ মোক্ষের যুক্তিযুক্ততাও হইতে পারে (৪২), ব্রহ্মকারণবাদে কিন্তু তাহা কদাপি সম্ভব নহে]।২৮

ভাবদীপিকা

(৪১) তপ্য ও তাপক একাত্মক হইলে, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন তাহারা ব্রহ্মাত্মক হইলে, ব্রহ্মস্বরূপতঃ তাহাদের নিত্যপ্রাপ্ত থাকায় (৩৯ ভাবদীঃ), ব্রহ্মস্বরূপতা-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ আর যুক্তিসঙ্গত হয় না, কারণ নিত্যপ্রাপ্তের পুনঃ প্রাপ্তি সম্ভব নহে, ইহাই ভাব। অথবা তপ্য ও তাপক একাত্মক হইলে, অর্থাৎ আত্মা (—ব্রহ্ম) হইতে অভিন্ন হইলে, তাহারাও আত্মস্বরূপের অন্তর্গত থাকায় জ্ঞানের দ্বারা তাহাদের উচ্ছেদ সম্ভব না হওয়ায় মোক্ষ যুক্তিসঙ্গত হয় না, ইহাই ভাব। **সিদ্ধান্তী** এক্ষণে সাংখ্যীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—সৎকার্য্যবাদী তোমার মতে তপ্য ও তাপক পরস্পর বিভিন্ন হইলেও বীচী ও তরঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় আবির্ভাব ও তিরোভাবের দ্বারা তাহাদের নিত্যতাই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং তোমার মতেই বা মোক্ষ কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে **সাংখ্যী** বলিতেছেন—**জাত্যন্তরভাবে**—'কিন্তু জাত্যন্তরভাব হইলে', ইত্যাদি।

[সাংখ্যমতে নিত্যমুক্ত পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ]

(৪২) এইস্থলে **সাংখ্যীর** অভিপ্রায় এই—অপরিণামী অসঙ্গ ও কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের পরমার্থতঃ বন্ধন বা মোক্ষ হয় না। প্রধান ও পুরুষের অনাদি অবিবেকবশতঃ, অর্থাৎ

ভাবদীপিকা [সাংখ্যমতে নিত্যমুক্ত পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ] প্রধান হইতে পুরুষকে (—নিজেকে) ভিন্নরূপে না জানারূপ যে অনাদি অবিদ্যা, যাহাকে অবিবেকাত্মক অজ্ঞান বা তমঃ * বলা হয়, তাহার প্রভাবে প্রধানের ধর্ম্ম যে সুখ দুঃখ, বন্ধ ও মোক্ষ প্রভৃতি, তাহারা পুরুষে উপচরিত (—আরোপিত) হয়। যেমন সৈন্যগণের জয় বা পরাজয় রাজাতে আরোপিত হয়, তদ্রূপ। সেই আরোপের প্রক্রিয়া এই—মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি প্রধানের কার্য্য, অর্থাৎ প্রধানই বুদ্ধিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বগুণপ্রধান হওয়ায় বুদ্ধি নিরতিশয় স্বচ্ছ। সেই স্বচ্ছ বুদ্ধিতে চিতিচ্ছায়াপত্তি হয়, অর্থাৎ সন্নিহিত বিভু পুরুষের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। ইহাই দর্শনশক্তির ও দৃকশক্তির সংযোগ, অর্থাৎ 'প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ' †। পূর্ব্বোক্ত অবিবেকাত্মক তমোগুণই ইহার হেতু এবং পুরুষের তাপই (—দুঃখ ও সুখভোগই) ইহার ফল। চিতিচ্ছায়াপত্তিবশতঃ জড়া বুদ্ধি যেন চেতনই হইয়া পড়ে। তখন অবিবেকাত্মক তমোগুণের উদ্রেকবশতঃ বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান (—বিভিন্নতাজ্ঞান) হয় না, অর্থাৎ 'বুদ্ধি পুরুষ হইতে ভিন্ন', এই জ্ঞান বুদ্ধিতে উদিত হয় না। তাহার ফলে পুরুষের সহিত যেন অভিন্নতা প্রাপ্ত সেই চিতিচ্ছায়াপন্না বুদ্ধিতে যে সুখকর বা দুঃখকর বিষয়ের জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহা বস্তুতঃ বুদ্ধিরই হইলেও পুরুষে আরোপিত হয়, ইহাই পুরুষের ভোগ; ইহা আমরা পূর্ব্বেও সাধারণভাবে বলিয়াছি (২ ভাবদীঃ)। আবার প্রধান যখন পুরুষকে মোক্ষপ্রদানে প্রবৃত্ত হয় (সাং কাঃ ৫৬-৫৮), তখন সত্ত্বগুণের উদ্রেকবশতঃ সেই চিতিচ্ছায়াপন্না বুদ্ধিতে প্রধান ও পুরুষের বিবেকজ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়। 'প্রধান আমা হইতে ভিন্ন, তন্নিষ্ঠ সুখদুঃখ ও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সহিত আমার সম্বন্ধ নাই', এইপ্রকার জ্ঞানই বিবেকজ্ঞান নামে কথিত হয়। তখন প্রধান ও পুরুষের সেই বিবেকজ্ঞানরূপ বিদ্যার প্রভাবে তাহার বিরোধী প্রধান ও পুরুষের অবিবেকজ্ঞানরূপ অবিদ্যাত্মক তমোগুণের নিবৃত্তি হয়। তাহার ফলে বুদ্ধিতে এই-প্রকার জ্ঞানোৎপত্তি হয়—"আমি শুদ্ধ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়; কর্ত্তা নহি, ভোক্তা নহি, আমার

---

* ভাষ্য ও টীকাগ্রন্থসকলে "অনাদিঃ অবিবেকঃ", "অবিবেকাত্মকম্ অদর্শনং তমঃ" (রত্নপ্রভা), "অদর্শনস্য তমসঃ" (ভাষ্য), "অবিবেকদর্শনসংস্কারঃ অবিদ্যা" (ভামতী), ইত্যাদি প্রকারে যে পদার্থটী সমর্পিত হইয়াছে, তাহাকে সিদ্ধান্তসম্মত অনির্বচনীয় অনাদি অবিদ্যা, অর্থাৎ মায়াশক্তিরূপে ভ্রম করা উচিত নহে; কারণ সাংখ্যমতে মায়াশক্তি অঙ্গীকৃত হয় না। সাংখ্যসম্মত অনাদি তমোগুণই উক্ত শব্দসকলের দ্বারা সমর্পিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ভাষ্যভাবপ্রকাশিকাকার তাহাই বলিয়াছেন, যথা—"তত্ত্বান্তরেষু অন্তর্ভাবাসম্ভবাৎ তমোগুণে এব অন্তর্ভাবঃ ইত্যভিপ্রায়েণ তমসঃ ইত্যুক্তম্", ইত্যাদি। ন্যায়নির্ণয়কারও তাহাই বলিয়াছেন, যথা—"তমসি অন্তর্ভাবম্ অভ্যুপেত্য" ইত্যাদি।

† বার্ত্তিকটীকাকার বলিয়াছেন—"সংযোগস্তু বুদ্ধিরূপেণ পরিণতে সত্ত্বে ছায়াপত্তিরেব, নান্যঃ ইতি দ্রষ্টব্যম্"। কল্পতরুকার বলিয়াছেন—"দর্শনশক্তিঃ প্রধানম্, তস্য চ বুদ্ধিরূপেণ পরিণতস্য চিচ্ছায়াপত্তিঃ সংযোগঃ", ইত্যাদি। সুতরাং এঁদের মতে বুদ্ধিতে চিতিচ্ছায়াপত্তিকেই (—চৈতন্যের প্রতিবিম্বিত হওয়াকেই) 'প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ' বলিতে হইবে। ভামতীকার প্রভৃতি অনাদি অবিবেকাত্মক তমোগুণকে তাহার হেতু বলিয়াছেন, যথা—"সংযোগঃ তাদর্থ্যলক্ষণঃ, তস্য হেতুঃ অবিবেকদর্শন...ইত্যাদি। "তস্য হেতুঃ অনাদিঃ অবিবেকঃ" (রত্নপ্রভা), "সংযোগনিমিত্তাদর্শননিবৃত্তৌ" (৫৩ সংখ্যক ভাষ্যবাক্য) ইত্যাদি স্থলেও তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু স্বচ্ছা বুদ্ধি থাকিলে, বিভু পুরুষের প্রতিবিম্বপাতরূপ চিতিচ্ছায়াপত্তি, অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ স্বতঃই হইয়া পড়িবে, অবিবেকাত্মক তমোগুণ তাহার হেতু কিপ্রকারে হইবে? সেইহেতু বিদ্বান্‌গণ বলেন—"বুদ্ধিতে চিতিচ্ছায়াপত্তিবশতঃ অবিবেকাত্মক তমোগুণের প্রভাবে বুদ্ধি ও পুরুষের যে ভেদাগ্রহ, অর্থাৎ অভিন্নতাজ্ঞান, তাহাকেই 'প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ' বলা সঙ্গত। এইপ্রকার অঙ্গীকার করিলেই অবিবেকাত্মক তমোগুণের কারণতা এবং "বিবেকজ্ঞানের দ্বারা তাহার অভিভব হইলে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের অভাব" (৫৫ ভাষ্যবাক্যের অবতরণিকায় ন্যায়নির্ণয়) সিদ্ধ হয়। মাত্র বুদ্ধিতে চিতিচ্ছায়াপত্তিই প্রকৃতিপুরুষের সংযোগনামে অভিহিত হইলে, বিবেকজ্ঞানের দ্বারা তাহার নিবৃত্তি সম্ভব হইবে না, কারণ জ্ঞানের দ্বারা তাহার বিপরীত অজ্ঞানই নিবৃত্ত হয়, অন্য কিছু নহে।

[২৬৩ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

অত্র উচ্যতে—ন, একত্বাৎ এব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ।২৯ ভবেৎ এষঃ দোষঃ, যদি একাত্মতায়াং তপ্যতাপকৌ অন্যোন্যস্য বিষয়বিষয়িভাবং প্রতিপদ্যেয়াতাম্।৩০ ন তু এতৎ অস্তি, একত্বা-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—একরস ব্রহ্মে পরমার্থতঃ তপ্য-তাপকভাব অসম্ভব বলিয়া অনির্মোক্ষদোষের প্রাপ্তিই হয় না।]

সিদ্ধান্ত—এই বিষয়ে বলা হইতেছে, না, [ব্রহ্মকারণবাদে অনির্মোক্ষপ্রসক্তি দোষ হয় না] যেহেতু [পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মবস্তু] একই (—স্বগতাদিভেদবিহীন) হওয়ায় তপ্যতাপকভাব সঙ্গত নহে।২৯ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] এই দোষ হইতে পারিত, যদি একাত্মতাতে (—ব্রহ্মের স্বগতাদিভেদবিহীন কূটস্থাবস্থাতে) তপ্য ও তাপক, এই দুইটী [পরমার্থতঃ] পরস্পরের বিষয়বিষয়িভাব প্রাপ্ত হইত (—সত্যই যদি তাহারা পরমাত্মা হইতে ভিন্নরূপে তপ্য-তাপকভাবে থাকিত, তাহা হইলে অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ হইত)।৩০ ইহা কিন্তু নাই (—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তপ্য-তাপক বলিয়া পরমার্থতঃ কিছুই নাই), যেহেতু [ব্রহ্ম] একই (—স্বগতাদিভেদবিহীন, একরস)।৩১ [তাত্ত্বিক একত্বে তপ্যতাপকভাবরূপ বিষয়বিষয়িভাব হয় না, সেই

ভাবদীপিকা [সাংখ্যমতে নিত্যমুক্ত পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ]

জ্ঞাতব্যও কিছু অবশিষ্ট নাই", (সাং কাঃ ৬৪) ইত্যাদি। ইহাই বুদ্ধির মুক্তাবস্থা। বুদ্ধির এইপ্রকার ভোগ ও মোক্ষাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্যপাদ **ঈশ্বরকৃষ্ণ** বলিয়াছেন—"নানাপুরুষাশ্রয়া প্রকৃতিই (—বুদ্ধিই) সংসারপ্রাপ্ত হয়, বদ্ধ হয় ও মুক্ত হয়" (সাং কাঃ ৬২)। এই যে বুদ্ধিস্থ মুক্তিবিষয়ক জ্ঞান, ইহাই তৎপ্রতিবিম্বিত সদামুক্ত পুরুষে উপচরিত হয়, ইহাই **নিত্যমুক্ত পুরুষের মুক্তি**। এইপ্রকারে বিবেকজ্ঞানের প্রভাবে অবিদ্যাত্মক তমোগুণের অভিভব হইলে, তাহার কার্য্যভূত প্রকৃতিপুরুষের সংযোগের অভাববশতঃ পুরুষের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সিদ্ধ হয়। আচার্য্যপাদ **পঞ্চশিখ** ইহাই বলিয়াছেন—"তৎসংযোগহেতুবিবর্জ্জনাৎ স্যাদ্ অয়ম্ আত্যন্তিকঃ দুঃখপ্রতীকারঃ" (ভামতীতে উদ্ধৃত)—"প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের হেতুভূত যে অবিবেকজ্ঞান, তাহার বর্জ্জন হইলেই দুঃখের আত্যন্তিক প্রতিকার হয়"। যাহাহউক্, নিত্যমুক্ত পুরুষের মুক্তিবিষয়ে এই ভাবটীই "স্যাদপি কদাচিৎ মোক্ষোপপত্তিঃ" এই ভাষ্যাংশে বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রধান নিত্য ও বিভু এবং পুরুষও তদ্রূপ; সুতরাং সান্নিধ্যবশতঃ পুনঃ চিতিচ্ছায়াপত্তি (—প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ) হওয়ায় পুরুষের পুনরায় বদ্ধাবস্থা হইয়া পড়িতে পারে। এতাদৃশ আশঙ্কার উত্তরে **সাংখ্যগণ** বলেন—"পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনের জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি। সেই প্রয়োজনদ্বয় সম্পাদিত হওয়ায় "নৃত্য হইতে নিবৃত্তা নর্ত্তকীর ন্যায় প্রধানও নিবৃত্ত হইয়া যায়" (সাং কাঃ ৫৯) ; আর কোন প্রয়োজন না থাকায় "প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ থাকিলেও সৃষ্টির প্রয়োজন থাকে না"। ফলে পুরুষের পুনরায় বন্ধন হয় না" (সাং কাঃ ৬৬), ইত্যাদি। সুতরাং তপ্য ও তাপক নিত্য হইলেও আমাদের মতে মোক্ষ উপপন্ন হয়। ব্রহ্মকারণবাদী তোমাদের মতে তাহা উপপন্ন হয় না। (উদ্ধৃত বিভিন্ন আকরাবলম্বনে এই পরিক্লৃপ্তি আমাদের)।

শাঙ্করভাষ্যম্

দেব।৩১ নহি অগ্নিঃ একঃ সন্ স্বম্ আত্মানং দহতি প্রকাশয়তি বা সতি অপি ঔষ্ণ্যপ্রকাশাদিধর্ম্মভেদে পরিণামিত্বে চ।৩২ কিমু (কিং) কূটস্থে ব্রহ্মণি একস্মিন্ তপ্যতাপকভাবঃ সম্ভবেৎ?৩৩ ক্ব পুনঃ অয়ং তপ্যতাপকভাবঃ স্যাৎ ইতি?৩৪ উচ্যতে—কিং ন পশ্যসি কর্ম্মভূতঃ জীবদ্দেহঃ তপ্য, তাপকঃ সবিতা ইতি?৩৫ ননু তপ্তিঃ নাম দুঃখং, সা চেতয়িতুঃ ন অচেতনস্য দেহস্য।৩৬ যদি হি দেহস্যৈব তপ্তিঃ স্যাৎ, সা দেহনাশে স্বয়ম্ এব নশ্যতি ইতি তন্নাশায় সাধনং ন এষিতব্যং স্যাৎ ইতি।৩৭ উচ্যতে দেহাভাবেঽপি কেবলস্য চেতনস্য তপ্তিঃ ন দৃষ্টা।৩৮ ন চ ত্বয়াপি তপ্তিঃ নাম বিক্রিয়া চেতয়িতুঃ কেবলস্য ইষ্যতে।৩৯ নাপি দেহচেতনয়োঃ

ভাষ্যানুবাদ

বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, উষ্ণতা ও প্রকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম ও পরিণামিত্ব থাকিলেও এক হওয়ায় অগ্নি নিজের স্বরূপকে দাহ করে না, অথবা প্রকাশও করে না।৩২ [সুতরাং] এক কূটস্থ ব্রহ্মে তপ্যতাপকভাব কিপ্রকারে সম্ভব হইবে (—সম্ভব যে হইবে না, এইবিষয়ে আর বলিবার কি আছে)? ৩৩ [সিদ্ধান্তে শঙ্কা—] আচ্ছা, এই [সর্ব্বানুভবসিদ্ধ] তপ্যতাপকভাব কোথায় হইবে?৩৪

[সিঃ—ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে অন্যত্র তপ্যতাপকভাব অঙ্গীকার।]

[সিদ্ধান্তী ব্যাবহারিক দৃষ্টি অবলম্বনে বলিতেছেন—] তাহা বলা হইতেছে, তুমি কি দেখিতেছ না যে, কর্ম্মভূত (—তাপক্রিয়ার বিষয়ভূত) জীবিত দেহ তপ্য এবং সূর্য্য তাপক?৩৫

[পূঃ—এতাদৃশ তপ্যতাপকভাবাঙ্গীকারে সাধনবৈয়র্থ্য।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—কিন্তু তপ্তি (—তাপ) শব্দের অর্থ দুঃখ, তাহা চেতনেরই হইয়া থাকে, অচেতন দেহের নহে।৩৬ তাপ যদি দেহেরই হইত, তাহা হইলে দেহের নাশ হইলে তাহা স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যাইত, এইহেতু তাহার (—সেই তাপের) নাশের জন্য আর [প্রকৃতিপুরুষের বিবেকাদি] সাধনকে ইচ্ছা করিতে হইত না।৩৭

[সিঃ—অন্যত্র সম্ভব না হওয়ায় সত্ত্ব ও রজোগুণের তপ্যতাপকভাব অঙ্গীকারে মোক্ষের জন্য সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবৃত্তি ব্যর্থ।]

[সিদ্ধান্তীর সমাধান—অচেতন দেহের তাপ অনঙ্গীকারকারী সাংখ্যকে বলিতে হইবে, তাপ কাহার? তাহা কি (১) কেবল চেতনের? অথবা (২) দেহ সংযুক্ত চেতনের? অথবা (৩) তাপেরই, অথবা (৪) সত্ত্বের (—বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণের)? প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে, ইহাই বলিতেছেন—এই বিষয়ে] কথিত হইতেছে—দেহ না থাকিলেও কেবল (—শুদ্ধ) চেতনের তাপ পরিদৃষ্ট হয় না।৩৮ আর তুমিও তাপ (—দুঃখ) নামক বিকার কেবল চেতনের হয়, ইহা [অঙ্গীকার করিতে] ইচ্ছা কর না।৩৯ [দ্বিতীয় পক্ষকে নিরাকরণ করিতেছেন—] দেহ ও চেতনের মিলনও সম্ভব

শাঙ্করভাষ্যম্

সংহতত্বম্, অশুদ্ধ্যাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ ।৪০ ন চ তপ্তেঃ এব তপ্তিম্ অভ্যুপগচ্ছসি ।৪১ কথং তবাপি তপ্যতাপকভাবঃ ?৪২ সত্ত্বং তপ্যং তাপকং রজঃ ইতি চেৎ ?৪৩ ন, তাভ্যাং চেতনস্য সংহতত্বানুপপত্তেঃ ।৪৪ সত্ত্বানুরোধিত্বাৎ চেতনঃ অপি তপ্যতে ইব ইতি চেৎ ?৪৫ পরমার্থতঃ তর্হি নৈব তপ্যতে ইতি আপততি 'ইব'-শব্দপ্রয়োগাৎ ।৪৬ ন চেৎ তপ্যতে, ন ইবশব্দঃ দোষায় ।৪৭ নহি 'ডুণ্ডুভঃ সর্পঃ ইব' ইতি এতাবতা সবিষঃ ভবতি ।৪৮ 'সর্পঃ বা ডুণ্ডুভঃ

ভাষ্যানুবাদ

নহে, যেহেতু [তাহাতে চেতনের] অশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ হইয়া পড়িবে ।৪০ [তৃতীয় পক্ষকে নিরাকরণ করিতেছেন –] আবার [তপ্য কোন বিষয়ের অভাবে] তাপেরই তাপকেও (—দুঃখেরই দুঃখ হয়, ইহাকেও) তুমি অঙ্গীকার কর না ।৪১ [সুতরাং] তোমার পক্ষেই বা তপ্যতাপকভাব কিপ্রকারে হইবে ?৪২ [সাংখ্যী চতুর্থ পক্ষকে গ্রহণ করিতেছেন—] সত্ত্বগুণ (—বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণাংশ) তপ্য এবং রজোগুণ (—বুদ্ধিগত রজোগুণাংশ) তাপক, এইপ্রকার যদি আমরা বলি ? ৪৩ [সিদ্ধান্তী—] না, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু সেই দুইটীর (—সত্ত্ব ও রজোগুণাংশের) সহিত [অসঙ্গ ও কূটস্থ] চেতনের মিলন সঙ্গত নহে। [সুতরাং পুরুষের বন্ধনের অভাবে তাহার মোক্ষের জন্য সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবৃত্তি ব্যর্থ হইয়া পড়িবে] ।৪৪

[সিঃ—পরিশেষন্যায়বলে অবিদ্যাকৃত তপ্যতাপকভাবই অঙ্গীকার্য্য।]

[সাংখ্যী স্বীয় গূঢ়াভিসন্ধি ব্যক্ত করিতেছেন—] সত্ত্বগুণের অনুরোধী হওয়ায় (—সত্ত্বগুণপ্রধান, সুতরাং স্বচ্ছবুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়) চেতনও যেন তাপ প্রাপ্ত হয় [সুতরাং মোক্ষশাস্ত্রের প্রবৃত্তি ব্যর্থ নহে], এইপ্রকার যদি বলি ?৪৫ [সিদ্ধান্তী তদুত্তরে বলেন—] তাহা হইলে [চেতন পুরুষ] পরমার্থতঃ তাপিত হন না, ইহাই প্রাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, যেহেতু [তোমাকর্ত্তৃক] 'ইব'শব্দের (—'যেন'শব্দের) প্রয়োগ হইয়াছে ।৪৬ [যদি বলা হয়—'ইব'শব্দ সাদৃশ্যার্থেও প্রযুক্ত হয়, যথা 'মুখং চন্দ্রমাঃ ইব'। এখানেও তদ্রূপ বুদ্ধির তাপে পুরুষের তাপিত হওয়ারূপ সাদৃশ্যই বিবক্ষিত, তাপের অভাব নহে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—চেতন পুরুষ] যদি তাপিত না হয়, তাহা হইলে 'ইব'শব্দের প্রয়োগ দোষাধায়ক হয় না। [কারণ তাহা কল্পিত, সুতরাং মিথ্যা তাপকেই জ্ঞাপন করে বলিয়া সাদৃশ্য অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। পুরুষ পরমার্থতঃ তাপিত হইলে সাদৃশ্যার্থেও 'ইব' শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত, ইহাই ভাব ।৪৭ আর যদি সাদৃশ্য অর্থেই এখানে 'ইব'শব্দের প্রয়োগ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও আমাদের কোন ক্ষতি নাই], যেহেতু 'ডুণ্ডুভ (—ঢোঁড়া সাপ, বিষধর] সর্পের ন্যায়', এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিলে তাহা সবিষ

শাঙ্করভাষ্যম্

ইব' ইতি এতাবতা নির্বিষঃ ভবতি।৪৯ অতশ্চ অবিদ্যাকৃতঃ অয়ং তপ্যতাপকভাবঃ, ন পারমার্থিকঃ ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্ ইতি।৫০ ন এবং সতি মমাপি কিঞ্চিৎ দুষ্যতি।৫১ অথ পারমার্থিকম্ এব চেতনস্য তপ্যত্বম্ অভ্যুপগচ্ছসি, তবৈব সুতরাম্ অনির্মোক্ষঃ প্রসজ্যেত, নিত্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ তাপকস্য।৫২ তপ্যতাপকশক্ত্যোঃ নিত্যত্বেঽপি সনিমিত্তসংযোগাপেক্ষত্বাৎ তপ্তেঃ, সংযোগনিমিত্তা- দর্শননিবৃত্তৌ আত্যন্তিকঃ সংযোগোপরমঃ, ততশ্চ আত্যন্তিকঃ

ভাষ্যানুবাদ

হয় না।৪৮ অথবা ['বিষধর] সর্প ডুণ্ডুভের ন্যায়' এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিলে [বিষধর সর্প] নির্বিষ হয় না। [অতএব পুরুষ বস্তুতঃ অতপ্য হইলে সাদৃশ্যার্থক 'ইব' শব্দের প্রয়োগও অসঙ্গত, ইহাই ভাব]।৪৯ আর সেইহেতু (—বুদ্ধির অনুরোধী অসঙ্গ পুরুষের তাপ কিপ্রকার তাহা তুমি নির্ণয় করিতে পারিলে না বলিয়া, পরিশেষন্যায়বলে (৪৩)] এই তপ্যতাপকভাব যে অবিদ্যাকৃত, পারমার্থিক নহে, ইহা তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে।৫০ এইপ্রকার হইলে আমারও (—সিদ্ধান্তীরও) কিছু দোষ হয় না, [পরন্তু অভীষ্টই সিদ্ধ হয়]।৫১

[সিঃ—তপ্য-তাপকভাব পারমার্থিক হইলে নিত্য গুণসকলের চাঞ্চল্যবশতঃ সাংখ্যমতে মোক্ষাভাব অনিবার্য

[পুরুষের তাপ অবিদ্যাকৃত সুতরাং মিথ্যা, ইহা অঙ্গীকার করিলে স্বসিদ্ধান্ত- হানিভয়ে সাংখ্যী যদি পুরুষের তাপকে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন, সিদ্ধান্তী তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর চেতনের তাপিত হওয়াকে যদি পারমার্থিকরূপেই অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে মোক্ষের অভাব [-রূপ দোষ] তোমারই পক্ষে দৃঢ়তরভাবে হইয়া পড়িবে, [যেহেতু যাহা পরমার্থতঃ সত্য, আত্মার ন্যায় তাহার নিবৃত্তি হয় না], আর যেহেতু [তোমরা প্রধানরূপ] তাপককে নিত্য বলিয়া স্বীকার কর। [তাহার ফলে দুঃখও নিত্য হইয়া পড়িবে, মুক্তি আর হইবে না।৫২ সাংখ্যী বলেন—] তপ্যশক্তি (—সত্ত্বগুণ, অথবা বুদ্ধিস্থ তাহাতে প্রতি- বিম্বিত পুরুষ) এবং তাপকশক্তি (—বুদ্ধিস্থ রজোগুণ), এই শক্তিদ্বয় নিত্য হইলেও তাপ সনিমিত্তসংযোগকে অপেক্ষা করে বলিয়া (—অবিবেকাত্মক তমোরূপ নিমিত্তের সহিত বর্তমান যে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ, সেই সংযোগবশতঃ তাপ উৎপন্ন হয় বলিয়া, প্রকৃতিপুরুষের] সংযোগের হেতুভূত যে অদর্শন (—অবিবেকাত্মক তমঃ), তাহা নিবৃত্ত হইলে [নিমিত্তের অভাববশতঃ প্রকৃতিপুরুষের উক্ত] সংযোগের

ভাবদীপিকা

(৪৩) **পরিশেষন্যায়**—"প্রসক্তপ্রতিষেধে অন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সম্প্রত্যয়ঃ"— 'উত্থাপিত সকল পক্ষই নিরাকৃত হইয়া পড়িলে এবং অন্য বস্তুকেও না বুঝাইলে', অবশিষ্ট পক্ষকেই বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়, এইপ্রকার যে যুক্তি', তাহাকে বলে—পরিশেষন্যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

মোক্ষঃ উপপন্নঃ ইতি চেৎ ?৫৩ ন, অদর্শনস্য তমসঃ নিত্যত্বাভ্যুপগমাৎ ।৫৪ গুণানাং চ উদ্ভবাভিভবয়োঃ অনিয়তত্বাৎ অনিয়তঃ সংযোগনিমিত্তোপরমঃ ইতি বিয়োগস্যাপি অনিয়তত্বাৎ সাংখ্যস্য এব অনির্মোক্ষঃ অপরিহার্য্যঃ স্যাৎ ।৫৫ ঔপনিষদস্য তু আত্মৈ-

ভাষ্যানুবাদ

[২৭১ পৃঃ]

আত্যন্তিক উপরম (—বিরতি) হইয়া যায়, আর তাহার ফলে [সুখদুঃখ হইতে] আত্যন্তিক মোক্ষ সঙ্গত (৪৪), ইত্যাদি ।৫৩ [সিদ্ধান্তী—] তদুত্তরে বলিব, না, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু [তোমাদের মতে] অদর্শনাত্মক তমের (—অজ্ঞানাত্মক, অর্থাৎ অবিবেকাত্মক তমোগুণের) নিত্যতা স্বীকৃত হয় । [সুতরাং কারণ নিত্য হওয়ায় কার্য্য প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ নিবৃত্ত হয় না, ফলে মোক্ষও সিদ্ধ হয় না, ইহাই ভাব ।৫৪ যদি বলা হয়—উদ্ভূত তমোগুণের দ্বারাই তপ্য ও তাপকের, অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হয় । সত্ত্বগুণের উদ্রেকের ফলে উদিত প্রকৃতিপুরুষের বিবেকজ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তমোগুণের অভিভব হইলে তাহার কার্য্যভূত প্রকৃতিপুরুষের সংযোগের অভাববশতঃ বন্ধনের ধ্বংসরূপ মোক্ষ সিদ্ধ হয় । তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] গুণসকলের উদ্ভব ও অভিভব অনিয়মিত হওয়ায় [প্রকৃতি-পুরুষের] সংযোগের যাহা নিমিত্ত (—অবিবেকাত্মক তমোগুণ), তাহার উপরমও হয় অনিয়মিত, এইহেতু বিয়োগও (—প্রকৃতিপুরুষের সংযোগনিবৃত্তিও) অনিয়মিত হয় বলিয়া সাংখ্যমতাবলম্বীরই মোক্ষাভাব অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে (৪৫) ।৫৫

ভাবদীপিকা

(৪৪) ৪২ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে সাংখ্যমতে মোক্ষের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য । "প্রকৃতিপুরুষের সংযোগের আত্যন্তিক উপরম" বলিতে কি বুঝায়, তাহা ৪৫ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে পরিস্ফুট হইবে।

[সাংখ্যমতে মোক্ষের অসম্ভাবনা]

(৪৫) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই— গুণসকলের উদ্ভব ও অভিভব অনিয়মিত হইবার হেতু—গুণসকলের চঞ্চলস্বভাবতা, "চলঞ্চ গুণবৃত্তম্" (যোঃ সূঃ ৩।১৩ ভাষ্য), ইহা সাংখ্য-পাতঞ্জলগণের সিদ্ধান্ত। সুতরাং চাঞ্চল্যই যাহাদের স্বভাব, তাহাদের উদ্ভব বা অভিভব কখন হইবে, তাহার নির্ণয় হয় না। আর কদাচিৎ সত্ত্বগুণের দ্বারা তমোগুণের অভিভবের ফলে উক্তপ্রকারে মোক্ষ হইলেও গুণের চঞ্চলতাবশতঃ পুনরায় তমোগুণের উদ্ভূতি হইলে পুনঃ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ হইয়া পড়িবে, ফলে মুক্তপুরুষেরও পুনরায় বন্ধন হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে **সাংখ্যী** বলেন—না, মুক্তপুরুষের আর বন্ধন হয় না ; কারণ পুরুষকে ভোগ ও মোক্ষ-প্রদানের জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি (সাং কাঃ ৩১, ৬৩)। পুরুষকে মোক্ষপ্রদান করিলে প্রধানের প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া যায়, তখন আর কোন প্রয়োজন না থাকায় প্রধান সেই পুরুষের প্রতি নিবৃত্ত হইয়া যায়, (সাং কাঃ ৫৯, ৬৮)। 'প্রধান সেই পুরুষের প্রতি নিবৃত্ত হইয়া যায়', ইহার অর্থ—সেই পুরুষকে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিবার জন্য উৎপাদিত যে সেই বুদ্ধিসহ লিঙ্গশরীর

ভাবদীপিকা [সাংখ্যমতে মোক্ষের অসম্ভাবনা

(সাং কাঃ ৪০), কোন প্রয়োজন না থাকায় তাহা প্রধানে বিলীন হইয়া যায়।* তাহার ফলে বুদ্ধিতত্ত্ব না থাকায় তাহাতে বিভু পুরুষের প্রতিবিম্বিত হওয়ারূপ যে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ, তাহারও আত্যন্তিক উপরম হইয়া যায় (৪৪ ভাবদীঃ)। ফলে মুক্ত পুরুষের পুনরায় বন্ধন হয় না। এতদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন - সৎকার্য্যবাদী তোমাদের মতে কোন বস্তুরই আত্যন্তিক নাশ হয় না, স্বকারণে বিলীন হইয়া তাহা সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে মাত্র। আর গুণসকলও তোমাদের মতে চঞ্চলস্বভাব। সেইহেতু গুণসকলের চঞ্চলতা ও অঙ্গাঙ্গিভাবের ফলে নবকল্পারম্ভে যেমন বুদ্ধিতত্ত্ব (—মহত্তত্ত্ব) প্রভৃতির অভিব্যক্তি হইয়াছিল, তদ্রূপ উক্ত একই হেতুবশতঃ প্রধানে বিলীন মুক্তপুরুষের 'বুদ্ধিতত্ত্বটারও পুনঃ অভিব্যক্তি হইতে কোন বাধা নাই। সেই বুদ্ধিতত্ত্ব সেই মুক্ত পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট হওয়ায় প্রধান যে তাহাকে অভিব্যক্ত হইতে দিবে না, ইহা তুমি কল্পনা করিতে পার না; কারণ জড় প্রধান সেইপ্রকার চিন্তা করিয়া তাহা নিয়মন করিতে সমর্থ নহে। আর একবার যদি সেই বুদ্ধিতত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তাহাতে সেই বিভু পুরুষের প্রতিবিম্বপাত হইতে, অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ হইতে কোন বাধা থাকে না। ফলে গুণসকলের চঞ্চলতাবশতঃ পুনঃ তমোগুণের উদ্রেক এবং বুদ্ধি ও পুরুষের অভিন্নতাজ্ঞানবশতঃ মুক্তপুরুষের পুনঃ বন্ধনদশা প্রাপ্তি অনিবার্য্যই হইয়া পড়ে। **সাংখ্যী** যে বলিয়াছেন—"প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ থাকিলেও সৃষ্টির প্রয়োজন না থাকায় পুরুষের পুনরায় বন্ধন হয় না" (ভাবদীঃ ৪২, সাং কাঃ ৬৬)। **সিদ্ধান্তী** বলেন— তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ পুরুষ অসঙ্গ ও প্রধান জড় হওয়ায় কাহার প্রয়োজন আছে অথবা নাই, ইহাই নির্ণীত হয় না। **সাংখ্যী** বলেন—এই প্রয়োজনশব্দের অর্থ 'প্রধাননিষ্ঠ প্রয়োজন'। পুরুষকে ভোগ ও মোক্ষপ্রদানরূপ প্রধানের সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলে সৃষ্টির প্রয়োজন থাকে না এবং পুরুষেরও আর বন্ধন হয় না, ইহাই আমাদের বিবক্ষিত। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—এই পক্ষে যাহা দোষ, তাহা ৩০ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে এবং তত্রস্থ ভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর এক কথা—পুরুষকে ভোগপ্রদানের জন্যই সৃষ্টি এবং প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগরূপ নিমিত্তবশতঃ পুরুষের ভোগ, ইহাও সাংখ্যসিদ্ধান্ত। কিন্তু ভোগের হেতুভূত প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ থাকিবে, অথচ পুরুষকে ভোগপ্রদানের জন্য সৃষ্টি হইবে না, ইহা অসঙ্গত কল্পনা; কারণ তাহাতে ভোগের প্রযোজককারণ আছে, কিন্তু ভোগ্যবস্তু নাই. দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তির ন্যায় এতাদৃশ কষ্টকর অবস্থাতে মুক্তপুরুষ পতিত হইবেন। এতাদৃশ মুক্তি কাহারও আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে না। আর প্রকৃতিপুরুষের সংযোগরূপ হেতুবশতঃই হয় পুরুষের সুখদুঃখভোগরূপ সংসারবন্ধন। কিন্তু প্রকৃতিপুরুষের সংযোগরূপ হেতুটি থাকিবে এবং তাহার কার্য্য যে সুখদুঃখভোগরূপ সংসারবন্ধন, তাহা আর কখনও হইবে না, ইহা অঙ্গীকার করিলে জগতে কারণ বলিয়া কিছু থাকিবে না, যেহেতু কারণতা কার্য্যসাপেক্ষ এবং কারণনিষ্ঠ যে কার্য্যোৎপাদনশক্তি, তাহাও তোমাদের মতে নিত্য। **সাংখ্যী** যদি বলেন –

---

* বুদ্ধিসহ লিঙ্গশরীর প্রধানে বিলীন হইয়া যায়, ইহা অঙ্গীকার না করিবার প্রতি কোন হেতু নাই; যেহেতু "লয়ং গচ্ছতি ইতি লিঙ্গম্" (সাং কাঃ ৪০ তত্ত্বকৌঃ)—'লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়াই লিঙ্গ বলা হয়'। পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের প্রধানের প্রবৃত্তি চরিতার্থ না হইলেও প্রাণিগণের ভোগকাল না হওয়ায় মহাপ্রলয়কালে যখন লিঙ্গশরীর প্রধানে বিলীন হইয়া যায়, তখন পুরুষকে মোক্ষপ্রদান করা হইয়া গেলে প্রধানের প্রবৃত্তি চরিতার্থ হওয়ায় সেই পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্য সৃষ্ট সেই বুদ্ধিসহ লিঙ্গশরীর প্রধানে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সুতরাং সিদ্ধ হয়।

[২৬৯ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

কত্বাভ্যুপগমাৎ, একস্য চ বিষয়বিষয়িভাবানুপপত্তেঃ, বিকারভেদস্য চ বাচারম্ভণমাত্রত্বশ্রবণাৎ অনির্মোক্ষশঙ্কা স্বপ্নেঽপি ন উপজায়তে।৫৬ ব্যবহারে তু যত্র যথা দৃষ্টঃ ভোক্তৃভোগ্যভাবঃ তত্র তথৈব সঃ, ইতি ন চোদয়িতব্যঃ পরিহর্ত্তব্যঃ বা ভবতি।৫৭॥২।২।১০॥

ইতি প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পারমার্থিক দৃষ্টিতে মোক্ষবিষয়ে শঙ্কাই উঠে না। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে আবিদ্যক ভোক্তৃভোগ্যভেদ জ্ঞাননাশ্য হওয়ায় মোক্ষ ও তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্র সঙ্গত।]

[এইপ্রকারে পরপক্ষে মোক্ষের অসিদ্ধি প্রদর্শন করিয়া সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে তাহার সিদ্ধি প্রদর্শন করিতেছেন—] ঔপনিষদের (—অদ্বৈতব্রহ্মকারণবাদীর) মতে কিন্তু আত্মার একত্ব অঙ্গীকৃত হওয়ায়, একেরই (—এক আত্মারই) বিষয়বিষয়িভাব সঙ্গত না হওয়ায় এবং বিভিন্ন কার্য্যবস্তুর বাচারম্ভণমাত্রতা শ্রুত হওয়ায় (—কার্য্যবস্তুসকল বাণীমাত্রকে অবলম্বনকরতঃ বর্ত্তমান, তাহাদের পারমার্থিক সত্তা নাই, ইহা শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় বলিয়া) মোক্ষাভাববিষয়ক আশঙ্কা স্বপ্নেও উৎপন্ন হয় না।৫৬ [কিন্তু আত্মার একত্ব অঙ্গীকার করিলে এই পরিদৃশ্যমান তপ্যতাপকভাব কিপ্রকারে উপপন্ন হইবে ? যেহেতু একই আত্মা ভোক্তা এবং ভোগ্য হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] লোকব্যবহারে কিন্তু যেখানে যেপ্রকার তপ্যতাপকভাব পরিদৃষ্ট হয়, তাহা সেই স্থলে সেইপ্রকারই হইয়া থাকে, এইহেতু তাহা আশঙ্কার যোগ্য নহে, অথবা পরিহারের যোগ্য নহে (৪৬)।৫৭॥২।২।১০॥

রচনানুপপত্ত্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা [সাংখ্যমতে মোক্ষের অসম্ভাবনা ; সিদ্ধান্তে তাহা সম্ভব]

প্রকৃতিপুরুষের বিবেকজ্ঞান থাকায় তাহাদের সংযোগ থাকিলেও পুরুষের সুখদুঃখভোগরূপ সংসারবন্ধন আর কখনও হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—বিবেকজ্ঞান সত্ত্বগুণের কার্য্য এবং গুণসকল নিত্য ও চঞ্চলস্বভাব। ফলে সত্ত্বগুণের অভিভব ও তমোগুণের প্রাবল্যবশতঃ উক্ত বিবেকজ্ঞানের নাশ হইলে পুরুষের পুনঃ সংসারবন্ধন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। এইরূপে সাংখ্যমতে মুক্তপুরুষের পুনঃ বন্ধনদশাপ্রাপ্তিরূপ দোষ দুরপনেয়ই হইয়া পড়ে। অতএব সাংখ্যপক্ষে মোক্ষাভাবদোষকে পরিহার করা যায় না, ইহাই সিদ্ধ হইল। [বিভিন্ন আকরাবলম্বনে এই পরিষ্কৃতি আমাদের]।

(৪৬) এইস্থলে **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই—যেমন মলিন দর্পণে প্রতিবিম্বিত স্বীয় মনোরম বদনমণ্ডলে মালিন্য দর্শন করিয়া দেবদত্ত দুঃখিত হয়। কিন্তু যখন সে যথার্থ তত্ত্ব অবগত হয়, অর্থাৎ বুঝিতে পারে যে মলিনতা বস্তুতঃ দর্পণেরই, তাহার মুখের নহে, তখন তাহার দুঃখ দূরীভূত হয়। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য (—জীব) মিথ্যা অবিদ্যাকৃত সুখদুঃখাদির দ্বারা তাপিত হইতে থাকে, দীর্ঘকাল যত্ন ও আদরের সহিত নিরন্তরভাবে অনুষ্ঠিত ব্রহ্মাত্মকবিষয়ক শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ তাহার ব্রহ্মাত্মভাবের অবগতি হইলে যখন সে অবগত হয় যে, "মিথ্যা অবিদ্যাকৃত

২। মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্। [১১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—চেতন ব্রহ্ম হইতে বিসদৃশ (—অচেতন) জগদুৎপত্তিতে কাণাদীয় দৃষ্টান্ত।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে 'সমন্বয়াৎ' এই হেতুটীর নিরাকরণপ্রসঙ্গে কার্য্যসকল সুখদুঃখমোহান্বিত না হওয়ায় তাহাদের কারণরূপে অঙ্গীকৃত ত্রিগুণাত্মক প্রধানের জগৎকারণতা যেমন নিরাকৃত হইয়াছে, (২।২।১ অধিঃ ১৩ ভাবদীঃ), তদ্রূপ কার্য্যবস্তুসকল চৈতন্যের দ্বারা অন্বিত (—চেতন) না হওয়ায় চেতন ব্রহ্মের জগৎকারণতাও নিরাকৃত হইবে। এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত প্রস্তাবিত অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি- পরমতের দুষ্টতা প্রদর্শনই এই পাদের প্রতিপাদ্য, প্রথম পাদের ন্যায় স্বমতের নির্দ্দুষ্টতা প্রতিপাদন নহে। সেইহেতু স্বপক্ষের দোষনিরাসাত্মক এই অধিকরণটী পূর্ব্বপাদেই নিবিষ্ট হওয়া উচিত বলিয়া এই পাদের সহিত এই অধিকরণের সম্বন্ধাত্মক মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও উপরোক্ত অবান্তরসঙ্গতি (—অধিকরণসঙ্গতি) লব্ধ হওয়ায় প্রসঙ্গবশতঃ এই পাদে এই অধিকরণটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি—স্বমতে বিরোধ পরিহৃত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

নাস্তি কাণাদদৃষ্টান্তঃ কিম্বাস্ত্যসদৃশোদ্ভবে।
নাস্তি শুক্লঃ পটঃ শুক্লাত্তন্তোরেব হি জায়তে॥
অণু দ্ব্যণুকমুৎপন্নমনণোঃ পরিমণ্ডলাৎ।
অদীর্ঘাদ্ দ্ব্যণুকাদ্দীর্ঘং ত্র্যণুকং তন্নিদর্শনম্॥

অন্বয়—অসদৃশোদ্ভবে কাণাদদৃষ্টান্তঃ নাস্তি, কিম্বা অস্তি? নাস্তি, হি শুক্লঃ পটঃ শুক্লাৎ তন্তোঃ এব জায়তে অনণোঃ পরিমণ্ডলাৎ অণু দ্ব্যণুকম্ উৎপন্নম্। অদীর্ঘাৎ দ্ব্যণুকাৎ দীর্ঘং ত্র্যণুকম্। তন্নিদর্শনম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[চেতনাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গবাদী বেদান্তসমন্বয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। সং কিং, স্যঃ

ভাবদীপিকা [বেদান্তসম্মত ব্রহ্মকারণবাদে মোক্ষ সম্ভব]

সুখদুঃখাদির সহিত আমার কোনকালেও সম্বন্ধ ছিল না, এখনও নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না, আমি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ"; তখন সেই জীব সমস্ত ক্লেশরাশিকে অতিক্রম করিয়া কেবল স্বস্বরূপে অবস্থান করে। ইহাই **জীবের মোক্ষ।** তাহার আর পুনরায় বন্ধনের আশঙ্কা থাকে না, কারণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের দ্বারা অনাদি মিথ্যা অজ্ঞানের ধ্বংস হইয়া যায়। সাংখ্যীর কিন্তু পুনরায় বন্ধনের আশঙ্কা থাকে, কারণ তাঁহার মতে সংসারের হেতুভূত অবিবেকাত্মক তমোগুণ নিত্য, তাহার উচ্ছেদ সম্ভব নহে। অতএব ঔপনিষদের মতে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ভোগ্যতাপকভাব যেস্থলে যেভাবে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা সেইস্থলে সেইরূপে অঙ্গীকৃত হইলেও কোন ক্ষতি নাই; কারণ অবিদ্যাকৃত, সুতরাং জ্ঞাননাশ্য হওয়ায় সেই বিষয়ে যুক্তিসহ আশঙ্কার অবকাশ এবং পরিহারের আবশ্যকতা নাই। এইরূপে সিদ্ধান্তে মোক্ষপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রের অভ্রান্তত্ব ও সার্থকতা এবং সাংখ্যশাস্ত্রের ভ্রান্তিমূলকতা ও ব্যর্থতা প্রতিপাদিত হইল। এতাদৃশ ভ্রান্তিমূলক সাংখ্যমতের দ্বারা বেদান্তসমন্বয়ে বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল। রচনানুপপত্ত্যধিকরণ সমাপ্ত।

সমবায়িকারণগুণঃ সঃ কার্য্যদ্রব্যে স্বসমানজাতীয়গুণারম্ভকঃ তন্তুশৌক্ল্যবৎ', ইতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে, ন বা ইতি ভবতি সন্দেহঃ। পূর্ব্বাধিকরণে চ সাংখ্যমতং দূষিতম্। ইতঃ পরং বৈশেষিকাণাং মতং দূষয়িতব্যম্। তন্মতস্য চ প্রক্রিয়াবহুলত্বাৎ তদ্বাসনাবাসিতঃ পুরুষঃ তৎপ্রক্রিয়াসিদ্ধবিলক্ষণোৎপত্তিদৃষ্টান্তম্ অন্তরেণ ব্রহ্মকারণবাদং ন বহু মন্যতে। অতঃ কাণাদানা সংশয়াপনোদনায় বিচার্য্যতে—] অসদৃশোদ্ভবে কাণাদদৃষ্টান্তঃ নাস্তি, কিম্বা অস্তি ?

পূর্ব্বপক্ষ—[ন্যায়স্য অব্যভিচারাৎ বেদান্তসমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে। যতঃ অসদৃশোদ্ভবে কাণাদমতসিদ্ধদৃষ্টান্তঃ] নাস্তি, হি শুক্লঃ পটঃ শুক্লাৎ তন্তোঃ এব জায়তে।

সিদ্ধান্ত—[অস্তি এব কাণাদমতে বিসদৃশোৎপত্তৌ দৃষ্টান্তঃ। তথাহি—পরমাণবঃ পারিমাণ্ডল্যপরিমাণযুক্তাঃ, ন তু অণুপরিমাণযুক্তাঃ। তথাপি তু] অনণোঃ পরিমণ্ডলাৎ অণু দ্ব্যণুকম্ উৎপন্নম্। [ইদম্ একং নিদর্শনম্। তথা দ্ব্যণুকং হ্রস্বপরিমাণোপেতং, ন তু দীর্ঘপরিমাণোপেতম্। তথাপি তু] অদীর্ঘাৎ দ্ব্যণুকাৎ দীর্ঘং ত্র্যণুকম্ [উৎপন্নম্। ইদম্ অপরং নিদর্শনম্। এবম্ অন্যমপি] তন্নিদর্শনম্ [উদাহার্য্যম্। অতঃ ন্যায়স্য ব্যভিচারাৎ ন বেদান্তসমন্বয়বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[চেতন ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তিবাদী বেদান্তসমন্বয় এখানে বিষয়। সেই সমন্বয় কি 'যাহা সমবায়িকারণের গুণ, তাহা কার্যদ্রব্যে স্বসমানজাতীয় গুণের উৎপাদক, যেমন তন্তুর শুক্ল গুণ', এই ন্যায়ের দ্বারা বিরোধপ্রাপ্ত হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হয়। আর পূর্ব্বাধিকরণে সাংখ্যমত দূষিত হইয়াছে। ইহার (—এই অধিকরণের) পরে বৈশেষিকগণের মতে দোষ প্রদর্শন করিতে হইবে। কিন্তু সেই মতে বহুপ্রকার প্রক্রিয়া থাকায় তদ্বিষয়ক সংস্কারের দ্বারা অভিভূত পুরুষ, তাঁহাদের প্রক্রিয়াসিদ্ধ একজাতীয় পদার্থ হইতে ভিন্নজাতীয় পদার্থের উৎপত্তিবিষয়ক দৃষ্টান্তব্যতিরেকে ব্রহ্মকারণবাদকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না। এইহেতু কাণাদগণের সংশয় অপনোদনের জন্য বিচার করা হইতেছে—] অসদৃশের উৎপত্তিতে (—একজাতীয় হইতে অন্য জাতীয় বস্তুর উৎপত্তিতে) কাণাদমতসিদ্ধ দৃষ্টান্ত নাই, অথবা আছে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[ন্যায়ের ব্যভিচার হয় না বলিয়া বেদান্তসমন্বয় বিরোধগ্রস্ত। যেহেতু বিসদৃশ বস্তুর উৎপত্তিতে কাণাদমতসিদ্ধ দৃষ্টান্ত] নাই, কারণ শুক্ল বস্ত্র শুক্ল তন্তু হইতেই উৎপন্ন হয়।

সিদ্ধান্ত—[কাণাদমতে অসদৃশের উৎপত্তিতে দৃষ্টান্ত অবশ্যই আছে। যেমন পরমাণুসকল 'পারিমাণ্ডল্য' নামক পরিমাণযুক্ত (১), কিন্তু অণুপরিমাণযুক্ত নহে। তাহা হইলেও কিন্তু] অণুপরিমাণ নহে যে পরিমণ্ডল (—পরমাণু), তাহা হইতে (—সেইপ্রকার অণুপরিমাণরহিত দুইটী পরমাণু হইতে) অণুপরিমাণবিশিষ্ট দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। [ইহা একটী দৃষ্টান্ত। এইরূপে দ্ব্যণুক হ্রস্বপরিমাণযুক্ত, কিন্তু দীর্ঘপরিমাণযুক্ত নহে। তাহা হইলেও কিন্তু] অদীর্ঘ দ্ব্যণুক হইতে দীর্ঘ ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়। [ইহা অন্য একটী উদাহরণ। এইপ্রকারে অন্যান্য] তন্নিদর্শনকে (—বৈশেষিকের মতসিদ্ধ দৃষ্টান্তকে) উদাহরণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব উক্ত ন্যায়ের ব্যভিচার হওয়ায় বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, অসদৃশোৎপত্তিতে দৃষ্টান্ত না থাকায় সমন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—তাদৃশ দৃষ্টান্ত থাকায় সমন্বয় সিদ্ধ।

ভাবদীপিকা

(১) **পরিমণ্ডল**শব্দের অর্থ—পরমাণু। তাহার অসাধারণ পরিমাণের নাম—

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রধানকারণবাদঃ নিরাকৃতঃ।১ পরমাণুকারণবাদঃ ইদানীং নিরাকর্ত্তব্যঃ।২ তত্র আদৌ তাবৎ যঃ অণুবাদিনা ব্রহ্মবাদিনি দোষঃ উৎপ্রেক্ষ্যতে, সঃ প্রতিসমাধীয়তে।৩ তত্র অয়ং বৈশেষিকাণাম্ অভ্যুপগমঃ—কারণদ্রব্যসমবায়িনঃ গুণাঃ কার্য্যদ্রব্যে সমানজাতীয়ং গুণান্তরম্ আরভন্তে, শুক্লেভ্যঃ তন্তুভ্যঃ শুক্লস্য পটস্য প্রসবদর্শনাৎ, তদ্বিপর্য্যয়াৎ অদর্শনাৎ চ।৪ তস্মাৎ চেতনস্য ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্বে অভ্যুপগম্যমানে কার্য্যে অপি জগতি চৈতন্যং সমবেয়াৎ।৫ তদ্ অদর্শনাৎ তু ন চেতনং ব্রহ্ম জগৎকারণং ভবিতুম্ অর্হতি ইতি।৬ ইদম্ অভ্যুপগমং তদীয়য়া এব প্রক্রিয়য়া ব্যভিচারয়তি—

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি। ব্রহ্মকারণবাদে বৈশেষিকের আক্ষেপ।]

[সাংখ্য-পাতঞ্জলসম্মত] প্রধানকারণবাদ নিরাকৃত হইয়াছে।১ এক্ষণে [ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত] পরমাণুকারণবাদকে নিরাকরণ করিতে হইবে।২ সেই স্থলে (—বৈশেষিকাদিমতে) অণুকারণবাদিকর্ত্তৃক ব্রহ্মকারণবাদীর উপর যে দোষ উৎপ্রেক্ষা (—আরোপ) করা হয়, [আচার্য্যকর্ত্তৃক] প্রথমে তাহার প্রতিসমাধান করা হইতেছে।৩ সেই স্থলে বৈশেষিকমতাবলম্বিগণের অভ্যুপগম (—স্বীকৃত মতবাদ) এই—কারণ দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিত গুণসকল কার্য্যদ্রব্যে তৎসমানজাতীয় অন্য গুণকে আরম্ভ (—উৎপাদন) করে, যেহেতু শুক্লবর্ণ তন্তুসকল হইতে শুক্লবর্ণ বস্ত্রের উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার অন্যথা হইলে পরিদৃষ্ট হয় না।৪ সেইহেতু চেতন ব্রহ্মের জগৎকারণতা স্বীকৃত হইলে কার্য্য জগতেও সমবায়সম্বন্ধে চৈতন্য বর্ত্তমান থাকিবে।৫ কিন্তু তাহা দেখা যায় না বলিয়া চেতন ব্রহ্ম

ভাবদীপিকা

'পারিমাণ্ডল্য' । ইহার অর্থ—"পরি সমন্তাৎ ঊর্দ্ধম্ অধঃ তিরশ্চ বর্ত্তুলঃ এব"—যাঁহা সর্ব্বতোভাবে, অর্থাৎ ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বে বর্ত্তুলাকার (—গোলাকার), তাহাই পরিমণ্ডল, তাহার যে ধর্ম্ম, তাহাই 'পারিমাণ্ডল্য' (প্রকটার্থবিঃ)। পারিমাণ্ডল্য পরিমাণবিশিষ্ট দুইটী পরমাণু হইতে একটী **দ্ব্যণুক** উৎপন্ন হয়, তাহা হ্রস্ব ও অণুপরিমাণবিশিষ্ট। তিনটী দ্ব্যণুক হইতে হয় একটী **ত্রসরেণুর** (—ত্র্যণুকের) উৎপত্তি, তাহা দীর্ঘ ও মহৎপরিমাণবিশিষ্ট। বৈশেষিকসিদ্ধান্তে পরমাণুর পারিমাণ্ডল্য হইতে দ্ব্যণুকের অণু ও হ্রস্বপরিমাণ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু পরমাণুগত দ্বিত্বসংখ্যা হইতে তাহা উৎপন্ন হয়। এইরূপে ত্র্যণুকের মহত্ত্ব ও দৈর্ঘ্য দ্ব্যণুকগত অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব হইতে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু দ্ব্যণুকগত ত্রিত্বসংখ্যা হইতে হয়। পরবর্ত্তী ভাষ্যমধ্যে উদ্ধৃত বৈঃ সূঃ ৭।১।৯, ১০ এবং ১৭ ইত্যাদির ব্যাখ্যাকালে ইহা স্পষ্টীকৃত হইবে (৭-৯ সংখ্যক ভাবদীঃ দ্রঃ)।

ভাষ্যানুবাদ

জগৎকারণ হইবেন, ইহা সঙ্গত নহে (২), ইত্যাদি।৬ [বৈশেষিকগণের] এই মতবাদকে তাঁহাদের স্বীকৃত প্রক্রিয়ার দ্বারাই ব্যভিচরিত (-নিরাকরণ) করিতেছেন—

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥২।২।১১॥

পদচ্ছেদ—মহদ্দীর্ঘবৎ, বা, হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্।

সূত্রার্থ—[চেতনাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবন্ বেদান্তসমন্বয়ঃ অত্র বিষয়ঃ। সঃ কিং "কারণগুণাঃ কার্য্যে স্বসমানজাতীয়গুণারম্ভকাঃ" ইতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে, ন বা ইতি সন্দেহে ;

ভাবদীপিকা [জাগতিক বস্তুতে সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের অনুভব]

(২) বৈশেষিকের এই আপত্তি কিন্তু সঙ্গত নহে। কেন ? বলিতেছি—ব্রহ্মবস্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। **১।** ব্রহ্মের কার্য্য এই জগতে 'ঘটঃ সন্'—ঘট আছে, ইত্যাদি এইভাবে জাগতিক সকল বস্তুতেই অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মের স্বরূপ 'সত্তার' অনুভব সকলেরই হয়। **২।** চিৎশব্দের অর্থ- চৈতন্য। চৈতন্য ও জ্ঞান সমানার্থক। অন্যথা 'লোকটী অজ্ঞান হইয়াছে,' এই অর্থে 'লোকটী অচৈতন্য হইয়াছে', এই বাক্যের প্রয়োগ হইত না। আর প্রকাশই জ্ঞানের ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী অভিন্ন। [দ্রব্য ও গুণ, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী অভিন্ন, ইহা ২।২।১৭ সূত্রভাষ্যে প্রতিপাদিত হইবে]। সেইহেতু ব্রহ্ম প্রকাশস্বরূপও বটেন। অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সেই জ্ঞানস্বরূপতা, অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপতা "ঘটঃ স্ফুরতি"—'ঘট প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে', ইত্যাদি এইপ্রকারে অধ্যস্ত ঘটে সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। **৩।** মনোবৃত্তির চাঞ্চল্য ও মালিন্যবশতঃ জাগতিক বস্তুসকলে ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপতার এইপ্রকার প্রতীতি অবশ্য অস্মদাদির অনুভবগোচর হয় না (পঞ্চদশী ১২।৭৮, বিচারসাগর ৪র্থ তরঙ্গ ইত্যাদি দ্রঃ)। কিন্তু তাহা হইলেও বিচারদৃষ্টিতে বিবেকিগণের নিকট তাহারও অনুভূতি হইয়া থাকে। যেমন সুষুপ্তিকালে উপরতসর্ব্বেন্দ্রিয়াবস্থাতে ব্রহ্মলীন জীবের আনন্দস্বরূপতা প্রত্যেকেরই স্বসংবেদ্য, "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম", এই স্মৃতিই সেই বিষয়ে প্রমাণ। আবার জাগ্রৎকালেও অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিবশতঃ চিত্তবৃত্তির চঞ্চলতা কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে, সেই বস্তু অবলম্বনে অস্মদাদির শান্ত চিত্তে সুখের অনুভূতি হয় ; ইহার হেতু—স্থির চিত্তবৃত্তিতে সুখস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিভাস। ব্রহ্ম সুখস্বরূপ না হইলে তৎপ্রতিভাসবশতঃ এইপ্রকারে সুখের অনুভূতি সম্ভব হইত না। এই সুখানুভূতিরূপ ব্রহ্মানুভূতিই অধিষ্ঠান ব্রহ্মে অধ্যস্ত সেই অভীষ্ট বস্ত্বাদিতে সংসর্গাধ্যাসবশতঃ প্রতিভাত হয়। ফলে সুখাকারা বৃত্তির প্রতি হেতু সেই অভীষ্ট বস্তুকে জীব সুখস্বরূপ মনে করে ; যেমন "প্রিয়া স্ত্রী আমার সুখস্বরূপ"। এইভাবে ব্রহ্মাধ্যস্ত বস্তুতে সুখেরও অনুভব হইয়া থাকে। যাহাহউক্, উক্তপ্রকারে সংসর্গাধ্যাস-বশতঃ সত্তা প্রকাশ(—চৈতন্য) ও আনন্দ জাগতিক সর্বকার্য্যবস্তুতেই অনুস্যূত থাকে বলিয়া ব্রহ্ম জগৎকারণ, ইহা সিদ্ধ হয়। আর "**দৃশ্যতে তু**" (২।১।৬) ইত্যাদি সূত্রে চেতন পুরুষশরীর হইতে অচেতন কেশনখাদির উৎপত্তি প্রদর্শনদ্বারা চেতন হইতে অচেতনের উৎপত্তি প্রদর্শিত হওয়ায় বৈশেষিকের উক্তপ্রকার আশঙ্কার সমাধান অন্যপ্রকারেও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল প্রক্রিয়াবলম্বনে বৈশেষিকপক্ষকে নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইলেও সিদ্ধান্তী তাঁহাদের প্রক্রিয়াকে অঙ্গীকার করিয়াই স্বপক্ষস্থাপন করিতেছেন। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মকারণবাদের উৎকর্ষই খ্যাপিত হইতেছে।

'বিরুধ্যতে' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—অত্র সূত্রে] চার্থকঃ বাশব্দঃ অণুত্বহ্রস্বত্বপরিমাণযুক্ত দ্ব্যণুকং সমুচ্চিনোতি। [তথাচ সূত্রার্থঃ—] **হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্**—হ্রস্বপরিমাণযুক্ত-দ্ব্যণুক-পারিমাণ্ডল্যপরিমাণযুক্তপরমাণুভ্যাং, **মহদ্দীর্ঘবৎ বা**—মহত্ত্বদীর্ঘত্বপরিমাণযুক্ত-ত্র্যণুকবৎ অণুত্বহ্রস্বত্বপরিমাণযুক্ত দ্ব্যণুকবৎ চ [চেতনাৎ ব্রহ্মণঃ অচেতনং জগৎ জায়তে ইতি শেষঃ। এতদুক্তং ভবতি—বৈশেষিকাঃ বদন্তি হ্রস্বাৎ অণোশ্চ দ্ব্যণুকাৎ মহদ্দীর্ঘং চ ত্র্যণুকং জায়তে,দ্ব্যণুকগতহ্রস্বত্বাণুত্বে তু ত্র্যণুকে স্বসমানজাতীয়হ্রস্বত্বাণুত্বে ন আরভেতে ; কিন্তু দ্ব্যণুকগত-ত্রিত্বসংখ্যা ত্র্যণুকে মহত্ত্বাদিকম্ আরভতে। এবং পরিমণ্ডলাৎ পরমাণোঃ অণু দ্ব্যণুকং জায়তে, পরমাণুগতং পারিমাণ্ডল্যং তু দ্ব্যণুকে তাদৃশং পারিমাণ্ডল্যং ন আরভতে ; কিন্তু পরমাণুগত-দ্বিত্বসংখ্যা দ্ব্যণুকে হ্রস্বত্বাণুত্বে আরভতে। এবং বদতাং বৈশেষিকাণাং "কারণগুণাঃ কার্য্যে স্বসমানজাতীয়গুণারম্ভকাঃ" ইতি কথনং কথং ত্রপাকরং ন ভবেৎ? তেষাং স্বমতে ব্যভিচারস্য স্ফুটত্বাৎ। অতঃ সমন্বয়ঃ ন বিরুধ্যতে ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[চেতন ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বর্ণনাকারী বেদান্তসমন্বয় এখানে বিষয়। তাহা কি "কারণনিষ্ঠ গুণসকল কার্য্যে স্বসমানজাতীয় গুণের উৎপাদক", এই যুক্তির দ্বারা বিরোধপ্রাপ্ত হয়, অথবা হয় না', এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'বিরোধপ্রাপ্ত হয়', ইহা পূর্ব্ব-পক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—এই সূত্রে] চকারের অর্থপ্রকাশক বাশব্দটী অণুত্ব ও হ্রস্বত্বপরিমাণ-যুক্ত দ্ব্যণুককে সমুচ্চয় করিতেছে। [তাহাতে সূত্রার্থ হয়—] **হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্**—হ্রস্বত্বপরিমাণযুক্ত দ্ব্যণুক ও পারিমাণ্ডল্যপরিমাণযুক্ত পরমাণু হইতে, **মহদ্দীর্ঘবৎ বা**—মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্বপরিমাণযুক্ত ত্র্যণুকের ন্যায় এবং অণুত্ব ও হ্রস্বত্বপরিমাণযুক্ত দ্ব্যণুকের ন্যায় [চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হয়। এখানে ভাব এই—বৈশেষিকগণ বলেন, "হ্রস্ব ও অণু-পরিমাণবিশিষ্ট দ্ব্যণুক হইতে মহৎ ও দীর্ঘপরিমাণবিশিষ্ট ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়, কিন্তু দ্ব্যণুকগত হ্রস্বত্ব ও অণুত্ব ত্র্যণুকে স্বসমানজাতীয় হ্রস্বত্ব ও অণুত্বকে উৎপাদন করে না ; পরন্তু দ্ব্যণুকগত ত্রিত্বসংখ্যা ত্র্যণুকে মহত্ত্ব প্রভৃতিকে উৎপাদন করে। এইরূপে পারিমাণ্ডল্যপরিমাণবিশিষ্ট পরমাণু হইতে অণুপরিমাণবিশিষ্ট দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরমাণুগত পারিমাণ্ডল্য দ্ব্যণুকে তাদৃশ পারিমাণ্ডল্যকে উৎপাদন করে না ; পরন্তু পরমাণুগত যে দ্বিত্বসংখ্যা, তাহা দ্ব্যণুকে হ্রস্বত্ব ও অণুত্বকে উৎপাদন করে"। এইপ্রকার যাহারা বলেন, সেই বৈশেষিকগণের "কারণগত গুণসকল কার্য্যে স্বসমানজাতীয় গুণের উৎপাদক", এইপ্রকার কথন লজ্জাজনক হইবে না কেন? যেহেতু তাঁহাদের স্বমতে ব্যভিচার স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে। অতএব বেদান্ত-সমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

এষা তেষাং প্রক্রিয়া—পরমাণবঃ কিল কঞ্চিৎ কালম্ অনারব্ধ-কার্য্যাঃ যথাযোগং রূপাদিমন্তঃ পারিমাণ্ডল্যপরিমাণাশ্চ তিষ্ঠন্তি।

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—বৈশেষিকমতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া। সিঃ—তাহাতে অনবস্থা প্রদর্শন।]

[বৈশেষিকের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—] তাঁহাদের প্রক্রিয়া এই—পরমাণুসকল কিছুকাল (—প্রলয় (৩) যতকাল থাকে, ততকাল) কোন কার্য্যের আরম্ভ না করিয়া যথাযোগ্য (—যে পরমাণুর যেপ্রকার, সেইপ্রকার) রূপাদিযুক্ত

শাঙ্করভাষ্যম্

তে চ পশ্চাৎ অদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সংযোগসচিবাশ্চ সন্তঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ কৃৎস্নং কার্য্যজাতম্ আরভন্তে।২ কারণগুণাশ্চ

ভাষ্যানুবাদ

ও পারিমাণ্ডল্য পরিমাণযুক্ত হইয়া অবস্থান করে।১ আর তাহারা পরবর্ত্তিকালে [জীবের ভোগপ্রদ কর্ম্মের উদ্বোধ হইলে] অদৃষ্টাদি পুরঃসর হইয়া (—অদৃষ্টবান্ আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া) এবং [সেই সংযোগবশতঃ পরমাণুসকলে যে ক্রিয়া হয়, তাহার বলে পরমাণুসকলের পরস্পরের মধ্যে উৎপন্ন] সংযোগসহকৃত হইয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে সমস্ত কার্য্যবস্তুকে উৎপন্ন করে (৪)।২ আর

ভাবদীপিকা [ন্যায়-বৈশেষিকমতে প্রলয়]

(৩) **ন্যায়-বৈশেষিক**মতে প্রলয় দুইপ্রকার, অবান্তর প্রলয় ও মহাপ্রলয়। [পূর্ব্বমীমাংসকগণ প্রলয় অঙ্গীকার করেন না। সিদ্ধান্তে প্রলয়বিষয়ক আলোচনা ২।৪।১ অধিকরণে করা হইবে]। "সর্ব্বকার্য্যদ্রব্যধ্বংসকে" **অবান্তর প্রলয়** বলা হয়। কার্য্যদ্রব্য বলিতে 'জন্য' অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যকে বুঝিতে হইবে, যথা—জন্য পৃথিবী, জন্য জল, জন্য বহ্নি ও জন্য বায়ু। স্বস্বপরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে ইহাদের উৎপত্তি। প্রলয়কালে ঈশ্বরের সংহারেচ্ছা ও পরমাণুতে তদনুকূল ক্রিয়াবশতঃ হয় পরমাণুদ্বয়ের বিভাগ, তাহার ফলে দ্ব্যণুকের নাশ হয়। এই ক্রমে ত্র্যণুক চতুরণুক প্রভৃতির নাশবশতঃ এই দৃশ্যমান পৃথিবী জল তেজঃ ও বায়ু বিনষ্ট হইয়া যায়। নিত্য হওয়ায় তাহাদের পরমাণুসকল বিনষ্ট হয় না। তাহারা তখন কম্পনশীল অবস্থাতে অবস্থান করে, "দোধূয়মানাস্তিষ্ঠন্তি প্রলয়ে পরমাণবঃ", ইত্যাদি স্মৃতিবচন হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। অবান্তর প্রলয়ে কার্য্যদ্রব্যেরই ধ্বংস হয় বলিয়া নিত্য দ্রব্য যে আকাশ দিক্ কাল আত্মা ও মন এবং দ্রব্যভিন্ন পদার্থ যে গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ ও সমবায়, তাহারা বর্ত্তমান থাকে। পরমাণুসকলে গুণ ও ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে ; কারণ গুণাদি কার্য্য হইলেও দ্রব্য নহে। "সর্ব্বভাবকার্য্যের ধ্বংসকে" বলা হয়—**মহাপ্রলয়**। সর্ব্ব ভাবকার্য্য বলিতে—উপরোক্ত কার্য্য পৃথিবী প্রভৃতি ব্যতিরেকে তাহাদের তত্তৎ পরমাণুতে আশ্রিত গুণ ও ক্রিয়াকেও গ্রহণ করিতে হইবে, যেহেতু তত্তৎ পরমাণুনিষ্ঠ গুণ ও ক্রিয়া ভাবপদার্থ এবং কার্য্যও বটে, কারণ তত্তৎ পরমাণুরূপ সমবায়িকারণ হইতেই তাহাদের উৎপত্তি। এইরূপে নিশ্চিত হইল যে, মহাপ্রলয়কালে ক্ষিত্যাদি স্থূলভূতচতুষ্টয় থাকে না এবং তাহাদের তত্তৎ পরমাণুতে আশ্রিত গুণ ও ক্রিয়াও থাকে না। ক্রিয়া না থাকায় নিত্য পরমাণুসকল নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু গুণের বেলায় বিশেষ এই যে, বহ্নি জল ও বায়ু পরমাণুর বিশেষ গুণ যে রূপ রস ও স্পর্শ, নিত্য পরমাণুনিষ্ঠ হওয়ায় তাহারা নিত্য, কার্য্য নহে ; সেইহেতু বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ক্ষিতিপরমাণুর গুণ যে রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শ, পাকজ হওয়ায় তাহারা কার্য্য, সেইহেতু বিনষ্ট হইয়া যায়। আর সকলপ্রকার পরমাণুগত নিত্য যে সামান্য গুণ, যথা সংখ্যা ও পরিমাণ প্রভৃতি (১১ ভাবদীঃ), তাহারা সকলপ্রকার পরমাণুতেই বর্ত্তমান থাকে। এতদ্ভিন্ন নিত্য দ্রব্য আকাশাদি এবং নিত্য পদার্থ সামান্য ও বিশেষাদি যাহা অবান্তর প্রলয়ে বিদ্যমান থাকে, তাহারা মহাপ্রলয়েও থাকে।

(৪) ঈশ্বরের সৃষ্টিবিষয়িণী ইচ্ছা ও প্রযত্নবশতঃ ফলদানে উদ্বুদ্ধ যে অদৃষ্ট, সেই অদৃষ্টবান্

শাঙ্করভাষ্যম্

কার্য্যে গুণান্তরম্।৩ যদা দ্বৌ পরমাণূ দ্ব্যণুকম্ আরভেতে, তদা পরমাণুগতা রূপাদিগুণবিশেষাঃ শুক্লাদয়ঃ দ্ব্যণুকে শুক্লাদীন্ অপরান্ আরভন্তে।৪ পরমাণুগুণবিশেষস্তু পারিমাণ্ডল্যং ন দ্ব্যণুকে পারিমাণ্ডল্যম্ অপরম্ আরভতে, দ্ব্যণুকস্য পরিমাণান্তরযোগাভ্যুপগমাৎ।৫ অণুত্বহ্রস্বত্বে হি দ্ব্যণুকবর্ত্তিনী পরিমাণে বর্ণয়ন্তি।৬ যদাপি দ্বে দ্ব্যণুকে চতুরণুকম্ আরভেতে,

ভাষ্যানুবাদ

কারণগত গুণসকল কার্য্যে [সজাতীয়] অন্য গুণকে উৎপাদন করে ৩ [ইহাই বিশদভাবে বলিতেছেন—] দুইটী পরমাণু যখন দ্ব্যণুককে উৎপাদন করে, তখন পরমাণুগত রূপাদিগুণবিশেষসকল, অর্থাৎ শুক্লতা প্রভৃতি, দ্ব্যণুকে অপর শুক্লাদিগুণসকলকে উৎপাদন করে। ৪ [বৈশেষিকের এই নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিতেছেন—] কিন্তু পরমাণুর গুণবিশেষ যে পারিমাণ্ডল্য, তাহা দ্ব্যণুকে অপর পারিমাণ্ডল্যকে উৎপাদন করে না (৫), যেহেতু [তাঁহারা] দ্ব্যণুকের অন্যপরিমাণযোগ (—দ্ব্যণুক অন্য পরিমাণযুক্ত, ইহা) অঙ্গীকার করেন।৫ [দ্ব্যণুকের পরিমাণ কি, তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু [তাঁহারা] অণুতা ও হ্রস্বতাকে দ্ব্যণুকনিষ্ঠ পরিমাণরূপে বর্ণনা করেন।৬ নিয়মের অন্য স্থল প্রদর্শন করিতেছেন—] আর যখন দুইটী দ্ব্যণুক চতুরণুককে (৬) উৎপাদন করে, তখনও দ্ব্যণুকে সমবায়-

ভাবদীপিকা

বিভু জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত হইলে প্রলয়াবস্থ নিশ্চল পরমাণুসকলে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় [ইহার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য ২।২।৩ অধিঃ ৬ ভাবদীঃ দ্রঃ] তাহার ফলে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগবশতঃ একটী দ্ব্যণুকের এবং তিনটী দ্ব্যণুকের সংযোগবশতঃ একটী ত্র্যণুকের, উৎপত্তি হয়। এইক্রমে অস্মদাদির অনুভবযোগ্য এই স্থূল পৃথিবী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

(৫) পরমাণুগত পারিমাণ্ডল্য কেন দ্ব্যণুকে স্বসমানজাতীয় অন্য পারিমাণ্ডল্যকে উৎপাদন করে না, এই বিষয়ে **বৈশেষিকগণ** বলেন—পরিমাণ নিজ হইতে উৎকৃষ্টতর সজাতীয় পরিমাণের জনক, ইহাই তাহার স্বভাব ; যেমন কপালগত মহত্ত্ব ঘটে তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর মহত্ত্বকে উৎপাদন করে। কিন্তু পারিমাণ্ডল্য যদি নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সজাতীয় পরিমাণের জনক হয়, তাহা হইলে পরমাণু হইতে উৎপন্ন যে দ্ব্যণুক, তাহা পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িবে ; কারণ পরমাণুগত পারিমাণ্ডল্যরূপ যে অতি ক্ষুদ্রতা, তাহা দ্ব্যণুকে নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ক্ষুদ্রতারই জনক হইয়া পড়িবে, অণুপরিমাণতার নহে। এইরূপ দ্ব্যণুকনিষ্ঠ অণু-পরিমাণও যদি ত্র্যণুকে স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সজাতীয় পরিমাণের জনক হয়, তাহা হইলে ত্র্যণুক দ্ব্যণুকাপেক্ষাও অণুতর হইয়া পড়িবে, মহৎপরিমাণবিশিষ্ট হইবে না। ত্র্যণুক হইতে কিন্তু এই নিয়মের ভঙ্গ হইবে, কারণ তখন ত্র্যণুকের মহৎপরিমাণ চতুরণুকে মহত্তর পরিমাণের জনক হইবে। এই ক্রম মহাপৃথিব্যাদির উৎপত্তি পর্য্যন্ত সমান।

(৬) "দুইটী দ্ব্যণুক হইতে চতুরণুকের উৎপত্তি", ইহা **প্রাচীন বৈশেষিকমত ;**

শাঙ্করভাষ্যম্

তদাপি সমানং দ্ব্যণুকসমবায়িনাং শুক্লাদীনাম্ আরম্ভকত্বম্।৭ অণুত্বহ্রস্বত্বে তু দ্ব্যণুকসমবায়িনী অপি নৈব আরভেতে, চতুরণুকস্য মহত্ত্বদীর্ঘত্বপরিমাণযোগাভ্যুপগমাৎ।৮ যদাপি বহবঃ

ভাষ্যানুবাদ

সম্বন্ধে অবস্থিত শুক্লাদিগুণসকলের উৎপাদকতা সমান (—দ্ব্যণুকগত শুক্লাদি গুণসকল চতুরণুকে স্বসমানজাতীয় শুক্লাদি গুণকে উৎপাদন করে)।৭ [উক্ত নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিতেছেন—] কিন্তু অণুতা ও হ্রস্বতা দ্ব্যণুকে সমবায়সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকিলেও [চতুরণুকে সেই গুণদ্বয়ের সমানজাতীয় গুণদ্বয়কে] কদাপি উৎপাদন করে না, যেহেতু [তাঁহারা] চতুরণুকের মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্বরূপ পরিমাণযোগ (—চতুরণুক মহৎ ও দীর্ঘপরিমাণযুক্ত ইহা) স্বীকার করেন।৮ [তার্কিকমতে চতুরণুকাদির উৎপত্তিবিষয়ে এবং গুণোৎপত্তিবিষয়ে অব্যবস্থা প্রদর্শন

ভাবদীপিকা

প্রকটার্থকার বলেন—"রাবণভাষ্যে * এইপ্রকার পরিদৃষ্ট হয়"। তিনি রাবণভাষ্য উদ্ধৃতও করিয়াছেন, যথা—"যদ্বাভ্যাং দ্ব্যণুকাভ্যাং আরব্ধে কার্য্যে যন্মহত্ত্বম্ উৎপদ্যতে তস্য প্রচয়ো অসমবায়িকারণম্"—'দুইটী দ্ব্যণুকের দ্বারা আরব্ধ [চতুরণুকরূপ] কার্য্যে যে মহত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয়, প্রচয় (—দ্ব্যণুকদ্বয়ের শিথিলসংযোগ) তাহার অসমবায়িকারণ' ইত্যাদি। **ভামতীকার** ও **রত্নপ্রভাকার** প্রভৃতি বলেন—এখানে প্রমাদবশতঃ একটী 'দ্বে'পদ বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং "দ্বে দ্বে দ্ব্যণুকে" এইপ্রকার পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে অর্থ হইবে—'দুইটী দুইটী দ্ব্যণুক, অর্থাৎ চারিটী দ্ব্যণুক চতুরণুককে উৎপাদন করে'। **বার্ত্তিক**নামক টীকাতে এই বিষয়ে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও আছে, তাহা আকরে দ্রষ্টব্য। প্রচলিত **বৈশেষিকমতে** কিন্তু ৩টী দ্ব্যণুক হইতে ১টী ত্র্যণুক (—ত্রসরেণু), ৪টী ত্র্যণুক হইতে ১টী চতুরণুক, ৫টী চতুরণুক হইতে ১টী পঞ্চাণুক, ৬টী পঞ্চাণুক হইতে ১টী ষড়ণুক উৎপন্ন হয়। এই ক্রমে অস্মদাদির অনুভবযোগ্য এই মহাপৃথিবী পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। পরন্তু **ন্যায়নির্ণয়কার** বলেন—'ত্র্যণুকের উৎপত্তির পর আর আরম্ভক সংখ্যার নিয়ম নাই'। **দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টি** কেন অঙ্গীকার করা হয়, এই বিষয়ে **বৈশেষিকগণ** বলেন, ইহা অঙ্গীকার না করিয়া পরমাণুসকলকেই ঘটাদি অবয়বীর সমবায়িকারণরূপে অঙ্গীকার করিলে মুদ্গরপ্রহারদ্বারা ঘটের ধ্বংস সাধন করিলে ঘট তাহার কারণভূত পরমাণুরূপে পরিণত হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িবে, যেহেতু পরমাণু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তাহা কিন্তু হয় না, ঘটধ্বংসের পর আমরা কপাল কপালিকা ও চূর্ণ ইত্যাদি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম অংশসকল দর্শন করি। আর ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য পরমাণু হইতে আমরা ঘটের উৎপাদনও করিতে পারি না। অতএব অগত্যা ইহা অনুমান করিতে হইবে যে, দ্ব্যণুক হইতে কপালিকা ও কপালক্রমে ঘটের উৎপত্তি হয়। মহাপৃথিব্যাদির বেলাতেও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে।

---

* বৈশেষিক ভাষ্যকার রাবণের বেদের উপরও ভাষ্য ছিল, এইপ্রকার জনশ্রুতি আছে। আরও জনশ্রুতি—এই রাবণকে উপদেশ করিবার জন্য ক্রকুচ্ছন্দ নামক প্রাচীন বুদ্ধকর্তৃক 'লঙ্কাবতারসূত্র' নামক বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরমাণবঃ, বহূনি বা দ্ব্যণুকানি, দ্ব্যণুকসহিতঃ বা পরমাণুঃ কার্য্যম্ আরভতে, তদাপি সমানা এষা যোজনা।৯ তদেবং যথা পরমাণোঃ পরিমণ্ডলাৎ সতঃ অণু হ্রস্বং চ দ্ব্যণুকং জায়তে, মহদ্দীর্ঘং চ ত্র্যণুকাদি, ন পরিমণ্ডলম্।১০ যথা বা দ্ব্যণুকাৎ অণোঃ হ্রস্বাচ্চ সতঃ মহদ্দীর্ঘং চ ত্র্যণুকং জায়তে, ন অণু নো হ্রস্বম্।১১ এবং চেতনাৎ ব্রহ্মণঃ অচেতনং জগৎ জনিষ্যতে ইতি অভ্যুপগমে কিং তব ছিন্নম্?১২ অথ মন্যসে—বিরোধিনা পরিমাণান্তরেণ আক্রান্তং কার্য্যদ্রব্যং দ্ব্যণুকাদি ইতি, অতঃ ন আরম্ভকাণি কারণগতানি পারিমাণ্ডল্যাদীনি ইতি অভ্যুপগচ্ছামি।১৩ ন তু চেতনাবিরোধিনা গুণান্তরেণ জগতঃ আক্রান্তত্বম্ অস্তি, যেন

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন—] আর যখন বহু পরমাণু, অথবা বহু দ্ব্যণুক, অথবা দ্ব্যণুকের সহিত [মিলিত] পরমাণু কার্য্য আরম্ভ করে, তখনও এই যোজনা সমান (—কারণনিষ্ঠ শুক্লাদি গুণবিশেষ সকল স্থলেই কার্য্যে স্বসমানজাতীয় গুণকে উৎপাদন করে, কিন্তু কারণাশ্রিত অপর গুণবিশেষ যে পরিমাণ, তাহা সর্ব্বস্থলে সমানজাতীয় পরিমাণকে উৎপাদন করিতে পারে না)।৯ [এইরূপে বৈশেষিকমতে অব্যবস্থাই পরিদৃষ্ট হয়]

সিঃ—প্রক্রিয়ার অব্যবস্থাহেতুঃ চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগদুৎপত্তিতে বৈশেষিকের বিরোধ অসঙ্গত

তাহাতে এইপ্রকার হইলে (—বৈশেষিক প্রক্রিয়াতে এইপ্রকার অব্যবস্থা হইলে) যেমন পরমাণু পরিমণ্ডল (—সর্ব্বতোভাবে গোলাকার) হইলেও তাহা হইতে অণু এবং হ্রস্ব দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয় এবং [অব্যবস্থিতভাবে তাহার সহিত মিলিত পরমাণু হইতে] মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্ব পরিমাণবিশিষ্ট ত্র্যণুক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরিমণ্ডল (—পারিমাণ্ডল্যবিশিষ্ট দ্ব্যণুক) উৎপন্ন হয় না।১০ অথবা যেমন দ্ব্যণুক অণুপরিমাণ ও হ্রস্ব হইলেও তাহা হইতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়, কিন্তু [ত্র্যণুকে] অণুপরিমাণ এবং হ্রস্বপরিমাণ উৎপন্ন হয় না।১১ এইপ্রকারে (—পারিমাণ্ডল্য হইতে বিসদৃশ অণুত্ব, এবং হ্রস্বত্ব হইতে বিসদৃশ দীর্ঘত্ব যেপ্রকারে উৎপন্ন হয়, সেইপ্রকারে) চেতন ব্রহ্ম হইতে [বিসদৃশ] অচেতন জগৎ উৎপন্ন হইবে, ইহা অঙ্গীকার করিলে [বৈশেষিক তোমার] ক্ষতি কি হইল?১২

[পূঃ—বিরোধী গুণের দ্বারা নিয়তকার্য পারিমাণ্ডল্যাদি দ্ব্যণুকাদিতে সজাতীয় পরিমাণান্তরের অনুৎপাদক চৈতন্যবিরোধী তাদৃশ কোন গুণ না থাকায় ব্রহ্ম জগতে সজাতীয়গুণের উৎপাদক হইবে।]

পূর্ব্বপক্ষ—[সিদ্ধান্তে দৃষ্টান্তের বৈষম্য আশঙ্কা করিতেছেন—] আর যদি মনে কর দ্ব্যণুকাদি কার্য্য দ্রব্য [পরমাণুগত পারিমাণ্ডল্যের] বিরোধী [অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব প্রভৃতি] অন্য পরিমাণের দ্বারা আক্রান্ত (—যুক্ত), এইহেতু [পরমাণু প্রভৃতি] কারণগত পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতি [কার্য্য দ্ব্যণুক প্রভৃতিতে সজাতীয় অন্য পরিমাণের] উৎপাদক হয় না, ইহা আমি অঙ্গীকার করি।১৩ কিন্তু [সিদ্ধান্তী তোমার পক্ষে]

শাঙ্করভাষ্যম্

কারণগতা চেতনা কার্য্যে চেতনান্তরং ন আরভেত।১৪ ন হি অচেতনা নাম চেতনাবিরোধী কশ্চিৎ গুণঃ অস্তি, চেতনাপ্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।১৫ তস্মাৎ পারিমাণ্ডল্যাদিবৈষম্যাৎ প্রাপ্নোতি চেতনায়াঃ আরম্ভকত্বম্ ইতি।১৬ মা এবং মংস্থাঃ, যথা কারণে বিদ্যমানানাম্ অপি পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্ অনারম্ভকত্বম্, এবং চৈতন্যস্যাপি ইতি অস্য অংশস্য সমানত্বাৎ।১৭ ন চ পরিমাণান্তরাক্রান্তত্বং পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্ অনারম্ভকত্বে কারণং, প্রাক্ পরিমাণান্তরারম্ভাৎ পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্ আরম্ভকত্বোপপত্তেঃ; আরব্ধমপি কার্য্যদ্রব্যং প্রাগ্ গুণারম্ভাৎ ক্ষণমাত্রম্ অগুণং

ভাষ্যানুবাদ

জগৎ চৈতন্যের বিরোধী অন্য গুণের দ্বারা আক্রান্ত নহে, যে হেতুবশতঃ [ব্রহ্মরূপ] কারণগত চৈতন্য [জগদ্রূপ] কার্য্যে অন্য চৈতন্যকে উৎপাদন করিতে পারিবে না।১৪ [যদি বল—অচেতনতাই সেই বিরোধী গুণ, যাহার বলে জগতে চৈতন্যের সজাতীয় গুণ উৎপন্ন হয় না। তদুত্তরে বলিব—] দেখ, অচেতনা (—অচৈতন্য) নামক চেতনার বিরোধী কোন গুণই নাই, যেহেতু তাহা চেতনার প্রতিষেধ (—অভাব) মাত্র।১৫ সেইহেতু (—অচেতনা নামক কোন গুণ না থাকায়) পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতি হইতে বৈষম্য আছে বলিয়া (—পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতির যেপ্রকার অণুত্বাদিরূপ বিরোধী গুণ আছে, চেতনার তদ্রূপ বিরোধী গুণ না থাকায়) চেতনার আরম্ভকতা (—চেতনা জগতে সজাতীয় গুণান্তরের উৎপাদন করিবে, ইহা) প্রাপ্ত হইতেছে।১৬

[সিঃ—স্বভাববশতঃ পারিমাণ্ডল্যাদির সজাতীয় পরিমাণান্তর অনারম্ভের ন্যায়, স্বভাববশতঃই চৈতন্যেরও জগতে সজাতীয় চৈতন্যের অনারম্ভকতা সমান। বৈশেষিকের অন্য পরিমাণাক্রান্ততা ও ব্যগ্রতা প্রভৃতি যুক্তির নিরাকরণ।]

সিদ্ধান্ত—[কার্য্যদ্রব্য অন্য পরিমাণের দ্বারা আক্রান্ত, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া উত্তর দিতেছেন—] এইপ্রকার মনে করিও না, যেহেতু যেমন [পরমাণু প্রভৃতি] কারণে বিদ্যমান থাকিলেও পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতির আরম্ভকতা হয় না (—তাহারা দ্ব্যণুকাদি কার্য্যে সজাতীয় পরিমাণান্তরের উৎপাদন করে না), চৈতন্যেরও এইপ্রকার হইবে (—তাহা জগদ্রূপ কার্য্যে সজাতীয় চৈতন্যের উৎপাদন করিবে না), এই অংশ [তোমার ও আমার উভয়ের পক্ষে] সমান।১৭ [উক্ত স্বীকৃতি ত্যাগ করিয়া বলিতেছেন—] কিন্তু অন্য পরিমাণের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াই পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতির অনারম্ভকতার (—দ্ব্যণুক প্রভৃতি কার্য্যে সমানজাতীয় পরিমাণান্তরের উৎপাদন না করার) প্রতি কারণ নহে, যেহেতু অন্য পরিমাণের উৎপত্তির পূর্ব্বেই পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতির উৎপাদকতা (—সমানজাতীয় পরিমাণের উৎপাদন করা) সঙ্গত, কারণ "কার্য্যদ্রব্য উৎপন্ন হইলেও গুণোৎপত্তির পূর্ব্বে ক্ষণকালমাত্র নির্গুণভাবে অবস্থান করে", ইহা তোমরা অঙ্গীকার কর। [অতএব দ্রব্যোৎপত্তির পর

শাঙ্করভাষ্যম্

তিষ্ঠতি ইতি অভ্যুপগমাৎ ।১৮ ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে ব্যগ্রাণি পারিমাণ্ডল্যাদীনি ইতি অতঃ স্বসমানজাতীয়ং পরিমাণান্তরং ন আরভন্তে, পরিমাণান্তরস্য অন্যহেতুত্বাভ্যুপগমাৎ।১৯ "কারণ-বহুত্বাৎ-কারণমহত্ত্বাৎ-প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ" (বৈঃ সূঃ ৭।১।৯), **"তদ্বিপরীতমণু"** (ঐ ৭।১।১০), **"এতেন দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বে ব্যাখ্যাতে"**

ভাষ্যানুবাদ

অন্য গুণের না থাকার অবকাশে পারিমাণ্ডল্য দ্ব্যণুকে সমানজাতীয় পরিমাণের উৎ-পাদন করিতে পারে, ইহা তোমাদের মতে আপতিত হয়] ।১৮ আর ইহাও বলিতে পার না যে, পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতি [দ্ব্যণুক প্রভৃতিতে অণুত্বাদিরূপ] অন্য পরিমাণের উৎপাদনে ব্যগ্র থাকে, এইহেতু [তাহারা] সমানজাতীয় পরিমাণান্তরকে উৎপাদন করে না, যেহেতু [তোমরা সেই] পরিমাণান্তরের [সংখ্যা ও প্রচয় ইত্যাদি] অন্য হেতু অঙ্গীকার কর ।১৯ [সেই অন্য হেতু কি, তাহা কাণাদসূত্র উদাহরণের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন—] "কারণের বহুত্ব, কারণের মহত্ত্ব ও কারণের প্রচয় (—শিথিল সংযোগ-) বিশেষবশতঃ মহৎ পরিমাণ উৎপন্ন হয়" (৭), "অণু (—অণুপরিমাণ) তাহার (—মহৎ পরিমাণের) বিপরীত" (৮), "ইহার দ্বারা দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব ব্যাখ্যাত

ভাবদীপিকা

(৭) প্রচলিত বৈশেষিকদর্শনে এই সূত্রটীর আকার **"কারণবহুত্বাচ্চ"**, এইরূপ পরিদৃষ্ট হয়। বৈশেষিকভাষ্য ও উপস্কার দৃষ্টে প্রতিভাত হয়—সূত্রস্থ 'চ'কারটীর দ্বারা মহত্ত্ব ও প্রচয় সমুচ্চিত হইতেছে। তদ্দৃষ্টে মনে হয়, 'চ'কারের উক্ত অর্থ সহিত সূত্রটীই ভগবান্ ভাষ্যকার শারীরকভাষ্যমধ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। যাহাহউক্, উক্ত সূত্রটীর তাৎপর্য্য এই— কারণ যে দ্ব্যণুক, তাহার বহুত্ব (—তন্নিষ্ঠ ত্রিত্বসংখ্যা) হইতে ত্র্যণুকে মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ দ্ব্যণুকগত ত্রিত্বসংখ্যা ত্র্যণুকগত মহত্ত্বের অসমবায়িকারণ। ইহা হইল **কারণবহুত্বের** দৃষ্টান্ত। **কারণমহত্ত্বের** দৃষ্টান্ত এই—কপালের মহত্ত্ববশতঃ ঘটের মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ কপালদ্বয় বৃহৎ হইলে ঘট হয় বৃহত্তর। এই স্থলে কপালগত মহত্ত্ব হইল ঘটগত মহত্ত্বের অসমবায়িকারণ। [স্মরণ রাখিতে হইবে—সর্ব্ব স্থলে ঘটাদি উৎপন্ন দ্রব্যই তদ্গত পরিমাণাদি গুণের সমবায়িকারণ]। **কারণপ্রচয়ের** দৃষ্টান্ত—প্রচয়শব্দের অর্থ—শিথিলসংযোগ, যেমন শ্বেত তূলার অংশু(—আঁশ)-সকলের পরস্পর সংযোগ। দুইটী প্রচয়যুক্ত তূলকপিণ্ড হইতে যখন অন্য বৃহত্তর একটী তূলকপিণ্ড উৎপন্ন হয়, তখন সেই বৃহত্তর তূলকপিণ্ডের মহত্ত্বের প্রতি অসমবায়ি-কারণ হয় পূর্ব্বোক্ত কারণভূত তূলকপিণ্ডদ্বয়ের প্রচয়। এইরূপে এই সূত্রে বলা হইল যে,কারণের সংখ্যা, মহত্ত্ব ও প্রচয় হইতে কার্য্যে মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়, কিন্তু সাক্ষাদ্ভাবে কারণ হইতে নয়।

(৮) প্রচলিত বৈশেষিকদর্শনে এই সূত্রটীর আকার—**"অতো বিপরীতমণু"**: এতদ্দ্বারা অর্থের কোনপ্রকার ব্যতিক্রম হয় না, যেহেতু 'অতঃ' শব্দের অর্থও হয় : 'ইহার, অর্থাৎ মহৎপরিমাণের'। "অণুপরিমাণ মহৎপরিমাণের বিপরীত", ইহার তাৎপর্য্য এই—দ্ব্যণুকস্থ অণুপরিমাণের মহৎপরিমাণ হইতে এই যে বৈপরীত্য, তাহার হেতু অণুপরিমাণ লৌকিক

শাঙ্করভাষ্যম্

(ঐ ৭।১।১৭), **ইতি হি কাণভুজানি সূত্রাণি।২০ ন চ সন্নিধানবিশেষাৎ কুতশ্চিৎ 'কারণবহুত্বাদীনি' এব আরভন্তে, ন পারিমাণ্ডল্যাদীনি ইতি উচ্যেত, দ্রব্যান্তরে গুণান্তরে বা আরভ্যমাণে সর্ব্বে-**

ভাষ্যানুবাদ

হইল" (৯), ইত্যাদি এইগুলি কণভক্ষণকারীর (—মহর্ষি কণাদের) প্রসিদ্ধ সূত্র।২০ (১০) আর কোনপ্রকার সন্নিধান- (—সম্বন্ধ)-বিশেষবশতঃ কারণগত বহুত্ব প্রভৃতিই (—দ্ব্যণুকত্রয়গত ত্রিত্ব এবং পরমাণুদ্বয়গত দ্বিত্বসংখ্যাই, যথাক্রমে ত্রসরেণুগত মহত্ত্ব ও দ্ব্যণুকগত অণুত্বকে] উৎপাদন করে, কিন্তু পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতি তাহা করে না, এইপ্রকার বলিতে পারিবে না, যেহেতু অন্য দ্রব্য, বা অন্য গুণ আরব্ধ

ভাবদীপিকা

প্রত্যক্ষের বিষয় নহে এবং তাহা কারণের বহুত্ব প্রভৃতি হইতে উৎপন্নও নহে। পরন্তু পরমাণুগত যে ঈশ্বরের 'এই একটী পরমাণু, আর এই একটী পরমাণু' এইপ্রকার অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য দ্বিত্বসংখ্যা, তাহা হইতে হয় এই অণুপরিমাণের উৎপত্তি। এইরূপে এই সূত্রটী হইতে অবগত হওয়া যায়: **পরমাণুগত দ্বিত্বসংখ্যা হইতে হয় দ্ব্যণুকের অণুপরিমাণের উৎপত্তি,** পরমাণুগত পারিমাণ্ডল্য হইতে নহে। [প্রচলিত বৈশেষিকশাস্ত্রে প্রায়ই পরমাণু ও দ্ব্যণুকের পরিমাণকে 'অণু' এই একই আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে পরমাণুর যে অণুতা, অর্থাৎ পারিমাণ্ডল্য, তাহা নিত্য এবং দ্ব্যণুকের অণুতা অনিত্য]।

(৯) 'ইহার দ্বারা দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব ব্যাখ্যাত হইল", এই সূত্রটীর দ্বারা দ্ব্যণুকে অণুতা ও ত্র্যণুকাদিতে মহত্তার উৎপত্তিবিষয়ে যে প্রক্রিয়া ৭।১।৯-১০ বৈশেষিকসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, দীর্ঘতা ও হ্রস্বতার উৎপত্তিতেও সেই প্রক্রিয়া অতিদিষ্ট হইতেছে। তাহাতে ইহাই বলা হইতেছে—পরমাণুগত যে দ্বিত্বসংখ্যা দ্ব্যণুকগত অণুতার অসমবায়িকারণ, তাহাই অণুতার সহিত দ্ব্যণুকরূপ একই অধিকরণে অবস্থিত হ্রস্বতারও অসমবায়িকারণ। দ্ব্যণুকগত যে বহুত্ব (—ত্রিত্বসংখ্যা) ত্র্যণুকগত মহত্তার অসমবায়িকারণ, তাহাই ত্র্যণুকরূপ একই অধিকরণে অবস্থিত দীর্ঘতারও অসমবায়িকারণ। [স্মরণ রাখিতে হইবে—দ্ব্যণুকের হ্রস্বতা ত্র্যণুকের দীর্ঘতার প্রতি অসমবায়িকারণ নহে, যেহেতু তাহা হইলে ত্র্যণুক দীর্ঘ না হইয়া হ্রস্বতর হইয়া পড়িবে। ৫ ভাবদীঃ দ্রঃ]। কারণভূত তূলকপিণ্ডের যে প্রচয় বৃহৎ তূলকপিণ্ডের প্রতি অসমবায়িকারণ, সেই প্রচয়ই সেই বৃহৎ তূলকপিণ্ডরূপ একই অধিকরণে অবস্থিত দীর্ঘতার প্রতিও অসমবায়িকারণ, ইত্যাদি। অতএব দ্ব্যণুকের অণুতা ও হ্রস্বতার প্রতি পরমাণুর পারিমাণ্ডল্য এবং ত্র্যণুকের মহত্ত্ব ও দীর্ঘতার প্রতি দ্ব্যণুকের অণুতা কারণ না হওয়ায় বৈশেষিক বলিতে পারেন না যে, পারিমাণ্ডল্য দ্ব্যণুকে অণুত্ব ও হ্রস্বত্বের এবং অণুত্ব ত্র্যণুকে মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্বের উৎপাদনে ব্যগ্র থাকায় তত্তৎস্থলে সজাতীয় পরিমাণের উৎপাদন করিতে পারে না।

(১০) বৈশেষিক যদি বলেন—পরমাণুদ্বয়ের ও দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগবশতঃই যথাক্রমে দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়। এই সংযোগরূপ গুণের ব্যবধানবশতঃই পারিমাণ্ডল্য দ্ব্যণুকে এবং অণুত্ব ত্র্যণুকে সমানজাতীয় পরিমাণান্তরের উৎপাদন করিতে পারে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**ন চ সন্নিধান**—'আর কোনপ্রকার' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

যাম্ এব কারণগুণানাং স্বাশ্রয়সমবায়াবিশেষাৎ।১১ তস্মাৎ স্বভাবাদেব পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্ অনারম্ভকত্বং, তথা চেতনায়াঃ

ভাষ্যানুবাদ

হইলে (—যখন সেই দ্রব্য, বা সেই গুণ উৎপন্ন হয়, তখন) কারণগত সকল গুণই অবিশেষভাবে নিজের আশ্রয়ে সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিত থাকে (১১)।২১ সেইহেতু (—কার্য্য দ্রব্যের বিরোধী গুণের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া, অন্য পরিমাণ উৎপাদনে পারিমাণ্ডল্যাদির ব্যগ্রতা এবং সংযোগরূপ গুণের দ্বারা ব্যবধান ইত্যাদি যুক্তি সঙ্গত না হওয়ায়; তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে], স্বভাববশতঃই পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতির অনারম্ভকতা হইয়া থাকে (—তাহারা কার্য্যে সজাতীয় পরিমাণান্তরকে উৎ-

ভাবদীপিকা

(১১) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে যখন দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, তখন সেই পরমাণুরূপ সমবায়িকারণে শ্বেত পীতাদি রূপ, পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ এবং দ্বিত্বসংখ্যা প্রভৃতি সকল গুণই অবিশেষভাবে সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সংযোগ ব্যবধান থাকিলেও পরমাণুগত পীতাদি রূপ দ্ব্যণুকে স্বসমানজাতীয় পীতাদি রূপকে উৎপাদন করে, দ্বিত্বসংখ্যা দ্ব্যণুকে অণুপরিমাণকে উৎপাদন করে। পরন্তু একই পরমাণুতে একই সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকিলেও পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ সমানজাতীয় পরিমাণকে উৎপাদন করিতে পারে না কেন? ইহার নিয়ামক কি? এইপ্রকারে দ্ব্যণুকনিষ্ঠ পীতাদিরূপ, সংযোগ ব্যবধান থাকিলেও ত্র্যণুকে সমান-জাতীয় রূপকে উৎপাদন করে, কিন্তু অবিশেষভাবে সেই দ্ব্যণুকে সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকি-লেও অণুত্ব ত্র্যণুকে সমানজাতীয় পরিমাণকে উৎপাদন করিবে না কেন? **বৈশেষিক** যদি বলেন—কারণগত বিশেষগুণই * কার্য্যে সজাতীয় অন্য গুণকে উৎপাদন করে, যথা তন্তুগত নীল বর্ণ পটে সজাতীয় নীল বর্ণের উৎপাদক। কিন্তু সামান্যগুণ যে পরিমাণ প্রভৃতি, তাহারা কার্য্যে সমানজাতীয় গুণান্তরের উৎপাদন করে না। চৈতন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ বিশেষগুণ, সুতরাং ব্রহ্মের কার্য্যভূত জগতে তাহা সজাতীয় চৈতন্যের উৎপাদন অবশ্যই করিবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু চিত্রপটের হেতুভূত নীল তন্তুগত যে নীল রূপ, তাহা পটে বভিন্ন চিত্ররূপকেই উৎপাদন করে, সমানজাতীয় নীল রূপকে নহে। অতএব তোমার বিশেষ-গুণের সজাতীয় গুণান্তরোৎপাদকতা সিদ্ধ হইল না। আর সামান্যগুণ যদি সজাতীয় গুণান্তরের উৎপাদক না হয়, তাহা হইলে তোমার মতে কপালগত মহৎপরিমাণ হইতে ঘটগত মহত্ত্ব পরিমাণের উৎপত্তি হয় কিপ্রকারে? অতএব তোমার সামান্যবিশেষগুণসম্বন্ধী যুক্তি নিরাকৃত হইয়া পড়িল। ফলে সংযোগরূপ গুণের ব্যবধানবশতঃ কারণগত পরিমাণ কার্য্যে সমানজাতীয় পরিমাণের উৎপাদক হইতে পারে না, বৈশেষিকের এই যুক্তি অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িল। অতএব নীলরূপ বিশেষগুণ হইতে যেমন বিজাতীয় চিত্ররূপের উৎপত্তি হয়, এইরূপে চেতন

* বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন রূপ রস গন্ধ স্পর্শ স্নেহ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, অদৃষ্ট ভাবনা (—সংস্কার) এবং শব্দ, এই পঞ্চদশটী পদার্থকে ন্যায়-বৈশেষিকশাস্ত্রে বলা হয়— বিশেষগুণ। আর সংখ্যা পরিমাণ পৃথক্ত্ব সংযোগ বিভাগ পরত্ব অপরত্ব, অসাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, গুরুত্ব এবং বেগ, এই দশটী পদার্থকে বলা হয়— সামান্যগুণ (মুক্তাবলী ৯০। ৯১ শ্লোঃ)। বিশেষগুণ একাধিক বস্তুতে বিদ্যমান থাকিলেও একইপ্রকারে জ্ঞানের বিষয় হয় না, যথা জলের রূপ ও স্পর্শ একপ্রকার, পৃথিবীর অন্যপ্রকার। সামান্য গুণ কিন্তু সর্ব্বত্র একইপ্রকারে বিজ্ঞাত হয়, যথা সংখ্যা সর্ব্বত্রই সমান।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি ইতি দ্রষ্টব্যম্ ।২২ সংযোগাচ্চ দ্রব্যাদীনাং বিলক্ষণানাম্ উৎপত্তিদর্শনাৎ সমানজাতীয়োৎপত্তিব্যভিচারঃ ।২৩ দ্রব্যে প্রকৃতে গুণোদাহরণম্ অযুক্তম্ ইতি চেৎ ?২৪ ন, দৃষ্টান্তেন

ভাষ্যানুবাদ

পাদন করে না), চেতনারও এইপ্রকার হইবে (—ব্রহ্মচৈতন্যও তদ্রূপ স্বভাববশতঃই কার্য্য জগতে চেতনার উৎপাদন করিবে না), এইপ্রকার বুঝিতে হইবে ।২২

[নিঃ—কারণগুণের সজাতীয়োৎপত্তিতে ব্যভিচার প্রদর্শন ও দৃষ্টান্তের বিজাতীয়তা সমর্থন।]

[কারণনিষ্ঠ গুণসকল কার্য্যে সজাতীয় গুণের উৎপাদক, এই যে বৈশেষিকের স্বীকৃতি, তাহাতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতেছেন—] আর সংযোগ হইতে দ্রব্য প্রভৃতি বিলক্ষণ (—বিজাতীয়) পদার্থসকলের উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া (১২) [বৈশেষিকসম্মত] সমানজাতীয়ের উৎপত্তিতে ব্যভিচার হইয়া পড়ে।২৩ [বৈশেষিক বলেন—] দ্রব্য প্রস্তাবিত হইলে গুণের উদাহরণ সঙ্গত নহে, ইত্যাদি।২৪ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু দৃষ্টান্তের দ্বারা [গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থ দ্রব্যের উৎপত্তির ন্যায়] বিলক্ষণের (—চেতন হইতে ভিন্ন পদার্থ

ভাবদীপিকা

ব্রহ্ম হইতে অচেতন বিজাতীয় জগতের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিতে বৈশেষিকের অসম্মত হওয়া উচিত নহে। **আর এক কথা**—বৈশেষিক যে চৈতন্যকে আত্মার গুণ মনে করিতেছেন, তাহা তাঁহার ভ্রম মাত্র। চৈতন্য আত্মার (—ব্রহ্মের) স্বরূপ, গুণ নহে ; সেইহেতু বৈশেষিকের সজাতীয় গুণোৎপত্তিবিষয়ক প্রক্রিয়া এই স্থলে প্রযুক্তই হইতে পারে না।

(১২) এইবিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—কপালদ্বয়ের সংযোগবশতঃ ঘটরূপ দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। সংযোগকে গুণরূপে অঙ্গীকার করা হয়। সেইহেতু ইহা হইল **১।** "গুণ হইতে দ্রব্যোৎপত্তির দৃষ্টান্ত"। **২।** "গুণ হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তিতে দৃষ্টান্ত" এই—অদৃষ্টবান্ আত্মার সহিত সংযোগ হইলে পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় ; একটী গুরুত্ববিশিষ্ট চলনশীল দ্রব্যের সহিত সংযোগবশতঃ অন্য স্থির বস্তুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। **৩।** "গুণ হইতে বিজাতীয় গুণের উৎপত্তিতে দৃষ্টান্ত" এই—আত্মা ও মনের সংযোগ হইতে আত্মাতে জ্ঞানরূপ গুণের উৎপত্তি হয় ; অগ্নিসংযোগবশতঃ ঘটে পাকজরূপের উৎপত্তি হয়, ইত্যাদি। এইরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে—বৈশেষিকমতে সংযোগরূপ গুণ হইতে তৎসমানজাতীয় সংযোগ গুণই উৎপন্ন হয় না, পরন্তু জ্ঞানরূপ বিজাতীয় গুণ, দ্রব্য ও ক্রিয়াও উৎপন্ন হয়। সুতরাং চেতন ব্রহ্ম হইতে বিজাতীয় অচেতন জগতের উৎপত্তিতে দোষোদ্ভাবনকারী বৈশেষিকের লজ্জিত হওয়া উচিত। **বৈশেষিক** বলেন—চেতন ব্রহ্ম জগদ্রূপ কার্য্যের উপাদান হওয়ায় হন দ্রব্যপদার্থ। সেই চেতন ব্রহ্মরূপ দ্রব্য তাঁহা হইতে ভিন্ন জাতীয় অচেতন পদার্থের উপাদান হইতে পারেন না, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। সেই বিষয়ে কোন দ্রব্যকেই স্বভিন্নজাতীয় পদার্থের উপাদানরূপে প্রদর্শন করা উচিত, বেদান্তী তুমি সংযোগরূপ গুণকে উদাহরণরূপে উপন্যস্ত করিতে পার না, ইহাই বলিতেছেন—**দ্রব্যে প্রকৃতে**—'দ্রব্য প্রস্তাবিত', ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিলক্ষণারম্ভমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।২৫ ন চ দ্রব্যস্য দ্রব্যমেব উদাহর্ত্তব্যং, গুণস্য বা গুণঃ এব ইতি কশ্চিৎ নিয়মে হেতুঃ অস্তি।২৬ সূত্রকারোঽপি ভবতাং দ্রব্যস্য গুণম্ উদাজহার—"প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাম্ * অপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংযোগস্য পঞ্চাত্মকত্বং ন বিদ্যতে" (বৈঃ সূঃ ৪।২।২) **ইতি।২৭ যথা প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষয়োঃ ভূম্যাকাশয়োঃ সমবয়ন্ সংযোগঃ অপ্রত্যক্ষঃ, এবং প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষেষু পঞ্চসু ভূতেষু সমবয়ৎ শরীরম্ অপ্রত্যক্ষং স্যাৎ।২৮ প্রত্যক্ষং হি শরীরম্, তস্মাৎ ন পাঞ্চভৌতিকম্ ইতি।২৯ এতদুক্তং ভবতি- গুণশ্চ সংযোগঃ,**

* প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্য অপ্রত্যক্ষত্বাৎ পঞ্চাত্মকত্বম্… ইতি পাঠঃ বৈশেষিকে।

ভাষ্যানুবাদ

অচেতনের) উৎপত্তি মাত্র বলিবার ইচ্ছা করা হইতেছে।২৫ আর দ্রব্যকেই দ্রব্যের উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিতে হইবে, অথবা গুণকেই গুণের উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিতে হইবে (—দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক সর্ব্বপ্রকারে সমান হইবে), এই-প্রকার নিয়মের প্রতি কোন হেতু নাই।২৬ আপনাদের সূত্রকারও (—মহর্ষি কণাদও) গুণকে দ্রব্যের উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—[বেদান্তিগণ শরীরকে ও জগৎকে পাঞ্চভৌতিক বলেন, বৈশেষিকদর্শনকার তাহা নিরাকরণের জন্য বলিয়াছেন—] "প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বস্তুসকলের সংযোগ অপ্রত্যক্ষ হওয়ায় পঞ্চাত্মক (—পাঞ্চভৌতিক) বস্তু বিদ্যমান নাই", ইত্যাদি।২৭ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ যে ভূমি ও আকাশ, তাহাতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে যে সংযোগ, তাহা যেমন অপ্রত্যক্ষ, এইপ্রকার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ যে পঞ্চভূত, সেই সকলে সমবায়সম্বন্ধে থাকে যে শরীর, তাহা অপ্রত্যক্ষ হইয়া পড়িবে।২৮ শরীর কিন্তু প্রত্যক্ষ, সেইহেতু তাহা পাঞ্চভৌতিক নহে (১৩) ২৯

ভাবদীপিকা [শরীরের পাঞ্চভৌতিকতা প্রতিপাদন]

(১৩) এতদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—সমবায়িকারণদ্বয়ের মধ্যে একটী অপ্রত্যক্ষ হইলে তাহাদের সংযোগের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তৎসংযোগে উৎপন্ন কার্য্যটী অপ্রত্যক্ষ হইবে, ইহাই তুমি বলিতেছ। ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না; কারণ একটী সংহত দ্রব্য যতগুলি সমবায়িকারণে সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিত, সেই সকল সমবায়িকারণগুলির পরস্পর সংযোগের প্রত্যক্ষ হওয়াই সেই সংহত দ্রব্যটীর প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ, ইহা তুমি বলিতে পার না। যেহেতু একটী প্রাসাদরূপ দ্রব্য যতগুলি ইষ্টকরূপ সমবায়িকারণের সংযোগে উৎপন্ন, সেই সকল ইষ্টকেরই পরস্পর সংযোগ কাহারও প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব নহে, অথচ প্রাসাদটী সকলেরই প্রত্যক্ষ। সেইহেতু প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ পঞ্চভূতের পরস্পর সংমিশ্রণ (—সংযোগ) হইতে উৎপন্ন এই পাঞ্চভৌতিক শরীরের যতগুলি সমবায়িকারণ আছে, তাহাদের সকলগুলির সংযোগকে যে অবশ্যই প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে হইবে, নতুবা শরীরের প্রত্যক্ষ হইবে না, ইহা বলিতে পারা যায় না। এই বিষয়ে **অন্য যুক্তি** এই—শরীর ক্ষিত্যাদি ভূতসকলের

শাঙ্করভাষ্যম্

দ্রব্যং শরীরম্।৩০ "দৃশ্যতে তু" (২।১।৬) ইতি চ অত্রাপি বিলক্ষণোৎপত্তিঃ প্রপঞ্চিতা।৩১ ননু এবং সতি তেন এতৎ গতম্।৩২ ন ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[কিন্তু এই বৈঃ সূত্রদ্বারা সমানজাতীয় উদাহরণপ্রদর্শননিয়মের ভঙ্গ কিপ্রকারে হইল? তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] ইহাই বলা হইতেছে—আর সংযোগ হয় গুণ এবং শরীর দ্রব্য (১৪)।৩০ [দ্রব্য প্রস্তাবিত হইলে দ্রব্যকেই উদাহরণরূপে প্রদর্শনের জন্য যদি আগ্রহ করা হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "দৃশ্যতে তু" ইত্যাদি এই স্থলেও বিলক্ষণের (—এক জাতীয় দ্রব্য হইতে অপর জাতীয় দ্রব্যের) উৎপত্তি বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।৩১

[সিঃ—অধিকরণারম্ভের অসঙ্গতি নিরাকরণ।]

[শঙ্কা] কিন্তু এইপ্রকার হইলে (—২।১।৩ বিলক্ষণত্বাধিকরণে দ্রব্য হইতে বিজাতীয় দ্রব্যের উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়া থাকিলে) তাহার সহিত ইহা (—এই অধিকরণ) গতার্থ হইয়া গিয়াছে। [সুতরাং এই অধিকরণের আরম্ভ সঙ্গত হয় নাই]।৩২ [সমাধান—] তদুত্তরে আমরা বলিতেছি, না, তাহা বলা যায় না;

ভাবদীপিকা

পরস্পর সংযোগাত্মক গুণপদার্থ নহে, পরন্তু তাদৃশ সংযোগরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যপদার্থ, যেমন কপালদ্বয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন ঘট একটী দ্রব্য পদার্থ। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বস্তুর সংযোগরূপ গুণ অপ্রত্যক্ষ হয় হউক; সেই যুক্তিবলে শরীররূপ দ্রব্য অপ্রত্যক্ষ হইবে কেন? **বৈশেষিক** বলেন—কারণ অপ্রত্যক্ষ হইলে কার্য্য অবশ্যই অপ্রত্যক্ষ হইবে। প্রত্যক্ষ ক্ষিত্যাদি ও অপ্রত্যক্ষ আকাশাদি ভূতের সংযোগরূপ কারণ হইতে হয় শরীররূপ কার্য্যের উৎপত্তি। সেই সংযোগরূপ কারণটী কিন্তু অপ্রত্যক্ষ, সুতরাং শরীররূপ কার্য্যটীর প্রত্যক্ষ কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—বায়ু অপ্রত্যক্ষ এবং বংশদণ্ড (—বংশী) প্রত্যক্ষ; সেই বায়ু ও বংশদণ্ডের সংযোগরূপ কারণ কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু সেই সংযোগের কার্য্য যে বংশীধ্বনি, তাহা তো সকলেরই প্রত্যক্ষ হয়। অতএব শরীরাত্মক ভূতসকলের সংযোগ অপ্রত্যক্ষ হইলেও শরীরের প্রত্যক্ষ হয়, ইহা তোমাকে অঙ্গীকার করিতেই হইবে। অন্যথা বৈশেষিককে বলিতে হইবে—তাঁহাদের মতে দ্ব্যণুক অপ্রত্যক্ষ, দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগও সুতরাং অপ্রত্যক্ষ, অথচ দ্ব্যণুকের কার্য্য ত্র্যণুকের প্রত্যক্ষ হয় কিপ্রকারে? ইহার কোন উত্তর বৈশেষিক দিতে পারেন না। অতএব শরীরের উৎপাদক আকাশাদি ভূতসকলের সংযোগ অপ্রত্যক্ষ হইলেও শরীরের প্রত্যক্ষতার কোন ব্যাঘাত সম্ভব না হওয়ায় বৈশেষিকের অভিপ্রেত শরীর ও জগতের পাঞ্চভৌতিকতা নিরাকৃত হইল না, বুঝিতে হইবে। [অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য এই প্রাসঙ্গিক বিচার আমাদের]।

(১৪) সিদ্ধান্তীর তাৎপর্য্য এই—আপনাদের সূত্রকার দ্রব্য শরীর পাঞ্চভৌতিক নহে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য সংযোগরূপ গুণের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব সমানজাতীয় পদার্থকেই দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিতে হইবে, এইপ্রকার কোন নিয়ম নাই, ইহাই সিদ্ধ হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্রমঃ, তৎ সাংখ্যং প্রতি উক্তম্, এতৎ তু বৈশেষিকং প্রতি ।৩৩ ননু অতিদেশঃ অপি সমানন্যায়তয়া কৃতঃ "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ" (২।১।১২) ইতি।৩৪ সত্যম্ এতৎ, তস্যৈব তু অয়ং বৈশেষিকপ্রক্রিয়ারম্ভে তৎপ্রক্রিয়ানুগতেন নিদর্শনেন প্রপঞ্চঃ কৃতঃ।৩৫॥২।২।১১॥ ইতি দ্বিতীয়ং মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু তাহা সাংখ্যের প্রতি কথিত হইয়াছে, ইহা কিন্তু বৈশেষিকের প্রতি কথিত হইতেছে। [অতএব নিরাকরণীয় পক্ষের বিভিন্নতাবশতঃ ইহা পুনরুক্তি নহে; সুতরাং অধিকরণের আরম্ভ অসঙ্গত নহে] ।৩৩ [শঙ্কা—] কিন্তু যুক্তি সমান হওয়ায় "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ" এইপ্রকারে [সাংখ্যের বিরুদ্ধে প্রদত্ত যুক্তিসকল বৈশেষিকের বিরুদ্ধে] অতিদেশ করা হইয়াছে। [সুতরাং উক্ত ২।১।১৪ শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণে গতার্থ হওয়ায় এই অধিকরণের আরম্ভ সমীচীন নহে] ।৩৪ [সিদ্ধান্তীর সমাধান —] তদুত্তরে বলিতেছি, ইহা সত্য, কিন্তু বৈশেষিকের মতবাদ নিরাকরণপর প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে তাঁহাদের প্রক্রিয়ার অনুগত [পরিমাণ্ডল্যাদি] দৃষ্টান্তের দ্বারা (১৫) তাহারই (—সেই অতিদেশেরই) এই বিস্তার (—বিস্তৃত বর্ণনা) করা হইয়াছে।৩৫ [সুতরাং উক্ত অধিকরণে গতার্থ হইলেও এই অধিকরণের আরম্ভ অসঙ্গত হয় নাই] ॥২।২।১১॥ মহদ্দীর্ঘাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(১৫) ভাব এই যে—বৈশেষিকগণ বলেন, "কারণগত গুণ কার্য্যে সজাতীয় গুণকে উৎপাদন করে"। ইহা তাঁহাদের একটী প্রক্রিয়া। পারিমাণ্ডল্যাদি দৃষ্টান্ত অবলম্বনে (৬-১১ বাক্য দ্রঃ) বিশেষভাবে এই প্রক্রিয়াটী এই অধিকরণে নিরাকৃত হইতেছে বলিয়া "শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণের" যাহা প্রতিপাদ্য, তাহারই এখানে বিস্তার হইতেছে। সেইহেতু অধিকরণারম্ভ অসঙ্গত হয় নাই। মহদ্দীর্ঘাধিকরণ সমাপ্ত।

৩। পরমাণুজগৎকারণত্বাধিকরণম্ [১২-১৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বৈশেষিকমত খণ্ডন। পরমাণুর জগৎকারণতা নিরাকরণ।

অধিকরণসঙ্গতি—প্রসঙ্গবশতঃ এই পাদে সন্নিবিষ্ট পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতির অপেক্ষা নাই। রচনানুপপত্ত্যধিকরণে চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত (—প্রেরিত নহে বলিয়া প্রধানের জগৎকারণতা নিরাকৃত হইয়াছে। তাহা সঙ্গত। কিন্তু চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত পরমাণুসকলের জগৎকারণতা নিরাকরণের যোগ্য নহে বলিয়া তাহাই হইবে জগৎকারণ। এইরূপে ২।১।১ অধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

জনয়ন্তি জগন্নোবা সংযুক্তাঃ পরমাণবঃ।
আদ্যকর্ম্মজসংযোগাদ্দ্ব্যণুকাদিক্রমাজ্জনিঃ॥
সনিমিত্তানিমিত্তাদিবিকল্পেষ্বাদ্যকর্ম্মণঃ।
অসম্ভবাদসংযোগে জনয়ন্তি ন তে জগৎ॥

অন্বয়—সংযুক্তাঃ পরমাণবঃ জগৎ জনয়ন্তি, নো বা? আদ্যকর্ম্মজসংযোগাৎ দ্ব্যণুকাদিক্রমাৎ জনিঃ। সনিমিত্তানিমিত্তাদিবিকল্পেষু আদ্যকর্ম্মণঃ অসম্ভবাৎ অসংযোগে তে জগৎ ন জনয়ন্তি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ পরমাণুভিঃ জগৎ আরভ্যতে ইতি বৈশেষিকরাদ্ধান্তঃ বিষয়ঃ। প্রলীনে পূর্ব্বসিদ্ধে জগতি যদা মহেশ্বরস্য সিসৃক্ষা, তদা প্রাণিকর্ম্মবশাৎ নিখিলেষু পরমাণুষু আদ্যং কর্ম্ম উৎপদ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্মণঃ একঃ পরমাণুঃ পরমাণ্বন্তরেণ সংযুজ্য দ্ব্যণুকম্ আরভতে। ত্রিভ্যঃ দ্ব্যণুকেভ্য ত্র্যণুকম্ ইত্যাদিক্রমেণ জগৎ উৎপদ্যতে ইতি বৈশেষিকাণাং সিদ্ধান্তঃ। সঃ কিং মানমূলঃ ভ্রান্তিমূলঃ বা ইতি সন্দিহ্যতে—] সংযুক্তাঃ পরমাণবঃ জগৎ জনয়ন্তি, নো বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[উক্তক্রমেণ জগদুৎপত্তৌ বাধকাভাবাৎ] আদ্যকর্ম্মজসংযোগাৎ [পরমাণুভ্যঃ] দ্ব্যণুকাদিক্রমাৎ [জগতঃ] জনিঃ [ভবতি]।

সিদ্ধান্ত-[যদেতদ্ আদ্যং কর্ম্ম, তৎ নির্নিমিত্তং সনিমিত্তং বা? নির্নিমিত্তত্বে নিয়ামকাভাবাৎ সর্ব্বদা তদুৎপত্তৌ প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গঃ। সনিমিত্তত্বে অপি তৎ নিমিত্তং দৃষ্টম্, অদৃষ্টং বা? ন তাবৎ দৃষ্টং, প্রযত্নস্য অভিঘাতস্য বা শরীরোৎপত্তেঃ প্রাক্ অসম্ভবাৎ। নাপি অদৃষ্টম্ আদ্যকর্ম্মনিমিত্তম্, আত্মসমবেতস্য অদৃষ্টস্য পরমাণুভিঃ অসম্বন্ধাৎ। নাপি ঈশ্বরপ্রযত্নঃ এব আদ্যকর্ম্মণঃ নিমিত্তম্, ঈশ্বরপ্রযত্নস্য নিত্যস্য কাদাচিৎকাদ্যকর্ম্মোৎপত্তিং প্রতি অনিয়ামকত্বাৎ, তস্য নিয়ামকত্বে সর্ব্বদা কার্য্যোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। ঈশ্বরেচ্ছায়াঃ তৎপ্রযত্ননিয়ামকত্বে তদিচ্ছায়াঃ প্রযত্নস্য চ আগন্তুকত্বং স্যাৎ, ন নিত্যত্বম্। এতৎ সর্ব্বং মনসি নিধায় ব্রূতে—] সনিমিত্তানিমিত্তাদিবিকল্পেষু আদ্যকর্ম্মণঃ অসম্ভবাৎ [পরমাণূনাম্] অসংযোগে [সতি] তে [পরমাণবঃ] জগৎ ন জনয়ন্তি।

অনুবাদ

সংশয়—[পরমাণুসকলের দ্বারা দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগৎ উৎপন্ন হয়, এই বৈশেষিক সিদ্ধান্ত এখানে বিষয়। পূর্ব্বসিদ্ধ জগতের প্রলয় হইলে যখন মহেশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়, তখন প্রাণিগণের কর্ম্মবশতঃ যাবতীয় পরমাণুতে প্রথম কর্ম্ম (—ক্রিয়া) উৎপন্ন হয়। সেই ক্রিয়াবশতঃ একটি পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুককে উৎপাদন করে। তিনটী দ্ব্যণুক হইতে হয় একটী ত্র্যণুক, ইত্যাদি ক্রমে জগৎ উৎপন্ন হয়, ইহা বৈশেষিকগণের সিদ্ধান্ত। তাহা কি প্রমাণমূলক অথবা ভ্রান্তিমূলক, এইপ্রকারে সন্দেহ করা হইতেছে—] সংযুক্ত পরমাণুসকল জগৎকে উৎপাদন করে, অথবা করে না?

পূর্ব্বপক্ষ—[উক্ত ক্রমানুসারে জগতের উৎপত্তিতে বাধক না থাকায়] প্রাথমিক ক্রিয়াজন্য সংযোগবশতঃ [পরমাণুসকল হইতে] দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি হয়।

সিদ্ধান্ত—[এই যে প্রাথমিক ক্রিয়া, তাহার কোন নিমিত্ত আছে, অথবা নাই? যদি নিমিত্ত না থাকে, তাহা হইলে নিয়ামকের অভাববশতঃ সর্ব্বদা ক্রিয়ার উৎপত্তি হইলে প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়িবে। নিমিত্ত থাকিলেও সেই নিমিত্ত দৃষ্ট, অথবা অদৃষ্ট? তাহা দৃষ্ট

নহে, যেহেতু শরীরের উৎপত্তির পূর্ব্বে [সেই প্রাথমিক ক্রিয়ার হেতুভূত] প্রযত্ন, অথবা অভিঘাত সম্ভব নহে। আর অদৃষ্টকেও প্রাথমিক ক্রিয়ার নিমিত্ত বলা যায় না, যেহেতু জীবাত্মাতে সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিত যে অদৃষ্ট, পরমাণুসকলের সহিত তাহার সম্বন্ধ হয় না। আর ঈশ্বরের প্রযত্নকেও প্রাথমিক ক্রিয়ার নিমিত্ত বলা যায় না, যেহেতু নিত্য যে ঈশ্বরের প্রযত্ন, তাহা কাদাচিৎক (—যাহা কখনও হয়, কখনও হয় না, এতাদৃশ) প্রাথমিক ক্রিয়ার উৎপত্তির প্রতি নিয়ামক হইতে পারে না, কারণ তাহা (—ঈশ্বরের সেই নিত্য প্রযত্ন) নিয়ামক হইলে সর্ব্বদাই কার্য্যের উৎপত্তি হইতে থাকিবে, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়িবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা সেই প্রযত্নের নিয়ামক হইলে সেই ইচ্ছা এবং প্রযত্ন আগন্তুক হইয়া পড়িবে, নিত্য হইবে না। এইসকল বিষয় মনে রাখিয়া বলিতেছেন—] নিমিত্তসাপেক্ষতা এবং নিমিত্তনিরপেক্ষতা প্রভৃতি বিকল্পসকলে প্রাথমিক ক্রিয়া সম্ভব হয় না বলিয়া [পরমাণুসকলের] সংযোগ না হওয়ায় তাহারা (—সেই পরমাণুসকল) জগৎকে উৎপাদন করে না।

ফলভেদ – পূর্ব্বপক্ষে, বৈশেষিকসিদ্ধান্তের সহিত বিরোধবশতঃ বেদান্তসমন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—ভ্রান্তিমূলক বৈশেষিকসিদ্ধান্তের দ্বারা সমন্বয়ের বিরোধ হয় না বলিয়া তাহা সিদ্ধ হয়।

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥২।২।১২॥

পদচ্ছেদ – উভয়থা, অপি, ন, কর্ম্ম, অতঃ, তদভাবঃ।

সূত্রার্থ - [পরমাণুক্রিয়য়া জগদুৎপত্তিঃ ইতি বৈশেষিকরাদ্ধান্তঃ অত্র বিষয়ঃ। সঃ কিং প্রমাণমূলঃ ভ্রান্তিমূলঃ বা ইতি সন্দেহে ; প্রমাণমূলঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—বৈশেষিকাঃ খলু নিশ্চলানাং পরমাণূনাং সংযোগে সতি দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগতঃ উৎপত্তিঃ ভবতি ইতি আচক্ষতে। সঃ চ সংযোগঃ কর্ম্মাপেক্ষঃ, কর্ম্ম চ সৃষ্ট্যুত্তরকালীনজীবপ্রযত্নজন্যম্। অতঃ জীবকৃতাভিঘাতাদিরূপপ্রযত্নাভাবাৎ সৃষ্টেঃ প্রাক্ কর্ম্ম ন সম্ভবতি। অথ যদি কর্ম্মণঃ কিঞ্চিৎ নিমিত্তং ন স্বীক্রিয়েত, তদা কর্ম্মানুৎপাদপ্রসঙ্গঃ। অতঃ] **উভয়থাপি**—পরমাণুষু আদ্যকর্ম্ম প্রতি কিঞ্চিৎ কারণাঙ্গীকারে অনঙ্গীকারে বা, **ন কর্ম্ম** - পরমাণুষু সঞ্চালনাদিকর্ম্ম ন সম্ভবতি। **অতঃ**—কর্ম্মাভাবাৎ, **তদভাবঃ** –দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সৃষ্ট্যুৎপাদাভাবঃ ইত্যর্থঃ। [তস্মাৎ বৈশেষিকরাদ্ধান্তঃ ভ্রান্তিমূলঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[পরমাণুতে ক্রিয়াদ্বারা জগতের উৎপত্তি হয়, এই বৈশেষিক সিদ্ধান্ত এখানে বিষয়। তাহা কি প্রমাণমূলক, অথবা ভ্রান্তিমূলক, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; প্রমাণমূলক, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—বৈশেষিকগণ বলেন, "নিশ্চল পরমাণুসকলের সংযোগ হইলে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি হয়"। সেই সংযোগ কিন্তু ক্রিয়াকে অপেক্ষা করে, আর ক্রিয়া সৃষ্টির পরবর্ত্তিকালে জীবের প্রযত্ন হইতে উৎপন্ন হয়। সেইহেতু জীবকৃত অভিঘাতাদিরূপ প্রযত্নের অভাববশতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বে ক্রিয়া সম্ভব হয় না। আর যদি ক্রিয়ার প্রতি কোন নিমিত্তকে স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে ক্রিয়ার উৎপত্তি হইবে না, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়িবে। অতএব] **উভয়থাপি**—পরমাণুসকলে প্রাথমিক ক্রিয়ার প্রতি কোনপ্রকার কারণ অঙ্গীকার, অথবা অনঙ্গীকার, যাহাই করা হউক্ না কেন উভয়স্থলেই, **ন কর্ম্ম**—পরমাণুসকলে সঞ্চালনাদি ক্রিয়া সম্ভব হয় না। **অতঃ**—ক্রিয়ার অভাববশতঃ, **তদভাবঃ**—দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টির উৎপত্তির অভাব হইয়া পড়ে, ইহাই ভাব। [এইহেতু বৈশেষিক সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদানীং পরমাণুকারণবাদং নিরাকরোতি ।১ সঃ চ বাদঃ ইত্থং সমুত্তিষ্ঠতে—পটাদীনি হি লোকে সাবয়বাণি দ্রব্যাণি স্বানুগতৈঃ এব সংযোগসচিবৈঃ তন্ত্বাদিভিঃ দ্রব্যৈঃ আরভ্যমাণানি দৃষ্টানি ।২ তৎসামান্যেন যাবৎ কিঞ্চিৎ সাবয়বং তৎ সর্ব্বং স্বানুগতৈঃ এব সংযোগসচিবৈঃ তৈঃ তৈঃ দ্রব্যৈঃ আরব্ধম্ ইতি গম্যতে ।৩ সঃ চ অয়ম্ অবয়বাবয়বিবিভাগঃ যতঃ নিবর্ত্ততে সঃ অপকর্ষ-পর্য্যন্তগতঃ পরমাণুঃ ।৪ সর্ব্বং চ ইদং জগৎ গিরিসমুদ্রাদিকং সাব-

ভাষ্যানুবাদ

[বৈশেষিকমতে নিত্য ও নিরবয়ব পরমাণু হইতে জগদুৎপত্তি প্রক্রিয়া ।]

[ভগবান্ সূত্রকার] এক্ষণে পরমাণুকারণবাদ নিরাকরণ করিতেছেন ।১ আর সেই বাদ এইপ্রকারে উত্থিত (—বর্ণিত) হয়—লোকমধ্যে বস্ত্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাবয়ব দ্রব্যসকলকে নিজের অনুগত (—সমবায়িকারণভূত) সংযোগসহকৃত তন্তু প্রভৃতি দ্রব্যসকলের দ্বারা আরব্ধ হইতে দেখা গিয়াছে ।২ তাহার সাদৃশ্যবশতঃ যাহা কিছু সাবয়ব, সেই সকলই নিজের অনুগত সংযোগসহকৃত সেই সেই দ্রব্য-সকলের দ্বারা আরব্ধ হয়, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে (১) ।৩ আর সেই এই অবয়ব ও অবয়বীর বিভাগ যেখান হইতে নিবৃত্ত হয় (—যেখানে অবয়বের বিভাগ আর সম্ভব হয় না), তাহাই অপকর্ষের (—সূক্ষ্মতার) চরম সীমাতে উপনীত পরমাণু (২) ।৪ আর পর্ব্বত ও সমুদ্রাদিসমন্বিত এই জগৎ সাবয়ব (—অবয়বযুক্ত),

ভাবদীপিকা

(১) এই বাক্যটীতে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"সাবয়বং ক্ষিত্যাদিকং স্বন্যূনপরিমাণ-সংযোগসচিবানেকদ্রব্যারব্ধং, কার্য্যদ্রব্যত্বাৎ, পটাদিবৎ"—'সাবয়ব ক্ষিতি প্রভৃতি নিজ হইতে ন্যূনপরিমাণ ও সংযোগ সহকৃত অনেক দ্রব্যের দ্বারা আরব্ধ, যেহেতু তাহারা কার্য্যদ্রব্য, যেমন বস্ত্র প্রভৃতি' । পরমাণু সিদ্ধ করিবার জন্য 'স্বন্যূনপরিমাণ' পদটী প্রযুক্ত হইল । কিন্তু ইহার দ্বারা পরমাণুর সিদ্ধি কিপ্রকারে হয় ? উত্তর—**সঃ চ অয়ম**—'আর সেই' ইত্যাদি ।

(২) লক্ষ্য করিতে হইবে—দ্ব্যণুকও সাবয়ব পদার্থ, কারণ তাহা পরমাণুরূপ অবয়বযোগে উৎপন্ন । উক্ত অনুমানটী (১ ভাবদীঃ) যাবতীয় সাবয়ব দ্রব্যকে অবলম্বনকরতঃ প্রবৃত্ত হইতেছে বলিয়া দ্ব্যণুকের অবয়ব পরমাণু যে নিরবয়ব, বহু এবং নিত্য, ইহাও বস্তুতঃ সিদ্ধ হইয়া পড়িতেছে । পরমাণু যদি সাবয়ব হয়, স্বন্যূনপরিমাণ দ্রব্যের দ্বারা আরব্ধ হইয়া পড়িবে, ফলে অবয়বধারার বিরাম হইবে না । যাহা অবয়বধারার বিরামভূমি, তাহাই নিরবয়ব পরমাণু । তাহা যদি বহু না হয়, দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুকাদির অবয়ব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না । আর যাহা সাবয়ব, তাহাই বিনশ্বর হওয়ায় নিরবয়ব পরমাণুকে নিত্য বলিয়াও অঙ্গীকার করিতে হইবে । অবয়বের বিভাগ, অথবা বিনাশ হইলেই কার্য্যদ্রব্যের নাশ হইয়া থাকে ; নিরবয়ব পরমাণুর কোন অবয়ব না থাকায় উক্তপ্রকারে বিনাশ সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাহার নিত্যতাই সিদ্ধ হয় । কেহ যদি বলেন—জগৎ অনাদি অনন্ত নিত্য পদার্থ, তাহার কারণের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় পরমাণু

শাঙ্করভাষ্যম

য়ত্বং, সাবয়বত্বাৎ চ আদ্যন্তবৎ।৫ ন চ অকারণেন কার্য্যেণ ভবিতব্যম্ ইতি অতঃ পরমাণবঃ জগতঃ কারণম্ ইতি কণভুগভিপ্রায়ঃ।৬ তানি ইমানি চত্বারি ভূতানি ভূম্যুদকতেজঃপবনাখ্যানি সাবয়বানি উপলভ্য চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণবঃ পরিকল্প্যন্তে।৭ তেষাং চ অপকর্ষপর্য্যন্তগতত্বেন পরতঃ বিভাগাসম্ভবাৎ বিনশ্যতাং পৃথিব্যাদীনাং পরমাণুপর্য্যন্তঃ বিভাগঃ ভবতি, সঃ প্রলয়কালঃ।৮ ততঃ সর্গকালে চ বায়বীয়েষু অণুষু অদৃষ্টাপেক্ষং কর্ম্ম উৎপদ্যতে।৯ তৎ কর্ম্ম স্বাশ্রয়ম্ অণুম্ অণ্বন্তরেণ সংযুনক্তি।১০ ততঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ বায়ুঃ উৎপদ্যতে।১১ এবম্ অগ্নিঃ, এবম্ আপঃ, এবং পৃথিবী।১২ এবম্ এব শরীরং সেন্দ্রিয়ম্ ইতি।১৩ এবং সর্ব্বম ইদং জগৎ অণুভ্যঃ সম্ভবতি।১৪ অণুগতেভ্যশ্চ রূপাদিভ্যঃ দ্ব্যণুকাদিগতানি রূপাদীনি সম্ভবন্তি, তন্তুপটন্যায়েন ইতি কাণাদাঃ মন্যন্তে।১৫ তত্র

ভাষ্যানুবাদ

আর সাবয়ব হওয়ায় আদি ও অন্তযুক্ত (—উৎপত্তিবিনাশশীল, (৩)।৫ আর কার্য্য কখনও কারণব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় না, এইহেতু পরমাণুসকল জগতের কারণ, ইহা কণভক্ষণকারীর (—মহর্ষি কণাদের) অভিপ্রায়।৬ সেই এই ভূমি জল তেজঃ ও বায়ু নামক ভূতচতুষ্টয়কে অবয়বযুক্তরূপে উপলব্ধি করিয়া চারিপ্রকার পরমাণু পরিকল্পিত হয়।৭ তাহারা সূক্ষ্মতার চরম সীমায় উপনীত হওয়ায়, তাহার পর আর বিভাগ সম্ভব হয় না বলিয়া বিনাশশীল পৃথিবী প্রভৃতির পরমাণু পর্য্যন্ত বিভাগ হইয়া থাকে, তাহাই প্রলয়কাল।৮ তদনন্তর (—প্রলয়কাল অপগত হইলে) সৃষ্টিকালে বায়বীয় পরমাণুসকলে [জীবের] অদৃষ্টকে অপেক্ষা করিয়া (—অদৃষ্টবান্ জীবের সহিত সংযোগবশতঃ) কর্ম্ম (—ক্রিয়া) উৎপন্ন হয়।৯ সেই কর্ম্ম নিজের আশ্রয়ভূত পরমাণুকে অন্য পরমাণুর সহিত সংযুক্ত করে।১০ তাহার পর দ্ব্যণুকাদিক্রমে বায়ু উৎপন্ন হয়।১১ এইপ্রকারে অগ্নি জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হয়।১২ এইপ্রকারেই ইন্দ্রিয়সমন্বিত শরীর উৎপন্ন হয়।১৩ এইপ্রকারে এই সমগ্র জগৎ পরমাণুসকল হইতে উৎপন্ন হয়।১৪ আর তন্তুপটন্যায়ে (—তন্তুগত শ্বেতাদি বর্ণ হইতে বস্ত্রে সজাতীয় শ্বেতাদি বর্ণের উৎপত্তির ন্যায়) পরমাণুগত রূপ প্রভৃতি হইতে দ্ব্যণুকগত রূপ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, কাণাদমতাবলম্বিগণ ইহা মনে করেন।১৫

ভাবদীপিকা

তাহার কারণ নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—**সর্ব্বং চ**—'আর পর্ব্বত' ইত্যাদি (৫ বাক্য)।

(৩) এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"জগৎ আদ্যন্তবৎ, সাবয়বত্বাৎ পটবৎ'। যাহা সাবয়ব, তাহারই উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। আর সাবয়ব দ্রব্যের উৎপত্তির জন্য কারণের অপেক্ষা আছে, পরমাণুসকলই সেই কারণ, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদম্ অভিধীয়তে-বিভাগাবস্থানাং তাবদ্ অণূনাং সংযোগঃ কর্ম্মাপেক্ষঃ অভ্যুপগন্তব্যঃ, কর্ম্মবতাং তন্ত্বাদীনাং সংযোগ-দর্শনাৎ।১৬ কর্ম্মণশ্চ কার্য্যত্বাৎ নিমিত্তং কিমপি অভ্যুপগন্তব্যম্।১৭ অনভ্যুপগমে নিমিত্তাভাবাৎ ন অণুষু আদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ।১৮ অভ্যু-পগমে অপি যদি প্রযত্নঃ অভিঘাতাদিঃ বা যথাদৃষ্টং কিমপি কর্ম্মণঃ নিমিত্তম্ অভ্যুপগম্যেত, তস্য অসম্ভবাৎ নৈব অণুষু আদ্যং কর্ম্ম

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বৈশেষিকের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিঘটন। অভিঘাতাদি দৃষ্টনিমিত্তবশতঃ পরমাণুতে প্রাথমিক ক্রিয়া অসম্ভব।]

সিদ্ধান্ত—সেই বিষয়ে (—সেই বৈশেষিকমত বিষয়ে) ইহা কথিত হইতেছে—[মহাপ্রলয়কালে] বিভক্ত অবস্থাতে অবস্থিত পরমাণুসকলের সংযোগ কর্ম্মকে (—ক্রিয়াকে) অপেক্ষা করে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, কারণ [সঞ্চালনাদি] ক্রিয়াবিশিষ্ট তন্তু প্রভৃতির [পরস্পর] সংযোগ পরিদৃষ্ট হয়।১৬ কিন্তু ক্রিয়া কার্য্য (—জন্য) পদার্থ হওয়ায় তাহার কোনপ্রকার নিমিত্ত (—উৎপাদক) অঙ্গীকার করিতে হইবে।১৭ তাহা অঙ্গীকার না করিলে নিমিত্তের অভাববশতঃ পরমাণুসকলে প্রাথমিক ক্রিয়া হইবে না।১৮ আর [নিমিত্ত] স্বীকার করিলেও, [লোকমধ্যে] যেপ্রকার পরিদৃষ্ট হয়, সেইপ্রকারে প্রযত্ন বা অভিঘাত (৪) প্রভৃতি কোনটীকে [প্রাথমিক] কর্ম্মের নিমিত্তরূপে যদি স্বীকার করা হয়, তাহা সম্ভব না হওয়ায় পরমাণুসকলে প্রাথমিক ক্রিয়া হইবে না।১৯ [মহাপ্রলয়ান্তে প্রাথমিক

ভাবদীপিকা [অভিঘাত ও নোদনাদি শব্দের অর্থ]

(৪) **অভিঘাত** প্রভৃতি বলিতে—অভিঘাত নোদন গুরুত্ব বেগ দ্রবত্ব ও স্থিতিস্থাপক সংস্কারকে গ্রহণ করিতে হইবে। বৈশেষিকমতে তাহাদের পরিচয় এই—বেগবান্ দ্রব্যের অন্য দ্রব্যের সহিত শব্দোৎপাদক সংযোগবিশেষকে বলে—**অভিঘাত**, যেমন উত্থমন ও নিপতন-শীল মুসলের সহিত উলুখলের সংযোগ, চলমান শকটের সহিত অপর চলমান শকটের সংঘর্ষ, ইত্যাদি। শব্দানুৎপাদক সংযোগকে বলে—**নোদন,** যেমন তুলকপিণ্ডদ্বয়ের সংযোগ। **রত্নপ্রভাকার** বলেন—বেগবান্ দ্রব্যের সহিত স্থির দ্রব্যের সংযোগ—অভিঘাত; চলনশীল দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগ—নোদন। **ন্যায়নির্ণয়কার** বলেন—সংযুক্ত বস্তুতে প্রযত্নবিশেষসাপেক্ষ যে পুনঃ সংযোগ, তাহাই নোদন; যেমন ধনুকে শর ও হস্তের সংযোগ থাকিলেও শরনিক্ষেপের পূর্ব্বে যে শরের সহিত হস্তের পুনঃ দৃঢ়তর সংযোগ, তাহাই নোদন। আদ্য পতনের অসমবায়ি-কারণকে বলে—**গুরুত্ব**। যেমন যে ইষ্টকটী নিম্নে পতিত হইতেছে, তাহা সেই পতনক্রিয়ার সমবায়িকারণ, আর যে হেতুবশতঃ ইষ্টকটী আকাশগামী না হইয়া নিম্নে পতিত হইতেছে, তাহাই গুরুত্ব। দ্বিতীয়াদি পতনের অসমবায়িকারণকে বলে—**বেগ**। যেমন পতনশীল ইষ্টকটীর যে উত্তরোত্তর গতি, তাহার যাহা হেতু, তাহার নাম বেগ। আদ্য স্যন্দনের অসমবায়ি-কারণকে বলে—**'দ্রবত্ব'**। [তরল পদার্থের গতিকে বলে—**স্যন্দন**]। পূর্ব্বাবস্থাপাদক সংস্কারকে বলে—**স্থিতিস্থাপক সংস্কার**। আকর্ষিত বৃক্ষশাখাকে ছাড়িয়া দিলে যাহার

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাৎ।১৯ নহি তস্যাম্ অবস্থায়াম্ আত্মগুণঃ প্রযত্নঃ সম্ভবতি শরীরাভাবাৎ।২০ শরীরপ্রতিষ্ঠে হি মনসি আত্মনঃ সংযোগে সতি আত্মগুণঃ প্রযত্নঃ জায়তে।২১ এতেন অভিঘাতাদি অপি দৃষ্টং নিমিত্তং প্রত্যাখ্যাতব্যম্।২২ সর্গোত্তরকালং হি তৎ সর্ব্বং ন আদ্যস্য কর্ম্মণঃ নিমিত্তম্ সম্ভবতি।২৩ অথ অদৃষ্টম্ আদ্যস্য কর্ম্মণঃ, নিমিত্তম্ ইতি উচ্যেত।২৪ তৎ পুনঃ আত্মসমবায়ি বা স্যাৎ, অণুসমবায়ি বা?২৫ উভয়থাপি ন অদৃষ্টনিমিত্তম্ অণুষু কর্ম্ম অবকল্পেত, অদৃষ্টস্য অচেতনত্বাৎ।২৬ নহি অচেতনং চেতনেন অনধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং প্রবর্ত্ততে, প্রবর্ত্তয়তি বা ইতি সাংখ্যপ্রক্রিয়া-

ভাষ্যানুবাদ

সৃষ্টিতে প্রযত্ন প্রাথমিক ক্রিয়ার হেতু নহে কেন, তাহা বলিতেছেন—] আর সেই অবস্থাতে শরীর না থাকায় আত্মার গুণ যে প্রযত্ন, তাহা নিশ্চয়ই সম্ভব হয় না।২০ [শরীর না থাকুক, তাহাতে কি ? বিভু [জীব] আত্মার সহিত পরমাণুর সংযোগ তো আছে, প্রযত্ন কেন সম্ভব নহে ? উত্তর—] শরীরে অবস্থিত যে মন, তাহাতে [জীব] আত্মার সংযোগ হইলেই আত্মার গুণ প্রযত্ন উৎপন্ন হয় [ইহাই বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত]।২১ ইহার দ্বারা (—প্রযত্নবিষয়ে কথিত যুক্তির দ্বারা) অভিঘাত প্রভৃতি দৃষ্ট নিমিত্তকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।২২ যেহেতু সৃষ্টির পরবর্ত্তিকালে উৎপন্ন সেই সকল [সৃষ্টির হেতুভূত] প্রাথমিক ক্রিয়ার নিমিত্ত হইবে, ইহা সম্ভব নহে।২৩

[সি:—বৈশেষিকমতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিঘটন। অদৃষ্টরূপ নিমিত্তবশতঃও পরমাণুতে প্রাথমিক ক্রিয়া অসম্ভব।]

আর অদৃষ্ট প্রাথমিক ক্রিয়ার নিমিত্ত, ইহা যদি বলা হয়।২৪ [তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব—] তাহা (—সেই অদৃষ্ট) কি আত্মাতে সমবায়সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে, অথবা পরমাণুতে সমবায়সম্বন্ধে বর্ত্তমান থাকে ?২৫ উভয়প্রকারেই অদৃষ্টরূপ নিমিত্তবশতঃ পরমাণুসকলে ক্রিয়া কল্পনা করা যাইবে না যেহেতু অদৃষ্ট অচেতন ২৬ অচেতন কদাপি চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়া স্বাধীনভাবে প্রবৃত্ত হয় না, অথবা

ভাবদীপিকা [অভিঘাতাদি প্রাথমিক ক্রিয়ার হেতু নহে]

বলে তাহা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা স্থিতিস্থাপক সংস্কার। এই সকলের মধ্যে অভিঘাত নোদন বেগ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার কর্ম্মজন্য হওয়ায়, অর্থাৎ দ্রব্যে ক্রিয়া উৎপন্ন হইলেই তাহাদের উৎপত্তি হয় বলিয়া তাহারা আদ্য কর্ম্মের হেতু হইতে পারে না। গুরুত্ব ও দ্রবত্বরূপ গুণও প্রাথমিক ক্রিয়ার হেতু হইতে পারে না, কারণ অবান্তরপ্রলয়েও তাহারা পরমাণুতে বর্ত্তমান থাকায় (২৭৭পৃঃ,৩ভাবদীঃ) তাহাতে সদাই ক্রিয়া হইতে থাকিবে, আদ্য ক্রিয়া বলিয়া কিছুই থাকিবে না। আর সংযোগোৎপাদক সেই ক্রিয়ার বলে সৃষ্টি সদাই চলিতে থাকিবে ; ফলে প্রলয়ই সম্ভব হইবে না। বস্তুতঃ সৃষ্টি চলিতে থাকা কালেই ইহারা ক্রিয়ার প্রতি হেতু হইয়া থাকে, মহাপ্রলয়ান্তে সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন পরমাণুতে ক্রিয়া থাকে না, সেই সময় ইহারা পরমাণুতে প্রাথমিক ক্রিয়ার প্রতি হেতু হইতে পারে না, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

য়াম্ অভিহিতম্।২৭ আত্মনশ্চ অনুৎপন্নচৈতন্যস্য তস্যাম্ অবস্থা-য়াম্ অচেতনত্বাৎ।২৮ আত্মসমবায়িত্বাভ্যুপগমাচ্চ ন অদৃষ্টম্ অণুষু কর্ম্মণঃ নিমিত্তং স্যাৎ, অসম্বন্ধাৎ।২৯ অদৃষ্টবতা পুরুষেণ অস্তি অণূনাং সম্বন্ধঃ ইতি চেৎ?৩০ সম্বন্ধসাতত্যাৎ প্রবৃত্তিসাতত্য-প্রসঙ্গঃ, নিয়ামকান্তরাভাবাৎ।৩১ তদেবং নিয়তস্য কস্যচিৎ

ভাষ্যানুবাদ

[২৯৭ পৃঃ]

[অপরকে] প্রবর্ত্তিত করে না, ইহা সাংখ্য প্রক্রিয়াতে (—সাংখ্যমতখণ্ডনাবসরে) অভিহিত হইয়াছে।২৭ [যদি বলা হয়, অদৃষ্ট জীবাত্মাতে বর্ত্তমান থাকে, সেই চেতন জীবাত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অদৃষ্ট প্রাথমিক কর্ম্মের নিমিত্ত হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয় নাই, সেই [জীব] আত্মা সেই অবস্থাতে (—প্রলয়কালে) অচেতন থাকে (৫), সেইহেতু 'তাহা অচেতন অদৃষ্টের প্রেরক হইতে পারে না'।২৮ আর [বৈশেষিকমতে অদৃষ্টকে] জীবাত্মাতে সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থিতরূপে অঙ্গীকার করা হয় বলিয়া অদৃষ্ট পরমাণুসকলে ক্রিয়ার প্রতি হেতু হইতে পারে না, যেহেতু [পরমাণুসকলের সহিত তাহার] সম্বন্ধ নাই।২৯ [শঙ্কা—] যদি বলা হয়, অদৃষ্টবিশিষ্ট পুরুষের (—বিভু জীবাত্মার) সহিত পরমাণুসকলের সম্বন্ধ আছে (—অদৃষ্টের আশ্রয়ভূত বিভু জীবাত্মার সহিত পরমাণু-সকলের সংযোগ থাকায় "স্বাশ্রয়সংযুক্তত্ব" নামক পরম্পরাসম্বন্ধে পরমাণুসকলের সহিত অদৃষ্টের সম্বন্ধবশতঃ তাহা পরমাণুসকলে প্রাথমিক ক্রিয়ার হেতু হইবে)।৩০ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, অদৃষ্টবান্ বিভু পুরুষের সহিত পরমাণু-সকলের] সম্বন্ধের সাতত্য (—সদা বর্ত্তমানতা) বশতঃ [পরমাণুসকলে] প্রবৃত্তির সাতত্য হইয়া পড়িবে (—সৃষ্টির অনুকূল ক্রিয়া সততই চলিতে থাকিবে), যেহেতু [সেই প্রবৃত্তির] অন্য কোন নিয়ামক নাই। [ফলে সৃষ্টি সদাই চলিতে থাকিবে, প্রলয় আর হইবে না (৬)]।৩১ এইভাবে দেখা গেল, [দৃষ্ট বা অদৃষ্ট] কোন-

ভাবদীপিকা

(৫) **বৈশেষিক**মতে শরীরে অবস্থিত মনের সহিত বিভু জীবাত্মার সংযোগ হইলেই সেই জীবাত্মাতে জ্ঞান (—চৈতন্য) নামক গুণ উৎপন্ন হয়। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে শরীর না থাকায় তৎস্থ মনের সহিত জীবাত্মার সংযোগের প্রশ্নই উঠে না। সেইহেতু তৎকালে জীবাত্মা অচৈতন্যাবস্থাতে অবস্থান করে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে, **ন্যায়-বৈশেষিক**মতে জ্ঞান সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন ভাবনা ও অদৃষ্ট (—ধর্ম্মাধর্ম্ম), ইহারা গুণ পদার্থ। শরীরাবচ্ছেদে মনের সহিত জীবাত্মার সংযোগ হইলে তত্তৎ অন্য হেতুবশতঃ জীবাত্মাতে ইহাদের উৎপত্তি হয়।

(৬) **বৈশেষিক** বলেন—পরিপাকবশতঃ ফলদানে উদ্বুদ্ধ যে অদৃষ্ট, তাদৃশ অদৃষ্টবান্ জীবাত্মার সহিত পরমাণুর সংযোগবশতঃ তাহাতে প্রাথমিক ক্রিয়া হয়। অদৃষ্ট সর্ব্বদা পরিপক্ব

ভাবদীপিকা [আরম্ভবাদে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব নিরাকরণ]

ও ফলদানে উদ্বুদ্ধ থাকে না বলিয়া পরমাণুর প্রবৃত্তি সতত হইবে না, ফলে সৃষ্টির সাতত্যবশতঃ প্রলয়াভাব হইবে না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তোমাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট গুণ-পদার্থ, দ্রব্যের ন্যায় গুণের পাক সম্ভব নহে। যদি বল—প্রতিবন্ধক কর্ম্মান্তরের অভাবই পাকশব্দের অর্থ। তদুত্তরে বলিব—জীবকর্তৃক বিভিন্নকালে অনুষ্ঠিত, সুতরাং বিভিন্ন কালান্তরে ফলপ্রদ শুভাশুভ নানাপ্রকার বিরোধী ও বিচিত্র কর্ম্ম সৃষ্টিকালে যুগপৎ ফলদানে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, কেহ কাহাকেও বাধা দান করে না, ইহা কল্পনা করা যায় না; কারণ কর্ম্মসকল জড়, তাহাদের নিয়ামকও কেহ নাই। **বৈশেষিক** বলেন—নিয়ামক নাইকেন? নিত্যজ্ঞানবান্ পরমেশ্বরই অদৃষ্টের উদ্বোধক ও নিয়ামক। সুতরাং তাদৃশ ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিয়মিত যে উদ্বুদ্ধ অদৃষ্ট, তাদৃশ অদৃষ্টবান্ জীবাত্মার সহিত সংযোগবশতঃ পরমাণুসকলে আদ্য ক্রিয়া উৎপন্ন হওয়ায় "নিয়ামকের অভাবে সৃষ্টি সদাই চলিতে থাকিবে, প্রলয় হইবে না", ইহা বলা যায় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তোমাদের মতে নিত্যজ্ঞানবান্ ঈশ্বরই সিদ্ধ হন না বলিয়া তাঁহার নিয়ামকত্বও সিদ্ধ হয় না। 'শরীরাবচ্ছেদে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে আত্মাতে জ্ঞান নামক গুণের উৎপত্তি হয়', ইহা তোমাদের সিদ্ধান্ত। সুতরাং 'যাহা জ্ঞান, তাহা শরীরজন্য', এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়ে বলিয়া শরীরের নিত্যতা সিদ্ধ না হওয়ায় জ্ঞানের নিত্যতাও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং শরীররহিত হন বলিয়া নিত্যজ্ঞানবান্ ঈশ্বরই সিদ্ধ না হওয়ায়, তাঁহাকে অদৃষ্টের উদ্বোধক ও নিয়ামক বলিতে পার না। যদি বল—নিত্য পরমাণুসকলই ঈশ্বরের শরীর, সুতরাং তাঁহার নিত্যজ্ঞানবত্তা ব্যাহত হয় না। তদুত্তরে বলিব—একের পরমাণুরূপ শরীরে অপরের শুভাশুভ কর্ম্মরূপ অদৃষ্টবশতঃ প্রাথমিক ক্রিয়ার উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে, আমার শরীরে আমার অশুভ কর্ম্মের ফলে যে স্ফোটকের উৎপত্তির কথা, তাহা তোমার শরীরে উৎপন্ন হইতে কোন বাধা থাকিবে না। আর যদি আমরা স্বীকারও করি যে, তোমাদের মতে নিত্যজ্ঞানবান্ ঈশ্বর সিদ্ধ হন; তাহা হইলেও তাঁহার পক্ষে জীবের অদৃষ্টকে উদ্বুদ্ধ ও নিয়মন করা সম্ভব হয় না; কারণ যিনি সদাই বিদ্যমান আছেন, তিনি হঠাৎ জীবাদৃষ্টের নিয়মন প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? আপ্তকাম তাঁহার তো সৃষ্টিতে কোন প্রয়োজন নাই। **বৈশেষিক** বলেন—জীবকে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিবার ইচ্ছাবশতঃ তিনি জীবাদৃষ্টকে নিয়মনে, প্রবৃত্ত হন। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—পরমেশ্বরের সেই ইচ্ছা ১। নিত্য, অথবা ২। আগন্তুক? **প্রথম পক্ষে**—নিত্য নিয়মনেচ্ছাবশতঃ সৃষ্টির সাতত্য ও প্রলয়াভাব হইয়া পড়িবে। তাঁহার ইচ্ছার প্রতি অন্য নিয়ামক অঙ্গীকার করিলে অনবস্থা হইয়া পড়িবে ও ঈশ্বর পরাধীন হইয়া আর ঈশ্বরই থাকিবেন না। **দ্বিতীয় পক্ষে**—তিনি অস্মদাদির ন্যায় আগন্তুক ইচ্ছাবিশিষ্ট জীবই হইয়া পড়িবেন, ফলে বৈশেষিকসম্মত নিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতিমান্ ঈশ্বর আর সিদ্ধ হইবেন না। **বৈশেষিক** বলেন—এতাদৃশ ইচ্ছাকে আগন্তুক মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা আগন্তুক নহে। পরন্তু "সৃষ্টি হইবে, সৃষ্টি চলিতে থাকিবে; প্রলয় হইবে, প্রলয় চলিতে থাকিবে; প্রলয়ান্তে পুনঃ সৃষ্টি হইবে", ইত্যাদি এইপ্রকার ক্রমবিশিষ্ট বহুবিষয়াবগাহিনী যে ঈশ্বরের একটী নিত্য ইচ্ছা, অবান্তর সৃষ্টিকালীন এই নিয়মনেচ্ছা সেই নিত্য ইচ্ছার অন্তর্গত; সেইহেতু ঈশ্বর অস্মদাদির ন্যায় আগন্তুক ইচ্ছাবান্ হইয়া পড়িবেন না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—লোকমধ্যে দেখা যায়, ক্রমবিশিষ্ট বহুবিষয়িণী ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্যারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্ব

[১২৪ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ম্মনিমিত্তস্য অভাবাৎ ন অণুষু আদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ।৩২ কর্ম্মাভাবাৎ তন্নিবন্ধনঃ সংযোগঃ ন স্যাৎ।৩৩ সংযোগাভাবাৎ চ তন্নিবন্ধনং দ্ব্যণুকাদিকার্য্যজাতং ন স্যাৎ।৩৪ সংযোগশ্চ অণোঃ অণ্বন্তরেণ

ভাষ্যানুবাদ

প্রকৃত নিয়মিত কর্ম্মনিমিত্তের (—পরমাণুতে আদ্যক্রিয়োৎপত্তির ব্যবস্থিত হেতুর) অভাববশতঃ পরমাণুসকলে প্রাথমিক ক্রিয়া হইবে না।৩২ আর ক্রিয়ার অভাববশতঃ তন্নিবন্ধন (—সেই ক্রিয়া হয় নিবন্ধন (—হেতু) যাহার, সেই পরমাণুদ্বয়ের] সংযোগ হইবে না।৩৩ আর সংযোগের অভাববশতঃ তন্নিবন্ধন দ্ব্যণুক প্রভৃতি কার্য্যসকল উৎপন্ন হইবে না।৩৪ [ফলে বৈশেষিকমতে পৃথিব্যাদি জগতের উৎপত্তিই সম্ভব হইবে না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ভাবদীপিকা [আরম্ভবাদে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব নিরাকরণ]

পুনরায় তত্তৎ কার্য্যবিষয়িণী এক একটী ইচ্ছার উদয় হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়। যেমন 'দশাশ্বমেধে গঙ্গাস্নান করিয়া ৺বিশ্বেশ্বরের দর্শনে যাইব', এইপ্রকার একটী ইচ্ছা লইয়া শয্যাত্যাগ করিলেও গঙ্গাস্নান ও বিশ্বেশ্বরদর্শনের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ তত্তৎ বিষয়িণী অবান্তর ইচ্ছার উদয় হইয়াই সেই সেই ক্রিয়াসকল সম্পাদিত হয়। প্রস্তাবিত যে পরমেশ্বরের বহুবিষয়িণী নিত্য ইচ্ছা, সেই স্থলেও এইপ্রকারে তত্তৎ এক একটী কার্য্যনিষ্পত্তির অনুকূল এক একটী অবান্তর ইচ্ছার উৎপাদ অঙ্গীকার করিতেই হইবে। ফলে ঈশ্বর আগন্তুক ইচ্ছাবান্ হইয়া পড়িবেন, তাহাতে বৈশেষিকের 'ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতিমান্', এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইয়া পড়িবে। **বৈশেষিক** বলেন—জীবস্থলে অবান্তর ইচ্ছার উৎপত্তি হইলেও পরমেশ্বরের তাহা হয় না। পরন্তু সেই নিত্য ইচ্ছাই কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যাভিমুখী হয় মাত্র। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—এই 'কার্য্যাভিমুখ' শব্দের অর্থ কি? তাহা কি ১। কার্য্যোৎপত্তির অনুকূলরূপে ইচ্ছার উৎপত্তি, অথবা ২। তাদৃশরূপে ইচ্ছার অভিব্যক্তি? **প্রথম পক্ষে**—ঈশ্বরেচ্ছার নিত্যতা ব্যাহত হইয়া পড়িবে। **দ্বিতীয় পক্ষে**—'যাহা পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল, তাহার অভিব্যক্তি হইল', এইভাবে পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়া পড়ায় তোমার আরম্ভবাদ পরিত্যক্ত হইয়া অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়িবে। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে—তোমার মতে নিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতিমান্ ঈশ্বরও জীবাদৃষ্টের নিয়ামক হইতে পারিবেন না, ফলে নিয়ামকের অভাবে অদৃষ্টবান্ বিভু জীবের সহিত পরমাণুর সম্বন্ধের সাতত্যবশতঃ সৃষ্টি সদাই চলিতে থাকিবে, প্রলয় আর হইবে না, এই দোষ হইয়া পড়িবে। ইহাই "নিয়ামকান্তরাভাবাৎ" ইত্যাদি ভাষ্যের তাৎপর্য্য। [রত্নপ্রভা ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণ প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত ও বিশদীকৃত]। স্বভাবতঃই **প্রশ্ন হয়**—সিদ্ধান্তীর পক্ষেও তো নবকল্পারম্ভে বিবিধ বিচিত্র প্রাণিকর্ম্মের (—অদৃষ্টের) যুগপৎ সৃষ্ট্যুপযোগিনী প্রবৃত্তি এবং প্রাণিগণের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টসাপেক্ষ পরমেশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব অঙ্গীকৃত হয় (১৯৬পৃঃ ৪ ভাবদীঃ দ্রঃ), তাহা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে আমরা পরিণামবাদ অঙ্গীকার করি। সুতরাং মায়াশক্তিসমন্বিত নিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতিমান্ যে পরমেশ্বর, জীবাদৃষ্টাদিনিয়মনের জন্য তাঁহার নিত্য ইচ্ছারই **অবান্তর ইচ্ছারূপে**

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ব্বাত্মনা স্যাৎ, একদেশেন বা? ৩৫ সর্ব্বাত্মনা চেৎ উপচয়ানুপপত্তেঃ অণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ। ৩৬ দৃষ্টবিপর্য্যয়প্রসঙ্গশ্চ, প্রদেশবতঃ দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগস্য দৃষ্টত্বাৎ। ৩৭ একদেশেন চেৎ সাবয়বত্বপ্রসঙ্গঃ। ৩৮ পরমাণূনাং কল্পিতাঃ প্রদেশাঃ স্যুঃ ইতি চেৎ? ৩৯ কল্পিতানাম্ অবস্তুত্বাৎ অবস্তু এব সংযোগঃ ইতি বস্তুনঃ কার্য্যস্য অসমবায়িকারণং ন স্যাৎ। ৪০ অসতি চ অসমবায়িকারণে দ্ব্যণুকাদিকার্য্যদ্রব্যং ন উৎপদ্যেত। ৪১ যথা চ

ভাষ্যানুবাদ

[নিঃ—বৈশেষিকমতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিঘটন। নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় সৃষ্টি অসম্ভব।]

[প্রাথমিক ক্রিয়ার অসম্ভাবনাবশতঃ পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ সম্ভব নহে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে পরমাণুতে সংযোগই সিদ্ধ হয় না, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—] আর [বৈশেষিককে জিজ্ঞাসা করা যায়—] পরমাণুর যে অন্য পরমাণুর সহিত সংযোগ, তাহা সর্ব্বাত্মকভাবে হয় (—একটী সমগ্র পরমাণুর সহিত অপর সমগ্র পরমাণুর সংযোগ হয়), অথবা একটী দেশের সহিত হয় (—একটী পরমাণুর একটী অংশের সহিত অপর পরমাণুর একটী অংশের সংযোগ হয়)? ৩৫ যদি বল—সর্ব্বাত্মকভাবে হয়, [তদুত্তরে বলিব—] উপচয়ের (—বৃদ্ধির, প্রথিমার) অনুপপত্তি হওয়ায় অণুমাত্রত্ব হইয়া পড়িবে (—দুইটী পরমাণুর সমগ্ররূপে সংযোগ হইলে একটীর মধ্যে অপরটীর অন্তর্ভাব হইয়া পড়ে বলিয়া স্থূলতা সম্ভব না হওয়ায় পরমাণু তদ্রূপেই থাকিয়া যাইবে)। ৩৬ আর [লোকমধ্যে] যাহা পরিদৃষ্ট হয়, তাহার বিপর্য্যয়ও হইয়া পড়িবে, যেহেতু প্রদেশবান্ (—সাবয়ব) দ্রব্যেরই অন্য সাবয়ব দ্রব্যের সহিত সংযোগ পরিদৃষ্ট হয়। [সুতরাং নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগ হয়, ইহা কল্পনা করা চলে না]। ৩৭ আর [পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ] যদি এক অংশেই হয়, তাহা হইলে [তাহারা] সাবয়ব হইয়া পড়িবে। [যেহেতু সাবয়ব বস্তুরই অংশ সম্ভব, নিরবয়ব বস্তুর নহে]। ৩৮ যদি বলা হয়—পরমাণুসকলের প্রদেশ (—অবয়ব, অংশ) কল্পিত হইবে। ৩৯ [তদুত্তরে বলিব—] কল্পিত অবয়বসকল অবস্তু (—মিথ্যা) হওয়ায় [তাহাদের] সংযোগও হইবে মিথ্যাই, এইহেতু [সেই মিথ্যা সংযোগ] বস্তুভূত (—সত্য) কার্য্যের অসমবায়িকারণ হইতে পারিবে না। ৪০ আর [সংযোগরূপ সেই]

ভাবদীপিকা

[সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধি]

অভিব্যক্তি অঙ্গীকৃত হইলে তাঁহার নিত্য ইচ্ছাদি ও নিয়ন্তৃত্ব ব্যাহত না হওয়ায় আমাদের পক্ষে কোনপ্রকার অসঙ্গতি হয় না। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে—এতাদৃশস্থলে সিদ্ধান্তে নিত্যত্ব বলিতে 'ব্যবহারকালীনবাধাযোগ্যত্বকে', অর্থাৎ যাহা ব্যবহারকালে বাধিত হয় না, তাদৃশ আপেক্ষিক নিত্যতাকে গ্রহণ করিতে হইবে। অবিদ্যাধ্বংসী ব্রহ্মাত্মাকারা অন্তঃকরণবৃত্তির উদয় হইলে জীব ও ঈশ্বরাদিভেদ বিলুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রভৃতিকেও আর পারমার্থিক নিত্য বলা যায় না। (মীমাংসা আমাদের)।

শাঙ্করভাষ্যম্

আদিসর্গে নিমিত্তাভাবাৎ সংযোগোৎপত্ত্যর্থং কর্ম্ম ন অণূনাং সম্ভবতি, এবং মহাপ্রলয়ে অপি বিভাগোৎপত্ত্যর্থং কর্ম্ম নৈব অণূনাং সম্ভবেৎ। ৪২ নহি তত্রাপি কিঞ্চিৎ নিয়তং তন্নিমিত্তং দৃষ্টম্ অস্তি।৪৩ অদৃষ্টম্ অপি ভোগপ্রসিদ্ধ্যর্থং, ন প্রলয়প্রসিদ্ধ্যর্থম্

ভাষ্যানুবাদ

অসমবায়িকারণ না থাকিলে দ্ব্যণুকাদি কার্য্যদ্রব্য উৎপন্ন হইবে না (—জগতের সৃষ্টিই হইবে না।৪১ কল্পিত অবয়বের সংযোগবলে সৃষ্টি অঙ্গীকার করিলে জগৎ উৎপন্নই হইবে না, হইলেও তাহা কল্পিত, সুতরাং মিথ্যা হইয়া পড়িবে; ইহা আমাদের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, ইহাই ভাব]।

[সি:—কাণাদমতে বিভাগের হেতুভূত ক্রিয়ার উৎপাদক দৃষ্টাদৃষ্ট হেতুর অভাববশতঃ প্রলয়ও অসম্ভব।]

[বৈশেষিকমতে সৃষ্টির অসম্ভাবনার ন্যায় প্রলয়েরও অসম্ভাবনা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর যেমন [মহাপ্রলয়ান্তে] আদি সৃষ্টিতে [দৃষ্ট ও অদৃষ্টরূপ] নিমিত্তের অভাববশতঃ পরমাণুসকলের সংযোগোৎপত্তির জন্য ক্রিয়া সম্ভব হয় না, এইপ্রকারে মহাপ্রলয়েও [পরমাণুসকলের] বিভাগোৎপত্তির জন্য ক্রিয়া কদাপি সম্ভব হইবে না ৪২ যেহেতু তাহাতেও (—প্রলয়ের প্রযোজক যে বিভাগ, সেই বিভাগের হেতুভূত ক্রিয়াতেও) কোন দৃষ্ট পদার্থ তাহার (—সেই ক্রিয়ার) নিমিত্তরূপে নিয়মিতভাবে থাকে না (৭)।৪৩ [যদি বলা হয়—অদৃষ্টই বিভাগোৎপাদক সেই ক্রিয়ার হেতু হউক্। তদুত্তরে বলিতেছেন—ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ] অদৃষ্টও [জীবের সুখ ও দুঃখরূপ] ভোগসিদ্ধির জন্য অঙ্গীকৃত হয়, কিন্তু প্রলয়সিদ্ধির জন্য নহে (৮)।৪৪

ভাবদীপিকা

(৭) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—ঘটাদি যৎকিঞ্চিৎ বস্তুর প্রলয়কালে কপালাদিতে বিভাগোৎপত্তির জন্য যে ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয়, তাহার উৎপত্তির জন্য অভিঘাত ও নোদন প্রভৃতি দৃষ্ট নিমিত্তসকল সৃষ্টি চলিতে থাকা কালে সম্ভব হইলেও, প্রলয়কালে যখন যুগপৎ সকল বস্তুর নাশ হয়, তখন সেই বস্তুঘটক পরমাণুসকল একইকালে যুগপৎ বিভক্ত হইয়া পড়ে বলিয়া সেই বিভাগের হেতুভূত ক্রিয়ার উৎপত্তির জন্য অভিঘাত প্রভৃতি কোন দৃষ্ট হেতুই তখন সম্ভব হয় না; কারণ জীবের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। আরম্ভবাদী বৈশেষিকের মতে পরমেশ্বরের পক্ষেও তাহা সম্ভব নহে, কারণ তাহা অঙ্গীকার করিলে আগন্তুক প্রলয়েচ্ছাবান্ তিনি নিত্যজ্ঞানেচ্ছাযুক্ত হইতে পারিবেন না, ইত্যাদি দোষসকল পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবদীপিকাতে আলোচিত হইয়াছে।

(৮) ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট জীবের সুখ বা দুঃখভোগের হেতু, তদতিরিক্ত অন্য কিছুরই নহে। সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় প্রলয়কালে সুখ বা দুঃখ কিছুই জীবের অনুভব হয় না। সেইহেতু প্রলয়ের হেতুভূত যে পরমাণুসকলের বিভাগ, অদৃষ্ট সেই বিভাগোৎপাদক ক্রিয়ার প্রতি হেতু হইতে পারে না। অতএব পরমাণুসকলের প্রলয়কালীন বিভাগোৎপাদক ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কোনপ্রকার হেতুই সম্ভব না হওয়ায় প্রলয় সম্ভব হয় না বলিয়া পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি।৪৪ অতঃ নিমিত্তাভাবাৎ নস্যাৎ অণূনাং সংযোগোৎপত্ত্যর্থং বিভাগোৎপত্ত্যর্থং বা কর্ম্ম।৪৫ অতশ্চ সংযোগবিভাগাভাবাৎ তদায়ত্তয়োঃ সর্গপ্রলয়য়োঃ অভাবঃ প্রসজ্যেত।৪৬ তস্মাৎ অনুপপন্নঃ অয়ং পরমাণুকারণবাদঃ।৪৭॥২।২।১২॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সৃষ্টি ও প্রলয় অসম্ভব হওয়ায় বৈশেষিকের পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত।]

এইহেতু (—পরমাণুসকলের সংযোগের, অথবা বিভাগের উৎপত্তির হেতুভূত ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টাদৃষ্ট কোনপ্রকার হেতুই সম্ভব হয় না বলিয়া) নিমিত্ত না থাকায় পরমাণুসকলের সংযোগ উৎপাদনের জন্য, অথবা বিভাগোৎপাদনের জন্য ক্রিয়া সম্ভব হইবে না।৪৫ আর সেইহেতু (—ক্রিয়া না থাকায়, পরমাণুসকলের] সংযোগ ও বিভাগের অভাববশতঃ তাহাদের আয়ত্ত (—অধীন) যে সৃষ্টি ও প্রলয়, তাহাদের অভাব হইয়া পড়িবে।৪৬ অতএব (—সৃষ্টি ও প্রলয় সম্ভব না হওয়ায়) এই পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসঙ্গত নহে।৪৭॥২।২।১২॥

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥২।২।১৩॥

পদচ্ছেদ—সমবায়াভ্যুপগমাৎ, চ, সাম্যাৎ, অনবস্থিতেঃ।

সূত্রার্থ—**চ**কারঃ—পূর্ব্বসূত্রাৎ **তদভাবঃ** ইতি পদং অধ্যাহরতি [তথাচ অর্থঃ —] **সমবায়াভ্যুপগমাৎ**—পরমাণুদ্ব্যণুকয়োঃ সমবায়াঙ্গীকারাৎ [যথা দ্ব্যণুকং পরমাণুভ্যাম্ অত্যন্তং ভিন্নং সৎ সমবায়ম্ অপেক্ষতে, এবং সমবায়োঽপি সমবায়িভ্যাম্ অত্যন্তং ভিন্নঃ সন্ অন্যেন সমবায়েন সমবায়িভ্যাং সম্বধ্যেত। কুতঃ ?] **সাম্যাৎ**—অত্যন্তভেদসাম্যাৎ। [তত**শ্চ**] **অনবস্থিতেঃ**—তস্য তস্য সমবায়স্য অন্যঃ অন্যঃ সমবায়ঃ কল্পনীয়ঃ ইতি অনবস্থাপাতাৎ, **তদভাবঃ**—দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সৃষ্ট্যুৎপাদস্য অভাবঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—**চ**কারটী - পূর্ব্বসূত্র হইতে **তদভাবঃ** এই পদটীকে অধ্যাহার করিতেছে ; [তাহাতে অর্থ হয় এইপ্রকার—] **সমবায়াভ্যুপগমাৎ**—পরমাণু ও দ্ব্যণুকের মধ্যে সমবায় অঙ্গীকৃত হয় বলিয়া [যেমন পরমাণুদ্বয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় দ্ব্যণুক সমবায়কে অপেক্ষা করে, এইপ্রকারে সমবায়ও সমবায়িদ্বয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় সমবায়িদ্বয়ের সহিত অন্য সমবায়ের দ্বারা সম্বদ্ধ হইবে। কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **সাম্যাৎ**—যেহেতু [দ্ব্যণুক ও পরমাণুর বিভিন্নতার ন্যায় সমবায় ও সমবায়ীর মধ্যে] অত্যন্ত ভিন্নতারূপ সাদৃশ্য আছে। [আর সেইহেতু] **অনবস্থিতেঃ**—সেই সেই সমবায়ের অন্য অন্য সমবায় কল্পনা করিতে হইবে, এইপ্রকারে অনবস্থাদোষ আপতিত হওয়ায়, **তদভাবঃ**। দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্ট্যুৎপত্তির অভাব হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

সমবায়াভ্যুপগমাৎ চ ‘তদভাবঃ’ ইতি প্রকৃতেন অণুবাদনিরাকরণেন সম্বধ্যতে।১ দ্বাভ্যাং চ অণুভ্যাং দ্ব্যণুকম্ উৎপদ্যমানম্ অত্যন্তভিন্নম্ অণুভ্যাং অণ্বোঃ সমবৈতি ইতি অভ্যুপগ-

শাঙ্করভাষ্যম্

ম্যতে ভবতা।২ ন চ এবম্ অভ্যুপগচ্ছতা শক্যতে অণুকারণতা সমর্থয়িতুম্।৩ কুত?৪ 'সাম্যাদনবস্থিতেঃ'।৫ যথৈব হি অণুভ্যাম্ অত্যন্তভিন্নং সৎ দ্ব্যণুকং সমবায়লক্ষণেন সম্বন্ধেন তাভ্যাং সম্বধ্যতে, এবং সমবায়ঃ অপি সমবায়িভ্যঃ অত্যন্তভিন্নঃ সন্ সমবায়লক্ষণেন অন্যেনৈব সম্বন্ধেন সমবায়িভিঃ সম্বধ্যেত, অত্যন্তভেদসাম্যাৎ।৬ ততশ্চ তস্য তস্য অন্যঃ অন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্যঃ ইতি অনবস্থা এব প্রসজ্যেত।৭ ননু ইহপ্রত্যয়গ্রাহ্যঃ সমবায়ঃ নিত্যসম্বদ্ধঃ এব সমবায়িভিঃ গৃহ্যতে, ন অসম্বদ্ধঃ, সম্বন্ধান্তরা-

ভাষ্যানুবাদ

[সঃ— অনবস্থাবশতঃ সমবায় নিরাকৃত হইয়া পড়ে বলিয়া পরমাণুদ্বয়ে দ্ব্যণুকের সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিতি সম্ভব না হওয়ায় পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত।]

"সমবায়াভ্যুপগমাৎ চ তদভাবঃ" (—সমবায় অঙ্গীকৃত হয় বলিয়া তাহার (—দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টির) অভাব হইয়া পড়িবে), এইপ্রকারে [পূর্ব্ব সূত্রস্থ 'তদভাবঃ' পদটী অধ্যাহৃত হইয়া] প্রস্তাবিত পরমাণুকারণবাদনিরাকরণের সহিত (—পরমাণুকারণবাদনিরাকরণপর এই সূত্রটীর সহিত) সম্বদ্ধ হইবে।১ [কিন্তু সমবায় অঙ্গীকার করিলে কিপ্রকারে পরমাণুকারণবাদ নিরাকৃত হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] দুইটী পরমাণু হইতে উৎপন্ন হয় যে দ্ব্যণুক,তাহা পরমাণুদ্বয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া পরমাণুদ্বয়ে সমবায়সম্বন্ধে অবস্থান করে, ইহা আপনি স্বীকার করেন।২ কিন্তু এই-প্রকার অঙ্গীকারকারী আপনি পরমাণুর জগৎকারণতাকে সমর্থন করিতে সমর্থ হইবেন না।৩ কেন হইব না ?৪ [উত্তর—] "যেহেতু সাদৃশ্যবশতঃ অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে" ৫ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেমন দেখুন, পরমাণুদ্বয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন যে দ্ব্যণুক, তাহা সমবায়রূপ সম্বন্ধের দ্বারা সেই [পরমাণু] দুইটীর সহিত সম্বদ্ধ হয়, এইপ্রকারে সমবায়িকারণসকল হইতে অত্যন্ত ভিন্ন যে সমবায়, তাহাও অন্য সমবায়রূপ সম্বন্ধের দ্বারাই সমবায়িকারণসকলের সহিত সম্বদ্ধ হইবে, যেহেতু [দ্ব্যণুক ও পরমাণুর অত্যন্ত বিভিন্নতার ন্যায় সমবায় ও সমবায়িকারণসকলের মধ্যে] অত্যন্তভিন্নতারূপ সাদৃশ্য আছে।৬ আর তাহা হইলে (—এইরূপে এক সমবায় অন্য সমবায়কে অপেক্ষা করিলে) তাহার তাহার (—সেই সেই সমবায়ের) অন্য অন্য [সমবায়] সম্বন্ধকে কল্পনা করিতে হইবে, এইপ্রকারে অনবস্থা দোষই প্রসক্ত হইয়া পড়িবে (৯)।৭ [সিদ্ধান্তে শঙ্কা —] কিন্তু ইহপ্রত্যয়গ্রাহ্য যে সমবায় (—'এই তন্তুসকলে বস্ত্র বর্ত্তমান আছে', 'এই বস্ত্রে রূপ বর্ত্তমান আছে' ইত্যাদি এইপ্রকার বিশিষ্টজ্ঞানের নিয়ামক যে সমবায়), তাহা সমবায়ীসকলের সহিত [স্বাত্মকস্বরূপ-

ভাবদীপিকা

(৯) ১১৮ পৃঃ ২৩ ভাবদীঃ 'সমবায়ের পরিচয়' এবং ১১৯ পৃঃ ২৪ ভাবদীঃ 'সমবায়খণ্ডন' দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

পেক্ষঃ বা ।৮ ততশ্চ ন তস্য অন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্যঃ, যেন অনবস্থা প্রসজ্যেত ইতি ।৯ ন, ইতি উচ্যতে, সংযোগঃ অপি এবং সতি সংযোগিভিঃ নিত্যসম্বদ্ধঃ এব ইতি সমবায়বৎ ন অন্যং সম্বন্ধম্ অপেক্ষেত ।১০ অথ অর্থান্তরত্বাৎ সংযোগঃ সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষেত, সমবায়োঽপি তর্হি অর্থান্তরত্বাৎ সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষেত ।১১ ন চ গুণত্বাৎ সংযোগঃ সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষতে, ন সমবায়ঃ অগুণত্বাৎ ইতি যুজ্যতে বক্তুম্, অপেক্ষাকারণস্য তুল্যত্বাৎ ।১২ গুণপরিভাষায়াশ্চ অতন্ত্রত্বাৎ ।১৩ তস্মাৎ অর্থান্তরং

ভাষ্যানুবাদ

সম্বন্ধে] নিত্যসম্বদ্ধ হইয়াই গৃহীত হয়, কিন্তু অসম্বদ্ধ হইয়া অথবা অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়া গৃহীত হয় না ।৮ সেইহেতু তাহার আর অন্য সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে না, যে কারণবশতঃ [ত্বৎকথিত] অনবস্থাদোষ হইয়া পড়িবে (—অন্য সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয় না বলিয়া অনবস্থাদোষ হইবে না)।৯ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলা হইতেছে, না, তাহা বলা যায় না; [যেহেতু] এইপ্রকার হইলে সংযোগও সংযোগীসকলের সহিত (—যে বস্তুসকলের সংযোগ হয়, সংযোগসম্বন্ধের সেই অনুযোগী ও প্রতিযোগীসকলের সহিত) নিত্যসম্বদ্ধই হইবে, এইহেতু তাহা সমবায়ের ন্যায় অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে না ।১০ আর যদি বল—[যাহাদের সংযোগ হয়, সেই বস্তুসকল হইতে] ভিন্ন পদার্থ হওয়ায় সংযোগ [সমবায়রূপ] অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে, [তদুত্তরে বলিব—] তাহা হইলে [সমবায়ী হইতে] ভিন্ন পদার্থ হওয়ায় সমবায়ও অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে ।১১ [যদি বল—গুণপদার্থ হওয়ায় সংযোগ অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আর 'গুণ' হওয়ায় সংযোগ অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে, কিন্তু 'গুণ' না হওয়ায় সমবায় তাহা করে না, ইহা বলা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু অপেক্ষার প্রতি যাহা কারণ (—সম্বন্ধিদ্বয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়া), তাহা [উভয়স্থলেই] সমান ।১২ আর 'গুণ' এই যে পরিভাষা, তাহাও অতন্ত্র (—অপ্রযোজক, অনুকূলতর্কবিহীন (১০) ।১৩

ভাবদীপিকা

(১০) **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই—তুমি কতকগুলি পদার্থের 'গুণ' এই আখ্যা দিয়াছ বলিয়াই যে তাহারা সমবায়রূপ অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে এবং অপর কতকগুলি পদার্থের 'গুণ' আখ্যা দাও নাই বলিয়া তাহারা সমবায়রূপ অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে না, এই-প্রকার কোন নিয়ম হইতে পারে না। আর যদি তোমার কথা স্বীকার করিয়াও লওয়া হয় [illegible] গুণপদার্থ সমবায়কে অপেক্ষা করিবে, তাহা হইলেও তোমার স্বমত রক্ষিত হয় না ; কারণ গুণভিন্ন পদার্থ যে কর্ম্ম ও সামান্য প্রভৃতি, তাহারাও স্ব স্ব সমবায়িকারণে সমবেত হইবার জন্য তোমার মতে সমবায়সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে। সুতরাং 'যাহা সমবায়সম্বন্ধে থাকে, তাহাই গুণ-পদার্থ', এইপ্রকার ব্যাপ্তি সম্ভব না হওয়ায় সমবায়নামক সম্বন্ধ গুণপদার্থকেই তাহার সম্বন্ধি-

শাঙ্করভাষ্যম্

সমবায়ম্ অভ্যুপগচ্ছতঃ প্রসজ্যেত এব অনবস্থা। ১৪ প্রসজ্যমানায়াং চ অনবস্থায়াম্ একাসিদ্ধৌ সর্ব্বাসিদ্ধেঃ দ্বাভ্যাং অণুভ্যাং দ্ব্যণুকং নৈব উৎপদ্যেত। ১৫ তস্মাদপি অনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ ॥১৩॥২॥২॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ

সেইহেতু (—সম্বন্ধিদ্বয় হইতে ভিন্নতাই সম্বন্ধ অঙ্গীকারের প্রতি হেতু হওয়ায়) যাঁহারা সমবায়কে [সমবায়িদ্বয় হইতে] ভিন্ন পদার্থরূপে অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদের [পক্ষে] অনবস্থাদোষ অবশ্যই প্রসক্ত হইয়া পড়িবে।১৪ আর অনবস্থার প্রসক্তি (–প্রাপ্তি) হইয়া পড়িলে একের অসিদ্ধিবশতঃ সকলের অসিদ্ধি হওয়ায় (—অনবস্থাদোষবশতঃ একস্থলে একটী সমবায় অসিদ্ধ হইলে অন্যান্য সর্ব্বস্থলেই সমবায় অসিদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া) দুইটী পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক কদাপি উৎপন্ন হইবে না, [যেহেতু দ্ব্যণুক সেই পরমাণুদ্বয়ে ত্বদভিমত সমবায়সম্বন্ধে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না]।১৫ সেই হেতুবশতঃও পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসঙ্গত নহে।১৩॥২॥২॥১৩॥

নিত্যমেবচ ভাবাৎ ॥২।২।১৪॥

পদচ্ছেদ—নিত্যম্, এব, চ, ভাবাৎ।

সূত্রার্থ—[নমু পরমাণুষু স্বতঃ এব কর্ম্ম ভবিষ্যতি, প্রবৃত্তিস্বভাবত্বাৎ তেষাম্। তথা চ ন দৃষ্টাদৃষ্টনিমিত্তাভাবেন আদ্যকর্ম্মাসম্ভবাৎ সর্গাভাবঃ ইতি চেৎ ? তত্র আহ সূত্রকারঃ—পরমাণূনাং প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে প্রবৃত্তেঃ] **নিত্যম্ এব**—সদৈব, **ভাবাৎ**—সত্ত্বাৎ [প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গঃ]। **চকারঃ**—পরমাণূনাং নিবৃত্তিস্বভাবত্বম্ অপি সমুচ্চিনোতি। তথাচ অর্থঃ—পরমাণূনাং নিবৃত্তিস্বভাবত্বে নিবৃত্তেঃ নিত্যম্ এব ভাবাৎ সৃষ্ট্যভাবপ্রসঙ্গঃ। [অতঃ অনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ]।

অনুবাদ—যদি বলা হয়—পরমাণুসকলে ক্রিয়া স্বতঃই হইবে, যেহেতু প্রবৃত্তিই তাহাদের স্বভাব। আর তাহা হইলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট নিমিত্তের অভাববশতঃ প্রাথমিক ক্রিয়া অসম্ভব না হওয়ায় সৃষ্টির অভাব হইবে না। তদুত্তরে ভগবান্ সূত্রকার বলিতেছেন—প্রবৃত্তিই পরমাণুসকলের স্বভাব হইলে, প্রবৃত্তি] **নিত্যম্ এব**—সর্ব্বদাই, **ভাবাৎ**—বর্ত্তমান থাকে বলিয়া [প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়িবে]। **চকারটী**—পরমাণুসকলের নিবৃত্তিস্বভাবতাকে সমুচ্চয় করিতেছে। তাহাতে অর্থ হইবে—নিবৃত্তিই পরমাণুসকলের স্বভাব হইলে, নিবৃত্তি সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে বলিয়া সৃষ্টির অভাব হইয়া পড়িবে। [এইহেতু পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত]।

ভাবদীপিকা

কারণের সহিত সম্বন্ধ করে, ইহা বলিতে পার না। আর তুমি এইপ্রকার ব্যাপ্তিও প্রদর্শন করিতে পার না যে, 'যে স্থলে গুণপদার্থ থাকে, সেই স্থলে সমবায়ও থাকে', অর্থাৎ গুণ সমবায়সম্বন্ধেই গুণীতে বর্ত্তমান থাকে; কারণ তুমি যেমন বলিয়া থাক 'স্বাত্মকস্বরূপসম্বন্ধে সমবায়পদার্থ সমবায়ীতে থাকে' (১১৮পৃঃ, ২৩ ভাবদীঃ), আমিও তদ্রূপ বলিব—'গুণও স্বরূপসম্বন্ধেই গুণীতে থাকে'। ইহাকে নিরাকরণ করিবার জন্য কোনপ্রকার অনুকূল তর্ক তোমার পক্ষে নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ অণবঃ প্রবৃত্তিস্বভাবাঃ বা, নিবৃত্তিস্বভাবাঃ বা, উভয়স্বভাবাঃ বা, অনুভয়স্বভাবাঃ বা অভ্যুপগম্যন্তে গত্যন্তরাভাবাৎ।১ চতুর্ধাপি ন উপপদ্যতে।২ প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে নিত্যম্ এব প্রবৃত্তেঃ ভাবাৎ প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গঃ।৩ নিবৃত্তিস্বভাবত্বে অপি নিত্যম্ এব নিবৃত্তেঃ ভাবাৎ সর্গাভাবপ্রসঙ্গঃ।৪ উভয়স্বভাবত্বং চ বিরোধাৎ অসমঞ্জসম্।৫ অনুভয়স্বভাবত্বে তু নিমিত্তবশাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোঃ অভ্যুপগম্যমানয়োঃ অদৃষ্টাদেঃ নিমিত্তস্য নিত্যসন্নিধানাৎ নিত্যপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ।৬ অতন্ত্রত্বে অপি অদৃষ্টাদেঃ নিত্যাপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ।৭ তস্মাৎ অপি অনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ।৮॥২।১।১৪॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পরমাণুর সম্ভাবিত স্বভাবচতুষ্টয়ের পর্যালোচনাদ্বারা পরমাণুকারণবাদ নিরাকরণ।]

আর এক কথা, [পরমাণুকারণবাদীকে জিজ্ঞাসা করি—] পরমাণুসকল প্রবৃত্তিস্বভাবসম্পন্নরূপে অঙ্গীকৃত হয়, অথবা নিবৃত্তিস্বভাবসম্পন্নরূপে অঙ্গীকৃত হয়, অথবা [প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই] উভয়স্বভাবসম্পন্নরূপে অঙ্গীকৃত হয়, অথবা অনুভয়স্বভাবসম্পন্নরূপে অঙ্গীকৃত হয়, যেহেতু [এই চারিপ্রকার ভিন্ন] অন্যপ্রকার [স্বভাবসম্পন্ন হইবার] উপায় নাই।১ কিন্তু [এই] চারিপ্রকারেও [পরমাণুকারণবাদ] যুক্তিসঙ্গত হয় না।২ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—পরমাণুসকল] প্রবৃত্তিস্বভাবসম্পন্ন হইলে (—ক্রিয়া সেই সকলে স্বভাবতঃই বর্তমান থাকিলে) প্রবৃত্তি নিত্যই বর্তমান থাকায় [কার্যোৎপত্তি সদাই হইতে থাকিবে, ফলে] প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়িবে।৩ আর নিবৃত্তিস্বভাবসম্পন্ন হইলেও [সেই সকলে] নিবৃত্তি (—ক্রিয়ার অভাব) সদাই বর্তমান থাকায় [কার্যোৎপত্তিই হইবে না ; ফলে] সৃষ্টির অভাব হইয়া পড়িবে।৪ আর [যুগপৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই] উভয়স্বভাবতা বিরোধবশতঃ সমঞ্জস (—যুক্তিযুক্ত) নহে।৫ কিন্তু অনুভয়স্বভাবসম্পন্ন হইলে (—পরমাণুসকল প্রবৃত্তিস্বভাবসম্পন্নও নহে, নিবৃত্তিস্বভাবসম্পন্নও নহে, এইপ্রকার অঙ্গীকৃত হইলে, পরমাণুসকলে] প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি [কোন] নিমিত্তবশতঃ হইয়া থাকে, ইহা স্বীকৃত হওয়ায় অদৃষ্ট [ও কাল] প্রভৃতি নিমিত্তের নিত্যসান্নিধ্যবশতঃ সদাই প্রবৃত্তির প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে বলিয়া (—ক্রিয়া সদাই চলিতে থাকিবে, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়ে বলিয়া) 'প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়িবে'।৬ আর অদৃষ্ট প্রভৃতি অতন্ত্র হইলে (—পরমাণুতে ক্রিয়ার হেতু না হইলে) নিত্য অপ্রবৃত্তি হইয়া পড়ে বলিয়া 'সৃষ্টি কখনও হইবে না'।৭ সেই হেতুবশতঃও (—এই পক্ষচতুষ্টয় সঙ্গত হয় না বলিয়াও) পরমাণুকারণবাদ সঙ্গত নহে।৮॥২।২।১৪॥

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্যয়ো দর্শনাৎ ॥২।২।১৫॥

পদচ্ছেদ—রূপাদিমত্ত্বাৎ, চ, বিপর্যয়ঃ, দর্শনাৎ।

সূত্রার্থ—[পরমাণূনাং কারণত্বং নিরাকৃত্য নিরবয়বত্বাদিকং নিরাকরোতি—] **চ**—[অপি চ, চতুর্বিধাঃ পরমাণবঃ রূপস্পর্শাদিমন্তঃ নিরবয়বাঃ নিত্যাঃ অণবশ্চ ইতি বৈশেষিকসিদ্ধান্তঃ। সঃ ন উপপদ্যতে । যতঃ] **রূপাদিমত্ত্বাৎ**—জগৎকারণপরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্বাভ্যুপগমাৎ, **বিপর্যয়ঃ**—নিরবয়বত্বাণুত্বনিত্যত্ববিপরীতঃ সাবয়বত্বস্থূলত্বানিত্যত্বং চ [প্রসজ্যতে। কুতঃ ?] **দর্শনাৎ**—লোকে রূপাদিমতঃ পটাদেঃ তথা দর্শনাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[পরমাণুসকলের কারণতা নিরাকরণ করিয়া তাহাদের নিরবয়বতা প্রভৃতিকে নিরাকরণ করিতেছেন—] **চ**—আর এক কথা, [চারিপ্রকার পরমাণু (—ক্ষিতি, জল তেজঃ ও বায়ুর পরমাণুসকল) রূপ ও স্পর্শ প্রভৃতিযুক্ত, নিরবয়ব নিত্য এবং অণুপরিমাণবিশিষ্ট (২৮২পৃঃ ৮ ভাবদীঃ), ইহা বৈশেষিকগণের সিদ্ধান্ত। তাহা সঙ্গত হইতেছে না। যেহেতু] **রূপাদিমত্ত্বাৎ**—জগতের কারণভূত পরমাণুসকলের রূপাদিবিশিষ্টতা অঙ্গীকৃত হওয়ায়, **বিপর্যয়ঃ**—নিরবয়বত্ব অণুত্ব ও নিত্যত্বের বিপরীত যে সাবয়বত্ব স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব, তাহা প্রসক্ত হইয়া পড়িবে। [কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ? উত্তর—] **দর্শনাৎ**—যেহেতু লোকমধ্যে রূপাদিযুক্ত বস্ত্র প্রভৃতির সেইপ্রকার [সাবয়বতা প্রভৃতি] পরিদৃষ্ট হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

সাবয়বানাং দ্রব্যানাম্ অবয়বশঃ বিভজ্যমানানাং যতঃ পরঃ **বিভাগঃ ন সম্ভবতি, তে চতুর্বিধাঃ রূপাদিমন্তঃ পরমাণবঃ চতুর্বিধস্য রূপাদিমতঃ ভূতভৌতিকস্য আরম্ভকাঃ নিত্যাশ্চ ইতি যৎ বৈশেষিকাঃ অভ্যুপগচ্ছন্তি, সঃ তেষাম্ অভ্যুপগমঃ নিরালম্বনঃ এব।১ যতঃ রূপাদিমত্ত্বাৎ পরমাণূনাম্ অণুত্বনিত্যত্ববিপর্যয়ঃ প্রসজ্যেত।২ পরমকারণাপেক্ষয়া স্থূলত্বম্ অনিত্যত্বং চ তেষাম্ অভিপ্রেতবিপরীতম্ আপদ্যেত ইত্যর্থঃ।৩ কুতঃ?৪ এবং লোকে**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—রূপাদিযুক্ততাবশতঃ পরমাণুসকলের সকারণতা স্থূলতা ও অনিত্যতা প্রতিপাদন।]

যাহাদের প্রত্যেকটী অবয়বকে বিভক্ত করা যায়, এমন যে সাবয়ব দ্রব্যসকল, তাহাদের যাহার পর আর বিভাগ সম্ভব হয় না, সেই রূপাদিবিশিষ্ট (—রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শযুক্ত) চারিপ্রকার পরমাণু রূপাদিবিশিষ্ট চারিপ্রকার ভূত ও ভৌতিকের (—তেজঃ জল ক্ষিতি ও বায়ু, এই চারিটী স্থূল ভূত এবং সেইসকল হইতে উৎপন্ন বস্তুসকলের) উৎপাদক এবং নিত্য, ইত্যাদি যাহা বৈশেষিকগণ অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদের সেই স্বীকৃতি অবশ্যই অবলম্বনশূন্য (—যুক্তিহীন)।১ যেহেতু পরমাণুসকল রূপাদিযুক্ত হওয়ায় অণুতার ও নিত্যতার বিপর্যয় হইয়া পড়িবে।২ [ইহাই স্পষ্ট করিতেছেন—] পরমকারণের অপেক্ষা (—পরমাণুসকলেরও যাহা কারণ, অপেক্ষা, পরমাণুসকলের] স্থূলতা ও অনিত্যতা, যাহা তাঁহাদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, তাহা প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে (—রূপাদিযুক্ত হওয়ায় পরমাণুসকল তাহাদের কারণ হইতে স্থূল ও অনিত্য হইয়া পড়িবে, ইহা বৈশেষিকসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ)।৩ কেন এইপ্রকার হইবে ? (—পরমাণুই মূলকারণ, তাহার আর কোন কারণ তো

শাঙ্করভাষ্যম্

দৃষ্টত্বাৎ।৫ যদ্ধি লোকে রূপাদিমদ্বস্তু তৎ স্বকারণাপেক্ষয়া স্থূলম্ অনিত্যং চ দৃষ্টম্।৬ তদ্ যথা পটঃ তন্তূন্ অপেক্ষ্য স্থূলঃ অনিত্যশ্চ ভবতি, তন্তবশ্চ অংশূন্ অপেক্ষ্য স্থূলাঃ অনিত্যাশ্চ ভবন্তি।৭ তথাচ অমী পরমাণবঃ রূপাদিমন্তঃ তৈঃ অভ্যুপগম্যন্তে, তস্মাৎ তে অপি কারণবন্তঃ তদপেক্ষয়া স্থূলাঃ অনিত্যাশ্চ প্রাপ্নুবন্তি।৮

ভাষ্যানুবাদ

অঙ্গীকৃত হয় না; সুতরাং কাহাকে অপেক্ষা করিয়া পরমাণুর স্থূলতা প্রভৃতি আপাদিত হইবে?৪ সিদ্ধান্তীর উত্তর—] যেহেতু লোকমধ্যে এইপ্রকার পরিদৃষ্ট হয়।৫ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] রূপাদিবিশিষ্ট যে বস্তু, তাহা নিজের কারণের অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য, ইহা লোকমধ্যে দেখা গিয়াছে।৬ যেমন দেখ, বস্ত্র তন্তু অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য, আবার তন্তুসকল অংশু (—আঁশ)- সকল অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হইয়া থাকে।৭ এইপ্রকারেই ঐ পরমাণুসকল তাঁহাদিগকর্তৃক (—বৈশেষিকগণকর্তৃক) রূপাদিযুক্তরূপে অঙ্গীকৃত হয়, সেইহেতু তাহারাও কারণবিশিষ্ট, তদপেক্ষা (—সেই কারণাপেক্ষা) স্থূল এবং অনিত্য হইয়া পড়িতেছে (১১)৮

ভাবদীপিকা [পরমাণুর অনিত্যতা ও স্থূলতা প্রতিপাদন।]

(১১) এই স্থলে **সিদ্ধান্তী** বৈশেষিকের বিরুদ্ধে এই প্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"পরমাণবঃ সমবায়িকারণবন্তঃ, কারণাপেক্ষয়া স্থূলাঃ, অনিত্যাশ্চ; রূপবত্ত্বাৎ, রসবত্ত্বাৎ গন্ধবত্ত্বাৎ স্পর্শবত্ত্বাৎ; পটবৎ"। অর্থ স্পষ্ট। পূর্ব্বপক্ষী **বৈশেষিক** বলেন—সিদ্ধান্তীর এই অনুমান 'বাধ' নামক হেত্বাভাসদুষ্ট, যেহেতু এই অনুমানে পক্ষ যে পরমাণু, তাহার অবচ্ছেদক 'পরমাণুত্ব', তুমি সেই পরমাণুত্বাবচ্ছিন্ন পক্ষের স্থূলত্ব সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। তাহা কিন্তু সম্ভব নহে, কারণ স্থূলত্ব পরমাণুত্বের বিরোধী; যেখানে পরমাণুত্ব থাকে, সেখানে স্থূলত্ব থাকিতে পারে না। অতএব 'পক্ষ' পরমাণুতে 'সাধ্য' স্থূলতার থাকা সম্ভব না হওয়ায় ত্বৎপ্রদর্শিত অনুমানে 'পক্ষে সাধ্যাভাবরূপ' বাধ হেত্বাভাস হইয়া পড়িতেছে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অস্মৎ প্রদর্শিত অনুমানে "পরমাণবঃ" বলিতে তত্তৎ পরমাণু হইতে তত্তৎ স্থূল মহাভূত পর্য্যন্ত সমস্তই বিবক্ষিত। তাহাতে আমাদের বিবক্ষিত অনুমানের আকার হয় এই—"বায়বঃ স্থূলাঃ স্পর্শবত্ত্বাৎ", "তেজাংসি স্থূলানি রূপবত্ত্বাৎ," "ক্ষিতয়ঃ স্থূলাঃ গন্ধবত্ত্বাৎ", ইত্যাদি। এইপ্রকার অনুমানে বায়ুত্ব ও তেজস্ত্ব প্রভৃতি পক্ষতাবচ্ছেদক হওয়ায় তাদৃশ অবচ্ছেদকদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে বায়ু ও তেজঃ প্রভৃতি, তাহাদের মধ্যে স্থূল বায়ু ও স্থূল তেজঃ প্রভৃতি হইতে ত্বৎকথিত বায়ুপরমাণু ও তেজঃপরমাণু প্রভৃতি সকলই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ফলে বায়ু ইত্যাদিরূপ পক্ষে স্থূলত্বরূপ সাধ্যের বর্ত্তমানতাবিষয়ে কোন বাধা না থাকায় "পক্ষে সাধ্যাভাব" হয় না বলিয়া উক্ত অনুমান বাধহেত্বাভাসদুষ্ট নহে। **বৈশেষিক** পুনঃ বলেন—বাধহেত্বাভাসগ্রস্ত না হইলেও উক্ত অনুমানের দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হইবে না; কারণ আমরা বলিব—বায়ু প্রভৃতি তত্তৎ পরমাণুসকল স্পর্শবান্ রূপবান্ ইত্যাদি বটে, কিন্তু তাহারা সমবায়িকারণবান্ স্থূল ও অনিত্য নহে। ত্বৎপ্রদর্শিত উক্ত অনুমানে হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্য প্রতিপাদনের জন্য কোন অনুকূল তর্ক

শাঙ্করভাষ্যম্

যচ্চ নিত্যত্বে কারণং তৈঃ উক্তং—"সদকারণবন্নিত্যম্" (বৈঃ সূঃ ৪।১।১) **ইতি।৯ তদপি এবং সতি অণুষু ন সম্ভবতি, উক্তেন প্রকা-**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—৪।১।১ বৈঃ সূত্রে প্রদর্শিত পরমাণুর নিত্যতাসাধক অনুমানে বিশেষ্যাসিদ্ধি প্রদর্শন।]

আর পরমাণুসকলের নিত্যতার প্রতি যে কারণ তাঁহাদিগকর্তৃক (—বৈশেষিকগণকর্তৃক) কথিত হইয়াছে; যথা—"যাহা সৎ (—ভাবপদার্থ) এবং যাহার [সমবায়ি] কারণ নাই (—যাহা অজন্য), তাহা নিত্য, [তাহাই অবয়বীসকলের মূল কারণ" (১২)] ইত্যাদি।৯ তাহাও (—বৈশেষিককর্তৃক প্রদর্শিত উক্ত যুক্তিও) এইপ্রকার হইলে (—পরমাণুসকলের কারণান্তর সিদ্ধ হইলে) পরমাণুসকলে

ভাবদীপিকা [পরমাণুর অনিত্যতা ও স্থূলতা প্রতিপাদন]

তোমার পক্ষে না থাকায় তাহা অপ্রযোজক হইয়া পড়িতেছে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অনুকূলতর্কও আমার পক্ষে আছে, যথা "পরমাণবঃ যদি নিত্যাঃ সমবায়িকারণরহিতাঃ স্যুঃ, তদা আত্মবৎ রূপাদিরহিতাঃ স্যুঃ"—'পরমাণুসকল যদি নিত্য ও সমবায়িকারণরহিত হইত, তাহা হইলে আত্মার ন্যায় রূপাদিহীন হইত'। তাহা কিন্তু হয় না, তোমরা পরমাণুসকলকে রূপাদিযুক্তরূপেই অঙ্গীকার করিয়া থাক। সেইহেতু তাহারা আত্মার ন্যায় নিত্য ও সমবায়িকারণরহিত হইবে না, পরন্তু অনিত্য ও সমবায়িকারণবিশিষ্টই হইবে। **বৈশেষিক** বলেন—ত্বৎপ্রদর্শিত অনুমানটী **ভাগাসিদ্ধি** নামক হেত্বাভাসদুষ্ট। তুমি বলিতেছ—"পরমাণবঃ সমবায়িকারণবন্তঃ রূপবত্ত্বাৎ স্পর্শবত্ত্বাৎ" ইত্যাদি। বায়ুপরমাণুতে কিন্তু রূপ নাই। সেইহেতু সমগ্র হেতুটী সমগ্র পক্ষে না থাকিয়া পক্ষের একদেশে, অর্থাৎ বায়ু ভিন্ন পক্ষে থাকায় ভাগাসিদ্ধি দুর্ব্বার হইয়া পড়িতেছে। [ভাগাসিদ্ধি স্বরূপাসিদ্ধির প্রকারভেদ]। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অনুমানপ্রদর্শনকালে সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে সকল হেতুই যুগপৎ প্রদর্শিত হইলেও "বায়ুপরমাণবঃ সমবায়িকারণবন্তঃ স্পর্শবত্ত্বাৎ", "তেজঃপরমাণবঃ সমবায়িকারণবন্তঃ রূপবত্ত্বাৎ", ইত্যাদি প্রকারে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অনুমান প্রদর্শনই আমাদের অভিপ্রেত। সুতরাং উক্ত দোষ হয় না। তদুত্তরে **বৈশেষিক** বলেন—আমরা যাহা স্বীকার করি, অর্থাৎ আমাদের নিকট যাহা সিদ্ধ, তুমিও তাহাই সাধন করিতেছ ; কারণ স্থূল বায়ু প্রভৃতি সমবায়িকারণবিশিষ্ট এবং নিজ পরমাণুরূপ কারণ হইতে স্থূল ও অনিত্য, ইহা আমরা অঙ্গীকার করি। সুতরাং বহু আয়াস স্বীকার করিয়া আমাদের স্বীকৃত বিষয়ই তুমি অনুমানদ্বারা সাধন করিতেছ বলিয়া তোমার উপর **সিদ্ধসাধন** দোষ আপতিত হইতেছে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—'যাহা স্পর্শবান্ তাহার সমবায়িকারণ আছে', 'যাহা রূপবান্ তাহার সমবায়িকারণ আছে', এইপ্রকারে ব্যাপ্তিগ্রহকালে 'বায়ুত্ব' ও 'তেজস্ত্ব' প্রভৃতি অবচ্ছেদেই ব্যাপ্তিগ্রহ হওয়ায় তাদৃশ ব্যাপ্তিবলে যে অনুমিতি হয়, তাহার দ্বারা কেবলমাত্র স্থূল বায়ু ও স্থূল তেজঃ প্রভৃতিরই 'সমবায়িকারণবিশিষ্টতা', 'স্বকারণাপেক্ষা স্থৌল্য' প্রভৃতি সিদ্ধ হয় না ; পরন্তু স্থূল ও পরমাণুরূপ সূক্ষ্ম, সকলপ্রকার বায়ু ও তেজঃ প্রভৃতিতেই তাহা সিদ্ধ হয়। সুতরাং আমাদের অনুমানে সিদ্ধসাধন দোষও আপতিত না হওয়ায় উহা সর্ব্বদোষবর্জ্জিত, ইহা সিদ্ধ হইল।

(১২) **বৈশেষিক** এই সূত্রাবলম্বনে "পরমাণবঃ নিত্যাঃ, সত্ত্বে সতি অকারণবত্ত্বাৎ,

শাঙ্করভাষ্যম্

রূপেণ অণূনাম্ অপি কারণবত্ত্বোপপত্তেঃ।১০ যদপি নিত্যত্বে দ্বিতীয়ং কারণং উক্তম্—"অনিত্যমিতি চ বিশেষতঃ প্রতিষেধা-ভাবঃ" (বৈঃ সূঃ ৪।১।৮) **ইতি।১১ তদপি ন অবশ্যং পরমাণূনাং নিত্যত্বং**

ভাষ্যানুবাদ

সম্ভব হয় না, যেহেতু উক্ত প্রকারে (—৬-৭ সংখ্যক বাক্যে তন্তু ও পট ইত্যাদি স্থলে প্রদর্শিত যুক্ত্যনুসারে) পরমাণুসকলেরও কারণবিশিষ্টতা যুক্তিসঙ্গত (১৩) ১০

[সিঃ— ৪।১ ৪ বৈঃ সূত্রে প্রদর্শিত পরমাণুর নিত্যতাসাধক দ্বিতীয় যুক্তির নিরাকরণ।]

আর [পরমাণুসকলের] নিত্যতা সিদ্ধির জন্য [বৈশেষিকগণকর্তৃক] যে দ্বিতীয় কারণ কথিত হইয়াছে, যথা—"অনিত্য, এইপ্রকারে (—এইরূপ শব্দপ্রয়োগদ্বারা) বিশেষতঃ (—বস্তুবিশেষকে আশ্রয়করতঃ, নিত্যতার] প্রতিষেধের অভাব হইয়া পড়িবে" (১৪) ইত্যাদি ।১১ তাহাও (—উক্ত যুক্তিও) পরমাণুসকলের নিত্যতাকে

ভাবদীপিকা

আত্মবৎ"—'পরমাণুসকল নিত্য, যেহেতু ভাবপদার্থ হইলেও তাহাদের কোন কারণ নাই, যেমন আত্মা", এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শনদ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত সিদ্ধান্তীর অনুমানে **সৎপ্রতিপক্ষ** হেত্বাভাস প্রদর্শন করিলেন।

(১৩) **সিদ্ধান্তী** এই স্থলে বৈশেষিকের উক্ত অনুমানটাতে **বিশেষ্যাসিদ্ধি** হেত্বাভাস প্রদর্শন করিলেন। তাহা এইপ্রকার—হেতুর অবয়বের মধ্যগত বিশেষ্যাংশটা পক্ষে না থাকিলে 'বিশেষ্যাসিদ্ধি' হয়। প্রস্তাবিত স্থলে "সত্ত্বে সতি অকারণবত্ত্ব", ইহা হেতু। তন্মধ্যে "সত্ত্বে সতি" এই অংশটা 'বিশেষণ' এবং "অকারণবত্ত্ব এই অংশটা 'বিশেষ্য'। পরমাণুসকল সমবায়ি-কারণবান্, ইহা রূপবত্ত্বাদি হেতুসকলের দ্বারা সিদ্ধ করা হইয়াছে (১১ ভাবদীঃ)। সুতরাং হেতুর অবয়বের অন্তর্গত 'অকারণবত্ত্ব' এই বিশেষ্যাংশটা পক্ষ পরমাণুতে না থাকায় উক্ত অনুমান (১২ ভাবদীঃ) বিশেষ্যাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসদুষ্ট হইয়া পড়িল।

(১৪) সূত্রটার তাৎপর্য্য এই—"নিত্য বস্তু যদি বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে 'অনিত্য' এই শব্দের প্রয়োগদ্বারা বস্তুবিশেষকে আশ্রয়করতঃ নিত্যতার প্রতিষেধের অভাব হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ কোন বস্তুকে অনিত্য বলা সম্ভব হইবে না"। প্রচলিত বৈশেষিকদর্শনের মুদ্রিত পুস্তক-সকলে কিন্তু এই সূত্রটার আকার এই—"**অনিত্য ইতি বিশেষতঃ প্রতিষেধ-ভাবঃ**"। উপস্কারে 'বিশেষতঃ' এই পদটাতে সার্ব্ববিভক্তিক তসিল্ প্রত্যয়দ্বারা অর্থ করা হইয়াছে—'বিশেষস্থ', ইহার অর্থ—'নিত্যস্থ'। তাহাতে সূত্রটার অর্থ হয়—**অনিত্য** ইহা বিশেষের, অর্থাৎ নিত্যের **প্রতিষেধভাব**, অর্থাৎ প্রতিষেধস্বরূপ"। নিত্যপদার্থ বর্ত্তমান না থাকিলে, তাহার (—অনিত্য, এই শব্দের) প্রয়োগ সম্ভব হয় না, ইহাই ভাব।

বস্তুতঃ সূত্রটার আকার যেপ্রকারই হউক্ না কেন, তাৎপর্য্য অভিন্ন। তাহা এই—নিত্য কোন বস্তু যদি অঙ্গীকার না করা হয়, তাহা হইলে 'অনিত্য' এই শব্দের প্রয়োগ সম্ভব হইবে না; কারণ 'ন নিত্য অনিত্য' এইপ্রকারে নঞ্ তৎপুরুষসমাসদ্বারা যে 'অনিত্য' পদটা নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ—'নিত্যতার অভাব'। আর অভাবমাত্রেরই কোন প্রতিযোগী থাকে, নতুবা তাহার অর্থবোধই সম্ভব হয় না। যেমন ঘটরূপ প্রতিযোগী না থাকিলে 'ঘটাভাবশব্দের

শাঙ্করভাষ্যম্

সাধয়তি ।১২ অসতি হি যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ নিত্যে বস্তুনি নিত্যশব্দেন নঞঃ সমাসঃ ন উপপদ্যতে ।১৩ ন পুনঃ পরমাণুনিত্যত্বম্ এব অপেক্ষ্যতে ।১৪ তচ্চ অস্তি এব নিত্যং পরমকারণং ব্রহ্ম ।১৫ ন চ শব্দার্থব্যবহারমাত্রেণ কস্যচিৎ অর্থস্য প্রসিদ্ধিঃ ভবতি, প্রমাণান্তরসিদ্ধয়োঃ শব্দার্থয়োঃ ব্যবহারাবতারাৎ ।১৬ যদপি

ভাষ্যানুবাদ

অবশ্যম্ভাবিরূপে সাধন করে না।১২ যেহেতু কোন নিত্য বস্তু বর্ত্তমান না থাকিলে 'নিত্য' এই শব্দটীর সহিত 'ন'কারের সমাস সঙ্গত হয় না।১৩ কিন্তু ['ন'কারটী] পরমাণুর নিত্যতাকেই [কার্য্যবস্তুতে প্রতিষেধ্যরূপে] অপেক্ষা করে না।১৪ তাহা (—কার্য্যবস্তুতে 'ন'কারের সেই প্রতিষেধ্য) পরমকারণ নিত্য ব্রহ্ম অবশ্যই বর্ত্তমান আছেন (১৫)।১৫ ['অনিত্যশব্দের প্রয়োগ দ্বারা কার্য্যে নিত্যতার নিষেধ ও কারণের নিত্যতা সিদ্ধ হয়', এই অঙ্গীকারকে ত্যাগ করিতেছেন—] আর শব্দ ও অর্থের ব্যবহারমাত্রদ্বারাই (—কোন অর্থবোধনের জন্য কোন পৌরুষেয় শব্দের প্রয়োগমাত্রদ্বারাই) কোন বিষয়ের প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধি হয় না, যেহেতু অন্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ যে শব্দ ও অর্থ, তাহাদেরই ব্যবহার অবতরণ করে (—তাহারাই প্রামাণিকরূপে গৃহীত হয়(১৬)।১৬

ভাবদীপিকা

অর্থবোধ হয় না, তদ্রূপ। তাহাতে ইহাই নির্ণীত হয় যে, 'অনিত্য', অর্থাৎ নিত্যতার যে অভাব, তাহার প্রতিযোগী নিত্যতা কোথাও আছে; অনিত্যশব্দস্থ 'ন'কারটী কোন বস্তুতে সেই নিত্যতার প্রতিষেধ করিতেছে মাত্র। অতএব 'কার্য্যবস্তুসকল অনিত্য' এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যাহাকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্যবস্তুসকলকে অনিত্য বলা হইতেছে, সেই 'নিত্যতা' কোথাও আছে। দ্ব্যণুকাদিক্রমে পরমাণুসকলের মিলনেই কার্য্যবস্তুসকলের উৎপত্তি; সেইহেতু কার্য্যবস্তুসকলকে অনিত্য বলা হইতেছে বলিয়া তাহাদের কারণ পরমাণুসকলের নিত্যতা সিদ্ধ হইতেছে। কারণভূত পরমাণুসকলও অনিত্য হইলে কার্য্যবস্তুসকলকে অনিত্য বলা চলিত না। অতএব পরমাণুর নিত্যতা সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব। এইরূপে পরমাণুর নিত্যতা সিদ্ধির জন্য এই সূত্রাবলম্বনে **বৈশেষিক** এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"নিত্যত্বপ্রতিষেধঃ সপ্রতিযোগিকঃ অভাবত্বাৎ, ঘটাদ্যভাববৎ"। ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে।

(১৫) এইস্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—কোন নিত্য বস্তু বর্ত্তমান না থাকিলে ঘটপটাদি অনিত্য বস্তুতে নিত্যতার প্রতিষেধ সম্ভব হয় না, ইহা আমরাও অঙ্গীকার করি। কিন্তু আমাদের উভয়ের মতসিদ্ধ আত্মবস্তুর (—ব্রহ্মবস্তুর) নিত্যতার দ্বারাই ঘটপটাদিতে নিত্যতার প্রতিষেধ সম্ভব হওয়ায় ত্বদভিমত পরমাণুর নিত্যতা অঙ্গীকারের কোনই আবশ্যকতা নাই। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষীর "নিত্যত্বপ্রতিষেধঃ সপ্রতিযোগিকঃ অভাবত্বাৎ", এই অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্তীর অভীষ্ট নিত্য ব্রহ্মবস্তুই সিদ্ধ হইয়া পড়েন বলিয়া পূর্ব্ববাদীর উক্ত অনুমানটী **সিদ্ধসাধন**দোষগ্রস্ত এবং স্বাভিপ্রেত পরমাণুর নিত্যতা সিদ্ধ না হইয়া অন্য বস্তুর নিত্যতা সিদ্ধ হওয়ায় **অর্থান্তর**দোষগ্রস্ত (২২৯ পৃঃ দ্রঃ) হইয়া পড়িল। [১৬ ভাবদীঃ পরপৃষ্ঠা দ্রঃ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

নিত্যত্বে তৃতীয়ং কারণম্ উক্তম্—"অবিদ্যাচ" (বৈঃ সূঃ ৪।১।৫ (**ইতি ।১৭ তৎ যদি এবং বিব্রীয়েত সতাং পরিদৃশ্যমানকার্য্যাণাং কারণানাং প্রত্যক্ষেণ অগ্রহণম্ অবিদ্যা ইতি ।১৮ ততঃ দ্ব্যণুক-নিত্যতাপি আপদ্যেত ।১৯ অথ 'অদ্রব্যত্বে সতি' ইতি বিশেষ্যেত,**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—৪.১.৫ বৈঃ সূত্রে প্রদর্শিত পরমাণুর নিত্যতাসাধক তৃতীয় যুক্তির নিরাকরণ।]

আর [পরমাণুর] নিত্যতাতে যে তৃতীয় কারণ কথিত হইয়াছে—"অবিদ্যা চ" ইত্যাদি ।১৭ তাহা যদি এইপ্রকারে ব্যাখ্যাত হয়— যাহাদের কার্য্যসকল পরিদৃষ্ট হইতেছে, সেই সৎ (—ভাবপদার্থাত্মক, পরমাণুরূপ] কারণসকলের যে প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত না হওয়া, তাহাই অবিদ্যা (১৭) ।১৮ তাহা হইলে দ্ব্যণুকও নিত্য হইয়া

ভাবদীপিকা

(১৬) ভাব এই—তুমি কার্য্যবস্তুসকলের অনিত্যতা দর্শন করিয়া তাহাদের কারণ পরমাণুসকলকে নিত্য বলিতে ইচ্ছা করিতেছ। কিন্তু উক্তপ্রকার অর্থবোধনের জন্য উক্তপ্রকার শব্দপ্রয়োগ করিতেছ বলিয়াই পরমাণুর নিত্যতা সিদ্ধ হইবে না, কারণ তাহা অঙ্গীকার করিলে "এই বৃক্ষে যক্ষ আছে", ইহারও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। তাহা না হউক্. সেইজন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রমাণের দ্বারা যাহা গৃহীত হয়, তাহারই প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। পরমাণুর নিত্যতা সিদ্ধির প্রতি কোন প্রমাণ পরিদৃষ্ট হইতেছে না, সুতরাং তাহা অনিত্য।

(১৭) এই স্থলে ইহাই বলা হইল যে, কার্য্যের প্রত্যক্ষ হওয়া এবং সেই কার্য্যের যাহা কারণ, তাহার প্রত্যক্ষ না হওয়াই 'অবিদ্যা'। **১। বৈশেষিক** পরমাণুর নিত্যতাসিদ্ধির জন্য এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন "পরমাণবঃ নিত্যাঃ, পরিদৃশ্যমানকার্য্যস্থ কারণত্বে সতি প্রত্যক্ষেণ অগৃহ্যমাণত্বাৎ, আকাশাদিবৎ" (প্রকটার্থবিঃ)। পরমাণুসকলের কার্য্য ঘটপটাদি পরিদৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহারা স্বয়ং পরিদৃষ্ট হইতেছে না, সেইহেতু পরমাণু-সকল নিত্য, ইহাই বৈশেষিকের অভিপ্রায়। **২।** উক্ত ১৮সংখ্যক বাক্যটি অন্যপ্রকারেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা—"তাহা যদি এইপ্রকারে ব্যাখ্যাত হয়—সৎ (—ভাবপদার্থ যে পরমাণুসকল), যাহাদের কার্য্যসকল পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহাদের কারণসকলের যে প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত না হওয়া, তাহাই অবিদ্যা"। তাহাতে ইহাই বলা হইল যে, কার্য্যের প্রত্যক্ষ হওয়া ও কারণের প্রত্যক্ষ না হওয়াই 'অবিদ্যা'। এইপ্রকার ব্যাখ্যাতে **বৈশেষিকের** অনুমানের আকার এইরূপ—"পরমাণবঃ নিত্যাঃ অনুপলভ্যমানকারণত্বাৎ, আত্মবৎ" (ন্যায়নির্ণয়)। ইহার দ্বারা পরমাণুর নিত্যতা সিদ্ধ হয়, কারণ পরমাণুর কার্য্য ঘটপটাদির প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু পরমাণুর কারণের প্রত্যক্ষ হয় না। পরমাণুর যদি কোন কারণ থাকিত, তাহা হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হইত। তাহা কিন্তু হয় না। সেইহেতু পরমাণুর নিত্যতা সিদ্ধ হয়, যেহেতু যাহার অন্য কারণ নাই, তাহাই নিত্য, যেমন আত্মা। লক্ষ্য করিতে হইবে, **প্রথম ব্যাখ্যাতে** পরিদৃশ্যমান কার্য্যের যাহা কারণ, তাহার প্রত্যক্ষ না হওয়াই নিত্যতার হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে। **দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে** কিন্তু পরিদৃশ্যমান কার্য্যের যাহা কারণ, তাহার কারণের প্রত্যক্ষ না হওয়াই তদ্রূপে গৃহীত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

তথাপি অকারণবত্ত্বম্ এব নিত্যতানিমিত্তম্ আপদ্যেত।২০ তস্য চ প্রাগেব উক্তত্বাৎ "অবিদ্যা চ" ইতি পুনরুক্তং স্যাৎ।২১ অথাপি

ভাষ্যানুবাদ

পড়িবে (১৮)।১৯ আর [দ্ব্যণুকের নিত্যতা, অর্থাৎ উক্ত হেতুর দ্ব্যণুকে ব্যভিচার নিরাকরণের জন্য] যদি 'অদ্রব্যত্বে সতি', এইরূপে বিশেষিত করা হয় (—হেতুতে এই বিশেষণটী যুক্ত করা হয়), তাহা হইলেও 'অকারণবত্ত্ব' (—কোন কারণ না থাকা ', ইহাই নিত্যতার প্রতি হেতু হইয়া পড়িবে (১৯)।২০ আর তাহা (—কারণ না থাকার কথা, "সদকারণবন্নিত্যম্" (বৈঃ সূঃ ৪।১।১, এই স্থলে] পূর্বেই কথিত হইয়াছে বলিয়া "অবিদ্যা চ" এই সূত্রটী পুনরুক্ত হইয়া পড়িবে, [তাহা সঙ্গত নহে। অতএব "অবিদ্যা চ" এই সূত্রটী পরমাণুর নিত্যতা সাধন করিতে পারিল না]।২১

ভাবদীপিকা

(১৮) উক্ত ১৭ ভাবদীঃ **প্রথম ব্যাখ্যাতে**—অবিদ্যার লক্ষণ দ্ব্যণুকে চলিয়া যাইতেছে, যেহেতু দ্ব্যণুকের কার্য্য ত্রসরেণুর প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু দ্ব্যণুকের নিজের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং দ্ব্যণুক নিত্য, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়ে। বৈশেষিকসিদ্ধান্তে কিন্তু দ্ব্যণুক নিত্য নহে। এইপ্রকারে প্রথমোক্ত অনুমানটী সাধারণসব্যভিচার হেত্বাভাসগ্রস্ত হইয়া পড়িল, কারণ সাধ্য যে নিত্যত্ব, তাহার অভাবের অধিকরণ যে দ্ব্যণুক, তাহাতে "পরিদৃশ্যমানকার্য্যস্য কারণত্বে সতি প্রত্যক্ষেণ অগৃহ্যমাণত্বাৎ", এই হেতুটী চলিয়া যাইতেছে। **দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতেও অবিদ্যালক্ষণ দ্ব্যণুকে চলিয়া যায় এবং উক্তপ্রকারে দ্ব্যণুকান্তর্ভাবে সাধারণসব্যভিচার হইয়া পড়ে। দ্ব্যণুকের কার্য্য ত্রসরেণু প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু দ্ব্যণুকের কারণ যে পরমাণু, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। সেইহেতু "অনুপলভ্যমানকারণত্ব"-রূপ হেতুটী, সাধ্য যে নিত্যত্ব, তাহার অভাব আছে যে দ্ব্যণুকে; তাহাতে চলিয়া যাওয়ায় হেতুর সাধ্যাভবদ্‌বৃত্তিত্ব হইয়া পড়িল।**

(১৯) ১৭ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত অনুমানদ্বয়ের যে হেতুদ্বয়, তাহাতে "অদ্রব্যত্বে সতি", এই বিশেষণ যোগ করা হইতেছে। তাহাতে উক্ত হেতুদ্বয়ের আকার হইবে—"অদ্রব্যত্বে সতি পরিদৃশ্যমানকার্য্যস্য কারণত্বে চ সতি প্রত্যক্ষেণ অগৃহ্যমাণত্বাৎ" এবং "অদ্রব্যত্বে সতি অনুপলভ্যমানকারণত্বাৎ"। "অদ্রব্যত্বে সতি", ইহার অর্থ—আরম্ভক দ্রব্যশূন্যত্বে সতি ; ইহার অর্থ—'আরম্ভকদ্রব্য' অর্থাৎ সমবায়িকারণ না থাকা'। হেতুতে এই বিশেষণ দেওয়ার ফলে আর হেতুদ্বয়ের দ্ব্যণুকে ব্যভিচার হইবে না, কারণ দ্ব্যণুকের পরমাণুরূপ সমবায়িকারণ আছে। সেইহেতু তাহা বাদ পড়িয়া গেল। এইরূপে দ্ব্যণুকে ব্যভিচার নিবারিত হইল বটে, কিন্তু উক্ত অনুমানদ্বয়ে প্রদর্শিত যে হেতুদ্বয়, তাহাদের বিশেষ্যাংশদ্বয়, অর্থাৎ প্রথম অনুমানে "প্রত্যক্ষেণ অগৃহ্যমাণত্বাৎ" এবং দ্বিতীয়ানুমানে "অনুপলভ্যমানকরণত্বাৎ", এই অংশদ্বয় ব্যর্থ হইয়া পড়িল ; কারণ "অদ্রব্যত্বে সতি" এই যে বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, মাত্র তাহার দ্বারাই পরমাণুর নিত্যতা সিদ্ধ হইয়া যায়, যেহেতু যাহার আরম্ভক দ্রব্য, অর্থাৎ সমবায়িকারণ নাই, তাহা উৎপন্ন হয় না, সুতরাং তাহাই নিত্য পদার্থ, যেমন আত্মা। এইরূপে পরমাণুর নিত্যতা-সাধক **"অবিদ্যা চ"** এই যে বৈশেষিক সূত্র, তাহার অর্থ বস্তুতঃ হইয়া পড়িল—'আরম্ভক-

শাঙ্করভাষ্যম্

কারণবিভাগাৎ কারণবিনাশাৎ চ অন্যস্য তৃতীয়স্য বিনাশহেতোঃ অসম্ভবঃ অবিদ্যা, সা পরমাণূনাং নিত্যত্বং খ্যাপয়তি ইতি ব্যাখ্যায়েত ।২২ ন অবশ্যং বিনশ্যৎ বস্তু দ্বাভ্যাম্ এব হেতুভ্যাং বিনষ্টুম্ অর্হতি ইতি নিয়মঃ অস্তি ।২৩ সংযোগসচিবে হি অনেকস্মিন্ চ দ্রব্যে দ্রব্যান্তরস্য আরম্ভকে অভ্যুপগম্যমানে এতদ্ এবং স্যাৎ ।২৪ যদা তু অপাস্তবিশেষং সামান্যাত্মকং কারণং বিশেষবদ্ অবস্থান্তরম্ আপদ্যমানম্ আরম্ভকম্ অভ্যুপগম্যেত,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ — পরমাণুর নিত্যত্বোধক ৪।১।৫ বৈঃ সূত্রের ব্যাখ্যার নিরাকরণদ্বারা তাহার অনিত্যতা প্রতিপাদন

["অবিদ্যা চ" এই বৈঃ সূত্রটীর অন্যপ্রকার ব্যখ্যা প্রদর্শন করিয়া তাহাতেও দোষোদ্ভাবন করিতেছেন—] আর যদি 'কারণের বিভাগ (— অসমবায়িকারণের নাশ) এবং কারণের নাশ (—সমবায়িকারণের নাশ) হইতে ভিন্ন তৃতীয় কোন বিনাশের হেতুর অসম্ভাবনাই (— বিদ্যমান না থাকাই) অবিদ্যা', তাহা পরমাণুসকলের নিত্যতাকে খ্যাপন করিতেছে, এইপ্রকার ব্যাখ্যা করা হয় (২০) ।২২ [তাহাতেও তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না ; কারণ] বিনাশশীল বস্তু মাত্র দুইটী হেতুর দ্বারা বিনষ্ট হইবার যোগ্য, এইপ্রকার কোন নিয়ম অবশ্যই নাই ।২৩ যেহেতু সংযোগসহকৃত অনেক দ্রব্য দ্রব্যান্তরের উৎপাদক, ইহা (—এই আরম্ভবাদ) অঙ্গীকৃত হইলে ইহা এইপ্রকার হইতে পারে (—দুইটী নাশক হেতুর দ্বারা বস্তুর নাশ অঙ্গীকার করা

ভাবদীপিকা

দ্রব্যশূন্যত্ব, অর্থাৎ অকারণবত্ত্ব ; ইহার অর্থ—'সমবায়িকারণশূন্যত্ব'। পরমাণুর নিত্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য এই যুক্তি কিন্তু পূর্ব্বেই "সদকারণবন্নিত্যম্" (বৈঃ সূঃ ৪।১।১) ইত্যাদি স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে (৯ বাক্য দ্রঃ)। ফলে বৈশেষিকপক্ষে পুনরুক্তিদোষ হইয়া পড়িল। এইরূপে পুনরুক্তিদোষ এবং বিশেষাংশের ব্যর্থতারূপদোষবশতঃ "অবিদ্যা চ" এই সূত্রের দ্বারা পরমাণুর নিত্যতা সিদ্ধ হইল না, ইহাই ভাব।

(২০) এই স্থলে **বৈশেষিকের** অভিপ্রায় এই — সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ হইতেই হয় বস্তুর উৎপত্তি। যেমন কপালদ্বয় ঘটের সমবায়িকারণ এবং সেই কপালদ্বয়ের সংযোগ ঘটের অসমবায়িকারণ। এই কারণদ্বয় হইতেই ঘটের উৎপত্তি। কপালদ্বয়রূপ সমবায়ি-কারণের নাশ হইলে, অথবা কপালদ্বয়ের সংযোগরূপ যে অসমবায়িকারণ, তাহার নাশ হইলে (—কপালদ্বয়ের বিভাগ হইলে) কার্য্য ঘটের নাশ হয়, ইহাই বস্তুস্থিতি। এই কারণদ্বয়ের নাশ ব্যতিরেকে ঘটনাশের অন্য তৃতীয় কারণ নাই। কিন্তু পরমাণু নিরবয়ব, তাহার এমন কোন সমবায়ি বা অসমবায়িকারণ নাই, যাহার নাশবশতঃ পরমাণুর নাশ হইবে। তাহার নাশের প্রতি তৃতীয় কোন হেতুও নাই। অতএব নাশ উপলব্ধ না হওয়ায় পরমাণু নিত্য, ইহাই 'অবিদ্যা চ' এই সূত্রের বিবক্ষিত অর্থ। তাহাতে অবিদ্যাশব্দের অর্থ হইল—'অগৃহ্যমাণবিনাশকারণত্ব, অবিদ্যা'—নাশক কারণের উপলব্ধি না হওয়াই অবিদ্যা। এই স্থলে বৈশেষিকের অনুমানের আকার এই—'পরমাণবঃ নিত্যাঃ নাশকানুপলম্ভাৎ, আত্মবৎ'।

শাঙ্করভাষ্যম্

তদা ঘৃতকাঠিন্যবিলয়নবৎ মূর্ত্ত্যবস্থাবিলয়নেন অপি বিনাশঃ উপপদ্যতে।২৫ তস্মাৎ রূপাদিমত্ত্বাৎ স্যাৎ অভিপ্রেতবিপর্য্যয়ঃ পরমাণূনাম্।২৬ তস্মাদপি অনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ।২৭॥২।২।১৫॥

ভাষ্যানুবাদ

যাইতে পারে আরম্ভবাদই কিন্তু অঙ্গীকার করা যায় না (২১)।২৪ [এক্ষণে বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ অবলম্বনে উক্ত নাশক হেতুদ্বয়ভিন্ন দ্রব্য নাশের তৃতীয় হেতুও যে আছে, ইহাই বলিতেছেন—] কিন্তু যখন অপাস্তবিশেষ সামান্যাত্মক কারণ(—জগদ্রূপ বিশেষ যাহাতে প্রতিভাত হয় না, সেই ব্রহ্মবস্তু, অথবা অবিদ্যা, জগদ্রূপ] বিশেষ-যুক্ত অবস্থান্তরকে প্রাপ্ত হওয়ায় আরম্ভকরূপে (—উৎপাদকরূপে) অঙ্গীকৃত হয়, তখন ঘৃতের কঠিনতার বিলয়নের (—গলিয়া যাওয়ার) ন্যায় [জগদাকার] মূর্ত্ত্যবস্থার বিলয়নের দ্বারাও বিনাশ, উপপন্ন হয় (২২)।২৫ সেইহেতু (—বৈশেষিককর্ত্তৃক প্রদর্শিত পরমাণুর নিত্যতাসাধক হেতুসকল এইপ্রকারে নিরাকৃত হইয়া পড়ে বলিয়া) পরমাণুসকল রূপাদিযুক্ত হওয়ায় অভিপ্রেত বিপর্য্যয় হইয়া পড়িবে (—বৈশেষিক পরমাণুকে নিত্য ও নিরবয়ব মনে করেন, তাহা নিরাকৃত হইয়া পড়িবে)।২৬ সেইহেতুবশতঃও (—পরমাণুসকল নিত্য ও নিরবয়ব না হওয়ায়) পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত।২৭॥২।২।১৫॥

ভাবদীপিকা [আরম্ভবাদ নিরাকরণে যুক্তি]

(২১) **আরম্ভবাদ** (৪৯ পৃঃ ২২ ভাবদীঃ) কেন অঙ্গীকার করা যায় না? বলিতেছি—১। যাহা কারণ, তাহা কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে, ইহা লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হয় এবং সকল বাদীই ইহা অঙ্গীকার করেন। আরম্ভবাদাঙ্গীকারে এই সর্ব্বসম্মত নিয়মের অন্যথা হইয়া পড়ে। যেমন দেখ, অনেক তন্তুসংযোগরূপ অসমবায়িকারণ হইতে পটের উৎপত্তি, ইহা আরম্ভবাদী বলেন। সেই তন্তুসংযোগরূপ অসমবায়িকারণ কিন্তু পটোৎপত্তির পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে না, কিন্তু তন্তুসংযোগ ও পটোৎপত্তি সমকালেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব কারণ ও কার্য্যের পূর্ব্বাপরীভাব না থাকায় তন্তুসংযোগকে পটের অসমবায়িকারণ বলা যায় না। এইরূপে যাহা নাশক, তাহাও নাশক্রিয়ার পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে, ইহাও দৃষ্টসিদ্ধ। কিন্তু তন্তুসংযোগের নাশ ও পটের নাশ সমকালেই হইয়া থাকে; সেইহেতু তন্তুসংযোগের নাশরূপ অসমবায়িকারণের নাশকে পটনাশের কারণ বলা যায় না। ২। এইপ্রকারেই কপালদ্বয়ের সংযোগকেও ঘটের অসমবায়িকারণ বলা যায় না, যেহেতু কুম্ভকার পূর্ব্বে কপালদ্বয় নির্ম্মাণ করে, পরে তাহাদের সংযোগসাধন করে, এইপ্রকার পরিদৃষ্ট হয় না; পরন্তু কুম্ভকারকর্ত্তৃক সাক্ষাৎ মৃৎপিণ্ড হইতেই ঘট উৎপাদিত হয়। আর কুম্ভকার কপালদ্বয়কে সংযুক্ত করে, ইহা অঙ্গীকার করিলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূর্ব্বাপরীভাব না থাকায় কপালদ্বয়ের সংযোগকে ঘটের অসমবায়িকারণ বলা যায় না: এইরূপে ৩। কপালদ্বয়ের সংযোগনাশরূপ অসমবায়িকারণের নাশকেও ঘটনাশের প্রতি কারণ বলা যায় না, যেহেতু মুদ্গরপ্রহারের দ্বারা ঘটের ও কপালসংযোগের নাশ যুগপৎ একই কালে হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বাপরীভাব থাকে না। আবার আরম্ভবাদা

ভাবদীপিকা [আরম্ভবাদনিরাকরণে ও পরমাণুর অনিত্যতাতে যুক্তি] বলেন— ৪। "নিজ হইতে ন্যূনপরিমাণ অনেক দ্রব্যের (—অবয়বের) সংযোগে দ্রব্যের উৎপত্তি হয়"। ইহাও অঙ্গীকার করা যায় না; কারণ একটী বিস্তৃত ও দীর্ঘ বস্ত্রকে পাকাইয়া রজ্জু নির্ম্মাণ করিলে উক্ত নিয়মের ব্যভিচার হইয়া পড়ে, যেহেতু রজ্জুরূপ দ্রব্যের অবয়ব অনেক না হইয়া হইল—একটী বস্ত্র এবং তাহাও ন্যূনপরিমাণ না হইয়া হইল—অধিকপরিমাণযুক্ত। অতএব বস্ত্র পূর্ব্বে থাকে না, পরে ন্যূনপরিমাণ অনেক দ্রব্যের পরস্পরসংযোগবশতঃ আরব্ধ (—উৎপন্ন) হয় এবং সমবায়িকারণের ও অসমবায়িকারণের নাশ হইলে তাহারা বিনষ্ট হয়, এইপ্রকার আরম্ভবাদ অঙ্গীকারের প্রতি কোন প্রমাণ নাই। ৫। আরম্ভবাদ (অসৎকার্য্যবাদ) অঙ্গীকারে প্রতীতিবিরোধ ও যুক্তিবিরোধ "যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ" (২।১।১৮) এই সূত্রভাষ্যে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব আরম্ভবাদ অঙ্গীকারের প্রতি কোন প্রমাণ না থাকায় ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, সংযুক্ত তন্তুসকল ব্যতিরেকে পট নামক কোন বস্তু নাই এবং মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট নামক কোন বস্তুও নাই। তন্তু ও মৃত্তিকারূপ সামান্য কারণই তত্তৎ হেতুবশতঃ পট ও ঘটরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র। দার্ষ্টান্তিকেও তদ্রূপ অবিদ্যারূপ, অর্থাৎ মায়ারূপ হেতুবশতঃ ব্রহ্ম জগদাকারে বিবর্ত্তিত হন, অথবা প্রাণীর অদৃষ্ট ও ভোগকালাদিরূপ হেতুবশতঃ অবিদ্যা জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহাই ভাব।

পরমাণুর অনিত্যতাতে যুক্তি

(২২) এইস্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—অগ্নিসংযোগবশতঃ ঘৃতাবয়বের বিভাগ বা নাশ না হইলেও ঘৃতকাঠিন্যের নাশ হয়, ইহা প্রাসঙ্গিক। [লক্ষ্য করিতে হইবে— সুবর্ণের কাঠিন্যনাশেও যুক্তি সমান]। যদি অগ্নিসংযোগবশতঃ ঘৃতাবয়বের বিভাগ বা নাশ হইত, তাহা হইলে ঘৃতকাঠিন্যনাশের সমকালেই ঘৃতও বিনষ্ট হইয়া যাইত, যেহেতু তোমার মতে অবয়বের বিভাগ (—অবয়বসংযোগরূপ অসমবায়িকারণের নাশ) এবং অবয়বের বিনাশই (—সমবায়িকারণের নাশই) অবয়বীর নাশের হেতু। ঘৃত কিন্তু বিনষ্ট হয় না। অতএব অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, শৈত্যাদি আগন্তুক কারণপ্রভাবে ঘৃতের তরলতারূপ স্বাভাবিক অবস্থার বিচ্যুতি হওয়ায় যে কাঠিন্যরূপ বিশেষাবস্থার প্রাপ্তি হইয়াছিল, সেই কারণের অপগমে ঘৃতের যে স্বাভাবিক তরলভাবপ্রাপ্তি, তাহাই ঘৃতকাঠিন্যের নাশ। এইরূপে ইহা নির্ণীত হইল যে, কারণের বিভাগ ও নাশ ব্যতিরেকেও কার্য্য নাশের অন্য তৃতীয় হেতু আছে। সংশয় হয়—ঘৃতাবয়বের দৃঢ়তর সংযোগবিশেষ হওয়ায় ঘৃতকাঠিন্য 'গুণ' পদার্থ, তাহা দ্রব্যনাশের উদাহরণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলা যায়—১। গুণের ন্যায় দ্রব্যেরও তৃতীয় কোন হেতুবশতঃ বিনাশ হয়, এই অংশেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। আর দ্রব্যব্যতিরেকে 'গুণ' নামক কোন পদার্থই যে নাই, ইহা ২।২।১৭ সূত্রভাষ্যে প্রতিপাদিত হইবে। বস্তুতঃ কিন্তু 'ঘৃত কঠিন', 'ঘৃত দ্রব', এইপ্রকারে ঘৃতে অনুস্যূত তাহার পরিণামবিশেষই অভিহিত হয় বলিয়া কাঠিন্যকে দ্রব্যরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। অতএব উক্তপ্রকার সংশয় হওয়া উচিত নহে। ২। আর কাঠিন্যকে যদি গুণরূপেই অঙ্গীকার করা হয়, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। কেন নাই? বলিতেছি—"কারণনিষ্ঠ যে গুণ, তাহার নাশ হইলেই কার্য্যনিষ্ঠ গুণের নাশ হয়," ইহা তোমরা অঙ্গীকার কর বলিয়া ঘৃতের কারণ যে ঘৃত পরমাণু, তন্নিষ্ঠ কাঠিন্য গুণের নাশ কিপ্রকারে হয়, ইহা তোমাদিগকে বলিতে হইবে। পরমাণুর কোন কারণ তোমাদের মতে না

উভয়থাচ দোষাৎ ॥২।২।১৬॥

সূত্রার্থ—**চকারঃ** পরমাণুকারণবাদনিরাসায় হেত্বন্তরং সমুচ্চিনোতি। [বৈশেষিকমতে পরমাণবঃ কিম্ উপচিতাপুপচিতগুণাত্মকাঃ কল্প্যন্তে, একৈকগুণাঃ বা ? আদ্যে উপচিতগুণানাং পৃথিব্যাদীনাং স্বরূপোপচয়দর্শনাৎ পরমাণূনাম্ অপি স্বরূপোপচয়াৎ অপরমাণুত্বপ্রসঙ্গঃ। দ্বিতীয়ে—পরমাণূনাং একৈকগুণত্বে কল্প্যমানে পরমাণুকার্য্যেষু পৃথিব্যাদিষু রূপরসাদ্যনুপলব্ধি-প্রসঙ্গঃ, কারণগুণপূর্ব্বকত্বাৎ কার্য্যগুণস্য। এবম্] **উভয়থা** - পক্ষদ্বয়ে অপি, **দোষাৎ**—দোষসদ্ভাবাৎ [অনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ]।

অনুবাদ—**চকারটী**—পরমাণুকারণবাদনিরাকরণের জন্য অন্য হেতুকে গ্রহণ করিতেছে। [বৈশেষিকমতে পরমাণুসকল কি উপচিত অপচিত গুণযুক্তরূপে (—অধিক ও অল্প গুণযুক্ত-

ভাবদীপিকা

থাকায় তন্নিষ্ঠ কাঠিন্য গুণের বিনাশ হইলে পরমাণুনিষ্ঠ কাঠিন্যের বিনাশ হয়, ইহা তোমরা বলিতে পার না। সুতরাং ঘৃতের কারণভূত যে ঘৃতপরমাণু, তন্নিষ্ঠ কাঠিন্যের নাশ সম্ভব না হওয়ায় ঘৃতকাঠিন্যের নাশ তোমাদের মতে সিদ্ধ হয় না। অথচ ঘৃতকাঠিন্যের নাশ হইতেছে, ইহা দৃষ্ট-সিদ্ধ। সেইহেতু বাধ্য হইয়া তোমাদিগকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, তোমাদের স্বীকৃত হেতুদ্বয়ব্যতিরেকে ঘৃতকাঠিন্যনাশের প্রতি শৈত্যের অপগমরূপ তৃতীয় হেতুও আছে। যাহা-হউক্ এই বিষয়ে **বেদান্তসিদ্ধান্ত** এই—প্রস্তাবিত স্থলে শৈত্যপ্রভাবে ঘৃতের কঠিনতা প্রাপ্তির ন্যায় জগতের কারণভূত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবস্তুই অবিদ্যাপ্রভাবে পরমাণু হইতে গিরি-সমুদ্রাদি জগদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। আর অগ্নিসংযোগবশতঃ শৈত্যাপগমে ঘৃতের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তির ন্যায়, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানবশতঃ অবিদ্যার অপগম হইলে পরমাণ্বাদিসমন্বিত জগদ্রূপ বিশেষাবস্থার রজ্জুসর্পের ন্যায় বিলয়নবশতঃ কারণভূত ব্রহ্ম স্বীয় স্বাভাবিক নির্ব্বিশেষ-রূপে প্রকটিত হন। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে, সমবায়ি ও অসমবায়িকারণের নাশ ব্যতিরেকেই ঘৃতকাঠিন্যনাশের ন্যায় জগৎ ও তদন্তঃপাতী পরমাণুরও নাশ সম্ভব বলিয়া পরমাণুর নিত্যতা-কল্পনা বৈশেষিকের মনোরথ মাত্র। ইহা **বিবর্ত্তবাদাবলম্বনে** বলা হইল।

পরিণামবাদাবলম্বনে বলা যায়—শৈত্যাদিকারণবশতঃ ঘৃতকাঠিন্য ও শৈত্যাদির অপগমে ঘৃতের স্বাভাবিক তরলাবস্থা প্রাপ্তির ন্যায়, কালাদি (—জীবের ভোগকাল ও অদৃষ্ট প্রভৃতি) কারণবশতঃ জগতের পরিণামী উপাদান যে অবিদ্যা, তাহার পরিণামভূত পরমাণু প্রভৃতি কার্য্যসকলের উৎপত্তি হয় এবং জীবের ভোগকাল প্রভৃতি নিমিত্তের নিবৃত্তি হইলে সেই পরমাণ্বাদি কার্য্যসকলের পিণ্ডাত্মক স্বরূপের তিরোধান হইয়া মহাপ্রলয়কালে অবিদ্যাত্মকরূপে অবস্থিতি হয়। এইরূপে অবয়বের বিভাগ ও বিনাশব্যতিরেকেই পরমাণুর নাশ সম্ভব হওয়ায় তাহার নিত্যতা আর সিদ্ধ হইল না। তাহার ফলে বৈশেষিক পরমাণুর নিত্যতাসিদ্ধির জন্য যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যথা—"পরমাণবঃ নিত্যাঃ নাশকানুপলম্ভাৎ" (২০ ভাবদীঃ), তাহা **স্বরূপাসিদ্ধি** নামক হেত্বাভাসগ্রস্ত হইয়া পড়িল, কারণ 'পক্ষ' যে 'পরমাণু', তাহাতে "নাশকানুপলম্ভরূপ" হেতুটী থাকিতেছে না। যেহেতু পরমাণুর নাশের প্রতি বিবর্ত্তবাদে 'অবিদ্যার অপগম' এবং পরিণামবাদে জীবের ভোগকালাদিরূপ নিমিত্তের অপগম, পরমাণুর নাশক এই হেতুসকল বিদ্যমান আছে।

রূপে) কল্পিত হয়, অথবা এক একটী গুণযুক্তরূপে? প্রথম পক্ষে—অধিকগুণযুক্ত পৃথিবী প্রভৃতির স্বরূপের উপচয় (—স্থূলতা) পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া পরমাণুসকলেরও স্বরূপের উপচয়বশতঃ অপরমাণুত্ব হইয়া পড়িবে দ্বিতীয় পক্ষে—পরমাণুসকলের এক একটী গুণবিশিষ্টতা কল্পিত হইলে, পরমাণুর কার্য্যভূত পৃথিবী প্রভৃতিতে রূপ ও রস প্রভৃতির অনুপলব্ধি হইয়া পড়িবে; যেহেতু কার্য্যনিষ্ঠ গুণ কারণনিষ্ঠ গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইপ্রকারে] **উভয়থা**—পক্ষদ্বয়েই, **দোষাৎ**—দোষের অস্তিত্ববশতঃ [পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত]।

শাঙ্করভাষ্যম্

গন্ধরসরূপস্পর্শগুণাঃ স্থূলা পৃথিবী, রূপরসস্পর্শগুণাঃ সূক্ষ্মাঃ আপঃ, রূপস্পর্শগুণং সূক্ষ্মতরং তেজঃ, স্পর্শগুণঃ সূক্ষ্মতমঃ বায়ুঃ ইতি এবম্ এতানি চত্বারিভূতানি উপচিতাপচিতগুণানি স্থূলসূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতরসূক্ষ্মতমতারতম্যোপেতানি চ লোকে লক্ষ্যন্তে।১ তদ্বৎ পরমাণবঃ অপি উপচিতাপচিতগুণাঃ কল্পেরন্, ন বা?২ উভয়থাপি চ দোষানুষঙ্গঃ অপরিহার্য্যঃ এব স্যাৎ।৩ কল্প্যমানে তাবদ্ উপচিতাপচিতগুণত্বে উপচিতগুণানাং মূর্ত্ত্যুপচয়াৎ অপরমাণুত্ব-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বহুগুণাঙ্গীকারে পরমাণুর স্থূলত্বাপত্তি, এক একটী গুণাঙ্গীকারে পৃথিব্যাদিতে একাধিক গুণের অনুপলব্ধি, ইত্যাদি দোষবশতঃ পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত।]

গন্ধ রূপ রস ও স্পর্শগুণযুক্তা পৃথিবী স্থূলা, রূপ রস ও স্পর্শগুণযুক্ত জল সূক্ষ্ম, রূপ ও স্পর্শগুণযুক্ত তেজঃ সূক্ষ্মতর এবং স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু সূক্ষ্মতম, ইত্যাদি এই-প্রকারে উপচিত (—অধিক) ও অপচিত (—অল্প) গুণসম্পন্ন এই ভূতচতুষ্টয় (২৩) স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম, এইপ্রকার তারতম্যযুক্তরূপে লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হইতেছে। [তাহাতে ইহাই নির্ণীত হইতেছে যে, "যাহা যাহা হইতে অধিকগুণযুক্ত, তাহা তাহা হইতে স্থূল"]।১ তাহাদের ন্যায় (—পৃথিবী প্রভৃতি স্থূলভূতচতুষ্টয়ের ন্যায়, তত্তৎ ক্ষিত্যাদি] পরমাণুসকলও অধিক ও অল্পগুণসম্পন্নরূপে [বৈশেষিকমতে] কল্পিত হইবে, অথবা হইবে না (—পার্থিব পরমাণু অধিকগুণযুক্ত, জলপরমাণু তদপেক্ষা একটী কমগুণযুক্ত ইত্যাদি এইপ্রকার কল্পিত হইবে, অথবা হইবে না)?২ [অধিক ও অল্পগুণযুক্তরূপে কল্পিত হউক, অথবা তদ্রূপে কল্পিত না হউক] উভয়-প্রকারেই কিন্তু দোষের প্রাপ্তি অপরিহার্য্যই হইয়া পড়িবে।৩ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—পরমাণুসকলের] অধিক ও অল্পগুণবিশিষ্টতা কল্পিত হইলে অধিক-গুণবিশিষ্ট [পরমাণুসকলের] মূর্ত্তির আধিক্য (—স্থূলতা) বশতঃ [তাহারা আর]

ভাবদীপিকা

(২৩) লক্ষ্য করিতে হইবে **বৈশেষিক**মতে আকাশ নিরবয়ব নিত্য পদার্থ, তাহার পরমাণু নাই; সেইহেতু এখানে ভূতচতুষ্টয় গৃহীত হইতেছে, ভূতপঞ্চক নহে। আর এই মতে পঞ্চীকরণ অঙ্গীকৃত না হওয়ায় আকাশের গুণ যে শব্দ, তাহা পৃথিব্যাদিরও গুণরূপে বর্ণিত হইতেছে না।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রসঙ্গঃ।৪ ন চ অন্তরেণাপি মূর্ত্ত্যুপচয়ং গুণোপচয়ঃ ভবতি ইতি উচ্যতে, কার্য্যেষু ভূতেষু গুণোপচয়ে মূর্ত্ত্যুপচয়দর্শনাৎ।৫ অকল্প্যমানে তু উপচিতাপচিতগুণত্বে পরমাণুত্বসাম্যপ্রসিদ্ধয়ে যদি তাবৎ সর্ব্বে একৈকগুণাঃ এব কল্পেরন্, ততঃ তেজসি স্পর্শস্য উপলব্ধিঃ ন স্যাৎ, অপ্‌সু রূপস্পর্শয়োঃ, পৃথিব্যাং চ রূপরসস্পর্শানাং, কারণগুণপূর্ব্বকত্বাৎ কার্য্যগুণানাম্।৬ অথ সর্ব্বে চতুর্গুণাঃ এব কল্পেরন্, ততঃ অপ্‌সু অপি গন্ধস্য উপলব্ধিঃ স্যাৎ, তেজসি গন্ধরসয়োঃ, বায়ৌ গন্ধরূপরসানাম্।৭ ন চ এবং দৃশ্যতে।৮ তস্মাদপি অনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ।৯॥২।২।১৬॥

ভাষ্যানুবাদ

পরমাণুই থাকিবে না, এইপ্রকার হইয়া পড়িবে।৪ [কিন্তু দ্রব্যভিন্ন যে গুণ, তাহার আধিক্যবশতঃ পরমাণুরূপ দ্রব্যের স্থূলতা হইবে কেন ? উত্তর—] দেখ, মূর্ত্তির স্থূলতা ব্যতিরেকে গুণের আধিক্য হয় না, ইহাই বলা হইতেছে ; যেহেতু [স্থূলা পৃথিবী প্রভৃতি] কার্য্য ভূতসকলে গুণের আধিক্য হইলে মূর্ত্তির উপচয় (—গুণীর স্থূলতার বৃদ্ধি) পরিদৃষ্ট হয় [যেমন গুণত্রয়যুক্ত জল হইতে গুণচতুষ্টয়যুক্ত পৃথিবী স্থূলতরা, ইত্যাদি]।৫ আর [ক্ষিত্যাদি তত্তৎ পরমাণুসকলের] অধিক ও অল্প গুণযুক্ততা কল্পিত না হইলে, পরমাণুতার সমতাসিদ্ধির জন্য (—ক্ষিত্যাদি সকল পরমাণুই সমান, কেহ কাহাপেক্ষা স্থূলতর নহে, ইহা সিদ্ধির জন্য) যদি সকলেই (—সকলপ্রকার পরমাণুই) এক একটী গুণযুক্তরূপেই কল্পিত হয়, তাহা হইলে [স্থূল] তেজে স্পর্শের উপলব্ধি হইবে না, [স্থূল] জলে রূপ ও স্পর্শের উপলব্ধি হইবে না এবং [স্থূলা] পৃথিবীতে রূপ রস ও স্পর্শের উপলব্ধি হইবে না ; যেহেতু কার্য্যগত গুণসকল হয় কারণগুণপূর্ব্বক (—কারণনিষ্ঠ গুণসকল হইতেই হয় কার্য্যনিষ্ঠ গুণসকলের উৎপত্তি)।৬ আর সকলে (—সকলপ্রকার পরমাণু) যদি চারিটী গুণযুক্তরূপেই কল্পিত হয়, তাহা হইলে জলেও গন্ধের উপলব্ধি হইবে, তেজেও গন্ধ ও রসের উপলব্ধি হইবে এবং বায়ুতেও গন্ধ রূপ ও রসের উপলব্ধি হইবে।৭ এইপ্রকার কিন্তু পরিদৃষ্ট হইতেছে না।৮ সেইহেতু (—এইপ্রকারে স্থৌল্যবশতঃ পরমাণুত্ব ব্যাহতি, পৃথিব্যাদিতে রূপাদির অনুপলব্ধি এবং সর্ব্বভূতেই সর্ব্বগুণের উপলব্ধি ইত্যাদি দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া) পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত।৯॥২।২।১৬॥

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥২।২।১৭॥

পদচ্ছেদ—অপরিগ্রহাৎ, চ, অত্যন্তম্, অনপেক্ষা।

সূত্রার্থ-[প্রধানকারণবাদঃ হি সৎকার্য্যত্বাংশেন মন্বাদিভিঃ শিষ্টৈঃ পরিগৃহীতঃ। পরমাণুকারণবাদস্তু কেনচিদপি অংশেন কৈশ্চিদপি শিষ্টৈঃ] **অপরিগ্রহাৎ**—অনঙ্গীকারাৎ, **অত্যন্তম্ অনপেক্ষা**—অত্যন্তম্ উপেক্ষণীয়ং শ্রেয়োর্থিভিঃ বেদবাদিভিঃ ইত্যর্থঃ।

চ শব্দেন—বৈশেষিকাভিমতষট্পদার্থাসম্ভবঃ সূচিতঃ। [অতঃ ভ্রান্ত্যেকমূলবৈশেষিকমতেন ন সমন্বয়স্য বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[প্রধানকারণবাদ সৎকার্য্যতা (—উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের কারণে সদ্রূপে বর্ত্তমানতা, চৈতন্য: সং ভাবদীঃ) প্রভৃতি অংশে মনু প্রভৃতি শিষ্টগণকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে। পরমাণুকারণবাদ কিন্তু কোনই অংশে কোন শিষ্টকর্ত্তৃকই] **অপরিগ্রহাৎ**—অঙ্গীকৃত হয় নাই বলিয়া [মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বেদবাদিগণকর্ত্তৃক] **অত্যন্তম্ অনপেক্ষা**—অত্যন্ত উপেক্ষণীয়, ইহাই ভাব। চশব্দটির দ্বারা বৈশেষিকাভিমত ষট্ পদার্থের অসম্ভাবনা সূচিত হইয়াছে। [অতএব ভ্রান্তিই যাহার একমাত্র মূল, সেই বৈশেষিকমতবাদের দ্বারা বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রধানকারণবাদঃ বেদবিদ্ভিরপি কৈশ্চিৎ মন্বাদিভিঃ সৎকার্য্যত্বাদ্যংশোপজীবনাভিপ্রায়েণ উপনিবদ্ধঃ।১ অয়ং তু পরমাণুকারণবাদঃ ন কৈশ্চিদপি শিষ্টৈঃ কেনচিদপি অংশেন পরিগৃহীতঃ ইতি অত্যন্তম্ এব অনাদরণীয়ঃ বেদবাদিভিঃ।২ অপিচ বৈশেষিকাঃ তন্ত্রার্থভূতান্ ষট্পদার্থান্ দ্রব্যগুণকর্ম্ম-সামান্যবিশেষসমবায়াখ্যান্ অত্যন্তভিন্নান্ ভিন্নলক্ষণান্ অভ্যু-

ভাষ্যানুবাদ

[টিঃ—শিষ্টগণকর্ত্তৃক কোন অংশেই পরিগৃহীত না হওয়ায় পরমাণুকারণবাদ অনাদরণীয়।]

মহর্ষি মনু প্রভৃতি কোন কোন বেদবিৎকর্ত্তৃক সৎকার্য্যতা প্রভৃতি অংশকে (—উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কারণে বিদ্যমান থাকে, আত্মা অসঙ্গ ও চৈতন্যস্বরূপ ইত্যাদি অংশকে) উপজীবন (—গ্রহণ) করিবার অভিপ্রায়ে প্রধানকারণবাদ উপনিবদ্ধ (—স্ব স্ব স্মৃতিগ্রন্থে উল্লিখিত) হইয়াছে।১ এই পরমাণুকারণবাদ কিন্তু কোন শিষ্টকর্ত্তৃকই কোন অংশেও পরিগৃহীত হয় নাই, এইহেতু বেদবাদিগণকর্ত্তৃক [ইহা] অবশ্যই অত্যন্ত অনাদরণীয়।২

[টিঃ বৈশেষিকসম্মত ছয়টি পদার্থের দৃষ্টান্তসহ প্রদর্শন।]

[সূত্রস্থ চকারটার অর্থ (২৪) বিবৃত করিতেছেন—] আর এক কথা, বৈশেষিকগণ তন্ত্রার্থভূত (—তাঁহাদের শাস্ত্রে প্রতিপাদিত) দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ ও সমবায় নামক [পরস্পর] অত্যন্ত ভিন্ন ও ভিন্নলক্ষণযুক্ত ছয়টা [ভাব] পদার্থ অঙ্গীকার করেন; [তাহাদের অত্যন্ত বিভিন্নতাতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন মনুষ্য অশ্ব এবং শশক প্রভৃতি (—ইহারা যেমন পরস্পর

ভাবদীপিকা

(২৪) ইহা ন্যায়নির্ণয়কার ভাষ্যরত্নপ্রভাকার ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার প্রভৃতির মত। ভাষ্যভাবপ্রকাশিকাকার ভামতীকার ও বার্ত্তিকটীকাকার প্রভৃতি বলেন—ইহা উৎসূত্রবিচার, অর্থাৎ বৈশেষিকমতে দোষ প্রদর্শনের জন্য ভগবান্ ভাষ্যকার সূত্রবহির্ভূতরূপে এই বিচার করিতেছেন। প্রকটার্থকার বলেন—সূত্রকার 'অত্যন্ত' এই পদপ্রয়োগকরতঃ বৈশেষিকমতের অসারতা পুনর্ব্বার প্রদর্শন করিতেছেন। ভাষ্যকার তাহাই বলিতেছেন—অপিচ—'আর এক কথা', ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

পগচ্ছন্তি ; যথা মনুষ্যঃ অশ্বঃ শশঃ ইতি ।৩ তথাত্বং চ অভ্যুপগম্য তদ্বিরুদ্ধং দ্রব্যাধীনত্বং শেষাণাম্ অভ্যুপগচ্ছন্তি ।৪ তৎ ন উপপদ্যতে ।৫ কথম্ ?৬ যথা হি লোকে শশকুশপলাশপ্রভৃতীনাম্ অত্যন্তভিন্নানাং সতাং ন ইতরেতরাধীনত্বং ভবতি, এবং দ্রব্যাদীনাম্ অত্যন্তভিন্নত্বাৎ নৈব দ্রব্যাধীনত্বং গুণাদীনাং ভবিতুম্ অর্হতি ।৭ অথ ভবতি দ্রব্যাধীনত্বং গুণাদীনাং, ততঃ দ্রব্যভাবে ভাবাৎ, দ্রব্যাভাবে অভাবাৎ দ্রব্যম্ এব সংস্থানাদিভেদাৎ অনেকশব্দপ্রত্যয়ভাগ্ ভবতি ।৮ যথা দেবদত্তঃ একঃ এব সন্ অবস্থান্তরযোগাৎ অনেকশব্দপ্রত্যয়ভাগ্ ভবতি, তদ্বৎ ।৯ তথা সতি সাংখ্যসিদ্ধান্তপ্রসঙ্গঃ স্বসিদ্ধান্তবিরোধশ্চ আপদ্যেয়াতাম্ ।১০ ননু অগ্নেঃ অন্যস্যাপি সতঃ ধূমস্য অগ্ন্যধীনত্বং দৃশ্যতে ।১১ সত্যং

ভাষ্যানুবাদ

অত্যন্ত ভিন্ন, বৈশেষিকের উক্ত পদার্থ ছয়টীও তদ্রূপ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন।৩ বৈশেষিকগণের অন্যপ্রকার স্বীকৃতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার [উক্ত পদার্থসকলের] তথাত্ব (—অত্যন্ত ভিন্নতা) অঙ্গীকার করিয়া তাহার বিরুদ্ধ যে [গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি] অবশিষ্ট [পদার্থ-] সকলের দ্রব্যাধীনতা (—দ্রব্যরূপ আশ্রয়ে বর্ত্তমানতা), তাহা স্বীকার করেন।৪ তাহা কিন্তু সঙ্গত হইতেছে না।৫ কেন?৬ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেমন লোকমধ্যে শশক কুশ ও পলাশ প্রভৃতি বস্তুসকল [পরস্পর] অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় একে অপরের অধীন হয় না, এইপ্রকারে দ্রব্য প্রভৃতি [পরস্পর] অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় গুণ প্রভৃতির দ্রব্যের অধীন হওয়া কিছুতেই সঙ্গত হয় না।৭ আর যদি গুণ প্রভৃতি দ্রব্যের অধীন হয়, তাহা হইলে **'দ্রব্য বর্ত্তমান থাকিলে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া এবং দ্রব্য বর্ত্তমান না থাকিলে বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া'** [ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে যে,] **সংস্থান প্রভৃতির** (– আকারবিশেষ ও অবস্থা প্রভৃতির) বিভিন্নতাবশতঃ দ্রব্যই [গুণ কর্ম্ম ও সামান্য ইত্যাদি অনেকপ্রকার শব্দের ও অনেকপ্রকার জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে।৮ যেমন দেবদত্ত একজনমাত্র হইয়াও [বালত্ব বৃদ্ধত্ব পিতৃত্ব ও পুত্রত্ব প্রভৃতি] অন্য অবস্থার যোগবশতঃ [বালক বৃদ্ধ পিতা ও পুত্র প্রভৃতি] অনেকপ্রকার শব্দ ও জ্ঞানের বিষয় হয়, তদ্রূপ।৯ [আচ্ছা, গুণপ্রভৃতি না হয় দ্রব্যের অবস্থাবিশেষ হইল, তাহাতে ক্ষতি কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] তাহা হইলে (—একের অনেক অবস্থা প্রাপ্তি স্বীকৃত হইলে) সাংখ্যসিদ্ধান্তের প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে এবং [বৈশেষিকের] নিজের সিদ্ধান্তের বিরোধ হইয়া পড়িবে [কারণ ছয়টী পরস্পর ভিন্ন ভাবপদার্থ আর সিদ্ধ হইবে না]।১০ [**শঙ্কা**—] কিন্তু অগ্নি হইতে ভিন্ন হইলেও অগ্নির অধীনতা ধূমের পরিদৃষ্ট হইতেছে। [সুতরাং তুমি কিপ্রকারে বলিতেছ যে, যে পদার্থ যাহার অধীন,

শাঙ্করভাষ্যম্

দৃশ্যতে, ভেদপ্রতীতেস্তু তত্র অগ্নিধূময়োঃ অন্যত্বং নিশ্চীয়তে।১২ ইহ তু শুক্লঃ কম্বলঃ, রোহিণী ধেনুঃ, নীলম্ উৎপলম্ ইতি দ্রব্যস্যৈব তস্য তস্য তেন তেন বিশেষণেন প্রতীয়মানত্বাৎ নৈব দ্রব্যগুণয়োঃ অগ্নিধূময়োরিব ভেদপ্রতীতিঃ অস্তি।১৩ তস্মাৎ দ্রব্যাত্মকতা গুণস্য।১৪ এতেন কর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং

ভাষ্যানুবাদ

সেই পদার্থ তৎস্বরূপ। বহ্নির অধীন ধূম তো বহ্নিস্বরূপ নহে (২৫)]।১১ [সিঃ সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, হাঁ সত্য, [ধূম বহ্নির কার্য্য, ইহা] পরিদৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু [অগ্নি ও ধূমের মধ্যে] ভেদজ্ঞান হওয়ায় সেই স্থলে অগ্নি ও ধূমের বিভিন্নতা নিশ্চিত হইতেছে (২৬)।১২ কিন্তু এখানে (—বিবাদের বিষয়ীভূত দ্রব্য ও গুণাদিস্থলে) শুক্ল কম্বল, লোহিত গাভী, নীল পদ্ম ইত্যাদি স্থলে সেই সেই বিশেষণের দ্বারা [তদভিন্নরূপে] সেই সেই দ্রব্যেরই প্রতীতি হইতেছে বলিয়া অগ্নি ও ধূমের ন্যায় দ্রব্য ও গুণের মধ্যে ভেদজ্ঞান হইতেছে না।১৩ সেইহেতু গুণের দ্রব্যস্বরূপতা (—গুণ দ্রব্যই, ইহা] সিদ্ধ হয় (২৭)।১৪ ইহার দ্বারা (—দ্রব্যব্যতিরেকে পৃথগ্ভাবে

ভাবদীপিকা

(২৫) **পূর্ব্বপক্ষী** এই স্থলে 'তদধীনত্ব' শব্দের অর্থ বুঝিতেছেন—'তৎকার্য্যত্ব'। ইহা মনে করিয়া তিনি সিদ্ধান্তীকে বলিতেছেন—'যাহা যাহার অধীন (—কার্য্য), তাহা তাহা হইতে অভিন্ন', তোমার এই যুক্তি সমর্থনযোগ্য নহে, যেহেতু বহ্নি ধূমের নিমিত্তকারণ হওয়ায় ধূম বহ্নির কার্য্য; কিন্তু তাহা হইলেও ধূম তো কদাপি বহ্নিস্বরূপ হইয়া পড়ে না। সুতরাং বহ্নির কার্য্য হইলেও ধূম যেমন বহ্নিস্বরূপ নহে, গুণও তদ্রূপ দ্রব্যরূপ সমবায়িকারণের কার্য্য হইলেও কদাপি দ্রব্যস্বরূপ হইবে না।

(২৬) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—তদধীনত্ব শব্দের অর্থ 'তদ্ধর্ম্মত্ব', ইহাই আমাদের অভিপ্রেত; 'তৎকার্য্যত্ব' নহে। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর প্রতীতি তদাত্মকরূপেই হইয়া থাকে, যেমন 'নীলঃ ঘটঃ' এই স্থলে 'নীলাভিন্নঃ ঘটঃ' এইপ্রকার প্রতীতি হইয়া থাকে। সেইহেতু আমরা ইহাই বলিতেছি যে, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে (১১৭ পৃঃ ২২ ভাবদীঃ) যাহাদের প্রতীতি হয়, তাহারা অভিন্ন। অগ্নি ও ধূমের মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ নাই, কারণ অগ্নিব্যতিরেকে ধূম এবং ধূমব্যতিরেকে অগ্নি পরিদৃষ্ট হয়, যথা—তপ্তলৌহপিণ্ডে অগ্নি থাকিলেও ধূম থাকে না এবং গৃহমধ্যে অগ্নি না থাকিলেও বিচ্ছিন্নমূল ধূম পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং বহ্নি ও ধূমের মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ না থাকায় আমাদের যুক্তি নিরাকরণের জন্য উক্ত দৃষ্টান্ত গৃহীত হইতে পারে না। মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ **শঙ্কাকর্ত্তা** বলিতেছেন—বহ্নি হইতে ধূমের ভেদপ্রতীতির ন্যায় দ্রব্য হইতে গুণ প্রভৃতির ভেদও তো প্রতীত হইতেছে। সুতরাং বহ্নি হইতে ধূমের ন্যায় দ্রব্য হইতে গুণ প্রভৃতি ভিন্ন হইবে না কেন? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**ইহ তু**—'কিন্তু এখানে' ইত্যাদি।

(২৭) **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই—বহ্নি যেমন ধূমকে ছাড়িয়া থাকে এবং ধূমও যেমন বহ্নিকে ছাড়িয়া থাকে, গুণ সেইপ্রকারে দ্রব্যকে ছাড়িয়া থাকে না, যেমন সাদা কম্বল, লাল গাভী ইত্যাদি। সর্ব্বস্থলেই দ্রব্যের সত্তা ও দ্রব্যের স্ফুরণকে (—দ্রব্যবিষয়ক জ্ঞানকে) অপেক্ষা

শাঙ্করভাষ্যম্

দ্রব্যাত্মকতা ব্যাখ্যাতা।১৫ গুণা(দী)নাং দ্রব্যাধীনত্বং দ্রব্যগুণয়োঃ অযুতসিদ্ধত্বাৎ ইতি যদি উচ্যেত।১৬ তৎ পুনঃ অযুতসিদ্ধত্বম্

ভাষ্যানুবাদ

না থাকায়) কর্ম্ম সামান্য বিশেষ ও সমবায়ের দ্রব্যস্বরূপতা ব্যাখ্যাত হইল (২৮)।১৫

[পূঃ—গুণাদি দ্রব্যস্বরূপ নহে, অযুতসিদ্ধিবশতঃ তাহাদের অভিন্নতা প্রতীত হয় মাত্র।]

[**শঙ্কা—**] যদি বলা হয়, গুণসকলের (—গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতির) যে দ্রব্যাধীনতা (—দ্রব্যের সহিত অভিন্নভাবে প্রতীতি হওয়া), তাহা দ্রব্য ও গুণের (—গুণ ও

ভাবদীপিকা

করিয়াই গুণের সত্তাদিবিষয়ক জ্ঞান হয়; অতএব দ্রব্য হইতে পৃথগ্‌ভাবে গুণের সত্তা ও স্ফুরণ সম্ভব হয় না বলিয়া গুণ দ্রব্যাত্মকরূপেই অঙ্গীকার্য্য। এই স্থলে প্রয়োগ এইপ্রকার—"ঘটরূপম্ ঘটাৎ তত্ত্বতো ন ভিদ্যতে, ঘটসত্তাস্ফূর্ত্তিব্যতিরিক্তসত্তাস্ফূর্ত্তিশূন্যত্বাৎ, ঘটস্বরূপবৎ"।

(২৮) **সিদ্ধান্তীর** ভাব এই—দ্রব্য বর্ত্তমান থাকিলেই কর্ম্মপ্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে এবং দ্রব্য বর্ত্তমান না থাকিলে তাহারা বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া (৮ বাক্য), অর্থাৎ দ্রব্যের সত্তা ও স্ফুরণ ব্যতিরেকে কর্ম্ম প্রভৃতির সত্তা ও স্ফুরণ পৃথগ্‌ভাবে হয় না বলিয়া কর্ম্ম প্রভৃতি দ্রব্যাত্মক, ইহাই সিদ্ধ হয়। যেমন "পক্ষী চলিতেছে", এই স্থলে পক্ষীরূপ দ্রব্যব্যতিরেকে চলন-ক্রিয়ার, বহ্নি হইতে ধূমের ন্যায় পৃথক্ সত্তাদি নাই, সুতরাং তাহা যে পক্ষীরূপ দ্রব্যেরই অবস্থা-বিশেষ, ইহাই সিদ্ধ হয়।

[সিদ্ধান্তিকর্তৃক বৈশেষিকের সপ্তপদার্থবাদ নিরাকরণ]

গুণ ও কর্ম্মের দ্রব্যাত্মকতা উপরে বলা হইয়াছে। তার্কিকগণের অভিমত সমবায় পূর্ব্বেই (২।২।১৩ এবং ২।১।১৮ সূত্রভাষ্যাদিতে) নিরাকৃত হইয়াছে। লোক ও বেদে তাহা প্রসিদ্ধও নহে। ব্রহ্মব্যতিরেকে নিত্য কিছুই বিদ্যমান না থাকায়, আর সেই ব্রহ্ম সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত হওয়ায় পরমাণু প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে থাকে যে 'বিশেষ নামক পদার্থ', তাহাও সিদ্ধ হয় না। পরমাণুর অনিত্যতা ২।২।১৫ সূত্রভাষ্যাদিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাও 'বিশেষ' পদার্থের আশ্রয় হইতে পারে না। লোক ও বেদে তাহা প্রসিদ্ধও নহে। আর সামান্য (—জাতি) নামক পদার্থও সিদ্ধ হয় না, কারণ "নিত্য এক ও অনেকসমবেত" যে সামান্য, সমবায়সম্বন্ধ নিরাকৃত হওয়ায় এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মব্যতিরেকে নিত্য কোন বস্তু বিদ্যমান না থাকায়, তাহা নিরাকৃত হইয়া পড়ে। অতএব **ভাবপদার্থ ছয় প্রকার,** এই বৈশেষিকমতবাদ **নিরাকৃত** হইয়া পড়িল। আর যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, দ্রব্য গুণাদি সমবায়ান্ত ছয়টী ভাব পদার্থ আছে, তাহা হইলেও উপরোক্ত যুক্তিবলে দ্রব্যব্যতিরেকে তাহাদের পৃথক্ সত্তা না থাকায়, **পদার্থ** তত্ত্বতঃ **দ্রব্যরূপ একটীই** হইয়া পড়ে। আর পারমার্থিক দৃষ্টিতে বৈশেষিকের অভাব পদার্থও সিদ্ধ হয় না, কারণ অধিকরণব্যতিরেকে 'অভাব' নামক কোন পদার্থ উপলব্ধ হয় না। ঘটের অধিকরণরূপে প্রতীয়মান যে ভূতল দ্রব্য, 'ঘটের অভাব' বলিলে সেই ভূতলই বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় বলিয়া তত্ত্বতঃ ঘটাভাব ভূতলস্বরূপ, ইহাই সিদ্ধ হয়। আর তার্কিকগণ যে বলেন, "ঘটাভাব স্বরূপসম্বন্ধে ভূতলে থাকে"; ইহার দ্বারা "ঘটাভাব ভূতলস্বরূপ", ইহাই তাঁহারা বস্তুতঃ অঙ্গীকার করিলেন। কারণ 'স্বরূপসম্বন্ধে' যাহা বিদ্যমান

শাঙ্করভাষ্যম্

অপৃথগ্দেশত্বং বা স্যাৎ, অপৃথক্কালত্বং বা, অপৃথক্স্বভাবত্বং বা?১৭ সর্ব্বথাপি ন উপপদ্যতে।১৮ অপৃথক্দেশত্বে তাবৎ স্বাভ্যুপগমঃ বিরুধ্যেত।১৯ কথম্?২০ তন্ত্বারব্ধঃ হি পটঃ তন্তুদেশঃ অভ্যুপগম্যতে, ন পটদেশঃ।২১ পটস্য তু গুণাঃ শুক্লত্বাদয়ঃ পটদেশাঃ অভ্যুপগম্যন্তে, ন তন্তুদেশাঃ।২২ তথাচ আহুঃ—"দ্রব্যাণি

ভাষ্যানুবাদ

কর্ম্মাদির) অযুতসিদ্ধতাবশতঃ (২৯) হইয়া থাকে, [বস্তুতঃ কিন্তু তাহারা বিভিন্ন]।১৬

[সিঃ—দ্রব্য ও গুণাদির 'একই দেশে বর্ত্তমানতারূপ' অযুতসিদ্ধতা নিরাকরণ।]

সিদ্ধান্ত—[তাহা হইলে বৈশেষিককে বলিতে হইবে—] সেই অযুতসিদ্ধতা কি অপৃথগ্দেশতা (—একই দেশে বর্ত্তমান থাকা), অথবা অপৃথক্কালতা (—একই কালে বর্ত্তমান থাকা), অথবা অপৃথক্ স্বভাবতা (—একই প্রকার স্বভাবসম্পন্ন হওয়া)?১৭ কোনপ্রকারেই [কিন্তু এই অযুতসিদ্ধি] যুক্তিসঙ্গত নহে।১৮ [অযুতসিদ্ধির অর্থ যদি] 'একই দেশে বর্ত্তমান থাকা' হয়, তাহা হইলে [বৈশেষিকের] নিজের সিদ্ধান্তের বিরোধ হইয়া পড়িবে।১৯ কি প্রকারে?২০ [উত্তর—] তন্তুর দ্বারা আরব্ধ যে বস্ত্র, তাহা তন্তুরূপ দেশেই বর্ত্তমান থাকে, বস্ত্ররূপ দেশে নহে, ইহা [বৈশেষিকমতে] অঙ্গীকৃত হয়।২১ কিন্তু বস্ত্রের শুক্লত্ব প্রভৃতি গুণসকল বস্ত্ররূপ দেশেই স্বীকার করা হয়, তন্তুরূপ দেশে নহে। [এইপ্রকারে দ্রব্য ও গুণের বিভিন্নদেশতাই সিদ্ধ হয়।২২ এই বিষয়ে কাণাদসূত্র প্রমাণরূপে প্রদর্শিত হইতেছে—] এই বিষয়ে [মহর্ষি কণাদ] বলেন—"দ্রব্যসকল অন্য দ্রব্যকে উৎপাদন করে এবং

ভাবদীপিকা

থাকে, তাহা তৎস্বরূপ ব্যতিরেকে অন্য কি হইবে? এইরূপে বৈশেষিকসম্মত **সপ্তপদার্থবাদ নিরাকৃত** হইয়া পড়ে। [ব্রহ্মবিদ্যাভরণাবলম্বনে। পাতঞ্জলমতাবলম্বিগণও গুণাদির দ্রব্যাত্মকতাবিষয়ে সিদ্ধান্তীর সহিত একমত, যোঃসূঃ৩।১৪ ব্যাসভাষ্য, বার্ত্তিক ও তত্ত্ববৈশারদী দ্রঃ]।

(২৯) **অযুতসিদ্ধি**—"যয়োঃ দ্বয়োঃ মধ্যে একম্ অবিনশ্যদবস্থম্ অপরাশ্রিতম্ এব অবতিষ্ঠতে, তৌ অযুতসিদ্ধৌ"—'যে দুইটী পদার্থের মধ্যে অবিনাশী অবস্থাপন্ন (—বিদ্যমান) একটী পদার্থ অপর পদার্থকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকে, তাহারা 'অযুতসিদ্ধ'। যেমন দ্রব্য ও গুণ, এই দুইটীর মধ্যে বিদ্যমান গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকে, সেইহেতু তাহারা 'অযুতসিদ্ধ'। ভাব এই—অসম্বদ্ধ পদার্থদ্বয়ের যে বর্ত্তমান না থাকা, অর্থাৎ কোন পদার্থ যখন বর্ত্তমান থাকে, তখন যে অপর পদার্থের সহিত সম্বদ্ধরূপেই বর্ত্তমান থাকে, এইপ্রকার যে অবস্থা, তাহাকে বলা হয়—'অযুতসিদ্ধি'। তাদৃশ অবস্থাযুক্ত পদার্থদ্বয়কে বলা হয় 'অযুতসিদ্ধ'। যেমন গুণ যখন বর্ত্তমান থাকে, তখন দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকে, অবয়বী যখন বর্ত্তমান থাকে, তখন অবয়বকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকে, ইত্যাদি। এইহেতু দ্রব্য ও গুণ, অবয়ব ও অবয়বী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্, জাতি ও ব্যক্তি, নিত্য দ্রব্য ও বিশেষ, এই সকলকে ন্যায়-বৈশেষিকমতে অযুতসিদ্ধ বলা হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

দ্রব্যান্তরম্ আরভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরম্" (বৈঃ সূঃ ১।১।১০) **ইতি।২৩ তন্তবঃ হি কারণদ্রব্যাণি কার্য্যদ্রব্যং পটম্ আরভন্তে, তন্তুগতাশ্চ গুণাঃ শুক্লাদয়ঃ কার্য্যদ্রব্যে পটে শুক্লাদিগুণান্তরম্ আরভন্তে ইতি হি তে অভ্যুপগচ্ছন্তি।২৪ সঃ অভ্যুপগমঃ দ্রব্যগুণয়োঃ অপৃথগ্-দেশত্বে অভ্যুপগম্যমানে বাধ্যেত।২৫ অপৃথক্‌কালত্বম্।অযুত-সিদ্ধত্বম্ উচ্যেত, সব্যদক্ষিণয়োঃ অপি গোবিষাণয়োঃ অযুত-সিদ্ধত্বং প্রসজ্যেত।২৬ তথা অপৃথক্‌স্বভাবত্বে তু অযুতসিদ্ধত্বে ন দ্রব্যগুণয়োঃ আত্মভেদঃ সম্ভবতি, তস্য তাদাত্ম্যেনৈব প্রতীয়-মানত্বাৎ।২৭ যুতসিদ্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ সংযোগঃ, অযুতসিদ্ধয়োশ্চ**

ভাষ্যানুবাদ

গুণসকল অন্য গুণকে উৎপাদন করে", ইত্যাদি।২৩ [কিন্তু এই সূত্র হইতে তো দ্রব্য ও গুণের বিভিন্নদেশতারূপ ত্বদভিপ্রেত অর্থ প্রতিভাত হইতেছে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী উক্ত সূত্রের অর্থরূপে বৈশেষিকের স্বমত বর্ণনা করিতেছেন—] কারণদ্রব্যভূত তন্তুসকলই বস্ত্ররূপ কার্য্যদ্রব্যকে উৎপাদন করে, আর তন্তুগত শুক্লাদি-গুণসকলই কার্য্যদ্রব্যরূপ বস্ত্রে শুক্লাদি অন্য গুণকে উৎপাদন করে, ইহাই তাঁহারা (—বৈশেষিকগণ) অঙ্গীকার করেন।২৪ [এক্ষণে সেই অঙ্গীকারের বিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—কিন্তু] দ্রব্য ও গুণের একই দেশে বর্ত্তমানতা [-রূপ অযুতসিদ্ধতা] স্বীকার করিলে [বৈশেষিকগণের] সেই অঙ্গীকার বাধিত হইয়া পড়িবে (৩০)।২৫

[সিঃ—দ্রব্য ও গুণাদির 'একই কালে বর্ত্তমানতারূপ' অযুতসিদ্ধতা নিরাকরণ।]

[দ্বিতীয় পক্ষকে উত্থাপন করিয়া নিরাকরণ করিতেছেন—] আর যদি 'একই-কালে বর্ত্তমান থাকাকে' অযুতসিদ্ধতা বলা হয়, তাহা হইলে বাম ও দক্ষিণভাগস্থ যে গোর শৃঙ্গদ্বয়, তাহারাও অযুতসিদ্ধ হইয়া পড়িবে ; [কারণ তাহারা একই কালে বর্ত্তমান থাকে। বৈশেষিক কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে পারেন না, যেহেতু শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে গুণগুণিভাব (—দ্রব্যগুণভাব), বা অবয়ব-অবয়বিভাব ইত্যাদি নাই]।২৬

[সিঃ—'সমানস্বভাবতাই অযুতসিদ্ধতা' হইলে দ্রব্য ও গুণাদির অভিন্নতারূপ আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি।]

এইপ্রকারে [দ্রব্য ও গুণের] 'একইপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন হওয়াই' অযুতসিদ্ধতা হইলে কিন্তু দ্রব্য ও গুণের স্বরূপভেদ (—তাহারা বিভিন্ন পদার্থ, ইহা) সম্ভব হয় না, [যেহেতু স্বভাবশব্দের অর্থই 'স্বরূপ' ; আর] যেহেতু [দ্রব্যের সহিত]

ভাবদীপিকা

(৩০) ভাব এই—তন্তু হইতে যে বস্ত্ররূপ কার্য্যদ্রব্য উৎপন্ন হইল, তাহা থাকিতেছে তাহার সমবায়িকারণ তন্তুতে। আর তন্তুগত শুক্লাদিরূপ হইতে বস্ত্রে যে অন্য শুক্লাদিরূপ উৎপন্ন হইল, তাহা থাকিতেছে তাহার সমবায়িকারণ বস্ত্রে। ফলে বস্ত্র ও বস্ত্রের রূপ একই দেশে বর্ত্তমান থাকিতে পারিতেছে না। সেইহেতু একই দেশে বর্ত্তমানতারূপ যে দ্রব্য ও গুণাদির অযুতসিদ্ধতা, তাহা সিদ্ধ হইল না।

শাঙ্করভাষ্যম্

সমবায়ঃ ইতি অয়ম্ অভ্যুপগমঃ মৃষা এব তেষাং, প্রাক্‌সিদ্ধস্য কার্য্যাৎ কারণস্য অযুতসিদ্ধত্বানুপপত্তেঃ।২৮ অথ অন্যতরাপেক্ষঃ

ভাষ্যানুবাদ

তাদাত্ম্যসম্বন্ধেই তাহার (—গুণের) প্রতীতি হয় (৩১)।২৭ [অতএব আমাদের অভীষ্ট দ্রব্য ও গুণাদির অভিন্নতাই সিদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহার ফলে 'ছয়টী ভাবপদার্থ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন', তোমাদের এই মতবাদও নিরাকৃত হইয়া পড়িল]।

[সিঃ—'দ্রব্য ও গুণাদির অপৃথগ্‌ভাবে উৎপত্তিরূপ' অযুতসিদ্ধি নিরাকরণ।]

[বৈশেষিক বলেন—অপৃথগ্‌ভাবে উৎপত্তিই অযুতসিদ্ধিশব্দের মুখ্য অর্থ। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—তাহা হইলে] 'যুতসিদ্ধ (৩২) পদার্থদ্বয়ের যে সম্বন্ধ, তাহা সংযোগ এবং অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের যে সম্বন্ধ, তাহা সমবায়', এই যে তাঁহাদের (—বৈশেষিকগণের) স্বীকৃতি, তাহা মিথ্যাই হইয়া পড়িবে, যেহেতু কার্য্য হইতে

ভাবদীপিকা [তাদাত্ম্যসম্বন্ধের সমবায় হইতে প্রভেদ]

(৩১) কিন্তু দ্রব্যের সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধে গুণের প্রতীতি অঙ্গীকারের আবশ্যকতা কি? সমবায়ের দ্বারাই তো তাহা সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—সমবায় ভেদকসম্বন্ধ, তাহার বলে দ্রব্য ও গুণাদির সম্বন্ধ নিয়মিত হইলে "পটে শুক্লতা" এইপ্রকার ভেদাবগাহী প্রতীতিই হইবে, 'শুক্ল পট' এইপ্রকার অভেদাবগাহী প্রতীতি হইবে না। অথচ শেষোক্তপ্রকার প্রতীতিও হয়, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। তাদাত্ম্যশব্দের অর্থ 'তৎস্বরূপতা'; নিজের স্বরূপের মধ্যে ভেদ সম্ভব নহে। সেইহেতু দ্রব্য ও গুণাদির মধ্যে 'শুক্লপট', অর্থাৎ 'শুক্লাভিন্ন পট', এইপ্রকার অভেদাবগাহী প্রতীতি হয় বলিয়াই তাহার অনুরোধে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্তু 'পটে শুক্লতা' এইপ্রকার অনুভবেরও তো অপলাপ করা যায় না। ইহার উপপত্তি তোমার মতে কিপ্রকারে হইবে? বলিতেছি—তাদাত্ম্যসম্বন্ধ যে ভেদগর্ভিত অভেদসম্বন্ধ, ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (১১৭ পৃঃ)। পারমার্থিক দৃষ্টিতে দ্রব্য ও তন্নিষ্ঠ গুণাদি অভিন্ন হইলেও (১৬ ভাষ্যবাক্য) ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে উক্তপ্রকার বিভিন্নতার প্রতীতিও তাদাত্ম্যসম্বন্ধের বলে হইয়া থাকে। সুতরাং 'কুণ্ডে বদরি ফলের' ন্যায় 'পটে শুক্লতা', এইপ্রকার ভেদাবগাহী প্রতীতিও তাদাত্ম্যসম্বন্ধের বলে উৎপন্ন হয়। **বৈশেষিক** যদি বলেন—আমরাও উক্তপ্রকার ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া 'পটে শুক্লতা' ও 'শুক্ল পট', এই উভয়প্রকার অনুভবই এক সমবায়ের বলেই সিদ্ধ করিব। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তাহা হইলে তোমার সমবায়পদার্থ আমাদের তাদাত্ম্যসম্বন্ধের মধ্যেই গতার্থ হওয়ায় সমবায় একটী স্বতন্ত্র পদার্থ, এই যে তোমার স্বমত, তাহা ত্যক্ত হইয়া পড়িবে এবং 'ছয়টী ভাবপদার্থ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন', এই যে তোমার মতবাদ, তাহাও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে। আর সমবায়রূপ সম্বন্ধ অঙ্গীকারই করা যায় না, ইহা ২।১।১৮ এবং ২।২।১৩ সূত্রভাষ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৩২) **যুতসিদ্ধি**—"অসম্বদ্ধয়োঃ বিদ্যমানত্বং যুতসিদ্ধিঃ" (বৈঃ সূঃ ৭।২।১৩, উপস্কার)—'পরস্পর সম্বন্ধশূন্য বস্তুদ্বয়ের যে বিদ্যমানতা', অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধশূন্য পদার্থদ্বয় যে অসংশ্লিষ্টভাবে বর্ত্তমান থাকে, সেই থাকাকে বলে 'যুতসিদ্ধি'। তাদৃশ অবস্থাপন্ন পদার্থকে বলে—যুতসিদ্ধ বা পৃথক্‌সিদ্ধ। যেমন বিভিন্নভাবে অবস্থিত দুইটী প্রস্তরখণ্ড।

শাঙ্করভাষ্যম্

এব অয়ম্ অভ্যুপগমঃ স্যাৎ অযুতসিদ্ধস্য কার্য্যস্য কারণেন সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ ইতি।২৯ এবমপি প্রাগসিদ্ধস্য অলব্ধাত্মকস্য কার্য্যস্য

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্বে সিদ্ধ (—লব্ধসত্তাক) যে কারণ, তাহার অযুতসিদ্ধতা (—কার্য্যের সহিত অপৃথগ্‌ভাবে একইকালে উৎপত্তি) যুক্তিসঙ্গত নহে (৩৩)।২৮

[সিঃ—উৎপত্তি হইতে নাশপ্রাক্‌ক্ষণ পর্য্যন্ত যুতসিদ্ধকারণাশ্রিতরূপে কার্য্যের অবস্থিতিরূপ অযুতসিদ্ধির নিরাকরণ।]

আর ["অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের যে সম্বন্ধ, তাহা সমবায়"], এই অভ্যুপগম (—বৈশেষিকের এই মতবাদ) যদি [কার্য্য ও কারণের মধ্যে] অন্যতরকে (—কার্য্যকে) অপেক্ষা করে, যথা—'অযুতসিদ্ধ কার্য্যের যে [যুতসিদ্ধ] কারণের সহিত সম্বন্ধ, তাহাই সমবায়', ইত্যাদি (৩৪)।২৯ এইপ্রকার হইলেও [স্বীয় কারণের সহিত সম্বন্ধ হইবার] পূর্ব্বে অসিদ্ধ, অর্থাৎ অলব্ধাত্মক (—উৎপত্তির দ্বারা

ভাবদীপিকা অযুতসিদ্ধি নিরাকরণ এবং বৈশেষিকের ব্যাখ্যান্তর।]

(৩৩) কেন যুক্তিসঙ্গত নহে? বলিতেছি— কপাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিলেই পরে তাহা হইতে ঘটের উৎপত্তি সম্ভব। ঘট পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিলেই পরক্ষণে তাহাতে নীলাদিরূপের উৎপত্তি সম্ভব। [বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন—দ্রব্য উৎপন্ন হইবার পর ক্ষণকাল নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে, পরক্ষণে তাহাতে গুণাদির উৎপত্তি হয়। সেই দ্রব্যই সেই গুণাদির সমবায়িকারণ]। সুতরাং কারণ কপাল ও কার্য্য ঘটের এবং কারণ ঘট ও কার্য্য ঘটরূপের (—দ্রব্য এবং গুণের) অপৃথগ্‌ভাবে একইকালে উৎপত্তি সম্ভব নহে। অতএব 'অপৃথগ্‌ভাবে উৎপত্তিরূপ অযুতসিদ্ধি', এই পক্ষ নিরাকৃত হইয়া পড়িল; যেহেতু কারণ কার্য্যের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান থাকায়, তাহাকে যুতসিদ্ধই বলিতে হইবে। সুতরাং তাদৃশ যুতসিদ্ধ যে কারণ, পরভাবি কার্য্যের সহিত তাহার সম্বন্ধকে সংযোগই বলিতে হইবে। ফলে "অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধকে বলে—সমবায়", এই যে বৈশেষিকের স্বীকৃতি, তাহাও মিথ্যা হইয়া পড়িল। এইরূপে কারণ ও কার্য্য, উভয়ের অপৃথগ্‌ভাবে উৎপত্তিরূপ অযুতসিদ্ধি পক্ষের নিরাকরণ করিয়া এক্ষণে অন্যতরের, অর্থাৎ কার্য্যের যুতসিদ্ধ কারণের সহিত যে অপৃথগ্‌ভাবে উৎপত্তি, অর্থাৎ 'উৎপত্তি হইতে নাশের প্রাক্‌কালপর্য্যন্ত কারণব্যতিরেকে কার্য্যের যে না থাকা, তাহাই অযুতসিদ্ধি, বৈশেষিকের এই মতবাদকে উদ্ধৃত করিতেছেন—**অথ অন্যতরাপেক্ষঃ**—আর [অযুতসিদ্ধ, ইত্যাদি ২৯ বাক্য]।

(৩৪) **বৈশেষিকের** এই স্থলে অভিপ্রায় এই—কার্য্য ও কারণের (—দ্রব্য ও গুণাদির) অযুতসিদ্ধতার নিরাকরণদ্বারা অযুতসিদ্ধিই যে সম্ভব নহে, ইহা তুমি পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন করিতেছ। তাহা আমাদের অভিপ্রায় না জানিয়াই করিতেছ। আমাদের মতে উৎপত্তি হইতে নাশের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত কার্য্যের যে যুতসিদ্ধ কারণাশ্রিতরূপে অবস্থিতি, তাহাই অযুতসিদ্ধি। যেমন কপাল ও ঘট, এই সম্বন্ধিদ্বয়ের মধ্যে কার্য্য যে ঘট, তাহা স্বীয় উৎপত্তি হইতে নাশের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত কপালরূপ অপর যুতসিদ্ধ সম্বন্ধীটীকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকে, সেইহেতু তাহাদিগকে বলা হয় অযুতসিদ্ধ। কার্য্য ও কারণের এতাদৃশ অযুতসিদ্ধি অবশ্যই সম্ভব। এতাদৃশ অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের যে সম্বন্ধ, তাহাই সমবায়। সুতরাং ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, কারণ ও কার্য্য, অর্থাৎ দ্রব্য ও গুণাদি পদার্থসকল

শাঙ্করভাষ্যম্

কারণেন সম্বন্ধঃ ন উপপদ্যতে, দ্বয়ায়ত্তত্বাৎ সম্বন্ধস্য।৩০ সিদ্ধং ভূত্বা সম্বধ্যতে ইতি চেৎ ? ৩১ প্রাক্‌কারণসম্বন্ধাৎ কার্য্যস্য সিদ্ধৌ অভ্যুপগম্যমানায়াং অযুতসিদ্ধ্যভাবাৎ "কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগ-বিভাগৌ ন বিদ্যেতে" (বৈঃ দঃ ৭।২।১৩) **ইতি ইদং দুরুক্তং স্যাৎ।**৩২

ভাষ্যানুবাদ

যাহার স্বরূপই সিদ্ধ হয় নাই, এতাদৃশ) যে কার্য্য, কারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ সঙ্গত নহে, যেহেতু সম্বন্ধ দুইটা সম্বন্ধীর অধীন।৩০ যদি বল—[কার্য্য বস্তু] সিদ্ধ (—উৎপন্ন) হইয়া [কারণের সহিত] সম্বন্ধ হয়।৩১ [তদুত্তরে বলিব —] কারণের সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্বে কার্য্যের সিদ্ধি (—উৎপত্তি) অঙ্গীকার করিলে অযুত-সিদ্ধির অভাব হওয়ায় "কার্য্য ও কারণের মধ্যে সংযোগ ও বিভাগ বিদ্যমান নাই", [বৈশেষিকের] এই উক্তি দুরুক্ত (—অসঙ্গত কথন) হইয়া পড়িবে (৩৫)।৩২

ভাবদীপিকা

স্বরূপতঃ বিভিন্ন হইলেও এইভাবে অযুতসিদ্ধ হওয়ায় সমবায়সম্বন্ধের বলে অভিন্নরূপে তাহাদের প্রতীতি হয় মাত্র ; স্বরূপতঃ কিন্তু তাহারা বিভিন্ন, অভিন্ন নহে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**এবমপি** 'এইপ্রকার হইলেও' (৩০ বাক্য) ইত্যাদি।

(৩৫) এই **বৈশেষিক**সূত্রটীর সমগ্র আকার এই—"যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে"—['কার্য্য ও কারণের মধ্যে] যুতসিদ্ধি না থাকায় কার্য্য ও কারণের সংযোগ ও বিভাগ হয় না'। তাহাতে ইহাই নির্ণীত হইতেছে—যুতসিদ্ধি না থাকিয়া অযুতসিদ্ধি থাকে বলিয়া কার্য্য ও কারণের মধ্যে সংযোগও হয় না এবং বিভাগও হয় না। প্রস্তাবিত স্থলে কিন্তু কার্য্য ও কারণের অযুতসিদ্ধিই সিদ্ধ হইতেছে না, যেহেতু কারণের সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে কার্য্যের উৎপত্তি এবং উৎপত্তির অনন্তর কারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ অঙ্গীকৃত হইতেছে। ফলে কারণের সহিত অসংশ্লিষ্ট যে প্রাক্‌সিদ্ধ কার্য্য, তাহাকে 'যুতসিদ্ধই' বলিতে হইবে। আর যুতসিদ্ধের যে সম্বন্ধ, তাহাকে সংযোগই বলিতে হইবে। আবার সংযোগ হইলে বিভাগও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং বৈশেষিক যে বলিয়াছেন—"কার্য্য ও কারণের মধ্যে যুতসিদ্ধি নাই এবং তাহাদের সংযোগ ও বিভাগও হয় না", ইহা অসঙ্গত কথন হইয়া পড়িল। আবার কারণের সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে কার্য্যের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে 'কারণব্যতি-রেকেই কার্য্যের উপলব্ধিরূপ' অসঙ্গত কল্পনা অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে, যেহেতু বস্ত্ররূপ কার্য্য যখন উৎপন্ন হয়, তখন তন্তুরূপ কারণের সহিত সম্বদ্ধরূপেই উৎপন্ন হয়, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ।

বৈশেষিক বলেন—কার্য্য উৎপত্তির অনন্তর কারণের সহিত সম্বদ্ধ হয়, ইহা আমরা অঙ্গীকার করি না। তোমাদের ভাষ্যকার দুরাগ্রহবশতঃ উক্তপ্রকার কল্পনা আমাদের উপর নিক্ষেপ করিতেছেন। কার্য্য সমবায়িকারণের সহিত সম্বদ্ধরূপেই উৎপন্ন হয়, ইহা আমরা অঙ্গীকার করি। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—সমবায়িকারণের সহিত সম্বদ্ধ যে কার্য্য, সেই কার্য্যের সহিত সেই সমবায়িকারণের যে সম্বন্ধ, তাহা **১।** নিত্য, অথবা **২। জন্য, ইহা** তোমাকে বলিতে হইবে। **প্রথম পক্ষে**—কার্য্য ও তাহার সমবায়িকারণ, **এই সম্বন্ধিদ্বয়কে** আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে যে সম্বন্ধ, তাহা নিত্য হইলে উক্ত [কপাল ও ঘটাদি] **সম্বন্ধি**

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা চ উৎপন্নমাত্রস্য অক্রিয়স্য কার্য্যদ্রব্যস্য বিভুভিঃ আকাশাদিভিঃ দ্রব্যান্তরৈঃ সম্বন্ধঃ সংযোগঃ এব অভ্যুপগম্যতে, ন সমবায়ঃ; এবং কারণদ্রব্যেণাপি সম্বন্ধঃ সংযোগঃ এব স্যাৎ, ন সমবায়ঃ।৩৩ নাপি সংযোগস্য সমবায়স্য বা সম্বন্ধস্য সম্বন্ধিব্যতিরেকেণ অস্তিত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণম্ অস্তি।৩৪ সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়-

ভাষ্যানুবাদ

(৩৬) আর মাত্র [সেই ক্ষণে] উৎপন্ন, [সুতরাং] ক্রিয়াবিহীন যে কার্য্য দ্রব্য, আকাশ প্রভৃতি অন্য বিভু দ্রব্যসকলের সহিত তাহার সম্বন্ধ যেমন সংযোগরূপেই [ত্বৎকর্ত্তৃক] অঙ্গীকৃত হয়, সমবায়রূপে নহে; এইপ্রকারে কারণভূত দ্রব্যের সহিত [কার্য্যের] যে সম্বন্ধ, তাহাও সংযোগই হইবে, কিন্তু সমবায় নহে।৩৩ [ফলে "সমবায়ের বলে দ্রব্যগুণাদি বিভিন্ন পদার্থের অভিন্নরূপে প্রতীতি হয় মাত্র, স্বরূপতঃ তাহারা বিভিন্ন" (৩৪ ভাবদীঃ), বৈশেষিকের এই সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হইয়া পড়িল]।

[সিঃ—সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ধের দ্রব্যস্বরূপতা প্রতিপাদন।]

(৩৭) আর দেখ, সংযোগ, অথবা সমবায়সম্বন্ধের সম্বন্ধিব্যতিরেকে অস্তিত্ববিষয়ে (—সম্বন্ধী পদার্থ হইতে ভিন্নরূপে তাহারা থাকে, এই বিষয়ে) কোন প্রমাণ

ভাবদীপিকা

দ্বয়কেও নিত্য বলিতে হইবে; কারণ সম্বন্ধ দ্বিষ্ঠ। সুতরাং কারণের সহিত সম্বদ্ধরূপে কার্য্যের উৎপত্তি হয়', ইহা আর তুমি বলিতে পার না। **দ্বিতীয় পক্ষে**—উক্ত সম্বন্ধ জন্য হইলে, সেই সম্বন্ধের আশ্রয়ভূত যে উক্ত সমবায়িকারণ ও তাহার কার্য্য, এই সম্বন্ধিদ্বয় উক্ত সম্বন্ধের পূর্ব্বে যুতসিদ্ধরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে; যেহেতু পূর্ব্বে উৎপন্ন দুইটী পৃথক্ বস্তুর মধ্যেই পরে জন্য সম্বন্ধ সম্ভব। অতএব পূর্ব্বে উৎপন্ন কারণের সহিত অসম্বদ্ধরূপে তাহা হইতে ভিন্ন যে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা পরে কারণের সহিত সংযোগসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইতে তুমি নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইতে পার না। অতএব ভাষ্যকারের উপর দোষার্পণ তোমার বৃথা প্রয়াস মাত্র। এইপ্রকারে বস্ত্রাদি কার্য্য ও তন্তু প্রভৃতি কারণের মধ্যে **অভিপ্রেত সমবায়সম্বন্ধের স্থলে সংযোগসম্বন্ধ অঙ্গীকৃত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া বৈশেষিকের মতকে অপসিদ্ধান্ত আপতিত হইল** এবং সংযোগসম্বন্ধস্থলে অযুতসিদ্ধতা সিদ্ধ না হওয়ায় **তাঁহাদের অভিপ্রেত তাহাও নিরাকৃত হইয়া পড়িল।**

(৩৬) **বৈশেষিক** যদি বলেন—উভয়ে বা অন্যতর বস্তুতে ক্রিয়াবশতঃ সংযোগের উৎপত্তি। সদ্যোজাত বস্ত্র প্রভৃতিতে কিন্তু ক্রিয়া থাকে না। [বৈশেষিকমতে উৎপন্ন কার্য্য ক্ষণকাল নির্গুণ নিষ্ক্রিয়রূপে অবস্থান করে]। সেইহেতু ক্রিয়ার অভাববশতঃ পটরূপ কার্য্য ও তন্তুরূপ কারণের মধ্যে সংযোগসম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় সমবায়ই অঙ্গীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**যথাচ**—'আর মাত্র' ইত্যাদি।

(৩৭) **বৈশেষিক** যদি বলেন—কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ না হয় সংযোগই হইল। **কিন্তু তাহাতে তোমার অভিপ্রেত কার্য্য ও সমবায়িকারণের** (—গুণাদি ও দ্রব্যের) অভিন্নতা

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যতিরেকেণ সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ তয়োঃ অস্তিত্বম্ ইতি চেৎ ?৩৫ ন, একত্বেঽপি স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়া অনেকশব্দ-

ভাষ্যানুবাদ

নাই (৩৮)।৩৪ [শঙ্কা—] যদি বল, 'সম্বন্ধী' এই শব্দ এবং [সম্বন্ধিবিষয়ক] জ্ঞান হইতে ভিন্নরূপে সংযোগ ও সমবায়শব্দ এবং [তদ্বিষয়ক] জ্ঞান হয়, ইহা দেখা যায় বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় (৩৯)।৩৫ [সিদ্ধান্ত—] তদুত্তরে বলিব, না, এইপ্রকার বলা যায় না ; যেহেতু [বস্তু] এক (—অভিন্ন) হইলেও [তাহার] নিজের রূপ ও বাহ্য রূপকে অপেক্ষা করিয়া অনেকপ্রকার শব্দপ্রয়োগ

ভাবদীপিকা

সিদ্ধ না হইয়া আমাদের অভিপ্রেত বিভিন্নতাই সিদ্ধ হয়, যেহেতু বিভিন্ন বস্তুদ্বয়ের যে সম্বন্ধ, তাহাই সংযোগসম্বন্ধ নামে অভিহিত হয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**নাপি সংযোগস্য**—'আর দেখ' ইত্যাদি (৩৪ বাক্য)।

[সম্বন্ধের স্বরূপ নিরাকরণে যুক্তি]

(৩৮) প্রমাণ নাই কেন ? তাহা বলা হইতেছে—সম্বন্ধও একটী পদার্থ, সুতরাং তাহা যদি কোথাও থাকে, তাহা হইলে অন্য কোন সম্বন্ধাবলম্বনেই তাহাকে থাকিতে হইবে। ফলে সেই সম্বন্ধের জন্য আবার অন্য সম্বন্ধ, তাহার জন্য পুনঃ অন্য সম্বন্ধ, এইপ্রকার কল্পনা অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় অনবস্থা হইয়া পড়িবে। [শঙ্কা—] যদি বল—সম্বন্ধ অন্যের সহিত সম্বদ্ধ হয় না বলিয়া তাহার আর সম্বন্ধান্তরের অপেক্ষা নাই, সুতরাং অনবস্থা হইবে না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—সম্বন্ধিদ্বয়কে সম্বদ্ধ ও নিয়মন করিবার জন্যই সম্বন্ধ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সম্বন্ধিদ্বয়ের সহিত অসম্বদ্ধ যে সম্বন্ধ, তাহাই সম্বন্ধিদ্বয়কে সম্বদ্ধ ও নিয়মন করে, ইহা অঙ্গীকার করিলে ঘট ও পটাদি যে কোন উদাসীন পদার্থের দ্বারাই সেই নিয়মনাদি কার্য্য সম্পাদিত হইতে কোন বাধা থাকিবে না, যেহেতু সংযোগাদি সম্বন্ধের ন্যায় তাহারাও অবিশেষভাবে সম্বন্ধিদ্বয়ের সহিত অসম্বদ্ধ। আর অসম্বদ্ধকর্তৃক নিয়মন অঙ্গীকৃত হইলে শকট ও অশ্বের সহিত অসম্বদ্ধ যে সংযোগসম্বন্ধ, তাহা অশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন শকটের গতিকে নিয়মন করিবে, সমবায়সম্বন্ধ কপাল ও ঘটের সহিত সম্বদ্ধ না হইয়া কপাল ও ঘটের অভেদপ্রতীতিকে নিয়মন করিবে, [বৈশেষিকমতে পরস্পর বিভিন্ন কার্য্য ও কারণের অভিন্নতাপ্রতীতি সমবায়সম্বন্ধের বলে হয়।] ইত্যাদি অত্যন্ত অসঙ্গত ব্যাপার স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অনবস্থাভয়ে সম্বন্ধান্তরের অভাবে তথাকথিত সম্বন্ধীর সহিত সম্বদ্ধ হইতে না পারায় এবং অসম্বদ্ধ হইলে কার্য্যসম্পাদক না হওয়ায় সম্বন্ধের স্বরূপই নির্ণীত হয় না বলিয়া বিচারাসহ ও দুর্নিরূপণীয় তাদৃশ পদার্থ অঙ্গীকারের প্রতি কোন প্রমাণ নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়।

(৩৯) তাৎপর্য্য এই—'ঘট ও পট পরস্পর সংযুক্ত', 'পট তন্তুতে সমবেত', ইত্যাদি স্থলে ঘট ও পটরূপ সম্বন্ধিপদার্থ হইতে ভিন্ন সংযোগ ও সমবায় শব্দের প্রয়োগ এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং অনুভবের বলেই সম্বন্ধরূপ পদার্থ যে সম্বন্ধিরূপ পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হয়। এইরূপে সংযোগাদি সম্বন্ধের অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য **পূর্ব্বপক্ষী** এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"সংযোগাদিসম্বন্ধঃ সম্বন্ধিভ্যাং বস্তুন্তরং তদ্বিলক্ষণশব্দধীসমবাৎ,

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রত্যয়দর্শনাৎ।৩৬ যথা একোঽপি সন্ দেবদত্তঃ লোকে স্বরূপং সম্বন্ধিরূপং চ অপেক্ষ্য অনেকশব্দপ্রত্যয়ভাগ্ ভবতি, মনুষ্যঃ ব্রাহ্মণঃ শ্রোত্রিয়ঃ বদান্যঃ বালঃ যুবা স্থবিরঃ পিতা পুত্রঃ পৌত্রঃ ভ্রাতা জামাতা ইতি।৩৭ যথা চ একা অপি সতি রেখা স্থানান্যত্বেন নিবিশমানা একদশশতসহস্রাদিশব্দপ্রত্যয়ভেদম্ অনুভবতি।৩৮ তথা সম্বন্ধিনোঃ এব সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়ার্হত্বং, ন ব্যতিরিক্তবস্তুস্তিত্বেন।৩৯ ইতি উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তস্য অনুপলব্ধেঃ অভাবঃ বস্ত্বন্তরস্য।৪০ নাপি সম্বন্ধি-

ভাষ্যানুবাদ

ও অনেকপ্রকার জ্ঞান হইতে দেখা যায়।৩৬ যেমন লোকমধ্যে দেবদত্ত অভিন্ন [ব্যক্তি] হইলেও নিজের রূপ এবং সম্বন্ধিরূপকে অপেক্ষা করিয়া অনেকপ্রকার শব্দ ও অনেকপ্রকার জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে, যথা—মনুষ্য ব্রাহ্মণ বেদবিৎ দানশীল বালক যুবা স্থবির পিতা পুত্র পৌত্র ভ্রাতা ও জামাতা ইত্যাদি।৩৭ অথবা যেমন ['০' এবং '১' ইত্যাদি এইপ্রকার] রেখা একটী হইলেও বিভিন্ন স্থানে যোজিত হইয়া এক দশ শত ও সহস্র প্রভৃতি শব্দের ও জ্ঞানের বিভিন্নতাকে অনুভব করে (—বিভিন্নপ্রকার শব্দ ও জ্ঞানের বিষয় হয়)।৩৮ এইরূপে সম্বন্ধিদ্বয়ই সম্বন্ধিশব্দ (—সম্বন্ধীর বাচক শব্দ, নাম) এবং সম্বন্ধিজ্ঞান (—তদ্বিষয়ক জ্ঞান) হইতে ভিন্নরূপে সংযোগ ও সমবায়শব্দের এবং [তদ্বিষয়ক] জ্ঞানের যোগ্য হইয়া থাকে (—সম্বন্ধিবস্তুদ্বয়ই অবস্থাবিশেষে সংযোগ ও সমবায়াদি নামে অভিহিত হয় এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানের বিষয় হয়), কিন্তু ব্যতিরিক্ত বস্তুর (—সম্বন্ধিদ্বয় হইতে ভিন্ন সংযোগ ও সমবায়াদি বস্তুর) অস্তিত্ববশতঃ নহে।৩৯ এইপ্রকারে [পূর্ব্ববাদীর] উপলব্ধিরূপ লক্ষণদ্বারা (—অনুভবরূপ জ্ঞাপকদ্বারা) প্রাপ্ত যে [সংযোগ ও সমবায়রূপ] অন্য বস্তু, তাহার অভাব নিশ্চিত হয়, কারণ [সম্বন্ধিবস্তুদ্বয় হইতে ভিন্নরূপে তাহাদের] উপলব্ধি হয় না (৪০)।৪০ [যদি বলা হয়—সম্বন্ধী হইতে সম্বন্ধ অভিন্ন

ভাবদীপিকা [সংযোগাদি সম্বন্ধের অস্তিত্বে ও তন্নিরাকরণে যুক্তি]

বস্তুন্তরং"—'সংযোগাদিসম্বন্ধ সম্বন্ধিপদার্থদ্বয় হইতে ভিন্ন পদার্থ, যেহেতু তাহারা তাহা হইতে (—ঘট ও পটাদি সম্বন্ধী পদার্থ হইতে) ভিন্ন শব্দের (—সংযোগ ও সমবায়াদিশব্দের) এবং ভিন্ন জ্ঞানের (—সংযোগ ও সমবায়াদিবিষয়ক জ্ঞানের) বিষয় হয়, যেমন অন্য বস্তু'। অতএব অনুমানপ্রমাণ থাকায় ইহা বলা যায় না যে, সম্বন্ধিব্যতিরেকে সম্বন্ধের অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই।

(৪০) **সিদ্ধান্তী** এই স্থলে অনুপলব্ধিপ্রমাণদ্বারা সম্বন্ধিপদার্থদ্বয় হইতে ভিন্নরূপে সম্বন্ধের অস্তিত্ব নিরাকরণ করিলেন। তিনি বলিতেছেন—সংযোগাদিসম্বন্ধরূপ পদার্থ যদি থাকিত, তাহা হইলে সম্বন্ধীপদার্থদ্বয় হইতে ভিন্নরূপে তাহাদের উপলব্ধি হইত। তাহা কিন্তু হয় না। সেইহেতু তাহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। সম্বন্ধী ঘটপটাদি পদার্থই অবস্থান্তরযোগে সংযোগাদি সম্বন্ধরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র, যেমন মূলে উক্ত বিভিন্ন অবস্থাপন্ন দেবদত্ত এবং বিভিন্ন

শাঙ্করভাষ্যম্

বিষয়ত্বে সম্বন্ধশব্দপ্রত্যয়য়োঃ সন্ততভাবপ্রসঙ্গঃ, স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়া ইতি উক্তোত্তরত্বাৎ।৪১ তথা অণ্বাত্মমনসাম্ অপ্রদেশত্বাৎ ন সংযোগঃ সম্ভবতি, প্রদেশবতঃ দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগদর্শনাৎ।৪২ কল্পিতাঃ প্রদেশাঃ অণ্বাত্মমনসাং ভবিষ্যন্তি ইতি চেৎ? ৪৩ ন, অবিদ্যমানার্থকল্পনায়াং সর্বার্থসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ।৪৪ ইয়ান্ এব অবিদ্যমানঃ বিরুদ্ধঃ অবিরুদ্ধঃ বা অর্থঃ

ভাষ্যানুবাদ

হইলে, সম্বন্ধী সদাই বর্তমান থাকায় সম্বন্ধবুদ্ধিও সদাই হইতে থাকিবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ইহাও বলিতে পার না যে, সম্বন্ধবাচক শব্দ এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধীকে বিষয় করিলে তাহাদের সন্ততভাব হইয়া পড়িবে (—সম্বন্ধী বস্তুটী সদাই সম্বন্ধনামে অভিহিত হইবে এবং সম্বন্ধী বস্তুর জ্ঞানকালে সম্বন্ধের জ্ঞানও অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে), যেহেতু [বস্তুর] স্বরূপ ও বাহ্যরূপকে অপেক্ষা করিয়া এইপ্রকার [সম্বন্ধ ও সম্বন্ধীর জ্ঞান] হয়, এই উত্তর কথিত হইয়াছে (৩৬ বাক্য ও ৪০ ভাবদীঃ)। ৪১ [অতএব অপেক্ষণীয় বাহ্যরূপ সর্বদা বর্তমান না থাকায় সম্বন্ধের জ্ঞান সতত হইবে না, ইহা সিদ্ধ হইল। এইরূপে সংযোগাদিসম্বন্ধের সম্বন্ধী যে দ্রব্য, তৎস্বরূপতা (—সম্বন্ধিদ্রব্যস্বরূপতা) প্রতিপাদিত হইল]।

ভাবদীপিকা [সংযোগাদি সম্বন্ধের অস্তিত্ব নিরাকরণ।]

স্থানাপন্ন রেখা ইত্যাদি। এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইল যে, বস্তুর স্বরূপকে অপেক্ষা করিয়া দুটি শব্দপ্রয়োগ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয় এবং বস্তুসকলের পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া [ইহাই তাহাদের বাহ্যরূপ] সংযোগাদি শব্দপ্রয়োগ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়। যেমন একদেশে অন্তরালশূন্য বস্তুদ্বয়কে [যথা অন্তরালশূন্য অঙ্গুলিদ্বয়কে] বলা হয়—'সংযোগ' এবং সমগ্রভাবে অন্তরালশূন্য বস্তুদ্বয়কে [যথা ঘট ও নীলাদি রূপকে] বলা হয়—'সমবায়'। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংযোগ বা সমবায় নামক কোন পদার্থ কাহারও বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় না। অতএব সম্বন্ধী দ্রব্যদ্বয় হইতে ভিন্ন **সংযোগ** এবং **সমবায় নামক কোন পদার্থ নাই,** ইহা সিদ্ধ হইল। আরও লক্ষ্য করিতে হইবে—গুণপদার্থ যে সংযোগ, তাহা সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে, ইহা **ন্যায়-বৈশেষিকমতে** স্বীকৃত হয়। কিন্তু সমবায়ই সিদ্ধ না হওয়ায় সংযোগ যে গুণবিশেষ, ইহাও সিদ্ধ হয় না। আর সংযোগাদিসম্বন্ধের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য পূর্ব্ববাদী যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন (৩৯ ভাবদীঃ), এইরূপে দেবদত্তাদি অন্তর্ভাবে তাহা সাধারণসব্যভিচার হেত্বাভাসদুষ্ট হইয়া পড়িল। এক দেবদত্তই নিজের স্বরূপকে অপেক্ষা করিয়া 'মনুষ্য' এই শব্দের ও জ্ঞানের বিষয় হয় এবং তাহার পুত্রকে অপেক্ষা করিয়া 'পিতা' এই শব্দের ও জ্ঞানের বিষয় হয় সেইহেতু 'তদ্বিলক্ষণশব্দধীগম্যত্ব' রূপ হেতুটী দেবদত্তে চলিয়া যাইতেছে। সেই স্থলে কিন্তু "সম্বন্ধিভ্যাং বস্ত্বন্তরতা" এই সাধ্যটী নাই, কারণ মনুষ্য দেবদত্ত ও পিতা দেবদত্ত একই ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যক্তিতা (—বস্তুতা) সেই স্থলে নাই। এইরূপে হেতুটী সাধ্যের অভাবের অধিকরণে গিয়া পড়িতেছে বলিয়া উক্ত হেত্বাভাস হইয়া পড়িল।

শাঙ্করভাষ্যম্

কল্পনীয়ঃ, ন অতঃ অধিকঃ ইতি নিয়মহেত্বভাবাৎ ।৪৫ কল্পনায়াশ্চ স্বায়ত্তত্বাৎ প্রভূতত্বসম্ভবাৎ চ ।৪৬ ন চ বৈশেষিকৈঃ কল্পিতেভ্যঃ ষড়্ভ্যঃ পদার্থেভ্যঃ অন্যে অধিকাঃ শতং সহস্রং বা অর্থাঃ ন কল্পয়িতব্যাঃ ইতি নিবারকঃ হেতুঃ অস্তি ।৪৭ তস্মাৎ যস্মৈ যস্মৈ যদ্ যদ্ রোচতে তৎ তৎ সিধ্যেৎ ।৪৮ কশ্চিৎ কৃপালুঃ প্রাণিনাং দুঃখবহুলঃ সংসারঃ এব মাভূৎ ইতি কল্পয়েৎ ।৪৯ অন্যঃ বা ব্যসনী

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—নিরবয়ব আত্মা, মন ও পরমাণুর সংযোগনিরাকরণদ্বারা আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি এবং দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি নিরাকরণ ।]

(৪১) এইপ্রকারে প্রদেশশূন্য (—নিরবয়ব) হওয়ায় পরমাণু, আত্মা ও মনের সংযোগ সম্ভব হয় না ; যেহেতু প্রদেশযুক্ত (—সাবয়ব) দ্রব্যেরই অন্য সাবয়ব দ্রব্যের সহিত সংযোগ পরিদৃষ্ট হয় ।৪২ পরমাণু, আত্মা ও মনের অবয়বসকল কল্পিত হইবে, এইপ্রকার যদি বলা হয় ?৪৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] না, তাহা বলা যায় না ; যেহেতু যে বিষয় বিদ্যমান নাই, তাহার কল্পনা করিলে সকল বস্তুই সিদ্ধ হইয়া পড়িবে ।৪৪ [কিপ্রকারে ? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু এতগুলিই অবিদ্যমান বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ বিষয় কল্পনা করিতে হইবে, ইহার অধিক নহে, এইপ্রকার নিয়মের প্রতি কোন কারণ নাই ।৪৫ আর যেহেতু কল্পনা নিজের অধীন এবং যেহেতু তাহার আধিক্যও সম্ভব ।৪৬ [কিন্তু বৈশেষিক আমাদের মতে তো বিষয় (—ভাব পদার্থ) ছয়টী, আধিক্য কিপ্রকারে হইবে ? উত্তর—] আর বৈশেষিকগণকর্তৃক কল্পিত ছয়টী [ভাব] পদার্থ হইতে অধিক শত বা সহস্র অন্যপ্রকার অর্থ (—পদার্থ) কল্পনা করা উচিত নহে, এইপ্রকার কোন নিবারক হেতু নাই ।৪৭ সেইহেতু যাহার যাহার পক্ষে যাহা যাহা রুচিকর, তাহাই সিদ্ধ হইয়া পড়িবে ।৪৮ [তাহার ফলে বন্ধমোক্ষব্যবস্থাই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে, যেমন] কোন কৃপালু ব্যক্তি প্রাণিগণের দুঃখবহুল সংসারই না হউক, এইপ্রকার কল্পনা করিবেন ।৪৯ আবার অন্য কোন ব্যসনী (—ভোগাসক্ত পুরুষ) মুক্ত পুরুষগণেরও

ভাবদীপিকা

(৪১) পূর্ব্বে ২।২।১২ সূত্রে দ্ব্যণুকাদি কার্য্যোৎপত্তির হেতুভূত পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ নিরাকৃত হইয়াছে। এক্ষণে জ্ঞানোৎপত্তির হেতুভূত আত্মা ও মনের সংযোগ* এবং দ্ব্যণুকোৎপত্তির জন্য অপেক্ষিত যে পরমাণুতে আদ্য ক্রিয়া, তাহার হেতুরূপে অঙ্গীকৃত অদৃষ্টবান্ জীবাত্মার সহিত পরমাণুর সংযোগ (২।২।২ অধিঃ ৪ ভাবদীঃ) নিরাকৃত হইতেছে—**তথা অপ্রাপ্ত**—'এইপ্রকারে' ইত্যাদি (৪২ বাক্য) ।

* ন্যায়-বৈশেষিকমতে দ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রক্রিয়া এই—প্রথমে আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, অনন্তর মন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তদনন্তর ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তদনন্তর দ্রব্যবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান আত্মাতে উৎপন্ন হয়। ইঁহাদের এই প্রক্রিয়া সাংখ্য-পাতঞ্জলসম্মত প্রক্রিয়া হইতে ঠিক বিপরীতমুখী। সাংখ্য-পাতঞ্জলসম্মত প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া ২১৯ পৃঃ দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

মুক্তানামপি পুনরুৎপত্তিং কল্পয়েৎ।৫০ কঃ তয়োঃ নিবারকঃ স্যাৎ ?৫১ কিঞ্চ অন্যৎ, দ্বাভ্যাং পরমাণুভ্যাং নিরবয়বাভ্যাং সাবয়বস্য দ্ব্যণুকস্য আকাশেন ইব সংশ্লেষানুপপত্তিঃ।৫২ ন হি আকাশস্য পৃথিব্যাদীনাং চ জতুকাষ্ঠবৎ সংশ্লেষঃ অস্তি।৫৩ কার্য্য-কারণদ্রব্যয়োঃ আশ্রিতাশ্রয়ভাবঃ অন্যথা ন উপপদ্যতে ইতি অবশ্যং কল্প্যঃ সমবায়ঃ ইতি চেৎ ?৫৪ ন, ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ।৫৫

ভাষ্যানুবাদ

পুনর্জন্ম কল্পনা করিবে।৫০ তাহাদের (—এতাদৃশ নিরঙ্কুশ কল্পনাদ্বয়ের) নিবারক কে হইবে ?৫১ [অতএব কল্পিত অবয়বের দ্বারা নিরবয়ব আত্মার সহিত পরমাণু-রূপ, সুতরাং নিরবয়ব মনের সংযোগ সম্ভব নহে বলিয়া আত্মাতে জ্ঞানরূপ গুণের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না এবং অদৃষ্টবান্ নিরবয়ব জীবাত্মার সহিত সংযোগবশতঃ নিরবয়ব পরমাণুতে আদ্য ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, ইহাও সিদ্ধ হয় না। ইহার দ্বারাই আকাশাদি নিরবয়ব পদার্থের সহিত সাবয়ব ঘটাদির সংযোগও নিরাকৃত হইল]।

[সিঃ—পরমাণু ও দ্ব্যণুকের মধ্যে সমবায় নিরাকরণের দ্বারা কার্য্য ও কারণের মধ্যে সমবায় নিরাকরণ। প্রসঙ্গতঃ সৎকারণবাদের নির্দ্দুষ্টতা প্রদর্শন]।

[এইরূপে নিরবয়বের সংযোগকে নিরাকরণ করিয়া নিরবয়ব পরমাণুর সহিত সাবয়ব দ্ব্যণুকের সমবায়কে নিরাকরণ করিতেছেন—] আর অন্য দোষও কথিত হইতেছে, দুইটী নিরবয়ব পরমাণুর সহিত সাবয়ব দ্ব্যণুকের আকাশের ন্যায় (—নির-বয়ব আকাশের যেমন অন্য কোন বস্তুর সহিত সংশ্লেষ হয় না, তদ্রূপ) সংশ্লেষ যুক্তি-সঙ্গত নহে।৫২ [উক্ত দৃষ্টান্তকে স্পষ্ট করিতেছেন—] যেহেতু [নিরবয়ব] আকাশের এবং [সাবয়ব] পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে জতু (—গালা) ও কাষ্ঠের ন্যায় সংশ্লেষ (—একের আকর্ষণে অন্যের আকর্ষণজনক সম্বন্ধবিশেষ) নাই।৫৩ [অতএব নিরবয়ব পরমাণু ও সাবয়ব দ্ব্যণুকের সংশ্লেষ সম্ভব নহে]। [শঙ্কা—] যদি বলা হয়, [আকাশ ও পৃথিব্যাদির মধ্যে কার্য্যকারণভাব না থাকায় সংশ্লেষ অসম্ভব হইলেও দ্ব্যণুক ও পরমাণুরূপ] কার্য্য ও কারণ দ্রব্যের মধ্যে আধেয়-আধারভাব অন্যপ্রকারে যুক্তিসঙ্গত না হওয়ায় [অর্থাপত্তিবলে তাহাদের মধ্যে] অবশ্যই সমবায় কল্পনা করিতে হইবে (৪২)।৫৪ [সিঃ সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, না, তাহা বলা যায় না, যেহেতু ইতরেতরাশ্রয়তা (—অন্যোন্যাশ্রয়দোষ) হইয়া পড়িবে।৫৫ [তাহ

ভাবদীপিকা

(৪২) **শঙ্কাকর্ত্তার** অভিপ্রায় এই—কার্য্য ও কারণ, এই দুইটী অত্যন্ত বিভিন্ন বস্তু আধেয়-আধারভাবেই প্রতীতি হয়। এই প্রতীতি অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া অর্থা-পত্তিপ্রমাণবলে তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে। সেই সম্বন্ধকে সংযোগ বলা যায় না ; কারণ সংযুক্ত বস্তুদ্বয়ের স্থানান্তরে বিভিন্নভাবে প্রতীতি হয় এবং কালে তাহাদের বিভাগও হইয়া পড়ে। কার্য্য ও কারণ স্থলে উক্ত উভয়প্রকার পরিস্থিতিই সংঘটিত হয় ন ;

শাঙ্করভাষ্যম্

কার্য্যকারণয়োঃ হি ভেদসিদ্ধৌ আশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধিঃ, আশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধৌ চ তয়োঃ ভেদসিদ্ধিঃ কুণ্ডবদরবৎ, ইতি ইতরেতরাশ্রয়তা স্যাৎ।৫৬ নহি কার্য্যকারণয়োঃ ভেদঃ আশ্রিতা-

ভাষ্যানুবাদ

প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু কার্য্য ও কারণের বিভিন্নতা সিদ্ধ হইলে [তাহাদের মধ্যে] আশ্রিত-আশ্রয়ভাব সিদ্ধ হয় এবং [কার্য্য ও কারণের] আশ্রিত-আশ্রয়ভাব সিদ্ধ হইলে সেই দুইটীর বিভিন্নতা সিদ্ধ হয়, যেমন কুণ্ডমধ্যস্থ বদরি, এইপ্রকারে [বিভিন্নতা ও আশ্রিতাশ্রয়ভাবের মধ্যে] পরস্পরাশ্রয়তা (—ইতরেতরাশ্রয়দোষ) হইয়া পড়িবে। [সেইহেতু সমবায় অঙ্গীকার করা যায় না (৪৩)।৫৬ (৪৪) দেখ, কার্য্য ও কারণের বিভিন্নতা, অথবা [তাহাদের মধ্যে] আধেয়-আধারভাব বেদান্ত-

ভাবদীপিকা

যেহেতু কার্য্য যে বিদ্যমান ঘট, তাহা কখনও কারণ কপাল হইতে বিচ্যুত হয় না এবং কার্য্য যে ঘটরূপ, তাহা কখনও কারণ ঘট হইতে বিচ্যুত হয় না। অগত্যা কার্য্য ও কারণের মধ্যে (—দ্ব্যণুক ও পরমাণুর মধ্যে) সমবায় সম্বন্ধই অঙ্গীকার করিতে হইবে, যাহার বলে তত্ত্বতঃ বিভিন্ন কার্য্য ও কারণের আধেয়-আধারভাবে প্রতীতি সিদ্ধ হয়। [যে থাকে তাহাকে বলে—'আধেয়' বা 'আশ্রিত' এবং যাহাতে থাকে তাহাকে বলে—'আধার' বা 'আশ্রয়']।

(৪৩) বদরি—কুল ফল। এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই—কুল কুণ্ড হইতে ভিন্নরূপে সিদ্ধ হইলেই বলা চলে—'কুল কুণ্ডরূপ আশ্রয়ে আছে'। আবার কুল কুণ্ডরূপ আশ্রয়ে আছে, ইহা সিদ্ধ হইলেই বলা চলে—'কুল কুণ্ড হইতে ভিন্ন'। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ 'কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্নরূপে সিদ্ধ হয়', তাহা হইলেই তাহাদের মধ্যে আধেয়-আধারভাব (—কার্য্য কারণরূপ আশ্রয়ে আছে, এইপ্রকার পরিস্থিতি) সিদ্ধ হয়। আবার 'কার্য্য ও কারণের মধ্যে যদি আধেয়-আধারভাব সিদ্ধ হয়', তাহা হইলেই তাহাদের বিভিন্নতা সিদ্ধ হয়। এইপ্রকারে ইতরেতরাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া কার্য্য ও কারণের বিভিন্নতা এবং তাহাদের আধেয়-আধারভাব কিছুই সিদ্ধ হয় না। আর তাহা সিদ্ধ না হওয়ায় কার্য্য ও কারণের মধ্যে সমবায় অঙ্গীকারের প্রশ্নই উঠে না। এইপ্রকারে সাধারণভাবে কার্য্য ও কারণের মধ্যে সমবায় নিরাকৃত হওয়ায় দ্ব্যণুক ও পরমাণুর মধ্যেও তাহা নিরাকৃত হইল বুঝিতে হইবে। আর নিরবয়ব পরমাণু ও সাবয়ব দ্ব্যণুক, ইহাদের মধ্যে কোনপ্রকার সম্বন্ধই সম্ভব নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(৪৪) **শঙ্কা**—'ঘটরূপ ঘট হইতে পৃথক্ পদার্থ', 'কপাল ঘট হইতে ভিন্ন বস্তু', ইত্যাদি এইপ্রকারে এক হইতে পৃথগ্ভাবেই অপরের সিদ্ধি পরিদৃষ্ট হইতেছে বলিয়া এই বিভিন্ন বস্তুসকলের সিদ্ধিতে ইতরেতরাশ্রয়দোষ কেন হইবে? আর দেখ, "কার্য্য ও কারণের আধেয়-আধারভাব সিদ্ধ হইলে, তাহাদের বিভিন্নতা সিদ্ধ হয়", ইহা অঙ্গীকার করা যায় না, যেহেতু ঘটরূপ কার্য্য ও কপালরূপ কারণের যে আধেয়-আধারভাব, তাহা ঘটোৎপত্তির পরেই হয়, তাহার পূর্ব্বে অনুৎপন্ন ঘট ও বিদ্যমান কপালের বিভিন্নতা থাকেই। সেইহেতু কার্য্য ও কারণের বিভিন্নতা, তাহাদের আধেয়-আধারভাবকে অপেক্ষা না করায় অন্যোন্যাশ্রয়দোষ আমাদের উপর

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রয়ভাবঃ বা বেদান্তবাদিভিঃ অভ্যুপগম্যতে, কারণস্যৈব সংস্থানমাত্রং কার্য্যম্ ইতি অভ্যুপগমাৎ। ৫৭ কিঞ্চ অন্যৎ, পরমাণূনাং পরিচ্ছিন্নত্বাৎ যাবত্যঃ দিশঃ ষট্ অষ্টৌ দশ বা, তাবদ্ভিঃ অবয়বৈঃ সাবয়বাঃ তে স্যুঃ, সাবয়বত্বাৎ অনিত্যাশ্চ ইতি নিত্যত্বনিরবয়ব-

ভাষ্যানুবাদ

বাদিগণকর্ত্তৃক অঙ্গীকৃতই হয় না; [তাহা হইলে কার্য্য কারণাশ্রিতরূপে থাকে, এই যে লোকব্যবহার, তাহা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু কার্য্য কারণেরই সংস্থানমাত্র (—কল্পিত অবস্থাবিশেষমাত্র), ইহা অঙ্গীকার করা হয়; 'সেইহেতু কোন দোষ হয় না' (৪৫)।৫৭

ভাবদীপিকা

আপতিত হয় না। অতএব বিভিন্ন বস্তু যে কার্য্য ও কারণ, তাহাদের মধ্যে সমবায় অঙ্গীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**নহি**—'দেখ কার্য্য' ইত্যাদি (৫৭ বাক্য)।

(৪৫) ২।১।১৬ অধিঃ ৩৬ ভাবদীঃ, তৎপরবর্ত্তী ভাষ্য, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। কল্পিত ভেদের দ্বারাই লোকব্যবহার সিদ্ধ হয় বলিয়া উক্তপ্রকার আশঙ্কার কোন অবকাশ নাই। সৎ কারণ ও কল্পিত কার্য্যের মধ্যে সমবায় অঙ্গীকারের কোন প্রশ্নই উঠে না, ইহাই **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায়। [সিদ্ধান্তে এতাদৃশ স্থলে আধ্যাসিক তাদাত্ম্য অথবা স্বরূপসম্বন্ধ (দ্রঃ ভরণ) স্বীকৃত হয়]। অন্যোন্যাশ্রয়দোষের নিরাকরণপ্রসঙ্গে **পূর্ব্ববাদী** বলিয়াছেন—"কার্য্য ও কারণের মধ্যে আধেয়-আধারভাব কার্য্যোৎপত্তির পরে হয়, তাহার পূর্ব্বে কার্য্য ও কারণ বিভিন্নভাবেই বিদ্যমান থাকে", ইত্যাদি (৪৪ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে **ব্যবহারে সৎকার্য্যবাদী সিদ্ধান্তী** বলেন—তাহা তুমি বলিতে পার না, কার্য্য ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণভূত বিদ্যমান কপালকে ঘটসম্বন্ধরূপেই (—ঘট কপালে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে, এইরূপেই) অঙ্গীকার করিতে হইবে। অন্যথা, অর্থাৎ কার্য্যের সহিত অসম্বদ্ধ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে, পট হইতেও ঘটোৎপত্তিতে কোন বাধা থাকিবে না, যেহেতু কপাল যেমন কার্য্য ঘটের সহিত অসম্বদ্ধ, পটও তদ্রূপ। এইপ্রকার কিন্তু স্বীকার করা যায় না, যেহেতু তাহা হইলে কার্য্যকারণভাবের ব্যবস্থাই বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। তাহা না হউক, সেইজন্য উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য কারণে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের মধ্যে আধেয়-আধারভাব থাকে, ইহা তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর যাহাদের মধ্যে আধেয়-আধারভাব থাকে, "কুণ্ডে বদরির ন্যায়" তাহারা বিভিন্ন, এই লোকসিদ্ধ অনুভবকেও অপলাপ করা যায় না। সুতরাং "কার্য্য ও কারণের আধেয়-আধারভাব সিদ্ধ হইলে, তাহাদের বিভিন্নতা সিদ্ধ হয়", ইহা অঙ্গীকার না করিয়া তোমার গত্যন্তর নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অন্যোন্যাশ্রয়দোষ তোমার উপর আপতিত হইয়াই পড়ে। ফলে কার্য্য ও কারণের বিভিন্নতা এবং তাহাদের আধেয়-আধারভাব কিছুই সিদ্ধ না হওয়ায় তাহাদের মধ্যে সমবায় অঙ্গীকারের প্রশ্নই উঠে না। **শঙ্কা**—কিন্তু সৎকার্য্যবাদী তোমার পক্ষেও তো উক্তপ্রকার অন্যোন্যাশ্রয় দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—পরমার্থতঃ সৎকারণবাদী (৪৭পৃঃ ২২ ভাবদীঃ) আমরা কার্য্যকারণের বিভিন্নতা অঙ্গীকারই করি না (৫৭ ভাষ্যবাক্য দ্রঃ)। সুতরাং আমাদের পক্ষে কোন দোষই হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বাভ্যুপগমঃ বাধ্যেত। ৫৮ যান্ ত্বং দিগ্‌ভেদভেদিনঃ অবয়বান্ কল্পয়সি, তে এব পরমাণবঃ ইতি চেৎ ?৫৯ ন, স্থূলসূক্ষ্মতারতম্য-ক্রমেণ আপরমকারণাৎ বিনাশোপপত্তেঃ।৬০ যথা পৃথিবী দ্ব্যণুকাদ্যপেক্ষয়া স্থূলতমা বস্তুভূতা অপি বিনশ্যতি, ততঃ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং চ পৃথিব্যেকজাতীয়কং বিনশ্যতি, ততঃ দ্ব্যণুকম্।৬১ তথা পরমাণবঃ অপি পৃথিব্যেকজাতীয়কত্বাৎ বিনশ্যেয়ুঃ।৬২ বিনশ্যন্তঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পরমাণুর নিরবয়বতা ও নিত্যতা নিরাকরণ।]

[পরমাণুসকলের নিরবয়বতা স্বীকার করিয়া লইয়া বিচার হইতেছিল। এক্ষণে পরমাণু নিরবয়ব নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে –] আর অন্যপ্রকার দোষও হয়, পরমাণুসকল পরিচ্ছিন্ন (—সসীম) হওয়ায়, যতগুলি দিক্ আছে, যথা—ছয় আট বা দশ,[সেই সেই দিকস্থ] ততগুলি অবয়বের দ্বারা তাহারা সাবয়ব হইয়া পড়িবে, আর সাবয়ব হওয়ায় অনিত্যও হইয়া পড়িবে, এইপ্রকারে [পরমাণুসকলের] নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্ব স্বীকৃতি (—তাহাদিগকে যে নিত্য ও নিরবয়ব বলা হয়, তাহা) বাধিত হইয়া পড়িবে। ৫৮ [শঙ্কা—] যদি বলা হয়, দিগ্‌ভেদের দ্বারা ভেদবিশিষ্ট যে অবয়বসকলকে তুমি কল্পনা করিতেছ, তাহারাই পরমাণু (—ত্বৎকথিত পরমাণুর তত্তৎ দিকস্থ অংশবিশেষই আমাদের মতে পরমাণু। তাহার আর অন্য অবয়ব কল্পনা করা চলিবে না ; কারণ যাহার আর বিভাগ সম্ভব হয় না, তাহাকেই আমরা বলি 'পরমাণু'। সুতরাং সাবয়ব না হওয়ায় তাহা অনিত্য নহে]।৫৯ [সিঃ সমাধান—] তাহা বলা যায় না, যেহেতু স্থূলসূক্ষ্মতারতম্যক্রমে [তোমার মতসিদ্ধ পরমাণুরূপ] পরমকারণ পর্য্যন্ত সকল বস্তুরই বিনাশ যুক্তিসঙ্গত।৬০ [দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেমন দ্ব্যণুক প্রভৃতি হইতে স্থূলতম ও বস্তুভূত (—তোমার মতে সদ্বস্তু) হইলেও পৃথিবী বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতেও সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর পৃথিবীর সমানজাতীয় [কপাল কপালিকা চূর্ণ ও ত্র্যণুক পর্য্যন্ত] বস্তুসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইতে [সূক্ষ্মতম] দ্ব্যণুকও বিনষ্ট হয়।৬১ এইপ্রকারে পৃথিবীর সহিত সমানজাতীয় হওয়ায় [ক্ষিতি] পরমাণুসকলও বিনাশপ্রাপ্ত হইবে (৪৬)।৬২

ভাবদীপিকা

(৪৬) **সিদ্ধান্তী** এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"পরমাণবঃ বিনাশিনঃ পৃথিব্যাদিসমানজাতীয়ত্বাৎ, পরাভীষ্টদ্ব্যণুকবৎ"। দ্ব্যণুকের নাশ হয়, ইহা বৈশেষিক স্বীকার করেন। সুতরাং সমানজাতীয় হওয়ায় পরমাণুরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, ইহাই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়। যে বস্তু সর্ব্বপ্রকারেই বিভাগের অযোগ্য, তাহাকেই যদি পরমাণু বলিতে ইচ্ছা করা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তুকেই পরমাণু সংজ্ঞা প্রদান করিতে হইবে, কারণ তদ্ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু, সেই সকলই পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় দিগ্‌ভেদে তাহাদের অবয়ববিভাগ অবশ্যম্ভাবী। সেইহেতু তাহাদের সাবয়বতা ও বিনশ্বরতাও অবশ্যম্ভাবী।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি অবয়ববিভাগেনৈব বিনশ্যন্তি ইতি চেৎ।৬৩ নায়ং দোষঃ, যতঃ ঘৃতকাঠিন্যবিলয়নবদপি বিনাশোপপত্তিম্ অবোচাম।৬৪ যথা হি ঘৃতসুবর্ণাদীনাম্ অবিভজ্যমানাবয়বানাম্ অপি অগ্নিসংযোগাৎ দ্রবভাবাপত্ত্যা কাঠিন্যবিনাশঃ ভবতি, এবং পরমাণূনাম্ অপি পরমকারণভাবাপত্ত্যা মূর্ত্ত্যাদিবিনাশঃ ভবিষ্যতি।৬৫ তথা কার্য্যারম্ভঃ অপি ন অবয়বসংযোগেনৈব কেবলেন ভবতি, ক্ষীরজলাদীনাম্ অন্তরেণাপি অবয়বসংযোগান্তরং দধিহিমাদিকার্য্যারম্ভদর্শনাৎ।৬৬ তদেবম্ অসারতরতর্কসন্দৃব্ধত্বাৎ, ঈশ্বরকারণ-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পরমাণুনাশবিষয়ক পূর্কোক্ত যুক্তির পুনরুল্লেখ।]

[শঙ্কা—] যদি বলা হয়—যাহারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহারাও অবয়বের বিভাগের দ্বারাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। [সুতরাং অবয়ব না থাকায় তাহার বিভাগ সম্ভব না হওয়ায় পরমাণুর বিনাশ হইবে না।৬৩ তদুত্তরে বলিব—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু ঘৃতের কঠিনতা গলিয়া যাওয়ার ন্যায়ও বিনাশের যুক্তিযুক্ততা, আমরা [৩১৩ পৃঃ ২৫ বাক্যে] বলিয়াছি।৬৪ [সেই কথিত বিষয় পুনরায় স্ফুট করিতেছেন—] যেমন যাহাদের অবয়বসকলের বিভাগই হয় না, অগ্নিসংযোগবশতঃ তরলভাব প্রাপ্তির দ্বারা সেই ঘৃত ও সুবর্ণ প্রভৃতির, কাঠিন্যের বিনাশ হয়; এইপ্রকারে [ব্রহ্ম বা অবিদ্যারূপ] পরমকারণভাব প্রাপ্তির দ্বারা পরমাণুসকলেরও মূর্ত্তি প্রভৃতির, (অর্থাৎ পিণ্ডাত্মকস্বরূপের, কাঠিন্য ও নানাপ্রকার অবস্থার) বিনাশ হইবে (২২ ভাবদীঃ)।৬৫

[সিঃ—'সংযোগসহকৃত অনেক দ্রব্য দ্রব্যান্তরের উৎপাদক', এই মত নিরাকরণ। বিচারের উপসংহার।]

[আর যে বলা হইয়াছে—'কার্য্য দ্রব্যসকল সংযোগসহকৃত অনেক দ্রব্য হইতে উৎপন্ন' (২৯১পৃঃ ৩ বাক্য), ইত্যাদি। তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] এইপ্রকারে কার্য্যবস্তুর উৎপত্তিও কেবলমাত্র অবয়বের সংযোগদ্বারাই হয় না, যেহেতু অন্যপ্রকার অবয়বসংযোগ ব্যতিরেকেই দুগ্ধ ও জল প্রভৃতির দধি ও হিম (—বরফ) প্রভৃতিরূপ কার্য্যোৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় (৪৭)।৬৬ [এক্ষণে "অপরিগ্রহাচ্চ" এই প্রস্তাবিত সূত্রের অবশিষ্টাংশকে পূরণকরতঃ এই অধিকরণের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহার উপসংহার করিতেছেন—] অতএব অত্যন্ত অসার তর্কের দ্বারা পুষ্ট হওয়ায়, ঈশ্বরকে জগৎকারণরূপে প্রতিপাদনকারিণী শ্রুতির বিরুদ্ধ হওয়ায় এবং শ্রুতিতে

ভাবদীপিকা

(৪৭) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—দধি প্রভৃতি কার্য্যের উৎপত্তিকালে দধির কারণ যে দুগ্ধ, তাহার অবয়বভূত পরমাণুসকলের যে কোনপ্রকার নূতনভাবে সংযোগ হয়, তাহা নহে; অথচ দধিরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। জল ও হিমকরকা স্থলেও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। অতএব অবয়বসংযোগকে কার্য্যোৎপত্তির কারণ বলা যায় না বলিয়া 'সংযোগসহকৃত অনেক দ্রব্য দ্রব্যান্তরের উৎপাদক', এই মতবাদ সমীচীন নহে। **বৈশেষিক** বলেন—দধির উৎপত্তিকালে

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎ, শ্রুতিপ্রবণৈশ্চ শিষ্টৈঃ মন্বাদিভিঃ অপরিগৃহীতত্বাৎ, অত্যন্তম্ এব অনপেক্ষা অস্মিন্ পরমাণুকারণবাদে কার্য্যা শ্রেয়োর্থিভিঃ ইতি বাক্যশেষঃ। ৬৭॥২।২।১৭॥

ইতি তৃতীয়ং পরমাণুজগৎকারণত্বাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল মনু প্রভৃতি শিষ্টগণকর্ত্তৃক পরিগৃহীত না হওয়ায় মোক্ষকামী ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক এই পরমাণুকারণবাদে অত্যন্ত উপেক্ষা অবশ্যই করণীয় (—পরমাণুকারণবাদ অত্যন্ত উপেক্ষণীয়), ইহাই বাক্যশেষ (—বাক্যের শেষাংশকে এইপ্রকারে যোজনা করিতে হইবে) ।৬৭॥২।২।১৭॥ পরমাণুজগৎকারণত্বাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা [বৈশেষিকসম্মত দ্রব্যোৎপত্তিপ্রক্রিয়া নিরাকরণ।]

দুগ্ধপরমাণুসকলের যে নূতনভাবে সংযোগ হয় না, ইহা কে বলিল? আমরা বলি—'যৎ দ্রব্যং যদ্দ্রব্যধ্বংসজন্যং তৎ তদুপাদানোপাদেয়ম্" (৩৫ কাঃ মুক্তাবলী)—'যে দ্রব্য যে দ্রব্যের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন, সেই দ্রব্য সেই দ্রব্যের যাহা উপাদান, তাহার উপাদেয় (—কার্য্য)"। যেমন চূণরূপ দ্রব্য প্রস্তররূপ দ্রব্যের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন; সেইহেতু নিশ্চিত হয়—চূণ দ্রব্যটী প্রস্তরের উপাদান যে ক্ষিতিপরমাণু, তাহার কার্য্য। অগ্নিসংযোগবশতঃ দ্ব্যণুক পর্য্যন্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রস্তর ধ্বংস হইয়া যায়, ক্ষিতিপরমাণুমাত্র অবশিষ্ট থাকে। তদনন্তর অগ্নিসংযোগ চলিতে থাকায় পাকবশতঃ সেই পরমাণুসকলে চূণের অনুকূল রূপ রস ও গন্ধ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। অনন্তর অগ্নি শান্ত হইলে সেই পরমাণুসকলের পরস্পর সংযোগবশতঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমে অস্মদাদির অনুভবযোগ্য চূণদ্রব্যের উৎপত্তি হয়। এইরূপে নিশ্চিত হয় যে, চূণ দ্রব্যটী প্রস্তরের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, তাহা প্রস্তরের উপাদান যে ক্ষিতিপরমাণু, তাহার কার্য্য। এইরূপে দধিও দুগ্ধের উপাদান যে ক্ষিতিপরমাণু, তাহার কার্য্য। উক্তপ্রকারে দধির কারণ যে দুগ্ধ, আতঞ্চন ও উষ্ণতাদিসংযোগবশতঃ তাহার অবয়বসকল দ্ব্যণুক পর্য্যন্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্ষিতিপরমাণুরূপে পর্য্যবসিত হয়। অনন্তর পাকবশতঃ সেই পরমাণুসকলে দধির অনুকূল রূপরসাদির উৎপত্তি হয় এবং পুনরায় দ্ব্যণুকাদিক্রমে সংযুক্ত হইয়া তাহারা অস্মদাদির অনুভবযোগ্য দধিরূপে উৎপন্ন হয়। [এইপ্রকারে পরমাণুতে যে পাকক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে বলা হয়—**পীলুপাক**। ইহা বৈশেষিকগণের সম্মত]। সুতরাং যাহারা বস্তুতঃ ক্ষিতিপরমাণু, সেই দুগ্ধপরমাণুসকলের নূতনভাবে সংযোগ হয় না, ইহা বলা যায় না। অতএব উক্তপ্রকারে অবয়ব সংযোগ কার্য্যোৎপত্তির হেতু হওয়ায় "সংযোগসহকৃত অনেক দ্রব্য দ্রব্যান্তরের উৎপাদক", এই মতবাদ অবশ্যই সমীচীন। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী বলেন**—চূনের উৎপত্তিকালে প্রস্তর যদি বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্ষিতিপরমাণু হইয়া পড়িত, তাহা হইলে চূণ উৎপাদনের জন্য প্রস্তরের আবশ্যকতা হইত না; যে কোন মৃত্তিকা হইতেই তাহা সম্ভব হইত। দুগ্ধাদি স্থলেও যুক্তি সমান। আর প্রস্তর পরমাণুর যখন পূর্ব্বসংযোগের নাশ ও বিশ্লেষ হয়, তখন অগ্নিসংযোগজন্য অভিঘাতোত্থ ক্রিয়াকে তাহার হেতুরূপে অঙ্গীকার করিলেও, রূপ রসাদির পরিবর্ত্তনের পর সেই পরমাণুসকলের যখন পুনঃ নূতনভাবে সংযোগ হয়, তখন সেই সংযোগের হেতু কি? পরমাণুসকলের পুনঃ সংযোগের হেতুভূত যে ক্রিয়া, তাহার উৎপাদক অভিঘাত প্রভৃতি তৎকালে না

৪। সমুদায়াধিকরণম্। ১৮ - ২৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বাহ্যাস্তিত্ববাদি বৌদ্ধমত খণ্ডন ; অচেতন পঞ্চস্কন্ধ হইতে ও পরমাণু হইতে জগদুৎপত্তি সম্ভব নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—অর্দ্ধবৈনাশিক বৈশেষিকমত নিরাকরণের অনন্তর সেই প্রসঙ্গে পূর্ণবৈনাশিক বৌদ্ধমত বুদ্ধিতে আরূঢ় হওয়ায় এই অধিকরণে তাহাই নিরাকৃত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। ['অর্দ্ধবৈনাশিক' ইত্যাদি শব্দের ব্যাখ্যা পরে করা হইবে]।

ন্যায়মালা

সমুদায়াবুভৌ যুক্তাবযুক্তৌ বাঽণুহেতুকঃ।
একোঽপরঃ স্কন্ধহেতুরিত্যেবং যুজ্যতে দ্বয়ম্ ॥
স্থিরচেতনরাহিত্যাৎ স্বয়ং চাঽচেতনত্বতঃ।
ন স্কন্ধানামণূনাং বা সমুদায়োঽত্র যুজ্যতে ॥

অন্বয়—উভৌ সমুদায়ৌ যুক্তৌ অযুক্তৌ বা ? একঃ অণুহেতুকঃ, অপরঃ স্কন্ধহেতুঃ ইতি এবং দ্বয়ং যুজ্যতে। অত্র স্থিরচেতনরাহিত্যাৎ স্বয়ং চ অচেতনত্বতঃ স্কন্ধানাং অণূনাং বা সমুদায়ঃ ন যুজ্যতে।

ভাবদীপিকা [বৈশেষিকসম্মত দ্রব্যোৎপত্তিপ্রক্রিয়া নিরাকরণ]

থাকায় পরমাণুসকলের চূর্ণরূপে পুনঃ সংযোগই সম্ভব হয় না। দধিস্থলেও যুক্তি একই। আর এক কথা, প্রস্তর ও দুগ্ধের পূর্ব্বসংযোগ যদি বিনষ্ট হইয়া যাইত, তাহা হইলে "অবয়বের বিভাগ অবয়বীর নাশের হেতু হওয়ায়" প্রস্তর ও দুগ্ধও বিনষ্ট হইয়া যাইত। তাহা কিন্তু হয় না, "সেই প্রস্তরই এই চূর্ণ হইয়াছে", "সেই দুগ্ধই এই দধি হইয়াছে", ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞাই সেই বিষয়ে প্রমাণ। অতএব প্রত্যক্ষগোচর বিদ্যমান ঘটে পাকবশতঃ যেমন ভিন্ন রূপ ও রসের উৎপত্তি হয়, প্রস্তরাদি স্থলেও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। পরমাণুপর্য্যন্ত বিশ্লেষ ও তাহাদের পুনঃ সংযোগ অঙ্গীকারের কোনই আবশ্যকতা নাই। [এইপ্রকারে পরমাণুপর্য্যন্ত বিশ্লেষব্যতিরেকে অবয়বীতে যে পাক, তাহাকে বলা হয়—**"পিঠরপাক"**। ইহা নৈয়ায়িক ও সিদ্ধান্তীর সম্মত]। যদি বল—দুগ্ধ যদি বিনষ্ট না হইয়া বর্ত্তমানই থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধে অনুগত দুগ্ধত্ব ধর্ম্ম দধিতে উপলব্ধ হয় না কেন ? তদুত্তরে বলিব—গাঢ় মণ্ডযুক্ত বস্ত্রে তন্তু থাকিলেও যেমন তন্তুত্বের অভিব্যক্তি হয় না, তদ্রূপ রূপ রসাদির পরিবর্ত্তনবশতঃ দধিতে দুগ্ধত্ব থাকিলেও অভিব্যক্ত হয় না। চূর্ণস্থলে প্রস্তরত্বের অনভিব্যক্তিকেও এইভাবে বুঝিতে হইবে। অতএব বিদ্যমান প্রস্তর, দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি অন্যপ্রকার অবয়বসংযোগ ব্যতিরেকেই পাকবশতঃ যথাক্রমে চূর্ণ, দধি ও হিম-করকাভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া "সংযোগসহকৃত অনেক দ্রব্য দ্রব্যান্তরের উৎপাদক", এই মতবাদ নিরাকৃত হইয়া পড়িল। **শঙ্কা**—দধ্যাদিস্থলে না হয়, তাহা হইল, কিন্তু পটাদিস্থলে তো উক্ত নিয়মের অন্যথা হয় না। **সমাধান**—একটীমাত্র স্থলে ব্যভিচার প্রদর্শিত হইলেই নিয়ম নিরস্ত হইয়া পড়ে। আর কোন নিপুণ শিল্পী যদি একটী সুদীর্ঘ তন্তুকে আতান-বিতানযুক্ত করিয়া বস্ত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে অনেক তন্তুর সংযোগ ব্যতিরেকেই বস্ত্র উৎপন্ন হইতে বাধা থাকে না বলিয়া বৈশেষিকের উক্ত মতবাদ অবশ্যই অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। (২১ ভাবদীঃ দ্রঃ)। অতএব ভ্রান্তিমূলক বৈশেষিকমতের দ্বারা বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল। পরমাণুজগৎকারণত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বাহ্যাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধরাদ্ধান্তঃ অত্র বিষয়ঃ। বৌদ্ধাঃ মন্যন্তে—দ্বৌ সমুদায়ৌ, বাহ্যঃ আভ্যন্তরশ্চ ইতি। তত্র বাহ্যঃ ভূনদীসমুদ্রাদিসমুদায়ঃ পরমাণুহেতুকঃ, আভ্যন্তরশ্চ চিত্তচৈত্তাত্মকসমুদায়ঃ স্কন্ধহেতুকঃ। তদেতৎ সমুদায়দ্বয়ম্ এব অশেষং জগৎ। অয়ং বৌদ্ধরাদ্ধান্তঃ প্রামাণিকঃ ভ্রান্তঃ বা ইতি বিচার্য্যতে। তত্র সন্দিহ্যতে—] উভৌ সমুদায়ৌ যুক্তৌ, অযুক্তৌ বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—একঃ [সমুদায়ঃ] অণুহেতুকঃ, অপরঃ [সমুদায়ঃ] স্কন্ধহেতুঃ ইতি এবং [কারণসত্ত্বাৎ সমুদায়-] দ্বয়ং যুজ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[কিম্ অণূনাং স্কন্ধানাং চ সংঘাতোৎপত্তৌ নিমিত্তভূতঃ অন্যঃ চেতনঃ অস্তি, কিম্বা সঃ সংঘাতঃ স্বয়ম্ এব সংহন্যতে? আদ্যে সঃ চেতনঃ স্থায়ী, ক্ষণিকঃ বা ? স্থায়িত্বে অপসিদ্ধান্তঃ। ক্ষণিকত্বে প্রথমং স্বয়ং লব্ধাত্মকঃ পশ্চাৎ সংঘাতোৎপত্তিং করোতি ইতি বক্তুম্ অশক্যম্। দ্বিতীয়ে তু অচেতনাঃ স্কন্ধাঃ অণবশ্চ নিয়ামকং চেতনমন্তরেণ প্রতিনিয়তাকারেণ কথং সংহন্যেরন্? তস্মাৎ ন যুক্তং সমুদায়দ্বয়ম্। ইদং সর্ব্বং মনসি নিধায় ব্রবীতি—] অত্র স্থিরচেতন-রাহিত্যাৎ, স্বয়ং চ অচেতনত্বতঃ স্কন্ধানাম্ অণূনাং বা সমুদায়ঃ ন যুজ্যতে।

অনুবাদ

সংশয়—[বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত এখানে বিচার্য্য বিষয়। বৌদ্ধগণ মনে করেন— বাহ্য এবং আভ্যন্তরভেদে সমুদায় দুইপ্রকার। তন্মধ্যে বাহ্য যে ভূমি নদী ও সমুদ্রাদি-আত্মক সমুদায়, তাহা পরমাণুরূপ হেতু হইতে উৎপন্ন এবং চিত্তচৈত্তাত্মক যে আভ্যন্তর সমুদায়, তাহা স্কন্ধরূপ হেতু হইতে উৎপন্ন। সেই এই সমুদায় দুইটাই অশেষ জগৎ (১)। এই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত প্রামাণিক, অথবা ভ্রান্ত, ইহা বিচার করা হইতেছে। সেই বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে—] এই উভয়প্রকার সমুদায় যুক্তিসঙ্গত, অথবা যুক্তিসঙ্গত নহে ?

পূর্ব্বপক্ষ—একটী সমুদায় পরমাণু হইতে উৎপন্ন, অপরটী স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন, এইপ্রকারে [কারণ বর্ত্তমান থাকায়] সমুদায়দ্বয় যুক্তিসঙ্গত।

সিদ্ধান্ত—[পরমাণুসকলের এবং স্কন্ধসকলের সংঘাতোৎপত্তিতে হেতুভূত অন্য চেতন আছে কি? অথবা সেই সংঘাত স্বয়ংই সংহত হয়? প্রথম পক্ষে—সেই চেতন স্থায়ী, অথবা ক্ষণিক ? স্থায়ী হইলে, [সর্ব্বক্ষণিকতাবাদী তোমার পক্ষে] অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়িবে। ক্ষণিক হইলে, [সেই চেতন প্রথমতঃ] স্বয়ং সত্তালাভ করিয়া পরে সংঘাতের উৎপাদন করে, ইহা বলিতে পার না। আর দ্বিতীয় পক্ষে—অচেতন স্কন্ধসকল এবং পরমাণুসকল নিয়ামক চেতনব্যতিরেকে নিয়মিত আকারবিশিষ্টরূপে কিপ্রকারে সংহত হইবে? সেইহেতু সমুদায়দ্বয় যুক্তিযুক্ত নহে। এই সকল মনে রাখিয়া বলিতেছেন—] এখানে (—বৌদ্ধমতে) স্থির চেতন না থাকায় এবং নিজেরা অচেতন হওয়ায় স্কন্ধসকলের, অথবা পরমাণুসকলের সমুদায় যুক্তিসঙ্গত নহে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, সর্ব্বাস্তিত্ববাদী সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সিদ্ধান্তের বিরোধ-বশতঃ বেদান্তসমন্বয় সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—উক্ত বৌদ্ধসিদ্ধান্ত যুক্তিবিরোধী, সুতরাং অপ-সিদ্ধান্ত হওয়ায় তাহার দ্বারা বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ সম্ভব না হওয়ায় তাহা সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

[বাহ্যাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধের মতবাদ। ভূতভৌতিক পদার্থ ও পঞ্চস্কন্ধ নিরূপণ]

(১) অধ্যাসভাষ্যমধ্যে আত্মখ্যাতিবাদ বর্ণনাপ্রসঙ্গে **সর্ব্বাস্তিত্ববাদ** (১৩৯পৃঃ) সংক্ষেপে

ভাবদীপিকা [বাহ্যাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধগণের দার্শনিক মতবাদ]

আলোচিত হইয়াছে। এই সর্ব্বাস্তিত্ববাদকে বাহ্যাস্তিত্ববাদও বলা হয়। এক্ষণে তৎসম্বন্ধী অন্যান্য বিষয় আলোচিত হইতেছে। ইঁহারা প্রধানতঃ দুই শাখাতে বিভক্ত, ১। বৈভাষিক ও ২। সৌত্রান্তিক। তন্মধ্যে ১। **বৈভাষিকগণ** বলেন—প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়রূপেই বাহ্য বস্তু অনুভবসিদ্ধ। বাহ্য বস্তু যদি অনুমেয় হইত, তাহা হইলে "বাহ্য বস্তুর অনুমান করিতেছি", এই-প্রকার অনুভবই সকলের হইত। তাহা কিন্তু হয় না। পরন্তু "বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ করিতেছি", এইপ্রকার জ্ঞানই সকলের হয়। অতএব ক্ষণিক হইলেও বাহ্য পদার্থ সত্যই বিদ্যমান আছে এবং তাহার প্রত্যক্ষ হয় ; ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ২। **সৌত্রান্তিকগণ** বলেন—বাহ্য বস্তুর সত্য সত্তা আছে, ইহা আমরাও অঙ্গীকার করি, কারণ বাহ্য বস্তু না থাকিলে আমাদের জ্ঞানে কোনপ্রকার আকার প্রাপ্ত হওয়া যাইত না। কিন্তু সেই বাহ্য বস্তুর যে প্রত্যক্ষ হয়, সেই বিষয়ে প্রমাণ কি ? ইন্দ্রিয়ের সহিত ক্ষণিক পদার্থের সন্নিকর্ষই সম্ভব নহে, কারণ তৎপূর্ব্বেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। আর নাশক্ষণের পূর্ববর্ত্তী পদার্থ যে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের বিষয় হয়, ইহাও বলা যায় না। কারণ 'বর্ত্তমান ক্ষণে বস্তু দর্শন করিতেছি, এইপ্রকার যে জ্ঞান, পূর্ব্বক্ষণ তাহার বিষয় নহে। অতএব অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, 'বিষয়ের প্রত্যক্ষ হওয়া', ইহার অর্থ—'জ্ঞানে বিষয়ের প্রতিবিম্বিত হওয়া', অথবা 'বিষয়ের আকারে জ্ঞানের আকারিত হওয়া'। সুতরাং জ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া বিষয়প্রত্যক্ষের কোন উপায় না থাকায় বৈভাষিককেও জ্ঞানাকার প্রত্যক্ষতা স্বীকার করিতে হইবে। আর জ্ঞানের আকারের প্রত্যক্ষতাদ্বারাই সমস্ত ব্যবহার নির্ব্বাহ হইতে পারে বলিয়া বিষয়ের প্রত্যক্ষতা অস্বীকার করিলে কল্পনার লাঘবও হয়। সুতরাং ইহা অনায়াসে বলা চলে যে, জ্ঞানের আকারের দ্বারা বাহ্য বস্তুর অনুমানই হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ নহে। সেই অনুমানের আকার এই—"জ্ঞানে প্রতিবিম্বিত বাহ্য বস্তু আছে, যেহেতু প্রতিবিম্ব-মাত্রই বিম্বপূর্ব্বক, যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখের বিম্বভূত সত্য মুখ"। প্রতিবিম্বের প্রত্যক্ষ হইলে বিম্বেরও প্রত্যক্ষ হয়, ইহা বলা যায় না, যেহেতু তাহা হইলে দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব দর্শনকালে 'বিম্ব মুখের দর্শন হইতেছে', এইপ্রকার জ্ঞান হইত। তাহা কিন্তু হয় না। অতএব প্রতিবিম্বদৃষ্টে বিম্বের সত্তা অনুমিত হইতে পারে মাত্র, প্রত্যক্ষ নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। যাহাহউক এইপ্রকারে বাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষতা ও অনুমেয়তা বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে অবান্তর মতভেদ থাকিলেও বাহ্য ও আভ্যন্তর সকল পদার্থের অস্তিত্ববিষয়ে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণ একমত। তাঁহাদের উভয়ের মতাসিদ্ধ পদার্থসকল এই—এই সমগ্র জগৎ দুইটী সমুদায়ে, অর্থাৎ সংঘাতে বিভক্ত, যথা—(ক) ভূতভৌতিক বাহ্য সমুদায় এবং (খ) চিত্তচৈত্তাত্মক আভ্যন্তর সমুদায়। তন্মধ্যে (ক) **ভূতভৌতিক বাহ্য সমুদায়** এই—১। **ভূত** বলিতে, ক্ষিতি-পরমাণু [ইহার গুণ 'খর', অর্থাৎ কাঠিন্য], জলপরমাণু [ইহার গুণ স্নিগ্ধতা], তেজঃপরমাণু [ইহার গুণ উষ্ণতা] এবং বায়ুপরমাণুকে [ইহার গুণ ঈরণ, অর্থাৎ চলনশীলতাকে] গ্রহণ করিতে হইবে (অভিধর্ম্মকোশ ১।১২)। এই ক্ষিতি প্রভৃতির পরমাণুসকলকেই যথাক্রমে পৃথিবীধাতু জলধাতু তেজোধাতু এবং বায়ুধাতু বলা হয়। বৌদ্ধমতে আকাশ ভাবপদার্থ নহে, কিন্তু আবরণাভাবস্বরূপ হওয়ায় অভাবপদার্থ। [এই বিষয়ে বৌদ্ধগণের মধ্যে মতভেদ আছে, তাহা আমরা ২।২।২৪ সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যাকালে প্রদর্শন করিব]। সুতরাং ভূত এই চারিটি মাত্র। ২। **ভৌতিক** বলিতে তত্তৎ ক্ষিত্যাদি পরমাণুসকল পুঞ্জীভূত হইয়া যে রূপ

ভাবদীপিকা [বাহ্যাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধগণের দার্শনিক মতবাদ]।

পৃথিবী প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহাদিগকে ; রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দরূপ বিষয়-সকলকে এবং তাহাদের গ্রাহক চক্ষু রসনা নাসিকা ত্বক্ ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয় ও ইন্দ্রিয়সকলও পরমাণুপুঞ্জমাত্র। [কেহ কেহ বলেন—এই মতে ইন্দ্রিয়গোলকসকলই ইন্দ্রিয়, বৈশেষিকাদিগণের ন্যায় গোলকব্যতিরিক্ত নহে]। **ন্যায়বৈশেষিক**মতে যেমন পরমাণুসকল সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে অবয়বিভূত স্থূল ভূতসকলকে উৎপাদন করে, **বৌদ্ধমতে** তাহা অঙ্গীকৃত হয় না। তাঁহাদের মতে ততৎ পরমাণুসকল পুঞ্জীভূত হইয়া গিরি নদী প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থরূপে প্রতিভাত হইতেছে ; অবয়বী নামক কিছুই নাই। পরমাণুসকলের যে গিরি ও নদী প্রভৃতিরূপে পুঞ্জীভূত হওয়া, ইহাই পরবর্ত্তী ভাষ্যমধ্যে 'সংহতি' 'সংঘাত' 'সমুদায়' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগদ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে।

(খ) **চিত্তচৈত্তাত্মক আভ্যন্তর সমুদায়** এই—তন্মধ্যে ১। **চিত্ত** বলিতে **বিজ্ঞানস্কন্ধকে** গ্রহণ করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন বক্ষ্যমাণ স্কন্ধসকল **চৈত্ত**। ['চৈত্য' পাঠও পরিদৃষ্ট হয়]। 'অহম্' 'অহম্' ইত্যাকার যে আলয়বিজ্ঞানধারা, এবং ইন্দ্রিয়াদিজন্য যে ঘটাদিবিষয়বিষয়ক প্রবৃত্তিবিজ্ঞানধারা, এই উভয়ের যে নির্ব্বিকল্পক প্রবাহ, তাহাকে বলা হয়—**'বিজ্ঞানস্কন্ধ'** (বার্ত্তিকটীকা)। মতান্তরে—আলয়বিজ্ঞানধারা এবং সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক প্রবৃত্তিবিজ্ঞানধারা, ইহারা সকলেই 'বিজ্ঞানস্কন্ধ' নামে অভিহিত হয় (ব্রহ্ম-বিদ্যাভরণ)। মোটকথা প্রত্যেক বিষয়ের যে উপলব্ধি, অর্থাৎ চক্ষুর্বিজ্ঞান (—চক্ষুরিন্দ্রিয়-জন্য রূপজ্ঞান), শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান (—ত্বগিন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান) এবং মনোবিজ্ঞান, এই সকলই বিজ্ঞানস্কন্ধের অন্তর্গত (অভিধর্ম্মকোশ ১।১৬)। **স্কন্ধ**-শব্দের অর্থ—'গণ', 'সমূহ'। অতএব উক্ত চক্ষুর্বিজ্ঞান প্রভৃতির যে সমষ্টি, তাহাই বিজ্ঞানস্কন্ধ নামে অভিহিত হয়' বুঝিতে হইবে। এই মতে চিত্ত মন ও বিজ্ঞান একার্থক। "চিত্তং মনোঽথ বিজ্ঞানম্ একার্থম্" (অভিধর্ম্মকোশ ২।৩৪), "অতীতং বিজ্ঞানং যদ্ধি তন্মনঃ" (ঐ ১।১৭) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। এই বিজ্ঞানই [ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—আলয়বিজ্ঞানই] এই মতে জীব ও আত্মা নামেও অভিহিত হয়। ২। **চৈত্ত** বলিতে—১। রূপস্কন্ধ, ২। বেদনাস্কন্ধ, ৩। সংজ্ঞাস্কন্ধ এবং ৪। সংস্কারস্কন্ধকে গ্রহণ করিতে হইবে। তন্মধ্যে ১। বিষয় সহ ইন্দ্রিয়গণকে বলা হয়—**রূপস্কন্ধ**। বিষয়সহিত ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য সমুদায়ের মধ্যে ভৌতিক কোটিতে বর্ণিত হইলেও, দেহের অভ্যন্তরস্থিত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের বিষয়রূপে বহিঃস্থ বিষয়সকল গৃহীত হয় বলিয়া এবং ইন্দ্রিয়গণ দেহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে বলিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকরূপেও (—শরীরাভ্যন্তরবর্ত্তিরূপেও) গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। ২। সুখ দুঃখ ও উপেক্ষাত্মক ত্রিবিধ অনুভবকে বলা হয়—**বেদনাস্কন্ধ**। ৩। ঘট পট ইত্যাদি বিষয়াকারা সবিকল্পক প্রবৃত্তিবিজ্ঞানধারাকে, অথবা মতান্তরে দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত, গো, অশ্ব ইত্যাদি নামবিশিষ্ট সবিকল্পক বিজ্ঞানপ্রবাহকে বলা হয়—**সংজ্ঞাস্কন্ধ**। ৪। রাগদ্বেষাদি ক্লেশ, মদ মান ইত্যাদি উপক্লেশ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, এই সকলকে বলা হয়—**সংস্কারস্কন্ধ**। এই স্কন্ধসকল পরমাণুরূপ ও ক্ষণিক। এই চিত্ত ও চৈত্তাত্মক পাঁচটী স্কন্ধের সমূহকে বলা হয় 'আভ্যন্তর সমুদায়'। এই বাহ্য ও আভ্যন্তর সমুদায় মিলিত হইয়াই হয় লোকযাত্রার নির্ব্বাহক এবং ইহাই জগৎ নামে অভিহিত হয়। এই উভয় সমুদায়ই ক্ষণিক। এই মতে স্থায়ী জীব, অথবা ঈশ্বর নামক কিছুই নাই।

ভাবদীপিকা [বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমতে মোক্ষ ও তৎসাধন।]

"ক্ষণিকসত্যত্বভাবনা, দুঃখসত্যত্বভাবনা, শূন্যসত্যত্বভাবনা এবং স্বলক্ষণসত্যত্বভাবনার দ্বারা অবিদ্যাদির (৯ ভাবদীঃ) ক্ষয় হইলে যে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই [এই মতে] **মোক্ষ** (শারীরকন্যায়সংগ্রহ)। 'জাগতিক প্রত্যেক বস্তু সত্যই ক্ষণিক', জাগতিক প্রত্যেক বস্তু সত্যই দুঃখপ্রদ', 'জাগতিক প্রত্যেক বস্তু সত্যই শূন্য (—তাহাদের পারমার্থিক সত্তা নাই') এবং 'জাগতিক প্রত্যেক বস্তু সত্যই স্বলক্ষণ', এইপ্রকার যে ভাবনা (—চিন্তা, ধ্যান), ইহাই 'ক্ষণিকসত্যত্বভাবনা' প্রভৃতি পদচতুষ্টয়ের অর্থ। তন্মধ্যে 'স্বলক্ষণ' শব্দের অর্থ অনুধাবনযোগ্য। **ভামতীকার** স্বলক্ষণশব্দের অর্থ করিয়াছেন "স্বম্ অসাধারণম্ অন্যতো ব্যাবৃত্তং লক্ষণম্" (ভামতী ২।২।২৮ সূঃ)—'নিজের যে অন্য হইতে ব্যাবৃত অসাধারণ লক্ষণ (—স্বরূপ'), তাহাই 'স্বলক্ষণ'। ন্যায়বিন্দুর ব্যাখ্যাতা **বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মোত্তর** অর্থ করিয়াছেন "স্বম্ এব লক্ষণং—তত্ত্বম্"। এখানে তত্ত্বশব্দের অর্থ—তৎ ব্যক্তির ভাব (—স্বভাব, ধর্ম্ম)। সুতরাং ইঁহার মতে 'স্বলক্ষণ' শব্দের অর্থ হইতেছে—'তৎ-মাত্রত্ব', অর্থাৎ 'নিজত্ব', বা 'ব্যক্তিমাত্রত্ব'; অর্থাৎ 'অসাধারণত্ব'। জগতের "প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ অন্য ব্যাবৃত্ত", "প্রত্যেক বস্তুই 'তৎ-মাত্র", অর্থাৎ অসাধারণ, অন্য কাহারও সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, স্বলক্ষণশব্দের ইহাই হইল উক্ত উভয় আচার্য্যসম্মত পর্য্যবসিত অর্থ। এইপ্রকার ধ্যানের ফলে সাধক জাগতিক যাবতীয় বস্তুতে মমত্বহীন হইয়া পড়েন, কারণ মৎসম্পর্কই মমত্ব, আর বস্তুসকল 'তৎ-মাত্র', অর্থাৎ 'অন্য সম্পর্ক-বর্জ্জিত'। উক্তপ্রকার ধ্যানচতুষ্টয়ের ফলে বুদ্ধির বিষয়োপরক্ততা নিরাকৃত হইয়া বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়, ইহাই রহস্য। ইহাই হইল সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতবাদের মোটামুটী পরিচয়। (প্রকটার্থ-বিবরণ, শারীরকন্যায়সংগ্রহ, ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, বার্ত্তিকটীকা ও রত্নপ্রভা প্রভৃতি অবলম্বনে লিখিত)।

[বৌদ্ধমতে সকলবস্তুর ক্ষণিকত্ব সিদ্ধিতে যুক্তি]

সকল পদার্থের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধির জন্য বৌদ্ধগণ এইপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করেন- পদার্থসকল ক্ষণিক, ইহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। [বৈশেষিকগণের ন্যায় বৌদ্ধগণও প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটী মাত্র প্রমাণ অঙ্গীকার করেন]। যেমন 'অয়ং ঘটঃ' বলিলে অন্যাপোহরূপ ঘটের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ অঘট (—ঘটভিন্ন) যে পট প্রভৃতি, তদ্ব্যাবৃত্ত ঘটের জ্ঞান হয়। তদ্রূপ 'ইহা ঘট' এইপ্রকারে যখন ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তখন ঘটনিষ্ঠ বর্ত্তমানতার জ্ঞানই হয়। 'বর্ত্তমানতা' বলিতে অন্যাপোহরূপে 'অবর্ত্তমানভিন্নতাকে', অর্থাৎ যাহা বর্ত্তমান নাই, সেই অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্নতাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে **প্রত্যক্ষের দ্বারাই** ঘটের কালান্তরে অস্থায়িতার, অর্থাৎ তৎকালেই বর্ত্তমানতার বোধ হয় বলিয়া ঘটের তাৎকালিকতা, অর্থাৎ ক্ষণিকতা সিদ্ধ হয়। এইপ্রকারে **অনুমানদ্বারাও** পদার্থসকলের ক্ষণিকতা অবগত হওয়া যায়, যথা—"ঘটঃ ক্ষণিকঃ সত্ত্বাৎ, উৎপন্নবিনষ্টজলধরবৎ, বিদ্যুদ্বৎ"। বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হইয়া যায়, জলধরও (—মেঘও) বায়ুচালিত হইয়া প্রতিক্ষণে পূর্ব্ব আকার পরিত্যাগ করিয়া নূতন আকার গ্রহণ করে। এই অনুমানের সমর্থক অনুকূল তর্ক এই—"পদার্থঃ যদি স্থায়ী স্যাৎ, সন্নেব ন স্যাৎ"—'পদার্থ যদি স্থায়ী হইত, তাহার সত্তাই সিদ্ধ হইত না'। বৌদ্ধমতে অর্থক্রিয়াকারিতাই (—ব্যবহারসম্পাদকতাই) সত্তা, নৈয়ায়িকাদিসম্মত জাতিরূপা নহে। তাহাতে অনুকূল তর্কের পর্য্যবসিত অর্থ হইল—'পদার্থ যদি স্থায়ী হয়, তাহা ব্যবহারসম্পাদক হইবে না'। যেমন দণ্ডরূপ যে পদার্থ, তাহা যদি স্থায়ী হয়, তাহা

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥২।২।১৮॥

পদচ্ছেদ—সমুদায়ে, উভয়হেতুকে, অপি, তদপ্রাপ্তিঃ।

সূত্রার্থ–[বুদ্ধমুনিনা আগমঃ উপদিষ্টঃ। সঃ চ আগমঃ শিষ্যসম্প্রদায়প্রতিপত্তিবৈচিত্র্যাৎ বৈভাষিক-সৌত্রান্তিক-বিজ্ঞানবাদি-সর্ব্বশূন্যতাবাদ্যাখ্যঃ চতুর্ব্বিধঃ সঞ্জাতঃ। তত্র বৈভাষিক-সৌত্রান্তিকয়োঃ বাহ্যাস্তিত্বাবিশেষাৎ আদৌ তন্মতম্ একীকৃত্য তৎ কিং প্রমাণমূলং ভ্রান্তিমূলং বা ইতি সন্দেহে ; পূর্ব্ববাদী ব্রূতে—প্রামাণিকম্ ইতি। তত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ—] **উভয়হেতুকে অপি সমুদায়ে**—পরমাণুহেতুকে বাহ্যসমুদায়ে স্কন্ধহেতুকে আভ্যন্তরসমুদায়ে চ, **তদপ্রাপ্তিঃ**—তস্য সমুদায়স্য অপ্রাপ্তিঃ ; [অচেতনানাং পরমাণূনাং স্কন্ধানাং চ স্বতঃ সমুদায়াযোগাৎ, অন্যস্য চ স্থিরস্য চেতনস্য সমুদায়কর্ত্তুঃ অনভ্যুপগমাৎ। অতঃ তন্মতং ভ্রান্তিমূলম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[বুদ্ধমুনি কর্ত্তৃক আগম (—আপ্তবাক্যাত্মক শাস্ত্র) উপদিষ্ট হইয়াছে। আর সেই আগম শিষ্যসম্প্রদায়ের বুদ্ধিবৈচিত্র্যবশতঃ বৈভাষিক সৌত্রান্তিক বিজ্ঞানবাদী ও সর্ব্বশূন্যতাবাদী নামক চারিপ্রকার হইয়া পড়িয়াছে। তন্মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের মতবাদে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অবিশেষভাবে স্বীকৃত হয় বলিয়া প্রথমে তাঁহাদের মতবাদকে একীভূত করিয়া তাহা কি প্রমাণমূলক, অথবা ভ্রান্তিমূলক, এই প্রকার সন্দেহ হইলে ; পূর্ব্ববাদী বলেন—তাহা প্রমাণমূলক। সেই স্থলে সিদ্ধান্ত এই—] **উভয়হেতুকে অপি সমুদায়ে**—পরমাণু যাহার হেতু, সেই বাহ্যসমুদায় এবং স্কন্ধ যাহার হেতু, সেই আভ্যন্তর সমুদায়, এই উভয় স্থলেই, **তদপ্রাপ্তি**—সেই সমুদায়ভাবের প্রাপ্তি হয় না, [যেহেতু অচেতন পরমাণুসকলের এবং স্কন্ধসকলের নিজ হইতেই সমুদায় (—সংহত হওয়া) সম্ভব হয় না, আর যেহেতু সমুদায়ের (—সমষ্টিভাবের) কর্ত্তা অন্য স্থির চেতন [বৌদ্ধমতে] অঙ্গীকৃত হয় না। সেইহেতু তাঁহাদের মতবাদ ভ্রান্তিমূলক, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বৈশেষিকরাদ্ধান্তঃ দুর্যুক্তিযোগাৎ বেদবিরোধাৎ শিষ্টাপরিগ্রহাচ্চ ন অপেক্ষিতব্যম্ ইতি উক্তম্।১ সঃ অর্দ্ধবৈনাশিকঃ ইতি

ভাবদীপিকা [সর্ব্ব বস্তুর ক্ষণিকত্বে যুক্তি।]

ঘটোৎপাদনরূপ ব্যবহার সম্পাদন করিতে পারিবে না। কি প্রকারে ? বলিতেছি—তোমার মতে দণ্ডরূপ যে স্থায়ী পদার্থ, তাহা কি ১। একটী ঘটের উৎপাদনরূপ ব্যবহার সম্পাদন করে, অথবা ২। অনেক ঘটের ? **প্রথম পক্ষে**—একটী ঘটের উৎপত্তির অনন্তর কুম্ভকারকে দ্বিতীয় দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা দৃষ্টবিরুদ্ধ। **দ্বিতীয় পক্ষে**–দণ্ড যুগপৎ অনেক ঘট উৎপাদন করিয়া ফেলিবে, "সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ"—'যেহেতু যাহার সামর্থ্য আছে, তাহা কার্য্যোৎপাদনে বিলম্ব করিবে না' ; কারণ বিলম্বের প্রতি স্থায়ী জীব বা ঈশ্বররূপ কোন নিয়ামক নাই। অতএব ব্যবহারসিদ্ধির জন্য অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে যে, এক এক ক্ষণমাত্র স্থায়ী দণ্ড এক একটী ঘটের উৎপাদনে সমর্থ। এতাদৃশ ক্ষণিক দণ্ডধারার দ্বারাই ক্ষণিক ঘটধারার উৎপত্তি সম্ভব। এইরূপে অনুমানপ্রমাণদ্বারাও স্থায়িত্ব সিদ্ধ না হইয়া পদার্থসকলের ক্ষণিকত্বই সিদ্ধ হয়। (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ দ্রঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

বৈনাশিকত্বসাম্যাৎ সর্ব্ববৈনাশিকরাদ্ধান্তঃ নতরাম্ অপেক্ষিতব্যঃ ইতি ইদম্ ইদানীম্ উপপাদয়ামঃ।২ সঃ চ।বহুপ্রকারঃ প্রতিপত্তিভেদাৎ বিনেয়ভেদাৎ বা।৩ তত্র এতে ত্রয়ঃ বাদিনঃ ভবন্তি কেচিৎ সর্ব্বাস্তিত্ববাদিনঃ, কেচিৎ বিজ্ঞানাস্তিত্বমাত্র-

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি প্রদর্শন। সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমত বর্ণন।]

বৈশেষিকগণের সিদ্ধান্ত দুষ্টযুক্তিযুক্ত, বেদবিরোধী এবং শিষ্টগণকর্ত্তৃক পরিগৃহীত না হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নহে, ইহা [পূর্ব্বাধিকরণে] প্রতিপাদিত হইয়াছে।১ তিনি (—বৈশেষিক) অর্দ্ধবৈনাশিক (২), এইহেতু বৈনাশিকত্বের সাদৃশ্যবশতঃ সর্ব্ববৈনাশিকগণের সিদ্ধান্ত যে আরও অধিকতরভাবে অপেক্ষণীয় নহে, ইহাই এক্ষণে আমরা প্রতিপাদন করিতেছি।২ আর তাহা (—সর্ব্ববৈনাশিক বৌদ্ধসিদ্ধান্ত) প্রতিপত্তির ভেদ (—বুঝিবার তারতম্য), অথবা শিষ্যগণের [মন্দ মধ্যম ও উত্তমাদি] ভেদবশতঃ বহুপ্রকার।৩ তাহাতে (—বৌদ্ধমতে) এই তিনপ্রকার বাদী (—মতাবলম্বী) আছেন, কেহ সর্ব্বাস্তিত্ববাদী (—বাহ্য ও আভ্যন্তর সকল পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন), কেহ বিজ্ঞানমাত্রের (—কেবলমাত্র বুদ্ধির) অস্তিত্ববাদী

ভাবদীপিকা [বৈশেষিককে অর্দ্ধবৈনাশিক বলিবার হেতু]

(২) **অর্দ্ধবৈনাশিক**—বিনাশশব্দের অর্থ—নাশ। যাঁহারা বস্তুর বিনাশ স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে বলা হয় 'বৈনাশিক'। যাঁহারা কতকগুলি পদার্থের বিনাশ স্বীকার করেন, কতকগুলির তাহা করেন না, তাঁহাদিগকে বলা হয়—'অর্দ্ধবৈনাশিক'। **বৈশেষিকগণ** আত্মা আকাশ দিক্ কাল ইত্যাদি দ্রব্যসকলকে নিত্য অঙ্গীকার করিলেও ক্ষিতি জল তেজঃ ও বায়ুরূপ দ্রব্যকে বিনাশশীল, কিন্তু তাহাদের পরমাণুসকলকে আবার নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন। অস্মদাদির জ্ঞান ইচ্ছা ও প্রযত্নরূপ গুণকে অনিত্য বলিলেও ঈশ্বরীয় সেই সকলকে বলেন নিত্য। ক্ষিতিপরমাণুর রূপরসাদি গুণের বিনাশ স্বীকার করিলেও তাহার সংখ্যা ও পরিমাণ প্রভৃতি গুণের নিত্যতা স্বীকার করেন। সামান্য বিশেষ ও সমবায় প্রভৃতি পদার্থসকলকে নিত্য বলিলেও কর্ম্মপদার্থকে তাহা বলেন না। কতকগুলি বেদবাক্যের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিলেও অপর কতকগুলির তাহা করেন না, ইত্যাদি। এই সকল হেতুবশতঃ তাঁহাদিগকে বলা হয় 'অর্দ্ধবৈনাশিক'। (ভামতী দ্রঃ)। **অপরে বলেন**—মন ও ইন্দ্রিয়রূপ নিরবয়বাংশ এবং হস্তপদাদিরূপ সাবয়বাংশ সমন্বিত এই যে অস্মদাদির শরীর এবং আকাশরূপ নিরবয়বাংশ ও ভূভূধরাদিরূপ সাবয়বাংশ সমন্বিত এই যে জগৎপ্রপঞ্চ, ইহাদের সাবয়বাত্মক অর্দ্ধাংশের অতি শীঘ্র শীঘ্র বিনাশ বৈশেষিকমতে* অঙ্গীকৃত হয় বলিয়া তাঁহাদিগকে বলা হয় অর্দ্ধবৈনাশিক। আচ্ছা, এই সাবয়বাত্মক অর্দ্ধাংশের আশুতর বিনাশ বৈশেষিকমতে

*বৈশেষিকগণ "যেহেতু পদার্থের ত্রিক্ষণস্থায়িত্ব অঙ্গীকার করেন" (তায়নির্ণয়)। কিন্তু সকল পদার্থই এইমতে ত্রিক্ষণস্থায়ী, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। যদি কোন পদার্থের পরমাণু বিশ্লিষ্ট না হয়, বা কোন উপায়ে তাহার বিশ্লেষ নিবারণ করা যায়, তাহা হইলে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, যেমন 'হীরক', ইত্যাদি। বৌদ্ধমতে কিন্তু সকল পদার্থ দ্বিতীয় ক্ষণেই নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়, এই প্রভেদ স্মরণ রাখিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাদিনঃ, অন্যে পুনঃ সর্ব্বশূন্যত্ববাদিনঃ ইতি।৪ তত্র যে সর্ব্বাস্তিত্ববাদিনঃ বাহ্যম্ আন্তরং চ বস্তু অভ্যুপগচ্ছন্তি ভূতং ভৌতিকং চ, চিত্তং চৈত্তং চ, তান্ তাবৎ প্রতিবিক্রমঃ।৫ তত্র ভূতং পৃথিবীধাত্বাদয়ঃ।৬ ভৌতিকং রূপাদয়ঃ চক্ষুরাদয়শ্চ।৭ চতুষ্টয়ে চ পৃথিব্যাদি-

ভাষ্যানুবাদ

[৩৪৭ পৃঃ]

(—বাহ্যশূন্যতাবাদী), আবার অপরে সর্ব্বশূন্যতাবাদী (৩)।৪ তন্মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, বাহ্য ভূত ও ভৌতিক বস্তু এবং আভ্যন্তর চিত্ত এবং চৈত্ত বস্তু অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদিগকে প্রতিবাদ (—নিরাকরণ) করিতেছি।৫ তন্মধ্যে 'ভূত' বলিতে পৃথিবী ধাতু প্রভৃতিকে (—পৃথিবী জল তেজঃ ও বায়ুকে) গ্রহণ করিতে হইবে।৬ ভৌতিক বলিতে রূপ প্রভৃতি এবং চক্ষু প্রভৃতিকে (—বিষয় ও তদ্‌গ্রাহক ইন্দ্রিয়কে) গ্রহণ করিতে হইবে।৭ আর পৃথিবী প্রভৃতির পরমাণুসকল চারিপ্রকার,

ভাবদীপিকা [অর্দ্ধবৈনাশিকত্বের হেতু ও বৌদ্ধসম্প্রদায়]

কিপ্রকারে হয় ? বলিতেছি—রোগাদিবশতঃ শরীর ক্ষীণ হয় এবং পুষ্টিকর আহারাদিবশতঃ তাহার পুষ্টি হয়, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ। তৎকালেই তাহা অনুভবের বিষয় না হইলেও পক্ষ বা মাসান্তে তাহা হয়ই। দেহ যখন স্থূল হয়, তখন তদনুকূল পরমাণুসকল খাদ্য হইতে সংগৃহীত হইয়া শরীররূপ অবয়বীতে যোজিত হয়। কিন্তু শরীররূপ অবয়বীর পরমাণু পর্য্যন্ত বিশ্লেষ না হইলে অন্য পরমাণুর তাহাতে সংযোজন সম্ভব হয় না। সেইহেতু নব পরমাণুর যোজনাকালে শরীর পরমাণু পর্য্যন্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে বলিয়া সংযোগরূপ অসমবায়িকারণের নাশে সেই শরীরেরই নাশ হইয়া যায়। পরে নবপরমাণুর সংযোগসহ শরীরাবয়বভূত পুরাতন পরমাণুসকল পুনঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমে সংযুক্ত হইয়া নূতন শরীরের উৎপাদন করে। শরীর যখন কৃশ হয়, পরমাণু পর্য্যন্ত বিশ্লেষ ও শরীরনাশরূপ প্রক্রিয়া সমান, তখন কতকগুলি পরমাণু একেবারেই বিশ্লিষ্ট হয়, আর যোজিত হয় না। পৃথিবী ও জলাদিতেও সেচন, খনন ও পূরণাদির দ্বারা এইপ্রকারে পরমাণু পর্য্যন্ত বিশ্লিষ্ট হইয়াই উপচয় অপচয় হয় বুঝিতে হইবে। বায়ু ও জলাদিদ্বারা অভিঘাতাদি নিমিত্তবশতঃ গৃহ ও ঘটপটাদি যাবতীয় সাবয়ব বস্তুতেই এইপ্রকারেই প্রতিক্ষণে উপচয় অপচয় হয়, ইহাই বৈশেষিকসিদ্ধান্ত। এইরূপে সাবয়ব অর্দ্ধাংশের আশুতর বিনাশ অঙ্গীকার করেন বলিয়া বৈশেষিকগণকে বলা হয় 'অর্দ্ধবৈনাশিক', (রত্নপ্রভা ও ব্রঃভরণ দ্রঃ)।

[বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পরিচয়]

(৩) বৌদ্ধসম্প্রদায় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আবশ্যক। ইহা প্রথমতঃ দুইটী প্রধান শাখাতে বিভক্ত, ১। **মহাযান** ও ২। **হীনযান**, ইহার অপর নাম 'শ্রাবকযান'। ঐতিহাসিকগণ বলেন—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণবংশীয় সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে পুরুষপুরে (—পেশোয়ারে, অপরে বলেন—জলন্ধরে) বৌদ্ধগণের যে চতুর্থ সংগিতি (—মহাসভা) আহুত হয়, তাহাতে মহাযানমত স্থাপিত হয়। অশ্বঘোষ নাগার্জ্জুন আর্য্যদেব (ইঁহার অপর নাম—মৈত্রেয়নাথ) ও অসঙ্গ প্রভৃতি এই মতের প্রধান আচার্য্য। অভিধর্ম্মকোশকার আচার্য্য বসুবন্ধুও পরবর্ত্তিকালে এই মত গ্রহণ করেন। ইহাতে এমন অনেক নূতন বিষয় স্বীকৃত হয়, যাহা বৌদ্ধধর্ম্মের মূল গ্রন্থ ত্রিপিটকে নাই। মহাযানিগণ বলেন—"আমাদের শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা "ভগবান্

ভাবদীপিকা [বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পরিচয় :]

বুদ্ধ নিজমুখে বলেন নাই বটে, কিন্তু এই সকলই তাঁহার মনের মধ্যে ছিল"। ত্রিপিটকমাত্র অনুসরণকারী প্রাচীন মতাবলম্বিগণকে ইঁহারা জোর করিয়া 'হীনযানী', এই আখ্যা প্রদান করেন। হীনযানিগণ কিন্তু নিজদিগকে হীনযানী বলেন না, তাঁহারা বলেন—"আমরা স্থবীরবাদী, আমরাই প্রকৃত বৌদ্ধ, মহাযানিগণ 'আকাশকুসুমবাদী"। সিংহল ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশে হীনযানমত এবং তিব্বত, চীন, জাপান, নেপাল, এবং কোরিয়া প্রভৃতি দেশে মহাযানমত প্রচলিত। হীনযান ও মহাযানমতে উপাস্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব [যিনি পরবর্ত্তিকালে বুদ্ধ হইবেন, বর্ত্তমানে 'তুষিত' নামক স্বর্গে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে **বোধিসত্ত্ব** বলা হয়।] প্রভৃতির বহু বিভিন্নতা আছে। **হীনযানিগণের মতে** গৌতমবুদ্ধের পূর্বে ২৪ জন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কল্পে ক্রকুচ্ছন্দ কনকমুনি কাশ্যপ ও গৌতমবুদ্ধ, এই চারিজন বুদ্ধ হইয়াছেন। মৈত্রেয় হইবেন পরবর্ত্তী বুদ্ধ ; বর্ত্তমানে তিনি বোধিসত্ত্ব। ইনিই হীনযানমতে একমাত্র বোধিসত্ত্ব। এই মতে এই কয়জনই উপাস্য। [কেহ কেহ বলেন—হীনযানমতে বোধিসত্ত্ব অর্চিত হন না ; অপরে বলেন—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় হীনযান ও মহাযান, উভয়মতেই উপাস্য ; সিংহলে বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধ ও মৈত্রেয়ের মূর্ত্তি পাশাপাশি অর্চিত হয়]। **মহাযানিগণের মতে**—উপাস্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের বহু ভেদ এবং সংখ্যাও অনেক, যথা—"আদিবুদ্ধ" ও তাঁহার স্ত্রী দেবতা "আদি প্রজ্ঞাপারমিতা"। বৈরোচন অক্ষোভ্য রত্নসম্ভব অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি, এই ৫ জন "ধ্যানী বুদ্ধ" আদি বুদ্ধ হইতে উদ্ভূত। এঁদের প্রত্যেকেরই স্ত্রীদেবতা আছেন। এঁদের নিম্নে আছেন ৫ জন "বোধিসত্ত্ব", যথা—সামন্তভদ্র বজ্রপাণি রত্নপাণি, পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর ও বিশ্বপাণি। ইঁহারা ধ্যানী বুদ্ধগণ হইতে উৎপন্ন। আবার প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে 'মঞ্জুশ্রী' নামক এক বোধিসত্ত্বের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। [হয়তো ইহা উক্ত বোধিসত্ত্বপঞ্চকের মধ্যে কাহারও নামান্তর]। আবার এঁদের নিম্নে "মানুষীবুদ্ধ" আছেন ৫ জন, ক্রকুচ্ছন্দ (ক্রকুচ্ছন্দ) হইতে মৈত্রেয় পর্যন্ত এই পাঁচ জন হীনযানিগণেরও সম্মত। মৈত্রেয় ভাবী মানুষী বুদ্ধ। এতদ্ব্যতীত মহাযানিগণ প্রজ্ঞাপারমিতা তারা হারিতী হেবজ্র বজ্রধাত্রী লোচনা প্রভৃতি নানা দেবদেবীর* ও নাগার্জুন, সারিপুত্র মুদ্গলায়ন রাহুল আনন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সাধুগণের অর্চনা করেন। যাহাহউক্ এই উভয় প্রধান শাখারই নানা **শাখা উপশাখা** আছে, যথা—মহাসাংঘিক স্থবীর একব্যাবহারিক বাহুলিক ধর্মগুপ্তিক ভদ্রযানিক ছন্নাগারিক চৈত্যবাদ সর্বাস্তিবাদ বাৎসীপুত্রীয় মহীশাসক প্রজ্ঞপ্তিবাদ কাশ্যপীয় ইত্যাদি। আমাদের আলোচ্য বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতবাদ হীনযানশাখার দার্শনিক মতবাদ। আর বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচারমত এবং শূন্যবাদ বা মাধ্যমিকমত মহাযানশাখার দার্শনিক মতবাদ। বৌদ্ধদের দার্শনিকমতবাদ এই চারিটি হইলেও শাখা উপশাখাভেদে ইহাদের গ্রহণের তারতম্য অর্থাৎ সিদ্ধ হয় ; অন্যথা শাখা উপশাখার এত বিভিন্নতা হইয়া পড়িত না। মহাযানশাখার শাস্ত্রসকল

* বর্ত্তমানকালে অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন—বৌদ্ধধর্মের পূর্বে হিন্দুগণ দেবদেবীর মূর্ত্তি অর্চনা করিতেন না ; তাঁহারা বৌদ্ধগণের নিকট হইতে মূর্ত্তি অর্চনার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি। সসম্মানে তাঁহাদিগের দৃষ্টি বাল্মীকি রামায়ণে ৩।২।১৭-২১ শ্লোকের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত স্থলে অগস্ত্যাশ্রমে বর্ত্তমানে পরিচিত কার্ত্তিক ও গরুড় সহ ১৮টি দেবস্থানের বর্ণনা আছে। বিশেষজ্ঞগণ হয়তো বলিবেন—বাল্মীকি রামায়ণ ভগবান্ বুদ্ধের পরবর্ত্তী গ্রন্থ। উত্তরে বলিব—তাঁহারা বলিতে চান ভগবান্ গৌতমবুদ্ধের পূর্বে বেদ প্রলয়পয়োধিজলে নিমজ্জিত ছিল ! তাঁহারা ভুলিয়া যান—ভগবান্ গৌতমবুদ্ধ যে শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণে বহু বর্ণিত ইক্ষ্বাকুবংশের বহু পরবর্ত্তী শাখাবিশেষ (সুত্তনিপাত ৫।১।৯৯১ দ্রঃ)।

[৩৪৫ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

পরমাণবঃ খরস্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাঃ, তে পৃথিব্যাদিভাবেন সংহন্যন্তে ইতি মন্যন্তে।৮ তথা রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-সংজ্ঞকাঃ পঞ্চস্কন্ধাঃ।৯ তে অপি অধ্যাত্মং সর্ব্বব্যবহারাস্পদভাবেন সংহন্যন্তে ইতি মন্যন্তে।১০ তত্র ইদম্ অভিধীয়তে—যঃ অয়ম্ উভয়হেতুকঃ উভয়প্রকারঃ সমুদায়ঃ পরেষাম্ অভিপ্রেতঃ অণু-হেতুকশ্চ ভূতভৌতিকসংহতিরূপঃ, স্কন্ধহেতুকশ্চ পঞ্চস্কন্ধীরূপঃ, তস্মিন্ উভয়হেতুকে অপি সমুদায়ে অভিপ্রেয়মাণে 'তদপ্রাপ্তিঃ'

ভাষ্যানুবাদ

[যথাক্রমে] খর (— কঠিন), স্নেহ, উষ্ণ ও ঈরণ (— চলন) স্বভাবসম্পন্ন (৪), তাহারা পৃথিবী প্রভৃতিরূপে সংহত (—পুঞ্জীভূত) হয়, ইহা [বৌদ্ধগণ] মনে করেন।৮ এইরূপে রূপ বিজ্ঞান বেদনা সংজ্ঞা ও সংস্কার নামক পাঁচটী স্কন্ধ 'তাঁহারা অঙ্গীকার করেন'।৯ আর তাহারা (—উক্ত স্কন্ধসকল) অধ্যাত্ম (—শরীরাভ্যন্তরবর্ত্তী, লোকযাত্রার নির্ব্বাহক] সকলপ্রকার ব্যবহারের আশ্রয়রূপে সংহত হয়, ইহা [তাঁহারা] মনে করেন।১০

[সিঃ—স্থির সংহন্তা ও সংহন্তব্য বস্তুর অভাববশতঃ বাহ্য ও আভ্যন্তর সমুদায় অনুপপন্ন।]

সিদ্ধান্ত—সেই বিষয়ে ইহা বলা হইতেছে, এই যে অপরসকলের (—সর্ব্বাস্তিত্ব-বাদী বৌদ্ধগণের) অভিপ্রেত পরমাণুরূপ হেতু হইতে উৎপন্ন ভূতভৌতিক সংহতি-রূপ এবং স্কন্ধরূপ হেতু হইতে উৎপন্ন পঞ্চস্কন্ধীরূপ (—পাঁচটী স্কন্ধের সমাহারাত্মক) উভয়হেতুক উভয়প্রকার সমুদায়, সেই উভয়হেতুক সমুদায় [বৌদ্ধমতে] অভিপ্রেত

ভাবদীপিকা

প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত, পক্ষান্তরে হীনযানশাখার শাস্ত্রসকল প্রধানতঃ পালিভাষাতে লিখিত। ("হিউ এন চাং" "বৌদ্ধধর্ম্ম" "অভিধর্ম্মকোশের ভূমিকা" প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত)।

(৮) আমাদের যোজিত "যথাক্রমে" শব্দটীকে বাদ দিয়া ভগবান্ ভাষ্যকারের এই পংক্তিটী দৃষ্টে মনে হয়, বৌদ্ধগণ পৃথিবী প্রভৃতি পরমাণুসকলের প্রত্যেক প্রকার পরমাণুকেই উক্ত চারিটী গুণসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন। উত্তরমীমাংসার টীকাকারগণ কিন্তু পার্থিব প্রভৃতি তত্তৎ পরমাণুসকলের এক একটী গুণ আছে, যথা—পৃথিবী পরমাণুর গুণ 'খর', জলপরমাণুর গুণ 'স্নেহ' ইত্যাদি, এইরূপে উক্ত ভাষ্যবাক্যকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং ইহাই ভগবান্ ভাষ্যকারের অভিপ্রায়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। বিদ্বান্‌গণ বলেন—জাপানী বৌদ্ধগণ * প্রত্যেকপ্রকার পরমাণুতেই উক্ত চারিটী গুণ অঙ্গীকার করেন। আচার্য্য বসুবন্ধু প্রণীত অভি-ধর্ম্মকোশের ১।১২ 'নালন্দিকা' টীকাতে কিন্তু "তত্র পৃথিবীধাতুঃ খরস্বভাবঃ", ইত্যাদি প্রকারে পৃথিব্যাদি প্রত্যেকপ্রকার পরমাণুতে এক একটী গুণই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা নিশ্চিত হইতেছে যে, ভগবান্ ভাষ্যকার এই উভয়প্রকার বৌদ্ধমতের সহিতই পরিচিত ছিলেন।

* "System of Buddhistic thought"—Yamakami Sogen, গ্রন্থ ১২২-২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। গ্রন্থকার আচার্য্য শঙ্করের উপর বহু স্থলে আক্ষেপ করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ভাবদীপিকা সংযোগে শারীরকভাষ্য আলোচনা করিয়া দেখিবেন Yamakami মহাশয় বহু স্থলেই শারীরকভাষ্য বুঝিতে পারেন নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাৎ ।১১ সমুদায়াপ্রাপ্তিঃ সমুদায়ভাবানুপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ ।১২ কুতঃ ?১৩ সমুদায়িনাম্ অচেতনত্বাৎ ।১৪ চিত্তাভিজ্বলনস্য চ সমুদায়সিদ্ধ্যধীনত্বাৎ ।১৫ অন্যস্য চ কস্যচিৎ চেতনস্য ভোক্তুঃ প্রশাসিতুর্বা

ভাষ্যানুবাদ

(—অঙ্গীকৃত) হইলেও "তাহার অপ্রাপ্তি" হইয়া পড়িবে ।১১ [সূত্রস্থ "তদপ্রাপ্তি" পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] সমুদায়ের প্রাপ্তি হয় না, অর্থাৎ [উক্ত উভয়প্রকার] সমুদায়ভাবের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে (—ক্ষণিক পরমাণুসকল যে তত্তৎ বাহ্যসমুদায়াকারে পুঞ্জীভূত হইবে, ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞানধারা এবং ক্ষণিক সুখদুঃখাদি যে বিজ্ঞানস্কন্ধ ও বেদনাস্কন্ধ প্রভৃতিরূপে এবং আভ্যন্তর সমুদায়রূপে একত্রিত হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে) ।১২ কেন যুক্তিসঙ্গত নহে ?১৩ [তাহা বলিতেছেন —] যেহেতু সমুদায়ীসকল (—যাহাদের মিলনে 'ইহা একটী', এইপ্রকার সমুদায়ভাবের উৎপত্তি হইবে, সেই পরমাণুসকল ও স্কন্ধসকল) অচেতন ।১৪ (৫) [তাহা বলা যায় না], যেহেতু চিত্তের যে অভিজ্বলন (—স্বয়ং প্রকাশপ্রাপ্ত হওয়া এবং অপরকে প্রকাশিত ও ক্রিয়াবান্ করা), তাহা সমুদায়সিদ্ধির অধীন (৬) ।১৫ [যদি বলা হয়—পূর্ব্ব জন্মের যে চিত্তাভিজ্বলন, তাহা পরবর্ত্তী জন্মে সমুদায়োৎপত্তির প্রতি কারণ হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহাও বলিতে পার না], যেহেতু [আমাদের সিদ্ধান্তে যেপ্রকার অঙ্গীকৃত হয়, সেইপ্রকারে] অন্য কোন চেতন ভোক্তা (—জীব), অথবা শাসনকর্ত্তা (– ঈশ্বর) স্থির সংঘাতকর্ত্তৃরূপে [তোমাদের

ভাবদীপিকা

(৫) যদি বলা হয়—আমাদের মতে চিত্ত (—বিজ্ঞান, মন) চেতন। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইলে তাহা স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া পরমাণু প্রভৃতি অচেতন কারণসকল যে প্রকারে কার্যক্ষম হয়, সেইপ্রকারে তাহাদিগকে প্রকাশকরতঃ সেই সকলে অধিষ্ঠান করিয়া সেই চেতনই পরমাণু প্রভৃতি অচেতন কারণসকলের দেহাদি সমুদায়ভাবরূপ কার্য্য সম্পাদন করে। তদুত্তরে বলিতেছেন—**চিত্তাভিজ্বলনস্য**—['তাহা বলা যায় না'], যেহেতু' ইত্যাদি।

(৬) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—তোমাদের চিত্ত, অর্থাৎ মন বা বিজ্ঞানরূপ যে চেতনপদার্থ, তাহার অভিজ্বলন (—নিজে প্রকাশিত হওয়া ও অপরকে প্রকাশিত করা) সমুদায়ভাবের সিদ্ধি ব্যতীত সিদ্ধই হয় না। কারণ পরমাণুসকলের দ্বারা দেহরূপ সমুদায়ভাবের উৎপত্তি হইলেই সেই দেহকে আশ্রয়করতঃ মনের ক্রিয়া সম্ভব। দেহের বাহিরে মনের ক্রিয়া কল্পনা বাতুলের প্রলাপ মাত্র। শুক্র ও শোণিতের সংমিশ্রণাত্মক যে শরীররূপ সমুদায়ের আদি সূক্ষ্মাবস্থা, তাহার উৎপত্তির অনন্তরই তদবলম্বনে অহমাকারা আলয়বিজ্ঞানের ও মনের বৃত্তিলাভ (—উৎপত্তি) হয়, ইহা তোমরাই স্বীকার কর। [ইহা ৯ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রতীত্যসমুৎপাদের আধ্যাত্মিক হেতূপনিবন্ধের বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইবে]। সুতরাং দেহরূপ সমুদায়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হইলে চিত্তের অভিজ্বলন সিদ্ধ হয় এবং চিত্তের অভিজ্বলন সিদ্ধ হইলে দেহরূপ

শাঙ্করভাষ্যম্

স্থিরস্য সংহন্তুঃ অনভ্যুপগমাৎ ।১৬ নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে চ প্রবৃত্ত্যনুপরমপ্রসঙ্গাৎ ।১৭ আশয়স্যাপি অন্যত্বানন্যত্বাভ্যাম্ অনি-

ভাষ্যানুবাদ

মতে] স্বীকৃত হয় না। [অতএব জন্মান্তরীয় চিত্তাভিজ্বলন স্থির না হওয়ায়, অর্থাৎ ক্ষণিক হওয়ায় তাহা পরবর্ত্তী জন্মে সমুদায়োৎপত্তির প্রতি হেতু হইতে পারে না।১৬ যদি বলা হয়—পরমাণুসকল ও স্কন্ধসকল অন্য কর্ত্তৃনিরপেক্ষভাবে নিজেরাই সংহত হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহাও বলিতে পার না], যেহেতু নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিলে প্রবৃত্তির বিরাম কখনও হইবে না, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়িবে। [ফলে সুষুপ্তি প্রলয় ও মোক্ষ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।১৭ যদি বলা হয়—যাহাতে কর্ম্ম জ্ঞান ও রাগাদির সংস্কার সুপ্তভাবে অবস্থান করে, সেই আশয়, অর্থাৎ অহমাকারা আলয়বিজ্ঞানধারাই সমুদায়ভাবের কর্ত্তা। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহাও বলিতে পার না], যেহেতু আশয়ও অন্যত্ব (—ভিন্নতা) ও অনন্যত্ব (—অভিন্নতা) দ্বারা নিরূপণের যোগ্য নহে (৭)।১৮ আর [সেই আলয়-

ভাবদীপিকা

সমুদায়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয়দোষ তোমার পক্ষে দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। আবার বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ চিত্তের অভিজ্বলন, চিত্তের অভিজ্বলন হইলে অচেতন পরমাণু প্রভৃতি কারণসকলের সমুদায়ভাব সিদ্ধি, সমুদায়ভাব সিদ্ধ হইলে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সিদ্ধি, আবার বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সিদ্ধ হইলে চিত্তের অভিজ্বলন, এইপ্রকারে চক্রক দোষও তোমার পক্ষে দুর্ব্বার হইয়া পড়ে।

(৭) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই– "যাহাতে কর্ম্ম ও অনুভবজন্য সংস্কার অবস্থান করে, তাহা আশয়, অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞান" (ভামতী)। ক্ষণিক হওয়ায় এই অহমাকারা আলয়-বিজ্ঞানের ধারা কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু সেই আলয়বিজ্ঞানধারা* কি পদার্থ, তাহা নিরূপণ করা যায় না ; কারণ যাহার ধারা থাকে, তাহার ব্যক্তিও অবশ্যই থাকে। বহু ব্যক্তির একের অনন্তর অন্যের যে উৎপত্তি বা গতি, তাহাকেই বলা হয় 'ধারা'। সেইহেতু তোমাকে বলিতে হইবে, (ক) এই যে আলয়বিজ্ঞানধারা, তাহা আলয়বিজ্ঞানব্যক্তি হইতে ১। ভিন্ন, অথবা ২। অভিন্ন? ১। যদি বল—ভিন্ন। তাহা বলা যায় না ; কারণ যে বিজ্ঞানব্যক্তিসকলের একের অনন্তর অন্যের উৎপত্তিকে ধারা বলা হয়, সেই বিজ্ঞানব্যক্তি হইতে বিজ্ঞানধারাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু বলা যায় না। যেমন জলধারা জলবিন্দুসকল হইতে ঘট ও অশ্বের ন্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু নহে। ২। যদি বল—বিজ্ঞানব্যক্তি হইতে বিজ্ঞানধারা অভিন্ন। তাহাও বলা যায় না ; কারণ তাহা হইলে 'বিজ্ঞানব্যক্তি' 'বিজ্ঞানধারা' ইত্যাদি বিভিন্নার্থক শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আর যে বিজ্ঞানব্যক্তিসকল পরস্পর বিভিন্ন, তাহাদের প্রত্যেকেই বিজ্ঞানধারাপদবাচ্য

* অনেকে বলেন—জাপানী সর্ব্বাস্তিত্ববাদিগণ "অহমাকারা আলয়বিজ্ঞানধারা"রূপ পদার্থ অঙ্গীকারই করেন না। ইহা বিজ্ঞানবাদিগণের পরিভাষা। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই আশয়শব্দে তাঁহাদের স্বীকৃত 'মন' বা বিজ্ঞানকেই (অভিধর্মকোশ ১।১৭, ২।৩৪) গ্রহণ করা হউক্। ক্ষণিক পদার্থ হওয়ায় কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাহারও ধারা কল্পনা অবশ্যই তাঁহাদেরকে করিতে হইবে। সুতরাং ভাষ্যকারকর্ত্তৃক প্রদত্ত দূষণ হইতে নিস্তারের কোনও উপায়ই তাঁহাদের নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্ষপাত্বাৎ ।১৮ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাৎ চ নির্ব্যাপারত্বাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ ।১৯ তস্মাৎ সমুদায়ানুপপত্তিঃ ।২০ সমুদায়ানুপপত্তৌ চ তদাশ্রয়া লোকযাত্রা লুপ্যেত ।২১॥২।২।১৮॥

ভাষ্যানুবাদ

[বিজ্ঞানকে] ক্ষণিকরূপে স্বীকার করা হয় বলিয়া ব্যাপারহীন হওয়ায় প্রবৃত্তির উপপত্তি (—যুক্তিযুক্ততা) হয় না (৮) ১৯ সেইহেতু (—স্থায়ী সংহন্তার এবং যাহাদের সংহতি হইবে, সেই বস্তুসকলের স্থায়িত্বের অভাববশতঃ সমুদায় (—সমুদায়ভাবপ্রাপ্তি) যুক্তিসঙ্গত নহে ২০ আর সমুদায়ের অনুপপত্তি হইলে তদাশ্রিত লোকব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে ।২১ [অতএব সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমত সঙ্গত নহে] ॥২।২।১৮॥

ভাবদীপিকা

হইতে পারে না, যেমন জলবিন্দুই জলধারা নহে, তদ্রূপ। এইরূপে পরিদৃষ্ট হইল—আশ্রয়, অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞানধারা কি, তাহা নিরূপণ করা যায় না। (খ) আর যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, আলয়বিজ্ঞানধারা আলয়বিজ্ঞানব্যক্তি হইতে ভিন্ন। তাহা হইলে তোমাকে বলিতে হইবে, তাহা ১। স্থির, অথবা ২। ক্ষণিক? তাহা স্থির হইলে আর ধারা কল্পন করিতে হইবে না। ফলে ১। প্রথম পক্ষে তুমি বস্তুতঃ অন্য নামে আমাদের স্থির জীবাত্মাকেই অঙ্গীকার করিলে, যেহেতু আমাদের স্বীকৃত অহমাকারা বৃত্তির আশ্রয়ভূত যে অন্তঃকরণ, তদ্বিশিষ্ট চৈতন্যই জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়, তাহা আমোক্ষ স্থায়ী পদার্থও বটে। ২। দ্বিতীয় [ক্ষণিকত্ব] পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—**ক্ষণিকত্বা**—'আর [সেই' ইত্যাদি (১৯ বাক্য)।

[ক্ষণিক পদার্থের কর্তৃত্ব বা ক্রিয়াশ্রয়তা অসম্ভব।]

(৮) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই—(ক) যাহা ক্ষণিক, উৎপন্ন হইয়াই দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার জন্মই সম্ভব, কোনপ্রকার ক্রিয়া তাহার দ্বারা সম্ভব নহে; কারণ তাহার উৎপত্তির অনন্তর যে ক্ষণে তাহা ক্রিয়া সম্পাদন করিবে, সেই ক্ষণটাই তাহার বিনাশক্ষণ হওয়ায় তাহা কোন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। (খ) আর এক কথা, ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইলে ক্রিয়াক্ষণের পূর্ব্বে ও ক্রিয়াকালে কর্ত্তার বিদ্যমানতা আবশ্যক। তাহা কিন্তু তুমি স্বীকার করিতে পার না, কারণ তাহাতে তোমার অভিপ্রেত আলয়বিজ্ঞানরূপ কর্ত্তার ক্ষণিকত্ব ব্যাহত হইয়া পড়িবে। অতএব ব্যাপারবিহীন ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান অচেতন পরমাণু প্রভৃতির সংহতির (—পুঞ্জীভূত হওয়ায়, সমুদায়ভাবের) প্রতি কর্ত্তা হইতে পারে না। (গ) আর যে পরমাণু প্রভৃতির সংহতি ইচ্ছা করা হইতেছে, ক্ষণিক হওয়ায় তাহাদেরও তাহা সম্ভব হয় না। কেন হয় না? তাহা বলা হইতেছে—বিকীর্ণ অচেতন পরমাণুসকলকে একত্রিত (—পুঞ্জীভূত) হইতে হইলে সেই সকলে ক্রিয়া আবশ্যক। ক্রিয়া ক্রিয়াবানকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তাহাই ক্রিয়ার সমবায়িকারণ, ইহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ। যেমন কর্ত্তা-কর্তৃক অভিঘাতাদিবশতঃ ঘটে যে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, ঘটই তাহার আশ্রয় ও সমবায়িকারণ। কিন্তু ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতে হইলে যাহাতে ক্রিয়া উৎপন্ন হইবে, সেই বস্তুটীর ক্রিয়োৎপত্তির পূর্ব্বে এবং তৎসমকালে বিদ্যমানতা আবশ্যক। এইরূপে কারণ হইতে হইলেও কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বেও তৎসমকালে কারণের বিদ্যমানতা আবশ্যক। ফলে পুঞ্জীভূত হইতে হইলে ক্রিয়োৎপত্তির পূর্ব্বে

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতিচেন্নোৎপত্তি-মাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥২।২।১৯॥

পদচ্ছেদ—ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ, ইতি, চেৎ, ন, উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।

সূত্রার্থ-[ননু সংহন্তুঃ চেতনস্য অভাবেঽপি সংঘাতঃ উপপদ্যতে। অবিদ্যা সংস্কারঃ বিজ্ঞানম্ ইতি এবংজাতীয়কানাম্ অবিদ্যাদীনাম্] **ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ**—[কার্য্যং প্রতি অয়তে, জনকত্বেন গচ্ছতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রত্যয়শব্দঃ কারণবচনঃ। তথাচ অর্থঃ—] পরস্পরকারণত্বাৎ [ঘটীযন্ত্রবৎ অনিশম্ আবর্ত্তমানেষু অবিদ্যাদিষু অর্থাৎ আক্ষিপ্তঃ সংঘাতঃ উপপদ্যতে], **ইতি চেৎ? ন, উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ**—[অবিদ্যাদীনাম্ ইতরেতরকারণত্বে অপি] উৎপত্তিমাত্রে নিমিত্তত্বাৎ, [ন তু সংঘাতোৎপত্তৌ ইতি 'মাত্র'-শব্দার্থঃ। অতঃ তবাভিমতকার্য্যোৎপাদঃ ন সম্ভবতি, সংহন্তুঃ স্থিরস্য চেতনস্য অনঙ্গীকারাৎ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[কিন্তু সংঘাতকর্ত্তা চেতনের অভাব হইলেও সংঘাত (—একত্রিত হওয়া) উপপন্ন হয়। অবিদ্যা সংস্কার বিজ্ঞান ইত্যাদি এই জাতীয় অবিদ্যা প্রভৃতি পদার্থসকলের] **ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ**—['কার্য্যের প্রতি গমন করে, অর্থাৎ কার্য্যের জনকরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়', এইপ্রকার ব্যুৎপত্তির দ্বারা প্রত্যয়-শব্দটী কারণতার বাচক। তাহাতে অর্থ হয় -] পরস্পরের প্রতি কারণ হওয়ায় [ঘটীযন্ত্রের ন্যায় অবিরত আবর্ত্তনশীল অবিদ্যা প্রভৃতিতে অর্থাপত্তিবলে (—অন্যপ্রকারে উপপন্ন হয় না বলিয়া) আক্ষিপ্ত (—প্রাপ্ত) যে সংঘাত, তাহা যুক্তিসঙ্গত, **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা হয়? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—তাহা বলিতে পার না, **উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ**—যেহেতু [অবিদ্যা প্রভৃতি পরস্পরের প্রতি কারণ হইলেও, তাহারা] মাত্র [নিজেদের] উৎপত্তিতেই হেতু হইয়া থাকে, [কিন্তু সংঘাতের উৎপত্তিতে নহে; ইহাই 'মাত্র-শব্দটীর অর্থ। অতএব তোমার অভিপ্রেত কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভব নহে, যেহেতু [তন্মতে] সংঘাতকর্ত্তা স্থির চেতন অঙ্গীকৃত হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদ্যপি ভোক্তা প্রশাসিতা বা কশ্চিৎ চেতনঃ সংহন্তা স্থিরঃ ন অভ্যুপগম্যতে, তথাপি অবিদ্যাদীনাম্ ইতরেতরকারণত্বাৎ উপ-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—"প্রতীত্যসমুৎপাদ"-প্রক্রিয়াবলম্বনে সংঘাতের উৎপত্তি সিদ্ধ হওয়ায় লোকযাত্রার উপপত্তি।]

পূর্ব্বপক্ষ—যদিও ভোক্তা (—জীব), অথবা শাসনকর্ত্তৃরূপ (—ঈশ্বররূপ) কোন চেতন ও স্থির সংঘাতকর্ত্তা [আমাদের মতে] স্বীকৃত হয় না, তাহা হইলেও

ভাবদীপিকা [ক্ষণিকপদার্থের কর্ত্তৃত্ব ও ক্রিয়াশ্রয়তা অসম্ভব]

এবং তৎসমকালে সেই ক্রিয়ার আশ্রয় ও সমবায়িকারণভূত পরমাণুসকলের বিদ্যমানতা আবশ্যক। কিন্তু তাহা অঙ্গীকার করিলে পরমাণুসকলের উৎপত্তিক্ষণ, সেই সকলে কর্ত্তা-কর্ত্তৃক অভিঘাত-ক্ষণ, ক্রিয়োৎপত্তিক্ষণ, পূর্ব্বদেশ হইতে সেই সকলের বিভাগক্ষণ, পরে তাহাদের পুঞ্জীভূত হওয়ার ক্ষণ, এইপ্রকারে পরমাণুসকলকে বহুক্ষণস্থায়ী স্বীকার করিতে হইবে। ফলে তোমাদের অভিপ্রেত পরমাণুসকলের ক্ষণিকত্ব ব্যাহত হইয়া পড়িবে। অতএব ক্রিয়ার উৎপত্তিই সম্ভব না হওয়ায় ব্যাপারহীন অচেতন ও ক্ষণিক পরমাণুসকলের পুঞ্জীভূত হওয়া সম্ভব হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল। (খ) স্কন্ধসকলের বেলাতেও যুক্তি সমান। যেমন অচেতন চক্ষুর্বিজ্ঞান ও শ্রোত্রবিজ্ঞান

শাঙ্করভাষ্যম্

পদ্যতে লোকযাত্রা ।১ তস্যাং চ উপপদ্যমানায়াং ন কিঞ্চিৎ অপরম্ অপেক্ষিতব্যম্ অস্তি ।২ তে চ অবিদ্যাদয়ঃ – অবিদ্যা সংস্কারঃ বিজ্ঞানং নামরূপং ষড়ায়তনং স্পর্শঃ বেদনা তৃষ্ণা উপাদানং ভবঃ জাতিঃ জরা মরণং শোকঃ পরিদেবনা দুঃখং দুর্ম্মনস্তা ইতি এবং-জাতীয়কাঃ ইতরেতরহেতুকাঃ সৌগতে সময়ে ক্বচিৎ সংক্ষিপ্তাঃ নির্দ্দিষ্টাঃ, ক্বচিৎ প্রপঞ্চিতাঃ ।৩ সর্ব্বেষাম্ অপি অয়ম্ অবিদ্যাদি-

ভাষ্যানুবাদ

[৩৫৫ পৃঃ

অবিদ্যা প্রভৃতির ইতরেতরকারণতাপ্রযুক্ত (—অবিদ্যা প্রভৃতি একে অপরের প্রতি কারণ হওয়ায়, বস্তুতঃ সংঘাত সিদ্ধই হয়, সেইহেতু] লোকব্যবহার উপপন্ন হয় ।১ [কিন্তু সংঘাতের নিমিত্ত কি, তাহা বলিতে হইবে । তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর তাহা (—লোকব্যবহার) উপপন্ন হইলে [সংঘাতকর্ত্তৃরূপে] অপর কিছু অপেক্ষণীয় থাকে না ।২ [সেই অবিদ্যা প্রভৃতি কাহারা, তাহা বলিতেছেন—] আর সেই অবিদ্যা প্রভৃতি এই—অবিদ্যা সংস্কার বিজ্ঞান নামরূপ ষড়ায়তন স্পর্শ বেদনা তৃষ্ণা উপাদান ভব জাতি জরা মরণ শোক পরিদেবনা দুঃখ এবং দুর্ম্মনস্তা ইত্যাদি এই-জাতীয়, তাহারা পরস্পরের হেতুরূপে সৌগতসময়ে (—বৌদ্ধসিদ্ধান্তজ্ঞাপক শাস্ত্রে) কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কোথাও বিস্তৃতভাবে (৯) ।৩ এই অবিদ্যাদি

ভাবদীপিকা

প্রভৃতি ক্ষণিকবিজ্ঞানসকলের বিজ্ঞানস্কন্ধরূপে একত্রিত হওয়া এবং অচেতন ও ক্ষণিক স্কন্ধপঞ্চকের আভ্যন্তর সমুদায়রূপে একটী শরীরের অভ্যন্তরে একত্রিত হওয়া সম্ভব হয় না। ইহাই ভাব .

[বৌদ্ধমতে—প্রতীত্যসমুৎপাদ, চেতনের সহায়তাব্যতিরেকে সংঘাতোৎপত্তি প্রক্রিয়া]

(৯) চেতন ও স্থির সংঘাতকর্ত্তার অভাবেও আধ্যাত্মিক সংঘাত (—শরীরসম্বন্ধ সমুদায়) সিদ্ধ হয়, এই স্থলে **পূর্ব্ববাদী বৌদ্ধ** তাহা প্রদর্শন করিলেন। তাহা এই প্রকার— অনিত্য অশুচি ও ক্ষণস্থায়ী বস্তুতে যে নিত্যতা শুচিতা ও স্থিরতাবুদ্ধি, দুঃখে সুখবুদ্ধি, শূন্যে বস্তুবুদ্ধি এবং শরীরাকারে পরিণত অনাত্মবস্তুসকলে যে আত্মবুদ্ধি ইত্যাদি, তাহাকে বলে—**অবিদ্যা** । সেই অবিদ্যাবশতঃ অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ, প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ে মোহ উৎপন্ন হয়। সেই রাগ দ্বেষ ও মোহবশতঃ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কর্ম্মসকল সম্পাদিত হয় এই কর্ম্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট এবং রাগ দ্বেষ ও মোহ **সংস্কাররূপে** অবস্থান করে জন্মান্তরীয় এই অবিদ্যা ও সংস্কারের বলে গর্ভগত যে শুক্র ও শোণিতের সমুদায় (—সংমিশ্রণ) তাহাতে 'অহম্' ইত্যাকার আলয়বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। [রত্নপ্রভাকার ও ন্যায়নির্ণয়কার বলেন—উক্ত সংস্কারাদি হইতে গর্ভস্থ আদ্য বিজ্ঞানের এবং তাহা হইতে আলয়বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। বার্ত্তিকটীকাকার বলেন—উক্ত সংস্কার হইতে আলয়বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তিবিজ্ঞান-উভয়ই উৎপন্ন হয়]। ইহাই মূলোক্ত **বিজ্ঞান** । [অভিধর্ম্মকোশ ১।১৬-১৭ সূত্রে বিজ্ঞানশব্দে মন গৃহীত হইয়াছে]। এই বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবশতঃ গর্ভস্থ শুক্রশোণিতে কলল ও বুদ্বুদাত্মক **নামরূপ** উৎপন্ন হয়। তাহার পর গর্ভগত সেই কলল ও বুদ্বুদের পরিণামভূত শরীরের

ভাবদীপিকা [প্রতীত্যসমুৎপাদের বর্ণনা।]

উৎপত্তি হয়। ছয়টী ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হওয়ায় শরীরকেই বলা হয়—**ষড়ায়তন**। গর্ভস্থ শরীরীর যে শীতোষ্ণাদির অনুভব, তাহাই **স্পর্শ**। গর্ভস্থের যে স্পর্শজনিত সুখদুঃখাদির অনুভব, তাহাই **বেদনা**। গর্ভস্থের যে বেদনাজনিত সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহারের ইচ্ছা, তাহাই **তৃষ্ণা**। তৃষ্ণাবশতঃ গর্ভস্থের যে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহারের অনুকূল [শরীর-সঞ্চালনাদি] ব্যাপার, তাহাকে বলা হয়—**উপাদান**। উপাদানের ফলে গর্ভ হইতে যে নির্গমন, তাহাই **ভব** (—জন্ম)। এই জন্মরূপ হেতুবশতঃই পরবর্ত্তী কার্য্যসকল হইয়া থাকে। যথা উৎপন্ন শরীরের জনকগত জাতি অনুসারে যে গোত্র ও মনুষ্যত্বাদি জাতি লব্ধ হয়, তাহাই **জাতি**। তাহার পর জাত দেহের পরিপাকরূপ **জরা** ও নাশরূপ **মরণ** হইয়া থাকে। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রিয়জনের বিয়োগবশতঃ এবং ইচ্ছার ব্যাঘাতবশতঃ যে অন্তর্দাহ, তাহাই **শোক**। সেই শোকবশতঃ 'হা পুত্র', ইত্যাদিরূপে যে প্রলাপ, তাহাই **পরিদেবনা**। জীবদ্দশাতে বাহ্যেন্দ্রিয়কৃত বিষয়ানুভবজনিত যে দুঃখ, এবং মৃত্যুকালীন যে ক্লেশ, তাহাই **দুঃখ**। মানসবিষয়ের অনুভবজনিত যে দুঃখ (—মানসী ব্যথা), তাহাই **দুর্ম্মনস্তা**। ভাষ্যস্থ "ইতি এবংজাতীয়কাঃ" এই বাক্যটীর দ্বারা মদ মান অপমান মরণ লোকান্তরপ্রাপ্তি পুনরাগমন ইত্যাদি বিবক্ষিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে—পূর্ব্বোক্ত (১ ভাবদীঃ) স্কন্ধপঞ্চকও এই আধ্যাত্মিক সমুদায়ের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। এইপ্রকারে **বৌদ্ধমতাবলম্বী** বলেন—পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী অবিদ্যাদি জানে না যে, আমরা সংস্কারাদি উত্তরোত্তর পদার্থসকলের কারণ, আবার উত্তরোত্তরবর্ত্তী সংস্কার প্রভৃতিও জানে না যে, আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী অবিদ্যাদি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। এইপ্রকারে ভব (– জন্ম) জানে না যে, আমি উত্তরবর্ত্তী জরামরণাদির কারণ। আর উত্তরবর্ত্তী জরামরণাদিও জানে না যে, জন্মই আমাদের হেতু। ইহারা সকলেই জড় পদার্থ। অথচ চেতনের সহায়তাব্যতিরেকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণ হইতে উত্তরোত্তর কার্য্যের উৎপত্তি **স্বতঃই** হয়। সুতরাং তাহার জন্য স্থির চেতন অঙ্গীকারের কোনই আবশ্যকতা নাই। এইপ্রকারে অবিদ্যা হইতে দুর্ম্মনস্তা প্রভৃতি এই কার্য্যকারণপ্রবাহ ঘটীযন্ত্রের ন্যায়, বা অলাতচক্রের ন্যায় অবিরত আবর্ত্তিত হওয়ায় তাহাদের সমুদায়ভাব স্বতঃই সিদ্ধ হয়। জন্মাদিহেতুবশতঃ পুনরায় অবিদ্যাদির উৎপত্তি এবং অবিদ্যাদি হেতুবশতঃ পুনরায় জন্মাদি কার্য্যসকলের উৎপত্তি, এইপ্রকারে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণপ্রবাহরূপ এই অনাদি ভবচক্র চেতন কর্ত্তার সহায়তা ব্যতিরেকেই চলিতেছে। [বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন টীকাগ্রন্থে এবং অভিধর্ম্মকোশের ৩।২০ হইতে সূত্রসকলের নালন্দিকা টীকাতে এই পরিভাষাগুলির নানাপ্রকার ব্যাখ্যা পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা প্রধানতঃ ব্রহ্মবিদ্যাভরণ পরিমল শারীরকন্যায়সংগ্রহ এবং কোন কোন স্থলে ভামতী প্রভৃতি অবলম্বনে এই ব্যাখ্যা যোজনা করিলাম]।

এই যে চেতনের সহায়তা ব্যতিরেকে কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তির প্রক্রিয়া, ইহাকে **বৌদ্ধগণ** বলেন—**প্রতীত্যসমুৎপাদ**। "ইদং প্রতীত্য—প্রাপ্য ইদং সমুৎপদ্যতে"—'এই [কারণকে] প্রাপ্ত হইয়া ইহা (– কার্য্য) সমুৎপন্ন হয়', এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে প্রতীত্যসমুৎপাদশব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিষয়টী আরও বিশদভাবে আলোচিত হইতেছে—**হেতূপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ**, এই দুইটী কারণবশতঃ প্রতীত্যসমুৎপাদ (—**চেতনের সহায়তা ব্যতিরেকে কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি**) হইয়া থাকে। "একস্য হেতোঃ

ভাবদীপিকা [প্রতীত্যসমুৎপাদের বর্ণনা।]

কার্য্যেণ উপনিবন্ধঃ হেতূপনিবন্ধঃ" (কল্পতরু)—'একটী কারণের যে [এক বা একাধিক] কার্য্যের সহিত উপনিবন্ধ (—সম্বন্ধ), তাহাই 'হেতূপনিবন্ধ'। অর্থাৎ একটী কারণ হইতে এক বা একাধিক কার্য্যের উৎপত্তিপ্রক্রিয়াকে বলে—**হেতূপনিবন্ধ**। আর "প্রত্যয়ানাং—মিলিতানাং নানাকারণানাং যঃ কার্য্যেণ উপনিবন্ধঃ, সঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ' (ঐ)—'প্রত্যয়সকলের অর্থাৎ মিলিত কারণসকলের যে কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ, তাহাকে বলে—'প্রত্যয়োপনিবন্ধ'। অর্থাৎ বহু কারণের মিলনে একটীমাত্র কার্য্যোৎপত্তির প্রক্রিয়াকে বলে—**প্রত্যয়োপনিবন্ধ**। এই হেতূপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ আবার বাহ্য (—শরীরের সহিত সম্বন্ধশূন্য) ও আধ্যাত্মিক (—শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত) ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে প্রতীত্যসমুৎপাদের **আধ্যাত্মিক হেতূপনিবন্ধের** বর্ণনা ভগবান্ ভাষ্যকার অত্রস্থ ৩ সংখ্যক ভাষ্যবাক্যে করিয়াছেন। আমরা ব্রহ্মবিদ্যাভরণ প্রভৃতি অবলম্বনে উপরে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছি।

এক্ষণে প্রতীত্যসমুৎপাদের **আধ্যাত্মিক প্রত্যয়োপনিবন্ধ** বর্ণিত হইতেছে পৃথিবী জল তেজঃ বায়ু আকাশ এবং বিজ্ঞানধাতুর মিলনবশতঃ শরীরসংঘাত উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পৃথিবী ধাতু শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করে। জলধাতু শরীরকে স্নিগ্ধ করে। তেজোধাতু তাহার উষ্ণতা সম্পাদন ও খাদ্য পরিপাক করে। বায়ুধাতু শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করে। আকাশধাতু শরীরের অভ্যন্তরে সুষিরভাব (—ছিদ্রযুক্ততা, অবকাশযুক্ততা) সম্পাদন করে। বিজ্ঞানধাতু * নামরূপাত্মক অঙ্কুরকে, অর্থাৎ শরীরের কললবুদ্বুদাত্মক সূক্ষ্ম অবস্থাকে উৎপাদন করে। এইরূপে যখন আধ্যাত্মিক পৃথিব্যাদি ধাতুসকল অবিকল (—সম্যক্ কার্য্যকরী) হয়, তখন তাহাদের সকলের মিলনবশতঃ শরীরের উৎপত্তি হয়। এই স্থলে পৃথিব্যাদি ধাতু জানে না যে, 'আমরা শরীরের কাঠিন্যাদি সম্পাদন করিতেছি' এবং শরীরও জানে না যে, 'আমি উক্ত কারণসকলের সম্মিলনে উৎপন্ন'। এইরূপে চেতনের সহায়তাব্যতিরেকেই পৃথিব্যাদি অচেতন কারণসকল হইতে হয় শরীরের উৎপত্তি, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ হওয়ায় অন্যথা করা যায় না।

প্রতীত্যসমুৎপাদের **বাহ্য হেতূপনিবন্ধ** এইপ্রকার—বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, পত্র হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে নাল (—ডাঁটা), নাল হইতে গর্ভ (—কুঁড়ির সূক্ষ্মাবস্থা), গর্ভ হইতে শুক (—কুঁড়ি), শুক হইতে পুষ্প এবং পুষ্প হইতে হয় ফল। এই স্থলেও অচেতন বীজ প্রভৃতি কারণ ও অঙ্কুর প্রভৃতি কার্য্য জানে না যে, "আমরা উৎপাদন করিতেছি" বা "উৎপন্ন হইতেছি"। এইরূপে চেতনের সহায়তাব্যতিরেকেই কার্য্যকারণভাব দৃষ্টসিদ্ধ।

প্রতীত্যসমুৎপাদের **বাহ্য প্রত্যয়োপনিবন্ধ** এই—পৃথিব্যাদি ছয়টী ধাতুর সম্মিলনে বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পৃথিবী ধাতু বীজের সংগ্রহকৃত্য সম্পাদন করে, যাহার ফলে অঙ্কুর কঠিন হয়। জলধাতু বীজকে স্নিগ্ধ করে। তেজোধাতু বীজকে পরিপাক (—তাপদান) করে। বায়ুধাতু বীজকে সঞ্চালিত করে, যাহার ফলে বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হয়। আকাশধাতু বীজের অনাবরণকৃত্য সম্পাদন করে, অর্থাৎ অঙ্কুরোদ্গমের উপযোগী

* অভিধর্ম্মকোশকার "চিত্তং মনোঽথবিজ্ঞানম্ একার্থম্" (২।৩৪) ইত্যাদি সূত্রে বিজ্ঞানশব্দে মনকে গ্রহণ করিয়াছেন। কল্পতরুকার কিন্তু "…কর্ম্ম, তৎসহিতং সমনন্তরপ্রত্যয়রূপমনোবিজ্ঞানং যোঽভিনির্বর্ত্তয়তি, সঃ বিজ্ঞানস্কন্ধঃ ইতি উচ্যতে; তচ্চ আলয়বিজ্ঞানম্", ইত্যাদি গ্রন্থে আলয়বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানশব্দে গ্রহণ করিয়াছেন। পরিমলকার "মনোবিজ্ঞান শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"মনোরূপ বিজ্ঞান"। সুতরাং এঁদের মতে "কর্ম্মসহিত মনের অভিনির্বর্ত্তক (—স্বসত্তার দ্বারা মনোব্যাপারের স্ফুরণকর্তা) অহমাকারা আলয়বিজ্ঞানই" হইতেছে বিজ্ঞানশব্দের অর্থ।

[৩৫২ পৃঃ] শাঙ্করভাষ্যম্

কলাপঃ অপ্রত্যাখ্যেয়ঃ।৪ তদেবম্ অবিদ্যাদিকলাপে পরস্পর-নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেন ঘটীযন্ত্রবৎ অনিশম্ আবর্ত্তমানে অর্থাক্ষিপ্তঃ উপপন্নঃ সংঘাতঃ ইতি চেৎ ?৫ তন্ন।৬ কস্মাৎ ?৭ উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।৮ ভবেৎ উপপন্নঃ সংঘাতঃ যদি সংঘাতস্য কিঞ্চিৎ নিমিত্তম্ অবগম্যতে।৯ ন তু অবগম্যতে, যতঃ ইতরেতর-প্রত্যয়ত্বে অপি অবিদ্যাদীনাং পূর্ব্বপূর্ব্বম্ উত্তরোত্তরস্য উৎপত্তি-মাত্রনিমিত্তং ভবৎ ভবেৎ; ন তু সংঘাতোৎপত্তেঃ কিঞ্চিৎ নিমিত্তং সম্ভবতি।১০ ননু অবিদ্যাদিভিঃ অর্থাৎ আক্ষিপ্যতে সংঘাতঃ ইতি উক্তম্।১১ অত্র উচ্যতে—যদি তাবৎ অয়ম্

ভাষ্যানুবাদ

পদার্থসকল সকলের পক্ষেই প্রত্যাখ্যানের অযোগ্য (—সকল মতাবলম্বীই ইহা অঙ্গীকার করেন) ৪ অতএব এইপ্রকারে অবিদ্যা প্রভৃতি পদার্থসকল পরস্পর কার্য্য-কারণভাবে ঘটীযন্ত্রের ন্যায় অবিরত আবর্ত্তিত হইলে অর্থবলে আক্ষিপ্ত (—অর্থাপত্তি-প্রমাণবলে প্রাপ্ত) যে সংঘাত, তাহা যুক্তিসঙ্গত এইপ্রকার যদি বলা হয় ?৫

[সিঃ—আধ্যাত্মিক প্রত্যয়োপনিবন্ধপক্ষে সংঘাতকর্ত্তার অভাবে শরীরাদি সংঘাতের উৎপত্তি অসম্ভব।]

সিদ্ধান্তী—তদুত্তরে বলিব, না, তাহা বলা যায় না।৬ কোন্ হেতুবশতঃ বলা যায় না ?৭ [উত্তর—] যেহেতু [অবিদ্যা প্রভৃতি তত্তৎ পরবর্ত্তী পদার্থের] উৎপত্তি-মাত্রের প্রতি হেতু, [কিন্তু শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সমুদায়ভাবের প্রতি নহে]।৮ সংঘাত (—শরীরাদির সমুদায়ভাব) যুক্তিসঙ্গত হইত, যদি সংঘাতের কোন নিমিত্ত অবগত হওয়া যাইত।৯ তাহা কিন্তু অবগত হওয়া যাইতেছে না, যেহেতু অবিদ্যা প্রভৃতি একে অপরের প্রত্যয় (—কারণ) হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তীটী পর পরবর্ত্তীর উৎ-পত্তিমাত্রের প্রতি কারণ হয় হউক্; কিন্তু [শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির] সমুদায়ভাবোৎপত্তির প্রতি কোন নিমিত্ত সম্ভব হইতেছে না।১০ কিন্তু অবিদ্যা প্রভৃতির দ্বারা সংঘাত আক্ষিপ্ত (—অর্থতঃ সিদ্ধ) হয়, ইহা বলা হইয়াছে (১০)।১১ [সিদ্ধান্তী তদুত্তরে

ভাবদীপিকা

অবকাশ প্রদান করে। ঋতুধাতু বীজের বৃক্ষাকারে পরিণাম সম্পাদন করে। ইহাদের মধ্যে কোন ধাতুই জানে না যে, তাহারা বীজের 'অমুক ব্যাপারটী' সম্পাদন করিতেছে এবং বীজও জানে না যে, 'অমুক ধাতু আমার অমুক উপকার সম্পাদন করিতেছে'। এইরূপে চেতনের সহায়তা ব্যতিরেকেই অচেতন পৃথিব্যাদি হইতে বৃক্ষরূপ সংঘাতের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। **লক্ষ্য করিতে** হইবে—প্রত্যয়োপনিবন্ধস্থলে সমস্ত কারকব্যাপার যুগপৎ চলিতে থাকে, একের ব্যাপার শেষ হইলে অপরের ব্যাপার আরব্ধ হয়, এইরূপ নহে। ইহাই হইল বৌদ্ধমতে চেতনের সহায়তা ব্যতিরেকে সমুদায়ভাবরূপ কার্য্যোৎপত্তির প্রক্রিয়া। (প্রধানতঃ ভামতী অবলম্বনে)।

(১০) **বৌদ্ধের** অভিপ্রায় এই—সংঘাতশব্দের অর্থ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সমূহ। **অবিদ্যাদিরূপ হেতুবশতঃ** শরীরাদিসংঘাতের উৎপত্তিরূপ জন্ম এবং জন্মরূপ হেতুবশতঃ শরীরাদি

শাঙ্করভাষ্যম্

অভিপ্রায়ঃ— অবিদ্যাদয়ঃ সংঘাতম্ অন্তরেণ আত্মানম্ অলভমানাঃ অপেক্ষন্তে সংঘাতম্ ইতি।১২ ততঃ তস্য সংঘাতস্য নিমিত্তং বক্তব্যম্।১৩ তচ্চ নিত্যেষু অপি অণুষু অভ্যুপগম্যমানেষু আশয়াশ্রয়ভূতেষু [আশ্রয়াশ্রয়িভূতেষু] চ ভোক্তৃষু সৎসু ন সম্ভবতি ইতি উক্তং বৈশেষিকপরীক্ষায়াম্।১৪ কিম্ অঙ্গ পুনঃ ক্ষণিকেষু অপি অণুষু ভোক্তৃরহিতেষু আশয়াশ্রয়শূন্যেষু [আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু] বা অভ্যুপগম্যমানেষু সম্ভবেৎ?১৫ অথ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ— অবিদ্যাদয়ঃ এব

ভাষ্যানুবাদ

জিজ্ঞাসা করিতেছেন—অবিদ্যাদি সংঘাতের জ্ঞাপক, অথবা উৎপাদক? প্রথম পক্ষের উত্থাপন করিতেছেন—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে, ["সংঘাত অর্থাপত্তিবলে লব্ধ হয়", এই বাক্যটীর] অভিপ্রায় যদি এই হয়—যে অবিদ্যা প্রভৃতি সংঘাত ব্যতিরেকে আত্মলাভ করে না (—সংঘাত সিদ্ধ না হইলে যাহাদের স্বরূপ সিদ্ধ হয় না), তাহারা সংঘাতকে অপেক্ষা করে (—সংঘাত যে আছে, ইহা জ্ঞাপন করে)।১২ তাহা হইলে সেই [জ্ঞাপিত] সংঘাতের নিমিত্ত (—উৎপাদক) কি, তাহা বলিতে হইবে।১৩ তাহা (—সংঘাতের সেই উৎপাদক) কিন্তু নিত্য পরমাণুসকল স্বীকার করিলেও এবং আশয়ের (—অদৃষ্টের) আশ্রয়ভূত ভোক্তা (—জীব) বর্ত্তমান থাকিলেও সম্ভব হয় না, ইহা বৈশেষিকমতের পরীক্ষাতে বলা হইয়াছে (২।২।১২ সূঃ ৩০-৩৮ বাক্য)।১৪ তাহা হইলে বল দেখি বৎস, ভোক্তৃরহিত এবং অদৃষ্টের আশ্রয়ভূত কর্ত্তৃরহিত ক্ষণিক পরমাণুসকল অঙ্গীকার করিলে [সংঘাতের উৎপাদক] কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? (—সম্ভব হইবে না (১১))।১৫

ভাবদীপিকা

অনাত্মবস্তুসকলে আত্মবুদ্ধিরূপ অবিদ্যা ও তাহার কার্য্যসকলের উৎপত্তি হয়। এইরূপ অবিদ্যা ও শরীরাদিসংঘাতের মধ্যে অনাদি কার্য্যকারণভাব থাকায় সংঘাতরূপ নিমিত্তব্যতিরেকে অবিদ্যাদির সিদ্ধি না হওয়ায় অর্থাপত্তিবলে সংঘাতকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন দিবসে অভুক্ত দেবদত্তের স্থূলতা অন্যথা সিদ্ধ না হওয়ায় অর্থাপত্তিবলে তাহার রাত্রিভোজনকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ। অতএব অবিদ্যা প্রভৃতির দ্বারাই সংঘাতের উৎপত্তি হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত।

(১১) ১৪ সংখ্যক বাক্যে ব্যাখ্যাত "আশয়াশ্রয়ভূতেষু" এই পাঠ প্রকটার্থবিবরণে ধৃত হইয়াছে। ন্যায়নির্ণয় ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণ প্রভৃতিতে—"আশ্রয়াশ্রয়িভূতেষু" এইপ্রকার পাঠ ধৃত হইয়াছে। ন্যায়নির্ণয়কার ও রত্নপ্রভাকার এই পদটীর অর্থ করিয়াছেন—"অদৃষ্টাশ্রয়েষু"; আশ্রয়শব্দের অর্থ—অদৃষ্ট (কল্পতরু)। তাহাতে অনুবাদে প্রদর্শিত অর্থের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার কিন্তু উক্ত পদটীর অর্থ করিয়াছেন—"উপকার্য্যোপকারকভাবং প্রাপ্তেষু"। তাহাতে বাক্যটীর অন্বয় হইবে এইপ্রকার—"নিত্যেষু আশ্রয়াশ্রয়িভূতেষু অণুষু অভ্যুপগম্যমানেষু ভোক্তৃষু চ সৎসু" ইত্যাদি। তাহাতে অনুবাদ হইবে এইপ্রকার—"উপকার্য্য-উপকারকভাবপ্রাপ্ত নিত্য পরমাণুসকল স্বীকার করিলেও এবং ভোক্তা (—জীব) বর্ত্তমান

শাঙ্করভাষ্যম্

সংঘাতস্য নিমিত্তম্ ইতি।১৬ কথং তমেব আশ্রিত্য আত্মানং লভমানাঃ তস্যৈব নিমিত্তং স্যুঃ?১৭ অথ মন্যসে- সংঘাতাঃ এব অনাদৌ সংসারে সন্তত্যা অনুবর্ত্তন্তে, তদাশ্রয়াশ্চ অবিদ্যাদয়ঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আধ্যাত্মিক প্রত্যয়োপনিবন্ধপক্ষে অবিদ্যাদি সংঘাতের উৎপাদক হইলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ।]

[অবিদ্যাদিই সংঘাতের উৎপাদক, এই দ্বিতীয় পক্ষকে উত্থাপন করিতেছেন—] আর যদি অভিপ্রায় এই হয়—অবিদ্যা প্রভৃতিই সংঘাতের নিমিত্ত (—অবিদ্যাদিরূপ হেতুসকল স্বভাববশতঃই শরীরাদিরূপ সংঘাতের উৎপাদন করে)।১৬ [তদুত্তরে বলিব—] তাহাকেই (—সংঘাতকেই) আশ্রয় করিয়া যাহারা আত্মলাভ করে (—যাহাদের স্বরূপ সিদ্ধ হয়), তাহারা কিপ্রকারে তাহারই (—সেই সংঘাতেরই) নিমিত্ত হইবে ? [তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ (১২) হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব]।১৭

[সিঃ—আধ্যাত্মিক প্রত্যয়োপনিবন্ধপক্ষে স্বভাববশতঃ এক সংঘাত হইতে সংঘাতান্তরের উৎপত্তি অঙ্গীকারে জন্মান্তরাদি স্বাভ্যুপগমবিরোধ।]

আর যদি মনে কর, অনাদি সংসারে সংঘাতসকলই প্রবাহাকারে অনুবর্ত্তন করে

ভাবদীপিকা

থাকিলেও", ইত্যাদি। এই স্থলে উপকার্য্য-উপকারকভাব এইপ্রকার—বৈশেষিকমতে ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ অদৃষ্টবান্ জীবাত্মার সহিত সম্বন্ধবশতঃ পরমাণুসকলে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়; তাহার ফলে তাহারা দ্ব্যণুকাদিক্রমে সংঘাতভাব প্রাপ্ত হয়। সেইহেতু অদৃষ্টবান্ জীব উপকারক এবং পরমাণুসকল উপকার্য্য। ১৫ সংখ্যক বাক্যেও সুতরাং "আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু" ইহার অর্থ হইবে—"উপকার্য্যোপকারকভাবশূন্যেষু"। **বৌদ্ধমতে** ঈশ্বর স্বীকৃত হন না। আর ভোক্তা জীব (—বিজ্ঞানধাতু, আলয়বিজ্ঞান) এবং পরমাণুসকল ক্ষণিক; দ্বিতীয় ক্ষণে তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। স্বীয় উৎপত্তিক্ষণের অনন্তর জীব যখন পরমাণুকে অবগত হইবে, তখনই তাহার বিনাশ হইয়া যায়, ফলে সে আর পরমাণুসকলকে সংহতকরণরূপ কর্ম্মই করিতে পারে না, ভোক্তাও হইতে পারে না। ফলে জীব উপকারক হইতে পারে না। আবার দ্বিতীয় ক্ষণে পরমাণুরও নাশ হইয়া যায় বলিয়া তাহার দ্বারা সংঘাতোৎপত্তিই সম্ভব হয় না। ফলে পরমাণুও উপকার্য্য হইতে পারে না। আবার ১৫ সংখ্যক বাক্যের টীকাতে রত্নপ্রভাকার "আশয়াশ্রয়শূন্যেষু" এই স্থলে পাঠান্তর ধরিয়াছেন—"আশ্রয়াশ্রয়শূন্যেষু"। তাহার অর্থ করিয়াছেন—'সংঘাতকর্তৃ-রহিত'। ক্ষণিক জীব পরমাণুসকলের সংঘাতকর্ত্তা হইতে পারে না। ঈশ্বরও অঙ্গীকৃত হন না। ফলে উৎপাদক কেহ না থাকায় সংঘাতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না, ইহাই সিদ্ধ হয়।

(১২) মনুষ্য শরীররূপ সংঘাত সিদ্ধ হইলে তাহাকে আশ্রয়করতঃ অবিদ্যা প্রভৃতির স্বরূপ সিদ্ধ হয়; আবার অবিদ্যা প্রভৃতির স্বরূপ সিদ্ধ হইলে সেই সকলকে আশ্রয়করতঃ মনুষ্যশরীররূপ সংঘাত সিদ্ধ হয়, এইপ্রকারে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে। আর অন্যপ্রকার দোষও হইয়া পড়ে, তাহা এই—যদি অবিদ্যাদিই সংঘাতের নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা স্বভাববশতঃ একের পর অন্য এইপ্রকারে অবিরামভাবে সংঘাতের উৎপাদন করিতে থাকিবে; ফলে প্রলয় ও মোক্ষ সম্ভব হইবে না।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি।১৮ তদাপি সংঘাতাৎ সংঘাতান্তরম্ উৎপদ্যমানং নিয়মেন বা সদৃশম্ এব উৎপদ্যেত, অনিয়মেন বা সদৃশং বিসদৃশং বা উৎপদ্যেত?১৯ নিয়মাভ্যুপগমে মনুষ্যপুদ্গলস্য দেবতির্যগ্‌যোনি-নারকপ্রাপ্ত্যভাবঃ প্রাপ্নুয়াৎ।২০ অনিয়মাভ্যুপগমে অপি মনুষ্য-

ভাষ্যানুবাদ

(—একের পর অন্যটী চলিতে থাকে), আর অবিদ্যা প্রভৃতি সেই [সংঘাত] সকলকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে (১৩) ইত্যাদি।১৮ [তদুত্তরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—] তাহা হইলেও সংঘাত হইতে যে অন্য সংঘাত উৎপন্ন হয়, তাহা নিয়মিতভাবে সদৃশরূপেই উৎপন্ন হইবে, অথবা অনিয়মিতভাবে সদৃশ বা বিসদৃশ-রূপে উৎপন্ন হইবে?১৯ নিয়ম (—সংঘাত হইতে সদৃশ সংঘাতের উৎপত্তি) স্বীকার করিলে মনুষ্য পুদ্গলের (—শরীরের) দেব ও তির্য্যগ্‌ যোনি (—দেবশরীর ও পশু-শরীর) এবং নারকীয় শরীর প্রাপ্তির অভাব হইয়া পড়িবে (১৪)।২০ অনিয়ম

ভাবদীপিকা

(১৩) এই স্থলে **বৌদ্ধের** অভিপ্রায় এই—শরীররূপ সংঘাত যখন উৎপন্ন হয়, তখন পৃথিবী হইতে বিজ্ঞানধাতু পর্য্যন্ত প্রত্যয় (—কারণ) সকল তদন্তঃপাতিরূপে থাকিয়াই সেই সংঘাতকে উৎপাদন করে। সেই পৃথিবী প্রভৃতি কারণসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, আর চেতন কেহ তাহাদিগকে একত্র পুঞ্জীকৃত করিয়া সংঘাতের উৎপাদন করে, ইহা আমরা বলিতেছি না। সুতরাং আমাদের মতে চেতন সংঘাতকর্ত্তার কোনই আবশ্যকতা নাই। আমরা বলি—ক্ষণিক হইলেও স্বভাববলেই ভাবপদার্থসকল সর্ব্বদা সংহত হইয়াই উদিত হয় এবং তদ্রূপেই বিনষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী সংঘাত হইতেই হয় উত্তরোত্তরবর্ত্তী সংঘাতের উৎপত্তি, যথা—পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃসংঘাত হইতেই শুক্রশোণিতসংঘাতকে দ্বার করিয়া উত্তরোত্তর পুত্রসংঘাতের উৎপত্তি। আর অবিদ্যা প্রভৃতি সেই সংঘাতকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে এবং উত্তরোত্তর সংঘাতের প্রবর্ত্তক (—প্রযোজক কারণ) হইয়া থাকে। এইপ্রকারে অনাদি সংঘাতপ্রবাহ চলিতেছে। এই অনাদি প্রবাহমধ্যে শরীরসংঘাত ও অবিদ্যাদি সমূহ অভিন্ন থাকে না, প্রবাহরূপে তাহারাও নব নব হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই শরীরাদিসংঘাত সেই অবিদ্যাদিকে অপেক্ষা না করায় অন্যোন্যাশ্রয়দোষ আমাদিগের উপর আপতিত হয় না।

(১৪) "পূর্য্যতে গলতি চ ইতি পুদ্গলঃ দেহঃ"—'যাহা আপূরিত হয় এবং গলিয়া যায়, তাহাকে বলে—পুদ্গল, অর্থাৎ শরীর'। **বৌদ্ধ** বলিতেছেন—কোন চেতন নিয়ামক ব্যতি-রেকেই স্বভাববশতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধের বলে একটী মনুষ্যশরীর হইতে তৎসদৃশ অন্য মনুষ্য-শরীর [যেমন পিতৃশরীর হইতে তৎসদৃশ পুত্রশরীর] উৎপন্ন হয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—মনুষ্য যখন মৃত হইয়া স্বর্গে বা নরকে গমন করে, তখন সেই স্থলে তাহার মনুষ্য-শরীরই উৎপন্ন হয়, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে, কারণ সংঘাত হইতে সদৃশ সংঘাতেরই উৎপত্তি হয়, ইহা তুমি বলিতেছ। সংঘাতমধ্যবর্ত্তী যে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট, তাহা জড় হওয়ায় নিয়ামক হইতে পারে না এবং চেতন নিয়ামকও তুমি অঙ্গীকার কর না। ফলে তোমার মতে শুভাশুভ কর্ম্মের ফলে মনুষ্যের যে স্বর্গে দেবশরীর, নরকে নারকীয় শরীর ও

শাঙ্করভাষ্যম্

পুদ্গলঃ কদাচিৎ ক্ষণেন হস্তী ভূত্বা দেবঃ বা পুনঃ মনুষ্যঃ বা ভবেৎ ইতি প্রাপ্নুয়াৎ।২১ উভয়ম্ অপি অভ্যুপগমবিরুদ্ধম্।২২ অপি চ যদ্‌ভোগার্থঃ সংঘাতঃ স্যাৎ, সঃ নাস্তি স্থিরঃ ভোক্তা ইতি তব অভ্যুপগমঃ।২৩ ততশ্চ ভোগঃ ভোগার্থঃ এব, সঃ ন অন্যেন প্রার্থনীয়ঃ।২৪ তথা মোক্ষঃ মোক্ষার্থঃ এব, ইতি মুমুক্ষুণা ন অন্যেন ভবিতব্যম্।২৫ অন্যেন চেৎ প্রার্থ্যেত উভয়ং, ভোগমোক্ষকালা-

ভাষ্যানুবাদ

(—এক ক্ষণিক সংঘাত হইতে সদৃশ বা বিসদৃশ সংঘাতান্তরের উৎপত্তি) অঙ্গীকার করিলেও [কোন চেতন নিয়ামক না থাকায়] কদাচিৎ ক্ষণকালের মধ্যেই হস্তী হইয়া দেবতা, অথবা পুনরায় মনুষ্য হইবে, এইপ্রকার প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে, [কারণ "যাহা সমর্থ ও অন্যনিরপেক্ষ, তাহা কার্য্যোৎপাদনে বিলম্ব করিবে না"]।২১ এই উভয়ই [তোমাদের] সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ।২২ [অতএব তোমাদের আধ্যাত্মিক প্রত্যয়োপনিবন্ধবশতঃ প্রতীত্যসমুৎপাদ সিদ্ধ হইল না]।

[সিঃ—ভোগ ও মোক্ষের জন্যই সংঘাতের আবশ্যকতা, বৌদ্ধমতে স্থির ভোক্তা ও মোক্ষার্থী না থাকায় ভোগাপবর্গ ব্যবহার ও সংঘাত কিছুই সিদ্ধ হয় না।]

(১৫) আরও দেখ, যাহার ভোগের জন্য সংঘাত [উৎপন্ন] হইবে, সেই স্থির ভোক্তা নাই, ইহা তোমার সিদ্ধান্ত।২৩ আর তাহা হইলে ভোগ ভোগের জন্যই হইবে, তাহা আর অন্যকর্ত্তৃক প্রার্থনীয় হইবে না।২৪ এইরূপে [স্থির মোক্ষপ্রার্থী না থাকায়] মোক্ষ মোক্ষের জন্যই হইবে, এইহেতু অন্য মুমুক্ষু কেহ থাকিবে না (১৬)।২৫ যদি অন্যকর্ত্তৃক উভয় (—ভোগ ও মোক্ষ) প্রার্থিত হয়, তাহা হইলে

ভাবদীপিকা

পশ্বাদির শরীর লব্ধ হয়, তাহা আর সম্ভব হয় না। সুতরাং কর্ম্ম স্বর্গ নরক ও জন্মান্তর অঙ্গীকারকারী বৌদ্ধের অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে।

(১৫) **বৌদ্ধ** যদি বলেন—জড় হইলেও স্বসামর্থ্যবশতঃ প্রদীপ যেমন চেতনের নিয়মন ব্যতিরেকেও ঘটকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ সংঘাতান্তর্বর্ত্তী যে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট, তাহা জড় হইলেও চেতন নিয়ামকব্যতিরেকে স্বসামর্থ্যবশতঃ পিতৃপুদ্গল হইতে পুত্রপুদ্গলের ন্যায় মৃত্যুর পূর্ব্বে সদৃশ সংঘাতধারার উৎপাদন করে এবং মৃত্যুর পরে সদৃশ অথবা দেবতির্য্যগাদি বিসদৃশ সংঘাত-ধারার উৎপাদন করে। ধর্ম্মাধর্ম্ম যে প্রকার হইবে, মৃত্যুর পর শরীরও হইবে সেইপ্রকার। সুতরাং আমাদের মতে কোনপ্রকার অসঙ্গতি নাই। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন - এইপ্রকার পরিহার হইতে পারিত, যদি তোমাদের মতে ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্তি সম্ভব হইত। স্থির কর্ত্তার অভাবে তাহা কিন্তু সম্ভব হইতেছে না; ইহাই বলিতেছেন—**অপিচ**—'আরও দেখ', ইত্যাদি।

(১৬) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—"প্রয়োজনম্ অনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে" (শ্লোঃ বাঃ)—'বিনা প্রয়োজনে পামর ব্যক্তিও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না', ইহা দৃষ্টসিদ্ধ। প্রস্তাবিত স্থলে ভোক্তা ও মুমুক্ষুর অভাববশতঃ ভোগরূপ ও মোক্ষরূপ প্রয়োজন কাহারও থাকে না, ফলে প্রয়োজনের অভাববশতঃ সেই সকলের প্রতি ইচ্ছা ও তৎসম্পাদনে

শাঙ্করভাষ্যম্

বস্থায়িনা তেন ভবিতব্যম্।২৬ অবস্থায়িত্বে ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমবিরোধঃ।২৭ তস্মাৎ ইতরেতরোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বম্ অবিদ্যাদীনাং যদি ভবেৎ, ভবতু নাম, ন তু সংঘাতঃ সিধ্যেৎ, ভোক্ত্রভাবাৎ ইতি অভিপ্রায়ঃ।২৮॥২।২।১৯॥

ভাষ্যানুবাদ

তাহাকে ভোগকালে ও মোক্ষকালে স্থায়ী হইতে হইবে (—তৎকালে বর্ত্তমান থাকিতে হইবে)।২৬ যদি সে অবস্থায়ী হয় (—ভোগ ও মোক্ষপ্রার্থী যদি তৎকালে বর্ত্তমান থাকে), তাহা হইলে [তোমাদের] ক্ষণিকত্বসিদ্ধান্তের বিরোধ হইবে (১৭)।২৭ সেইহেতু (—এইপ্রকারে তোমাদের মতে নানা অসঙ্গতি হইয়া পড়ে বলিয়া) অবিদ্যা প্রভৃতি যদি পরস্পরের উৎপত্তিমাত্রের প্রতি নিমিত্ত হয়, তাহা না হয় হউক্; কিন্তু ভোক্তার অভাববশতঃ [কর্ত্তার ও ধর্ম্মাধর্ম্মের অভাব হওয়ায় শরীরাদি] সংঘাত সিদ্ধ হয় না, [ইহাই ভগবান্ সূত্রকারের] অভিপ্রায় (১৮)।২৮॥২।২।১৯॥

ভাবদীপিকা

প্রবৃত্তি কাহারও হয় না; সুতরাং প্রবৃত্তির আশ্রয়ভূত কর্ত্তা কেহ নাই, ইহা সিদ্ধ হইয়া পড়ে। আর কর্ত্তা না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠানও সম্ভব নহে। সুতরাং কর্ত্তার অভাবে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম সম্ভব না হওয়ায় তুমি বলিতে পার না যে, "ধর্ম্মাধর্ম্ম যে প্রকার হইবে, মৃত্যুর পর শরীরও হইবে সেইপ্রকার" (১৫ ভাবদীঃ)। **বৌদ্ধ** যদি বলেন—ভোগ ও মোক্ষপ্রার্থী কর্ত্তা আমরা অঙ্গীকার করি। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**অন্যেন**—'যদি অন্য' ইত্যাদি (২৬ বাক্য)।

(১৭) **বৌদ্ধ** যদি বলেন—স্থায়ী কর্ত্তা বা ভোক্তা অঙ্গীকার করিলে ক্ষণিকত্বসিদ্ধান্তের হানি হইবে, সত্য। তাহা কিন্তু আমরা অঙ্গীকার করি না। আমাদের মতে ক্ষণিক যে বিজ্ঞানধাতু [অথবা আলয় বিজ্ঞান] তাহার ধারাই কর্ত্তা ও ভোক্তা। সেই কর্ত্তা ও ভোক্তা বিনষ্ট হয় না, একের পর অন্য এইভাবে তাহার সন্তান (—প্রবাহ) চলিতেছে। এইরূপে আমাদের মতে ভোগ ও মোক্ষকালে তৎপ্রার্থী বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং ক্ষণভঙ্গবাদের হানি হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—এই বিজ্ঞানধারা যে কি পদার্থ, তাহা নিরূপণ করা যায় না, ইহা ৭ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। আর যদি স্বীকারও করা যায় যে, এইপ্রকার বিজ্ঞানধারা আছে এবং তাহাই কর্ত্তা ও ভোক্তা। তাহা হইলে "কৃতবিপ্রনাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ" তোমার উপর আপতিত হইবে, কারণ যে বিজ্ঞানব্যক্তি কর্ম্ম সম্পাদন করে, ভোগ তাহার হয় না, কিন্তু তাহা হয় তাহার প্রবাহের অন্তঃপাতী পরবর্ত্তী অন্য বিজ্ঞানের। সুতরাং পরবর্ত্তী বিজ্ঞান যে কর্ম্ম করে নাই, তাহার সেই ফলের প্রাপ্তি হইল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞান কর্ম্ম করিয়াও ফলপ্রাপ্ত হইল না। [ক্ষণিকবিজ্ঞানের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠানই সম্ভব হয় না, ইহা ১১ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বলা হইয়াছে]। বস্তুতঃ পিতৃকৃত কর্ম্মের ফলে পুত্রের স্বর্গনরকাদি প্রাপ্তিকল্পনার ন্যায় এই কল্পনা অত্যন্ত অসঙ্গত।

(১৮) ভোক্তা না থাকিলে কর্ত্তা ও ধর্ম্মাধর্ম্মের অভাব কিপ্রকারে হইয়া পড়ে, তাহা ১৬ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। **বার্ত্তিক**টীকাকার বলেন—'যিনি করেন না, তাঁহার ভোগপ্রাপ্তিও হয় না', সুতরাং যিনি কর্ত্তা, তিনিই ভোক্তা, ইহা জ্ঞাপনের জন্য ভগবান্ ভাষ্যকার

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥২।২।২০॥

সূত্রার্থ—চ—অপিচ, [সর্ব্বক্ষণিকত্ববাদিনাং হেতূপনিবন্ধতশ্চ কার্য্যোৎপাদঃ ন সম্ভবতি। কুতঃ? কার্য্যকালে বিদ্যমানস্য এব মৃদাদেঃ কারণত্বং দৃশ্যতে, ন তু নষ্টস্য। ভবন্মতে তু] **উত্তরোৎপাদে**—উত্তরস্য কার্য্যক্ষণস্য উৎপাদে, **পূর্ব্বনিরোধাৎ**—পূর্ব্বস্য কারণ-ক্ষণস্য নিরোধাৎ—বিনাশাঙ্গীকারাৎ [কারণাৎ কার্য্যোৎপাদঃ ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—চ—আর এক কথা, [সকল পদার্থকে ক্ষণিকরূপে (—দ্বিতীয়ক্ষণনাশ্যরূপে) যাঁহারা অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদের মতে হেতূপনিবন্ধবশতঃও (৮ ভাবদীঃ) কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। তাহাতে হেতু কি? [তাহা বলিতেছেন—] কার্য্যের উৎপত্তিকালে বিদ্যমান মৃত্তিকা প্রভৃতিরই কারণতা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু বিনষ্ট মৃত্তিকা প্রভৃতির নহে। আপনাদের মতে কিন্তু] **উত্তরোৎপাদে**—পরবর্ত্তী কার্য্যক্ষণের (২০ ভাবদীঃ) উৎপত্তিতে, **পূর্ব্ব-নিরোধাৎ**—পূর্ব্ববর্ত্তী কারণক্ষণের নিরোধ, অর্থাৎ বিনাশ অঙ্গীকৃত হওয়ায় [কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। পরবর্ত্তী কার্য্যের উৎপত্তিকালেই পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইহেতু কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

উক্তম্ এতৎ অবিদ্যাদীনাম্ উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ন সংঘাতসিদ্ধিঃ অস্তি ইতি।১ তদপি তু উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বং ন

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আধ্যাত্মিক হেতুপনিবন্ধ নিরাকরণ। ক্ষণিক পদার্থ হইতে অপর পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব!]

(১৯) অবিদ্যা প্রভৃতি [উত্তরোত্তর পদার্থের] উৎপত্তিমাত্রের প্রতি নিমিত্ত হওয়ায় [সংঘাতকর্ত্তার অভাববশতঃ] সংঘাত সিদ্ধ হয় না, ইহা [পূর্ব্বসূত্রে] বলা হইয়াছে।১ কিন্তু [অবিদ্যা প্রভৃতির] সেই উৎপত্তির প্রতি নিমিত্ত হওয়াও সম্ভব

ভাবদীপিকা

"কর্ত্ত্রভাবাৎ" ইহা বলিবার ইচ্ছা করিয়াই "ভোক্ত্রভাবাৎ", এইপ্রকার পদপ্রয়োগ করিয়াছেন। যাহাহউক্ এইরূপে ইহাই নির্ণীত হইল যে, স্থির চেতন ব্যতিরেকে মাত্র অবিদ্যা ও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির দ্বারা আধ্যাত্মিক শরীরাদিসংঘাত (—আধ্যাত্মিক প্রত্যয়োপনিবন্ধপ্রযুক্ত প্রতীত্যসমুৎপাদ) সিদ্ধ হয় না। এইরূপে বাহ্য ঘটাদিসংঘাতও স্থির চেতন ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না; কারণ ঘট হইতে প্রাপ্তব্য যে ভোগ, তাহা প্রাপ্ত হইবার কাল পর্য্যন্ত যিনি অবস্থান করেন না, তাদৃশ ক্ষণস্থায়ী কর্ত্তার পক্ষে ঘটোৎপাদনে প্রবৃত্তিই উপপন্ন হয় না। আর চেতনের প্রবৃত্তি ব্যতিরেকে ঘট উৎপন্ন হয়, ইহা কোন প্রমাণবলেই অবগত হওয়া যায় না। অতএব ঘটাদি দৃষ্টান্তের অনুরোধে "যত্র যত্র জড়সংঘাতোৎপত্তিঃ, তত্র তত্র চেতনপ্রবৃত্তিঃ", এই-প্রকার ব্যাপ্তিবলে বাহ্য অঙ্কুরাদি সংঘাতস্থলেও (—বাহ্য হেতূপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ স্থলেও) চেতন কর্ত্তাকে অনুমানদ্বারা অবগত হইতে হইবে। এইরূপে **সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক** বৌদ্ধের আধ্যাত্মিক প্রত্যয়োপনিবন্ধবশতঃ প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং বাহ্য হেতূপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ-বশতঃ প্রতীত্যসমুৎপাদ নিরাকৃত হইল।

(১৯) পূর্ব্বসূত্রভাষ্যে প্রতীত্যসমুৎপাদের আধ্যাত্মিক হেতুপনিবন্ধ, অর্থাৎ অবিদ্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ সংস্কারাদি উত্তরোত্তর পদার্থের হেতু, ইহা অঙ্গীকার করিয়া লইয়া (২।২।১৯ সূঃ ১০ ॥)

শাঙ্করভাষ্যম্

সম্ভবতি ইতি ইদম্ ইদানীম্ উপপাদ্যতে ।২ ক্ষণভঙ্গবাদিনঃ অয়ম্ অভ্যুপগমঃ—উত্তরস্মিন্ ক্ষণে উৎপদ্যমানে পূর্ব্বঃ ক্ষণঃ নিরুধ্যতে ইতি ।৩ ন চ এবম্ অভ্যুপগচ্ছতা পূর্ব্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োঃ হেতু-

ভাষ্যানুবাদ

হয় না, ইহা এক্ষণে যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে ।২ ক্ষণভঙ্গবাদিগণের সিদ্ধান্ত এই—পরবর্ত্তী ক্ষণ (—(২০) ক্ষণিক পদার্থ) যখন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৩ কিন্তু এইপ্রকার যিনি অঙ্গীকার করেন, তৎকর্তৃক পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ক্ষণদ্বয়ের (—ক্ষণিক পদার্থদ্বয়ের) মধ্যে কারণ-কার্য্যভাব

ভাবদীপিকা

বাক্য) চেতন সংঘাতকর্ত্তার অভাবে আধ্যাত্মিক প্রত্যয়োপনিবন্ধ, অর্থাৎ মিলিত বহুকারণ-যোগে শরীরাদিসংঘাতের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না, ইহা বলা হইয়াছে (ঐ ১২ বাক্য হইতে)। এক্ষণে আধ্যাত্মিক হেতূপনিবন্ধও সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ ক্ষণিক অবিদ্যাদি পদার্থ তদুত্তর-বর্ত্তী সংস্কারাদি পদার্থের হেতুই হইতে পারে না, ইহা **সিদ্ধান্তী** প্রতিপাদন করিতেছেন—**উক্তম্ এতৎ**—'অবিদ্যা প্রভৃতি' ইত্যাদি (১ বাক্য)।

[বৌদ্ধমতে কাল পদার্থ অনঙ্গীকার]

(২০) **বৌদ্ধমতে** ক্ষণশব্দে ক্ষণিক পদার্থ গৃহীত হয়, তদতিরিক্ত 'ক্ষণ' নামধেয় 'কাল' অঙ্গীকৃত হয় না। ব্যবহারকালে কথঞ্চিৎ ভেদকল্পনাকরতঃ 'ক্ষণিক পদার্থ', এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ হইয়া থাকে (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)। "উৎপাদানন্তরবিনাশিস্বভাবো বস্তুনঃ ক্ষণঃ উচ্যতে, সঃ যস্য অস্তি সঃ ক্ষণিকঃ ইতি" (তত্ত্বসংগ্রহ ৩৮৮ কাঃ, কমলশীলকৃত পঞ্জিকা)—'উৎপত্তির অনন্তর বস্তুর যে বিনাশিস্বভাব, তাহাই ক্ষণনামে অভিহিত হয়, তাহা (—সেই ক্ষণ) যাহার আছে, তাহাই ক্ষণিক'। ক্ষণশব্দের এইপ্রকার পরিষ্কৃতিও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং উৎপত্তির অব্যবহিত পরে বিনাশশীল বস্তুই হইল বৌদ্ধমতে ক্ষণশব্দের অর্থ।

[কালসম্বন্ধে নানা দার্শনিক মত]

এই স্থলে প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য করিতে হইবে—'কাল' নামক পদার্থ অনঙ্গীকার বিষয়ে বৌদ্ধগণ প্রাচীন সাংখ্যগণকে অনুসরণ করিয়াছেন। **প্রাচীন সাংখ্যমতে** 'কাল' অঙ্গীকৃত হয় নাই (সাং কাঃ ৩৩ তত্ত্বকৌঃ)। পরবর্ত্তিকালীন সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে, অর্থাৎ **নবীন সাংখ্য-মতে**—কাল অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তন্মতে মহাকালকে নিত্য ও বিভু এবং খণ্ড কালকে আকাশের কার্য্য বলা হইয়াছে (সাং সূঃ ২।১২ ; ২।২।১ অধিঃ ৩৩ ভাবদীঃ)। **পাতঞ্জলগণ** ক্ষণাত্মক কাল অঙ্গীকার করেন। তদতিরিক্ত ক্ষণসকলের সমাহারাত্মক মুহূর্ত্তাদিরূপ কাল অঙ্গীকার করেন না, তাহা বিকল্পজ্ঞানাত্মক, ইহাই তাঁহাদের অভিমত (যোঃ সূঃ ৩.৫২ ভাষ্য ও বার্ত্তিক)। **ন্যায়-বৈশেষিকমতে** 'কাল' অঙ্গীকৃত হয়, তাহা দ্রব্য পদার্থ, এক নিত্য ও বিভু। **বেদান্তসিদ্ধান্তে**—অবিদ্যাই 'কাল' নামে অভিহিত হয় (সিদ্ধান্তবিন্দু, ৮ শ্লোক)। তত্রস্থ ন্যায়রত্নাবলীতে উক্ত অবিদ্যাশব্দে ঈশ্বরের উপাধিভূতা "সাভাস অবিদ্যা" (—চিদাভাসযুক্তা মায়াশক্তি) গৃহীত হইয়াছে। **স্মৃতি** বলেন—"কাল পরমেশ্বরের নিত্যরূপ (—অনাদি উপাধি", কালিকাপুঃ ১২।৯-১০) **শ্রুতিও** বলেন—"জ্ঞঃ কালকালো" (শ্বেঃ ৬।২)—"যিনি

শাঙ্করভাষ্যম্

ফলভাবঃ শক্যতে সম্পাদয়িতুম্ ।৪ নিরুধ্যমানস্য নিরুদ্ধস্য বা পূর্ব্বক্ষণস্য অভাবগ্রস্তত্বাৎ উত্তরক্ষণহেতুত্বানুপপত্তেঃ ।৫ অথ ভাবভূতঃ পরিনিষ্পন্নাবস্থঃ পূর্ব্বক্ষণঃ উত্তরক্ষণস্য হেতুঃ ইতি অভিপ্রায়ঃ ।৬ তথাপি ন উপপদ্যতে, ভাবভূতস্য পুনঃ ব্যাপার-

ভাষ্যানুবাদ

(—পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ হইবে 'কারণ' এবং পরবর্ত্তী পদার্থ হইবে 'কার্য্য', এইপ্রকার অবস্থা) সম্পাদিত হইতে পারে না।৪ যেহেতু নিরুধ্যমান (—পরবর্ত্তী কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে এখনই বিনষ্ট হইয়াছে) অথবা নিরুদ্ধ (—দীর্ঘকাল পূর্ব্বে বিনষ্ট (২১) হইয়াছে) যে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক পদার্থ, তাহা অভাবগ্রস্ত হওয়ায় পরবর্ত্তী ক্ষণিক পদার্থের কারণ হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে ।৫ আর ভাবভূত (—সত্তাবান্) এবং পরিনিষ্পন্নাবস্থ (—সম্যগ্ রূপে সিদ্ধ) পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিকপদার্থ পরবর্ত্তী ক্ষণিক পদার্থের হেতু, ইহাই যদি [বৌদ্ধের] অভিপ্রায় হয় (২২)।৬ তাহা হইলেও [কার্য্যের উৎপত্তি] যুক্তিসঙ্গত হয় না, যেহেতু সত্তাবান্ বস্তুর (—যে বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার

ভাবদীপিকা

জ্ঞানস্বরূপ ও কালের কাল (—অবিদ্যাত্মক কালের অধিষ্ঠান"), ইত্যাদি। এই অবিদ্যাত্মক কালকে মহাকাল বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু অস্মদাদির ব্যবহারযোগ্য যে অহোরাত্র তিথি মাস অয়ন ও সংবৎসরাদি খণ্ডকাল, তাহা সূত্রাত্মা (—প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ) হইতে উৎপন্ন। "সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ" (প্রশ্নঃ ১।৯), "সঃ সংবৎসরো অভবৎ" (বৃঃ ১।২।৪), ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। 'প্রজাপতি নিজেকে আদিত্যরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন" (বৃঃ ১।২।৩) "তিনি রয়ি (—চন্দ্রমা) এবং প্রাণকে (—আদিত্যকে) উৎপাদন করিয়াছিলেন" (প্রশ্নঃ ১।৪) এইরূপে প্রজাপতি হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যের উৎপত্তি হওয়ায় এবং অহোরাত্র তিথি মাস ও সংবৎসরাদি ব্যবহার চন্দ্র ও সূর্য্যের অধীন হওয়ায় খণ্ডকালকে সূত্রাত্মা হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে (বৃঃ ১।২।৪, প্রশ্নঃ ১।৯, মাঃ ১ আনন্দ গিঃ টীকা দ্রঃ)।

(২১) **বৈশেষিকগণ** পটের আরম্ভক তন্তুসংযোগের নাশরূপ পটনাশের যাহা কারণ, সেই কারণের অস্তিত্বকালে পটেরও অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। ইহাই পটের বিনশ্যৎ (—এখনই বিনষ্ট হইতেছে, এইপ্রকার) অবস্থা। ইহাতে পটের স্থিতিক্ষণ অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে। ক্ষণভঙ্গবাদ-হানির ভয়ে **বৌদ্ধগণ** এইপ্রকারে বস্তুর নাশ অঙ্গীকার করেন না, পরন্তু কোন কারণ ব্যতিরেকেই কার্য্যের নাশ অঙ্গীকার করেন। সেইহেতু **ভামতীকার** প্রভৃতি নিরুধ্যমান ও নিরুদ্ধ, এই শব্দদ্বয়ের উক্তপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। **রত্নপ্রভা**কার 'নিরুধ্যমান'শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'বিনাশকসান্নিধ্য'। তাহাতে ভাবার্থ হয়—'এখনই যাহার বিনাশ হইবে'।

(২২) **বৌদ্ধের** অভিপ্রায়প্রকাশক এই ভাষ্যাংশের তাৎপর্য্য এই—কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিলেই কারণের কারণতা সিদ্ধ হয়, কার্য্যোৎপত্তিকালে তাহার বিদ্যমানতা আবশ্যক নহে। সুতরাং কার্য্যের উৎপত্তিকালে ক্ষণিক কারণ পদার্থ অভাবগ্রস্ত হইলেও পূর্ব্বক্ষণে বিদ্যমান ছিল বলিয়া পরবর্ত্তী ক্ষণিক কার্য্যপদার্থের হেতু হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যম্

কল্পনায়াং ক্ষণান্তরসম্বন্ধপ্রসঙ্গাৎ ।৭ অথ ভাবঃ এব অস্য ব্যাপারঃ ইতি অভিপ্রায়ঃ ।৮ তথাপি নৈব উপপদ্যতে,হেতুস্বভাবানুপরক্তস্য ফলস্য উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ।৯ স্বভাবোপরাগাভ্যুপগমে চ হেতু-স্বভাবস্য ফলকালাবস্থায়িত্বে সতি ক্ষণভঙ্গাভ্যুপগমত্যাগ-প্রসঙ্গঃ ।১০ বিনৈব বা স্বভাবোপরাগেণ হেতুফলভাবম্ অভ্যুপগ-চ্ছতঃ সর্ব্বত্র তৎপ্রাপ্তেঃ অতিপ্রসঙ্গঃ ।১১ অপি চ উৎপাদনিরোধৌ

ভাষ্যানুবাদ

উৎপত্তির পর ক্ষণে] পুনরায় [অপরের উৎপাদনানুকূল] ব্যাপার কল্পনা করিলে অন্য ক্ষণের সহিত সম্বন্ধ হইয়া পড়িবে, [তাহাতে তোমার অভিমত ক্ষণিকত্বের ব্যাঘাত হইয়া পড়িবে]। ৭ আর যদি ইহাই অভিপ্রায় হয়—ভাবই (—উৎপত্তিই, সত্তালাভই) ইহার (—ক্ষণিক পদার্থের, অপরের উৎপাদনানুকূল] ব্যাপার (২৩) ৮ তাহা হইলেও [কার্য্যের উৎপত্তি] যুক্তিসঙ্গত হয় না, যেহেতু কারণের স্বভাবের (—স্বরূপের) সহিত অনুপরক্ত (– সম্বন্ধশূন্য) যে ফল (—কার্য্য), তাহার উৎপত্তি সম্ভব নহে (২৪) ।৯ আর [কারণের] স্বরূপের সহিত [কার্য্যের] সম্বন্ধ স্বীকার করিলে কারণের যে স্বরূপ, তাহা ফলকাল (– কার্য্যোৎপত্তিকাল) পর্য্যন্ত অবস্থান করিলে ক্ষণভঙ্গের স্বীকৃতি (—তোমাদের ক্ষণভঙ্গবাদ) ত্যক্ত হইয়া পড়িবে ।১০ আর [কারণের] স্বরূপের সহিত উপরাগ (—সম্বন্ধ) ব্যতিরেকেই যিনি কারণ-কার্য্যভাব অঙ্গীকার করেন, তাঁহার পক্ষে সকল স্থলেই তাহার (— কারণসম্বন্ধ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তির) প্রাপ্তি হইয়া পড়ে বলিয়া [যে কোন বস্তু হইতে যে কোন বস্তুর, যথা পট হইতে ঘটের, উৎপত্তিরূপ] অতিপ্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। [তাহা সঙ্গত নহে] ।১১

ভাবদীপিকা

(২৩) **বৌদ্ধগণের** অভিমত এইপ্রকার—"ক্ষণিকাঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ অস্থিরাণাং কুতঃ ক্রিয়া। ভূতির্যৈষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে" ॥ (কমলশীলের তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকাতে উদ্ধৃত, বরোদা সংস্করণ, ১১ পৃঃ)—'সংস্কার-(—ভাববস্তু)-সকল ক্ষণিক, অস্থির (—ক্ষণিক) সংস্কারসকলের ক্রিয়া (– ব্যাপার) কিপ্রকারে হইবে ? [তাহার উত্তর—] যাহা ইহাদের ভূতি (—উৎপত্তি), তাহাই ক্রিয়া এবং তাহাই কারকরূপে কথিত হয়'। বৌদ্ধগণের এই অভি-মতই ভগবান্ ভাষ্যকার এই স্থলে উদ্ধৃত করিলেন। "সম্যক্ ক্রিয়ন্তে ইতি [সংক্রিয়ন্তে সমুৎপদ্যন্তে ইতি বা] সংস্কারাঃ, আগন্তবন্তঃ ভাবাঃ ইত্যর্থঃ" (রত্নপ্রভা, ন্যায়নির্ণয়, ২।২।২১)। এইপ্রকারে সংস্কারশব্দটীর অর্থ হয়—যাহা সম্যগ্রূপে উৎপন্ন হয়, সেই 'আদি ও অন্তবান্ ভাব পদার্থ'।

(২৪) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই – কার্য্যের যাহা নিমিত্তকারণ, তাহার বিনাশ হইতে পারে, যথা ঘটোৎপত্তির পর দণ্ডের নাশ হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু কার্য্যের যাহা উপাদান কারণ, তাহা কার্য্যের উৎপত্তি ও স্থিতিকালে কার্য্যের সহিত সম্বদ্ধরূপেই অবস্থান করে, যেমন ঘটকে সর্ব্বাবস্থাতেই মৃৎসম্বদ্ধরূপে দেখা যায়। সুতরাং কার্য্যের উৎপত্তিকালে যদি

শাঙ্করভাষ্যম্

নাম বস্তুনঃ স্বরূপম্ এব বা স্যাতাম্, অবস্থান্তরং বা, বস্ত্বন্তরম্ এব বা?১২ সর্ব্বথাপি ন উপপদ্যতে।১৩ যদি তাবৎ বস্তুনঃ স্বরূপম্ এব উৎপাদনিরোধৌ স্যাতাং, ততঃ বস্তুশব্দঃ উৎপাত্তিনিরোধ-শব্দৌ চ পর্য্যায়াঃ প্রাপ্নুয়ুঃ।১৪ অথ অস্তি কশ্চিৎ বিশেষঃ ইতি মন্যেত, উৎপাদনিরোধশব্দাভ্যাং মধ্যবর্ত্তিনঃ বস্তুনঃ আদ্যন্তাখ্যে অবস্থে অভিলপ্যেতে ইতি।১৫ এবম্ অপি আদ্যন্তমধ্যক্ষণত্রয়-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ নিরূপিত হয় না বলিয়াও বৌদ্ধমত অসঙ্গত।]

(২৫) আর এক কথা, [ক্ষণিক বস্তুর] উৎপত্তি ও নিরোধ (—নাশ) কি বস্তুর স্বরূপই হইবে, অথবা [সেই বস্তুর] অন্য অবস্থা হইবে, অথবা [সেই বস্তুর সহিত সম্বন্ধহীন] অন্য বস্তুই হইবে?১২ কোনপ্রকারেই [উৎপত্তি ও নিরোধ] যুক্তি-সঙ্গত হইতেছে না।১৩ যদি উৎপত্তি ও বিনাশ বস্তুর স্বরূপই হয়, তাহা হইলে 'বস্তু' এই শব্দ এবং 'উৎপত্তি' ও 'বিনাশ' এই শব্দদ্বয় পর্য্যায়শব্দ (—একার্থ-প্রকাশক শব্দ) হইয়া পড়িবে। [ফলে 'যাহা বস্তু, তাহাই উৎপত্তি ও বিনাশ', এইপ্রকার পরিস্থিতি হওয়ায় বস্তুর স্বরূপভূত সেই উৎপত্তি ও বিনাশ বস্তুর অন্তর্গত হইয়া পড়ে বলিয়া বস্তু হইতে ভিন্নরূপে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ না থাকায় বস্তু নিত্য হইয়া পড়িবে]।১৪ আর যদি [বস্তু এবং তাহার উৎপাদ ও নিরোধের মধ্যে] কোনপ্রকার বিশেষ (—প্রভেদ) আছে, এইপ্রকার মনে করা, হয়, যথা উৎপাদ ও নিরোধ, এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা [তাহাদের] মধ্যবর্ত্তী যে বস্তু, তাহার আদি ও অন্তরূপ অবস্থাদ্বয় কথিত হইতেছে, ইত্যাদি।১৫ এইপ্রকার হইলেও আদি অন্ত ও মধ্য, এই ক্ষণত্রয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় [বস্তুসকলের]

ভাবদীপিকা

উপাদানকারণ না থাকে, তাহা হইলে কার্য্যের উৎপত্তিই হইতে পারে না। তথাপি ইহা অঙ্গীকার করিলে যে দোষ হয়, তাহা ১১ সংখ্যক বাক্যে বলিবেন।

(২৫) এই বিচার কেন উত্থাপিত হইতেছে, তাহা আমাদের দৃষ্ট কোন টীকাতেই প্রাপ্ত হওয়া গেল না। আমাদের মনে হয়, এই বিচারোত্থিতির হেতু এই—**পরিণামবাদে** কারণ হইতে কার্য্যের অভিব্যক্তিই তাহার উৎপত্তি এবং পুনঃ কারণে লীন হওয়াই তাহার নাশ। **বৌদ্ধ** ইহা স্বীকার করিতে পারেন না। যেহেতু তাহাতে উৎপত্তির পূর্ব্বে ও নাশের অনন্তর বস্তুর সত্তা স্বীকৃত হইয়া পড়ে, ফলে তাঁহাদের ক্ষণভঙ্গবাদ ত্যক্ত হইয়া পড়িবে। **আরম্ভ-বাদে** আদ্যক্ষণের সহিত সেই বস্তুর সম্বন্ধ, অথবা সেই বস্তুর প্রাগভাবের ধ্বংসই সেই বস্তুর উৎপত্তি। আর চরম ক্ষণের সহিত সেই বস্তুর সম্বন্ধ, অথবা সেই বস্তুর কারণের বিভাগ (—অসমবায়িকারণের নাশ) এবং কারণের (—সমবায়িকারণের) নাশবশতঃ যে সেই বস্তুর অভাববিশেষ, তাহাই সেই বস্তুর নাশ। **বৌদ্ধ** ইহাও অঙ্গীকার করিতে পারেন না, কারণ 'কাল' পদার্থ অঙ্গীকার না করায় 'আদ্য ক্ষণের সহিত সম্বন্ধই 'উৎপত্তি', এবং 'চরম

শাঙ্করভাষ্যম্

সম্বন্ধিত্বাৎ বস্তুনঃ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমহানিঃ ।১৬ অথ অত্যন্তব্যতিরিক্তৌ এব উৎপাদনিরোধৌ বস্তুনঃ স্যাতাম্ অশ্বমহিষবৎ, ততঃ বস্তু উৎপাদনিরোধাভ্যাম্ অসংস্পৃষ্টম্ ইতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্ব-প্রসঙ্গঃ ।১৭ যদি চ দর্শনাদর্শনে বস্তুনঃ উৎপাদনিরোধৌ স্যাতাম্ ।১৮ এবম্ অপি দ্রষ্টৃধর্ম্মৌ তৌ, ন বস্তুধর্ম্মৌ ইতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ এব ।১৯ তস্মাদপি অসঙ্গতং সৌগতং মতম্ ।২০।২।২।২০

ভাষ্যানুবাদ

ক্ষণিকত্বস্বীকৃতি ব্যাহত হইয়া পড়িবে ।১৬ [এক্ষণে 'উৎপত্তি ও নিরোধের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ নাই', এই তৃতীয় পক্ষকে উত্থাপন করিয়া তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর উৎপত্তি ও নাশ যদি বস্তু হইতে অশ্ব ও মহিষের ন্যায় অত্যন্ত ভিন্নই হয় (১২ বাক্য), তাহা হইলে বস্তুটী উৎপত্তি ও নাশ, এই উভয়ের সহিত অসম্বন্ধ হওয়ায় বস্তুর নিত্যতা হইয়া পড়িবে ।১৭ আর যদি দর্শন ও অদর্শনই (—বস্তুবিষয়ক জ্ঞান এবং অজ্ঞানই) বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ হয় (—বস্তুবিষয়ক জ্ঞান হইলেই বলা হয়—'বস্তুর উৎপত্তি হইল' এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান না হইলেই বলা হয়—'বস্তুর নাশ হইল', যদি এইপ্রকার অঙ্গীকার করা হয়) ।১৮ এইপ্রকার হইলেও তাহারা (—জ্ঞানবিষয়তারূপ উৎপত্তি এবং জ্ঞানাবিষয়তারূপ নাশ) দ্রষ্টার ধর্ম্ম, বস্তুর ধর্ম্ম নহে, এইহেতু [বস্তুর সহিত সম্বন্ধ না থাকায়]

ভাবদীপিকা

ক্ষণের সহিত সম্বন্ধই 'নিরোধ', ইহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। আর প্রাগভাবের ধ্বংসকে 'উৎপত্তি' বলিলে, যাহার প্রাগভাব, উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার সত্তা সিদ্ধ হইয়া * পড়ে বলিয়া বৌদ্ধের ক্ষণিকত্বের বিরোধ হইয়া পড়িবে। আবার সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণের নাশবশতঃ বস্তুর অভাবকে তাহার নিরোধ বলিলেও তাঁহাদের স্বীকৃত ক্ষণিকত্বের ব্যাঘাত হইবে, কারণ উক্তপ্রকারে যাহার নাশ হয়, নাশকালে সেই বস্তুটী বিদ্যমান থাকে; উক্ত কারণ-দ্বয়ের নাশের পরই বস্তুর বিনাশ হইয়া থাকে। আর **বিবর্ত্তবাদিগণের** ন্যায় বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ যে ভ্রমমাত্র (মাঃ কাঃ ২।৩২) ইহাও বৌদ্ধগণ অঙ্গীকার করেন না। সুতরাং তাঁহারা যে ক্ষণিক বস্তুর উৎপত্তি ও নাশ স্বীকার করেন, তাহার স্বরূপ কি, তাহা বলিতে হইবে। এই বিষয়ে তাঁহারা যাহা যাহা বলেন, তাহাতে বস্তুর ক্ষণিকত্বহানি ও নিত্যতা সিদ্ধ হইয়া পড়ে, ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**অপিচ**—'আর এক কথা', ইত্যাদি (১২ বাক্য)।

---

* "যাহার প্রাগভাব, উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হইবার" হেতু এই—কোন প্রতিযোগীর দ্বারাই অভাবের নিরূপণ সম্ভব, যেমন প্রতিযোগী ঘটের দ্বারাই ঘটাভাবের নিরূপণ সম্ভব। যাহার অস্তিত্ব নাই, যেমন বন্ধ্যাপুত্র, তাহাকে প্রতিযোগিরূপে গ্রহণ করিয়া কোনপ্রকার অভাবকে জ্ঞাপন করা যায় না। সুতরাং যিনি 'ঘটের প্রাগভাব' অঙ্গীকার করিবেন, তাঁহাকে ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বেও ঘটের অব্যক্ত সত্তা অঙ্গীকার করিতে হইবে। অন্যথা কোন ভেদক না থাকায় পটের প্রাগভাবের ধ্বংস হইতেও ঘটোৎপত্তিতে কোন বাধা থাকিবে না। বলা বাহুল্য এই যুক্তি আরম্ভবাদীর বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হয়, কারণ তাঁহারা উৎপত্তির পূর্ব্বে বস্তুর সূক্ষ্মরূপেও সত্তা অঙ্গীকার করেন না।

ভাষ্যানুবাদ

বস্তুর নিত্যতা অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া পড়িবে।১৯ সেই হেতুবশতঃও (—বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ কি, তাহা নিরূপিত হয় না বলিয়াও) সৌগতমত (২৬) অসঙ্গত।২০॥২।২।২০॥

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥২।২।২১॥

পদচ্ছেদ—অসতি, প্রতিজ্ঞোপরোধঃ, যৌগপদ্যম্, অন্যথা।

সূত্রার্থ—[নন্থ নির্হেতুকঃ এব কার্য্যোৎপাদঃ অস্তু, তথাচ ন উক্তঃ দোষঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ—] **অসতি**—অবিদ্যমানে হেতৌ [কার্য্যোৎপত্ত্যঙ্গীকারে], **প্রতিজ্ঞোপরোধঃ**—প্রতিজ্ঞায়াঃ—সংস্কারচক্ষুরালোকবিষয়েষু চতুর্ষু হেতুষু সৎসু কার্য্যং নীলপীতাদিজ্ঞানং জায়তে, ইতি অস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ, উপরোধঃ—হানিঃ স্যাৎ। **অন্যথা** কার্য্যং সহেতুকম্ ইতি অঙ্গীকৃত্য কার্য্যোৎপত্তিপর্য্যন্তং হেতোঃ স্থিত্যঙ্গীকারে, [হেতুফলয়োঃ] **যৌগপদ্যম্**— একস্মিন্ কালে স্থিতিঃ স্যাৎ [তথা চ "ক্ষণিকাঃ সর্ব্বে সংস্কারাঃ" ইতি ক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞাহানিঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[যদি বলা হয়—কার্য্যের উৎপত্তিতে কোন হেতু নাই, এইপ্রকারই হউক্, তাহা হইলে আর উক্ত দোষ হইবে না ; এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—] **অসতি**—হেতুর অবর্ত্তমানে [কার্য্যের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে], **প্রতিজ্ঞোপরোধঃ**—প্রতিজ্ঞায়াঃ সংস্কার (—পূর্ব্ববিজ্ঞান), চক্ষু আলোক ও বিষয়, এই চারিটী হেতু বর্ত্তমান থাকিলে নীল ও পীতাদির জ্ঞানরূপ কার্য্য উৎপন্ন হয়, এই প্রতিজ্ঞার, উপরোধঃ—হানি হইয়া পড়িবে। **অন্যথা**—কার্য্য সহেতুক (—কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়), ইহা অঙ্গীকার করিয়া কার্য্যের উৎপত্তিকাল পর্য্যন্ত কারণের স্থিতি অঙ্গীকার করিলে, [কারণ ও কার্য্যের] **যৌগপদ্যম্**—একই কালে অবস্থিতি হইয়া পড়িবে। [আর তাহা হইলে সংস্কার-সকল (—সম্যগ্‌ভাবে উৎপন্ন আদ্যন্তবান্ ভাবপদার্থসকল, ২৩ ভাবদীঃ) ক্ষণিক, এই যে ক্ষণিকত্ববিষয়ক প্রতিজ্ঞা, তাহার হানি হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্ষণভঙ্গবাদে, পূর্ব্বক্ষণঃ নিরোধগ্রস্তত্বাৎ ন উত্তরস্য ক্ষণস্য

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অকারণক বা সকারণক, কার্য্যোৎপত্তি যেপ্রকারেই অঙ্গীকৃত হউক্, বৌদ্ধপক্ষে প্রতিজ্ঞাহানি ও সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কার্য্যোৎপত্তিদোষ প্রদর্শন।]

ক্ষণভঙ্গবাদে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক পদার্থ অভাবগ্রস্ত হওয়ায় পরবর্ত্তী ক্ষণিক

ভাবদীপিকা

(২৬) **ভগবান্ ভাষ্যকার** এই স্থলে 'সৌগতমত' শব্দের প্রয়োগ করিয়া শুদ্ধোদনের পুত্র শাক্যমুনিরূপ প্রসিদ্ধ বুদ্ধবিশেষের মতবাদ হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বুদ্ধবিশেষের মতবাদের নির্দ্দেশ করিলেন। অমরকোশের স্বর্গবর্গে "সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধঃ", ইত্যাদি ষষ্ঠ শ্লোকে শাক্যমুনি বুদ্ধ হইতে ভিন্ন বুদ্ধগণের নাম এবং "শাক্যমুনিস্তু যঃ" এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধবিশেষের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ বাদরায়ণ শাক্যমুনি বুদ্ধের পরবর্ত্তী নহেন এবং প্রাচীন বৌদ্ধমত খণ্ডনের জন্যই তিনি এই সকল সূত্র রচনা করিয়াছেন। শাক্যমুনি বুদ্ধের পূর্ব্বে যে অন্যান্য বুদ্ধগণ ছিলেন, ইহা বৌদ্ধগণও অঙ্গীকার করেন (৩ ভাবদীঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

হেতুঃ ভবতি ইতি উক্তম্ ।১ অথ অসতি এব হেতৌ ফলোৎপত্তিং ব্রূয়াৎ, ততঃ প্রতিজ্ঞোপরোধঃ স্যাৎ ।২ চতুর্বিধান্ হেতূন্ প্রতীত্য চিত্তচৈত্তাঃ উৎপদ্যন্তে ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত ।৩ নির্হেতুকায়াং চ উৎপত্তৌ অপ্রতিবন্ধাৎ সর্বং সর্বত্র উৎপদ্যেত ।৪

ভাষ্যানুবাদ

পদার্থের কারণ হয় না, ইহা বলা হইয়াছে (৩৬৩ পৃঃ, ৫ বাক্য)। ১ আর কারণ না থাকিলেও যদি ফলের (—কার্য্যের) উৎপত্তির কথা বলা হয়, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞার হানি হইয়া পড়িবে ।২ [কি সেই প্রতিজ্ঞা তাহা ব্যক্ত করিতেছেন—বিষয়, করণ, তাহার সহকারী আলোক প্রভৃতি এবং সংস্কার (২৭) এই] চারিপ্রকার হেতুকে প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত (—রূপাদি বিজ্ঞান) এবং চৈত্তসকল (—চিত্তে উৎপন্ন তদভিন্ন সুখাদি) উৎপন্ন হয়, এই যে [বৌদ্ধগণের] প্রতিজ্ঞা, তাহা ত্যক্ত হইয়া পড়িবে ।৩ [যদি বলা হয়—তবে নির্হেতুক কার্য্যোৎপত্তিই অঙ্গীকৃত হউক, তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর কোন কারণ ব্যতিরেকে [কার্য্যের] উৎপত্তি হইলে,

ভাবদীপিকা

(২৭) **বৌদ্ধগণ** বলেন—১। আলম্বনপ্রত্যয়, ২। সমনন্তরপ্রত্যয়, ৩। অধিপতি-প্রত্যয় ও ৪। সহকারিপ্রত্যয় এই চতুর্বিধ হেতুকে প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত ও চৈত্ত (—রূপাদিজ্ঞান ও সুখ প্রভৃতি) উৎপন্ন হয়। প্রত্যয়শব্দের অর্থ—কারণ (২।২।১৯ সূত্রার্থ)। নীলপীতাদি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয় বলিয়া সেই নীলপীতাদি বিষয়কে বলা হয় **আলম্বন-প্রত্যয়**। **সমনন্তরপ্রত্যয়** শব্দের নানাপ্রকার অর্থ পরিদৃষ্ট হইতেছে। ভাষ্যভাব-প্রকাশিকাকার ভামতীকার ও ন্যায়নির্ণয়কার প্রভৃতি ইহার অর্থ করিয়াছেন—'পূর্ব্ববিজ্ঞান'। রত্ন-প্রভাকার 'পূর্ব্ববিজ্ঞান' (পূর্ব্বপ্রত্যয়) শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'সংস্কার'। শারীরকন্যায়সংগ্রহকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—'মন'। ২।২।১৯ সূত্রভাষ্যভামতীর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে "সমনন্তরপ্রত্যয়রূপ-মনোবিজ্ঞানম্" এই স্থলে 'মনোবিজ্ঞানকেই' (—মনোরূপ বিজ্ঞানকেই, পরিমল) কল্পতরুকার সমনন্তরপ্রত্যয়শব্দে গ্রহণ করিয়াছেন। [ইহার **মীমাংসা এই**—"বৌদ্ধমতে ক্ষণিক জ্ঞানধারার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান উত্তরবর্ত্তী জ্ঞানের কারণ ; তাহাই মন নামে অভিহিত হয় ; আর সেই পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক জ্ঞানই, যাহা পরবর্ত্তী জ্ঞানের হেতু, তাহাই সংস্কার ও বাসনা নামেও ব্যবহৃত হয়" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)। অভিধর্ম্মকোশে "অতীতং বিজ্ঞানং যদ্ধি তন্মনঃ" (১।১৭) ইত্যাদি স্থলে "পূর্ব্বকালিক জ্ঞান" (নালন্দিকা টীকা) অর্থাৎ সংস্কারকে 'মন' বলা হইয়াছে অতএব ইহাই প্রতিভাত হয় যে, ক্ষণভঙ্গবাদহানির ভয়ে মন এবং মনের মনন ক্রিয়াকে ও জ্ঞানজন্য সংস্কারকে বৌদ্ধগণ বিভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে পারেন না, সেইহেতু "ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে" (২৩ ভাবদীঃ) এই উক্তি অনুসারে সমনন্তরপ্রত্যয়শব্দের উক্ত সকলপ্রকার অর্থই সঙ্গত।] চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়রূপ করণসকলকে বলা হয়—**অধিপতি-প্রত্যয়**, যেহেতু তাহাদের দ্বারাই নিয়মিতভাবে রূপাদিবিষয়ের গ্রহণ হয়। **সহকারি-প্রত্যয়** বলিতে আলোককে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ আলোকরূপ সহকারীর দ্বারাই

শাঙ্করভাষ্যম্

অথ উত্তরক্ষণোৎপত্তিঃ যাবৎ, তাবৎ অবতিষ্ঠতে পূর্ব্বক্ষণঃ ইতি ব্রূয়াৎ।৫ ততঃ যৌগপদ্যং হেতুফলয়োঃ স্যাৎ।৬ তথাপি প্রতিজ্ঞোপরোধঃ এব স্যাৎ, "ক্ষণিকাঃ সর্ব্বে সংস্কারাঃ" ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা উপরুধ্যেত।৭॥২।২।২১॥

ভাষ্যানুবাদ

প্রতিবন্ধক না থাকায় সকল বস্তু সর্ব্বত্র উৎপন্ন হইবে (২৮), এইপ্রকার হইয়া পড়িবে, [তাহাও সঙ্গত নহে।৪ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হইলে, তাহাতেও দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর যদি বলা হয়—যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী ক্ষণিক পদার্থের উৎপত্তি হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক পদার্থ অবস্থান করে।৫ তাহা হইলে কারণ ও ফলের (—কার্য্যের) যৌগপদ্য (—একই কালে অবস্থিতি) হইয়া পড়িবে।৬ আর তাহা হইলে [কারণ পদার্থ স্বীয় উৎপত্তিক্ষণ, স্থিতিক্ষণ ও কার্য্যোৎপত্তিক্ষণ, এইরূপে বহুক্ষণস্থায়ী হওয়ায়] "সংস্কারসকল (—ভাবপদার্থসকল, ২৩ ভাবদীঃ) ক্ষণিক", এই যে [বৌদ্ধগণের] প্রতিজ্ঞা, তাহা বাধিত হইয়া পড়িবে।৭ [অতএব বৌদ্ধমতে কার্য্যের উৎপত্তিই সম্ভব হয় না] ॥২।২।২১॥

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ॥২।২।২২॥

পদচ্ছেদ—প্রতিসংখ্যা-অপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ, অবিচ্ছেদাৎ।

সূত্রার্থ—[ইত্থং আদ্যসূত্রাভ্যাং সমুদায়ঃ, তদুত্তরসূত্রাভ্যাং কার্য্যকারণত্বং ক্ষণিকত্বং চ অসিদ্ধম্ ইতি অভিধায় অধুনা অভ্যুপগমান্তরং প্রতি আহ—বৈনাশিকাঃ খলু ভাবানাং "বুদ্ধিপূর্ব্বকনাশঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বকনাশঃ আকাশশ্চ" ইতি ত্রিতয়ম্ অপি অবস্তু নিরুপাখ্যম্ ইতি আচক্ষতে। তত্র আকাশং পরস্তাৎ প্রত্যাখ্যাস্যতি। নাশদ্বয়ম্ অধুনা প্রত্যাচষ্টে—] **প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ**—[প্রতিসংখ্যানিরোধশ্চ অপ্রতিসংখ্যানিরোধশ্চ—প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধৌ, তয়োঃ অপ্রাপ্তিঃ ইতি বিগ্রহঃ। তথাচ অর্থঃ—] বুদ্ধিপূর্ব্বকা-

ভাবদীপিকা

উপলব্ধ বিষয়ের স্পষ্টতা সম্পাদিত হয়। এইরূপে 'আলম্বনপ্রত্যয়' প্রভৃতি শব্দের অর্থ হইল—বিষয়রূপ কারণ, সংস্কাররূপ কারণ, ইন্দ্রিয়রূপ কারণ এবং আলোকরূপ কারণ (অভিধর্ম্মকোশ ২।৬১ দ্রঃ)। লক্ষণীয়—এই স্থলে কার্য্যকারণভাব জ্ঞাপনের জন্য চিত্তশব্দে বিজ্ঞানস্কন্ধের অন্তর্গত রূপাদিজ্ঞান এবং চৈত্তশব্দে বেদনাস্কন্ধের অন্তর্গত সুখ প্রভৃতি পরিগৃহীত হইয়াছে। চক্ষুরাদিজন্য অভীষ্ট বস্তুবিষয়ক জ্ঞানই বৌদ্ধমতে সুখ নামে এবং প্রতিকূল বস্তুবিষয়ক জ্ঞানই দুঃখ নামে অভিহিত হয়।

(২৮) "কারণগত কার্য্যজননসামর্থ্যকে যাহা প্রতিরোধ করে", তাহাকে বলে **প্রতিবন্ধক।** কারণব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হইলে কারণই স্বীকৃত হয় না বলিয়া তন্নিষ্ঠ সামর্থ্যের প্রতিরোধকরূপ প্রতিবন্ধকের সত্তাও, সুতরাং সিদ্ধ হয় না। অতএব কারণও নাই এবং প্রতিবন্ধকও নাই, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়ে বলিয়া সর্ব্বত্র সকল বস্তুর সর্ব্বদা উৎপত্তি হইতে কোন বাধা নাই, ইহাই **সিদ্ধান্তীর** ভাব।

বুদ্ধিপূর্ব্বকনাশরূপনিরোধদ্বয়স্তু [সন্তানসন্তানিষু] অপ্রাপ্তিঃ — অসম্ভবঃ। [কুতঃ ?] **অবিচ্ছেদাৎ**—সন্তানসন্তানিনাম্ অবিচ্ছেদাৎ। [তস্মাৎ নিরোধদ্বয়স্ত অনুপপত্তিঃ]।

অনুবাদ—[এইপ্রকারে প্রথম সূত্রদ্বয়দ্বারা সমুদায় (—সংঘাতোৎপত্তি), তৎপরবর্ত্তী সূত্রদ্বয়দ্বারা কার্য্যকারণভাব ও ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা বর্ণনা করিয়া এক্ষণে [বৌদ্ধগণের] অন্যপ্রকার স্বীকৃতিকে নিরাকরণ করিতেছেন—বৈনাশিকগণ ভাবপদার্থসকলের "বুদ্ধিপূর্ব্বক নাশ" "অবুদ্ধিপূর্ব্বক নাশ" এবং "আকাশ" এই তিনটীকেই অবস্তু, অর্থাৎ নিরুপাখ্য (—তুচ্ছ, সত্তাবিহীন) বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে আকাশকে (—আকাশের নিরুপাখ্যতাকে, ভগবান্ সূত্রকার] পরে প্রত্যাখ্যান করিবেন। এক্ষণে নাশদ্বয়কে প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—] **প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ**—[প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, এইপ্রকারে দ্বন্দ্বসমাসদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়—"প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধদ্বয়", সেই দুইটীর অপ্রাপ্তি, এইপ্রকারে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসদ্বারা উক্ত পদটীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে অর্থ হয়—] বুদ্ধিপূর্ব্বক নাশ এবং অবুদ্ধিপূর্ব্বক নাশরূপ নিরোধদ্বয়ের [সন্তান এবং সন্তানীতে (—ধারা এবং যাহাদের ধারা, সেই ব্যষ্টি বস্তুসকলে), **অপ্রাপ্তিঃ** প্রাপ্তি সম্ভব হয় না। [কেন হয় না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **অবিচ্ছেদাৎ**—যেহেতু সন্তান এবং সন্তানিগণের বিচ্ছেদ হয় না (৩১ এবং ৩২ ভাবদী: দ্রঃ)। [সেইহেতু নিরোধদ্বয় সঙ্গত নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ বৈনাশিকাঃ কল্পয়ন্তি—"বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াৎ অন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকং চ", ইতি।১ তদপি চ ত্রয়ং প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধৌ আকাশং চ ইতি আচক্ষতে।২ ত্রয়ম্ অপি চ এতৎ অবস্তু অভাবমাত্রং নিরুপাখ্যম্ ইতি মন্যন্তে।৩ বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ কিল

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সন্তান বা সন্তানী, কাহারও নিরোধ সম্ভব না হওয়ায় নিরোধ্য বিষয়ের অভাবে প্রতিসংখ্যা ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধের স্বরূপ অসিদ্ধ।]

আবার দেখ, বৌদ্ধগণ কল্পনা করেন—"তিনটী ব্যতীত যাহা কিছু বুদ্ধির বোধ্য (—প্রমেয়), তাহাই সংস্কৃত (—উৎপাদ্য) এবং ক্ষণিক", ইত্যাদি।১ আর সেই তিনটী 'প্রতিসংখ্যানিরোধ অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এবং আকাশ', এইরূপে কথিত হয়।২ আবার [তাঁহারা] এই তিনটীকেই অবস্তু অভাবমাত্র ও নিরুপাখ্য (—স্বরূপবিহীন) মনে করেন (২৯)।৩ ভাবপদার্থসকলের যে বুদ্ধিপূর্ব্বক নাশ, তাহা

ভাবদীপিকা

(২৯) ইহা **প্রাচীন বৌদ্ধমত**, যাহা নিরাকরণের জন্য শাক্যমুনি গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য বাদরায়ণ এই সূত্র রচনা করিয়াছেন। শাক্যমুনি বুদ্ধের পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ কিন্তু এই তিনটীকে স্বরূপবিহীন অর্থাৎ তুচ্ছ বলেন না। তাঁহাদের মতে এই তিনটী অসংস্কৃত ধর্ম ও নিত্য। "ত্রিবিধং চাপ্যসংস্কৃতম্ আকাশং দ্বৌ নিরধৌ চ" (অভিধর্ম্মকোশ ১।৫), "নিত্যা ধর্মা অসংস্কৃতাঃ" (ঐ ১।৪৮) ইত্যাদি সূত্রসকল হইতে এইপ্রকার পরিস্থিতিই প্রতিভাত হয়। বৌদ্ধদর্শনে ধর্ম্মশব্দের অর্থ—'পদার্থ'। সুতরাং 'নিত্য ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ—'নিত্য পদার্থ'। "অসংস্কৃতাঃ হেতুং প্রত্যয়ং বিনৈব আত্মলাভবন্তঃ" (ঐ ১।৫, নালন্দিকা)—'হেতুপনিবদ্ধ ও

শাঙ্করভাষ্যম্

বিনাশঃ ভাবানাং প্রতিসংখ্যানিরোধঃ নাম ভাষ্যতে।৪ তদ্বিপরীতঃ অপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ।৫ আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশম্ ইতি।৬ তেষাম্ আকাশং পরস্তাৎ প্রত্যাখ্যাস্যতি।৭ নিরোধ-

ভাষ্যানুবাদ

প্রতিসংখ্যানিরোধ নামে অভিহিত হয়।৪ তাহার যাহা বিপরীত (—অবুদ্ধিপূর্ব্বক যে নাশ), তাহা অপ্রতিসংখ্যানিরোধ নামে কথিত হয় (৩০)।৫ আর আবরণের অভাব মাত্রই—'আকাশ', এই নামে কথিত হয়।৬ তাহাদের মধ্যে আকাশকে [ভগবান্ সূত্রকার] পরে [২।২।২৪ সূত্রে] প্রত্যাখ্যান করিবেন।৭ এক্ষণে নিরোধ-

ভাবদীপিকা

প্রত্যয়োপনিবদ্ধ ব্যতিরেকে যাহারা আত্মলাভ করে(—উৎপন্ন হয়), তাহাদিগকে বলে,'অসংস্কৃত ধর্ম্ম'। অতএব বর্ত্তমানকালীন বৌদ্ধমতে আকাশ ও নিরোধদ্বয় হইতেছে কোন কারণ হইতে অনুৎপন্ন নিত্য ভাবপদার্থ; যেমন বৈশেষিকগণের আকাশ ও কাল প্রভৃতি। **অভিধর্ম্ম-কোশের** স্ফুটার্থা টীকাতে **যশোমিত্র** আকাশকে ভাবপদার্থ বলিয়াছেন, যথা—"অস্তি আকাশম্ ইতি বৈভাষিকাঃ" (জাপানী সংস্করণ, ১ম ভাগ, ১৫ পৃঃ)। প্রাচীন বৌদ্ধমতে কিন্তু এই পদার্থত্রয় নিত্য ও অভাব পদার্থরূপে অঙ্গীকৃত হইত, ইহা আমরা ৩৬ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে আলোচনা করিব। একটী বিষয় **লক্ষ্য করিতে** হইবে। আমাদের ষড়দর্শনের সকলগুলিতেই বৌদ্ধমতের খণ্ডন পরিদৃষ্ট হয়। তদ্দৃষ্টে ইদানীন্তন কালীন পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বিদ্বান্‌গণ মনে করেন, এই সকল দর্শনই বৌদ্ধযুগের পরে রচিত। ব্যাপার কিন্তু তাহা নহে। সুপ্রসিদ্ধ শাক্যমুনি গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্বেও বহু বুদ্ধ বিদ্যমান ছিলেন, ইহা বৌদ্ধগণও অঙ্গীকার করেন, ইহা ৩ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে আলোচিত হইয়াছে। ষড়দর্শনে বৌদ্ধমত খণ্ডন, বাল্মীকি রামায়ণ ২।১০৯।৩৪ শ্লোকে "তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকম্" ইত্যাদি প্রকারে বৌদ্ধমতের উল্লেখ এবং বৌদ্ধগণের বহু বুদ্ধ স্বীকৃতি, ইত্যাদি এই সকল হইতে নির্ণীত হয় যে, সুপ্রাচীন কালেও এই দেশে একপ্রকার বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল, যাঁহারা বেদ হইতেই নিজেদের মতবাদবিষয়ে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেন। তদবলম্বনে আধুনিক বেদান্তসারাদি গ্রন্থেও শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের মূলভূতা শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা পরিদৃষ্ট হয়। সেই সুপ্রাচীন বৈদিক বৌদ্ধমতই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লিখিত ও নিরাকৃত হইয়াছে, ইহাই নির্ণীত হয়।

(৩০) 'সংখ্যা' শব্দের অর্থ—'বুদ্ধি, প্রতিকূলা যে সংখ্যা, অর্থাৎ 'সৎ ঘটকে অসৎ করিব', এইপ্রকার প্রতিকূল বুদ্ধি অবলম্বনে দণ্ডাদির দ্বারা যে ঘটনাশ, সাধনের দ্বারা যে অবিদ্যার নাশ, ইত্যাদি; তাহাকে বলে—**'প্রতিসংখ্যানিরোধ'**। [**সিদ্ধান্তেও** বুদ্ধিপূর্ব্বক নাশাত্মক এই প্রতিসংখ্যানিরোধ অঙ্গীকৃত হয়। কিন্তু বিশেষ এই যে—সিদ্ধান্তে নিরন্বয় (—নিরবশেষ) নাশ অঙ্গীকৃত হয় না, ঘটনাশ হইলে কপাল ও মৃত্তিকাদি অবশিষ্ট থাকেই। মূলাবিদ্যার নাশ হইলে অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মবস্তু অবশিষ্ট থাকেনই, ইত্যাদি। **বৌদ্ধমতে** কিন্তু শশশৃঙ্গের ন্যায় নিঃস্বরূপ ও নিরন্বয় নাশ অঙ্গীকৃত হয়: নাশের পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ইহাই প্রভেদ।] আর "তদপূর্ব্বক", অর্থাৎ তাদৃশ বুদ্ধি না করিয়া যে নাশ,

শাঙ্করভাষ্যম্

দ্বয়ম্ ইদানীং প্রত্যাচষ্টে।৮ প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধয়োঃ অপ্রাপ্তিঃ অসম্ভবঃ ইত্যর্থঃ।৯ কস্মাৎ?১০ অবিচ্ছেদাৎ।১১ এতৌ হি প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধৌ সন্তানগোচরৌ বা স্যাতাং, ভাবগোচরৌ বা?১২ ন তাবৎ সন্তানগোচরৌ সম্ভবতঃ ১৩ সর্ব্বেষু অপি সন্তানেষু সন্তানিনাম্ অবিচ্ছিন্নেন হেতুফলভাবেন সন্তান-বিচ্ছেদস্য অসম্ভবাৎ।১৪ নাপি ভাবগোচরৌ সম্ভবতঃ।১৫ নহি [৩৭৪পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

দ্বয়কে নিরাকরণ করিতেছেন।৮ [তাহা এইপ্রকার—] প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, এই উভয়ের অপ্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ প্রাপ্তি সম্ভব হয় না।৯ তাহাতে হেতু কি?১০ [উত্তর—] যেহেতু বিচ্ছেদ হয় না।১১ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] আচ্ছা, এই যে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, এই দুইটী কি সন্তানকে (—ভাবপদার্থসকলের যে কার্য্যকারণভাবে একের পর অন্যটী, এইপ্রকার প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহাকে) বিষয় করে, অথবা ভাবপদার্থকে (—সন্তানীকে, উৎপত্তিনাশশীল যে ব্যষ্টিসকলের প্রবাহ চলে, তাহাদের প্রত্যেকটীকে) বিষয় করে?১২ তাহারা (—উক্ত নিরোধদ্বয়) সন্তানকে (—প্রবাহকে) বিষয় করে, ইহা সম্ভব নহে।১৩ যেহেতু সকল প্রবাহেই সন্তানীসকলের (—যাহাদের প্রবাহ, সেই ব্যষ্টি পদার্থসকলের) অবিচ্ছিন্ন কার্য্যকারণভাববশতঃ প্রবাহের বিচ্ছেদ সম্ভব নহে (৩১)।১৪ আবার [উক্ত নিরোধদ্বয় যে] ভাবপদার্থকে (—সন্তানীকে) বিষয় করিবে, ইহাও সম্ভব নহে।১৫ যেহেতু ভাবপদার্থসকলের

ভাবদীপিকা

তাহাকে বলে—**অপ্রতিসংখ্যানিরোধ**। যেমন **১**। "ঘটাদি বস্তুর প্রতিক্ষণেই সূক্ষ্মরূপে ক্ষয় হয় (২ ভাবদীঃ), যাহা যুক্তির দ্বারা অবগত হওয়া যাইলেও অকুশল ব্যক্তিগণ জানিতে পারেন না, তাদৃশ নাশ" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)। **২**। "রূপাদির গ্রহণকালে সেই সময়েই যুগপৎ যে রসাদির গ্রহণ না হওয়া", ইহাও বৌদ্ধশাস্ত্রে 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধরূপে' উল্লিখিত হইয়াছে (অভিধর্ম্মঃ ১।৬, নালন্দিকা)। এই যে রসাদির গ্রহণ হয় না, তাহাদের নিরোধ হইয়া যায়, ইহা জ্ঞাতা জানিতে পারে না, সুতরাং বৌদ্ধমতে ইহা 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ'। [অপ্রতি-সংখ্যানিরোধের দৃষ্টান্ত অসঙ্গত, ইহা পরে (৩৩ ভাবদীঃ) প্রদর্শিত হইবে]।

[বৌদ্ধের প্রতিসংখ্যাদি নিরোধদ্বয় অসিদ্ধ]

(৩১) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** পরিষ্কৃতি এই—বৌদ্ধমতে সংসারের যাবতীয় বস্তুই ক্ষণিক, উৎপত্তির পর দ্বিতীয় ক্ষণেই প্রত্যেক পদার্থের নিরন্বয় (—নিঃশেষে) ধ্বংস হইয়া যায়। এই ক্ষণিক পদার্থসকলের 'একের পর অন্য', এইভাবে একটী অবিরাম প্রবাহ চলিতেছে। এই প্রবাহের অপর নাম **"সন্তান"** এবং যাহাদের প্রবাহ, তাহাদিগকে বলে **"সন্তানী"**। প্রস্তাবিত স্থলে নিরোধদ্বয়ের বিষয়রূপে 'সন্তান' ও 'সন্তানী' গৃহীত হওয়ায় সংসারের যাবতীয় বস্তুই গৃহীত হইতেছে। সেই বস্তুসকলের নিরোধ (—নিরবশেষ ধ্বংস) সম্ভব হয় না বলিয়া

ভাবদীপিকা [বৌদ্ধের প্রতিসংখ্যাদি নিরোধদ্বয় অসিদ্ধ]।
নিরোধ্য বিষয়ের অভাবে প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ নামক কোন ধর্ম্ম (—পদার্থ) বৌদ্ধমতে সিদ্ধ হয় না, ইহাই এই স্থলে প্রতিপাদিত হইতেছে। যাহাহউক্, **বৌদ্ধ** যদি বলেন—নিরোধদ্বয় সন্তানকে বিষয় করে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তাহা সম্ভব নহে। কেন নহে? বলিতেছি—'সন্তানের নিরোধ' ইহার অর্থ—সন্তানান্তর্গত যে চরম সন্তানী, তাহার নিরোধ, কারণ তদনন্তর আর সন্তানীর উৎপত্তি না হওয়ায় পুত্রাভাবে বংশ-লোপের ন্যায় সন্তান স্বতঃই নিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—এই যে চরম সন্তানী, যাহার নিরোধ (—বিনাশ) হইলে সন্তানের নিরোধ (—উচ্ছেদ) হইবে, সেই চরম সন্তানী **১।** অপর সন্তানীকে উৎপাদন করে, অথবা **২।** করে না? **প্রথম পক্ষে**—সন্তানের উচ্ছেদ হইবে না, কারণ এক সন্তানীর পর অন্য সন্তানীর উৎপত্তি হইতে থাকিবে, ফলে সন্তানীর ধারা চলিতে থাকায় সন্তানের উচ্ছেদ সম্ভব হইবে না। তাহার ফলে নিরোধের কোন বিষয় থাকিবে না। **দ্বিতীয় পক্ষে**, অর্থাৎ চরম সন্তানী অন্য সন্তানীকে উৎপাদন করে না, এই পক্ষে—সেই চরম সন্তানী অর্থক্রিয়াকারী (—ব্যবহারসম্পাদক) না হওয়ায় অসৎ হইয়া পড়িবে, যেহেতু তোমাদের মতে 'অর্থক্রিয়াকারিতাকেই' সত্তা বলা হয় (৩৪২ পৃঃ), অর্থাৎ যে বস্তুর দ্বারা কোনপ্রকার ব্যবহার সম্পাদিত হয়, তাহাকেই তোমরা 'সৎ-বস্তু' বল, ব্যবহার সম্পাদিত না হইলে তাহাকে তোমরা বল 'অসৎ'। এইরূপে তোমাদের চরম সন্তানী অসৎ হওয়ায় তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সন্তানীও হইবে অসৎ, যেহেতু চরম সন্তানী অসৎ হইলে (—না থাকিলে), তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যে সন্তানী, তাহা কাহারও জনক হওয়ারূপ ব্যবহারসম্পাদক না হওয়ায় অর্থক্রিয়াকারী হইতে পারিবে না, ফলে তাহাও অসৎ হইয়া পড়িবে। এইপ্রকারে সন্তানের অন্তর্গত যাবতীয় সন্তানীই অসৎ হইলে, সন্তানও সুতরাং অসৎ হইয়া পড়িবে। ফলে নিরোধের বিষয়ই কিছু নাই, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়িবে, কারণ যাহা অসৎ, অর্থাৎ বর্ত্তমানই নাই, তাহার নিরোধ কিপ্রকারে হইবে? বন্ধ্যাপুত্রের উচ্ছেদ সম্ভব নহে। এইপ্রকার পরিস্থিতি না হউক্, এইহেতু চরমসন্তানী অন্য সন্তানীকে উৎপাদন করে, ইহা তোমাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে। ফলে কার্য্যকারণভাবে সন্তানীর অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতেই থাকায় সন্তানের বিচ্ছেদ (—নিরোধ) আর তোমাদের মতে সিদ্ধ হইবে না। এইপ্রকার পরিস্থিতিতে সন্তানরূপ নিরোধ্য বিষয়ের অভাবে তোমাদের নিরোধদ্বয় অসিদ্ধ হইয়া পড়িল।
বৌদ্ধ বলেন—আমাদের সিদ্ধান্ত না বুঝিয়া তুমি অনর্থক আক্ষেপ করিতেছ। আমরা বলি—'ঘট ঘট ঘট', এইপ্রকার যে সন্তান (—ধারা), কোন সময়ে তাহা হইতে 'পট পট পট' এই প্রকার বিজাতীয় সন্তানের উৎপত্তি হয়। তখন উক্ত চরম ঘট-সন্তানী হইতে আদ্য-পটসন্তানীর উৎপত্তি হওয়ায় অর্থক্রিয়াকারী চরম ঘট-সন্তানী আর অসৎ হইয়া পড়ে না; ফলে ঘট-সন্তানের অসত্তার প্রসঙ্গই উঠে না। আবার চরম ঘট-সন্তানী অন্য ঘট-সন্তানীর উৎপাদক না হওয়ায় ঘট-সন্তানের নিরোধও সম্ভব। সুতরাং আমাদের মতে নিরোধ নির্ব্বিষয় নহে, ইত্যাদি। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—ইহাও অসঙ্গত কল্পনা, যেহেতু এইপ্রকারে একজাতীয় সন্তানের মধ্যে বিজাতীয় সন্তানীর এবং তাহার ফলে তৎসন্তানের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হইলে, এক সন্তানের মধ্যে অনেক সন্তান অঙ্গীকৃত হইয়া পড়িবে। হউক্ ক্ষতি কি? ইহাই ক্ষতি যে, ঘটসন্তান হইতে পটসন্তানের, রূপসন্তান হইতে রসসন্তানের, ইত্যাদি এইপ্রকারে

[৩৭২ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

ভাবানাং নিরন্বয়ঃ নিরুপাখ্যঃ বিনাশঃ সম্ভবতি, সর্ব্বাসু অপি অবস্থাসু প্রত্যভিজ্ঞানবলেন অন্বয্যবিচ্ছেদদর্শনাৎ। ১৬ **অস্পষ্ট-ভাষ্যানুবাদ**

নিরন্বয় (—নিরবশেষ)ও নিরুপাখ্য (—নিঃস্বরূপ) বিনাশ সম্ভব হয় না, কারণ [মৃৎপিণ্ড, মৃদ্‌ঘট, মৃৎকপাল, ইত্যাদি] সকল অবস্থাতেই ['সেই ঘটাকার মৃত্তিকাই এই', 'সেই কপালাকার মৃত্তিকাই এই', এইপ্রকার] প্রত্যভিজ্ঞার বলে অন্বয়ীর (—যাহা সর্ব্বাবস্থাতে কার্য্যে অনুসৃত থাকে, সেই উপাদানকারণের) অবিচ্ছেদ পরিদৃষ্ট হয় (৩২)।১৬ [ঘটাদি] কোন স্থলে দৃষ্ট অন্বয়ীর অবিচ্ছেদের দ্বারা

ভাবদীপিকা [বৌদ্ধের প্রতিসংখ্যাদি নিরোধদ্বয় অসিদ্ধ।]

বিজাতীয় সন্তানের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হইলে জগতে নিয়মিত কার্য্যকারণভাবই বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে, ইহা **প্রথম দোষ। দ্বিতীয় দোষ** এই—তোমার মতে সন্তানই (—প্রবাহই) সিদ্ধ হইবে না, কারণ সদৃশবিষয়ক প্রবাহকেই সন্তান বলা হয়, যথা—'ঘট ঘট ঘট', এইপ্রকার যে ধারা (—প্রবাহ) তাহাই সন্তান পদবাচ্য, 'ঘট পট মঠ রূপ রস', ইত্যাদি এইপ্রকার ধারা তাহা নহে। যেমন মরুপ্রদেশের উৎস্র প্রান্তস্থ জলধারাকে এক জলধারা বলা যায় না, তদ্রূপ। **শঙ্কা**—কিন্তু কথঞ্চিৎ সারূপ্য থাকিলে বিজাতীয় সন্তানিযুক্ত প্রবাহকেও তো সন্তান বলা যায়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তাহা হইলেও তোমাদের মতে সন্তানের নিরোধ সম্ভব হইবে না, কারণ মোক্ষাবস্থাতেও তোমরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানধারা অঙ্গীকার করিয়া থাক; আর বদ্ধাবস্থাতে সোপপ্লব (—বিষয়রূপ মলযুক্ত) বিজ্ঞানধারা ও মোক্ষাবস্থাতে নিরুপপ্লব (—বিশুদ্ধ) বিজ্ঞানধারার মধ্যে "সত্তারূপ" কথঞ্চিৎ সারূপ্য বিদ্যমান থাকেই। সুতরাং মোক্ষাবস্থাতেও সত্তাযুক্ত বিজ্ঞানধারা বর্ত্তমান থাকায় সন্তানের নিরোধ তোমাদের মতে কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না। ফলে সন্তানরূপ নিরোধ্য বিষয়ের অভাবে তোমাদের নিরোধদ্বয় অসিদ্ধ হইয়া পড়িল। সুতরাং যে বস্তু অসিদ্ধ, যাহার দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তাদৃশ বস্তু অঙ্গীকারের প্রতি কোন হেতু না থাকায় সেই বস্তুবিষয়ে 'ইহা ভাব পদার্থ বা অভাব পদার্থ; বস্তু অথবা অবস্তু; সোপাখ্য অথবা নিরুপাখ্য', ইত্যাদি কোনপ্রকার শব্দপ্রয়োগ সঙ্গত হয় না। সুতরাং তোমরা যে নিরোধদ্বয়কে অবস্তু, অভাবমাত্র ও নিরুপাখ্য বলিতে ইচ্ছা কর (৩ ভাষ্য বাক্য), তাহা অসঙ্গত। উহাদিগকে ভাববস্তু বলিতে হইবে, ইহা পরবর্ত্তী ভাবদীপিকাতে দ্রঃ।

[নিরোধ্য বিষয়ের অভাবে নিরোধদ্বয় অসিদ্ধ]

(৩২) **সিদ্ধান্তীর** ভাব এই—যাহা সর্ব্বাবস্থাতেই কার্য্যে অনুস্যূত অন্বয়ী রূপ, তাহাই কার্য্যের পারমার্থিক রূপ, যেমন মৃত্তিকাই ঘট ও কপালাদির পারমার্থিক রূপ। ঘট ও কপালাদি যে নাম ও রূপ, তাহা উৎপত্তিবিনাশশীল আগন্তুক অনির্ব্বচনীয় মৃদবস্থাবিশেষ মাত্র। এই আগন্তুক ঘটাদি অবস্থার নাশ হইলে, সেই আগন্তুক অবস্থা যাহার, সেই মৃত্তিকারূপ পারমার্থিক বস্তুটি অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান থাকেই। সুতরাং ঘটাদি অবস্থার নাশ হইলেও, যাহার সেই অবস্থা, সেই মৃত্তিকা বিদ্যমান থাকে বলিয়া ঘটাদির নিরবশেষ নাশ সম্ভব হয় না। ফলে এই পক্ষেও নিরন্বয় নাশযোগ্য সন্তানরূপ বিষয়ের অভাববশতঃ নিরোধদ্বয়ের বৌদ্ধসম্মত স্বরূপ সিদ্ধ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রত্যভিজ্ঞানাসু অপি অবস্থাসু ক্বচিৎ দৃষ্টেন অন্বয্যবিচ্ছেদেন অন্যত্রাপি তদনুমানাৎ ।১৭ তস্মাৎ পরপরিকল্পিতস্য নিরোধদ্বয়স্য অনুপপত্তিঃ ।১৮॥২।২।২২॥

ভাষ্যানুবাদ

অন্য স্থলেও (—যে স্থলে অন্বয়ীর বিচ্ছেদ প্রতিভাত হয়, সেই স্থলেও) তাহার (—অন্বয়ীর অবিচ্ছেদের) অনুমান হওয়ায় যে সকল অবস্থাতে স্পষ্টভাবে অন্বয়ীর প্রত্যভিজ্ঞা হয় না, সেই সকল অবস্থাতেও 'অন্বয়ীর অবিচ্ছেদ অনুমান করিতে হইবে' (৩৩) ।১৭ সেইহেতু (—অনির্ব্বচনীয় সন্তানীসকলের যাহা পারমার্থিক স্বরূপ,

ভাবদীপিকা [নিরোধদ্বয়ের অভাবাত্মকতা নিরাকরণ ।]

নিরোধদ্বয়কে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে নিরাকরণ করিতে হইলে যুক্তি এই—সন্তানী যে ঘট প্রভৃতি, তাহারা তো তোমাদের মতে ক্ষণিক, দ্বিতীয় ক্ষণে স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের প্রতিসংখ্যানিরোধ (—বুদ্ধিপূর্ব্বকনাশ) সম্ভব নহে। আর স্বয়ংই বিনষ্ট হইলেও তাহাদের অপ্রতিসংখ্যানিরোধও সম্ভব নহে, যেহেতু মৃদাদি অন্বয়িকারণের নাশ না হওয়ায় তাহাদের নিরন্বয় নাশ সম্ভব হয় না। এইরূপে নিরন্বয় নাশযোগ্য সন্তান ও সন্তানিরূপ বিষয়ের অভাবে বৌদ্ধের নিরোধদ্বয়ের স্বরূপ সিদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে দেখ, ঘটাদির নাশ হইলে তাহাদের মৃত্তিকাদি অন্বয়িকারণরূপ ভাবপদার্থই অবশিষ্ট থাকে বলিয়া নিরোধদ্বয়ের বৌদ্ধসম্মত অভাবাত্মকতা নিরাকৃত হইয়া ভাবস্বরূপতাই সিদ্ধ হইয়া পড়ে *। আবার 'পট বিনষ্ট হইতেছে', 'পট বিনষ্ট হইবে', 'পট বিনষ্ট হইয়াছে', ইত্যাদি প্রকারে সেই বিনাশ কালাদির সহিত সম্বন্ধ-যুক্তরূপে এবং 'ঘটের অভাব', 'পটের অভাব', ইত্যাদিপ্রকারে ভাববস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্তরূপে উল্লিখিত হয় বলিয়া নিরোধের বৌদ্ধসম্মত নিরুপাখ্যতাও (—নিঃস্বরূপতাও) উপপন্ন হয় না এবং তাহাকে অবস্তুও বলিতে পারা যায় না ; কারণ যে বস্তুর পরিচয় প্রদান করা যায়, তাহাকে নিঃস্বরূপ না বলিয়া ভাববস্তুরূপেই অঙ্গীকার করিতে হয়। অতএব বৌদ্ধগণ যে নিরোধদ্বয়কে অবস্তু অভাবমাত্র ও নিরুপাখ্য বলিতে ইচ্ছা করেন (৩ বাক্য), তাহা এই-প্রকারে নিরাকৃত হইয়া পড়িল। **শঙ্কা**—ঘটাদিস্থলে নিরবশেষ নাশ সম্ভব না হইলেও বীজাঙ্কুরাদি স্থলে তাহা অবশ্যই হয়, যথা—অঙ্কুরের উদ্গম ও বর্দ্ধনের অনন্তর বীজের মৃত্তিকার ন্যায় প্রত্যভিজ্ঞা হয় না ; বারিবিন্দু যখন পাবকদ্বারা শোষিত হয়, তখন তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং বস্তুর নিরবশেষ নাশ অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞানাসু**—['ঘটাদি] কোন স্থলে', ইত্যাদি (১৭ বাক্য)।

[সিঃ— বস্তুর নিরন্বয় নাশ নিরাকরণ ।]

(৩৩) **সিদ্ধান্তীর** অনুমানের আকার এই "অঙ্কুরাদয়ঃ অনুস্যূতান্বয়িভাবস্থাঃ কার্য্যত্বাৎ, পটবৎ"—'অঙ্কুর প্রভৃতি অনুস্যূত ও অন্বয়ী যে ভাব পদার্থ, তাহাতেই অবস্থিত, যেহেতু

* ইদানীন্তনকালীন বৌদ্ধগণ বলেন—তোমার এই উদ্যম নিরর্থক, কারণ আমাদের মতে নিরোধদ্বয় অভাবাত্মক নহে। তদুত্তরে বলি—তাহা হইলে এই উদ্যমও তোমার বিরুদ্ধে নহে। যে প্রাচীনগণ ইহাদিগকে অভাবাত্মকরূপে অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধেই ইহা প্রযুক্ত হইল। প্রাচীন বৌদ্ধগণ নিরোধদ্বয়কে অভাব পদার্থ মনে করিতেন, তাহা "নিরোধানাং মহামতে তত্ত্বমেব নোপলভ্যতে" ইত্যাদি লঙ্কাবতারসূত্রের (৩ পরিচ্ছেদ) বচন হইতে অবগত হওয়া যায় (৩৬ ভাবদীঃ দ্রঃ) ।

ভাষ্যানুবাদ

সেই অন্বয়ী সর্ব্বাবস্থাতেই অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান থাকায়, নিরন্বয় (—নিরবশেষ) নাশযোগ্য বিষয়ের অভাববশতঃ] অপর (—বৌদ্ধ) কর্ত্তৃক পরিকল্পিত নিরোধদ্বয়ের উপপত্তি হয় না (—তাহাদের স্বরূপ সিদ্ধ হয় না)।১৮॥২।২।২২॥

ভাবদীপিকা [বস্তুর নিরন্বয় নাশ নিরাকরণ।]

তাহা কার্য্যবস্তু, যেমন বস্ত্র'। "বিমতং ন নিরন্বয়বিনাশি, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ"—'বিবাদাস্পদ বস্তুটী নিরবশেষ ধ্বংসশীল নহে, যেহেতু তাহা কার্য্যবস্তু, যেমন ঘট'। "পাবকশোষিতং জলং ন নিরন্বয়বিনাশি, কার্য্যত্বাৎ অম্বুদত্বায় বাষ্পরূপেণ নভোমণ্ডলে সত্বাৎ চ"—'বহ্নিশোষিত জল নিরন্বয়বিনাশি নহে, যেহেতু তাহা কার্য্যবস্তু এবং যেহেতু বারিবর্ষণকারী মেঘ হইবার জন্য তাহা বাষ্পরূপে আকাশমণ্ডলে অবস্থিত থাকে,' ইত্যাদি। অতএব কোন বস্তুর নিরন্বয় নাশ হয় না, ইহাই সিদ্ধ হইল। লক্ষ্য করিতে হইবে—এইরূপে বস্তুসকলের নিরন্বয় নাশ নিরাকৃত হওয়ায় বৌদ্ধগণের ক্ষণভঙ্গবাদও (—দ্বিতীয় ক্ষণে প্রত্যেক বস্তুর নিরন্বয় নাশ হইয়া যায়, এই মতবাদও) নিরাকৃত হইয়া পড়িল।

[সিঃ— বৌদ্ধসম্মত অপ্রতিসংখ্যানিরোধের দৃষ্টান্ত বিঘটন

বৌদ্ধশাস্ত্রে "রূপাদির গ্রহণকালে রসাদির অগ্রহণকে" অপ্রতিসংখ্যানিরোধের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে (৩০ ভাবদীঃ)। **সিদ্ধান্তী** বলেন—তাহা সঙ্গত নহে; কারণ 'নিরোধ'শব্দের অর্থ 'ধ্বংস' এবং 'অগ্রহণ'শব্দের অর্থ—'তদ্বিষয়ক জ্ঞান না হওয়া', অর্থাৎ 'অজ্ঞান'। ধ্বংস ও অজ্ঞান এক পদার্থ নহে। **বৌদ্ধ** বলেন—"উৎপাদাত্যন্তবিঘ্নোঽন্যোনিরোধঽপ্রতিসংখ্যয়া" (অভিধর্ম্মঃ ১।৬)—'পদার্থসকলের উৎপত্তির অত্যন্ত বিরোধী যে অন্যপ্রকার স্বরূপবিয়োগ, তাহাই 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ' (ঐ, নালন্দিকা)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—"উৎপত্তির অত্যন্ত বিরোধী স্বরূপবিয়োগ", ইহার অর্থ—'অনুৎপত্তি'। অনুৎপত্তি ও নিরোধ এক পদার্থ নহে। যাহার উৎপত্তিই হয় নাই, তাহার নিরোধ (—নিরবশেষ ধ্বংস) কিপ্রকারে হইবে? 'অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ' তো বাতুলের কল্পনা! উৎপন্ন বস্তুরই ধ্বংস হইয়া থাকে, অনুৎপন্নের নহে। অতএব "অবুদ্ধিপূর্ব্বক নাশাত্মক যে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, তাহার 'অবুদ্ধিপূর্ব্বকতারূপ' অংশে উক্ত দৃষ্টান্তের সমন্বয় হইলেও "নাশ" (—নিরোধ) অংশে সমন্বয় হয় না বলিয়া উহা অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধের দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না। বস্তুতঃ কিন্তু 'অবুদ্ধিপূর্ব্বকতা' অংশেও দৃষ্টান্তের সমন্বয় হয় না, কারণ যাহা উৎপন্নই হয় নাই, আকাশকুসুমের ন্যায় তাহার বুদ্ধির বিষয় হওয়া বা না হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আর 'অনুৎপত্তিকেই' যদি তোমরা 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ' বল, তাহা হইলেও ক্ষণভঙ্গবাদী তোমাদের মতে উৎপত্তির পরক্ষণেই যে বস্তুর স্বতঃই নাশ হইয়া যায়, তাহা কোন্ নিরোধের অন্তর্গত হইবে? বুদ্ধিপূর্ব্বক না হওয়ায় তাহা প্রতিসংখ্যানিরোধের অন্তর্গত হইতে পারে না। অথচ নিরোধ তো মাত্র দুইটী! **বৌদ্ধ** যদি বলেন—আমাদের আচার্য্যগণের উপদেশানুসারে আমরা এইপ্রকারই অঙ্গীকার করি, কোন বিশেষ অবস্থাকে বুঝাইবার জন্য, আমাদের ইহা বিশেষ পরিভাষা। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—'অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায়', তাহা তোমাদের শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকুক। বিবেচক ব্যক্তিগণ তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না। আর অপ্রতিসংখ্যানিরোধের যে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা 'ঘটাদি বস্তুর প্রতিক্ষণেই সূক্ষ্মরূপে ক্ষয়' ইত্যাদি (৩০ ভাবদীঃ), তাহাও

ভাবদীপিকা [অপ্রতিসংখ্যানিরোধের দৃষ্টান্ত বিঘটন]

অঙ্গীকার করা যায় না ; কারণ তদঙ্গীকারে 'সেই এই ঘট', এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞার বিরোধ হইয়া পড়িবে। **বৌদ্ধ** যদি বলেন—উক্তপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা ভ্রম মাত্র। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তাহা হইলে অনুভবের অপলাপ ও ব্যবহারের বিলোপ হইয়া পড়িবে। পরমাণুর বিশ্লেষবশতঃ ঘটাদির নাশ, কৃশতাবশতঃ পিতৃশরীরের ও বৃদ্ধিবশতঃ পুত্রশরীরের নাশ ইত্যাদি এইপ্রকার নাশ অঙ্গীকৃত হইলে (২ ভাবদীঃ), হস্তস্থিত মৃদ্‌ঘট হইতে যৎসামান্য অংশ অপসৃত হওয়ায় সেই ঘটের দ্বারা তৎকালে ব্যবহার সম্ভব হইবে না ; অপক্ষীয়মাণ বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধিমান্ শিশু পুত্র আর পিতা এবং পুত্র থাকিবেন না, ইত্যাদি এইপ্রকারে সমস্ত ব্যবহারের বিলোপ হইয়া পড়িবে। তাহা কিন্তু হয় না, ইহা অনুভবসিদ্ধ। সেইহেতু পরমাণু পর্য্যন্ত বিশ্লেষ ও অবয়বীর নাশ অঙ্গীকার না করিয়া স্থায়ী অবয়বীতেই কতকগুলি পরমাণুর সংযোজন ও বিযোজন হয়, ইহাই অঙ্গীকার করিতে হইবে। অতএব অপ্রতিসংখ্যানিরোধের কোন দৃষ্টান্ত না থাকায়, তন্নামক কোন পদার্থই সিদ্ধ হয় না, ইহা নির্ণীত হইল। ফলে বৌদ্ধের ক্ষণভঙ্গবাদও নিরাকৃত হইয়া পড়িল, কারণ তাঁহাদের মতে উৎপত্তির পরক্ষণেই বস্তুর যে স্বতঃই নাশ, তাহা কাহারও বুদ্ধিপূর্ব্বক হয় না। সুতরাং তাদৃশ নাশকে অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ বলিতে হইবে; অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞার বিরোধবশতঃ তাদৃশ নিরোধই কিন্তু সিদ্ধ হয় না।

[সিঃ— প্রত্যক্ষের দ্বারা ক্ষণিকত্বসিদ্ধিতে বৌদ্ধ-প্রদর্শিত যুক্তির নিরাকরণ]

বৌদ্ধ বলেন—বর্ত্তমানকালীন ঘটের জ্ঞানকালে অতীত ও ভবিষ্যৎকালের ব্যাবৃত্তি গৃহীত হয় বলিয়া ঘটাদির তাৎকালিকতা অর্থাৎ ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয়, ইহা বলা হইয়াছে (৩৪২পৃঃ)। সুতরাং ক্ষণভঙ্গবাদ নিরাকৃত হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—কোন বস্তুর জ্ঞানকালে তাহার বর্ত্তমানতাই গৃহীত হয়, কিন্তু তাহা যে অতীতে ছিল এবং ভবিষ্যতে থাকিবে না, এইপ্রকার জ্ঞান কাহারও হয় না। **বৌদ্ধ** বলেন—অতীততা ও ভবিষ্যত্তার অভাবই তো বর্ত্তমানতা। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অতীততা ও ভবিষ্যত্তার অভাবই বর্ত্তমানতা হইলে, বর্ত্তমানতাদির অভাবকেই অতীতত্বাদি বলিতে হইবে। তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়িবে এবং ভাবাত্মকরূপে প্রতীয়মান বর্ত্তমানাদি কালকে অভাবাত্মকরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। ইহা সর্ব্বানুভববিরুদ্ধ। আর এক কথা, অভাবপদার্থকে 'ন' 'নাস্তি' ইত্যাদিপ্রকারে জ্ঞাপন করা হয়। বর্ত্তমানতাকে তদ্রূপ করা যায় না। সুতরাং যে ঘট বর্ত্তমানে ভাবাত্মকরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা সেই সময়েই অভাবাত্মকরূপে প্রতীত হইবে কি প্রকারে ? ভাব ও অভাব বিরুদ্ধ পদার্থ। সুতরাং অতীতত্ব ও ভবিষ্যত্ব বর্ত্তমানতা হইতে ভিন্ন হইলেও একই বস্তুতে অন্যাপোহরূপে তাহাদের প্রতীতি সম্ভব হয় না বলিয়া বস্তুর তাৎকালিকতা, অর্থাৎ ক্ষণিকতা প্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। **বৌদ্ধ** বলেন—তুমি অনুভবের অপলাপ করিতেছ, কারণ 'ঘট বর্ত্তমান আছে' বলিলে, ঘট পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ক্ষণের সহিত সম্বন্ধশূন্য এবং মধ্যবর্ত্তী ক্ষণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, ইহাই প্রতীয়মান হয়, সুতরাং বস্তুর ক্ষণিকত্বই সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অতীতত্ব বর্ত্তমানত্ব ও ভবিষ্যত্ব, এই ধর্ম্মত্রয় অবশ্যই পরস্পরের ব্যাবর্ত্তক, একটী যে স্থলে থাকে অপরটী সে স্থলে থাকে না। কিন্তু তাহারা যে তাহাদের আশ্রয়ভূত ধর্ম্মীকেও বিভিন্ন করিয়া ফেলে, সেই বিষয়ে প্রমাণ কি ? দেখ, চিত্রপটে (—নানা বর্ণযুক্ত একটী বস্ত্রে) নীল ও পীত প্রভৃতি পরস্পরের ব্যাবর্ত্তক নানা বর্ণ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু

ভাবদীপিকা [ক্ষণিকত্বসিদ্ধিতে বৌদ্ধের যুক্তি নিরাকরণ]
তাহারা কি স্ব স্ব আশ্রয়াবচ্ছেদে বস্তুটীকে বিভিন্ন করিয়া ফেলে ? করে না। স্থায়ী বস্তু একই থাকে, কিন্তু বস্তুর যে অংশে এক বর্ণ থাকে সেই অংশেই অপর বর্ণ থাকে না, ইহাই বস্তুস্থিতি। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ একটী স্থায়ী বস্তুই বিদ্যমান থাকে, যখন তদবলম্বনে বর্তমানতার জ্ঞান হয়, তখন সেই বর্তমানতারূপ ধর্ম্ম অতীতত্বাদি ধর্ম্মকে ব্যাবৃত্ত করে মাত্র। বস্তু তাহাতে বিভিন্ন হইয়া পড়ে না। এইপ্রকার হইলেই "এইটীই সেই সুবর্ণ ঘট, যাহা আমার পিতামহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এইটী বর্তমানে আমি ব্যবহার করিতেছি, পরে আমার পৌত্র ব্যবহার করিবে", এইপ্রকার অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞা ও ব্যবহার হয় সমঞ্জস। অতএব প্রত্যক্ষের দ্বারা ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয়, এই মতবাদ নিরাকৃত হইয়া পড়িল।

[সিঃ—অনুমানের দ্বারা ক্ষণিকত্বসিদ্ধিতে বৌদ্ধপ্রদর্শিত যুক্তির নিরাকরণ।]

আর উক্তপ্রকার অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞার বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া অনুমানের দ্বারাও বস্তুর ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয় না। প্রত্যক্ষ ও স্মরণাত্মক জ্ঞানকে বলে প্রত্যভিজ্ঞা। দুর্ব্বল অনুমান প্রমাণ প্রবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাধক হইতে পারে না। আর তোমাদের মতে অনুমান সম্ভবও হয় না, যেহেতু ব্যাপ্তিগ্রহণাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা স্থায়ী অনুমাতাই তোমাদের মতে নাই। আবার তোমাদের প্রদর্শিত অনুমানে (৩৪২ পৃঃ) দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ হইয়া পড়ে, কারণ জলধর যদি উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে বারিবর্ষণ সম্ভব হইত না, কারণ তোমাদের মতে 'নাশ' অর্থ নিরন্বয় নাশ। বিদ্যুৎও ক্ষণমাত্র স্থায়ী নহে, তাহাকে দুই বা তিন ক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে দেখা যায় (২।২।২৫সূঃ রত্নপ্রভা)। আর তোমাদের যে অনুকূল তর্ক (৩৪২পৃঃ), তাহা তর্কাভাস মাত্র। স্থায়ী দণ্ডের অনেক ঘটোৎপাদনের যোগ্যতা থাকিলেও তাহা যুগপৎ অনেক ঘটকে উৎপাদন করিতে পারে না, ঘটের অন্যান্য কারণসকলের যেমন যেমন সমাবেশ হয়, তেমন তেমনই হয় ঘটোৎপত্তি, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। একমাত্র দণ্ডই ঘটোৎপত্তির হেতু নহে। অতএব কারণসকলের সমাবেশ ও অসমাবেশই ঘটোৎপত্তির নিয়ামক। সুতরাং কার্য্যোৎপত্তিতে বিলম্বের প্রতি কোন নিয়ামক নাই, ইহা বলিতে পার না। কারণকূটের সমাবেশ ও অসমাবেশকেই কার্য্যোৎপত্তির নিয়ামকরূপে অঙ্গীকার না করিলে বৌদ্ধ তোমাকে বলিতে হইবে—অসংখ্য আম্রমুকুলে অসংখ্য আম্রের উৎপত্তি-সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা হয় না কেন ? **বৌদ্ধ** বলেন—যে আম্রমুকুলে কুর্ব্বদ্রূপতা (—উৎপাদনশক্তি) থাকে, তাহা হইতেই হয় আম্রোৎপত্তি, অপর হইতে নহে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—মুকুলের এই কুর্ব্বদ্রূপতা ১। আগন্তুক, অথবা ২। স্বাভাবিক ? **প্রথম পক্ষে**—তোমার অভিপ্রেত ক্ষণিকত্বের ব্যাঘাত হইবে, কারণ কোন বস্তু পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকিলেই তাহাতে আগন্তুক ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভব। **দ্বিতীয় পক্ষে**, অর্থাৎ যদি বল সেই কুর্ব্বদ্রূপতা স্বাভাবিক, তাহা হইলে তোমাকে বলিতে হইবে—অপর মুকুলসকলে সেই স্বাভাবিক কুর্ব্বদ্রূপতা নাই কেন ? যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহা তজ্জাতীয় প্রত্যেক পদার্থেই সমানভাবে বিদ্যমান থাকে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। অতএব অনুভবের অপলাপ হইয়া পড়ে বলিয়া দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে। **বৌদ্ধ** যদি বলেন—ইহাই স্বভাব যে কুর্ব্বদ্রূপতা কোন মুকুলে থাকে, কোনটীতে থাকে না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তাহা হইলে স্বভাবকারণবাদ অঙ্গীকৃত হইয়া পড়িবে। ফলে আমরা যদি বলি—বস্তুসকল ক্ষণিক নহে পরন্তু স্থায়ী, ইহাই তাহাদের স্বভাব। তদুত্তরে **বৌদ্ধ** তোমার আর

উভয়থা চ দোষাৎ ॥২।২।২৩॥

সূত্রার্থ—[প্রতিসংখ্যানিরোধান্তর্ভূতম্ অবিদ্যানিরোধং নিরস্যতি। ক্ষণিকেষু স্থিরত্ব-ভ্রান্তিঃ অবিদ্যা। তস্যাঃ কিং সম্যগ্‌জ্ঞানাৎ নাশঃ, স্বতঃ বা ? ন আদ্যঃ, নির্হেতুকনাশাভ্যুপ-গমহানিপ্রসঙ্গাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, সম্যগ্‌জ্ঞানোপদেশানর্থক্যাৎ ইতি] **উভয়থা চ**—প্রকারদ্বয়ে অপি, **দোষাৎ**—দোষপ্রসঙ্গাৎ [অসঙ্গতং সৌগতমতম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[প্রতিসংখ্যানিরোধের অন্তর্গত অবিদ্যানিরোধকে (৩০ ভাবদীঃ) নিরাকরণ করিতেছেন। ক্ষণিক পদার্থসকলে যে স্থিরত্বভ্রান্তি, তাহাই অবিদ্যা (৯ ভাবদীঃ)। তাহার নাশ কি সম্যগ্‌জ্ঞানের দ্বারা হয়, অথবা স্বতঃই ? প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে, যেহেতু [বৌদ্ধমতে] কারণব্যতিরেকে যে নাশ অঙ্গীকৃত হয়, তাহার হানি হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে, যেহেতু সম্যগ্ জ্ঞানের উপদেশ অনর্থক হইয়া পড়িবে। এইরূপে] **উভয়থা চ**—উভয় প্রকারেই, **দোষাৎ**—দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া [সৌগতমতবাদ অসঙ্গত]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যঃ অয়ম্ অবিদ্যাদিনিরোধঃ, প্রতিসংখ্যানিরোধান্তঃপাতী পর-পরিকল্পিতঃ, সঃ সম্যগ্‌জ্ঞানাৎ বা সপরিকরাৎ স্যাৎ, স্বয়ম্ এব বা?১

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ— বৌদ্ধগণকর্তৃক স্বীকৃত অবিদ্যাদির প্রতিসংখ্যানিরোধে দোষ প্রদর্শন]

অপর (— বৌদ্ধ) কর্তৃক পরিকল্পিত প্রতিসংখ্যানিরোধের অন্তর্গত এই যে অবিদ্যাদির নিরোধ, তাহা কি সপরিকর (—সামগ্রীর সহিত, অর্থাৎ যম-নিয়মাদি ও শ্রবণ-মননাদি সাধনসকলের সহিত) সম্যগ্‌জ্ঞান (৩৪) হইতে হয়, অথবা স্বয়ংই

ভাবদীপিকা [ক্ষণিকত্বসিদ্ধিতে বৌদ্ধের যুক্তি নিরাকরণ]

কিছুই বলিবার থাকে না। অতএব কারণসকলের সমাবেশ ও অসমাবেশকেই কার্যোৎপত্তির প্রতি নিয়ামকরূপে অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। এইরূপে তোমাদের প্রদর্শিত অনুকূল তর্ক যে তর্কাভাস মাত্র, ইহা প্রতিপাদিত হইল। তাহার ফলে অনুমানপ্রমাণের দ্বারাও বস্তুর ক্ষণিকতা সিদ্ধ হয় না, ইহা নির্ণীত হইল। [সহকারীর সন্নিধানবশতঃ স্থায়ী পদার্থ হইতে কার্যোৎপত্তি বিষয়ে বৌদ্ধের আক্ষেপ ও তাহার সমাধান ৫২ ও ৫৩ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে দ্রঃ]।

[বৌদ্ধমতে মোক্ষের স্বরূপ]

(৩৪) **বৌদ্ধমতে** এই 'সম্যগ্ জ্ঞান' বলিতে কি বুঝায়, তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহাদের 'মোক্ষ' বলিতে কি বুঝায়, তাহা প্রথমে অবগত হইতে হইবে। **শারীরকন্যায়সংগ্রহ-কার** বলিয়াছেন—"বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উদয়ই মোক্ষ" (৩৪২ পৃঃ)। **ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার** এই সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন—"নির্বিকল্পকালয়বিজ্ঞানসন্ততিপরিশেষঃ এব মোক্ষঃ"। ভাব এই—'আলয়বিজ্ঞান স্বভাবতঃই নির্বিকল্পক, অবিদ্যা ও বাসনাদি উপাধির সম্বন্ধবশতঃ তাহা সবিকল্পক হইয়া পড়ে। সাধনবলে তাহার সবিকল্পতা নিরাকৃত হইয়া নির্বিকল্পক আলয়-বিজ্ঞানধারারূপে অবস্থিতিই,মোক্ষ'। সুতরাং ইঁহার মতে 'বিশুদ্ধবিজ্ঞান' শব্দের অর্থ—**১।** 'নির্বি-কল্পক আলয়বিজ্ঞানধারা'। **২।** আবার ২।২।৫ অধিঃ ২৮ সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যাতে ইনি "সাকার-জ্ঞানসন্ততিকে" বন্ধন এবং "নিরাকারজ্ঞানসন্ততিকে" মোক্ষ বলিয়াছেন। **মানমেয়ো-দয়কার** বলেন—"সৌগতাস্ত নীলপীতাদিবিষয়োপধানবিলয়ে সতি নিরুপধানস্য বোধসন্তানস্য

শাঙ্করভাষ্যম্

পূর্ব্বস্মিন্ বিকল্পে নির্হেতুকবিনাশাভ্যুপগমহানিপ্রসঙ্গঃ।২ উত্তরস্মিংস্তু মার্গোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ।৩ এবম্ উভয়থা অপি দোষপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্ ইদং দর্শনম্।৫।।২।২।২৩।।

ভাষ্যানুবাদ

হয়।১ পূর্ব্ববর্ত্তী বিকল্পে (—প্রথম পক্ষে, বৌদ্ধগণের] কারণব্যতিরেকে যে বিনাশের স্বীকৃতি, তাহা ব্যাহত হইয়া পড়িবে (৩৫)।২ আর পরবর্ত্তী বিকল্পে মার্গের (—'সর্ব্বং ক্ষণিকং, সর্ব্বং দুঃখম্' ইত্যাদি প্রকার ভাবনারূপ সাধনের) উপদেশ অনর্থক হইয়া পড়িবে।৩ এইরূপে উভয়প্রকারেই দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া এই [বৌদ্ধ] দর্শন সামঞ্জস্যবিহীন।৪।।২।২।২৩।।

ভাবদীপিকা [বৌদ্ধমতে মোক্ষের স্বরূপ]

স্বরূপেণাবস্থানং মোক্ষম্ আচক্ষতে" (মানমেয়োদয়, দ্রব্যনির্ণয়)— 'নীলপীতাদি বিষয়রূপ উপাধির বিলয় হইলে উপাধিবিরহিত বিজ্ঞানধারা যে স্বস্বরূপে অবস্থান করে, তাহাই মোক্ষ নামে অভিহিত হয়'। **প্রবোধচন্দ্রোদয়কার** বলেন—"বিগলিতাখিলবাসনত্বাৎ ধীসন্ততিঃ স্ফুরতি নির্ব্বিষয়োপরাগা:"—(প্রঃ চন্দ্রোদয় ৩।৮)—'নিখিল বাসনা বিনষ্ট হওয়ায় বিজ্ঞানধারা বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্যরূপে প্রকাশিত হয়'। এই শেষোক্ত মতদ্বয়ে 'বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ' নিরাকৃত হওয়ায় 'বিশুদ্ধ বিজ্ঞানশব্দে' নির্ব্বিকল্পক বিজ্ঞানধারাও অঙ্গীকৃত হইতেছে না, ইহাই প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারের দ্বিতীয় মতও এইপ্রকার। [সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান ৪৭ ভাবদীঃ পাদটীকা দ্রঃ।] অতএব মোক্ষকালীন যে বিশুদ্ধবিজ্ঞান, তাহা ব্রহ্মবিদ্যাভরণকারের প্রথম মতানুযায়ী নির্ব্বিকল্পক বিজ্ঞানধারাই হউক, বা শেষোক্ত মতত্রয়ানুযায়ী সমস্ত উপাধিবিরহিত নিরাকার বিজ্ঞানধারাই হউক, সাধনপ্রভাবে তাহার যে প্রাথমিক উৎপত্তি, তাহাই এই স্থলে 'সম্যগ্‌জ্ঞানশব্দে' বিবক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। [**বৌদ্ধমতে** মোক্ষবিষয়ে আরও আলোচনা ৪।৪।২ অধিঃ ভাবদীপিকাতে করা হইবে এবং তাহাতে দোষও সেই স্থলে প্রদর্শিত হইবে।]

[টিঃ—প্রতিসংখ্যাদি নিরোধবিষয়ে বৌদ্ধগণের মতভেদ, উভয় মতেই তাহার নিরাকরণ।]

(৩৫) **বৌদ্ধগণের** মধ্যে কোন কোন মতবাদী বলেন—"অপ্রতিসংখ্যানিরোধকেই আমরা 'নির্হেতুক নিরোধরূপে', অর্থাৎ 'কারণব্যতিরেকে বিনাশ-রূপে' অঙ্গীকার করিয়া থাকি; প্রতিসংখ্যানিরোধ কিন্তু কারণ হইতেই উৎপন্ন। সুতরাং তোমাদের ভাষ্যকার আকাশের সহিত যুক্ত করিতেছেন", ইত্যাদি। তদুত্তরে **বেদান্তী** আমরা **বৌদ্ধাচার্য্য বসুবন্ধুর** "ত্রিবিধং চাপ্যসংস্কৃতম্ আকাশং দ্বৌ নিরোধৌ চ" (অভিধর্মকোশ, ১।৫) ইত্যাদি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ২৯ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে ইহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। 'অসংস্কৃত' শব্দের বৌদ্ধশাস্ত্রসম্মত অর্থ—'কোন কারণ হইতে অনুৎপন্ন', ইহাও আমরা 'নালন্দিকা' অবলম্বনে উক্ত স্থলে বলিয়াছি। অতএব তোমাদের নিজেদের শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনঙ্গীকারকারী তোমরা আমাদের ভাষ্যকারের উপর আক্ষেপ করিতে পার না। এই বিষয়ে বৌদ্ধগণের **দ্বিতীয় মত** এইপ্রকার হইতে পারে—এইরূপ জনশ্রুতি যে, আচার্য্য বসুবন্ধুকৃত অভিধর্মকোশের প্রতিবাদে **সংঘভদ্র** নামক বৌদ্ধাচার্য্য অন্য এক কোশগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন

আকাশেচাবিশেষাৎ ॥২।২।২৪॥

পদচ্ছেদ—আকাশে, চ, অবিশেষাৎ।

সূত্রার্থ—[নিরোধদ্বয়স্য নিরুপাখ্যত্বং নিরস্য আকাশস্য তন্নিরস্যতি—"আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১) ইতি শ্রুত্যা শব্দগুণকত্বেন চ] **আকাশে চ** - আকাশে অপি [পৃথিব্যাদিবৎ বস্তুত্বপ্রতিপত্তেঃ] **অবিশেষাৎ**—তুল্যত্বাৎ [তস্য ন নিরুপাখ্যত্বম্]।

অনুবাদ—[নিরোধদ্বয়ের নিঃস্বরূপতা [২।২।২২ সূত্রে] নিরাকরণ করিয়া আকাশের তাহা নিরাকরণ করিতেছেন - "আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি শ্রুতি থাকায় এবং শব্দরূপ গুণযুক্ত হওয়ায়] **আকাশে চ** – আকাশেও [পৃথিবী প্রভৃতির ন্যায় বস্তুতাজ্ঞানের] **অবিশেষাৎ**—সমতা থাকায় [তাহার নিঃস্বরূপতা সিদ্ধ হয় না]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যৎ চ তেষামেব অভিপ্রেতং নিরোধদ্বয়ম্ অকাশং চ নিরুপাখ্যম্ ইতি, তত্র নিরোধদ্বয়স্য নিরুপাখ্যত্বং পুরস্তাৎ নিরাকৃতম্ ।১ আকাশস্য ইদানীং নিরাক্রিয়তে ।২ আকাশে চ অযুক্তঃ নিরুপাখ্যত্বাভ্যুপগমঃ, প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধয়োঃ ইব বস্তুত্বপ্রতিপত্তেঃ অবিশেষাৎ ।৩ আগমপ্রামাণ্যাৎ তাবৎ "আত্মনঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আগম ও অনুমান প্রমাণবলে আকাশের বস্তুত্ব প্রতিপাদন।]

আর যে তাঁহাদেরই অভিপ্রেত 'নিরোধদ্বয় ও আকাশ নিরুপাখ্য (—নিঃস্বরূপ, তুচ্ছ') ইত্যাদি, তন্মধ্যে নিরোধদ্বয়ের নিরুপাখ্যতা পূর্বে (– ২।২।২২ সূত্রভাষ্যে) নিরাকৃত হইয়াছে।১ আকাশের নিঃস্বরূপতা এক্ষণে নিরাকৃত হইতেছে।২ আকাশেও নিঃস্বরূপতা স্বীকৃতি যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ প্রতিসংখ্যা ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের ন্যায় [৩৭৫ পৃঃ ভাবদীঃ, তাহাতেও] বস্তুতার জ্ঞান (—আকাশ ভাবপদার্থ, এই জ্ঞান) সমানভাবেই হইয়া থাকে।৩ [কোন্ প্রমাণবলে বলিতেছ ? উত্তর—] আগমের (—বেদের) প্রামাণ্যবলে "আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল",

ভাবদীপিকা

[প্রতিসংখ্যাদিবিষয়ে বৌদ্ধের উভয় মত নিরাকরণ।]

আমরা ধরিয়া লইতেছি, উক্ত গ্রন্থে "প্রতিসংখ্যানিরোধকে কারণ হইতে উৎপন্ন," বলা হইয়াছে। যদি এই মতবাদ গৃহীত হয়, তাহা হইলে "নির্হেতুকবিনাশাভ্যুপগমহানিপ্রসঙ্গঃ" এই ভাষ্যবাক্যের ব্যাখ্যা হইবে এইপ্রকার—"বৌদ্ধমতে মুমুক্ষু সাধক ক্ষণিক হওয়ায় মোক্ষকালে তাঁহার অবস্থিতি সম্ভব হয় না বলিয়া যমনিয়মাদি সাধনের অনুষ্ঠানও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে ; কারণ সাধনের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সাধকের স্থিতি আবশ্যক, কিন্তু তদঙ্গীকারে ক্ষণিকত্বহানি হইয়া পড়ে। সুতরাং কোনপ্রকার সাধনব্যতিরেকেই অবিদ্যাদির নিরোধ স্বীকার্য্য হওয়ায় অবিদ্যাদির প্রতিসংখ্যানিরোধ নির্হেতুক (—কোন কারণ হইতে অনুৎপন্ন), ইহা বৌদ্ধগণকে অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)। এতাদৃশ পরিস্থিতিতে অবিদ্যাদির নিরোধকে তাঁহারা যদি সহেতুক নিরোধ বলেন, তাহা হইলে তাহা নির্যুক্তিকই হইয়া পড়িবে। অতএব "নির্হেতুকবিনাশাভ্যুপগমহানিপ্রসঙ্গঃ" ইত্যাদি ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার কোন অসঙ্গত কথা বলেন নাই। উভয়প্রকার বৌদ্ধমতের সহিতই তিনি পরিচিত ছিলেন, এতদ্দ্বারা ইহাই নির্ণীত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ আকাশস্য চ বস্তুত্ব-প্রসিদ্ধিঃ। ৪ বিপ্রতিপন্নান্ প্রতি তু শব্দগুণানুমেয়ত্বং বক্তব্যং, গন্ধাদীনাং গুণানাং পৃথিব্যাদিবস্ত্বাশ্রয়ত্বদর্শনাৎ। ৫ অপিচ আব-

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে আকাশেরও বস্তুতার প্রসিদ্ধি আছে (—স্বতন্ত্র ভাব-পদার্থরূপে তাহার অস্তিত্ব প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ (৩৬) হয়)। ৪ [বেদের প্রামাণ্য অস্বীকারকারীকে বলিতেছেন—] বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণের প্রতি কিন্তু শব্দরূপ গুণের দ্বারা অনুমেয়রূপে [আকাশকে] বলিতে হইবে, যেহেতু গন্ধ প্রভৃতি গুণসকল

ভাবদীপিকা

(৩৬) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** যুক্তি এই—'যাহা উৎপন্ন, তাহাই ঘটাদির ন্যায় ভাব বস্তু ও সাবয়ব'। আকাশেরও উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং তাহা অবয়বযুক্ত ভাব পদার্থ। ["সাদি-দ্রব্যত্বেন সাবয়বত্বাৎ"—বেদান্তপরিভাষা, প্রত্যক্ষঃ]।

[আকাশবিষয়ে নানা দার্শনিক মতবাদ]

প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য করিতে হইবে—**বেদান্তসিদ্ধান্তে** আকাশ সাদি ও সাবয়ব পদার্থ এবং "দিক্, দেশ ও আকাশ অভিন্ন পদার্থ" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ২।২।২৪সূঃ, সিদ্ধান্তবিন্দু ৮শ্লোক, ৩৮ ভাবদীঃ, ইত্যাদি দ্রঃ]। **পাতঞ্জলমতেও** দিক্ (—দেশ) ও আকাশ অভিন্ন পদার্থ (যোঃ সূঃ ৩।৫২, বার্ত্তিক)। **সাংখ্যমতে**—তমোগুণপ্রধান অহঙ্কারের কার্য্য শব্দতন্মাত্র। তাহা হইতে আকাশের উৎপত্তি (সাং কাঃ ২২ এবং ২৫)। সুতরাং তাহা ভাব পদার্থ। [**সাংখ্যমতে 'দিক্'** ২৫৫ পৃঃ ৩৩ ভাবদীঃ পাদটীকা দ্রঃ]। **ন্যায়-বৈশেষিকমতে**—আকাশ ও দিক্ বিভিন্ন পদার্থ, তাহারা নিত্য ও বিভু। **প্রাচীন বৌদ্ধমতে**—আকাশ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ পদার্থ, কিন্তু নিত্য, যথা—"আকাশং শশশৃঙ্গং চ বন্ধ্যায়াঃ পুত্র এব চ অসন্তশ্চাভিলপ্যন্তে" (মাধ্যমককারিকা ২৫।৮ টীকাতে উদ্ধৃত চতুঃশতক বচন), "নির্ব্বাণাকাশনিরোধানাং * মহামতে ত্রয়মেব নোপলভ্যতে" (লঙ্কাবতারসূত্রঃ ৩পঃ জাপান সংস্করণ ১৭৭ পৃঃ), "নহি স্বভাবেন অবিদ্যমানস্য আকাশাদেঃ উদয়ব্যয়ৌ † দৃষ্টৌ (মাধ্যঃ কাঃ ২০।১৮ টীকা), "আকাশাদয়ঃ অকৃতকাঃ ধর্ম্মিণঃ, তেষাং সর্ব্বসামর্থ্যরহিতত্বেন বন্ধ্যাপুত্রবৎ অসদ্ব্যবহারবিষয়ত্বাৎ" (তত্ত্বসংগ্রহ, ৩৮৬ কাঃ, পঞ্জিকা), ইত্যাদি। এই বৌদ্ধ গ্রন্থসকল ভগবান্ গৌতমবুদ্ধের পরবর্ত্তী হইলেও সেই সকলে উল্লিখিত এই উদ্ধৃতিসকল হইতে প্রতিভাত হয় যে, প্রাচীন এক বৌদ্ধমত ছিল, যাহাতে আকাশ ও নিরোধদ্বয় অসৎ পদার্থ, কিন্তু নিত্যরূপে অঙ্গীকৃত হইত। 'লঙ্কাবতারসূত্র কিন্তু গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী 'ক্রকুচ্ছন্দ' নামক প্রাচীন বুদ্ধকর্ত্তৃক রচিত, এইপ্রকার জনশ্রুতি আছে। **পরবর্ত্তী বৌদ্ধমতে**—আকাশ নিত্য ও ভাব-পদার্থরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে, ইহা আমরা ২৯ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে আলোচনা করিয়াছি।

---

* লক্ষ্য করিতে হইবে—আকাশের ন্যায় প্রতিসংখ্যা ও অপ্রতিসংখ্যা এই নিরোধদ্বয়কে অভাবপদার্থরূপে অঙ্গীকার করা হইতেছে। পরবর্ত্তী "আকাশাদি" পদে নিরোধদ্বয়ও বিবক্ষিত হইয়াছে।

† 'উদয়' অর্থ—উৎপত্তি, 'ব্যয়' অর্থ—বিনাশ। সুতরাং আকাশ ও নিরোধদ্বয়কে উৎপত্তিনাশহীন, সুতরাং নিত্য ও অবিদ্যমান (—অভাব) পদার্থরূপে অঙ্গীকার করা হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

রণাভাবমাত্রম্ আকাশম্ ইচ্ছতাম্ একস্মিন্ সুপর্ণে পততি আবরণস্য বিদ্যমানত্বাৎ সুপর্ণান্তরস্য উৎপিৎসতঃ অনবকাশ-

ভাষ্যানুবাদ

পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে, ইহা পরিদৃষ্ট হয় (৩৭)।৫

[সিঃ—'আবরণাভাবই আকাশ' এই বৌদ্ধ মতবাদ নিরাকরণ।]

[আকাশের ভাবরূপতা সিদ্ধিতে যাঁহারা আগম ও তার্কিকগণের পরিভাষা, কিছুই অঙ্গীকার না করিয়া 'আবারণাভাবরূপ' অভাবকে 'আকাশ' বলেন, তাঁহাদের মতে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, যাঁহারা আবরণের অভাবমাত্রকেই আকাশ-রূপে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মতে একটী সুপর্ণ (—পক্ষী) উড্ডীয়মান হইলে [তৎকালে সেই সুপর্ণরূপ] আবরণ বিদ্যমান থাকায় উড্ডয়নেচ্ছু অন্য পক্ষীর অনবকাশ হইয়া পড়িবে (—উড্ডয়নের জন্য অবকাশ, অর্থাৎ আবরণের অভাবরূপ

ভাবদীপিকা [আকাশবিষয়ে নানা দার্শনিক মত।]

আচার্য্য **বসুবন্ধুর** অভিধর্ম্মকোশে "ছিদ্রম্ আকাশধাত্বাখ্যম্ আলোকতমসী কিল" (অভিধঃ ১।২৮) এবং " তত্রাকাশমনাবৃতিঃ (ঐ ১।৫) ইত্যাদি স্থলে "আকাশ স্বয়ং অন্য কাহারও দ্বারা আবৃত হয় না, তাহা অন্য কাহাকেও আবৃত করে না, দিবসে তাহা প্রকাশস্বরূপ, রাত্রিতে তাহা তমঃস্বরূপ, গবাক্ষ ও নাসিকাদিতে তাহা ছিদ্ররূপে অবস্থান করে" (ঐ, নালন্দিকা), ইত্যাদি প্রকার বর্ণনাদৃষ্টে আকাশ ভাবপদার্থরূপে অঙ্গীকৃত হয়, ইহাই প্রতিভাত হয়। [স্মরণ রাখিতে হইবে—গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য বাদরায়ণ আকাশাদিবিষয়ে প্রাচীন বৌদ্ধমতই নিরাকরণ করিতেছেন, এতদ্বিষয়ক নবীন বৌদ্ধমত নহে]।

[সিঃ— আকাশের অনুমিতি প্রক্রিয়া।]

(৩৭) এই স্থলে অনুমানের আকার এই—"শব্দঃ বস্তুনিষ্ঠঃ গুণত্বাৎ, গন্ধবৎ"—'শব্দ কোন বস্তুকে আশ্রয়করতঃ বর্ত্তমান থাকে, যেহেতু তাহা গুণ, যেমন গন্ধ'। গন্ধগুণের আশ্রয়ভূত পৃথিবী যেমন একটী বস্তু, তদ্রূপ শব্দগুণের যাহা আশ্রয়, সেই আকাশও একটী বস্তু, ইহাই ভাব। কিন্তু শব্দ গুণপদার্থ, ইহা কে বলিল? এইপ্রকার আশঙ্কা যদি করা হয়, নিম্নোক্ত অনুমান প্রক্রিয়া অনুধাবন করিতে হইবে। **(ক)** "শব্দঃ বিশেষগুণঃ অস্পর্শবত্ত্বে সতি সামান্যবত্ত্বে সতি বাহ্যৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাৎ গন্ধবৎ"—'শব্দ বিশেষগুণ *, যেহেতু তাহা স্পর্শের বিষয় না হইয়া এবং জাতিবিশিষ্ট হইয়া একটী বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, যেমন গন্ধ'। বায়ুতে বভিচার নিরাকরণের জন্য হেতুতে 'অস্পর্শবত্ত্বে সতি' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। বায়ু ত্বগ্-রূপ বাহ্য একটী ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইলেও স্পর্শের বিষয় হওয়ায়, হেতুটী তাহাতে যাইতে পারে না। আর **'শব্দত্বজাতিতে'** ব্যভিচার নিবারণের জন্য হেতুতে 'সামান্যবত্ত্বে সতি' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। শব্দে থাকে যে শব্দত্বজাতি, তাহা 'শ্রোত্রসমবেত সমবায়সম্বন্ধে' শ্রবণেন্দ্রিয়রূপ বাহ্য একটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় এবং তাহা স্পর্শের বিষয়ও নহে। সেইহেতু "অস্পর্শবত্ত্বে সতি

* "গুণত্বে সতি একেন্দ্রিয়গ্রাহ্যৈকমাত্রাশ্রিতান্যতরত্বম্ বিশেষগুণত্বম্"—গুণ হইয়া যাহা একটী মাত্র ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, অথবা একটী মাত্র দ্রব্যে আশ্রিত থাকে, তাহাকে বলে—বিশেষগুণ। স্নেহ ও সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, ইহারা দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু জলরূপ একটী মাত্র দ্রব্যে আশ্রিত; সেইহেতু লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। ২৮৪ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বপ্রসঙ্গঃ।৬ যত্র আবরণাভাবঃ তত্র পতিষ্যতি ইতি চেৎ?৭ যেন আবরণাভাবঃ বিশেষ্যতে, তৎ তর্হি বস্তুভূতম্ এব আকাশং স্যাৎ, ন আবরণাভাবমাত্রম্।৮ অপিচ আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশং

ভাষ্যানুবাদ

ফাঁকা স্থান থাকিবে না, (৩৮) এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়িবে)।৬ যদি বলা হয়—যে স্থলে আবরণের অভাব থাকে, সেই স্থলে [পক্ষীটী] উড্ডয়ন করিবে ?৭ [তদুত্তরে বলিব—] যাহার (—যে দেশবিশেষের) দ্বারা আবরণের অভাব বিশেষিত হইবে (—এই দেশাবচ্ছেদে আবরণের অভাব আছে, এইপ্রকার কথিত হইবে), তাহাই (—সেই অবচ্ছেদক দেশবিশেষই) তাহা হইলে ভাববস্তুভূত আকাশই হইয়া

ভাবদীপিকা [আকাশের অনুমিতি প্রক্রিয়া ও অন্ত দোষ।]

বাহ্য-একেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব" এই হেতুটী তাহাতে চলিয়া যায়। কিন্তু 'সামান্যবত্ত্বে সতি' এই বিশেষণ থাকায় হেতুটী শব্দত্ব জাতিতে যাইতে পারে না, কারণ শব্দত্বজাতিতে সামান্য (—জাতি) থাকে না। এইরূপে গন্ধের ন্যায় শব্দও একটী বিশেষগুণ, ইহা নির্ণীত হইল। **(খ)** অতঃপর প্রথমে প্রদর্শিত অনুমানটীকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে শব্দগুণ কোন বস্তুতে আশ্রিত ইহা সিদ্ধ হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হয়—সেই বস্তুটা কি ? তাহা এইপ্রকারে অনুমিত হয়— **(গ)** "শব্দঃ ন পৃথিব্যাদিদ্রব্যচতুষ্টয়গুণঃ, গন্ধাদিতত্তৎগুণাসমানাধিকরণতয়া প্রতীয়মানত্বাৎ"— 'শব্দ পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যচতুষ্টয়ের (—পৃথিবী জল তেজঃ ও বায়ুর) গুণ নহে, যেহেতু তাহা গন্ধ প্রভৃতি (—গন্ধ রস রূপ ও স্পর্শ) গুণের সহিত একই অধিকরণে প্রতীত (—গৃহীত) হয় না'। ভাব এই—শব্দ যদি পৃথিবীর গুণ হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর বিশেষগুণ যে গন্ধ, তাহার গ্রহণকালে সেই একই অধিকরণে তাহাও গৃহীত হইত। তাহা কিন্তু হয় না। জলাদি স্থলেও এইপ্রকারে বুঝিতে হইবে। অতঃপর **(ঘ)** "শব্দঃ ন দিক্‌কালমনসাং গুণঃ, বিশেষগুণত্বাৎ"— 'শব্দ দিক্ কাল ও মনোরূপ দ্রব্যের গুণ নহে, যেহেতু তাহা বিশেষগুণ'। দিক্ ও কালাদি দ্রব্যে কোনপ্রকার বিশেষগুণ থাকে না, শব্দ কিন্তু বিশেষগুণ, সেইহেতু তাহা উহাদের গুণ নহে, ইহাই ভাব। অতঃপর **(ঙ)** "শব্দঃ ন আত্মগুণঃ, বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাৎ"—'শব্দ আত্মরূপ দ্রব্যের গুণ নহে, যেহেতু তাহা [শ্রোত্ররূপ] বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। আত্মার জ্ঞানাদি গুণসকল মনোরূপ অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। শব্দ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সেইহেতু আত্মার গুণ নহে, ইহাই ভাব। এইরূপে দেখা গেল—শব্দরূপ গুণ, পৃথিবী জল তেজঃ বায়ু কাল দিক্ আত্মা ও মনোরূপ দ্রব্যের গুণ নহে। অথচ গুণমাত্রই দ্রব্যাশ্রিত। সেইহেতু উক্তপৃথিব্যাদি আটটী দ্রব্য হইতে ভিন্ন যে দ্রব্যটী অবশিষ্ট থাকে, পরিশেষন্যায়বলে শব্দ হইবে তাহাতেই আশ্রিত, অর্থাৎ তাহারই গুণ, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। নয়টী দ্রব্যের মধ্যে আকাশই অবশিষ্ট আছে; সুতরাং শব্দ তাহারই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। এইরূপে অনুমানপ্রমাণবলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধ শব্দরূপ গুণের আশ্রয়রূপে আকাশের অস্তিত্ব (—তাহার ভাবরূপতা) সিদ্ধ হয়।

(৩৮) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই— মূর্ত্ত দ্রব্যই আবরণাত্মক হওয়ায় আকাশকে 'আবরণাভাবাত্মক' বলিলে ইহাই স্থাপিত হয় যে, তাহা মূর্ত্তদ্রব্যসামান্যের অভাবাত্মক, অর্থাৎ কোনপ্রকার মূর্ত্তদ্রব্যতা তাহাতে নাই। তাহাতে এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়ে—

শাঙ্করভাষ্যম্

মন্যমানস্য সৌগতস্য স্বাভ্যুপগমবিরোধঃ প্রসজ্যেত ।৯ সৌগতে হি সময়ে "পৃথিবী ভগবঃ কিং সন্নিশ্রয়া" ইতি অস্মিন্ প্রশ্নপ্রতিবচনপ্রবাহে পৃথিব্যাদীনাম্ অন্তে "বায়ুঃ কিং সন্নিশ্রয়ঃ" ইতি অস্য

ভাষ্যানুবাদ

পড়িবে (৩৯), [আকাশ আর] আবরণের অভাবমাত্র হইতে পারিবে না ।৮

(সিঃ—বৌদ্ধের স্বসিদ্ধান্তের বিরোধবশতঃ আকাশ অভাব পদার্থ নহে ।)

আবার দেখ, যিনি আবরণের অভাবমাত্রকে আকাশ মনে করেন, সেই সৌগতের (– বৌদ্ধমতাবলম্বীর) নিজের স্বীকৃতির বিরোধ হইয়া পড়িবে ।৯ যেহেতু সৌগত-সময়ে (—বৌদ্ধশাস্ত্রে) "হে ভগবন্, পৃথিবী কাহাতে সম্যগ্রূপে আশ্রিতা", ইত্যাদি এই প্রশ্ন ও প্রতিবচনের প্রবাহে পৃথিবী প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্নের শেষে "বায়ু কাহাতে সম্যগ্রূপে আশ্রিত", ইত্যাদি এই প্রশ্নের [এইপ্রকার] প্রতিবচন আছে—

ভাবদীপিকা

যেমন পৃথিবীতে একটী ঘট বিদ্যমান থাকিলেও, 'পৃথিবীতে ঘটের অভাব আছে', ইহা আর বলা চলে না। তদ্রূপ আবরণের অভাবাত্মক আকাশে একটী পক্ষী উড্ডীয়মান হইলেও সেই আকাশকে তৎকালে আর আবরণের অভাবাত্মক বলা যাইবে না ; কারণ উড্ডীয়মান পক্ষীর শরীর মূর্ত্ত দ্রব্য হওয়ায় আকাশে মূর্ত্তদ্রব্যতা, সুতরাং আবরণাত্মকতা আসিয়া পড়ে। তাহার ফলে আকাশ তৎকালে আর আবরণের অভাবাত্মক না হওয়ায়-অন্য পক্ষী তাহাতে উড্ডীমান হইতে পারিবে না।

[সিঃ— দিক্ দেশ ও আকাশ অভিন্ন ভাব পদার্থ।]

(৩৯) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—**(ক)** কাল পদার্থ অপ্রত্যক্ষ হইলেও যেমন 'এক্ষণে ঘট আছে,' 'তখন ঘট ছিল না,' ইত্যাদি প্রকারে কালের প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ 'এখানে পক্ষী উড়িতেছে', 'এখানে ধান্যরাশি আছে', ইত্যাদি প্রতীতি স্থলেও আকাশরূপ দেশের প্রতীতিও সর্ব্বজনসিদ্ধ। অতএব এইপ্রকার প্রতীতিসিদ্ধ দেশবিশেষই আকাশ এবং তাহা ভাবরূপ, অভাবাত্মক নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। **(খ)** আর দেখ, যদ্ব্যতিরেকে যাহার পরিচয় প্রদত্ত হইতে পারে না, তাহা সেই কোটিরই অন্তর্গত, ইহা লোকসিদ্ধ। যেমন মৃত্তিকা ব্যতিরেকে মৃদ্ঘটের পরিচয় সম্ভব না হওয়ায় মৃদ্ঘট মৃৎকোটির অন্তর্গত। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ ভাবাত্মক ধর্ম্মী (—অনুযোগী, অধিকরণ, অবচ্ছেদক) ও প্রতিযোগী ব্যতিরেকে অভাবের পরিচয় প্রদান সম্ভব না হওয়ায় এবং 'এই আবরণাভাবরূপ আকাশে পক্ষী উড়িতেছে' এই-প্রকার প্রতীতিস্থলে সেই আবরণাভাবের অধিকরণ (—অনুযোগী) 'এই' শব্দের দ্বারা জ্ঞাপিত দেশবিশেষ ভাব পদার্থ হওয়ায় অভাবাত্মকরূপে আকাশের পরিচয় প্রদত্ত হইতে পারে না। ফলে বৌদ্ধাভিমত অভাবাত্মক আকাশ বস্তুতঃ ভাবভূত অধিকরণ (—দেশ) কোটিতে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, ইহাই ভাব। **শঙ্কা**—আচ্ছা, দিক্ ও দেশ তো অভিন্ন পদার্থ, তুমি দেশ ও আকাশকে অভিন্ন বলিতেছ কেন ? **সিদ্ধান্ত**—তাহা বলিতেছি—'এই দেশে পক্ষী', 'এখানে আলোক', 'এখানে অন্ধকার', ইত্যাদি প্রতীতির বিষয়ভূত যে দেশ, তদতিরিক্ত আকাশ নামক কোন বস্তু উপলব্ধ হয় না। আবার 'এই দিকে সূর্য্য উদিত হয়', 'এই দিকে তাহা

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রশ্নস্য প্রতিবচনং ভবতি "বায়ুঃ আকাশসন্নিশ্রয়ঃ" ইতি।১০ তৎ আকাশস্য অবস্তুত্বে ন সমঞ্জসং স্যাৎ।১১ তস্মাৎ অপি অযুক্তম্ আকাশস্য অবস্তুত্বম্।১২ অপিচ নিরোধদ্বয়ম্ আকাশং চ ত্রয়ম্ অপি এতৎ নিরুপাখ্যম্ অবস্তু নিত্যং চ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্।১৩ নহি অবস্তুনঃ নিত্যত্বম্ অনিত্যত্বং বা সম্ভবতি, বস্ত্বাশ্রয়ত্বাৎ ধর্ম্ম-ধর্ম্মিব্যবহারস্য।১৪ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে হি ঘটাদিবৎ বস্তুত্বম্ এব স্যাৎ, ন নিরুপাখ্যত্বম্ ।১৫ ॥২।২।২৪॥

ভাষ্যানুবাদ

"বায়ু সম্যগ্‌রূপে আকাশে আশ্রিত", ইত্যাদি (৪০)।১০ আকাশ অবস্তু (—অভাব পদার্থ) হইলে তাহা (—বায়ুর আশ্রয় হওয়া) সমঞ্জস হয় না, [কারণ অবস্তু শশশৃঙ্গ কাহারও আশ্রয়, ইহা পরিদৃষ্ট হয় না]।১১ সেই হেতুবশতঃও (—স্ব-সিদ্ধান্তের বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়াও) আকাশের অবস্তুতা যুক্তিসঙ্গত নহে।১২]

[সিঃ—নিঃস্বরূপ নিরোধদ্বয় ও আকাশের নিত্যতা নিরাকরণ।]

আর এক কথা, "নিরোধদ্বয় এবং আকাশ, এই তিনটীই নিঃস্বরূপ, অবস্তু এবং নিত্য (৩৬ ভাবদীঃ), ইহা বিশেষরূপে প্রতিষিদ্ধ (—এইপ্রকার পরিস্থিতি সম্ভব নহে)।১৩ [কেন বিপ্রতিষিদ্ধ, তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু যাহা অবস্তু, তাহার নিত্যতা বা অনিত্যতা সম্ভব নহে; কারণ ধর্ম্মধর্ম্মিব্যবহার ভাববস্তুকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে।১৪ ধর্ম্মধর্ম্মিভাব বিদ্যমান থাকিলেই ঘটাদির ন্যায় [ভাব] বস্তুতাই সিদ্ধ হয়, কিন্তু নিঃস্বরূপতা নহে।১৫॥২।২।২৪॥

অনুস্মৃতেশ্চ ॥২।২।২৫॥

পদচ্ছেদ—অনুস্মৃতেঃ, চ।

ভাবদীপিকা [আকাশ ও দিগাদি অভিন্ন ভাব পদার্থ।]

অস্তমিত হয়', এইপ্রকার প্রতীতিস্থলেও আকাশ হইতে অতিরিক্ত দিক্ নামক কোন পদার্থ উপলব্ধ হয় না। সুতরাং অনুভবের বলেই দিক্, অর্থাৎ দেশ ও আকাশকে অভিন্ন পদার্থরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। সূর্য্যোদয়াদি উপাধিবলে সেই দেশ, অর্থাৎ আকাশই পূর্ব্বাদি দিক্‌ নামে অভিহিত হয় (দ্রঃ ভরণ দ্রঃ)। ইহা অনঙ্গীকারে অনুভবের অপলাপ হইয়া পড়িবে এবং এক আকাশরূপ পদার্থ অঙ্গীকারদ্বারা দেশের কার্য্য সম্পাদিত হওয়ায় আকাশা-তিরিক্ত দেশ (—দিক্) নামক ভিন্ন পদার্থ অঙ্গীকার করিলে গৌরবদোষ হইয়া পড়িবে। আর "দিশঃ শ্রোত্রম্" (ঐতঃ ১।২।৪), "আকাশাৎ শ্রোত্রম্", ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপাদান দিক্‌ (—দেশ) ও আকাশের অভিন্নতা অবগত হওয়া যায় (৩৬ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

(৪০) "ত্রিপিটকে এতদ্বিষয়ক পাঠ এইপ্রকার—''অয়ম্ আনন্দ মহাপঠ্‌ঠবী উদকে পতিঠ্‌ঠিতা, উদকং বাতে পতিঠ্‌ঠিতম্, বাতো আকাশঠ্‌ঠো হোতি" (দীঘ্‌ঘনিকায়, মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র, মনতুঙ্গ সংস্করণ, ৬৬ পৃঃ)। অভিধর্ম্মকোশের যশোমিত্রকৃত স্ফুটার্থা টীকাতে (জাপানী সংস্করণ, ১ম ভাগ, ১৫পৃঃ)....কিঞ্চিৎ অন্যভাবে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে"।—বেদান্তদর্শন, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সূত্রার্থ—[অধুনা আত্মনঃ ক্ষণিকত্বং নিরাচষ্টে—] **অনুস্মৃতেঃ**—অনুভবম্ অনু উৎপদ্যমানা স্মৃতিঃ অনুস্মৃতিঃ, তদ্বলাৎ [অনুভবিতুঃ আত্মনঃ ন ক্ষণিকত্বম্ ইত্যর্থঃ, অন্যস্য অনুভূতে বিষয়ে অন্যস্য স্মরণাযোগাৎ ইতি ভাবঃ]। **চ**কারঃ—সৌগতমতনিরাকরণে যুক্ত্যন্তরং সমুচ্চিনোতি। [তথাচ আত্মনঃ অক্ষণিকাদপি অসঙ্গতং সৌগতমতম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[এক্ষণে আত্মার ক্ষণিকত্ব নিরাকরণ করিতেছেন—] **অনুস্মৃতেঃ**—অনুভবের পর উৎপন্ন হয় যে স্মৃতি, তাহাই অনুস্মৃতি, তাহার বলে [অনুভবকর্ত্তা আত্মার ক্ষণিকত্ব সঙ্গত নহে, যেহেতু একের অনুভূত বিষয়ে অপরের স্মৃতি সম্ভব হয় না, ইহাই ভাব]। **চ**কারটী—বৌদ্ধমতবাদনিরাকরণে অন্য যুক্তিকে সমুচ্চয় করিতেছে। [তাহাতে অর্থ হয়—আত্মার অক্ষণিকতাবশতঃও বৌদ্ধমত অসঙ্গত]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ বৈনাশিকঃ সর্ব্বস্য বস্তুনঃ ক্ষণিকতাম্ অভ্যুপয়ন্ উপলব্ধুরপি ক্ষণিকতাম্ অভ্যুপেয়াৎ।১ ন চ সা সম্ভবতি, অনুস্মৃতেঃ।২ অনুভবম্ উপলব্ধিম্ অনু উৎপদ্যমানং স্মরণম্ এব অনুস্মৃতিঃ।৩ সা চ উপলব্ধ্যেককর্তৃকা সতী সম্ভবতি।৪ পুরুষান্তরোপলব্ধিবিষয়ে পুরুষান্তরস্য স্মৃত্যদর্শনাৎ।৫ কথং হি 'অহম্ অদঃ অদ্রাক্ষম্' 'ইদং পশ্যামি' ইতি চ পূর্ব্বোত্তরদর্শিনি একস্মিন্ অসতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ?৬ অপিচ দর্শনস্মরণয়োঃ কর্ত্তরি একস্মিন্ প্রত্যক্ষঃ প্রত্য-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অনুভব ও স্মৃতির এককর্তৃকতাবলে আত্মার স্থায়িত্ব প্রতিপাদন।]

আর দেখ, বৈনাশিক (—সকল বস্তুর নিরন্বয় বিনাশ অঙ্গীকারকারী বৌদ্ধ) সকল বস্তুর ক্ষণিকতা স্বীকারকরতঃ উপলব্ধিকর্ত্তারও ক্ষণিকতা স্বীকার করিবেন (—উপলব্ধারও ক্ষণিকতা তাঁহাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে)।১ তাহা কিন্তু সম্ভব হয় না, যেহেতু অনুস্মৃতি হয়।২ [অনুস্মৃতি কি, তাহা বলিতেছেন—] অনুভবের, অর্থাৎ উপলব্ধির পশ্চাৎ উৎপন্ন যে স্মৃতি, তাহাই অনুস্মৃতি।৩ তাহা কিন্তু উপলব্ধির সহিত এককর্তৃক হইলেই (—যিনি উপলব্ধিকর্ত্তা, তিনিই স্মরণকর্ত্তা হইলেই) সম্ভব।৪ কারণ এক পুরুষের যাহা উপলব্ধির বিষয়, তাহাতে অন্য পুরুষের স্মৃতি পরিদৃষ্ট হয় না।৫ বল দেখি, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী [স্থায়ী] দর্শনকর্ত্তা একজন না থাকিলে 'আমি উহা দেখিয়াছিলাম' এবং 'আমি ইহাকে দেখিতেছি', এইপ্রকার [জ্ঞানদ্বয়বিষয়ক] জ্ঞান কিপ্রকারে হইবে?৬ [সুতরাং স্থায়ী জ্ঞাতা আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে]।

[সিঃ—সর্ব্বলোকসিদ্ধ ও অভ্রান্ত কর্ত্রৈকত্বপ্রত্যভিজ্ঞাবলে আত্মার ক্ষণিকত্ব নিরাকরণ।]

[যদি বলা হয়—ক্ষণিক অনুভবকর্ত্তা ও স্মরণকর্ত্তা বিভিন্ন হইলেও সন্তানের একত্ববশতঃ সন্তানীসকলের মধ্যে কার্য্যকারণভাব থাকায় স্মৃতি উপপন্ন হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আরও দেখ, দর্শন ও স্মরণের একই কর্ত্তাতে প্রত্যক্ষ (—অপরোক্ষ)

শাঙ্করভাষ্যম্

ভিজ্ঞাপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বস্য লোকস্য প্রসিদ্ধঃ 'অহম্ অদঃ অদ্রাক্ষম্, ইদং পশ্যামি' ইতি ?৭ যদি হি তয়োঃ ভিন্নঃ কর্ত্তা স্যাৎ, ততঃ 'অহং স্মরামি, অদ্রাক্ষীৎ অন্যঃ' ইতি প্রতীয়াৎ।৮ ন তু এবং প্রত্যেতি কশ্চিৎ।৯ যত্র এবং প্রত্যয়ঃ, তত্র দর্শনস্মরণয়োঃ ভিন্নম্ এব কর্ত্তারং সর্ব্বলোকঃ অবগচ্ছতি—'স্মরামি অহম্', 'অসৌ অদঃ অদ্রাক্ষীৎ' ইতি।১০ ইহ তু 'অহম্ অদঃ অদ্রাক্ষম্' ইতি দর্শনস্মরণয়োঃ বৈনাশিকঃ অপি আত্মানম্ এব একং কর্ত্তারম্ অবগচ্ছতি ; ন 'ন অহম্' ইতি আত্মনঃ দর্শনং নির্ব্বৃত্তং নিহ্নুতে, যথা 'অগ্নিঃ অনুষ্ণঃ অপ্রকাশঃ' ইতি বা।১১ তত্র এবং সতি একস্য দর্শনস্মরণলক্ষণ-

ভাষ্যানুবাদ

প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা সকল লোকের নিকট প্রসিদ্ধ, যথা—['যে] আমি [পূর্ব্বে] উহা দেখিয়াছিলাম, [সেই] আমি [অদ্য] ইহা দেখিতেছি (৪১), ইত্যাদি।৭ [কিন্তু সন্তানের একত্ব এবং সন্তানীর সাদৃশ্য বশতঃ এইপ্রকার কর্ত্তার একত্বের বুদ্ধি হয়, ইহা কেন স্বীকার করিতেছ না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] দেখ, যদি তাহাদের (—উক্ত দর্শন ও স্মরণের, অথবা উভয়কালিক দর্শনের) কর্ত্তা [একই সন্তানের অন্তর্গত] বিভিন্ন [সদৃশ সন্তানী] হইত, তাহা হইলে 'আমি স্মরণ করিতেছি, অপরে দর্শন করিয়াছিল', এইপ্রকার জ্ঞান হইত।৮ কিন্তু এইপ্রকার অনুভব কেহ করে না।৯ যেখানে এইপ্রকার জ্ঞান হয়, সেখানে সকল লোক দর্শন ও স্মরণের কর্ত্তাকে বিভিন্নরূপেই অবগত হইয়া থাকে, যথা—'আমি স্মরণ করিতেছি', 'সে উহা দেখিয়াছিল', ইত্যাদি (৪২)।১০ ["স্মরণকর্ত্তা] আমি উহা দেখিয়াছিলাম", ইত্যাদি এই স্থলে কিন্তু বৈনাশিকও দর্শন ও স্মরণের আত্মরূপ একই কর্ত্তাকে অবগত হইয়া থাকেন ; কিন্তু নিজের নির্ব্বৃত্ত (—সম্পাদিত) দর্শনকে 'আমি দেখি নাই', এইরূপে অপলাপ করেন না, যেমন [অগ্নির স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান থাকিলেও] 'অগ্নি উষ্ণ নহে, অথবা প্রকাশস্বভাব নহে', 'এইরূপে কেহ তাহার অপলাপ করে না'। [সুতরাং কোনপ্রকার বাধা না থাকায় 'যে আমি দেখিয়াছিলাম, সেই আমি দেখিতেছি, বা স্মরণ করিতেছি', এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা অভ্রান্ত, সুতরাং প্রমা, ইহা বৈনাশিককে অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে]।১১ সেই স্থলে

ভাবদীপিকা

(৪১) "যে আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই অদ্য স্মরণ করিতেছি", এইপ্রকার কর্ত্তার একত্বের প্রত্যভিজ্ঞাই এখানে বিবক্ষিত, বুঝিতে হইবে। এতাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞাবলে দর্শন ও স্মরণকর্ত্তার একত্বই সিদ্ধ হয়, বিভিন্নতা নহে, ইহাই ভাব।

(৪২) বস্তুতঃ কিন্তু একের দৃষ্ট বিষয় অপরে স্মরণ করেই না। তাহা যদি করিত, তাহা হইলে পিতার দৃষ্ট বিষয়কে একই সন্তানের (—বংশপ্রবাহের) অন্তর্গত কার্য্যকারণভাবাপন্নও আকৃতিগত সাদৃশ্যসম্পন্ন পুত্র এবং পৌত্রও স্মরণ করিতে পারিত। তাহা কিন্তু পারে না।

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্ষণদ্বয়সম্বন্ধে ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমহানিঃ অপরিহার্য্যা বৈনাশিকস্য স্যাৎ। ১২ তথা অনন্তরাম্ অনন্তরাম্ আত্মনঃ এব প্রতিপত্তিং প্রত্যভিজানন্ এককর্ত্তৃকাম্ আ-উত্তমাৎ উচ্ছ্বাসাৎ অতীতাশ্চ প্রতিপত্তীঃ আজন্মনঃ আত্মৈককর্ত্তৃকাঃ প্রতিসন্দধানঃ কথং ক্ষণ-ভঙ্গবাদী বৈনাশিকঃ ন অপত্রপেত?১৩ সঃ যদি ব্রূয়াৎ—সাদৃশ্যাৎ এতৎ সম্পৎস্যতে ইতি। ১৪ তং প্রতিব্রূয়াৎ—'তেন ইদং সদৃশম্' ইতি দ্বয়ায়ত্তত্বাৎ সাদৃশ্যস্য ক্ষণভঙ্গবাদিনঃ সদৃশয়োঃ দ্বয়োঃ বস্তুনোঃ গ্রহীতুঃ একস্য অভাবাৎ সাদৃশ্যনিমিত্তং প্রতিসন্ধানম্

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকার হইলে (—উক্তপ্রকারে দর্শন ও স্মরণের কর্ত্তা অভিন্ন হইলে) একের (—একই আত্মার) দর্শন ও স্মরণরূপ ক্ষণদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে বৈনাশিকের [আত্মার] ক্ষণিকত্ব স্বীকৃতির ব্যাঘাত অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। ১২

[সিঃ—তৃতীয়ক্ষণনাশিত্ব, অথবা আশুতর বিনাশিত্বরূপ ক্ষণিকত্বপক্ষ নিরাকরণ।]

(৪৩) এইপ্রকারে [বর্ত্তমান দশা হইতে আরম্ভ করিয়া] উত্তম উচ্ছ্বাস (—মৃত্যু) পর্য্যন্ত নিজেরই পরবর্ত্তী পরবর্ত্তী প্রতিপত্তিকে (—জ্ঞানকে) এককর্ত্তৃকরূপে (—যে আমার অদ্য জ্ঞান হইতেছে, সেই আমারই পরবর্ত্তী জ্ঞানসকল হইবে, এইরূপে) যিনি প্রত্যভিজ্ঞা করেন এবং জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া [বর্ত্তমান দশা পর্য্যন্ত] অতীত জ্ঞানসকলকে আত্মৈককর্ত্তৃকরূপে (—অদ্য যে আমার জ্ঞান হইতেছে, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানসকলও সেই আমারই হইয়াছিল, এইরূপে) যিনি স্মরণ করেন, সেই ক্ষণভঙ্গবাদী বৈনাশিক লজ্জিত হইবেন না কেন? [যেহেতু উক্তপ্রকার অনুভববলে আত্মা মাত্র দুইক্ষণস্থায়ী না হইয়া বহু বৎসর স্থায়ী হইয়া তাঁহাদের 'তৃতীয়ক্ষণনাশিত্ব' অথবা 'আশুতর বিনাশিত্ব' রূপ ক্ষণিকত্বকে ব্যাহত করিতেছে]।১৩

[সিঃ—গ্রহীতা স্থায়ী আত্মার অভাবে 'সাদৃশ্যবশতঃ আত্মৈকত্বের প্রত্যভিজ্ঞা হয়', এই বৌদ্ধমত নিরাকরণ।]

তিনি (—বৈনাশিক) যদি বলেন—[দীপশিখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী আত্মাসকলের] সাদৃশ্যবশতঃ ইহা (—এককর্ত্তৃকরূপে প্রত্যভিজ্ঞা) সম্পাদিত হয়, ইত্যাদি।১৪ [তাহা হইলে] তাঁহাকে [এইপ্রকার] প্রত্যুত্তর করিতে হইবে—'ইহা তাহার সদৃশ', এইপ্রকারে সাদৃশ্য দুইটী বস্তুর অধীন হওয়ায় এবং ক্ষণভঙ্গবাদীর মতে দুইটী সদৃশ বস্তুর গ্রহীতা একের (—একটী স্থায়ী আত্মার) অভাব থাকায় ["আত্মা-

ভাবদীপিকা

(৪৩) **বৈনাশিক** যদি বলেন—আমাদের মতে 'ক্ষণিকত্ব' শব্দের অর্থ—'তৃতীয়ক্ষণ-নাশিত্ব', অথবা 'আশুতরবিনাশিত্ব'; দ্বিতীয়ক্ষণনাশিত্ব নহে। বস্তুতঃ আমরা দর্শন ও স্মরণ উভয়ক্ষণে একই আত্মার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করি। সেইহেতু একই আত্মনিষ্ঠ দর্শন ও স্মরণ-কর্ত্তৃত্বের কোন ব্যাঘাত না হওয়ায় আত্মার ক্ষণিকত্ব ব্যাহত হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**তথা**—'এইপ্রকারে' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি মিথ্যাপ্রলাপঃ এব স্যাৎ।১৫ স্যাৎ চেৎ পূর্ব্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োঃ সাদৃশ্যস্য গ্রহীতা একঃ, তথা সতি একস্য ক্ষণদ্বয়াবস্থানাৎ ক্ষণিকত্ব-প্রতিজ্ঞা পীড্যেত।১৬ 'তেন ইদং সদৃশম্' ইতি প্রত্যয়ান্তরম্ এব ইদং, ন পূর্ব্বোত্তরক্ষণদ্বয়গ্রহণনিমিত্তম্ ইতি চেৎ?১৭ ন, 'তেন'

ভাষ্যানুবাদ

সকলের] সাদৃশ্যবশতঃ প্রতিসন্ধান (—স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা) হইয়া থাকে", ইহা মিথ্যা প্রলাপই হইয়া পড়িবে।১৫ আর যদি পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ক্ষণদ্বয়ের (—ক্ষণিক আত্মদ্বয়ের, ২০ ভাবদীঃ) সাদৃশ্যের গ্রহীতা এক [আত্মা] হয়, তাহা হইলে একের দুই ক্ষণে অবস্থিতিবশতঃ [বৌদ্ধের] ক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞা (—সকল বস্তুই দ্বিতীয় ক্ষণে নাশ্য, এই প্রতিজ্ঞা) পীড়িত হইবে।১৬

[সিঃ—'তেন ইদং সদৃশম্' ইহা বিকল্প জ্ঞান, এই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধপক্ষ নিরাকরণ।]

যদি বলা হয়—'ইহা (—এই দ্রষ্টা আত্মা) তাহার সদৃশ', এইটী অন্যপ্রকার জ্ঞানই, [ইহা] পূর্ব্ববর্ত্তী ও উত্তরবর্ত্তী ক্ষণদ্বয়ের (—ক্ষণিক আত্মদ্বয়ের) জ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন নহে (৪৪) ইত্যাদি।১৭ [তদুত্তরে বলিব—] না, তাহা বলিতে

ভাবদীপিকা

(৪৪) এখানে **বৈনাশিকের** অভিপ্রায় এই—'ইহা তাহার সদৃশ,' ইহা একটী অন্যপ্রকার জ্ঞান, অর্থাৎ পদার্থত্রয়াকার বিকল্পজ্ঞান। 'ইহা' 'তাহার' ও 'সাদৃশ্য', জ্ঞানের আকারভূত এই পদার্থত্রয় আভ্যন্তর, বাহ্যদেশে তাহারা বিদ্যমান নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তদাকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানজন্য বাসনা হইতে 'ইহা তাহার সদৃশ,' এইপ্রকার অখণ্ড একটী ক্ষণিক আন্তর জ্ঞানের বাহ্যরূপে উদয় হয় (—মনে হয় তাহা বাহ্য), পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী দুইটী ক্ষণিক পদার্থ তত্ত্বতঃ আছে এবং তাহাদের সাদৃশ্য অপরকর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তাহা নহে। সেই-হেতু ক্ষণান্তরাস্পর্শী সেই জ্ঞানকে গ্রহণ করিবার জন্য স্থির কোন দ্রষ্টার আবশ্যকতা নাই, ইত্যাদি। [এই আশঙ্কা বস্তুতঃ বিজ্ঞানবাদাবলম্বনে উত্থাপিত হইতেছে]।

[বিকল্পজ্ঞান কাহাকে বলে]

উপরে বিকল্পজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। সেই 'বিকল্পজ্ঞান' কি পদার্থ? বলিতেছি—**"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ"** (যোঃ সূঃ ১।৯)—'শব্দজনিত জ্ঞানের অনুগামী, অথচ বস্তুশূন্য যে জ্ঞান, তাহাকে বলে—**বিকল্পজ্ঞান** (বা বিকল্পবৃত্তি)। অনেক বাক্য এইপ্রকার আছে, যাহাদের কোন বাস্তব অর্থ নাই, অথচ তাহা শ্রবণ করিলে শ্রোতার মনে তদাকার একটা জ্ঞানের (—বৃত্তির) উদয় হয় এবং তদনুযায়ী ব্যবহারও সম্পাদিত হয়। যেমন 'পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ' হইলেও 'পুরুষের চৈতন্য' এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ এবং তদাকার ভেদাবগাহী একটা বিশেষ বৃত্তি (—জ্ঞান) হইয়া থাকে। বিশেষ এই—'দেবদত্তের কম্বল', এই বাক্য শ্রবণ করিলে যেমন ষষ্ঠীবিভক্তির বলে দেবদত্ত ও কম্বলের মধ্যে একটা তাত্ত্বিক ভেদ প্রতিভাত হয়, 'পুরুষের চৈতন্য' এই স্থলে কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ পুরুষে তাদৃশ তাত্ত্বিক ভেদ না থাকিলেও তাহা প্রতিভাত হয়। এই যে শব্দশ্রবণানন্তর বাস্তবিক ভেদ না থাকিলেও ভেদ-বিষয়ক জ্ঞান হইল, ইহাই 'বিকল্পবৃত্তি'। "রাহুর শির" "নিষ্ক্রিয় পুরুষ" ইত্যাদি স্থলেও এই

শাঙ্করভাষ্যম্

'ইদম্' ইতি ভিন্নপদার্থোপাদানাৎ।১৮ প্রত্যয়ান্তরম্ এব চেৎ,

ভাষ্যানুবাদ

পার না, যেহেতু 'তেন' এবং 'ইদম্' এইরূপে [পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ] বিভিন্ন পদার্থ গৃহীত হইতেছে (৪৫)।১৮ ইহা যদি [ত্বদভিমত] প্রত্যয়ান্তর (—অন্যপ্রকার

ভাবদীপিকা

প্রকার বুঝিতে হইবে। এইরূপে **বিকল্প**শব্দের পর্যবসিত অর্থ হইল—'যাহা বস্তুশূন্য, অর্থাৎ তত্ত্বতঃ বিদ্যমান নাই, অবাস্তব, শব্দের মাহাত্ম্যবশতঃ বিবেকী ব্যক্তিগণেরও যে সেই অবাস্তব বিষয়ে বাস্তব বিষয়ের ন্যায় বৃত্তি হয় এবং তদনুযায়ী ব্যবহার সম্পাদিত হয়, ইহাই বিকল্প। লক্ষ্য করিতে হইবে—"বস্তুশূন্যতা" মিথ্যাজ্ঞানেও (—অযথার্থ অনুভবেও) আছে, ব্যবহারহেতুতা কিন্তু তাহাতে নাই। বিচারাসহ হইলেও শব্দজ্ঞানের মাহাত্ম্যবশতঃ ব্যবহারহেতুতা কিন্তু বিকল্পে আছে, যেমন উদ্ধৃত "পুরুষের চৈতন্য" ইত্যাদি। ইহাই বিপর্যয় (—মিথ্যাজ্ঞান) ও বিকল্পের প্রভেদ (ভামতী ২।৪।১২ সূঃ দ্রঃ)। যোগবার্ত্তিককার (যোঃ সূঃ ১।৯) ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার ও রত্নপ্রভাকার (২।৪।১২ সূঃ) প্রভৃতি 'বন্ধ্যাপুত্র' 'শশশৃঙ্গ' ও 'খপুষ্প' প্রভৃতি জ্ঞানকেও 'বিকল্প' বলিয়াছেন। অপরে কিন্তু শেষোক্তগুলিকে 'বিকল্প' বলিতে সম্মত নহেন, কারণ উক্ত সকল শব্দের দ্বারাই অবিশেষভাবে একমাত্র অলীকত্বের জ্ঞান হয়, বন্ধ্যাপুত্রাদি কোন বস্ত্বাকারা বিশেষ বৃত্তির উদয় হয় না। যাহাহউক্ প্রস্তাবিত স্থলে 'ইহা তাহার সদৃশ', এই জ্ঞানে জ্ঞানের বিষয়ীভূত তিনটী পদার্থ যে তত্ত্বতঃ আছে, তাহা নহে, কিন্তু তথাপি উক্ত বাক্যশ্রবণানন্তর 'ইহা', 'তাহার' ও 'সদৃশ' এই পদার্থত্রয়াকারা একটী আন্তর জ্ঞান বাহ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া ইহাকে 'বিকল্প' বলা হইতেছে।

(৪৫) **সিদ্ধান্তীর** ভাব এই—"তেন ইদং সদৃশম্"—'ইহা তাহার সদৃশ,' এই বাক্যস্থ 'তেন' পদের দ্বারা পূর্ব্ববিজ্ঞাত,'সুতরাং পরোক্ষ বস্তুর জ্ঞান হয়। 'ইদং' শব্দের দ্বারা বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞাত, সুতরাং প্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান হয়। 'সদৃশ' শব্দের দ্বারা সেই উভয় বস্তুনিষ্ঠ ভূয়োধর্ম্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। বৌদ্ধকে বলিতে হইবে—এই জ্ঞানে 'তাহা' (—'তত্তা') 'ইহা' (—'ইদন্তা') এবং তাহাদের সাদৃশ্য **১। গৃহীত হয়, অথবা ২। হয় না? ২।** 'হয় না' বলিলে—তাঁহার নিজের অনুভবের বিরোধ হইবে। সুতরাং **১।** 'তাহারা গৃহীত হয়', ইহাই বলিতে হইবে। তাহার ফলে এই তিনটী বিভিন্ন পদার্থের বাহ্য সত্তা সিদ্ধ হইয়া পড়িবে, কারণ যদি বাহ্য উক্ত পদার্থত্রয় না থাকিত, তাহা হইলে তাহা জ্ঞাপনের জন্য উক্ত পদত্রয়ের প্রয়োগই হইত না। **শঙ্কা**—কিন্তু উক্ত 'তত্তা' প্রভৃতি জ্ঞানেরই আকার, সেইহেতু তাহা জ্ঞাপনের জন্য পদত্রয়ের প্রয়োগ অসঙ্গত নহে। **সিদ্ধান্তীর** সমাধান—জ্ঞানের অনেক আকারের প্রতি কারণ কি, তাহা তোমাকে বলিতে হইবে, কোন হেতু ব্যতিরেকে এক জ্ঞানের অনেকাকারতা সঙ্গত নহে। অতএব জ্ঞানের অনেক আকার হইলে, যে সকল পদার্থকে বিষয় করে বলিয়া জ্ঞানের আকার অনেক হয়, সেই অনেক বাহ্য পদার্থের সত্তাই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাদৃশ জ্ঞানকে আর বিকল্পজ্ঞান বলা যায় না। **বৌদ্ধ** বলেন—'তত্তা', ইদন্তা' ও 'সাদৃশ্য' বিষয়ক জ্ঞানত্রয় বিভিন্ন ; বাহ্য বিষয় না থাকিলেও পূর্ব্বসংস্কারবলে তিনটী বিভিন্নাকার জ্ঞানের * বাহ্যরূপে

* স্মরণ রাখিতে হইবে—সিদ্ধান্তে জ্ঞানব্যতিরেকে বাহ্য বিষয় থাকায় একই সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানে অনেক

শাঙ্করভাষ্যম্

সাদৃশ্যবিষয়ং স্যাৎ, 'তেন ইদং সদৃশম্' ইতি বাক্যপ্রয়োগঃ অনর্থকঃ স্যাৎ ।১৯ 'সাদৃশ্যম্' ইতি এব প্রয়োগঃ প্রাপ্নুয়াৎ ।২০

ভাষ্যানুবাদ

জ্ঞান, অর্থাৎ বাহ্য বিষয় না থাকিলেও বাহ্য বিষয়াকার বিকল্পজ্ঞান) হয়, তাহা হইলে তাহা সাদৃশ্যবিষয়কই হইবে (৪৬), [তাহার ফলে] 'ইহা তাহার সদৃশ', এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ অনর্থক হইয়া পড়িবে ।১৯ [কেন অনর্থক হইবে ? উত্তর— যেহেতু, এইপ্রকার পরিস্থিতিতে] 'সাদৃশ্যম্' মাত্র এইপ্রকার প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে ।২০

ভাবদীপিকা

প্রতিভাস হয় মাত্র। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—একই সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানের দ্বারা উক্ত পদার্থত্রয়ের গ্রহণ সম্ভব হওয়ায় উক্ত স্থলে নানা জ্ঞান কল্পনাগৌরবগ্রস্ত, সুতরাং অসঙ্গত। আর উহাদিগকে যদি বিভিন্ন জ্ঞানই বল, তাহা হইলে সেই বিভিন্ন ক্ষণিক জ্ঞান পরস্পরের প্রতি অনভিজ্ঞ হওয়ায়, স্থায়ী জ্ঞাতা আত্মাও তোমাদের মতে না থাকায়, জ্ঞান যে বিভিন্ন, ইহা কিপ্রকারে নির্ণীত হইবে ? ফলে 'তেন ইদং সদৃশম্' এইপ্রকার একত্বাবগাহী জ্ঞানই উপপন্ন হইবে না। তাহাতে অনুভবের অপলাপ হইয়া পড়িবে। অতএব 'তত্তা' 'ইদন্তা' এবং তাহাদের 'সাদৃশ্য' একই জ্ঞানের বিষয় হয় এবং বাহ্য বিষয়ের সত্তা ব্যতিরেকে একই জ্ঞানের বিভিন্নাকারতাও সম্ভব হয় না, ইহাই অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে 'তত্তার' জ্ঞানের জন্য পূর্বক্ষণস্থায়ী এবং 'ইদন্তা' ও 'সাদৃশ্যের' গ্রহণের জন্য পরক্ষণদ্বয়স্থায়ী একই আত্মার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে উক্ত প্রকার একত্বাবগাহী জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় স্থায়ী জ্ঞাতা আত্মার অস্তিত্বই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার ফলে বৌদ্ধের ক্ষণভঙ্গবাদ ব্যাহতই হইয়া পড়ে।

(৪৬) এইস্থলে **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই—তোমাকে জিজ্ঞাসা করি 'তেন ইদং সদৃশম্' এইপ্রকার জ্ঞানে ভাসমান যে 'তত্তা ইদন্তা ও সাদৃশ্য,' তাহারা সেই জ্ঞান হইতে ১। ভিন্ন, অথবা ২। অভিন্ন ? ১। ভিন্ন বলিতে পার না, কারণ তাহাতে বাহ্য পদার্থ স্বীকৃত হইয়া পড়িবে। ২। অভিন্নও বলিতে পার না, কারণ বাহ্য বিষয় অনঙ্গীকারকারী তোমাদের একই ক্ষণিক জ্ঞানের একই কালে অনেক আকার সম্ভব নহে। জ্ঞানের অনেক আকার স্বীকার করিলে জ্ঞানই বিভিন্ন হইয়া পড়িবে। হউক্, ক্ষতি কি ? ইহাই ক্ষতি যে, অনুভবের অপলাপ হইয়া পড়িবে, কারণ সকলেই 'তেন ইদং সদৃশম্' ইত্যাকার জ্ঞানকে একটী সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানরূপেই অনুভব করে। এই বিষয়ে অপর দুইটী দোষ পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবদীপিকাতে বলা হইয়াছে। অতএব জ্ঞানের অনেক আকার তোমাদের মতে সম্ভব না হওয়ায় এবং ক্ষণিক জ্ঞান বর্ত্তমানমাত্র-গ্রাহী হওয়ায় "সাদৃশ্যম্" মাত্র এইপ্রকার জ্ঞানই তোমাদের মতে সম্ভব হইবে ; 'ইহা তাহার সদৃশ' এইপ্রকার ত্রয়াবগাহী জ্ঞান নহে। **বৌদ্ধ** যদি বলেন—বিষয়াকারা জ্ঞান আমরা অঙ্গীকার করি না। আমরা বলি—জ্ঞান বিষয়ের আকারে আকারিত হয় না। পরন্তু বিষয়সকল জ্ঞানে অধ্যস্ত। অধ্যস্ত, সুতরাং কল্পিত বিষয়ের দ্বারা অধিষ্ঠান জ্ঞানের বিভিন্নতা হইয়া পড়ে

বস্তু বিষয় হইতে পারে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতে কিন্তু বাহ্য বস্তু অঙ্গীকৃত না হওয়ায় তাহা হইতে পারে না। 'তাঁহাদের মতে' জ্ঞান স্বভাবতঃই বিষয়াকার হওয়ায় জ্ঞানের একটী আকারই সম্ভব। সেইহেতু এই স্থলে তত্তাদি-বিষয়ক তিনটী বিভিন্ন জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদা হি লোকপ্রসিদ্ধঃ পদার্থঃ পরীক্ষকৈঃ ন পরিগৃহ্যতে, তদা স্বপক্ষসিদ্ধিঃ পরপক্ষদোষঃ বা উভয়ম্ অপি উচ্যমানং পরীক্ষকাণাম্ আত্মনশ্চ যথার্থত্বেন ন বুদ্ধিসন্তানম্ আরোহতি ।২১ 'এবম্

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ– "বিষয়সকল জ্ঞানে অধ্যস্ত", এই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত নিরাকরণ।]

যখন লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থ পরীক্ষকগণ (—বিবেককুশলব্যক্তিগণ) কর্ত্তৃক পরিগৃহীত না হয়, তখন স্বপক্ষসিদ্ধি, অথবা পরপক্ষে দোষ, এই উভয় কথিত হইলেও পরীক্ষকগণের এবং [তোমার] নিজের বুদ্ধিসন্তানে (—ধারাবাহিক ক্ষণিক বুদ্ধিসকলে) যথার্থরূপে আরোহণ করে না (—বিশ্বাস হয় না (৪৭)।২১

ভাবদীপিকা

না। ফলে জ্ঞান বিভিন্ন হইলে যে দোষত্রয় তুমি প্রদর্শন করিতেছ, তাহা আমাদের উপর আপতিত হয় না এবং বাহ্য পদার্থও আমাদিগকে অঙ্গীকার করিতে হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**যদা হি**—'যখন লোক' ইত্যাদি।

(৪৭) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—বিচারকালে নিজের মতবাদ ও অপরের মতবাদকে জানিয়া পরপক্ষ নিরাকরণ ও স্বপক্ষ স্থাপন করিতে হয়। বুদ্ধি ক্ষণিক হওয়ায় নিজের মত অবগত হইতে ও স্থাপন করিতে এবং পরমত খণ্ডন করিতে পারে না ; কারণকে অবগত হইয়া স্থাপন ও খণ্ডন করিতে হইলে বুদ্ধির অনেকক্ষণস্থায়িত্ব স্বীকার করিতে হয়। ক্ষণিক এক বুদ্ধি সেই বুদ্ধিসন্তানের অন্তর্গত স্বভিন্ন পরবর্ত্তী বুদ্ধিতে তাহার অনুভূতি সংক্রামিত করিয়া বিনষ্ট হয়, সেই পরবর্ত্তী বুদ্ধিই পরমত খণ্ডন করিবে, ইহাও বলা যায় না ; যেহেতু পরবর্ত্তী বুদ্ধিতে স্বীয় অনুভূতি সংক্রামিত করিতে হইলে সংক্রমণকর্ত্তাকে ক্ষণান্তরস্থায়িরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহাতে ক্ষণভঙ্গবাদ ব্যাহত হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি। এই সকল দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া ভগবান্ **ভাষ্যকার** বলিলেন—"নিজের বুদ্ধিসন্তানে আরোহণ করে না"।

বৌদ্ধ 'জ্ঞানে বিষয়ের অধ্যাসের' কথা বলিয়াছেন(৩৯২ পৃঃ), তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—জ্ঞানে যে পদার্থ অধ্যস্ত হয়, তাহা সেই জ্ঞান হইতে **১।** ভিন্ন, অথবা **২।** অভিন্ন? সিদ্ধান্তে অনির্ব্বচনীয়তা স্বীকৃত হয়, তাহা তোমরা স্বীকার কর না। সেইহেতু তুমি বলিতে পার না যে, 'তাহাকে ভিন্নও বলা যায় না, অভিন্নও বলা যায় না'। **১।** যদি বল—সেই অধ্যস্ত বিষয় জ্ঞান হইতে ভিন্ন। তাহা হইলে অকল্পিত (—সদ্‌বস্তু) জ্ঞানের ন্যায় সেই বিষয়কেও অকল্পিত বলিতে হইবে, কারণ জ্ঞান অকল্পিত এবং তাহা হইতে ভিন্ন যে বিষয়, তাহা কল্পিত, ইহা নির্ণয়ের প্রতি কোন বিনিগমক যুক্তি নাই। আর অকল্পিত বিষয় যদি অকল্পিত জ্ঞানে অধ্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহা অধিষ্ঠান অকল্পিত জ্ঞানকেও বিভিন্ন করিয়া ফেলিবে, যেমন অকল্পিত বাঁধ অকল্পিত জলরাশিকে বিভিন্ন করিয়া ফেলে। জ্ঞান বিভিন্ন হইলে যে দোষ হয়, তাহা উপরে বলা হইয়াছে। **২।** যদি বল—সেই অধ্যস্ত বিষয় জ্ঞান হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যে লোকসিদ্ধ ভেদ, তাহা বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। আবার "তদভিন্নাভিন্নস্য তদভিন্নত্ব-নিয়মাৎ"—'কতকগুলি বস্তু একটী বস্তু হইতে অভিন্ন হইলে সেই বস্তুসকলও অভিন্ন হইয়া পড়ে', এই যুক্তিবলে সেই অধ্যস্ত বিষয়সকলও অভিন্ন হইয়া পড়িবে। ফলে লোকসিদ্ধ

শাঙ্করভাষ্যম্

এব এষঃ অর্থঃ' ইতি নিশ্চিতং যৎ, তদেব বক্তব্যম্ ।২২ ততঃ অন্যদ্ উচ্যমানং বহুপ্রলাপিত্বম্ আত্মনঃ কেবলং প্রখ্যাপয়েৎ ।২৩ ন চ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় বাহ্য পদার্থ কল্পিত', এই বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমত নিরাকরণ।]

'এই পদার্থটী এইপ্রকারই', এইরূপে যাহা নিশ্চিত হইয়াছে, তাহাই বলা উচিত ।২২ তাহা হইতে ভিন্ন কিছু কথিত হইলে কেবল নিজের বহু বৃথাভাষিতা প্রকৃষ্টরূপে খ্যাপন করা হইবে (৪৮) ।২৩

ভাবদীপিকা

ঘটপটাদি বিষয়সকল অভিন্ন হইলে লোকব্যবহারই বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। আর স্বপক্ষসিদ্ধি ও পরপক্ষে দোষোদ্ঘাটনরূপ বিচারও সম্ভব হইবে না ; কারণ এক অধিকরণে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইলেই সংশয়ের উদয় ও বিচারে প্রবৃত্তি হয়। জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় অভিন্ন, বিষয়-সকলও অভিন্ন, এইপ্রকার পরিস্থিতি হওয়ায় একই অধিকরণে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ, সংশয় ও বিচার কিছুই সম্ভব হইবে না। অতএব বৌদ্ধ যুক্তিসঙ্গত কথা বলিতেছেন না বলিয়া ভগবান্ **ভাষ্যকার** বলিলেন—'পরীক্ষকগণের বুদ্ধিসন্তানে আরোহণ করে না', ইহাই ভাব। অতএব তোমার মতবাদ যুক্তিসহ নহে বলিয়া "তেন ইদং সদৃশম্" এইপ্রকার জ্ঞানকালে 'তত্তা' এবং 'ইদন্তাদির' জ্ঞানের জন্য স্থায়ী আত্মার অস্তিত্বই তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে।

"তত্তা এবং ইদন্তাদি বিষয় আন্তর জ্ঞানের আকার, বাহ্যরূপে তাহাদের প্রতিভাস হয়," **বিজ্ঞানবাদীর** এই মতবাদ বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধের মতবাদ নিরাকরণকালে প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত ও দূষিত হইল। এক্ষণে পুনরায় **বাহ্যাস্তিত্ববাদা** বলম্বনে বিচার হইতেছে। **বৌদ্ধ** যদি বলেন—ক্ষণিক বাহ্য পদার্থসকল সত্যই বিদ্যমান আছে, তাহারা নির্ব্বিকল্পক* জ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হয়। কিন্তু সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয়রূপে যে সকল বাহ্য পদার্থ নিশ্চিত (—'ইহা এই পদার্থ, এইরূপে' গৃহীত) হয়, তাহারা কল্পিত, সত্য নহে। সুতরাং সাদৃশ্য, নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব, স্থায়িত্ব, অস্থায়িত্ব, ইত্যাদি কল্পিত বাহ্য পদার্থসকলের সবিকল্পক জ্ঞানে প্রতীতি হয় বলিয়া তদবলম্বনে সংশয় বিচার ও লোকব্যবহারাদি সিদ্ধ হয়, ইত্যাদি। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**এবম্ এব**—'এই পদার্থটী,' ইত্যাদি (২২ বাক্য)।

(৪৮) **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই—যাবতীয় লোকব্যবহার সবিকল্পক জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। সেই সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় যদি কল্পিত, সুতরাং মিথ্যা হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বিষয়াবলম্বনে লোকব্যবহার ও বিচারাদি সম্ভব হয় কি? নিশ্চয়ই হয় না।

* নিষ্প্রকারক জ্ঞানকে, অর্থাৎ বিশেষণ-বিশেষ্যভাববিহীন জ্ঞানকে বলে—**নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান**। ইহার অপর নাম আলোচনজ্ঞান (২১৯ পৃঃ ২ ভাবদীঃ পাদটীকা দ্রঃ)। এই জ্ঞানে 'ইহা একটা কিছু' এইপ্রকারে বস্তুর বোধ হয়, অর্থাৎ জ্ঞান হয় বিষয়াবগাহী। কিন্তু সেই বিষয়টী কিপ্রকার, কাহার সহিত সম্বন্ধ, কোন্ শব্দের বাচ্য, কোন্ ধর্ম্মযুক্ত, এইপ্রকারে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাবগাহিরূপে সেই বিষয়ের বোধ হয় না। কোনপ্রকার ব্যবহার এই জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব হয় না। সপ্রকারক জ্ঞানকে, অর্থাৎ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাবগাহী জ্ঞানকে বলে—**সবিকল্পক জ্ঞান**। যেমন 'ইনি ব্রাহ্মণ', এই স্থলে 'ইনি' শব্দে একটা 'কোন কিছুর', অর্থাৎ বিশেষ্যের এবং 'ব্রাহ্মণ' শব্দে 'ব্রাহ্মণত্বরূপ' বিশেষণের উপস্থিতি হয় ; তাহার ফলে বিশেষ্য-বিশেষণভাবাবগাহিরূপে 'ইনি ব্রাহ্মণ', এইপ্রকারে ব্রাহ্মণব্যক্তি জ্ঞানের বিষয় হয়। এই শেষোক্তপ্রকার জ্ঞানের দ্বারা ব্যবহার সম্পাদিত হয়। প্রস্তাবিত স্থলে স্থায়িত্ব ও সাদৃশ্য ইত্যাদি ধর্ম্মসকল কোন বিশেষ্যের বিশেষণরূপে উপস্থিত হওয়ায় তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে 'সবিকল্পক' জ্ঞানই বলা হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অয়ং সাদৃশ্যাৎ সংব্যবহারঃ যুক্তঃ, তদ্ভাবাবগমাৎ তৎসদৃশ-ভাবানবগমাৎ চ।২৪ ভবেদপি কদাচিৎ বাহ্যবস্তুনি বিপ্রলম্ভ-সম্ভবাৎ 'তদেব ইদং স্যাৎ', 'তৎসদৃশং বা' ইতি সন্দেহঃ।২৫ উপলব্ধরি তু সন্দেহঃ অপি ন কদাচিৎ ভবতি 'সঃ এব অহং স্যাং, তৎসদৃশঃ বা' ইতি।২৬ 'যঃ এব অহং পূর্ব্বেদ্যুঃ অদ্রাক্ষম্, সঃ এব

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অসন্দিগ্ধ ও অভ্রান্ত আত্মৈকত্ববিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞাবলে "সাদৃশ্যবশতঃ আত্মৈকত্বের প্রত্যভিজ্ঞা হয়", এই বৌদ্ধমত নিরাকরণ।]

আর [এককর্ত্তৃকরূপে প্রত্যভিজ্ঞাত্মক] এই ব্যবহার [আত্মাসকলের] সাদৃশ্য-বশতঃ হয়, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু তদ্ভাবের (—'আমিই সেই', এইপ্রকারে নিজের স্থায়িত্বের) জ্ঞান হয়, কিন্তু তৎসাদৃশ্যের (—'আমি তাহার (—পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মার) সদৃশ' এইপ্রকার আত্মসাদৃশ্যের) জ্ঞান হয় না।২৪ [এইপ্রকারে "সাদৃশ্যবশতঃ হয় বলিয়া কর্ত্তৃবিষয়ক একত্বের প্রত্যভিজ্ঞা ভ্রমাত্মক", এই পক্ষকে নিরাকরণ করিয়া সেই প্রত্যভিজ্ঞা সংশয়াত্মকও নহে, ইহা বলিতেছেন—দেখ, "সেই এই দীপশিখা" ইত্যাদি] বাহ্য বস্তুসকলে কদাচিৎ বিপ্রলম্ভ (—বিবাদ) সম্ভব হয় (৪৯) বলিয়া 'ইহা তাহাই হইবে', অথবা 'তাহার সদৃশ', এইপ্রকার সন্দেহ হইলেও হইতে পারে।২৫ উপলব্ধাতে কিন্তু 'আমি তাহাই হইব', অথবা 'তাহার সদৃশ', এইপ্রকার সন্দেহও কখন হয় না।২৬ যেহেতু 'যে আমি পূর্ব্ব দিবসে দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই অদ্য স্মরণ করিতেছি', এইপ্রকারে নিশ্চিতভাবে

ভাবদীপিকা

সুতরাং লৌকিক পদার্থ অঙ্গীকার না করিয়া নানা অসৎ যুক্তির অবতারণাকরতঃ তুমি বৃথা প্রলাপ মাত্র করিতেছ। যাঁহারা লোকসিদ্ধ পদার্থ অঙ্গীকার না করেন, বিচারে তাঁহাদের অধিকারই নাই। সুতরাং নিজের অজ্ঞানকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিবার জন্য যদৃচ্ছভাষণ তোমার উচিত নহে। পূর্ব্বে "সাদৃশ্যবশতঃ আত্মৈকত্বের প্রত্যভিজ্ঞা হয়," ইহা অঙ্গীকার করিয়া লইয়া সেই সাদৃশ্যের স্থায়ী গ্রহীতা না থাকায়, তাহাতে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে (১৪-১৬ বাক্য)। এক্ষণে সেই সাদৃশ্যই সম্ভব হয় না, **সিদ্ধান্তী** ইহাই বলিতেছেন—**ন চ অয়ম্**—'**আর [এককর্ত্তৃক**', ইত্যাদি (২৪ বাক্য)]।

(৪৯) **(ক)** কোন বাদী বলেন—দীপশিখা প্রতিক্ষণেই ভিন্ন ভিন্ন, তাহাদের সাদৃশ্য-বশতঃ 'ইহা সেই দীপশিখা,' এইপ্রকার একত্ববুদ্ধি হয়। সেই সাদৃশ্য কিন্তু গৃহীত হয় না; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে 'ইহা তাহার সদৃশ,' এইপ্রকার সাদৃশ্যবুদ্ধিই হইত, একত্ববুদ্ধি হইত না। **(খ)** অপর বাদী বলেন—সাদৃশ্যবুদ্ধি যখন সেই স্থলে হইতেছে না, তখন দীপশিখাকে বিভিন্নরূপে অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের সাদৃশ্যবশতঃ একত্ববুদ্ধি কল্পনা করা অসঙ্গত। তদপেক্ষা বরং একই দীপশিখা তৈল নিঃশেষিত হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করে, ইহা অঙ্গীকার করিলে কল্পনালাঘব হয়। এইপ্রকার বিভিন্ন দৃষ্টিবশতঃ বিবাদ সম্ভব, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

অহম্ অদ্য স্মরামি' ইতি নিশ্চিতভস্তাবোপলম্ভাৎ ।২৭ তস্মাদপি অনুপপন্নঃ বৈনাশিকসময়ঃ ।২৮॥২।২।২৫॥

ভাষ্যানুবাদ

তাহার (—আত্মার) ভাবের (—স্থায়িত্বের) জ্ঞান হয় ।২৭ [এইরূপে 'যে আমি দেখিয়াছিলাম, সেই আমি স্মরণ করিতেছি', এইপ্রকার যে আত্মৈকত্ববিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা, ভ্রমাত্মক ও সংশয়াত্মক না হওয়ায় তাহা প্রমাত্মক (—স্বতঃপ্রমাণ), ইহা সিদ্ধ হইল]। সেই হেতুবশতঃও (—অসন্দিগ্ধ ও অভ্রান্ত প্রত্যভিজ্ঞাবলে আত্মার স্থায়িত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়াও) বৈনাশিকগণের [আত্মার ক্ষণিকত্ববিষয়ক] সময় (—মতবাদ, সিদ্ধান্ত) অসঙ্গত ।২৮॥২।২।২৫॥

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥২।২।২৬॥

পদচ্ছেদ—ন, অসতঃ, অদৃষ্টত্বাৎ।

সূত্রার্থ—[ক্ষণিকাৎ কার্য্যোৎপত্তিমিচ্ছতা অর্থাৎ অভাবাৎ নিরুপাখ্যাৎ এব কার্য্যোৎপত্তিঃ অঙ্গীকৃতা ইতি প্রতিভাতি ; পূর্ব্বক্ষণনাশং বিনা কার্য্যক্ষণোৎপত্ত্যযোগাৎ। 'অভাবঃ শশবিষাণবৎ অত্যন্তাসৎ' ইতি অঙ্গীকৃত্য 'মৃদাদিনাশাৎ অসতঃ ঘটাদিকং জায়তে' ইতি সাক্ষাৎ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ স্বগ্রন্থে দর্শিতা চ। পরন্তু] **অসতঃ**—অভাবাৎ নিঃস্বরূপাৎ [কার্য্যোৎপত্তিঃ] **ন**—ন যুক্তা। [কুতঃ ?] **অদৃষ্টত্বাৎ**—নিরুপাখ্যাৎ নরবিষাণাদেঃ কার্য্যোৎপত্তেঃ অদৃষ্টত্বাৎ ইত্যর্থঃ। ["দৃষ্টত্বাৎ" ইতি বা পদচ্ছেদঃ। তথাচ অর্থঃ —সতঃ এব মৃদাদেঃ কার্য্যোৎপত্তেঃ দৃষ্টত্বাৎ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[ক্ষণিক পদার্থ (২০ ভাবদীঃ) হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, এইপ্রকার ইচ্ছাকারিগণকর্ত্তৃক বস্তুতঃ নিঃস্বরূপ অভাব হইতে কার্য্যের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয়, ইহা প্রতিভাত হইতেছে, কারণ [দ্বিতীয়ক্ষণনাশ্য] পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক পদার্থের নাশ ব্যতিরেকে কার্য্যভূত ক্ষণিক পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। আর 'অভাব শশশৃঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত অসৎ পদার্থ', ইহা অঙ্গীকার করিয়া 'মৃত্তিকা প্রভৃতির নাশাত্মক যে অসৎ পদার্থ, তাহা হইতে ঘট প্রভৃতি উৎপন্ন হয়,' এইপ্রকারে সাক্ষাৎ অভাব হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি [বৌদ্ধগণ] নিজগ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু] **অসতঃ** —নিঃস্বরূপ অভাব হইতে [কার্য্যোৎপত্তি] **ন**—যুক্তিসঙ্গত নহে। [কেন নহে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **অদৃষ্টত্বাৎ**—যেহেতু নিঃস্বরূপ মনুষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি হইতে কার্য্যের উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় না। [অথবা "দৃষ্টত্বাৎ," এইপ্রকার পদচ্ছেদ হইবে। তাহাতে অর্থ হইবে—যেহেতু সৎ (—বিদ্যমান) যে মৃত্তিকা প্রভৃতি, তাহা হইতে কার্য্যোৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয়]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ অনুপপন্নঃ বৈনাশিকসময়ঃ, যতঃ স্থিরম্ অনুযায়িকারণম্ অনভ্যুপগচ্ছতাম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ইতি এতৎ আপদ্যতে।১ দর্শয়ন্তি চ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিম্—"নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" ইতি।২ বিনষ্টাৎ হি কিল বীজাৎ অঙ্কুরঃ উৎপদ্যতে,

শাঙ্করভাষ্যম্

তথা বিনষ্টাৎ ক্ষীরাৎ দধি, মৃৎপিণ্ডাৎ চ ঘটঃ।৩ কূটস্থাৎ চেৎ কারণাৎ কার্য্যম্ উৎপদ্যেত অবিশেষাৎ সর্ব্বং সর্ব্বতঃ উৎপদ্যেত।৪- [৩৯৯ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

[পৃঃ—'অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি', এই বৌদ্ধমত প্রদর্শন।]

আর এই হেতুবশতঃও বৈনাশিকগণের মতবাদ অসঙ্গত, যেহেতু স্থির ও অনুযায়ী (—কার্য্যে অনুসৃত) কারণ যাঁহারা অঙ্গীকার না করেন, তাঁহাদের মতে 'অভাব হইতে ভাব বস্তুর উৎপত্তি হয়', ইহাই প্রাপ্ত হইয়া পড়িতেছে(৫০)।১ [বিরুদ্ধ-বাদিগণ] অভাব হইতে ভাব বস্তুর উৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"যেহেতু উপমর্দ্দ (—বিনাশ) না করিয়া প্রাদুর্ভাব (—উৎপত্তি) হয় না" (৫১) ইত্যাদি।২ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] দেখ, বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এইরূপে বিনষ্ট দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয় এবং [বিনষ্ট] মৃৎপিণ্ড হইতে ঘট উৎপন্ন হয়,[এই-প্রকার অযুক্তিসঙ্গত কথা তাঁহারা বলেন।৩ এই বিষয়ে তাঁহারা এইপ্রকার যুক্তিও প্রদর্শন করেন—] যদি কূটস্থ (—কার্য্যকালে বিনাশশূন্য, স্থায়ী) কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে কোন বিশেষ (—প্রভেদ) না থাকায় সকল বস্তুই সকল বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়া পড়িত (৫২)।৪ সেইহেতু (—কূটস্থ বস্তুর

ভাবদীপিকা

(৫০) কার্য্যের উৎপত্তিক্ষণে কারণ বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাদের ক্ষণভঙ্গবাদ ব্যাহত হইয়া পড়ে বলিয়া 'দ্বিতীয় ক্ষণে কারণের নাশ ও তৃতীয়ক্ষণে কার্য্যোৎপত্তি,' এইপ্রকার পরিস্থিতি অঙ্গীকার্য্য হইয়া পড়ে। ফলে 'কারণের অভাব হইতে কার্য্যের উৎপত্তি' অর্থাৎ 'অভাব হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি' ইহাই তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অঙ্গীকার করিতে হয়, ইহাই ভাব। মাত্র যুক্তিবলেই যে বৈনাশিকমতে 'অভাব হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়', তাহা নহে। তাঁহারা স্বয়ং তাহা অঙ্গীকারও করেন। ইহাই বলিতেছেন—**দর্শয়ন্তি চ**—['বিরুদ্ধবাদিগণ] অভাব হইতে ইত্যাদি (২ বাক্য)।

(৫১) বৌদ্ধগণের কোন গ্রন্থে এই সূত্র আছে কি না, আমরা জানি না। মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায়দর্শনে কিন্তু পূর্ব্বপক্ষসূত্ররূপে এই সূত্রটী পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাহার সম্পূর্ণ অবয়ব এই—"অভাবাদ্ভাবোৎপত্তির্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" (৪।১।১৪)। অর্থ—"অভাব হইতে ভাব বস্তুর উৎপত্তি হয়, যেহেতু [কারণ বীজাদির] বিনাশ না করিয়া [কার্য্য অঙ্কুরাদির] প্রাদুর্ভাব হয় না"। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার পূজ্যপাদ **বাৎস্যায়ন** ইহাকে প্রাবাদুকগণের মতবাদ বলিয়াছেন। "যাঁহারা নানা বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করিতেন এবং যাঁহাদের মত মাত্র নিজ সম্প্রদায়েই গৃহীত হইত, প্রাচীনকালে তাঁহাদিগকে বলা হইত 'প্রাবাদুক" (ফণিভূষণ)। প্রাচীন বৌদ্ধমত এইভাবে ন্যায়দর্শনে উদ্ধৃত হইয়াছে, এখানেও উদ্ধৃত হইতেছে, ইহাই প্রতিভাত হয়।

[স্থায়ী পদার্থের কারণতায় বিরুদ্ধে বৌদ্ধের যুক্তি।]

(৫২) **বৌদ্ধ** বলেন—কার্য্যকালে বিনাশশূন্য স্থায়ী কারণের কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্য ১। আছে, অথবা ২। নাই, ইহা স্থায়ী পদার্থের কারণতাবাদীকে বলিতে হইবে। ১। যদি

ভাবদীপিকা [স্থায়ী পদার্থের অকারণতাতে বৌদ্ধের যুক্তি]

সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে একই ক্ষণে যুগপৎ সমস্ত কার্য্য উৎপন্ন হইয়া পড়িবে, যেহেতু "সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ," —'যাহার সামর্থ্য আছে, তাহা কার্য্যোৎপত্তিতে বিলম্ব করিবে না'। আর সমস্ত কার্য্য উৎপন্ন হইয়া যাইলে, আর কিছু করিবার না থাকায় উক্ত স্থায়ী বস্তু স্বয়ং অসৎ হইয়া পড়িবে, যেহেতু "অর্থক্রিয়াকারিতাই (—ব্যবহারসম্পাদকতাই) সত্তা"। ২। যদি সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে তাহা কদাপি কার্য্যের উৎপত্তি করিতেই পারিবে না। **শঙ্কা**— যদি বল—স্থায়ী পদার্থের কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্য আছে বটে, তবে ক্রমিক সহকারিসংযোগেই তাহা কার্য্যোৎপাদন করে বলিয়া সকল কার্য্যের যুগপৎ একই ক্ষণে উৎপত্তি হইয়া পড়ে না। তদুত্তরে **বৌদ্ধ** বলেন—স্থায়ী পদার্থ কার্য্যজননে সহকারীর অপেক্ষা করিলে, সেই সহকারী কারণভূত স্থায়ীপদার্থে কোনপ্রকার অতিশয় (—কার্য্যোৎপাদনানুকূল সামর্থ্য) আধান করে, যাহার ফলে সেই স্থায়ী কারণ কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ হয়, ইহাই তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—সেই সহকারী স্থায়ী কারণে কোনপ্রকার অতিশয় আধান (—ন্যস্ত) করিতে ১। সমর্থ, অথবা ২। অসমর্থ? ১। প্রথম পক্ষে— সহকারিসমাবেশ হইলে কারণ হইতে সদাই কার্য্যোৎপত্তি হইতে থাকিবে, এই পক্ষে ইহা **প্রথম দোষ**। **দ্বিতীয় দোষ** এই—সহকারী যে অতিশয়কে স্থায়ী কারণে ন্যস্ত করে, সেই আগন্তুক অতিশয় সেই স্থায়ী কারণ হইতে (ক) ভিন্ন, অথবা (খ) অভিন্ন, ইহা তোমাকে বলিতে হইবে। (ক) যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে সেই আগন্তুক অতিশয়কেই কার্য্যের জনক বলিতেছ না কেন? অনর্থক স্থায়ী পদার্থকে কারণরূপে গ্রহণের আবশ্যকতা কি? এই পরিস্থিতিতে অতিশয়ই কার্য্যের জনক হওয়ায়, অর্থক্রিয়াকারী হইতে না পারিয়া তোমাদের স্থায়ী পদার্থ স্বয়ং অসৎ হইয়া পড়িবে। (খ) যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে **দোষত্রয়ের** প্রসক্তি হইবে, যথা—(১) "সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ" এই ন্যায়বলে যাবতীয় কার্য্যের যুগপৎ উৎপত্তি হইয়া পড়িবে। (২) আগন্তুক অতিশয়ের সহিত অভিন্ন হওয়ায় সেই স্থায়ী কারণটীও আগন্তুক, সুতরাং বিনাশী হইয়া পড়িবে; ফলে 'স্থায়ী কারণ' এই শব্দের দ্বারা তাহা অভিহিত হইতে পারিবে না। (৩) সহকারীর দ্বারা স্থায়ী কারণে যে আগন্তুক অতিশয় আহিত (—ন্যস্ত) হয়, সেই অতিশয় সহ অভিন্ন সেই কারণপদার্থটী একটী অভিনব বস্তুরূপেই উৎপন্ন হয় বলিতে হইবে। যেমন নির্গুণ যখন গুণবান্ হয়, তখন তাহাকে সেই নির্গুণ পদার্থ হইতে ভিন্ন অভিনব পদার্থরূপেই অঙ্গীকার করিতে হয়। ফলে তৎকালে উৎপন্ন সেই অভিনব বস্তুই কার্য্যের প্রতি কারণ হয় বলিতে হইবে। তাহার ফলে তৎকালে উৎপন্ন সেই ক্ষণিক পদার্থেরই কারণতা সিদ্ধ হইয়া পড়িবে, স্থায়ী পদার্থের নহে। ২। সেই সহকারী যদি স্থায়ী কারণে অতিশয় আধান করিতে **অসমর্থ** হয়, তাহা হইলে সেই স্থায়ী কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি কখনও হইতেই পারিবে না। এইপ্রকার ক্ষেত্রে সহকারীর অপেক্ষার কথা বলাই বাতুলতা মাত্র। আবার দেখ, স্থায়ী কারণ যদি সহকারিকৃত অতিশয়কে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে সেই অতিশয়ও অতিশয়ান্তরকে অপেক্ষা করিবে, ফলে অনবস্থাদোষ দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে। অতিশয় যদি অতিশয়ান্তরকে অপেক্ষা না করে, তাহা হইলে স্থায়ী কারণই 'বা অতিশয়কে অপেক্ষা করিবে কেন? এইপ্রকার পরিস্থিতিতে অতিশয় অধানকারী সহকারীর অপেক্ষার কথা বলাই বৃথা। **শঙ্কা**—যদি বল, সহকারী স্থায়ী কারণে কোনপ্রকার অতিশয় আধান করে না,

[৩৯৭ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

তস্মাৎ অভাবগ্রস্তেভ্যঃ বীজাদিভ্যঃ অঙ্কুরাদীনাম্ উৎপদ্যমানত্বাৎ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ইতি মন্যতে।৫ তত্র ইদম্ উচ্যতে—"ন অসতঃ অদৃষ্টত্বাৎ" ইতি।৬ ন অভাবাৎ ভাবঃ

ভাষ্যানুবাদ

কারণতা যুক্তিসিদ্ধ না হওয়ায়) অভাবগ্রস্ত বীজ প্রভৃতি হইতে অঙ্কুর প্রভৃতির উৎপত্তি হয় বলিয়া 'অভাব হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি হয়', ইহা [বৈনাশিকগণ] মনে করেন।৫

[সিঃ—অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি নিরাকরণ।]

[ক্ষণিক ভাব পদার্থ হইতে কার্য্যোৎপত্তি ২।২।২০ সূত্রে নিরাকৃত হইয়াছে। এক্ষণে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি নিরাকৃত হইতেছে—] সেই বিষয়ে ইহা বলা হইতেছে—"অসৎ হইতে [কার্য্যোৎপত্তি] হয় না, যেহেতু তাহা পরিদৃষ্ট হয় না"।৬ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] অভাব হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি হয় না।৭ যদি

ভাবদীপিকা [স্থায়ী পদার্থের অকারণতাতে বৌদ্ধের যুক্তি।]

কিন্তু একার্থক্রিয়ার দ্বারাই (—একই প্রয়োজন সম্পাদন করে বলিয়াই) তাহা সহকারিপদবাচ্য হইয়া থাকে। স্থায়ী পদার্থের নিসর্গসিদ্ধ স্বভাবই এইপ্রকার যে, তাহা সন্নিহিত সকল সহকারি-কারণসহযোগেই কার্য্যোৎপাদন করে, একা তাহা পারে না। তদুত্তরে **বৌদ্ধ** বলেন—তাহা হইলে তোমাদের স্থায়িকারণের ন্যায় উক্ত সহকারিসকলকেও সদাই বর্ত্তমান আছে, বলিতে হইবে; অন্যথা কার্য্যোৎপত্তিকালে তাহা কোথা হইতে আসিবে? ফলে তোমাদের স্থায়ী কারণও সদাই বর্ত্তমান আছে এবং সহকারিগণও সদাই বর্ত্তমান আছে, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়িবে। ফলে কার্য্যের উৎপত্তি সদাই হইতে থাকিবে, তাহার বিরাম কখনও হইবে না। ইহা কিন্তু দৃষ্টবিরুদ্ধ। **আর এক কথা,** স্থায়ী পদার্থের যদি কার্য্যোৎপাদনে সহকারীর অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে সেই সহকারীর আবার অন্য সহকারীর **১।** অপেক্ষা আছে, অথবা **২।** নাই, ইহা বেদান্তী তোমাকে বলিতে হইবে। **১।** প্রথম পক্ষে সেই সহকারীরও আবার দ্বিতীয় সহকারীর অপেক্ষা হইবে, সেই দ্বিতীয় সহকারীর আবার তৃতীয় সহকারীর অপেক্ষা হইবে, এইপ্রকারে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়িবে। **২।** দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ যদি অন্য সহকারীর অপেক্ষা না থাকে, তাহা হইলে, স্থায়ী পদার্থেরই বা সহকারীর প্রতি অপেক্ষা থাকিবে কেন? **যদি বল**—স্থায়ী পদার্থের কার্য্যজনন সামর্থ্য নাই, সেইহেতু তাহা সহকারীকে অপেক্ষা করে; তাহার সহকারীর তাহা আছে বলিয়া তাহা আর অন্য সহকারীর অপেক্ষা করে না। তদুত্তরে **বৌদ্ধ** বলেন—তাহা হইলে সেই সহকারীকেই কার্য্যজনক বলা উচিত, অনর্থক আর স্থায়ী পদার্থ বেচারীকে টানাটানি কর কেন? এইপ্রকারে দেখা গেল—স্থায়ী পদার্থের কার্য্যজননসামর্থ্যই তোমাদের মতে সিদ্ধ হয় না। তথাপি যদি তোমরা অকিঞ্চিৎকর (—যাহা কিছুই করে না, এতাদৃশ) স্থায়ী পদার্থ হইতে কার্য্যোৎপত্তি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে সকল পদার্থ হইতেই সকল পদার্থের উৎপত্তি হয়, ইহা তোমাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই ভাব। [ন্যায়নির্ণয় ও তত্ত্বসংগ্রহাবলম্বনে। বিস্তৃত শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ ও কমলশীলের তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকাতে ৩৯৯ কারিকা হইতে দ্রষ্টব্য]।

শাঙ্করভাষ্যম্

উৎপদ্যতে।৭ যদি অভাবাৎ ভাবঃ উৎপদ্যেত, অভাবত্বাবিশেষাৎ কারণবিশেষাভ্যুপগমঃ অনর্থকঃ স্যাৎ।৮ ন হি বীজাদীনাম্ উপমৃদিতানাং যঃ অভাবঃ, তস্য অভাবস্য শশবিষাণাদীনাং চ নিঃস্বভাবত্বাবিশেষাৎ অভাবত্বে কশ্চিৎ বিশেষঃ অস্তি, যেন বীজাৎ এব অঙ্কুরঃ জায়তে, ক্ষীরাৎ এব দধি ইতি এবং জাতীয়কঃ কারণবিশেষাভ্যুপগমঃ অর্থবান্ স্যাৎ।৯ নির্বিশেষস্য তু অভাবস্য কারণত্বাভ্যুপগমে শশবিষাণাদিভ্যঃ অপি অঙ্কুরাদয়ঃ জায়েরন্।১০ ন চ এবং দৃশ্যতে।১১ যদি পুনঃ অভাবস্যাপি বিশেষঃ অভ্যুপগম্যেত, উৎপলাদীনাম্ ইব নীলত্বাদিঃ, ততঃ বিশেষবত্ত্বাৎ এব অভাবস্য ভাবত্বম্ উৎপলাদিবৎ প্রসজ্যেত।১২ নাপি অভাবঃ কস্যচিৎ উৎপত্তিহেতুঃ স্যাৎ, অভাবত্বাৎ এব, শশবিষাণাদিবৎ।১৩ অভাবাৎ চ ভাবোৎপত্তৌ অভাবান্বিতম্ এব সর্ব্বং কার্য্যং

ভাষ্যানুবাদ

অভাব হইতে ভাব বস্তুর উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে অবিশেষভাবে অভাব হওয়ায় [তত্তৎ কার্য্যের প্রতি] বিশেষ কারণ স্বীকার করা অনর্থক হইয়া পড়িত।৮ যেহেতু উপমৃদিত (—বিনষ্ট) বীজ প্রভৃতির যে অভাব, সেই অভাব এবং শশশৃঙ্গ প্রভৃতি, ইহারা অবিশেষভাবে নিঃস্বভাব হওয়ায় (—কোন অনুগত রূপ, অথবা ধর্ম্ম না থাকায় সমানভাবে নিঃস্বরূপ হওয়ায়) তাহাদের অভাবরূপতাতে কোনপ্রকার বিশেষ (—প্রভেদ) নাই, যাহার বলে 'বীজ হইতেই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়', 'দুগ্ধ হইতেই দধি উৎপন্ন হয়', ইত্যাদি এই জাতীয় কারণবিশেষের স্বীকৃতি সার্থক হইবে (—অভাবরূপতাতে কোনপ্রকার বিশেষ না থাকায় 'তত্তৎ কারণ হইতে তত্তৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়', এইপ্রকার স্বীকার করা চলিবে না)।৯ কিন্তু 'নির্বিশেষ (—অন্য অভাব হইতে প্রভেদরহিত) অভাবের কারণতা অঙ্গীকার করিলে শশকের শৃঙ্গ প্রভৃতি হইতেও অঙ্কুর প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া পড়িবে।১০ এইপ্রকার কিন্তু পরিদৃষ্ট হইতেছে না।১১ আর উৎপল প্রভৃতির নীলত্বাদির ন্যায় (—নীলত্ব প্রভৃতি যেমন উৎপল প্রভৃতির বিশেষ, তদ্রূপ) অভাবেরও যদি বিশেষ অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে বিশেষযুক্ত হয় বলিয়াই উৎপল প্রভৃতির ন্যায় অভাবেরও ভাবত্ব হইয়া পড়িবে (—বিশেষযুক্ত, সুতরাং পরস্পর বিভিন্ন অভাবকে ভাবপদার্থ বলিতে হইবে।১২ অভাব কোন কিছুর কারণ হইতে পারে না, এই বিষয়ে অনুমান প্রদর্শন করিতেছেন—] আর অভাব কোন কিছুর উৎপত্তির প্রতি হেতু হইতে পারে না, যেহেতু তাহা নিশ্চিতরূপে অভাবস্বরূপ, যেমন শশকের শৃঙ্গ প্রভৃতি।১৩ [এই বিষয়ে কার্য্যের স্বভাব পর্য্যালোচনাকরতঃ অনুকূল তর্ক প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ। অভাব হইতে ভাব বস্তুর উৎপত্তি হইলে সকল কার্য্যবস্তু [মৃদন্বিত ঘটের ন্যায়]

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাৎ।১৪ ন চ এবং দৃশ্যতে, সর্ব্বস্য চ বস্তুনঃ স্বেন স্বেন রূপেণ ভাবাত্মনা এব উপলভ্যমানত্বাৎ।১৫ ন চ মৃদন্বিতাঃ শরাবাদয়ঃ ভাবাঃ তন্ত্বাদিবিকারাঃ কেনচিৎ অভ্যুপগম্যন্তে।১৬ মৃদ্বিকারান্ এব তু মৃদন্বিতান্ ভাবান্ লোকঃ প্রত্যেতি।১৭ যত্তু উক্তম্ স্বরূপোপমর্দ্দম্ অন্তরেণ কস্যচিৎ কূটস্থস্য বস্তুনঃ কারণত্বানুপপত্তেঃ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ভবিতুম্ অর্হতি ইতি।১৮ তৎ দুরুক্তম্, স্থিরস্বভাবানাম্ এব সুবর্ণাদীনাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং রুচকাদিকার্য্যকারণভাবদর্শনাৎ।১৯ যেষু অপি বীজাদীষু স্বরূ-

ভাষ্যানুবাদ

[৪০৪ পৃঃ]

অভাবের দ্বারা অন্বিত হইবে।১৪ এইপ্রকার কিন্তু পরিদৃষ্ট হইতেছে না, যেহেতু সকল বস্তুই স্বীয় স্বীয় ভাবাত্মকরূপেই [যথা ঘট সৎ মৃত্তিকারূপেই, পট সৎ তন্তুরূপেই] উপলব্ধ হইতেছে [অভাবাত্মকরূপে নহে]।১৫ আর দেখ, মৃত্তিকাযুক্ত শরাব প্রভৃতি ভাববস্তুসকলকে কেহ তন্তু প্রভৃতির বিকাররূপে (—কার্য্যরূপে) অঙ্গীকার করে না।১৬ কিন্তু মৃত্তিকার দ্বারা অন্বিত (—মৃদ্‌যুক্ত) ভাববস্তুসকলকে লোকে মৃত্তিকার কার্য্যরূপেই বুঝিয়া থাকে।১৭ [অতএব কার্য্যবস্তুতে অন্বিত ভাববস্তুকেই কারণরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে, অভাবকে নহে]।

[সিঃ— স্থায়ী সৎ পদার্থের কারণতাবিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন]।

আর যে বলা হইয়াছে, স্বরূপের নাশ ব্যতিরেকে কোন কূটস্থ (—স্থায়ী) বস্তুর পক্ষে কারণ হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া অভাব হইতে ভাববস্তুর উৎপত্তি হওয়াই সঙ্গত (৩-৫ বাক্য), ইত্যাদি।১৮ তাহা দুষ্ট কথন মাত্র, যেহেতু ['সেই সুবর্ণ হইতে এই ঘট হইয়াছে', ইত্যাদি এইপ্রকারে] যাহাদের প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, সেই স্থির-স্বভাব (—স্থায়ী) সুবর্ণ প্রভৃতিরই রুচকাদি কার্য্যের প্রতি কারণভাব পরিদৃষ্ট হয় (৫৩)।১৯ [আর যে বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে (৩ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন —] আর বীজ প্রভৃতিতে যে স্বরূপের নাশ লক্ষিত

ভাবদীপিকা

[স্থায়ী পদার্থের কারণতা সমর্থনে সিদ্ধান্তীর যুক্তি।]

(৫৩) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—স্থায়ী বস্তু হইতেই সহকারীর ক্রমিক সন্নিধানবশতঃ কার্য্যসকলের ক্রমশঃ উৎপত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং 'সেই সুবর্ণই এই রুচকরূপে পরিণত হইয়াছে', এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞাদ্বারা তাহা সমর্থিত হইতেছে। সেইহেতু প্রত্যভিজ্ঞাসমথিত প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিরুদ্ধ তোমার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। **বৌদ্ধ** বলেন—যে স্থায়িকারণ স্বয়ং কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ, তাহার সহকারীর আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—কার্য্য দর্শন করিয়াই বস্তুর সামর্থ্য অবগত হওয়া যায়। সহকারীর সন্নিধানবশতঃ স্থায়ী পদার্থ হইতে কার্য্যোৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় বলিয়াই সহকারীর আবশ্যকতা অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর দেখ, যাহা কার্য্যোৎপাদনে অসমর্থ, তাহার তো সহকারীর

ভাবদীপিকা [স্থায়ী পদার্থের কারণতাতে যুক্তি।]

অপেক্ষাই নাই; যাহা তাহাতে সমর্থ, তাহারও যদি সহকারীর অপেক্ষা না থাকে, তাহা হইলে 'সহকারী' এই শব্দই জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অতএব সুবর্ণাদি স্থায়ী কারণসকল স্বয়ং অতিশয়শূন্য হইলেও অগ্নিতাপাদি সহকারিকৃত অতিশয়ের (৩৯৮ পৃঃ) ক্রমবশতঃ ক্রমশঃ রুচকাদিরূপে পরিণত হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। **বৌদ্ধ**— কিন্তু সেই অতিশয় আবার অতিশয়ান্তরকে অপেক্ষা করিবে, ফলে অনবস্থাদোষ (৩৯৮ পৃঃ) দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে। **সিদ্ধান্ত**—অতিশয় অতিশয়ান্তরের অপেক্ষা না করিলেও স্থায়ী কারণ সহকারিকৃত অতিশয়কে অপেক্ষা করিবে, ইহাতে কোন দোষ হয় না; বস্তুর স্বভাববৈচিত্র্যই ইহার হেতু। সকল বস্তুর স্বভাব একইপ্রকার নহে। দেখ, ঘট ও পট উভয়েই কার্য্যবস্তু হইলেও স্বভাবের বৈচিত্র্যবশতঃ ঘট মৃত্তিকাকে অপেক্ষা করে, পট তাহা করে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, অতিশয় অন্য অতিশয়কে অপেক্ষা না করিলেও স্বভাবের বৈচিত্র্যবশতঃ স্থায়ী কারণ সহকারিকৃত অতিশয়কে অপেক্ষা করে। এই যুক্তির দ্বারাই সহকারীর অন্য সহকারীর অপেক্ষা-বশতঃ অনবস্থাদোষ (৩৯৯ পৃঃ) নিরাকৃত হইল। **বৌদ্ধ** বলিয়াছেন—সহকারীকেই কার্য্যজনক বলা উচিত, স্থায়ী পদার্থ বেচারীকে নহে (ঐ)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—যদি মাত্র অগ্নিরূপ সহকারী হইতেই সুবর্ণময় রুচক উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে তোমার আক্ষেপ হইত সঙ্গত, তাহা তো পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং দৃষ্টবিরোধবশতঃ তোমার উক্ত যুক্তি অকিঞ্চিৎকর অসৎ যুক্তিমাত্র। আর **বৌদ্ধ** যে স্থায়ী কারণ হইতে ভিন্ন আগন্তুক অতিশয়কেই কার্য্যজনক কল্পনাকরতঃ স্থায়ী কারণের কারণতাবিষয়ে আক্ষেপ করিয়াছেন (৩৯৮ পৃঃ)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—সেই অতিশয় স্থায়ী কারণ হইতে ভিন্ন বা অভিন্নরূপে অঙ্গীকৃত হইলে তৎপ্রযুক্ত উক্ত আক্ষেপ ও সেই স্থলে প্রদর্শিত অন্যান্য আক্ষেপসকল সঙ্গত হইত। উক্ত অতিশয় কিন্তু সেই স্থায়ী কারণ হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে; পরন্তু অনির্ব্বচনীয়। অনির্ব্বচনীয় কার্য্যবস্তু অনির্ব্বচনীয়ভাবেই উৎপন্ন হয়। **বৌদ্ধ**—তবে আর স্থায়ী পদার্থের কারণতা কেন অঙ্গীকার করিতেছ? **সিদ্ধান্তী**—স্থায়ী রজ্জু যেমন রজ্জুসর্পের বিবর্ত্ত উপাদান, স্থায়ী মৃত্তিকা যেমন ঘটের বিবর্ত্ত উপাদান, অন্যান্য স্থলেও তদ্রূপ স্থায়ী কারণই কার্য্যের বিবর্ত্ত উপাদান। শ্রুতিও বলিতেছেন —"মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্" (ছাঃ ৬।১।৪)। অতএব ভিন্নতা ও অভিন্নতার দ্বারা অনির্ব্বচনীয় যে অতিশয়, তদ্‌যুক্ত স্থায়ী কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি হয়, ইহা সিদ্ধ হইল। এতদ্দ্বারা স্থায়ী কারণের কারণতারূপ লোকপ্রসিদ্ধিও অব্যাহত রহিল। **বৌদ্ধ**—আচ্ছা, স্বীকার করিলাম, সহকারিকৃত অতিশয় অনির্ব্বচনীয়, কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয় অতিশয় যখন স্থায়ী কারণে ন্যস্ত হয়, তখন সকল কার্য্যের যুগপৎ উৎপত্তি, বা সদাই কার্য্যোৎপত্তি হয় না কেন? 'সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ', ইহা তো আমরা বলিয়াছি (৩৯৮ পৃঃ)। **সিদ্ধান্তী** বলেন—কারণ স্থায়ী হইলেও, তাহাতে তত্তৎকালীন কার্য্যজননসামর্থ্য (—যৎকালে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তৎকালে তাহাতে তদুৎপাদন সামর্থ্য থাকে; যৎকালে উৎপন্ন হয় না, তৎকালে তাহা থাকে না, ইহা) আমরা অঙ্গীকার করি। ইহা অঙ্গীকার না করিলে কারণ ও সহকারীর সমাবেশ হইলেও বহু স্থলে যে কার্য্যের অনুৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয়, ইহার কোন হেতু প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। অতএব স্থায়ী কারণের তৎকালীন কার্য্যজননসামর্থ্য না থাকায় সহকারীর সমাবেশ ও তৎকৃত অতিশয় তাহাতে আহিত (—ন্যস্ত) হইলেও তাহা হইতে সকল কার্য্যের যুগপৎ উৎপত্তি হইয়া পড়ে না, বা সদাই

ভাবদীপিকা [স্থায়ী পদার্থের কারণতাতে যুক্তি।]
কার্য্যোৎপত্তি হইতে থাকে না, ইহাই সিদ্ধ হয়। **বৌদ্ধ** বলেন—একই কারণে কার্য্যোৎপাদন-সামর্থ্য ও অসামর্থ্য অঙ্গীকার করিলে বস্তুতঃ কারণের তাৎকালিকতাই (—ক্ষণিকতাই, ৩৪২, ৩৯৮পৃঃ) সিদ্ধ হইয়া পড়ে, যেহেতু কার্য্যোৎপাদনে সামর্থ্য যাহার থাকে, তাহাই তদুৎপাদনে অসমর্থ হইতে পারে না; যেহেতু ভাব ও অভাব একইকালে একই অধিকরণে থাকিতে পারে না। এইহেতু হয় তোমাদিগকে কারণবস্তুর ক্ষণিকত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে, অথবা কারণ হইতে কার্য্যসকলের যুগপৎ উৎপত্তি, বা সর্ব্বদা কার্য্যোৎপত্তি অঙ্গীকার করিতেই হইবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তোমাদের ক্ষণিক কারণও যখন ঘটরূপ একটী কার্য্য উৎপাদন করে, তখন পটাদিরূপ অন্য অসংখ্য কার্য্য উৎপাদন করে না। তোমাদের ক্ষণিক পদার্থও যখন একইকালে কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ ও অসমর্থ, সুতরাং ভাব ও অভাব যখন তোমাদের তথাকথিত ক্ষণিক অধিকরণে একইকালে বর্ত্তমান থাকে, তখন আমাদের স্থায়ী কারণ কোন কালে কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ ও কোন কালে তাহাতে অসমর্থ হইলে, তাহাতে দোষোদ্ঘাটন করা তোমার পক্ষে শোভন নহে। আর কার্য্যোৎপাদনে সামর্থ্য ও অসামর্থ্য বশতঃ স্থায়ী কারণকে তুমি (—বৌদ্ধ) যে ক্ষণিক বলিতে ইচ্ছা করিতেছ। তদুত্তরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের ক্ষণিক কারণ হইতে যখন কোন কার্য্য উৎপন্ন হয়, তখনই তাহা হইতে অন্য অসংখ্য কার্য্য উৎপন্ন না হওয়ায়, তোমরা সেই ক্ষণিক কারণপদার্থকে অসংখ্য অন্য অকারণভূত অভিনব ক্ষণিক পদার্থরূপে (৩৯৮ পৃঃ) অঙ্গীকার কর কি? **(ক)** যদি না কর, তাহা হইলে আমাদের উপরও ভাব ও অভাবের সামানাধিকরণ্যরূপ (৫ পংক্তি) এবং কারণপদার্থের অভিনবত্বরূপ দোষ আপতিত হয় না। **(খ)** যদি তাহা কর, তাহা হইলে অকারণ হওয়ায় কোন তথাকথিত কারণ পদার্থই কার্য্যের উৎপাদক হইতে পারিবে না; ফলে তোমাদের কার্য্যকারণ-ভাবই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। তাহার ফলে "মৃত্তিকা ঘটের কারণ", এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগই তোমরা করিতে পারিবে না, যেহেতু তৎকালেই তাহা অনেক অভিনব অকারণরূপে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব একপক্ষে তোমার সহিত যুক্তিসাম্য ও অপরপক্ষে তোমার যুক্তি নিরাকৃত হওয়ায় কারণের ক্ষণিকতা ও যুগপৎ সকল কার্য্যের উৎপত্তি ইত্যাদি দোষ আমাদিগের উপর আপতিত হয় না। এইরূপে স্থায়ী কারণের তত্তৎকালীন কার্য্যজননসামর্থ্যদ্বারাই কার্য্যোৎপত্তি নিয়মিত হয় বলিয়া 'কারণের সহিত মিলিত সহকারীর একার্থ ক্রিয়াকারিতাবশতঃ যে সর্ব্বদাই কার্য্যোৎপত্তিরূপ' দোষ প্রদত্ত হইয়াছে (৩৯৯ পৃঃ), তাহাও নিরাকৃত হইল।

[সি—"অর্থক্রিয়াকারিতাই সত্তা" এই বৌদ্ধমতবাদ নিরাকরণ]

আর যে "অর্থক্রিয়াকারিতাকেই সত্তা বলা হইয়াছে" (৩৪২ পৃঃ), তাহাও সমীচীন নহে। তোমায় জিজ্ঞাসা করি—অসতের অর্থক্রিয়াকারিতা (—ব্যবহারসম্পাদকতা) থাকে না কেন? তুমি অবশ্যই বলিবে - যেহেতু তাহা অসৎ, অর্থাৎ সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন; অসৎ নরশৃঙ্গ যাহা বর্ত্তমানই নাই, তাহা কিপ্রকারে ব্যবহারসম্পাদক হইবে! এইপ্রকারে তুমি বস্তুতঃ ইহাই বলিলে যে, সত্তাসম্পন্ন বিদ্যমান বস্তুতে (—সদ্বস্তুতে) অর্থক্রিয়াকারিতা থাকে, অসদ্বস্তুতে (—অবর্ত্তমান বস্তুতে) তাহা থাকে না। যাহাহউক্, "সদ্বস্তুতে অর্থক্রিয়াকারিতা থাকে", এই যে তোমার কথন, এই স্থলে অধিকরণ হইতেছে সদ্বস্তু এবং আধেয় হইতেছে সত্তা ও অর্থক্রিয়াকারিতা, যেহেতু সদ্বস্তুরূপ আধারে এই দুইটী ধর্ম্ম অবস্থান করিতেছে। একই অধিকরণে

[৪০১ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

পোপমর্দ্দঃ লক্ষ্যতে, তেষু অপি ন অসৌ উপমৃদ্যমানা পূর্ব্বাবস্থা উত্তরাবস্থায়াঃ কারণম্ অভ্যুপগম্যতে, অনুপমৃদ্যমানানাম্ এব অনুযায়িনাং বীজাদ্যবয়বানাম্ অঙ্কুরাদিকারণভাবাভ্যুপগমাৎ।২০ তস্মাৎ অসদ্ভ্যঃ শশবিষাণাদিভ্যঃ সদুৎপত্ত্যদর্শনাৎ, সদ্ভ্যশ্চ সুবর্ণাদিভ্যঃ সদুৎপত্তিদর্শনাৎ অনুপপন্নঃ অয়ম্ অভাবাৎ

ভাষ্যানুবাদ

হয়, সেই সকল স্থলেও যে পূর্ব্বাবস্থাটী বিনষ্ট হয়, তাহা পরবর্ত্তী অবস্থার কারণরূপে অঙ্গীকৃত হয় না, যেহেতু যাহারা বিনষ্ট হয় না, সেই অনুযায়ী (—কার্য্যে অনুসৃত) যে বীজাদির অবয়বসকল, তাহারাই অঙ্কুরাদির প্রতি কারণরূপে অঙ্গীকৃত হয় (৫৪)।২০ অতএব অসৎ শশশৃঙ্গ প্রভৃতি হইতে সদ্বস্তুর উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় না

ভাবদীপিকা ['অর্থক্রিয়াকারিতাই সত্তা' এই মত নিরাকরণ।]

অবস্থিতিবশতঃ কিন্তু এই ধর্ম্মদ্বয় অভিন্ন হইয়া পড়ে না, কারণ একাধিকরণবৃত্তিতা (—একই আধারে থাকা) অভিন্নতার হেতু নহে। ইহা অঙ্গীকার না করিলে একই গৃহরূপ অধিকরণে অবস্থিত ঘট ও পটকে অভিন্ন বলিতে হইবে; ইহা দৃষ্টবিরুদ্ধ অসঙ্গত কথন। অতএব একই সদ্বস্তুরূপ অধিকরণে বর্ত্তমান থাকিলেও সত্তা ও অর্থক্রিয়াকারিতা অভিন্নপদার্থ নহে, অর্থাৎ অর্থক্রিয়াকারিতাই সত্তা নহে, ইহা সিদ্ধ হইল। এই বিষয়ে **দ্বিতীয় যুক্তি** এই—"সদ্বস্তুতে অর্থক্রিয়াকারিতা থাকে" এই স্থলে সত্তা হইতেছে সদ্বস্তুর ধর্ম্ম, আর অর্থক্রিয়াকারিতারূপ ধর্ম্মও সেই সদ্বস্তুতে বিদ্যমান থাকে। ফলে 'গৃহের স্থায়ী অধিবাসী যেমন আগন্তুক ব্যক্তিকে অবচ্ছেদ করে (—তাহার পরিচয় অপরের নিকট প্রদান করে'), তদ্রূপ "একই অধিকরণনিষ্ঠ ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে স্থায়ী ধর্ম্ম আগন্তুক ধর্ম্মের অবচ্ছেদক হইয়া থাকে", এই নিয়মানুসারে সদ্বস্তুর সত্তারূপ স্থায়ী ধর্ম্মটী, আগন্তুক ধর্ম্ম যে অর্থক্রিয়াকারিতা, তাহার অবচ্ছেদক হইয়া পড়ে। অবচ্ছেদক ও অবচ্ছেদ্য কদাপি অভিন্ন হইতে পারে না। এইপ্রকারে অবচ্ছেদক সত্তা ও অবচ্ছেদ্য অর্থক্রিয়াকারিতা অভিন্ন হইতে পারে না বলিয়া 'অর্থক্রিয়াকারিতাই সত্তা', তোমার এই মতবাদ নিরাকৃত হইয়া পড়িল। এই বিষয়ে **তৃতীয় যুক্তি** এই—"সদ্বস্তুতে অর্থক্রিয়াকারিতা থাকে", এই যে তোমার কথন, এই স্থলে 'সদ্বস্তু' শব্দের অর্থ—'সত্তাবিশিষ্ট বস্তু'। ফলে বস্তুর বিশেষণরূপে 'সত্তা' অধিকরণকোটিতে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। তাদৃশ অধিকরণে থাকে অর্থক্রিয়াকারিতা। ফলে 'সত্তা' হইতেছে অধিকরণ ও অর্থক্রিয়াকারিতা হইতেছে আধেয়। আধার ও আধেয় কদাপি অভিন্ন বস্তু হইতে পারে না। ফলে 'অর্থক্রিয়াকারিতাই সত্তা' (—এই বস্তুদ্বয় অভিন্ন), ইহা সিদ্ধ হইল না। অতএব তুমি যে বলিয়াছ—"অর্থক্রিয়াকারিতা না থাকিলে স্থায়ী কারণ অসৎ হইয়া পড়িবে" (৩৯৮ পৃঃ), তাহা অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িল। এইপ্রকারে বৌদ্ধের সমস্ত যুক্তিগুলিই নিরাকৃত হওয়ায় 'সহকারিসহকৃত স্থায়ী কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি হয়, ইহা সিদ্ধ হইল। [রত্নপ্রভা, ন্যায়নির্ণয়, ভামতী ও 'প্রকটার্থবিবরণ প্রভৃতি অবলম্বনে]

(৫৪) তিন্তিড় (—তেঁতুল) বীজ ইহার দৃষ্টান্ত। তাহার অবয়বদ্বয়ই তিন্তিড় অঙ্কুরের গাত্রসংলগ্ন প্রথম পত্রদ্বয়রূপে পরিদৃষ্ট হয়। বীজ নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, পরে সেই অবর্ত্তমান (— অসৎ) বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাবোৎপত্ত্যভ্যুপগমঃ।২১ অপিচ চতুর্ভিঃ চিত্তচৈত্তাঃ উৎপদ্যন্তে, পরমাণুভ্যশ্চ ভূতভৌতিকলক্ষণঃ সমুদায়ঃ উৎপদ্যতে ইতি অভ্যুপগম্য পুনঃ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিং কল্পয়দ্ভিঃ অভ্যুপগতম্ অপহ্নুবানৈঃ বৈনাশিকৈঃ সর্ব্বঃ লোকঃ আকুলীক্রিয়তে।২২॥২।২।২৬॥

ভাষ্যানুবাদ

বলিয়া এবং সুবর্ণ প্রভৃতি সদ্বস্তু হইতে [রুচকাদি] সদ্বস্তুর উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া 'অভাব হইতে ভাববস্তুর উৎপত্তি হয়', এই মতবাদ যুক্তিসঙ্গত নহে (৫৫)।২১

[সিঃ—বৌদ্ধের স্বমতহানিবশতঃ অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি অসঙ্গত।]

আবার দেখ, [আলম্বনপ্রত্যয় প্রভৃতি, ২৭ ভাবদীঃ] চারিপ্রকার কারণদ্বারা চিত্ত ও চৈত্ত উৎপন্ন হয় এবং পরমাণুসকল হইতে ভূত ও ভৌতিকাত্মক সমুদায় উৎপন্ন হয়, ইহা অঙ্গীকার করিয়া পুনরায় অভাব হইতে ভাববস্তুর উৎপত্তি যাঁহারা কল্পনা করেন, সেই স্বীয় স্বীকৃতির অপলাপকারী বৈনাশিকগণকর্ত্তৃক সকল লোক আকুলীকৃত হইতেছে (—তত্ত্বনিরূপণে অসমর্থ হইয়া বিব্রত ও বিপথগামী হইয়া পড়িতেছে)।২২॥২।২।২৬॥

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥২।২।২৭॥

পদচ্ছেদ—উদাসীনানাম্, অপি, চ, এবম্, সিদ্ধিঃ।

সূত্রার্থ—[অভাবাৎ ভাবোৎপত্ত্যঙ্গীকারে অতিপ্রসঙ্গান্তরম্ আহ—] **চ**—কিঞ্চ, **এবম্**—এবম্প্রকারেণ অভাবাৎ ভাবোৎপত্ত্যঙ্গীকারে, **উদাসীনানাম্ অপি**—তত্তৎকার্য্যসাধনেষু অবর্ত্তমানানাম্ পুংসাম্ অপি, **সিদ্ধিঃ**—স্বস্বাভিমতস্য কার্য্যস্য সিদ্ধিঃ স্যাৎ। [নচ এতৎ যুজ্যতে। অতঃ ভ্রান্ত্যেকমূলাভ্যাং বৈভাষিক-সৌত্রান্তিকয়োঃ বাহ্যার্থবাদিনোঃ মতবাদাভ্যাং কূটস্থনিত্যব্রহ্মসমন্বয়স্য ন বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে অন্য অতিপ্রসঙ্গ (—অন্যপ্রকার দোষ) হইয়া পড়ে, ইহা বলিতেছেন—] **চ**—আর দেখ, **এবম্**—এইপ্রকারে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে, **উদাসীনানাম্ অপি**—তত্তৎ কার্য্যের সাধনসকলে অপ্রবৃত্ত পুরুষসকলেরও, **সিদ্ধিঃ**—নিজ নিজ অভিমত কার্য্যের সিদ্ধি হইয়া পড়িবে। [ইহা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে। অতএব ভ্রান্তিই যাহার একমাত্র মূল, সেই বাহ্যার্থবাদী

ভাবদীপিকা

(৫৫) এইপ্রকারে অসৎ হইতে ভাবোৎপত্তি নিরাকরণের দ্বারাই **সৌত্রান্তিকের** "জ্ঞানে প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া বাহ্য পদার্থের অনুমান করিতে হয় বলিয়া তাহা অনুমেয়" (৩৪০ পৃঃ) এই মতবাদও নিরাকৃত হইল। কারণ অসৎ যেমন কোন বস্তুর উপাদান হয় না, তদ্রূপ অসৎ যে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক পদার্থ, তাহাও জ্ঞানে স্বীয় প্রতিবিম্ব অর্পণ করিতে পারে না ; যেহেতু বিম্ব ও প্রতিবিম্ব একই কালে বর্ত্তমান থাকে, ইহা লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া এবং জ্ঞানে প্রতিবিম্ব অর্পণের পূর্ব্বক্ষণেই ক্ষণিক বিম্ব পদার্থটী বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধের জ্ঞানে বস্তুর প্রতিবিম্বিত হওয়াই সম্ভব হয় না।

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের মতবাদদ্বয়ের দ্বারা কূটস্থনিত্যব্রহ্মে [বেদান্ত] সমন্বয়ের বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদি চ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ অভ্যুপগম্যেত, এবং সতি উদাসীনানাম্ অনীহমানানাম্ অপি জনানাম্ অভিমতসিদ্ধিঃ স্যাৎ, অভাবস্য সুলভত্বাৎ।১ কৃষীবলস্য ক্ষেত্রকর্ম্মণি অপ্রযত্ত-মানস্য অপি সস্যনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ।২ কুলালস্য চ মৃৎসংস্ক্রিয়ায়াম্ অপ্রযতমানস্য অপি অমত্রোৎপত্তিঃ।৩ তন্তুবায়স্য অপি তন্তূন্ অতন্বানস্যাপি তন্বানস্য ইব বস্ত্রলাভঃ।৪ স্বর্গাপবর্গয়োশ্চ ন কশ্চিৎ কথঞ্চিৎ সমীহেত।৫ ন চ এতৎ যুজ্যতে, অভ্যুপগম্যতে বা কেন-চিৎ।৬ তস্মাদপি অনুপপন্নঃ অয়ম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্ত্য-ভ্যুপগমঃ।৭।।২।২।২৭।। ইতি চতুর্থং সমুদায়াধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—লোকব্যবহারের বিরোধবশতঃ অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি অসঙ্গত।]

আর যদি অভাব হইতে ভাববস্তুর উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয়, এইপ্রকার হইলে উদাসীনগণেরও, অর্থাৎ ঈহাশূন্য (—প্রযত্নশূন্য) জনগণেরও অভিমতসিদ্ধি (—অভীষ্ট ফললাভ) হইয়া পড়িবে, যেহেতু অভাব (—কিছু না করা, কারণ না থাকা, ইত্যাদি) পদার্থ সুলভ।১ [দৃষ্টান্তদ্বারা অভাবকারণবাদে লোকব্যবহারের অসিদ্ধি প্রদর্শন করিতেছেন—হলকর্ষণাদি] ক্ষেত্রকর্ম্মে প্রযত্নহীন কৃষকগণেরও শস্য উৎপন্ন হইয়া পড়িবে।২ মৃত্তিকার সংস্কারে অপ্রযত্নশীল কুম্ভকারেরও অমত্রের (— ঘটাদি পাত্রের) উৎপত্তি হইয়া পড়িবে।৩ যে তন্তুবায় তন্তুসকলকে বয়ন করে না, তাহারও তন্তুবয়নকারীর ন্যায় বস্ত্রলাভ হইয়া পড়িবে।৪ আর স্বর্গ এবং মোক্ষবিষয়ে কেহ কোনপ্রকারে সম্যক্ যত্নশীল হইবে না।৫ ইহা (—এইপ্রকার প্রযত্নশূন্যতা) কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে, অথবা কেহ অঙ্গীকারও করে না।৬ সেই হেতুবশতঃও (—এই-প্রকার অসঙ্গতিসকল হইয়া পড়ে বলিয়াও) অভাব হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি-বিষয়ে এই যে অভ্যুপগম (—স্বীকৃতি, মতবাদ), তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে (৫৬)।৭।।২।২।২৭।।

সমুদায়াধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৫৬) **বার্ত্তিক**টীকাকার বলেন—২।২।২৬ এবং ২৭ এই শেষোক্ত সূত্রদ্বয়ের দ্বারা অর্থতঃ শূন্যবাদও নিরাকৃত হইল। সুতরাং এই সূত্রদ্বয়কে শূন্যবাদনিরাকরণের জন্য একটী অন্য অধিকরণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ভগবান্ **ভাষ্যকার** কিন্তু পরে ২।২।৩১ সূত্রভাষ্যে ইহার উল্লেখ করিবেন। আমরাও ইহা সেই স্থলে আলোচনা করিব।

সমুদায়াধিকরণ সমাপ্ত।

৫। নাভাবাধিকরণম্। [২৮-৩২ সূত্র]

[উপলব্ধ্যধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমত খণ্ডন। ক্ষণিক বিজ্ঞানের বাহ্য জগদাকারে অবভাস সম্ভব নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ক্ষণিক বাহ্য পদার্থ অঙ্গীকারকারীর মতবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। সেই নিরাকরণকে উপজীবন (—অবলম্বন) করিয়া ক্ষণিক আন্তর বিজ্ঞানমাত্রের সত্যতাবাদী যে আক্ষেপ করেন, তাহা নিরাকরণের জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার **উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রত্বং যুজ্যতে বা ন যুজ্যতে।
যুজ্যতে স্বপ্নদৃষ্টান্তাদ্বুদ্ধ্যৈব ব্যবহারতঃ॥
অবাধাৎ স্বপ্নবৈষম্যং বাহ্যার্থস্তূপলভ্যতে।
বহির্ব্বদিতি তেঽপ্যুক্তির্নাতো ধীরর্থরূপভাক্॥

অন্বয়—বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রত্বং যুজ্যতে, ন বা যুজ্যতে? স্বপ্নদৃষ্টান্তাৎ বুদ্ধ্যা এব ব্যবহারতঃ যুজ্যতে। অবাধাৎ স্বপ্নবৈষম্যং বাহ্যার্থঃ তু উপলভ্যতে। 'বহির্ব্বদ্' ইতি তে উক্তিঃ অপি। অতঃ ধীঃ অর্থরূপভাক্ ন।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[কেচিৎ বৌদ্ধাঃ বাহ্যার্থম্ অপলপন্তঃ বিজ্ঞানমাত্রং তত্ত্বম্ আহুঃ। সঃ বিজ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধসিদ্ধান্তঃ বিষয়ঃ। রূপাদিহীনং জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্ম জগদুপাদানম্ ইতি বদতঃ সমন্বয়স্য, 'ক্ষণিকং জ্ঞানং নীলাদ্যাকারম্' ইতি যোগাচারমতেন বিরোধঃ অস্তি, ন বা, ইতি তৎপ্রামাণিকত্বভ্রান্তত্বাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ— বাহ্যার্থানাং] বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রত্বং যুজ্যতে, ন বা যুজ্যতে?

পূর্ব্বপক্ষ—[বিজ্ঞানমাত্রস্য অস্তিত্বস্বীকারে ন ব্যবহারস্য অনুপপত্তিঃ। স্বপ্নে বাহ্যার্থান্ অনপেক্ষ্য কেবলয়া বুদ্ধ্যা ব্যবহারদর্শনাৎ জাগ্রদ্ব্যবহারস্যাপি তথৈব উপপত্তেঃ। তদিদম্ আহ—] স্বপ্নদৃষ্টান্তাৎ বুদ্ধ্যা এব ব্যবহারতঃ [বাহ্যার্থানাং বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রত্বং] যুজ্যতে।

সিদ্ধান্ত— [প্রবোধদশায়াং স্বাপ্নপদার্থানাং বাধ্যমানত্বাৎ, জাগ্রদবস্থাসিদ্ধানাং চ বাহ্যার্থানাং] অবাধাৎ স্বপ্নবৈষম্যং [ভবতি। ন চ বাহ্যার্থসদ্ভাবে প্রমাণাভাবঃ], বাহ্যার্থঃ তু উপলভ্যতে। [সা উপলব্ধিঃ এব প্রমাণম্। অথ উচ্যেত—বুদ্ধিঃ এব বাহ্যঘটাদিবৎ অবভাসতে। তথাচ আহুঃ—"যদন্তর্জ্ঞেয়তত্ত্বং তৎ বহির্ব্বদবভাসতে" ইতি। অত্র ব্রূমঃ—] 'বহির্ব্বদ্' ইতি তে উক্তিঃ অপি [বাহ্যার্থসদ্ভাবে প্রমাণম্। কচিদপি বাহ্যার্থাভাবে তদ্ব্যুৎপত্তিরাহিত্যাৎ 'বহির্ব্বদ্' ইতি উপমানোক্তিঃ ন সঙ্গচ্ছেৎ]। অতঃ [বাহ্যার্থসদ্ভাবাৎ বাহ্যার্থানাং বিজ্ঞানমাত্রত্ব-] ধীঃ অর্থরূপভাক্ ন [ভবতি। তস্মাৎ অসঙ্গতং যোগাচারমতম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[কোন কোন বৌদ্ধ বাহ্য পদার্থের অপলাপকরতঃ বিজ্ঞানমাত্রকে তত্ত্ব বলেন। বিজ্ঞান (—বুদ্ধি) মাত্রের অস্তিত্ববাদী সেই বৌদ্ধসিদ্ধান্ত এখানে বিষয়। 'ক্ষণিক জ্ঞানই নীলাদি আকারে প্রতিভাত হয়', এই যোগাচারমতের সহিত, রূপাদিহীন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম জগতের উপাদান, এইপ্রকার কথনশীল বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকারে সেই মতের প্রামাণিকত্ব ও ভ্রান্তত্ববশতঃ সংশয় হয়—বাহ্য পদার্থসকলের] বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রতা

(—তাহার: বিজ্ঞানস্কন্ধই, অন্য কিছু নহে, ইহা) যুক্তিসঙ্গত, অথবা যুক্তিসঙ্গত নহে?

পূর্ব্বপক্ষ—[বিজ্ঞানমাত্রের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিলে ব্যবহারের অসঙ্গতি হয় না। যেহেতু স্বপ্নকালে বাহ্যপদার্থসকলকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল বুদ্ধিদ্বারাই ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া জাগ্রৎকালীন ব্যবহারও সেই প্রকারেই উপপন্ন হয়। তাহাই বলিতেছেন—] স্বপ্নদৃষ্টান্ত হইতে বুদ্ধির দ্বারাই ব্যবহার সম্ভব হওয়ায় [বাহ্যপদার্থসকলের বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রতা] যুক্তিসঙ্গত।

সিদ্ধান্ত—[জাগ্রদবস্থাতে স্বাপ্নপদার্থসকলের বাধ হয় বলিয়া এবং জাগ্রদবস্থাতে সিদ্ধ (—উপলব্ধ) বাহ্যপদার্থসকলের] বাধ হয় না বলিয়া স্বপ্ন হইতে বিষমতা হইয়া থাকে (—বাহ্য পদার্থ স্বাপ্ন পদার্থের ন্যায় নহে)। আর বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই, ইহা বলা যায় না], বাহ্য পদার্থ কিন্তু উপলব্ধ হইতেছে। [সেই উপলব্ধিই প্রমাণ। আর যদি বলা হয়—বুদ্ধিই ঘটাদির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। যেমন তাঁহারা বলেন—"যাহা অন্তরে জ্ঞেয় বিষয়, তাহা বাহিরে অবস্থিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে", ইত্যাদি। এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—] "বাহিরে অবস্থিতের ন্যায়", এই যে তোমার কথন, তাহাও [বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রমাণ। কোন স্থলে বাহ্য পদার্থ না থাকিলে তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাববশতঃ "বাহিরে অবস্থিতের ন্যায়", এইকার উপমানোক্তি (—সাদৃশ্যকথন) সঙ্গত হইবে না]। সেইহেতু [বাহ্য পদার্থ বর্ত্তমান থাকায় বাহ্য পদার্থসকলের বিজ্ঞানমাত্রত্ব-] বুদ্ধি অর্থরূপভাগী (—যথার্থ অর্থের সমর্পক) হয় না। [অতএব যোগাচারমত অসঙ্গত, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ফলভেদঃ পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়।

নাভাব উপলব্ধেঃ ॥২।২।২৮॥

পদচ্ছেদ—ন, অভাবঃ, উপলব্ধেঃ।

সূত্রার্থ—"বিজ্ঞানাতিরিক্তবাহ্যপদার্থস্য অভাবঃ" ইতি বিজ্ঞানবাদিসিদ্ধান্তঃ অত্র বিষয়ঃ। সঃ কিং প্রমাণমূলঃ, ভ্রান্তিমূলঃ বা ইতি সন্দেহে; প্রমাণমূলঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **অভাবঃ**—বিজ্ঞানব্যতিরিক্তস্য বাহ্যার্থস্য অভাবঃ, **ন**—ন সম্ভবতি। [কুতঃ?] **উপলব্ধেঃ**—বিজ্ঞানাতিরিক্তানাম্ অর্থানাং ঘটপটাদীনাম্ অনুভবসিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ ["বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান নাই", এই বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধের সিদ্ধান্ত এখানে বিষয়। তাহা কি প্রমাণমূলক, অথবা ভ্রান্তিমূলক, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; প্রমাণমূলক, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **অভাবঃ**—বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অভাব, **ন**—সম্ভব নহে। [কেন নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **উপলব্ধেঃ**—যেহেতু বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত ঘট ও পট প্রভৃতি পদার্থসকল অনুভবসিদ্ধ, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

এবং বাহ্যার্থবাদম্ আশ্রিত্য সমুদায়াপ্রাপ্ত্যাদিষু দূষণেষু উদ্ভাবিতেষু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধঃ ইদানীং প্রত্যবতিষ্ঠতে।১ কেষাঞ্চিৎ কিল বিনেয়ানাং বাহ্যে বস্তুনি অভিনিবেশম্ আলক্ষ্য তদনুরোধেন বাহ্যার্থবাদপ্রক্রিয়া ইয়ং বিরচিতা।২ ন অসৌ সুগতাভিপ্রায়ঃ, তস্য তু বিজ্ঞানৈকস্কন্ধবাদঃ এব অভিপ্রেতঃ।৩ তস্মিংশ্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়েন রূপেণ অন্তস্থঃ এব প্রমাণ-

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রমেয়ফলব্যবহারঃ সর্ব্বঃ উপপদ্যতে।৪ সত্যপি বাহ্যে অর্থে বুদ্ধ্যারোহম্ অন্তরেণ প্রমাণাদিব্যবহারানবতারাৎ।৫ কথং পুনঃ অবগম্যতে অন্তস্থঃ এব অয়ং সর্ব্বব্যবহারঃ, ন বিজ্ঞানব্যতিরিক্তঃ বাহ্যঃ অর্থঃ অস্তি ইতি?৬ তদসম্ভবাৎ ইতি আহ।৭ সঃ হি বাহ্যঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি। পূঃ—বাহ্য পদার্থ অনঙ্গীকারে বিজ্ঞানবাদীর যুক্তি, বাহ্য পদার্থ আন্তর বিজ্ঞানেরই রূপ।]

এইপ্রকারে [সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক বৌদ্ধগণের] বাহ্যাস্তিত্ববাদকে অবলম্বন করিয়া 'সমুদায়ভাবের অপ্রাপ্তি' (২।২।১৮ সূঃ) ইত্যাদি দোষসকল উদ্ভাবিত হইলে, এক্ষণে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বিরোধিতা করিতেছেন।১ [তাঁহারা বলেন—] বিনেয়-গণের (—শিষ্যগণের) মধ্যে কাহারও কাহারও বাহ্য বস্তুতে অভিনিবেশ লক্ষ্য করিয়া তদনুরোধে (—তাহাদের বুদ্ধিতে আরূঢ় হইতে পারে, এইপ্রকারে) বাহ্যার্থ-বাদের এই প্রক্রিয়া বিরচিত হইয়াছে।২ তাহা সুগতের অভিপ্রায় নহে, বিজ্ঞানৈক-স্কন্ধবাদই (-'একমাত্র আন্তর বিজ্ঞানই বর্ত্তমান আছে, বাহ্য কিছুই নাই', এই-প্রকার বাহ্যশূন্যতাবাদই) কিন্তু তাঁহার অভিপ্রেত।৩ [আচ্ছা, বাহ্য পদার্থ না থাকিলে প্রমাণ-প্রমেয়াদি লোকব্যবহার কিপ্রকারে সম্পাদিত হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেই বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধিতে আরোপিতরূপে অভ্যন্তরেই প্রমাণ প্রমেয় ও ফলরূপ সকলপ্রকার ব্যবহার উপপন্ন হয় (১)।৪ [আচ্ছা, প্রমাণ ও প্রমেয়াদি-বিষয়ক কল্পিত ভেদ অঙ্গীকার না করিয়া বাস্তব ভেদই অঙ্গীকার করিতেছ না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও বুদ্ধ্যারোহ ব্যতিরেকে (—জ্ঞানের বিষয়রূপে তাহারা বুদ্ধিতে আরোহণ না করিলে) প্রমাণাদি ব্যবহার সম্ভব হয় না।৫ [উক্ত বিষয়টীকে যুক্তির দ্বারা দৃঢ় করিবার জন্য প্রশ্ন করিতেছেন—] আচ্ছা, কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, এই সমস্ত ব্যবহার অন্তরেই (—দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিজ্ঞানেই) হইয়া থাকে, বিজ্ঞান ব্যতিরেকে বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান নাই?৬ [তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বিজ্ঞানবাদী বলিতেছেন—] যেহেতু তাহা সম্ভব নহে।৭ [কেন সম্ভব নহে, তাহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু যাহা

ভাবদীপিকা

(১) ভাব এই—বিজ্ঞানই কল্পিত ঘটপটাদি বাহ্যবিষয়াকার ধারণকরতঃ হয়—**প্রমেয়**। সেই প্রমেয়কে প্রকাশকরতঃ তাহাই হয়—**ফল**, অর্থাৎ **'প্রমা'**। সেই বিষয়কে গ্রহণ করিবার শক্তিরূপে তাহাই হয়—**প্রমাণ**। [পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক বিজ্ঞান পরবর্ত্তী ক্ষণিক বিজ্ঞানের জনক হওয়ায় তাহাই হয় পরবর্ত্তী বিজ্ঞানের প্রতি'প্রমাণ'। —ব্রহ্মবিদ্যাভরণ]। বিষয়কে গ্রহণ করিবার শক্তির আশ্রয়রূপে তাহাই হয়—**প্রমাতা**। এইপ্রকারে একই আন্তর বিজ্ঞানের বাহ্যরূপে প্রতীয়মান নানাপ্রকার কল্পিত ভেদবশতঃ লোকব্যবহার উপপন্ন হয়। বাহ্য পদার্থসকল যে সত্যই বর্ত্তমান আছে, তাহা নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অর্থঃ অভ্যুপগম্যমানঃ পরমাণবঃ বা স্যুঃ, তৎসমূহাঃ বা স্তম্ভাদয়ঃ স্যুঃ ?৮ তত্র ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ্যাঃ ভবিতুম্ অর্হন্তি, পরমাণ্বাভাসজ্ঞানানুপপত্তেঃ।৯ নাপি তৎসমূহাঃ স্তম্ভাদয়ঃ, তেষাং পরমাণুভ্যঃ অন্যত্বানন্যত্বাভ্যাং নিরূপয়িতুম্ অশক্যত্বাৎ।১০ এবং জাত্যাদীন্ অপি প্রত্যাচক্ষীত।১১ অপিচ

ভাষ্যানুবাদ

স্বীকৃত হইতেছে, সেই [স্তম্ভাদি] বাহ্য পদার্থ কি পরমাণুসকলই (—বিশ্লিষ্ট পরমাণুপুঞ্জমাত্রই) হইবে, অথবা স্তম্ভ প্রভৃতি [বাহ্য পদার্থ] তাহাদের সমূহই হইবে (—পরমাণুসকল দ্ব্যণুকাদিক্রমে সংহত হইয়া স্তম্ভাদি অবয়বিভাব প্রাপ্ত হইবে) ? 'ইহা তোমাকে বলিতে হইবে'।৮ তন্মধ্যে [প্রথম বিকল্পের উত্তরে বলা যায়—] পরমাণুসকল স্তম্ভাদিজ্ঞানের পরিচ্ছেদ্য (—বিষয়), ইহা সঙ্গত নহে, যেহেতু পরমাণুর আভাসরূপ (—পরমাণুর আকারযুক্ত) জ্ঞান উপপন্ন হয় না (—অতি সূক্ষ্ম পরমাণু ইন্দ্রিয়গোচর নহে বলিয়া পরমাণুপুঞ্জাত্মক যে স্তম্ভ প্রভৃতি, তাহারা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না।৯ দ্বিতীয় বিকল্পের উত্তরে বলিতেছেন—] আর স্তম্ভ প্রভৃতি যে তাহাদের (—পরমাণুসকলের) সমূহ হইবে, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু তাহাদিগকে পরমাণুসকল হইতে ভিন্নতা ও অভিন্নতার দ্বারা নিরূপণ করিতে পারা যায় না (২)।১০ এইপ্রকারে জাতি প্রভৃতিকেও প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে (৩)।১১

ভাবদীপিকা

[বিজ্ঞানবাদীর মতবর্ণনা। অবয়ব-অবয়বিভাব নিরাকরণদ্বারা বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব নিরাকরণ।]

(২) এই স্থলে **বিজ্ঞানবাদীর** ভাব এই—**স্তম্ভ প্রভৃতি অবয়বীসকল** যদি তাহাদের **অবয়ব পরমাণুসকল** হইতে **১। ভিন্ন হয়, তাহা হইলে (ক)** গো এবং অশ্বের ন্যায় পরমাণুসকল হইতে স্তম্ভ প্রভৃতি অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া পড়িবে। হউক্, ক্ষতি কি ? স্তম্ভ প্রভৃতি তো পরমাণু হইতে ভিন্নই। বলিতেছি—ইহাই ক্ষতি যে, পরমাণু ও স্তম্ভাদির মধ্যে অবয়ব-অবয়বিভাব হইতে পারিবে না, যেহেতু অবয়ব ও অবয়বীর মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ অঙ্গীকৃত হয় ; [২।১।৬ অধিঃ ২২ এবং ২।২।৩ অধিঃ ৩১ ভাবদীঃ দ্রঃ। সমবায় নিরাকৃত হইয়াছে, ২।১।৬ অধিঃ ২৪ ভাবদীঃ এবং ২।২।১৩ সূত্রভাষ্য দ্রঃ]। সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থদ্বয়ের মধ্যে কিন্তু তাদাত্ম্য হইতে পারে না। **(খ)** আর ভিন্নত্বপক্ষে অপর এই দোষ হইয়া পড়ে যে, নামান্তরে অবয়বী অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ স্তম্ভাদি হইতে ভিন্ন পরমাণুসকলের দ্ব্যণুকাদিক্রমে মিলনে স্তম্ভাদিরূপ অবয়বী উৎপন্ন হয়, ইহা অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে। তাহাতে অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়িবে, কারণ পরমাণুসকলের মিলনই সম্ভব নহে, ইহা বৈশেষিকের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিঘটনপ্রসঙ্গে ২।২।১২ সূত্রভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে। আর স্তম্ভ প্রভৃতি যদি পরমাণুসকল হইতে **২। অভিন্ন** হয়, তাহা হইলে স্তম্ভ প্রভৃতি পরমাণুই হইয়া পড়িবে, ফলে তাহাদের স্থূলরূপে প্রতীতিই সম্ভব হইবে না, কারণ ইন্দ্রিয়ের অবিষয় পরমাণুর প্রতীতি হয় না। সুতরাং অবয়ব ও অবয়বী নামক কিছুই সিদ্ধ না হওয়ায় বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না। **শঙ্কা**—আচ্ছা বাহ্য পদার্থ

শাঙ্করভাষ্যম্

অনুভবমাত্রেণ সাধারণাত্মনঃ জ্ঞানস্য জায়মানস্য যঃ অয়ং প্রতিবিষয়ং পক্ষপাতঃ, স্তম্ভজ্ঞানং কুড্যজ্ঞানং ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানম্ ইতি, ন অসৌ জ্ঞানগতবিশেষম্ অন্তরেণ উপপদ্যতে, ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—জ্ঞানগত বিশেষ দৃষ্ট অন্যথা অনুপপন্ন হয় বলিয়া অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে জ্ঞানেরই বিষয়াকারতা প্রতিপাদনদ্বারা বাহ্য পদার্থ অনঙ্গীকার।]

আর দেখ, অনুভবমাত্রের দ্বারা যে সাধারণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার প্রত্যেকটী বিষয়ে যে এই পক্ষপাত (—তত্তৎ বিশেষ বিষয়যুক্তরূপে ব্যবহার), যথা—স্তম্ভজ্ঞান কুড্যজ্ঞান (—দেওয়ালবিষয়ক জ্ঞান), ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান ইত্যাদি, তাহা জ্ঞানগত [বিষয়সারূপ্যরূপ] বিশেষ ব্যতিরেকে (—জ্ঞেয়ের আকারে

ভাবদীপিকা [বিজ্ঞানবাদীর মতবর্ণনা]

যদি না থাকে, তা না থাকুক্; কিন্তু জাতি গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি বাহ্য পদার্থসকল তো বিদ্যমান আছে। তদুত্তরে **বিজ্ঞানবাদী** বলিতেছেন **এবম্**—'এইপ্রকারে', ইত্যাদি (১১ বাক্য)।

[বিজ্ঞানবাদীর মতবর্ণনা। জাতি গুণ ও কর্ম্মাদি পদার্থ নিরাকরণ]

(৩) **বিজ্ঞানবাদীর** সেই প্রত্যাখ্যানপ্রক্রিয়া এইপ্রকার—**(ক)** জাতি প্রভৃতি পদার্থ অঙ্গীকারকারী তোমাকে বলিতে হইবে—**১।** সমগ্র জাতিই কি তাহার অধিকরণ ব্যক্তিতে থাকে, অথবা **২।** জাতির একদেশ ব্যক্তিতে থাকে? **প্রথম পক্ষে**—অন্য ঘটাদি ব্যক্তিতে জাতির উপলব্ধি হইবে না, কারণ সমগ্র ঘটত্বাদি জাতি এক একটী ঘটাদি ব্যক্তিতে রহিয়া গিয়াছে। **দ্বিতীয় পক্ষও** সম্ভব নহে, কারণ জাতি নিরবয়ব পদার্থ, তাহার একদেশ, অর্থাৎ একাংশরূপ অবয়ব সম্ভব নহে। **(খ)** আর এক কথা, জাতি গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম [যাহা কোন বস্তুরূপ অধিকরণে থাকে, তাহাকে বলে—**ধর্ম্ম**। আর সেই অধিকরণটীকে বলা হয়—**ধর্ম্মী**।] যদি ধর্ম্মী হইতে **১।** ভিন্ন হয়, তাহা হইলে গো ও মহিষের ন্যায় তাহারা অত্যন্ত স্বাধীন, অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কবিহীন স্বতন্ত্র ধর্ম্মীই হইয়া পড়িবে এবং তদ্রূপেই উপলব্ধ হইতে থাকিবে। ফলে অন্য কোন ধর্ম্মীতে আশ্রিত না হওয়ায় তাহাদিগকে আর ধর্ম্মই বলা যাইবে না। আর সেই ধর্ম্মসকল যদি ধর্ম্মী হইতে **২।** অভিন্ন হয়, তাহা হইলে তো তাহারা ধর্ম্মীই হইয়া পড়িল; কারণ যাহা ধর্ম্মীর সহিত অভিন্ন, তাহা ধর্ম্মী ভিন্ন আর কি হইবে? **(গ)** আবার জাত্যাদি ধর্ম্ম ও তাহাদের অধিকরণরূপ ধর্ম্মীর মধ্যে ভেদাভেদও (—যুগপৎ ভিন্নতা ও অভিন্নতাও) সম্ভব নহে, কারণ ভিন্নতা ও অভিন্নতা আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় অত্যন্ত বিরুদ্ধ পদার্থ। এইরূপে অবয়ব ও অবয়বীর ভিন্নতা ও অভিন্নতার ন্যায় জাত্যাদিরও অধিকরণ হইতে ভেদাভেদ নিরূপণ করিতে পারা যায় না বলিয়া জাতি গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। যাহাহউক্, এইপ্রকারে বিচারসহ না হওয়ায়, বাহ্য দৃষ্ট পদার্থসকলের অস্তিত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় এবং অদৃষ্ট পদার্থ কল্পনার প্রতি কোন প্রমাণ না থাকায় বাহ্য পদার্থরূপে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহা আভ্যন্তর বিজ্ঞানের বাহ্যরূপে প্রতীত আকারমাত্র, বস্তুতঃ বাহ্য আলম্বন কিছুই নাই, ইহা প্রতিপাদিত হইল। এক্ষণে বিজ্ঞানের বাহ্য আলম্বন নাই, সেই বিষয়ে **বিজ্ঞানবাদী** অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—**অপিচ**—'আর দেখ,' ইত্যাদি (১২ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অবশ্যং বিষয়সারূপ্যং জ্ঞানস্য অঙ্গীকর্ত্তব্যম্ ।১২ অঙ্গীকৃতে চ তস্মিন্ বিষয়াকারস্য জ্ঞানেন এব অবরুদ্ধত্বাৎ অপার্থিকা বাহ্যার্থসদ্ভাবকল্পনা ।১৩ অপিচ 'সহোপলম্ভনিয়মাৎ অভেদঃ' বিষয়বিজ্ঞানয়োঃ আপততি ।১৪ ন হি অনয়োঃ একস্য অনুপলম্ভে অন্যস্য উপলম্ভঃ অস্তি ।১৫ ন চ এতৎ স্বভাববিবেকে যুক্তং, প্রতিবন্ধ-

ভাষ্যানুবাদ

আকারিত হইবার জ্ঞাননিষ্ঠ বিশেষ স্বভাব ব্যতিরেকে) উপপন্ন হয় না, এইহেতু জ্ঞানের বিষয়সারূপ্য (—বিষয়ের সদৃশ আকার ধারণ) অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে ।১২ আর তাহা অঙ্গীকৃত হইলে বিষয়ের আকারটী জ্ঞানের দ্বারাই অবরুদ্ধ হওয়ায় (—জ্ঞানগত আকারের দ্বারাই ব্যবহার নির্ব্বাহ হওয়ায়) বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা অনর্থক হইয়া পড়ে (—আভ্যন্তর জ্ঞানের মধ্যে বাহ্য বিষয়ের সত্তা সম্ভব না হওয়ায় জ্ঞানের প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয়াকারতা অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া বিষয়রূপে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহাকে জ্ঞানেরই আকাররূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে; তদ্ব্যতিরিক্ত বাহ্যবিষয়ের কল্পনা গৌরবদোষগ্রস্ত ও ব্যর্থ হইয়া পড়ে)।১৩

[পূঃ—জ্ঞান ও বিষয়ের সহোপলম্ভবশতঃ জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অভাব।]

আবার দেখ, সহোপলম্ভের নিয়মবশতঃ (—জ্ঞান ও বিষয়ের নিয়মিতভাবে একই সঙ্গে উপলব্ধি হয় বলিয়া) বিষয় ও জ্ঞানের অভিন্নতা আসিয়া পড়িতেছে ।১৪ যেহেতু এই দুইটীর মধ্যে একটীর উপলব্ধি না হইলে, অন্যটীর উপলব্ধি হয় না (৪) ।১৫ আর স্বভাবের বিবেক হইলে (—জ্ঞান ও বিষয় স্বভাবতঃ বিভিন্ন হইলে) ইহা (—সহোপলম্ভনিয়ম) যুক্তিসঙ্গত হয় না, যেহেতু [ক্ষণিক জ্ঞানের

ভাবদীপিকা

(৪) প্রমাণবার্ত্তিকে বৌদ্ধাচার্য্য পূজ্যপাদ **ধর্ম্মকীর্ত্তি** বলিয়াছেন—"সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ। ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যতেন্দাবিবাদ্বয়ে" ॥—'সহোপলম্ভনিয়মবশতঃ নীলপদার্থ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের কোন প্রভেদ নাই। ভ্রান্তিজ্ঞানবশতঃ তাহাদের বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়, যেমন একমাত্র চন্দ্রে দ্বিতীয় চন্দ্রবিষয়ক জ্ঞান'। ভগবান্ **ভাষ্যকার** এই স্থলে এই বৌদ্ধসিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলেন। এই স্থলে **বৌদ্ধের যুক্তি** এই—'যাহা যাহার সহিত নিয়মিতভাবে একই সঙ্গে উপলব্ধ হয়, তাহা তাহার সহিত অভিন্ন; যেমন চক্ষুতে চাপ প্রদান করিয়া চন্দ্রমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে যখন দ্বিতীয় চন্দ্রমা পরিদৃষ্ট হয়, তখন সেই মূলভূত একটী চন্দ্রমার সহিতই তাহা পরিদৃষ্ট হয়। সেইহেতু সেই দ্বিতীয় চন্দ্রমা হয় মূলভূত চন্দ্রমার সহিত অভিন্ন। এইপ্রকারে জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয়ের নিয়মিতভাবে একই সঙ্গে উপলব্ধি হয় বলিয়া তাহারা অভিন্ন'। অতএব জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবিষয়কল্পনার প্রতি কোন প্রমাণ নাই, ইহাই ভাব। **শঙ্কা**—যদি বলা হয়—জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব থাকায় পরমার্থতঃ বিভিন্ন হইলেও তাহাদের সহোপলম্ভ যুক্তিসঙ্গত। তদুত্তরে **বিজ্ঞানবাদী** বলিতেছেন—**ন চ এতৎ**—'আর স্বভাবের' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

কারণাভাবাৎ ।১৬ তস্মাদপি অর্থাভাবঃ ।১৭ স্বপ্নাদিবৎ চ ইদং দ্রষ্টব্যম্ ।১৮ যথাহি স্বপ্নমায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্ব্বনগরাদিপ্রত্যয়াঃ বিনৈব বাহ্যেন অর্থেন গ্রাহ্যগ্রাহকাকারাঃ ভবন্তি, এবং জাগরিতগোচরাঃ অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়াঃ ভবিতুম্ অর্হন্তি ইতি অবগম্যতে, প্রত্যয়ত্বাবিশেষাৎ ।১৯ কথং পুনঃ অসতি বাহ্যার্থে প্রত্যয়বৈচিত্র্যম্ উপপদ্যতে ?২০ বাসনাবৈচিত্র্যাৎ ইতি আহ ।২১

ভাষ্যানুবাদ

[৪১৫ পৃঃ]

সহিত বিষয়ের] প্রতিবন্ধের (—সম্বন্ধের, কোন] হেতু নাই (—ক্ষণিক জ্ঞানের সহিত পরমার্থতঃ তদ্ভিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধই হইতে পারে না)।১৬ সেই হেতুবশতঃও (—সম্বন্ধের অভাববশতঃ জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব সম্ভব না হওয়ায় সহোপলম্ভ সম্ভব হয় না বলিয়াও, জ্ঞানাতিরিক্ত] বিষয়ের অভাব সিদ্ধ হয় ।১৭

[পূঃ— অনুমানবলে বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব নিরাকরণ।]

আর ইহাকে (—বাহ্য পদার্থবিষয়ক জ্ঞানকে) স্বপ্ন প্রভৃতির ন্যায় বুঝিতে হইবে।১৮ দেখ, স্বপ্ন মায়া মরীচিকাজল ও গন্ধর্বনগর প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানসকল যেমন বাহ্য পদার্থ ব্যতিরেকেই গ্রাহ্য ও গ্রাহকের আকারবিশিষ্ট হইয়া থাকে, জাগ্রৎকালে যাহারা [প্রত্যক্ষ] গোচর হয়, সেই স্তম্ভাদিবিষয়ক জ্ঞানসকলেরও এইপ্রকার হওয়া উচিত, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে, যেহেতু [সেই স্বপ্ন প্রভৃতি, এবং স্তম্ভ প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান] অবিশেষভাবে জ্ঞানই (৫) ।১৯

[পূঃ—বাসনাবৈচিত্র্যই জ্ঞানবৈচিত্র্যের হেতু, বাহ্য পদার্থ নহে।]

আচ্ছা, বাহ্য পদার্থ না থাকিলে জ্ঞানের বৈচিত্র্য (—বিভিন্ন আকারবিশিষ্টতা) কিপ্রকারে সঙ্গত হইতেছে (৬) ?২০ [তদুত্তরে বিজ্ঞানবাদী] ইহা বলিতেছেন— বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ 'জ্ঞানের বৈচিত্র্য হইতেছে' (৭) ।২১ দেখ, অনাদি সংসারে

ভাবদীপিকা

(৫) এই স্থলে **বিজ্ঞানবাদিকর্ত্তৃক** "যাহা যাহা জ্ঞান, তাহা বাহ্যবিষয়রহিত, যেমন স্বাপ্নজ্ঞান", এইপ্রকার ব্যাপ্তিবলে "জাগ্রদ্বিজ্ঞানং ন বাহ্যার্থালম্বনং, বিজ্ঞানত্বাৎ স্বপ্নাদিবিজ্ঞানবৎ" —'জাগ্রৎকালীন বিজ্ঞান বাহ্য পদার্থকে বিষয় করে না, যেহেতু তাহা বিজ্ঞান, যেমন স্বপ্নাদিবিজ্ঞান', এইপ্রকার অনুমানবলে জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব নিরাকৃত হইল।

(৬) এই স্থলে শঙ্কাকর্ত্তৃরূপে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান থাকিলেই তদ্‌গ্রাহক জ্ঞানের বৈচিত্র্য সম্ভব, অন্যথা নহে। তুমি অনুমান করিতেছ—"জাগ্রৎকালীন জ্ঞান বাহ্য পদার্থকে বিষয় করে না"। তাহা সম্ভব নহে, কারণ 'বাহ্যপদার্থব্যতিরেকে তদাকারবিশিষ্ট জ্ঞানের অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে' তোমার অনুমানটী বাধিত হইয়া পড়িতেছে। [ভামতীকার ও ভাষ্যভাবপ্রকাশিকাকার বলেন—"কথং পুনঃ" ইত্যাদি এই আক্ষেপ সৌত্রান্তিক বৌদ্ধের। তাঁহারা কিন্তু প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটী মাত্র প্রমাণ অঙ্গীকার করেন, অর্থাপত্তি নহে। আমরা ন্যায়নির্ণয়কার প্রভৃতিকে অনুসরণ করিতেছি]।

ভাবদীপিকা

[বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতে বাসনাই বিজ্ঞানবৈচিত্র্যের হেতু, বাহ্য পদার্থ নহে]

(৭) প্রকটার্থকার ন্যায়নির্ণয়কার ও ভামতীকার বলিয়াছেন—"অনাদি বিজ্ঞানসন্তানের অন্তর্গত যে "অসংবিদিত (– অজ্ঞাত) বিজ্ঞান", তাহাই বৌদ্ধমতে **বাসনা** (—সংস্কার)। ভামতীকার ও ভাষ্যভাবপ্রকাশিকাকার বিজ্ঞানশব্দে 'আলয়বিজ্ঞানকে' (৩৮ পৃঃ) গ্রহণ করিয়াছেন, সেইহেতু ইঁহাদের মতে "অনাদি বিজ্ঞানসন্তান", এই স্থলে "অনাদি আলয়বিজ্ঞানসন্তান" এইপ্রকার অর্থ বুঝিতে হইবে। এইমতে 'আলয়বিজ্ঞান হইতেই প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয়'। (৩৮ পৃঃ দ্রঃ)। রত্নপ্রভাকার ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার যথাক্রমে "পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানকে" ও "অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানকে" 'বাসনা' বলিয়াছেন। তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে বক্তব্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা প্রতীয়মান হইলেও, বিচারদৃষ্টিতে বক্তব্য অভিন্ন, কারণ বহু পূর্ব্বে উদিত, সুতরাং বর্ত্তমানকালে অজ্ঞাত যে "অসংবিদিত জ্ঞানরূপ বাসনা" তাহাই সন্তানপরম্পরাক্রমে* "অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানাকার" ধারণ করে। এইহেতু অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানকে বলা হয়—'বাসনা' এবং পরবর্ত্তী তৎকার্য্যভূত বিজ্ঞানকে বলা হয়—'বাস্য'। এই 'বাসনার' বৈচিত্র্যবশতঃ কিপ্রকারে পরবর্ত্তী বাস্য বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়, তাহা **বিজ্ঞানবাদীর** আত্মখ্যাতিবাদের আলোচনাপ্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে (৩৮পৃঃ)। বোধসৌকর্য্যের জন্য এখানেও কিঞ্চিৎ বিশেষভাবে আলোচনা করা হইতেছে। পূর্ব্ববিজ্ঞান যদাকার হইবে, পরবর্ত্তী বিজ্ঞানও যে তদাকার হইবে, এইপ্রকার কোন নিয়ম নাই; বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ নীলাকার বিজ্ঞান হইতে পীতাকার বা ঘটাকার বিজ্ঞানেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই হেতুবশতঃই [কোন কোন বিজ্ঞানবাদীর মতে] আলয়বিজ্ঞান হইতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের [এবং প্রবৃত্তিবিজ্ঞান হইতে আলয়বিজ্ঞানের † ?] উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী বিজ্ঞানের আকারদৃষ্টে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানের তথাবিধ বৈচিত্র্যোৎপাদনসামর্থ্য অবগত হওয়া যায়। **শঙ্কা**—আচ্ছা, তাদৃশ সামর্থ্যের প্রতি হেতু কি? **সমাধান**—বলিতেছি, অনাদি বিজ্ঞানপ্রবাহের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন সময়ে উৎপন্ন নীল পীত ঘট পট ইত্যাদি আকারবিশিষ্ট তত্তৎ বিজ্ঞানের উৎপত্তিই তাহার প্রতি হেতু। ব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞান স্বীয় নাশকালে কার্য্যভূত বিজ্ঞানে পিতা ও পুত্রের সাদৃশ্যের ন্যায় একটা সূক্ষ্ম অনুরূপতা ন্যস্ত করিয়া যায়, তাহাই সন্তানপরম্পরাক্রমে কার্য্যবিজ্ঞানে সেই অনুরূপতাকে উৎপাদন করে। ইহা অঙ্গীকার না করিলে 'ঐ যে পক্বাবস্থাতে হরিদ্রাভলোহিত আম্রটী হইতে বহু পরবর্ত্তিকালে তাদৃশবর্ণবিশিষ্ট আম্রই উৎপন্ন হয়', 'বহু অঙ্কুরদ্বারা ব্যবহিত হইলেও ধান্যবীজ পুনরায় ধান্যবীজেরই হেতু হইয়া থাকে', ইত্যাদি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ এই সকলের কোন কারণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। অতএব ব্যবহিত হইলেও পূর্ব্বকালীন তত্তদাকার বিজ্ঞানই পরবর্ত্তী তত্তদাকার বিজ্ঞানবৈচিত্র্যের প্রতি হেতু, ইহা নিশ্চিত হয়। এই স্থলে **শঙ্কা** হয়—বস্তুস্থিতি যদি এইপ্রকারই হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানধারার অন্তর্গত প্রত্যেকটী বিজ্ঞানেই পরবর্ত্তীকালীন তত্তদাকারবিশিষ্ট যাবতীয় বিজ্ঞানোৎপত্তির যোগ্যতা থাকায় ঘটাকার পটাকার ইত্যাদি যাবতীয় আকারবিশিষ্ট বিজ্ঞানের যুগপৎ উৎপত্তি হয় না কেন? "সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ"—যাহা সমর্থ, তাহা তো কার্য্যোৎপত্তিতে বিলম্ব করিবে না।

* "পূর্ব্বং পূর্ব্বং জ্ঞানং, তৎসন্তানো বা বাসনা"—২।২।৩০ সূঃ ন্যায়নির্ণয়।

† বাসনার বৈচিত্র্যই বিজ্ঞানবৈচিত্র্যের হেতু হওয়ায় প্রবৃত্তিবিজ্ঞান হইতে আলয়বিজ্ঞানের উৎপত্তি অযুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে এইপ্রকার স্পষ্ট বর্ণনা পরিদৃষ্ট হইতেছে না।

[৪১৩পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম**

অনাদৌ হি সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ বিজ্ঞানানাং বাসনানাং চ অন্যোন্যনিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেন বৈচিত্র্যং ন বিপ্রতিষিধ্যতে ।২২ অপি চ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বাসনানিমিত্তম্ এব জ্ঞানবৈচিত্র্যম্ ইতি অবগম্যতে ।২৩ স্বপ্নাদিষু অন্তরেণাপি অর্থং বাসনানিমিত্তস্য জ্ঞানবৈচিত্র্যস্য উভাভ্যাম্ অপি আবাভ্যাম্ অভ্যুপগম্যমান-

ভাষ্যানুবাদ

বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় বিজ্ঞানসকলের এবং বাসনাসকলের পরস্পরের মধ্যে নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকভাবে (—কারণ ও কার্য্যভাবে) যে বিচিত্রতা, তাহা নিষিদ্ধ হইতেছে না (৮)।২২ আর দেখ, অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা বাসনারূপ নিমিত্তবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয়, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।২৩ [অন্বয় প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু স্বপ্ন প্রভৃতিতে [বাহ্য] বিষয় ব্যতিরেকেই বাসনারূপ নিমিত্তবশতঃ জ্ঞানের

ভাবদীপিকা [বাসনাই বিজ্ঞানবৈচিত্র্যের হেতু।]

তদুত্তরে **বিজ্ঞানবাদী** বলেন—বাসনার পরিপাকই তাহার হেতু। যখন যদাকার বিজ্ঞানোৎপত্তির অনুকূল বাসনা পরিপক্ক হয় (—স্বকার্য্যজননে সমর্থ ও অভিমুখ হয়), তখনই তদাকার পরবর্ত্তী বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় ; তাহার পূর্ব্বে নহে। সেইহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞান যাবতীয় আকারবিশিষ্ট কার্য্যবিজ্ঞানের উৎপাদনে সমর্থ হইলেও তত্তদাকারবিশিষ্ট যাবতীয় বিজ্ঞানের যুগপৎ উৎপত্তি হয় না। পুনঃ **আশঙ্কা** হয়—কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে কারণ বিদ্যমান থাকে, ইহাই নিয়ম। সুতরাং বিজ্ঞানসন্তানান্তর্গত বহু পূর্ব্বে উৎপন্ন, সুতরাং বহু ব্যবহিত যে 'অসংবিদিত বিজ্ঞানরূপ বাসনা', তাহা ইদানীন্তনকালীন বিজ্ঞানবৈচিত্র্যের প্রতি করণ কিপ্রকারে হইবে ? তদুত্তরে **বিজ্ঞানবাদী** বলেন—"ব্যাপারবৎ কারণই কার্য্যের প্রতি করণ হইয়া থাকে"। প্রস্তাবিত স্থলে বহু পূর্ব্বে উৎপন্ন বিজ্ঞান হয় 'করণ', মধ্যবর্ত্তী বিজ্ঞানসকল হয় 'ব্যাপার' এবং সদ্যোৎপন্ন বিজ্ঞান হয় 'কার্য্য'। [মধ্যবর্ত্তী বিজ্ঞানসকল সেই পূর্ব্ববর্ত্তিবিজ্ঞান-জন্য হইয়া (—তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া) সেই পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানের কার্য্য যে ইদানীন্তনকালীন বিজ্ঞান, তাহার জনক হওয়ায় "তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকত্ব", এই ব্যাপারলক্ষণ সমন্বিত হয়]। সুতরাং বহু ব্যবহিত হইলেও নীলাকারাদি পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞান বর্ত্তমানকালীন তদাকারবিজ্ঞানের প্রতি কারণ হইতে পারে, ইহাতে কোনপ্রকার অসঙ্গতি হয় না। যাহাহউক্, এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইল যে, বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ কার্য্যবিজ্ঞানের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়, তাহার জন্য বাহ্য পদার্থ অঙ্গীকারের কোনও আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অর্থাপত্তিবলে আমাদের অনুমান বাধিত হয় না। (ব্রহ্মবিদ্যাভরণাবলম্বনে)। **শঙ্কা**—কিন্তু ইহা অঙ্গীকার করিলে বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য এবং বিজ্ঞানের বৈচিত্র্যবশতঃ বাসনার বৈচিত্র্য, এইপ্রকার অন্যোন্যাশ্রয়দোষ তোমার উপর আপতিত হইবে। তদুত্তরে **বিজ্ঞানবাদী** বলিতেছেন—**অনাদৌ**—'দেখ, অনাদি' ইত্যাদি (২২ বাক্য)।

(৮) এই স্থলে **বিজ্ঞানবাদীর** তাৎপর্য্য এই—বীজ অগ্রে উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা অঙ্কুর, ইহা নিরূপিত হয় না বলিয়া যেমন বীজাঙ্কুরপরম্পরা অনাদিরূপে অঙ্গীকৃত হয় ; প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ বাসনাবৈচিত্র্য ও বিজ্ঞানবৈচিত্র্যকে অনাদিরূপে অঙ্গীকার করিতে

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বাৎ।২৪ অন্তরেণ তু বাসনাম্ অর্থনিমিত্তস্য জ্ঞানবৈচিত্র্যস্য ময়া অনভ্যুপগম্যমানত্বাৎ।২৫ তস্মাদপি অভাবঃ বাহ্যার্থস্য ইতি।২৬ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"নাভাবঃ উপলব্ধেঃ" ইতি।২৭ ন খলু অভাবঃ বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে।২৮ কস্মাৎ?২৯ উপলব্ধেঃ।৩০ উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যঃ অর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পটঃ ইতি।৩১ ন চ উপলভ্যমানস্য এব অভাবঃ ভবিতুম্

ভাষ্যানুবাদ

বৈচিত্র্য আমাদের উভয়কর্তৃক অঙ্গীকৃত হয় (৯)।২৪ [ব্যতিরেক প্রদর্শন করিতেছেন—]আর যেহেতু বাসনা ব্যতিরেকে [বাহ্য] বিষয়রূপ নিমিত্তবশতঃ জ্ঞানের বিচিত্রতা মৎকর্তৃক অঙ্গীকৃত হয় না। [তোমরাও বাসনা (— সংস্কার) ব্যতিরেকে জ্ঞান সর্বস্থলে অঙ্গীকার কর না,যেহেতু তদ্বিষয়ক সংস্কার না থাকিলে নবজাত শিশুর মাতৃস্তন্যপানাদি অভিনব বস্তুবিষয়ক জ্ঞান তোমাদের মতেও সিদ্ধ হয় না]।২৫ সেই হেতুবশতঃও (—জ্ঞানব্যতিরেকে জ্ঞেয়ের সত্তা উক্তপ্রকারে বিচারসহ না হওয়ায় ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্রতাবাদই প্রামাণিক হয় বলিয়া) বাহ্য পদার্থের অভাব সিদ্ধ হয়।২৬ [অতএব নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের জগৎকারণতাবাদী বেদান্তসমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হইয়া পড়িল।]

[সিঃ— বিজ্ঞানভিন্ন বাহ্য পদার্থ সত্তাবে যুক্তি]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—"ন অভাবঃ উপলব্ধেঃ", ইত্যাদি।২৭ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] বাহ্য পদার্থের অভাব নিশ্চয় করিতে পারা যায় না।২৮ তাহাতে হেতু কি?২৯ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু [বাহ্য পদার্থ] উপলব্ধ হইতেছে।৩০ ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু প্রত্যেক জ্ঞানেই স্তম্ভ প্রাচীর ঘট বস্ত্র ইত্যাদি বাহ্য পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে ৩১ [কিন্তু উপলব্ধ হইলেও শুক্তিরজত তো সত্যই থাকে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

হইবে। তাহাতে বিজ্ঞানবৈচিত্র্য হইতে বাসনাবৈচিত্র্য, তাহা হইতে বিজ্ঞানবৈচিত্র্য ইত্যাদি এইপ্রকারে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু 'বীজাঙ্কুরবৎ' প্রামাণিকী অনবস্থা হওয়ায় তাহা দোষাবহ নহে। এক্ষণে **বিজ্ঞানবাদী** বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়, বাহ্য বিষয়ের বৈচিত্র্যবশতঃ নহে, এই বিষয়ে অন্বয়-ব্যতিরেক প্রদর্শন করিতেছেন—**অপিচ**—'আর দেখ', ইত্যাদি (২৩ বাক্য)।

(৯) 'বাসনা' শব্দের অর্থ 'সংস্কার'। **সিদ্ধান্তে** সেই সংস্কার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন ও স্মৃতির হেতু। অতএব 'বাসনা' শব্দে সিদ্ধান্তে যে অর্থের বোধ হয়, **বৌদ্ধমতে** ঠিক সেই অর্থই বোধিত হয় না (৭ ভাবদীঃ দ্রঃ)। তথাপি উক্ত উভয়প্রকার পদার্থই বাসনাশব্দবাচ্য হওয়ায় এখানে কতকটা স্থূলভাবে পূর্বপক্ষী **বিজ্ঞানবাদী** বলিতেছেন—'আমাদের উভয়কর্তৃক অঙ্গীকৃত হয়', ইত্যাদি (২৪ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অর্হতি।৩২ যথা হি কশ্চিৎ ভুঞ্জানঃ ভুজিসাধ্যায়াং তৃপ্তৌ স্বয়ম্ অনুভূয়মানায়াম্ এবং ব্রূয়াৎ 'নাহং ভুঞ্জে, ন বা তৃপ্যামি' ইতি; তদ্বৎ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষেণ স্বয়ম্ উপলভমানঃ এব বাহ্যম্ অর্থং 'ন অহম্ উপলভে, ন চ সঃ অস্তি', ইতি ব্রুবন্ কথম্ উপাদেয়বচনঃ স্যাৎ?৩৩ ননু ন অহম্ এবং ব্রবীমি 'ন কঞ্চিদ্ অর্থম্ উপলভে' ইতি।৩৪ কিন্তু উপলব্ধিব্যতিরিক্তং ন উপলভে ইতি ব্রবীমি।৩৫ বাঢ়ম্ এবং ব্রবীষি, নিরঙ্কুশত্বাৎ তে তুণ্ডস্য।৩৬ ন তু যুক্ত্যুপেতং ব্রবীষি, যতঃ উপলব্ধিব্যতিরেকঃ অপি বলাৎ অর্থস্য অভ্যুপগন্তব্যঃ, উপলব্ধেঃ এব।৩৭ ন হি কশ্চিৎ উপলব্ধিম্ এব স্তম্ভঃ কুড্যং চ ইতি উপলভতে।৩৮ উপলব্ধিবিষয়ত্বেন এব তু স্তম্ভকুড্যাদীন্ সর্ব্বে লৌকিকাঃ উপলভ্যন্তে।৩৯ অতশ্চ এবম্ এব সর্ব্বে লৌকিকাঃ উপলভ্যন্তে যৎ প্রত্যাচক্ষাণা অপি বাহ্যার্থম্ এব ব্যাচক্ষতে

ভাষ্যানুবাদ

আর যাহা উপলব্ধ হয় [শুক্তিরজতের ন্যায় বাধিত হয় না বলিয়া] তাহারই অভাব হওয়া সঙ্গত নহে।৩২ যেমন দেখ, ভোজনকারী কোন ব্যক্তি ভোজনক্রিয়াসাধ্য তৃপ্তিকে যিনি স্বয়ং অনুভব করিতেছেন, তিনি যদি বলেন 'আমি ভোজন করিতেছি না, অথবা তৃপ্তও হইতেছি না' ইত্যাদি; তাহার ন্যায় ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষদ্বারা বাহ্য পদার্থকে যিনি স্বয়ং উপলব্ধিই করিতেছেন, "আমি উপলব্ধি করিতেছি না, আর তাহা (—বাহ্য পদার্থ) বিদ্যমান নাই", এইপ্রকার কথনকারী তিনি কিপ্রকারে উপাদেয় বচন হইবেন (—তাঁহার বচন কিপ্রকারে গ্রহণযোগ্য হইবে)?৩৩

[সিঃ—পুরুষের অনুভব ও বৌদ্ধগণের স্বকীয় উক্তিবলে বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিপাদন।]

শঙ্কা—পরন্তু আমি এইপ্রকার বলিতেছি না যে, 'কোন [বাহ্য] পদার্থকে উপলব্ধি করিতেছি না'।৩৪ কিন্তু উপলব্ধিব্যতিরিক্তকে (—জ্ঞানভিন্ন বাহ্য পদার্থকে) উপলব্ধি করিতেছি না, ইহাই বলিতেছি।৩৫ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] বেশ কথা, এইপ্রকারই বলিতেছ, যেহেতু তোমার তুণ্ড (—মুখ) নিয়ামকরহিত (—তোমার মুখে কিছুই বাধে না)।৩৬ কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কথা বলিতেছ না, যেহেতু উপলব্ধি (—জ্ঞান) হইতে [বাহ্য] পদার্থের ব্যতিরেকও (—ভিন্নতাও) তোমাকে [যুক্তির] বলেই স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু [চেতন আমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বিষয় মদ্ভিন্ন, এইপ্রকার] উপলব্ধি হইয়াই থাকে।৩৭ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] দেখ, উপলব্ধিকেই (—জ্ঞানকেই) কেহ স্তম্ভ এবং প্রাচীর ইত্যাদিরূপে উপলব্ধি করে না।৩৮ কিন্তু সকল লোকই স্তম্ভ ও কুড্য প্রভৃতিকে জ্ঞানের বিষয়রূপেই (—জ্ঞান হইতে ভিন্নরূপেই) উপলব্ধি করিতেছে।৩৯ [এই বিষয়ে বৌদ্ধগণের উক্তিকেই প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন—] আর এই হেতুবশতঃও সকল লোক এইপ্রকারই (—জ্ঞেয়কে

শাঙ্করভাষ্যম্

"যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তৎ বহির্বদবভাসতে" (দিঙ্‌নাগ, আলম্বনপরীক্ষা ৬) **ইতি।** ৪০ **তে অপি লোকপ্রসিদ্ধাং বহিরবভাসমানাং সংবিদং প্রতিলভমানাঃ প্রত্যাখ্যাতুকামাশ্চ বাহ্যম্ অর্থং 'বহির্বৎ' ইতি বৎকারং কুর্ব্বন্তি।** ৪১ **ইতরথা হি কস্মাৎ 'বহির্বৎ' ইতি ব্রূয়ুঃ?** ৪২ **নহি বিষ্ণুমিত্রঃ বন্ধ্যাপুত্রবৎ অবভাসতে ইতি কশ্চিৎ আচক্ষীত।** ৪৩ **তস্মাৎ যথানুভবং তত্ত্বম্ অভ্যুপগচ্ছদ্ভিঃ 'বহিরেব অবভাসতে' ইতি যুক্তং অভ্যুপগন্তুং, ন তু "বহির্বদ্ অবভাসতে" ইতি।** ৪৪ **ননু বাহ্যস্য অর্থস্য অসম্ভবাৎ "বহির্বদ্ অবভাসতে" ইতি অধ্যবসিতম্।** ৪৫

ভাষ্যানুবাদ

জ্ঞান হইতে ভিন্নরূপেই) উপলব্ধি করে ; [কোন্ হেতুবশতঃ? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু যাঁহারা [জ্ঞান হইতে ভিন্ন বাহ্য জ্ঞেয় পদার্থকে] প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও বাহ্য পদার্থের কথাই বলিয়া থাকেন (—বাহ্য পদার্থাবলম্বনেই যুক্তিপ্রয়োগ করেন) যথা—"যাহা অন্তরে জ্ঞেয়রূপ (—যে বিজ্ঞান অন্তরে জ্ঞেয় বিষয়াকার ধারণ করে), তাহাই বাহ্য পদার্থের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে", ইত্যাদি।৪০ [কিন্তু জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় বাহ্য পদার্থের ভিন্নতা উক্ত উক্তি হইতে কিপ্রকারে সিদ্ধ হইতেছে? বলিতেছি—] যাঁহারা সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ সংবিৎকে (—জ্ঞানকে) বাহিরে [ঘটপটাদি বিষয়াকারে] প্রকাশমানরূপে উপলব্ধি করেন এবং বাহ্য পদার্থকে প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও (—সেই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণও) 'বহির্বৎ' (—বাহ্য পদার্থের ন্যায়), এইপ্রকারে বৎকার (—বৎ-শব্দের প্রয়োগ) করিয়া থাকেন।৪১ অন্যপ্রকার হইলে (—বাহ্য পদার্থ নিতান্তই না থাকিলে. তাহার প্রত্যক্ষ হওয়া ও তদবলম্বনে দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না বলিয়া] "বাহ্য পদার্থের ন্যায়" ইহা বলিবেন কেন?৪২ বিষ্ণুমিত্র বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে, ইহা নিশ্চয় কেহ বলেন না।৪৩ সেইহেতু (—জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় পদার্থের ভিন্নতা অবাধিতভাবেই অনুভূত হয় বলিয়া) যাঁহারা অনু-ভবানুসারে তত্ত্বকে অঙ্গীকার করেন, তাঁহাদিগকর্ত্তৃক [পদার্থসকল] 'বাহিরেই প্রকাশিত হইতেছে', এইপ্রকার অঙ্গীকৃত হওয়া যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু "বাহ্য পদার্থের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে", এইপ্রকার নহে।৪৪

[পূঃ—জ্ঞান হইতে ভিন্ন বাহ্য পদার্থের অসত্তাপ্রতিপাদক অনুমান প্রদর্শন।]

শঙ্কা—যদি বলা হয়, বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব না হওয়ায় "বাহ্য পদার্থের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে", ইহা নিশ্চিত হইয়াছে (১০)।৪৫

ভাবদীপিকা

(১০) **পূর্ব্বপক্ষী এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"জ্ঞেয়ার্থঃ জ্ঞানাতিরেকেণ অসৎ, অসম্ভবাৎ"—'জ্ঞেয় বাহ্য বিষয় জ্ঞান হইতে ভিন্নরূপে বিদ্যমান নাই, যেহেতু তাহা সম্ভব**

শাঙ্করভাষ্যম্

ন অয়ং সাধুঃ অধ্যবসায়ঃ, যতঃ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্ব্বকৌ সম্ভবাসম্ভবৌ অবধার্য্যেতে, ন পুনঃ সম্ভবাসম্ভবপূর্ব্বিকে প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী ।৪৬ যৎ হি প্রত্যক্ষাদীনাম্ অন্যতমেনাপি প্রমাণেন উপলভ্যতে, তৎ সম্ভবতি ।৪৭ যৎ তু ন কেনচিদপি প্রমাণেন উপলভ্যতে, তৎ ন সম্ভবতি ।৪৮ ইহ তু যথাস্বং সর্ব্বৈঃ এব প্রমাণৈঃ বাহ্যঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বাহ্য পদার্থের বিজ্ঞানাতিরিক্ত অস্তিত্ব প্রতিপাদন ।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলিব, ইহা সাধু নিশ্চয় নহে, যেহেতু প্রমাণের প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি পূর্ব্বক সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনা অবধারিত হয় (—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রবৃত্তি হইলে পদার্থের সত্তা নিশ্চিত হয়, না হইলে তাহার অসত্তা নিশ্চিত হয়), কিন্তু সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনা পূর্ব্বক (—পদার্থের সত্তা ও অসত্তা নিশ্চয়পূর্ব্বক) প্রমাণের প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি অবধারিত হয় না (১১)।৪৬ [বস্তুর সম্ভাবনা, অর্থাৎ সত্তা-নিশ্চয়, প্রমাণের অধীন এবং অসম্ভাবনা (—অসত্তানিশ্চয়) প্রমাণাভাবের অধীন, ইহার বিপরীত নহে,এই ব্যবস্থাকেই পরিস্ফুট করিতেছেন —] দেখ,প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ-সকলের মধ্যে যে কোন একটী প্রমাণের দ্বারাও যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা সম্ভব (—তাহার সত্তা নিশ্চিত হয়) ।৪৭ কিন্তু যাহা কোনও প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, তাহা সম্ভব নহে (—তাহার সত্তা নিশ্চিত হয় না) ।৪৮ এখানে কিন্তু যথাস্বং (—স্ব স্ব যোগ্য) সকলপ্রকার প্রমণের দ্বারাই যে বাহ্য পদার্থ উপলব্ধ হইতেছে,

ভাবদীপিকা

নহে'। এইপ্রকার অনুমানবলে বাহ্য পদার্থের পৃথক্ অস্তিত্ব বাধিত হওয়ায় তাহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, সেইহেতু 'বাহ্য পদার্থের ন্যায়' এইপ্রকার বলা হইয়াছে, ইহাই ভাব ।

[সিঃ— সমূহালম্বনাত্মকজ্ঞানের বলে বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিপাদন ।]

(১১) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—ত্বৎপ্রদর্শিত অনুমানে "অসম্ভবাৎ" এই হেতুর অর্থ কি ? **১।** যদি বল—'অসত্তা' ; তাহা সম্ভব নহে, কারণ তাহাতে হেতু ও সাধ্য অভিন্ন হইয়া পড়িবে । **২।** যদি বল—'অসত্তানিশ্চয়ই' তাহার অর্থ । তাহাও সম্ভব নহে, কারণ জ্ঞেয় বাহ্য পদার্থ যে অসৎ, অর্থাৎ জ্ঞানব্যতিরেকে তাহার সত্তা নাই, ইহা তুমি নিশ্চয় করিতে পার না । কেন ? বলিতেছি—প্রমাণের প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি দৃষ্টেই বস্তুর সত্তা ও অসত্তা নির্ণয় করিতে হইবে । দেখ, "স্থূলৌ ঘটস্তম্ভৌ"--'স্থূল ঘটস্তম্ভদ্বয়', এইপ্রকার সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞান তোমাকেও অঙ্গীকার করিতে হয় । [নানামুখ্যবিশেষ্যতাশালি জ্ঞানকে, অর্থাৎ 'যে জ্ঞানে একাধিক বিষয় যুগপৎ সমপ্রধানভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাকে' বলে—**সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞান**]। এই জ্ঞানে স্থূলত্ব দ্বিত্ব ঘটত্ব ও স্তম্ভত্বরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট ঘট ও স্তম্ভরূপ পদার্থ-দ্বয়ের ভান হইতেছে। তুমি এই পদার্থদ্বয়কে আন্তর জ্ঞানের আকার বলিতেছ। সেই জ্ঞান কিন্তু সূক্ষ্ম পদার্থ ও একটী মাত্র। তোমার স্বীকৃত একটী সূক্ষ্ম জ্ঞান একই কালে এইপ্রকার দ্বিত্ব ঘটত্ব স্তম্ভত্ব ও স্থূলত্বরূপ বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ আকারবিশিষ্ট হইবে কিপ্রকারে ? একটী অস্থূল

শাঙ্করভাষ্যম্

অর্থঃ উপলভ্যমানঃ কথং ব্যতিরেকাব্যতিরেকাদিবিকল্পৈঃ ন সম্ভবতি ইতি উচ্যেত? উপলব্ধেঃ এব।১৯ ন চ জ্ঞানস্য বিষয়-

ভাষ্যানুবাদ

[৬২২ পৃঃ]

তাহা ['নিজ অবয়ব হইতে] ভিন্ন, অথবা অভিন্ন, ইত্যাদি বিকল্পসকলের দ্বারা সম্ভব হয় না (—তাহাদের সত্তানিশ্চয় হয় না'), ইহা কিপ্রকারে কথিত হইবে? যেহেতু [বাহ্য পদার্থসকল] উপলব্ধ হইয়াই থাকে (১২)।৪৯

[সিঃ— জ্ঞানের বিষয়াকারতা অন্যথা উপপন্ন না হওয়ায় বহিরুপলব্ধ বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধি।]

[আর যে বলা হইয়াছে—জ্ঞানের বিষয়সারূপ্যরূপ স্বভাববশতঃ জ্ঞানগতবিষয়ই তাহার অবলম্বন হওয়ায় বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বকল্পনা অনর্থক (১২-১৩ বাক্য)।

ভাবদীপিকা [সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানাঙ্গীকারে যুক্তি।]

(—সূক্ষ্ম) জ্ঞান, তাহার বিরুদ্ধ দ্বিত্ব ও স্থূলত্বাদি ধর্মযুক্ত অনেক পদার্থের সহিত অভিন্ন হইলে জ্ঞানও স্থূল ও অনেক হইয়া পড়িবে। তোমার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হওয়ায় ইহা তুমি স্বীকার করিতে পার না। অতএব জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় পদার্থ ভিন্ন, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। **বৌদ্ধ** বলেন—সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞান আমরা অঙ্গীকারই করি না। জ্ঞানদ্বয় অত্যন্ত দ্রুত বিষয়াকার ধারণ করে বলিয়া এইপ্রকার প্রতিভাত হয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—ইহা অঙ্গীকার করিলে বিষয়গত দ্বিত্বাদির যে অনুভব, তাহার অপলাপ হইয়া পড়িবে; কারণ ঘট ও পট বস্তুদ্বয়কে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে উপলব্ধি করিয়া পরে 'ঘটপটদ্বয়' এইপ্রকার সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞান হয়, ইহা কাহারও অনুভব হয় না। পরন্তু 'ঘটপটদ্বয়' এইপ্রকার দ্বয়াবগাহী একটী জ্ঞানই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। আর তোমাদের মতে জ্ঞানসকল ক্ষণিক হওয়ায় হয় পরস্পরের বার্ত্তাবিষয়ে অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ একের বিষয়কে অপরে জানিতে পারে না, তৎপূর্ব্বেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। ফলে তোমাদের মতে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ বিষয়গত দ্বিত্বজ্ঞান ও তদনুযায়ী ব্যবহার উপপন্ন হয় না। অতএব অনুভবের অনুযায়িভাবে পদার্থ স্বীকৃতি সর্ব্ববাদিসম্মত হওয়ায় বাধ্য হইয়াই তোমাকে সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞান অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে পরিস্থিতি ইহাই হইল যে, এতাদৃশ সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানরূপ প্রত্যক্ষপ্রমার বলেই সূক্ষ্ম জ্ঞান হইতে ভিন্ন স্থূল বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান আছে, ইহা তোমাকে বাধ্য হইয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে; কারণ একটী সূক্ষ্ম জ্ঞান যুগপৎ স্থূলত্বাদি নানা বিরুদ্ধ আকারবিশিষ্ট হইতে পারে না। যে স্থলে প্রমাণান্তরদ্বারা বাধিত হয়, সেই স্থলে অনুমানের দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হয় না, কারণ অবাধিতবিষয়তাও (—বিষয়ের বাধিত না হওয়াও) অনুমিতির প্রতি হেতু। প্রস্তাবিত স্থলে সমূহালম্বনাত্মক প্রমার উৎপাদক প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় পদার্থের ভিন্নতা সিদ্ধ হওয়ায় তৎপ্রদর্শিত অনুমানটী বাধিত হইয়া পড়িল, ইহাই ভাব। **বৌদ্ধ** বলেন—প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদ্বারা বাহ্য পদার্থ সিদ্ধ হইলেও তাহা তাহার অবয়ব পরমাণুসকল হইতে ভিন্ন, অথবা অভিন্ন, ইহা নিরূপিত না হওয়ায় (২ ভাবদীঃ) বাহ্য পদার্থের বিজ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা সিদ্ধ হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**ইহ তু**—'এখানে কিন্তু' ইত্যাদি (৪৯ বাক্য)।

[অনির্বচনীয় বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বে যুক্তি।]

(১২) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বিজ্ঞানাতিরিক্ত

ভাবদীপিকা [অনির্ব্বচনীয় বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বে যুক্তি।]
বাহ্য পদার্থের সত্তা সিদ্ধ হয় না কেন? **(ক)** তাহার প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া, **(খ)** অথবা তা·া যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া? **প্রথম পক্ষ** সঙ্গত নহে, কারণ তাহাতে দৃষ্টবিরোধ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ যে বাহ্য পদার্থ প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহাকে 'প্রত্যক্ষ হইতেছে না', এইপ্রকারে অঙ্গীকার করিলে বিরোধ হইয়া পড়িবে। **দ্বিতীয় পক্ষও** সঙ্গত নহে, কারণ আমরাও তাহা অঙ্গীকার করি। যুক্তিদ্বারা যাহার সত্তা নিশ্চিত হয় না, অথচ তদাকারে প্রতিভাত হয় ও লোক-ব্যবহার উপপন্ন হয়, এতাদৃশ যে পদার্থ, তাহাই তো অনির্ব্বচনীয়। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদী আমরা লোকব্যবহারের উপপত্তির জন্য ব্রহ্মবিজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এতাদৃশ অযুক্তিসঙ্গত পদার্থের সত্তা অঙ্গীকার করিয়া থাকি। **বিজ্ঞানবাদী** বলেন—বাহ্য পদার্থের সত্তা যুক্তিসঙ্গত না হইলেও যে তোমরা তাহা অঙ্গীকার কর, ইহাই তোমাদের পক্ষে দোষ। আমরা তাহা অঙ্গীকার করি না, সুতরাং আমাদের মতবাদই নির্দ্দোষ। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—'বিজ্ঞান জ্ঞেয় বাহ্য পদার্থাকারে প্রতিভাত হয়', তোমার এই মতবাদেও 'অযুক্তিসঙ্গতত্বরূপ' দোষ সমানভাবেই হইয়া পড়ে। কিপ্রকারে? বলিতেছি—'বিজ্ঞানই বাহ্য পদার্থাকারে প্রতিভাত হয়', এই স্থলে এই যে বিজ্ঞানের আকার, তাহা বিজ্ঞান হইতে **১।** ভিন্ন, অথবা **২।** অভিন্ন, ইহা তোমাকে বলিতে হইবে। **প্রথম পক্ষে**—বিজ্ঞানভিন্ন বাহ্য বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হইয়া পড়িবে, কারণ বিজ্ঞানের সেই আকার তাহা হইতে ভিন্ন। **দ্বিতীয় পক্ষে**—**(ক)** সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানের আকারভূত ঘট ও পটের একত্বাপত্তি হইয়া পড়িবে (—ঘট ও পট একই বস্তু হইয়া পড়িবে), কারণ "তদভিন্নাভিন্নস্য তদভিন্নত্বনিয়মঃ"—'বস্তুদ্বয় একটী বস্তুর সহিত অভিন্ন হইলে, সেই বস্তুদ্বয়ও অভিন্ন হইয়া পড়ে, এইপ্রকার নিয়ম আছে'। ইহা অঙ্গী-কারে লোকব্যবহার বাধিত হইয়া পড়িবে। **(খ)** আর এই পক্ষে অন্য এই দোষও হয় যে, তোমার বিজ্ঞানের আকারভূত স্থূল বাহ্য পদার্থের সহিত বিজ্ঞান অভিন্ন হইলে বিজ্ঞানও স্থূল হইয়া পড়িবে। আবার সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানে এক বিজ্ঞান অনেক পদার্থের সহিত অভিন্ন হইলে স্বয়ংও অনেক হইয়া পড়িবে। হউক্, ক্ষতি কি? ইহাই ক্ষতি যে, তোমাদের ক্ষণিক বিজ্ঞান-সকল পরস্পরের বার্ত্তা বিষয়ে অনভিজ্ঞ হওয়ায় দ্বিত্বাদিজ্ঞানরূপ লোকব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে (১১ ভাবদীঃ)। **আর এক কথা**—বাহ্য পদার্থসকল পরমাণু হইতে ভিন্ন, অথবা অভিন্ন, ইত্যাদি এতাদৃশ বাধক দোষের প্রয়োগ তোমার বিজ্ঞানবাদেও প্রসক্ত হইয়া·পড়ে। যথা—যে জ্ঞেয় বাহ্য পদার্থকে তুমি বিজ্ঞানের আকার বলিয়া মনে কর, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, নিরাকার বিজ্ঞানের সেই আকার কি **১।** পরমাণুরূপ, অথবা **২।** তৎসমূহরূপ (—পরমাণুপুঞ্জরূপ)? **প্রথম পক্ষে**—পরমাণু নিরবয়ব হওয়ায় বিজ্ঞানের তদাকারতা সম্ভব হয় না। **দ্বিতীয় পক্ষও** সম্ভব নহে, কারণ প্রত্যক্ষের অযোগ্য পিশাচসমূহের অপ্রত্যক্ষতার ন্যায় পরমাণুপুঞ্জরূপ বাহ্য পদার্থসকলেরও প্রত্যক্ষ সম্ভব হইবে না; তাহা কিন্তু হইতেছে। এইপ্রকারে দেখা যাইতেছে—যে কোনপ্রকার তর্কের দ্বারা যে কোন বিষয়েরই অপলাপ করা যায় বলিয়া তোমার "বাহ্য পদার্থসকল জ্ঞানের আকার মাত্র", এই কুতর্কযুক্ত মতবাদও অপলাপিত হইয়া পড়ে (—সিদ্ধ হয় না)। অতএব "ইহা এইপ্রকারই" এইপ্রকারে নির্ব্বচন করিতে অসমর্থ, সুতরাং যুক্তিবিরুদ্ধ হইলেও, শুক্তিরজতাদি স্থলে 'নেদং রজতম্' ইত্যাদি প্রকার বাধক প্রত্যয়ের ন্যায়, বাহ্য পদার্থের অসত্তা প্রতিপাদক লোকপ্রসিদ্ধ কোন বাধক

[৪২০ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

সারূপ্যাৎ বিষয়নাশঃ ভবতি, অসতি বিষয়ে বিষয়সারূপ্যানুপপত্তেঃ, বহিরুপলব্ধেশ্চ বিষয়স্য ।৫০ অতএব সহোপলম্ভনিয়মঃ অপি প্রত্যয়বিষয়য়োঃ উপায়োপেয়ভাবহেতুকঃ, ন অভেদহেতুকঃ ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্ ।৫১ অপি চ ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানম্ ইতি বিশেষণয়োঃ এব ঘটপটয়োঃ ভেদঃ, ন বিশেষ্যস্য জ্ঞানস্য ।৫২ যথা শুক্লঃ গৌঃ, কৃষ্ণঃ গৌঃ ইতি শৌক্ল্যকাষ্ণ্যয়োঃ এব ভেদঃ, ন

ভাষ্যানুবাদ [৪২৪ পৃঃ]

তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আর দেখ, জ্ঞানের বিষয়সারূপ্য (—বিষয়ের সদৃশ আকার ধারণ) বশতঃ [বাহ্য] বিষয়ের নাশ হইয়া যায় না (—তাহা অসৎ হইয়া পড়ে না), যেহেতু বিষয় না থাকিলে [জ্ঞানের] বিষয়সারূপ্য সঙ্গত নহে, আর যেহেতু বিষয় [দেহের] বাহিরেই উপলব্ধ হয় ।৫০ [বিষয় দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী জ্ঞানাকারই হইলে, সকলে স্বীয় অন্তরেই তাহাকে উপলব্ধি করিত; তাহা কিন্তু করে না। অতএব প্রমাণসিদ্ধ বহ্য পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকারে গৌরবদোষ হয় না]।

[সিঃ—গ্রাহ্য-গ্রাহকভাববশতঃ বিভিন্ন পদার্থের সহোপলম্ভ সম্ভব হওয়ায় তাহা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভিন্নতার সাধক নহে।]

এই হেতুবশতঃই (—জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ভেদ সর্ব্বলোকের অনুভবসিদ্ধ হয় বলিয়াই) প্রত্যয় (—জ্ঞান) এবং বিষয়, এই উভয়ের 'সহোপলম্ভনিয়মও (১৪ বাক্য) উপায় ও উপেয়ভাবরূপ (—গ্রাহ্য ও গ্রাহকভাবরূপ) হেতুবশতঃ হইয়া থাকে, কিন্তু [জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের] অভিন্নতারূপ হেতুবশতঃ নহে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে (১৩)।৫১

[সিঃ—পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানে (১০ ভাবদীঃ) সৎপ্রতিপক্ষ প্রদর্শনদ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের বিভিন্ন অস্তিত্ব প্রতিপাদন।]

আর দেখ, 'ঘটজ্ঞান' 'পটজ্ঞান' ইত্যাদি স্থলে বিশেষণ যে ঘট ও পট, সেই দুইটীরই ভেদ হয়, কিন্তু বিশেষ্য যে জ্ঞান, তাহার ভেদ হয় না ।৫২ যেমন শুক্লবর্ণ গো, কৃষ্ণবর্ণ গো, ইত্যাদি স্থলে [বিশেষণ] শুক্লতা ও কৃষ্ণতারই ভেদ হয়, কিন্তু

ভাবদীপিকা

প্রত্যয় না থাকায় লোকব্যবহার সিদ্ধির জন্য বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন যথানুভূত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব **বিজ্ঞানবাদী** তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে।

[সিঃ— সহোপলব্ধ বিষয়ের একত্ব ও জ্ঞানের ক্ষণিকত্ব নিরাকরণ]

(১৩) **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই—চক্ষুর দ্বারা যখন রূপ গৃহীত হয়, তখন নিয়মিতভাবে আলোকও উপলব্ধ হয়। সেইহেতু তাহাদের সহোপলম্ভনিয়ম স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও রূপ ও আলোক অভিন্ন পদার্থ নহে, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। এইপ্রকারে জ্ঞেয় বাহ্য পদার্থ যখন উপলব্ধ হয়, তখন 'ঘটজ্ঞান' 'পটজ্ঞান' ইত্যাদি প্রকারে জ্ঞানও উপলব্ধ হয়, এইপ্রকার সহোপলম্ভনিয়ম যদি স্বীকৃতও হয়, তাহা হইলেও জ্ঞান ও জ্ঞেয় বাহ্য পদার্থ অভিন্ন হইয়া পড়ে না। **শঙ্কা**—কিন্তু যদি অভিন্ন না হয়, তাহা হইলে তাহাদের সহোপলম্ভ হয় কেন? **সিদ্ধান্ত**—তাহা বলিতেছি, আলোক রূপ গ্রহণে সহকারী, সুতরাং গ্রাহককোটির অন্তর্গত হওয়ায় যেমন রূপ ও আলোকের সহোপলম্ভ হয়, তদ্রূপ বিষয় ও জ্ঞানের মধ্যে বিষ-

ভাবদীপিকা

বিষয়িভাব (—গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব) থাকায় তাহাদেরও সহোপলম্ভ হয়। সুতরাং সহোপলম্ভ হইলেই জ্ঞান ও বাহ্যপদার্থের অভিন্নতা সিদ্ধ হয় না, পরন্তু বিভিন্ন পদার্থ হইলেও তাহাদের মধ্যে গ্রাহ্যগ্রাহকভাববশতঃ সহোপলম্ভনিয়ম সিদ্ধ হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। **শঙ্কা**—কিন্তু জ্ঞান তো ক্ষণিক পদার্থ, তাহা স্বভিন্ন গ্রাহ্য বস্তুকে কিপ্রকারে গ্রহণ করিবে? গ্রাহ্যের সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে তাহার গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় সম্বন্ধের জন্য ক্ষণান্তরস্থিতিসাপেক্ষ জ্ঞানের ক্ষণিকত্ব ব্যাহত হইয়া পড়িবে! তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—জ্ঞানান্তরের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানের স্থায়িত্ব অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় তাহাকে স্থায়ী বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে হইবে। সেই একই জ্ঞানের মধ্যে একবিষয়ক অনেক ক্ষণিক জ্ঞান অঙ্গীকৃত হইলে ব্যর্থ গৌরবদোষ হইয়া পড়িবে। [পদার্থের ক্ষণিকত্ব নিরাকরণের বিস্তৃত যুক্তি ৩৭৭ পৃঃ দ্রঃ]।

[সিঃ—জ্ঞান ও বিষয়ের সহোপলম্ভ সম্ভব নহে।]

বস্তুতঃ কিন্তু জ্ঞান ও বিষয়ের সহোপলম্ভই (—জ্ঞান ও বিষয়ের নিয়মিতভাবে একই সঙ্গে উপলব্ধিই) সম্ভব হয় না কেন হয় না? **সিদ্ধান্তী**—তাহা বলিতেছি, এই সহোপলম্ভ পদার্থটী কি, তাহা তোমাকে বলিতে হইবে। তাহা কি **(ক)** জ্ঞান ও বিষয়ের 'একই সঙ্গে উপলব্ধি'? অথবা **(খ)** জ্ঞান ও বিষয়ের একই উপলব্ধি। **(ক) প্রথম পক্ষে**—(১) পদার্থদ্বয় বিভিন্নই হইয়া পড়িবে, কারণ সাহিত্য ভেদব্যাপ্ত, অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থেরই সাহিত্য (—একই সঙ্গে উপলব্ধি) সম্ভব, অভিন্ন পদার্থের নহে; যেহেতু তাদৃশ স্থলে 'একই সঙ্গে' এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগই সম্ভব হয় না। (২) আর সেই বিভিন্ন পদার্থের 'একই সঙ্গে উপলব্ধিও' সম্ভব নহে, কারণ প্রথমে 'অয়ং ঘটঃ' ইত্যাকার ঘটবিষয়ক জ্ঞান হয় এবং তদনন্তর "ঘটস্য মে প্রত্যক্ষং জ্ঞানং জাতম্", "ঘটজ্ঞানবান্ অহম্" ইত্যাদ্যাকার ঘটজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান হয়, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। আবার (৩) অন্য দোষ এই হইয়া পড়ে যে, "একই সঙ্গে উপলব্ধিরূপ সহোপলম্ভের বলে যদি পদার্থদ্বয়ের অভিন্নতা সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করা হয়, তাহা হইলে সাধ্য ও সাধনের ব্যাঘাত হইয়া পড়িবে, যেহেতু উপলব্ধিক্রিয়ার সাধ্য (—বিষয়) যে ঘটাদি বাহ্য পদার্থ এবং তাহার সাধন যে জ্ঞান (—অন্তঃকরণবৃত্তি), তাহারা বিভিন্ন পদার্থ; তাহাদিগকে অভিন্নরূপে অঙ্গীকার করিলে সাধ্য-সাধনভাবই বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। **(খ)** আর একই উপলব্ধি, এই **দ্বিতীয় পক্ষে**, তাহার অর্থ কি **১।** একইরূপে উপলব্ধি, অথবা **২।** একটীই উপলব্ধি? **১। প্রথম পক্ষ** সিদ্ধ হয় না, যেহেতু ঘটের ও ঘটজ্ঞানের উপলব্ধি একইরূপে হয় না, কারণ "অয়ং ঘটঃ" এইপ্রকারে হয় ঘটের উপলব্ধি এবং "ঘটস্য মে প্রত্যক্ষং জ্ঞানম্ জাতম্" এইপ্রকারে হয় ঘটজ্ঞানের উপলব্ধি। আবার 'ঘট' বাহিরেই উপলব্ধ হয় এবং জ্ঞান অন্তরেই উপলব্ধ হয়, সেইহেতু তাহাদের উপলব্ধিকে 'একইরূপে উপলব্ধি' বলা যায় না। **২।** 'একটীই উপলব্ধি', এই **দ্বিতীয় পক্ষও** সঙ্গত নহে; কারণ 'ঘটজ্ঞান' ও 'ঘটজ্ঞানের জ্ঞান' একই উপলব্ধি নহে। ঘট প্রমাতার জ্ঞানের বিষয় এবং 'ঘটজ্ঞান' সাক্ষিচৈতন্যের বিষয়। [ইন্দ্রিয় ও অনুমানাদি প্রমাণের ব্যাপার ব্যতিরেকে যে বিষয়ের জ্ঞান হয়, তাহাকে **সাক্ষিভাস্য** বলা হয়]। এই প্রকারে সিদ্ধ হইল যে, জ্ঞান ও বিষয়ের সহোপলম্ভই সম্ভব হয় না এবং তাহার ফলে বিজ্ঞানবাদীর অভিপ্রেত নীলতা এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানের (৪ ভাবদীঃ), অর্থাৎ বাহ্য পদার্থ ও বিজ্ঞানের অভিন্নতা সিদ্ধ হয় না। **পূর্ব্ববাদী** "জ্ঞেয় বাহ্য বিষয় জ্ঞান হইতে ভিন্নরূপে বিদ্যমান নাই",

[৪২২ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

গোত্বস্য।৫৩ দ্বাভ্যাং চ ভেদঃ একস্য সিদ্ধঃ ভবতি, একস্মাৎ চ দ্বয়োঃ।৫৪ তস্মাৎ অর্থজ্ঞানয়োঃ ভেদঃ।৫৫ তথা ঘটদর্শনং ঘটস্মরণম্

ভাষ্যানুবাদ

[বিশেষ্য] গোত্বের তাহা হয় না (১৪) ।৫৩ [কিন্তু এতদ্দ্বারা জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় বাহ্য পদার্থের ভিন্নতা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইল ? তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—দেখ, ঘট ও পট, এই] দুইটী হইতে [জ্ঞানরূপ] একটীর ভিন্নতা সিদ্ধ হয় এবং [জ্ঞানরূপ] একটী হইতে [ঘট ও পটরূপ বাহ্য পদার্থ] দ্বয়ের ভিন্নতা সিদ্ধ হয় (১৫) ।৫৪ সেইহেতু [বাহ্য] পদার্থ এবং [আভ্যন্তর] জ্ঞানের ভিন্নতা (—বিভিন্নভাবে

ভাবদীপিকা

এইপ্রকার যে অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন (১০ ভাবদীঃ), **সিদ্ধান্তী** এক্ষণে তাহার বিরোধী অনুমান (সৎপ্রতিপক্ষ) প্রদর্শন করিতেছেন—**অপিচ**—'আর দেখ', ইত্যাদি (৫২ বাক্য) ।

(১৪) এই স্থলে **সিদ্ধান্তী** কর্তৃক প্রদর্শিত অনুমানের আকারটী এই—"জ্ঞানম্ অনেকার্থেভ্যঃ ভিন্নম্, একত্বাৎ গোত্ববৎ"—'জ্ঞান বাহ্য অনেক পদার্থ হইতে ভিন্ন, যেহেতু তাহা এক, যেমন গোত্ব'। এই অনুমানের দ্বারা জ্ঞেয় বাহ্য বিষয় জ্ঞান হইতে ভিন্নরূপে বিদ্যমান আছে, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় পূর্ব্বপক্ষীর অনুমানটী (১০ ভাবদীঃ) সৎপ্রতিপক্ষিত হইল। **শঙ্কা**—কিন্তু সিদ্ধান্তীর এই অনুমানটী স্বরূপাসিদ্ধি দোষগ্রস্ত, কারণ পক্ষ যে জ্ঞান, তাহার একত্বে কোন প্রমাণ নাই ; সুতরাং পক্ষে হেতু না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি হইল। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—"যে জ্ঞান ঘটকে বিষয় করিয়াছিল, সেই জ্ঞানই পটকে বিষয় করিতেছে", এইপ্রকার **প্রত্যভিজ্ঞার** দ্বারা জ্ঞানের **একত্ব** নিশ্চিত হয়, আর 'জ্ঞান' 'জ্ঞান' এইরূপে জ্ঞানের একাকারতঃ প্রতীত হয় বলিয়াও জ্ঞানের একত্বই নিশ্চিত হয়। সুতরাং হেতু একত্ব, পক্ষ জ্ঞানে থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি হয় না। **শঙ্কা**—কিন্তু জ্ঞানের যে একত্ব প্রত্যভিজ্ঞা, তাহা জাতিবিষয়ক, জ্ঞানত্ব-জাতিকে বিষয় করে, জ্ঞানব্যক্তিকে নহে। সুতরাং স্বরূপাসিদ্ধি তদবস্থাতেই থাকিতেছে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিলেন—**ন বিশেষ্যস্য**—'কিন্তু বিশেষ্য যে জ্ঞান' ইত্যাদি (৫২ বাক্য)। বিশেষ্য জ্ঞানের ভেদ হয় না, সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—**যথা শুক্লঃ**—'যেমন শুক্লবর্ণ' ইত্যাদি (৫৩ বাক্য)। অতএব বিশেষ্য গোত্বের ন্যায় বিশেষ্য জ্ঞানের ভেদ সিদ্ধ না হওয়ায়, 'জ্ঞানের একত্ব প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানত্বজাতিকে বিষয় করে', ইহা বলা যায় না ; কারণ "অনেকে সমবেত এক নিত্য পদার্থকে বলে জাতি। বিশেষ্য জ্ঞান স্থলে তাহার অনেকত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় জ্ঞানত্বজাতি সিদ্ধ হইতেছে না। অতএব জ্ঞানের একত্ব প্রত্যভিজ্ঞা জাতিবিষয়ক না হইয়া জ্ঞানব্যক্তিবিষয়ক হওয়ায় 'পক্ষ' জ্ঞানে একত্ব 'হেতুটী' থাকিতেছে বলিয়া স্বরূপাসিদ্ধি হয় না। **শঙ্কা**—কিন্তু উক্ত একত্বপ্রত্যভিজ্ঞা তো জ্ঞানের সাদৃশ্যবশতঃও সম্ভব। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তোমাদের মতে জ্ঞান ক্ষণিক হওয়ায় এবং কোন স্থায়ী জ্ঞাতার অভাবে তাহাদের সাদৃশ্যগ্রহণ সম্ভব না হওয়ায়, তোমার এই যুক্তিও সঙ্গত নহে। অতএব আমাদের প্রদর্শিত অনুমানে কোন দোষ না হওয়ায় জ্ঞানভিন্ন জ্ঞেয় বাহ্য পদার্থের ভিন্ন অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল।

(১৫) এই বাক্যের প্রথমাংশে—"জ্ঞানম্ অনেকবাহ্যার্থেভ্যঃ ভিন্নম্, একত্বাৎ" এবং শেষাংশে "বাহ্যার্থাঃ একস্মাৎ জ্ঞানাৎ ভিন্নাঃ অনেকত্বাৎ", এইপ্রকার অনুমানদ্বয় প্রদর্শিত

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি অত্রাপি প্রতিপত্তব্যম্।৫৬ অত্রাপি হি বিশেষ্যয়োরেব দর্শন-স্মরণয়োঃ ভেদঃ, ন বিশেষণস্য ঘটস্য।৫৭ যথা ক্ষীরগন্ধঃ ক্ষীর-রসঃ ইতি বিশেষ্যয়োঃ এব গন্ধরসয়োঃ ভেদঃ, ন বিশেষণস্য ক্ষীরস্য, তদ্বৎ।৫৮ অপিচ দ্বয়োঃ বিজ্ঞানয়োঃ পূর্ব্বোত্তরকালয়োঃ স্বসংবেদনেন এব উপক্ষীণয়োঃ ইতরেতরগ্রাহ্যগ্রাহকত্বানু-পপত্তিঃ।৫৯ ততশ্চ বিজ্ঞানভেদপ্রতিজ্ঞা ক্ষণিকত্বাদিধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা স্বলক্ষণ - সামান্যলক্ষণ - বাস্যবাসকত্বাবিদ্যোপপ্লব-সদসদ্ধর্ম্ম-বন্ধ-মোক্ষাদিপ্রতিজ্ঞাশ্চ স্বশাস্ত্রগতাঃ তাঃ হীয়েরন্।৬০ কিঞ্চ অন্যৎ,

ভাষ্যানুবাদ

[৪২৭ পৃঃ]

অস্তিত্ব) সিদ্ধ হইল।৫৫ [এইরূপে জ্ঞেয় বাহ্য পদার্থের বিভিন্নতা ও জ্ঞানের একত্ববশতঃ তাহাদের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে জ্ঞেয় বাহ্য পদার্থের একত্ব ও জ্ঞানের বিভিন্নতাবশতঃও তাহাদের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপেই 'ঘটের অনুভব', 'ঘটের স্মরণ' ইত্যাদি এই স্থলেও বুঝিতে হইবে।৫৬ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু এই স্থলেও বিশেষ্য যে 'অনুভব' ও 'স্মরণ', তাহাদেরই বিভিন্নতা হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষণ ঘটের বিভিন্নতা হয় না।৫৭ যেমন 'দুগ্ধের গন্ধ', 'দুগ্ধের রস (—আস্বাদ') ইত্যাদি স্থলে বিশেষ্য যে গন্ধ ও রস, সেই দুইটীরই ভিন্নতা হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষণ দুগ্ধের তাহা হয় না, তদ্রূপ (১৬)।৫৮

[সিঃ— জ্ঞানভিন্ন বাহ্য পদার্থ অনঙ্গীকারে বৌদ্ধের স্বশাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবহার লুপ্ত হইয়া পড়ে বলিয়া বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ ও স্থায়ী জ্ঞাতা অঙ্গীকার্য্য।]

আবার দেখ, পূর্ব্বকালবর্ত্তী ও উত্তরকালবর্ত্তী দুই বিজ্ঞান, যাহারা স্বসংবেদন মাত্রদ্বারাই (— নিজেকে প্রকাশমাত্র করিয়াই) উপক্ষীণ (—বিনষ্ট) হইয়া যায়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব সঙ্গত হয় না ; [আর বৌদ্ধ তোমরা তাহা স্বীকারও কর না]।৫৯ আর তাহা হইলে বিজ্ঞানসকল [পরস্পর] বিভিন্ন, এই প্রতিজ্ঞা ; ক্ষণিকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিজ্ঞা ; স্বলক্ষণপ্রতিজ্ঞা (৩৪২ পৃঃ); সামান্যলক্ষণপ্রতিজ্ঞা (—যে ধর্ম্ম সজাতীয় সকল পদার্থেই থাকে, অন্যতে থাকে না, তদ্বিষয়ক প্রতিজ্ঞা) ; [পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বিজ্ঞানের মধ্যে] বাস্য-বাসকত্বপ্রতিজ্ঞা ; অবিদ্যার উপপ্লব (—সংসর্গ) বশতঃ [যে নীলাদি] সৎ ধর্ম্মের (—পদার্থের) ও [নরবিষাণাদি] অসৎ ধর্ম্মের ভান হয়, তদ্বিষয়ক প্রতিজ্ঞা

ভাবদীপিকা

হইল। জ্ঞান এক ও অভিন্ন, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত (১৪ ভাবদীঃ) হইয়াছে। অতএব এক জ্ঞান হইতে অনেক বাহ্য পদার্থের এবং অনেক বাহ্য পদার্থ হইতে এক জ্ঞানের ভিন্নতা সিদ্ধ হইল।

(১৬) এই স্থলে সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত অনুমানদ্বয়ের আকার এই —"ঘটঃ [অনুভব-স্মৃতিরূপাৎ] জ্ঞানদ্বয়াৎ ভিন্নঃ একত্বাৎ", "জ্ঞানদ্বয়ং ঘটাৎ ভিন্নম্ অনেকত্বাৎ"। এইপ্রকারে জ্ঞান ও জ্ঞেয় বাহ্য পদার্থের অত্যন্ত ভিন্ন অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইল।

ভাষ্যানুবাদ

এবং বন্ধন ও মোক্ষ প্রভৃতি বিষয়ক প্রতিজ্ঞা; যাহারা [বৌদ্ধগণের] নিজশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা বাধিত হইয়া পড়িবে (১৭)। ৬০

ভাবদীপিকা

[স্থায়ী জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অঙ্গীকারে সিদ্ধান্তীর যুক্তি।]

(১৭) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই—তাঁহাদের শাস্ত্রে প্রতিপাদিত সকলপ্রকার ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্যও বিজ্ঞানবাদিগণকে স্থায়ী জ্ঞাতা এবং বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। যেমন দেখ,(ক)স্বোৎপত্তির পরক্ষণেই বিনষ্ট বিজ্ঞানসকল যে পরস্পর বিভিন্ন, স্থায়ী জ্ঞাতার অভাবে এই জ্ঞান কাহারও হইতে পারিবে না। বিজ্ঞানসকল নিজেই নিজেকে অপর হইতে পৃথগ্‌ভাবে জানিবে, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু ছেদনক্রিয়াই যেমন ছেদনক্রিয়ার বিষয় হয় না, তদ্রূপ নিজেতেই নিজের বৃত্তি সম্ভব হয় না, অর্থাৎ নিজেই বিষয় ও বিষয়ী, উভয়ই হইতে পারে না। **শঙ্কা**—কিন্তু "ইদং জ্ঞানং পীতাকারবিজ্ঞানাৎ ভিন্নম্, নীলাকারত্বাৎ", এইপ্রকার অনুমানবলেই বিজ্ঞানের পরস্পর বিভিন্নতা সিদ্ধ হইবে। **সমাধান**—তাহা বলা যায় না, কারণ হেতুজ্ঞান, ব্যাপ্তিজ্ঞান, পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান ইত্যাদি নানা জ্ঞানসাধ্য যে অনুমান, বিজ্ঞান স্বয়ং ক্ষণিক হওয়ায় স্থায়ী জ্ঞাতার অভাবে তাহাও সিদ্ধ হয় না। আবার বিজ্ঞানভিন্ন বাহ্য পদার্থ না থাকায় পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টান্তের বিভিন্নতা সিদ্ধ না হওয়ায় 'ইহা ক্ষণিক', 'ইহা অসৎ', ইত্যাদিপ্রকার অনুমিতিও হইতে পারে না। (খ) আর স্ববিষয়ক বৃত্তি সম্ভব না হওয়ায় বিজ্ঞানের স্ববিষয়ক জ্ঞান ও ক্ষণিক হওয়ায় পরবিষয়ক জ্ঞান কিছুই সম্ভব না হওয়ায় "সর্ব্বতো ব্যাবৃত্ত ব্যক্তিমাত্রস্বরূপ" (রত্নপ্রভা) অথবা "স্বীয় অসাধারণ ধর্ম্মরূপ" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ) যে **স্বলক্ষণ** (৩৮২ পৃঃ), তদ্বিষয়ক জ্ঞানও সম্ভব হয় না। যেমন 'নীলাকারত্বই' নীলজ্ঞানের স্বলক্ষণ; কিন্তু পীতাকারত্বাদি অনেক জ্ঞানের গ্রহণব্যতিরেকে সেই সকল হইতে ব্যাবৃত্ত উক্ত নীলাকারস্বরূপ 'স্বলক্ষণ' গৃহীত হইতে পারে না। (গ) এই-রূপেই সজাতীয় সকল পদার্থে অনুগত ধর্ম্মাত্মক যে **সামান্যলক্ষণ**, যথা—সকল বিজ্ঞানে অনুগত যে 'বিজ্ঞানত্ব', তাহার গ্রহণও সম্ভব হয় না। কারণ বিজ্ঞানবাদীর মতে বিজ্ঞান ভিন্ন বাহ্য কোন পদার্থ নাই। সেই বিজ্ঞান নিজেকেও জানিতে পারে না, ক্ষণিক হওয়ায় অপরকেও পারে না, সুতরাং সকল বিজ্ঞানে অনুগত বিজ্ঞানত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। (ঘ) এইপ্রকারেই পূর্ব্ববর্ত্তী নীলাকারাদি জ্ঞানরূপ যে বাসক এবং উত্তরবর্ত্তী নীলাকারাদি জ্ঞানরূপ যে বাস্য (৭ ভাবদীঃ), তদ্ভিন্ন স্থায়ী জ্ঞাতার অভাবে ইহারা যে পরস্পর বিভিন্ন এবং ইহাদের মধ্যে 'ইহা বাসক বিজ্ঞান', 'ইহা বাস্য বিজ্ঞান' এইপ্রকার অনেকজ্ঞানসাধ্য **বাস্য-বাসকভাব** আছে, এইপ্রকার কথনই সম্ভব হয় না। (ঙ) আর বিজ্ঞানবাদী যে পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানকর্ত্তৃক পরবর্ত্তী বিজ্ঞানে **অনুরূপতা** ন্যাসের কথা বলিয়াছেন (৪১৪পৃঃ),তাহা অঙ্গীকার করিলে তাঁহাদিগকে বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন বাহ্য পদার্থ অঙ্গীকার করিতে হইবে, কারণ সেই ন্যস্ত অনুরূপতা যদি বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন হয়, তাঁহাদের ক্ষণভঙ্গবাদ ব্যাহত হইবে, কারণ অনুরূপতার নাশ হয় না, তাহা সন্তানপরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে। যদি বলা হয়—তাহা বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন, তাহা হইলে বিজ্ঞানভিন্ন অনুরূপতারূপ বাহ্য পদার্থ অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য হইয়া পড়িবে। (চ) বৌদ্ধ পরিভাষাতে **ধর্ম্মশব্দের অর্থ—পদার্থ**,যথা—"পদার্থাঃ—ধর্ম্মাঃ" (অভিধর্ম্মকোশ

[৪২৫ পৃঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

বিজ্ঞানং বিজ্ঞানম্ ইতি অভ্যুপগচ্ছতা বাহ্যঃ অর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যম্ ইতি এবংজাতীয়কঃ কস্মাৎ ন অভ্যুপগম্যতে ইতি বক্তব্যম্।৬১ বিজ্ঞা-

ভাষ্যানুবাদ

[নিঃ—নিজেতেই নিজের বিষয়তা সম্ভব নহে বলিয়া ত্বদভিমত বাহ্যপদার্থাভিন্ন বিজ্ঞান স্বসংবেদ্য না হওয়ায় বাহ্যপদার্থের জ্ঞানসিদ্ধির জন্য বিজ্ঞানভিন্ন বাহ্য পদার্থ অঙ্গীকার্য্য।]

আর এক কথা, 'বিজ্ঞান'-'বিজ্ঞান' এইপ্রকার যিনি অঙ্গীকার করেন, তৎকর্তৃক স্তম্ভ ভিত্তি ইত্যাদি এই জাতীয় বাহ্য পদার্থ কেন অঙ্গীকৃত হয় না, ইহা [তাঁহাদিগকে] বলিতে হইবে।৬১ যদি বলা হয়—বিজ্ঞান অনুভূত হয়, 'এইহেতু

ভাবদীপিকা [স্থায়ী জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অঙ্গীকারে যুক্তি]

১।৪ নালন্দিকা)। সেই ধর্ম্ম, অর্থাৎ পদার্থ বিজ্ঞানবাদীর মতে তিন প্রকার – ১। **সৎ ধর্ম্ম,** যথা—নীলতা, ২। **অসৎ ধর্ম্ম,** যথা—নরশৃঙ্গ, এবং ৩। **অমূর্ত্ত ধর্ম্ম।** শশশৃঙ্গরূপ অসৎ পদার্থ ও বিজ্ঞানরূপ সৎ পদার্থকে অমূর্ত্ত ধর্ম্ম বলা হয় ; কারণ তাহাদের কোন মূর্ত্তি (—অবয়ব) নাই। [ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার ও কল্পতরুকার কিন্তু ধর্ম্মশব্দে পদার্থাশ্রিত জ্ঞানত্ব, নীলত্ব, নরবিষাণত্ব (—অলীকত্ব) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসকলকেই গ্রহণ করিয়াছেন]। বিজ্ঞানবাদে বাহ্য পদার্থ অঙ্গীকৃত হয় না, সেইহেতু অবিদ্যাসংসর্গবশতঃ [অবিদ্যা, ৩৫২ পৃঃ দ্রঃ] তত্তৎ নীলাকারাদিরূপ বিকল্পজ্ঞানাত্মক (৩৯০ পৃঃ) যে সবিকল্পক (৩৯৪ পৃঃ) ক্ষণিক জ্ঞান, তাহাই ধর্ম্মরূপে(—পদার্থরূপে) অঙ্গীকৃত হয়। বহুবিষয়ক জ্ঞানসাধ্য এই সৎ অসৎ ইত্যাদি ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিজ্ঞাও সম্ভব হয় না। কারণ 'ইহা সৎ ধর্ম্ম', এইপ্রকার প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির জন্য তাহা হইতে ভিন্ন বহু অসৎ ধর্ম্মের জ্ঞান আবশ্যক ; আবার 'ইহা অসৎ ধর্ম্ম', এইপ্রকার প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির জন্য তাহা হইতে ভিন্ন বহু সৎ ধর্ম্মের জ্ঞান আবশ্যক। কিন্তু বাহ্য সৎ ও অসৎ পদার্থ এবং স্থায়ী জ্ঞাতা না থাকায় তাহা সম্ভব হয় না। **(ছ)** এইপ্রকারেই অজ্ঞানবশতঃ সাকারজ্ঞানসন্ততিরূপ যে **বন্ধন** এবং জ্ঞানবলে নিরাকারজ্ঞানসন্ততিরূপ যে **মোক্ষ** (৩৭৯ পৃঃ), তদ্বিষয়ক প্রতিজ্ঞা স্থলে যাহার বন্ধন, যৎকর্তৃক বন্ধন, যাহার মুক্তি, যাহা হইতে মুক্তি; ইত্যাদি অনেক বিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষিত হওয়ায় বিজ্ঞানভিন্ন বাহ্য বিষয় ও স্থায়ী জ্ঞাতার অভাবে তাহারা সিদ্ধ হয় না। **(জ)** 'ইহা গ্রাহ্য', 'ইহা ত্যাজ্য', ইত্যাদি প্রকারে শিষ্যকে যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, সেই স্থলেও যাহাকে উপদেশ প্রদত্ত হয়, যিনি উপদেশ প্রদান করেন এবং যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, ইত্যাদিপ্রকারে নানাবিষয়ক জ্ঞান, বিজ্ঞানভিন্ন গুরু ও শিষ্যাদি নানা বাহ্য পদার্থ ও তাহাদের স্থায়ী জ্ঞাতা অপেক্ষিত হওয়ায় বিজ্ঞানবাদীর মতে তাহাও সঙ্গত হয় না। ভাষ্যস্থ **'আদি'** (—প্রভৃতি) পদে ইহা সূচিত হইতেছে। **(ঝ)** অধিক কি, বৌদ্ধগণ যে প্রতিজ্ঞার কথা বলেন, তাহাও সম্ভব হয় না, কারণ 'যাহাকে পরে প্রতিপাদন করা হইবে', বা 'প্রত্যাখ্যান করা হইবে', তদ্বিষয়ক যে নির্দ্দেশ, তাহাকে বলে—**প্রতিজ্ঞা।** 'যে প্রকারে প্রতিপাদন করা হয়', 'যৎকর্তৃক প্রতিপাদিত হয়', 'যাহার জন্য প্রতিপাদিত হয়' এবং 'যাহা প্রতিপাদিত হয়', ইত্যাদি এইপ্রকার নানা জ্ঞানসাধ্য ও নানা বাহ্যপদার্থসাধ্য হওয়ায় সেই প্রতিজ্ঞা সম্ভব হয় না। অতএব উক্ত প্রতিজ্ঞাসকলের সিদ্ধির জন্য বিজ্ঞানবাদীকে নানা জ্ঞানের স্থায়ী এক জ্ঞাতা এবং জ্ঞানভিন্ন জ্ঞেয় বাহ্যপদার্থ অঙ্গীকার করিতে হইবে, অন্যথা উক্ত প্রতিজ্ঞাসকল বাধিত হইয়া পড়িবে, ইহাই নিষ্কর্ষ।

শাঙ্করভাষ্যম্

নম্ অনুভূয়তে ইতি চেৎ?৬২ বাহ্যঃ অপি অর্থঃ অনুভূয়তে এব ইতি যুক্তম্ অভ্যুপগন্তুম্।৬৩ অথ বিজ্ঞানং প্রকাশাত্মকত্বাৎ প্রদীপ-বৎ স্বয়ম্ এব অনুভূয়তে, ন তথা বাহ্যঃ অপি অর্থঃ ইতি চেৎ?৬৪ অত্যন্তবিরুদ্ধাং স্বাত্মনি ক্রিয়াম্ অভ্যুপগচ্ছসি, অগ্নিঃ আত্মানং দহতি ইতিবৎ।৬৫ অবিরুদ্ধং তু লোকপ্রসিদ্ধং স্বাত্মব্যতিরিক্তেন বিজ্ঞানেন বাহ্যঃ অর্থঃ অনুভূয়তে ইতি ন ইচ্ছসি, অহো পাণ্ডিত্যং মহৎ দর্শিতম্।৬৬ ন চ অর্থাব্যতিরিক্তম্ অপি বিজ্ঞানং স্বয়ম্ এব অনুভূয়তে, স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ এব।৬৭ ননু বিজ্ঞানস্য স্বরূপব্যতিরিক্তগ্রাহ্যত্বে তদপি অন্যেন গ্রাহ্যং, তদপি অন্যেন ইতি অনবস্থা প্রাপ্নোতি।৬৮ অপি চ প্রদীপবৎ অবভাসাত্মকত্বাৎ জ্ঞানস্য, জ্ঞানান্তরং কল্পয়তঃ সমত্বাৎ অবভাস্যাবভাসকভাবানুপ-

ভাষ্যানুবাদ

স্বীকৃত হয়'।৬২ [তদুত্তরে বলিব—] বাহ্য পদার্থও অনুভূত হইয়াই থাকে, এইহেতু [তাহাকেও] স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত।৬৩ আর যদি বলা হয়—বিজ্ঞান প্রকাশ-স্বরূপ হওয়ায় প্রদীপের ন্যায় স্বয়ংই অনুভূত হয় (—তাহা স্বসংবেদ্য), বাহ্য পদার্থ ও সেইপ্রকারে 'অনুভূত হয় না'; [সেইহেতু আমরা বাহ্য পদার্থ অঙ্গীকার করি না।৬৪ তদুত্তরে বলিব—] 'অগ্নি নিজেকে দহন করে' ইহার ন্যায় অত্যন্ত বিরুদ্ধ যে নিজেতে [নিজের] ক্রিয়া, তাহা তুমি অঙ্গীকার করিতেছ।৬৫ নিজের আত্মা হইতে ভিন্ন যে বিজ্ঞান (—বুদ্ধি), তৎকর্তৃক বাহ্য পদার্থ অনুভূত হইতেছে, অবিরুদ্ধ ও লোকপ্রসিদ্ধ ইহাকে কিন্তু ইচ্ছা (—অঙ্গীকার) করিতেছ না, অহো বড়ই পাণ্ডিত্য দেখান হইল !৬৬ [বিজ্ঞান স্বসংবেদ্য নহে, ইহা বলিতেছেন—] আর বিজ্ঞান [ত্বদভিমত] অর্থ (—বাহ্য বিষয়) হইতে অভিন্ন হইলেও, নিজেই [নিজ-কর্তৃক] অনুভূত হয়, ইহা বলিতে পার না, যেহেতু [তাহাতে] নিজেতে ক্রিয়া হওয়ারূপ বিরোধ অবশ্যই হইয়া পড়ে। [ফলে বিষয়-বিষয়িভাবাবগাহী জ্ঞানই তোমার হইবে না। তাহা না হউক্, সেইহেতু বিজ্ঞানগ্রাহ্য ও বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন লোকপ্রসিদ্ধ বাহ্য পদার্থ অবশ্যই তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে]।৬৭

[পূঃ—অনবস্থা ও স্বরূপের সমতাবশতঃ এক বিজ্ঞানকর্তৃক অপর বিজ্ঞানের প্রকাশন সম্ভব না হওয়ায় তাহা অসংগত

শঙ্কা—যদি বলা হয়—[বিজ্ঞান বাহ্য পদার্থের গ্রাহক হইলে ব্যবহার সিদ্ধির জন্য সেই বিজ্ঞানের আবার অন্য গ্রাহক আবশ্যক, ফলে] বিজ্ঞান স্বরূপ হইতে (– নিজ হইতে) ভিন্ন অপরকর্তৃক গৃহীত হইলে, তাহাও (—সেই গ্রাহকও) অপরকর্তৃক গৃহীত হইবে, আবার তাহাও অপরকর্তৃক গৃহীত হইবে, এইপ্রকারে অনবস্থাদোষের প্রাপ্তি হইতেছে।৬৮ আবার জ্ঞান প্রদীপের ন্যায় প্রকাশাত্মক হওয়ায় [সেই জ্ঞানকে প্রকাশিত করিবার জন্য] যিনি অন্য জ্ঞান কল্পনা করেন,

শাঙ্করভাষ্যম্

পত্তেঃ কল্পনানর্থক্যম্ ইতি ।৬৯ তদুভয়ম্ অপি অসৎ, বিজ্ঞানগ্রহণমাত্রে এব বিজ্ঞানসাক্ষিণঃ গ্রহণাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাৎ অনবস্থাশঙ্কানু-

ভাষ্যানুবাদ

[৪৩১ পৃঃ]

তাঁহার [জ্ঞানসকলও] সমান হওয়ায় [তাহাদের মধ্যে] প্রকাশ্য-প্রকাশকভাব যুক্তিসঙ্গত নহে, সেইহেতু [এক জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য জ্ঞানের] কল্পনা অনর্থক। [সুতরাং বাহ্য পদার্থাভিন্ন বিজ্ঞান স্বসংবেদ্য, ইহা অঙ্গীকার্য্য] ।৬৯

[সিঃ—স্বয়ংপ্রকাশ সাক্ষিচৈতন্যই জড় বিজ্ঞানের গ্রাহক হওয়ায় তাহাদের সমতা সিদ্ধ হয় না, অনবস্থাও হয় না।]

সিদ্ধান্ত—[তদুত্তরে বলিব—] সেই উভয়ই (—দুইটী দোষই) অসৎ (—তাহাদের প্রাপ্তি হয় না), যেহেতু বিজ্ঞানের (—অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞানের) গ্রহণ হইলেই (—তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইলেই) বিজ্ঞানসাক্ষীর (—অন্তঃকরণবৃত্তির প্রকাশক সাক্ষিচৈতন্যের) গ্রহণবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয় না বলিয়া অনবস্থা-দোষবিষয়ক আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গত নহে (১৮) ।৭০ [আর যে প্রদীপের ন্যায় প্রকাশ-

ভাবদীপিকা

[জীবচৈতন্য ও সাক্ষিচৈতন্যের স্বরূপ। অন্তঃকরণবৃত্তিসকলের সাক্ষিভাস্যত্ব।]

(১৮) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই—আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইলেও ঘটমধ্যস্থ (—ঘটাবচ্ছিন্ন) আকাশ যেমন মহাকাশ হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ অখিল জগতের অধ্যাসাধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও, তাঁহাতে অধ্যস্ত যে অবিদ্যার কার্য্যভূত অন্তঃকরণ, তাহার দ্বারা যেন অবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ সসীমভাব প্রাপ্ত হইয়া তিনি জীবরূপে প্রতিভাত হন। 'নীলঘট' এই স্থলে বিশেষণ নীলতা যেমন বিশেষ্য ঘটের সহিত মিলিত হইয়া সেই ঘটকে অন্য পীতাদি ঘট হইতে ভিন্নরূপে প্রতিভাত করায়, বিশেষণভূত অবচ্ছেদক অন্তঃকরণও তদ্রূপ তদবচ্ছিন্ন বিশেষ্যভূত চৈতন্যের সহিত যেন মিলিত হইয়া, অর্থাৎ আধ্যাসিক তাদাত্ম্যভাবাপন্ন হইয়া সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্য হইতে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে ভিন্নরূপে বোধ করায়। এই অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই **জীব** ও **প্রমাতা** নামে অভিহিত হয়। যাহা কোন বস্তুর সহিত অন্বিত (—মিলিত) হইয়া সেই বস্তুটীকে অন্য বস্তু হইতে ভিন্নরূপে বোধ করায়, তাহাকে বলে—**বিশেষণ।** যেমন উপরে বর্ণিত নীলতা ও অন্তঃকরণ। আর যাহা কোন বস্তুর সহিত অন্বিত না হইয়া সেই বস্তুটীকে অন্য বস্তু হইতে ভিন্নরূপে বোধ করায় তাহাকে বলে—**উপাধি।** যেমন জপাকুসুম শুভ্র স্ফটীকের সহিত মিলিত না হইয়াই 'লাল স্ফটীক', এইরূপে তাহাকে অন্য শুভ্র স্ফটীক হইতে ভিন্নরূপে বোধ করায়, সেইহেতু তাহা 'উপাধি'। জপাকুসুমস্থানীয় অন্তঃকরণও তদ্রূপ ঘট নীলতার ন্যায় চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়া পড়ে না, অথচ বস্তুতঃ সর্ব্বব্যাপী হইলেও জীবচৈতন্যকে ব্রহ্মচৈতন্য হইতে ভিন্নরূপে বোধ করায়। এই স্থলে অন্তঃকরণ হইল 'উপাধি' এবং ভিন্নরূপে প্রতিভাত জীবচৈতন্য হইলেন—**সাক্ষিচৈতন্য'** বা **'জীবসাক্ষী'**। একই চৈতন্য ব্যবহারের উপপত্তির জন্য এইরূপে বিভিন্নভাবে অঙ্গীকৃত হন। কি সেই ব্যবহার? বলিতেছি—**১।** আমাদের যখন বহিঃস্থিত ঘটাদিবিষয়ক জ্ঞান হয়, তখন চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারে অন্তঃকরণবৃত্তি ঘটদেশে গমন করে, তখন অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ প্রমাতার সেই ঘটবিষয়ক জ্ঞান হয়, ইহার প্রক্রিয়া আমরা ১।৩২ পৃঃতে বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু অন্তঃকরণের বহির্গামিনী

ভাবদীপিকা [অন্তঃকরণবৃত্তির সাক্ষিভাস্যতা।]
বৃত্তি না হইয়া যখন অন্তঃকরণের মধ্যেই 'অহমাকারা' 'সুখাকারা' 'দুঃখাকারা' ইত্যাদি বৃত্তি হয়, তখন অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন প্রমাতা সেই বৃত্তিকে গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার হেতু— অতি নৈকট্য। চক্ষু যেমন তৎসংশ্লিষ্ট, সুতরাং অতি নিকটবর্ত্তী পদার্থকে গ্রহণ করিতে পারে না, বহ্নিতপ্তলৌহপিণ্ডস্থ বহ্নির ন্যায় অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্ম্যভাবাপন্ন প্রমাতৃচৈতন্যও তদ্রূপ তৎসংশ্লিষ্ট সেই সুখাকারাদি বৃত্তিসকলকে গ্রহণ করিতে পারে না। আর তাহা অঙ্গীকার করিলে কর্ম্মকর্তৃবিরোধও হইয়া পড়ে, কারণ বহ্নিতপ্তলৌহপিণ্ডে বহ্নির ন্যায় চৈতন্যও বিশেষণ অন্তঃকরণের সহিত যেন একীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাতেই সুখাদ্যাকারা বৃত্তি হইতেছে। সেই অন্তঃকরণবৃত্তিসকলই যদি সেই অন্তঃকরণের সহিত যেনএকীভূত অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তাহা হইলে যিনি গ্রহণের কর্ত্তা, তিনিই গ্রহণের বিষয়, এইরূপ পরিস্থিতি হইয়া পড়ে। তাহা না হউক্, সেইহেতু অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকর্ত্তৃক (—প্রমাতা কর্ত্তৃক) তাহাদের গ্রহণ সম্ভব হয় না। অথচ সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষ অমাদের হইতেছেই। তাহাদের গ্রাহক কে? এই সুখাদি গ্রহণরূপ ব্যবহারের উপপত্তির জন্যই অন্তঃকরণের সহিত অসংশ্লিষ্ট, অন্তঃকরণোপহিত **সাক্ষিচৈতন্য** অঙ্গীকৃত হয় (২০ ভাবদীঃ দ্রঃ)। **ইন্দ্রিয় ও অনুমানাদি প্রমাণের সহায়তা ব্যতিরেকেই** সাক্ষিচৈতন্য সেই সুখাকারাবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়সকলকে প্রকাশ করেন। ২। বিষয়টী এইভাবেও বুঝা যায়—দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য দর্পণের সহিত যেন একীভূতই হইয়া পড়েন, সেই দর্পণের প্রতিচ্ছায়াদ্বারা যখন দূরস্থিত ঘটাদির প্রকাশ হয়, তখন এই প্রকাশকে দর্পণের সহিত যেন একীভূত প্রতিবিম্ব সূর্য্যকর্ত্তৃক প্রকাশ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। ইহা প্রমাতৃচৈতন্যকর্ত্তৃক বাহ্য বিষয় গ্রহণের দৃষ্টান্ত। কিন্তু সেই দর্পণটীর উপর যখন কোন বস্তু রক্ষিত হয়, তখন তাহার প্রকাশক হন আকাশস্থ বিম্ব সূর্য্য স্বয়ং। ইহা সাক্ষিচৈতন্যকর্ত্তৃক বিষয়গ্রহণের দৃষ্টান্ত। যাহাহউক্, এইরূপে নিশ্চিত হইল যে, সুখ, দুঃখ, লজ্জা (বৃঃ ১।৫।৩) প্রভৃতি অন্তঃকরণবৃত্তিসকল সাক্ষিকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় বলিয়া তাহারা **সাক্ষিভাস্য**। **শঙ্কা**—কিন্তু তাহারা সাক্ষিভাস্য হইলে প্রমাতার "আমি সুখী" ইত্যাদি এইপ্রকার জ্ঞান কিপ্রকারে হইবে? রামের যদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়, শ্যাম তো তাহা জানিতে পারে না। **সিদ্ধান্ত**—বলিতেছি, চৈতন্যের অভিন্নতা এবং বিশেষণ ও উপাধিভূত অন্তঃকরণের অভিন্নতাই তাহার হেতু। যিনি সাক্ষিচৈতন্য, অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত প্রমাতৃচৈতন্যের তিনিই তো যথার্থ স্বরূপ; যেমন আকাশস্থ বিম্ব-সূর্য্যই দর্পণে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের যথার্থ স্বরূপ। সুতরাং সাক্ষিচৈতন্যকর্ত্তৃক সুখাদ্যাকারা অন্তঃকরণবৃত্তির প্রকাশন হইলেও সেই অন্তঃকরণই যাহার বিশেষণ, সেই প্রমাতৃচৈতন্যের তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতে কোন বাধা নাই। রাম ও শ্যামের অন্তঃকরণ বিভিন্ন হওয়ায় একের যদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়, অপরের তদ্বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব নহে, ইহাই প্রভেদ। যাহাহউক্ সুখাদিবিষয়ক বৃত্তির ন্যায় বিজ্ঞানও (—জ্ঞানও) অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ; সুতরাং তাহাও সাক্ষিচৈতন্যকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। তিনি কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশ, অপর প্রকাশকের অপেক্ষা তাঁহার নাই। সেই বিষয়ে প্রমাণ কি? বলিতেছি—যে আমি সুখানুভব করিতেছি, সেই আমি কাহাকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছি, এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা কাহারও হয় না। এই যে আকাঙ্ক্ষাভাবের সর্ব্বানুভবসিদ্ধ প্রত্যক্ষ, ইহাই এই বিষয়ে প্রমাণ। অতএব ইহাই সিদ্ধ হইল যে, নিজের সত্তা ও স্ফুরণের জন্য স্বয়ংপ্রকাশ

[৬২৯ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

পপত্তেঃ।৭০ সাক্ষিপ্রত্যয়য়োশ্চ স্বভাববৈষম্যাৎ উপলব্ধ-উপলভ্যভাবোপপত্তেঃ।৭১ স্বয়ংসিদ্ধস্য চ সাক্ষিণঃ অপ্রত্যাখ্যেয়-

ভাষ্যানুবাদ

স্বরূপ জ্ঞানদ্বয়ের সমতাবশতঃ তাহাদের প্রকাশ্য-প্রকাশকভাবে অসঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে (৬৯ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহাও বলিতে পার না], যেহেতু সাক্ষিচৈতন্য ও প্রত্যয় (—জ্ঞান, অন্তঃকরণবৃত্তি), এই দুইটীর [যথাক্রমে চেতনত্ব ও জড়ত্বরূপ] স্বভাবগত বৈষম্য থাকায় [তাহাদের মধ্যে] উপলব্ধৃ-উপলভ্যভাব (—গ্রাহক-গ্রাহ্যভাব) সঙ্গত, [সমত্ব নহে]। ৭১ (১৯) আর যেহেতু স্বয়ংসিদ্ধ সাক্ষীকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না (২০)।৭২

ভাবদীপিকা

সাক্ষিচৈতন্য অন্যকে অপেক্ষা করেন না বলিয়া অনবস্থাদোষ হয় না। [বিভিন্ন আকরাবলম্বনে]।

(১৯) যদি বলা হয়—যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা অন্যকর্তৃকই প্রকাশিত হয়, যেমন বিষয় জ্ঞানকর্তৃক প্রকাশিত হয়। সাক্ষিচৈতন্যও প্রকাশিত হন, সেইহেতু তাঁহারও অন্য প্রকাশক অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে সাক্ষিচৈতন্য ও অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ বিজ্ঞান, উভয়েই অবিশেষভাবে প্রকাশ্য হওয়ায় এবং তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার বৈলক্ষণ্য না থাকায় সাক্ষিচৈতন্য নামক কোন কিছু অঙ্গীকার করা বৃথা। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—তাহাও বলা যায় না, **"স্বয়ং সিদ্ধস্য"**—'আর যেহেতু স্বয়ং সিদ্ধ' ইত্যাদি (৭২ বাক্য)।

[সাক্ষী স্বীকারে যুক্তি। • বিভিন্ন আকরাবলম্বনে লিখিত]

(২০) প্রত্যাখ্যান কেন করিতে পারা যায় না? **সিদ্ধান্তী**—বলিতেছি, **(ক)** স্থায়ী সাক্ষী অঙ্গীকার না করিলে জ্ঞাতার অভাবে তোমার ক্ষণিক বিজ্ঞানসকল যে ক্ষণিক, পরস্পর বিভিন্ন, অনেক ও উৎপত্তিনাশশীল, ইহা কে বলিবে? **(খ)** এইপ্রকারেই স্থায়ী সাক্ষীর অভাবে ইচ্ছা, সুখ দুঃখ লজ্জা ভয় ইত্যাদি অন্তঃকরণবৃত্তিসকল যে পরস্পর বিভিন্ন এবং তাহাদের যে উদয় ও লয় হয়, এই সকল বিষয়ক জ্ঞান হইতে পারিবে না; যেহেতু কর্ম্ম-কর্তৃবিরোধ ও জড় হওয়ায় তাহারা নিজেই নিজের প্রকাশক হইতে পারে না। **(গ)** আবার সুষুপ্ত্যন্তে জাগ্রৎকালে জীব স্মরণ করে—"আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম" *। এই সুখস্মৃতি সাক্ষিব্যতিরেকে কিপ্রকারে উপপন্ন হইবে? সুষুপ্তিকালে তো সুখাকারাবৃত্তির আশ্রয়ভূত অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকে না; স্বীয় কারণ অবিদ্যাতে বিলীন হইয়া যায়। অতএব সর্ব্বানুভবসিদ্ধ সুষুপ্তিকালীন সুখস্মৃতির উপপত্তির জন্য সাক্ষিচৈতন্য অঙ্গীকার্য্য। **(ঘ)** আর দেখ, জীবের যথার্থস্বরূপ এই সাক্ষী যদি বিদ্যমান না থাকিতেন, তাহা হইলে "যে আমি নিদ্রিত হইয়াছিলাম, সেই আমিই জাগরিত হইয়াছি", এইপ্রকার যে জীবৈক্যবিষয়ক অসন্দিগ্ধ

* সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণ যাহাতে বিলীন হইয়া যায়, সেই জীবোপাধি ব্যষ্টি অবিদ্যাতে (—মলিন সত্ত্বগুণ-প্রধান অবস্থা অজ্ঞানে) সুখাকারা, অবস্থা অজ্ঞানাকারা ও সাক্ষ্যাকারা (সাক্ষী+আকারা) অবিদ্যা-বৃত্তিত্রয়ের উদয় হয়। সাক্ষিচৈতন্যকর্তৃক তাহারা প্রকাশিত হয়। জাগ্রদবস্থাতে ব্যষ্টি অবিদ্যা হইতে অন্তঃকরণের পুনরাবির্ভাব হইলে উক্ত বৃত্তিত্রয়জন্য সংস্কারত্রয়ও তাহাতে আশ্রিতরূপে অবস্থান করে। ফলে সাক্ষিচৈতন্যে আশ্রিত একই অন্তঃকরণে উহাদের সামানাধিকরণ্যবশতঃ "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, তখন কিছুই জানিতাম না", এইপ্রকার স্মৃতির উদয় সম্ভব হয়। "কিছুই জানিতাম না", ইহা অজ্ঞানাকারা অবিদ্যাবৃত্তির, "আমি", ইহা সাক্ষ্যাকারা অবিদ্যাবৃত্তির এবং "সুখে", ইহা সুখাকারা অবিদ্যাবৃত্তির ফল। (সিদ্ধান্ত বিন্দু দ্রঃ)

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বাৎ।৭২ কিঞ্চ অন্যৎ, প্রদীপবৎ বিজ্ঞানম্ অবভাসকান্তরনিরপেক্ষং স্বয়ম্ এব প্রথতে ইতি ব্রুবতা অপ্রমাণগম্যং বিজ্ঞানম্ অনবগন্তৃকং ইতি উক্তং স্যাৎ, শিলাঘনমধ্যস্থপ্রদীপসহস্রপ্রথনবৎ।৭৩ বাঢ়ম্ এবম্, অনুভবরূপত্বাৎ তু বিজ্ঞানস্য ইষ্টঃ নঃ পক্ষঃ ত্বয়া অনুজ্ঞায়তে ইতি চেৎ?৭৪ ন, অন্যস্য অবগন্তুঃ চক্ষুঃসাধনস্য প্রদীপাদিপ্রথনদর্শনাৎ।৭৫ অতঃ বিজ্ঞানস্যাপি অবভাস্যত্বাবিশেষাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ— বৌদ্ধসম্মত ক্ষণিক বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন, তাহার প্রকাশক সাক্ষী স্বীকারে অন্য যুক্তি।]

আর এক কথা, বিজ্ঞান অন্য প্রকাশককে অপেক্ষা না করিয়া প্রদীপের ন্যায় স্বয়ংই প্রকাশিত হয়, এইপ্রকার যিনি বলেন, তৎকর্তৃক বিজ্ঞান কোন প্রমাণগম্য নহে এবং তাহার জ্ঞাতাও কেহ নাই, ইহাই [ফলতঃ] কথিত হইয়া পড়ে; যেমন স্থূলপ্রস্তরপিণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সহস্র প্রদীপের প্রকাশ (২১)।৭৩ [শঙ্কা—]যদি বলা হয়, হাঁ, এইপ্রকারই বটে (—কেহ প্রকাশক না থাকায় জ্ঞান ও জ্ঞাতার অবিষয় শিলাপিণ্ডমধ্যস্থ প্রদীপ অসৎ হইয়া পড়ে বটে), কিন্তু বিজ্ঞান অনুভবস্বরূপ (—নিজেই নিজের জ্ঞাতা) হওয়ায় [তাহার স্বাতিরিক্ত জ্ঞাতা নাই, এই] আমাদের অভিপ্রেত পক্ষই ত্বৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইতেছে। [অতএব বিজ্ঞান স্বয়ংই জ্ঞাতা হওয়ায় অসৎ হইয়া পড়িবে না, ব্যবহারের লোপও হইবে না]।৭৪ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, না, তাহা (—বিজ্ঞান নিজেই নিজের জ্ঞাতা, ইহা) বলা যায় না; যেহেতু চক্ষুরূপ সাধনসম্পন্ন অন্য জ্ঞাতা প্রদীপ প্রভৃতিকে প্রকাশ করে,

ভাবদীপিকা [সাক্ষী স্বীকারে যুক্তি।]

জ্ঞান, তাহাও সম্ভব হইত না। কারণ সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের স্বকারণে বিলীনতাবশতঃ প্রমাতার অস্তিত্ব তৎকালে সম্ভব হয় না। (ঙ) আবার বহুক্ষণব্যাপী ইষ্টচিন্তনাত্মক ধ্যানের অনন্তর "আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যান করিয়াছিলাম", এইপ্রকার স্মৃত্যাত্মক জ্ঞানে 'আমি', এই জ্ঞানের উপপত্তির জন্য অহঙ্কাররূপ বৃত্তি নিত্যই সাক্ষিভাস্য ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে, কারণ ধ্যানকালে অহমাকারাবৃত্তির উদয় হয় নাই, [তদঙ্গীকারে ধ্যানের বিচ্ছেদ হইয়া পড়িবে], অথচ তাহার স্মৃতি হয়। (চ) অধিক কি, ১। নানা বিষয়ে ভুল করিলেও নিজের অস্তিত্ববিষয়ে ভুল কেহ করে না; ২। নিজে ঘটাদি অন্য বস্তুকে প্রকাশিত করিলেও 'আমি অন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছি', এইপ্রকার অনুভব কেহ করে না; ৩। অপর বিষয়ে সন্দেহ হইলেও 'আমি আছি, কি নাই', এইপ্রকার স্ববিষয়ক সন্দেহ কাহারও হয় না, ৪। অন্য বস্তুবিষয়ক স্মৃতি হইলেও স্ববিষয়ক প্রত্যক্ষই সকলের হয়, ইত্যাদি এই সকল বিষয়ের উপপত্তির জন্য প্রমাতার যাহা যথার্থস্বরূপ, সেই স্বয়ংপ্রকাশ স্থির সাক্ষিচৈতন্য যে এই বৃত্তিসকলের প্রকাশকরূপে সদাই বিদ্যমান আছেন, ইহা ইচ্ছা না করিলেও স্বীকার করিতে হইবে।

(২১) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—যখন কোন বস্তু বিজ্ঞাত হয়, তখন তাহা অন্যকর্ত্তৃক কোন প্রমাণদ্বারাই বিজ্ঞাত হয়। ফলে ১। প্রদীপান্তরনিরপেক্ষ প্রদীপের ন্যায় তোমার

শাঙ্করভাষ্যম্

সত্যেব অন্যস্মিন্ অবগন্তরি প্রথনং প্রদীপবৎ ইতি অবগম্যতে।৭৬ সাক্ষিণঃ অবগন্তুঃ স্বয়ংসিদ্ধতাম্ উপক্ষিপতা স্বয়ং প্রথতে বিজ্ঞানম্ ইতি এষঃ এব মম পক্ষঃ ত্বয়া বাচোযুক্ত্যন্তরেণ আশ্রিতঃ ইতি চেৎ? ৭৭ ন, বিজ্ঞানস্য উৎপত্তিপ্রধ্বংসানেকত্বাদিবিশেষবত্ত্বাভ্যুপগমাৎ।৭৮ অতঃ প্রদীপবৎ বিজ্ঞানস্যাপি ব্যতিরিক্তাবগম্যত্বম্ অস্মাভিঃ প্রসাধিতম্।৭৯॥২।২।২৮॥

ভাষ্যানুবাদ

ইহা পরিদৃষ্ট হয় (২২)।৭৫ সেইহেতু বিজ্ঞানও অবিশেষভাবে অবভাস্য (—প্রকাশ্য) হওয়ায় অন্য অবগন্তা থাকিলেই প্রদীপের ন্যায় তাহার প্রকাশন হয়, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে (২৩)।৭৬ [শঙ্কা—] যদি বলি—অবগন্তা সাক্ষীর স্বয়ংসিদ্ধতা (—স্বয়ংপ্রকাশতা, নিজেই নিজেকে প্রকাশ করা) প্রস্তাবকারী (—অঙ্গীকারকারী) ত্বৎকর্তৃক, 'বিজ্ঞান নিজেই প্রকাশিত হয়', আমার এই পক্ষই অন্যপ্রকার বচনভঙ্গী ও যুক্তির দ্বারা অঙ্গীকৃত হইল। [অতএব তোমার অভিপ্রেত সাক্ষীর স্থলে আমার অভিপ্রেত বিজ্ঞান স্বীকৃত হওয়ায় আমাদের মধ্যে মতভেদ নাই]।৭৭ [সিদ্ধান্তী—] না, তাহা বলিতে পার না; যেহেতু [তোমাদের মতে] বিজ্ঞানের উৎপত্তি ধ্বংস ও অনেকত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য অঙ্গীকৃত হয়। (২৪)। ৭৮ সেইহেতু (—সাক্ষী ও

ভাবদীপিকা

বিজ্ঞান বিজ্ঞানান্তরনিরপেক্ষ হইলে 'তাহাকে কোন প্রমাণদ্বারা অবগত হওয়া যায় না', সুতরাং তাহা অপ্রামাণিক, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ববিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহাই কথিত হইয়া পড়ে; ২। 'বিজ্ঞান স্বসংবেদ্য, এইরূপ কথিত হইলে কর্ম্মকর্তৃবিরোধ হইয়া পড়ে'। ৩। তাহা নিজেই প্রকাশিত হয়, এইপ্রকার কথিত হইলে তাহার জ্ঞাতা (—প্রকাশক) কেহ নাই, ইহা কথিত হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রমাণের অবিষয় হওয়ায় জ্ঞানের অবিষয় এবং জ্ঞাতা না থাকায় প্রমাতার অবিষয় সেই তোমার বিজ্ঞান 'বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায়', অথবা 'শিলাপিণ্ডমধ্যস্থ প্রদীপ-প্রকাশের ন্যায়' অসৎ হইয়া পড়িবে। ফলে 'আমি জানিতেছি', এই সর্ব্বানুভবসিদ্ধ ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব।

(২২) এই স্থলে "যত্র যত্র অবভাস্যত্বম্, তত্র তত্র স্বাতিরিক্তবেদ্যত্বম্"—'যেখানে প্রকাশ্যতা থাকে, সেখানে নিজ হইতে ভিন্ন কোন কিছু কর্তৃক বেদ্যতা থাকে' (—যাহা প্রকাশ্য, তাহা অন্যকর্তৃক প্রকাশ্য, যথা ঘট) এইপ্রকার ব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইল।

(২৩) উক্ত ব্যাপ্তিবলে এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—বিজ্ঞানং স্বাতিরিক্তবেদ্যং, বেদ্যত্বাৎ প্রদীপবৎ। অতএব বিজ্ঞান 'নিজেই নিজের জ্ঞাতা' ইহা বলিতে পার না। তাহাতে স্বয়ং বিজ্ঞানই জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় কর্ম্মকর্তৃবিরোধও হইয়া পড়িবে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(২৪) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—স্থায়ী সাক্ষী অঙ্গীকার না করিলে জ্ঞাতার অভাবে বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব উৎপত্তি ধ্বংস ইত্যাদি সিদ্ধ হয় না, সুতরাং সাক্ষী অঙ্গীকার্য্য, ইহা ২০ সংখ্যক

ভাষ্যানুবাদ

বিজ্ঞানের মধ্যে মহান্ প্রভেদ থাকায়) প্রদীপের ন্যায় বিজ্ঞানও স্বভিন্ন বস্তুকর্তৃক বিজ্ঞাত হয়, ইহা আমরা প্রকৃষ্টরূপে প্রতিপাদন করিলাম ।৭৯॥২।২।২৮॥

ভাবদীপিকা

ভাবদীপিকাতে বলা হইয়াছে। তোমাদের বিজ্ঞান উৎপত্তিবিনাশশীল, সুতরাং কার্য্য বস্তু, সেইহেতু জড় পদার্থ। যাহা জড়, তাহা অবশ্যই অন্যকর্তৃক প্রকাশিত হয়, যেমন প্রদীপ। আমাদের সাক্ষী কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ, উৎপত্তিনাশরহিত, সুতরাং কূটস্থ। তাঁহার আর অন্য প্রকাশকের অপেক্ষা নাই (৪৩০ পৃঃ) ; সেইহেতু তোমার ক্ষণিক বিজ্ঞান ও আমাদের সাক্ষীর মধ্যে অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য থাকায় তোমার ও আমার মধ্যে মতভেদ নাই, ইহা বলা যায় না।

[স্বয়ংপ্রকাশ শব্দের অর্থ। বৌদ্ধের বিজ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ নহে।]

বিজ্ঞানবাদী বলেন—তোমার সাক্ষী স্বয়ংপ্রকাশ, অর্থাৎ 'নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেন'; সুতরাং কর্ম্মকর্তৃবিরোধ তোমার পক্ষেও আপতিত হয়। সুতরাং তোমার ও আমার পক্ষে চোদ্য ও পরিহার (—শঙ্কা ও তাহার সমাধান) সমানই হইয়া পড়িল। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তাহা বলিতে পার না। আমাদের মতে স্বয়ংপ্রকাশশব্দের অর্থ—'নিজে নিজেকে প্রকাশ করা নহে'। তবে কি? বলিতেছি—"অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহার-যোগ্যত্ব"—'ফলব্যাপ্যরূপে (১।১৬৮ পৃঃ) জ্ঞানের বিষয় না হইয়া যে অপরোক্ষ ব্যবহারের যোগ্যতা'; ইহাই আমাদের মতে 'স্বয়ংপ্রকাশতা'; ইহাই স্বয়ংপ্রকাশতার লক্ষণ। এই লক্ষণে মাত্র 'অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্ব', এই পদটী প্রযুক্ত হইলে ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়িবে (—কেবল সাক্ষীকে না বুঝাইয়া ঘট প্রভৃতিকেও বুঝাইয়া ফেলিবে), কারণ তাহারাও অপরোক্ষ ব্যবহারের যোগ্য। এই অতিব্যাপ্তি নিরাকরণের জন্য লক্ষণে "অবেদ্যত্বে সতি" এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ—'ফলাব্যাপ্য হইয়া', অর্থাৎ 'ফলব্যাপ্যরূপে বিজ্ঞাত না হইয়া'। ঘট প্রভৃতি 'ফলব্যাপ্যরূপেই বিজ্ঞাত হয়, সেইহেতু লক্ষণ সেই সকলে যায় না। যদি মাত্র 'অবেদ্যত্ব' এইটীই স্বয়ংপ্রকাশতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়িবে; কারণ প্রত্যক্ষের অবিষয় তাহারা কদাপি ফলব্যাপ্যরূপে বিজ্ঞাত হয় না। এই অতিব্যাপ্তি নিরাকরণের জন্য লক্ষণে "অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যত্ব", এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম প্রভৃতি নিত্য অনুমেয় পদার্থ, অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতা তাহাদের নাই; সেইহেতু লক্ষণের সেই স্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না। যাহাহউক্, আমাদের অঙ্গীকৃত সাক্ষী নিজকর্তৃক, অথবা অপরকর্তৃক ফলব্যাপ্যরূপে প্রকাশিত হন না, সেইহেতু তিনি—'অবেদ্য'। আবার সর্ব্বানুভবসিদ্ধ 'আমি বর্ত্তমান আছি', এইপ্রকার অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতা, অর্থাৎ তদাকারা অপরোক্ষ বৃত্তির বিষয় (—বৃত্তিব্যাপ্য) হইবার যোগ্যতাও তাঁহার আছে। এইরূপে আমাদের সাক্ষিচৈতন্যে উক্ত স্বয়ংপ্রকাশতার লক্ষণ সমন্বিত হয় বলিয়া, তিনি 'স্বয়ংপ্রকাশ'। [এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার চিৎসুখীতে দ্রষ্টব্য]। তিনি অবেদ্য, অর্থাৎ ফলব্যাপ্য নহেন, সেইহেতু কর্ম্মকর্তৃ-বিরোধদোষ আমাদের উপর আপতিত হয় না বলিয়া আমাদের উভয়ের পক্ষে চোদ্য ও পরিহার সমান হইল না। **বৌদ্ধ** যদি বলেন—আমাদের বিজ্ঞানও তোমাদের সাক্ষীর ন্যায় স্বয়ং-প্রকাশ, আমারাও স্বয়ংপ্রকাশতার উক্ত লক্ষণ অঙ্গীকার করিব। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তাহা তোমরা করিতে পার না, যেহেতু যোৎপত্তির পরক্ষণেই বিনষ্ট তোমাদের ক্ষণিক বিজ্ঞানে

বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥২।২।২৯॥

পদচ্ছেদ—বৈধর্ম্যাৎ, চ, ন, স্বপ্নাদিবৎ।

সূত্রার্থ—[যদুক্তং "জাগ্রদ্বিজ্ঞানং ন বাহ্যার্থালম্বনং বিজ্ঞানত্বাৎ, স্বপ্নগন্ধর্ব্বনগরাদিজ্ঞানবৎ" ইতি। তন্নিরাচষ্টে—] **বৈধর্ম্যাৎ**—স্বপ্নাদিপ্রত্যয়স্য জাগ্রৎপ্রত্যয়স্য চ অন্যোন্যং বাধিতবিষয়ত্ব-অবাধিতবিষয়ত্বরূপবৈধর্ম্যাৎ, **ন স্বপ্নাদিবৎ**—স্বপ্নাদিদৃষ্টান্তেন জাগ্রৎপ্রত্যয়স্য ন নিরালম্বনত্বম্ ইত্যর্থঃ। **চ**শব্দেন—দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যং সূচিতং, স্বপ্নে প্রাতিভাসিকবিষয়াণাং সত্ত্বাৎ।

অনুবাদ—[আর যে বলা হইয়াছে—"জাগ্রৎকালীন বিজ্ঞান বাহ্য পদার্থকে অবলম্বন করে না, যেহেতু তাহা বিজ্ঞান, যেমন স্বপ্ন ও গন্ধর্ব্বনগরাদিবিষয়ক জ্ঞান" (৪১৩পৃঃ ১৯ভাষ্যবাক্য) ইত্যাদি, তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] **বৈধর্ম্যাৎ**—স্বপ্নকালীন জ্ঞান ও জাগ্রৎকালীন জ্ঞান; ইহাদের পরস্পরের মধ্যে [যথাক্রমে] বাধিতবিষয়তা ও অবাধিতবিষয়তারূপ বৈধর্ম্য (—বিভিন্ন ধর্ম্মযুক্ততারূপ পার্থক্য) আছে বলিয়া, **ন স্বপ্নাদিবৎ**—স্বপ্নাদির দৃষ্টান্তদ্বারা জাগ্রৎকালীন জ্ঞানের নিরালম্বনতা (—বাহ্য পদার্থকে অবলম্বন না করা) সিদ্ধ হয় না। **চ**শব্দটীর দ্বারা দৃষ্টান্তে সাধ্যবিকলতা (—দৃষ্টান্তে সাধ্য না থাকা) সূচিত হইয়াছে, যেহেতু স্বপ্নকালে প্রাতিভাসিক বিষয়সকল বিদ্যমান থাকে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদুক্তং বাহ্যার্থাপলাপিনা স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বৎ জাগরিতগোচরাঃ অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়াঃ বিনৈব বাহ্যেন অর্থেন ভবেয়ুঃ, প্রত্যয়ত্বাবিশেষাৎ ইতি ।১ তৎ প্রতিবক্তব্যম্ ।২ অত্র উচ্যতে—ন স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বৎ জাগ্রৎপ্রত্যয়াঃ ভবিতুম্ অর্হন্তি ।৩ কস্মাৎ ?৪

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'জাগ্রদ্বিজ্ঞানের অবলম্বনভূত বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান নাই', বৌদ্ধের এই মতবাদ নিরাকরণ।]

বাহ্য পদার্থ অস্বীকারকারী [বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধ] কর্তৃক যে কথিত হইয়াছে—স্বপ্নকালীন জ্ঞানের ন্যায় জাগ্রৎকালীন স্তম্ভাদিবিষয়ক জ্ঞানসকলও বাহ্য পদার্থব্যতিরেকেই হইবে, যেহেতু তাহারা অবিশেষভাবে জ্ঞানই (৪১৩ পৃঃ ১৯বাক্য), ইত্যাদি ।১ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে ।২ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—জাগ্রৎকালিক জ্ঞানসকল স্বপ্নাদিকালিক জ্ঞানের ন্যায় হইতে পারে না ।৩ তাহাতে হেতু কি ?৪

ভাবদীপিকা [বৌদ্ধের বিজ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ নহে।]

অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতা নাই। তাহা অঙ্গীকার করিতে হইলে তদাকারা অপরোক্ষবৃত্তির উদয়, তাহার ব্যাপ্য হওয়া, তদাকার অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তি, ইত্যাদি প্রকারে তোমাদের বিজ্ঞানকে বহুক্ষণস্থায়ী অঙ্গীকার করিতে হইবে ; ফলে তোমাদের অঙ্গীকৃত ক্ষণিকত্ব ব্যাহত হইয়া পড়িবে। আর তোমাদের ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান 'ফলব্যাপ্য' অথবা 'ফলাব্যাপ্য' তাহা কে বলিবে ? একটী বিজ্ঞানের নাশ না হইলে অপর বিজ্ঞানের উদয় হয় না বলিয়া কোন্ বিজ্ঞানে আরূঢ় চিদাভাসরূপ ফল অপর কোন্ বিজ্ঞানকে প্রকাশিত করিবে, অথবা করিবে না, ইহার নির্ণয়ই হয় না। অতএব তোমাদের অঙ্গীকৃত বিজ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ নহে এবং আমাদের সাক্ষী ও তোমাদের বিজ্ঞানের মধ্যে মহান্ প্রভেদ আছে, ইহা সিদ্ধ হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

বৈধর্ম্ম্যাৎ ।৫ বৈধর্ম্ম্যং হি ভবতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ ।৬ কিং পুনঃ বৈধর্ম্ম্যম্ ? ৭ বাধাবাধৌ ইতি ব্রূমঃ ।৮ বাধ্যতে হি স্বপ্নোপলব্ধং বস্তু প্রতিবুদ্ধস্য, 'মিথ্যা ময়া উপলব্ধঃ মহাজনসমাগমঃ ইতি, ন হি অস্তি মম মহাজনসমাগমঃ, নিদ্রাগ্লানং তু মে মনঃ বভূব, তেন এষা ভ্রান্তিঃ উদ্বভূব' ইতি ।৯ এবং মায়াদিষু অপি ভবতি যথাযথং বাধঃ ।১০ নৈবং * জাগরিতোপলব্ধং বস্তু স্তম্ভাদিকং কস্যাঞ্চিৎ অপি অবস্থায়াং বাধ্যতে ।১১ অপিচ স্মৃতিঃ এষা যৎ স্বপ্নদর্শনম্ ।১২

* 'ন চ এবম্' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[উত্তর—] যেহেতু বৈধর্ম্ম্য (—বিভিন্নধর্ম্মযুক্ততারূপ পার্থক্য) আছে ।৫ [ইহাই বিশেষভাবে বলিতেছেন—] স্বপ্ন এবং জাগ্রতের (—স্বপ্নকালীন ও জাগ্রৎকালীন জ্ঞানদ্বয়ের) বৈধর্ম্ম্য আছে ।৬ আচ্ছা,বৈধর্ম্ম্যটী কি ?৭ [উত্তর—] বাধিত হওয়া এবং অবাধিত হওয়াই সেই বৈধর্ম্ম্য, ইহা বলিতেছি ।৮ যেহেতু প্রতিবুদ্ধ (—জাগরিত) ব্যক্তির স্বপ্নকালে উপলব্ধ বস্তু বাধিত হয়, [তিনি বলেন—'স্বপ্নকালে] মৎকর্ত্তৃক উপলব্ধ মহাত্মা ব্যক্তিগণের সমাগম মিথ্যা, কারণ আমার [নিকট] মহাত্মা ব্যক্তিগণের সমাগম হয় নাই ; কিন্তু আমার মন নিদ্রারূপ গ্লানিযুক্ত ছিল সেইহেতু এই ভ্রান্তি উদ্ভূত হইয়াছিল', ইত্যাদি।৯ এইপ্রকারে মায়া (—ইন্দ্রজাল) প্রভৃতি স্থলেও যথাযোগ্য বাধ হইবে (২৫) ।১০ জাগরিতকালে উপলব্ধ স্তম্ভ প্রভৃতি বস্তু [কিন্তু] কোন অবস্থাতেও [মায়াপ্রভৃতির ন্যায়] এই প্রকারে বাধিত হয় না।।১১

ভাবদীপিকা [বৌদ্ধের অনুমানে দোষ প্রদর্শন ।]

(২৫) এইস্থলে **সিদ্ধান্তীর** গূঢ়াভিসন্ধি এই—বৌদ্ধ অনুমান করিয়াছেন—"জাগ্রদ্বিজ্ঞানং ন বাহ্যার্থালম্বনং, বিজ্ঞানত্বাৎ স্বপ্নাদিবিজ্ঞানবৎ" (৫ ভাবদীঃ) ইত্যাদি। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—তোমার অনুমানে সাধ্য যে 'বাহ্য পদার্থকে অবলম্বন না করা', তাহার অভিপ্রায় কি ? ১। বাহ্য পদার্থ সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান নাই বলিয়া তাহাকে অবলম্বন না করা ? অথবা ২। পারমার্থিক সত্য বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান নাই বলিয়া তাহাকে অবলম্বন না করা ? অথবা ৩। ব্যাবহারিক বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান নাই বলিয়া তাহাকে অবলম্বন না করা ? তন্মধ্যে ১। প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে, কারণ তোমার দৃষ্টান্ত যে স্বপ্ন, তাহা মিথ্যা হইলেও মহাজনসমাগমাদিরূপ বাহ্য পদার্থকে অবলম্বন করে। ফলে ত্বৎপ্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সাধ্যবিহীন হওয়ায় উক্ত অনুমিতির হেতু যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহা বিঘটিত হইয়া পড়িল। ২। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে, কারণ পারমার্থিক বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান নাই, তাহা আমরাও অঙ্গীকার করি। ফলে আমরা যাহা অঙ্গীকার করি, আমাদিগের নিকট যাহা সিদ্ধ, তুমি তাহাই সাধন করিলে বলিয়া তোমার সিদ্ধসাধনদোষ হইয়া পড়িল। ৩। তৃতীয় পক্ষও সঙ্গত নহে, কারণ তাহাতে ত্বৎপ্রদর্শিত হেতুটী সোপাধিক হওয়ায় উক্ত অনুমানটী ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হেত্বাভাসদুষ্ট হইয়া পড়ে। 'বাধিতার্থগ্রাহিত্ব', ইহাই এই স্থলে 'উপাধি'। যেখানে যেখানে বাহ্যার্থালম্বনত্বাভাব (—সাধ্য) থাকে, সেখানেই 'বাধিতার্থগ্রাহিতা' (—যে পদার্থ বাধিত

শাঙ্করভাষ্যম্

উপলব্ধিস্তু জাগরিতদর্শনম্ ।১৩ স্মৃত্যুপলব্ধ্যোশ্চ প্রত্যক্ষম্ অন্তরং স্বয়ম্ অনুভূয়তে অর্থবিপ্রয়োগসম্প্রয়োগাত্মকম্ 'ইষ্টং পুত্রং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বৌদ্ধের অনুমানে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি প্রদর্শন। প্রমাণজন্য উপলব্ধি ও প্রমাণাজন্য স্বপ্নরূপ স্মৃতির বৈধর্ম্যবশতঃ স্বপ্নদৃষ্টান্তদ্বারা জাগ্রদুপলব্ধিকে মিথ্যা বলা যায় না।]

আর এক কথা, [তোমরা বলিয়া থাক] এই যে স্বপ্নদর্শন, ইহা স্মৃতি (২৬) ।১২ জাগ্রৎকালীন দর্শন (—জ্ঞান) কিন্তু উপলব্ধি ।১৩ আর বিষয়ের বিপ্রয়োগ এবং সম্প্রয়োগাত্মক (—অবিদ্যমানতা এবং বিদ্যমানতারূপ) যে স্মৃতি ও উপলব্ধির প্রত্যক্ষ অন্তর (—ভেদ), তাহা স্বয়ম্ (—স্বতঃই) অনুভূত হয়, যথা 'প্রিয় পুত্রকে

ভাবদীপিকা

হয়, তাহার প্রকাশক হওয়া) থাকে যথা 'শুক্তিরজত'। এই স্থলে প্রকাশনযোগ্য বাহ্য অর্থ (—পদার্থ) যে সত্য রজতরূপ আলম্বন, তাহা বিদ্যমান থাকে না বলিয়া বাধিত হইয়া পড়ে, কিন্তু তথাপি রজতরূপ পদার্থের জ্ঞান হয়। এইরূপে 'বাধিতার্থগ্রাহিতা' হইল 'সাধ্যব্যাপক'। আবার যেখানে যেখানে 'বিজ্ঞানত্বরূপ' হেতুটী থাকিবে, সেখানেই 'বাধিতার্থগ্রাহিতা' থাকিবে, ইহা বলা যায় না ; দেখ, বৃক্ষবিজ্ঞানে বিজ্ঞানত্বরূপ 'হেতু' থাকিলেও বৃক্ষটী বাধিত হয় না বলিয়া 'বাধিতার্থগ্রাহিতা' থাকে না। সেইহেতু 'বাধিতার্থগ্রাহিতা' হইল 'সাধনাব্যাপক'। এইরূপে সাধ্যের ব্যাপক এবং সাধনের (—হেতুর) অব্যাপক হওয়ায় 'বাধিতার্থগ্রাহিতা' হইল 'উপাধি'। সেইহেতু অনুমানটী হইল 'ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিদোষগ্রস্ত'। **বৌদ্ধ** বলেন—বিজ্ঞান ক্ষণিক পদার্থ হওয়ায় 'যেখানে বিজ্ঞানত্ব থাকে, সেখানেই বাধিতার্থগ্রাহিতা থাকে' সেইহেতু সাধনের ব্যাপক হওয়ায় তাহা 'উপাধি' হইবে না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**নৈবং জাগরিতোপলব্ধম্**—'জাগরিতকালে' ইত্যাদি (১১ বাক্য)। স্তম্ভজ্ঞানে 'বিজ্ঞানত্বরূপ' হেতু থাকে, কিন্তু স্তম্ভ বাধিত না হওয়ায় 'বাধিতার্থগ্রাহিতা' সেই স্থলে থাকেনা। সেইহেতু তাহা অবশ্যই বিজ্ঞানত্বরূপ সাধনের অব্যাপক হওয়ায় হয় 'উপাধি'। অতএব ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিদোষগ্রস্ত তোমার অনুমানটী আর সাধ্যসিদ্ধি করিতে পারিল না।

(২৬) এই স্থলে বৌদ্ধগণের মতবাদ অঙ্গীকার করিয়া লইয়া **সিদ্ধান্তিকর্তৃক** তাহা নিরাকৃত হইতেছে। **সিদ্ধান্তে** স্বপ্নকে স্মৃতি বলা হয় না, কারণ "সংস্কারমাত্রজন্য যে জ্ঞান", অর্থাৎ মাত্র সংস্কার হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান, তাহাকে বলা হয়—**স্মৃতি**। স্বপ্ন কিন্তু 'সংস্কার ও নিদ্রাদিদোষজন্য', 'সংস্কারমাত্রজন্য' নহে। সেইহেতু তাহা স্মৃতি নহে। স্বপ্ন যদি স্মৃতি হইত, তাহা হইলে 'আমি স্বপ্নে রথ স্মরণ করিয়াছিলাম', এইপ্রকার জ্ঞানই সকলের হইত। তাহা কিন্তু হয় না। পরন্তু 'আমি স্বপ্নে রথ দেখিয়াছিলাম', এইপ্রকার জ্ঞানই সকলের হয়। সেইহেতু **চরম** বেদান্ত**সিদ্ধান্তে** স্বপ্নকালে অবিদ্যা হইতে তৎকালে উৎপন্ন এবং অবিদ্যাবৃত্তির দ্বারা সাক্ষিভাস্য যে রথাদি স্বাপ্ন বিষয়, তাহাদের প্রাতিভাসিক সত্তা অঙ্গীকৃত হয়। শ্রুতিও তাহাই বলেন—"ন তত্র রথাঃ" (বৃঃ ৪।৩।১০) —"সেই স্থলে রথ থাকে না, অশ্ব থাকে না, পথ থাকে না, অথচ তিনি রথ অশ্ব ও পথসকলকে সৃজন করেন", ইত্যাদি। অতএব সিদ্ধান্তে স্বাপ্নজ্ঞানও আলম্বনহীন নহে, বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মরামি, ন উপলভে, উপলব্ধুম্ ইচ্ছামি' ইতি ।১৪ তত্র এবং সতি ন শক্যতে বক্তুং—'মিথ্যা জাগরিতোপলব্ধিঃ, উপলব্ধিত্বাৎ স্বপ্নোপলব্ধিবৎ', ইতি উভয়োঃ অন্তরং স্বয়ম্ অনুভবতা।১৫ ন চ স্বানুভবাপলাপঃ প্রাজ্ঞমানিভিঃ যুক্তঃ কর্ত্তুম্।১৬ অপিচ অনুভব-বিরোধপ্রসঙ্গাৎ জাগরিতপ্রত্যয়ানাং স্বতঃ নিরালম্বনতাং বক্তুম্ অশক্নুবতা স্বপ্নপ্রত্যয়সাধর্ম্ম্যাৎ বক্তুম্ ইষ্যতে।১৭ ন চ যঃ যস্য

ভাষ্যানুবাদ

স্মরণ করিতেছি', 'তাহাকে উপলব্ধি করিতেছি না', 'তাহাকে উপলব্ধি করিতে (—দেখিতে) ইচ্ছা করিতেছি', ইত্যাদি (২৭)।১৪ সেই স্থলে এইপ্রকার হইলে (—স্মৃতি ও উপলব্ধির মধ্যে এইপ্রকার প্রভেদ সিদ্ধ হইলে) উভয়ের বিভিন্নতা যিনি স্বয়ং অনুভব করেন, তৎকর্ত্তৃক ইহা কথিত (—অনুমিত) হইতে পারে না যে, "জাগ্রৎকালীন উপলব্ধি মিথ্যা (—আলম্বনহীন), যেহেতু তাহা উপলব্ধি, যেমন স্বপ্নোপলব্ধি", (২৮) ইত্যাদি।১৫ যেহেতু যাঁহারা নিজদিগকে প্রাজ্ঞ মনে করেন, তাঁহাদিগকর্ত্তৃক নিজের অনুভবের অপলাপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।১৬

[সিঃ- বৌদ্ধের অনুমানে বাধহেত্বাভাস প্রদর্শন।]

আবার অনুভবের বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া "জাগ্রৎকালীন জ্ঞানসকল স্বভাবতঃই অবলম্বনবিহীন", ইহা বলিতে যিনি (—যে বিজ্ঞানবাদী) অসমর্থ, তিনি স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সাধর্ম্ম্যবশতঃ (—আলম্বনহীনতারূপ সমানধর্ম্মযুক্ততাবশতঃ, জাগ্রৎকালীন জ্ঞানসকলের নিরালম্বনতা] বলিতে (—অনুমান করিতে) ইচ্ছা

ভাবদীপিকা

(২৭) এই সকলগুলিই 'স্মরণকালে বিষয় বিদ্যমান থাকে না', সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত। যে অনুভব প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি ছয়টী প্রমাণ হইতে উৎপন্ন, তাহাকে বলে—**উপলব্ধি।** উপলব্ধিকালে তত্তৎ প্রমাণের বিষয়সকল বিদ্যমান থাকে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। স্মৃতি কিন্তু প্রমাণাজন্য, কোন প্রমাণ হইতেই উৎপন্ন নহে; তাহার বিষয়ও বিদ্যমান থাকে না। সুতরাং স্মৃতি ও উপলব্ধির ভেদ স্বতঃই অনুভূত হয়। বিজ্ঞানবাদীর মতে স্বপ্নদর্শন স্মৃতিমাত্র। সুতরাং উপলব্ধি ও স্বপ্নের বিভিন্নতাই (—বৈধর্ম্ম্যই) সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব।

(২৮) **বিজ্ঞানবাদীর** এই অনুমানে **সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক** দুইটী দোষ প্রদর্শিত হইল। **১।** প্রথম দোষ—অনুভবের অপলাপ, ইহা ভাষ্যমধ্যে ১৬ বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। স্মৃতির যাহা বিষয়, তাহা ইন্দ্রিয়ের সহিত অসম্বদ্ধ ও অবর্ত্তমান, সুতরাং তাহা যদি কদাচিৎ না থাকে, তা না থাকুক্। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বদ্ধ ও তৎকালে বিদ্যমান যে বিষয়, তাহার উপলব্ধিকে তুমি আলম্বনহীন বলিতে পার না, তাহা বলিলে অনুভবের অপলাপ হইবে, ইহাই ভাব। **২।** দ্বিতীয় দোষ—ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হেত্বাভাস। 'অপ্রমাকরণজত্ব' এখানে 'উপাধি'। যেখানে যেখানে মিথ্যাত্ব (—সাধ্য) থাকে, সেখানেই 'অপ্রমাকরণজত্ব' (—প্রত্যক্ষাদি প্রমার করণ যে প্রত্যক্ষাদি ছয়টী প্রমাণ, তাহা হইতে উৎপন্ন না হওয়া) থাকে, যেমন শুক্তিরজত-

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বতঃ ধর্ম্মঃ ন সম্ভবতি, সঃ অন্যস্য সাধর্ম্ম্যাৎ তস্য সম্ভবিষ্যতি।১৮ ন হি অগ্নিঃ উষ্ণঃ অনুভূয়মানঃ উদকসাধর্ম্ম্যাৎ শীতঃ ভবিষ্যতি।১৯ দর্শিতং তু বৈধর্ম্ম্যং স্বপ্নজাগরিতয়োঃ।২০॥২।২।২৯॥

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন।১৭ কিন্তু যাহা যাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, তাহা অন্যের সাধর্ম্ম্য-বশতঃ তাহার [নিজের ধর্ম্ম] হইবে, ইহা সম্ভব নহে (২৯)।১৮ দেখ, যে অগ্নি উষ্ণরূপে অনুভূত হয়, জলের [শৈত্যরূপ] সাধর্ম্ম্যবশতঃ তাহা নিশ্চয়ই শীতল হইয়া পড়িবে না।১৯ [কিন্তু বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত জল ও বহ্নির সাধর্ম্ম্য সম্ভব না হইলেও উপলব্ধিরূপে সমান হওয়ায় জাগ্রৎ ও স্বাপ্ন উপলব্ধির সাধর্ম্ম্য কেন অঙ্গীকার করিতেছ না ? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থার বৈধর্ম্ম্য কিন্তু প্রদর্শিত হইয়াছে (১৪ বাক্য)।২০॥২।২।২৯॥

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥২।২।৩০॥

পদচ্ছেদ—ন, ভাবঃ, অনুপলব্ধেঃ।

সূত্রার্থ—[ননু বাহ্যার্থানাম্ অভাবেঽপি বাসনাভিঃ বিজ্ঞানবৈচিত্র্যং স্যাৎ ইতি। তৎ প্রত্যাখ্যানায় আহ—বাসনানাং] **ন ভাবঃ**—সত্ত্বং ন সম্ভবতি। [কস্মাৎ ?] **অনুপলব্ধেঃ**—ত্বৎপক্ষে বাহ্যার্থানাম্ অনুপলব্ধেঃ। [বাহ্যার্থানুভবস্য বাসনাং প্রতি কারণত্বাৎ কারণাভাবে কার্য্যাভাবঃ স্যাৎ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[যদি বলা হয়—বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলেও বাসনাসকলের (৭ ভাবদীঃ) দ্বারা বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য হইবে। তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য বলিতেছেন— বাসনাসকলের] **ন ভাবঃ**– সত্তা সম্ভব নহে। [কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **অনুপলব্ধেঃ**– যেহেতু তোমার মতে বাহ্য পদার্থসকলের উপলব্ধি হয় না। [বাহ্য পদার্থের অনুভব বাসনার প্রতি কারণ হওয়ায় [বাহ্যপদার্থরূপ] কারণের অভাবে [বাসনারূপ] কার্য্যের অভাব হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব]।

ভাবদীপিকা [বৌদ্ধের অনুমানে দোষ প্রদর্শন।]

জ্ঞান। [এই জ্ঞান কোন প্রমাণব্যতিরেকে অবিদ্যাবৃত্তিবলে সাক্ষীরই হইয়া থাকে]। এইরূপে অপ্রমাকরণজন্ব হইল 'সাধ্যের ব্যাপক'। কিন্তু যেখানে উপলব্ধি (—হেতু) থাকে, সেই স্থলেই 'অপ্রমাকরণজন্ব' থাকে, ইহা বলা যায় না ; কারণ ঘটোপলব্ধিও উপলব্ধি, তাহা কিন্তু প্রত্যক্ষ-প্রমার করণ যে প্রত্যক্ষপ্রমাণ, তাহা হইতে উৎপন্ন ; সেইহেতু 'অপ্রমাকরণজন্ব' সেই স্থলে থাকে না। এইরূপে অপ্রমাকরণজন্ব হইল 'সাধনাব্যাপক'। অতএব এতাদৃশ দুষ্ট অনুমানের বলে জাগ্রৎকালীন উপলব্ধিকে তুমি মিথ্যা (—আলম্বনহীন) বলিতে পার না।

(২৯) এই স্থলে **সিদ্ধান্তি**কর্তৃক পূর্ব্ববাদীর অনুমানে বাধহেত্বাভাস প্রদর্শিত হইল। "যে অনুমানে সাধ্যের অভাব অন্য প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হয়, অর্থাৎ পক্ষে সাধ্য না থাকিয়া সাধ্যের অভাব থাকে, সেই অনুমানকে **বাধ**হেত্বাভাসগ্রস্ত বলা হয়,। জাগ্রৎকালীন ঘটাদিজ্ঞান সালম্বন, অর্থাৎ ঘটরূপ বাহ্য পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই ঘটজ্ঞানের উৎপত্তি হয়,

শাঙ্করভাষ্যম্

যদপি উক্তং - বিনাপি অর্থেন জ্ঞানবৈচিত্র্যং বাসনাবৈচিত্র্যাৎ এব অবকল্প্যতে ইতি ।১ তৎ প্রতিবক্তব্যম্ ।২ অত্র উচ্যতে, ন ভাবঃ বাসনানাম্ উপপদ্যতে, ত্বৎপক্ষে অনুপলব্ধেঃ বাহ্যানাম্ অর্থানাম্ ।৩ অর্থোপলব্ধিনিমিত্তা হি প্রত্যর্থং নানারূপাঃ বাসনাঃ ভবন্তি ।৪ অনুপলভ্যমানেষু তু অর্থেষু কিংনিমিত্তাঃ বিচিত্রাঃ বাসনাঃ ভবেয়ুঃ ?৫ অনাদিত্বে অপি অন্ধপরম্পরান্যায়েন অপ্রতিষ্ঠা এব অনবস্থা ব্যবহারলোপিনী স্যাৎ, ন অভিপ্রায়সিদ্ধিঃ ।৬ যৌ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিচিত্র বাহ্যার্থের উপলব্ধিই বাসনাবৈচিত্র্যের হেতু, 'বাসনার বৈচিত্র্য উপলব্ধিবৈচিত্র্যের' হেতু নহে। অন্বয়ব্যতিরেকবলে বাহ্য পদার্থ সিদ্ধি।]

আর যে বলা হইয়াছে—[বাহ্য] পদার্থ ব্যতিরেকে বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃই জ্ঞানের বৈচিত্র্য কল্পনা করা হয় (৪১৩পৃঃ ২১ বাক্য) ইত্যাদি ।১ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে ।২ এই বিষয়ে বলা হইতেছে—বাসনাসকলের ভাব (– সত্তা, অথবা উৎপত্তি) যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না, যেহেতু তোমার পক্ষে (– মতে) বাহ্য পদার্থ-সকলের উপলব্ধি হয় না ।৩ [না হউক্, তাহাতে বাসনার উৎপত্তিতে কি হইল ? তাহা বলিতেছেন—বাহ্য] পদার্থের উপলব্ধিরূপ নিমিত্তবশতঃই প্রত্যেক পদার্থা-বলম্বনে [পদার্থ বিভিন্ন হওয়ায়] নানাপ্রকার বাসনা উৎপন্ন হয় ।৪ কিন্তু [বাহ্য] পদার্থসকল উপলব্ধ না হইলে বিচিত্র বাসনাসকল কোন্ নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন হইবে ?৫ [যদি বল—বাহ্য পদার্থ উপলব্ধ না হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিজ্ঞানরূপ বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ উত্তরোত্তর বাহ্য বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য হইবে, বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় তাহারা অনাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—বাসনা ও বাহ্য] অনাদি হইলেও অন্ধ-পরম্পরান্যায়ে নিশ্চিতভাবে অপ্রতিষ্ঠ (– নির্ম্মূল) যে অনবস্থা, তাহা ব্যবহারলোপ-কারিণী হইয়া পড়িবে, [তাহাতে তোমার] অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না (৩০) ।৬

ভাবদীপিকা

ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারাই নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায়। সুতরাং "জাগ্রৎকালীন জ্ঞান মিথ্যা (–আলম্বনহীন") এই যে অনুমান, তাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা বাধিত হইয়া পড়ে, কারণ "জাগ্রৎকালীন ঘটজ্ঞানরূপ যে পক্ষ", তাহাতে আলম্বনহীনতারূপ সাধ্য না থাকিয়া সাধ্যের অভাব যে ঘটরূপ আলম্বন, তাহাই থাকিতেছে। সেইহেতু উক্ত অনুমানটী বাধিত হইয়া পড়িল। জাগ্রৎকালীন জ্ঞানকে নিরালম্বন বলিলে দৃষ্টবিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া বৌদ্ধ অনুমানবলে তাহা সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন ; সেই অনুমানও এইপ্রকারে বাধিত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে সেই অনুমানে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিও প্রদর্শিত হইয়াছে (২৫ ও ২৮ ভাবদীঃ দ্রষ্টব্য)।

(৩০) এই স্থলে সিদ্ধান্তীর তাৎপর্য্য এই— বীজ ও অঙ্কুরের কার্য্যকারণভাব লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। সেইহেতু প্রত্যেকটী বীজ ও প্রত্যেকটী অঙ্কুর দৃষ্ট না হইলেও তজ্জাতীয় বীজ ও অঙ্কুরের অনাদি কার্য্যকারণভাব অঙ্গীকার করা যুক্তিসঙ্গত। তাহাতে অনবস্থা হইলেও দৃষ্টসিদ্ধ;

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি অন্বয়ব্যতিরেকৌ অর্থাপলাপিনা উপন্যস্তৌ 'বাসনানিমিত্তম্ এব ইদং জ্ঞানজাতং, ন অর্থনিমিত্তম্ ইতি', তৌ অপি এবং সতি প্রত্যুক্তৌ দ্রষ্টব্যৌ; বিনা অর্থোপলব্ধ্যা বাসনানুপপত্তেঃ।৭

ভাষ্যানুবাদ

'বাসনারূপ নিমিত্তবশতঃ এই জ্ঞানসকল উৎপন্ন হয়, কিন্তু [বাহ্য] পদার্থরূপ নিমিত্তবশতঃ নহে', ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য [বাহ্য] পদার্থলোপকারিকর্তৃক যে অন্বয়-ব্যতিরেক উপন্যস্ত হইয়াছে, এইপ্রকার হইলে (—বাহ্য পদার্থের অনুভব হইতে বাসনার উৎপত্তি হয় বলিয়া তাহার বাহ্যপদার্থনিরপেক্ষতা সিদ্ধ না হইলে) সেই দুইটীও (—বৌদ্ধ প্রদর্শিত অন্বয়ব্যতিরেকও) প্রত্যুক্ত হইল, বুঝিতে হইবে ; ["বাহ্য পদার্থের অনুভব হইতে বাসনার উৎপত্তি", সিদ্ধান্তপক্ষে এই অন্বয় প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে ঐ বিষয়ে ব্যতিরেক প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু পদার্থের উপলব্ধি-ব্যতিরেকে বাসনা (—বাসনার উৎপত্তি) সম্ভব নহে (৩১)।৭ আর দেখ, [নবাবিষ্কৃত,

ভাবদীপিকা

সুতরাং প্রামাণিকী হওয়ায় তাহা দোষাবহ নহে। প্রস্তাবিত স্থলে কিন্তু বাহ্য পদার্থ নিরপেক্ষ-ভাবে বাসনার উৎপত্তি এবং বাসক বিজ্ঞান ও বাস্য বিজ্ঞানের (৭ ভাবদীঃ) কার্য্যকারণভাব লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না, তাহাকে প্রথমেই কল্পনা করিয়া লইতে হয়। এইপ্রকারে প্রথমেই যাহা স্বকপোলকল্পিত, তাহার আবার যে অনাদিত্বকল্পনা, তাহা এক অন্ধকর্তৃক অন্য অন্ধের নিকট শ্রুত দুগ্ধের নীলবর্ণতার ন্যায় অন্ধপরম্পরাপ্রাপ্ত, সুতরাং নির্ম্মূলই হইয়া পড়ে। এতাদৃশ নির্ম্মূল কল্পনার দ্বারা তোমার অভিপ্রেত বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য সম্পাদিত না হওয়ায় লোক-ব্যবহারই বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে এবং বাহ্যপদার্থশূন্যতারূপ যে তোমার অভিপ্রায়, তাহাও সিদ্ধ হইবে না। আর যে বলা হইয়াছে—"স্বপ্নকালে বাহ্য পদার্থ না থাকিলেও বাসনাবৈচিত্র্যবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয়, আর নবজাতকে বাসনাব্যতিরেকে জ্ঞানবৈচিত্র্য সম্ভব হয় না, ইহা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ হওয়ায়" (২।২।২৮সূঃ ২৩-২৫ বাক্য) বাসনা ও ধীবৈচিত্র্যের অনাদিত্ব-কল্পনা সঙ্গত। সেইহেতু অনবস্থা নির্ম্মূল নহে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**তৌ অপি**—'বাসনারূপ' ইত্যাদি। (৭ বাক্য)

(৩১) **বৌদ্ধ** যে অন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন—"স্বপ্নকালে বাহ্য পদার্থ না থাকিলেও বাসনাবৈচিত্র্যবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয়" (৪১৫ পৃঃ), এই স্থলে **সিদ্ধান্তী**কর্তৃক স্বানুকূল অন্বয়ব্যতিরেক প্রদর্শনদ্বারা তাহা নিরাকৃত হইল। সেই স্বানুকূল **'অন্বয়'** এই প্রকার—যে বাসনা (—সংস্কার) বশতঃ স্বপ্নদর্শন হয়, জাগ্রৎকালীন জ্ঞানই সেই বাসনার প্রতি হেতু। আবার জাগ্রৎকালীন সেই জ্ঞান, বাহ্য পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই উৎপন্ন হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ, কারণ ঘট বা পট, যাহাই যখন দ্রষ্টার সম্মুখে যদৃচ্ছাক্রমে আনীত হয়, তাহার জ্ঞানও তখন হয় তদাকার ; তৎকালেই যে তদাকার বিজ্ঞানোৎপত্তির বাসনা পরিপক্ক হইয়াছে (৭ ভাবদীঃ), এইপ্রকার উদ্দাম কল্পনার প্রতি কোন যুক্তি নাই। অতএব বাসনার বৈচিত্র্যের প্রতি বাহ্য পদার্থই প্রযোজক কারণ, ইহাই সিদ্ধ হয় বলিয়া বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি হইলে

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ বিনাপি বাসনাভিঃ অর্থোপলব্ধ্যুপগমাৎ, বিনা তু অর্থোপলব্ধ্যা বাসনোৎপত্ত্যনভ্যুপগমাৎ অর্থসদ্ভাবম্ এব অন্বয়ব্যতিরেকৌ অপি প্রতিষ্ঠাপয়তঃ।৮ অপিচ বাসনা নাম সংস্কারবিশেষাঃ।৯ সংস্কারাশ্চ ন আশ্রয়মন্তরেণ অবকল্পন্তে, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ।১০ ন চ তব বাসনাশ্রয়ঃ কশ্চিৎ অস্তি, প্রমাণতঃ অনুপলব্ধেঃ।১১।২।২।৩০।

ভাষ্যানুবাদ

সুতরাং অভিনব পদার্থের উপলব্ধিকালে] বাসনা ব্যতিরেকেই পদার্থের উপলব্ধি অঙ্গীকৃত হয় বলিয়া (৩২), এবং পদার্থের উপলব্ধি ব্যতিরেকে বাসনার উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয় না বলিয়া [বাহ্য পদার্থের উপলব্ধি হইলে বাসনার উৎপত্তি হয় এবং তাহার উপলব্ধি না হইলে বাসনার উৎপত্তি হয় না, এইপ্রকার] অন্বয়ব্যতিরেক ও [বাহ্য] পদার্থের অস্তিত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করে।৮

[সিঃ—বিজ্ঞানবাদীর মতে বাসনার সত্তা অসিদ্ধ।]

[এক্ষণে বিজ্ঞানবাদীর মতে বাসনার অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না, ইহা বলিতেছেন—] আর এক কথা, বাসনা বলিতে [পদার্থজ্ঞানজন্য] বিশেষ সংস্কারসকলকে 'গ্রহণ করিতে হইবে'।৯ আর সংস্কারসকল আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বীকৃত হয় না (—কোন আশ্রয়েই তাহারা অবস্থান করে), যেহেতু লোকমধ্যে এইপ্রকারই পরিদৃষ্ট হয়, [যথা বেগরূপ সংস্কার নিক্ষিপ্ত বাণকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে]।১০ তোমার মতে কিন্তু বাসনার আশ্রয় কিছু নাই, যেহেতু প্রমাণবলে [তাদৃশ আশ্রয়] উপলব্ধ হয় না (৩৩)।১১।২।২।৩০।

ভাবদীপিকা

বাসনার উৎপত্তি, এইপ্রকার অন্বয়ই সিদ্ধ হয়। সিদ্ধান্তীর স্বানুকূল **ব্যতিরেক,** "পদার্থের উপলব্ধিব্যতিরেকে বাসনা সম্ভব হয় না", এই ৭ ভাষ্যবাক্যে স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে। এইপ্রকারে অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল যে, বাহ্যপদার্থনিরপেক্ষভাবে বাসনার উৎপত্তিই সম্ভব হয় না। সেই অনুৎপন্ন বাসনাকে বিজ্ঞানবৈচিত্র্যের প্রতি হেতুরূপে অঙ্গীকার করায় অন্ধপরম্পরাগত নির্ম্মূল অনবস্থাই বাহ্যপদার্থাপলাপকারী বিজ্ঞানবাদীর মস্তকে আপতিত হইল। এক্ষণে "বাসনাব্যতিরেকে জ্ঞানবৈচিত্র্য সম্ভব হয় না", **বৌদ্ধের** এই ব্যতিরেককে (৪১৬ পৃঃ) বিঘটিতকরতঃ স্বপক্ষে প্রদর্শিত অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—**অপিচ**—'আর দেখ', ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

(৩২) এই স্থলে **বিজ্ঞানবাদীর** 'বাসনাব্যতিরেকে জ্ঞানবৈচিত্র্য সম্ভব হয় না', (৪১৬ পৃঃ) এই ব্যতিরেক বিঘটিত হইয়া পড়িল। এইপ্রকারে পূর্ব্ববাদীর অন্বয়ব্যতিরেক বিঘটিত হওয়ায় বাসনার বিচিত্রতা জ্ঞানবৈচিত্র্যের প্রতি হেতু নহে, পরন্তু বিষয়ের বিচিত্রতাই তাহার হেতু, ইহা সিদ্ধ হইল। বাহ্যপদার্থোপলব্ধিরূপ কারণের কার্য্য যে বাসনা, তাহা বাহ্যপদার্থনিরপেক্ষ হইবে, ইহা সম্ভব নহে। এক্ষণে অন্বয়ব্যতিরেক যে বৌদ্ধের অনুকূল নহে, পরন্তু বাহ্যপদার্থসিদ্ধির অনুকূল, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—**বিনা তু**—'এবং পদার্থের' ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

ভাবদীপিকা

[সিঃ—ক্ষণিক বিজ্ঞান বাসনার আশ্রয়, এই মতবাদ নিরাকরণ।]

(৩৩) **বৌদ্ধ** বলেন—আমাদের মতে আশ্রয় উপলব্ধ হয়, ক্ষণিক বিজ্ঞানই সেই আশ্রয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—**(ক)** তোমাদের মতে সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক হওয়ায় পূর্ব্ব ক্ষণে উৎপন্ন বিজ্ঞানে পরক্ষণোৎপন্ন বাসনা আশ্রিত থাকে, ইহা বলা যায় না। ফলে ইহাই হইয়া পড়ে যে, একই ক্ষণে উৎপন্ন বাসনা ও বিজ্ঞানরূপ দুইটী ক্ষণিক পদার্থের মধ্যে আধার-আধেয়ভাব হইতে পারে না, যেমন যুগপৎ উৎপন্ন গোশৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে একটী অপরটীর আশ্রয় হইতে পারে না, তদ্রূপ। **(খ)** আর যদি বিজ্ঞান ও বাসনার পৌর্ব্বাপর্য্য অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে যে ক্ষণে বাসনা তাহাকে আশ্রয় করিবে, সেই ক্ষণে বর্ত্তমান না থাকায় তাহা আর বাসনার আধার হইতে পারিবে না। যদি বাসনার আশ্রয় হওয়া কালে বিজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহার ক্ষণিকত্ব ব্যাহত হইয়া পড়িবে। **(গ)** আবার বিজ্ঞান ভিন্ন 'বাসনা' নামক পদার্থ অঙ্গীকার করিলে, তোমরা যে বল—"বিজ্ঞান ভিন্ন বাহ্য পদার্থ কিছুই নাই", এই 'বিজ্ঞানমাত্রবাদ' ব্যাহত হইয়া পড়িবে। যাহাহউক্, লক্ষ্য করিতে হইবে এখানে বাসনাশব্দের সিদ্ধান্তসম্মত অর্থ (৯ ভাবদীঃ) গ্রহণ করিয়া পরমত নিরাকৃত হইল।

[বৌদ্ধসম্মত বাসনার অস্তিত্ব নিরাকরণ]

বিজ্ঞানবাদী বলেন—আমরা যাহা অঙ্গীকার করি না, তাহা আমাদের উপর নিক্ষেপ করিয়া তুমি আমাদের মত খণ্ডন করিতেছ, তাহা ন্যায্য নহে। আমরা বলি—"পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানই বাসনা" (৭ ভাবদীঃ), সুতরাং ত্বৎপ্রদর্শিত বাসনার আশ্রয়াভাবঘটিত দোষ আমাদিগের উপর আপতিত হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তোমার কথিত উক্তপ্রকার বাসনা পদার্থই সিদ্ধ হয় না বলিয়া বাসনাশব্দে যাহা গৃহীত হওয়া উচিত সেই 'জ্ঞানজন্য সংস্কারবিশেষকে' গ্রহণকরতঃ তোমার মতে দোষ প্রদর্শিত হইল। তোমাদিগের সম্মত 'বাসনা' কেন সিদ্ধ হয় না, তাহা বলিতেছি—**১।** বহু ব্যবহিত "অসংবিদিত বিজ্ঞানই" হউক্, অথবা **২।** "অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানই" হউক্, এতাদৃশ বাসনা হইতে পরবর্ত্তী বিজ্ঞানের উৎপত্তিই সম্ভব হয় না, কারণ তোমাদের মতে দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয় যে বিজ্ঞান, তাহা নিজের বিনাশক্ষণে অপর বিজ্ঞানকে উৎপাদন করিবে ইহা সম্ভব নহে। ইহা ২।২।২০ সূত্রভাষ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী সূত্রভাষ্যেও প্রদর্শিত হইবে **৩।** আর তোমরা যে বহুপূর্ব্বে উৎপন্ন অসংবিদিত বিজ্ঞানকে সদ্যোৎপন্ন বিজ্ঞানের কারণরূপে কল্পনা করিতেছ, তাহাও সঙ্গত নহে। যেহেতু যাহা বহু পূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাহা সদ্যোৎপন্ন বিজ্ঞানের কারণ হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে ; যেহেতু তাহা হইলে বিনষ্ট কুঠারকেও ছেদনক্রিয়ার কারণরূপে অঙ্গীকার করিতে হয়। **শঙ্কা**—কিন্তু সিদ্ধান্তী তোমাদের বহু পূর্ব্বে বিনষ্ট যজ্ঞ, বহুব্যবহিত স্বর্গরূপ ফলের প্রতি কারণ হয় কি প্রকারে? **সমাধান**—বলিতেছি, সিদ্ধান্তী আমাদের মতে ফলদান না করা পর্য্যন্ত যজ্ঞজন্য অদৃষ্টরূপ স্থায়ী পদার্থ জীবের মোক্ষকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে। সেই অদৃষ্টই এই স্থলে **ব্যাপার,** কারণ তাহা যজ্ঞজন্য হইয়া যজ্ঞজন্য স্বর্গরূপ ফলের জনক হইয়া থাকে। সুতরাং বহু ব্যবহিত হইলেও যজ্ঞ স্বর্গরূপ ফলের প্রতি 'করণ' হইতে পারে। **বৌদ্ধ** বলেন—আমরাও তো মধ্যবর্ত্তী বিজ্ঞানসকলকে 'ব্যাপার' বলিতেছি (৭ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তাহা

ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥২।২।৩১॥

সূত্রার্থ—[নন্থ অহম্ ইতি আলয়প্রত্যয়: এব বাসনাশ্রয়: ইতি চেৎ? তত্র আহ সিদ্ধান্তী—] **ক্ষণিকত্বাৎ**—আলয়বিজ্ঞানস্থ অপি ক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ [ন বাসনাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি]। **চকার:**—এতানি এব সূত্রাণি শূন্যবাদনিরাসার্থত্বেনাপি যোজ্যন্তে ইতি সূচনার্থ:।

অনুবাদ—[যদি বলা হয়—'অহম্' ইত্যাকার আলয়বিজ্ঞানই বাসনার আশ্রয়। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] **ক্ষণিকত্বাৎ**—আলয়বিজ্ঞানেরও ক্ষণিকত্ব [তোমাদের মতে] অঙ্গীকৃত হয় বলিয়া [তাহার পক্ষে বাসনার আশ্রয় হওয়া সম্ভব হয় না]। **চকারটী**—এই সূত্রসকলই শূন্যবাদ নিরাকরণের জন্যও যোজিত হইতেছে, ইহা সূচনার জন্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদপি আলয়বিজ্ঞানং নাম বাসনাশ্রয়ত্বেন পরিকল্পিতং,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ক্ষণিক হওয়ায় আলয়বিজ্ঞানও বাসনার আশ্রয় নহে।]

আর যে আলয়বিজ্ঞান নামক বস্তু বাসনার আশ্রয়রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, ক্ষণিকত্ব

ভাবদীপিকা [বৌদ্ধসম্মত বাসনার অস্তিত্ব নিরাকরণ।]

স্বীকার করিলে তোমাদের মতে **দুইটী দোষ** হয়। যথা—**১।** উত্থমন ও নিপতনরূপ ব্যাপার কুঠারকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে; অদৃষ্টরূপ ব্যাপার অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু সর্ব্বক্ষণিকত্ববাদী তোমাদের মতে কোন আশ্রয় না থাকায় সেই ব্যাপার কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে? **২।** দ্বিতীয়তঃ সেই মধ্যবর্ত্তী বিজ্ঞানসকলকে 'ব্যাপারই' বলা যায় না; যেহেতু একটী করণের একটী কার্য্যোৎপত্তিতে বহু 'ব্যাপার' পরিদৃষ্ট হয় না। **বৌদ্ধ**—কেন হয় না? কুঠারের তো বহু উত্থমন ও নিপতনরূপ ব্যাপার পরিদৃষ্ট হয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—সেই স্থলে দ্বৈধীভাবরূপ কার্য্যও হয় বহু, যেহেতু কুঠারের এক একবার উত্থমন-নিপতনরূপ ব্যাপার দ্বারা কাষ্ঠের কিয়দংশ কর্ত্তিত হওয়ারূপ (—দ্বৈধীভাবরূপ) এক একটী কার্য্য হইয়া থাকে। তোমাদের মতে এইপ্রকারে বহু মধ্যবর্ত্তী বিজ্ঞানরূপ ব্যাপারের প্রত্যেকের এক একটী করিয়া বহু কার্য্য পরিদৃষ্ট হয় না বলিয়া তাহাদিগকে ব্যাপার বলা যায় না। **৪।** আর যে আম্রাদির দৃষ্টান্তাবলম্বনে 'অনুরূপতার' কথা বলা হইয়াছে (৪১৪ পৃঃ), তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ বস্তুর নিরন্বয় (—নিরবশেষ) ধ্বংসবাদী তোমাদের মতে বস্তুর নিঃশেষে ধ্বংস হয়, অথচ 'অনুরূপতা' থাকে, ইহা স্বসিদ্ধান্তহানিকর বিরুদ্ধ কথনমাত্র। **বৌদ্ধ**—কিন্তু নিরন্বয় ধ্বংস আমরা অঙ্গীকার করি না। **সিদ্ধান্তী** তদুত্তরে বলেন—তাহা হইলে তোমাদের সাংখ্যমতে প্রবেশ হইয়া পড়িবে; কারণ সাংখ্যসম্মত প্রধানের নাশ না হইয়াও যেমন সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম হয় (২৬৬ পৃঃ), তোমাদের ক্ষণিক বিজ্ঞানেরও তদ্রূপ নিরন্বয় নাশ না হইয়া পটাকার বিজ্ঞান হইতে পটাকার বিজ্ঞানোৎপত্তিতে সদৃশ পরিণাম ও পটাকার বিজ্ঞান হইতে ঘটাকার বিজ্ঞানোৎপত্তিতে বিসদৃশ পরিণাম অঙ্গীকৃত হইয়া পড়িবে ইত্যাদি। যাহাহউক, এইরূপে দেখা গেল—অব্যবহিতই হউক, বা বহু ব্যবহিতই হউক, বৌদ্ধসম্মত পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানরূপ 'বাসনা' পদার্থ সিদ্ধ হয় না। সেইহেতু বাসনাশব্দের সিদ্ধান্তসম্মত সংস্কাররূপ অর্থই বিজ্ঞানবাদীকে বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা গ্রহণ করিলেও আশ্রয়াভাববশতঃ তাঁহাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

তদপি ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাৎ অনবস্থিতস্বরূপং সৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানবৎ ন বাসনানাম্ অধিকরণং ভবিতুম্ অর্হতি ।১ নহি কালত্রয়সম্বন্ধিনি একস্মিন্ অন্বয়িনি অসতি, কূটস্থে বা সর্ব্বার্থদর্শিনি দেশকাল-নিমিত্তাপেক্ষবাসনাধানস্মৃতিপ্রতিসন্ধানাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি ।২ স্থিরস্বরূপত্বে তু আলয়বিজ্ঞানস্য সিদ্ধান্তহানিঃ ।৩ অপিচ বিজ্ঞানবাদে অপি ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমস্য সমানত্বাৎ যানি বাহ্যার্থ-বাদে ক্ষণিকত্বনিবন্ধনানি দূষণানি উদ্ভাবিতানি "উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ" (২।২।২০) **ইতি এবমাদীনি, তানি ইহাপি অনুসন্ধা-তব্যানি ।৪ এবম্ এতৌ দ্বৌ অপি বৈনাশিকপক্ষৌ নিরাকৃতৌ বাহ্যার্থপক্ষঃ বিজ্ঞানবাদিপক্ষশ্চ ।৫** ইতি প্রথমবর্ণকম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

অঙ্গীকৃত হয় বলিয়া তাহাও প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের ন্যায় অনবস্থিতস্বরূপ (—অস্থায়ী) হওয়ায় বাসনাসকলের অধিকরণ হইবে, ইহা সঙ্গত হইতে পারে না (৩৩ভাবদীঃ)। ১ [আচ্ছা, আলয়বিজ্ঞানসন্তানই বাসনার আশ্রয় হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই সন্তান সন্তানী হইতে ভিন্ন, অথবা অভিন্ন, ইহা নিরূপণ করা যায় না বলিয়া (৩৪৯ পৃঃ) অবস্তুভূত সেই সন্তানের পক্ষে বাসনার আশ্রয় হওয়া সম্ভব না হওয়ায়] অন্বয়ী, অর্থাৎ কালত্রয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত একটী বস্তু বিদ্যমান না থাকিলে; অথবা সকল পদার্থের দ্রষ্টা (—প্রকাশক) কূটস্থ [নিত্য এক আত্মা] বস্তু বিদ্যমান না থাকিলে; দেশ কাল ও নিমিত্তকে অপেক্ষা করে যে বাসনার আধান (—সংস্কারের উৎপত্তি) এবং স্মৃতি ও প্রতিসন্ধান (—প্রত্যভিজ্ঞা) প্রভৃতি [বাসনামূলক] ব্যবহার, তাহারা নিশ্চয়ই সম্ভব হয় না।২ [যদি বল—ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য আমরা আলয়-বিজ্ঞানরূপ আত্মাকে স্থায়ী বলিব। তদুত্তরে সিঃ বলেন—] আলয়বিজ্ঞান স্থিরস্বরূপ হইলে [তোমাদের অঙ্গীকৃত ক্ষণিকত্ব] সিদ্ধান্তের হানি হইবে।৩

[সিঃ— বাহ্যার্থবাদখণ্ডনে প্রদর্শিত দোষসকলের বিজ্ঞানবাদে অতিদেশ। মতদ্বয়নিরাকরণের উপসংহার।]

আর এক কথা, বিজ্ঞানবাদেও ক্ষণিকত্বের স্বীকৃতি সমান হওয়ায় বাহ্যার্থবাদে ক্ষণিকত্বরূপ হেতুবশতঃ যে দোষসকল উদ্ভাবিত হইয়াছে, যথা—"পরবর্ত্তী ক্ষণিক কার্য্য পদার্থের উৎপত্তিকালেই পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক কারণ পদার্থের বিনাশ অঙ্গীকৃত হয় বলিয়া কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় না", (৩৬৩ পৃঃ ভাষ্য) ইত্যাদি এই সকল সেই সকলকে এখানেও স্মরণ করিতে হইবে (—সেই দোষসকল এখানেও প্রযুক্ত হইবে)।৪ [বৌদ্ধমতদ্বয়নিরাকরণের উপসংহার করিতেছেন—] এইপ্রকারে বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকারকারী পক্ষ এবং বিজ্ঞানমাত্রের অস্তিত্ব অঙ্গীকারকারী পক্ষ, এই উভয় বৈনাশিক পক্ষই নিরাকৃত হইল।৫ প্রথম বর্ণকের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয়বর্ণকম্ (১)।

শাঙ্করভাষ্যম্

শূন্যবাদিপক্ষস্তু সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধঃ ইতি তন্নিরাকরণায় ন আদরঃ ক্রিয়তে।১ ন হি অয়ং সর্ব্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধঃ লোকব্যবহারঃ অন্যৎ তত্ত্বম্ অনধিগম্য শক্যতে অপহ্নোতুম্, অপবাদাভাবে উৎসর্গপ্রসিদ্ধেঃ।২॥২।২।৩১॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শূন্যবাদ নিরাকরণ।]

[আচ্ছা, মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের সর্ব্বশূন্যতাপক্ষ ভগবান্ সূত্রকার নিরাকরণ করিলেন না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] শূন্যবাদিগণের পক্ষ (২) কিন্তু সকল প্রমাণের বিরুদ্ধ, সেইহেতু তাহা নিরাকরণ করিবার জন্য আদর (—পৃথক্ সূত্ররচনা-রূপ প্রযত্ন) করা হইতেছেনা।১ [শূন্যবাদিগণ যে বলেন—"ভাব বস্তু কিছুই বিদ্যমান নাই, যেহেতু প্রমাণতঃ তাহা উপলব্ধ হয় না", ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন —] অন্য তত্ত্বকে (—পরমার্থভূত অধিষ্ঠানকে) অবগত না হইয়া সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধ এই লোকব্যবহারকে কদাপি অপলাপ করিতে পারা যায় না, যেহেতু অপবাদের অভাবে উৎসর্গ প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হয় (—যে লোকব্যবহার ও জগৎপ্রপঞ্চকে বাধিত করিতে ইচ্ছা করা হইতেছে, বাধ সম্ভব না হওয়ায় তাহাদের সত্তাই সিদ্ধ হইয়া পড়ে, শূন্যতা নহে (৩)।২ ॥২।২।৩১॥

ভাবদীপিকা

(১) আনন্দময়াধিকরণ (১।১।৬) প্রভৃতির ন্যায় এই অধিকরণের **বর্ণক**ভেদের কথা অনেক টীকাকারই স্পষ্টতঃ বলিতেছেন না। ন্যায়মালাকারও বর্ণকভেদ প্রদর্শনের জন্য পৃথগ্‌ভাবে শ্লোক-রচনা করেন নাই। কিন্তু ব্রহ্মামৃতবর্ষিণীকার, রত্নপ্রভাকার, ন্যায়নির্ণয়কার প্রভৃতি শূন্যবাদ নিরাকরণের জন্য এই অধিকরণের সূত্রসকলকেই পৃথগ্‌ভাবে যোজনা করিয়াছেন, বা 'যোজনা করিতে হইবে', বলিয়াছেন। কল্পতরুকার ও শাস্ত্রদর্পণকার কিন্তু এই স্থলে স্পষ্টতঃই **বর্ণকান্তর** অঙ্গীকার করিয়াছেন। "বর্ণকদ্বয়ার্থম্ উপসংহরতি" ইত্যাদি ন্যায়নির্ণয়কারের উক্তিও এই পক্ষকেই সমর্থন করে। এইসকল আলোচনা করিয়া এই ভাষ্যাংশকে আমরা **দ্বিতীয় বর্ণকরূপে** প্রদর্শন করিতেছি। তদনুযায়ী সূত্রার্থও পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

[মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের শূন্যবাদের পরিচয়]

(২) **শূন্যবাদী** মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের **মতবাদ** সংক্ষেপে এইপ্রকার—"ন সন্নাসন্ন সদসন্ন চোভাভ্যাং বিলক্ষণম্। চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ॥" (সর্ব্বসিঃ সংগ্রহ)- "যাহা তত্ত্ব, তাহা সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ নহে এবং সদসদ্ভিন্নও নহে। মাধ্যমিকগণ চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তরূপেই তত্ত্বকে জানেন"। (১।৪৪ পৃঃ, অসৎখ্যাতিবাদ দ্রঃ)। বাহ্যপদার্থসকলকে অন্যান্য বাদিগণ 'সৎ' (- বর্ত্তমানে আছে') বলিয়া থাকেন, তাহা সঙ্গত নহে। কেন নহে ? তদুত্তরে **শূন্যবাদী** বলেন—এতদ্বিষয়ক যুক্তিসকল বিজ্ঞানবাদস্থাপন ও তৎখণ্ডনাবসরে প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—
১। (ক) বাহ্য পদার্থ সৎ নহে, যেহেতু স্তম্ভাদি বাহ্য পদার্থ পরমাণুপুঞ্জরূপ, অথবা দ্ব্যণুকাদি

ভাবদীপিকা [মাধ্যমিকগণের শূন্যবাদের পরিচয়।]

ক্রমে তৎসমূহরূপ, ইহা নিরূপণ করা যায় না (৪১০ পৃঃ, ২ ভাবদীঃ)। **(খ)** জাতি গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি বাহ্য পদার্থসকলও সৎ নহে, যেহেতু তাহারা তাহাদের আশ্রয়ে কিপ্রকারে থাকে, তাহা নিরূপিত হয় না (৪১১ পৃঃ, ৩ ভাবদীঃ)। **(গ)** জ্ঞানই বিষয়ের আকারে আকারিত হয় বলিয়া বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বকল্পনা অনর্থক (৪১২ পৃঃ, ১৩ ভাষ্যবাক্য)। অতএব বাহ্য পদার্থ সৎ নহে। **(ঘ)** জ্ঞান ও বিষয় নিয়মিতভাবে একই সঙ্গে উপলব্ধ হয় বলিয়া জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না; অতএব তাহা সৎ নহে(৪১২-১৩পৃঃ ১৪-১৭বাক্য)। **(ঙ)** "জাগ্রৎ-কালীন জ্ঞান বাহ্য পদার্থকে অবলম্বন করে না, যেহেতু তাহা জ্ঞান, যেমন স্বপ্নকালীন জ্ঞান", এইপ্রকার অনুমান দ্বারা বাহ্য পদার্থ নিরাকৃত হইয়া পড়ে বলিয়া (ঐ ১৮-১৯ বাক্য) তাহা সৎ নহে। **(চ)** আবার বিজ্ঞানবাদিগণের অভিমত উক্ত জ্ঞানও সৎ নহে, কারণ তাহা পরমাণুরূপ অথবা তৎসমূহরূপ ; বিজ্ঞানের যে আকার, তাহা বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন, অথবা অভিন্ন, ইত্যাদি এই সকল নিরূপিত হয় না (ঐ ৪২১ পৃঃ ভাবদীঃ)। এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইল যে, যুক্তিসহ নহে বলিয়া বাহ্য ও আভ্যন্তর কোন পদার্থই **সৎ নহে। ২।** আন্তর ও বাহ্য পদার্থসকল **অসৎও নহে,** যেহেতু অপরোক্ষরূপে তাহাদের প্রতীতি হয়। অসৎ হইলে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় তাহাদের প্রতীতি হইত না। **৩।** উক্ত পদার্থসকলকে **সদসৎ** বলা যায় না, যেহেতু সত্তা ও অসত্তা অত্যন্ত বিরোধী হওয়ায় একত্র থাকিতে পারে না বলিয়া সদসদাত্মক কোন বস্তু সিদ্ধ হয় না **৪।** আবার বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থসকলকে **সদসদ্ভিন্নও** বলা যায় না, যেহেতু 'সদ্ভিন্ন' হইলে পদার্থসকলের অসত্তা এবং 'অসদ্ভিন্ন' হইলে তাহাদের সত্তা সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এই সত্তা ও অসত্তা হইতে ভিন্ন কোন বস্তুই সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ পদার্থসকলকে হয় সৎ, অথবা অসৎ বলিতে হইবে। কোন বস্তুতেই এই উভয়বিলক্ষণতা সিদ্ধ হয় না বলিয়া পদার্থের সদসদ্ভিন্নতা সিদ্ধ হয় না। এইরূপে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, বাহ্য ও আভ্যন্তর পদার্থসকল পরমার্থ (—যথার্থ) তত্ত্ব নহে, পরন্তু **চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত** হওয়ায় **শূন্যতাই** তাহাদের যথার্থ স্বরূপ। সর্ব্ব বস্তুর এই শূন্যতাই পরমার্থ তত্ত্ব। এই শূন্যতাই সুগতের (ভগবান্ বুদ্ধের) মুখ্য সিদ্ধান্ত। উভয়প্রকার বাহ্যার্থবাদ (—সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতবাদ) এবং বিজ্ঞানবাদ মন্দবুদ্ধি ও মধ্যম-বুদ্ধি ব্যক্তিগণের বুদ্ধিকে শূন্যতাবিষয়ক উপদেশগ্রহণের যোগ্য করিবার জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। **বোধিচিত্তবিবরণে** এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ। ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্ব্বহুভিঃ পুনঃ॥ গম্ভীরোদাত্তভেদেন ক্বচিচ্চোভয়লক্ষণা। ভিন্নাপি দেশনাঽভিন্না শূন্যতাদ্বয়লক্ষণা ॥"—'লোকনাথগণের বহুপ্রকার উপায়াবলম্বনে প্রদত্ত দেশনাসকল (—উপদেশসকল) লোকমধ্যে প্রাণিগণের (—শিষ্যগণের) চিত্তের সামর্থ্যানুযায়ী বহুপ্রকারে বিভক্ত। [সেই উপদেশ] কোন স্থলে গম্ভীর (—সূক্ষ্মবুদ্ধি উৎকৃষ্ট শিষ্যের যোগ্য) এবং কোনস্থলে উদাত্ত (—হীন ও মধ্যমবুদ্ধি শিষ্যের যোগ্য), এইপ্রকারে উভয়লক্ষণযুক্তরূপে (— শূন্যতাপ্রতি-পাদকরূপে এবং বাহ্য পদার্থের ও বিজ্ঞানরূপ আন্তর পদার্থের অস্তিত্বপ্রতিপাদকরূপে) বিভিন্ন হইলেও অদ্বয়স্বরূপ শূন্যতার যে উপদেশ, তাহা অভিন্ন (—তাহাতেই লোকনাথ ভগবান্ বুদ্ধের চরম তাৎপর্য্য')। যাহাহউক্, এই শূন্যবাদ, "জগদধ্যাসাধিষ্ঠানভূত সৎস্বরূপ ব্রহ্মেই বেদান্তসকল সমন্বিত", এই বৈদিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। সেইহেতু তাহা নিরাকরণ করিবার জন্য ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—**শূন্যবাদিপক্ষস্তু,** (৪৪৬ পৃঃ, ১ বাক্য) ইত্যাদি।

ভাবদীপিকা

[বৌদ্ধের শূন্যবাদনিরাকরণে সিদ্ধান্তীর যুক্তি]

(৩) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই 'শূন্য' শব্দের দ্বারা তোমারা কি **১।** সর্ব্বপ্রপঞ্চাতীত ভাবাত্মক কোন তত্ত্বকে বলিতে ইচ্ছা করিতেছ, অথবা **২।** অভাবাত্মক কোন তত্ত্বকে? **প্রথম পক্ষে**—ভিন্ন বচনভঙ্গী ও ভিন্ন যুক্তি অবলম্বনে তোমরা আমাদের অভিপ্রেত অদ্বয় ব্রহ্মবাদই অঙ্গীকার করিতেছ।* **দ্বিতীয় পক্ষ** অঙ্গীকার করিলে সর্ব্বপ্রমাণের বিরোধ হইয়া পড়ে। কি প্রকারে? বলিতেছি—**১।** প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা যে জগৎপ্রপঞ্চ উপলব্ধ হইতেছে, তাহার অভাবই পরমার্থ তত্ত্ব, ইহা নিরূপণ করিতে পারা যায় না; যেহেতু তাহাতে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ হইয়া পড়ে। ইহাই বলিতেছেন—**সর্ব্বপ্রমাণ**বিপ্রতিষিদ্ধ ইত্যাদি (৪৪৬ পৃঃ, ১ বাক্য)। **২। শূন্যবাদী** বলেন—প্রত্যক্ষাদি প্রতীতিসকল ভ্রমমাত্র, যেহেতু যুক্তির দ্বারা তাহারা বাধিত হইয়া পড়ে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—প্রত্যক্ষাদি (—প্রত্যক্ষ ও শব্দ) প্রমাণের বিরোধ হইলে যুক্তিই (—অনুমানাদি প্রমাণসকলই) বাধিত হইয়া পড়ে; যেহেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে উপজীবন (—অবলম্বন) করিয়াই হয় যুক্তির প্রবৃত্তি। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা বাধিত না হইলে তাহাদের সহকারিরূপেই যুক্তির সার্থকতা, বিরোধী হইলে সেই যুক্তি আভাসীকৃত (—মিথ্যা, বাধিত) হইয়া পড়ে। প্রস্তাবিত স্থলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকলের দ্বারা বাধিত যে জগৎপ্রপঞ্চের অভাবাত্মক শূন্যতা † প্রতিপাদক যুক্তি, তাহার সহায়তাবলে তোমার তাদৃশ শূন্যবাদ স্থাপিত হইয়াছে। সেইহেতু তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ইহাই বলিতেছেন—**নহি অয়ম্ সর্ব্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধঃ** ইত্যাদি (৪৪৬ পৃঃ, ২ বাক্য) **৩। আর এক কথা,** যুক্তির দ্বারা বাধিত হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ ভ্রমরূপ হইবে, ইহা তো কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। **শঙ্কা**—কিন্তু শুক্তিরজতে তাহা পরিদৃষ্ট হয়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—শুক্তিরজত,

---

* অনেকে বলেন—ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ নাস্তিক, তিনি ঈশ্বরবিষয়ে কিছুই বলেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি নিম্নোদ্ধৃত বুদ্ধবাণীর প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি, যথা—"লোকে বলে—"শ্রমণ গৌতম অবিশ্বাসী (—নাস্তিক), কারণ বাস্তব সত্তার বিনাশ ও উচ্ছেদই তিনি প্রচার করেন। আমি যাহা নহি, যাহা আমার মতবাদ নহে, তদবলম্বনে আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ করা হয়" (মঝ্ঝিম নিকায়, ২২)। "আমি ব্রহ্মকে জানি, ব্রহ্মলোক এবং ঐ স্থানে গমনের মার্গও জানি এবং যে মার্গে আরূঢ় হইলে ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি হয়, তাহাও জানি" (দীঘ্‌নিকায়, ১৩ ; তেবিজ্জ সুত্ত, ৩৮)। "অত্থি ভিক্খবে তদায়তনম্", ইত্যাদি (উদানম্, পাটলিগামিয় বগ্গো, ১ নিব্বাণ সুত্ত)। শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষুকৃত ইহার অনুবাদ এই—"আছে সেই ভিক্ষুগণ, হেন আয়তন নাহি মাটি জল বায়ু অগ্নি যার মাঝে।...উভয় চন্দ্রমা সূর্য্য ভিক্ষুগণ তায় গমনাগমন নয়। নাহি চ্যুতোৎপত্তি তার অপ্রতিষ্ঠ তাহা নিরালম্ব, দুঃখ হয় এখানেই শেষ"। [তুলনীয়—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" (মুঃ ২।২।১০), "অজরঃ অমৃতঃ" (বৃঃ ৪।৪।২৫), "তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩), "স্বে মহিম্নি, যদি বা ন মহিম্নীতি" (ছাঃ ৭।২৪।১), ইত্যাদি]। "অত্থি ভিক্খবে অজাতং", ইত্যাদি (ঐ ৩ নিব্বাণ সুত্ত)। অনুবাদ—"ভিক্ষুগণ তেমন অমৃত আছে, যাহা জন্ম উৎপত্তি সৃষ্টি ও সংস্কারের অধীন নহে। যদি তেমন কিছু না থাকিত, তবে এই জাত উৎপন্ন সৃষ্ট ও সংস্কৃত আত্মভাবের নিঃসরণ দৃষ্ট হইত না। জন্মাদিবিরহিত নির্ব্বাণ আছে বলিয়াই সঞ্জাত আত্মভাবের নিবৃত্তি দৃষ্ট হয়"। উদানম্, বোধিবগ্গো, ১০ বাহিয় সুত্ত, শেষাংশ ; চুল্লবগ্গো ১ ভদ্দিয় সুত্ত, ইত্যাদিও দ্রষ্টব্য। ভগবান্ বুদ্ধদেব যে হিন্দুগণকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়াছে, এই সকল বুদ্ধবাণী তাহার হেতু বলিয়া মনে হয়।

† আচ্ছা, "অভাবাত্মক শূন্যতা" এইপ্রকার বাক্য কেন প্রযুক্ত হইতেছে? "ভাবাত্মক শূন্যতা" নামক কিছু আছে কি? তদুত্তরে বলা যায়—মায়িক প্রপঞ্চের উপশমস্বরূপ ভাববস্তু ব্রহ্মেও শূন্যশব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়, যথা—"এষঃ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তঃ" (মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ ২।৪), "স্বপ্রকাশম্ আনন্দঘনং শূন্যম্" (নৃসিং উঃ তাঃ ৬ খণ্ড), ইত্যাদি। ইহা হইতে ব্যাবৃত্তি প্রদর্শনের জন্যই উক্তপ্রকার বাক্য প্রযুক্ত হইতেছে।

ভাবদীপিকা [শূন্যবাদ নিরাকরণে সিদ্ধান্তীর যুক্তি]

অধিষ্ঠান শুক্তিকার সহিতই পরিদৃষ্ট হয় ; নিরধিষ্ঠান রজতভ্রান্তি তো হয় না। সেই রজত-ভ্রান্তি যখন বাধিত হয় তখন অধিষ্ঠান ভাবপদার্থ শুক্তিকাই অবশিষ্ট থাকে। আর ভ্রমের বিষয়ীভূত সেই রজত যখন দৃষ্ট হয় না, তখনও সেই রজতাভাবের প্রতিযোগী যে ভাবপদার্থ রজত এবং সেই অভাবের অনুযোগী (—অধিকরণ) যে ভাবপদার্থ শুক্তিকা, তাহাদের দ্বারা নিরূপিত রজতাভাবই তো পরিদৃষ্ট হয়। সেইহেতু শুক্তিরজত ভ্রমরূপ, সুতরাং মিথ্যা হইলেও তাহার অধিষ্ঠান যে শুক্তিকা এবং প্রতিযোগী যে সত্য রজত তাহাদিগকে সত্য ভাবপার্থরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। এইরূপেই এই জগৎপ্রপঞ্চ ভ্রমরূপ, সুতরাং মিথ্যা হইলেও তাহার অধিষ্ঠানরূপে পারমার্থিক সৎ কোন ভাব বস্তুকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। যেমন অধিষ্ঠান শুক্তিকাকে অবগত না হইলে রজতভ্রান্তি নিরাকৃত হয় না, তদ্রূপ অধিষ্ঠানভূত পারমার্থিক সৎ সেই ভাব বস্তুকে অবগত না হইলে জগৎভ্রান্তি নিরাকৃত হয় না। ইহাই বলিতেছেন—**অন্যৎ তত্ত্বম্ অনধিগম্য** ইত্যাদি (৪৪৬ পৃঃ, ২ বাক্য) **৪। শূন্যবাদী**—অভাবই সেই অধিষ্ঠান। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তদঙ্গীকারে দৃষ্টবিরোধ হইয়া পড়িবে, যেহেতু রজতভ্রান্তি নিরাকৃত হইলে ভাবপদার্থ শুক্তিকাকেই অবশিষ্টরূপে দেখা যায়, রজতাভাবকে নহে। **শূন্যবাদী**—কিন্তু রজতাভাবও তো সেই স্থলে পরিদৃষ্ট হয়। **সিদ্ধান্তী**—হাঁ হয়, কিন্তু সেই রজতাভাব রজতভ্রান্তির অধিষ্ঠানরূপে পরিদৃষ্ট হয় না। অভাবাধিকরণক ভ্রান্তি সম্ভব নহে। কারণ বন্ধ্যাপুত্র কখনও শশশৃঙ্গধনুর্দ্ধররূপে পরিদৃষ্ট হয় না। আর সেই যে অভাব, ভাবাত্মক ধর্ম্মী ও অধিকরণ (—প্রতিযোগী ও অনুযোগী) ব্যতিরেকে তাহার নিরূপণই সম্ভব নহে বলিয়া অভাবই অধিষ্ঠান, তাহাই অবশিষ্ট থাকে, ইহা বলা যায় না। দেখ, কোন কিছুর নিষেধ করিতে হইলে 'ইহা ইহা নহে', 'ইহা এখানে নাই', এইপ্রকারেই তাহার নিষেধ হয়। সেই সকল স্থলেও যাহার নিষেধ হয়, তাহা হইতে ভিন্ন, তাহার ভাবাত্মক প্রতিযোগী ও অধিকরণই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। সেইহেতু অভাবকে অধিকরণ বলা যায় না। অতএব যুক্তিবলে জগৎপ্রপঞ্চের অভাবাত্মক শূন্যরূপতা সিদ্ধ হয় না বলিয়া সেই যুক্তির যাহা উপজীব্য, যদবলম্বনে সেই যুক্তির প্রবৃত্তি হয়, সেই যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল, তাহাদের বলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ এই জগৎপ্রপঞ্চ ও লোকব্যবহারকে বিলোপ করিতে পারা যায় না। ফলে অপবাদের অভাবে উৎসর্গই সিদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহাই বলিতেছেন—**অপবাদাভাবে,** ইত্যাদি (৪৪৬ পৃঃ, ২ বাক্য)। "অগ্নিষোমীয়ং পশুম্ আলভেত", এইপ্রকার অপবাদ (১।১১০ পৃঃ) না থাকিলে যেমন "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি", এই উৎসর্গ (—সামান্যবিধি) সিদ্ধ হয় ; তদ্রূপ যুক্তির দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চ ও লোকব্যবহারের অভাবাত্মক শূন্যরূপতা সিদ্ধ না হওয়ায়, তাহাদের ভাবরূপতাই সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব। **৫।** আবার দেখ, চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত হইলে বস্তুর শূন্যতা (—অভাব) সিদ্ধ হয়, ইহা বলা যায় না ; কারণ তাহা অনির্ব্বচনীয়ও হইতে পারে। সিদ্ধান্তে অনির্ব্বচনীয় জগতের অধিষ্ঠান সৎস্বরূপব্রহ্ম-বস্তুই বিদ্যমান আছেন ; কিছুই নাই, তাহা নহে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলেই অনির্ব্বচনীয় এই জগৎপ্রপঞ্চের বিলোপ সম্ভব, তৎপূর্ব্বে নহে ; "**অন্যৎ তত্ত্বম্ অনধিগম্য**, ইত্যাদি ভাষ্য-বাক্যের (৪৪৬ পৃঃ) ইহাই গূঢ় মর্ম্ম। অতএব তোমার অভাবাত্মক শূন্যবাদ দুর্যুক্তিমূলক কল্পনা-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িল। বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনকালে শূন্যবাদীর অভিপ্রেত বাহ্যপদার্থের সত্তা-নিবারক অন্যান্য যুক্তিসকল নিরাকৃত হইয়াছে। [প্রধানতঃ ব্রহ্মবিদ্যাভরণাবলম্বনে]। (ক্রমশঃ)

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥২।২।৩২॥

পদচ্ছেদ—সর্ব্বথা, অনুপপত্তেঃ, চ।

সূত্রার্থ—[বর্ণকদ্বয়ার্থং অধিকরণদ্বয়ার্থং চ উপসংহরতি—] **সর্ব্বথা**—সর্ব্বপ্রকারেণ, পশ্যনাতিষ্ঠনেত্যাদ্যপশব্দপ্রয়োগাৎ গ্রন্থতঃ, পূর্ব্বপ্রদর্শিতপ্রকারেণ অর্থতশ্চ ইত্যর্থঃ, **অনুপপত্তেঃ**—অসঙ্গতত্বাৎ [নাদরণীয়ং ভ্রান্তিমূলং সৌগতমতং শ্রেয়োঽর্থিভিঃ ইতি সিদ্ধম্]। **চকারঃ**—সৌগতমতস্য অনুপপন্নত্বে অসম্বদ্ধপ্রলাপিত্বাদিহেত্বন্তরং সমুচ্চিনোতি।

অনুবাদ—[বর্ণকদ্বয়ের এবং অধিকরণদ্বয়ের অর্থকে উপসংহার করিতেছেন—] **সর্ব্বথা**—সকলপ্রকারে, অর্থাৎ 'পশ্যনা' 'তিষ্ঠনা' ইত্যাদি অপশব্দপ্রয়োগবশতঃ গ্রন্থতঃ এবং পূর্ব-

ভাবদীপিকা

[মাধ্যমিকের শূন্যবাদ কি কখন ব্রহ্মবাদের নামান্তর ?]

একটু প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—পূজ্যপাদ আচার্য্য **নাগার্জ্জুন** বিরচিত "মাধ্যমক কারিকাসম্মত" শূন্যবাদ অভাবাত্মক শূন্যবাদ (Nihilism) কি না, তাহা চিন্তনীয়। মাধ্যমক কারিকা ও আচার্য্য **চন্দ্রকীর্ত্তি** বিরচিত তাহার টীকা 'প্রসন্নপদা' হইতে কিছু উদ্ধৃতি প্রদর্শন করিতেছি। পাঠক স্বয়ংই সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিবেন। **১।** "অস্তিত্বং যে তু পশ্যন্তি নাস্তিত্বং চাল্পবুদ্ধয়ঃ। ভাবানাং তে ন পশ্যন্তি দ্রষ্টব্যোপশমং শিবম্" ॥ (মাধ্যঃ কাঃ ৫।৮) —'যে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ভাব (—পদার্থ) সকলের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব দর্শন করে, তাহারা সকল দ্রষ্টব্য যাহা হইতে উপশম (—নিবৃত্ত) হইয়া গিয়াছে, সেই শিবকে দর্শন করে না'। ইহার 'প্রসন্নপদা' এই—দ্রষ্টব্যোপশমং শিবলক্ষণং সর্ব্বকল্পনাজালরহিতং জ্ঞানজ্ঞেয়নিবৃত্তিস্বভাবং শিবং পরমার্থস্বভাবং। পরমার্থম্ অজরম্ অমরম্ অপ্রপঞ্চং নির্ব্বাণং শূন্যতাস্বভাবং তে ন পশ্যন্তি", ইত্যাদি। **২।** "অপরপ্রত্যয়ং শান্তং প্রপঞ্চৈরপ্রপঞ্চিতম্। নির্ব্বিকল্পমনানার্থমেতত্তত্ত্বস্য লক্ষণম্" ॥ (ঐ ১৮।৯)—'স্বসংবেদ্যতা, শান্ততা, বাক্যের দ্বারা উচ্চারণের অযোগ্যতা, সর্ব্ববিকল্পহীনতা, ["বিকল্প—চিত্তের প্রচার, তদ্রহিত—তাহার অবিষয়" —প্রসন্নপদা।] এবং অভিন্নার্থতা (- স্বগতাদিভেদহীনতা), ইহাই তত্ত্বের লক্ষণ' [তুলনা করুন—"ন বাক্ গচ্ছতি নো মনঃ" (কেন ১।১।৩) "অনন্তরম্ অবাহ্যম্ (বৃঃ ৩।৮.৮) ইত্যাদি]। **৩।** "অতো নিরবশেষপ্রপঞ্চোপশমার্থং শূন্যতা উপদিশ্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোপশমঃ শূন্যতায়াং প্রয়োজনম্। ভবাংস্তু নাস্তিত্বং শূন্যতার্থং পরিকল্পয়ন্ প্রপঞ্চজালম্ এব সম্বর্দ্ধয়মানঃ ন শূন্যতায়াং প্রয়োজনং বেত্তি"।...."ন পুনঃ অভাবশব্দস্য যঃ অর্থঃ সঃ শূন্যতাশব্দার্থঃ। অভাবশব্দার্থং চ শূন্যতার্থম্ ইতি অধ্যারোপ্য ভবান্ অস্মান্ উপালভতে"। (ঐ ২৪।৭, প্রসন্নপদা)। [লক্ষ্য করুন—**শূন্যতাকে অভাবাত্মকরূপে অঙ্গীকার করা হইতেছে না**]। **৪।** "যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শূন্যতাং তাং প্রচক্ষ্মহে" (ঐ ২৪।১৮)। ইহার প্রসন্নপদা এই—"যঃ অয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদঃ হেতুপ্রত্যয়ান্ অপেক্ষ্য অঙ্কুরবিজ্ঞানাদীনাং প্রাদুর্ভাবঃ, সঃ স্বভাবেন অনুৎপাদঃ,....সা শূন্যতা"। এই স্থলে হেতূপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধবশতঃ (২।২।৪ অধিঃ ৯ ভাবদীঃ) যে অঙ্কুরাদির উৎপত্তি বাহ্যাস্তিত্ববাদিগণের মতে অঙ্গীকৃত হয়, তাহা শূন্যবাদে অঙ্গীকার করা হইতেছে না, পরন্তু তাহারা যে পরমার্থতঃ উৎপন্নই হয় নাই, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে। "এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে" (মাঃ কাঃ ৪।৪৮), এই গৌড়পাদীয় বচনের সহিত তুলনা করুন। ইহা দিগ্‌দর্শনমাত্র। বিস্তৃত আকরে দ্রষ্টব্য।

প্রদর্শিতপ্রকারে অর্থতঃ, এই সকলপ্রকারেই, **অনুপপত্তেঃ**—অসঙ্গত হওয়ায় [ভ্রান্তিমূলক সৌগতমত স্বীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণকর্তৃক আদরণীয় নহে, ইহা সিদ্ধ হইল]। চকারটী—বৌদ্ধমতের অনুপপত্তির প্রতি অসম্বদ্ধপ্রলাপিত্ব প্রভৃতি অন্য যুক্তিসকলকে সমুচ্চয় করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

কিং বহুনা সর্ব্বপ্রকারেণ যথাযথা অয়ং বৈনাশিকসময়ঃ উপপত্তিমত্তায় পরীক্ষ্যতে, তথাতথা সিকতাকূপবৎ বিদীর্য্যতে এব।১ ন কাঞ্চিদপি অত্র উপপত্তিং পশ্যামঃ।২ অতশ্চ অনুপপন্নঃ বৈনাশিকতন্ত্রব্যবহারঃ।৩ অপি চ বাহ্যার্থ-বিজ্ঞান-শূন্যবাদত্রয়ম্ ইতরেতরবিরুদ্ধম্ উপদিশতা সুগতেন স্পষ্টীকৃতম্ আত্মনঃ অসম্বদ্ধপ্রলাপিত্বম্।৪ প্রদ্বেষঃ বা প্রজাসু বিরুদ্ধার্থপ্রতিপত্ত্যা

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সকলপ্রকার বৌদ্ধমত খণ্ডনের উপসংহার। সর্ব্বপ্রকারেই তাহা অসঙ্গত।]

অধিক আর কি বলিব, যুক্তিসঙ্গত করিবার জন্য এই বৌদ্ধমতবাদ যে যে প্রকারে পরীক্ষিত হইতেছে, সেই সেই প্রকারেই [ইহা] বালুকানির্ম্মিত কূপের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারেই বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।১ ইহাতে কোনপ্রকার যুক্তিই আমরা দেখিতেছি না।২ সেইহেতু বৌদ্ধশাস্ত্রের ব্যবহার (—প্রতিপাদ্য বিষয়) অসঙ্গত।৩ আবার দেখ, পরস্পর বিরুদ্ধ বাহ্যার্থবাদ বিজ্ঞানবাদ এবং শূন্যবাদ, এই বাদত্রয় উপদেশকারী সুগতকর্ত্তৃক স্বীয় অসম্বদ্ধ প্রলাপিত্ব স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।৪ [কিন্তু ভগবান্ বাসুদেবের অবতার সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ অসম্বদ্ধ প্রলাপী হইবেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অথবা, বিরুদ্ধ বিষয় অবগত হইয়া এই প্রজাসকল (—বেদবিমুখ অসুরগণ) মোহপ্রাপ্ত হউক', (৪) এইপ্রকারে প্রজাগণের (—অসুরগণের)

ভাবদীপিকা

(৪) কেহ কেহ বলেন—"বিমুহ্যেয়ুঃ ইমাঃ প্রজাঃ", ইহা সম্ভবতঃ কোন পুরাণবচন। ইদানীন্তনকালিক মনীষিগণ কিন্তু বলেন—"আমাদের ধর্ম্মব্যবস্থাপক ভগবান্ বুদ্ধ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বৈদিক সত্যকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে", শিষ্যগণের এইপ্রকার গোঁড়ামীবশতঃ সনাতন বেদ ও বৈদিক সত্যকে উপেক্ষা করিয়া মাত্র যুক্তি অবলম্বনে বুদ্ধবাণীর বিভিন্নপ্রকার অপব্যাখ্যা হওয়ায় ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধমত নানাপ্রকারে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ বেদৈকপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এই বিষয়ে তাঁহার বাণী আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি (৪৪৮ পৃঃ)। ভাষার বিভিন্নতা থাকিলেও ভগবান্ গৌতমবুদ্ধকর্ত্তৃক উপদিষ্ট সাধনমার্গ ও পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গযোগমার্গের সাদৃশ্যও অনুধাবনযোগ্য। এই সকল দৃষ্টে প্রতিভাত হয় ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ ছিলেন হিন্দু, হিন্দু আচার্য্যগণের শিষ্য, কিন্তু তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যসম্প্রদায় হইয়াছেন—বৌদ্ধ। ফলে হিন্দুগণকর্তৃক অবতাররূপে ভগবান্ বুদ্ধ অঙ্গীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধমত ত্যক্ত হইয়াছে। এইরূপে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ এই সকল বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারের হেতু নহেন, তাঁহার নানাদিগ্দেশাগত বিভিন্নপ্রকার বুদ্ধি, রুচি ও আচারসম্পন্ন শিষ্যসম্প্রদায়ই তাহার হেতু।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিমুমোহয়িষুঃ ইমাঃ প্রজাঃ ইতি ।৫ সর্ব্বথাপি অনাদরণীয়ঃ অয়ং সুগতসময়ঃ শ্রেয়স্কামৈঃ ইতি অভিপ্রায়ঃ ।৬॥২।২।৩২॥

ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্। ইতি পঞ্চমং নাভাবাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে ।৫ [অতএব] এই বৌদ্ধমতবাদ কল্যাণ-কামিগণকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রকারেই অনাদরণীয়, ইহাই অভিপ্রায় (৫) ।৬ [এইরূপে ভ্রান্তি-মূলক, সুতরাং অসঙ্গত বৌদ্ধমতবাদ অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে বেদান্ত সমন্বয়ের বিরোধ করিতে পারে না, ইহা সিদ্ধ হইল] ॥২।২।৩২॥ দ্বিতীয় বর্ণকের ও নাভাবাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৫) **ঋজু**প্রভাকার প্রভৃতি বলেন—নাভাবাধিকরণে পঠিত সূত্রসকলের দ্বিতীয় বর্ণকানুযায়ী শূন্যবাদনিরাকরণপর ব্যাখ্যা হইবে এইপ্রকার—**নাভাব উপলব্ধেঃ** ॥২।২।২৮॥ অর্থ—[আভ্যন্তর জ্ঞান ও বাহ্য পদার্থসকলের] **অভাবঃ**—অভাব, **ন**—সম্ভব নহে। **উপলব্ধেঃ**—যেহেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকলের দ্বারা তাহারা উপলব্ধ হয়।

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥২।২।২৯॥ অর্থ—[যদি বলা হয়—"জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা জ্ঞান ও বিষয়শূন্য, যেহেতু তাহারা অবস্থা, যেমন সুষুপ্তি অবস্থা"। তদুত্তরে বলিতেছেন—] **স্বপ্নাদিবৎ**—স্বপ্ন যাহার আদি (—প্রারম্ভাবস্থা), তাহা স্বপ্নাদি, অর্থাৎ সুষুপ্তি, তাহার ন্যায় [জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান ও বিষয়শূন্যতা] **ন**—সিদ্ধ হয় না। [কেন হয় না? তাহা বলিতেছেন—] **বৈধর্ম্ম্যাৎ**—যেহেতু [জাগ্রৎ ও স্বপ্নে] বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের উপলব্ধি এবং [সুষুপ্তিতে] তাহার অনুপলব্ধিরূপ বৈধর্ম্ম্য আছে। চকারটি—সুষুপ্তিকালে ['আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম', এইপ্রকারে স্মৃত] আত্মবিষয়ক জ্ঞানের সদ্ভাবকে সমুচ্চয় করিতেছে। [সেইহেতু দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষবশতঃ অনুমান সম্ভব নহে, ইহাই ভাব]।

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥২।২।৩০॥ অর্থ—[প্রপঞ্চ বাধিত হইলে সেই বাধের অধিষ্ঠানরূপে কোন সত্যবস্তুর কথা বলিতে হইবে, কারণ নিরধিষ্ঠান বাধ সম্ভব নহে। সেই সত্য অধিষ্ঠান কিন্তু তোমার মতে] **ন ভাবঃ**—বিদ্যমান নাই। **অনুপলব্ধেঃ**—যেহেতু তোমার অভিমত [প্রত্যক্ষ ও অনুমানরূপ] প্রমাণের দ্বারা তাদৃশ সৎ অধিষ্ঠান উপলব্ধ হয় না। [অতএব তোমার অভিমত জগৎপ্রপঞ্চের শূন্যতা সিদ্ধ হয় না]।

ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥২।২।৩১॥ এই সূত্রটীকে "ক্ষণিকত্বোপদেশাচ্চ", এইরূপে পাঠ করিতে হইবে। অর্থ—**ক্ষণিকত্বাৎ**—ক্ষণিকত্বের, এবং **চ**—তাহার বিরুদ্ধ শূন্যতার উপদেশ করা হইয়াছে বলিয়া [সুগত বাধিত পদার্থের বোধক, সুতরাং অসঙ্গত প্রলাপী হইয়া পড়েন। সেইহেতু তৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট শূন্যবাদ সিদ্ধ হয় না]।

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥২।২।৩২॥ ইহার অর্থ পূর্ব্ববৎ হইবে (৪৫০ পৃঃ), যেহেতু ইহা সকলপ্রকার বৌদ্ধমত নিরাকরণের উপসংহার সূত্র। [ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলিয়াছেন—এই শেষোক্ত সূত্রটীকেই শূন্যবাদনিরাকরণের জন্য পুনরায় যোজনা করিতে হইবে]। দ্বিতীয় বর্ণক এবং নাভাবাধিকরণ সমাপ্ত।

৬। একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্। [৩৩-৩৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—জৈনমতবাদ খণ্ডন।

অধিকরণসঙ্গতি—মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধগণের মতবাদ নিরাকরণের অনন্তর মুক্তাম্বরগণের (—বিবসন জৈনগণের) মতবাদ বুদ্ধিতে আরূঢ় হওয়ায় তন্নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের বুদ্ধিসন্নিধিরূপ **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

সিদ্ধিঃ সপ্তপদার্থানাং সপ্তভঙ্গীনয়ান্নবা।
সাধকন্যায়সম্ভাবাত্তেষাং সিদ্ধৌ কিমদ্ভুতম্॥
একস্মিন্ সদসত্ত্বাদিবিরুদ্ধপ্রতিপাদনাৎ।
অপন্যায়ঃ সপ্তভঙ্গী ন চ জীবস্য সাংশতা॥

অন্বয়—সপ্তভঙ্গীনয়াৎ সপ্তপদার্থানাং সিদ্ধিঃ, ন বা? সাধকন্যায়সদ্ভাবাৎ তেষাং সিদ্ধৌ কিম্ অদ্ভুতম্? একস্মিন্ সদসত্ত্বাদিবিরুদ্ধপ্রতিপাদনাৎ সপ্তভঙ্গী অপন্যায়ঃ, জীবস্য চ সাংশতা ন।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—['ঘটঃ অস্তি', 'ঘটঃ নাস্তি', ইতি প্রত্যয়বলাদেব সত্ত্বাদ্যনৈকান্তম্ ইতি দিগম্বর-সিদ্ধান্তঃ অত্র বিষয়ঃ। তেন সিদ্ধান্তেন একস্মাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং বদতঃ সমন্বয়স্য বিরোধশঙ্কায়াং তন্নিরাসায় প্রযত্যতে। তত্র সন্দিহ্যতে—] সপ্তভঙ্গীনয়াৎ [দিগম্বরসম্মতানাং] সপ্তপদার্থানাং সিদ্ধিঃ [স্যাৎ], ন বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[সপ্তভঙ্গীরূপ-] সাধকন্যায়সদ্ভাবাৎ তেষাং [জীবাদীনাং সপ্তপদার্থানাং] সিদ্ধৌ কিম্ অদ্ভুতম্?

সিদ্ধান্ত - [জীবাদিরূপে] একস্মিন্ [পদার্থে সত্ত্বাদিনং প্রতি সদ্রূপতা, অসত্ত্বাদিনং প্রতি অসদ্রূপতা ইতি এবম্প্রকারেণ] সদসত্ত্বাদিবিরুদ্ধপ্রতিপাদনাৎ সপ্তভঙ্গী অপন্যায়ঃ। জীবস্য চ সাংশতা ন [যুজ্যতে; অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। তদনিত্যত্বে মোক্ষঃ কস্য পুরুষার্থঃ স্যাৎ? তস্মাৎ ন্যায়াভাসেন সপ্তভঙ্গাখ্যেন জীবাদিপদার্থানাং ন সিদ্ধিঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—['ঘট আছে', 'ঘট নাই'—এইপ্রকার জ্ঞানের বলেই সত্তা (—কোন বস্তুর থাকা) প্রভৃতি হয় অনৈকান্ত (—ব্যভিচারী, সদাই একরূপে কথনের অযোগ্য), এই দিগম্বর-সিদ্ধান্ত (—জৈনমতবাদ) এখানে বিচার্য্য বিষয়। সেই সিদ্ধান্তের দ্বারা এক ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তিকথনশীল বেদান্তসমন্বয়বিষয়ে বিরোধের আশঙ্কা হইলে তাহা নিরাকরণের জন্য যত্ন করা হইতেছে। সেই স্থলে সন্দেহ হইতেছে—] সপ্তভঙ্গীনয়দ্বারা (১) [দিগম্বরগণের সম্মত, জীবাদি] সাতটী পদার্থের সিদ্ধি হয়, অথবা হয় না?

ভাবদীপিকা [সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের পরিচয়।]

(১) **সপ্তভঙ্গীন্যায়**—জৈনমতাবলম্বিগণ অনেকান্তবাদী, কারণ তাঁহাদের মতে কোন বস্তুর স্বরূপ 'ইহা এইপ্রকারই, অন্যপ্রকার নহে', এইরূপে একান্তভাবে নির্ণীত হয় না। বস্তুর এতাদৃশ অনেকান্তস্বভাব প্রতিপাদনের জন্য তাঁহারা সাতপ্রকার ন্যায় (—যুক্তি) প্রয়োগ করেন। যথা—১। স্যাদস্তি, ২। স্যান্নাস্তি, ৩। স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, ৪। স্যাদবক্তব্যঃ, ৫। স্যাদস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, ৬। স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, ৭। স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ। 'স্যাৎ'

পূর্ব্বপক্ষ—[সপ্তভঙ্গীরূপ] সাধক যুক্তি আছে বলিয়া তাহাদের (—জীবাদি সপ্ত পদার্থের) সিদ্ধিতে আশঙ্কা কি আছে ? (—তাহাদের সিদ্ধি হইবেই)।

সিদ্ধান্ত— [জীবাদিরূপ] একটি পদার্থে [সত্ত্বাদীর (—যাঁহারা বলেন জীবাদি বর্ত্তমান আছে, তাঁহাদের) প্রতি সদ্রূপতা, অসত্ত্বাদীর প্রতি অসদ্রূপতা, ইত্যাদি এইপ্রকারে] সত্তা ও অসত্তা প্রভৃতি বিরুদ্ধ বিষয় প্রতিপাদিত হওয়ায় সপ্তভঙ্গী ন্যায় দুর্যুক্তি। আর জীবের অংশযুক্ততা (—সাবয়বতা) যুক্তিসঙ্গত নহে, [যেহেতু জীব অনিত্য হইয়া পড়িবে। তাহা অনিত্য হইলে মোক্ষ কাহার পুরুষার্থ হইবে ? অতএব সপ্তভঙ্গীনামক দুষ্ট যুক্তির দ্বারা জীব প্রভৃতি পদার্থের সিদ্ধি হয় না]। **ফলভেদ**—পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়।

ভাবদীপিকা [সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের পরিচয়]

শব্দটীর অর্থ—'কথঞ্চিৎ', কোনপ্রকারে'। স্যাদাস্ত শব্দের অর্থ— কথঞ্চিৎ আছে, কোনপ্রকারে আছে। স্যান্নাস্তি শব্দের অর্থ—কোনপ্রকারে নাই, কথঞ্চিৎ নাই। তাঁহাদের মতে 'অবক্তব্য' শব্দের অর্থ -অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব, এই দুইটী ধর্ম্মের যুগপৎ প্রধানভাবে প্রয়োগজন্য মনে যে ভাববিশেষ উদিত হয়, তাহা। এতাদৃশ বিরোধী ধর্ম্মদ্বয়ের যুগপৎ বোধোৎপাদক কোন শব্দ না থাকায় তাদৃশস্থলে তাঁহারা 'অবক্তব্য' এই শব্দের প্রয়োগ করেন। ভঙ্গশব্দের অর্থ—নিরাকরণ। "সপ্তানাং অস্তিত্বাদীনাং নিয়মানাং ভঙ্গঃ – সপ্তভঙ্গঃ, তেষাং সমাহারঃ সপ্তভঙ্গী, তস্যাঃ নয়—ন্যায়ঃ সপ্তভঙ্গীন্যায়ঃ"—'অস্তিত্ব প্রভৃতি সাতপ্রকার নিয়মের যে ভঙ্গ, তাহা সপ্তভঙ্গ, তাহাদের সমাহার সপ্তভঙ্গী, তদ্বিষয়িণী ন্যায়ই (। যুক্তিই) 'সপ্তভঙ্গীন্যায়'। ইহার দ্বারা সাত প্রকার একান্তবাদের নিরাকরণ হয়। সাতপ্রকার একান্তবাদী বলিতে—১। সাংখ্য, ২। শূন্যবাদী বৌদ্ধ, ৩। নৈয়ায়িক, ৪। অনির্ব্বচনীয়তাবাদী বেদান্তী, এবং ৫-৭। অন্য তিনপ্রকার বেদান্তৈকদেশীর মতবাদকে গ্রহণ করিতে হইবে। তত্তৎ ভঙ্গপ্রদর্শনকালে ইহা প্রদর্শিত হইতেছে। জৈনমতে সপ্তভঙ্গীন্যায়ের **প্রয়োগ** এইপ্রকার– **(ক)** কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন—'ঘট কি বর্ত্তমান আছে' ? তদুত্তরে **সাংখ্যাচার্য্য** বলেন—হাঁ, ব্যক্ত, অথবা অব্যক্তরূপে তাহা সকল সময়েই বর্ত্তমান আছে; ইহাই তাহার একান্ত স্বরূপ। তদুত্তরে **জৈনাচার্য্য** বলেন —১। **"স্যাদাস্ত"** —"হাঁ, তাহা কথঞ্চিৎ বর্ত্তমান আছে"। ইহার তাৎপর্য্য এই—ঘট বর্ত্তমানই থাকিলে কুম্ভকারের তদুৎপাদনীয় সকল ব্যাপার ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ যাহা বর্ত্তমান থাকে, তদুৎপাদনের জন্য প্রযত্ন অনাবশ্যক। আবার ঘট যেখানে সংযোগসম্বন্ধে থাকে, সেই স্থলেই সমবায়সম্বন্ধে থাকে না; মৃন্ময় ঘট থাকিলেও সুবর্ণময় ঘট থাকে না; পাটালিপুত্রে থাকিলেও কান্যকুব্জে থাকে না; এতৎকালে থাকিলেও কালান্তরে থাকে না; শ্যামরূপে থাকিলেও লোহিতরূপে থাকে না; ইত্যাদি এই সকল ব্যতিক্রমবশতঃ ঘট যে একান্তভাবে আছে, ইহা বলা যায় না। সেইহেতু জৈনাচার্য্য বলেন 'স্যাদস্তি'—হাঁ। কথঞ্চিৎ আছে। ইহাই প্রথম ভঙ্গ। ইহাতে অস্তিত্বের ভান প্রধানভাবে হয়, কিন্তু তাহার একান্ততা নিশ্চিত হয় না। **(খ) শূন্যবাদী** বৌদ্ধ বলেন—ঘটাদিপদার্থ বিদ্যমান নাই, যাহা তদ্রূপে প্রতিভাত হয়, তাহা সাংবৃতিক সৎ। বাস্তবিক কিন্তু তাহা অসৎ। এই অসত্তাই ঘটাদির একান্ত স্বরূপ। তদুত্তরে **জৈনাচার্য্য** বলেন—বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় যাহা অসৎ, কারকব্যাপারদ্বারা তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। কুম্ভকারের ব্যাপারদ্বারা কিন্তু ঘটের উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং বলিতে হয় ২। **'স্যাৎ নাস্তি'**,—'হাঁ। কথঞ্চিৎ

ভাবদীপিকা [সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের পরিচয়]

তাহা বর্ত্তমান নাই বটে। কিন্তু একান্তভাবে যে ঘট নাই, তাহা নহে ; যেহেতু তৎকালে, তদ্দেশে তদ্ধর্ম্মযুক্তরূপে তাহা বর্ত্তমান না থাকিলেও, অন্য দেশে, অন্য কালে, অন্যধর্ম্মযুক্তরূপে [যথা মৃত্ত্বধর্ম্মযুক্তরূপে] তাহা বর্ত্তমান থাকে। ইহাই দ্বিতীয় ভঙ্গ। ইহাতে নাস্তিত্বের ভান প্রধানভাবে হয়, কিন্তু তাহার নিশ্চয় হয় না। (গ) **নৈয়ায়িকগণ** বলেন – ইহাই তো ঘটের নিশ্চিত স্বভাব যে উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহা থাকে না, কুলালব্যাপারের পর তাহার উৎপত্তি হয় ও বর্ত্তমান থাকে এবং পরে ধ্বংস হইয়া অসৎ হইয়া যায়। এই সত্তা ও অসত্তাই তাহার একান্ত স্বরূপ। তদুত্তরে **জৈনাচার্য্য** বলেন—৩। "**স্যাদস্তি চ নাস্তি চ**"—'হাঁ কথঞ্চিৎ তাহা বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু কথঞ্চিৎ বর্ত্তমান নাইও বটে। দেখ, উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহা যদি না থাকিত, তাহা হইলে কুলালব্যাপারের অনন্তরও তাহার উৎপত্তি হইত না, যেমন কোনপ্রকার ব্যাপারদ্বারাই বন্ধ্যাপুত্রের উৎপত্তি হয় না। আর উৎপন্ন ঘট যে একান্তভাবে বর্ত্তমান থাকে, তাহা বলা যায় না, কারণ একদেশে থাকিলেও তাহা অন্য দেশে থাকে না, ইত্যাদি ইহা দ্বিতীয় ভঙ্গের বর্ণনাকালে বর্ণিত হইয়াছে। আবার ঘটের যে একান্তভাবে ধ্বংস হইয়া যায়, ইহাও বলা যায় না; শ্যাম ঘটের ধ্বংস হইলেও রক্ত ঘট বিদ্যমান থাকে, গৃহস্থিত রক্ত ঘট বিনষ্ট হইলেও বিপণিস্থ তাহা থাকেই, ইত্যাদি। অতএব ঘটের থাকা, বা না থাকা কোনটাই একান্ত নহে। ইহাই তৃতীয় ভঙ্গ, ইহাতে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের ভান ক্রমশঃ হয়। (ঘ) **বেদান্তী** বলেন—একই বস্তুতে একই কালে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের ভান সঙ্গত নহে, কারণ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের যুগপৎ একত্র স্থিতি সম্ভব নহে। আবার যে বস্তু সৎ, তাহা অসৎ হইতে পারে না; আর যাহা অসৎ, তাহাও সৎ হইতে পারে না। যথা ঘট যদি সৎ হইত কদাপি বিনষ্ট হইয়া অসৎ হইত না। যদি তাহা অসৎ হইত কদাপি সদ্রূপে পরিদৃষ্ট হইত না। সেইহেতু একই বস্তু সৎ ও অসৎ হইতে পারে না। অতএব ঘটাদি পদার্থকে অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হইবে। তাহাই ঘটের একান্ত স্বরূপ। তদুত্তরে **জৈনাচার্য্য** বলেন—৪। "**স্যাৎ অবক্তব্যঃ**", হাঁ ঘটাদি পদার্থ কথঞ্চিৎ অবক্তব্য বটে। কিন্তু ইহাই তাহার একান্তস্বরূপ নহে ; কারণ ব্যবহার সম্পাদিত হয় বলিয়া সর্ব্বদা তাহাতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের ভান হয় না ; 'ঘট আছে ও নাই' এইপ্রকার বিরুদ্ধধর্ম্ম-যুক্তরূপে প্রতীতি হইলে ঘটাদি অবলম্বনে কোনপ্রকার প্রবৃত্তিই সম্ভব হইত না। আর বিচার-দৃষ্টিতে তাহাতে অসত্তার ভানও হয়, যদি তাহা অসৎ না হইত, সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান থাকিত ; তাহাতো থাকে না। এইরূপে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের (—সত্তা ও অসত্তার) যুগপৎ ভান একই বস্তুতে হইয়া থাকে। এইপ্রকার পরিস্থিতির দ্যোতক কোনপ্রকার শব্দ না থাকায় বাক্যের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদের নাই। সেইহেতু তাহাকে 'কথঞ্চিৎ অবক্তব্যও' (—শব্দের দ্বারা প্রকাশের অযোগ্যও) বলিতে হইবে। তাহাই কিন্তু তাহার একান্ত স্বরূপ নহে। ইহাই চতুর্থ ভঙ্গ। ইহাতে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের ভান যুগপৎ হয়। (ঙ) কোন কোন **মায়াবেদান্তী** (—বেদান্তৈকদেশী) সাংখ্যমতানুসরণকরতঃ পদার্থের সত্তা অঙ্গীকার করেন। তাঁহারা বলেন—অসতের উৎপত্তি হয় না, তাহার দ্বারা ব্যবহারও সম্পাদিত হয় না। অতএব ব্যবহার সম্পাদিত হয় বলিয়া ঘটাদি পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে। আবার মায়ার কার্য্য বলিয়া তাহাদিগকে অনির্ব্বচনীয়ও বলিতে হইবে। এইপ্রকার সত্তা ও অনির্ব্বচনীয়তাই ঘটাদি পদার্থের একান্ত স্বরূপ। তদুত্তরে **জৈনাচার্য্য** বলেন—

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥২।২।৩৩॥

পদচ্ছেদ—ন, একস্মিন্, অসম্ভবাৎ।

সূত্রার্থ—[দিগম্বরমতং প্রমাণমূলং ভ্রান্তিমূলং বা ইতি সন্দেহে, সপ্তভঙ্গীনয়ং সর্ব্বেষু পদার্থেষু যোজয়ন্তঃ দিগম্বরাঃ পদার্থমাত্রস্য অনেকরূপত্বম্ আচক্ষতে ; ইতি তন্মতং প্রমাণমূলম্

ভাবদীপিকা [সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের পরিচয়।]

৫। **"স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যশ্চ"।** হাঁ ঠিকই, পদার্থসকল কথঞ্চিৎ আছে বটে এবং কথঞ্চিৎ অবক্তব্যও বটে। যেহেতু পদার্থসকল স্বীয় দেশ ও কালাদিতে কথঞ্চিৎ বর্ত্তমান থাকে বটে, কিন্তু পরকীয় দেশ ও কালাদিতে তাহারা বর্ত্তমান থাকেও না বটে। আবার বিচার দৃষ্টিতে তাহাদিগকে কথঞ্চিৎ অবক্তব্যও বলিতে হইবে। সেইহেতু 'অস্তিতা ও অবক্তব্যতা' পদার্থসকলের একান্ত স্বরূপ নহে। ইহাই পঞ্চম ভঙ্গ। ইহাতে সত্তা ও অবক্তব্যতার ভান ক্রমশঃ হয়। (চ) কোন কোন **মায়াবেদান্তী** কতকটা শূন্যবাদ ও কতকটা অনির্ব্বচনীয়তাবাদ অঙ্গীকারকরতঃ বলেন—যাহা আদিতেও থাকে না, অন্তেও থাকে না, সেই ঘটাদি পদার্থসকলকে 'নাস্তিই' বলিতে হইবে। আবার কোনপ্রকারে ব্যবহার সম্পাদিত হয় বলিয়া এবং মায়ার কার্য্য বলিয়া তাহাদিগকে অনির্ব্বচনীয়ও বলিতে হইবে। এইপ্রকারে নাস্তিতা ও অনির্ব্বচনীয়তাই বস্তুর একান্তস্বরূপ। তদুত্তরে **জৈনাচার্য্য** বলেন—

৬। **"স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ"।** হাঁ, কোনপ্রকারে তাহা নাই বটে, আবার কোনপ্রকারে তাহা অবক্তব্যও বটে। কারণ ঘটাদি পদার্থ আদিতে ও অন্তে কথঞ্চিৎ থাকে না, পরকীয় দেশকালাদিতেও থাকে না। কিন্তু তাহা যে কোথাও মোটেই থাকে না, তাহা নহে। আবার বিচারদৃষ্টিতে তাহা কথঞ্চিৎ অবক্তব্যও বটে। কিন্তু নাস্তিতা ও অবক্তব্যতা বস্তুর একান্ত স্বরূপ নহে। ইহাই ষষ্ঠ ভঙ্গ। (ছ) কোন কোন **মায়াবেদান্তী** নৈয়ায়িকাদিকর্ত্তৃক কথিত প্রকারে পদার্থসকলের কালভেদে সত্তা ও অসত্ত্ব অঙ্গীকারকরতঃ মায়ার কার্য্য হওয়ায় পদার্থসকলকে অনির্ব্বচনীয়ও বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে এইপ্রকার কালভেদে অস্তিতা, নাস্তিতা ও অনির্ব্বচনীয়তাই বস্তুর একান্ত স্বরূপ। তদুত্তরে **জৈনাচার্য্য** বলেন—৭। **স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ।** হাঁ তোমার কথা কতকটা ঠিকই, কারণ ঘটাদি পদার্থের স্বকীয় দেশাদিতে কখন অস্তিতার ভান হয়, পরকীয় দেশাদিতে কখনও তাহার নাস্তিতার ভান হয় এবং বিচারদৃষ্টিতে কখনও তাহাতে অস্তিতা ও নাস্তিতার যুগপৎ ভানও হয়। সুতরাং পদার্থের একান্ত স্বরূপ বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং "কোনপ্রকারে তাহা থাকে, কোনপ্রকারে তাহা থাকে না এবং কোনপ্রকারে তাহা অবক্তব্য", ইহাই বলিতে হইবে। ইহাই সপ্তম ভঙ্গ। এখানেও সত্তা অসত্তা ও অবক্তব্যতার ভান ক্রমশঃ হয়। এইরূপে দেখা গেল—অন্যান্য বাদিগণ যাহা বলেন, জৈনগণ তাহার সহিত একটি 'স্যাৎ' শব্দ যোগ করিয়া তাঁহাদের একান্তবাদটী নিরাকরণ করিয়া দেন। তাঁহারা বলেন—তাঁহাদের এই 'স্যাৎ-বাদের' দ্বারা সকল মতবাদের সামঞ্জস্য হয় ; কারণ এই যে অনেকান্তবাদ, ইহা সর্ব্ববাদাত্মক। সকল মতবাদের ইহা মিলনভূমি, কোন মতবাদকেই ইহা সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ করে না। যাহাহউক, এই সাতটী ভঙ্গের মধ্যে প্রথম ভঙ্গত্রয় পূজ্যপাদ **মহাবীর** প্রভৃতি প্রাচীন জৈনাচার্য্যগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত। অপরগুলি পরবর্ত্তী জৈনাচার্য্যগণকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। [প্রমাণনয়তত্ত্বালোক এবং সটীক সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ হইতে সংগৃহীত]।

ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **একস্মিন্**—একস্মিন্ বস্তুনি, **অসম্ভবাৎ**—বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাণাম্ অসম্ভবাৎ, **ন**—বস্তুনঃ অনেকরূপত্বং ন উপপদ্যতে ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[দিগম্বরগণের (– বিবসন জৈনগণের) মতবাদ প্রমাণমূলক অথবা ভ্রান্তি-মূলক, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, সপ্তভঙ্গীন্যায়কে সকল পদার্থে যোজনাকারী দিগম্বরগণ প্রত্যেক পদার্থের অনেকরূপতা (– অনেকান্ততা) বলিয়া থাকেন ; এইহেতু তাঁহাদের মতবাদ প্রমাণ-মূলক, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **একস্মিন্**—একই বস্তুতে, **অসম্ভবাৎ**—বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকল সম্ভব হয় না বলিয়া, **ন**—বস্তুর অনেকরূপতা সঙ্গত নহে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

নিরস্তঃ সুগতসময়ঃ ।১ বিবসনসময়ঃ ইদানীং নিরস্যতে ।২ সপ্ত চ এষাং পদার্থাঃ সম্মতাঃ জীবাজীবাস্রবসম্বরনির্জরবন্ধমোক্ষাঃ নাম ।৩ সংক্ষেপতস্তু দ্বৌ এব পদার্থৌ জীবাজীবাখ্যৌ, যথাযোগং তয়োঃ এব ইতরস্যান্তর্ভাবাৎ ইতি মন্যন্তে ।৪ তয়োঃ ইমম্ অপরং

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি প্রদর্শন। পূঃ—জৈনমত বর্ণন।]

বৌদ্ধ মতবাদ নিরাকৃত হইল।১ এক্ষণে বিবসনগণের (—দিগম্বর জৈন-মতাবলম্বিগণের) সময় (—মতবাদ, সিদ্ধান্ত) নিরাকৃত হইতেছে।২ ইঁহাদের সম্মত পদার্থ সাতটী, তাহাদের নাম—জীব অজীব আস্রব সম্বর নির্জ্জর বন্ধ এবং মোক্ষ (২) ৩। [কিন্তু আস্রব প্রভৃতি পদার্থ ভোগ্য কোটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে বলিয়া পদার্থ সাতটী, ইহা বলা যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] সংক্ষেপে কিন্তু জীব ও অজীব নামক পদার্থ দুইটী, যেহেতু সেই দুইটীর মধ্যে ইতরের (—অন্য পদার্থসকলের) যথাযোগ্য (—যাহার মধ্যে যাহার সম্ভব) অন্তর্ভাব হইয়া থাকে, ইহা তাঁহারা মনে করেন।৪ [উক্ত পদার্থসকলের অন্যপ্রকার বিভাগ প্রদর্শন

ভাবদীপিকা [জৈনসম্মত সপ্ত পদার্থের ও মোক্ষের স্বরূপ]

(২) **জৈন**সম্মত পদার্থসপ্তকের পরিচয় এই—১। **জীব**—ভোক্তাকেই বলে জীব, তাহা ত্রিবিধ, যথা—নিত্যসিদ্ধ, যোগসিদ্ধ (—মুক্ত) এবং বদ্ধ। এই মতের প্রবর্ত্তক অর্হতগণই নিত্যসিদ্ধ। যোগাভ্যাসের পূর্ব্বাবস্থাপন্ন জীবই বদ্ধজীব। ২। **অজীব**—জীবভিন্ন ভোগ্য-প্রপঞ্চ। ৩। **আস্রব**—বিষয়াভিমুখে ইন্দ্রিগণের প্রবৃত্তি, অথবা ধর্ম্মাধর্ম্মকৃত শরীরসম্বন্ধ। ৪। **সম্বর**—যাহা বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়গণকে সম্বরণ (—নিগ্রহ) করে, সেই যমনিয়মাদি সাধন। ৫। **নির্জ্জর**—অনাদিকাল প্রবৃত্ত পাপ ও পুণ্যকে জীর্ণ (—নাশ) করিবার হেতুভূত তপ্তশিলারোহণ ও মস্তকমুণ্ডনাদি প্রায়শ্চিত্ত। ৬। **বন্ধ**—আটপ্রকার কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ। পূর্ব্বোক্ত আস্রবই ইহার হেতু। **আট** প্রকার কর্ম্মের পরিচয় এই—প্রথমতঃ কর্ম্ম দুই প্রকার, **১।** ঘাতিকর্ম্ম (—অসাধু কর্ম্ম) এবং **২।** অঘাতি কর্ম্ম (– সাধু কর্ম্ম)। তন্মধ্যে ১। **ঘাতি-কর্ম্ম** চারিপ্রকার, যথা—**(ক)** জ্ঞানাবরণীয়—সম্যগ্ জ্ঞান মোক্ষের কারণ নহে, এইপ্রকার বিপরীত ভাবনা। **(খ)** দর্শনাবরণীয়—জৈন শাস্ত্রের অভ্যাস মুমুক্ষুগণের উপযুক্ত নহে, এইপ্রকার ভাবনা। **(গ)** মোহনীয়—বহু শাস্ত্রের মধ্যে মোক্ষের সাধন উপদেশকারী কোনটী,

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রপঞ্চম্ আচক্ষতে পঞ্চাস্তিকায়াঃ নাম, জীবাস্তিকায়ঃ পুদ্গলাস্তিকায়ঃ ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ অধর্ম্মাস্তিকায়ঃ আকাশাস্তিকায়শ্চ ইতি।৫ সর্ব্বেষাম্ অপি এষাম্ অবান্তরপ্রভেদান্ বহুবিধান্

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন—] সেই দুইটীর (—জীব ও অজীবের) পঞ্চাস্তিকায় নামক এই অন্য-প্রকার প্রপঞ্চের (—বিস্তারের) কথা তাঁহারা বলেন, যথা—জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায় এবং আকাশাস্তিকায় (৩)।৫ আর এই সকলেরই স্বসময়ে (—নিজ মতবাদে) পরিকল্পিত বহুবিধ অবান্তর প্রভেদ তাঁহারা

ভাবদীপিকা [জৈনসম্মত সপ্ত পদার্থ ও মোক্ষের স্বরূপ।]

ইহার অনির্দ্ধারণ। (ঘ) আন্তরায়িক—মোক্ষমার্গে প্রবৃত্তগণের মোক্ষোপায়ের বিঘাতক জ্ঞান। ২। অঘাতিকর্ম্ম—ইহাও চারিপ্রকার, যথা—(ক) আয়ুষ্ক—শরীরযাত্রানির্ব্বাহক কর্ম্ম। (খ) গোত্রিক—আমি অমুক মহাপুরুষের শিষ্য, বা শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত, এইপ্রকার অভিমান। (গ) নামিক—আমার এই নাম, এইপ্রকার অভিমান। (ঘ) বেদনীয়—আমার এই জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে, এইপ্রকার অভিমান। অথবা মতান্তরে অঘাতি কর্ম্মচতুষ্টয় এই — (ক) আয়ুষ্ক—শুক্র ও শোণিতের মিলনকে বলে আয়ুষ্ক কর্ম্ম, কারণ তাহা আয়ুকে প্রকাশ করে। (খ) গোত্রিক—কলল ও বুদ্বুদাকারে শুক্রশোণিতের পরিণামশক্তি। (গ) নামিক—তাদৃশ শক্তিযুক্ত শুক্রশোণিতের কলল ও বুদ্বুদাবস্থাপ্রাপ্তি। (ঘ) বেদনীয়—জাঠরাগ্নি ও জাঠর বায়ুর সহিত সম্বন্ধবশতঃ কলল ও বুদ্বুদাকারে পরিণত শুক্রশোণিতের স্থূলশরীর উৎপত্তির যোগ্য ঈষৎ ঘনীভূত কঠিনাবস্থা। এই চারিটী তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির উপযোগী শরীরের আরম্ভক হওয়ায় অঘাতিকর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। যাহাহউক্, এই আটপ্রকার কর্ম্ম জীবকে বন্ধন করে বলিয়া বন্ধ নামে অভিহিত হয়। ৭। মোক্ষ—(ক) কেহ বলেন—কর্ম্মপাশের নাশ হইলে পিঞ্জরমুক্ত পক্ষীর ন্যায় জীবের যে অলোকাকাশে [সত্যলোকাকাশে, রত্নপ্রভা], পুনরাবৃত্তিরহিত সতত ঊর্দ্ধগমন, তাহাই মোক্ষ। (খ) অপরে বলেন—অর্হৎ (—সম্যগ্ জ্ঞানী) মুনিগণের নিকট গমনই মুক্তি। (গ) অন্যে বলেন—যাহার জ্ঞানাদিগুণের আবির্ভাব হইয়াছে, তাদৃশ জীবের স্বরূপে অবস্থানই মোক্ষ। (ঘ) অপরে বলেন—নিখিল ক্লেশ ও বাসনার নিঃশেষে ধ্বংস হইলে অনাবৃতজ্ঞান সুখস্বরূপ আত্মার অলোকাকাশে অবস্থান। (ঙ) অন্যে বলেন—বন্ধনের নাশই মুক্তি। অবান্তর প্রভেদসহ ইহাই হইল জৈনসম্মত সপ্ত পদার্থ।

[জৈনমতে অন্যপ্রকার পদার্থবিভাগ।]

(৩) "অস্তি ইতি কায়তে—শব্দ্যতে ইতি অস্তিকায়ঃ"—'বিদ্যমান আছে, এইরূপে যাহা শব্দিত (—কথিত) হয়, তাহা 'অস্তিকায়'। পদার্থই বিদ্যমান থাকে, এইহেতু অস্তিকায়-শব্দের পর্য্যবসিত অর্থ—পদার্থ। ১। জীবাস্তিকায়—"জীবশ্চ অসৌ অস্তিকায়শ্চ" এইপ্রকার কর্ম্মধারয় সমাস বুঝিতে হইবে। তাহাতে এই শব্দটীর অর্থ হইল—জীবপদার্থ। তাহা তিনপ্রকার ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে (২ ভাবদীঃ)। ২। পুদ্গলাস্তিকায়—"পূর্য্যন্তে গলন্তি ইতি পুদ্গলাঃ পরমাণুসংঘাঃ কায়াঃ"—'যাহা বর্দ্ধিত হয় এবং গলিত (—ক্ষয়প্রাপ্ত) হয় পরমাণুসমূহরূপ সেই অবয়বীসকলকে বলা হয় 'পুদ্গল'। এই পুদ্গলাস্তিকায় (—পুদ্গলসংজ্ঞক

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বসময়পরিকল্পিতান্ বর্ণয়ন্তি।৬ সর্ব্বত্র চ ইমং সপ্তভঙ্গীনয়ং নাম ন্যায়ম্ অবতারয়ন্তি—স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যঃ, স্যাদস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ ইতি।৭ এবম্ এব একত্বনিত্যত্বাদিষু অপি ইমং সপ্তভঙ্গীনয়ং যোজয়ন্তি।৮ অত্র আচক্ষ্মহে—ন অয়ম্ অভ্যুপগমঃ যুক্তঃ ইতি।৯ কুতঃ?১০ একস্মিন্ অসম্ভবাৎ।১১ নহি একস্মিন্ ধর্ম্মিণি যুগপৎ সদসত্ত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশঃ সম্ভবতি, শীতোষ্ণবৎ।১২ যে এতে সপ্তপদার্থাঃ নির্দ্ধারিতাঃ

ভাষ্যানুবাদ

[৪৬১ পৃঃ]

বর্ণনা করেন।৬ [আচ্ছা, এই পদার্থসকলকে অনেকান্ত বলা হয় কেন ? উত্তর—] আর সকল স্থলেই (—সমস্ত পদার্থেই) তাঁহারা এই সপ্তভঙ্গী নামক ন্যায়ের অবতারণা করিয়া থাকেন, যথা—'কথঞ্চিৎ আছে', 'কথঞ্চিৎ নাই', 'কথঞ্চিৎ আছে কথঞ্চিৎ নাই', 'কথঞ্চিৎ অবক্তব্য', 'কথঞ্চিৎ আছে কথঞ্চিৎ অবক্তব্য', 'কথঞ্চিৎ নাই কথঞ্চিৎ অবক্তব্য' এবং 'কথঞ্চিৎ আছে কথঞ্চিৎ নাই কথঞ্চিৎ অবক্তব্য', ইত্যাদি।৭ এইপ্রকারে একত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতিতেও এই সপ্তভঙ্গীন্যায়কে যোজনা করেন।৮ [সেইহেতু এক অদ্বিতীয় নিত্য ব্রহ্মবস্তুতে বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ হইয়া পড়ে]।

[সিঃ—জৈনমত নিরাকরণ। সর্ব্ববিষয়ে অনেকান্ততাবশতঃ পদার্থের সপ্ততা অনির্ণীত। শাস্ত্রকারের উন্মত্তবৎ উপদেশ শিষ্যপ্রবৃত্তির হেতু নহে।]

সিদ্ধান্ত—এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—এই মতবাদ যুক্তিসঙ্গত নহে।৯ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ?১০ [উত্তর—] "যেহেতু একই বস্তুতে সম্ভব হয় না।১১ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু শৈত্য ও উষ্ণতার ন্যায় একই ধর্ম্মীতে সত্তা এবং অসত্তা প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ সমাবেশ সম্ভব নহে (৪)।১২ 'এই কয়টী' (—ইহার অধিক নহে) এবং 'এইপ্রকার স্বরূপসম্পন্ন' এইরূপে যে এই সাতটী

ভাবদীপিকা

পদার্থ) ছয় প্রকার,যথা—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, স্থাবর এবং জঙ্গম। ৩। **ধর্ম্মাস্তিকায়**—সৎ কর্ম্মে সম্যক্ প্রবৃত্তির দ্বারা অনুমেয় অপূর্ব্বাখ্য পদার্থ। ৪। **অধর্ম্মাস্তিকায়**—উর্দ্ধ-গমনস্বভাবসম্পন্ন জীবের দেহে স্থিতির দ্বারা অনুমেয় অধর্ম্ম পদার্থ। ৫। **আকাশাস্তিকায়**—আবরণাভাবাত্মক আকাশ পদার্থ। তাহা দুইপ্রকার—**১।** লোকাকাশ এবং **২।** অলোকাকাশ। প্রথমটী বদ্ধ জীবের এবং দ্বিতীয়টী মুক্তজীবের আশ্রয়। ভাষ্যোক্ত "**স্বসময়পরিকল্পিত**", এই শব্দটীর দ্বারা এই পদার্থবিভাগ যে প্রমাণশূন্য, সুতরাং গ্রহণীয় নহে, ইহা সূচিত হইল।

[অনেকান্তবাদ নিরাকরণে সিদ্ধান্তীর যুক্তি]

(৪) **সিদ্ধান্তীর** এই স্থলে অভিপ্রায় এই—**১।** যাহা সৎ, অর্থাৎ যে বস্তু বিদ্যমান আছে, তাহা সকল স্থলে সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে, যেমন ব্রহ্মবস্তু। কিন্তু ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলে তৎপ্রাপ্তির জন্য সাধকের প্রযত্ন ব্যর্থ হইয়া পড়িবে ; তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অপ্রাপ্তিবিষয়ক ভ্রান্তিবশতঃও প্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন সম্ভব, যেমন স্বকণ্ঠগত সর্ব্বদাপ্রাপ্ত,

ভাবদীপিকা [অনেকান্তবাদ নিরাকরণে যুক্তি]

অথচ বিস্মৃত মণিমালার প্রাপ্তিবিষয়ে প্রযত্ন পরিদৃষ্ট হয়। আর যে বস্তু অসৎ,তাহা সর্ব্বদা অসৎই, যেমন শশকের শৃঙ্গ প্রভৃতি। কিন্তু এই যে জগৎপ্রপঞ্চ, ইহা সৎ নহে, কারণ সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকে না, যথা শাস্ত্রদৃষ্টিতে প্রলয়কালে ইহা থাকে না; আর নিষেধমুখে স্থিত (৪।১।১১ অধিঃ ৬ ভাবদীঃ) নির্গুণব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে ইহা কোন কালেই পরমার্থতঃ থাকে না। আবার সর্ব্বদাও ইহা থাকে না, যথা সুষুপ্তিতে। আর ইহা অসৎও নহে, কারণ অস্মদাদির উপলব্ধি হইতেছে। সেইহেতু ইহাকে অনির্ব্বচনীয়ই বলিতে হইবে। এই অনির্ব্বচনীয়তাই জগৎপ্রপঞ্চের একান্ত স্বরূপ। অতএব একান্তবাদই যুক্তিসঙ্গত, অনেকান্ত বাদ নহে। **২।** আর এক কথা, তুমি একই বস্তুর সত্তা ও অসত্তারূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—(ক) যে আকারে বস্তুটী সৎ, সেই আকারেই কি তাহা অসৎ? অথবা (খ) অন্য কোন আকারে তাহা অসৎ। অর্থাৎ ঘট ঘটাকারে থাকে না বলিয়া তাহাকে অসৎ বলিতেছ, অথবা পটাকারে থাকে না বলিয়া? (ক) **প্রথম পক্ষে**—লোকব্যবহারের বিলোপ হইয়া পড়িবে, কারণ ঘট যদি ঘটাকারে না থাকে, তাহার দ্বারা জলাহরণরূপ ব্যবহার সম্ভব হইবে না। (খ) **দ্বিতীয় পক্ষে**—একান্তবাদই সিদ্ধ হইয়া পড়ে, কারণ ঘট পটাকারে থাকে না,ইহাই তো তাহার একান্ততা। **শঙ্কা**—কিন্তু জৈন আমরা তো বলিতেছি—ঘট যখন লোহিতরূপে থাকে, সেই ঘট তৎকালেই শ্যামরূপে থাকে না, সুতরাং ঘট যে একান্ত (—লোহিত বা শ্যামরূপেই বর্ত্তমান থাকে), ইহা কিপ্রকারে বলিতেছ? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—দেখ, দূরবর্ত্তী গ্রামে পৌছিতে না পারিলে, সেই প্রাপ্তির নিষেধ হয়, অর্থাৎ প্রাপ্তিই অসৎ হইয়া পড়ে, গ্রাম তো তজ্জন্য অসৎ হয় না। গ্রামের প্রাপ্তি না হইলে গ্রামই যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে তৎপ্রাপ্তির প্রযত্ন কখনও কাহারও হইত না। তাহা কিন্তু হয় না। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ তত্তৎকালে ঘটে লোহিতরূপের, বা শ্যামরূপের প্রাপ্তি হয় না। কিন্তু তজ্জন্য ঘটকে তো অসৎ বলা যায় না। সুতরাং ঘটে কালক্রমে শ্যামত্ব ও লৌহিত্য ধর্ম্মের আবির্ভাব হইলেও ঘটটী যে বর্ত্তমান নাই, ইহা বলা যায় না বলিয়া ঘটের একান্ততাই সিদ্ধ হয়। **৩। জৈন** বলেন—ঘটের সত্তা বা অসত্তা একান্তভাবে নিরূপণ করিতে পারা যায় না, কারণ তাহা সৎ হইলে সর্ব্বদা একইরূপে বিদ্যমান থাকিত; তাহা কিন্তু থাকে না। তাহা অসৎ হইলে পরিদৃষ্টই হইত না, যথা বন্ধ্যাপুত্র। সুতরাং ঘটকে অনেকান্তস্বরূপই বলিতে হইবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—ইহাই যদি তোমার অনেকান্ত শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার সহিত কোন বিবাদ নাই, কারণ এতাদৃশ বস্তুকেই তো আমরা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া থাকি। নামমাত্রে বিবাদ বিবাদই নহে। **৪। জৈন** বলেন—যে ঘট এতদ্দেশে বা এতদ্রূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে, তৎকালেই তাহা অন্যদেশে বা অন্যরূপে পরিদৃষ্ট হয় না। সেইহেতু তাহার দ্বারা ব্যবহার সিদ্ধ হইলেও ঘটকে অনেকান্তস্বভাব বলিতে হইবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—কোন্ প্রমাণবলে তুমি বস্তুর এতাদৃশ অনেকান্ততা নিরূপণ করিতেছ? প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা তাহা সম্ভব নহে, কারণ যে কালে যে অধিকরণে যদ্ধর্ম্মযুক্তরূপে যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, তৎকালে সেই অধিকরণে তদ্ধর্ম্মযুক্তরূপেই সেই বস্তুর অপ্রত্যক্ষ সম্ভব নহে বলিয়া তাহাকে অনেকান্তস্বভাব বলা যায় না। **৫। জৈন** বলেন—অনুমানের দ্বারাই বস্তুর অনেকান্ততা সিদ্ধ হয়, যথা—"বিমত মনেকান্তং বস্তুত্বাৎ, নরসিংহবৎ"—"বিবাদের হেতুভূত বস্তুটী

[৫৫২ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

এতাবন্তঃ এবংরূপাশ্চ ইতি, তে তথৈব বা স্যুঃ, নৈব বা তথা স্যুঃ ।১৩ ইতরথা হি তথা বা স্যুঃ, অতথা বা ইতি অনির্ধারিতরূপং জ্ঞানং সংশয়জ্ঞানবৎ অপ্রমাণম্ এব স্যাৎ ।১৪ ননু অনে-

ভাষ্যানুবাদ

পদার্থ [তোমার মতে] নিরূপিত হইয়াছে, তাহারা 'সেইপ্রকারই হইবে', অথবা 'সেইপ্রকার হইবে না' (৫)।১৩ আর তাহা না হইলে (—উক্তপ্রকার অনেকান্ততা অনিয়ত হইলে) 'সেইপ্রকার হইবে', অথবা 'সেইপ্রকার হইবে না', এইপ্রকার অনির্দ্ধারিতস্বরূপ যে জ্ঞান, তাহা সংশয়াত্মক জ্ঞানের ন্যায় অপ্রমাণই হইয়া পড়িবে। [ফলে পদার্থের স্বরূপ নিশ্চয় হইবে না।১৪ শঙ্কা—] কিন্তু 'বস্তু অনেকাত্মক'

ভাবদীপিকা [অনেকান্তবাদ নিরাকরণে যুক্তি।]

অনেকান্তস্বরূপ, যেহেতু তাহা বস্তু, যেমন নরসিংহ"। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন তোমার অনুমানে দুইটী দোষ হইয়া পড়ে ; যথা—(১) প্রত্যক্ষানুভবের বিরোধ হইয়া পড়ে, কারণ ঘট একান্তভাবে বিদ্যমান আছে, ইহা প্রত্যক্ষই উপলব্ধ হইতেছে। এইরূপে প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা সাধ্যাভাবই সিদ্ধ হইয়া পড়ে বলিয়া তোমার অনুমানটী বাধহেত্বাভাসদুষ্ট হইয়া পড়িল। (২) দৃষ্টান্তাসিদ্ধি দোষও হইয়া পড়ে, কারণ নরসিংহের যে অবয়ব নরের, সেই অবয়বই সিংহের নহে; যে অবয়ব সিংহের, তাহাই নরের নহে। সেইহেতু নর ও সিংহরূপ তত্তৎ অবয়ব একান্তই (—একরূপই) হইয়া থাকে। **শঙ্কা**—কিন্তু অবয়বী নর ও সিংহরূপ বিভিন্ন অবয়বযুক্ত একই অবয়বী হওয়ায় অনেকান্তই (—অনেকরূপই) হইতেছে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন – নর-সদৃশ ও সিংহসদৃশ অবয়বের দ্বারা আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া তাদৃশ অবয়বীকে 'নরসিংহ' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে মাত্র, নরত্ব ও সিংহত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সেই স্থলে থাকে না। কারণ শৈত্য ও উষ্ণতার ন্যায় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একই অধিকরণে সমাবেশ সম্ভব নহে। আর তোমার মতে অবয়বসকল হইতে ভিন্ন, তাহাদের সমষ্টিভূত অবয়বী নামক কিছু স্বীকৃতও হয় না, যাহা নর ও সিংহাত্মক নানারূপযুক্ত হইবে (প্রকটার্থ)। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত সিদ্ধ হইল না। অতএব ব্যবহারানুযায়িভাবে প্রপঞ্চের একান্ততাই (—একরূপতাই) অঙ্গীকার করিতে হইবে। এইরূপে বস্তুর অনেকান্তস্বরূপতা নিরাকৃত হওয়ায় তৎসাধক সপ্তভঙ্গীন্যায়ও নিরাকৃত হইল। **৬। আর এক কথা**, তোমাকে বলিতে হইবে—জীবাদি সপ্ত পদার্থের যে জীবত্বাদি-রূপ সপ্তত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহারা 'অবশ্যই বর্ত্তমান আছে', এবং 'অবশ্যই বর্ত্তমান নাই', এইপ্রকারে কি তাহারা নিয়ত, অথবা অনিয়ত ? প্রথম পক্ষে, অর্থাৎ জীবত্ব প্রভৃতি 'অবশ্যই বর্ত্তমান আছে' এবং 'অবশ্যই বর্ত্তমান নাই', এইপ্রকার অনেকান্ততাই নিয়ত, এই পক্ষে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতেছেন—**যে এতে**—"এই কয়টী" ইত্যাদি (৫৫২পৃঃ১৩বাক্য)।

(৫) তাৎপর্য্য এই—**পূর্ব্ববাদী** বলিতেছেন—**(ক)** "জীবত্ব প্রভৃতি সাতটী অবশ্যই বর্ত্তমান আছে এবং অবশ্যই বর্ত্তমান নাই, এইপ্রকার অনেকান্ততাই **নিয়ত**"। তাহাতে তিনি এইপ্রকার অনুমান করিলেন—"জীবত্বাদি বস্তুমাত্রই (—পদার্থমাত্রই) অনেকান্তস্বরূপ, যেহেতু তাহা বস্তু। উত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—এই অনুমানটী জীবত্বাদি অন্তর্ভাবে সাধারণসব্যভিচার-হেত্বাভাসগ্রস্ত। কারণ জীবত্ব প্রভৃতি বস্তুতে বস্তুত্বরূপ হেতুটী আছে বটে, কিন্তু অনেকান্ত-

শাঙ্করভাষ্যম্

কাত্মকং বস্তু ইতি নির্ধারিতরূপম্ এব জ্ঞানম্ উৎপদ্যমানং সংশয়-জ্ঞানবৎ ন অপ্রমাণং ভবিতুম্ অর্হতি।১৫ ন ইতি ব্রূমঃ।১৬ নিরঙ্কুশং হি অনেকান্তত্বং সর্ব্ববস্তুষু প্রতিজানানস্য নির্ধারণস্যাপি বস্তুত্বাবিশেষাৎ 'স্যাদস্তি' 'স্যান্নাস্তি' ইত্যাদিবিকল্পোপনিপাতাৎ অনির্ধারণাত্মকতা এব স্যাৎ।১৭ এবং নির্ধারয়িতুঃ নির্ধারণফলস্য চ স্যাৎ পক্ষে অস্তিতা, স্যাচ্চ পক্ষে নাস্তিতা ইতি।১৮ এবং সতি কথং প্রমাণভূতঃ সন্ তীর্থকরঃ প্রমাণ-প্রমেয়-প্রমাতৃ-প্রমিতিষু

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকার নির্দ্ধারিতস্বরূপ (—নিশ্চয়াত্মক) যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা সংশয়াত্মক জ্ঞানের ন্যায় অপ্রমাণ হইবে, ইহা সঙ্গত নহে।১৫ [তদুত্তরে সিঃ বলেন—] না, এইপ্রকার বলা যায় না।১৬ যেহেতু সকল বস্তুতে যিনি নিরঙ্কুশ (—অবাধিত) অনেকান্তুতা প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহার মতে নির্দ্ধারণও অবিশেষভাবে বস্তুই হওয়ায় 'কথঞ্চিৎ আছে', 'কথঞ্চিৎ নাই', ইত্যাদি বিকল্পের উপনিপাৎ (—প্রাপ্তি) বশতঃ [সেই নির্দ্ধারণও] অনির্দ্ধারণাত্মক (—অনির্ণীতস্বরূপ) হইয়া পড়িবে (৬)।১৭ এইপ্রকারে নির্দ্ধারণকর্ত্তার এবং নির্দ্ধারণফলের (—নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান যাহার ফল, সেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের) কখনও কথঞ্চিৎ অস্তিতা এবং কখনও কথঞ্চিৎ নাস্তিতা হইয়া পড়িবে। [ফলে কোন কিছুই নির্ণীত হইতে পারিবে না]।১৮ এইপ্রকার

ভাবদীপিকা

স্বরূপতারূপ সাধ্য থাকিতেছে না, যেহেতু জৈন তুমি বলিতেছ—"জীবত্বাদি **অবশ্যই** বর্ত্তমান আছে"।৮ যাহা 'অবশ্যই বর্ত্তমান থাকে', তাহা 'অবশ্যই বর্ত্তমান নাই', এইপ্রকার পরিস্থিতি সম্ভব হয় না ; কারণ "বস্তুতে বিকল্প সম্ভব নহে" অর্থাৎ "এইপ্রকারও বটে, ঐ প্রকারও বটে", বস্তুর এইপ্রকার স্থিতি সম্ভব নহে। অতএব জীবরূপ বস্তুতে হেতু বস্তুত্ব থাকিলেও সাধ্য অনেকান্ত স্বরূপতা না থাকায় উক্ত হেত্বাভাস হইয়া পড়িল। **(খ)** দ্বিতীয় পক্ষে, অর্থাৎ "জীবত্ব প্রভৃতি-সাতটী অবশ্যই বর্ত্তমান আছে' এবং 'অবশ্যই বর্ত্তমান নাই', এইপ্রকার অনেকান্তুতা অনিয়ত", এই পক্ষে "পদার্থনিশ্চয় হইবে না", এই দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—**ইতরথা**—'আর তাহা' ইত্যাদি (৪৬১ পৃঃ ১৪ বাক্য)।

(৬) ভাব এই—সেই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান **১।** নিয়ত, অথবা **২।** অনিয়ত ? ১। **প্রথম পক্ষে**—নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানও 'বস্তু' হওয়ায় বস্তুত্বরূপ পূর্ব্বোক্ত (৫ ভাবদীঃ) হেতুটী তাহাতে থাকে, কিন্তু তাহা নিয়ত হওয়ায় 'অনেকান্তুতারূপ' সাধ্যটী তাহাতে থাকিতে পারিতেছে না। ফলে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানাংশভাবে পূর্ব্বোক্ত অনুমানে সাধারণসব্যভিচার হইয়া পড়িল। তাহার ফলে জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক হইতে পারিল না। ২। **দ্বিতীয় পক্ষে**—সেই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান 'কথঞ্চিৎ আছে', 'কথঞ্চিৎ নাই', এইপ্রকারে অনিয়তস্বরূপ হওয়ায় হয় 'সংশয়াত্মক'। সুতরাং অপ্রমাণই হইয়া পড়িল। এইপ্রকারে প্রমাজ্ঞানে কথিত দোষকে প্রমাতা প্রভৃতিতে অতিদেশ করিতেছেন—**এবং—'এইপ্রকারে'** ইত্যাদি (১৮ বাক্য)

শাঙ্করভাষ্যম্

অনির্ধারিতাস্তু উপদেষ্টুং শক্নুয়াৎ?১৯ কথং বা তদভিপ্রায়ানুসারিণঃ তদুপদিষ্টে অর্থে অনির্ধারিতরূপে প্রবর্ত্তেরন্?২০ ঐকান্তিকফলত্বনির্ধারণে হি সতি তৎসাধনানুষ্ঠানায় সর্ব্বঃ লোকঃ অনাকুলঃ প্রবর্ত্ততে, ন অন্যথা।২১ অতশ্চ অনির্ধারিতার্থং শাস্ত্রং প্রণয়ন্ মত্তোন্মত্তবৎ অনুপাদেয়বচনঃ স্যাৎ।২২ তথা পঞ্চানাম্ অস্তিকায়ানাং পঞ্চত্বসংখ্যা অস্তি বা, নাস্তি বা ইতি বিকল্প্যমানা 'স্যাৎ' তাবৎ একস্মিন্ পক্ষে, পক্ষান্তরে তু 'ন স্যাৎ' ইতি অতঃ ন্যূনসংখ্যাত্বম্ অধিকসংখ্যাত্বং বা প্রাপ্নুয়াৎ।২৩ ন চ এষাং পদার্থানাম্ অবক্তব্যত্বং সম্ভবতি।২৪ অবক্তব্যাঃ চেৎ ন উচ্যেরন্।২৫ উচ্যন্তে চ অবক্তব্যাশ্চ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্।২৬ উচ্যমানাশ্চ

ভাষ্যানুবাদ

হইলে তীর্থকর (—শাস্ত্রকার, জৈনমতপ্রবর্ত্তক ঋষভদেব ও মহাবীর প্রভৃতি) প্রমাণস্বরূপ হইয়া অনির্দ্ধারিতস্বরূপ যে প্রমাণ প্রমেয় প্রমাতা ও প্রমিতি, সেই সকল বিষয়ে কিপ্রকারে উপদেশ করিতে সমর্থ হইবেন? ১৯ তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারিগণই বা তৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট অনিশ্চিত বিষয়ে কিপ্রকারে প্রবৃত্ত হইবে?২০ যেহেতু [প্রত্যক্ষের অগোচর পারলৌকিক বিষয়ের] ঐকান্তিক ফলতা (—তাহা নিশ্চিতভাবে এইপ্রকার ফল প্রদান করিবে, ইহা) নির্দ্ধারিত হইলেই তাহার সাধনের অনুষ্ঠানের জন্য সকল লোক অনাকুল হইয়া (—ধৈর্য্যসহকারে) প্রবৃত্ত হয়, অন্যথা নহে।২১ [কিন্তু নিশ্চয় না থাকিলেও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের উক্তিতে শ্রদ্ধাবশতঃ প্রবৃত্তি হইবে। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আর এইহেতু (—ফলবিষয়ে নিশ্চয় না থাকিলে লোকের প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া) অনির্দ্ধারিত বিষয়ে শাস্ত্র প্রণয়নকরতঃ [অসর্ব্বজ্ঞ জৈনাচার্য্যগণ] মত্ত (—মদিরাদিপানজন্য মদযুক্ত) এবং উন্মত্তের ন্যায় অনুপাদেয়বচন হইয়া পড়িবেন (—তাঁহাদের উপদেশ কেহ গ্রহণ করিবে না)।২২

[সিঃ—অস্তিকায়ের পঞ্চত্ব এবং অবক্তব্যশব্দের নানা অর্থ নিরাকরণ। জৈনচার্য্যের অনাপ্ততা।]

এইপ্রকারে পাঁচটী অস্তিকায়ের (—পদার্থের) যে পঞ্চত্ব সংখ্যা, তাহা আছে অথবা নাই, এইপ্রকারে বিকল্পিত হইলে এক পক্ষে তাহা থাকিবে, অপর পক্ষে কিন্তু থাকিবে না; এইহেতু [অস্তিকায়সকলের] ন্যূন সংখ্যাত্ব, অথবা অধিক সংখ্যাত্ব (—হয় পাঁচটীর কম, অথবা তাহার বেশী) হইয়া পড়িবে।২৩ আর এই পদার্থসকলের অবক্তব্যতা (—সকলপ্রকার শব্দের দ্বারা প্রকাশাযোগ্যতা) সম্ভব নহে।২৪ [পদার্থসকল] যদি অবক্তব্য হইত, উচ্চারিত হইতে পারিত না। ['অবক্তব্য' ইত্যাদি পদপ্রয়োগদ্বারা পদার্থসকল কিন্তু উচ্চারিত হইতেছে]।২৫ আর উচ্চারিত হইতেছে, অথচ অবক্তব্য (—কথনের অযোগ্য), ইহা (—এইপ্রকার কথন) বিরুদ্ধ (৭) *।২৬ আর [অবক্তব্যশব্দের অনির্দ্ধারণরূপ অর্থ] কথিত হইলেও

* ৭ সংখ্যক ভাবদীপিকা পরপৃষ্ঠাতে দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

তথৈব অবধার্য্যন্তে, ন অবধার্য্যন্তে ইতি চ।২৭ তথা তদবধারণ-ফলং সম্যগ্‌দর্শনম্ অস্তি বা, নাস্তি বা।২৮ এবং তদ্বিপরীতম্ অসম্যগ্‌দর্শনম্ অপি অস্তি বা, নাস্তি বা ইতি প্রলপন্ মত্তোন্মত্তপক্ষ-স্যৈব স্যাৎ, ন প্রত্যায়িতব্যপক্ষস্য।২৯ স্বর্গাপবর্গয়োশ্চ পক্ষে ভাবঃ পক্ষে চ অভাবঃ, তথা পক্ষে নিত্যতা পক্ষে চ অনিত্যতা

ভাষ্যানুবাদ

[তোমার মতে "স্যাৎ অবক্তব্যঃ", এই স্থলে সত্তা ও অসত্তার ভান যুগপৎ হয় বলিয়া, পদার্থসকল.] সেইপ্রকারেই (—সেই অনির্দ্ধারিতরূপেই) অবধারিত হইবে এবং সেইপ্রকারে অবধারিত হইবে না, 'এইপ্রকার প্রলাপকরতঃ জৈনশাস্ত্রকার আপ্ত-পুরুষ হইতে পারিবেন না'।২৭ এইরূপে [পদার্থসকল যুগপৎ নির্দ্ধারিত ও অনির্দ্ধারিত হওয়ায়] সেই অবধারণের ফল যে সম্যগ্‌দর্শন, তাহা ['স্যাৎ অস্তি' —'কথঞ্চিৎ] 'আছে' অথবা 'নাই', এইপ্রকার প্রলাপকরতঃ 'জৈনশাস্ত্রকার যথার্থবক্তা হইতে পারিবেন না'।২৮ এইপ্রকারে তাহার (—সম্যগ্‌দর্শনের) বিপরীত যে অসম্যগ্‌দর্শন, তাহাও 'আছে' অথবা 'নাই' এইপ্রকার প্রলাপকারী [জৈনাচার্য্য] মত্ত ও উন্মত্তকোটির অন্তর্গত হইয়া পড়িবেন, কিন্তু প্রত্যায়িতব্যপক্ষের (—যাহা একান্তভাবে বোধোৎপাদন করে, সেই আপ্তকোটির) অন্তর্গত হইতে পারিবেন না।২৯

ভাবদীপিকা

(৭) **জৈন** বলেন—একই কালে অনেক শব্দের দ্বারা অবাচ্যতাই অবক্তব্যশব্দের অর্থ। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—একই বক্তা একটী মুখদ্বারা একই কালে অনেক শব্দের উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া তাদৃশ অবক্তব্যতার প্রাপ্তি না হওয়ায় তাহার নিষেধ হইতে পারে না। অতএব অবক্তব্যশব্দের এইপ্রকার অর্থ সম্ভব নহে। **জৈন** যদি বলেন—কোন পদার্থ একই কালে বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্তরূপে বিবক্ষিত হইলে বক্তা তাহা বলিতে পারে না, এইপ্রকার যে মকত্ব, তাহাই অবক্তব্যশব্দের অর্থ। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—যাহাকে বলিতেই পারা যায় না, তাহাকে বলিবার ইচ্ছাই কাহারও হয় না বলিয়া অবক্তব্যশব্দের এই-প্রকার অর্থকল্পনা ব্যর্থ। **জৈন** যদি বলেন—কোন কোন শব্দের দ্বারা কথনের অযোগ্যতাই অবক্তব্যতা। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন হাঁ, ইহা আমরাও স্বীকার করি; কারণ ঘটকে স্তম্ভশব্দের দ্বারা বলা যায় না। কিন্তু এতাদৃশ অবক্তব্যতার দ্বারা তোমার কি লাভ হইবে? **জৈন** যদি বলেন—বস্তুটী সৎ, অথবা অসৎ, এইপ্রকারে নির্দ্ধারিত হয় না বলিয়া তাহাকে বলা হয় অবক্তব্য, অর্থাৎ অবক্তব্যশব্দের অর্থ—অনির্দ্ধারণ। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তাহাও বলা যায় না, কারণ বাক্যপ্রয়োগ নির্দ্ধারণপূর্ব্বকই হইয়া থাকে, অর্থাৎ "বস্তুটীকে সৎ অথবা অসৎ বলা যায় না, ইহাই তাহার একান্ত স্বরূপ", এইপ্রকার নির্দ্ধারণার্থক বাক্যপ্রয়োগই তাদৃশ স্থলে হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত শব্দের অনির্দ্ধারণরূপ অর্থও সম্ভব হয় না। যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, অনির্দ্ধারণই অবক্তব্যশব্দের অর্থ। তদুত্তরে বলিতেছেন—**উচ্যমানাশ্চ**—'আর [অবক্তব্য শব্দের', ইত্যাদি (২৭ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি অনবধারণায়াং প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ ।৩০ অনাদিসিদ্ধজীবপ্রভৃতীনাং চ স্বশাস্ত্রাবধৃতস্বভাবানাম্ অযথাবধৃতস্বভাবত্বপ্রসঙ্গঃ ।৩১ এবং জীবাদিষু পদার্থেষু একস্মিন্ ধর্ম্মিণি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ বিরুদ্ধয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ অসম্ভবাৎ, সত্ত্বে চ একস্মিন্ ধর্ম্মে অসত্ত্বস্য ধর্ম্মান্তরস্য অসম্ভবাৎ, অসত্ত্বে চ এবং সত্ত্বস্য অসম্ভবাৎ অসঙ্গতম্ ইদম্ আর্হতং মতম্ ।৩২ এতেন একানেকনিত্যানিত্যব্যতিরিক্তাব্যতিরিক্তাদ্যনেকান্তাভ্যুপগমাঃ নিরাকৃতাঃ মন্তব্যাঃ ।৩৩ যত্তু পুদ্গল্‌সংজ্ঞকেভ্যঃ অণুভ্যঃ সংঘাতাঃ সম্ভবন্তি ইতি কল্পয়ন্তি, তৎ পূর্ব্বেণ এব অণুবাদ নিরাকরণেন নিরাকৃতং ভবতি ইতি, অতঃ ন পৃথক্ তন্নিরাকরণায় প্রযত্যতে ।৩৪॥২।২।৩৩॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্বর্গ মোক্ষ জীবাদি পদার্থ এবং নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি পদার্থের স্বরূপ নির্ণীত না হওয়ায় জৈনমত অসঙ্গত।]

'আর স্বর্গ ও মোক্ষের এক পক্ষে ভাব (—সত্তা) এবং অপর পক্ষে অভাব, সেইপ্রকারে এক পক্ষে নিত্যতা এবং অপর পক্ষে অনিত্যতা, এইপ্রকার অনবধারণ হইলে [বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সেই সকলে] প্রবৃত্তি অসঙ্গত হইয়া পড়িবে ।৩০ আবার [তাঁহাদের] নিজশাস্ত্রে [নিত্যমুক্ত যোগসিদ্ধ ও যোগাভ্যাসের অভাববশতঃ বদ্ধ, এইরূপে] যাহাদের স্বভাব (—স্বরূপ) নির্ণীত হইয়াছে, সেই অনাদিসিদ্ধ জীব প্রভৃতির স্বভাব যথার্থভাবে নির্ণীত হয় নাই, এইপ্রকার হইয়া পড়িবে ।৩১ এইপ্রকারে জীবাদি পদার্থসকলের মধ্যে একটী ধর্ম্মীতে সত্তা ও অসত্তারূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় সম্ভব না হওয়ায়, [সত্তারূপ] একটী ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলে অসত্তারূপ অন্য ধর্ম্মের বর্ত্তমান থাকা সম্ভব না হওয়ায় এবং এইপ্রকারে অসত্তা [বর্ত্তমান] থাকিলে সত্তার [বর্ত্তমান] থাকা সম্ভব না হওয়ায় এই আর্হত মতবাদ (—জৈনদর্শন) সঙ্গত নহে। ৩২ ইহার দ্বারা (—সত্তা এবং অসত্তার একত্র অবস্থিতি নিরাকরণের দ্বারা) একত্ব ও অনেকত্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, ভিন্নতা ও অভিন্নতা প্রভৃতি (—কথঞ্চিৎ এক, কথঞ্চিৎ অনেক, কথঞ্চিৎ নিত্য, কথঞ্চিৎ অনিত্য, ইত্যাদি) অনেকান্তস্বীকৃতিসমূহ নিরাকৃত হইল, মনে করিতে হইবে ।৩৩ [আচ্ছা, দিগম্বরগণ বলেন—স্থাবরজঙ্গমাত্মক সংঘাতসকল পরমাণুসকল হইতে উৎপন্ন, তোমাদের সূত্রকার এই মতবাদ নিরাকরণ করিলেন না কেন? তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আর যে পুদ্গল নামক পরমাণুসকল হইতে [পৃথিবী প্রভৃতি] সংঘাতসকল উৎপন্ন হয়, এইপ্রকার কল্পনা [তাঁহারা] করেন, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী অণুবাদ (—পরমাণুর জগৎকারণতাবাদ) নিরাকরণের দ্বারা নিরাকৃত হইতেছে, এইহেতু তাহা নিরাকরণের জন্য পৃথগ্‌ভাবে প্রযত্ন করা হইতেছে না ।৩৪ ॥২।২।৩৩॥

এবং চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্ ॥২।২।৩৪॥

পদচ্ছেদ—এবম্, চ, আত্মাকার্ৎস্ন্যম্।

সূত্রার্থ—[জীবস্য দেহপরিমাণত্বং দূষয়তি—যথা একত্র বিরুদ্ধধর্ম্মাসম্ভবঃ দোষঃ স্যাদ্বাদে প্রসক্তঃ], **এবম্, আত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্**—আত্মনঃ—জীবস্য, অকার্ৎস্ন্যম্—পরিচ্ছিন্নত্বম্ [অপরঃ দোষঃ স্যাৎ, জীবস্য দেহপরিমাণত্বাঙ্গীকারাৎ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[জীবের শরীরপরিমাণতাতে (—শরীর যত বড়, জীবও তত বড়, এই মতবাদে) দোষপ্রদর্শন করিতেছেন—যেমন একত্র বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অসম্ভাবনারূপ দোষ স্যাদ্বাদে প্রসক্ত হয়], **এবম্**—এইপ্রকারে, **আত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্**—আত্মনঃ—জীবের অকার্ৎস্ন্যম্—পরিচ্ছিন্নতারূপ [অপর দোষ হইয়া পড়িবে, যেহেতু [তাঁহাদের মতে] জীবের দেহপরিমাণতা অঙ্গীকৃত হয়, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধধর্ম্মাসম্ভবঃ দোষঃ স্যাদ্বাদে প্রসক্তঃ, এবং আত্মনঃ অপি জীবস্য অকার্ৎস্ন্যম্ অপরঃ দোষঃ প্রসজ্যেত।১ কথম্?২ শরীরপরিমাণঃ হি জীবঃ ইতি আর্হতাঃ মন্যন্তে।৩ শরীরপরিমাণতায়াং চ সত্যাম্ অকৃৎস্নঃ অসর্ব্বগতঃ পরিচ্ছিন্নঃ আত্মা ইতি অতঃ ঘটাদিবৎ অনিত্যত্বম্ আত্মনঃ প্রসজ্যেত।৪ শরীরাণাং চ অনবস্থিতপরিমাণত্বাৎ মনুষ্যজীবঃ মনুষ্যপরিমাণঃ ভূত্বা পুনঃ কেনচিৎ কর্ম্মবিপাকেন হস্তিজন্ম প্রাপ্নুবন্ ন কৃৎস্নং হস্তিশরীরং ব্যাপ্নুয়াৎ।৫ পুত্তিকাজন্ম চ প্রাপ্নুবন্ ন

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জৈনমতে দেহপরিমাণ জীবপক্ষে জীবের অনিত্যতা, বৃহৎশরীরাংশের জীবহীনতা, প্রভৃতি দোষ।]

যেমন একই ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অসম্ভাবনারূপ দোষ স্যাদ্বাদে হইয়া পড়িয়াছে, এইপ্রকারে আত্মারও অর্থাৎ জীবের অকৃৎস্নতারূপ (—পরিচ্ছিন্নতারূপ) অপর দোষ হইয়া পড়িবে।১ কিপ্রকারে?২ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু অর্হৎ-মতাবলম্বিগণ (—জৈনগণ) জীব শরীরপরিমাণ (—শরীর যে পরিমাণ, জীবও সেই পরিমাণ), ইহা মনে করেন।৩ আর [জীবের] শরীরপরিমাণতা হইলে আত্মা অকৃৎস্ন, অর্থাৎ অসর্ব্বগত, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন (—সসীম) হইবে, এইহেতু ঘটাদির ন্যায় [যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা অবশ্যই সাবয়ব ; সুতরাং উৎপত্তিবিনাশশীল হওয়ায়] আত্মার অনিত্যতা হইয়া পড়িবে। [ফলে বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে।৪ শরীরপরিমাণতাপক্ষে অন্য দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর শরীরসকলের পরিমাণ অনবস্থিত হওয়ায় (—বিভিন্ন জীবশরীর বিভিন্ন পরিমাণযুক্ত হওয়ায়) মনুষ্যরূপ জীব মনুষ্যশরীরপরিমাণ হইয়া পুনরায় কোনপ্রকার কর্ম্মবিপাক (—ফলদানের জন্য কর্ম্মের অভিব্যক্তি, অঙ্কুরীভাব) বশতঃ হস্তিজন্ম প্রাপ্ত হইয়া [সেই অতি বৃহৎ] হস্তিশরীরকে সমগ্রভাবে ব্যাপন করিতে পারিবে না। [ফলে হস্তিশরীরের একাংশ নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে]৫ আর পুত্তিকা (—ক্ষুদ্র মক্ষিকা, উই-

শাঙ্করভাষ্যম্

কৃৎস্নঃ পুত্তিকাশরীরে সংমীয়েত।৬ সমানঃ এষঃ একস্মিন্ অপি জন্মনি কৌমারযৌবনস্থাবিরেষু দোষঃ।৭ স্যাদেতৎ, অনন্তাবয়বঃ জীবঃ, তস্য তে এব অবয়বাঃ অল্পে শরীরে সঙ্কুচেয়ুঃ, মহতি চ বিকসেয়ুঃ ইতি।৮ তেষাং পুনঃ অনন্তানাং জীবাবয়বানাং সমানদেশত্বং প্রতিহন্যতে বা, ন বা ইতি বক্তব্যম্।৯ প্রতিঘাতে তাবৎ ন অনন্তাবয়বাঃ পরিচ্ছিন্নে দেশে সংমীয়েরন্।১০ অপ্রতিঘাতে অপি একাবয়বদেশত্বোপপত্তেঃ সর্ব্বেষাম্ অবয়বানাং

ভাষ্যানুবাদ

পোকা) জন্মলাভ করিয়া পুত্তিকাশরীরে সমগ্র জীব সমপরিমাণযুক্ত হইবে না (—সমগ্র জীবের স্থান সঙ্কুলান হইবে না, স্থানাভাবে পুত্তিকাদেহের বাহিরেও কিয়দংশ থাকিয়া যাইবে)।৬ একই জন্মে কৌমার যৌবন ও বার্দ্ধক্যেও এই দোষ হইবে সমান।৭

[পূঃ—জীবের অনন্ত অবয়ব, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শরীরে তাহা সঙ্কোচবিকাশশীল]

[জৈন বলেন—] আচ্ছা, তাহা না হয় হইল, [আমরা কিন্তু বলি—] জীব অনন্ত অবয়বযুক্ত, [প্রদীপের প্রভারূপ অবয়বসকলের ন্যায়] তাহার সেই অবয়বসকল ক্ষুদ্র শরীরে সঙ্কুচিত হইবে এবং বৃহৎ শরীরে বিকসিত হইবে(৮) ইত্যাদি।৮

[সিঃ—সঙ্কোচবিকাশশীল অনন্ত জীবাবয়বাঙ্গীকারে অণুপরিমাণতা, শরীরবহির্দেশে অবস্থিতি ইত্যাদি নানা দোষবশতঃ জীব দেহপরিমাণ নহে।]

[সিদ্ধান্তী তদুত্তরে বলেন—] জীবের সেই অনন্ত অবয়বসকলের সমানদেশতা (—একই দেশে অবস্থিতি) প্রতিহত (—বাধাপ্রাপ্ত) হয়, অথবা হয় না, ইহা তোমাকে বলিতে হইবে।৯ যদি প্রতিহত হয়, তাহা হইলে অনন্ত অবয়বসকল পরিচ্ছিন্ন দেশে (—ক্ষুদ্র স্থানে) সমপরিমাণযুক্ত হইবে না (—তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইবে না; ফলে স্থানাভাবে ক্ষুদ্র শরীরের বাহিরেও জীবাবয়বসকল থাকিয়া যাইবে]।১০ আর অপ্রতিহত হইলেও অবয়বসকলের একাবয়বদেশতা (—একটী

ভাবদীপিকা

(৮) **জৈনের** তাৎপর্য্য এই—প্রদীপের প্রভারূপ অবয়বসকল যেমন বিরল (—পাতলা) অবয়বসংযোগের দ্বারা বৃহৎ গৃহকে প্রকাশিত করে এবং নিবিড় অবয়বসংযোগের দ্বারা ক্ষুদ্র গৃহকে প্রকাশিত করে। এইপ্রকারে অনন্ত অবয়বযুক্ত জীব বৃহৎ হস্তিশরীরে প্রবিষ্ট হইলে বিরল অবয়বসংযোগের দ্বারা সমগ্র হস্তিশরীরের মধ্যেই অবস্থান করিবে, ফলে তাহার একাংশ জীববিহীন হইবে না। এইপ্রকারে ক্ষুদ্রতম পতঙ্গশরীরে প্রবিষ্ট হইলে জীব নিবিড় অবয়বসংযোগের দ্বারা সেই ক্ষুদ্রতম শরীরের মধ্যেই অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে, তাহার কোন অংশ সেই শরীরের বাহিরে থাকিবে না। অবয়বসকল কাষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় পরস্পরকে প্রতিঘাত করিবে, ফলে একই দেশে নিবিড়ভাবে তাহাদের অবস্থান সম্ভব নহে, এইপ্রকার আশঙ্কা হওয়া উচিত নহে। কারণ ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে, কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রতিঘাতশীল পদার্থ বৃহৎ গৃহে বিরলভাবে সজ্জিত থাকিলেও ক্ষুদ্র গৃহে উপর্য্যুপরি নিবিড়ভাবে সজ্জিত থাকে। জীবাবয়বসকলও বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শরীরে এইপ্রকারে অবস্থান করিবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রথিমানুপপত্তেঃ জীবস্য অণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ।১১ অপি চ শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নানাং জীবাবয়বানাম্ আনন্ত্যং ন উৎপ্রেক্ষিতুম্ অপি শক্যম্।১২॥২।২।৩৪॥

ভাষ্যানুবাদ

অবয়ব যে স্থলে থাকে, অপর অবয়বসকলেরও সেই স্থলে অবস্থিতি) সঙ্গত হয় বলিয়া প্রথিমা (—স্থূলতা) সঙ্গত না হওয়ায় জীব অণুপরিমাণমাত্র হইয়া পড়িবে, [তোমাদের অভিপ্রেত দেহপরিমাণ নহে (৯)।১১ জীবের অনন্ত নিত্য অবয়ব অঙ্গীকার করিয়া লইয়া তাহাতে দোষ প্রদর্শিত হইল। তাহা যে সম্ভব নহে, ইহাই বলিতেছেন—] আর দেখ, শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্ন (—শরীরপরিমিত) জীবাবয়বসকলের অনন্ততা কল্পনাও করিতে পারা যায় না, [যেহেতু যাহা পরিচ্ছিন্ন দেশে অবস্থান করে, তাহা সান্ত ও অনিত্য।১২ অতএব জীব দেহপরিমাণ নহে।] ॥২।২।৩৪॥

ভাবদীপিকা

[সিঃ— জীবের সংকোচবিকাশশীল অনন্ত অবয়বকল্পনাতে দোষ]

(৯) **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই—(ক) প্রদীপের প্রভারূপ অবয়বসকল বিনশ্বরস্বভাব হওয়ায় অবয়বী প্রদীপ হয় প্রতিক্ষণেই উৎপত্তিবিনাশশীল, সুতরাং অনিত্য। সেইহেতু তাহা নিত্য আত্মার বিষয়ে দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না। (খ) আর এক কথা, প্রদীপ-প্রভার বৃহৎ গৃহ প্রকাশনের ন্যায় জীব যদি বৃহৎ শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রদীপের দ্বারা বৃহৎ গৃহের অল্প আলোকিত হওয়ার ন্যায় বৃহৎ শরীরও জীবের দ্বারা অল্প চৈতন্যযুক্ত হইবে। (গ) এইপ্রকারেই ক্ষুদ্র গৃহে প্রদীপের স্ফুটপ্রকাশের ন্যায় ক্ষুদ্র শরীরও জীবের দ্বারা অধিক চৈতন্যযুক্ত হইবে। ইহাতে কিন্তু দৃষ্টবিরোধ হইয়া পড়ে, কারণ শরীর বৃহৎ হইলে অল্প চৈতন্য-যুক্ত (—জ্ঞানযুক্ত) হয় এবং ক্ষুদ্র হইলে অধিক জ্ঞানযুক্ত হয়, ইহা পরিদৃষ্ট হয় না। প্রত্যুত বৈপরীত্যই পরিদৃষ্ট হয়, যথা—ক্ষুদ্র বালক শরীরে জ্ঞানাল্পতা এবং বৃহৎ যুবা শরীরে জ্ঞানের আধিক্য। অতএব ক্ষুদ্রই হউক্, বা বৃহৎই হউক্, সকলপ্রকার শরীরেই জীব নিবিড় অবয়বসংযোগদ্বারাই অবস্থান করে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। (ঘ) তাহার ফলে জীবের অবয়বসকল যদি কাচাদির ন্যায় **১।** প্রতিহন্যমানস্বভাব হয় (—একটী অবয়ব যদি অপর অবয়বের স্থিতিতে বাধা দান করে) তাহা হইলে (১) মূলে কথিত প্রকারে ক্ষুদ্রশরীরের বাহিরেও কিছু জীবাবয়ব থাকিয়া যাইবে। (২) জীবাবয়ব প্রতিহন্যমানস্বভাব হইলেও যদি উপর্য্যুপরি থাকে, তাহা হইলে ক্ষুদ্রশরীরে জ্ঞানাধিক্য দুর্ব্বার হইয়া পড়ে, ইহা অনুভববিরুদ্ধ। তাহা যদি **২।** প্রতিহন্যমানস্বভাব না হয়, তাহা হইলে জীব অণুপরিমাণ হইয়া পড়িবে, ইহা মূলেই কথিত হইয়াছে। (ঙ) আবার নিবিড় অবয়বসংযোগদ্বারা জীব শরীরে অবস্থান করে, ইহা অঙ্গীকার করিলেও তোমার নিস্তার নাই। তোমাকে বলিতে হইবে—বালক যুবক বৃদ্ধ মূঢ়াদি শরীরে জ্ঞানাল্পতা জ্ঞানাধিক্য ও জ্ঞানাভাবাদির প্রতি হেতু কি? জ্ঞানাশ্রয়ভূত জীব তো নিবিড় অবয়বসংযোগদ্বারা সকলপ্রকার শরীরেই আছে, তথাপি জ্ঞানতারতম্য হয় কেন? ইহার কোন প্রকার সদুত্তর তুমি দিতে পার না; কারণ সিদ্ধান্তী আমাদিগের ন্যায় তোমরা অন্তঃকরণের অল্প বিকাশ, পূর্ণ বিকাশ, তাদৃশ বিকাশের অভাব, তাহাতে সত্ত্বগুণাধিক্য, বা তাহার তারতম্য

শাঙ্করভাষ্যম্—অথ পর্য্যায়েণ বৃহচ্ছরীরপ্রতিপত্তৌ কেচিৎ জীবাবয়বাঃ উপগচ্ছন্তি, তনুশরীরপ্রতিপত্তৌ চ কেচিৎ অপগচ্ছন্তি ইতি উচ্যেত। তত্রাপি উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—আর পর্য্যায়ক্রমে বৃহৎ শরীর প্রাপ্ত হইলে কোন কোন জীবাবয়ব আগমন করে (—তৎকালে উৎপন্ন হয়) এবং ক্ষুদ্র শরীর প্রাপ্ত হইলে কোন কোন জীবাবয়ব নির্গত হয় (-বিনষ্ট হয়, ফলে কিয়ৎপরিমাণ জীবাবয়ব নিত্যই বর্ত্তমান থাকে, আর কিয়ৎপরিমাণ তাহা উৎপত্তিনাশশীল ; সেইহেতু বৃহৎ বা ক্ষুদ্র শরীর প্রাপ্তি হইলেও জীবের দেহ পরিমাণতার কোন ব্যাঘাত হয় না], এইপ্রকার যদি বলা হয়। [সিদ্ধান্তী—] সেই বিষয়েও বলা হইতেছে—

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥২।২।৩৫॥

পদচ্ছেদ—ন, চ, পর্য্যায়াৎ, অপি, অবিরোধঃ, বিকারাদিভ্যঃ।

সূত্রার্থ—পর্য্যায়াৎ অপি—পর্য্যায়েণ শরীরব্যক্তিভেদেন অবয়বগমনাগমনাভ্যাম্ অপি, **অবিরোধঃ**—আত্মনি তত্তৎ স্থূলসূক্ষ্মশরীরপরিমাণত্বস্য অবিরোধঃ, [ইতি] **ন চ** বাচ্যম্। [কুতঃ?] **বিকারাদিভ্যঃ** আত্মনঃ সাবয়বত্বেন তত্তচ্ছরীরপ্রাপ্ত্যা বৃদ্ধিহ্রাসবত্ত্বাঙ্গীকারে বিকারিত্বপ্রসক্তৌ [প্রদীপাদিবৎ অনিত্যত্বং স্যাৎ। অনিত্যত্বে চ বন্ধমোক্ষাভ্যুপগমঃ বাধ্যেত ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—পর্য্যায়াৎ অপি—পর্য্যায়ক্রমে, অর্থাৎ ক্রমশঃ তত্তৎ [বৃহৎ ও ক্ষুদ্র] শরীরভেদে অবয়বসকলের গমনাগমনের দ্বারাও, **অবিরোধঃ**—আত্মাতে তত্তৎ বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র শরীরপরিমাণতার (—তাদৃশ পরিমাণযুক্ত হওয়ার) বিরোধ হয় না, [ইতি] **ন চ**—এইপ্রকার বলা উচিত নহে। [কেন নহে? তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] **বিকারাদিভ্যঃ**—যেহেতু সেই সেই [বৃহৎ ও ক্ষুদ্র] শরীরপ্রাপ্তির দ্বারা বৃদ্ধি এবং হ্রাসযুক্ততা অঙ্গীকার করিলে আত্মা সাবয়ব হওয়ায় বিকারী হইয়া পড়ে বলিয়া [প্রদীপাদির ন্যায় অনিত্য হইয়া পড়িবে। আর অনিত্য হইলে বন্ধ ও মোক্ষবিষয়ক স্বীকৃতি বাধিত হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন চ পর্য্যায়েণ অপি অবয়বোপগমাপগমাভ্যাম্ এতদ্দেহপরিমাণত্বং জীবস্য অবিরোধেন উপপাদয়িতুং শক্যতে।১ কুতঃ?২ বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ।৩ অবয়বোপাগমাপগমাভ্যাং হি অনিশম্

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—দেহপরিমাণ জীবপক্ষে অপর দোষ—গমনাগমনশীল জীবাবয়বাঙ্গীকারে নশ্বর জীবের আত্মজ্ঞানাভাবে মোক্ষ অসিদ্ধ।]

আর পর্য্যায়ক্রমে (—তত্তৎ শরীরভেদে) অবয়বসকলের গমনাগমনের দ্বারাও জীবের এই দেহপরিমাণতা অবিরুদ্ধভাবে উপপাদন করিতে পারা যায় না।১ কেন

ভাবদীপিকা

ইত্যাদিকে তোমরা জ্ঞানাধিক্য ও জ্ঞানাল্পতা প্রভৃতির হেতুরূপে অঙ্গীকার কর না। যেহেতু তোমাদের মতে জীবই জ্ঞানাশ্রয়, সিদ্ধান্তীর ন্যায় অন্তঃকরণ নহে [সিদ্ধান্তে জ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

আপূর্য্যমাণস্য অপক্ষীয়মাণস্য চ জীবস্য বিক্রিয়াবত্ত্বং তাবৎ অপরিহার্য্যম্।৪ বিক্রিয়াবত্ত্বে চ চর্ম্মাদিবৎ অনিত্যত্বং প্রসজ্যেত।৫ ততশ্চ বন্ধমোক্ষাভ্যুপগমঃ বাধ্যেত কর্ম্মাষ্টকপরিবেষ্টিতস্য জীবস্য অলাবুবৎ সংসারসাগরে নিমগ্নস্য বন্ধনোচ্ছেদাৎ ঊর্দ্ধগামিত্বং ভবতি ইতি।৬ কিঞ্চান্যৎ, আগচ্ছতাম্ অপগচ্ছতাং চ অবয়বানাম্ আগমাপায়ধর্ম্মবত্ত্বাৎ এব অনাত্মত্বং শরীরাদিবৎ।৭ ততশ্চ অবস্থিতঃ কশ্চিৎ অবয়বঃ আত্মা ইতি স্যাৎ।৮ ন চ সঃ নিরূপয়িতুং শক্যতে, অয়ম্ অসৌ ইতি।৯ কিঞ্চান্যৎ, আগচ্ছন্তশ্চ এতে জীবাবয়বাঃ কুতঃ প্রাদুর্ভবন্তি, অপগচ্ছন্তশ্চ ক্ব বা লীয়ন্তে ইতি বক্তব্যম্।১০ ন হি ভূতেভ্যঃ প্রাদুর্ভবেয়ুঃ, ভূতেষু চ নিলীয়েরন্,

ভাষ্যানুবাদ

পারা যায় না ?২ [উত্তর—] যেহেতু বিকারাদি (—বিকারিত্ব ও নশ্বরত্ব প্রভৃতি) দোষের প্রাপ্তি হইয়া পড়ে।২ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] অবয়বসকলের উপগম (—আগমন, বৃদ্ধি, উৎপত্তি) ও অপগমের (—নির্গমন, হ্রাস, নাশ) দ্বারা অবিরত যাহা পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সেই জীবের বিক্রিয়াযুক্ততা (—বিকারিত্ব) অবশ্যই অপরিহার্য্য।৪ আর বিকারী হইলে চর্ম্মাদির ন্যায় [জীবের] অনিত্যতা হইয়া পড়িবে।৫ আবার তাহা হইলে আটপ্রকার কর্ম্মের (২ ভাবদীঃ) দ্বারা পরিবেষ্টিত ও অলাবুর (—লাউয়ের) ন্যায় সংসারসাগরে নিমজ্জিত জীবের বন্ধনের উচ্ছেদ হওয়ায় ঊর্দ্ধগমন হয়, এইপ্রকার যে বন্ধন ও মোক্ষের স্বীকৃতি, তাহা বাধিত হইয়া পড়িবে; [কারণ যাহার বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয়, তাহা স্বতঃই নশ্বর হওয়ায় যাহার বন্ধন ও মোক্ষ হইবে, সেই জীবই বর্ত্তমান থাকে না]।৬ আর অন্য দোষ এই হয় যে, [জীবের] যে অবয়বসকল আগমন করে ও নির্গত হইয়া যায়, তাহারা উৎপত্তি ও নাশরূপ ধর্ম্মযুক্ত হওয়ায় শরীরাদির ন্যায় অনাত্মা হইয়া পড়িবে।৭ আর তাহার ফলে [জীব শরীরাদির ন্যায় অনাত্মা না হউক, এইহেতু] অবস্থিত (—গমনাগমনহীন) কোন জীবাবয়বই আত্মা, এইপ্রকার [পরিস্থিতি] হইয়া পড়িবে।৮ তাহাকে (—গমনাগমনশীল অবয়বসকলের মধ্যে সেই অবস্থিত জীবাবয়বরূপ আত্মাকে) কিন্তু 'এইটী তাহা', এইপ্রকারে নিরূপণ করিতে পারা যায় না ; [ফলে আত্মনিরূপণের (—আত্মজ্ঞানের) অভাববশতঃ মোক্ষ সম্ভব হইবে না।৯ অতএব জীব দেহপরিমাণ নহে]

[সিঃ—আকর নিরূপিত না হওয়ায় জীবাবয়বের গমনাগমন সম্ভব নহে।]

আর অন্য কথা এই, যে জীবাবয়বসকল আগমন করে, তাহারা কোথা হইতে প্রাদুর্ভূত হয় এবং যাহারা (—যে জীবাবয়বসকল) নির্গত হয়, তাহারা কোথায় বিলীন হয়, ইহা তোমাকে বলিতে হইবে।১০ [তেজঃ হইতে দীপাবয়বের

শাঙ্করভাষ্যম্

অভৌতিকত্বাৎ জীবস্য ।১১ নাপি কশ্চিৎ অন্যঃ সাধারণঃ অসাধারণঃ বা জীবানাম্ অবয়বাধারঃ নিরূপ্যতে, প্রমাণাভাবাৎ ।১২ কিঞ্চান্যৎ, অনবধৃতস্বরূপশ্চ এবং সতি আত্মা স্যাৎ, আগচ্ছতাম্ অপগচ্ছতাং চ অবয়বানাম্ অনিয়তপরিমাণত্বাৎ ।১৩ অতঃ এবমাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ ন পর্য্যায়েণাপি অবয়বোপগমাপগমৌ আত্মনঃ আশ্রয়িতুং শক্যেতে ।১৪ অথবা পূর্ব্বেণ সূত্রেণ শরীরপরিমাণস্য

ভাষ্যানুবাদ

ন্যায়, ক্ষিত্যাদি] ভূতসকল হইতে [জীবাবয়বসকলের] প্রাদুর্ভাব হইবে এবং ভূতসকলেই [তাহারা] বিলীন হইবে, ইহা নিশ্চয়ই বলা যায় না ; যেহেতু জীব অভৌতিক (—ভূত হইতে উৎপন্ন নহে)। ১১ আর জীবগণের অবযবসকলের অন্য কোন [সর্ব্বজীব-] সাধারণ, অথবা [প্রত্যেক জীবের] অসাধারণ আধার (—আকর) নিরূপিত হয় না, যেহেতু [সেই বিষয়ে কোন] প্রমাণ নাই। [অতএব জীবাবয়বসকলের উৎপত্তি ও বিনাশ সম্ভব নহে] ।১২

[সিঃ গমনাগমনশীল আত্মাবয়বের পরিমাণ অজ্ঞাত হওয়ায় আত্মজ্ঞানাভাবে মোক্ষাভাব ও অন্যান্য দোষবশতঃ আত্মা দেহপরিমাণ নহে, সাবয়বও নহে।]

আর অন্য দোষ এই হয় যে, এইপ্রকার হইলে (—জীবাবয়বসকল উৎপত্তিনাশশীল হইলে) আত্মা অনবধৃতস্বরূপ (—যাহার স্বরূপ নির্ণীত হয় না, এইপ্রকার) হইয়া পড়িবে, যেহেতু যে অবয়বসকল আগমন করে এবং যে অবয়বসকল নির্গত হয়, তাহাদের পরিমাণের কোন নিয়ম নাই (—কতগুলি আত্মাবয়ব আগমন করিল, কতগুলিই বা নির্গত হইল, ইহার কোন নিয়ম নাই। আর তাহা অবগতও হওয়া যায় না বলিয়া আত্মবিষয়ক নিশ্চয়ের (—আত্মজ্ঞানের) অভাবে মোক্ষ সম্ভব হইবে না] ।১৩ অতএব এই সকল এবং অন্যান্য দোষসকল হইয়া পড়ে বলিয়া (১০) পর্য্যায়ক্রমেও (—তত্তৎ শরীরভেদেও) আত্মার অবয়বসকলের আগমন ও নির্গমনকে আশ্রয় (—অঙ্গীকার) করিতে পারা যায় না।১৪ [অতএব আত্মা দেহপরিমাণ নহে, সাবয়বও নহে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ভাবদীপিকা [জীবাবয়বাঙ্গীকারে নানা দোষ।]

(১০) সূত্রস্থ আদিশব্দের দ্বারা সূচিত অন্যান্য দোষসকল এই—১। জীব যদি অবয়বসকলের দ্বারা আরব্ধ অবয়বী হয়, তাহা হইলে কপালরূপ অবয়বের দ্বারা আরব্ধ ঘটরূপ অবয়বীর ন্যায় অনিত্য হইয়া পড়িবে। ২। জীবাবয়বসমূহকে জীব বলিলে তাহা অসৎ হইয়া পড়িবে, কারণ জীবাবয়বের উপাদান কি এবং তাহার পরিমাণ কতটা তাহাই নির্ণীত হয় না। ৩। জীবাত্মা যদি যাবতীয় জীবাবয়ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্ষুদ্রতর শরীরে প্রবেশকালে একটী জীবাবয়বের নাশ হইলেও জীব আর বর্ত্তমান থাকিতে পারিবে না, ফলে সেই শরীর তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া পড়িবে। ৪। গোত্ব যেমন প্রত্যেকটী গোতে সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ জীব যদি প্রত্যেকটী জীবাবয়বে সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মনঃ উপচিতাপচিতশরীরান্তরপ্রতিপত্তৌ অকার্ৎস্ন্যপ্রসঞ্জন-দ্বারেণ অনিত্যতায়াং চোদিতায়াং পুনঃ পর্য্যায়েণ পরিমাণান-বস্থানে অপি স্রোতঃসন্তাননিত্যতান্যায়েন আত্মনঃ নিত্যতা স্যাৎ।১৫ যথা রক্তপটানাং বিজ্ঞানানবস্থানে অপি তৎসন্তান-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সূত্রের অন্যপ্রকার অর্থ। সন্তানাত্মবাদ নিরাকরণ।]

অথবা [২।২।৩৪ এই] পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা শরীরপরিমাণবিশিষ্ট আত্মার উপচিত ও অপচিত (—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ) শরীরপ্রাপ্তিতে পরিচ্ছিন্নতারূপ দোষের প্রসঞ্জন (—প্রাপ্তিসম্ভাবনা) দ্বারা অনিত্যতাবিষয়ক (—আত্মা অনিত্য হইয়া পড়িবে, এই-প্রকার) আশঙ্কা হইলে, পুনরায় [আত্মার পরিমাণ] অনবস্থিত (—অনিত্য) হইলেও পর্য্যায়রূপে (—প্রবাহরূপে, ১১) স্রোতসন্তানের নিত্যতাবিষয়ক যুক্তির দ্বারা আত্মার নিত্যতা হইবে (—আত্মব্যক্তির নাশ হইলেও প্রবাহাকারে আত্মা নিত্য হইবে)।১৫ যেমন রক্তবস্ত্রধারিগণের (১২) বিজ্ঞান অনবস্থিত হইলেও

ভাবদীপিকা [জীবাবয়বাঙ্গীকারে নানা দোষ।]

অবয়বভেদে একই শরীরে নানা জীব অঙ্গীকার করিতে হইবে। ৫। জৈন বলেন—গোত্ব প্রত্যেক গোতে বর্ত্তমান থাকিলেও যাবতীয় গোতে তাহা একই, নানা নহে; সুতরাং নানা জীব অঙ্গীকারের প্রশ্ন উঠে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—তাহা হইলে নৈয়ায়িকাদি স্বীকৃত ব্যাপী গোত্বজাতির একত্বের ন্যায় যাবতীয় জীবদেহে একই জীব অঙ্গীকার করিতে হইবে। ইহা তোমার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। ৬। জীবের যে অবয়বসকল তোমরা কল্পনা করিতেছ, সেই অবয়বসকলের (ক) প্রত্যেকটাই চেতন, (খ) অথবা তাহাদের সমষ্টিই চেতন? (ক) প্রথম পক্ষে—প্রত্যেক চেতনের অভিপ্রায় অভিন্ন হইবে এইপ্রকার নিয়ম না থাকায় একই শরীরে প্রবিষ্ট বিভিন্ন অভিপ্রায়বিশিষ্ট সেই বিভিন্ন জীবাবয়ব-সকল বিভিন্ন দিগ্‌গামী ও বিভিন্ন ক্রিয়াশীল হইয়া শরীরকে উন্মথিত করিয়া ফেলিবে। (খ) দ্বিতীয় পক্ষে—হস্তিশরীরবান্ জীবের কর্ম্মবশে পতঙ্গশরীরে প্রবেশকালে সেই জীবাবয়বসমষ্টি হইতে অধিকাংশ অবয়বের নির্গমনবশতঃ মাত্র দুইটী বা তিনটী জীবাবয়ব বিদ্যমান থাকায় সেই জীবাবয়বসমষ্টি বিনষ্ট হইয়া যাইবে, ফলে তাদৃশ অসমষ্টিভূত জীব ক্ষুদ্র পতঙ্গশরীরে চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারিবে না। ৭। যে অবয়বসমষ্টিকে চেতন বলিতেছ, তাহা অবয়ব-ব্যষ্টি হইতে ভিন্ন, অথবা অভিন্ন, ইহা নিরূপণ করিতে পারা যায় না বলিয়া (৩৪৯পৃঃ ৭ ভাবদীঃ), সেই সমষ্টিকে চেতনই বলা যায় না, ইত্যাদি। এক্ষণে তত্তৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শরীরভেদে আত্মপরিমাণের বিভিন্নতা অঙ্গীকৃত হইলে আত্মা অনিত্য হইয়া পড়িবে (৪৬৬ পৃঃ ৪ বাক্য), এই দোষ হইতে নিষ্কৃতির জন্য বৌদ্ধগণের ন্যায় সন্তানাকারে আত্মার নিত্যতা যদি অঙ্গীকার করা হয়, তদুত্তরে এই সূত্রের ব্যাখ্যান্তর প্রদর্শন করিতেছেন—অথবা, ইত্যাদি (১৫ বাক্য)।

(১১) এই স্থলে পর্য্যায়শব্দের অর্থ—প্রবাহ। যথা—"পর্য্যায়েণ ইতি অস্য ব্যাখ্যা স্রোতঃ ইতি", "পর্য্যায়াৎ সন্তানাৎ" (রত্নপ্রভা)। "পর্য্যায়াৎ প্রবাহাৎ অনিত্যত্বে অপি ন বিরোধঃ" (ব্রঃ ভরণ)। "পর্য্যায়শব্দেন....সন্তানঃ গৃহ্যতে" (ন্যায়নির্ণয়)।

শাঙ্করভাষ্যম্

নিত্যতা, তদ্বৎ বিসিচাম্ অপি ইতি আশঙ্ক্য অনেন সূত্রেণ উত্তরম্ উচ্যতে ৷১৬ সন্তানস্য তাবৎ অবস্তুত্বে নৈরাত্ম্যবাদপ্রসঙ্গঃ ৷১৭ বস্তুত্বে অপি আত্মনঃ বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ অস্য পক্ষস্য অনুপপত্তিঃ ইতি ৷১৮॥২।২।৩৫॥

ভাষ্যানুবাদ

তাহার সন্তানের (—প্রবাহের) নিত্যতা 'অঙ্গীকৃত হয়', তদ্রূপ বস্ত্রবিহীন-গণেরও (—দিগম্বর জৈনগণেরও) হইবে, এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া এই সূত্রের দ্বারা উত্তর কথিত হইতেছে।১৬ সেই সন্তান অবস্তু হইলে নৈরাত্ম্যবাদের (—আত্মা নামক কিছুই নাই, এই মতবাদের ; শূন্যবাদের') প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে।১৭ আর [সেই সন্তান] বস্তু হইলেও, [বস্তুমাত্রই বিকারী হওয়ায় চর্ম্মের ন্যায়] আত্মার বিকারিত্ব প্রভৃতি দোষের প্রসক্তি হইয়া পড়ে বলিয়া এই পক্ষের (—প্রবাহাকারে আত্মনিত্যতাপক্ষের] অসঙ্গতি হইয়া পড়ে (১৩) ইত্যাদি ।১৮॥২।২।৩৫॥

ভাবদীপিকা

(১২) বর্ত্তমানকালে ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশীয় হীনযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে পীতবস্ত্রধারিরূপেই দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণ ৩।১৮।১৪ শ্লোকে বৌদ্ধগণ রক্তবস্ত্রধারিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তিব্বতী মহাযানী ভিক্ষুগণ রক্তবস্ত্রধারী, এইপ্রকারই পরিদৃষ্ট হয়।

[দেহপরিমাণ আত্মা প্রবাহাকারে নিত্য, এই জৈনমত নিরাকরণ।]

(১৩) কখনও মশকশরীরের ন্যায় ক্ষুদ্র এবং কখনও হস্তিশরীরের ন্যায় বৃহৎ আত্মা পরিচ্ছিন্ন (—সসীম) হওয়ায় বিনশ্বর হইলেও সেই আত্মব্যক্তির (—তত্তৎ ব্যষ্টি আত্মার, সন্তানীর) যে প্রবাহ (—সন্তান), তাহা নিত্য, ইহাই পূর্ব্বপক্ষী **জৈনের** অভিপ্রায়। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—সেই আত্মসন্তান (—আত্মপ্রবাহ) **১।** বস্তু (—পারমার্থিক সৎ পদার্থ), অথবা **২।** অবস্তু? **দ্বিতীয় পক্ষে**—শূন্যবাদ প্রসক্ত হওয়ায় তোমার অপসিদ্ধান্ত হইয়া পড়িবে। **প্রথম পক্ষে**—সেই বস্তুভূত আত্মসন্তান আত্মসন্তানী (—ব্যষ্টি আত্মা) হইতে **১।** ভিন্ন, অথবা **২।** অভিন্ন? **১। ভিন্নত্ব**পক্ষে (**ক**) প্রথম দোষ এই—সেই আত্মসন্তানকে আত্মসন্তানই বলা যাইবে না, কারণ জলপ্রবাহের মধ্যে যদি জল না থাকে : জলপ্রবাহ যদি জল হইতে ভিন্নই হয়, তাহা হইলে তাহাকে যেমন জলপ্রবাহ বলা যায় না, তদ্রূপ আত্মপ্রবাহের মধ্যে তদ্ভিন্ন আত্মা না থাকায় তাহাকে আত্মপ্রবাহই বলা যাইবে না। (**খ**) এই পক্ষে দ্বিতীয় দোষ এই—আত্মসন্তানী (—ব্যষ্টি আত্মা) হইতে ভিন্ন আত্মসন্তানকে তুমি বস্তু বলিতেছ। তাহাতে বিনশ্বর আত্মসন্তানী হইতে ভিন্ন হওয়ায় সেই বস্তুভূত সৎ আত্ম-সন্তানকে কূটস্থ অবিনাশী আত্মরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে 'আত্মা দেহপরিমাণ', এই যে তোমার মতবাদ, তাহা নিরস্ত হইয়া পড়িবে, কারণ দেহপরিমাণবিশিষ্ট আত্মার হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, কূটস্থ আত্মপক্ষে তাহা সম্ভব নহে। (**গ**) ভিন্নত্ব পক্ষে তৃতীয় দোষ এই—জলবিন্দুসকল হইতে জলপ্রবাহের উৎপত্তির ন্যায় আত্মসন্তানী হইতে যে আত্মসন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাকে সদ্বস্তু বলা যাইবে না ; কারণ যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা অবশ্যই বিনাশী। আর **২। আত্মসন্তান আত্মসন্তানী হইতে অভিন্ন** হইলে, সন্তান (—প্রবাহ) অবিরত

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥২।২।৩৬॥

পদচ্ছেদ—অন্ত্যাবস্থিতেঃ, চ, উভয়নিত্যত্বাৎ, অবিশেষঃ।

সূত্রার্থ—[নমু পূর্ব্বশরীরনাশেন তৎকৃতস্য বিকারস্য নাশেঽপি ন আত্মস্বরূপং নষ্টম্। শরীরান্তরাভাবেন চ পুনঃ বিকারান্তরাভাবেঽপি অবিকৃতম্ এব আত্মস্বরূপং নিত্যরূপেণ মোক্ষে অনুবৃত্তং ভবিষ্যতি ইতি যদুচ্যতে। তন্নিরাসায় আহ—] **চ**—কিঞ্চ, **অন্ত্যাবস্থিতেঃ**—অন্ত্যস্য—মোক্ষাবস্থাভাবিনঃ জীবপরিমাণস্য, অবস্থিতেঃ—নিত্যত্বেন অবস্থিতেঃ, **উভয়নিত্যত্বাৎ**—তৎপূর্ব্বয়োঃ উভয়োঃ অপি আগুমধ্যমপরিমাণয়োঃ নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ, [ত্রয়াণাম্ আগুমধ্যমান্ত্যপরিমাণানাম্] **অবিশেষঃ**—অবিশেষেণ সাম্যং স্যাৎ [বিরুদ্ধপরিমাণানাম্ একত্রাযোগাৎ। ততঃ স্থূলং বা সূক্ষ্মং বা যং দেহং গৃহ্লাতি তদ্দেহপরিমাণঃ এব জীবঃ ইতি দিগম্বরসিদ্ধান্তঃ বিরুধ্যতে। তস্মাৎ অযুক্তেন বিবসনমতেন ন বেদান্তসমন্বয়স্য বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[যদি বলা হয়—পূর্ব্বশরীর নাশের দ্বারা তৎকৃত বিকারের নাশ হইলেও আত্মস্বরূপের নাশ হয় না। আর অন্য শরীর না থাকায় পুনরায় অন্যপ্রকার বিকারের অভাবে মোক্ষকালে আত্মার স্বরূপ অবিকৃত নিত্যরূপেই বর্ত্তমান থাকিবে, ইত্যাদি। তাহা নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন—] **চ**—আর এক কথা, **অন্ত্যাবস্থিতেঃ**—অন্ত্যস্য—মোক্ষাবস্থাতে অবস্থিত জীবপরিমাণের, অবস্থিতেঃ—নিত্যরূপে অবস্থিতি হওয়ায়, **উভয়নিত্যত্বাৎ**—তাহার

ভাবদীপকা

পরিণাম প্রাপ্ত হওয়ায় এবং পরিণামী বস্তুমাত্রই অনিত্য হওয়ায় সেই আত্মসন্তানী হইতে অভিন্ন আত্মসন্তানও অনিত্য হইয়া পড়িবে। ফলে তাহার বন্ধন ও মোক্ষের ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে এবং আত্মসন্তানের জন্মাদি বিকারও অঙ্গীকার করিতে হইবে; কারণ যাহা অনিত্য তাহা উৎপত্তিনাশশীল, ইহা অনুভবসিদ্ধ। **আর এক কথা**—তুমি বলিতেছ শরীরপরিমাণ আত্মার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শরীর প্রাপ্তি হইলেও প্রবাহাকারে সেই শরীরপরিমাণ আত্মা নিত্য। তাহা সম্ভব নহে, কারণ মোক্ষাবস্থাতে শরীর না থাকায় আত্মা শরীরপরিমাণ হইবে না। তাহার পরেও তাহার কোন শরীর উৎপন্ন হইবে না। ফলে অন্ত্যশরীরনাশের সমকালেই শরীরপরিমাণ আত্মপ্রবাহের বিচ্ছেদ হইয়া পড়ে বলিয়া তাদৃশ আত্মার নিত্যতা সম্ভব নহে। অতএব এই সন্তানায়ত্তাপক্ষও (—প্রবাহাকারে দেহপরিমাণ আত্মা নিত্য, এই পক্ষও) সঙ্গত নহে, ইহা সিদ্ধ হইল।

'**অথবা**' ইত্যাদিরূপে (১৫ বাক্য) আরব্ধ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে "**ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধঃ বিকারাদিভ্যঃ**" ॥২।২।৩৫॥ এই সূত্রটীর অর্থ হইবে এইপ্রকার—[পূর্ব্ব সূত্রে পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় আত্মার অনিত্যতা কথিত হইয়াছে। তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। যেহেতু] **পর্য্যায়াৎঅপি**—["ক্রমভাবিপরিমাণগতেন সন্তানরূপেণাপি", ন্যায়নির্ণয়েরভাব।] ক্রমভাবিপরিমাণগত সন্তানরূপেও (—দেহপরিমাণ আত্মার যে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ইত্যাদিনানাপ্রকার পরিমাণপ্রাপ্তি, সেই পরিমাণগত সন্তানরূপেও, অর্থাৎ নানাপ্রকার পরিমাণবিশিষ্ট আত্মপ্রবাহরূপেও, আত্মাতে নিত্যতার] **অবিরোধঃ**—কোনপ্রকার বিরোধ হয় না। **ন চ**—ইহা বলিতে পার না। [কেন পারি না? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] **বিকারাদিভ্যঃ**—যেহেতু বিকারিত্ব প্রভৃতি দোষ হইয়া পড়ে। [এই দোষসকল উপরে বর্ণিত হইয়াছে।]

পূর্ব্ববর্ত্তী আগু ও মধ্য, এই উভয় পরিমাণের নিত্যতা হইয়া পড়ে বলিয়া, [আগু মধ্য ও অন্ত্য, এই পরিমাণত্রয়ের] **অবিশেষঃ**—অবিশেষভাবে সমতা হইবে; [যেহেতু বিরুদ্ধ পরিমাণসকলের একত্র অবস্থিতি সঙ্গত নহে। সেইহেতু "স্থূল অথবা সূক্ষ্ম যে প্রকার শরীরকে গ্রহণ করে, জীব সেই শরীরপরিমাণ হয়", এই দিগম্বর জৈনগণের সিদ্ধান্ত বিরোধগ্রস্ত হইতেছে। অতএব অযুক্তিসঙ্গত দিগম্বরজৈনমতবাদের দ্বারা বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ অন্ত্যস্য মোক্ষাবস্থাভাবিনঃ জীবপরিমাণস্য নিত্যত্বম্ ইষ্যতে জৈনৈঃ।১ তদ্বৎ পূর্ব্বয়োরপি আদ্যমধ্যময়োঃ জীবপরিমাণয়োঃ নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ অবিশেষপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ।২ একশরীরপরিমাণতা এব স্যাৎ, ন উপচিতাপচিতশরীরান্তরপ্রাপ্তিঃ।৩

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মোক্ষ ও তৎপূর্ব্বকালীন জীবপরিমাণের সমতাবশতঃ জীবের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শরীরধারণ অসম্ভব।]

আবার দেখ, অন্ত্য (—সর্ব্বশেষ), অর্থাৎ মোক্ষাবস্থাতে অবস্থিত যে জীবপরিমাণ, জৈনগণকর্ত্তৃক তাহা নিত্যরূপে অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।১ [তাহার ফলে ইহাই হইয়া পড়ে যে,] তাহার ন্যায় (—মোক্ষাবস্থাতে অবস্থিত জীবপরিমাণের ন্যায়) পূর্ব্ববর্ত্তী আগু ও মধ্য জীবপরিমাণদ্বয়ের নিত্যতা (১৪) হইয়া পড়ে বলিয়া [আগু মধ্য ও অন্ত্য, এই পরিমাণত্রয়েরই] অবিশেষ প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে (—তাহারা অবিশেষভাবে নিত্য ও সমপরিমাণ হইয়া পড়িবে, কারণ বিরুদ্ধ তিনপ্রকার পরিমাণ এবং নিত্যতা ও অনিত্যতা একই বস্তুতে থাকিতে পারে না।২ আর পরিমাণত্রয়ের সমতার ফলে] একশরীরপরিমাণতা হইয়া পড়িবে (—অন্ত্য শরীরের যতটা পরিমাণ, আত্মার পরিমাণও ততটাই হইয়া পড়িবে, ফলে [তোমার অভিপ্রেত জীবের] বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শরীরপ্রাপ্তি সম্ভব হইবে না; [কারণ নিত্য অন্ত্যপরিমাণবিশিষ্ট হওয়ায় 'জীব শরীরপরিমাণ', তোমার এই মতবাদ ব্যাহত হইয়া পড়িতেছে]।৩

ভাবদীপিকা

(১৪) এই স্থলে **সিদ্ধান্তী** এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"আদ্যমধ্যমপরিমাণে নিত্যে আত্মপরিমাণত্বাৎ, অন্ত্যপরিমাণবৎ"। "আগু ও মধ্য পরিমাণ" বলিতে মোক্ষের পূর্ব্বভাবী যাবতীয় জীবপরিমাণকে গ্রহণ করিতে হইবে। **জৈন** যদি বলেন—"তোমার অনুমানে অনুকূল তর্ক নাই, কারণ 'আগু ও মধ্যপরিমাণরূপ পক্ষে আত্মপরিমাণত্বরূপ হেতু থাকিলেও নিত্যতারূপ সাধ্য নাই"। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—"আগু ও মধ্য পরিমাণ যদি নিত্য না হইত, তাহা হইলে অন্ত্যপরিমাণও নিত্য হইত না"। যেহেতু পরিমাণের নাশ আশ্রয়নাশ ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। সেইহেতু আগু ও মধ্য পরিমাণের নাশ হইলে, যাহার সেই পরিমাণ, সেই আশ্রয় জীবেরও নাশ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় জীবের অন্ত্যপরিমাণ যে নিত্য, ইহা বলা চলে না। অতএব জীবের অন্ত্যপরিমাণকে নিত্য ও অবিকৃত বলিতে হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল পরিমাণকে অবশ্যই নিত্য ও অবিকৃত বলিতে হইবে। **আর এক কথা,** "পূর্ব্ববর্ত্তী জীবপরিমাণসকল অনিত্য এবং মোক্ষকালভাবী জীবপরিমাণ নিত্য", এইপ্রকার পরিস্থিতিই সম্ভব

শাঙ্করভাষ্যম্

অথবা অন্ত্যস্য জীবপরিমাণস্য অবস্থিতত্বাৎ পূর্ব্বয়োরপি অবস্থয়োঃ অবস্থিতপরিমাণঃ এব জীবঃ স্যাৎ ।৪ ততশ্চ অবিশেষেণ সর্ব্বদা এব অণুঃ মহান্ বা জীবঃ অভ্যুপগন্তব্যঃ, ন শরীরপরিমাণঃ ।৫ অতশ্চ সৌগতবৎ আর্হতমপি মতম্ অসঙ্গতম্ ইতি উপেক্ষিতব্যম্ ।৬॥২।২।৩৬॥ ইতি ষষ্ঠম্ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সূত্রের ব্যাখ্যান্তর। জীবের অন্ত্য পরিমাণ অণু বা মহান্ যাহাই হউক, তাহাই সার্ব্বকালিক]।

অথবা অন্ত্য (—সর্ব্বশেষ, মোক্ষকালীন) জীবপরিমাণ অবস্থিত (—স্থায়ী, নিত্য) হওয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী [আদ্য ও মধ্য] অবস্থাদ্বয়ে জীব অবশ্যই অবস্থিত পরিমাণ (—অণুই হউক, বা মহানই হউক, স্থায়িপরিমাণবিশিষ্ট) হইবে ।৪ আর তাহা হইলে অবিশেষভাবে সর্ব্বদাই জীবকে অণু বা মহান্ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে, কিন্তু শরীরপরিমাণ নহে (১৫) ।৫ অতএব বৌদ্ধমতের ন্যায় জৈনমতও অসঙ্গত, এইহেতু উপেক্ষণীয় (১৬) ।৬॥২।২।৩৬॥ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

নহে, কারণ সেই ভাবপদার্থকেই নিত্য বলা হয়, যাহা কালত্রয়ে একইপ্রকারে বর্ত্তমান থাকে। ইহা অঙ্গীকার না করিলে "মোক্ষকালভাবী যে অন্ত্যপরিমাণ পূর্ব্বে ছিল না, তাহা তৎকালে অভিব্যক্ত হইল", এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়িবে। ফলে সেই অন্ত্যপরিমাণ ঘটাদি তৎকালোৎপন্ন পদার্থের ন্যায় অনিত্য হইয়া পড়িবে। তাহা না হউক, তজ্জন্য মোক্ষকালভাবী অন্ত্যপরিমাণ পূর্ব্বেও ছিল, অর্থাৎ আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য এই জীবপরিমাণত্রয়ই অবিশেষভাবে নিত্য ও সমপরিমাণ, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে।

(১৫) **প্রথম** ব্যাখ্যাতে আদ্য মধ্য ও অন্ত্য, জীবের এই পরিমাণত্রয় অঙ্গীকার করিয়া মোক্ষকালীন অন্ত্যপরিমাণের দৃষ্টান্তাবলম্বনে আদ্য ও মধ্য পরিমাণদ্বয়ের নিত্যতা অনুমানকরতঃ পরিমাণত্রয়ের সর্ব্বকালেই সমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। **দ্বিতীয়** ব্যাখ্যাতে মুক্ত জীবের মোক্ষকালীন পরিমাণ অণু বা স্থূল যাহাই হউক না কেন, তাহা নিত্য হওয়ায় আদ্য ও মধ্য পরিমাণও তদ্রূপই হইবে, ইহা প্রতিপাদিত হইল ; কারণ যাহা পূর্ব্বে থাকে না, পরে উৎপন্ন হয়, তাহা নিত্য হইতে পারে না। অতএব আদ্য মধ্য ও অন্ত্য, এই কালত্রয়েই জীবপরিমাণের ভেদ না থাকায় সকল শরীরেই আত্মা হইবে সমপরিমাণ, ইহাই সিদ্ধ হয়। ফলে জীব শরীর-পরিমাণ, এই মতবাদ নিরাকৃত হইয়া পড়িল। **দ্বিতীয়** ব্যাখ্যাতে সূত্রযোজনা প্রায় সমান। **ভামতীকার** বলেন—"উভয়নিত্যত্বাৎ" এই স্থলে "উভয়োঃ অবস্থয়োঃ" এইপ্রকার যোজনা করিতে হইবে। কল্পতরুকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—"আদ্যমধ্যমকালয়োঃ"। যাহাহউক্ বোধসৌকর্য্যের জন্য সংস্কৃতভাষাতেই আমরা সূত্রার্থ প্রদর্শন করিতেছি। অনুবাদ পাঠক স্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন। যথা—**চ**—কিঞ্চ, **অন্ত্যাবস্থিতেঃ**—মোক্ষাবস্থাভাবিনঃ জীব-পরিমাণস্য নিত্যত্বেন অবস্থিতেঃ, **উভয়নিত্যত্বাৎ**—তৎপূর্ব্বয়োঃ উভয়োঃ অবস্থয়োঃ, আদ্যমধ্যমকালয়োঃ ইতি যাবৎ, [জীবপরিমাণস্য] **নিত্যত্বাৎ**—একরূপেণ অবস্থিতত্বাৎ, **অবিশেষঃ**—অবিশেষেণ সর্ব্বদা সর্ব্বদেহেষু অণুঃ মহান্ বা জীবঃ স্যাৎ ; [জীবঃ অণুশ্চেৎ

ভাবদীপিকা

অণুরেব, মহাংশ্চেৎ মহান্ এব ইত্যর্থঃ। তথাচ ন শরীরপরিমাণনিয়মঃ জীবস্য ইতি ভাবঃ। অতঃ ভ্রান্ত্যেকশরণেন ক্ষপণকসিদ্ধান্তেন অবিরোধঃ বেদান্তসমন্বয়স্য ইতি সিদ্ধম্]। "আগু ও মধ্য কাল" বলিতে মোক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী সমগ্র কালকে গ্রহণ করিতে হইবে।

(১৬) অনধিকার চর্চ্চা হইলেও পাঠকগণের দৃষ্টি নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি—(ক) **প্রাচীন জৈনগণ ব্রহ্মবস্তু** অঙ্গীকার করিতেন, যথা—"তিনি মুক্তির আনন্দ লাভ করেন, সেখান হইতে সমস্ত বাণী প্রত্যাবৃত্ত হয়।....মন তাহাকে কল্পনা করিতে পারে না, ওজস্বী পুরুষ সেই স্বতঃসিদ্ধ বস্তুকে জানিতে পারেন", "সেই মুক্ত পুরুষ দীর্ঘও নহেন, হ্রস্বও নহেন, বর্ত্তুল, ত্রিকোণ চতুষ্কোণ বা বৃত্তাকার নহেন, তিনি কৃষ্ণ নীল লোহিত পীত বা শুক্লবর্ণও নহেন....তিনি জ্ঞাতা, তিনি দ্রষ্টা, কোন উপমাদ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। তাঁহার অস্তিত্ব আছে, অথচ তিনি নিরাকার নিরুপাধিক"। (আচারাঙ্গসূত্র, ১ম শ্রুতস্কন্ধ ৫।৬।৩-৪)। তাঁহারা **বেদকে অস্বীকার করিতেন না,** যথা—"বেদজ্ঞ পুরুষ রাগদ্বেষরূপ আবর্ত্তকে অবগত হইয়া তাহা হইতে দূরে অবস্থান করিবেন" (ঐ ৫।৬।২)। "বেদজ্ঞ পুরুষ কর্ম্মের পরিণাম জ্ঞাত হইয়া কর্ম্মবন্ধনের কারণ হইতে দূরে থাকেন" (ঐ ৪।৪।৩)। "তিনিই আত্মজ্ঞ জ্ঞানী বেদজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞ, যিনি প্রজ্ঞার দ্বারা সংসারের স্বরূপ জ্ঞাত হন" (ঐ ৩।১।২)। এই আচারাঙ্গসূত্র জৈনগনের প্রাচীন গ্রন্থ, তীর্থঙ্কর পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাবীরের উপদেশাবলী ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীহীরাকুমারী বোথরা উহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। এই উদ্ধৃতিগুলি সেই স্থল হইতে সংগৃহীত। এক্ষণে স্বভাবতঃই প্রশ্নের উদয় হয়—বেদানুসরণকারী জৈনগণ বেদবাহ্য সম্প্রদায়ে পরিণত হইলেন কেন? ইহার উত্তর মনীষিগণ দিবেন। আমাদের যাহা মনে হয়, তাহা (৪৫১ পৃঃ) ভাবদীপিকাতে বর্ণনা করিয়াছি, সেই যুক্তি এখানেও প্রযোজ্য বলিয়া মনে করি। পূজ্যপাদ পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—"অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাদিমে বৌদ্ধাস্তপস্বিনঃ। আপেদিরে নিরাত্মত্বমনুমানৈকচক্ষুষঃ" (২।৩১)। কিন্তু শ্রুতির প্রতি অনাদরের হেতু কি? বলা শক্ত। বৈদিক গুণকর্ম্মগত জাতিভেদের জন্মগত জাতিভেদে ক্রমপরিণতিবশতঃ (১।৭৭৭ পৃঃ) সমাজের সর্বস্তরে বৈদিক জ্ঞানরাশির প্রচারের অভাব, নিম্নজাতীয়গণের উপর উচ্চজাতীয়গণের মানবোচিত ব্যবহারের অভাববশতঃ * 'জাতিভেদের উপদেশকারী বেদই যত অনর্থের মূল', নিম্নজাতীয়গণের মনে এইপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা এবং গুরুবাদ, অর্থাৎ আমার গুরুদেব অপরাপর মহাপুরুষগণ হইতে নিকৃষ্ট নহেন, পরন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বজ্ঞ, এইপ্রকার মতুয়ার বুদ্ধি (—গোঁড়ামী) ইত্যাদি ইহার হেতু কি না, তাহা চিন্তনীয়। একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ সমাপ্ত।

---

* সমাজপতিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই লেখকের মস্তকে লগুড়াঘাত করিতে উদ্যত হইবেন। তাঁহাদিগকে সসম্মানে বলিব—"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাম্" (শ্রীমদ্ভাঃ ১।৪।২৫) ইত্যাদি বচনানুসারে প্রধানতঃ বেদজ্ঞানহীন শূদ্রাদির জন্যই পুরাণাদি উপদিষ্ট হইয়াছে। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেই পুরাণাদিতে বিহিত উপাসনা প্রভৃতিতে নিম্নজাতীয়গণকে বাধাদান করা হইতেছে কেন? ত্রৈবর্ণিক আপনার জন্য তো সাক্ষাৎ বেদই আছেন। তাহাতে বঞ্চিত নিম্নজাতীয়গণকে তাঁহাদিগের জন্য ব্যবস্থাপিত বিষয়ে বাধাদান করিয়া আপনি কি মানবোচিত ব্যবহার করিতেছেন? আপনার শাস্ত্র বলেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", আর নিম্নজাতীয়গণকে স্পর্শ করিলে আপনার স্নান-শুদ্ধির প্রয়োজন হইয়া পড়ে! ইহা কিপ্রকারে ব্যবহার নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন।

৭। পত্যধিকরণম্। [৩৭-৪১ সূত্র]

[পাশুপতাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—সেশ্বরসাংখ্য, কণাদ ও পাশুপতাদিসম্মত তটস্থেশ্বরকারণবাদ (— ঈশ্বর কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ, উপাদানকারণ নহেন, এই মতবাদ) নিরাকরণ।

অধিকরণসঙ্গতি—মুণ্ডিতমস্তক জৈনগণের মতবাদনিরাকরণের অনন্তর সেই প্রসঙ্গে বৃদ্ধিস্থ জটাধারী শৈবগণের মতবাদ নিরাকৃত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়। অথবা জীবের যেমন অনেক বিরুদ্ধ পরিমাণ সম্ভব নহে, তদ্রূপ বিরোধবশতঃ একই পরমেশ্বরের নিমিত্তকারণতা ও উপাদানকারণতা সম্ভব নহে ; এইপ্রকারে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

তটস্থেশ্বরবাদো যঃ স যুক্তোঽথ ন যুজ্যতে।
যুক্তঃ কুলালদৃষ্টান্তান্নিয়ন্তৃত্বস্য সম্ভবাৎ॥
ন যুক্তো বিষমত্বাদিদোষাদ্বৈদিক ঈশ্বরে।
অভ্যুপেতে তটস্থত্বং ত্যাজ্যং শ্রুতিবিরোধতঃ॥

অন্বয় যঃ তটস্থেশ্বরবাদঃ সঃ যুক্তঃ, অথ ন যুজ্যতে ? কুলালদৃষ্টান্তাৎ নিয়ন্তৃত্বস্য সম্ভবাৎ যুক্তঃ। বিষমত্বাদিদোষাৎ ন যুক্তঃ। বৈদিকে ঈশ্বরে অভ্যুপেতে শ্রুতিবিরোধতঃ তটস্থত্বং ত্যাজ্যম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[কেবলম্ অধিষ্ঠাতা নিমিত্তকারণমাত্রম্ ঈশ্বরঃ ন জগতঃ উপাদানম্ ইতি মাহেশ্বরসিদ্ধান্তঃ অত্র বিষয়ঃ। পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রকৃত্যধিকরণে "জগতঃ নিমিত্তম্ উপাদানং চ ঈশ্বরঃ" ইতি আগমবলাৎ যদুক্তম্, তদসহমানাঃ তার্কিকাঃ শৈবাদয়ঃ কেবলং নিমিত্তত্বম্ ঈশ্বরস্য মন্যন্তে। তন্মতেন বেদান্তসমন্বয়স্য বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে তন্মতস্য প্রামাণিকত্বভ্রান্তত্বাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] যঃ তটস্থেশ্বরবাদঃ সঃ যুক্তঃ, অথ ন যুজ্যতে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[অনুপাদানভূতঃ কুলালঃ দণ্ডচক্রাদীন্ নিযচ্ছন্ ঘটস্য কর্ত্তা ভবতি। অতঃ] কুলালদৃষ্টান্তাৎ নিয়ন্তৃত্বস্য সম্ভবাৎ [তটস্থেশ্বরবাদঃ] যুক্তঃ।

সিদ্ধান্ত— বিষমত্বাদিদোষাৎ [তটস্থেশ্বরবাদঃ] ন যুক্তঃ। [কথং তর্হি ত্বয়া দোষঃ পরিহৃতঃ ইতি চেৎ ? 'প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষত্বাৎ' ইতি ব্রূমঃ। তথাত্বে চ আগমঃ অস্মাকং প্রমাণম্, ত্বয়া অপি অশক্তোগত্যা আগমশ্চেৎ অঙ্গীক্রিয়তে, তর্হি] বৈদিকে ঈশ্বরে অভ্যুপেতে ["বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩) ইতি] শ্রুতিবিরোধতঃ তটস্থত্বং ত্যাজ্যং [ভবতি। তস্মাৎ ন যুক্তঃ তটস্থেশ্বরবাদঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—['ঈশ্বর কেবল অধিষ্ঠাতা, অর্থাৎ নিমিত্তকারণমাত্র, জগতের উপাদানকারণ নহেন', এই মাহেশ্বরসিদ্ধান্ত এখানে বিষয়। পূর্ব্বাধ্যায়ে ১।৪।৭ প্রকৃত্যধিকরণে আগমপ্রমাণের বলে "ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ", এই যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে যাঁহারা সহন করেন না, সেই শৈব প্রভৃতি তার্কিকগণ ঈশ্বরের কেবলমাত্র নিমিত্তকারণতা অঙ্গীকার করেন। তাঁহাদের মতবাদের দ্বারা বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; তাঁহাদের মতবাদের প্রামাণিকত্ব ও ভ্রান্তত্ববশতঃ সংশয় হয়—]

এই যে তটস্থেশ্বরবাদ (—'ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণমাত্র', এই মতবাদ), তাহা যুক্তিসঙ্গত, অথবা যুক্তিসঙ্গত নহে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[উপাদানকারণ নহে যে কুলাল, সে দণ্ড ও চক্র প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণকরতঃ ঘটের কর্ত্তা হইয়া থাকে। অতএব] কুম্ভকারের দৃষ্টান্তবলে [ঈশ্বরের] নিয়ন্তৃত্ব সম্ভব হওয়ায় [তটস্থেশ্বরবাদ] যুক্তিসঙ্গত।

সিদ্ধান্ত—বৈষম্যাদি (—বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য) দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া [তটস্থেশ্বরবাদ] যুক্তিসঙ্গত নহে। [আচ্ছা, তুমি তাহা হইলে এই দোষ কিপ্রকারে পরিহার করিয়াছ ? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] "যেহেতু [ঈশ্বর] প্রাণিগণের কর্ম্মকে অপেক্ষা করেন", ইহাই আমরা বলিতেছি। সেই অঙ্গীকারের প্রতি বেদই আমাদের প্রমাণ। আর তুমিও যদি শেষ পর্য্যন্ত বেদকে অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে] বেদপ্রতিপাদিত ঈশ্বর স্বীকৃত হইলে ["বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব", এই] শ্রুতির বিরোধবশতঃ [ঈশ্বরের] তটস্থতা (—মাত্র নিমিত্ত-কারণতা) তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে। [অতএব তটস্থেশ্বরবাদ যুক্তিসঙ্গত নহে]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, বেদান্তোক্ত জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান অদ্বয় ব্রহ্ম সিদ্ধ না হওয়ায় বেদান্তসমন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—তাদৃশ ব্রহ্ম সিদ্ধ হওয়ায় সমন্বয় সিদ্ধ।

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥২।২।৩৭॥

পদচ্ছেদ—পত্যুঃ, অসামঞ্জস্যাৎ।

সূত্রার্থ—[কেবলম্ অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরঃ জগতঃ নোপাদানম্ ইতি মাহেশ্বররাদ্ধান্তঃ অত্র বিষয়ঃ। সঃ কিং প্রমাণমূলঃ ভ্রান্তিমূলঃ বা ইতি সন্দেহে, প্রমাণমূলঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। পূর্ব্বাধি-করণাৎ নঞ্ পদম্ অধ্যাহৃত্য সিদ্ধান্তয়তি—] **পত্যুঃ**—জগৎপতেঃ ঈশ্বরস্য, [জগদুপাদান-প্রধানাদিপ্রেরকত্বেন জগন্নিমিত্তমাত্রত্বম্] **"ন"**—ন সম্ভবতি। [কুতঃ ?] **অসামঞ্জস্যাৎ**—যতঃ ঈশ্বরস্য জগৎসর্জ্জনে প্রবৃত্তৌ রাগাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ অসামঞ্জস্যং স্যাৎ, [প্রবৃত্তেঃ রাগাদি-পূর্ব্বকত্বেন লোকে দৃষ্টত্বাৎ ; দৃষ্টানুসারিত্বাৎ চ কল্পনায়াঃ। অস্মাকং তু শ্রুত্যনুসারিত্বাৎ অনির্ব্বচনীয়বাদিত্বাৎ চ ন দোষঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[ঈশ্বর জগতের কেবলমাত্র অধিষ্ঠাতা (—প্রেরক, নিমিত্তকারণ), উপাদান-কারণ নহেন, মাহেশ্বরমতাবলম্বিগণের এই সিদ্ধান্ত এখানে বিষয়। তাহা কি প্রাণমূলক অথবা ভ্রান্তিমূলক, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'প্রমাণমূলক'—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। পূর্ব্বাধিকরণ হইতে (—২।২।৩৩ সূত্র হইতে) নঞ্ পদকে (—'ন'কারকে) অধ্যাহার করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতে-ছেন—] **পত্যুঃ**—জগৎপতি ঈশ্বরের [জগতের উপাদানভূত প্রধানাদির প্রেরকরূপে কেবল নিমিত্তকারণতা], **"ন"**—সম্ভব নহে। [কেন নহে ? উত্তর—] **অসামঞ্জস্যাৎ**—যেহেতু জগতের সৃষ্টিক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বরের রাগাদিদোষ হইয়া পড়ে বলিয়া অসামঞ্জস্য হইয়া পড়িবে, [কারণ প্রবৃত্তি রাগাদিপূর্ব্বক হইয়া থাকে, ইহা লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, আর যেহেতু কল্পনা দৃষ্টানুসারী (—যেমন পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপেই কল্পনা করা হয়)। কিন্তু শ্রুতিকে অনুসরণ করি বলিয়া এবং অনির্ব্বচনীয়বাদী বলিয়া আমাদের কোন দোষ হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদানীং কেবলাধিষ্ঠাত্রীশ্বরকারণবাদঃ প্রতিষিধ্যতে। ১ তৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

কথম্ অবগম্যতে ? ২ "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ", "অভিধ্যোপদেশাচ্চ" (১।৪।২৩-২৮) ইতি অত্র প্রকৃতিভাবেন অধিষ্ঠাতৃভাবেন চ উভয়স্বভাবস্য ঈশ্বরস্য স্বয়ম্ এব আচার্য্যেণ প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। ৩ যদি পুনঃ অবিশেষেণ ঈশ্বরকারণবাদমাত্রম্ ইহ প্রতিষিধ্যেত, পূর্ব্বোত্তরবিরোধাৎ ব্যাহতাভিব্যাহারঃ সূত্রকারঃ ইতি এতদ্ আপদ্যেত। ৪ তস্মাৎ অপ্রকৃতিঃ অধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বরঃ ইতি এষঃ পক্ষঃ বেদান্তবিহিতব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপক্ষত্বাৎ যত্নেন অত্র প্রতিষিধ্যতে। ৫ সা চ ইয়ং বেদবাহ্যেশ্বরকল্পনা অনেকপ্রকারা। ৬ কেচিৎ তাবৎ সাংখ্যযোগব্যপাশ্রয়াঃ কল্পয়ন্তি—প্রধানপুরুষয়োঃ অধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বরঃ, ইতরেতরবিলক্ষণাঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাঃ ইতি। ৭ মাহেশ্বরাস্তু

ভাষ্যানুবাদ

[বিচার্য বিষয়রূপে ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতামাত্রবাদী সেশ্বরসাংখ্য, কণাদ ও মাহেশ্বরাদিমতবাদের উপস্থাপন

একণে কেবলমাত্র অধিষ্ঠাতৃ-ঈশ্বরকারণবাদ (—ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদানকারণ নহেন, এই মতবাদ) নিরাকৃত হইতেছে।১ কিপ্রকারে তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে ? [যেহেতু সূত্র হইতে পতির, অর্থাৎ ঈশ্বরেরই প্রতিষেধ অবগত হওয়া যাইতেছে।২ তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" এবং "অভিধ্যোপদেশাচ্চ", ইত্যাদি এই স্থলে উপাদানকারণরূপে এবং নিমিত্তকারণরূপে উভয়স্বভাববিশিষ্ট ঈশ্বর আচার্য্য (—ভগবান্ বাদরায়ণ) কর্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছেন।৩ এখানে যদি পুনরায় অবিশেষভাবে ঈশ্বরকারণবাদমাত্র (—ঈশ্বর জগৎকারণ, এই মতবাদমাত্র) প্রতিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বাপর বিরোধবশতঃ 'সূত্রকার বিরুদ্ধ কথনকারী', ইহাই প্রাপ্ত হইয়া পড়িত।৪ সেইহেতু ঈশ্বর অপ্রকৃতি (—উপাদানকারণ নহেন, কিন্তু] অধিষ্ঠাতা, অর্থাৎ কেবল নিমিত্তকারণ, ইত্যাদি এই পক্ষ বেদান্তবিহিত যে ব্রহ্মের একত্ব (—অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণত্ব ও জীবাভিন্নত্ব) তাহার প্রতিপক্ষ (—বিরোধী) হওয়ায় যত্নপূর্ব্বক এখানে নিরাকৃত হইতেছে।৫ আর সেই এই বেদবহির্ভূত ঈশ্বরকল্পনা অনেকপ্রকার।৬ সাংখ্য (—সেশ্বরসাংখ্য) ও যোগমতাবলম্বী কেহ কেহ কল্পনা করেন—"প্রধান ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা (—প্রেরক) ঈশ্বর কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ, প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বর, ইঁহারা পরস্পর বিভিন্ন" (১) ইত্যাদি।৭ মাহেশ্বরমতাবলম্বিগণ (২) কিন্তু

ভাবদীপিকা

(১) ঈশ্বর অঙ্গীকারকারী প্রাচীন সাংখ্যাদি মতে স্বাধীন প্রধান জগতের উপাদানকারণ, তদ্ভিন্ন ঈশ্বর নিমিত্তকারণ এবং পুরুষ (—জীব) ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। সিদ্ধান্তে কিন্তু অনির্ব্বচনীয়া অবিদ্যাই সাংখ্যের প্রধানস্থানীয়, তাহা ঈশ্বরে অধ্যস্ত। আর পুরুষ (—জীব) পরমাত্মস্বরূপ, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, এই প্রভেদ স্মরণ রাখিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

মন্যন্তে— কার্য্যকারণযোগবিধিদুঃখান্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ পশুপতিনা ঈশ্বরেণ পশুপাশবিমোক্ষণায় উপদিষ্টাঃ।৮ পশুপতিঃ ঈশ্বরঃ নিমিত্তকারণম্ ইতি বর্ণয়ন্তি।৯ তথা বৈশেষিকাদয়ঃ অপি কেচিৎ কথঞ্চিৎ

ভাষ্যানুবাদ

মনে করেন—কার্য্য (—মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি), কারণ (—প্রধান ও ঈশ্বর), যোগ (—ওঁকারাদির ধ্যান, ধারণা ও সমাধি) বিধি (৩) এবং দুঃখান্ত (—মোক্ষ), এই পাঁচটী পদার্থ পশুগণের (—জীবগণের) বন্ধন মোচনের জন্য পশুপতি ঈশ্বরকর্তৃক উপদিস্ট হইয়াছে।৮ পশুপতি ঈশ্বর [জগতের] নিমিত্তকারণ, এইপ্রকার তাঁহারা বর্ণনা করেন।৯ এইরূপেই বৈশেষিক প্রভৃতি মতাবলম্বিগণও কেহ কোনপ্রকারে

ভাবদীপিকা

(২) **রত্ন**প্রভাকার বলেন—মাহেশ্বরমতাবলম্বী বলিতে শৈব, পাশুপত, কারুণিকসিদ্ধান্তী ও কাপালিক, এই চারিপ্রকার মতাবলম্বীকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই 'কারুণিকসিদ্ধান্তীর' বিভিন্নপ্রকার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—'কাস্কসিদ্ধান্তী' (বার্ত্তিকটীকা); 'কালসিদ্ধান্তী' (ভাষ্যভাবপ্রঃ) এবং 'কাঠকসিদ্ধান্তী' (ভাস্করভাষ্য)। ভগবান্ **রামানুজাচার্য্য** ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে কাপাল, কালামুখ, পাশুপত ও শৈব, এই চারিটী মতবাদকে মাহেশ্বরমতবাদ বলিয়াছেন। 'কালামুখ' মতবাদকে 'নকুলীশ পাশুপত' এবং 'লকুলীশ' বলা হয়। **সর্ব্ব**দর্শনসংগ্রহে নকুলীশ পাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা এবং রসেশ্বরদর্শনকে মাহেশ্বরমতবাদের দর্শনশাস্ত্র বলা হইয়াছে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের কর্ত্তা কাশ্মীরি শৈবাচার্য্য **অভিন**বগুপ্ত। রসেশ্বরদর্শনের একজন আচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের গুরু 'ভগবান্ **গোবিন্দপাদ**'। কেহ কেহ বলেন—যোগসূত্রকার পতঞ্জলি, পাণিনীয় মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি, বৈদ্যকশাস্ত্রকার মহর্ষি চরক এবং ভগবান্ গোবিন্দপাদ অভিন্ন ব্যক্তি। এই বিষয়ে গুরুশিষ্য পরম্পরাতে প্রচলিত একটী শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—"যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য চ বৈদ্যকেন। যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি" ॥ এই শ্লোকটীর প্রামাণ্য কতটুকু, তাহা অবশ্য আমরা জানি না।

(৩) এই মতে **বিধি** দুই প্রকার—**১। ব্রত** ও **২। দ্বার**। তন্মধ্যে ত্রিসন্ধ্যা ভস্মস্নান, ভস্মশয়ন ও উপহার, এই তিনটীর আখ্যা—১। **'ব্রত'। উপহার** ছয়প্রকার, যথা—(১) হসিত (—হাস্য), (২) গীত ও (৩) নৃত্য—গন্ধর্ব্বশাস্ত্রানুযায়ী নৃত্যগীত। (৪) হুডুক্কার—জিহ্বা ও তালুসংযোগে নিষ্পাদ্যমান বৃষভনাদসদৃশ ধ্বনি। (৫) জপ ও (৬) নমস্কার। ২। **'দ্বার'** ছয় প্রকার, যথা—(১) কায়ন—নিদ্রিত না হইয়াও নিদ্রার ভান। (২) স্পন্দন বাতব্যাধির দ্বারা অভিভূতের ন্যায় গাত্রকম্পন। (৩) মন্দযান—খঞ্জব্যক্তির ন্যায় গমন। (৪) শৃঙ্গারণ—রূপযৌবনসম্পন্না যোষিৎ দর্শন করিয়া কামাহত না হইয়াও কামুকের ন্যায় বিলাস প্রদর্শন। (৫) অপিৎকরণ—উন্মত্ত না হইয়াও তদ্বৎ আচরণ এবং (৬) অপিতদ্ভাষণ—স্বয়ং অভিজ্ঞ হইয়াও অনভিজ্ঞের ন্যায় নিরর্থক শব্দোচ্চারণ। (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্বপ্রক্রিয়ানুসারেণ নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বরঃ ইতি বর্ণয়ন্তি।১০ অতঃ উত্তরম্ উচ্যতে-"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইতি।১১ পত্যুঃ ঈশ্বরস্য প্রধানপুরুষয়োঃ অধিষ্ঠাতৃত্বেন জগৎকারণত্বং ন উপপদ্যতে।১২ কস্মাৎ?১৩ "অসামঞ্জস্যাৎ"।১৪ কিং পুনঃ অসামঞ্জস্যম্?১৫ হীনমধ্যমোত্তমভাবেন হি প্রাণিভেদান্ বিদধতঃ ঈশ্বরস্য রাগদ্বেষাদিদোষপ্রসক্তেঃ অস্মদাদিবৎ অনীশ্বরত্বং প্রসজ্যেত।১৬ প্রাণি-

ভাষ্যানুবাদ

[১৮৮ পৃঃ]

নিজ নিজ প্রক্রিয়ানুসারে (৪) ঈশ্বর নিমিত্তকারণ, এইরূপে বর্ণনা করেন। [তাহাতে অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ হইয়া পড়ে]।১৭

[সিঃ—অবৈদিক আগমবলে ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতামাত্র অঙ্গীকারকারিগণের মতে ঈশ্বরের অনীশ্বরতা।]

এইহেতু (—অবৈদিক মতের দ্বারা বেদান্তসমন্বয়ে এইপ্রকার বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া) উত্তর কথিত হইতেছে – "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইত্যাদি।১১ [ইহার অর্থ –] পতির, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রধান ও পুরুষের প্রেরকরূপে জগৎকারণতা (—জগতের নিমিত্তকারণতা) যুক্তিসঙ্গত নহে।১২ তাহাতে হেতু কি ?১৩ [উত্তর—] যেহেতু সামঞ্জস্য হয় না।১৪ আচ্ছা, অসামঞ্জস্যটী কি ?১৫ [তাহা বলিতেছেন—] হীন মধ্যম ও উত্তমভাবে (—যথাক্রমে কীটপতঙ্গাদি, মনুষ্য ও দেবতা প্রভৃতিরূপে) প্রাণীসকলের ভেদের বিধানকর্ত্তা (– উচ্চাবচ প্রাণীর সৃষ্টিকর্ত্তা) ঈশ্বরের অনুরাগ ও দ্বেষ প্রভৃতি দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া আমাদিগের ন্যায় [তাঁহার] অনীশ্বরতা হইয়া পড়িবে (৫)।১৬

ভাবদীপিকা

(৪) **বৈশেষিকগণ** ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতা এইপ্রকারে অনুমান করেন – "জগৎ সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ"। **জৈন** ও **ন্যায়**মতাবলম্বিগণ এইপ্রকার অনুমান করেন—"কর্ম্মফলং অভিজ্ঞদাতৃকং কালান্তরভাবিফলত্বাৎ, রাজাদিসেবাফলবৎ"। **সাংখ্য** ও **পাতঞ্জল**গণ এইপ্রকারে করেন—"জ্ঞানৈশ্বর্য্যাৎকর্ষঃ কচিৎ বিশ্রান্তঃ, সাতিশয়ত্বাৎ, পরিমাণবৎ"। **রত্নপ্রভাকার** ও **ন্যায়**নির্ণয়কার বলিয়াছেন—সৌগতগণও (—বৌদ্ধগণও) এইবিষয়ে সাংখ্যগণের ন্যায় অনুমান করেন। **প্রাচীন সাংখ্য**মতে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হইত, ইহা মহাভারত, শান্তিপর্ব্বে বহু স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। **নবীন সাংখ্য**গণ কিন্তু ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন না; ইহারা প্রকৃতিলীন পুরুষকে ঈশ্বর বলেন, সাং সূঃ ৩।৫৬-৫৭ দ্রষ্টব্য। এই প্রকৃতিলীন পুরুষ কিন্তু বদ্ধ জীব, ইহা আমরা ৩.৩।১৯ যাবদধিকারাধিকরণে আলোচনা করিব।

[সম্প্রদায়িক আগমের অপ্রামাণ্যে যুক্তি।]

(৫) **মহেশ্বর**মতাবলম্বিগণ বলেন—পশুপতি ঈশ্বর সৃষ্টির নিমিত্তকারণ। নিরতিশয় স্বাধীন তিনি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়া ফলপ্রদান করেন। [নবীন সাংখ্যগণ কিন্তু বলেন—"নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ" (সাং সূঃ ৫।২)। ঈশ্বরনিরপেক্ষ কর্ম্মের ফলদাতৃত্ব অঙ্গীকৃত হওয়ায়, ইহা মাহেশ্বরমতের ঠিক বিপরীত]। **শঙ্কা**—কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর স্বেচ্ছানুসারে ফলদাতা হইলে মনুষ্যের আর ধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি সম্ভব হইবে না। তদুত্তরে **মাহেশ্বর**গণ বলেন—ধর্ম্ম ঈশ্বরের অনুগ্রহে

ভাবদীপিকা [সাম্প্রদায়িক আগমের অপ্রামাণ্যে যুক্তি]

এবং অধর্ম্ম তাঁহার কোপের হেতু হওয়ায় মনুষ্যের তাহাতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্ভব। এতদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন- জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর স্বেচ্ছানুসারে ফলদাতা হইলে যাহার প্রতি তাঁহার অনুরাগ আছে, তাহাকে সুখ প্রদান এবং যাহার প্রতি দ্বেষ আছে, তাহাকে দুঃখ-প্রদানকরতঃ তিনি অস্মদাদির ন্যায় রাগদ্বেষাদিমান্ অনীশ্বর হইয়া পড়িবেন। **শঙ্কা**—কিন্তু তিনি রাগদ্বেষাদিমান্ নহেন, করুণাবশতঃ ফলদান করেন। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তাহা হইলে করুণাকর তিনি জীবগণকে সুখই প্রদান করিতেন, দুঃখ নহে। তাহাতে জগৎ-প্রপঞ্চের দৃষ্ট বৈচিত্র্য আর সম্ভব হয় না। **শঙ্কা**—দেখ, অতীন্দ্রিয়বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই, আমাদের সম্প্রদায়সিদ্ধ আগম (—শাস্ত্র) হইতে কর্ম্মনিরপেক্ষ ফলদাতা নিমিত্তকারণ ঈশ্বর সিদ্ধ হন। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—তোমাদের পৌরুষেয় আগম অতীন্দ্রিয়-বিষয়ে আলোকসম্পাত করিতে পারে না। সেই আগমকে সর্ব্বজ্ঞরচিতও বলা যায় না, কারণ আগমের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইলে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় এবং সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইলে আগমের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে। আর আগম যদি সর্ব্বজ্ঞরচিত হইত, তাহা হইলে আগমজ্ঞাপিত মতবাদসকলের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হইত না। যেমন **বৃদ্ধগণ** বলিয়াছেন—"**কপিলো** যদি সর্ব্বজ্ঞঃ **কণাদো** নেতি কা প্রমা। তাবুভৌ যদি সর্ব্বজ্ঞৌ মতভেদঃ কথং তয়োঃ"? ঈশ্বরকেও আগমসকলের কর্ত্তা বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে সেই সকলে বিরুদ্ধ মতবাদ পরিদৃষ্ট হইত না। লোককল্যাণ-কামী পরমেশ্বর বিরুদ্ধকথনশীল হইতে পারেন না। অধিকারিভেদে তিনি বিভিন্ন আগম রচনা করিয়াছেন, ইহাও বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে চরম সত্য তিনি উক্ত আগমসকলে বলেন নাই, ইহাই সিদ্ধ হইয়া পড়ে; যেহেতু চরম সত্য নানাপ্রকার হইতে পারে না। অতএব অংশতঃ সত্যকথনশীল আগমের প্রামাণ্যবলে ধর্ম্মাধর্ম্মনিরপেক্ষ ফলদাতা নিমিত্তকারণ ঈশ্বর সিদ্ধ হন না, ইহাই সিদ্ধ হয়। **শঙ্কা**—কিন্তু অনুমানের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মনিরপেক্ষ নিমিত্তকারণভূত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সিদ্ধ হইবেন। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—দৃষ্টপদার্থানুযায়ি-ভাবেই অদৃষ্ট পদার্থ সিদ্ধ হয়। সুতরাং লোকমধ্যে যেপ্রকার রাগদ্বেষাদিযুক্ত কর্ত্তা পরিদৃষ্ট হয়, ঈশ্বরও সেইরূপেই অনুমিত হইবেন। আর লোকমধ্যে বিচিত্র প্রাসাদাদির কর্ত্তা একজন দৃষ্ট না হইলেও, লাঘবানুরোধে যদি জগতের একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কর্ত্তা (—নিমিত্তকারণ) কল্পনা কর, তাহা হইলে ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্তকারণরূপে অঙ্গীকার না করিয়া লাঘবানুরোধে উপাদানকারণরূপেও অঙ্গীকার করা উচিত। অন্যথা প্রধান ও পরমাণু প্রভৃতি পৃথক্ উপাদানের কল্পনা করিতে হওয়ায় অত্যন্ত গৌরবদোষ হইয়া পড়িবে। **শঙ্কা**—কিন্তু নিমিত্তকারণই উপাদানকারণ হয়, ইহা তো কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন - প্রাসাদাদি কোন কার্য্যেরই তো একজন কর্ত্তা পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু তথাপি একজন কর্ত্তা ঈশ্বর অঙ্গীকার কর কিপ্রকারে? **শঙ্কা**—কিন্তু সিদ্ধান্তী তোমরা কর্ম্মসাপেক্ষফলদাতা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান ঈশ্বর কোন্ প্রমাণবলে অঙ্গীকার কর? **সমাধান**—বলিতেছি, অপৌরুষেয়, সুতরাং স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতির প্রামাণ্য-বলেই আমরা তাহা অঙ্গীকার করি। অতীন্দ্রিয় স্বপ্রমেয়বোধনে প্রবৃত্ত তাঁহার উক্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ হইলেও কোন ক্ষতি নাই। অতএব শ্রুতিরূপ ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণের বাধ

[৬৮২পৃ:] **শাঙ্করভাষ্যম্**

কর্ম্মাপেক্ষিতত্বাৎ অদোষঃ ইতি চেৎ।১৭ ন, কর্ম্মেশ্বরয়োঃ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তয়িতৃত্বে ইতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ। ১৮ ন, অনাদিত্বাৎ ইতি চেৎ?১৯ ন, বর্ত্তমানকালবৎ অতীতেষু অপি কালেষু ইতরে-

ভাষ্যানুবাদ

[**শঙ্কা—**] যদি বলা হয়, প্রাণিগণের কর্ম্ম অপেক্ষিত হওয়ায় (—প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই ফলদাতা হওয়ায়) কোন দোষ হয় না।১৭ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] না, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু কর্ম্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রবর্ত্ত্য-প্রবর্ত্তকভাব হইলে [ঈশ্বরের প্রবৃত্তি কর্ম্মসাপেক্ষ এবং কর্ম্মের প্রবৃত্তি ঈশ্বরসাপেক্ষ, এইপ্রকারে] ইতরেতরাশ্রয়দোষ হইয়া পড়িবে (৬)।১৮ [**শঙ্কা—**] যদি বলা হয়, না তাহা (—অন্যোন্যাশ্রয় ইত্যাদি দোষের কথা) বলিতে পার না, যেহেতু [কর্ম্ম ও ঈশ্বরের প্রবর্ত্ত্য-প্রবর্ত্তকভাব] অনাদি [সুতরাং কোনপ্রকার অসঙ্গতি হয় না, ৭]।১৯ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, তাহাও বলিতে পার না; যেহেতু বর্ত্তমানকালের

ভাবদীপিকা

হইয়া পড়ে বলিয়া ঈশ্বরকে অস্মদাদির ন্যায় রাগাদিদোষযুক্ত, সুতরাং অনীশ্বর বলা যায় না। ইহাই অনুমানপ্রমাণদ্বারা ঈশ্বরকল্পনাকারিগণ হইতে আমাদিগের বৈষম্য। পৌরুষেয় আগমের অনুসরণকারি তোমাদের কিন্তু রাগদ্বেষাদিমান্ ঈশ্বরের অনীশ্বরতা দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। ইহাই **প্রথম** অসামঞ্জস্য। শ্রুতির প্রামাণ্য অঙ্গীকার না করিয়াই সিদ্ধান্তীকে অনুসরণকরতঃ পূর্ব্ববাদী বলিতেছেন—**প্রাণিকর্ম্মেতি**—'যদি বলা হয়' ইত্যাদি(১৭বাক্য)।

(৬) **সিদ্ধান্তীর** অন্য অভিপ্রায় এই—ঈশ্বর প্রাণিকর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া ফলদান করেন, ইহা তুমি কোন্ প্রমাণবলে বলিতেছ? শ্রুতির প্রামাণ্য তুমি অঙ্গীকার কর না। আর অতীন্দ্রিয়বিষয়ে তোমাদের আগমের কোন প্রামাণ্যই নাই। যুক্তিই তোমার অবলম্বন হওয়ায় তোমার বিরুদ্ধে আমরা যুক্তিই প্রয়োগ করিতেছি। উক্তপ্রকার অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়িবে। আর অন্য দোষও হয় যথা—**(ক)** জড় কর্ম্ম চেতন ঈশ্বরকে ফলদানে প্রেরণ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। **(খ)** স্বতন্ত্র ঈশ্বর কর্ম্মকর্তৃক প্রেরিত হইলে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত হইয়া পড়িবে। **(গ)** ঈশ্বর নিষ্ঠুর হইয়া পড়িবেন, কারণ সাধারণ মনুষ্যও যে স্থলে দুঃখীর দুঃখমোচনে প্রবৃত্ত হয়, তোমার সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তাহা না করিয়া অসৎকর্ম্মকে প্রাণিগণের দুঃখের জন্য প্রেরণ করেন। ঈশ্বর প্রেরিত না হইলে জড় কর্ম্ম দুঃখদান করিতে পারিত না, ইত্যাদি।

(৭) **পূর্ব্ববাদীর** তাৎপর্য্য এই—যদি সেই একই কর্ম্ম (—পুণ্যপাপ) ঈশ্বরকে ফলদানে প্রবৃত্ত করিত, তাহা হইলে ত্বৎকথিত অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইতে পারিত। পরন্তু ঈশ্বর অভিন্ন হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী ও উত্তরবর্ত্তী কর্ম্ম অভিন্ন থাকে না। পূর্ব্ববর্ত্তী পুণ্যপাপসাপেক্ষ ঈশ্বর উত্তরবর্ত্তী ফলদান করেন। তদনন্তর রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী জীব পুনঃ অন্য পুণ্যপাপের অনুষ্ঠান করে। এইপ্রকারে পুণ্যপাপব্যক্তির বিভিন্নতা হইয়া পড়ে বলিয়া ঈশ্বর সেই একই কর্ম্মসাপেক্ষ না হওয়ায় উক্ত দোষ হয় না। পরন্তু বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় কর্ম্ম ও ঈশ্বরের প্রবর্ত্ত্য-প্রবর্ত্তকভাব প্রবাহাকারে অনাদি। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে অন্য বীজ,

শাঙ্করভাষ্যম্

তরাশ্রয়দোষাবিশেষাৎ অন্ধপরম্পরান্যায়াপত্তেঃ ৷ ২০ অপিচ

ভাষ্যানুবাদ

ন্যায় অতীতকালসকলেও অবিশেষভাবে (—সমানভাবে ইতরেতরাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া অন্ধপরম্পরান্যায়ের প্রাপ্তি হইয়া পড়ে (৮) ।২০

ভাবদীপিকা

এইপ্রকার অনাদি প্রবাহ চলিতেছে, তদ্রূপ বিভিন্ন জন্মে কৃত বিভিন্নকর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের ফলদানপ্রবৃত্তি ও পুনঃ রাগদ্বেষবশে বিভিন্ন কর্ম্মোৎপত্তি, ইত্যাদি এইপ্রকারে অনাদি প্রবাহ চলিতেছে বলিয়া কোন দোষ হয় না। প্রবীন মল্ল যেমন স্বেচ্ছায় বালকের সহিত মল্লক্রীড়া করে, তদ্রূপ স্বাধীন ঈশ্বর লীলাবশতঃ জড় কর্ম্মকর্তৃক প্রেরিত হন বলিয়া অসম্ভাবনা দোষ এই স্থলে হয় না। অবাধ্য সন্তানকে তাড়না করিলে যেমন মাতার নিষ্ঠুরতা হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুসারে ফলদাতা ঈশ্বরেরও নিষ্ঠুরতা হয় না, ইত্যাদি।

[পূর্ব্বপক্ষে ঈশ্বরের কর্ম্মসাপেক্ষ ফলদাতৃত্ব সম্ভব নহে।]

(৮) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—কর্ম্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রের্য্যপ্রেরকভাব অনাদি হইলেও উক্ত ইতরেতরাশ্রয়দোষ হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইতে পার না, যেহেতু অতীত জড় কর্ম্মের প্রবৃত্তি ঈশ্বরসাপেক্ষ এবং ঈশ্বরের প্রবৃত্তি সেই জড় কর্ম্মসাপেক্ষ, সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়দোষ তোমার উপর আপতিত হইয়াই পড়ে। এই দোষ হইতে তুমি নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইতে পারিতে, যদি অতীত কর্ম্ম ঈশ্বরনিরপেক্ষ হইয়া ঈশ্বরকে প্রবৃত্ত করিতে পারিত। তাহা কিন্তু সম্ভব নহে, যেহেতু কর্ম্ম জড় (—অচেতন) পদার্থ। অতএব "ঈশ্বরপ্রেরিত যে অতীত জড় কর্ম্ম, তৎকর্তৃক প্রেরিত ঈশ্বর সেই অতীত জড় কর্ম্মকে ফলদানে প্রেরণ করেন", এইপ্রকার পরিস্থিতি জন্মতে হইয়া পড়ে বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয়দোষই তোমার উপর বজ্রলেপ সদৃশ হইয়া পড়ে। অনাদিত্ব কল্পনা করিলেও "ঈশ্বরপ্রেরিত জড় কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রবর্ত্তক" এইপ্রকার পরিস্থিতি হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইতে পার না বলিয়া উক্ত দোষ হইয়া পড়েই ; ফলে এক অন্ধ যেমন অপর অন্ধকে বৃথাই অনুসরণ করে, তোমার দশাও সেইপ্রকারই হইয়া পড়িল। অতএব কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর ফলদাতা, ইহা অঙ্গীকার করা তোমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না বলিয়া কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই ফলদাতা, ইহা তোমাকে বাধ্য হইয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে; ফলে রাগদ্বেষবান্ তিনি অবশ্যই অস্মদাদির ন্যায় অনীশ্বর হইয়া পড়িবেন (১৬ বাক্য)। **শঙ্কা**—যদি বল, ঈশ্বর ফলদান করেন, কর্ম্ম তাহার নিমিত্ত মাত্র, প্রেরক নহে। সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয় হইবে না। **সিদ্ধান্ত**—উত্তরে বলিব—দণ্ডচক্রাদি নিমিত্তসাপেক্ষ কুলাল যেমন স্বেচ্ছায় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ঘটাদি নির্ম্মাণে স্বাধীন, তদ্রূপ কর্ম্মরূপ নিমিত্তসাপেক্ষ ঈশ্বরও স্বেচ্ছায় বিষম ফলদানে স্বাধীন, ইহা তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে; ফলে বিষম ফলদাতা ঈশ্বর অনীশ্বরই হইয়া পড়িবেন। আর এই পক্ষে পূর্ব্বকর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর পুনঃ শুভাশুভকর্ম্মে জীবকে প্রবৃত্ত করেন, পুনঃ সেই শুভাশুভকর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বর অন্য শুভাশুভকর্ম্মে জীবকে প্রবৃত্ত করেন,এইপ্রকার অনবস্থাদোষও তোমার পক্ষে দুর্ব্বার হইয়া পড়ে [**শঙ্কা**—] আচ্ছা, সিদ্ধান্তী তুমিও তো ২।১।১২ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যাধিকরণে ঈশ্বরের কর্ম্মসাপেক্ষ ফলদাতৃত্ব অঙ্গীকার করিয়াছ। তুমি উক্ত দোষসকল হইতে কিপ্রকারে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইবে ? **সমাধান**—বলিতেছি, অতীন্দ্রিয় অলৌকিক বিষয়ে শ্রুতি এবং তদনুসরণ-

শাঙ্করভাষ্যম্

"প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ" (ন্যায়দঃ ১।১।১৮) ইতি ন্যায়বিৎসময়ঃ ।২১ নহি কশ্চিৎ অদোষপ্রযুক্তঃ স্বার্থে পরার্থে বা প্রবর্ত্তমানঃ দৃশ্যতে ।২২ স্বার্থপ্রযুক্তঃ এব চ সর্ব্বঃ জনঃ পরার্থে অপি প্রবর্ত্ততে, ইতি এবমপি অসামঞ্জস্যং, স্বার্থবত্ত্বাৎ ঈশ্বরস্য অনীশ্বরত্বপ্রস-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ন্যায় ও পাতঞ্জলমতে দোষপ্রদর্শন।]

[নৈয়ায়িকগণ বলেন—ঈশ্বর সর্ব্বদোষবিহীন। ইহা তাঁহাদের স্বসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর এক কথা, "দোষসকল প্রবর্ত্তনালক্ষণ" (৯), ইহা ন্যায়বিদ্গণের সিদ্ধান্ত।২১ [প্রবৃত্তি ও রাগাদিদোষের মধ্যে ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, [অনুরাগাদি] দোষকর্তৃক প্রেরিত না হইয়া কেহ স্বপ্রয়োজনে বা পরপ্রয়োজনে প্রবৃত্ত হয়, ইহা পরিদৃষ্ট হইতেছে না ২২ [কিন্তু করুণাবশতঃও তো প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়। উত্তর—পরের দুঃখ দৃষ্টে নিজের যে দুঃখ হয়, তাহার নিবৃত্তিরূপ] স্বার্থপ্রেরিত হইয়াই সকল ব্যক্তি পরপ্রয়োজন সিদ্ধিতেও প্রবৃত্ত হয়, ইত্যাদি এইপ্রকারেও অসামঞ্জস্য হইয়া পড়িবে, কারণ স্বার্থবান্ হওয়ায় ঈশ্বরের

ভাবদীপিকা [সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের কর্ম্মসাপেক্ষ ফলদাতৃত্ব সমর্থন।]

কারিণী স্মৃতিই আমাদের এই বিষয়ে অবলম্বন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের এই স্থলে প্রবৃত্তিই হয় না। শ্রুতি বলেন—ঈশ্বর "নিরবদ্য ও নিরঞ্জন" (শ্বেঃ ৬।১৯), কোন প্রকার দোষই তাঁহাতে নাই। আবার সেই শ্রুতি এবং তদনুগামিনী স্মৃতি বলিতেছেন—"এষহ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" (কৌঃ ৩।৮), "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি" (বৃঃ ৩।২।১৩), "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (গীতা ৪।১১) ইত্যাদি। সুতরাং কর্ম্মাপেক্ষ ফলদাতা, পর্জ্জন্যের বা প্রদীপের ন্যায় সাধারণ কারণ ঈশ্বরে (১২৬, ১২৮ পৃঃ) কোনপ্রকার দোষই প্রসক্ত হয় না, সেইহেতু তিনি অনীশ্বর নহেন, ইহা আমরা শ্রুতিবলেই অঙ্গীকার করিব। শ্রুতি অনঙ্গীকার-কারী তুমি এইপ্রকার বলিতে পার না। **শঙ্কা**—কিন্তু অযুক্তিসঙ্গত কথা, শ্রুতিবলেই অঙ্গীকার করিতে হইবে? **সিদ্ধান্তী**—দেখ, অতীন্দ্রিয়জ্ঞাপিকা শ্রুতি অযুক্তিসঙ্গত কোন কথাই বলিতেছেন না। পর্জ্জন্যাদিদৃষ্টান্ত যুক্তি অযুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু তাহা যদি তোমার মনঃপূত না হয়, তবে শ্রবণ কর, শ্রুতি বলেন—"তদাত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত" (তৈঃ ২।৭)। এই জীবজগদাদি যাহা ঈশ্বরভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, ঈশ্বর নিজেই এই সমস্ত হইয়াছেন, তিনি জগতের উপাদান কারণও বটেন। সুতরাং ইচ্ছানুসারে ছিন্নবসন ও রাজকীয় বসন পরিধান করিলেও রাজার যেমন নিষ্ঠুরতাদি দোষ হয় না; তদ্রূপ এই জীবজগদ্রূপে প্রতীয়মান তিনি যদি স্বেচ্ছায় উচ্চাবচ সুখদুঃখাদিভোগ স্বয়ংই করেন, তাহাতে তাঁহাতে নিষ্ঠুরতাদি দোষ, ফলে অনীশ্বরতা কিপ্রকারে প্রসক্ত হইবে? ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কোন পদার্থের সত্তা সিদ্ধ না হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয়দোষ কিপ্রকারে হইবে এবং কে কাহার উপর নিষ্ঠুর হইবেন? (১৯৯ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ)। শ্রুতিনিরপেক্ষভাবে ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতামাত্র অঙ্গীকারকারী তোমার ঈশ্বরে কিন্তু উক্ত নিষ্ঠুরতাদিদোষ ও অনীশ্বরতা দুর্ব্বারই হইয়া পড়ে।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাৎ।২৩ পুরুষবিশেষত্বাভ্যুপগমাৎ চ ঈশ্বরস্য পুরুষস্য চ ঔদাসীন্যাভ্যুপগমাৎ অসামঞ্জস্যম্।২৪॥২।২।৩৭॥

ভাষ্যানুবাদ

অনীশ্বরতা হইয়া পড়ে (১০)।২৩ আর পুরুষবিশেষরূপে অঙ্গীকৃত হন বলিয়া ঈশ্বররূপ পুরুষের ঔদাসীন্য স্বীকৃত হওয়ায় অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে (১১)।২৪।২।২।৩৭॥

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥২।২।৩৮॥

সূত্রার্থ—[প্রধানকারণবাদে দোষান্তরম্ আহ—] **চ**—কিঞ্চ, **সম্বন্ধানুপপত্তেঃ**—প্রের্য্যপ্রধানাদিভিঃ প্রেরকস্য নিরবয়বস্য বিভোঃ ঈশ্বরস্য সম্বন্ধানুপপত্তেঃ [ঈশ্বরঃ ন প্রেরকঃ]।

অনুবাদ—[প্রধানকারণবাদে অন্য দোষের কথা বলিতেছেন—] **চ**—আর, **সম্বন্ধানুপপত্তেঃ**—প্রের্য্য প্রধান প্রভৃতির সহিত প্রেরক নিরবয়ব বিভু ঈশ্বরের সম্বন্ধ যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া [ঈশ্বর প্রেরক (—নিমিত্তকারণ) নহেন]।

শাঙ্করভাষ্যম্

পুনরপি অসামঞ্জস্যম্ এব।১ নহি প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ ঈশ্বরঃ অন্তরেণ সম্বন্ধং প্রধানপুরুষয়োঃ ঈশিতা।২ ন তাবৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—চতুর্থ অসামঞ্জস্য, মৃত্তিকার সহিত কুলালের ন্যায় নিরবয়ব প্রধানাদির সহিত নিরবয়ব ঈশ্বরের সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় ঈশ্বর নিমিত্তকারণ নহেন।]

আবার [অন্যপ্রকার] অসামঞ্জস্য অবশ্যই হইয়া পড়ে।১ [কিপ্রকার ? তাহা বলিতেছেন—] প্রধান ও পুরুষ হইতে ভিন্ন যে ঈশ্বর, তিনি [কোনপ্রকার] সম্বন্ধ ব্যতিরেকে প্রধান ও পুরুষের ঈশিতা (—শাসক, প্রেরক) হইতে পারেন না।২

ভাবদীপিকা

(৯) ইহার অর্থ—"প্রবর্ত্তনা শব্দের অর্থ—প্রযত্ন, তাহা হয় লক্ষণ, অর্থাৎ জ্ঞাপক যাহাদের, তাহারা [রাগাদি] দোষ"। রাগাদিদোষের ইহাই লক্ষণ। ফলে পর্য্যবসিত অর্থ হয়—প্রবৃত্তি দৃষ্টে যাহারা অনুমিত হয়, তাহারা রাগাদি দোষ। অতএব রাগাদিদোষ না থাকিলে পুরুষের কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না, ইহাই সিদ্ধ হইয়া পড়ে।

(১০) **সিদ্ধান্তী** এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"ঈশ্বরঃ স্বার্থে রাগাদিমান্, প্রবর্ত্তকত্বাৎ"। যেহেতু তিনি প্রবর্ত্তক, অর্থাৎ নিমিত্তকারণ, সেইহেতু তিনি রাগাদিদোষযুক্ত, সুতরাং অস্মদাদির ন্যায় অনীশ্বর, ইহাই ভাব। ইহা তটস্থেশ্বর কারণবাদে **দ্বিতীয়** অসামঞ্জস্য। **পাতঞ্জলগণ** বলেন—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ" (যোঃ সূঃ ১।২৪)—"অবিদ্যাদি ক্লেশ, পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্ম, সুখদুঃখাদিফলভোগরূপ বিপাক এবং আশয় (—বাসনা, সংস্কার), এই সকলের সহিত অসম্বদ্ধ পুরুষবিশেষই ঈশ্বর"। সুতরাং এইসকল দোষসম্পর্কশূন্য উদাসীন পুরুষ ঈশ্বরে রাগাদির সম্ভাবনা না থাকায় তিনি অনীশ্বর হইয়া পড়িবেন না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী**—বলিতেছেন- **পুরুষবিশেষ**—আর পুরুষবিশেষ' ইত্যাদি (২৪ বাক্য)।

(১১) ঈশ্বররূপ পুরুষ উদাসীন হইলে প্রধানের প্রেরকরূপে জগতের নিমিত্তকারণ হইতে পারিবেন না, ইহাই ভাব। ইহাই হইল তটস্থেশ্বরকারণবাদে **তৃতীয়** অসামঞ্জস্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

সংযোগলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি, প্রধানপুরুষেশ্বরাণাং সর্ব্বগতত্বাৎ নিরবয়বত্বাৎ চ।৩ নাপি সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ, আশ্রয়াশ্রয়িভাবানিরূপণাৎ।৪ নাপি অন্যঃ কশ্চিৎ কার্য্যগম্যঃ সম্বন্ধঃ শক্যতে কল্পয়িতুং, কার্য্যকারণভাবস্যৈব অদ্যাপি অসিদ্ধত্বাৎ।৫ ব্রহ্মবাদিনঃ কথম্ ইতি চেৎ?৬ ন, তস্য তাদাত্ম্যলক্ষণসম্বন্ধোপপত্তেঃ।৭

ভাষ্যানুবাদ

দেখ, [ঈশ্বর ও প্রধানাদির মধ্যে] সংযোগরূপ সম্বন্ধ সম্ভব নহে, যেহেতু প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বর, ইঁহারা সকলেই সর্ব্বগত ও নিরবয়ব (১২)।৩ আবার [ঈশ্বর ও প্রধানাদির মধ্যে] সমবায়রূপ সম্বন্ধও হইতে পারে না, যেহেতু [কপালে আশ্রিত ঘট, ঘটে আশ্রিত রূপ, ইত্যাদির ন্যায় তাহাদের মধ্যে] আশ্রয় ও আশ্রয়িভাবের (—কাহাতে আশ্রিত আছে, কে আশ্রয় করিয়া আছে, ইহার) নিরূপণ হয় না (১৩)।৪ আবার কার্য্যগম্য (—কার্য্যদৃষ্টে অনুমেয়) কোনপ্রকার সম্বন্ধও কল্পনা করিতে পারা যায় না, যেহেতু [জগৎ ও প্রধানের মধ্যে] কার্য্যকারণভাবই অদ্যাপি সিদ্ধ হয় নাই।৫

[সি.—মায়ার সহিত ব্রহ্মের অনির্বচনীয় তাদাত্ম্য সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মবাদীর সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্ভব।]

[শঙ্কা—] আচ্ছা, ব্রহ্মবাদীর কিপ্রকার হইবে (—তোমরাও মায়াকে পরিণামী উপাদানরূপে অঙ্গীকার কর, ব্রহ্ম ও মায়া উভয়ই কার্য্যকারণভাববিহীন বিভু ও নিরবয়ব হওয়ায় সংযোগাদি সম্বন্ধ সেই স্থলেও সম্ভব হয় না। তোমাদের কার্য্য-

ভাবদীপিকা

(১২) তাৎপর্য্য এই—যাহা সর্ব্বগত, তাহাতে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ সংযোগ সম্ভব নহে: কারণ কোন বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে হইলে প্রথমতঃ এক বা উভয় বস্তুতে স্পন্দনাত্মক ক্রিয়া আবশ্যক, সর্ব্বগত বস্তুতে তাহা সম্ভব নহে। ফলে ক্রিয়ার ফলস্বরূপ যে বিভাগ, পূর্ব্বসংযোগনাশ ও উত্তরদেশসংযোগ, তাহারা বিভু বস্তুতে সম্ভব হয় না বলিয়া অন্য বস্তুর সহিত তাহার কর্ম্মজন্য সংযোগ হইতে পারে না। আর নিরবয়ব হওয়ায় 'হস্ত ও পুস্তকের সংযোগদ্বারা কায় ও পুস্তকের সংযোগের ন্যায়' সংযোগজসংযোগও ইঁহাদের মধ্যে হইতে পারে না। আবার সংযোগসম্বন্ধ অব্যাপ্যবৃত্তি (—বস্তুর একাংশেই বর্ত্তমান থাকে)। সেইহেতু নিরবয়ব পদার্থের সংযোগসম্বন্ধ কল্পনা করিলে, তাহা সেই পদার্থের এক অংশে বর্ত্তমান থাকে, বলিতে হইবে। ফলে অংশবান্ সেই পদার্থ আর নিরবয়বই থাকিবে না, কারণ 'অংশ' সাবয়ব পদার্থেরই হইয়া থাকে: প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর এইপ্রকারে সাবয়ব হইলে ঘটাদির ন্যায় বিনশ্বর হইয়া পড়িবেন।

(১৩) অভিপ্রায় এই—প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বর, কপাল ও ঘটের ন্যায় কেহ কাহারও কার্য্য নহেন এবং ঘটে আশ্রিত রূপের ন্যায় কেহ কাহাতে আশ্রিতও নহেন। সেইহেতু ইঁহাদের মধ্যে সমবায় (১১৮ পৃঃ) সম্ভব নহে। যদি বল—ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রধান জগন্নির্ম্মাণ করে। সুতরাং ঈশ্বর ও প্রধানের মধ্যে 'প্রেরণযোগ্যত্ব' রূপ সম্বন্ধ কল্পনা করিব। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—**নাপি অন্যঃ**—'আবার কার্য্যগম্য' ইত্যাদি (৫ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ আগমবলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদিস্বরূপং নিরূপয়তি ইতি ন অবশ্যং তস্য যথাদৃষ্টম্ এব সর্বম্ অভ্যুপগন্তব্যম্ ইতি নিয়মঃ অস্তি ।৮ পরস্য তু দৃষ্টান্তবলেন কারণাদিস্বরূপং নিরূপয়তঃ যথাদৃষ্টম্ এব সর্বম্ অভ্যুপগন্তব্যম্ ইতি অয়ম্ অস্তি অতিশয়ঃ ।৯ পরস্যাপি সর্বজ্ঞপ্রণীতাগমসম্ভাবাৎ সমানম্ আগমবলম্ ইতি চেৎ?১০ ন, ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ ।১১ আগমপ্রত্যয়াৎ সর্বজ্ঞত্বসিদ্ধিঃ, সর্বজ্ঞপ্রত্যয়াৎ চ আগমসিদ্ধিঃ ইতি ।১২ তস্মাৎ অনুপপন্না সাংখ্য-

ভাষ্যানুবাদ

নির্ব্বাহ কিপ্রকারে হইবে) ?৬ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] না, এইপ্রকার আশঙ্কা করিতে পার না, যেহেতু ["দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্" (শ্বেঃ ১।৩) ইত্যাদি শ্রুতিবলে] তাহার (—ব্রহ্মবাদীর, মায়া ও ব্রহ্মের মধ্যে অনির্ব্বচনীয়] তাদাত্ম্যসম্বন্ধ যুক্তিসঙ্গত। ৭ দেখ, আগমের (—অতীন্দ্রিয় অজ্ঞাতবস্তুজ্ঞাপিকা অপৌরুষেয় অনাদি শ্রুতির) বলে ব্রহ্মবাদী কারণ প্রভৃতির স্বরূপ নিরূপণ করেন, এইহেতু তাঁহাকে [লোকমধ্যে দৃষ্ট কুলাল ও মৃত্তিকার সম্বন্ধের ন্যায়] যেমনটী দেখা যায়, অবশ্যই তেমনটী সর্ব্ব বস্তুকে অঙ্গীকার করিতে হইবে, এইপ্রকার নিয়ম নাই।৮ দৃষ্টান্তের বলে কারণ প্রভৃতির স্বরূপনির্ণয়কারী অপরকে কিন্তু [লোকমধ্যে] যেপ্রকার পরিদৃষ্ট হয়, সেইপ্রকারেই সকলবস্তুকে অঙ্গীকার করিতে হইবে, [ব্রহ্মবাদী ও অন্যান্য মতবাদীর মধ্যে] এই অতিশয় (—প্রভেদ) বিদ্যমান আছে।৯

[সিঃ—সর্ব্বজ্ঞরচিত আগমই সম্ভব নহে বলিয়া তাহার প্রামাণ্যবলে ঈশ্বর সিদ্ধ হন না।]

[শঙ্কা—] অপরেরও সর্ব্বজ্ঞকর্ত্তৃক রচিত আগম (—শাস্ত্র) আছে, সেইহেতু আগমের বল [উভয় পক্ষেই] সমান, এইপ্রকার যদি বলা হয়?১০ [উত্তরে সিঃ বলেন—]না, তাহা বলিতে পার না, কারণ ইতরেতরাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে।১১ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আগমের প্রত্যয় (—আগমবিষয়ক প্রামাণ্যনিশ্চয়) হইতে সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয় এবং [ইনি সর্ব্বজ্ঞ, এইপ্রকারে তন্নিষ্ঠ] সর্ব্বজ্ঞতাবিষয়ক প্রত্যয় হইতে আগম (—আগমের প্রামাণ্য) সিদ্ধ হয় (১৪)।১২ সেইহেতু (—এইপ্রকারে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকল্পনা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া) সাংখ্য ও যোগমতাবলম্বিগণের

ভাবদীপিকা

(১৪) এইপ্রকারে একবিষয়ক জ্ঞান অপরবিষয়ক জ্ঞানসাপেক্ষ হওয়ায় জ্ঞপ্তিগত অন্যোন্যাশ্রয় হইল, বুঝিতে হইবে। অনুমানের দ্বারাও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সিদ্ধ হন না, (৫ ভাবদীঃ)। কারণ ব্যাপ্তিগ্রহের কোন স্থল (—দৃষ্টান্ত) প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আবার নিত্যসর্ব্বজ্ঞতাও কল্পনা করা যায় না, কারণ জ্ঞান ত্বন্মতে মনোজন্য ; জন্য পদার্থ কখনও নিত্য হইতে পারে না। আবার নিরবয়ব পরমেশ্বরের মনই না থাকায় তাঁহার জ্ঞানই হইতে পারে না, সর্ব্বজ্ঞতা তো দূরের কথা। অতএব শ্রুতির প্রামাণ্য অনঙ্গীকারকারী তুমি কোনপ্রকারেই ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ করিতে পার না বলিয়া তৎকর্ত্তৃক রচিত আগমের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিতে পার না।

শাঙ্করভাষ্যম্

যোগবাদীনাম্ ঈশ্বরকল্পনা।১৩ এবম্ অন্যাসু অপি বেদবাহ্যাসু ঈশ্বরকল্পনাসু যথাসম্ভবম্ অসামঞ্জস্যং যোজয়িতব্যম্।১৪॥২।২।৩৮॥

ভাষ্যানুবাদ

ঈশ্বরকল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে।১৩ এইপ্রকারে [নিরবয়ব পরমাণু ও নিরবয়ব ঈশ্বরের মধ্যে সংযোগাদি সম্বন্ধের অভাব, নিমিত্তকারণমাত্র ঈশ্বর অঙ্গীকারে তাঁহার রাগাদি-দোষবত্তা ও অনীশ্বরতা, ইত্যাদি যুক্তিসকলের বলে চতুর্ব্বিধ মাহেশ্বরমতবাদ এবং বৈশেষিকাদি] অন্যান্য বেদবহির্ভূত ঈশ্বরকল্পনাসকলে যথাসম্ভব অসামঞ্জস্যকে যোজনা করিতে হইবে।২৪॥২।২।৩৮॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥২।২।৩৯॥

সূত্রার্থ—[ঈশ্বরস্য প্রধানাদিপ্রেরণানুপপত্তেশ্চ অসামঞ্জস্যম্ ইতি আহ—] **চ** কিঞ্চ, [লোকে কুলালস্য মৃদাদিপ্রেরকত্বং দৃষ্টম্। নহি ঈশ্বরস্য প্রধানাদিপ্রেরকত্বং সম্ভবতি। কুতঃ ?] **অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ**—প্রধানস্য রূপাদিহীনত্বেন দৃষ্টমৃদাদিবৈলক্ষণ্যাৎ তদ্বিষয়কাধিষ্ঠানস্য—প্রেরণায়াঃ অসঙ্গতত্বাৎ ইত্যর্থঃ। [সিদ্ধান্তে তু ন দৃষ্টাপেক্ষা, শ্রুত্যেকশরণত্বাৎ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[ঈশ্বরের প্রধান প্রভৃতিকে প্রেরণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়াও অসামঞ্জস্য হইয়া পড়ে, ইহা বলিতেছেন-] **চ**—আর এক কথা, [লোকমধ্যে কুম্ভকার মৃত্তিকাদির প্রেরক, ইহা পরিদৃষ্ট হয়। ঈশ্বরের কিন্তু প্রধানাদির প্রেরক হওয়া সম্ভব নহে। কেন নহে ? তাহা বলিতেছেন—] **অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ**—যেহেতু রূপাদিবিহীন হওয়ায় দৃষ্ট মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে প্রধানের বৈলক্ষণ্য থাকায় তদ্বিষয়ক 'অধিষ্ঠান'—প্রেরণা অসঙ্গত হইয়া পড়ে, ইহাই অর্থ। [সিদ্ধান্তে কিন্তু শ্রুতিই একমাত্র আশ্রয় হওয়ায় দৃষ্ট পদার্থের অপেক্ষা নাই, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ অনুপপত্তিঃ তার্কিকপরিকল্পিতস্য ঈশ্বরস্য।১ সঃ হি পরিকল্প্যমানঃ কুম্ভকারঃ ইব মৃদাদীনি, প্রধানাদীনি অধিষ্ঠায় প্রবর্ত্তয়েৎ।২ ন চ এবম্ উপপদ্যতে।৩ ন হি অপ্রত্যক্ষং রূপাদি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পঞ্চম অসামঞ্জস্য। দৃষ্টবিরোধবশতঃ ঈশ্বর রূপাবিহীন প্রধানের প্রেরক নহেন]

আর এইহেতুবশতঃও তার্কিকগণের (১৫) পরিকল্পিত ঈশ্বরের অসঙ্গতি হইয়া পড়ে।১ যেহেতু [দৃষ্টান্তবলে] যিনি পরিকল্পিত হন, তিনি (—সেই ঈশ্বর), কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা প্রভৃতিকে প্রেরণ করে (—ঘটশরাবাদি কার্য্যে বিনিয়োগ করে), তদ্রূপ প্রধান প্রভৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া [মহদাদি কার্য্যোৎপত্তিতে] প্রবৃত্ত করিবেন।২ এইপ্রকার কিন্তু যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।৩ যেহেতু প্রত্যক্ষের অবিষয়

ভাবদীপিকা

(১৫) বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকার না করিয়া যুক্তিবলে যাঁহারা স্বমতস্থাপন করেন, তাঁহাদিগকে **তার্কিক** বলা হয়। ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রভৃতি স্বাভিপ্রায়ের অনুকূল হইলে বেদ অঙ্গীকার করেন, কিন্তু যুক্তিই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন, এইহেতু তাঁহাদিগকেও বলা হয় তার্কিক।

শাঙ্করভাষ্যম্

হীনং চ প্রধানম্ ঈশ্বরস্য অধিষ্ঠেয়ং সম্ভবতি, মৃদাদিবৈলক্ষণ্যাৎ ।৪॥২।২।৩৯॥

ভাষ্যানুবাদ

৪ রূপাদিবিহীন প্রধান ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয় (—প্রেরণের বিষয়) হইবে, ইহা সম্ভব নহে, কারণ [রূপাদিযুক্ত] মৃত্তিকাদি হইতে [রূপাদিহীন] প্রধানের বৈলক্ষণ্য আছে (১৬) ।৪॥২।২।৩৯॥

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥২।২।৪০॥

পদচ্ছেদ—করণবৎ, চেৎ, ন, ভোগাদিভ্যঃ।

সূত্রার্থ—করণবৎ—করণানি ইন্দ্রিয়াণি, তদ্বৎ। অয়ং ভাবঃ—অপ্রত্যক্ষাণি অপি করণানি যথা জীবেন প্রের্য্যন্তে, এবং প্রধানম্ অপ্রত্যক্ষম্ অপি ঈশ্বরেণ প্রের্য্যতে, ইতি **চেৎ,** ন, [কুতঃ?] **ভোগাদিভ্যঃ**—ভোগাদিভ্যঃ দোষেভ্যঃ। [জীবস্য স্বভোগার্থম্ ইন্দ্রিয়-প্রেরকত্ববৎ ঈশ্বরস্য প্রধানপ্রেরকত্বে তদ্ভোগাদয়ঃ প্রসজ্যেরন্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—করণবৎ—করণসকল—ইন্দ্রিয়সকল, তাহাদের ন্যায়। ভাব এই—অপ্রত্যক্ষ হইলেও ইন্দ্রিয়সকল যেমন জীবকর্তৃক প্রেরিত হয়, এইপ্রকারে অপ্রত্যক্ষ হইলেও প্রধান ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হয়। **ইতি চেৎ**—যদি এইপ্রকার বলা হয়, [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—না, তাহা বলিতে পার না। [কেন? উত্তর—] **ভোগাদিভ্যঃ**—যেহেতু ভোগাদি দোষসকল হইয়া পড়ে। [স্বীয় ভোগের জন্য জীবের ইন্দ্রিয়প্রেরকতার ন্যায়, ঈশ্বর প্রধানের প্রেরক হইলে তাঁহাতে ভোগ প্রভৃতির প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে, ইহাই অর্থ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাদেতৎ, যথা করণগ্রামং চক্ষুরাদিকম্ অপ্রত্যক্ষং রূপাদিহীনং চ পুরুষঃ অধিতিষ্ঠতি, এবং প্রধানম্ অপি ঈশ্বরঃ অধিষ্ঠাস্যতি ইতি।১ তথাপি ন উপপদ্যতে।২ ভোগাদিদর্শনাৎ হি করণগ্রামস্য

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ান্তর্ভাবে ব্যভিচার নিরাকরণ। প্রধান ভোগসাধন হইলে ঈশ্বরের অনীশ্বরতা।]

আচ্ছা এমন হইতে পারে, যেমন অপ্রত্যক্ষ ও [উদ্ভূত] রূপাদিহীন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলকে পুরুষ [স্বীয় ভোগসাধনের জন্য] প্রেরণ করে, এইপ্রকারে [অপ্রত্যক্ষ ও রূপাদিহীন] প্রধানকেও ঈশ্বর [সৃষ্টিক্রিয়াতে] প্রেরণ করিবেন।১ তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] তাহা হইলেও যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না।২ যেহেতু [জীবে] ভোগ প্রভৃতি (—সুখদুঃখের অনুভব ও বিষয়জ্ঞান) পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠিতত্ব (—জীব তাহাদিগকে প্রেরণ করে, ইহা) অবগত হওয়া যাইতেছে।৩

ভাবদীপিকা

(১৬) এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"প্রধানাদিকং চেতনস্য অনধিষ্ঠেয়ম্, অপ্রত্যক্ষত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাৎ চ, ঈশ্বরবৎ"। যাহা রূপাদিযুক্ত ও প্রত্যক্ষযোগ্য, তাহাই চেতন-কর্তৃক বিনিযুক্ত হয়, যথা মৃত্তিকা। প্রধান অপ্রত্যক্ষ ও রূপাদিহীন, সুতরাং চেতনকর্তৃক বিনিযুক্ত হইতে পারে না, যেমন [অস্মদাদির] অপ্রত্যক্ষ ও রূপাদিহীন ঈশ্বর বিনিযুক্ত হইতে পারেন না।

শাঙ্করভাষ্যম্

অধিষ্ঠিতত্বং গম্যতে।৩ . ন চ অত্র ভোগাদয়ঃ দৃশ্যন্তে।৪ করণ-গ্রামসাম্যে বা অভ্যুপগম্যমানে সংসারিণাম্ ইব ঈশ্বরস্যাপি ভোগাদয়ঃ প্রসজ্যেরন্।৫ অন্যথা বা সূত্রদ্বয়ং ব্যাখ্যায়তে।৬ "অধি-ষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ" (২।২।৩৯)।৭ ইতশ্চ অনুপপত্তিঃ তার্কিকপরিকল্পি-তস্য ঈশ্বরস্য।৮ সাধিষ্ঠানঃ হি লোকে সশরীরঃ রাজা রাষ্ট্রস্য ঈশ্বরঃ দৃশ্যতে, ন নিরধিষ্ঠানঃ।৯ অতশ্চ তদ্দৃষ্টান্তবশেন অদৃষ্টম্ ঈশ্বরং কল্পয়িতুম্ ইচ্ছতঃ ঈশ্বরস্যাপি কিঞ্চিৎ শরীরং করণায়তনং বর্ণয়ি-তব্যং স্যাৎ।১০ ন চ তৎ বর্ণয়িতুং শক্যতে।১১ সৃষ্ট্যুত্তরকালভাবি-ত্বাৎ শরীরস্য প্রাক্‌সৃষ্টেঃ তদনুপপত্তেঃ।১২ নিরধিষ্ঠানত্বে চ

ভাষ্যানুবাদ

এখানে (—ঈশ্বরে) কিন্তু [প্রধানকৃত] ভোগ প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হইতেছে না। [অতএব ইন্দ্রিয় হইতে বৈলক্ষণ্য থাকায় প্রধানাদি ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হয় না, ইহা সিদ্ধ হয়।৪ ইহা অঙ্গীকার না করিলে যে দোষ হয়, তাহা বলিতেছেন—] অথবা ইন্দ্রিয়গণের সহিত [প্রধানের ভোগসাধনতারূপ] সমতা অঙ্গীকার করিলে সংসারি-গণের ন্যায় ঈশ্বরেরও ভোগ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে, [ফলে ঈশ্বর অস্মদাদির ন্যায় অনীশ্বর হইয়া পড়িবেন]।৫

[সিঃ—২।২।৩৯ সূত্রের ব্যাখ্যান্তর। অশরীর পরমেশ্বরে নিমিত্তকারণতা অসম্ভব।]

অথবা সূত্রদ্বয়কে অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।৬ "যেহেতু অধিষ্ঠানের (—শরীরের) উপপত্তি হয় না"।৭ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আর এই হেতু-বশতঃও তার্কিকগণকর্তৃক পরিকল্পিত ঈশ্বরের উপপত্তি (—যুক্তিসিদ্ধতা) হয় না।৮ যেহেতু লোকমধ্যে রাষ্ট্রের ঈশ্বর (—অধিপতি) রাজা সাধিষ্ঠান, অর্থাৎ শরীর-বিশিষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হন, কিন্তু শরীরবিহীন কেহ 'তদ্রূপে পরিদৃষ্ট হন না'।৯ আর এইহেতু সেই [রাষ্ট্র] দৃষ্টান্তের বলে অদৃষ্ট ঈশ্বরকে যিনি কল্পনা করিতে ইচ্ছা করেন (১৭) তাঁহাকে ঈশ্বরেরও ইন্দ্রিয়সকলের আশ্রয়ভূত কোনপ্রকার শরীর বর্ণনা করিতে হইবে (১৮)।১০ তাহা কিন্তু বর্ণনা করিতে পারা যায় না।১১ [কেন পারা যায় না ? তাঁহার লীলাময় নিত্য শরীর তো সদাই বিদ্যমান আছে। তদুত্তরে বলিতে-ছেন—তাহা বলিতে পার না], যেহেতু শরীর সৃষ্টির পরবর্ত্তিকালেই উৎপন্ন হয়, সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহা সম্ভব নহে। [দৃষ্টপদার্থানুযায়িভাবে তত্ত্বনির্ণয়কারী তুমি ঈশ্বরের অভৌতিক নিত্য শরীর কল্পনা করিতে পার না, ইহাই ভাব।১২ যদি বল—ঈশ্বর শরীরবিহীনই হউন্। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ঈশ্বর নিরধিষ্ঠান

ভাবদীপিকা

(১৭) সেই কল্পনাপ্রকার (—অনুমানের আকার) এই—"জগৎ সেশ্বরং কার্য্যত্বাৎ, রাষ্ট্রবৎ।

(১৮) এই স্থলে অনুমানাকার এই—"জগৎ শরীরাদিমৎপূর্ব্বকং কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ।"

শাঙ্করভাষ্যম্

ঈশ্বরস্য প্রবর্ত্তকত্বানুপপত্তিঃ, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ।১৩ "করণ-বচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ" (২।২।৪০) **।১৪ অথ লোকদর্শনানুসারেণ ঈশ্বর-স্যাপি কিঞ্চিৎ করণানাম্ আয়তনং শরীরং কামেন কল্প্যেত।১৫ এবম্ অপি ন উপপদ্যতে।১৬ সশরীরত্বে হি সতি সংসারিবৎ ভোগাদিপ্রসঙ্গাৎ ঈশ্বরস্যাপি অনীশ্বরত্বং প্রসজ্যেত।১৭॥২।২।৪০॥**

ভাষ্যানুবাদ

(—শরীরবিহীন) হইলে প্রবর্ত্তকতা (—তিনি কোন কিছুর প্রেরণকর্ত্তা হইবেন, ইহা) যুক্তিসঙ্গত হয় না, যেহেতু লোকমধ্যে এইপ্রকারই (—শরীরবানের প্রবর্ত্তকতাই) পরিদৃষ্ট হয়।১৩ [অতএব শরীরবিহীন ঈশ্বর প্রধানাদির প্রবর্ত্তকরূপে জগতের নিমিত্তকারণ হইতে পারেন না (১৯)।

সিঃ—২।২।৪০ সূত্রের ব্যাখ্যান্তর। শরীরবান্ ঈশ্বরের অনীশ্বরতা]

"ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানভূত শরীরবান্ হউন্, না, সুখদুঃখাদিভোগের প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে"।১৪ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—যদি বলা হয়, অনীশ্বর জীবেরই সৃষ্ট্যুত্তর-কালভাবি ভৌতিক শরীর হইয়া থাকে; সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের স্বেচ্ছানির্ম্মিত অভৌতিক শরীর সৃষ্টির পূর্ব্বেই বিদ্যমান থাকে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর লোকদৃষ্টির (—সাধারণ মানববুদ্ধির) অনুয়ায়িভাবে যদি ঈশ্বরেরও ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়ভূত কোনপ্রকার শরীর স্বেচ্ছানুসারে কল্পনা করা হয়।১৫ এইপ্রকার হইলেও যুক্তিসঙ্গত হয় না। [কারণ 'শরীরমাত্রই ভৌতিক' এই দৃষ্টনিয়মের বিরোধবশতঃ তাঁহার স্বেচ্ছানির্ম্মিত অভৌতিক শরীর কল্পনা করিতে পার না।১৬ তথাপি যদি অতিশয় আগ্রহবশতঃ ঈশ্বরের তাদৃশ শরীর অঙ্গীকার কর, তাহা হইলেও তোমার নিষ্কৃতি নাই]; যেহেতু সশরীর হইলে সংসারীর ন্যায় ভোগ প্রভৃতির (—সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণ প্রভৃতির) প্রাপ্তি হইয়া পড়ে বলিয়া ঈশ্বরেরও অনীশ্বরতা হইয়া পড়িবে (২০)।১৭॥২।২।৪০॥

ভাবদীপিকা

(১৯) এই ব্যাখ্যানুসারে সূত্রার্থ হইবে এইপ্রকার—**অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ** ॥২ ২।৩৯॥ **চ**—আর, [সৃষ্টির পরবর্ত্তিকালেই শরীরের উৎপত্তি সম্ভব হওয়ায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে] **অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ**—অধিষ্ঠানের—শরীরের [অস্তিত্ব] যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া [শরীরবিহীন ঈশ্বর প্রধানের প্রেরকরূপ নিমিত্তকারণ হইতে পারেন না]।

(২০) এই ব্যাখ্যাতে সূত্রার্থ এই—**করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ** ॥২।২।৪০॥ **করণবৎ**—করণ—ইন্দ্রিয়, তাহা ইহার আছে, এইপ্রকারে 'করণবৎ' শব্দের অর্থ হয়—'ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূত শরীর', [তাহা অবশ্যই ঈশ্বরে অঙ্গীকৃত হয়], **চেৎ**—যদি ইহা বলা হয়; [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন -] **ন**—না, তাহা বলিতে পার না। [কেন ? উত্তর—] **ভোগাদিভ্যঃ**—যেহেতু শরীরবান্ হইলে সুখ ও দুঃখের অনুভবরূপ যে ভোগ এবং 'আদি'-পদসূচিত জন্ম ও মরণ প্রভৃতির প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে। [ফলে ঈশ্বরের অনীশ্বরতা

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥২।২।৪১॥

পদচ্ছেদ—অন্তবত্ত্বম্, অসর্ব্বজ্ঞতা, বা।

সূত্রার্থ—[এবং শুষ্কতর্কেণ ঈশ্বরস্য কর্তৃত্বনির্ণয়ঃ ন ইতি উপপাদ্য তস্য নিত্যত্বসর্ব্বজ্ঞত্ব-নির্ণয়োঽপি ন সম্ভবতি ইতি আহ। প্রধানজীবেশ্বরাণাং যা সংখ্যা, যচ্চ পরিমাণং, তদুভয়ম্ অপি ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিদ্যতে ন বা, ইতি সন্দেহে ; আদ্যে পরিচ্ছিন্নসংখ্যাবত্ত্বাৎ পরিচ্ছিন্নপরিমাণ-বত্ত্বাৎ চ ত্রয়াণাং প্রধানজীবেশ্বরাণাম্] **অন্তবত্ত্বম্**—ঘটবৎ বিনাশিত্বং [স্যাৎ]। **বা**—অথবা, [দ্বিতীয়ে—] **অসর্ব্বজ্ঞতা**—ঈশ্বরস্য অসর্ব্বজ্ঞত্বং [স্যাৎ। অতঃ অসঙ্গতেন তার্কিকপরিকল্পিততটস্থেশ্বরকারণবাদেন ন নিমিত্তোপাদানব্রহ্মসমন্বয়বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[এইপ্রকারে শুষ্ক তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতা নির্ণীত হয় না, ইহা প্রতিপাদন করিয়া তাঁহার নিত্যত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব নির্ণয়ও সম্ভব হয় না, ইহা বলিতেছেন। প্রধান জীব ও ঈশ্বরের যে সংখ্যা এবং পরিমাণ, সেই উভয়ই ঈশ্বরকর্তৃক বিজ্ঞাত হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; প্রথম পক্ষে—পরিচ্ছিন্ন সংখ্যা ও পরিচ্ছিন্ন পরিমাণযুক্ত হওয়ায় প্রধান জীব ও ঈশ্বর, এই তিনেরই] **অন্তবত্ত্বম্**—ঘটের ন্যায় বিনাশিত্ব হইয়া পড়িবে। **বা**—অথবা,[দ্বিতীয় পক্ষে—] **অসর্ব্বজ্ঞতা**—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিবেন না। [অতএব তার্কিকগণকর্তৃক পরিকল্পিত যে অসঙ্গত তটস্থেশ্বরকারণবাদ, তাহার দ্বারা [জগতের অভিন্ন-] নিমিত্তোপাদানভূত ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্কর ভাষ্যম্

ইতশ্চ অনুপপত্তিঃ তার্কিকপরিকল্পিতস্য ঈশ্বরস্য।১ সঃ হি সর্ব্বজ্ঞঃ তৈঃ অভ্যুপগম্যতে অনন্তশ্চ।২ অনন্তং চ প্রধানম্ অনন্তাশ্চ পুরুষাঃ মিথো ভিন্না অভ্যুপগম্যন্তে।৩ তত্র সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ প্রধানস্য পুরুষাণাম্ আত্মনশ্চ ইয়ত্তা পরিচ্ছিদ্যেত বা, ন বা পরিচ্ছিদ্যেত ?৪ উভয়থাপি দোষঃ অনুষক্তঃ এব।৫ কথম্ ?৬ পূর্ব্ব-স্মিন্ তাবৎ বিকল্পে ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নত্বাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরাণাম্

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ— সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকর্তৃক প্রধানের, পুরুষগণের ও নিজের পরিমাণ ও সংখ্যা বিজ্ঞাত হইলে তাহারা অনিত্য হইয়া পড়িবে।]

আর এই হেতুবশতঃও তার্কিকগণকর্তৃক পরিকল্পিত ঈশ্বরের অসঙ্গতি হইয়া পড়ে।১ তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্তরূপে তাঁহাদিগকর্তৃক অঙ্গীকৃত হন।২ আর অনন্ত প্রধান ও অনন্ত পুরুষসকল পরস্পর বিভিন্নরূপে অঙ্গীকৃত হয়।৩ সেই স্থলে [সংশয় হয়—] সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকর্তৃক প্রধানের, পুরুষসকলের এবং নিজের ইয়ত্তা (—সংখ্যা ও পরিমাণ) পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত (—বিজ্ঞাত) হয়, অথবা বিজ্ঞাত হয় না ? ৪ উভয়-প্রকারেই দোষ অবশ্যই সংশ্লিষ্ট হয় (—দোষ হইয়াই পড়ে)।৫ কিপ্রকারে ?৬ [তাহা বলিতেছেন—] পূর্ব্ববর্ত্তী বিকল্পে ইয়ত্তা [ঈশ্বরকর্তৃক] পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত

ভাবদীপিকা

হইয়া পড়িবে। এতাদৃশ ঈশ্বর আর প্রধানাদির প্রবর্ত্তকরূপে জগতের নিমিত্তকারণ হইতে পারেন না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্তবত্ত্বম্ অবশ্যম্ভাবি, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ।৭ যৎ হি লোকে ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নং বস্তু পটাদি, তৎ অন্তবৎ দৃষ্টম্।৮ তথা প্রধান-পুরুষেশ্বরত্রয়ম্ অপি ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নত্বাৎ অন্তবৎ স্যাৎ।৯ সংখ্যাপরিমাণং তাবৎ প্রধানপুরুষেশ্বরত্রয়রূপেণ পরিচ্ছিন্নম্।১০ স্বরূপপরিমাণম্ অপি তদ্‌গতম্ ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিদ্যেত ইতি।১১

ভাষ্যানুবাদ

হওয়ায় (—প্রধানের পরিমাণ 'এতটা', তাহার সংখ্যা 'এই'; পুরুষগণের সংখ্যা এতগুলি, পরিমাণ 'এতটা' 'এতটা' এবং আমার নিজের পরিমাণ 'এতটা', সংখ্যা 'এই', এইপ্রকারে বিজ্ঞাত হওয়ায়) প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বর, এই সকলের বিনাশিত্ব **অবশ্যম্ভাবী** হইয়া পড়ে, যেহেতু লোকমধ্যে এইপ্রকারই পরিদৃষ্ট হইয়াছে।৭ লোক-মধ্যে পটাদি যে বস্তু ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন (—যাহার সংখ্যা ও পরিমাণ অবগত হওয়া যায়), তাহা বিনাশিরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছে।৮ এইপ্রকারে প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বর, এই তিনটীই ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন হওয়ায় (—তিনটীরই সংখ্যা ও পরিমাণ বিজ্ঞাত হওয়ায়) সান্ত (—বিনাশী) হইয়া পড়িবেন (২১)।৯

[টিঃ—প্রধানাদিত্রয়ের সংখ্যা ও পরিমাণ বিজ্ঞাত হয়, এই বিষয়ে যুক্তি।]

সংখ্যার পরিমাণ (—এক, দুই, তিন ইত্যাদি প্রকার সংখ্যার স্বরূপ) কিন্তু প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বর, এই তিনরূপে (—তিনটী বিভিন্ন ধর্ম্মিরূপে, ঈশ্বরকর্ত্তৃক] পরিচ্ছিন্ন (—অন্য হইতে ভিন্ন ও সীমীতরূপে বিজ্ঞাত) হয়। [সুতরাং পক্ষে হেতু থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি হয় না।১০ এক্ষণে ইয়ত্তাশব্দের পরিমাণরূপ অর্থ গ্রহণকরতঃ উক্ত দোষের নিরাকরণ করিতেছেন—] আর তদ্‌গত (—প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর-নিষ্ঠ) স্বরূপপরিমাণও (—হ্রস্ব, মহৎ ইত্যাদি যাহার যে পরিমাণ, তাহাও, সর্ব্বজ্ঞ] ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিজ্ঞাত হয়। [অতএব উক্ত দোষ হয় না। অন্য দোষ এই হয় যে, জ্ঞাত পরিমাণ হওয়ায় প্রধনাদি পটের ন্যায় বিনাশী হইয়া পড়িবে। ১১ কিন্তু প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বর ইহারা তিনটী, এইরূপে বিজ্ঞাত হইলেও জীব অনন্ত হওয়ায় তাহার সংখ্যা কিপ্রকারে নিশ্চিত হইবে? উত্তর—] পুরুষগত মহাসংখ্যাও [ঈশ্বর-

ভাবদীপিকা

(২১) এই স্থলে সিদ্ধান্তীর অনুমানের আকার এই—"প্রধানপুরুষেশ্বরত্রয়ম্ অনিত্যম্ ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নত্বাৎ, পটবৎ।" **শঙ্কা**—কিন্তু—তোমার এই অনুমান স্বরূপাসিদ্ধিদোষগ্রস্ত, কারণ প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বররূপ পক্ষে 'ইয়ত্তাপরিচ্ছন্নতারূপ' হেতু নাই। ['ইয়ত্তা' শব্দের অর্থ—এতটা, অর্থাৎ সীমা। সেই সীমা সংখ্যাদ্বারাও নির্ণীত হয়, যথা—'ঘট দশটী।' আবার পরিমাণের দ্বারাও নির্ণীত হয়, যথা—মহৎ, পরম মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব ইত্যাদি]। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** ইয়ত্তাশব্দের সংখ্যারূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বরূপাসিদ্ধিকে নিরাকরণ করিতেছেন— **সংখ্যাপরিমাণম** সংখ্যার' ইত্যাদি (১০ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

পুরুষগতা চ মহাসংখ্যা ।১২ ততশ্চ ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নানাং মধ্যে যে সংসারিণঃ সংসারাৎ মুচ্যন্তে, তেষাং সংসারঃ অন্তবান্ সংসারিত্বং চ তেষাম্ অন্তবৎ ।১৩ এবম্ ইতরেষু অপি ক্রমেণ মুচ্যমানেষু সংসারস্য সংসারিণাং চ অন্তবত্ত্বং স্যাৎ ।১৪ প্রধানং চ সবিকারং পুরুষার্থম্ ঈশ্বরস্য অধিষ্ঠেয়ং সংসারিত্বেন অভিমতং তচ্ছূন্য-তায়াম্ ঈশ্বরঃ কিম্ অধিতিষ্ঠেৎ? ১৫ কিং বিষয়ে বা সর্ব্বজ্ঞতেশ্ব-রতে স্যাতাম্? ১৬ প্রধানপুরুষেশ্বরাণাং চ এবম্ অন্তবত্ত্বে সতি

ভাষ্যানুবাদ

কর্ত্তৃক] বিজ্ঞাত হয়, [অন্যথা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ব্যাহত হইয়া পড়িবে (২২)] ।১২

[সিঃ— জীবসংখ্যা সান্ত হওয়ায় সর্ব্বমুক্তিতে প্রধান ও ঈশ্বরও অন্তবান্ হওয়ায় শূন্যবাদপ্রসক্তি ।]

আর তাহা হইলে (—পরমেশ্বরকর্ত্তৃক বিজ্ঞাত জীবসংখ্যা অনন্ত না হইয়া সান্ত হওয়ায়) ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নগণের (—যাহাদের সংখ্যা ও পরিমাণ বিজ্ঞাত হইয়াছে, সেই জীবগণের) মধ্যে যে জীবগণ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যায়, তাহাদের সংসার অন্তবান্ (—সান্ত, বিনাশী) এবং সংসারিত্বও সান্ত হইয়া থাকে ১৩ [মাষরাশির প্রত্যেকটী মাষের বিনাশ হইলে যেমন সমস্ত মাষই কালক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়], এইপ্রকারে ইতরগণও (—অন্যান্য জীবগণও) ক্রমশঃ মুক্ত হইলে সংসার ও সংসারিগণের (—জীবগণের) সান্তত্বা হইয়া পড়িবে (—তাহাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না)। ১৪ আর [তাহার ফলে মহদাদি] বিকারের (—কার্য্যের) সহিত প্রধান, যাহা (প্রধানবাদিগণের সিদ্ধান্তে] সংসারি-রূপে স্বীকৃত হয় (২৩) এবং পুরুষার্থসাধনের জন্য যাহা ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হয়, [সকলের মুক্তি হইলে সংসার ও সংসারী অবশিষ্ট না থাকায়] তাহার শূন্যতা-প্রাপ্তি হইলে (—বর্ত্তমান না থাকিলে) ঈশ্বর কাহাকে [সৃষ্টিক্রিয়াতে] প্রেরণ করিবেন? ১৫ আবার [এইপ্রকারে জীব, জগৎ ও প্রধান কিছুই না থাকায়

ভাবদীপিকা

(২২) **সংশয়** হয়—কোটি, পদ্ম, মহাপদ্ম ইত্যাদি মহাসংখ্যা বিজ্ঞাত হয়, হউক; পুরুষের সংখ্যা কিন্তু অনন্ত; যাহা অনন্ত, তাহার পরিচ্ছেদ সম্ভব নহে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—যাহাদের প্রত্যেকের সংখ্যা বিজ্ঞাত হয়, তাহারা বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন, তাহারা অনন্ত হইতে পারে না। পুরুষগত যে একত্বসংখ্যা, তাহা প্রত্যেক পুরুষেই বিজ্ঞাত হয়, কারণ একটী পুরুষ পুরুষান্তর হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন। যাহারা বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন, মাষরাশির (—মাষকড়াই এর গাদার) ন্যায়, তাহারা অনন্ত হইতে পারে না। তাহাদের সংখ্যা কত, তাহা আমরা বলিতে না পারিলেও গণিতজ্ঞগণ পারেন। অতএব "জীবাঃ ন অনন্তাঃ বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নত্বাৎ, একদেশস্থমাষ-রাশিবৎ", এইপ্রকার অনুমানবলে, জীবসংখ্যা অনন্ত নহে, ইহাই নিশ্চিত হয়।

(২৩) "সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ" (সাং কাঃ ৬২)—'নানা পুরুষাশ্রিত প্রধানই বদ্ধ ও মুক্ত হয়', ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

আদিমত্ত্বপ্রসঙ্গঃ।১৭ আদ্যন্তবত্ত্বে চ শূন্যবাদপ্রসঙ্গঃ।১৮ অথ মা ভূৎ এষঃ দোষঃ ইতি উত্তরঃ বিকল্পঃ অভ্যুপগম্যেত, ন প্রধানস্য পুরুষাণাম্ আত্মনশ্চ ইয়ত্তা ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিদ্যতে ইতি।১৯ ততঃ ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাভ্যুপগমহানিঃ অপরঃ দোষঃ প্রসজ্যেত।২০

ভাষ্যানুবাদ

ঈশ্বরের] সর্ব্বজ্ঞতা ও ঈশ্বরতা (—শাসকতা) কোন্ বিষয়ে হইবে ? (—জ্ঞানের বিষয় না থাকায় সর্ব্বজ্ঞতা এবং ঈশিতব্যের অভাবে ঈশ্বরতা থাকিবে না)।১৬ আর এইপ্রকারে প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর অন্তবান্ (—বিনাশী) হইলে আদিমান্ (—উৎপত্তিশীল) হইয়া পড়িবেন, [কারণ যাহার বিনাশ হয়, একসময়ে তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধ হয়]।১৭ আর [এইপ্রকারে প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বর] আদি ও অন্তবান্ হইলে [কালক্রমে সকলেই বিনষ্ট হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ হওয়ায়] শূন্যবাদের প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে (২৪)।১৮

[সিঃ— ঈশ্বরকর্তৃক প্রধান পুরুষ ও নিজের ইয়ত্তা বিজ্ঞাত না হইলে তিনি অসর্বজ্ঞ হইয়া পড়িবেন।]

আর এই [শূন্যবাদরূপ] দোষ না হউক্, এই জন্য যদি পরবর্ত্তী বিকল্প অঙ্গীকৃত হয়, অর্থাৎ [যদি বল—] প্রধানের, পুরুষসকলের এবং নিজের ইয়ত্তা (—সংখ্যা ও পরিমাণ) ঈশ্বরকর্তৃক বিজ্ঞাত হয় না, ইত্যাদি।১৯ তাহা হইলে ঈশ্বরকে যে সর্ব্বজ্ঞরূপে অঙ্গীকার করা হয়, তাহার পরিত্যাগরূপ অপর দোষ হইয়া পড়িবে (২৫)।২০

ভাবদীপিকা

(২৪) **শঙ্কা** ঈশিতব্যের (—যাহাকে ঈশ্বর শাসন ও নিয়মন করিবেন, সেই প্রধান ও জীবের) অভাবে ঈশ্বরের ঈশ্বরতা থাকিবে না। ফলে তিনি বিনাশী হইয়া পড়িবেন, ইহা তুমি বলিতেছ। কিন্তু ঈশ্বর নিত্য পদার্থ, ইহা তোমরাও অঙ্গীকার কর। আমরাও তাহাই করি। সুতরাং শূন্যবাদের প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে, ইহা তুমি বলিতে পার না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—শ্রুতির প্রামাণ্য অনঙ্গীকারকারী তুমি যুক্তিবলেই সমস্ত নির্ণয় করিয়া থাক। সুতরাং "ঈশ্বরঃ অনিত্যঃ প্রধানপুরুষভিন্নত্বাৎ, ঘটভিন্নপটবৎ", এই যুক্তিবলে ঈশ্বরকে অনিত্যরূপে কল্পনা করিতে তুমি বাধ্য। **তার্কিক** বলেন—তোমার এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বা নিত্য হন কিপ্রকারে? "ব্রহ্ম অন্তবৎ একত্বাৎ, একঘটবৎ", এইপ্রকার অনুমানবলে তিনিও বিনশ্বর, সুতরাং অনিত্য হইয়া পড়িবেন। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—ব্রহ্মবিষয়ে শ্রুতিই আমাদের একমাত্র প্রমাণ। অতীন্দ্রিয় অজ্ঞাতবস্তুজ্ঞাপিকা সেই শ্রুতি অন্যান্য সকলপ্রমাণাপেক্ষা বলবতী। সেইহেতু অনুমানরূপ দুর্ব্বল প্রমাণের বলে শ্রুতিমাত্রগম্য বিষয়কে তুমি বাধিত করিতে পার না। আর দেখ, ব্রহ্মে অধ্যস্তা মায়ার প্রভাবেই একত্ব অনেকত্ব ইত্যাদিবিষয়ক জ্ঞান হইয়া থাকে। মায়ার বাহিরের বিষয় আমরা চিন্তাও করিতে পারি না। সেইহেতু ব্রহ্ম এক, ইহা শ্রুতি অস্বীকারকারী তুমি অন্য কোন প্রমাণবলেই জানিতে পার না বলিয়া তৎপ্রদর্শিত অনুমানে 'ব্রহ্মরূপ' পক্ষে একত্বরূপ হেতু না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধিদোষ হইয়া পড়ে। যুক্তিবলে যে আমরা ব্রহ্মকে এক ও অনন্ত বলিতে পারি না, তাহা আমাদের ভূষণই, দূষণ নহে। [২৫ ভাবদীঃ পরপৃষ্ঠা দ্রঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মাদপি অসঙ্গতঃ তার্কিকপরিগৃহীতঃ ঈশ্বরকারণবাদঃ।২।২।২।৪১।।

ইতি সপ্তমং পত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

সেই হেতুবশতঃও (—প্রধানাদিত্রয়ের ইয়ত্তা বিজ্ঞাত, বা অবিজ্ঞাত যাহাই হউক্ না কেন, উভয় পক্ষেই দোষ হইয়া পড়ে বলিয়াও) তার্কিকগণকর্ত্তৃক পরিগৃহীত ঈশ্বর-কারণবাদ (—পরমেশ্বর জগতের নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদানকারণ নহেন, এই মত-বাদ) সঙ্গত নহে।২।২।২।৪১।। পত্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(২৫) **পূর্ব্ববাদী** বলেন—প্রধান অনন্ত, জীবও অসংখ্য। সুতরাং যাহার সীমা নাই, তদ্বিষয়ক সীমার জ্ঞান না হইলে এবং যাহার সংখ্যাই করা যায় না, তাহার সংখ্যা নিঃশেষে বিজ্ঞাত না হইলে ঈশ্বরকে অসর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না। যেমন শশবিষাণকে না জানিলে কেহ অসর্ব্বজ্ঞ হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—"প্রধানাদয়ঃ সংখ্যাপরিমাণবন্তঃ দ্রব্যত্বাৎ, মাষাদিবৎ", এইপ্রকার অনুমানবলে প্রধান ও জীবের পরিমাণ ও সংখ্যা অবশ্যই বিজ্ঞাত হয়। যাহাদের সংখ্যা ও পরিমাণ আছে, তাহাদের তাহা ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিজ্ঞাত না হইলে তিনি অবশ্যই অসর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়িবেন। শশবিষাণের দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্তই নহে; কারণ অবস্তু তাহার দৃশ্য হইবার যোগ্যতাই নাই। এই বিষয়ে **দ্বিতীয়** যুক্তি এই—ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধির জন্য তোমরা এইপ্রকার অনুমানপ্রয়োগ করিয়া থাক—"জ্ঞানেচ্ছাদিতরতমঃ কচিৎ বিশ্রান্তঃ তরতমত্বাৎ, পরিমাণোৎকর্ষতরতমবৎ"। জ্ঞানোৎকর্ষের তারতম্য জ্ঞেয় বিষয়ের সংখ্যার তারতম্যের উপর নির্ভর করে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অস্মদাদির দুই দশ বিশ বা হাজার বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে। এইপ্রকারে যে অবস্থাতে পৌছিলে জ্ঞেয় বিষয়ের সংখ্যার তরতমভাব বিশ্রান্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ যাহার পর আর জ্ঞেয় বিষয় কিছুই থাকে না, তাহাই তো ঈশ্বরের সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান (—সর্ব্বজ্ঞতা)। সুতরাং তুমি প্রধানকে অনন্ত ও জীবকে অসংখ্য ইত্যাদি যাহাই বল না কেন, তাহারা যদি ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয় না হয়, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানের তরতমভাবের বিশ্রান্তি (—শেষ) কোথাও হইবে না, ফলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাও সিদ্ধ হইবে না। অতএব ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞরূপে অঙ্গীকার করিলে প্রধানের অনন্ততা এবং জীবের অসংখ্যতা অবশ্যই ব্যাহত হইয়া পড়িবে এবং তাহারা ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয় হইবে, ইহা তোমাকে বাধ্য হইয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। এই বিষয়ে **তৃতীয়** যুক্তি এই—প্রত্যক্ষজ্ঞানের ইহাই স্বভাব যে, তাহা নিজের বিষয়কে ব্যাপ্ত করে, অর্থাৎ অন্য বিষয় হইতে ভিন্নরূপে পরিচ্ছিন্নভাবেই সেই বিষয়কে গ্রহণ করে। যেমন অস্মদাদির ঘটবিষয়ক জ্ঞান পট হইতে ভিন্নরূপে পরিচ্ছিন্নভাবেই ঘটকে গ্রহণ করে। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধির জন্য প্রধান ও জীবসকল তাঁহার প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হয়, ইহা তোমাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষের বিষয় প্রধান ও জীবসকল যথাক্রমে পরিচ্ছিন্ন পরিমাণযুক্ত ও পরিচ্ছিন্ন সংখ্যাযুক্ত, ইহা তোমাকে অগত্যা অঙ্গীকার করিতে হইবে। অতএব তুমি বলিতে পার না যে, "প্রধান অনন্ত ও জীব অসংখ্য হওয়ায় তদ্বিষয়ক সীমা ও সংখ্যার জ্ঞান না হইলে ঈশ্বরকে অসর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না"; যেহেতু উপরোক্ত যুক্তিসকলের বলে উক্ত প্রধানাদি বিষয়সকলের জ্ঞান না হইলে ঈশ্বর অবশ্যই অসর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়িবেন, ইহাকে প্রতিরোধ করিবার কোন যুক্তিই তোমার নাই। পত্যধিকরণ সমাপ্ত।

৮। উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণম্। [৪২-৪৫ সূত্র]

[পাঞ্চরাত্র্যধিকরণম্, উৎপত্ত্যধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—পাঞ্চরাত্রমত খণ্ডন। জীবের উৎপত্তি প্রভৃতি নিরাকরণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতামাত্র প্রতিপাদক, সুতরাং বেদবিরুদ্ধ পাশুপতাদিমতবাদসকল নিরাকৃত হইয়াছে। ভাগবতমতসিদ্ধ জীবোৎপত্তি-বাদ কিন্তু নিরাকরণের যোগ্য নহে, কারণ এই মতে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণরূপে অঙ্গীকার করা হয় বলিয়া তাহা বেদবিরুদ্ধ নহে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

জীবোৎপত্ত্যাদিকং পাঞ্চরাত্রোক্তং যুজ্যতে ন বা।
যুক্তং নারায়ণব্যূহতৎসমারাধনাদিবৎ॥
যুজ্যতামবিরুদ্ধাংশো জীবোৎপত্তির্ন যুজ্যতে।
উৎপন্নস্য বিনাশিত্বে কৃতনাশাদিদোষতঃ॥

অন্বয়—পাঞ্চরাত্রোক্তং জীবোৎপত্ত্যাদিকং যুজ্যতে, ন বা? নারায়ণব্যূহতৎসমারাধনাদিবৎ যুক্তম্। অবিরুদ্ধাংশঃ যুজ্যতাম্, উৎপন্নস্য বিনাশিত্বে কৃতনাশাদিদোষতঃ জীবোৎপত্তিঃ ন যুজ্যতে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[পাঞ্চরাত্রাঃ ভাগবতাঃ মন্যন্তে—"ভগবান্ একঃ বাসুদেবঃ জগদুপাদানং নিমিত্তং চ। তৎসমারাধনধ্যানজ্ঞানৈঃ ভববন্ধচ্ছেদঃ। তস্মাৎ চ বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণাখ্যঃ জীবঃ জায়তে। জীবাচ্চ প্রদ্যুম্নাখ্যঃ মনঃ, মনসশ্চ অনিরুদ্ধাখ্যঃ অহঙ্কারঃ। তে এতে বাসুদেবাদয়ঃ চত্বারঃ ব্যূহাঃ সর্ব্বাত্মকাঃ", ইতি। অয়ং ভাগবতরাদ্ধান্তঃ অত্র বিষয়ঃ। জীবোৎপত্ত্যাদ্যংশে অয়ং রাদ্ধান্তঃ মানং বা, ন বা ইতি সন্দিহ্যতে—] পাঞ্চরাত্রোক্তং জীবোৎপত্ত্যাদিকং যুজ্যতে, ন বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[শ্রুত্যবিরোধাৎ] নারায়ণব্যূহতৎসমারাধনাদিবৎ [জীবোৎপত্ত্যাদিকং] যুক্তম্।

সিদ্ধান্ত—[বাসুদেবং তৎসমারাধনাদিকং চ শ্রুত্যবিরোধাৎ অভ্যুপগচ্ছামঃ। অতঃ অস্মিন্ মতবাদে] অবিরুদ্ধাংশঃ যুজ্যতাম্। [পরন্তু পূর্ব্বসৃষ্টৌ যঃ জীবঃ, তস্য উৎপত্তিমত্ত্বে প্রলয়দশায়াং তস্মিন্ বিনষ্টে সতি তৎকৃতধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ অফলপ্রদত্বেন বিনাশঃ প্রসজ্যেত। অস্মিংশ্চ কল্পে উৎপত্স্যমানস্য নূতনজীবস্য ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ পূর্ব্বম্ অননুষ্ঠিতয়োঃ সত্তোঃ ইহ সুখদুঃখ-প্রাপ্তিঃ ইতি অকৃতাভ্যাগমঃ প্রসজ্যেত। অতঃ] উৎপন্নস্য বিনাশিত্বে কৃতনাশাদিদোষতঃ জীবোৎপত্তিঃ ন যুজ্যতে।

অনুবাদ

সংশয়—[ভাগবতমতাবলম্বী পাঞ্চরাত্রগণ মনে করেন—"এক ভগবান্ বাসুদেব জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। তাঁহার সম্যক্ আরাধনা, ধ্যান ও জ্ঞানের দ্বারা ভববন্ধনের ছেদন হয়। আর সেই বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীব উৎপন্ন হয়। জীব হইতে প্রদ্যুম্ন নামক মন এবং মন হইতে অনিরুদ্ধ নামক অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। সেই এই বাসুদেব প্রভৃতি চারিটী ব্যূহ সর্ব্বাত্মক", ইত্যাদি। এই ভাগবতসিদ্ধান্ত এখানে বিষয়। জীবের উৎপত্তি প্রভৃতি অংশে এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ, অথবা প্রমাণ নহে, এইপ্রকার সন্দেহ করা হইতেছে—] **পাঞ্চরাত্রে বর্ণিত জীবের উৎপত্তি প্রভৃতি সঙ্গত, অথবা সঙ্গত নহে?**

পূর্ব্বপক্ষ—[শ্রুতির বিরোধ না হওয়ায়] নারায়ণের ব্যূহ এবং তাঁহার সম্যক্ আরাধনা প্রভৃতির ন্যায় [জীবের উৎপত্তি প্রভৃতি] যুক্তিসঙ্গত।

সিদ্ধান্ত—[শ্রুতির সহিত বিরোধ না হওয়ায় বাসুদেব এবং তাঁহার সম্যক্ আরাধনা প্রভৃতিকে আমরা অঙ্গীকার করিতেছি। সেইহেতু এই মতবাদে শ্রুতির] অবিরুদ্ধ অংশ যুক্তিসঙ্গত হউক্। [পরন্তু পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে জীব, তাহার উৎপত্তি হইলে প্রলয়দশাতে তাহা বিনষ্ট হওয়ায় তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলপ্রদ হয় না বলিয়া বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আবার এই কল্পে যে নূতন জীব উৎপন্ন হয়, তৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলেও ইহ লোকে সুখদুঃখপ্রাপ্তি হইবে, এইপ্রকারে অকৃতাভ্যাগমদোষ (—যাহা করা হয় নাই, তাহার ফলভোগরূপ দোষ) হইয়া পড়িবে। অতএব] যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা (—সেই জীব) বিনাশী হইলে কৃতনাশাদিদোষ হইয়া পড়ে বলিয়া জীবের উৎপত্তি সঙ্গত নহে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, পাঞ্চরাত্রাগমের বিরোধবশতঃ জীবাভিন্ন ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—তদংশে তাহা প্রমাণ না হওয়ায় বিরোধাভাববশতঃ সমন্বয়সিদ্ধি।

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥২।২।৪২॥

সূত্রার্থ—[ভাগবতরাদ্ধান্তে জগতঃ অভিন্ননিমিত্তোপাদানভূতাৎ বাসুদেবাৎ জীবোৎপত্ত্যাদিকং যৎ বর্ণ্যতে, তৎ প্রমাণমূলং ভ্রান্তিমূলং বা ইতি সন্দেহে, বেদাবিরুদ্ধত্বাৎ প্রমাণমূলম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—ভবতু বেদাবিরুদ্ধাংশে ভাগবতমতস্য প্রমাণমূলত্বম্। ন চ এতৎ বেদবিরুদ্ধজীবাদ্যুৎপত্ত্যংশে সম্ভবতি। কুতঃ?] **উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ**—বাসুদেবাৎ জীবস্য উৎপত্তেঃ অসম্ভবাৎ। [যদি উৎপত্তিঃ অঙ্গীক্রিয়তে, তর্হি ঘটবৎ অনিত্যত্বাপত্ত্যা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপঃ মোক্ষঃ ত্বদভ্যুপগতঃ কস্য স্যাৎ? অতঃ ভ্রান্তিমূলঃ ভাগবতসিদ্ধান্তঃ]।

অনুবাদ—[ভাগবতসিদ্ধান্তে জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদানভূত বাসুদেব হইতে জীবের উৎপত্তি প্রভৃতি যাহা বর্ণিত হইতেছে, তাহা প্রমাণমূলক অথবা ভ্রান্তিমূলক, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, "বেদবিরুদ্ধ না হওয়ায় প্রমাণমূলক", ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—বেদের অবিরুদ্ধ অংশে ভাগবতমতের প্রমাণমূলকতা হউক্। কিন্তু বেদবিরুদ্ধ জীবের উৎপত্তি প্রভৃতি অংশে ইহা সম্ভব নহে। কেন নহে? তাহা বলিতেছেন—] **উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ**—যেহেতু বাসুদেব হইতে জীবের উৎপত্তি সম্ভব নহে। [যদি উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঘটের ন্যায় অনিত্য হইয়া পড়ে বলিয়া তোমাদের অভিমত ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ কাহার হইবে? অতএব সিদ্ধ হইল যে, ভাগবতসিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যেষাম্ অপ্রকৃতিঃ অধিষ্ঠাতা কেবলনিমিত্তকারণম্ ঈশ্বরঃ অভিমতঃ, তেষাং পক্ষঃ প্রত্যাখ্যাতঃ।১ যেষাং পুনঃ প্রকৃতিশ্চ অধিষ্ঠাতা চ উভয়াত্মকং কারণম্ ঈশ্বরঃ অভিমতঃ, তেষাং পক্ষঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি। বিচারোত্থিতির হেতু প্রদর্শন।]

ঈশ্বর অপ্রকৃতি (—উপাদানকারণ নহেন) ও অধিষ্ঠাতা, অর্থাৎ কেবল নিমিত্ত কারণ, ইহা যাঁহাদের অভিমত, তাঁহাদের পক্ষ (—পাশুপতাদিমতবাদ) প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।১ এক্ষণে যাঁহাদের মতে ঈশ্বর উপাদান ও নিমিত্ত, এই উভয়াত্মক কারণরূপে

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রত্যাখ্যায়তে।২ ননু শ্রুতিসমাশ্রয়ণেনাপি এবংরূপঃ এব ঈশ্বরঃ প্রাক্ নির্দ্ধারিতঃ প্রকৃতিশ্চ অধিষ্ঠাতা চ ইতি।৩ শ্রুত্যনুসারিণী চ স্মৃতিঃ প্রমাণম্ ইতি স্থিতিঃ।৪ তৎ কস্য হেতোঃ এষঃ পক্ষঃ প্রত্যাচিখ্যাসিতঃ ইতি।৫ উচ্যতে—যদ্যপি এবংজাতীয়কঃ অংশঃ সমানত্বাৎ ন বিসংবাদগোচরঃ ভবতি, অস্তি তু অংশান্তরং বিসম্বাদস্থানম্ ইতি অতঃ তৎপ্রত্যাখ্যানায় আরম্ভঃ।৬ তত্র ভাগবতাঃ মন্যন্তে—ভগবান্ এব একঃ বাসুদেবঃ নিরঞ্জনজ্ঞানস্বরূপঃ পরমা-

ভাষ্যানুবাদ

অঙ্গীকৃত, তাঁহাদের পক্ষ প্রত্যাখ্যাত হইতেছে।২ [শঙ্কা—] কিন্তু শ্রুতিকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয়দ্বারাও উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ, এইপ্রকার ঈশ্বরই পূর্ব্বে (—১।৪।৭ প্রকৃত্যধিকরণে) নির্দ্ধারিত হইয়াছেন।৩ আর শ্রুতির অনুসরণকারিণী স্মৃতি প্রমাণ, ইহাই বস্তুস্থিতি (—ব্যবস্থা)।৪ সুতরাং কোন্ হেতুবশতঃ এই পক্ষকে প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে ? ৫ [সমাধান—] তাহা কথিত হইতেছে—যদিও এই জাতীয় অংশ [আমাদের উভয়ের মধ্যে] সমান হওয়ায় বিবাদের বিষয় নহে, কিন্তু বিবাদের স্থানভূত অপর অংশ বর্ত্তমান আছে (১), এই হেতু তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য [এই অধিকরণের] আরম্ভ হইতেছে।৬

ভাবদীপিকা

(১) জীবের উৎপত্তি প্রভৃতি স্থলগুলি ব্যতিরেকেও বিবাদের আরও কয়েকটী স্থল টীকামধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—ভাগবতমতাবলম্বিগণ পরমেশ্বরের অভিন্ননিমিত্তোপাদানতাকে পারমার্থিক মনে করেন। শ্রুতিসম্মত কারণতা কিন্তু মায়িক (বার্ত্তিকটীকা)। পাঞ্চরাত্রগণ শ্রুতির উপর এইপ্রকার আক্ষেপ করেন—ভগবান্ বাসুদেবই পরমাত্মা, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হওয়ায় তৎপ্রণীত পাঞ্চরাত্র আগমশাস্ত্রে ভ্রমপ্রমাদাদির অবসর নাই, কারণ তিনি আলোচনা করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক তাহা রচনা করিয়াছেন। বেদ কিন্তু তাঁহার নিঃশ্বাসের ন্যায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক বিনাপ্রযত্নেই উৎপাদিত, সেইহেতু ঘুণাক্ষরন্যায়ে * তাহার প্রামাণ্য দৈবাৎ সম্পাদিত হইতে পারে। অতএব পাঞ্চরাত্র আগমের প্রামাণ্য বেদাপেক্ষা অধিক হওয়ায় তাহার সহিত বেদের বিরোধ হইলে বেদেরই অন্য অর্থ কল্পনা করিতে হইবে, ইত্যাদি। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—পাশুপত আগমও সাক্ষাৎ শিবকর্ত্তৃক রচিত এবং শিব সাক্ষাৎ পরমাত্মা, ইহা তন্মতাবলম্বিগণ বলেন। তাঁহাদের আগমই বা অপ্রমাণ হইবে কেন ? আর এক কথা, তোমাদের আগমকৃৎ বাসুদেবের সর্ব্বজ্ঞতা কি তোমাদের আগমবলে নির্ণীত হয়, অথবা শ্রুতিবলে ? প্রথম পক্ষে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়িবে (৪৮১ পৃঃ ১২ বাক্য)। দ্বিতীয় পক্ষে—শ্রুতির প্রামাণ্যই অধিক হইয়া পড়িবে। ফলে শ্রুতির সহিত বিরোধে বাসুদেবকৃত আগমই অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ দ্রষ্টব্য)।

* ঘুণকীটদষ্ট পুস্তকাদি ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িলেও পুস্তকের কোন দষ্ট স্থান কদাচিৎ কোন অক্ষরের (—বর্ণের) ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সেই অক্ষর ঘুণকীটের স্বেচ্ছাকৃত না হইলেও কথঞ্চিৎ ব্যবহারসম্পাদক হইতে পারে। এইপ্রকারে কথঞ্চিৎ ব্যবহারসম্পাদক যে ন্যায়, তাহাই ঘুণাক্ষরন্যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

র্থতত্ত্বম্।৭ সঃ চতুর্ধা আত্মানং প্রবিভজ্য প্রতিষ্ঠিতঃ বাসুদেবব্যূহ-রূপেণ সঙ্কর্ষণব্যূহরূপেণ প্রদ্যুম্নব্যূহরূপেণ অনিরুদ্ধব্যূহরূপেণ চ।৮ বাসুদেবঃ নাম পরমাত্মা উচ্যতে।৯ সঙ্কর্ষণঃ নাম জীবঃ।১০ প্রদ্যুম্নঃ নাম মনঃ।১১ অনিরুদ্ধঃ নাম অহঙ্কারঃ।১২ তেষাং বাসুদেবঃ পরা প্রকৃতিঃ, ইতরে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ কার্য্যম্।১৩ তম্ ইত্থম্ভূতং পরমেশ্বরং ভগবন্তম্ অভিগমনোপাদানেজ্যাস্বাধ্যায়যোগৈঃ বর্ষশতম্ ইষ্ট্বা ক্ষীণক্লেশঃ ভগবন্তম্ এব প্রতিপদ্যতে ইতি।১৪

ভাষ্যানুবাদ

[ভাগবতমতবর্ণন। চতুর্ব্যূহ ও সাধন।]

ভাগবতমতাবলম্বিগণ মনে করেন—নিরঞ্জন (—বিশুদ্ধ) জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবই পরমার্থ তত্ত্ব।৭ তিনি বাসুদেবব্যূহরূপে সঙ্কর্ষণব্যূহরূপে প্রদ্যুম্নব্যূহরূপে এবং অনিরুদ্ধব্যূহরূপে নিজেকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করিয়া অবস্থিত আছেন।৮ পরমাত্মাই বাসুদেব নামে অভিহিত।৯ জীব সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত।১০ মন প্রদ্যুম্ন নামে অভিহিত।১১ অহঙ্কার অনিরুদ্ধ নামে অভিহিত।১২ তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেবই পরা প্রকৃতি (—মূল কারণ), সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি অপরগুলি কার্য্য (—তাঁহা হইতে উৎপন্ন, ২)।১৩ সেই এইপ্রকার (—নিরঞ্জনজ্ঞানস্বরূপ) ভগবান্ (—সর্বৈশ্বর্য্যযুক্ত) পরমেশ্বরকে অভিগমন উপাদান ইজ্যা স্বাধ্যায় এবং যোগের (৩) দ্বারা শতবর্ষ (—যাবজ্জীবন) উপাসনাকরতঃ ক্ষীণক্লেশ (—অবিদ্যা ও রাগাদি-দোষমুক্ত) হইয়া [জীব] ভগবানকেই প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি।১৪

ভাবদীপিকা

(২) **মহাভারতে** সঙ্কর্ষণ প্রভৃতির উৎপত্তি এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—"যো বাসুদেবো ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞো ত্রিগুণাত্মকঃ। জ্ঞেয়ঃ স এব রাজেন্দ্র জীবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভু॥ সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নো মনোভূতঃ স উচ্যতে। প্রদ্যুম্নাদ্ যোঽনিরুদ্ধস্তু সোঽহঙ্কারঃ স ঈশ্বরঃ"॥ (মহাভাঃ মোক্ষঃ ৩৩৯।৪০-৪১)। "ততো ভূয়ো জগৎ সর্ব্বং করিষ্যামীহ বিদ্যয়া। অস্মিন্ মূর্ত্তিশ্চতুর্থী যা সাঽসৃজচ্ছেষমব্যয়ম্॥ স হি সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তঃ প্রদ্যুম্নং সোঽপ্যজীজনৎ। প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽহং সর্গো মম পুনঃ পুনঃ"॥ (ঐ ৩৩৯।৭২-৭৩)। **অহির্বুধ্ন্য** সংহিতাতে উক্ত বিষয় এইপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে—"সর্ব্বশক্তিময়ো দেবো বাসুদেবঃ সিসৃক্ষয়া। বিভজত্যাত্মনাত্মানং যঃ স সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ"॥ (৫।২৯-৩০) "অনন্ত এব ভগবান্ প্রদ্যুম্নঃ পুরুষোত্তমঃ। অংশাংশেনোদিতা শক্তি প্রাদ্যুম্নী ভগবৎপ্রভা"॥ (ঐ ৫।৩৬)। "অনন্ত এব ভগবাননিরুদ্ধো ভবত্যত। অংশাংশেনোদিতা শক্তিরানিরুদ্ধী হরেঃ প্রভা"॥ (ঐ ৫।৩৮,৩৯) ইত্যাদি। আবার এক ব্যূহ হইতে ব্যূহান্তর উৎপত্তির মধ্যে সময়ের ব্যবধানও উক্ত গ্রন্থে ৫।৩১, ৩৫, ৩৭-৩৯ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। তদনন্তর বাসুদেব হইতে কেশবাদিব্যূহত্রয়, সঙ্কর্ষণ হইতে গোবিন্দাদি ব্যূহত্রয়, প্রদ্যুম্ন হইতে ত্রিবিক্রমাদিব্যূহত্রয় এবং অনিরুদ্ধ হইতে হৃষীকেশাদিব্যূহত্রয়, এইরূপে অপর দ্বাদশব্যূহের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে (অহির্বুঃ সং ৪।৪৬-৪৮)। ব্যূহশব্দের অর্থ—মূর্ত্তি, সংস্থান।

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্র যৎ তাবৎ উচ্যতে—যঃ অসৌ নারায়ণঃ পরঃ অব্যক্তাৎ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা, সঃ আত্মনা আত্মানম্ অনেকধা ব্যূহ্য অবস্থিতঃ ইতি।১৫ তৎ ন নিরাক্রিয়তে, "সঃ একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ পরমাত্মনঃ অনেকধাভাবস্য অধিগতত্বাৎ।১৬ যদপি তস্য ভগবতঃ অভিগমনাদিলক্ষণম্ আরাধনম্ অজস্রম্ অনন্যচিত্ততয়া অভিপ্রেয়তে, তদপি ন প্রতিষিধ্যতে, শ্রুতিস্মৃত্যোঃ ঈশ্বরপ্রণিধানস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ।১৭ যৎ পুনঃ ইদম্ উচ্যতে—বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণঃ উৎপদ্যতে, সঙ্কর্ষণাৎ চ প্রদ্যুম্নঃ, প্রদ্যুম্নাৎ চ অনিরুদ্ধঃ ইতি।১৮ অত্র ব্রূমঃ—ন বাসুদেবসংজ্ঞকাৎ পরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকস্য জীবস্য উৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ।১৯ উৎপত্তিমত্ত্বে হি জীবস্য অনিত্য-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—পাঞ্চরাত্রসম্মত নারায়ণের নানা মূর্ত্তি ও সাধন সিদ্ধান্তীরও সম্মত।]

সিদ্ধান্ত—সেই স্থলে (—পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে) যাহা কথিত হইতেছে—অব্যক্ত (—প্রকৃতি) হইতে শ্রেষ্ঠ ঐ যে প্রসিদ্ধ নারায়ণ, যিনি পরমাত্মা ও সর্ব্বাত্মা, তিনি স্বয়ং নিজেকে অনেকপ্রকারে ব্যূহিত করিয়া (—নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া) অবস্থিত আছেন, ইত্যাদি।১৫ তাহা নিরাকৃত হইতেছে না, যেহেতু "তিনি একপ্রকার হন, তিনপ্রকার হন", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে পরমাত্মার অনেকপ্রকারে ভাব(—অবস্থিতি) অবগত হওয়া যায়।১৬ আর যে সেই ভগবানের অভিগমনাদিরূপ আরাধনা অনন্যচিত্ত হইয়া অজস্রভাবে (—বিরামহীনভাবে, সম্পাদনের] অভিপ্রায় করা হয়, তাহাও প্রতিষিদ্ধ হইতেছে না, যেহেতু ["সমাহিতো শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বা", "তং যথা যথা উপাসতে" (শতঃ ব্রা ১০।৫।২।২০), ইত্যাদি] শ্রুতি এবং ["মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো" (গীতা ১১।৫৫), ইত্যাদি] স্মৃতিতে ঈশ্বরপ্রণিধানের (—তাঁহার উপাসনা ও তাঁহাতে সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণের) প্রসিদ্ধি আছে।১৭

[সিঃ—পাঞ্চরাত্রসম্মত জীবোৎপত্তিরূপ বিরুদ্ধাংশের নিরাকরণ।]

কিন্তু এই যে কথিত হইতেছে, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি।১৮ এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—বাসুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীবের উৎপত্তি সম্ভব নহে, কারণ অনিত্যত্ব প্রভৃতি দোষ হইয়া পড়িবে।১৯ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু

ভাবদীপিকা

(৩) **অভিগমন**শব্দের অর্থ—কায় বাক্ ও চিত্তসমাধানপূর্ব্বক দেবমন্দিরে ও গুরুগৃহে গমন, ভগবানের মন্ত্রজপ, স্তুতি ও নমস্কার, ইত্যাদি। **উপাদান**শব্দের অর্থ—দীক্ষাগ্রহণ, পূজার জন্য পুষ্পাদি আহরণ। **ইজ্যা**শব্দের অর্থ—পূজা। **স্বাধ্যায়**শব্দের অর্থ—অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রজপ, পুরাণ এবং আগমশাস্ত্রপাঠ। **যোগ**শব্দের অর্থ—ভগবানে চিত্তসমাধানাত্মক ধ্যান।

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বাদয়ঃ দোষাঃ প্রসজ্যেরন্।২০ ততশ্চ নৈরাত্ম্য ভগবৎপ্রাপ্তিঃ মোক্ষঃ স্যাৎ, কারণপ্রাপ্তৌ কার্য্যস্য প্রবিলয়প্রসঙ্গাৎ।২১ প্রতিষেধিষ্যতি চ আচার্য্যঃ জীবস্য উৎপত্তিম্ "নাত্মাঽশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (২।৩।১৭) ইতি।২২ তস্মাৎ অসঙ্গতা এষা কল্পনা।২৩॥২।২।৪২॥

ভাষ্যানুবাদ

উৎপত্তিমান্ হইলে জীবের অনিত্যত্ব [কৃতনাশ, অকৃতাভ্যাগম] প্রভৃতি দোষসকল হইয়া পড়িবে।২০ আর তাহা হইলে ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ ইহার হইবে না, যেহেতু [পরমাত্মরূপ] কারণকে প্রাপ্ত হইলে [জীবরূপ] কার্য্যের প্রবিলয় (—নাশ) হইয়া পড়িবে। [ফলে মোক্ষ কাহার হইবে ?]।২১ আর আচার্য্য [বাদরায়ণ] "আত্মা উৎপন্ন হয় না, যেহেতু শ্রুতিতে তাহা বর্ণিত হয় নাই, আর যেহেতু শ্রুতিসকল হইতে জীবের নিত্যতা অবগত হওয়া যায়", এইপ্রকারে জীবের উৎপত্তিকে প্রতিষেধ করিবেন।২২ সেইহেতু (—উক্ত দোষসকল হইয়া পড়ে বলিয়া, জীবোৎপত্তির] এই কল্পনা অসঙ্গত।২৩॥২।২।৪২॥

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥২।২।৪৩॥

সূত্রার্থ—[জীবাৎ মনসঃ উৎপত্তিং নিরস্যতি—কর্ত্তুঃ দেবদত্তাদেঃ সকাশাৎ করণস্য কুঠারাদেঃ উৎপত্ত্যদর্শনাৎ] **কর্ত্তুঃ**—জীবাৎ, **করণম্**—মনঃ [জন্যতে, ইতি] **ন চ**—ন যুক্তম্ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[জীব হইতে মনের উৎপত্তিকে নিরাকরণ করিতেছেন—কর্ত্তা দেবদত্ত প্রভৃতি হইতে কুঠারাদি করণের উৎপত্তি দেখা যায় না বলিয়া] **কর্ত্তুঃ**—কর্ত্তা জীব হইতে, **করণম্**—মনোরূপ করণ [উৎপন্ন হয়, ইহা] **ন চ**—যুক্তিসঙ্গত নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ অসঙ্গতা এষা কল্পনা।১ যস্মাৎ ন হি লোকে কর্ত্তুঃ দেবদত্তাদেঃ করণং পরশ্বাদি উৎপদ্যমানং দৃশ্যতে।২ বর্ণয়ন্তি চ ভাগবতাঃ কর্ত্তুঃ জীবাৎ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকাৎ করণং মনঃ প্রদ্যুম্ন-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জীব হইতে মনের ও মন হইতে অহংকারের উৎপত্তি নিরাকরণ।]

আর এই হেতুবশতঃও [জীব হইতে মনের উৎপত্তিবোধক] এই কল্পনা অসঙ্গত।১ যেহেতু লোকমধ্যে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে পরশু প্রভৃতি করণ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না (৪)।২ ভাগবতমতাবলম্বিগণ কিন্তু বর্ণনা করেন—সঙ্কর্ষণ নামক

ভাবদীপিকা

(৪) **পূর্ব্ববাদী** বলেন—অবশ্যই দেখা যায়, নিপুণ শিল্পী স্বয়ং কুঠার নির্ম্মাণ করিয়া তাহার দ্বারা বৃক্ষছেদন করে। উত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—শিল্পী সেই কুঠারের নিমিত্তকারণ মাত্র, উপাদান নহে; তোমাদের সিদ্ধান্তে জীব কিন্তু মনের উপাদানকারণ। যদি বল—জীব মনের নিমিত্তকারণই বটে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—শিল্পী স্বীয় হস্তরূপ করণদ্বারা কুঠার নির্ম্মাণ করে। তোমাদের কর্ত্তা জীব কোন্ করণদ্বারা মনকে নির্ম্মাণ করিবে? আর

শাঙ্করভাষ্যম্

সংজ্ঞকম্ উৎপদ্যতে।৩ কর্তৃজাৎ চ তস্মাৎ অনিরুদ্ধসংজ্ঞকঃ অহঙ্কারঃ উৎপদ্যতে ইতি।৪ ন চ এতৎ দৃষ্টান্তম্ অন্তরেণ অধ্যবসাতুং শক্নুমঃ।৫ ন চ এবম্ভূতাং শ্রুতিম্ উপলভামহে। ।৬॥২।২।৪৩॥

ভাষ্যানুবাদ

কর্তা জীব হইতে প্রদ্যুম্ননামক মনোরূপ করণ উৎপন্ন হয়।৩ আবার কর্তা [জীব] হইতে উৎপন্ন তাহা (—প্রদ্যুম্ননামক মন) হইতে অনিরুদ্ধনামক অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি ।৪ দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে কিন্তু এই সকলকে আমরা নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইতেছি না।৫ আর এইপ্রকার কোন শ্রুতি আমাদের উপলব্ধিগোচর হইতেছে না। [পক্ষান্তরে "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে মনের ভৌতিকত্বই অবগত হওয়া যায়] ।৬॥২।২।৪৩॥

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥২।২।৪৪॥

সূত্রার্থ—[ননু সঙ্কর্ষণাদয়ঃ ত্রয়ঃ ন জীবাদিরূপাঃ, কিন্তু পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ বাসুদেবস্য স্বেচ্ছাবিগ্রহরূপত্বাৎ বাসুদেববৎ বিজ্ঞানস্বরূপাঃ ঈশ্বরাঃ এব, ইতি আশঙ্ক্য আহ—সঙ্কর্ষণাদীনাং ত্রয়াণাং বাসুদেববৎ] **বিজ্ঞানাদিভাবে**—বিজ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যনিরবদ্যস্বরূপত্বে, **বা**—অপি, **তদপ্রতিষেধঃ**—তস্য উৎপত্ত্যসম্ভবরূপস্য দোষস্য অপ্রতিষেধঃ [ভবতি। তৎ যথা—কিং বাসুদেবাদয়ঃ চত্বারঃ অপি ঈশ্বরাঃ, উত সঙ্কর্ষণাদয়ঃ ত্রয়ঃ বাসুদেবতুল্যাঃ? আদ্যে "ভগবান্ একঃ এব বাসুদেবঃ" ইতি স্বসিদ্ধান্তহানিঃ। দ্বিতীয়ে অতিশয়াভাবাৎ উৎপত্ত্যসম্ভবদোষঃ তদবস্থঃ এব ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[যদি বলা হয়—সঙ্কর্ষণাদি তিনটী জীবাদিস্বরূপ নহে, কিন্তু পরব্রহ্ম বাসুদেবের স্বেচ্ছাগৃহীত বিগ্রহরূপ হওয়ায় বাসুদেবের ন্যায় বিজ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরই, এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—সঙ্কর্ষণাদি তিনটীর বাসুদেবের ন্যায়] **বিজ্ঞানাদিভাবে**—**বা**—বিজ্ঞানস্বরূপতা ঐশ্বর্য্যস্বরূপতা শক্তিস্বরূপতা বলস্বরূপতা বীর্য্যস্বরূপতা এবং নির্ম্মলস্বরূপতা সিদ্ধ হইলেও, **তদপ্রতিষেধঃ**—সেই উৎপত্তির অসম্ভাবনারূপ দোষের প্রতিষেধ হয় না। [তাহা এইপ্রকার—বাসুদেব প্রভৃতি চারিজনই ঈশ্বর, অথবা সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি তিনজন বাসুদেবের তুল্য? প্রথম পক্ষে—"ভগবান্ বাসুদেব একমাত্র", এই স্বসিদ্ধান্তের বিরোধ হইবে। দ্বিতীয় পক্ষে—তারতম্যের অভাববশতঃ উৎপত্তির অসম্ভাবনারূপ দোষ সেই অবস্থাতেই থাকিয়া যাইবে, ইহাই ভাব]।

ভাবদীপিকা

কোন করণ তো তাহার নাই। যদি বল—বিনা করণেই তাহা করিবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—করণব্যতিরেকে কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, ইহা পরিদৃষ্ট হয় না। আর করণব্যতিরেকেই যদি কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তোমাদের মনোরূপ করণের উৎপত্তিই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আর যাহার মনই নাই, তাহা তো অচেতন। তাদৃশ জীবে যত্ন প্রভৃতি সম্ভব না হওয়ায় তাহা মনোৎপত্তির প্রতি কর্তা কিপ্রকারে হইবে? অতএব তোমাদের এই কল্পনা অসঙ্গত।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথাপি স্যাৎ, ন চ এতে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ জীবাদিভাবেন অভিপ্রেয়ন্তে।১ কিং তর্হি? ঈশ্বরাঃ এব এতে সর্ব্বে জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ ঐশ্বরৈঃ ধর্ম্মৈঃ অন্বিতা অভ্যুপগম্যন্তে।২ বাসুদেবাঃ এব তে সর্ব্বে নির্দ্দোষাঃ নিরধিষ্ঠানাঃ নিরবদ্যাশ্চ ইতি।৩ তস্মাৎ ন অয়ং যথাবর্ণিতঃ উৎপত্ত্যসম্ভবঃ দোষঃ প্রাপ্নোতি ইতি।৪ অত্র উচ্যতে—এবম্ অপি তদপ্রতিষেধঃ উৎপত্ত্যসম্ভবস্য অপ্রতিষেধঃ।৫ প্রাপ্নোতি এব অয়ম্ উৎপত্ত্যসম্ভবঃ দোষঃ প্রকারান্তরেণ ইতি অভিপ্রায়ঃ।৬ কথম্?৭ যদি তাবৎ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ পরস্পরভিন্নাঃ এব এতে বাসুদেবাদয়ঃ চত্বারঃ ঈশ্বরাঃ তুল্যধর্ম্মাণঃ, ন এষাম্ একাত্মকত্বম্ অস্তি ইতি।৮ ততঃ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ— সঙ্কর্ষণাদি সকলেই বাসুদেবস্বরূপ হওয়ায় উৎপত্তির অসম্ভাবনা দোষ হয় না]।

পূর্ব্বপক্ষ—আর যদি এইপ্রকার হয়, এই সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি জীবাদিরূপে অভিপ্রেত নহে।১ তবে কি? [তাহা বলিতেছেন—] ইহারা সকলেই জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি (—আভ্যন্তর সামর্থ্য), বল (—শরীরসামর্থ্য), বীর্য্য (—শৌর্য্য) ও তেজঃ (—সকল বিষয়ে উৎকৃষ্টতা, প্রগল্ভতা) প্রভৃতি (৫) ঈশ্বরসম্বন্ধী ধর্ম্মের দ্বারা যুক্ত ঈশ্বররূপে অঙ্গীকৃত ২ ইহারা সকলেই নির্দ্দোষ (—রাগাদিশূন্য), নিরধিষ্ঠান (—কোন কারণ হইতে অনুৎপন্ন) ও নিরবদ্য (—নাশাদিদোষবিহীন) বাসুদেবস্বরূপ।৩ সেইহেতু (—ঈশ্বর হওয়ায় ইহাদের জন্ম সম্ভব নহে বলিয়া) যথা বর্ণিত উৎপত্তির অসম্ভাবনারূপ দোষ প্রাপ্ত হইতেছে না; [যেহেতু যাঁহাদের উৎপত্তিই হয় না, তাঁহাদের উৎপত্তির অসম্ভাবনা দোষ সুদূরপরাহত]।৪

[সিঃ— বাসুদেবাদিব্যূহচতুষ্টয় পরস্পর বিভিন্ন হইলে ঈশ্বর বহু হওয়ায় জগদুৎপত্তির অসম্ভাবনা ও অসিদ্ধান্ত]

সিদ্ধান্ত—এই বিষয়ে বলা হইতেছে, এইপ্রকার হইলেও (—ইহারা সকলে সমানশক্তিযুক্ত ঈশ্বর হইলেও) তাহার প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ [বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণাদির] উৎপত্তির অসম্ভাবনার প্রতিষেধ হয় না।৫ এই 'উৎপত্তির অসম্ভাবনারূপ দোষ' প্রকারান্তরে অবশ্যই প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাই অভিপ্রায়।৬ কিপ্রকারে প্রাপ্ত হইতেছে?৭ [তাহা বলিতেছেন—যদি [তোমার] অভিপ্রায় এই হয়—এই বাসুদেব প্রভৃতি চারিজন অবশ্যই পরস্পর বিভিন্ন, ঈশ্বর এবং তুল্যধর্ম্মযুক্ত, ইহাদের একাত্মকতা (—অভিন্নস্বরূপতা) নাই, ইত্যাদি।৮ তাহা হইলে অনেক

ভাবদীপিকা

(৫) অহির্বুধ্ন্য সংহিতাতে (২।৫৭-৬১) এই শব্দগুলির অর্থ এই—**শক্তি**—জগৎপ্রকৃতিভাব, অর্থাৎ জগতের উপাদানকারণ হইবার সামর্থ্য। **ঐশ্বর্য্য**—স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব। **বল**—জগদ্ব্যাপার সতত সম্পাদন করিয়াও পরিশ্রান্ত না হওয়া। **বীর্য্য**—জগদুপাদান হইলেও অবিকৃতভাবে অবস্থান। **তেজঃ**—সহকারীর অনপেক্ষা।

শাঙ্করভাষ্যম্

অনেকেশ্বরকল্পনানর্থক্যম্, একেনৈব ঈশ্বরেণ ঈশ্বরকার্য্যসিদ্ধেঃ।৯ সিদ্ধান্তহানিশ্চ, ভগবান্ এব একঃ বাসুদেবঃ পরমার্থতত্ত্বম্ ইতি অভ্যুপগমাৎ।১০ অথ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ একস্যৈব ভগবতঃ এতে চত্বারঃ ব্যূহাঃ তুল্যধর্ম্মাণঃ ইতি।১১ তথাপি তদবস্থঃ এব উৎপত্ত্যসম্ভবঃ।১২ নহি বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণস্য উৎপত্তিঃ সম্ভবতি, সঙ্কর্ষণাৎ চ প্রদ্যুম্নস্য, প্রদ্যুম্নাৎ চ অনিরুদ্ধস্য, অতিশয়াভাবাৎ।১৩ ভবিতব্যং হি কার্য্যকারণয়োঃ অতিশয়েন, যথা মৃদঘটয়োঃ।১৪ ন হি অসতি অতিশয়ে কার্য্যং কারণম্ ইতি অবকল্পতে।১৫ ন চ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিভিঃ বাসুদেবাদিষু একস্মিন্ সর্ব্বেষু

ভাষ্যানুবাদ

ঈশ্বরকল্পনারূপ আনর্থক্য [দোষ] হইবে (৬), কারণ এক ঈশ্বরদ্বারাই [জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশরূপ] ঈশ্বরের কার্য্য সিদ্ধ হয়।৯ আর [অনেক ঈশ্বর অঙ্গীকার করিলে, তোমার] নিজের সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইবে, যেহেতু 'এক ভগবান্ বাসুদেবই পরমার্থ তত্ত্ব', ইহা [তোমরা] অঙ্গীকার কর।১০

[সিঃ—সমানধর্ম্মযুক্ত ব্যূহচতুষ্টয়ের মধ্যে কার্য্যকারণভাব অসম্ভব হওয়ায় উৎপত্তির অসম্ভাবনা তদবস্থ।]

আর যদি [তোমার] অভিপ্রায় এই হয়—সমানধর্ম্মযুক্ত এই [সঙ্কর্ষণাদি] ব্যূহচতুষ্টয় এক ভগবানেরই (—বাসুদেবেরই, কার্য্যরূপ বিশেষ অবস্থা। মৃদভিন্ন ঘটের ন্যায়, তাঁহারা বাসুদেব হইতে অভিন্ন] ইত্যাদি।১১ তাহা হইলেও উৎপত্তির অসম্ভাবনা সেই অবস্থাতেই থাকিয়া যায়।১২ যেহেতু বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি সম্ভব হইতেছে না; কারণ [সমানধর্ম্মযুক্ত হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে] অতিশয় (—তরতমভাব) নাই।১৩ [কিন্তু অতিশয় না থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাবে বাধা কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কার্য্য ও কারণের মধ্যে অতিশয় (—তরতমভাবমূলক বৈলক্ষণ্য) থাকা উচিত, যেমন মৃত্তিকা ও ঘটের মধ্যে 'তাহা বর্ত্তমান থাকে'।১৪ অতিশয় বর্ত্তমান না থাকিলে 'ইহা কার্য্য', 'ইহা কারণ', এইপ্রকার কল্পনা নিশ্চয়ই করা যায় না; [কারণ তাহাতে দৃষ্টবৈষম্যদোষ হইয়া পড়িবে।১৫ যদি বল—জ্ঞানাদির চরম উৎকর্ষ যেখানে পরিসমাপ্ত হয়, তাহাই কারণ, যেখানে জ্ঞানাদির তরতমভাব থাকে, তাহা কার্য্য। তদুত্তরে বলিতেছেন—] পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিগণকর্ত্তৃক বাসুদেবাদিসকলের

ভাবদীপিকা

(৬) বহু ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হইলে স্বাধীন ইচ্ছাযুক্ত তাঁহারা কেহ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিবেন, কেহ বা প্রলয় করিতে ; ফলে তাঁহাদের আর কোন নিয়ামক না থাকায় জগতের উৎপত্ত্যাদিই সম্ভব হইবে না। যদি তাঁহারা মিলিতভাবে জগদ্ব্যাপার সম্পাদন করেন, তাহা হইলে রাজপরিষদ্গণ মিলিতভাবে কার্য্য করেন বলিয়া যেমন তাঁহাদের কাহারও কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ এই ঈশ্বরগণের কাহারও ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইবে না। অতএব বহু ঈশ্বরকল্পনা অনর্থক।

শাঙ্করভাষ্যম্

বা জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিতারতম্যকৃতঃ কশ্চিৎ ভেদঃ অভ্যুপগম্যতে।১৬ বাসুদেবাঃ এব হি সর্ব্বে ব্যূহাঃ নির্ব্বিশেষাঃ ইষ্যন্তে।১৭ ন চ এতে ভগবদ্‌ব্যূহাঃ চতুঃসংখ্যায়াম্ এব অবতিষ্ঠেরন্, ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্যৈব জগতঃ ভগবদ্‌ব্যূহত্বাবগমাৎ।১৮।২।২।৪৪

ভাষ্যানুবাদ

মধ্যে একটীতে, অথবা সকলেই জ্ঞান ও ঐশ্বর্য প্রভৃতির তরতমভাবপ্রযুক্ত কোন প্রকার ভেদ অঙ্গীকৃত হয় না।১৬ যেহেতু সকল ব্যূহই নির্বিশেষভাবে বাসুদেব,-ইহা তাঁহারা বলিতে ইচ্ছা করেন।১৭ [সুতরাং সমানজ্ঞানৈশ্বর্য্যযুক্ত তাঁহাদের মধ্যে এক হইতে অন্যের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় উৎপত্তির অসম্ভাবনাদোষ সেই অবস্থাতেই থাকিয়া গেল। ব্যূহ চারিটী ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া বিচার করিতেছিলেন এক্ষণে ভগবদ্‌ব্যূহের সংখ্যানিয়ম অস্বীকার করিতেছেন—] আর ভগবানের এই ব্যূহসকল চারিটী সংখ্যাতেই অবস্থান করিবে (—চারিটীই হইবে), ইহা বলা যায় না; যেহেতু ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্যন্ত সমগ্র জগৎই ভগবানের ব্যূহ (—মূর্তি), ইহা [শাস্ত্র, আচার্য্য ও স্বীয় অনুভূতি হইতে] অবগত হওয়া যায়।১৮॥২।২।৪৪॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥২।২।৪৫॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, [পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে কচিৎ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজাংসি বাসুদেবস্য গুণাঃ ইতি। কচিৎ চ গুণাঃ এব বাসুদেবঃ ইতি গুণগুণিনোঃ ভেদম্ অভেদং চ বর্ণিতম্ তথাচ] **বিপ্রতিষেধাৎ**—পরস্পরং বিরোধাৎ [অপ্রামাণিকম্ ইদং ভাগবতমতম্ ইত্যর্থঃ। এবং সাংখ্যবৈশেষিকসৌগতার্হতমাহেশ্বরভাগবতমতানাং ভ্রান্তিমূলত্বেন তৈঃ তৈঃ নিরবদ্যাৎ অদ্বৈতাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবন্ বেদান্তসমন্বয়ঃ ন বিরুধ্যতে ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—চ—আর এক কথা, [পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে কোন স্থলে জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্য ও তেজঃকে বাসুদেবের গুণ বলা হইয়াছে। আবার কোন স্থলে গুণসকলকেই বাসুদেব বলা হইয়াছে, এইপ্রকারে গুণ ও গুণীর মধ্যে ভেদ ও অভেদ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার ফলে **বিপ্রতিষেধাৎ**—পরস্পর বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া [এই ভাগবতমতবাদ প্রামাণিক নহে। এইপ্রকারে সাংখ্য বৈশেষিক বৌদ্ধ জৈন মাহেশ্বর ও ভাগবত, এই মতবাদসকল ভ্রান্তি-মূলক হওয়ায় সেই মতবাদসকলের দ্বারা নির্দোষ অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি বলিয়াও বেদান্তসমন্বয় বিরোধগ্রস্ত হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিপ্রতিষেধশ্চ অস্মিন্ শাস্ত্রে বহুবিধঃ উপলভ্যতে গুণগুণিত্ব-কল্পনাদিলক্ষণঃ।১ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজাংসি গুণাঃ

ভাষ্যানুবাদ

সিঃ—পরমাত্মস্বরূপের অনবধারণ ও বেদনিন্দাবশতঃ পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র প্রমাণ নহে।]

এই [পাঞ্চরাত্র] শাস্ত্রে গুণগুণিত্বকল্পনা প্রভৃতি বহুপ্রকার বিরোধ (৭) উপলব্ধ হইতেছে।১ [গুণগুণিত্বকল্পনারূপ বিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু জ্ঞা

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মানঃ এব এতে ভগবন্তঃ বাসুদেবাঃ ইত্যাদিদর্শনাৎ।২ বেদবিপ্রতিষেধশ্চ ভবতি।৩ চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়ঃ অলব্ধ্বা শাণ্ডিল্যঃ ইদং শাস্ত্রম্ অধিগতবান্ ইত্যাদিবেদনিন্দাদর্শনাৎ।৪ তস্মাৎ অসঙ্গতা এষা কল্পনা ইতি সিদ্ধম্।৫॥২।২।৪৫॥ ইতি অষ্টমম্ উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণম্।

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য 'সাংখ্যাদিমতানাং দুষ্টত্বপ্রদর্শনং' নাম দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ

ঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্য ও তেজঃ, এই সকল [ভগবান বাসুদেবের] গুণ এবং ইহারা (—এই গুণসকল) "আত্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবই", ইত্যাদি [বিরুদ্ধ কথন] পরিদৃষ্ট হয় (৮)।২ আর [এই পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে] বেদের বিরোধও পরিদৃষ্ট হয়।৩ যেহেতু "চারি বেদে পরম শ্রেয়ঃ (—কল্যাণকর মোক্ষমার্গ) লাভ করিতে না পারিয়া শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্র অধিগত হইয়াছিলেন (—লাভ করিয়াছিলেন"), ইত্যাদিপ্রকার বেদনিন্দা (৯) পরিদৃষ্ট হয়।৪ সেইহেতু (—এইপ্রকারে অনেক দোষ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া, জীবোৎপত্ত্যাদিবিষয়ক] এই কল্পনা অসঙ্গত, ইহা সিদ্ধ হইল।৫॥২।২।৪৫॥

উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৭) প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে যথাক্রমে মন ও অহঙ্কাররূপে [পাঞ্চরাত্রমতানুসরণকারী পূজ্যপাদ **শ্রীভাষ্য**কারের মতে—মন ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে] বর্ণনাকরতঃ আত্মা হইতে তাঁহাদের ভেদ অঙ্গীকার করিয়া, পরে "ইঁহারা সকলেই আত্মা" "ইঁহারা সকলেই পরব্রহ্ম" (শ্রীভাষ্য ২।২।৪১) এইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে। ভাষ্যোক্ত 'বহুপ্রকার বিরোধ' বলিতে এই বিরোধ ও অন্যান্য বিরোধকেও গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) অহির্বুধ্ন্য সংহিতাতে গুণসকলের গুণরূপে ও গুণী বাসুদেবরূপে এইপ্রকার বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়—"অজড়ং স্বাত্মসংবোধি নিত্যং সর্ব্বাবগাহনম্। জ্ঞানং নাম গুণং প্রাহুঃ প্রথমং গুণচিন্তকাঃ॥ স্বরূপং ব্রহ্মণস্তচ্চ গুণশ্চ পরিগীয়তে" ॥ (২।৫৬-৫৭)। "এতে শক্ত্যাদয়ঃ পঞ্চ গুণা জ্ঞানস্য কীর্ত্তিতাঃ। জ্ঞানমেব পরং রূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ" ॥ (২।৬১) ইত্যাদি।

(৯) "ইত্যাদিপ্রকার বেদনিন্দা" বলিতে—"এই পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের একটী মাত্র অক্ষরও যিনি অধ্যয়ন করেন, তিনি চতুর্বেদাধ্যায়ী হইতেও শ্রেষ্ঠ", "এই শাস্ত্রের একটী মাত্র পাদ অধ্যয়ন করিলেও অশেষ বেদাধ্যয়নের ফললাভ হয়"; ইত্যাদি বেদনিন্দাবচনসকলকেও গ্রহণ করিতে হইবে। [পূজ্যপাদ **শ্রীভাষ্য**কার এই নিন্দাবচনসকলকে "একের নিন্দা অপরের স্তুতির জন্য", এই ন্যায়ানুসারে বেদনিন্দারূপে গ্রহণ না করিয়া পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের প্রসংশাসূচকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ভগবান্ **শারীরক**ভাষ্যকারকে "অনাঘ্রাতবেদবচসাম্" ইত্যাদি গ্রন্থে 'অবেদবিদ্‌রূপে কটূক্তি করিয়াছেন। তাহা অস্থানে প্রয়াস করিয়াছেন মাত্র। যেহেতু 'একই শাস্ত্রে যদি কোন প্রসঙ্গে সেই শাস্ত্রপ্রতিপাদিত কোন বিষয়েরই নিন্দা থাকে', তাহা হইলে "একের নিন্দা অপরের স্তুতির জন্য" এই যুক্তি গৃহীত হইতে পারে। যেমন ছান্দোগ্যের

ভাবদীপিকা

ভূমবিদ্যাতে পরব্রহ্মবিদ্যার স্তুতির জন্য ঋগ্বেদাদি কর্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের ন্যূনতা বর্ণিত হইয়াছে (ছাঃ ৭।১।৩)। কিন্তু ভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত এক শাস্ত্রে যদি অপর শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিষয়ের নিন্দা থাকে, সেই স্থলে "একের নিন্দা অপরের স্তুতির জন্য", এই যুক্তি গৃহীত হইতে পারে না। ইহা অঙ্গীকৃত না হইলে, শারীরকভাষ্যে এই যে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের মতখণ্ডনরূপ নিন্দা, ইহাকে বৈদিকপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের মতখণ্ডন-রূপে নহে। ইহাই যদি বস্তুস্থিতি হয়, তাহা হইলে পূজ্যপাদ শ্রীভাষ্যকার স্বীয় পক্ষের ন্যূনতা প্রদর্শিত হওয়ায় পূজ্যপাদ শারীরকভাষ্যকারের উপর কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছেন কেন? পূজার্হ তাঁহার স্বোক্তির সামঞ্জস্য থাকা উচিত। —এই অংশটুকু আমাদের]। পাঞ্চরাত্রগণ বলেন—"বেদের 'একায়ন' নামক শাখাবলম্বনে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র রচিত; সুতরাং তাহার প্রামাণ্য শ্রুতির ন্যায়ই"। পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রের সমানার্থক 'একায়ন' নামক শাখা কিন্তু বৈদিক সমাজে উপলব্ধ হয় না। অতএব পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র অবৈদিক, ইহাই নির্ণীত হয়। তবে ইহার যে অংশ বেদের সমানার্থক, তাহা মুমুক্ষুগণকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হওয়া উচিত, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার "শ্রুতিস্মৃত্যোঃ ঈশ্বরপ্রণিধানস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ" ইত্যাদি ২।১।৬২ সূত্রভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন।

উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের 'সাংখ্যাদিমতবাদসকলের দুষ্টত্বপ্রদর্শন নামক' দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত

"যৎসাক্ষাৎকৃতয়ে সর্ববেদান্তানাং সমন্বয়ে।
পরাস্তপররাদ্ধান্তবিরোধস্তদহং পরম্"॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ [বিয়ৎপাদঃ]

"শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্। প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে"॥
"বিয়দাদিবিধাতারং" তদাত্মনাবিবর্ত্তিতম্। "নিত্যচিদ্বিশ্বকর্ত্রাত্মাভিন্নং সর্বেশ্বরং ভজে"॥

পাদপ্রতিপাদ্য—৯ম অধিকরণ পর্য্যন্ত পূর্বভাগে পঞ্চমহাভূতসৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিবাক্য-সকলের এবং ১০ম অধিকরণ হইতে উত্তরভাগে জীববিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ পরিহার।

মুখ্য পাদসঙ্গতি—এই পাদের এবং পরবর্ত্তী পাদের প্রত্যেকটী অধিকরণে শ্রুতি-বাক্যসকলের পরস্পরবিরোধপরিহারদ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাহাদের তাৎপর্য্য অবধারিত হইতেছে বলিয়া এই পাদদ্বয়ের মুখ্যপাদসঙ্গতি, [শ্রুতিসঙ্গতি, শাস্ত্রসঙ্গতি এবং মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি] সিদ্ধ হয়।

অবান্তর পাদসঙ্গতি—পূর্ব্ববর্ত্তী পাদে পূর্ব্বাপর বিরোধ, পরস্পর বিরোধ এবং শ্রুতিবিরোধ বশতঃ যেমন অন্যান্য মতবাদসকলের অপ্রামাণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতিবাক্য-সকলের পূর্ব্বাপর বিরোধ ও পরস্পর বিরোধবশতঃ ব্রহ্মকারণবাদও তদ্রূপ অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। এইপ্রকার সংশয়ের নিরাকরণের জন্য এই পাদ ও পরবর্ত্তী পাদ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বপাদের সহিত এই পাদদ্বয়ের **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

১। বিয়দধিকরণম্ [১-৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—আকাশ উৎপত্তিশীল অনিত্য পদার্থ।

অধিকরণসঙ্গতি—পাদের আদি অধিকরণ হওয়ায় সঙ্গতির অপেক্ষা নাই।

ন্যায়মালা

ব্যোম নিত্যং জায়তে বা হেতুত্রয়বিবর্জ্জনাৎ।
জনিশ্রুতেশ্চ গৌণত্বান্নিত্যং ব্যোম ন জায়তে॥
একজ্ঞানাৎ সর্ববুদ্ধের্বিভক্তত্বাজ্জনিশ্রুতেঃ।
বিবর্ত্তে কারণৈকত্বাদ্‌ব্রহ্মণো ব্যোম জায়তে॥

অন্বয়—ব্যোম নিত্যং জায়তে বা? হেতুত্রয়বিবর্জ্জনাৎ, জনিশ্রুতেশ্চ গৌণত্বাৎ ব্যোম নিত্যং, ন জায়তে। একজ্ঞানাৎ সর্ববুদ্ধেঃ, বিভক্তত্বাৎ, জনিশ্রুতেঃ, বিবর্ত্তে কারণৈকত্বাৎ ব্যোম ব্রহ্মণঃ জায়তে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১) ইতি তৈত্তি-রীয়কে শ্রূয়তে। ছান্দোগ্যে তু "তৎ তেজোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩) ইতি আকাশবায়ূ বিনা তেজআদিকা সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে। ইমে বাক্যে অত্র বিষয়ঃ। তত্র ভবতি সংশয়ঃ—] ব্যোম নিত্যং, জায়তে বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[আকাশোৎপাদকস্য সমবায্যসমবায়িনিমিত্তাখ্য-] হেতুত্রয়বিবর্জ্জনাৎ, ["সম্ভূতঃ" ইতি] জনিশ্রুতেশ্চ [সম্প্রতিপন্নব্রহ্মকার্য্যবৎ সত্তাশ্রয়ত্বগুণযোগাৎ ব্যোম্নি] গৌণত্বাৎ, [অনাদ্যনন্তং] ব্যোম নিত্যং, ন জায়তে।

সিদ্ধান্ত—[একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং তাবৎ অশেষেষু বেদান্তেষু ডিণ্ডিমঃ। তচ্চ ব্যোম্নঃ ব্রহ্মকার্য্যত্বে মৃদ্ঘটন্যায়েন ব্রহ্মাব্যতিরেকাৎ উপপাদয়িতুং সুশকম্, ন অন্যথা। কিঞ্চ

'আকাশঃ জায়তে বিভক্তত্বাৎ ঘটবৎ' ইতি অনুমানেন আকাশস্য জন্যত্বং সিধ্যতি। জনিশ্রুতিশ্চ উক্তানুমানেন অনুগৃহীতা ভবতি। যত্তু কারণত্রিতয়াসম্ভবঃ, তদসৎ, আরম্ভবাদে ত্রিতয়াপেক্ষায়াম্ অপি বিবর্ত্তবাদে তদনপেক্ষাৎ। ইদং সর্ব্বং মনসি নিধায় সিদ্ধান্তী ব্রূতে—] এক-জ্ঞানাৎ সর্ব্ববুদ্ধেঃ, বিভক্তত্বাৎ, জনিশ্রুতেঃ, বিবর্ত্তে কারণৈকত্বাৎ ব্যোম ব্রহ্মণঃ জায়তে।

অনুবাদ

সংশয়—["সেই এই আত্মা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইল", ইহা তৈত্তিরীয়োপনিষদে পঠিত হইতেছে। ছান্দোগ্যে কিন্তু আকাশ ও বায়ু ব্যতিরেকে 'তিনি তেজঃকে সৃষ্টি করিলেন", এইরূপে তেজঃ যাহাদের আদি (—প্রথমোৎপন্ন), সেই [তেজঃ জল ও ক্ষিতির] সৃষ্টি শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে। এই বাক্যদ্বয় এখানে বিষয়। সেই স্থলে সংশয় হইতেছে—] আকাশ নিত্য, অথবা উৎপন্ন হয় ?

পূর্ব্বপক্ষ -[আকাশের উৎপাদক সমবায়ি অসমবায়ি ও নিমিত্ত নামক] হেতুত্রয় বিদ্যমান না থাকায় এবং ["উৎপন্ন হইল" এই] জন্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যটি [সর্ব্বজন্যবস্তুতে ও ব্রহ্মকার্য্যসকলের ন্যায় সত্তাশ্রয়ত্বরূপ গুণের (১) সম্বন্ধবশতঃ আকাশে] গৌণভাবে প্রযুক্ত হওয়ায় [অনাদি অনন্ত] আকাশ নিত্য পদার্থ, [তাহা] উৎপন্ন হয় না।

সিদ্ধান্ত—['একবিষয়ক জ্ঞানে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান', ইহা যাবতীয় উপনিষদে বিজয়-নির্ঘোষ। তাহা কিন্তু আকাশ ব্রহ্মের কার্য্য হইলে, মৃত্তিকা ও ঘটবিষয়ক যুক্তির দ্বারা (—মৃত্তিকার কার্য্য ঘট মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন, এই যুক্তির দ্বারা) ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায় সহজে প্রতিপাদন করিতে পারা যায়, অন্যথা নহে। আর "আকাশ উৎপন্ন হয়, যেহেতু তাহা বিভক্ত, যেমন ঘট", এইপ্রকার অনুমানের দ্বারা আকাশের জন্যতা সিদ্ধ হয়। 'আকাশের জন্মপ্রতিপাদিকা শ্রুতিও উক্ত অনুমানের দ্বারা সমর্থিত হয়। আর যে কারণত্রয়ের অভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে; যেহেতু আরম্ভবাদে কারণত্রয়ের অপেক্ষা থাকিলেও বিবর্ত্তবাদে তাহার অপেক্ষা নাই। এই সকল কথা মনে রাখিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] একবিষয়ক জ্ঞানে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান হয় বলিয়া, [বায়ু প্রভৃতি হইতে আকাশ] বিভক্ত (—ভিন্ন পদার্থ) হয় বলিয়া, [আকাশের] উৎপত্তিপ্রতিপাদিকা শ্রুতি আছে বলিয়া এবং বিবর্ত্তবাদে কারণের একত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া আকাশ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, শ্রুতিবাক্যসকল পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহাদের একবাক্যতা, প্রামাণ্য ও ব্রহ্মে সমন্বয় সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ না থাকায় তাহাদের একবাক্যতা, প্রামাণ্য ও ব্রহ্মে সমন্বয় সিদ্ধ হয়। [দ্রষ্টব্য—এই তৃতীয় ও চতুর্থ-পাদের সমস্ত অধিকরণেই ফলভেদ এইপ্রকার। কোন বিশেষ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন

ভাবদীপিকা

(১) বায়ু ও তেজঃ প্রভৃতিতে 'সত্তা' জাতি থাকে এবং তাহাদের উৎপত্তি সর্ব্ববাদিসম্মত। 'আকাশ বিদ্যমান আছে', এইপ্রকার অনুভববলে আকাশেও 'সত্তা' জাতি অঙ্গীকার করিতে হয়। এইরূপে 'সত্তার আশ্রয় হওয়া রূপ গুণ' বায়ু তেজঃ ও আকাশ, সকলেই সমানভাবে থাকে। এই সত্তাশ্রয়ত্বরূপ গুণের সহিত সম্বন্ধবশতঃ আকাশের উৎপত্তি না হইলেও, বায়ু প্রভৃতির ন্যায় তাহারও উৎপত্তি হয়, ইহা "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ (তৈঃ ২।১।৩) ইত্যাদি শ্রুতিতে গৌণভাবে বলা হইতেছে, ইহাই পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায়।

না হইলে ইহা আর প্রদর্শিত হইবে না। তবে অন্য বিশেষ বিষয় যাহাই প্রদর্শিত হউক্ না কেন, উক্তপ্রকারে পূর্ব্বোত্তর পক্ষে শ্রুতির অপ্রামাণ্য ও প্রামাণ্যাদি সকল স্থলেই সমান]।

[একদেশী সূত্র—] **ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥২।৩।১॥**

পদচ্ছেদ—ন, বিয়ৎ, অশ্রুতেঃ।

সূত্রার্থ—[কিম্ আকাশস্য উৎপত্তিঃ অস্তি, উত ন ইতি সন্দেহে, পূর্ব্বপক্ষী আহ—ছান্দোগ্যে তেজআদিকা সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে, তৈত্তিরীয়কে তু আকাশাদিকা। তথাচ বিরোধাৎ অপ্রামাণ্যম্ অনয়োঃ শ্রুত্যোঃ। তত্র একদেশী ব্রূতে—] **বিয়ৎ**—আকাশঃ, **ন**—ন উৎপদ্যতে। [কুতঃ?] **অশ্রুতেঃ**—আকাশোৎপত্তিপ্রতিপাদকবাক্যস্য অশ্রবণাৎ। [যদ্যপি তৈত্তিরীয়কে "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ", ইতি শ্রুতিঃ অস্তি, তথাপি সা গৌণী, ইতি গূঢ়াভিসন্ধিঃ]।

অনুবাদ—[আকাশের উৎপত্তি হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ছান্দোগ্যে তেজআদিকা সৃষ্টি শ্রুত হইতেছে, তৈত্তিরীয়কে কিন্তু আকাশাদিকা। এইপ্রকারে বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া এই শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের প্রামাণ্য নাই। তাহাতে একদেশী (২ বলিতেছেন—] **বিয়ৎ**—আকাশ, **ন**—উৎপন্ন হয় না। [কোন্ হেতুবলে বলিতেছ? উত্তর] **অশ্রুতেঃ**—যেহেতু আকাশের উৎপত্তিপ্রতিপাদক বাক্য শ্রুত হইতেছে না। [যদিও তৈত্তিরীয়কে "আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল" (তৈঃ ১।১), এইপ্রকার শ্রুতি আছে, তথাপি তাহা গৌণী, ইহাই গূঢ় অভিসন্ধি]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বেদান্তেষু তত্র তত্র ভিন্নপ্রস্থানাঃ উৎপত্তিশ্রুতয়ঃ উপলভ্যন্তে।১ কেচিৎ আকাশস্য উৎপত্তিম্ আমনন্তি, কেচিৎ ন।২ তথা কেচিৎ বায়োঃ উৎপত্তিম্ আমনন্তি, কেচিৎ ন।৩ এবং

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি প্রদর্শন। সংশয়োত্থানের হেতু ও সংশয়।]

উপনিষৎসকলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্নপ্রস্থান (—বিভিন্নপ্রকার) উৎপত্তি-প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকল উপলব্ধ হইতেছে।১ কেহ কেহ (—কোন কোন শাখাধ্যায়ী) আকাশের উৎপত্তি পাঠ করেন, কেহ তাহা করেন না।২ এইপ্রকারে কেহ কেহ বায়ুর উৎপত্তি পাঠ করেন, কেহ তাহা করেন না।৩ এইপ্রকারে জীবের

ভাবদীপিকা

(২) এই পাদ হইতে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত **পূর্ব্বপক্ষ**, **একদেশিপক্ষ** ও **সিদ্ধান্তপক্ষ** নির্ণয়ের জন্য লক্ষ্য করিতে হইবে—যিনি শ্রুতিসমন্বয়ের বিরোধ প্রদর্শনদ্বারা শ্রুতির অপ্রামাণ্য নিশ্চয় করেন, তাঁহার মতবাদই **পূর্ব্বপক্ষ**। গৌণ ব্যাখ্যার দ্বারা যিনি শ্রুতিবাক্যের বিরোধ পরিহারের চেষ্টা করেন, তাঁহার মতবাদ **একদেশিপক্ষ**। ইনি শ্রুতিবাক্যের বিরোধ পরিহারের প্রয়াস করেন বলিয়া 'সিদ্ধান্ত্যেকদেশী' নামে অভিহিত হন। ইঁহার মতবাদও কিন্তু নিরাকরণীয় হওয়ায় হয় মুখ্য সিদ্ধান্তীর **পূর্ব্বপক্ষ**। এইহেতু বিভিন্ন টীকাগ্রন্থে একদেশীর মতবাদ পূর্ব্বপক্ষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণযোগে বলাবল ও ক্রম প্রভৃতির বিচারদ্বারা শ্রুতিবাক্যসকলের তাৎপর্য্যনির্ণয়করতঃ যিনি তাহাদের বিরোধ পরিহার ও একবাক্যতা প্রদর্শন করেন, তিনিই মুখ্য **সিদ্ধান্তী**, তাঁহার মতবাদই **সিদ্ধান্তপক্ষ**।

শাঙ্করভাষ্যম্

জীবস্য প্রাণানাং চ।৪ এবম্ এব ক্রমাদিদ্বারকঃ অপি বিপ্রতিষেধঃ শ্রুত্যন্তরেষু উপলক্ষ্যতে।৫ বিপ্রতিষেধাৎ চ পরপক্ষাণাম্ অনপেক্ষিতত্বং স্থাপিতং, তদ্বৎ স্বপক্ষস্যাপি বিপ্রতিষেধাৎ এব অনপেক্ষিতত্বম্ আশঙ্ক্যেত ইতি অতঃ সর্ব্ববেদান্তগত-সৃষ্টিশ্রুত্যর্থনির্ম্মলত্বায় পরঃ প্রপঞ্চঃ আরভ্যতে।৬ তদর্থনির্ম্মলত্বে চ ফলং যথোক্তাশঙ্কানিবৃত্তিঃ এব।৭ তত্র প্রথমং তাবৎ আকাশম্ আশ্রিত্য চিন্ত্যতে কিম্ অস্য আকাশস্য উৎপত্তিঃ অস্তি, উত নাস্তি ইতি।৮ তত্র তাবৎ প্রতিপাদ্যতে 'ন বিয়দ্ অশ্রুতেঃ' ইতি।৯ ন খলু আকাশম্ উৎপদ্যতে।১০ কস্মাৎ? ১১ অশ্রুতেঃ, ন হি অস্য উৎপত্তিপ্রকরণে শ্রবণম্ অস্তি।১২ ছান্দোগ্যে হি "সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১), ইতি সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্ম প্রকৃত্য "তদ্ ঐক্ষত". "তৎ তেজোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩), ইতি চ পঞ্চানাং মহাভূতানাং মধ্যমং তেজঃ আদিং কৃত্বা ত্রয়াণাং তেজো-

ভাষ্যানুবাদ

এবং প্রাণসকলের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) উৎপত্তি ও অনুৎপত্তি পাঠ করেন।৪ এইপ্রকারেই [আকাশাদি মহাভূতের উৎপত্তির পৌর্বাপৌর্য্যরূপ] ক্রম প্রভৃতিকে দ্বারকারী (—অবলম্বনকারী) বিরোধও অন্যান্য শ্রুতিতে পরিলক্ষিত হইতেছে। [পূর্ব্বপাদে] বিরোধবশতঃ [বৈশেষিকাদি] পরপক্ষসকলের অনপেক্ষতা (—গ্রহণের অযোগ্যতা) স্থাপিত হইয়াছে (২।২।৪৫সূঃ) তাহার ন্যায় বিরোধ হয় বলিয়াই স্বপক্ষের ও অনপেক্ষতা আশঙ্কিত হইতে পারে (—বেদান্তরূপ স্বীয় পক্ষও গ্রহণীয় কি না, এইপ্রকার সংশয় হইতে পারে), এইহেতু উপনিষৎসকলের মধ্যে পঠিত সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের অর্থকে নির্ম্মল করিবার জন্য পরবর্ত্তী প্রপঞ্চ (—পাদদ্বয়াত্মক গ্রন্থ) আরব্ধ হইতেছে।৬ আর তাহার (—শ্রুতিবাক্যসকলের) অর্থ নির্ম্মল হইলে উপরোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তিই হইবে ফল।৭ তন্মধ্যে (—আকাশ ও বায়ু প্রভৃতির মধ্যে) প্রথমে আকাশকে আশ্রয় করিয়া চিন্তা (—বিচার) করা হইতেছে, 'এই আকাশের উৎপত্তি হয়, অথবা হয় না'।৮

[একদেশী ছান্দোগ্যের সৃষ্টিপ্রকরণে পঠিত না হওয়ায় আকাশ নিত্য পদার্থ]

[একদেশী—] সেই বিষয়ে প্রতিপাদন করা হইতেছে—"ন বিয়দ্ অশ্রুতেঃ"।৯ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] আকাশ উৎপন্ন হয় না।১০ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ?১১ [উত্তর—] 'অশ্রুতেঃ', যেহেতু [শ্রুতিতে মহাভূতের] উৎপত্তিপ্রকরণে শ্রুত হইতেছে না।১২ দেখ, ছান্দোগ্যে "হে প্রিয়দর্শন, ইহা (—এই জগৎ) অগ্রে (—সৃষ্টির পূর্ব্বে) এক ও অদ্বিতীয় সদ্রূপেই বিদ্যমান ছিল", এইপ্রকারে সৎ-শব্দবাচ্য ব্রহ্মের প্রস্তাব করিয়া "তিনি ঈক্ষণ করিলেন", এবং "তেজকে সৃষ্টি করিলেন", এইপ্রকারে পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে মধ্যম (—তৃতীয় স্থানবর্ত্তী) তেজো-

শাঙ্করভাষ্যম্

বন্নানাম্ উৎপত্তিঃ শ্রাব্যতে ।১৩ শ্রুতিশ্চ নঃ প্রমাণম্ অতীন্দ্রিয়ার্থবিজ্ঞানোৎপত্তৌ ।১৪ ন চ অত্র শ্রুতিঃ অস্তি আকাশস্য উৎপত্তি-প্রতিপাদনী ।১৫ তস্মাৎ নাস্তি আকাশস্য উৎপত্তিঃ ইতি ।১৬॥২।৩।১॥

ভাষ্যানুবাদ

আদি করিয়া তেজঃ জল ও অন্ন (—ক্ষিতি) এই তিনটীর উৎপত্তি শ্রবণ করাইতেছেন ।১৩ আর অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞানোৎপত্তিতে শ্রুতিই আমাদের প্রমাণ ।১৪ এখানে (—ছান্দোগ্যে) আকাশের উৎপত্তি প্রতিপাদনকারিণী শ্রুতি কিন্তু নাই ।১৫ সেইহেতু আকাশের উৎপত্তি হয় না ।১৬ [তৈত্তিরীয়কে পঠিত আকাশোৎপত্তি-শ্রুতি গৌণী (১ ভাবদীঃ), অতএব শ্রুতিবাক্যসকলের পরস্পর বিরোধ নাই, ইহাই একদেশীর গূঢ়াভিসন্ধি] ॥২।৩।১॥

[পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—] অস্তি তু ॥২।৩।২॥

সূত্রার্থ—[গূঢ়াভিসন্ধিম্ অজানানঃ • স্কতে—] তুশব্দঃ—পক্ষান্তরপরিগ্রহায়। [ছান্দোগ্যে আকাশস্য উৎপত্ত্যভাবেঽপি সা শ্রুতিঃ তৈত্তিরীয়কে] **অস্তি**· বিদ্যতে। [তথাচ বিরোধঃ তদবস্থঃ এব ইতি শঙ্কিতুঃ আশয়ঃ]।

অনুবাদ—[গূঢ়াভিসন্ধি যিনি জানেন না, তিনি আশঙ্কা করিতেছেন -] তুশব্দ—পক্ষান্তরপরিগ্রহের জন্য। [ছান্দোগ্যে আকাশের উৎপত্তি না থাকিলেও (—না পঠিত হইলেও) সেই শ্রুতি তৈত্তিরীয়কে] **অস্তি**—বিদ্যমান আছে। [ফলে বিরোধ সেই অবস্থাতেই থাকিয়া গেল, ইহাই আশঙ্কাকর্ত্তার অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ পক্ষান্তরপরিগ্রহে ।১ মা নাম আকাশস্য ছান্দোগ্যে ভূদ্ উৎপত্তিঃ, শ্রুত্যন্তরে তু অস্তি ।২ তৈত্তিরীয়কাঃ হি সমামনন্তি—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম", ইতি প্রকৃত্য "তস্মাদ্ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১), ইতি ।৩ ততশ্চ শ্রুত্যোঃ বিপ্রতিষেধঃ ক্বচিৎ তেজঃপ্রমুখা সৃষ্টিঃ, ক্বচিৎ আকাশপ্রমুখা ইতি ।৪

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—তৈত্তিরীয়কে আকাশোৎপত্তি শ্রুত হওয়ায় এবং ছান্দোগ্যে পঠিত তেজের উৎপত্তির সহিত তাহার একবাক্যতা সম্ভব না হওয়ায় বিরোধবশতঃ শ্রুতি অপ্রমাণ]

[পূর্ব্বপক্ষ—] তুশব্দটী অন্য পক্ষ (—পূর্ব্বপক্ষ) পরিগ্রহের জন্য ।১ ছান্দোগ্যে আকাশের উৎপত্তি নাই থাকুক, অন্য শ্রুতিতে কিন্তু তাহা আছে ।২ যেহেতু তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণ [এইপ্রকার] পাঠ করেন—"ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত", এইপ্রকারে প্রস্তাব করিয়া "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি ।৩ আর সেইহেতু কোন স্থলে তেজঃপ্রমুখা সৃষ্টি এবং কোন স্থলে আকাশ-প্রমুখা সৃষ্টি বর্ণিত হওয়ায় শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ হইতেছে ।৪ কিন্তু ["সম্ভবতি একবাক্যত্বে তদ্ভেদঃ নেষ্যতে"—'একবাক্যতা সম্ভব হইলে বাক্যভেদ অঙ্গীকার করা উচিত নহে,' এই ন্যায়ানুসারে যে স্থলে আকাশের উৎপত্তি পঠিত হইয়াছে, সেই

শাঙ্করভাষ্যম্

নমু একবাক্যতা অনয়োঃ শ্রুত্যোঃ যুক্তা ।৫ সত্যম্, সা যুক্তা, ন তু সা অবগন্তুং শক্যতে ।৬ কুতঃ ।৭ "তৎ তেজোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩), ইতি সকৃৎ শ্রুতস্য স্রষ্টুঃ স্রষ্টব্যদ্বয়েন সম্বন্ধানুপপত্তেঃ "তৎ তেজোঽসৃজত", "তৎ আকাশম্ অসৃজত", ইতি ।৮ নমু সকৃৎ শ্রুতস্যাপি কর্ত্তুঃ কর্ত্তব্যদ্বয়েন সম্বন্ধঃ দৃশ্যতে, যথা 'সূপং পক্ত্বা ওদনং পচতি' ইতি ।৯ এবং 'তৎ আকাশং সৃষ্ট্বা তৎ তেজোঽসৃজত' ইতি যোজয়িষ্যামি ।১০ নৈবং যুজ্যতে, প্রথমজত্বং হি ছান্দোগ্যে তেজসঃ অবগম্যতে, তৈত্তিরীয়কে চ আকাশস্য ।১১ ন চ উভয়োঃ প্রথমজত্বং সম্ভবতি ।১২ এতেন ইতরশ্রুত্যক্ষরবিরোধঃ অপি ব্যাখ্যাতঃ ।১৩ "তস্মাদ্ বৈ এতস্মাদ্ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ",

ভাষ্যানুবাদ

স্থল হইতে ছান্দোগ্যে তাহার উপসংহার করিয়া আকাশের উৎপত্তি ও তাহার অনুৎপত্তি জ্ঞাপিকা] শ্রুতিদ্বয়ের একবাক্যতা (—একার্থতা) যুক্তিসঙ্গত। [তাহাতে বিরোধ পরিহৃত হইবে]।৫ [তদুত্তরে পূঃ বলেন—] সত্য, তাহা যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তাহা (—একবাক্যতা) অবগত হইতে পারা যাইতেছে না।৬ কেন পারা যাইতেছে না ?৭ [উত্তর—] "তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন", এই স্থলে একবারমাত্র শ্রুত যে স্রষ্টা, "তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন", "তিনি আকাশকে সৃষ্টি করিলেন", এইরূপে দুইটী স্রষ্টব্য বস্তুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সম্ভব নহে। [কারণ একই ব্যক্তির যুগপৎ দুইটী ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না]।৮ কিন্তু [যুগপৎ সম্ভব না হইলেও] একবারমাত্র শ্রুত কর্ত্তার কর্ত্তব্যদ্বয়ের সহিত [ক্রমশঃ] সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়, যথা—[পাচক] 'ডাল পাক করিয়া অন্ন পাক করিতেছে', ইত্যাদি।৯ এইপ্রকারে 'আকাশকে সৃষ্টি করিয়া তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন', এইরূপে যোজনা করিব (—একবাক্যতা সম্পাদন করিব।১০ তদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] না, এইপ্রকারে যোজিত হয় না (—ক্রমশঃ কর্তৃত্ব সম্ভব নহে), যেহেতু ছান্দোগ্যে প্রথমে তেজের উৎপত্তি এবং তৈত্তিরীয়কে প্রথমে আকাশের উৎপত্তি অবগত হওয়া যাইতেছে। [উৎপত্তির ক্রম অঙ্গীকার করিলে শ্রুতিবর্ণিত যে উভয়ের উৎপত্তির প্রাথম্য, তাহার ভঙ্গ হইয়া পড়িবে]১১ আর [তিন্তিড়ি প্রভৃতি বীজ হইতে যুগপৎ দলদ্বয়ের উৎপত্তির ন্যায় তেজঃ ও আকাশ] দুইটীরই যুগপৎ উৎপত্তি (—সমুচ্চয়) সম্ভব নহে; [কারণ তাহা হইলে "বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল" (তৈঃ ২।১।৩), এই ক্রমজ্ঞাপিকা শ্রুতি বাধিতা হইয়া পড়িবেন]।১২ ইহার দ্বারা (—ছান্দোগ্য শ্রুতির সহিত তৈত্তিরীয় শ্রুতির একবাক্যতার অসম্ভাবনা প্রতিপাদন দ্বারা) অন্য শ্রুতির অক্ষরের (—তৈত্তিরীয় শ্রুতিবাক্যের) বিরোধও ব্যাখ্যাত হইল।১৩ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি এই স্থলে

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি অত্রাপি 'তস্মাদ্ আকাশঃ সম্ভূতঃ', 'তস্মাৎ তেজঃ সম্ভূতম্', ইতি সকৃৎ শ্রুতস্য অপাদানস্য সম্ভবনস্য চ বিয়ত্তেজোভ্যাং যুগপৎ সম্বন্ধানুপপত্তেঃ।১৪ "বায়োঃ অগ্নিঃ" (তৈঃ ২।১), **ইতি চ পৃথক্ আম্নানাৎ।১৫॥২।৩।২॥**

ভাষ্যানুবাদ

একবারমাত্র শ্রুত যে [আত্মরূপ] অপাদান এবং সম্ভবন (—উৎপত্তি), তাঁহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", "তাঁহা হইতে তেজঃ উৎপন্ন হইল", এইপ্রকারে আকাশ ও তেজের সহিত [আত্মার] যুগপৎ সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় [আত্মা হইতে তেজও উৎপন্ন হয়, ইহা বলা চলে না]।১৪ আবার [ছান্দোগ্যে সৎপদার্থ আত্মাকে তেজের উপাদান বলা হইয়াছে, তৈত্তিরীয়কে কিন্তু] "বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল", ইহা পৃথগ্‌ভাবে পঠিত হওয়ায় [এই উভয় শ্রুতির একবাক্যতা সম্ভব নহে।১৫ অতএব শ্রুতিবাক্যসকলের মধ্যে বিরোধ থাকায় তাহাদের প্রামাণ্য গৃহীত হয় না।] ॥২।৩।২॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অস্মিন্ বিপ্রতিষেধে কশ্চিৎ আহ—

ভাষ্যানুবাদ—এইপ্রকার বিরোধ হইলে কেহ কেহ (—একদেশী) বলেন—

[একদেশী সূত্র—] **গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥২।৩।৩॥**

পদচ্ছেদ—গৌণী, অসম্ভবাৎ।

সূত্রার্থ—[একদেশী স্বাভিপ্রায়ং প্রকটয়তি—আকাশোৎপত্তিশ্রুতিঃ] **গৌণী,** ন মুখ্যা ইত্যর্থঃ। [কুতঃ?] **অসম্ভবাৎ**—সমবায়িকারণাদিসামগ্র্যভাবেন আকাশোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ।

অনুবাদ—[একদেশী স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন—আকাশের উৎপত্তিজ্ঞাপিকা শ্রুতি] **গৌণী**—গৌণী, মুখ্যা নহে, ইহাই ভাব। [তাহাতে হেতু কি ? উত্তর—] **অসম্ভবাৎ**—যেহেতু সমবায়িকারণ প্রভৃতি সামগ্রীর অভাব থাকায় আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব।

শাঙ্করভাষ্যম্

নাস্তি বিয়তঃ উৎপত্তিঃ, অশ্রুতত্বাদেব।১ যা তু ইতরা বিয়দুৎপত্তিবাদিনী শ্রুতিঃ উদাহৃতা, সা গৌণী ভবিতুম্ অর্হতি।২ কস্মাৎ?৩ অসম্ভবাৎ।৪ নহি আকাশস্য উৎপত্তিঃ সম্ভাবয়িতুং শক্যা শ্রীমৎকণভুগভিপ্রায়ানুসারিষু জীবৎসু।৫ তে হি কারণসামগ্র্য-

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—যুক্তিপুষ্ট ছান্দোগ্যশ্রুতিবলে আকাশোৎপত্তিশ্রুতি গৌণী।]

[একদেশী—] আকাশের উৎপত্তি হয় না, যেহেতু শ্রুতিতে তাহা প্রতিপাদিত হয় নাই।১ আর আকাশের উৎপত্তিবর্ণনাকারিণী যে অন্য শ্রুতি উদাহৃতা হইয়াছেন, তাহা গৌণী হওয়া উচিত।২ তাহাতে হেতু কি ?৩ [উত্তর—] যেহেতু সম্ভব নহে।৪ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু শ্রীমৎ কণভক্ষণকারীর (—বৈশেষিক-দর্শনকার মহর্ষি কণাদের) অভিপ্রায়ানুসরণকারিগণ জীবিত থাকিতে আকাশের উৎপত্তির সম্ভাবনা করিতে (—তাহা প্রতিপাদন করিতে) পারা যায় না।৫ যেহেতু

শাঙ্করভাষ্যম্

সম্ভবাৎ আকাশস্য উৎপত্তিং বারয়ন্তি।৬ সমবায্যসমবায়িনিমিত্ত-কারণেভ্যঃ হি কিল সর্ব্বম্ উৎপদ্যমানং সমুৎপদ্যতে।৭ দ্রব্যস্য চ একজাতীয়কম্ অনেকং চ দ্রব্যং সমবায়িকারণং ভবতি।৮ ন চ আকাশস্য একজাতীয়কম্ অনেকং চ দ্রব্যম্ আরম্ভকম্ অস্তি, যস্মিন্ সমবায়িকারণে সতি অসমবায়িকারণে চ তৎসংযোগে আকাশঃ উৎপদ্যেত।৯ তদভাবাৎ তু তদনুগ্রহপ্রবৃত্তং নিমিত্তকারণং দূরাপেতম্ এব আকাশস্য ভবতি।১০ উৎপত্তিমতাং চ তেজঃপ্রভৃতীনাং পূর্ব্বোত্তরকালয়োঃ বিশেষঃ সম্ভাব্যতে, প্রাগুৎপত্তেঃ প্রকাশাদি-কার্য্যং ন বভূব, পশ্চাৎ চ ভবতি ইতি।১১ আকাশস্য পুনঃ ন পূর্ব্বোত্তরকালয়োঃ বিশেষঃ সম্ভাবয়িতুং শক্যতে।১২ কিং হি

ভাষ্যানুবাদ

তাঁহারা কারণসামগ্রীর অসম্ভাবনাবশতঃ আকাশের উৎপত্তিকে নিষেধ করেন।৬ [তাঁহারা বলেন—] যাহারা উৎপন্ন হয়, সেই সকলই সমবায়ি অসমবায়ি ও নিমিত্তকারণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।৭ আর একজাতীয় অনেক দ্রব্যই দ্রব্যের প্রতি সমবায়িকারণ হইয়া থাকে।৮ আকাশের কিন্তু একজাতীয় অনেক দ্রব্য আরম্ভকরূপে (—সমবায়িকারণরূপে বিদ্যমান নাই, যে সমবায়িকারণ থাকিলে এবং তাহাদের সংযোগরূপ অসমবায়িকারণ থাকিলে আকাশ উৎপন্ন হইবে।৯ আর তাহাদের (—সেই সমবায়ি ও অসমবায়িকারণের) অভাববশতঃ তাহাদিগকে অনুগ্রহ (—সংযোগদ্বারা একত্রিত) করিতে প্রবৃত্ত [অদৃষ্ট ও ঈশ্বরাদিরূপ] নিমিত্তকারণ আকাশের পক্ষে দূরেই অপসৃত হইয়া পড়িতেছে (৩)।১০ আর যাহাদের উৎপত্তি হয়, সেই তেজঃ প্রভৃতির [উৎপত্তির] পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কালে বিশেষ সম্ভাবিত (—পার্থক্যের সম্ভাবনা) হইতেছে, যথা—উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রকাশাদি (—চাক্ষুষ অনুভব, তমোনাশ, পাকক্রিয়া প্রভৃতি) কার্য্য ছিল না, কিন্তু পরে [সেই সকল] হইয়া থাকে।১১ আকাশের কিন্তু [উৎপত্তির] পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কালে [কোনপ্রকার] পার্থক্যের সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না, [কারণ মূর্ত্ত দ্রব্যের আশ্রয় হওয়ারূপ আকাশের কার্য্য প্রলয়কালে পরমাণুসকলের আশ্রয়

ভাবদীপিকা

(৩) এই স্থলে একদেশী এইপ্রকার অনুমান করিলেন—"আকাশঃ ন উৎপদ্যতে, সামগ্রীশূন্যত্বাৎ, আত্মবৎ"। যদি বলা হয়—অবিদ্যা ও ব্রহ্মরূপ কারণসামগ্রী থাকায়, পক্ষ আকাশে সামগ্রীশূন্যতারূপ হেতুটী থাকিতেছে না। ফলে উক্ত অনুমান স্বরূপাসিদ্ধিদোষদুষ্ট। তদুত্তরে একদেশী বলেন অবিদ্যা ও ব্রহ্ম আকাশের সমানজাতীয় না হওয়ায় তাহার সমবায়ি-কারণ হইতে পারেন না। নিরাকার ও নির্ব্বিকার ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় আকাশের অসমবায়িকারণও বিদ্যমান নাই। ব্রহ্ম কূটস্থ হওয়ায় নিমিত্তকারণতার প্রশ্নই উঠে না। অতএব সামগ্রীশূন্যত্বরূপ হেতুটী পক্ষ আকাশে থাকায় স্বরূপাসিদ্ধিদোষ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাগুৎপত্তেঃ অনবকাশম্ অসুষিরম্ অচ্ছিদ্রং বভূব ইতি শক্যতে অধ্যবসাতুম্‌।১৩ পৃথিব্যাদিবৈধর্ম্ম্যাৎ চ বিভুত্বাদিলক্ষণাৎ আকাশস্য অজত্বসিদ্ধিঃ।১৪ তস্মাৎ যথা লোকে 'আকাশং কুরু', 'আকাশঃ জাতঃ',ইতি এবংজাতীয়কঃ গৌণঃ প্রয়োগঃ ভবতি, যথা চ ঘটাকাশঃ করকাকাশঃ গৃহাকাশঃ ইতি একস্যাপি আকাশস্য এবংজাতীয়কঃ ভেদব্যপদেশঃ গৌণঃ ভবতি, বেদেঽপি "আরণ্যান্ আকাশেষু আলভেরন্" ইতি, এবম্ উৎপত্তিশ্রুতিরপি গৌণী দ্রষ্টব্যা।১৫॥২।৩।৩॥

ভাষ্যানুবাদ

হওয়ায় বর্ত্তমানই থাকে। সুতরাং তেজঃ প্রভৃতির প্রাগভাবের ন্যায় আকাশের প্রাগভাব সিদ্ধ হয় না।১২ তাহাই পরিস্ফুট করিতেছেন—] যেহেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে কোন কিছু অনবকাশ (—স্থূল বস্তুর অনাশ্রয়), অসুষির (—পরমাণুর অনাশ্রয়) এবং অচ্ছিদ্র (—সূক্ষ্মবস্তুর অনাশ্রয়) ছিল, ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় না।১৩ আর বিভুত্বাদিরূপ (—বিভুত্ব, স্পর্শরাহিত্য ও নিরবয়বত্ব প্রভৃতিরূপ) যে পৃথিবী প্রভৃতি হইতে বৈধর্ম্ম্য, তাহার বলে আকাশের জন্মরাহিত্য সিদ্ধ হয় (৪)।১৪ সেইহেতু (—আকাশ জন্মরহিত হওয়ায়) লোকমধ্যে যেমন 'আকাশ কর' (—'অবকাশ দান কর'), ['ঘটাবচ্ছিন্ন] আকাশ উৎপন্ন হইল', ইত্যাদি এই জাতীয় গৌণপ্রয়োগ হইয়া থাকে এবং আকাশ এক হইলেও যেমন ঘটাকাশ করকাকাশ গৃহাকাশ ইত্যাদি এই জাতীয় ভেদকথন গৌণ হইয়া থাকে, [গৌণপ্রয়োগবিষয়ে বৈদিক উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন - যেমন] বেদেও "আরণ্য পশুসকলকে আকাশসকলে বধ করিবে", ইত্যাদি; এইপ্রকারে [আকাশের] উৎপত্তিপ্রতিপাদিকা শ্রুতিও হইবে গৌণী, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে।১৫ [অতএব তৈত্তিরীয়কে পঠিত আকাশোৎপত্তিশ্রুতি গৌণী হওয়ায় ছান্দোগ্য শ্রুতির সহিত তাহার বিরোধ না থাকায় শ্রুতি অপ্রমাণ নহে।] ॥২।৩।৩॥

[একদেশী সূত্র—] **শব্দাচ্চ ॥২।৩।৪॥**

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, **শব্দাৎ—**"বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চ এতদ্ অমৃতম্" (বৃঃ ২।৩।৩), ইতি আকাশে অমৃতশব্দদর্শনাৎ [ন আকাশস্য উৎপত্তিঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—চ—আর, শব্দাৎ- "বায়ু এবং অন্তরিক্ষ, ইহারা অমৃতস্বরূপ", এইপ্রকারে আকাশে অমৃতশব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া [আকাশের উৎপত্তি হয় না]।

শাঙ্করভাষ্যম্

শব্দঃ খলু আকাশস্য অজত্বং খ্যাপয়তি।১ যতঃ আহ — "বায়ু-

ভাবদীপিকা

(৪) এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"আকাশঃ ন জায়তে বিভুত্বাৎ নিরবয়বদ্রব্যত্বাৎ অস্পর্শদ্রব্যত্বাৎ চ, আত্মবৎ।"

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্চান্তরিক্ষং চ এতদ্ অমৃতম্" (বৃঃ ২।৩।৩), ইতি।২ ন হি অমৃতস্য উৎপত্তিঃ উপপদ্যতে।৩ "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ", ইতি আকাশেন ব্রহ্ম সর্ব্বগতত্বনিত্যত্বাভ্যাং ধর্ম্মাভ্যাম্ উপমিমানঃ আকাশস্যাপি তৌ ধর্ম্মৌ সূচয়তি।৪ ন চ তাদৃশস্য উৎপত্তিঃ উপপদ্যতে।৫ "সঃ যথা অনন্তঃ অয়ম্ আকাশঃ এবম্ অনন্তঃ আত্মা বেদিতব্যঃ", ইতি চ উদাহরণম্।৬ "আকাশশরীরং ব্রহ্ম" (তৈঃ ১।৬।২), আকাশঃ আত্মা" (তৈঃ ১।৭।১), ইতি চ।৭ ন হি আকাশস্য উৎপত্তিমত্ত্বে ব্রহ্মণঃ তেন বিশেষণং সম্ভবতি, নীলেন ইব উৎপলস্য।৮ তস্মাৎ নিত্যম্ এব আকাশেন সাধারণং ব্রহ্ম ইতি গম্যতে।৯।২।৩।৪।

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—শ্রুতিবাক্যের সামর্থ্যবলে আকাশের নিত্যতা।]

[একদেশী—] শব্দও (—শ্রুতিও) আকাশের জন্মরাহিত্য খ্যাপন করিতেছে।১ যেহেতু [শ্রুতি) বলিতেছেন—"বায়ু এবং অন্তরিক্ষ, ইহা অবিনাশী", ইত্যাদি।২ যাহা অবিনাশী, তাহার উৎপত্তি নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নহে, [কারণ অবিনাশী ভাব পদার্থ অনাদিই হইয়া থাকে]।৩ "আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য", এইপ্রকারে সর্ব্বগতত্ব ও নিত্যত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের দ্বারা ব্রহ্মকে আকাশের সহিত উপমিত যিনি করেন, তিনি (—সেই বেদ) আকাশেরও সেই ধর্ম্মদ্বয় সূচনা করিতেছেন।৪ তাদৃশের (—সর্ব্বগত ও নিত্য আকাশের) উৎপত্তি কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে।৫ [আকাশের অনুৎপত্তিতে শ্রুতিবাক্যকে প্রমাণরূপে উপন্যস্ত করিতেছেন—] আর "সেই এই আকাশ যেমন অনন্ত, এইপ্রকারে আত্মাকে অনন্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে", ইহা (—'আত্মা' এই শব্দটী, আকাশের নিত্যতাবিষয়ে একটী] উদাহরণ (৫)।৬ "ব্রহ্ম আকাশ শরীর" (—'আকাশ ইঁহার শরীর' অথবা 'ইঁহার শরীর আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম'), "আকাশ ও আত্মা", ইত্যাদি 'বাক্যসকলও এখানে উদাহরণরূপে গ্রহণীয়'.৭ [এইপ্রকারে ব্রহ্ম আত্মা ও আকাশের মধ্যে অত্যন্ত সমতার জ্ঞান হওয়ায় ব্রহ্মের ন্যায় আকাশের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু আকাশের অনাদিত্ব স্বীকারের আবশ্যকতা কি ? আকাশের উৎপত্তি হইলেও তাহার দ্বারা ব্রহ্ম বিশেষিত হইতে পারেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আকাশ উৎপত্তিমান্ হইলে, নীল পদার্থের সহিত উৎপলের ন্যায়, তাহার (—আকাশের) দ্বারা ব্রহ্মের বিশেষিত হওয়া সম্ভব নহে [কারণ "ব্রহ্ম আকাশশরীর" এই স্থলে বহুব্রীহিসমাসদ্বারা তাদাত্ম্যের জ্ঞান হইতেছে.

ভাবদীপিকা

(৫) যাহার আদি মধ্য ও অন্ত নাই, তাহাই অনন্ত। আকাশের উৎপত্তি অঙ্গীকার হইলে তাহার অনন্ততা সঙ্গত হইবে না। ফলে যাহার সহিত তাহা উপমিত হইতেছে, সেই আত্মাও অনন্ত হইবেন না। তাহা না হউক, এইহেতু আত্মার ন্যায় আকাশকে অনুৎপন্ন নিত্য পদার্থরূপে স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই ভাব।

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু ভিন্নস্বভাবসম্পন্ন বস্তুদ্বয়ের তাদাত্ম্য সম্ভব নহে]।৮ সেইহেতু (—শব্দের সামর্থ্য হইতে এইপ্রকার সমতার জ্ঞান হওয়ায়) ব্রহ্ম আকাশের সহিত নিত্যই সাধারণ (—নিত্যত্বাদি সমানধর্ম্মযুক্ত), ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।৯॥২।৩।৪

[একদেশী সূত্র—] **স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥২।৩।৫॥**

পদচ্ছেদ—স্যাৎ, চ, একস্য, ব্রহ্মশব্দবৎ।

সূত্রার্থ—[নন্ু "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১), ইতি একস্মিন্ বাক্যে একস্য সম্ভূতশব্দস্য আকাশে গৌণত্বং তেজআদৌ চ মুখ্যত্বং বিরুধ্যতে ইতি। অতঃ আহ—] **ব্রহ্মশব্দবৎ**—যথা একস্মিন্ এব প্রকরণে বিষয়ভেদাৎ "অন্নং ব্রহ্ম" (তৈঃ ৩।২), ইত্যত্র ব্রহ্মশব্দঃ গৌণঃ, "আনন্দঃ ব্রহ্ম" (ঐ ৩।৬), ইত্যত্র চ মুখ্যঃ তদ্বৎ, [প্রকৃতে বিষয়ভেদাৎ] **একস্য**—একস্য সম্ভূতশব্দস্য, **চ**—অপি, **স্যাৎ**—গৌণত্বং মুখ্যত্বং চ স্যাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—[যদি বলা হয়—"আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", এই একটী বাক্যে একই সম্ভূতশব্দের আকাশে গৌণতা এবং তেজঃ প্রভৃতিতে মুখ্যতা বিরুদ্ধ হইতেছে। এইহেতু [তদুত্তরে] বলিতেছেন—] **ব্রহ্মশব্দবৎ**- যেমন একই প্রকরণে বিষয়ের বিভিন্নতাবশতঃ "অন্ন ব্রহ্ম", এই স্থলে ব্রহ্মশব্দটী গৌণ এবং "আনন্দ ব্রহ্ম" এই স্থলে ব্রহ্মশব্দটী মুখ্য, তাহার ন্যায় [প্রস্তাবিত স্থলে বিষয়ের বিভিন্নতাবশতঃ] **একস্য চ**—এক সম্ভূতশব্দেরও, **স্যাৎ**—গৌণত্ব ও মুখ্যত্ব হইবে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদং পদোত্তরং সূত্রম্।১ স্যাদেতৎ, কথং পুনঃ একস্য সম্ভূতশব্দস্য "তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১), **ইতি অস্মিন্ অধিকারে পরেষু তেজঃপ্রভৃতিষু অনুবর্ত্তমানস্য মুখ্যত্বং সম্ভবতি আকাশে চ গৌণত্বম্ ইতি?২ অতঃ উত্তরম্ উচ্যতে—স্যাৎ চ একস্যাপি সম্ভূতশব্দস্য বিষয়বিশেষবশাৎ গৌণঃ মুখ্যশ্চ প্রয়োগঃ ব্রহ্মশব্দবৎ।৩ যথা একস্যাপি ব্রহ্মশব্দস্য**

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—শ্রৌত ব্রহ্মশব্দ ও তপঃশব্দের ন্যায় আকাশোৎপত্তি শ্রুতি গৌণী হওয়ায় আকাশ নিত্য পদার্থ।]

ইহা পদোত্তর(—'সম্ভূত' এই পদবিষয়ক শঙ্কার উত্তরস্বরূপ) সূত্র।১ [একদেশিমতে সিদ্ধান্তীর সংশয়—] আচ্ছা, ইহা না হয় হইল, কিন্তু "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি এই অধিকারে (—প্রকরণে) পরবর্ত্তী তেজঃ প্রভৃতিতে অনুবর্ত্তমান (—তাহাদের সহিত সম্বদ্ধ) একটী সম্ভূতশব্দের [তেজঃ প্রভৃতিতে] মুখ্যত্ব এবং আকাশে গৌণত্ব কিপ্রকারে সম্ভব হইবে?২ [একদেশীর সমাধান—] এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হওয়ায়) উত্তর কথিত হইতেছে—সম্ভূতশব্দটী এক হইলেও [প্রতিপাদ্য] বিষয়ের বিশেষ (—বিভিন্নতা) বশতঃ ব্রহ্ম শব্দের ন্যায় তাহার গৌণ ও মুখ্য প্রয়োগ হইবে।৩ যেমন "তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, তপস্যাই ব্রহ্ম", ইত্যাদি এই প্রকরণে ব্রহ্মশব্দ এক

শাঙ্করভাষ্যম্

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপঃ ব্রহ্ম" (তৈঃ ৩.২), ইতি অস্মিন্ অধিকারে অন্নাদিষু গৌণঃ প্রয়োগঃ আনন্দে চ মুখ্যঃ।৪ যথা চ তপসি ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধনে ব্রহ্মশব্দঃ ভক্ত্যা প্রযুজ্যতে, অঞ্জসা তু বিজ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি, তদ্বৎ।৫ কথং পুনঃ অনুৎপত্তৌ নভসঃ "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ (ছাঃ ৬।২।১), ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে? ৬ ননু নভসা দ্বিতীয়েন সদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি।৭ কথং চ ব্রহ্মণি বিদিতে সর্ব্বং বিদিতং স্যাৎ ইতি? ৮ তদ্ উচ্যতে—"একম্ এব" ইতি তাবৎ স্বকার্য্যাপেক্ষয়া উপপদ্যতে।৯ যথা লোকে কশ্চিৎ কুম্ভকারকুলে পূর্ব্বেদ্যুঃ মৃদ্দণ্ডচক্রাদিনী চ উপলভ্য অপরেদ্যুশ্চ নানাবিধানি অমত্রাণি প্রসারিতানি উপলভ্য ব্রূয়াৎ 'মৃদেব একাকিনী পূর্ব্বেদ্যুঃ আসীৎ' ইতি।১০ সঃ চ তয়া অবধারণয়া মৃৎকার্য্যজাতম্ এব পূর্ব্বেদ্যুঃ ন আসীৎ ইতি অভিপ্রেয়াৎ, ন দণ্ডচক্রাদি।১১ তদ্বৎ

ভাষ্যানুবাদ

হইলেও অন্ন প্রভৃতিতে তাহার গৌণ প্রয়োগ এবং আনন্দে মুখ্য প্রয়োগ হইয়াছে।৪ আর যেমন [উক্ত স্থলেই] ব্রহ্মবিজ্ঞানের সাধনভূত তপস্যাতে ব্রহ্মশব্দ ভক্তিবশতঃ (—গৌণী বৃত্তিতে অভিন্নতার আরোপকরতঃ) প্রযুক্ত হইতেছে, বিজ্ঞেয় ব্রহ্মে কিন্তু [তাহা] সম্যগ্ভাবে (—মুখ্যা বৃত্তিতে) প্রযুক্ত হইতেছে, তাহার ন্যায় 'প্রস্তাবিত স্থলেও বুঝিতে হইবে'।৫ [অতএব আকাশোৎপত্তিশ্রুতিবাক্য গৌণার্থক হওয়ায় তাহার নিত্যতাই সিদ্ধ হয়]।

[শঙ্কা—আকাশ নিত্য হইলে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' এবং 'অদ্বিতীয়তা' শ্রুতির বাধ।]

[সিদ্ধান্তীর শঙ্কা—] আচ্ছা, আকাশ উৎপন্ন না হইলে (—নিত্য পদার্থ হইলে, "ব্রহ্ম] নিশ্চিতরূপে এক ও অদ্বিতীয়", ইত্যাদি এই প্রতিজ্ঞা কিপ্রকারে সমর্থিত হইতেছে ?৬ [যেহেতু] দেখ, আকাশরূপ দ্বিতীয় পদার্থের দ্বারা ব্রহ্ম সদ্বিতীয় হইয়া পড়িতেছেন।৭ আর [ব্রহ্মভিন্ন নিত্য আকাশবস্তু বিদ্যমান থাকিলে] ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে কিপ্রকারে সমস্ত বিজ্ঞাত হইবে ?৮

[একদেশী—ব্রহ্মের একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব এবং 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের' গৌণতা প্রতিপাদনদ্বারা সপক্ষ স্থাপন।]

[একদেশীর সমাধান—] তাহা বলা হইতেছে—"নিশ্চিতরূপে এক", এই বাক্যটী [উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থাতে] নিজের কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া সঙ্গত হইতেছে (—সৃষ্টিক্রিয়ার পূর্ব্বাবস্থাতে কোন কার্য্য না থাকায় 'ব্রহ্ম একই ছিলেন', ইহাই উক্ত বাক্যটীর অর্থ)।৯ যেমন লোকমধ্যে কোন ব্যক্তি কুম্ভকারগৃহে পূর্ব্ব দিবসে মৃত্তিকা দণ্ড ও চক্র প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া পর দিবসে [ঘট ও শরাবাদি] নানাপ্রকার অমত্র (—পাত্র) সকল প্রসারিত আছে দর্শনকরতঃ বলিয়া থাকে—'পূর্ব্ব দিবসে একমাত্র মৃত্তিকাই বিদ্যমান ছিল', ইত্যাদি।১০ আর সেই ব্যক্তি সেইপ্রকার নিশ্চয়ের দ্বারা (—একমাত্র মৃত্তিকার সত্তানিশ্চয়দ্বারা) মৃত্তিকার কার্য্যসকলই পূর্ব্ব দিবসে ছিল না,

শাঙ্করভাষ্যম্

অদ্বিতীয়শ্রুতিঃ অধিষ্ঠাত্রন্তরং বারয়তি।১২ যথা মৃদঃ অমত্রপ্রকৃতেঃ কুম্ভকারঃ অধিষ্ঠাতা দৃশ্যতে, নৈবং ব্রহ্মণঃ জগৎপ্রকৃতেঃ অন্যঃ অধিষ্ঠাতা অস্তি ইতি।১৩ ন চ নভসাপি দ্বিতীয়েন সদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম প্রসজ্যতে।১৪ লক্ষণান্যত্বনিমিত্তং হি নানাত্বম্।১৫ ন চ প্রাগুৎপত্তেঃ ব্রহ্মনভসোঃ লক্ষণান্যত্বম্ অস্তি, ক্ষীরোদকয়োরিব সংসৃষ্টয়োঃ ব্যাপিত্বামূর্ত্তত্বাদিধর্ম্মসামান্যাৎ।১৬ সর্গকালে তু ব্রহ্ম জগদুৎপাদয়িতুং যততে, স্তিমিতম্ ইতরৎ তিষ্ঠতি, তেন অন্যত্বম্ অবসীয়তে।১৭ তথাচ "আকাশশরীরং ব্রহ্ম"

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করে; কিন্তু দণ্ড ও চক্র প্রভৃতি ছিল না, এইপ্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করে না (৬)।১১ অদ্বিতীয় শ্রুতিও তদ্রূপ অন্য অধিষ্ঠাতাকে (—নিমিত্তকারণকে) বারণ করে [কিন্তু আকাশের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে নহে]।১২ যেমন [ঘটাদি] পাত্রসকলের উপাদান মৃত্তিকার অধিষ্ঠাতৃরূপে কুম্ভকার পরিদৃষ্ট হয়, এইপ্রকারে জগতের উপাদান ব্রহ্মের অন্য অধিষ্ঠাতা (—প্রেরক) নাই, 'ইহাই উক্ত অদ্বিতীয় শ্রুতির তাৎপর্য্য'।১৩ [কিন্তু আকাশের বিদ্যমানতাবশতঃ ব্রহ্ম সদ্বিতীয় হইয়া পড়িবেন, ইহার কি গতি হইবে? উত্তর—] আর আকাশরূপ দ্বিতীয়ের দ্বারা ব্রহ্ম সদ্বিতীয় হইয়া পড়েন না।১৪ যেহেতু লক্ষণের বিভিন্নতাবশতঃ [বস্তুর] বিভিন্নতা সিদ্ধ হয়।১৫ [কিন্তু আকাশের 'শব্দাশ্রয়ত্ব' এবং ব্রহ্মের 'শব্দাদিরাহিত্যরূপ' লক্ষণভেদ তো আছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—কার্য্যসকলের] উৎপত্তির পূর্ব্বে কিন্তু ব্রহ্ম ও আকাশের বিভিন্ন লক্ষণ থাকে না, যেহেতু পরস্পর মিশ্রিত দুগ্ধ ও জলের ন্যায় [ব্রহ্ম ও আকাশের] ব্যাপিত্ব অমূর্ত্তত্ব [নিরবয়বত্ব অরূপত্ব] প্রভৃতি ধর্ম্মসকল সমান।১৬ [কিন্তু ধর্ম্ম সমান হইলে তাহাদের বিভিন্নতা কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সৃষ্টিকালে কিন্তু ব্রহ্ম জগতের উৎপাদনের জন্য প্রযত্ন করেন, অপরটী (—আকাশ) স্তিমিতরূপে (—নিষ্ক্রিয়রূপে) অবস্থান করে, সেইহেতু [ব্রহ্ম ও আকাশের] বিভিন্নতা নিশ্চিত হয়।১৭ [আকাশের সহিত ব্যাপিত্বাদি ধর্ম্মের সমতাবশতঃ ব্রহ্মকে গৌণভাবে অদ্বিতীয় বলা হয়, ইহা প্রতিপাদন করিয়া এই বিষয়ে শ্রুতির অনুকূলতা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর তাহা

ভাবদীপিকা

(৬) তাৎপর্য্য এই—"একম্ এব", এই বাক্যের দ্বারা উৎপত্তির পূর্ব্বে 'ব্রহ্মের কার্য্যসকল ছিল না, তিনি একাই বিদ্যমান ছিলেন', ইহাই বিবক্ষিত। যাহা ব্রহ্মের কার্য্য নহে, সেই ব্রহ্মভিন্ন নিত্য আকাশ জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকুক, ক্ষতি কি? এইভাবে ব্রহ্মের একত্ব যে গৌণ, আকাশের বিদ্যমানতাবশতঃ মুখ্য নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইল। কিন্তু আকাশ বস্তুতঃ বিদ্যমান থাকিলে ব্রহ্ম সদ্বিতীয় হইয়া পড়িবেন, ফলে "অদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতির বিরোধ হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—তদ্বৎ—'অদ্বিতীয়' ইত্যাদি (১২ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

(তৈঃ ১।৬।২), ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ অপি ব্রহ্মাকাশয়োঃ অভেদোপচারসিদ্ধিঃ ।১৮ অতএব চ ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধিঃ ।১৯ অপিচ সর্ব্বং কার্য্যম্ উৎপদ্যমানম্ আকাশেন অব্যতিরিক্তদেশকালম্ এব উৎপদ্যতে, ব্রহ্মণা চ অব্যতিরিক্তদেশকালম্ এব আকাশং ভবতি ইতি ।২০ অতঃ ব্রহ্মণা তৎকার্য্যেণ চ বিজ্ঞাতেন সহবিজ্ঞাতম্ এব আকাশং ভবতি ।২১ যথা ক্ষীরপূর্ণে ঘটে কতিচিৎ অব্বিন্দবঃ প্রক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ ক্ষীরগ্রহণেনৈব, গৃহীতা ভবন্তি, ন হি ক্ষীরগ্রহণাৎ অব্বিন্দুগ্রহণং পরিশিষ্যতে ।২২ এবং ব্রহ্মণা তৎকার্য্যৈশ্চ অব্যতিরিক্তদেশকালত্বাৎ গৃহীতম্ এব ব্রহ্মগ্রহণেন নভঃ ভবতি ।২৩ তস্মাৎ ভাক্তং নভসঃ সম্ভবশ্রবণম্ ইতি ।২৪।।২।৩।৫।।

ভাষ্যানুবাদ

হইলেই (—ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা গৌণ হইলেই) "ব্রহ্ম আকাশশরীর", ["আকাশঃ আত্মা", "খং ব্রহ্ম",] ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতেও ব্রহ্ম এবং আকাশের অভেদোপচার (— গৌণভাবে অভিন্নতা কথন) সিদ্ধ হয় ।১৮ [এক্ষণে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানও' যে গৌণ, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—] আর এই হেতুবশতঃই (—বিভিন্ন লক্ষণের অভাবে প্রলয়কালে ব্রহ্ম ও আকাশের স্বরূপভেদ অবগত হওয়া যায় না বলিয়া সেই গৌণ অভিন্নতাবশতঃই) ব্রহ্মবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় ।১৯ [অতএব আকাশ নিত্য পদার্থ হইলে কোন বিরোধ হয় না] ।

[একদেশী—অভিন্নদেশকালতাবশতঃ প্রকারান্তরে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধি'। স্বমতের উপসংহার।]

আর এক কথা, উৎপদ্যমান সকল কার্য্য আকাশের সহিত অভিন্ন দেশকালেই উৎপন্ন হয়, (—যখন যে দেশে কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, তখন সেই দেশে আকাশ বর্ত্তমান থাকেই), আর আকাশ ব্রহ্মের সহিত অভিন্নদেশকাল হইয়া থাকে (—ব্রহ্ম ও আকাশ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকে) ।২০ এইহেতু ব্রহ্মের সহিত তাঁহার কার্য্যসকল বিজ্ঞাত হইলে আকাশ সহবিজ্ঞাতই (—যুগপৎ বিজ্ঞাতই) হইয়া থাকে ।২১ যেমন দুগ্ধপূর্ণ ঘটে কতিপয় বারিবিন্দু প্রক্ষিপ্ত হইলে দুগ্ধের গ্রহণদ্বারাই [সেই বারিবিন্দুসকল] গৃহীত হইয়া থাকে, যেহেতু দুগ্ধের গ্রহণবশতঃ বারিবিন্দুর গ্রহণ অবশিষ্ট থাকে না । ২২ এইপ্রকারে ব্রহ্মের সহিত ও তাঁহার কার্য্যসকলের সহিত অভিন্নদেশকালে বর্ত্তমান থাকায় ব্রহ্মের গ্রহণ (—তদ্বিষয়ক জ্ঞান) হইলে তাঁহার সহিত আকাশ অবশ্যই গৃহীত (—বিজ্ঞাত) হইয়া থাকে। [অতএব কেবল প্রলয়কালেই (১৯ বাক্য) যে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়', তাহা নহে ; স্থিতিকালেও তাহাতে কোন বিরোধ হয় না] ।২৩ সেইহেতু (—এইপ্রকারে ব্রহ্মের একত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব ও 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান'

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধ হয় বলিয়া) আকাশের উৎপত্তিশ্রবণ (—তৎপ্রতিপাদিকা শ্রুতি) ভাক্ত (—গৌণী) ইত্যাদি।২৪ [অতএব 'আকাশের উৎপত্তিশ্রুতি গৌণী হওয়ায় তাহার অনুৎপত্তিশ্রুতির সহিত বিরোধ হয় না বলিয়া বেদ অপ্রমাণ নহে।] ॥২।৩।৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্—এবং প্রাপ্তে ইদম্ আহ—

ভাষ্যানুবাদ—এইপ্রকার [একদেশিসিদ্ধান্ত] প্রাপ্ত হইলে [মুখ্যসিদ্ধান্তী] ইহা বলিতেছেন—

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] **প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥২।৩।৬॥**

পদচ্ছেদ—প্রতিজ্ঞা-অহানিঃ, অব্যতিরেকাৎ, শব্দেভ্যঃ।

সূত্রার্থ—[একদেশিমতং দূষয়ন্ সিদ্ধান্তয়তি—] **অব্যতিরেকাৎ**—বিজ্ঞেয়াৎ ব্রহ্মণঃ কৃৎস্নস্য বস্তুজাতস্য অভেদাৎ, **প্রতিজ্ঞাঽহানিঃ**—আত্মবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়াঃ অহানিঃ—অপরিত্যাগঃ ভবতি। [ব্রহ্মভিন্নসত্তাকস্য নিত্যস্য আকাশস্য অভ্যুপগমে সা প্রতিজ্ঞা হীয়েত। অতঃ তৎসিদ্ধয়ে আকাশস্য উৎপত্তিঃ অঙ্গীকর্ত্তব্যা। কিঞ্চ] **শব্দেভ্যঃ**—"ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৬।৮।৭), ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ কার্য্যকারণাভেদপরেভ্যঃ [প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিঃ অবগম্যতে]।

অনুবাদ—[একদেশিমতে দোষ প্রদর্শনকরতঃ সিদ্ধান্ত বর্ণনা করিতেছেন—] **অব্যতিরেকাৎ**—বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে সমগ্র বস্তুজাত অভিন্ন হওয়ায়, **প্রতিজ্ঞাঽহানিঃ**—'আত্মবিজ্ঞান হইতে সর্ব্ববিজ্ঞানবিষয়ক প্রতিজ্ঞার', অহানিঃ—পরিত্যাগ হয় না। [ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সত্তাবিশিষ্ট (—ভিন্নভাবে অবস্থিত) নিত্য আকাশ অঙ্গীকার করিলে সেই প্রতিজ্ঞা পরিত্যক্ত হইয়া পড়িবে। অতএব তাহার সিদ্ধির জন্য আকাশের উৎপত্তি অঙ্গীকার করা উচিত। আর দেখ,] **শব্দেভ্যঃ**—"এই সকলই এতদাত্মক (—এই আত্মার দ্বারা আত্মবান্"), ইত্যাদি কার্য্য ও কারণের অভিন্নতাপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল হইতে ['একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ' প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি হয়, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" (ছাঃ ৬।১।৩) **ইতি, "আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্"** (বৃঃ ৪।৫।৬) **ইতি, "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি"** (মুঃ ১।১।৩) **ইতি, "ন কাচন মদ্বহির্ধা বিদ্যা অস্তি", ইতি চ এবংরূপা প্রতিবেদান্তং**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' সিদ্ধির জন্য আকাশের উৎপত্তি স্বীকার্য্য।]

"যাহার (—যদ্বিষয়ক জ্ঞানের) দ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়" ইত্যাদি, "প্রিয়ে, আত্মা দৃষ্ট হইলে, শ্রুত হইলে, বিচারিত হইলে এবং বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়" ইত্যাদি, "হে ভগবন্, কোন্ বস্তুটী বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়', ইত্যাদি এবং "আমার বাহিরে

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিজ্ঞা বিজ্ঞায়তে ।১ তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ এবম্ অহানিঃ অনুপরোধঃ স্যাৎ, যদি অব্যতিরেকঃ কৃৎস্নস্য বস্তুজাতস্য বিজ্ঞেয়াৎ ব্রহ্মণঃ স্যাৎ ।২ ব্যতিরেকে হি সতি 'একবিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিজ্ঞায়তে', ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত ।৩ সঃ চ অব্যতিরেকঃ এবম্ উপপদ্যতে যদি কৃৎস্নং বস্তুজাতম্ একস্মাৎ ব্রহ্মণঃ উৎপদ্যেত ।৪ শব্দেভ্যশ্চ প্রকৃতিবিকারাব্যতিরেকন্যায়েন এব প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিঃ অবগম্যতে ।৫ তথাহি "যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি", ইতি প্রতিজ্ঞায় মৃদাদিদৃষ্টান্তৈঃ কার্য্যকারণাভেদপ্রতিপাদনপরৈঃ

ভাষ্যানুবাদ

(—আমাকে বিষয় করে না, এতাদৃশ) কোনপ্রকার বিদ্যা নাই (—আত্মভিন্ন জ্ঞেয় কিছুই নাই", ইত্যাদি এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা [বেদচতুষ্টয়ান্তর্গত] প্রত্যেক উপনিষদে অবগত হওয়া যাইতেছে।১ সেই প্রতিজ্ঞার এইপ্রকারে অহানি অর্থাৎ বাধাভাব (—অপরিত্যাগ) হয়, যদি সমগ্র বস্তুজাত বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হয়।২ যেহেতু [বস্তুসকল ব্রহ্ম হইতে] ভিন্ন হইলে 'একবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তু বিজ্ঞাত হয়', ইত্যাদি এই প্রতিজ্ঞা ত্যক্ত হইয়া পড়িবে।৩ আর [ব্রহ্মের সহিত বস্তুসকলের] সেই অভিন্নতা এইপ্রকারে যুক্তিসঙ্গত হয়, যদি সমগ্র বস্তুজাত এক ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়।৪ [কিন্তু জীবাদির ন্যায় আকাশ উৎপন্ন না হইলেও যদি ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে কল্পিতরূপে অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলেও উক্ত প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'প্রকৃতি (—উপাদানকারণ) ও বিকার (—তাহার কার্য্য) অভিন্ন', এই যুক্তির দ্বারাই ['একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ'] প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি শব্দসকল (—শ্রুতিসকল) হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে (৭)।৫ [কি সেই শ্রুতি, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, "যাহার দ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়", ইহা

ভাবদীপিকা

(৭) এই স্থলে তাৎপর্য্য এই—চেতন জীব আত্মা হওয়ায় চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। আর অজ্ঞান এবং ব্রহ্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ, উভয়ই রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে কল্পিত হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে তাহাদের অভিন্নতা অঙ্গীকারে কোন বাধা নাই,কারণ অজ্ঞানের স্বাধীন সত্তা সম্ভব নহে। কিন্তু লোকদৃষ্টিতে মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন ঘটের ন্যায়, অজ্ঞান হইতে ভিন্ন আকাশপদার্থ যদি অজ্ঞানের কার্য্যরূপে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মে কল্পিত অজ্ঞানের ব্রহ্মাভিন্নতার ন্যায় তাহারও ব্রহ্মাভিন্নতা সিদ্ধ হইবে না। সেইহেতু আকাশকে কার্য্যপদার্থরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি আকাশকে নিত্যপদার্থরূপে অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে সাংখ্যসম্মত প্রধানের ন্যায় তাহা স্বাধীন পদার্থ হইয়া পড়িবে, কারণ ন্যায়বিদ্গণ বলেন—"নিত্যদ্রব্যাণি স্বতন্ত্রাণি ভিন্নানি অনাশ্রিতানি"—'নিত্যদ্রব্যসকল স্বতন্ত্র, পরস্পর ভিন্ন এবং অপর কিছুতে আশ্রিত নহে'। ফলে নিত্যপদার্থ আকাশ বাদ পড়িয়া যায় বলিয়া 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' সিদ্ধ হইবে না।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিজ্ঞা এষা সমর্থ্যতে।৬ তৎসাধনায় এব চ উত্তরে শব্দাঃ "সদেব্য সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ (ছাঃ ৬।২।১), **"তদ্ ঐক্ষত", "তৎ তেজোঽসৃজত"** (ছাঃ ৬।২।৩), **ইতি এবং কার্য্যজাতং ব্রহ্মণঃ প্রদর্শ্য অব্যতিরেকং প্রদর্শয়ন্তি—"ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বম্"** (ছাঃ ৬।৮।৭), **ইতি আরভ্য আপ্রপাঠকপরিসমাপ্তেঃ।৭ তৎ যদি আকাশং ন ব্রহ্মকার্য্যং স্যাৎ, ন ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে আকাশং বিজ্ঞায়েত; ততশ্চ প্রতিজ্ঞাহানিঃ স্যাৎ।৮ ন চ প্রতিজ্ঞাহান্যা বেদস্য অপ্রামাণ্যং যুক্তং কর্ত্তুম্।৯ তথাহি প্রতিবেদান্তং তে তে শব্দাঃ তেন তেন দৃষ্টান্তেন তাম্ এব প্রতিজ্ঞাং স্থাপয়ন্তি "ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা"** (বৃঃ ২।৪।৬), **"ব্রহ্ম এব ইদম্ অমৃতং পুরস্তাৎ"** (মুঃ ২।২।১১), **ইতি এবমাদয়ঃ।১০ তস্মাৎ জ্বলনাদিবৎ এব গগনম্ অপি উৎপদ্যতে।১১ যদুক্তম্ 'অশ্রুতেঃ ন বিয়ৎ উৎ-**

ভাষ্যানুবাদ

প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্য্য ও কারণের অভিন্নতা প্রতিপাদনপর মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তসকলের দ্বারা [একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানরূপ] এই প্রতিজ্ঞা সমর্থিত হইতেছে।৬ আর তাহা সাধন করিবার জন্যই পরবর্ত্তী শব্দসকল (—শ্রুতিবাক্যসকল) "হে সোম্য, উৎপত্তির পুর্ব্বে ইহা (—জগৎ) এক ও অদ্বিতীয় সদ্রূপেই বিদ্যমান ছিল", "তিনি ঈক্ষণ করিলেন", "তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি এইপ্রকারে ব্রহ্মের কার্য্যসকলকে প্রদর্শন করিয়া "এই সকলই এতদাত্মক (—এই সদাখ্য আত্মার দ্বারা আত্মবান্"), এইপ্রকারে আরম্ভকরতঃ [ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ] অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত [কারণের সহিত কার্য্যসকলের] অভিন্নতা প্রদর্শন করিতেছে।৭ সেইহেতু আকাশ যদি ব্রহ্মের কার্য্য না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে আকাশ বিজ্ঞাত হইবে না; আর তাহা হইলে ['একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান'] প্রতিজ্ঞার পরিত্যাগ হইয়া পড়িবে।৮ [হউক্, ক্ষতি কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রতিজ্ঞাপরিত্যাগের দ্বারা কিন্তু বেদের অপ্রামাণ্য সাধন করা যুক্তিসঙ্গত নহে।৯ যেহেতু দেখ, প্রত্যেক উপনিষদে সেই সেই শ্রুতিসকল ['দুন্দুভি' 'শঙ্খ' 'বীণা' (বৃঃ ২।৪।৭-৯) উর্ণনাভি' (মুঃ ১।১।৭) এবং 'মৃত্তিকা' (ছাঃ ৬।১।৪) ইত্যাদি] সেই সেই দৃষ্টান্তের দ্বারা সেই ['একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান'] প্রতিজ্ঞাটীকেই স্থাপন করিতেছেন, যথা—"এই সমস্তই 'তাহা', যাহা এই আত্মা", "এই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই পুরোভাগে অবস্থিত", ইত্যাদি এই সকল।১০ সেইহেতু (—শ্রৌত প্রতিজ্ঞা এইপ্রকারেই সিদ্ধ হয় বলিয়া) বহ্নি প্রভৃতির ন্যায়ই আকাশও উৎপন্ন হয়, [ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে; স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যার দ্বারা তাহার অন্যথা করা উচিত নহে]।১১

শাঙ্করভাষ্যম্

পদ্যতে' ইতি।১২ তৎ অযুক্তং বিয়দুৎপত্তিবিষয়শ্রুত্যন্তরস্য দর্শিতত্বাৎ "তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১), ইতি।১৩ সত্যং দর্শিতং, বিরুদ্ধং তু "তৎ তেজঃ অসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩), ইতি অনেন শ্রুত্যন্তরেণ।১৪ ন, একবাক্যত্বাৎ সর্বশ্রুতীনাম্।১৫ ভবতু একবাক্যত্বম্ অবিরুদ্ধানাম্, ইহ তু বিরোধঃ উক্তঃ; সকৃৎ শ্রুতস্য স্রষ্টুঃ স্রষ্টব্যদ্বয়সম্বন্ধাসম্ভবাৎ, দ্বয়োশ্চ প্রথমজত্বাসম্ভবাৎ, বিকল্পাসম্ভবাৎ চ।১৬ নৈষঃ দোষঃ, তেজঃসর্গস্য তৈত্তিরীয়কে তৃতীয়ত্বশ্রবণাৎ "তস্মাদ্ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ" (তৈঃ ২।১), ইতি।১৭ অশক্যা হি ইয়ং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ— প্রথমে তৈত্তিরীয়বাক্যের সহিত তুলনা ছান্দোগ্যবাক্যের একবাক্যতাদ্বারা আকাশের উৎপত্তি সমর্থন।]

আর যে বলা হইয়াছে—'শ্রুতিতে পঠিত হয় নাই বলিয়া আকাশ উৎপন্ন হয় না' (২।৩।১ সূঃ), ইত্যাদি।১২ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু আকাশের উৎপত্তি-বিষয়ক অন্য শ্রুতি প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—"সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি।১৩ [পূর্ব্বপক্ষী—] হাঁ সত্য, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা "তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন", এই অন্য শ্রুতির সহিত বিরুদ্ধ।১৪ [উত্তরে সিঃ বলেন—] না, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু সকল শ্রুতির একবাক্যতা হইয়া থাকে (—সকল শ্রুতি একই অর্থ প্রতিপাদন করেন)।১৫ [পূর্ব্বপক্ষী—] অবিরুদ্ধ শ্রুতিসকলের একবাক্যতা হউক্, এখানে কিন্তু [তাহাদের মধ্যে] বিরোধ কথিত হইয়াছে; যেহেতু একবার মাত্র শ্রুত স্রষ্টার সহিত স্রষ্টব্য পদার্থদ্বয়ের [যুগপৎ বা ক্রমশঃ] সম্বন্ধ সম্ভব নহে; যেহেতু [তেজঃ ও আকাশ] দুইটীরই [যুগপৎ] প্রথমে উৎপত্তি (—সমুচ্চয়) সম্ভব নহে (৫১৬পৃঃ ১২ ভাষ্যবাক্য) এবং যেহেতু [শাখাভেদে তাহাদের উৎপত্তির প্রাথম্য প্রতিপাদনরূপ] বিকল্পও সম্ভব নহে (৮)।১৬ [উত্তরে সিঃ বলেন—] ইহা দোষ নহে, তৈত্তিরীয়কে তেজের সৃষ্টির তৃতীয়ত্ব (—তৃতীয় স্থলে বর্ণনা) শ্রুত হইয়াছে, যথা—"সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল,

ভাবদীপিকা

(৮) কোন শাখাতে আকাশের সৃষ্টি প্রথমে বর্ণিত হওয়ায় এবং কোন শ্রুতিতে তেজের সৃষ্টি প্রথমে বর্ণিত হওয়ায় কখনও আকাশের সৃষ্টি প্রথমে হয়, কখনও বা তেজের সৃষ্টি প্রথমে হয়, এইপ্রকার বিকল্প (১।১০৯পৃঃ) অঙ্গীকার করা যায় না, কারণ অস্মদাদির সম্পাদনযোগ্য ক্রিয়াতেই বিকল্প সম্ভব, যথা "উদিতে জুহোতি, অনুদিতে জুহোতি", ইত্যাদি। সৃষ্টি কিন্তু দ্রব্য পদার্থ ["আকাশসর্গো ধর্ম্মী", (রত্নপ্রভা)। "সর্গস্তু পদার্থঃ" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ]। প্রাথম্য সেই দ্রব্যের ধর্ম্ম। দ্রব্যে বিকল্প সম্ভব নহে। যেমন 'ইহা কখনও ঘট, কখনও বা পট', এইপ্রকার বস্তুস্থিতি সম্ভব নহে, তদ্রূপ। অতএব সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের একার্থপ্রতিপাদকতা সম্ভব নহে বলিয়া শ্রুতি প্রমাণ নহে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রুতিঃ অন্যথা পরিণেতুম্।১৮ শক্যা তু পরিণেতুং ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ ‘তৎ আকাশং বায়ুং চ সৃষ্ট্বা “তৎ তেজোঽসৃজত” ইতি।১৯ ন হি ইয়ং শ্রুতিঃ তেজোজনিপ্রধানা সতী শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধাম্ আকাশস্য

ভাষ্যানুবাদ

আকাশ হইতে বায়ু, [এবং] বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল”, ইত্যাদি।১৭ এই শ্রুতিকে কদাপি অন্যপ্রকারে পরিণত (—ব্যাখ্যা) করিতে পারা যায় না (৯)।১৮ ছান্দোগ্যশ্রুতিকে কিন্তু [অন্যপ্রকারে] পরিণত করিতে পারা যায়, যথা—‘তিনি আকাশ ও বায়ুকে সৃষ্টি করিয়া “তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন”, ইত্যাদি।১৯ [একদেশী “তৎ তেজোঽসৃজত”, এই ছান্দোগ্যশ্রুতিবলে আকাশের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিতেছেন না। সিদ্ধান্তী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন— ছান্দোগ্যশ্রুতি কি তেজের উৎপত্তিই প্রতিপাদন করেন, অথবা তেজের উৎপত্তি ও আকাশের অনুৎপত্তি, উভয়ই প্রতিপাদন করেন ? প্রথম পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] এই [ছান্দোগ্য] শ্রুতি প্রধানভাবে তেজের উৎপত্তি প্রতিপাদিকা হইয়া অন্য শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আকাশের উৎপত্তিকে নিশ্চয়ই বারণ করিতে সমর্থ নহে। [যেহেতু

ভাবদীপিকা

(৯) কেন পারা যায় না ? তাহা বলা হইতেছে। ছান্দোগ্যে বর্ণিত তেজঃসৃষ্টির প্রাথম্য অঙ্গীকার করিলে তৈত্তিরীয়কে বর্ণিত আকাশসৃষ্টি ও তাহার প্রাথম্য, এই উভয়ই বাধিত হইয়া পড়ে। কিন্তু আকাশসৃষ্টির প্রাথম্য অঙ্গীকার করিলে তেজঃসৃষ্টির প্রাথম্যটী মাত্র বাধিত হয়, তেজের সৃষ্টি বাধিত হয় না, কারণ “বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল”, এই প্রকারে তাহার অন্য উৎপত্তিস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব লাঘবানুরোধে আকাশসৃষ্টিরূপ ধর্মী এবং তাহার প্রাথম্যরূপ ধর্ম্ম, এই দুইটী বাধিত হওয়া অপেক্ষা তেজঃসৃষ্টিরূপ ধর্ম্মীর প্রাথম্যরূপ ধর্ম্মটী মাত্র বাধিত হওয়াই সঙ্গত। **আর দেখ,** দুইটী শ্রুতিবাক্যের মধ্যে যদি একটীর অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা সম্ভব হয় এবং অপরটীর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে শেষোক্তটী হয় বলবান্। আকাশসৃষ্টি ও তাহার প্রাথম্য, উভয়ই বাধিত হইয়া পড়িবে বলিয়া, তৈত্তিরীয়বাক্যকে অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না বলিয়া, “আত্মনঃ আকাশঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ”, ইত্যাদি প্রকারে তত্তৎ কার্য্যের প্রকৃতিতে (—উপাদানে) রূঢ় পঞ্চমীবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণ আছে বলিয়া এবং তাহার দ্বারা সৃষ্টির পৌর্ব্বাপর্য্যরূপ ক্রম বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া তৈত্তিরীয়শ্রুতিবাক্যই ছান্দোগ্যবাক্যাপেক্ষা বলবান্। সেইহেতু দুর্ব্বল ছান্দোগ্যবাক্যে প্রতিপাদিত তেজোৎপত্তিকে তৃতীয় স্থানে ন্যস্ত করিয়া প্রবল তৈত্তিরীয়বাক্যের সহিত তাহার একবাক্যতাই সঙ্গত। তাহাতে অপৌরুষেয় বেদের অপ্রামাণ্য কল্পনা করিতে হইবে না। এই সকল হেতুবশতঃ তৈত্তিরীয়শ্রুতিবাক্যকে অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না, ইহাই ভাব। এক্ষণে “তৎ তেজোঽসৃজত” এই ছান্দোগ্যবাক্যকে অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়, সেইহেতু তাহা “ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ” এই তৈত্তিরীয়ক বাক্যাপেক্ষা দুর্ব্বল, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—**শক্যা তু**—‘ছান্দোগ্য’ ইত্যাদি (১৯ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

উৎপত্তিং বারয়িতুং শক্নোতি।২০ একস্য বাক্যস্য ব্যাপারদ্বয়া-সম্ভবাৎ।২১ স্রষ্টা তু একোঽপি ক্রমেণ অনেকং স্রষ্টব্যং সৃজেৎ।২২ ইতি একবাক্যত্বকল্পনায়াং সম্ভবন্ত্যাং ন বিরুদ্ধার্থত্বেন শ্রুতিঃ হাতব্যা।২৩ ন চ অস্মাভিঃ সকৃৎ শ্রুতস্য স্রষ্টুঃ স্রষ্টব্যদ্বয়সম্বন্ধঃ অভিপ্রেয়তে, শ্রুত্যন্তরবশেন স্রষ্টব্যান্তরোপসংগ্রহাৎ।২৪ যথা চ

ভাষ্যানুবাদ

আকাশের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হইলে ছান্দোগ্যশ্রুতির সহিত বিরোধ হয় না, ইহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে।২০ দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—] একই [ছান্দোগ্য] বাক্যের দুইটী ব্যাপার (— উভয়প্রকার অর্থ) সম্ভব নহে। [কারণ তাহাতে বাক্যভেদদোষ ও অন্য শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে। অতএব ছান্দোগ্য-শ্রুতি আকাশের উৎপত্তি নিরাকরণ করিতে পারে না, ইহা সিদ্ধ হইল।২১ আচ্ছা, একই স্রষ্টার অনেক স্রষ্টব্যের সহিত সম্বন্ধের ন্যায় একই বাক্যের অনেক অর্থ হইবে না কেন ? তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] স্রষ্টা কিন্তু এক হইলেও ক্রমশঃ অনেক স্রষ্টব্যকে সৃষ্টি করিতে পারেন।২২ [শ্রুতি বাক্যের অর্থবোধকালে কিন্তু তাহা সম্ভব নহে], এইহেতু একবাক্যতা কল্পনা করা সম্ভব হইলে বিরুদ্ধ অর্থ প্রতি-পাদিকারূপে শ্রুতিকে ত্যাগ করা উচিত নহে (১০)।২৩ আমরা কিন্তু একবারমাত্র শ্রুত স্রষ্টার সহিত দুইটী স্রষ্টব্য বস্তুর সম্বন্ধ অভিপ্রায় (—স্বীকার) করিতেছি না, যেহেতু অন্য শ্রুতির (—তৈঃ শ্রুতির) বলে [আকাশাদি] অন্য স্রষ্টব্য বস্তু সংগৃহীত হইয়া থাকে (১১)।২৪ আর যেমন "এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, যেহেতু

ভাবদীপিকা

(১০) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—একই স্রষ্টা, যথা কুলাল, ক্রমশঃ ঘট ও শরাবাদি নির্ম্মাণ করে, ইহা দৃষ্ট সিদ্ধ। সুতরাং একই স্রষ্টার অনেক স্রষ্টব্যের সহিত সম্বন্ধ সম্ভব। শব্দের অর্থবোধকালে কিন্তু তাহা সম্ভব নহে, কারণ একই বাক্যের নানাপ্রকার অর্থ সম্ভব হয় না। যে স্থলে নানার্থক শব্দের প্রয়োগ হয়, যথা—"পয়ঃ অনয়" ইত্যাদি, সেই স্থলে 'পয়স্' শব্দের অর্থ দুগ্ধ ও জল উভয়ই হওয়ায় 'জল আনয়ন কর' ও 'দুগ্ধ আনয়ন কর', এইপ্রকারে বাক্য-ভেদ (—বিভিন্ন বাক্য) অঙ্গীকার করিয়াই অর্থবোধ করিতে হইবে। অপৌরুষেয় শ্রুতিতে কিন্তু তাহা সম্ভব নহে (১৷৩৯১ পৃঃ ১৯ ভাবদীপিকা দ্রষ্টব্য)। যদি বলা হয়—আবৃত্তি ব্যতিরিকে যদি এক বাক্যের অনেক অর্থ কল্পনা করা না যায়, তাহা হইলে তৈঃ শ্রুতি হইতে আকাশোৎ-পত্তিক ছান্দোগ্যে উপসংহার (—একত্রীকৃত) করিতে হইলে "তৎ তেজোঽসৃজত", এই স্থলে "তৎ আকাশম্ অসৃজত" এইপ্রকারে তৎশব্দের ও অসৃজতশব্দের আবৃত্তিদোষ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**ন চ** – আমরা কিন্তু' ইত্যাদি (২৪ বাক্য)।

(১১) **সিদ্ধান্তীর** তাৎপর্য্য এই—"ছান্দোগ্যস্থতেজোজন্ম আকাশাদিজন্মপূর্ব্বকং, তেজোজন্মত্বাৎ তিত্তিরিস্থতেজোজন্মবৎ", এইপ্রকার অনুমানবলে আমরা "তদাকাশম্ অসৃজত", এইপ্রকার বাক্যান্তরই কল্পনা করি। সেইহেতু আবৃত্তিদোষ হয় না। এক শ্রুতির

শাঙ্করভাষ্যম্

"সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" (ছাঃ ৩।১৪।১) **ইত্যত্র সাক্ষাদেব সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মজত্বং শ্রূয়মাণং ন প্রদেশান্তরবিহিতং তেজঃপ্রমুখম্** উৎপত্তিক্রমং বারয়তি, এবং তেজসঃ অপি ব্রহ্মজত্বং **শ্রূয়মাণং ন শ্রুত্যন্তরবিহিতং নভঃপ্রমুখম্ উৎপত্তিক্রমং বারয়িতুম্ অর্হতি ।২৫ ননু শমবিধানার্থম্ এতদ্ বাক্যম্ "তজ্জলান্ ইতি শান্তঃ উপাসীত", ইতি শ্রুতেঃ।২৬ ন এতৎ সৃষ্টিবাক্যম্।২৭ তস্মাৎ এতৎ ন প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধং ক্রমম্ উপরোদ্ধুম্ অর্হতি ইতি।২৮ "তৎ তেজোঽসৃজত" ইতি এতৎ সৃষ্টিবাক্যম্, তস্মাৎ** অত্র **যথাশ্রুতি-ক্রমঃ গ্রহীতব্যঃ ইতি।২৯ ন ইতি উচ্যতে, নহি তেজঃপ্রাথম্যানু-রোধেন শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধঃ বিয়ৎপদার্থঃ পরিত্যক্তব্যঃ ভবতি, পদার্থধর্ম্মত্বাৎ ক্রমস্য।৩০ অপিচ "তৎ তেজোঽসৃজত" ইতি নাত্র**

ভাষ্যানুবাদ

তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই বিলীন হয় এবং তাঁহাতেই প্রাণনক্রিয়া করে (—স্থিতিকালে তদাশ্রয়েই বর্ত্তমান থাকে"), এই স্থলে সকল বস্তুর সাক্ষাদ্ভাবেই ব্রহ্ম হইতে যে উৎপত্তি শ্রুত হয়, তাহা যেমন [শ্রুতির] প্রদেশান্তরে বিহিত তেজঃপ্রমুখ সৃষ্টিক্রমকে বারণ করে না, এইরূপে তেজেরও যে ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি শ্রুত হয়, তাহা অন্য শ্রুতিতে বিহিত আকাশপ্রমুখ সৃষ্টিক্রমকে বারণ করিতে সমর্থ নহে।২৫ [শঙ্কা—] কিন্তু ["সর্ব্বং খলু" ইত্যাদি] এই বাক্যটী শম (—রাগদ্বেষাদিরাহিত্য) বিধানের জন্য, যেহেতু "তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাঁহাতে বিলীন হয় এবং তদাশ্রয়েই প্রাণনক্রিয়া করে, অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে", এইপ্রকার শ্রুত হইতেছে।২৬ [সুতরাং] ইহা সৃষ্টিপ্রতিপাদক] বাক্যই নহে,।২৭ সেইহেতু [শ্রুতির] অন্য স্থলে বিহিত [সৃষ্টির] ক্রমকে [ইহা] নিবারণ করিবে, ইহা সঙ্গত নহে।২৮ [কিন্তু] "তৎ তেজোঽসৃজত", ইত্যাদি ইহা সৃষ্টিপ্রতিপাদক বাক্য, সেইহেতু শ্রুতিতে যেপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে, সেইপ্রকার ক্রমকেই গ্রহণ করা উচিত, ইত্যাদি।২৯ [সিঃ সমাধান—তদুত্তরে] কথিত হইতেছে—না, এইপ্রকার বলিতে পার না, যেহেতু তেজের (—তেজঃসৃষ্টির) প্রাথম্যের অনুরোধে অন্য শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আকাশপদার্থকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে, যেহেতু ক্রম পদার্থের (—দ্রব্যের) ধর্ম্ম (১২)।৩০ আর দেখ,

ভাবদীপিকা

ক্রম যে **অন্য** শ্রুতিতে গৃহীত হয়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন **যথা চ**—'আর যেমন', ইত্যাদি (২৫ বাক্য)।

(১২) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—"সর্ব্বং খলু" (ছাঃ ৩।১৪।১), ইত্যাদি বাক্য প্রধানভাবে **শমবিধান করে এবং অপ্রধানভাবে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির অনুবাদ করে, এইপ্রকার বৈষম্য থাকিলেও, "তৎ তেজোঽসৃজত"**, এই ছাঃ বাক্যস্থ যে সৃষ্ট তেজের প্রাথম্য, তাহা তৈঃ শ্রুতিপ্রতিপাদিত **সৃষ্ট আকাশরূপ ধর্ম্মী** এবং তাহার প্রাথম্যরূপ ধর্ম্ম, এই উভয়কে বাধিত করিতে পারে না; কারণ

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্রমস্য বাচকঃ কশ্চিৎ শব্দঃ অস্তি, অর্থাৎ তু ক্রমঃ অবগম্যতে।৩১ সঃ চ "বায়োঃ অগ্নিঃ" (তৈঃ ২।১।৩), ইতি অনেন শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেন ক্রমেণ নিবার্য্যতে।৩২ বিকল্পসমুচ্চয়ৌ তু বিয়ত্তেজসোঃ প্রথমজত্ববিষয়ৌ অসম্ভবানভ্যুপগমাভ্যাং নিবারিতৌ।৩৩ তস্মাৎ নাস্তি শ্রুত্যোঃ বিপ্রতিষেধঃ।৩৪ অপিচ ছান্দোগ্যে "যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" (ছাঃ ৬।১।৩), ইতি এতাং প্রতিজ্ঞাং বাক্যোপক্রমে শ্রুতাং সমর্থয়িতুম্ অসমাম্নাতম্ অপি বিয়ৎ উৎপত্তৌ উপসংখ্যাত-

ভাষ্যানুবাদ

"তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন", এই স্থলে ক্রমের বাচক কোন শব্দ নাই, কিন্তু অর্থ হইতে (—তৎপূর্ব্বে অন্য পদার্থের উৎপত্তি শ্রুত না হওয়ায়) ক্রম অবগত হওয়া যাইতেছে (—অনুমিত হইতেছে)।৩১ তাহা (—অনুমিত সেই অশ্রৌত ক্রম) কিন্তু "বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল", শ্রুত্যন্তরে প্রসিদ্ধ এই [তৃতীয়স্থানাপন্ন হওয়ারূপ শ্রৌত] ক্রমের দ্বারা নিবারিত হইতেছে; [কারণ এতাদৃশ অশ্রৌত ক্রমাপেক্ষা শ্রৌত ক্রম বলবান্]।৩২ আর আকাশ ও তেজের [যুগপৎ] প্রথমে উৎপত্তিবিষয়ক যে বিকল্প এবং সমুচ্চয়, তাহারা অসম্ভাবনা ও অস্বীকৃতির দ্বারা নিবারিত হইয়াছে (৫২৮পৃঃ১৬ বাক্য দ্রঃ। তাহা আমাদের অভীষ্ট, ইহাই ভাব)।৩৩ অতএব [তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য, এই] শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ নাই [সুতরাং তাহারা অপ্রমাণ নহে]।৩৪

[সিঃ—'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' সিদ্ধির জন্য আকাশের ব্রহ্মজত্ব স্বীকার্য্য। প্রকৃতিবিকারসম্বন্ধে সর্ব্ববিজ্ঞান ব্যাখ্যেয়। ক্ষীরোদকন্যায়দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না।]

[উক্ত শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ তো নাই, পরন্তু অনুকূলতা আছে, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, ছান্দোগ্যে বাক্যোপক্রমে শ্রুত "যাহার দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়", ইত্যাদি এই প্রতিজ্ঞাকে সমর্থন করিবার জন্য [সেই স্থলে] পঠিত না হইলেও যখন [শাখান্তরে পঠিত] আকাশকে উৎপত্তিতে সংগ্রহ করিতে হয়

ভাবদীপিকা

তাহাতে একের দ্বারা উভয়ের বাধরূপ এবং অপ্রধানের দ্বারা প্রধানের বাধরূপ গৌরবদোষ হইয়া পড়ে। শেষোক্ত দোষটী এইপ্রকার—ক্রম পদার্থাশ্রিত (—দ্রব্যাশ্রিত), সুতরাং পদার্থের ধর্ম; সেইহেতু আশ্রয় পদার্থই প্রধান, আশ্রিত ক্রম অপ্রধান। এইরূপে সৃষ্ট তেজের প্রাথম্যরূপ ক্রম অপ্রধান হওয়ায় প্রধানভূত আকাশরূপ পদার্থকে তাহা বাধিত করিতে পারে না; তাহা অঙ্গীকার করিলে গৌরবদোষ হইবে, ইহাই ভাব। আর আকাশের সৃষ্টি এবং তাহার প্রাথম্য অঙ্গীকার করিলে তেজঃসৃষ্টির প্রাথম্যটী মাত্র বাধিত হয়, তাহাতে লাঘব (—কম দোষ) হয়। অতএব 'প্রধান ও অপ্রধানের বিরোধে প্রধানই প্রবল হয় বলিয়া', তেজঃসৃষ্টির প্রাথম্যত্যাগে দোষ কম হয় বলিয়া এবং আকাশরূপ ধর্ম্মীকে (—প্রধানকে) ত্যাগ করা অপেক্ষা সৃষ্ট তেজের প্রাথম্যরূপ ধর্ম্মকে (—অপ্রধানকে) ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বলিয়া, আকাশপ্রমুখ সৃষ্টিক্রমই গ্রহণীয়, ইহাই সিদ্ধ হয়। সৃষ্ট তেজের প্রাথম্য অঙ্গীকার করিয়া বিচার করা হইল। বস্তুতঃ কিন্তু তেজের প্রাথম্য শ্রুতিতে বর্ণিতই হয় নাই, ইহা বলিতেছেন—অপিচ—'আর দেখ', ইত্যাদি (৩০ বাক্য)

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যং, কিম্ অঙ্গ পুনঃ তৈত্তিরীয়কে সমাম্নাতং নভঃ ন সংগৃহ্যতে ?৩৫ যচ্চ উক্তম্—আকাশস্য সর্ব্বেণ অনন্যদেশকালত্বাৎ ব্রহ্মণা তৎকার্য্যৈশ্চ সহ বিদিতম্ এব তৎ ভবতি, অতঃ ন প্রতিজ্ঞা হীয়তে।৩৬ ন চ "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতিকোপঃ ভবতি, ক্ষীরোদকবৎ ব্রহ্মনভসোঃ অব্যতিরেকোপপত্তেঃ ইতি।৩৭ অত্র উচ্যতে—ন ক্ষীরোদকন্যায়েন ইদম্ একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং নেতব্যং, মৃদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ হি প্রকৃতিবিকারন্যায়েন এব ইদং সর্ব্ববিজ্ঞানং নেতব্যম্, ইতি গম্যতে।৩৮ ক্ষীরোদকন্যায়েন চ সর্ব্ববিজ্ঞানং কল্প্যমানং ন সম্যগ্‌বিজ্ঞানং স্যাৎ, নহি ক্ষীরজ্ঞানগৃহীতস্য উদকস্য সম্যগ্‌বিজ্ঞানগৃহীতত্বম্ অস্তি।৩৯ ন চ বেদস্য পুরুষাণাম

ভাষ্যানুবাদ

(—আকাশের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিতে হয়), তখন হে বৎস, তৈত্তিরীয়কে পঠিত আকাশ কেন সংগৃহীত (—উৎপন্নরূপে অঙ্গীকৃত) হইতেছে না ?৩৫ আর যে বলা হইয়াছে—সকলের সহিত আকাশ অনন্যদেশকাল হওয়ায় (—সকল পদার্থের সহিত একই দেশকালে বর্ত্তমান থাকায়) ব্রহ্ম এবং তাঁহার কার্য্যসকলের সহিত তাহা বিদিতই হইয়া থাকে, সেইহেতু ['একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান'] প্রতিজ্ঞা ত্যক্ত হয় না (৫২৪ পৃঃ ২০-২৩ বাক্য)।৩৬ আর "একমাত্রই ও অদ্বিতীয়", এই শ্রুতির কোপও (—বিরোধও) হয় না, যেহেতু দুগ্ধ ও জলের ন্যায় ব্রহ্ম ও আকাশের অভিন্নতা উপপন্ন হয় (৫২৩ পৃঃ ১৪-১৬ বাক্য), ইত্যাদি।৩৭ এই বিষয়ে কথিত হইতেছে—ক্ষীরোদকন্যায়ের (—দুগ্ধগ্রহণকালে তাহাতে মিশ্রিত জলও গৃহীত হয়, এই যুক্তির) দ্বারা এই 'একবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সর্ববিজ্ঞানকে' ব্যাখ্যা করা উচিত নহে, যেহেতু [উপনিষদে] মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত গৃহীত হওয়ায় প্রকৃতিবিকারন্যায়দ্বারাই (– কার্য্য তাহার উপাদানকারণের সহিত অভিন্ন, এই যুক্তির দ্বারাই) এই সর্ববিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ; [কারণ দার্ষ্টান্তিক দৃষ্টান্তের অনুযায়ীই হইয়া থাকে। অতএব সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধির জন্য আকাশকে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্নরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে]।৩৮ আর ক্ষীরোদকন্যায়দ্বারা যে সর্ববিজ্ঞান কল্পিত হয়, তাহা সম্যগ্ বিজ্ঞান হইবে না, কারণ দুগ্ধজ্ঞানের দ্বারা গৃহীত জল সম্যগ্ বিজ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হয় না (—দুগ্ধমধ্যস্থ জল দুগ্ধজ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হয় না, যেহেতু তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে)।৩৯

[সিঃ—অপৌরুষেয় শ্রুতি অভ্রান্ত। সর্ববিজ্ঞান ও অদ্বিতীয়তা সিদ্ধিতে একদেশীর যুক্তি নিরাকরণ।]

[যদি বলা হয়—শ্রুতি ভ্রান্তিমূলক হওয়ায় উক্তপ্রকার সর্ববিজ্ঞান নাই হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] পুরুষগণের ন্যায় মায়া (—ভ্রান্তি, তদ্বশতঃ] অলীক (—মিথ্যা ভাষণ) এবং [তদ্বশতঃ] বঞ্চনা (—অযথার্থ অর্থবোধন) প্রভৃতির দ্বারা

শাঙ্করভাষ্যম্

ইব মায়ালীকবঞ্চনাদিভিঃ অর্থাবধারণম্ উপপদ্যতে।৪০ সাবধারণা চ ইয়ম্ "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" ইতি শ্রুতিঃ ক্ষীরোদকন্যায়েন নীয়মানা পীড্যেত।৪১ ন চ স্বকার্য্যাপেক্ষয়া ইদং বস্ত্বেকদেশবিষয়ং সর্ব্ববিজ্ঞানম্ একমেবাদ্বিতীয়তাবধারণং চ ইতি ন্যায্যং, মৃদাদিষু অপি হি তৎ সম্ভবাৎ, ন তৎ অপূর্ব্ববৎ উপন্যসিতব্যং ভবতি—"শ্বেতকেতো যন্নু সোম্য ইদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধঃ অসি, উত তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষ্যঃ যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" (ছাঃ ৬।১।৩), ইত্যাদিনা।৪২ তস্মাৎ অশেষবস্তুবিষয়ম্ এব ইদং সর্ব্ববিজ্ঞানং সর্ব্বস্য ব্রহ্মকার্য্যতাপেক্ষয়া উপন্যস্যতে ইতি দ্রষ্টব্যম্।৪৩।২।৩।৬।

ভাষ্যানুবাদ

অর্থাবধারণ (—পদার্থের স্বরূপনিশ্চয়, অপৌরুষেয়] বেদের পক্ষে সঙ্গত নহে।৪০ [আর যে বলা হইয়াছে, উৎপত্তির পূর্ব্বে জল ও দুগ্ধের ন্যায় আকাশ ও ব্রহ্ম সংশ্লিষ্ট থাকায় বিভিন্ন লক্ষণ থাকে না বলিয়া অদ্বিতীয়তা প্রতিপাদিকা শ্রুতি সঙ্গত(৫২৩পৃঃ ১৬ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্", এই সাবধারণা (—'এব'কার দ্বারা সূচিত সর্ব্বদ্বৈতনিষেধপরা) শ্রুতি দুগ্ধ ও জলঘটিত যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যাত হইলে পীড়িত হইয়া পড়িবেন (—গৌণার্থক হইয়া পড়িবেন। ফলে সাবধারণা হইবেন না]।৪১ [আর যে বলা হইয়াছে নিজের কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া 'একম্ এব' ইত্যাদি বলা হইয়াছে (৫২২পৃঃ, ৯ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর নিজের কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া বস্তুর একদেশবিষয়ক এই সর্ব্ববিজ্ঞান এবং 'এক ও অদ্বিতীয়তার অবধারণ' ন্যায্য নহে, যেহেতু মৃত্তিকা প্রভৃতিতেও তাহা সম্ভব হওয়ায়, "হে শ্বেতকেতু, তুমি যে মহামনা (—মহাগম্ভীর) অনূচানমানী (—সাঙ্গবেদজ্ঞানাভিমানী) ও স্তব্ধ (—দুর্ব্বিনীত) হইয়াছ; আচ্ছা তুমি কি সেই উপদেশটী জিজ্ঞাসা করিয়াছ যাহার দ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অপূর্ব্ব (—লোকমধ্যে অজ্ঞাত) বস্তুর ন্যায় তাহা (—একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান এবং অদ্বিতীয়তাবধারণ) উল্লেখযোগ্য হয় না।৪২ সেইহেতু (—নিজের কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া বস্তুর একদেশবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না বলিয়া) অশেষ (—যাবতীয়) বস্তুবিষয়ক এই সর্ব্ববিজ্ঞান সমস্ত পদার্থের ব্রহ্মকার্য্যতাকে অপেক্ষা করিয়া (—আকাশাদি সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মের কার্য্য, ইহা প্রতিপাদনের জন্য) উপন্যস্ত হইতেছে, ইহা বুঝিতে হইবে, [অন্যথা "সর্ব্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (মুঃ ১।১।৩), অত্রস্থ সর্ব্বশব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে]।৪৩।২।৩।৬।

শাঙ্করভাষ্যম্—**যৎ পুনঃ এতদুক্তম্ অসম্ভবাৎ গৌণী গগনস্য উৎপত্তিশ্রুতিঃ ইতি। অত্র ব্রূমঃ—**

ভাষ্যানুবাদ—আর যে বলা হইয়াছে—অসম্ভব হওয়ায় আকাশের উৎপত্তি

ভাষ্যানুবাদ

প্রতিপাদিকা শ্রুতি গৌণী (২।৩।৩ সূঃ) ইত্যাদি। এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি—

যাবদ্বিকারং তু বিভাগো লোকবৎ ॥২।৩।৭॥

সূত্রার্থ—[একদেশিনা যদুক্তম্ "আকাশঃ ন উৎপদ্যতে সামগ্রীশূন্যত্বাৎ, বিভুত্বাৎ", ইতি। তৎ অনুমানেনৈব দূষয়তি—] **তুশব্দঃ**—আকাশোৎপত্ত্যসম্ভবশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। **যাবদ্বিকারম্**—যাবদ্বিকারজাতম্, কার্য্যজাতম্ অভিব্যাপ্য ইত্যর্থঃ, **বিভাগঃ**—বিভক্তত্বম্ [দৃশ্যতে। ন তু অবিকারে ব্রহ্মণি]। **লোকবৎ**—যথা লোকে ঘটাদিবিকারস্যৈব বিভাগঃ দৃশ্যতে। [অতঃ পৃথিব্যাদিভ্যঃ বিভক্তত্বাৎ আকাশস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বং নির্ব্বিবাদম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[একদেশিকর্ত্তৃক যাহা কথিত হইয়াছে—"আকাশ উৎপন্ন হয় না, যেহেতু তাহার [সমবায়িকারণ প্রভৃতি] সামগ্রী বিদ্যমান নাই এবং যেহেতু তাহা বিভু", ইত্যাদি (৩ ভাবদীঃ)। অনুমানের দ্বারাই তাহাকে দূষিত করিতেছেন—] **তুশব্দটী**—আকাশোৎপত্তির অসম্ভাবনাবিষয়ক আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য। **যাবদ্বিকারম্**—যাবতীয় বিকারকে, অর্থাৎ যাবতীয় কার্য্যপদার্থকে ব্যাপিয়া, **বিভাগঃ**—ভেদ [পরিদৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু অবিকৃত ব্রহ্মবস্তুতে তাহা হইতেছে না]। **লোকবৎ**—যেমন লোকমধ্যে ঘটাদি কার্য্যবস্তুরই বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। [অতএব পৃথিবী প্রভৃতি হইতে বিভক্ত হওয়ায় আকাশের ব্রহ্মকার্য্যতা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ অসম্ভবাশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ।১ ন খলু আকাশোৎপত্তৌ অসম্ভবাশঙ্কা কর্ত্তব্যা।২ যতঃ যাবৎ কিঞ্চিৎ বিকারজাতং দৃশ্যতে ঘটঘটিকোদঞ্চনাদি বা, কটককেয়ূরকুণ্ডলাদি বা, সূচীনারাচনিস্ত্রিংশাদি বা, তাবান্ এব বিভাগঃ লোকে লক্ষ্যতে।৩ ন তু অবিকৃতং কিঞ্চিৎ কুতশ্চিৎ বিভক্তম্ উপলভ্যতে।৪ বিভাগশ্চ আকাশস্য পৃথিব্যাদিভ্যঃ অবগম্যতে।৫ তস্মাৎ সঃ অপি বিকারঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'বিভক্তত্বরূপ' হেতুর দ্বারা আকাশের কার্য্যতা প্রতিপাদন।]

তু শব্দটী [আকাশোৎপত্তির] অসম্ভাবনাশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য।১ আকাশের উৎপত্তিতে অসম্ভাবনা আশঙ্কা করা উচিত নহে।২ যেহেতু ঘট, ক্ষুদ্র ঘট ও উদঞ্চন (—জালা) প্রভৃতি, অথবা কটক (—বালা) কেয়ূর (—বাউটী, বাহুর আভরণবিশেষ) ও কুণ্ডল প্রভৃতি, অথবা সূচী, নারাচ (—বাণ) ও খড়গ প্রভৃতি যত কিছু কার্য্যবস্তু পরিদৃষ্ট হইতেছে, লোকমধ্যে ততগুলিই বিভাগ লক্ষিত হইতেছে।৩ [এইপ্রকারে 'যাহা বিভক্ত তাহা কার্য্যবস্তু,' এই অন্বয়ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়া 'যাহা কার্য্য নহে, তাহা বিভক্ত নহে, যেমন আত্মা,' এই ব্যতিরেকব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] কিন্তু অবিকৃত (—কার্য্য নহে, এইপ্রকার) কোন কিছু, কোন কিছু হইতে বিভক্তরূপে উপলব্ধ হইতেছে না।৪ [পক্ষধর্ম্মতা প্রদর্শন করিতেছেন—] পৃথিবী প্রভৃতি হইতে আকাশের বিভাগ অবগত হওয়া যাইতেছে।৫ সেইহেতু তাহাও বিকার (—কার্য্য-

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবিতুম্ অর্হতি।৬ এতেন দিক্কালমনঃপরমাণ্বাদীনাং কার্য্যত্বং ব্যাখ্যাতম্।৭ নন্বু আত্মাপি আকাশাদিভ্যঃ বিভক্তঃ ইতি তস্যাপি কার্য্যত্বং ঘটাদিবৎ প্রাপ্নোতি।৮ ন, "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১) ইতি শ্রুতেঃ।৯ যদি হি আত্মাপি বিকারঃ স্যাৎ, তস্মাৎ পরম্ অন্যৎ ন শ্রুতম্ ইতি আকাশাদি সর্ব্বং কার্য্যং নিরাত্মকম্ আত্মনঃ কার্য্যত্বে স্যাৎ।১০ তথাচ শূন্যবাদঃ প্রসজ্যেত।১১ আত্মত্বাচ্চ আত্মনঃ নিরাকরণশঙ্কানুপপত্তিঃ।১২ নহি আত্মা আগন্তুকঃ কস্যচিৎ, স্বয়ংসিদ্ধত্বাৎ।১৩ নহি আত্মা আত্মনঃ প্রমাণম্ অপেক্ষ্য

ভাষ্যানুবাদ

বস্তু), ইহাই সঙ্গত (১৩)।৬ ইহার দ্বারা (—পরস্পর বিভক্ত হওয়ায়) দিক্ কাল মন ও পরমাণু প্রভৃতির কার্য্যতা (—তাহারাও উৎপন্ন হয়, ইহা) ব্যাখ্যাত হইল।৭ যদি বলা হয়—আত্মাও আকাশ প্রভৃতি হইতে বিভক্ত, এইহেতু ঘটাদির ন্যায় তাঁহারও কর্য্যতা প্রাপ্ত হইতেছে (—তিনিও ঘটাদির ন্যায় কার্য্যবস্তু, ১৪)।৮

[সিঃ—আত্মা নিত্য, স্বয়ংপ্রকাশ ও অন্যনিরপেক্ষ সত্তাবান্, এই বিষয়ে শ্রুতি ও যুক্তি প্রদর্শন।]

[তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, তাহা বলা যায় না; যেহেতু "আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল," এইপ্রকার শ্রুতি আছে।৯ যদি আত্মাও বিকার (—কার্য্যবস্তু) হয়, তাঁহা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই (ছাঃ ৭।২৫।২), এইহেতু আত্মার কার্য্যতা সিদ্ধ হইলে আকাশাদি সকল কার্য্য নিরাত্মক (—উপাদানশূন্য) হইয়া পড়িবে।১০ আর তাহা হইলে শূন্যবাদের প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে। (১৫)। ১১ আর আত্মা (—স্বরূপ) হওয়ায় আত্মার নিরাকরণশঙ্কা যুক্তিসঙ্গত নহে।১২ যেহেতু আত্মা কাহারও নিকট আগন্তুক নহে, কারণ তিনি স্বয়ং-

ভাবদীপিকা

(১৩) আকাশোৎপত্তিতে এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"আকাশঃ বিকারঃ বিভক্তত্বাৎ, ঘটাদিবৎ"। অবিদ্যাতে ব্যভিচার নিবারণের জন্য হেতুতে "অবিদ্যাব্যতিরিক্তত্বে সতি", এই বিশেষণ আছে বুঝিতে হইবে। এইরূপে একদেশীর অনুমানে (৩ ভাবদীঃ) সংপ্রতিপক্ষ প্রদর্শিত হইল।

(১৪) পূর্ব্ববাদী এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"আত্মা কার্য্যঃ বিভক্তত্বাৎ, ঘটবৎ"।

(১৫) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—'যাহা বিভক্ত, তাহাই কার্য্য', ইহা সামান্য নিয়ম। কোন বাধক না থাকায় এই নিয়ম ত্যক্ত হইতে পারে না। আশঙ্কা হয়—আকাশের সমবায়াদি কারণসামগ্রীত্রয় বিদ্যমান নাই, ইহাই তো উক্ত নিয়মের বাধক। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—তোমাদের ধ্বংসাভাবেরও তো কারণত্রয় বিদ্যমান নাই, অথচ তোমাদের মতে তাহা জন্য পদার্থরূপে অঙ্গীকৃত হয়। শঙ্কা - কিন্তু কারণসামগ্রীঘটিত নিয়ম ভাবপদার্থকেই বিষয় করে অভাবপদার্থকে নহে। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—তদ্ভিন্নতাদৃশ ভাবপদার্থ [illegible]

শাঙ্করভাষ্যম্

সিধ্যতি।১৪ তস্য হি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি অপ্রসিদ্ধপ্রমেয়-সিদ্ধয়ে উপাদীয়ন্তে।১৫ নহি আকাশাদয়ঃ পদার্থাঃ প্রমাণনিরপেক্ষাঃ স্বয়ংসিদ্ধাঃ কেনচিৎ অভ্যুপগম্যন্তে।১৬ আত্মা তু প্রমা-

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধ (১৬)। ১৩ আত্মা নিজের [অধীন] প্রমাণকে অপেক্ষা করিয়া নিশ্চয়ই সিদ্ধ হন না (১৭) ।১৪ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল তাঁহার অপ্রসিদ্ধ প্রমেয় পদার্থ-সকলের সিদ্ধির জন্য গৃহীত হয় (—প্রমাণসকলের সহযোগে তিনিই হন প্রমাতা, প্রমেয়ের প্রকাশক।১৫ আচ্ছা, আত্মার ন্যায় অবিশেষভাবে বস্তু হওয়ায় প্রমেয় পদার্থও হইবে স্বয়ংপ্রকাশ। সুতরাং প্রমাণসকল ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। উত্তর—] আকাশাদি পদার্থসকল প্রমাণনিরপেক্ষ ও স্বয়ংসিদ্ধরূপে কোন বাদিকর্তৃক কদাপি অঙ্গীকৃত হয় না, [সেইহেতু প্রমাণসকল ব্যর্থ নহে।১৬ কিন্তু আত্মার সিদ্ধিও

ভাবদীপিকা

সংযোগরূপ অসমবায়িকারণ ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয়, ইহা দৃষ্টসিদ্ধ। **কিন্তু** শুক্তিরজতাদি তো ভাবপদার্থ নহে। **উত্তর**—তবে তুমি রজতগ্রহণ করিতে ধাবিত হও কেন? উহাকে অভাবপদার্থ বুঝিলে কি ধাবিত হইতে? **কিন্তু** উহা যে ভ্রান্তিমাত্র, ইহা তো পরে নিশ্চিত হয়। **উত্তর**—হাঁ, তাহা হয়। এই জগৎ সংসার, যাহাকে তুমি ভাবপদার্থ মনে করিতেছ, তাহাও যে ভ্রান্তিমাত্র ইহাও তে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের দ্বারা নিশ্চিত হয়। অতএব বাধিত হইবার পূর্ব্বে শুক্তিরজত যে জগতের ন্যায়ই ভাবপদার্থ, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। আর সমবায়াদি কারণযোগে বস্তুর উৎপত্তিবিষয়ক তোমাদের (—বৈশেষিকগণের) মতবাদ ২।১।৬ আরম্ভণাধিকরণ প্রভৃতি স্থলে নিরাকৃত হইয়াছে। অতএব 'যাহা বিভক্ত, তাহা কার্য্য', এই ব্যাপ্তি বাধিত না হওয়ায় আকাশকে কার্য্য পদার্থরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। আত্মবিষয়ে উক্ত ব্যাপ্তি বাধিত হইয়া পড়ে, কারণ নিরবয়ব বিভু আত্মা কোন কিছু হইতে বিভক্ত নহেন, সেইহেতু তিনি কার্য্যবস্তু নহেন। আত্মা কার্য্যবস্তু হইলে বিনাশী হইবেন, ফলে জগৎ উপাদান-বিহীন ও শূন্য হইয়া পড়িবে। ফলে শ্রুতি স্মৃতি ও ন্যায় বাধিত হইয়া পড়িবে, তাহা কাহারও অভীষ্ট নহে। যদি বল, শূন্যবাদই আমাদের অভিপ্রেত। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**আত্মত্বাচ্চ**—'আর আত্মা' ইত্যাদি (১২ বাক্য)।

(১৬) **সিদ্ধান্তীর** ভাব এই—আত্মা শূন্য ইহা কেহ ১। জানে, অথবা ২। জানে না? **প্রথম** পক্ষে, যিনি জানেন, তিনিই আত্মা; সুতরাং শূন্যবাদ সিদ্ধ হয় না, যেহেতু জ্ঞাতা অবশিষ্ট থাকিতেছে। **দ্বিতীয়** পক্ষে, যে শূন্যতাকে কেহ জানিতেই পারিল না, তাহা যে শূন্য, সেই বিষয়ে প্রমাণ কি? অতএব আত্মা শূন্য (—বিদ্যমান নাই), ইহা বলা চলে না বলিয়া তাহার নিত্যতাই সিদ্ধ হয়। **আর** এক কথা, যাহা কার্য্যবস্তু, তাহা নিজের সত্তাসিদ্ধি ও প্রকাশের জন্য অপরকে অপেক্ষা করে, যথা ঘট। আত্মা কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশ, যেহেতু 'আমি আছি' ইহা অবগত হইবার জন্য অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই। এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রেত অনুমানের আকার এই—আত্মা ন উৎপদ্যতে আত্মত্বাৎ, স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ চ; যন্নৈবং

শাঙ্করভাষ্যম্

পাদিব্যবহারাশ্রয়ত্বাৎ প্রাগেব প্রমাণাদিব্যবহারাৎ সিধ্যতি।১৭ ন চ ঈদৃশস্য নিরাকরণং সম্ভবতি।১৮ আগন্তুকং হি বস্তু নিরাক্রিয়তে, ন স্বরূপম্।১৯ যঃ এব হি নিরাকর্ত্তা, তদেব তস্য স্বরূপম্।২০ নহি অগ্নেঃ ঔষ্ণ্যম্ অগ্নিনা নিরাক্রিয়তে।২১ তথা অহমেব ইদানীং জানামি বর্ত্তমানং বস্তু, অহমেব অতীতম্

ভাষ্যানুবাদ

প্রমাণাধীন কেন হইবে না ? তাহা বলিতেছেন—] আত্মা কিন্তু প্রমাণাদিব্যবহারের আশ্রয় হওয়ায় প্রমাণাদির ব্যবহারের পূর্ব্বেই সিদ্ধ থাকেন (১৮)।১৭ আর এই-প্রকার [সর্ব্বপ্রকাশক ও স্বয়ংপ্রকাশ] আত্মার নিরাকরণ সম্ভব নহে।১৮ যেহেতু আগন্তুক [জড়] বস্তুই নিরাকৃত হয়, [কিন্তু নিজের] স্বরূপ তাহা হয় না।১৯ কারণ যিনিই নিরাকর্ত্তা, তিনিই তাঁহার স্বরূপ, [সুতরাং নিজেই নিজের নিরাকর্ত্তা হওয়া সম্ভব নহে]।২০ যেহেতু অগ্নির উষ্ণতা অগ্নিকর্ত্তৃক নিরাকৃত হয় না।২১ [এইপ্রকারে আত্মার স্বয়ংপ্রকাশতা প্রতিপাদন করিয়া তিনি অন্যনিরপেক্ষ

ভাবদীপকা [সাক্ষী আত্মার স্বয়ংপ্রকাশতা।]

তন্নৈবম্, যথা ঘটঃ"। এইরূপে **পূর্ব্ব**বাদীর অনুমানে (১৪ ভাবদীঃ) সৎপ্রতিপক্ষ প্রদর্শিত হইল। **সিদ্ধান্ত**পক্ষে এই স্থলে অনুকূল তর্ক এই—"আত্মা যদি বিভক্তত্বেন হেতুনা কার্য্যং স্যাৎ, তর্হি তস্যাপি জড়ান্তঃপাতিত্বাৎ জগৎ নিরাত্মকং স্যাৎ। তচ্চ ন সম্ভবতি, তস্য অনাগন্তুকত্বাৎ, স্বয়ংসিদ্ধত্বাৎ চ"। যদি বলা হয়—স্বীয় সত্তা ও প্রকাশের জন্য আত্মাও প্রমাণান্তরসাপেক্ষ। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**নহি আত্মা**—'আত্মা নিজের' ইত্যাদি (১৪ বাক্য)।

(১৭) কেন হন না ? **উত্তর**—স্বানুভব ও শ্রুতিই সেই বিষয়ে প্রমাণ। 'আমি আছি', ইহা অবগত হইবার জন্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই, ইহা স্বানুভবসিদ্ধ। শ্রুতি বলেন—"পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ" (বৃঃ (৪।২।১৪), "তস্য ভাসা সর্ব্বম্ ইদং বিভাতি" (মুঃ ২।৩।১০), ইত্যাদি। বৃঃ ভাষ্যবার্ত্তিকে পূজ্যপাদ আচার্য্য সুরেশ্বরও বলিয়াছেন—"প্রমাতা চ প্রমাণং চ প্রমেয়ং প্রমিতিস্তথা। যস্য প্রসাদাৎ সিধ্যন্তি তৎসিদ্ধৌ কিমপেক্ষ্যতে"॥ (১।৪,৮৭০)। কিন্তু আত্মা স্বতঃসিদ্ধ হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**তস্য হি**—'প্রত্যক্ষাদি', ইত্যাদি (১৫ বাক্য)

(১৮) **গূঢ়াভিসন্ধি** এই—'ইহা ঘট', এইপ্রকার যে নিশ্চিত ঘটাকারা বৃত্তির অস্তিত্ব, তাহাই ঘটের অস্তিত্বনিশ্চায়ক। কিন্তু এই 'ঘটাকারা বৃত্তি' জড় অন্তঃকরণের কার্য্য হওয়ায় হয় জড়, তাহা নিজে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না। অন্য বৃত্তি তাহাকে প্রকাশ করিবে, ইহা বলা যায় না ; কারণ অনবস্থাদোষ হইয়া পড়িবে। অগত্যা সাক্ষিচৈতন্যকর্ত্তৃক সেই ঘটাকারা অন্তঃকরণবৃত্তি প্রকাশিত হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। সেই চৈতন্য উক্ত-বৃত্তির দ্বারা প্রকাশিত হইলে 'অন্যোন্যাশ্রয়দোষ' হইয়া পড়িবে। সাক্ষী অন্য সাক্ষিকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইলে অনবস্থা হইয়া পড়িবে। এই সকল দোষ না হউক্, সেইহেতু সাক্ষিচৈতন্যরূপী আত্মাই সর্ব্বদাসিদ্ধ, সর্ব্বপ্রকাশক ও স্বয়ংপ্রকাশ, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতীততরং চ অজ্ঞাসিষম্, অহমেব অনাগতম্, অনাগততরং চ জ্ঞাস্যামি ইতি অতীতানাগতবর্ত্তমান ভাবেন অন্যথা ভবতি অপি জ্ঞাতব্যো, ন তু জ্ঞাতুঃ অন্যথাভাবঃ অস্তি, সর্ব্বদা বর্ত্তমানস্বভাবত্বাৎ।২২ তথা ভস্মীভবতি অপি দেহে ন আত্মনঃ উচ্ছেদঃ, বর্ত্তমানস্বভাবাৎ অন্যথাস্বভাবত্বং বা ন সম্ভাবয়িতুং শক্যম্।২৩ এবম্ অপ্রত্যাখ্যেয়স্বভাবত্বাৎ এব অকার্য্যত্বম্ আত্মনঃ, কার্য্যত্বং চ আকাশস্য।২৪ যত্তু উক্তং সমানজাতীয়ম্ অনেকং কারণদ্রব্যং ব্যোম্নঃ নাস্তি ইতি, তৎ প্রত্যুচ্যতে।২৫ ন তাবৎ সমানজাতীয়ম্ এব আরভতে, ন ভিন্নজাতীয়ম্ ইতি নিয়মঃ অস্তি।২৬ ন হি তন্তুনাং তৎসংযোগানাং চ সমানজাতীয়ত্বম্ অস্তি, দ্রব্যগুণত্বাভ্যুপগ-

ভাষ্যানুবাদ

সত্তাবান্, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—] এইরূপে 'আমিই এক্ষণে বর্ত্তমান বস্তুকে জানিতেছি', 'আমিই অতীত ও অতীততর বস্তুকে জানিয়াছিলাম', 'আমিই অনাগত (—ভাবী) ও অনাগততর বস্তুকে জানিব', এইপ্রকারে জ্ঞাতব্য বস্তু অতীত অনাগত ও বর্ত্তমানতার দ্বারা অন্যপ্রকার হইলেও জ্ঞাতার কিন্তু অন্যথাভাব (—বিভিন্নরূপতা) হয় না, যেহেতু সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকাই তাঁহার স্বভাব।২২ [মৃত্যুর অনন্তরও জ্ঞাতার অন্যথাভাব হয় না, ইহা বলিতেছেন—] এইপ্রকারে দেহ ভস্মীভূত হইলেও আত্মার উচ্ছেদ হয় না, অথবা [তাঁহার] বর্ত্তমান স্বভাব হইতে অন্যপ্রকার স্বভাববিশিষ্ট হওয়ার (—সত্তা ত্যাগ করিয়া অসৎ, অর্থাৎ মিথ্যা হওয়ার) সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না; [কারণ 'আমি বর্ত্তমান আছি', এইপ্রকার অনুভবসিদ্ধ যে আত্মসত্তার নিশ্চয়, তাহার কোন বাধক নাই]।২৩ এইপ্রকারে নিশ্চিতভাবে প্রত্যাখ্যানের (—নিরাকরণের) অযোগ্য স্বভাববিশিষ্ট হওয়ায় আত্মার অকার্য্যতা (—নিত্যতা) এবং আকাশের কার্য্যতা সিদ্ধ হয় (১৯)।২৪

[সিঃ—সমানজাতীয়ের কারণতা নিরাকরণ।]

আর যে বলা হইয়াছে, সমানজাতীয় অনেক কারণদ্রব্য আকাশের নাই (৩ ভাবদীঃ) ইত্যাদি, তাহা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। ২৫ সমানজাতীয়ই [তজ্জাতীয় কার্য্য] আরম্ভ (—উৎপাদন) করে, কিন্তু ভিন্ন জাতীয় [কারণ তাহা] করে না, এইপ্রকার নিয়ম নাই।২৬ যেহেতু তন্তুসকলের এবং [তাহাদের কার্য্য]

ভাবদীপিকা

(১৯) এই নিত্য আত্মাই আকাশরূপ কার্য্যের বিবর্ত্তোপাদান, আত্মাশ্রিতা মায়া ইহার পরিণামী উপাদান এবং জীবাদৃষ্টপ্রেরিত মায়োপাধিক ঈশ্বরই ইহার নিমিত্তকারণ। অতএব আকাশোৎপত্তির কারণসামগ্রী থাকায় ৩ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত একদেশীর অনুমানটী স্বরূপাসিদ্ধিদোষগ্রস্ত হইয়া পড়িল, কারণ 'সামগ্রীশূন্যত্ব'রূপ হেতু, পক্ষ আকাশে থাকিতেছে না। উক্ত অনুমানে সৎপ্রতিপক্ষও প্রদর্শিত হইয়াছে (১৩ ভাবদীঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

মাৎ।২৭ ন চ নিমিত্তকারণানাম্ অপি তুরীবেমাদীনাং সমানজাতীয়ত্বনিয়মঃ অস্তি।২৮ স্যাদেতৎ, সমবায়িকারণবিষয়ে এব সমানজাতীয়ত্বাভ্যুপগমঃ, ন কারণান্তরবিষয়ে ইতি।২৯ তদপি অনৈকান্তিকম্, সূত্রগোবালৈঃ হি অনেকজাতীয়ৈঃ একা রজ্জুঃ সৃজ্যমানা দৃশ্যতে।৩০ তথা সূত্রৈঃ ঊর্ণাদিভিশ্চ বিচিত্রান্ কম্বলান্ বিতন্বতে।৩১ সত্ত্বদ্রব্যত্বাদ্যপেক্ষয়া বা সমানজাতীয়ত্বে কল্প্যমানে নিয়মানর্থক্যং, সর্বস্য সর্বেণ সমানজাতীয়কত্বাৎ।৩২ নাপি অনে-

ভাষ্যানুবাদ

সংযোগসকলের সমানজাতীয়তা নাই, কারণ [তন্তুসকলকে] দ্রব্য এবং [সংযোগসকলকে] গুণরূপে [তোমাদের মতে] অঙ্গীকার করা হয় (২০)।২৭ আর [সংযোগরূপ কার্য্যের] নিমিত্তকারণ তুরী (—তাঁত) ও বেম (—মাকু) প্রভৃতির [সংযোগের সহিত] সমানজাতীয়তার নিয়ম নাই, [কারণ তুরী প্রভৃতি দ্রব্য এবং সংযোগ গুণ]।২৮ [শঙ্কা—] আচ্ছা, তাহা না হয় হইল, কিন্তু সমবায়িকারণরূপ বিষয়েই সমানজাতীয়তা (–সমবায়িকারণ যে জাতীয় হইবে, কার্য্যও হইবে তজ্জাতীয়, ইহা) স্বীকার করা হয়, অন্য কারণবিষয়ে তাহা হয় না, ইত্যাদি।২৯ [সমাধান—] তাহাও অব্যভিচারী নহে, যেহেতু অনেকজাতীয় সূত্র ও গো [পুচ্ছস্থ] রোমসকলের দ্বারা একটী রজ্জু সৃষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে।৩০ এইরূপে সূত্র ও পশমসকলের দ্বারা বিচিত্র কম্বলসকল বয়ন করা হইতেছে।৩১ অথবা [দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মে বিদ্যমান] সত্তাজাতি এবং [দ্রব্যমাত্রে বিদ্যমান] দ্রব্যত্বজাতিকে অপেক্ষা করিয়া সমানজাতীয়তা কল্পিত হইলে (—সত্তাজাতিমান্ সত্তাজাতিমানের এবং দ্রব্যত্বজাতিমান্ দ্রব্যত্বজাতিমানের উৎপাদক, ইহা কল্পিত হইলে, সমানজাতীয় সমানজাতীয়ের আরম্ভক, এই] নিয়ম অনর্থক হইয়া পড়িবে, যেহেতু সকলের সহিত সকলের সমানজাতীয়কতা আছে (২১)।৩২

ভাবদীপিকা

(২০) ন্যায়-বৈশেষিকমতে তন্তুসকলের পরস্পর সংযোগ একটী কার্য্যপদার্থ। তন্তুসকল তাহার সমবায়িকারণ, অদৃষ্ট কাল তুরী ও বেমাদি তাহার নিমিত্তকারণ এবং ক্রিয়া তাহার অসমবায়িকারণ। কার্য্য ও কারণ সমানজাতীয় হইবে, ইহাই যদি নিয়ম হইত, তাহা হইলে তন্তুরূপ দ্রব্য হইতে সংযোগরূপ গুণের এবং তন্তুসংযোগরূপ গুণপদার্থ হইতে বস্ত্ররূপ দ্রব্যের উৎপত্তি সম্ভব হইত না, ইহাই ভাব।

(২১) তাৎপর্য্য এই—সত্তাজাতিকে অপেক্ষা করিয়া সমানজাতীয়তা অঙ্গীকৃত হইলে ক্রিয়াকে দ্রব্যের সমবায়িকারণরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে; কারণ সত্তাজাতি উভয়ত্রই বিদ্যমান। দ্রব্যত্বজাতিকে অপেক্ষা করিয়া তাহা অঙ্গীকৃত হইলে পৃথিবীরূপ সমবায়িকারণ হইতে আকাশের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে, কারণ দ্রব্যত্বজাতি উভয়ত্রই বিদ্যমান। এইরূপে সকল পদার্থ হইতে সকল পদার্থের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হইয়া পড়িবে, তাহা কাহারও

শাঙ্করভাষ্যম্

কম্ এব আরভন্তে, ন একম্ ইতি নিয়মঃ অস্তি, অণুমনসোঃ আদ্য-কর্ম্মারম্ভাভ্যুপগমাৎ ।৩৩ একৈকঃ হি পরমাণুঃ মনশ্চ আদ্যং কর্ম্ম আরভতে, ন দ্রব্যান্তরৈঃ সংহত্য ইতি অভ্যুপগম্যতে ।৩৪ দ্রব্যারম্ভে এব অনেকারম্ভকত্বনিয়মঃ ইতি চেৎ ?৩৫ ন, পরি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ- পরস্পরসংযুক্ত অনেকের কারণতা নিরাকরণ]।

[আর পরস্পরসংযুক্ত] অনেকই (—অনেক সমবায়িকারণই, অপর কিছুকে] উৎপাদন করে, কিন্তু একটী [কারণ] তাহা করে না, এইপ্রকার নিয়ম নাই; যেহেতু পরমাণু ও মন, এই দুইটীতে আদ্য কর্ম্মের আরম্ভ [তোমাদের মতে] অঙ্গী-কৃত হয় (২২) ।৩৩ এক একটী পরমাণু এবং এক একটী মনই প্রাথমিক কর্ম্মকে আরম্ভ করে, কিন্তু অন্য দ্রব্যসকলের (—সমবায়িকারণসকলের) সহিত মিলিত হইয়া করে না, ইহা [তোমাদের মতে] অঙ্গীকৃত হইতেছে (২৩)) ।৩৪

[সিঃ—দ্রব্যোৎপত্তিতে অনেকের কারণতা নিরাকরণ ।]

যদি বলা হয়—দ্রব্যের উৎপত্তিতেই অনেকের উৎপাদকতার নিয়ম (– একা-ধিক সমবায়িকারণ মিলিত হইয়া দ্রব্যকে উৎপাদন করে, এই নিয়ম) স্বীকৃত হয়, [গুণ বা ক্রিয়ার উৎপত্তিতে নহে ।৩৫ তদুত্তরে বলিব—] না, তাহা বলা যায় না,

ভাবদীপিকা

অভীষ্ট নহে। আর এই পক্ষে আত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তিতে তুমি আপত্তিও করিতে পার না, যেহেতু আত্মা, যায়া (১৯ ভাবদীঃ) ও তাহাদের কার্য্য আকাশ, ইহারা দ্রবত্বজাতিবিশিষ্ট, সুতরাং সমানজাতীয়। এইরূপে ৩ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিত একদেশীর "সমানজাতীয় পদার্থ তজ্জাতীয়ের উৎপাদক", এই যুক্তি নিরাকৃত হইল।

(২২) ন্যায়-বৈশেষিকমতে সৃষ্টির প্রারম্ভে দ্ব্যণুকোৎপত্তিকালে এক পরমাণুর সহিত অন্য পরমাণুর সংযোগের জন্য এক বা উভয় পরমাণুতে সংযোগানুকূল প্রাথমিক ক্রিয়ার উৎ-পত্তি হয়। সেই ক্রিয়ার সমবায়িকারণ সেই এক একটী পরমাণু। আর জ্ঞানোৎপত্তিকালে বিভু জীবাত্মা ও অণু মনের বিলক্ষণসংযোগের জন্য মনে যে প্রাথমিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার সমবায়িকারণ সেই মনই, কারণ বিভু আত্মাতে ক্রিয়া সম্ভব নহে। অতএব এক একটী পরমাণু ও এক একটী মনেই ক্রিয়োৎপত্তি তাঁহাদের মতে অঙ্গীকৃত হওয়ায়, তাঁহারা যে বলেন- "পর-স্পরসংযুক্ত অনেকই অপরের উৎপাদক", ইহা ব্যাহত হইয়া পড়িল। যদি বলা হয়—ফলদানো-ন্মুখ-অদৃষ্টবান্ বিভু জীবাত্মার সহিত পরমাণু ও মনের বিলক্ষণ সংযোগ থাকায় সেই সকলে আদ্যক্রিয়োৎপত্তি হয়, সুতরাং "পরস্পরসংযুক্ত অনেকই অপরের উৎপাদক হইল"। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**একৈকঃ**—'এক একটী' ইত্যাদি (৩৪ বাক্য)।

(২৩) তাৎপর্য্য এই—অদৃষ্টবান্ আত্মসংযোগবশতঃ পরমাণু ও মনে যে আদ্যক্রিয়ার উৎ-পত্তি হয়, তাহার সমবায়িকারণ সেই এক একটী পরমাণু ও মনই, অদৃষ্টবান্ বিভু জীবাত্মা নহেন। সুতরাং সমবায়িকারণের অনেকত্বনিয়মের ভঙ্গ হইয়া পড়িল। আর ফলদানোন্মুখ-অদৃষ্টবান্ জীবাত্মার সহিত বিলক্ষণ সংযোগবশতঃ পরমাণু ও মনে প্রাথমিক ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, আবার

শাঙ্করভাষ্যম্

ণামাভ্যুপগমাৎ ।৩৬ভবেৎ এষঃ নিয়মঃ যদি সংযোগসচিবং দ্রব্যং দ্রব্যান্তরস্য আরম্ভকং অভ্যুপগম্যেত ।৩৭ তদেব তু দ্রব্যং বিশেষবৎ অবস্থান্তরম্ আপদ্যমানং কার্য্যং নাম অভ্যুপগম্যতে। ৩৮ তচ্চ কচিৎ অনেকং পরিণমতে মৃদ্বীজাদি অঙ্কুরাদি ভাবেন।৩৯ ক্বচিৎ একং পরিণমতে ক্ষীরাদি দধ্যাদিভাবেন।৪০ ন ঈশ্বরশাসনম্ অস্তি অনেকম্ এব কারণং কার্য্যং জনয়তি ইতি। ৪১ অতঃ শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ একস্মাৎ ব্রহ্মণঃ আকাশাদিমহাভূতোৎপত্তিক্রমেণ জগৎ জাতম্ ইতি নিশ্চীয়তে।৪২ তথাচ উক্তম্ "উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবদ্ধি" (২।১।২৪) ইতি। ৪৩ যচ্চ উক্তম্

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু [আমরা ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে পরিণামবাদ অঙ্গীকার করি, [আরম্ভবাদ নহে।৩৬ ত্বৎকথিত] এই নিয়ম হইতে পারিত, যদি সংযোগসহকৃত দ্রব্য অন্য দ্রব্যের উৎপাদকরূপে স্বীকৃত হইত (২৪) ।৩৭। কিন্তু সেই দ্রব্যই, যাহা [কম্বুগ্রীবাদি] বিশেষযুক্ত অন্য অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়, তাহা কার্য্যনামে স্বীকৃত হয়।৩৮ [কিন্তু পরিণামবাদেও অনেকের কারণতা সমানভাবেই স্বীকার্য্য। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর তাহা (—সেই দ্রব্য) কোন স্থলে অনেক [হইয়া একটী কার্য্যরূপে] পরিণাম প্রাপ্ত হয়, যথা মৃত্তিকা ও বীজ প্রভৃতি অঙ্কুরাদিভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হয়।৩৯ কোন স্থলে একাই পরিণাম প্রাপ্ত হয়, যথা দুগ্ধ প্রভৃতি দধি প্রভৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় (২৫) ।৪০ আর 'অনেক কারণই কার্য্যকে উৎপাদন করে,' এইপ্রকার ঈশ্বরশাসনও নাই ।৪১ অতএব শ্রুতির প্রামাণ্যবলে এক ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি মহাভূতসকলের ক্রমশঃ উৎপত্তিবশতঃ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করা হইতেছে।৪২ [কিন্তু অসহায় ব্রহ্ম হইতে কিপ্রকারে জগতের উৎপত্তি হইবে ? উত্তর—] "উপসংহারদর্শনাৎ" ইত্যাদি সূত্রে তাহা কথিত হইয়াছে।৪৩ [অতএব নিমিত্তকারণহীনতাবিষয়ে আক্ষেপ করা যায় না। এইরূপে ৩ ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত একদেশীর সমস্ত যুক্তিই নিরাকৃত হইল]।

ভাবদীপিকা

সেই সকলে প্রাথমিক ক্রিয়ার উৎপত্তি হইলে উক্ত বিলক্ষণ সংযোগ হয় সম্ভব, এইপ্রকারে অন্যোন্যাশ্রয়দোষও হইয়া পড়ে।

(২৪) তাহা কিন্তু স্বীকৃত হয় না, কারণ ২।১।১৬ আরম্ভণাধিকরণে এবং ২।২।৩ পরমাণুজগৎকারণত্বাধিকরণে পরমাণুসকলের পরস্পর সংযোগের অসম্ভাবনা ও সমবায়নিরাকরণ ইত্যাদির দ্বারা বহুবার বহুভাবে তাহা নিরাকৃত হইয়াছে। যদি বল—এই নিয়ম অঙ্গীকৃত না হইলে কার্য্যোৎপত্তি কি প্রকারে হইবে ? তদুত্তরে সদ্ধান্তী বলিতেছেন—তদেব-'কিন্তু সেই', ইত্যাদি (৩৮ বাক্য)।

(২৫) বৈশেষিক বলেন—দুগ্ধ দধিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু পরমাণু পর্য্যন্ত

শাঙ্করভাষ্যম্

আকাশস্য উৎপত্তৌ ন পূর্ব্বোত্তরকালয়োঃ বিশেষঃ সম্ভাবয়িতুং শক্যতে ইতি।৪৪ তদযুক্তম্।৪৫ যেনৈব হি বিশেষেণ পৃথিব্যাদিভ্যঃ ব্যতিরিচ্যমানং নভঃ স্বরূপবৎ ইদানীম্ অধ্যবসীয়তে, সঃ এব বিশেষঃ প্রাগুৎপত্তেঃ ন আসীৎ ইতি গম্যতে।৪৬ যথা চ ব্রহ্ম ন স্থূলাদিভিঃ পৃথিব্যাদিস্বভাবৈঃ স্বভাবৎ, "অস্থূলম্ অনণু" (বৃঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—উৎপত্তির পূর্ব্বে আকাশের অস্তিত্ব নিরাকরণ।]

আর যে বলা হইয়াছে, আকাশের উৎপত্তিতে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কালে [যথাক্রমে প্রাগভাব ও শব্দের আশ্রয় হওয়ারূপ] বৈলক্ষণ্যের সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না (৫১৮ পৃঃ, ১২ বাক্য), ইত্যাদি।৪৪ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে।৪৫ যেহেতু [শব্দাশ্রয়তারূপ] যে বিশেষের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি হইতে পৃথকীকৃত আকাশ স্বরূপবিশিষ্টরূপে এক্ষণে নিশ্চিত হইতেছে, সেই বিশেষই উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে (২৬)।৪৬ আর যেমন পৃথিব্যাদির স্থূলত্বাদি স্বভাব-

ভাবদীপিকা

বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনঃ পার্থিব পরমাণুরূপে পর্য্যবসিত হয়। পরে বিলক্ষণ পাকবশতঃ সেই পরমাণুসকলে দধির অনুকূল রূপরসাদির উৎপত্তি হয়। [কোন কোন পরমাণুবাদী দ্ব্যণুক বা ত্র্যণুক পর্য্যন্ত বিশ্লেষ অঙ্গীকার করেন। তাহাতেই পাকবশতঃ পরবর্ত্তী কার্য্যোৎপত্তির অনুকূল রূপরসাদির উৎপত্তি হয়]। অনন্তর পুনঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমে সংযুক্ত সেই পরমাণুসকল হইতেই হয় দধির উৎপত্তি। এই **পীলুপাক** (— পরমাণুতে পাক) প্রক্রিয়া ৩৩৭ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হইয়াছে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—পরমাণু পর্য্যন্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া দুগ্ধ বিনষ্ট হইয়া যায়, এই বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, কারণ 'সেই অবিভক্ত দুগ্ধই এই দধি হইয়াছে', এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হয়। এই বিষয়ে বিস্তৃত যুক্তি ৩৩৭-৩৮ পৃঃ দ্রঃ। সুতরাং অনেক অবয়ব মিলিত হইয়া দধিকে উৎপাদন করে, ইহা সিদ্ধ না হওয়ায় "অনেকে মিলিত হইয়া দ্রব্যান্তরের উৎপাদন করে", এই নিয়ম নিরাকৃত হইয়া পড়িল। এইরূপে কার্য্যোৎপত্তিতে অনেক সমবায়িকারণ নিরাকৃত হওয়ায়, তাহাদের সংযোগরূপ অসমবায়িকারণের প্রশ্নই উঠে না। ফলে ৩ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে যে অসমবায়িকারণের অভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা নিরাকৃত হইল।

(২৬) [উক্ত বাক্যের পরিশিষ্ট কথন এই—] অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কালে আকাশের বিশেষ (—বৈলক্ষণ্য) নাই, ইহা বলা যায় না। প্রলয়কালে আকাশ থাকে না, ইহা "নাসীদ্রজো ন ব্যোম", ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। যদি বলা হয়—"প্রলয়কালে আকাশ না থাকিলে অবকাশের (—ফাঁকা স্থানের) অভাবে সবই কঠিন (—নিরেট) হইয়া পড়িবে"। উত্তরে **সিঃ** বলেন—"কাঠিন্য আকাশের ধর্ম্ম নহে, আকাশের অভাবও নহে। তাহা মূর্ত্ত দ্রব্যের ধর্ম্ম, অথবা মূর্ত্ত দ্রব্যের সংযোগবিশেষই কাঠিন্য। প্রলয়ে মূর্ত্ত দ্রব্য না থাকায় কাঠিন্যও থাকিবে না। সুতরাং তোমার আশঙ্কা অমূলক"। যদি বলা হয়—শ্রুতি বলিতেছেন, "আকাশশরীরং ব্রহ্ম" (তৈঃ ১।৬।২), সুতরাং প্রলয়ে ব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকিলে আকাশ বর্ত্তমান থাকিবে না, ইহা কিপ্রকারে বলা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—**যথা চ**—"আর যেমন", ইত্যাদি (৪৭ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

৩।৮।৮) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ; এবম্ আকাশস্বভাবেনাপি ন স্বভাববৎ "অনাকাশম্" (বৃঃ ৩।৮।৮), ইতি শ্রুতেঃ অবগম্যতে ।৪৭ তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ অনাকাশম্ ইতি স্থিতম্ ।৪৮ যদপি উক্তং পৃথিব্যাদিবৈধর্ম্ম্যাৎ আকাশস্য অজত্বম্ ইতি। ৪৯ তদপি অসৎ, শ্রুতিবিরোধে সতি উৎপত্ত্যসম্ভবানুমানস্য আভাসত্বোপপত্তেঃ ; উৎপত্ত্যনুমানস্য চ দর্শিতত্বাৎ ।৫০ 'অনিত্যম্ আকাশম্ অনিত্যগুণাশ্রয়ত্বাৎ ঘটাদিবৎ' ইত্যাদিপ্রয়োগসম্ভবাৎ চ ।৫১ আত্মনি অনৈকান্তিকম্ ইতি চেৎ? ৫২ ন, তস্য ঔপনিষদং প্রতি অনিত্যগুণা-

ভাষ্যানুবাদ

সকলের (—ধর্ম্মসকলের) দ্বারা ব্রহ্ম স্বভাবযুক্ত হন না, যেহেতু "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন", ইত্যাদি শ্রুতিসকল আছে ; এইপ্রকারে আকাশের স্বভাবের দ্বারাও [ব্রহ্ম] স্বভাবযুক্ত হন না, [ইহা] "তিনি আকাশ নহেন", এই শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় ।৪৭ অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে আকাশ ছিল না, ইহা স্থির হইল ।৪৮

[সিঃ—আকাশোৎপত্তিতে স্বপক্ষে অনুমান প্রদর্শন ও পূর্ব্ববাদীর অনুমানে নানা দোষ প্রদর্শন]

আর যে পৃথিবী প্রভৃতি হইতে বৈধর্ম্ম্যবশতঃ আকাশের জন্মরাহিত্য কথিত হইয়াছে (৫১৯ পৃঃ ১৪ বাক্য) ।৪৯ তাহাও সাধু নহে, যেহেতু (তৈঃ ২।১) শ্রুতির সহিত বিরোধ হইলে [আকাশের] উৎপত্তির অসম্ভাবনা প্রতিপাদক অনুমানের আভাসতা (—দুষ্টতা) সঙ্গত, আর যেহেতু [আকাশের] উৎপত্তিপ্রতিপাদক অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে (১৩ ভাবদীঃ) ।৫০ আর যেহেতু 'আকাশ অনিত্য, কারণ তাহা [ধ্বনিরূপ] অনিত্য গুণের আশ্রয়, যেমন [অনিত্য শ্যামরূপের আশ্রয়] ঘট,' ইত্যাদিপ্রকার প্রয়োগ সম্ভব (২৭) ।৫১ যদি বলা হয়—['অনিত্যগুণাশ্রয়তারূপ উক্ত হেতুটী] আত্মাতে অনৈকান্তিক (২৮) ।৫২ [তদুত্তরে বলিব—] তাহা বলা যায় না যেহেতু উপনিষদ্-মতাবলম্বীর নিকট তাঁহার অনিত্যগুণাশ্রয়তা

ভাবদীপিকা

(২৭) 'ইত্যাদি' শব্দে নিম্নোক্ত অনুমানও বিবক্ষিত—"আকাশঃ জায়তে মহাভূতত্বাৎ, অস্মদাদিবাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণাধারত্বাৎ বা, পৃথিব্যাদিবৎ"। পৃথিবী একটী মহাভূত এবং অস্মদাদির বাহ্যেন্দ্রিয় নাসিকাকর্ত্তৃক গ্রহণযোগ্য গুণ যে গন্ধ, তাহার আশ্রয়। সেই পৃথিবীর উৎপত্তি যেমন অঙ্গীকৃত হয়, তদ্রূপ আকাশরূপ মহাভূত, যাহা অস্মদাদির বাহ্যেন্দ্রিয় শ্রোত্রকর্ত্তৃক গ্রহণযোগ্য ধ্বন্যাত্মক শব্দগুণের আশ্রয়, তাহারও উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই ভাব। এতদ্দ্বারা একদেশীর অনুমানে (৩ ভাবদীঃ) অপর একটী সৎপ্রতিপক্ষ প্রদর্শিত হইল।

(২৮) নৈয়ায়িকগণ বলেন—"যোগ্যবিভুবিশেষগুণানাং স্বোত্তরবর্ত্তিগুণনাশ্যত্বম্"—'বিভু বস্তুর যোগ্য বিশেষগুণসকল তদনন্তর উৎপন্ন অন্য বিশেষগুণদ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয়'। যেমন আত্মাতে যত্ন ইচ্ছা ইত্যাদি বিশেষ গুণের উৎপত্তি হইলে পূর্ব্বোৎপন্ন জ্ঞানরূপ বিশেষ গুণটী বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে আত্মাও অনিত্য গুণের আশ্রয় হওয়ায় আকাশের ন্যায় অনিত্য

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রয়ত্বাসিদ্ধেঃ।৫৩ বিভুত্বাদীনাং চ আকাশস্য উৎপত্তিবাদিনং প্রতি অসিদ্ধত্বাৎ।৫৪ যচ্চ উক্তম্ এতৎ "শব্দাৎ চ" (২।৩।৪) ইতি।৫৫ তত্র অমৃতত্বশ্রুতিঃ তাবৎ 'বিয়ন্তি অমৃতাঃ দিবৌকসঃ' ইতিবৎ দ্রষ্টব্যা, উৎপত্তিপ্রলয়য়োঃ উপপাদিতত্বাৎ।৫৬ "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ", ইত্যপি প্রসিদ্ধমহত্ত্বেন আকাশেন উপমানং ক্রিয়তে

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধ হয় না; [কারণ নির্গুণ আত্মাতে কোন গুণই না থাকায় অনিত্যগুণাশ্রয়তার প্রশ্নই উঠে না।৫৩ আকাশের নিত্যতাসিদ্ধির জন্য যে 'বিভুত্ব' হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে (৪ ভাবদীঃ), তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] আর যেহেতু বিভুত্ব প্রভৃতি আকাশের উৎপত্তিবাদীর প্রতি অসিদ্ধ (২৯)।৫৪

[সিঃ—একদেশীর অন্যান্য আপত্তি নিরাকরণ ও প্রসঙ্গের উপসংহার।]

আর এই যে বলা হইয়াছে, "শব্দাৎ চ" ইত্যাদি (—উক্ত সূত্রে যে আকাশের নিত্যতার কথা বলা হইয়াছে)।৫৫ [তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] সেই স্থলে অমৃতত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যকে 'স্বর্গে দেবতাগণ অমৃতস্বরূপ', ইহার ন্যায় [গৌণভাবে] বুঝিতে হইবে, যেহেতু [আকাশের] উৎপত্তি ও প্রলয় উপপাদিত হইয়াছে।৫৬ [কিন্তু আকাশ অনিত্য হইলে আত্মাকে যে আকাশতুল্য বলা হইয়াছে, তাহা ব্যাহত হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য", ইহাও

ভাবদীপিকা

হইয়া পড়িবেন। অতএব সিদ্ধান্তীর উক্ত অনুমানটী (২৭ ভাবদীঃ) আত্মান্তর্ভাবে সাধারণসব্যভিচার দোষগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

(২৯) অভিপ্রায় এই—(ক) 'বিভু' শব্দের অর্থ যদি সর্ব্ব মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগ হয়, তাহা হইলে 'দৃষ্টান্তাসিদ্ধিদোষ' হইবে, কারণ নিরবয়ব আত্মা কাহারও সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন না। (খ) আর "সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগিত্বরূপ" বিভুত্ব হেতুর দ্বারা আকাশের নিত্যতা সাধন করিতে হইলে আকাশকেও মূর্ত্ত, অর্থাৎ সাবয়বরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে কারণ সাবয়ব বস্তুসকলের মধ্যেই পরস্পর সংযোগ সম্ভব। আর "যাহা সাবয়ব, তাহাই জন্মবিশিষ্ট", এই ব্যাপ্তি সর্ব্বজনসিদ্ধ। সুতরাং বিভুত্ব হেতুটী সাধ্য যে [ন জায়তে, অর্থাৎ] জন্মরাহিত্য, তাহার অভাব যে জন্মবিশিষ্টতা, তাহার দ্বারা ব্যপ্ত হওয়ায় বিরুদ্ধহেত্বাভাসগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ["সাধ্যাভাবব্যাপ্তহেতুঃ বিরুদ্ধঃ," ইহা বিরুদ্ধহেত্বাভাসের লক্ষণ]। (গ) 'বিভু' শব্দের অর্থ 'মহৎপরিমাণ' হইলে দৃষ্টান্তাসিদ্ধি হইবে, কারণ নির্গুণ আত্মাতে 'পরিমাণ' গুণ নাই; আর যেহেতু আত্মা ও আকাশের পরিমাণ সমান নহে, কারণ শ্রুতি বলেন—"জ্যায়ান্ আকাশাৎ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।২); (ঘ) বিভুত্বের অর্থ "অপরিচ্ছিন্নত্ব" হইলে স্বরূপাসিদ্ধি হইবে, কারণ সিদ্ধান্তে 'পক্ষ' আকাশ 'পরিচ্ছিন্ন'। (ঙ) সিদ্ধান্তে ভূতাকাশ পঞ্চীকৃত হওয়ায় বায়ুর অংশও তন্মধ্যে আছে; ফলে 'অস্পর্শদ্রব্যত্ব' হেতুটী 'স্বরূপাসিদ্ধ' হইয়া পড়ে। (চ) সিদ্ধান্তে আকাশ কার্য্যদ্রব্য হওয়ায় 'নিরবয়বত্ব' হেতুটী 'স্বরূপাসিদ্ধ' হইয়া পড়ে, কারণ উৎপন্ন দ্রব্য মাত্রই সাবয়ব।

শাঙ্করভাষ্যম্

নিরতিশয়মহত্ত্বায়, ন আকাশসমত্বায় ।৫৭ যথা 'ইষুঃ ইব সবিতা ধাবতি', ইতি ক্ষিপ্রগতিত্বায় উচ্যতে, ন ইষুতুল্যগতিত্বায়, তদ্বৎ।৫৮ এতেন অনন্তত্বোপমানশ্রুতিঃ ব্যাখ্যাতা।৫৯ "জ্যায়ান্ আকাশাৎ" (শতঃ ব্রাঃ ১০।৬।৩।২) **ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ ব্রহ্মণঃ আকাশস্য ঊনপরিমাণত্বসিদ্ধিঃ।৬০ "ন তস্য প্রতিমা অস্তি"** (শ্বেঃ ৪।১৯), **ইতি চ ব্রহ্মণঃ অনুপমানত্বং দর্শয়তি।৬১ "অতঃ অন্যদ্ আর্ত্তম্"**(বৃঃ ৩।৪।২),**ইতি চ ব্রহ্মণঃ অন্যেষাম্ আকাশাদীনাম্ আর্ত্তত্বং দর্শয়তি।৬২ 'তপসি ব্রহ্মশব্দবৎ আকাশস্য জন্মশ্রুতেঃ গৌণত্বম্', ইতি এতৎ আকাশসম্ভবশ্রুত্যনুমানাভ্যাং পরিহৃতম্।৬৩ তস্মাৎ ব্রহ্মকার্য্যং বিয়ৎ ইতি সিদ্ধম্**।৬৪॥২।৩।৭॥ ইতি প্রথমং বিয়দধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[ব্রহ্মের] নিরতিশয় মহত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য আকাশগত প্রসিদ্ধ মহৎপরিমাণতার দ্বারা উপমান (—সাদৃশ্য প্রদর্শন) করিতেছে, কিন্তু আকাশের সহিত সমতা প্রদর্শনের জন্য নহে।৫৭ যেমন 'সূর্য্য তীরের ন্যায় ধাবিত হইতেছেন', ইহা [সূর্য্যের] ক্ষিপ্রগতি প্রতিপাদনের জন্য কথিত হয়, কিন্তু তীরের তুল্য গতি প্রতিপাদনের জন্য নহে, তদ্রূপ।৫৮ ইহার দ্বারা (—'আকাশ কার্য্য, সুতরাং অনিত্য', এই যুক্তির দ্বারা) অনন্তত্ব উপমানশ্রুতি (—আকাশের অনন্ততা যাহাতে উপমানরূপে গৃহীত হইয়াছে, সেই "স যথা অনন্তঃ" (৫২০ পৃঃ ৬ বাক্য), এই শ্রুতিবাক্য) ব্যাখ্যাত হইল (— শ্রুতি আপেক্ষিক অনন্ততার দ্বারা মুখ্য আনন্ত্যের বোধ উৎপাদন করিতেছেন)।৫৯ "আকাশ হইতে মহত্তর", ইত্যাদি শ্রুতিসকল থাকায় ব্রহ্ম হইতে আকাশের অল্প পরিমাণতা সিদ্ধ হয়।৬০ আর "তাঁহার প্রতিমা (—উপমা) নাই", এই শ্রুতি ব্রহ্মের অনুপমানতা (—কোন কিছুর সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে না, ইহা) প্রদর্শন করিতেছে। [অতএব ব্রহ্মের স্বরূপ বুদ্ধিতে কথঞ্চিৎ আরূঢ় করাইবার জন্য উপমানরূপে গৃহীত হইলেও আকাশের নিত্যতা সিদ্ধ হয় না]।৬১ আবার "ইহা হইতে যাহা ভিন্ন, তাহা অনিত্য", এই শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন আকাশ প্রভৃতির বিনাশিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।৬২ 'তপস্যাতে ব্রহ্মশব্দের [গৌণপ্রয়োগের] ন্যায় আকাশের জন্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য গৌণ' (৫২১ পৃঃ ৪ বাক্য), ইত্যাদি ইহা আকাশের উৎপত্তিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য ও অনুমানের দ্বারা পরিহৃত হইয়াছে।৬৩ সেইহেতু (—বলবতী তৈত্তিরীয় শ্রুতির সহিত ছান্দোগ্যশ্রুতির একবাক্যতাবশতঃ, ৯ ভাবদীঃ) আকাশ ব্রহ্মের কার্য্য, [সুতরাং অনিত্য], ইহা সিদ্ধ হইল। ৬৪॥২।৩।৭॥ বিয়দধিকরণ সমাপ্ত।

২। মাতরিশ্বাধিকরণম্। [৮ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—আকাশভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে বায়ুর উৎপত্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণের যুক্তিই অতিদিষ্ট হওয়ায় ইহার অপেক্ষা নাই।

ন্যায়মালা

বায়ুর্নিত্যো জায়তে বা ছান্দোগ্যেঽজন্মকীর্ত্তনাৎ।
নৈষাঽনস্তমিতা দেবতেত্যুক্তেশ্চ ন জায়তে॥
শ্রুত্যন্তরোপসংহারাদ্গৌণ্যনস্তময়শ্রুতিঃ।
বিয়দ্বজ্জায়তে বায়ুঃ খরূপং ব্রহ্ম কারণম্॥

অন্বয়—বায়ুঃ নিত্যঃ, জায়তে বা ? ছান্দোগ্যে অজন্মকীর্ত্তনাৎ, "সা এষা অনস্তমিতা দেবতা", ইতি উক্তেশ্চ ন জায়তে, শ্রুত্যন্তরোপসংহারাৎ অনস্তময়শ্রুতিঃ গৌণী, বিয়দ্বৎ বায়ুঃ জায়তে, খরূপং ব্রহ্ম কারণম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[তৈত্তিরীয়কে "আকাশাৎ বায়ুঃ" (তৈঃ ২।১), ইতি শ্রূয়তে। ছান্দোগ্যে তু সৃষ্টিপ্রকরণে তেজোবন্নানাম্ এব উৎপত্তিঃ শ্রূয়তে। ইমে বাক্যে বিষয়ঃ। অনয়োঃ শ্রুত্যোঃ বিরোধঃ অস্তি ন বা, ইতি একবাক্যত্বভাবাভাবাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] বায়ুঃ নিত্যঃ, জায়তে বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—ছান্দোগ্যে [বায়োঃ] অজন্মকীর্ত্তনাৎ, [বৃহদারণ্যকে] "সা এষা অনস্তমিতা দেবতা" (বৃঃ ১।৫।২২), ইতি উক্তেশ্চ [বায়ুঃ] ন জায়তে। [অতঃ বায়োঃ উৎপত্তিশ্রুতিঃ গৌণী]।

সিদ্ধান্ত—[ছান্দোগ্যে বায়ুজন্মাঽশ্রবণে অপি গুণোপসংহারন্যায়েন] শ্রুত্যন্তরোপসংহারাৎ [বৃহদারণ্যকস্থা] অনস্তময়শ্রুতিঃ গৌণী, [উপাসনাপ্রকরণপঠিতত্বেন স্তুত্যর্থত্বাৎ। অতঃ] বিয়দ্বৎ বায়ুঃ জায়তে। [ন চ বায়োঃ আকাশকার্য্যত্বেন ব্রহ্মণি অনন্তর্ভাবাৎ ব্রহ্মজ্ঞানেন বায়ুজ্ঞানং ন সিধ্যেৎ ইতি শঙ্কনীয়ম্। পূর্ব্বপূর্ব্বকার্য্যবিশিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ উত্তরোত্তরকার্য্যহেতুত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ] খরূপং ব্রহ্ম [বায়োঃ] কারণম্।

অনুবাদ

সংশয়—[তৈত্তিরীয়কে "আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল", এইপ্রকার শ্রুত হইতেছে; কিন্তু ছান্দোগ্যে সৃষ্টিপ্রকরণে তেজঃ জল ও ক্ষিতিরই উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে। এই বাক্যদ্বয় এখানে বিষয়। এই শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকারে একবাক্যতার সদ্ভাব ও অভাব বশতঃ সংশয় হয়—] বায়ু নিত্য, অথবা উৎপন্ন হয় ?

পূর্ব্বপক্ষ—ছান্দোগ্যে [বায়ুর] জন্ম বর্ণিত না হওয়ায় এবং [বৃহদারণ্যকে] "সেই এই অবিনাশী দেবতা", এইপ্রকার উক্তি থাকায় [বায়ু] উৎপন্ন হয় না। [সেইহেতু বায়ুর উৎপত্তি-প্রতিপাদিকা শ্রুতি গৌণী (—তাহাকে গৌণভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে]।

সিদ্ধান্ত—[ছান্দোগ্যে বায়ুর জন্ম শ্রুত না হইলেও গুণোপসংহারন্যায়ের (—৩।৩।১ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণে প্রদর্শিত যুক্তির) বলে] অন্য শ্রুতি সংগৃহীত হয় বলিয়া [বৃহদারণ্যকে পঠিত বায়ুর] অবিনাশিত্ব প্রতিপাদকা শ্রুতি গৌণী, [যেহেতু উপাসনার প্রকরণে পঠিত হওয়ায় তাহা স্তুতির জন্য। অতএব] আকাশের ন্যায় বায়ু উৎপন্ন হয়। [আর বায়ু আকাশের কার্য্য হওয়ায় ব্রহ্মে তাহার অন্তর্ভাব হয় না, সেইহেতু ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বায়ুবিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধ হইবে না, এইপ্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যবিশিষ্ট ব্রহ্ম উত্তরোত্তর কার্য্যের হেতুরূপে বিবক্ষিত হওয়ায়] আকাশরূপ (—আকাশোপাধিক) ব্রহ্ম [বায়ুর] কারণ।

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥২।৩।৮॥

সূত্রার্থ—[বায়োঃ উৎপত্তিঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে "সা এষা অনস্তমিতা দেবতা" (বৃঃ ১।৫।২২) ইতি লয়প্রতিষেধাৎ ন বায়োঃ উৎপত্তিঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **এতেন**— আকাশস্য উৎপত্তিমত্ত্বব্যাখ্যানেন, **মাতরিশ্বা**—বায়ুঃ, **ব্যাখ্যাতঃ**— আকাশাবচ্ছিন্নব্রহ্মজন্যত্বেন ব্যাখ্যাতঃ।

অনুবাদ—[বায়ুর উৎপত্তি হয়, অথবা হয় না ; এইপ্রকার সন্দেহ হইলে "সেই এই অবিনাশী দেবতা", এইপ্রকারে লয়ের প্রতিষেধ হওয়ায় বায়ুর উৎপত্তি হয় না, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—]—**এতেন**—আকাশের উৎপত্তি ব্যাখ্যানের দ্বারা, **মাতরিশ্বা**— বায়ু, **ব্যাখ্যাতঃ**—আকাশাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্নরূপে ব্যাখ্যাত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতিদেশঃ অয়ম্।১ এতেন বিয়দ্ব্যাখ্যানেন মাতরিশ্বাপি বিয়দাশ্রয়ঃ বায়ুঃ ব্যাখ্যাতঃ।২ তত্রাপি এতে যথাযোগং পক্ষাঃ রচয়িতব্যাঃ।৩ ন বায়ুঃ উৎপদ্যতে, ছন্দোগানাম্ উৎপত্তিপ্রকরণে অনাম্নানাৎ ইতি একঃ পক্ষঃ।৪ অস্তি তু তৈত্তিরীয়াণাম্ উৎপত্তিপ্রকরণে আম্নানম্ "আকাশাৎ বায়ুঃ (তৈঃ ২।১), ইতি পক্ষান্তরম্।৫ ততশ্চ শ্রুত্যোঃ বিপ্রতিষেধে সতি গৌণী বায়োঃ উৎপত্তিশ্রুতিঃ অসম্ভবাৎ ইতি অপরঃ অভিপ্রায়ঃ।৬ অসম্ভবশ্চ "সা এষা অনস্তমিতা দেবতা যদ্ বায়ুঃ" (বৃঃ ১।৫।২২), ইতি অস্তময়প্রতিষেধাৎ অমৃত-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ— পূর্ব্বপক্ষাদি প্রদর্শনকরতঃ সিদ্ধান্তে বায়ুর উৎপত্তি প্রতিপাদন]

ইহা অতিদেশ (—এই সূত্রের ব্যাখ্যাতেও আকাশের উৎপত্তিপ্রতিপাদক যুক্তিসকলের প্রয়োগ করিতে হইবে)।১ "ইহার দ্বারা", অর্থাৎ আকাশবিষয়ক ব্যাখ্যার দ্বারা মাতরিশ্বাও; অর্থাৎ আকাশাশ্রিত বায়ুও ব্যাখ্যাত হইল।২ সেই স্থলেও (—বায়ুবিষয়েও, পূর্ব্বপক্ষ, একদেশিপক্ষ ও সিদ্ধান্ত] এই পক্ষসকল যথাযোগ্যভাবে রচনা করিতে হইবে।৩ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] বায়ু উৎপন্ন হয় না, যেহেতু ছন্দোগশাখাধ্যায়িগণের উৎপত্তিপ্রকরণে (ছাঃ ৬।২) পঠিত হয় নাই, ইহা এক পক্ষ (—একদেশিপক্ষ)।৪ কিন্তু তৈত্তিরীয়শাখাধ্যায়িগণের উৎপত্তিপ্রকরণে (তৈঃ ২।১) "আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল", এইপ্রকার পাঠ আছে, [সুতরাং বিরোধবশতঃ শ্রুতি প্রমাণ নহে], ইহা অপর পক্ষ (—পূর্ব্বপক্ষ)।৫ [একদেশীর অভিপ্রায় বর্ণনা করিতেছেন—] আর সেইহেতু (—বিভিন্নপ্রকার পাঠ থাকায়) শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ হইলে বায়ুর উৎপত্তি প্রতিপাদনকারিণী শ্রুতি গৌণী হইবে, যেহেতু [বায়ুর উৎপত্তি] সম্ভব নহে, ইহা অপর (—একদেশীর) অভিপ্রায়।৬ [কেন সম্ভব নহে, তাহা বলিতেছেন—] আর অসম্ভব এইহেতু হয়, যেহেতু "সেই এই অবিনাশী দেবতা যাহা বায়ু", এইপ্রকারে নাশের

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বাদিশ্রবণাৎ চ।৭ প্রতিজ্ঞানুপরোধাৎ যাবদ্বিকারং চ বিভাগাভ্যুপগমাৎ উৎপদ্যতে বায়ুঃ ইতি সিদ্ধান্তঃ।৮ অস্তময়প্রতিষেধঃ অপরবিদ্যাবিষয়ঃ আপেক্ষিকঃ, অগ্ন্যাদীনাম্ ইব বায়োঃ অস্তময়াভাবাৎ।৯ কৃতপ্রতিবিধানং চ অমৃতত্বাদিশ্রবণম্।১০ ননু বায়োঃ আকাশস্য চ তুল্যয়োঃ উৎপত্তিপ্রকরণে শ্রবণাশ্রবণয়োঃ একম্ এব অধিকরণম্ উভয়বিষয়ম্ অস্তু, কিম্ অতিদেশেন অসতি বিশেষে ইতি?১১ উচ্যতে—সত্যম্, এবম্ এতৎ; তথাপি মন্দধিয়াং শব্দমাত্রকৃতাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ অয়ম্ অতিদেশঃ ক্রিয়তে।১২ সম্বর্গবিদ্যাদিষু হি উপাস্যতয়া বায়োঃ মহাভাগত্বশ্রবণাৎ অস্তময়প্রতিষেধাদিভ্যশ্চ ভবতি নিত্যত্বাশঙ্কা কস্যচিৎ ইতি।১৩॥২।৩।৮॥

ইতি দ্বিতীয়ং মাতরিশ্বাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

প্রতিষেধ আছে এবং যেহেতু ["বায়ুশ্চ অন্তরিক্ষং চ এতদ্ অমৃতম্" (বৃঃ ২।৩।৩), এই প্রকারে] অমৃতত্ব প্রভৃতি শ্রুত হয়।৭ [একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান] প্রতিজ্ঞার বাধ হয় না বলিয়া এবং যাহা কিছু কার্য্য বস্তু, তাহাদের [পরস্পরের] বিভাগ অঙ্গীকৃত হয় বলিয়া (৫৩৬ পৃঃ ১৩ ভাবদীঃ) বায়ু উৎপন্ন হয়, ইহা সিদ্ধান্ত।৮ [বৃঃ ১।৫।২২ বাক্যে] বিনাশের যে প্রতিষেধ, তাহা অপরবিদ্যাবিষয়ক (—উপাসনাতে উপাস্যের স্তুতি প্রতিপাদক, এইহেতু তাহা] আপেক্ষিক, যেহেতু অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় বায়ুর [স্বকর্ম্ম হইতে] বিরাম হয় না।৯ আর [বৃঃ ২।৩।৩ বাক্যে বায়ুবিষয়ক] অমৃতত্বাদির যে শ্রবণ, তাহার প্রতিবিধান করা হইয়াছে (—উপাস্যের স্তুতির জন্য আপেক্ষিক, ইহা বলা হইয়াছে)।১০

[অধিকরণারম্ভে সংশয় ও সমাধান]

[শঙ্কা—] কিন্তু উৎপত্তিপ্রকরণে যাহাদের শ্রবণ ও অশ্রবণ সমান (—তৈত্তিরীয়ে যাহারা সমানভাবে শ্রুত হইয়াছে এবং ছান্দোগ্যে যাহারা সমানভাবে শ্রুত হয় নাই), সেই বায়ু ও আকাশের [উৎপত্তি প্রতিপাদনের জন্য] উভয়বিষয়ক একটীই অধিকরণ হউক, কোন বিশেষ না থাকিলে অতিদেশের আবশ্যকতা কি?১১ [সিদ্ধান্তী—] বলা হইতেছে, সত্য, ইহা এইপ্রকারই বটে; কিন্তু তাহা হইলেও [তাৎপর্য্য না জানিয়া] মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের শব্দমাত্র হইতে যে আশঙ্কা হয়, তাহার নিবৃত্তির জন্য এই অতিদেশ করা হইতেছে।১২ সম্বর্গবিদ্যা প্রভৃতিতে (ছাঃ ৩।১৫।২, ৪।৩।১) উপাস্যরূপে বায়ুর মহাভাগত্ব (—মহাপ্রভাবযুক্ততা) শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় এবং বিনাশের প্রতিষেধ প্রভৃতি থাকায় কাহারও [বায়ুবিষয়ক] নিত্যতাশঙ্কা হইতে পারে, এইহেতু তাহা নিরাকরণের জন্য পৃথক্ অধিকরণে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসকলের অতিদেশ করা হইয়াছে)।১৩ ॥২।৩।৮॥ মাতরিশ্বাধিকরণ সমাপ্ত।]

৩। অসম্ভবাধিকরণম্। [৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য - ব্রহ্মের জন্মরাহিত্য

অধিকরণসঙ্গতি - পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণদ্বয়ে যাহাদের উৎপত্তির কোন সম্ভাবনাই আশা করা যায় নাই, সেই আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি বেদের প্রামাণ্যবলে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সেই প্রকারেই "জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" (শ্বেঃ ৪।৩) এই বেদবাক্য এবং তাহার সহকারী "ব্রহ্ম উৎপদ্যতে কার্য্যকারিত্বাৎ, বিয়দাদিবৎ", এই অনুমানপ্রমাণবলে ব্রহ্মও অন্য ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হউন। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণদ্বয়ের সহিত ইহার **দৃষ্টান্তসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

সদ্‌ব্রহ্ম জায়তে নো বা কারণত্বেন জায়তে।
যৎকারণং জায়তে তদ্বিয়দ্বায়্বাদয়ো যথা ॥
অসতোঽকারণত্বেন খাদীনাং সত উদ্ভবাৎ।
ব্যাপ্তেরজাদিবাক্যেন বাধাৎ সন্নৈব জায়তে ॥

অন্বয়—সদ্‌ব্রহ্ম জায়তে, নো বা ? কারণত্বেন জায়তে, 'যৎ কারণং তৎ জায়তে, যথা বিয়দ্ বায়্বাদয়' । অসতঃ অকারণত্বেন, খাদীনাং সতঃ উদ্ভবাৎ, ব্যাপ্তেঃ অজাদিবাক্যেন বাধাৎ, সৎ ন এব জায়তে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্", "ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা" (শ্বেঃ ৬।৯), ইত্যাদিব্রহ্মানাদিত্বশ্রুতীনাং "ত্বং জাতো ভবসি" (শ্বেঃ ৪।৩), ইত্যাদিশ্রুত্যা বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি একবাক্যত্বভাবাভাবাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] সদ্‌ব্রহ্ম জায়তে, নো বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—["সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) ইতি শ্রূয়তে। তৎ সদ্রূপং ব্রহ্ম] কারণত্বেন জায়তে, [যতঃ] 'যৎ কারণং তৎ জায়তে, যথা বিয়দ্-বায়্বাদয়ঃ' [ইতি ব্যাপ্তিঃ অস্তি]।

সিদ্ধান্ত—["কথম্ অসতঃ সৎ জায়েত" (ছাঃ ৬।২।২), ইতি শ্রুত্যা] অসতঃ অকারণত্বেন, [আত্মাশ্রয়াপত্তেঃ সতঃ এব সতঃ অকারণত্বাৎ], খাদীনাং সতঃ উদ্ভবাৎ, ['যৎ কারণং তৎ জায়তে', ইতি] ব্যাপ্তেঃ ["মহান্ অজঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি] অজাদিবাক্যেন বাধাৎ [চ] সৎ ন এব জায়তে।

অনুবাদ

সংশয়—[অনাদি, অনন্ত, মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং অবিনাশী", "ইহার কোন উৎপাদয়িতা নাই", ইত্যাদি ব্রহ্মের অনাদিত্ব প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকলের "তুমি জাত হইয়া নানারূপ ধারণ কর", ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকারে একবাক্যতা এবং তাহার অভাববশতঃ (—বিরোধ না থাকিলে একবাক্যতাবশতঃ এবং থাকিলে তাহার অভাববশতঃ) সংশয় হইতেছে—] সৎস্বরূপ ব্রহ্ম উৎপন্ন হন, অথবা উৎপন্ন হন না ?

পূর্ব্বপক্ষ—["হে সোম্য, ইহা অগ্রে সদ্রূপেই বর্ত্তমান ছিল", ইহা শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে। সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম জগতের] কারণ হওয়ায় উৎপন্ন হন, [যেহেতু] "যাহা কারণ তাহা উৎপন্ন হয়, যেমন আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি", [এইপ্রকার ব্যাপ্তি আছে]।

সিদ্ধান্ত—["অসৎ হইতে সৎ কিপ্রকারে উৎপন্ন হইবে", এই শ্রুতিবলে] অসৎ কারণ না হওয়ায় ; [আত্মাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া সৎই সত্তের কারণ না হওয়ায়];

আকাশ প্রভৃতির উৎপত্তি সৎ হইতে হওয়ায় ; এবং ['যাহা কারণ, তাহা উৎপন্ন হয় এই] ব্যাপ্তির ["মহান্ জন্মরহিত আত্মা", এই] জন্মরাহিত্যাদি প্রদিপাদক বাক্যের দ্বারা বাধ হওয়ায় সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিশ্চয়ই উৎপন্ন হন না।

অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥২।৩।৯॥

পদচ্ছেদ—অসম্ভবঃ, তু, সতঃ, অনুপপত্তেঃ।

সূত্রার্থ—["ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা" (শ্বেঃ ৬।৯), ইত্যাদীনাং ব্রহ্মণঃ নিত্যত্বপ্রতিপাদকশ্রুতীনাং "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" (শ্বেঃ ৪।৩], ইতি শ্রুত্যা বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তু**শব্দঃ—ব্রহ্মণঃ উৎপত্তিশঙ্কানিরাকরণার্থঃ। **সতঃ**—সদাত্মকস্য ব্রহ্মণঃ, **অসম্ভবঃ**—উৎপত্ত্যসম্ভবঃ। [কুতঃ?] **অনুপপত্তেঃ**—সৎসামান্যাৎ সৎসামান্যস্য উৎপত্ত্যনুপপত্তেঃ। [বিশেষস্য এব হি ঘটাদেঃ মৃৎসামান্যজন্যত্বদর্শনাৎ।

অনুবাদ—["ইঁহার উৎপাদয়িতা কেহ নাই", ইত্যাদি ব্রহ্মের নিত্যতাপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের "তুমি জাত হইয়া নানারূপ ধারণ কর", এই শ্রুতির সহিত বিরোধ আছে; অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'বিরোধ আছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তু**শব্দ—ব্রহ্মের উৎপত্তিবিষয়ক আশঙ্কাকে নিরাকরণের জন্য। **সতঃ**—সৎস্বরূপ ব্রহ্মের, **অসম্ভবঃ**—উৎপত্তি সম্ভব নহে। [কেন নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **অনুপপত্তেঃ**—যেহেতু সৎসামান্য হইতে সৎসামান্যের উৎপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। [কারণ ঘটাদি বিশেষ বস্তুরই মৃত্তিকাসামান্য হইতে উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয়]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিয়ৎপবনয়োঃ অসম্ভাব্যমানজন্মনোঃ অপি উৎপত্তিম্ উপশ্রুত্য ব্রহ্মণঃ অপি ভবেৎ কুতশ্চিৎ উৎপত্তিঃ ইতি স্যাৎ কস্যচিৎ মতিঃ ।১ তথা বিকারেভ্যঃ এব আকাশাদিভ্যঃ উত্তরেষাং বিকারাণাম্ উৎপত্তিম্ উপশ্রুত্য আকাশস্যাপি বিকারাদেব ব্রহ্মণঃ উৎপত্তিঃ ইতি কশ্চিৎ মন্যেত ।২ তাম্ আশঙ্কাম্ অপনেতুম্ ইদং

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—আকাশের ন্যায় ব্রহ্মেরও উৎপত্তি হয়।]

আকাশ এবং বায়ু, যাহাদের জন্ম সম্ভব নহে, তাহাদেরও উৎপত্তি শ্রবণ করিয়া 'ব্রহ্মেরও কোন কিছু হইতে উৎপত্তি হইতে পারে', ইহা কাহারও মনে হইতে পারে।১ এইপ্রকারে আকাশাদি কার্য্যবস্তুসকল হইতে পরবর্ত্তী কার্য্যবস্তুসকলের উৎপত্তি শ্রবণ করিয়া কার্য্যভূত ব্রহ্ম হইতেই আকাশেরও উৎপত্তি হয় ইহা কেহ (—একদেশী) মনে করিতে পারেন (১)।২

ভাবদীপিকা

(১) **রত্নপ্রভা**কার বলেন—ইহা **একদেশী**র অভিমত। ন্যায়নির্ণয়কার বলেন পূর্ব্বপক্ষীর। যাহাহউক, এই স্থলে তাঁহারা এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"ব্রহ্ম কুতশ্চিৎ জায়তে কারণত্বাৎ, আকাশবৎ"। "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" (শ্বেঃ ৪।৩),

শাঙ্করভাষ্যম্

সূত্রম্—"অসম্ভবস্তু" ইতি।৩ ন খলু ব্রহ্মণঃ সদাত্মকস্য কুতশ্চিৎ অন্যতঃ সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ আশঙ্কিতব্যা।৪ কস্মাৎ?৫ অনুপপত্তেঃ।৬ সন্মাত্রং হি ব্রহ্ম।৭ ন তস্য সন্মাত্রাৎ এব উৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অসতি অতিশয়ে প্রকৃতিবিকারভাবানুপপত্তেঃ।৮ নাপি সদ্বিশেষাৎ, দৃষ্ট বিপর্য্যয়াৎ।৯ সামান্যাৎ হি বিশেষাঃ উৎপদ্যমানাঃ দৃশ্যন্তে মৃদাদেঃ ঘটাদয়ঃ, ন তু বিশেষেভ্যঃ সামান্যম্।১০ নাপি অসতঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ— ব্রহ্মের উৎপত্তির অসম্ভাবনা প্রতিপাদন।]

[সিদ্ধান্ত—] সেই আশঙ্কাকে অপনোদন করিবার জন্য "অসম্ভবস্তু", এই সূত্র আরব্ধ হইয়াছে।৩ সৎস্বরূপ ব্রহ্মের অন্য কোন কিছু হইতে সম্ভব, অর্থাৎ উৎপত্তি নিশ্চয়ই আশঙ্কা করা উচিত নহে।৪ কেন নহে?৫ [উত্তর—] যেহেতু যুক্তিসঙ্গত নহে (২)।৬ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] যেহেতু ব্রহ্ম সৎস্বরূপ মাত্র।৭ সৎস্বরূপমাত্র হইতেই তাঁহার উৎপত্তি সম্ভব নহে, যেহেতু [মৃত্তিকা হইতে ঘটের ন্যায়] অতিশয় (—বৈলক্ষণ্য) না থাকিলে কার্য্যকারণভাব সঙ্গত নহে।৮ আর সৎ-বিশেষ হইতেও [সৎসামান্যস্বরূপ ব্রহ্মের উৎপত্তি] সম্ভব নহে, কারণ দৃষ্ট-বিপর্য্যয় (—লোকমধ্যে যেপ্রকার পরিদৃষ্ট হয়, তাহার বিরোধ) হইয়া পড়ে।৯ [ইহাই বিবৃত করিতেছেন—] দেখ, সামান্য হইতেই বিশেষসকলকে উৎপন্ন হইতে

ভাবদীপিকা

এই শ্রুতিবাক্যটী উক্ত অনুমানের দ্বারা পুষ্ট হইয়া কোন কারণ হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি প্রতিপাদন করেন। কিন্তু নিত্য কারণ অঙ্গীকার না করিলে 'তাহার অন্য কারণ','তাহার অন্য কারণ', এইপ্রকারে অনবস্থা হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে ইঁহারা বলেন—তাহা বীজাঙ্কুরের ন্যায় প্রামাণিকী অনবস্থা হওয়ায় কোন দোষ হয় না। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১), ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের যে একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মত্ব জাতিসাপেক্ষ। অতএব দীপ হইতে দীপান্তরের ন্যায় এক ব্রহ্ম হইতে অন্য ব্রহ্মের উৎপত্তি অঙ্গীকার্য্য। আর বায়ু প্রভৃতির অমৃতত্বের (বৃঃ ২।৩।৩) ন্যায় ব্রহ্মের নিত্যতা প্রভৃতিকে আপেক্ষিকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ইঁহাদের অভিপ্রায়।

(২) **সিদ্ধান্তী** এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"ব্রহ্ম ন জায়তে কারণশূন্যত্বাৎ, নরবিষাণবৎ"। [অথবা "যন্নৈবং তন্নৈবম্" যথা ঘটঃ—'যাহা কারণশূন্য নহে, তাহা অনুৎপন্নও নহে, যেমন ঘট']। এইরূপে একদেশীর [অথবা পূর্ব্বপক্ষীর] অনুমানে সৎপ্রতিপক্ষ প্রদর্শিত হইল। একদেশী যদি বলেন—ব্রহ্মেরও কারণ থাকায় ত্বৎপ্রদর্শিত 'কারণশূন্যত্ব' হেতুটী পক্ষ ব্রহ্মে থাকিতেছে না। ফলে তোমার অনুমান স্বরূপাসিদ্ধিদোষগ্রস্ত। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—১। সৎসামান্যস্বরূপ ব্রহ্মের কারণ কি অন্য সৎসামান্যস্বরূপ কিছু, অথবা ২। কোন বিশেষ সৎপদার্থই সৎসামান্যস্বরূপ ব্রহ্মের কারণ; অথবা ৩। অসৎ কোন কিছু সৎস্বরূপ ব্রহ্মের কারণ? এই পক্ষত্রয় ক্রমশঃ নিরাকৃত হইতেছে—**সন্মাত্রং হি**—'যেহেতু ব্রহ্ম' ইত্যাদি (৭ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

নিরাত্মকত্বাৎ, "কথম্ অসতঃ সৎ জায়েত" (ছাঃ ৬।২।২) ইতি চ আক্ষেপশ্রবণাৎ ।১১ "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ" (শ্বেঃ ৬।৯), ইতি চ ব্রহ্মণঃ জনয়িতারং বারয়তি ।১২ বিয়ৎপবনয়োঃ পুনঃ উৎপত্তিঃ প্রদর্শিতা, ন পুনঃ ব্রহ্মণঃ সা অস্তি ইতি বৈষম্যম্ ।১৩ ন চ বিকারেভ্যঃ বিকারান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ ব্রহ্মণঃ অপি বিকারত্বং ভবিতুম্ অর্হতি ইতি মূলপ্রকৃত্যনভ্যুপগমে অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ ।১৪ যা মূলপ্রকৃতিঃ অভ্যুপগম্যতে, তদেব চ নঃ ব্রহ্ম ইতি অবিরোধঃ ।১৫॥২।৩।৯॥ ইতি তৃতীয়ম্ অসম্ভবাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

দেখা যাইতেছে, [যেমন] মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে ঘট প্রভৃতি ; কিন্তু [ঘটাদি] বিশেষসকল হইতে [মৃদাদি] সামান্য উৎপন্ন হয় না ।১০ আবার অসৎ হইতেও [সৎস্বরূপ ব্রহ্মের উৎপত্তি সম্ভব] নহে, যেহেতু [অসৎ] নিরাত্মক (—সত্তাশূন্য), এবং যেহেতু "অসৎ হইতে সৎ কিপ্রকারে উৎপন্ন হইবে", এইপ্রকার আক্ষেপ শ্রুত হইতেছে। [অতএব ব্রহ্মের কোনপ্রকার কারণই সম্ভব না হওয়ায় মৎপ্রদর্শিত অনুমান স্বরূপাসিদ্ধ নহে ।১১ যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া এক্ষণে সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "তিনি [সমস্ত পদার্থের] কারণ, করণ (—ইন্দ্রিয়) সকলের অধিপতি জীবেরও অধিপতি, ইঁহার কোন জনক নাই, কোন অধিপতিও নাই", এই শ্রুতি ব্রহ্মের জনয়িতাকে নিষেধ করিতেছেন ।১২ [আর যে বলা হইয়াছে—আকাশ ও বায়ু, যাহাদের জন্ম সম্ভব নহে (১ বাক্য), ইত্যাদি ; তদুত্তরে বলিতেছেন—বিভক্ত হওয়ায়] আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি কিন্তু প্রদর্শিত হইয়াছে (৫৩৬ পৃঃ ১৩ ভাবদীঃ), পরন্তু ব্রহ্মের তাহা (—উৎপত্তি) নাই, [যেহেতু বিভক্ত, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন হইলে ব্রহ্মত্বই (—নিরতিশয় ব্যাপিত্বই ১।৯১ পৃঃ) ব্যাহত হইয়া পড়িবে], এইপ্রকার বৈষম্য আছে। ১৩ ["ব্রহ্ম কুতশ্চিৎ জায়তে কারণত্বাৎ" (১ ভাবদীঃ), ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] আর কার্য্যবস্তু হইতে কার্য্যবস্তুর উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া [জগৎকারণ] ব্রহ্মও কার্য্যবস্তু হইবেন, ইহা সঙ্গত নহে ; যেহেতু মূলপ্রকৃতি (—মূল কারণ) অঙ্গীকার না করিলে অনবস্থা হইয়া পড়িবে (৩) ।১৪ যাহা মূল প্রকৃতিরূপে অঙ্গীকৃত হইতেছে, তাহাই আমাদের ব্রহ্ম, এইহেতু [উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয়ে কোন] বিরোধ নাই ।১৫॥২।৩।৯॥

অসম্ভবাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৩) এই অনবস্থাকে প্রামাণিকী বলা যায় না, কারণ বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় ব্রহ্ম ও জগতের কার্য্যকারণভাব দৃষ্টসিদ্ধ নহে। আর সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম যদি কার্য্যবস্তু হন, তাহা হইলে কার্য্যভূত সেই ব্রহ্ম যাহাতে বিলীন হইবেন, কার্য্যবস্তু হওয়ায় তাহারও বিলয় অবশ্যম্ভাবী হয় বলিয়া

৪। তেজোঽধিকরণম্। [১০ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বায়ুভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে তেজোৎপত্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে 'সামান্য হইতে সামান্যের উৎপত্তি হয় না', ইহা বলা হইয়াছে। আচ্ছা, তাহা হউক্। এই অধিকরণে কিন্তু তাহা হইলে ব্রহ্মরূপ সামান্য হইতে তেজোরূপ বিশেষের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হউক্। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ব্রহ্মণো জায়তে বহ্নির্বায়োর্বা ব্রহ্মসংযুতাৎ।
তত্তেজোঽসৃজতেত্যুক্তের্ব্রহ্মণো জায়তেঽনলঃ॥
বায়োরগ্নিরিতিশ্রুত্যা পূর্ব্বশ্রুত্যৈকবাক্যতঃ।
ব্রহ্মণো বায়ুরূপত্বমাপন্নাদগ্নিসম্ভবঃ॥

অন্বয়—বহ্নিঃ ব্রহ্মণঃ জায়তে, ব্রহ্মসংযুতাৎ বায়োঃ বা? "তৎ তেজোঽসৃজত", ইতি উক্তেঃ অনলঃ ব্রহ্মণঃ জায়তে। পূর্ব্বশ্রুত্যৈকবাক্যতঃ "বায়োঃ অগ্নিঃ", ইতি শ্রুত্যা বায়ুরূপত্বমাপন্নাৎ ব্রহ্মণঃ অগ্নিসম্ভবঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[তেজোৎপত্তিবাক্যানি অত্র বিষয়ঃ। ছান্দোগ্যে "তৎ তেজোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩) ইতি তেজসঃ ব্রহ্মজত্বং শ্রূয়তে। তৈত্তিরীয়কে তু "বায়োঃ অগ্নিঃ" (তৈঃ ২।১), ইতি

ভাবদীপিকা

বিলয়োপযোগী কার্য্যধারার বিরাম আর কখনও হইবে না, ফলে বিলয়াধিকরণের অভাবে শাস্ত্রসিদ্ধ প্রলয় অসম্ভব হইয়া পড়িবে। আর ব্রহ্মের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হইলে (১ ভাবদীঃ), ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষও পরম পুরুষার্থ হইতে পারিবে না, কারণ উৎপন্ন ব্রহ্মের নাশ অবশ্যম্ভাবী। আর যে প্রদীপ হইতে প্রদীপান্তরের ন্যায় ব্রহ্মের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে (ঐ), তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ প্রদীপ প্রদীপান্তরের নিমিত্তকারণমাত্র হওয়ায় দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না। এই সকল দোষবশতঃ অনেক ব্রহ্ম সিদ্ধ না হওয়ায় ব্রহ্মজাতি অঙ্গীকার করা যায় না বলিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতি জাতিসাপেক্ষ নহে। এইরূপে ব্রহ্মের উৎপত্তি ও নাশ নিরাকৃত হওয়ায় "ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" (শ্বেঃ ৪।৩), ইত্যাদি শ্রুতিকে 'উপাধিযোগে তিনি নানারূপে প্রতীয়মান হন', এইপ্রকারে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকতা প্রতিপাদিকারূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, অন্যথা ব্রহ্মের উৎপত্ত্যাদি সকলপ্রকার বিকারের প্রতিষেধক শ্রুতিসকল (বৃঃ ৪.৪।২৫, ৩.৮।৮, শ্বেঃ ৩.৯,৪।২১,৬।৯ ইত্যাদি), বাধিতা হইয়া পড়িবেন। এতগুলি শ্রুতির বিরোধ একা এই শ্বেঃ ৪।৩ শ্রুতি করিতে পারেন না। অতএব ব্রহ্মের নিত্যতা প্রভৃতিকে যে আপেক্ষিক বলা হইয়াছে (১ ভাবদীঃ), তাহা নিরাকৃত হইয়া পড়িল। এইপ্রকারে সিদ্ধান্তীর অনুমানে "ব্রহ্ম যদি কার্য্যং স্যাৎ, তর্হি অনবস্থা স্যাৎ, প্রলয়াভাবঃ স্যাৎ, মোক্ষঃ অপি ন স্যাৎ", ইত্যাদি এইপ্রকার অনুকূল তর্ক থাকায়, তাহা একদেশীর অনুমান (১ ভাবদীঃ) হইতে প্রবল হইয়া পড়িল। এই সকল নানা দোষবশতঃ যদি বলা হয়, আমরা মূল প্রকৃতি অঙ্গীকার করি। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**যা মূলপ্রকৃতি**—'যাহা' ইত্যাদি (১৫ বাক্য)।

অসম্ভবাধিকরণ সমাপ্ত।

বায়ুজত্বম্। একবাক্যত্বসম্ভবাসম্ভবাভ্যাং ভবতি অত্র সংশয়ঃ—] বহ্নিঃ ব্রহ্মণঃ জায়তে, ব্রহ্মসংযুতাৎ বায়োঃ বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—['বায়োঃ' ইতি পঞ্চম্যা আনন্তর্য্যার্থস্য অপি সম্ভবাৎ] "তৎ তেজোঽসৃজত", ইতি উক্তেঃ অনলঃ [কেবলাৎ] ব্রহ্মণঃ জায়তে।

সিদ্ধান্ত—["আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১), ইত্যত্র যঃ সম্ভূতশব্দঃ, তেন অনুবর্ত্তমানেন সম্ভূতশব্দেন অন্বিতায়াঃ 'বায়োঃ' ইতি পঞ্চম্যাঃ উপাদানার্থত্বস্যৈব মুখ্যত্বাৎ] পূর্ব্বশ্রুত্যৈকবাক্যতঃ "বায়োঃ অগ্নিঃ" ইতি শ্রুত্যা বায়ুরূপত্বমাপন্নাৎ ব্রহ্মণঃ অগ্নিসম্ভবঃ। [এবম্প্রকারেণ ছান্দোগ্যতৈত্তিরীয়কয়োঃ উভয়োঃ শ্রুত্যোঃ একবাক্যতাপি সম্ভবতি ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[তেজোৎপত্তিবিষয়ক বাক্যসকল এখানে বিচার্য্য বিষয়। ছান্দোগ্যে "তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন", এইপ্রকারে তেজের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে। তৈত্তিরীয়কে কিন্তু "বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল", এইপ্রকারে বায়ু হইতে উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে। এই স্থলে একবাক্যতার সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনাবশতঃ সংশয় হয়—] বহ্নি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, অথবা ব্রহ্মসংযুক্ত বায়ু হইতে ?

পূর্ব্বপক্ষ—['বায়োঃ' এই পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা আনন্তর্য্যরূপ অর্থও সম্ভব হয় বলিয়া] "তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন", এইপ্রকার বর্ণিত হওয়ায় বহ্নি [কেবল] ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

সিদ্ধান্ত—["আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", এই স্থলে যে সম্ভূত শব্দ, সেই অনুবর্ত্তমান (পরবর্তিস্থলেও আগত) সম্ভূত শব্দের সহিত যুক্ত 'বায়োঃ' এই পঞ্চমী বিভক্তির উপাদানরূপ অর্থই মুখ্য হওয়ায়] পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিবাক্যের সহিত একবাক্যতাবশতঃ "বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল", এই শ্রুতিবলে বায়ুভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়। [এইপ্রকারে ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়, এই উভয় শ্রুতির একবাক্যতাও সম্ভব হইতেছে, ইহাই ভাব]।

তেজোঽতস্তথাহ্যাহ ॥২।৩।১০॥

পদচ্ছেদ—তেজঃ, অতঃ, তথা, হি, আহ।

সূত্রার্থ—["তৎ তেজোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩), ইতি ব্রহ্মজত্বং তেজসঃ শ্রূয়তে। "বায়োঃ অগ্নিঃ" (তৈঃ ২।১), ইতি তু বায়ুজত্বম্। অনয়োঃ বাক্যয়োঃ বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; বিরোধঃ অস্তি ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। বায়োরপি ব্রহ্মকার্য্যত্বেন তেজঃ প্রতি উপাদানত্বাসম্ভবাৎ ব্রহ্মমাত্রজন্যত্বং তেজসঃ ইতি অবিরোধঃ ইতি একদেশিমতম্। পরমসিদ্ধান্তস্তু—] **তেজঃ**—বহ্নিঃ, **অতঃ**—অস্মাৎ বায়োঃ [জায়তে]। **হি**—যতঃ, **তথা**—বায়ুজন্যত্বম্, **আহ**—"বায়োঃ অগ্নিঃ", ইতি শ্রুতিঃ আহ। [ননু ছান্দোগ্যশ্রুত্যা বিরোধঃ তদবস্থঃ এব ইতি চেৎ ? ন, যতঃ বায়োঃ ব্রহ্মজন্যত্বেন বায়ুভাবাপন্নব্রহ্মজন্যত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ছান্দোগ্যতৈত্তিরীয়কশ্রুত্যোঃ একবাক্যতয়া অবিরোধঃ ইতি]।

অনুবাদ—["তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন", এইপ্রকারে তেজের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে। কিন্তু "বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল", এইপ্রকারে বায়ু হইতে উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে। এই বাক্যদ্বয়ের বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'বিরোধ আছে,' ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ব্রহ্মের কার্য্য হওয়ায় বায়ুরও তেজের প্রতি উপাদানতা সম্ভব

হয় না বলিয়া তেজঃ কেবলমাত্র ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, এইপ্রকারে অবিরোধ হয়, ইহা একদেশীর মতবাদ। পরমসিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তেজঃ—বহ্নি, অতঃ- এই বায়ু হইতে** [উৎপন্ন হয়]। **হি—যেহেতু, তথা—বায়ু হইতে উৎপত্তি, আহ—"বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল", এই শ্রুতি** বলিতেছেন। [যদি বলা হয়—ছান্দোগ্য শ্রুতির সহিত বিরোধ সেই অবস্থাতেই থাকিয়া গেল। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা নহে, যেহেতু ব্রহ্ম হইতে বায়ুর উৎপত্তি হওয়ায় বায়ুভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তিই বিবক্ষিত হয় বলিয়া ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়, এই শ্রুতিদ্বয়ের একবাক্যতাবলে কোন প্রকার বিরোধ হয় না]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ছান্দোগ্যে সন্মূলত্বং তেজসঃ শ্রাবিতং, তৈত্তিরীয়কে তু বায়ুমূলত্বম্।১ তত্র তেজোজনিং প্রতি শ্রুতিবিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং প্রাপ্তং তাবৎ ব্রহ্মযোনিকং তেজঃ ইতি।২ কুতঃ?৩ "সদেব" ইতি উপক্রম্য "তৎ তেজোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩), **ইতি উপদেশাৎ।৪ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়াশ্চ ব্রহ্মপ্রভবত্বে সর্ব্বস্য সম্ভবাৎ।৫ "তজ্জলান্"** (ছাঃ ৩।১৪।১), **ইতি চ অবিশেষশ্রুতেঃ।৬ "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ** (মুঃ ২।১।৩), **ইতি চ উপক্রম্য শ্রুত্যন্তরে সর্ব্বস্য অবিশেষেণ ব্রহ্মজত্বোপদেশাৎ।৭ তৈত্তিরীয়কে চ "সঃ তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত যদিদং কিঞ্চ"** (তৈঃ ২।৬), **ইতি অবিশেষশ্রবণাৎ।৮ তস্মাৎ "বায়োঃ অগ্নিঃ"** (তৈঃ ২।১), **ইতি ক্রমোপদেশঃ দ্রষ্টব্যঃ, বায়োঃ**

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—কল্পিতের অধ্যাসাধিষ্ঠানত্ব সম্ভব না হওয়ায় সাক্ষাৎ ব্রহ্মই তেজোযোনি।]

ছান্দোগ্যে তেজের সন্মূলকতা (—সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি) শ্রাবিত হইয়াছে, তৈত্তিরীয়কে কিন্তু বায়ু হইতে উৎপত্তি শ্রাবিত হইয়াছে।১ সেই স্থলে [পূর্ব্বপক্ষীর মতে] তেজের যোনি (—উপাদান) বিষয়ে শ্রুতির বিরোধ হইলে [তাহার অপ্রামাণ্য প্রসক্ত হওয়ায়, একদেশী বলেন—] তেজঃ [সাক্ষাৎ] ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল।২ কিপ্রকারে?৩ [তাহা বলিতেছেন] যেহেতু "একমাত্র সৎই", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "তিনি (—সেই সৎ) তেজকে সৃষ্টি করিলেন", এইপ্রকার উপদেশ আছে।৪ আর যেহেতু ব্রহ্ম হইতে সর্ব্ব বস্তুর উৎপত্তি হইলে [একবিজ্ঞানে] সর্ব্ববিজ্ঞানবিষয়ক প্রতিজ্ঞাও হয় সম্ভব।৫ আর যেহেতু ["এই জগৎ] তজ্জ (—তাঁহা হইতে উৎপন্ন), তল্ল (—তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়) এবং তদন (—তদবলম্বনে প্রাণনাদি ক্রিয়া করে, অর্থাৎ জীবিত থাকে"), এই অবিশেষ শ্রুতি (—অবিশেষভাবে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তিপ্রতিপাদিকা শ্রুতি) আছে।৬ আবার যেহেতু অন্য শ্রুতিতে "ইহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া অবিশেষভাবে সকল পদার্থের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে।৭ আর যেহেতু তৈত্তিরীয়কে "তিনি তপস্যা (—সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা) করিয়া এই যাহা কিছু, এই সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন", এইপ্রকার

শাঙ্করভাষ্যম্

অনন্তরম্ অগ্নিঃ সম্ভূতঃ ইতি।৯ এবং প্রাপ্তে উচ্যতে—তেজঃ অতঃ মাতরিশ্বনঃ জায়তে ইতি।১০ কস্মাৎ? ১১ তথাহি আহ "বায়োঃ অগ্নিঃ" ইতি।১২ অব্যবহিতে হি তেজসঃ ব্রহ্মজত্বে সতি, অসতি বায়ুজত্বে "বায়োঃ অগ্নিঃ", ইতি ইয়ং শ্রুতিঃ কদর্থিতা স্যাৎ।১৩ ননু ক্রমার্থা এষা ভবিষ্যতি ইতি উক্তম্।১৪ নেতি ব্রূমঃ।১৫ "তস্মাদ্ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১), ইতি পুরস্তাৎ সম্ভবত্যপাদানস্য আত্মনঃ পঞ্চমীনির্দ্দেশাৎ, তস্যৈব চ সম্ভবতেঃ ইহ অধিকারাৎ, পরস্তাৎ অপি চ তদধিকারে "পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ"

ভাষ্যানুবাদ

অবিশেষ শ্রুতি আছে।৮ সেইহেতু "বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল", ইহাকে 'বায়ুর অনন্তর [সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে] অগ্নি উৎপন্ন হইল', এইপ্রকারে ক্রমের (—পৌর্ববাপৌর্য্যের) উপদেশরূপে অবগত হইতে হইবে (১) ইত্যাদি।৯

সিঃ—লিঙ্গপ্রমাণাপেক্ষা শ্রুতিপ্রমাণের এবং উপপদাপেক্ষা কারকের প্রাবল্যবশতঃ বায়ুভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে তেজোৎপত্তি।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [অপসিদ্ধান্ত] প্রাপ্ত হইলে কথিত হইতেছে—তেজঃ ইহা হইতে, অর্থাৎ বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়।১০ তাহতে প্রমাণ কি?১১ [উত্তর—] যেহেতু [শ্রুতি] সেইপ্রকারই বলেন, যথা—"বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি।১২ [ইহা ব্যতিরেকমুখে বিবৃত করিতেছেন—] তেজঃ অব্যবহিত ব্রহ্মজ (—সাক্ষাদ্ভাবে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন) হইলে, বায়ু হইতে উৎপন্ন না হইলে, "বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল", এই শ্রুতি কদর্থিতা (—বাধিতা) হইয়া পড়িবেন।১৩ [শঙ্কা—] কিন্তু ইহা (—এই শ্রুতিবাক্য ক্রমরূপ অর্থের বোধক হইবে, ইহা বলা হইয়াছে।১৪ [সমাধান—] তাহা নহে, ইহা আমরা বলিতেছি।১৫ "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", এইপ্রকারে পূর্ব্বে সম্ভবতির (—উৎপত্তির) অপাদান যে আত্মা, পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা তাহার নির্দ্দেশ হওয়ায়, আর এখানে সেই উৎপত্তিরই অধিকার (—প্রকরণ) হওয়ায় (—এই প্রকরণে

ভাবদীপিকা

(১) একদেশীর গূঢ়াভিসন্ধি এই—সিদ্ধান্তে কার্য্যবস্তু মাত্রই বিবর্ত্ত হওয়ায় এবং যাহা বিবর্ত্ত (—ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে কল্পিত), তাহা অপর বিবর্ত্তের অধিষ্ঠান হইতে পারে না বলিয়া ব্রহ্মে কল্পিত বায়ু তেজঃকল্পনার অধিষ্ঠান হইতে পারে না। সেইহেতু সাক্ষাৎ ব্রহ্মকেই তেজঃ-কল্পনার অধিষ্ঠানরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। "বায়োঃ অগ্নিঃ", অত্রস্থ পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ হইবে 'ক্রম'; তাহাতে 'বায়ুকল্পনার অধিষ্ঠান হইবার অনন্তর সেই ব্রহ্মই তেজঃকল্পনার অধিষ্ঠান হইলেন', এইপ্রকার অর্থ অবগত হইতে হইবে। 'বায়ুরূপ উপাদান হইতে তেজের উৎপত্তি হইল', এইরূপ অর্থ নহে। এইপ্রকারে শ্রুতিবাক্যসকলের অবিরোধ সিদ্ধ হওয়ায় বেদের প্রামাণ্যও সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

(তৈঃ ২।১), ইতি অপাদানপঞ্চমীদর্শনাৎ, "বায়োঃ অগ্নি" ইতি অপাদানপঞ্চমী এব এষা ইতি গম্যতে।১৬ অপিচ 'বায়োঃ ঊর্দ্ধম্ অগ্নিঃ সম্ভূতঃ', ইতি কল্প্যঃ উপপদার্থযোগঃ, কৢপ্তস্তু কারককার্থযোগঃ

ভাষ্যানুবাদ

সেই উৎপত্তিই বর্ণিত হওয়ায়), এবং পরেও সেই [উৎপত্তিরই] প্রকরণে "পৃথিবী হইতে ওষধিসকল উৎপন্ন হইল", এইপ্রকারে অপাদানে পঞ্চমী পরিদৃষ্ট হওয়ায়, [সন্দংশন্যায়বলে] "বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি ইহা অপাদানেই পঞ্চমী (২), ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। [মধ্যস্থলে অকস্মাৎ ক্রমার্থা পঞ্চমী সঙ্গত নহে]।১৬ আর এক কথা, [অত্রস্থ পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ 'ক্রম', ইহা স্বীকার করিলে] "বায়ুর অনন্তর অগ্নি উৎপন্ন হইল", এইপ্রকারে উপপদার্থের সম্বন্ধ (—'অনন্তর' এই আগন্তুক পদের অর্থ যে আনন্তর্য্য, বাক্যার্থে তাহার অন্বয়) কল্পনা

ভাবদীপিকা

(২) "হেতুরুৎপত্তেঃ"—"উৎপত্তির যাহা হেতু (—উপাদান), তাহা অপাদান" ব্যাকরণস্মৃতির এই নিয়মানুসারে 'বায়োঃ' এই স্থলে যে পঞ্চমী বিভক্তি, তাহার অর্থ 'অপাদান', সুতরাং বায়ু তেজের উপাদানকারণ, ইহাই নির্ণীত হয়। **শঙ্কা**—কিন্তু তোমাদের সিদ্ধান্তে বায়ু তো ব্রহ্মে কল্পিত বস্তু, তাহা অপরের উপাদান হইবে কিপ্রকারে? **সমাধান**—বলিতেছি, কল্পিত বস্তু অধ্যাসের অধিষ্ঠানরূপ উপাদান (- বিবর্ত্ত উপাদান) হইতে পারে না, ইহাই সিদ্ধান্তে অঙ্গীকৃত হয়। কিন্তু তাহা যে মৃত্তিকাদির ন্যায় পরিণামী উপাদান হইতে পারে না, ইহা কে বলিল? ব্রহ্মে অধ্যস্তা মায়া জগতের পরিণামী উপাদান এবং ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই সেই অধ্যাসের অধিষ্ঠান। সুতরাং ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে অধ্যস্তা মায়ার পরিণামভূত বায়ু তেজের পরিণামী উপাদান হইবে, ইহাতে কোন বাধা নাই। ব্রহ্ম কার্য্যসকলের পরিণামী উপাদান নহেন। ছান্দোগ্যে "তৎ তেজোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩) এই প্রকারে তাঁহার স্রষ্টৃত্বমাত্র বর্ণিত হইয়াছে, উপাদানত্ব নহে। **শঙ্কা** কিন্তু "বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ঐ)—"বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব", এই স্থলে স্বীয় কার্য্য হইতে অভিন্নরূপে যে তাঁহার ঈক্ষণ, সেই ঈক্ষণরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে স্বীয় কার্য্যের প্রতি ব্রহ্মের প্রকৃতিত্বাই (—পরিণামী উপাদানত্বাই) তো প্রতিভাত হয়; যেহেতু কার্য্য ও তাহার উপাদান অভিন্ন বস্তু। যেমন মৃত্তিকা ও তাহার কার্য্য ঘট মৃত্তিকারূপে অভিন্ন। **সমাধান**—তদুত্তরে বলিব, লিঙ্গপ্রমাণ হইতে শ্রুতিপ্রমাণ বলবান্ হওয়ায় "বায়োঃ" অত্রস্থ পঞ্চমী বিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণের অনুকূলভাবে সেই লিঙ্গপ্রমাণটীকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আবার ভাষ্যমধ্যে বর্ণিত সন্দংশন্যায়সূচিত প্রকরণপ্রমাণও এই শ্রুতিপ্রমাণের সহকারিরূপে আছে। এই প্রমাণদ্বয়ের বলে "বায়োঃ অগ্নিঃ", এই বাক্যটীর অর্থ হইবে—"বায়ুভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে অগ্নির উৎপত্তি হইল"। এইপ্রকারে আকাশাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মের কার্য্যভূত যে বায়ু, তাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হওয়ায় সেই বায়ুভাবাপন্ন ব্রহ্মের কার্য্যভূত যে বহ্নি, তাহাও হয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এইরূপে পরম্পরাভাবে তেজের ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব (—ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উৎপত্তি) সিদ্ধ হয় বলিয়া ব্রহ্মের যে স্বীয় কার্য্যকে স্বাভিন্নরূপে ঈক্ষণরূপ লিঙ্গ, তাহাও উপপন্ন হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

'বায়োঃ অগ্নিঃ সম্ভূতঃ' ইতি ।১৭ তস্মাৎ এষা শ্রুতিঃ বায়ুযোনিত্বং তেজসঃ অবগময়তি। ১৮ ননু ইতরাপি শ্রুতিঃ ব্রহ্মযোনিত্বং তেজসঃ অবগময়তি "তৎ তেজোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩) **ইতি ।১৯ ন, তস্যাঃ পারম্পর্যজত্বে অপি অবিরোধাৎ ।২০ যদাপি হি আকাশং বায়ুং চ সৃষ্ট্বা বায়ুভাবাপন্নং ব্রহ্ম তেজোঽসৃজত ইতি কল্প্যতে, তদাপি ব্রহ্মজত্বং তেজসঃ ন বিরুধ্যতে ।২১ যথা 'তস্যাঃ শৃতং, তস্যাঃ দধি, তস্যাঃ আমিক্ষা', ইত্যাদি । ২২ দর্শয়তি চ ব্রহ্মণঃ বিকারাত্মনা অবস্থানং "তদ্ আত্মানম্ স্বয়ম্ অকুরুত"** (তৈঃ ২।৭) **ইতি ।২৩ তথাচ ঈশ্বরস্মরণং ভবতি—"বুদ্ধির্জ্ঞানম্ অসংমোহঃ", ইত্যাদ্যুপক্রম্য "ভবন্তি ভাবাঃ ভূতানাং মত্তঃ এব পৃথগ্‌বিধাঃ"**

ভাষ্যানুবাদ

করিতে হইবে, কিন্তু "বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল", এই স্থলে [উপাদানাখ্য অপাদানরূপ] কারকার্থের সহিত সম্বন্ধ প্রসিদ্ধই আছে। [অতএব কৢপ্ত (—প্রসিদ্ধ, স্থিরীকৃত) ও কল্প্যের মধ্যে কৢপ্তই প্রবল হওয়ায় পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ 'ক্রম' না হইয়া অপাদানই হইবে] ১৭ সেইহেতু (—পঞ্চমীশ্রুতির অর্থ 'ক্রম' না হওয়ায়, "বায়োঃ অগ্নিঃ"] এই শ্রুতি তেজের বায়ুযোনিত্ব (—বায়ু হইতে উৎপত্তি) বোধ করাইতেছে ।১৮

[সিঃ—অশ্রুতক্রম শ্রুতি অপেক্ষা শ্রুতক্রম শ্রুতির প্রাবল্যবশতঃ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তির পারম্পর্য্য ও দর্শন।]

[শঙ্কা—] যদি বলা হয়, অন্য শ্রুতিও তেজের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি বোধ করাইতেছে, যথা—"তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি। [সুতরাং "বায়োঃ অগ্নিঃ", এই শ্রুতির সহিত বিরোধ তো হয়ই ।১৯ তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] না, তাহা হয় না, যেহেতু পারম্পর্য্য (—পরম্পরাভাবে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন) হইলেও তাহার (—"তৎ তেজোঽসৃজত", এই শ্রুতির) বিরোধ হয় না ।২০ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু যখন 'আকাশ ও বায়ু সৃষ্টি করিয়া বায়ুভাবাপন্ন (—বায়ুরূপ উপাধিযুক্ত) ব্রহ্ম তেজকে সৃষ্টি করিলেন', এইপ্রকার কল্পনা করা হয়, তখনও তেজের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি বিরোধগ্রস্ত হয় না ।২১ যেমন শৃত (—উষ্ণ দুগ্ধ) তাহার (—গাভীর, সাক্ষাৎ কার্য্য], দধি তাহার [পরম্পরাপ্রাপ্ত কার্য্য], ছানা তাহার [আরও ব্যবহিত কার্য্য], ইত্যাদি [সকল স্থলে গাভীকেই কারণরূপে অঙ্গীকার করা হয়] ।২২ আর ব্রহ্ম [আকাশাদি] কার্য্যরূপেও অবস্থান করেন, ইহা "তিনি নিজেই নিজেকে [নাম ও রূপের দ্বারা অভিব্যক্ত] করিয়াছিলেন", ইত্যাদি শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন ।২৩ [ব্রহ্ম হইতে পরম্পরাভাবে উৎপন্ন হইলেও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্নরূপে অঙ্গীকৃত হয়, এই বিষয়ে স্মৃতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর সেই প্রকার ঈশ্বরস্মরণও (—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিরূপা স্মৃতিও) আছে, যথা - "বুদ্ধি জ্ঞান ও অসম্মোহ (—অব্যাকুলভাব"), ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "প্রাণিগণের

শাঙ্করভাষ্যম্

(গীতা ১০।৪-৫) **ইতি।২৪ যদ্যপি বুদ্ধ্যাদয়ঃ স্বকারণেভ্যঃ প্রত্যক্ষং ভবন্তঃ দৃশ্যন্তে, তথাপি সর্ব্বস্য ভাবজাতস্য সাক্ষাৎ প্রণাড্যা বা ঈশ্বরবংশ্যত্বাৎ।২৫ এতেন অক্রমবৎসৃষ্টিবাদিন্যঃ শ্রুতয়ঃ ব্যাখ্যাতাঃ, তাসাং সর্ব্বথা উপপত্তেঃ।২৬ ক্রমবৎসৃষ্টিবাদিনীনাং তু অন্যথা অনুপপত্তেঃ।২৭ প্রতিজ্ঞাপি সদ্বংশ্যত্বমাত্রম্ অপেক্ষতে, ন অব্যবহিতজন্যত্বম্ ইতি অবিরোধঃ** ।২৮॥২।৩।১০॥ ইতি চতুর্থং তেজোঽধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

নানাবিধ ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি।২৪ [কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি তো অন্তঃকরণ হইতে উৎপন্ন হয়। তাহারা ঈশ্বর হইতেই উৎপন্ন হয়, ইহা কি প্রকারে বলা যায়? উত্তর—] যদিও বুদ্ধি প্রভৃতিকে স্ব স্ব কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাইতেছে, তাহা হইলেও সকল ভাবপদার্থ সাক্ষাৎ, অথবা পরম্পরাভাবে ঈশ্বরের বংশে জাত হওয়ায় ["আমা হইতেই উৎপন্ন হয়," এইপ্রকার কথন অসঙ্গত নহে; যেহেতু তাহার দ্বারা পরম কারণান্তর নিরাকৃত হইয়া পড়ে]।২৫ ইহার (—ব্রহ্ম হইতে সাক্ষাৎ, অথবা পরম্পরাভাবে উৎপত্তি অঙ্গীকারের) দ্বারা ["ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত" (তৈঃ ২।৬), "তজ্জলান্" (ছাঃ ৩।১৪।১) ইত্যাদি] যে সকল শ্রুতিতে সৃষ্টির ক্রম বর্ণিত হয় নাই, তাহারা ব্যাখ্যাত হইল; যেহেতু [সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে সৃষ্টি অঙ্গীকৃত হইলে] তাহাদের (—সেই অক্রমজ্ঞাপিকা শ্রুতিসকলের সকলপ্রকারে যুক্তিযুক্ততা সিদ্ধ হয়।২৬ [আচ্ছা, সৃষ্টিক্রমবাদিনী শ্রুতিসকলকে অক্রমবাদিনী শ্রুতির অনুকূলরূপে ব্যাখ্যা করিতেছ না কেন? উত্তর—] কিন্তু যে সকল শ্রুতিতে ক্রমবিশিষ্ট সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের অন্যপ্রকারে (—পারম্পর্য্য অঙ্গীকার না করিয়া) উপপত্তি হয় না বলিয়া 'উক্তপ্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না' (৩)।২৭ [কিন্তু সমস্ত পদার্থ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন না হইলে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' কিপ্রকারে সিদ্ধ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্ববিজ্ঞানবিষয়ক] প্রতিজ্ঞাও সতের (—সৎস্বরূপ ব্রহ্মের) বংশে উৎপত্তিমাত্রকে অপেক্ষা করে, কিন্তু [ব্রহ্ম হইতে] অব্যবহিতভাবে উৎপত্তিকে অপেক্ষা করে না, এইহেতু শ্রুতিবাক্যসকলের মধ্যে] বিরোধ নাই; [ফলে তাহাদের প্রামাণ্যও সিদ্ধ হয়]।২৮॥২।৩।১০॥ তেজোঽধিকরণ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৩) তাৎপর্য্য এই—সৃষ্টিপ্রতিপাদক যে সকল শ্রুতিবাক্যে সৃষ্টিক্রম শ্রুত হয় নাই এবং যে সকল বাক্যে তাহা শ্রুত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শ্রুতক্রম শ্রুতিবাক্যসকল প্রবল হওয়ায় অশ্রুতক্রম বাক্যসকলকে তাহাদের অনুকূলভাবে ব্যাখ্যা করিয়া এই উভয়প্রকার শ্রুতিবাক্যের একবাক্যতা সম্পাদন করিতে হইবে। তাহাতে "আকাশ ও বায়ুকে সৃষ্টি করিয়া বায়ুভাবাপন্ন ব্রহ্ম তেজকে সৃষ্টি করিলেন", এইপ্রকারে সৃষ্টি প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের

৫। অবধিকরণম্। [১১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—তেজোপাধিক (—তেজোভাবাপন্ন) ব্রহ্ম হইতে জলোৎপত্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে তেজের বায়ু হইতে উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। তেজের পর জল ও ক্ষিতি ক্রমশঃ বুদ্ধিতে আরূঢ় হওয়ায় পরবর্ত্তী অধিকরণদ্বয় আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণ ও পরবর্ত্তী অধিকরণের **বুদ্ধিসান্নিধ্য-সঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ব্রহ্মণোঽপাং জন্ম কিংবা বহ্নের্নাগ্নের্জলোদ্ভবঃ।
বিরুদ্ধত্বান্নীরজন্ম ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকারণাৎ॥
অগ্নেরাপ ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মণো বহ্ন্যুপাধিকাৎ।
অপাং জনির্বিরোধস্তু সূক্ষ্ময়োর্নাগ্নিনীরয়োঃ॥

অন্বয়—অপাং জন্ম ব্রহ্মণঃ, কিংবা বহ্নেঃ? বিরুদ্ধত্বাৎ অগ্নেঃ জলোদ্ভবঃ ন; সর্ব্বকারণাৎ ব্রহ্মণঃ নীরজন্ম। "অগ্নেঃ আপঃ", ইতি শ্রুত্যা বহ্ন্যুপাধিকাৎ ব্রহ্মণঃ অপাং জনিঃ। সূক্ষ্ময়োঃ অগ্নিনীরয়োঃ বিরোধস্তু ন।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["খং বায়ুঃ জ্যোতিঃ আপঃ" (মুঃ ২।১।৩), ইতি মুণ্ডকে অপাং ব্রহ্মজত্বং শ্রুতম্। "অগ্নেঃ আপঃ" (তৈঃ ২।১), ইতি চ তৈত্তিরীয়কে তেজোজত্বম্। অনয়োঃ মুণ্ডক-তৈত্তিরীয়কয়োঃ শ্রুত্যোঃ বিরোধঃ অস্তি ন বা, ইতি একবাক্যত্বভাবাভাবাভ্যাং ভবতি সংশয়ঃ—] অপাং জন্ম ব্রহ্মণঃ [ভবতি], কিংবা বহ্নেঃ ?

পূর্ব্বপক্ষ—[যদ্যপি "তৎ অপোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩),"অগ্নেঃ আপঃ",ইতি উভয়োঃ ছান্দোগ্যতৈত্তিরীয়য়োঃ তেজোজন্যত্বম্ এব অপাং শ্রূয়তে, তথাপি নিবর্ত্ত্যনিবর্ত্তকয়োঃ বহ্নিজলয়োঃ] বিরুদ্ধত্বাৎ অগ্নেঃ জলোদ্ভবঃ ন [সম্ভবতি ; অপিতু] সর্ব্বকারণাৎ ব্রহ্মণঃ নীরজন্ম [স্বীকরণীয়ম্]।

সিদ্ধান্ত—"অগ্নেঃ আপঃ" ইতি শ্রুত্যা, ["তৎ অপোঽসৃজত", ইতি চ শ্রুত্যা] বহ্ন্যুপাধিকাৎ ব্রহ্মণঃ অপাং জনিঃ [ভবতি। পঞ্চীকৃতয়োঃ দৃশ্যমানয়োঃ বহ্নিনীরয়োঃ বিরোধে অপি শ্রুত্যৈকসমধিগম্যয়োঃ, সূক্ষ্ময়োঃ অগ্নিনীরয়োঃ বিরোধস্তু ন [সম্ভবতি ; সন্তাপাধিক্যে স্বেদ-বৃষ্ট্যুদ্ভবদর্শনাৎ। এবং মুণ্ডকতৈত্তিরীয়কয়োঃ একবাক্যতাপি সম্ভবতি ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[" আকাশ বায়ু অগ্নি ও জল", এইপ্রকারে মুণ্ডকে জলের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি শ্রুত হইয়াছে। আর "অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হইল", এইপ্রকারে তৈত্তিরীয়কে তেজঃ

ভাবদীপিকা

সমন্বয় সিদ্ধ হয়। "তৎ তেজঃ ঐক্ষত", "তাঃ আপঃ ঐক্ষন্ত" (ছাঃ ৬।২।৩-৪), ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যসকল তত্তৎ আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি ভাবাপন্ন (—তত্তৎ উপাধিযুক্ত) ব্রহ্ম যে পরবর্ত্তী ভূতোৎপত্তির হেতু, এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ ; যেহেতু অচেতন ভূতসকলের পক্ষে ঈক্ষণ সম্ভব নহে। **শঙ্কা**—কিন্তু ব্রহ্মই সর্ব্বত্র অধ্যাসাধিষ্ঠান হওয়ায় সকল বস্তুই সাক্ষাৎ ব্রহ্মের কার্য্য হইবে না কেন? **সমাধান**—ইহাকেই যদি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ কারণতা বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা আমরাও অঙ্গীকার করি। এতাদৃশ কারণতার বিচার কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে হইতেছে না।

তেজোঽধিকরণ সমাপ্ত।

হইতে উৎপত্তি শ্রুত হইয়াছে। মুণ্ডক এবং তৈত্তিরীয়, এই শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকারে একবাক্যতার সদ্ভাব ও অভাববশতঃ সংশয় হয়—] জলের জন্ম ব্রহ্ম হইতে হয়, অথবা বহ্নি হইতে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[যদিও "তিনি (—সেই তেজঃ) জলকে সৃষ্টি করিলেন", এবং "অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হইল", এই ছান্দোগ্য এবং তৈত্তিরীয় উভয় শ্রুতিতে জলের তেজঃ হইতে উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে, তাহা হইলেও নিবর্ত্ত্য ও নিবর্ত্তক বহ্নি ও জলের] বিরুদ্ধতা থাকায় অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি সম্ভব নহে। [পরন্তু] সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম হইতে জলের জন্ম স্বীকার করা উচিত।

সিদ্ধান্ত—" অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হইল," এই শ্রুতির বলে [এবং " সেই তেজঃ জলকে সৃষ্টি করিলেন", এই শ্রুতির বলে] বহ্নি-উপাধিক ব্রহ্ম হইতে জলের জন্ম হয়। [দৃশ্যমান পঞ্চীকৃত বহ্নি ও জলের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও একমাত্র শ্রুতি হইতে যাহাদের বিষয় অবগত হওয়া যায়, সেই] সূক্ষ্ম (—অপঞ্চীকৃত) বহ্নি ও জলের মধ্যে বিরোধ কিন্তু সম্ভব নহে ; [যেহেতু তাপের আধিক্য হইলে ঘর্ম্ম ও বৃষ্টির] উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয়। এইপ্রকারে মুণ্ডক এবং তৈত্তিরীয়ক শ্রুতির একবাক্যতাও সম্ভব হয়, ইহাই ভাব]

আপঃ ॥২।৩।১১॥

সূত্রার্থ—'**অতস্তথাহ্যাহ**' ইতি পূর্ব্বসূত্রাৎ অনুবর্ত্ততে। ["অগ্নেঃ আপঃ" (তৈঃ ২।১।১), ইতি শ্রুতেঃ, "খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ" (মুঃ ২।১।৩), ইতি অপাং ব্রহ্মজন্যত্বশ্রুত্যা বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে, 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। অপাম্ অগ্নিদাহ্যত্বাৎ ন তজ্জন্যত্বম্ ইতি অবিরোধঃ ইতি একদেশিসিদ্ধান্তঃ। পরমসিদ্ধান্তস্তু—] **আপঃ**—জলানি, **অতঃ**—তেজসঃ [জায়ন্তে] **হি**—যস্মাৎ, **তথা**—তেজোজন্যত্বম্, **আহ**—"অগ্নেঃ আপঃ", ইতি শ্রুতিঃ আহ। [পূর্ব্ববৎ অপাং তেজোভাবাপন্নব্রহ্মজন্যত্বেন অনয়োঃ মুণ্ডকতৈত্তিরীয়কয়োঃ ঐকার্থ্যাৎ ন বিরোধঃ ইতি ভাবঃ]

অনুবাদ—"অতঃ তথা হি আহ", ইহা পূর্ব্ব সূত্র হইতে এখানে অন্বিত হইবে। ["অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হইল" এই শ্রুতির, "আকাশ বায়ু, অগ্নি ও জল", এই জলের ব্রহ্মজন্যত্ব-বোধিকা শ্রুতির সহিত বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'আছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। জল বহ্নিদাহ্য হওয়ায় তাহা হইতে উৎপন্ন নহে, এইপ্রকারে অবিরোধ হয়, ইহা একদেশিসিদ্ধান্ত। পরমসিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **আপঃ**—জল, **অতঃ**—এই তেজঃ হইতে [উৎপন্ন হয়]। **হি**—যেহেতু, **তথা**—তেজঃ হইতে উৎপত্তি, **আহ**—"অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হইল", এই শ্রুতি বলিতেছেন। [পূর্ব্বের ন্যায় তেজোভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে জল উৎপন্ন হওয়ায় এই মুণ্ডক ও তৈত্তিরীয় শ্রুতির একার্থতাবশতঃ বিরোধ হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"অতস্তথাহ্যাহ" ইতি অনুবর্ত্ততে।১ আপঃ অতঃ তেজসঃ জায়ন্তে।২ কস্মাৎ?৩ তথা হি আহ—"তদপোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩)

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—তেজোপাধিক ব্রহ্ম হইতে জলোৎপত্তি।]

[বাক্যই সূত্র আখ্যা প্রাপ্ত হয়, পদ নহে, সুতরাং 'আপঃ', ইহা সূত্র কিপ্রকারে হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] "অতঃ তথা হি আহ", ইহা (—এই পদসকল, পূর্ব্বসূত্র হইতে] এখানে আগমন করিবে। [ফলে বাক্য হওয়ায় ইহা সূত্র, ইহাতে

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি, "অগ্নেঃ আপঃ" (তৈঃ ২।১) **ইতি চ।৪ সতি বচনে নাস্তি সংশয়ঃ।৫ তেজসস্তু সৃষ্টিং ব্যাখ্যায় পৃথিব্যাঃ ব্যাখ্যাস্যন্ অপঃ অন্তরীয়ামি ইতি 'আপঃ' ইতি সূত্রয়াম্বভূব** ।৬॥২।৩।১১॥ ইতি পঞ্চমম্ অবধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

কোন বাধা নাই]।১ জল 'ইহা হইতে', অর্থাৎ তেজঃ হইতে উৎপন্ন হয়।২ [কিন্তু বহ্নি ও জলের বিরোধ থাকায়] কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ ?৩ [উত্তর—] যেহেতু "তিনি (—সেই তেজোপাধিক সৎ) জলকে সৃষ্টি করিলেন" এবং "অগ্নি-হইতে জল উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি শ্রুতি সেইপ্রকার বলিতেছেন।৪ [কিন্তু জল ও বহ্নির মধ্যে প্রত্যক্ষ বিরোধ থাকায় কিপ্রকারে ইহা সিদ্ধ হইবে ? উত্তর—] বচন (—শ্রুতিবাক্য) থাকায় সংশয় হয় না; [যেহেতু অতীন্দ্রিয় বিষয়েশ্রুতিই প্রমাণ।৫ পঞ্চভূতোৎপত্তির ক্রম বর্ণনার অভিপ্রায়ে] তেজের সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করিয়া পৃথিবীর [তাহা] ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত [ভগবান্ সূত্রকার] জলকে মধ্যবর্ত্তী (—তেজঃ ও ক্ষিতির উৎপত্তির মধ্যে জলোৎপত্তিকে নিবিষ্ট) করিতেছি এইপ্রকার 'চিন্তাকরিয়া' "আপঃ",এইসূত্রটী রচনা করিয়াছেন (১)।৬॥২।৩।১১॥অবধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(১) টীকাকারগণ এই অধিকরণের পক্ষগুলি এইপ্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—"আপঃ এব অগ্রে আসুঃ"—'সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র জলই বর্ত্তমান ছিল'। সুতরাং প্রতিভাত হয়—জল সৃষ্ট পদার্থ নহে। "বায়ুঃ জ্যোতিঃ আপঃ" (মুঃ ২।১।৩), এই শ্রুতিবলে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতেই জলোৎপত্তি প্রতিভাত হয়। আবার "অগ্নেঃ আপঃ" (তৈঃ ২।১), এই শ্রুতিতে বহ্নি হইতে জলোৎপত্তি বর্ণিত হইতেছে। সুতরাং পরস্পর বিরোধবশতঃ শ্রুতির প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না, বেদান্তের ব্রহ্মে সমন্বয়ও সিদ্ধ হয় না; ইহা **পূর্ব্বপক্ষ**। **একদেশী** বলেন—সৃষ্টির পূর্ব্বেই জল বর্ত্তমান থাকায় এবং বহ্নি ও জলের মধ্যে বিরোধ থাকায়, তেজঃ হইতেই হউক্, অথবা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতেই হউক্, জলোৎপত্তিবোধিকা শ্রুতিকে গৌণী বলিতে হইবে। অতএব শ্রুতিবাক্যের বিরোধ নাই। **সিদ্ধান্তী** বলেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে জলের অস্তিত্বপ্রতিপাদক বাক্যটী ভূত-সূক্ষ্মকে বিষয় করে, অর্থাৎ পঞ্চীকৃত জলোৎপত্তির পূর্ব্বে অপঞ্চীকৃত জল বিদ্যমান ছিল, ইহাই তাহার প্রতিপাদ্য। শ্রুতক্রম সৃষ্টিবাক্যসকল অশ্রুতক্রম বাক্যসকল হইতে বলবান্ হওয়ায় (৫৬০ পৃঃ ৩ ভাবদীঃ), অশ্রুতক্রম মুণ্ডক ২।১।৩ বাক্যটীকে শ্রুতক্রম তৈঃ ২.১ বাক্যের অনুকূল-ভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ফলে উভয় শ্রুতির একবাক্যতার বলে "আকাশ বায়ু ও তেজঃকে সৃষ্টি করিয়া সেই তেজোপাধিক ব্রহ্ম জলকে সৃষ্ট করিলেন", এইপ্রকার অর্থই নির্ণীত হওয়ায় শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ হয় না, ব্রহ্মে সমন্বয়ও সিদ্ধ হয়। অবধিকরণ সমাপ্ত।

৬। পৃথিব্যধিকরণম্। [১২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—জলোপাধিক ব্রহ্ম হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। ছান্দোগ্য ৬.২।৪ বাক্যে জলোৎপন্ন অন্নশব্দের অর্থ 'পৃথিবী'। **অধিকরণসঙ্গতি**—পূর্ব্বাধিকরণে দ্রষ্টব্য।

ন্যায়মালা

তা অন্নমসৃজন্তেতি শ্রুতমন্নং যবাদিকম্
পৃথিবী বা যবাদ্যেব লোকেঽন্নত্বপ্রসিদ্ধিতঃ
ভূতাধিকারাৎ কৃষ্ণস্য রূপস্য শ্রবণাদপি।
তথাঽদ্ভ্যঃ পৃথিবীত্যুক্তেরন্নং পৃথ্ব্যন্নহেতুতঃ ॥

অন্বয়—"তাঃ অন্নম্ অসৃজন্ত", ইতি শ্রুতম্ অন্নং যবাদিকং পৃথিবী বা? লোকে অন্নত্বপ্রসিদ্ধিতঃ যবাদি এব। ভূতাধিকারাৎ কৃষ্ণস্য রূপস্য শ্রবণাৎ অপি, তথা "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইতি উক্তেঃ, অন্নহেতুতঃ অন্নং পৃথ্বী।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ, ওষধিভ্যঃ অন্নম্" (তৈঃ ২।১), ইতি তৈত্তিরীয়কে শ্রূয়তে, "তাঃ আপঃ ঐক্ষন্ত....তাঃ অন্নম্ অসৃজন্ত" (ছাঃ ৬.২।৪), ইতি চ ছান্দোগ্যে। অন্নশব্দাৎ মহাভূতপ্রকরণাৎ চ দর্শিতে শ্রুতী বিষয়ীকৃত্য সংশয়ম্ আহ—] "তাঃ অন্নম্ অসৃজন্ত", ইতি শ্রুতম্ অন্নং যবাদিকং, পৃথিবী বা?

পূর্ব্বপক্ষ—লোকে [যবাদৌ] অন্নত্বপ্রসিদ্ধিতঃ যবাদি এব [অন্নশব্দবাচ্যম্]।

সিদ্ধান্ত—[পঞ্চমহা-] ভূতাধিকারাৎ, ["যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" (ছাঃ ৬।৪।১), ইতি] কৃষ্ণস্য রূপস্য শ্রবণাৎ অপি, তথা "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" (তৈঃ ২।১) ইতি উক্তেঃ, অন্নহেতুতঃ [চ কার্য্যকারণয়োঃ যবাদ্যন্নপৃথিব্যোঃ অভেদবিবক্ষয়া] অন্নং পৃথিবী [ইতি উপপদ্যতে]।

অনুবাদ

সংশয়—["জল হইতে পৃথিবী পৃথিবী হইতে ওষধিসকল এবং ওষধিসকল হইতে অন্ন উৎপন্ন হইল", ইহা তৈত্তিরীয়কে শ্রুত হইতেছে। আর "সেই জল ঈক্ষণ করিলেন.... তিনি (—সেই জল) অন্নকে সৃষ্টি করিলেন", ইহা ছান্দোগ্যে শ্রুত হইতেছে। অন্নশব্দের প্রয়োগ এবং মহাভূতসৃষ্টির প্রকরণবশতঃ প্রদর্শিত শ্রুতিদ্বয়কে বিষয় করিয়া সংশয়ের কথা বলিতেছেন—] "তিনি অন্নকে সৃষ্টি করিলেন", এই প্রকারে শ্রুত অন্ন কি যবাদি, অথবা পৃথিবী?

পূর্ব্বপক্ষ—লোকমধ্যে [যবাদিতে] অন্নতার প্রসিদ্ধি থাকায় যব প্রভৃতিই অন্নশব্দবাচ্য।

সিদ্ধান্ত—পঞ্চমহাভূতের (—পঞ্চমহাভূত সৃষ্টির) প্রকরণ হওয়ায়, ["যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহা অন্নের", এই প্রকারে] কৃষ্ণবর্ণের বর্ণনা শ্রুতিতে থাকায়, আর "জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল", এইপ্রকার উক্তি থাকায় এবং [যবাদি] অন্নের কারণ হওয়ায় [কার্য্য ও কারণ যে যবাদি অন্ন ও পৃথিবী, তাহাদের অভিন্নতা বলিবার ইচ্ছাবশতঃ] অন্ন পৃথিবী (—অন্ন বলিতে এখানে পৃথিবীকে গ্রহণ করিতে হইবে), ইহা যুক্তিসঙ্গত।

পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥২।৩।১২॥

পদচ্ছেদ - পৃথিবী, অধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ।

সূত্রার্থ—["ওষধিভ্যঃ অন্নম্" (তৈঃ ২।১), ইতি কচিৎ আম্নায়তে। অন্যত্র চ "তাঃ অন্নম্ অসৃজন্ত" (ছাঃ ৬।২।৪) ইতি। অনয়োঃ শ্রুত্যোঃ বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে, বিরোধঃ

শ্রুত্যোঃ অপ্রামাণ্যম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। "যত্র ক চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠম্ অন্নং ভবতি" (ছাঃ ৬।২।৪) ইতি অন্নশব্দস্য ব্রীহিযবাদ্যোদনাদৌ প্রসিদ্ধত্বেন বিরোধাভাবঃ ইতি একদেশিমতম্। সিদ্ধান্তস্তু—] **পৃথিবী**—অন্নশব্দেন অত্র পৃথিবী এব উচ্যতে, ন ওদনাদি। [কুতঃ ?] **অধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ**—"তৎ তেজোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩), ইতি মহাভূতোৎপত্ত্যধিকারাৎ, "যৎ কৃষ্ণং তদ্ অন্নস্য" (ছাঃ ৬।৪।১), ইতি পৃথিবীত্বজ্ঞাপক কৃষ্ণরূপস্য শ্রবণাৎ, "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" (তৈঃ ২।১) ইতি, "যদপাং শরঃ আসীৎ তৎ সমহন্যত, সা পৃথিবী অভবৎ" (বৃঃ ১।২।২), ইতি চ পৃথিব্যাঃ এব অব্‌জন্যত্বপ্রতিপাদকশব্দান্তরসত্ত্বাৎ চ। [অতঃ অনয়োঃ ঐকার্থ্যেন একবাক্যত্বাৎ অবিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—["ওষধিসকল হইতে অন্ন উৎপন্ন হইল",কোথাও এইপ্রকার পঠিত হইতেছে, আবার অন্যত্র "তাহা (—সেই জল) অন্নকে উৎপাদন করিল",এইপ্রকার পঠিত হইতেছে। এই শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; বিরোধ থাকায় শ্রুতিদ্বয়ের প্রামাণ্য নাই, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। "যেখানেই বর্ষণ হয়, সেখানেই প্রচুর অন্ন উৎপন্ন হয়", এইপ্রকারে অন্নশব্দের ব্রীহিযবাদি ভক্ষণীয় বস্তুতে প্রসিদ্ধি থাকায় [শ্রুতিদ্বয়ের] বিরোধ নাই, ইহা একদেশীর মতবাদ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **পৃথিবী**—অন্নশব্দের দ্বারা এখানে পৃথিবীই বর্ণিত হইতেছে, ভক্ষণীয় বস্তু প্রভৃতি নহে। [কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ? উত্তর—] **অধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ**—যেহেতু "তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন",ইহা মহাভূতোৎপত্তির প্রকরণ, যেহেতু "যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহা অন্নের", এইপ্রকারে পৃথিবীত্বের জ্ঞাপক কৃষ্ণবর্ণের বর্ণনা শ্রুতিতে আছে এবং যেহেতু "জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল", ও "জলের উপর শরের ন্যায় যাহা ছিল, তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইল, তাহাই হইল পৃথিবী", এইপ্রকারে পৃথিবীরই জল হইতে উৎপত্তিপ্রতিপাদক অন্য শ্রুতিবাক্য আছে। [অতএব একই অর্থের প্রতিপাদকরূপে একবাক্যতা হওয়ায় এই শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"তাঃ আপঃ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহি ইতি তাঃ অন্নম্ অসৃজন্ত" (ছাঃ ৬।২।৪), ইতি শ্রূয়তে।১ তত্র সংশয়ঃ—কিম্ অনেন অন্নশব্দেন ব্রীহিযবাদি অভ্যবহার্য্যং চ ওদনাদি উচ্যতে, কিংবা পৃথিবী ইতি।২ তত্র প্রাপ্তং তাবৎ ব্রীহিযবাদি ওদনাদি বা পরিগ্রহীতব্যম্ ইতি।৩ তত্র হি অন্নশব্দঃ প্রসিদ্ধঃ লোকে।৪ বাক্য-

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। পূঃ— শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণবলে ধান্যযবাদিই অন্নশব্দের অর্থ।]

"তাহা (—সেই জল) ঈক্ষণ করিল 'বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব', তাহা অন্নকে সৃষ্টি করিল", এইপ্রকার শ্রুত হইতেছে।১ সেই স্থলে সংশয় হয়—এই অন্নশব্দের দ্বারা কি ধান্য ও যবাদি এবং অভ্যবহার্য্য (—ভক্ষণযোগ্য) ভোজ্যবস্তু প্রভৃতি কথিত হইতেছে, অথবা পৃথিবী কথিত হইতেছে ?২ [পূর্ব্বপক্ষ—] সেই স্থলে প্রাপ্ত হওয়া গেল ধান্য ও যবাদিকে, অথবা ভোজ্যবস্তু প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে।৩ যেহেতু লোকমধ্যে তাহাতে অন্নশব্দের প্রসিদ্ধি আছে (১)।৪ আর বাক্য-

১ সংখ্যক ভাবদীপিকা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাতে দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

শেষঃ অপি এতম্ অর্থম্ উপোদ্বলয়তি, "তস্মাৎ যত্র ক্ব চ বর্ষতি, তদেব ভূয়িষ্ঠম্ অন্নম্ ভবতি" (ছাঃ ৬।২।৪) ইতি।৫ ব্রীহিযবাদি এব হি সতি বর্ষণে বহু ভবতি, ন পৃথিবী ইতি।৬ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ— পৃথিবী এব ইয়ম্ অন্নশব্দেন অদ্ভ্যঃ জায়মানা বিবক্ষ্যতে ইতি।৭ কস্মাৎ?৮ অধিকারাৎ রূপাৎ শব্দান্তরাৎ চ ।৯ অধিকারঃ তাবৎ "তৎ তেজঃ অসৃজত", "তৎ অপঃ অসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩) ইতি মহাভূতবিষয়ঃ বর্ত্ততে।১০ তত্র ক্রমপ্রাপ্তাং পৃথিবীং মহাভূতং বিলঙ্ঘ্য ন অকস্মাৎ ব্রীহ্যাদিপরিগ্রহঃ ন্যায্যঃ।১১ তথা রূপম্ অপি বাক্য-শেষে পৃথিব্যনুগুণং দৃশ্যতে, "যৎ কৃষ্ণং তৎ অন্নস্য" (ছাঃ ৬।৪।১) ইতি।১২ নহি ওদনাদেঃ অভ্যবহার্য্যস্য কৃষ্ণত্বনিয়মঃ অস্তি, নাপি ব্রীহ্যাদীনাম্।১৩ ননু পৃথিব্যাঃ অপি নৈব কৃষ্ণত্বনিয়মঃ অস্তি, পয়পাণ্ডুরস্য অঙ্গাররোহিতস্য চ ক্ষেত্রস্য দর্শনাৎ।১৪ নায়ং দোষঃ,

ভাষ্যানুবাদ

শেষও এই অর্থকে পুষ্ট করিতেছে, যথা—"সেইহেতু যেখানেই বর্ষণ হয়, সেখানেই প্রচুর অন্ন উৎপন্ন হয়", (২) ইত্যাদি।৫ দেখ, বর্ষণ হইলে ধান্য ও যবাদিই বহু (—প্রচুর) হয়, পৃথিবী নহে।৬

[সিঃ—প্রকরণাদি প্রমাণপঞ্চকের বলে পৃথিবীই অন্নশব্দবাচ্য।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—জল হইতে উৎপদ্যমানরূপে এই পৃথিবীই অন্নশব্দের দ্বারা বিবক্ষিত হইতেছে।৭ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ?৮ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু অধিকার (—প্রকরণ) আছে, যেহেতু রূপ আছে এবং যেহেতু অন্য শ্রুতিবাক্য আছে।৯ [ক্রমশঃ ইহাদের ব্যাখ্যা করিতেছেন—] "তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন", "তিনি জলকে সৃষ্টি করিলেন", এইপ্রকার মহাভূতবিষয়ক অধিকার (—তদুৎপত্তিপ্রতিপাদক প্রকরণপ্রমাণ) বর্ত্তমান আছে।১০ সেই স্থলে ক্রমপ্রাপ্ত পৃথিবীরূপ মহাভূতকে লঙ্ঘন করিয়া অকস্মাৎ ধান্য প্রভৃতির গ্রহণ ন্যায্য নহে।১১ [প্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিয়া এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে বাক্যশেষে পৃথিবীর অনুগুণ (—তন্নির্ণয়ের অনুকূল) রূপও পরিদৃষ্ট হইতেছে—"যাহা কৃষ্ণবর্ণ,তাহা অন্নের",ইত্যাদি।১২ ভক্ষণযোগ্য ওদন (—অন্ন) প্রভৃতির কৃষ্ণত্বনিয়ম (—তাহাদের বর্ণ কৃষ্ণই হইবে,এই-প্রকার নিয়ম) নিশ্চয়ই নাই, আর ধান্য প্রভৃতিরও তাহা নাই।১৩ [শঙ্কা—] কিন্তু

ভাবদীপিকা

(১) পূর্ব্বপক্ষী এই স্থলে ধান্য ও যবাদি এবং ভোজ্যবস্তু বোধক অন্নশব্দরূপ লোকসিদ্ধ শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। যদিও ইহা পৃথিব্যাদি মহাভূতোৎপত্তির প্রকরণ, তথাপি প্রকরণপ্রমাণাপেক্ষা শ্রুতিপ্রমাণের প্রাবল্যবশতঃ ধান্যযবাদিই গ্রহণীয়, ইহাই অভিপ্রায়।

(২) এই স্থলে পূর্ব্ববাদিকর্ত্তৃক ব্রীহিযবাদি অন্নবোধক লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাহুল্যাপেক্ষত্বাৎ।১৫ ভূয়িষ্ঠং হি পৃথিব্যাঃ কৃষ্ণং রূপং, ন তথা শ্বেতরোহিতে।১৬ পৌরাণিকাঃ অপি পৃথিবীচ্ছায়াং শর্ব্বরীম্ উপদিশন্তি।১৭ সা চ কৃষ্ণাভাসা ইতি অতঃ কৃষ্ণং রূপং পৃথিব্যাঃ ইতি শ্লিষ্যতে।১৮ শ্রুত্যন্তরম্ অপি সমানাধিকারম্ "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" (তৈঃ ২।১) **ইতি ভবতি ; "তৎ যদ্ অপাং শরঃ আসীৎ তৎ সমহন্যত, সা পৃথিবী অভবৎ"** (বৃঃ ১।২।২), **ইতি চ।১৯ পৃথিব্যাস্তু ব্রীহ্যাদেঃ উৎপত্তিং দর্শয়তি - "পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ, ওষধীভ্যঃ অন্নম্"** (তৈঃ ২।১), **ইতি**

ভাষ্যানুবাদ

পৃথিবীরও কৃষ্ণত্বনিয়ম নিশ্চয়ই নাই, যেহেতু দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ ও অঙ্গারের ন্যায় লোহিতবর্ণ ক্ষেত্র পরিদৃষ্ট হয়।১৪ [সমাধান—] তদুত্তরে বলিব, ইহা দোষ নহে, যেহেতু বাহুল্যকে অপেক্ষা করে।১৫ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেহেতু পৃথিবীরই কৃষ্ণবর্ণের প্রাচুর্য্য আছে, শ্বেত ও লোহিত বর্ণের তাদৃশ [প্রাচুর্য্য] নাই।১৬ পৌরাণিকগণও পৃথিবীর ছায়াকে শর্ব্বরীরূপে (—রাত্রিরূপে) উপদেশ করেন।১৭ আর তাহা (—পৃথিবীর ছায়ারূপা শর্ব্বরী) কৃষ্ণবর্ণা (—শ্যামবর্ণা), এইহেতু পৃথিবীর বর্ণ কৃষ্ণ, ইহা যুক্তিসঙ্গত (৩)।১৮ [এক্ষণে সূত্রস্থ শব্দান্তরশব্দের দ্বারা সূচিত যথাসংখ্যাপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] সমানাধিকার (—মহাভূতের উৎপত্তিবিষয়ক সমান প্রকরণে পঠিত) অন্য শ্রুতিও আছে, যথা— "জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল" এবং "সেই স্থলে জলের উপর শরের ন্যায় যাহা ছিল, তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইল, তাহাই হইল পৃথিবী", (৪) ইত্যাদি।১৯ [পৃথিবীর উৎপত্তিস্থান প্রদর্শন করিয়া ব্রীহিযবাদি অন্নের তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] কিন্তু পৃথিবী হইতে ধান্য প্রভৃতির উৎপত্তি [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন—"পৃথিবী হইতে ওষধিসকল এবং ওষধিসকল হইতে অন্ন উৎপন্ন হইল।২০

ভাবদীপিকা

(৩) ভাব এই—পৃথিবীর বর্ণ যদি শ্বেত বা লোহিত হইত, তাহা হইলে তাহার ছায়া এতটা কৃষ্ণবর্ণ হইত না ; যেমন শুক্ল বর্ণ জলের এবং লোহিত বর্ণ বহ্নির ছায়া এতটা কৃষ্ণবর্ণ হয় না। বস্তুতঃ কিন্তু শুদ্ধ জল ও তেজের ছায়াই হয় না, ছায়ার ন্যায় যাহা প্রতীত হয়, তাহা জল ও তেজঃ পঞ্চীকৃত, সুতরাং ক্ষিতিমিশ্রিত হওয়ায় হইয়া থাকে।

(৪) এই স্থলে 'যথাসংখ্যাপাঠ' এইপ্রকার—তৈত্তিরীয়কে (২।১) অগ্নি হইতে তৃতীয় স্থানে পৃথিবী এবং চতুর্থ স্থানে ভক্ষণযোগ্য ব্রীহ্যাদি ওষধি পঠিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যেও তেজঃ হইতে তৃতীয় স্থানে অন্ন এবং চতুর্থ স্থানে ভক্ষণযোগ্য অন্ন (ছাঃ ৬.২।৪) পঠিত হইয়াছে সুতরাং ছান্দোগ্যের তৃতীয় স্থানে পঠিত অন্নশব্দে পৃথিবী গ্রহণীয়, ইহাই নিশ্চিত হইতেছে। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—এই স্থলে উদাহৃত বৃহদারণ্যকবাক্যটী হিরণ্যগর্ভসৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে (—সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাত্মক সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ হইতে স্থূলপ্রপঞ্চাত্মক বিরাটের উৎপত্তি প্রতিপাদক প্রকরণের মধ্যে) পঠিত হওয়ায় পঞ্চীকৃত স্থূল জল হইতে পঞ্চীকৃতা স্থূলা পৃথিবীর উৎপত্তি প্রতিপাদন

শাঙ্করভাষ্যম্

চ।২০ এবম্ অধিকারাদিষু পৃথিব্যাঃ প্রতিপাদকেষু সৎসু কুতঃ ব্রীহ্যাদিপ্রতিপত্তিঃ ?২১ প্রসিদ্ধিঃ অপি অধিকারাদিভিঃ এব বাধ্যতে।২২ বাক্যশেষঃ অপি পার্থিবত্বাৎ অন্নাদ্যস্য তদ্দ্বারেণ পৃথিব্যাঃ এব অদ্ভ্যঃ প্রভবত্বং সূচয়তি ইতি দ্রষ্টব্যম্।২৩ তস্মাৎ পৃথিবী ইয়ম্ অন্নশব্দা ইতি ।২৪॥২।৩।১২॥ ইতি ষষ্ঠং পৃথিব্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকারে পৃথিবীর প্রতিপাদক অধিকার প্রভৃতি (—প্রকরণ লিঙ্গ ও স্থান প্রমাণ) বর্ত্তমান থাকায় [ছান্দোগ্যপঠিত অন্নশব্দ হইতে] ব্রীহি প্রভৃতির জ্ঞান কি প্রকারে হইবে ?২১ [যদি বল - অন্নশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে তাহা হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—লৌকিক] প্রসিদ্ধিও অধিকার (—উক্ত প্রকরণপ্রমাণ) প্রভৃতির দ্বারাই বাধিত হইতেছে।২২ [কিন্তু উক্ত শ্রুতিপ্রমাণ লিঙ্গপ্রমাণদ্বারা (২ ভাবদীঃ) পুষ্ট হওয়ায় কিপ্রকারে বাধিত হইবে ? তদুত্তরে উক্ত লিঙ্গপ্রমাণ যে সিদ্ধান্তীর অনুকূল, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—আর ["যত্র ক্ব চ বর্ষতি" (ছাঃ ৬।২।৪), ইত্যাদি] বাক্যশেষও ভক্ষণীয় [ব্রীহ্যাদি] অন্ন পার্থিব (—পৃথিবী হইতে উৎপন্ন) হওয়ায় তাহাকে (—পৃথিবীর পরিণামভূত সেই অন্নকে) দ্বার করিয়া পৃথিবীরই জল হইতে উৎপত্তি সূচনা করিতেছে, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে (৫)।২৩ সেইহেতু (—প্রকরণাদি প্রমাণের দ্বারা উক্ত যুক্তিবলে পৃথিবীই গৃহীত হয় বলিয়া) এই পৃথিবীই অন্নশব্দবাচ্য।২৪॥২।৩।১২॥ পৃথিব্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

করিতেছে। "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী", এই তৈত্তিরীয়বাক্য এবং "তাঃ অন্নম্", এই ছান্দোগ্যবাক্য কিন্তু অপঞ্চীকৃত ভূতসৃষ্টি প্রতিপাদন করিতেছে ; কারণ ছান্দোগ্যবাক্যের অনন্তর ত্রিবৃৎকরণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বৃহদারণ্যকবাক্যটির দ্বারা ইহাই বলা হইল যে, স্থূল জল যখন স্থূলা পৃথিবীর প্রতিই সাক্ষাৎ কারণ ব্রীহিযবাদি অন্নের প্রতি নহে। তখন তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্যে পঠিত অপঞ্চীকৃত জল আর কিপ্রকারে ব্রীহিযবাদি অন্নের প্রতি কারণ হইবে ? অতএব "তাঃ অন্নম্ অসৃজন্ত" (ছাঃ ৬।২।৪), এই বাক্যে অন্নশব্দে অবশ্যই পৃথিবীকে গ্রহণ করিতে হইবে, ব্রীহিযবাদিকে নহে। হৃদ্গত এই অভিপ্রায়বশতঃই প্রস্তাবিত স্থলে বৃহদারণ্যক বাক্যটী উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৫) এই বাক্যশেষে ভক্ষণযোগ্য ব্রীহ্যাদি অন্নের বৃষ্টি হইতে উৎপত্তি বর্ণনাদ্বারা ব্রীহ্যাদি অন্নাকারে যাহা পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেই পৃথিবীরও জল হইতে উৎপত্তি বিষয়ে এইপ্রকার অনুমান সূচিত হইতেছে—"পৃথিবী জলোৎপন্না পৃথিবীত্বাৎ অন্নবৎ"। এই স্থলে উভয়পক্ষ প্রদর্শিত প্রমাণসকলের বলাবলবিচার এইপ্রকার— প্রকটার্থকার বলেন, "যদিও প্রকরণাদি এক একটী প্রমাণ শ্রুতিপ্রমাণাপেক্ষা দুর্ব্বল, তথাপি প্রকরণাদি বহু প্রমাণবলে একটী অন্নশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণের সঙ্কোচকরতঃ অন্নশব্দে ব্রীহিযবাদ্যাকারে পরিণামপ্রাপ্ত পৃথিবীকেই গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত"। ন্যায়নির্ণয়কার প্রভৃতি বলেন—শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণের (১ ও ২ ভাবদীঃ)

৭। তদভিধ্যানাধিকরণম্। [১৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—পূর্ব্বকার্য্যরূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে উত্তরকার্য্যোৎপত্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণ কয়েকটীতে মহাভূতসকলের উৎপত্তিক্রম প্রদর্শনদ্বারা তদুৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের অবিরোধ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই মহাভূতসকলকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য বিচারিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণসকলের সহিত এই অধিকরণের **আশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ব্যোমাদ্যাঃ কার্য্যকর্ত্তারো ব্রহ্ম বা তদুপাধিকম্।
ব্যোম্নো বায়ুর্বায়ুতোঽগ্নিরিত্যুক্তেঃ খাদিকর্ত্তৃতা॥
ঈশ্বরোঽন্তর্যময়তীত্যুক্তের্ব্যোমাদ্যুপাধিকম্।
ব্রহ্ম বায়্বাদিহেতুঃ স্যাত্তেজআদীক্ষণাদপি॥

অন্বয়—ব্যোমাদ্যাঃ কার্য্যকর্ত্তারঃ, তদুপাধিকম্ ব্রহ্ম বা? ব্যোম্নঃ বায়ুঃ, বায়ুতঃ অগ্নিঃ, ইতি উক্তেঃ খাদিকর্ত্তৃতা। ঈশ্বরঃ অন্তর্যময়তি ইতি উক্তেঃ, তেজআদীক্ষণাৎ অপি ব্যোমাদ্যুপাধিকং ব্রহ্ম বায়্বাদিহেতুঃ স্যাৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[পূর্ব্বাধিকরণেষু 'পূর্ব্বপূর্ব্বকার্য্যোপাধিকাৎ ব্রহ্মণঃ উত্তরোত্তরকার্য্যোৎপত্তিঃ', ইতি যদেতৎ সিদ্ধবৎকৃত্য সিদ্ধান্তিতম্, তদযুক্তম্; যতঃ "আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ" (তৈঃ ২।১) ইত্যাদৌ ব্রহ্মনিরপেক্ষাৎ কেবলাৎ ব্যোমাদেঃ উত্তরকার্য্যোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে। "তদাত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত" (তৈঃ ২।৭), "সঃ অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় সঃ....ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত" (তৈঃ ২।৬), ইত্যাদৌ তু অন্যনিরপেক্ষাৎ কেবলাৎ ব্রহ্মণঃ অশেষকার্য্যোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে। এবং মিথোনিরপেক্ষেশ্বরভূতকর্ত্তৃত্বশ্রুতীনাং বিরোধাৎ সংশয়ঃ ভবতি—] ব্যোমাদ্যাঃ [সাক্ষাদেব] কার্য্যকর্ত্তারঃ, তদুপাধিকং ব্রহ্ম বা?

পূর্ব্বপক্ষ—'ব্যোম্নঃ বায়ুঃ, বায়ুতঃ অগ্নিঃ', ইতি উক্তেঃ খাদিকর্ত্তৃতা [সাক্ষাদেব ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—["যঃ আকাশম্ অন্তরঃ যময়তিঃ", "যঃ বায়ুম্ অন্তরঃ যময়তি" (বৃঃ ৩।৭।

ভাবদীপিকা

বলে ভক্ষণীয় ব্রীহিযবাদি অন্নমাত্রকে গ্রহণ করিলে সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত পৃথিবীমাত্রের সমর্পক প্রকরণ লিঙ্গ ও স্থান, এই প্রমাণত্রয়ের অত্যন্ত বাধ হইয়া পড়ে। তাহা না হউক, সেইহেতু "প্রবলদুর্ব্বলপ্রমাণসন্নিপাতে বহূনাং দুর্ব্বলানাম্ অত্যন্তবাধাৎ বরং প্রবলপ্রমাণস্য অল্পবাধেন কথঞ্চিৎ নয়নম্", (রত্নপ্রভা)—'প্রবল ও দুর্ব্বল প্রমাণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইলে বহু দুর্ব্বল প্রমাণের অত্যন্ত বাধ হওয়া অপেক্ষা প্রবল প্রমাণের অল্প বাধের দ্বারা কোনপ্রকারে ব্যাখ্যা করা সমীচীন', এই ন্যায়বলে প্রবল শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণের ব্রীহ্যাদি অন্নমাত্র প্রতিপাদকতাকে বাধিত করিয়া দুর্ব্বল প্রকরণপ্রমাণাদির দ্বারা পৃথিবীকে গ্রহণ করাই সমীচীন। কারণ তাহাতে শ্রুতি ও লিঙ্গপ্রমাণেরও অত্যন্ত বাধ হয় না, যেহেতু পৃথিবীই ব্রীহ্যাদি অন্নাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকারে শ্রুতি, লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়, প্রকরণ ও স্থান, এই পাঁচটী প্রমাণই সিদ্ধান্তীর অনুকূল হওয়ায় তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য শ্রুতির অবিরোধ সিদ্ধ হয়। ফলে **"জলোপাধিক ব্রহ্ম পৃথিবীকে সৃষ্টি করিলেন"** (২।৩।৭ অধিঃ), এইপ্রকার অর্থই নির্ণীত হওয়ায় শ্রুতিবাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয়ও সিদ্ধ হয়। পৃথিব্যধিকরণ সমাপ্ত

১২,৭) ইত্যাদৌ] ঈশ্বরঃ অন্তর্যময়তি ইতি উক্তেঃ, ["তৎ তেজঃ ঐক্ষত", "তাঃ আপঃ ঐক্ষন্ত" (ছাঃ ৬।২।৩,৪), ইত্যাদৌ] তেজআদীক্ষণাৎ অপি, [তচ্চ ঈক্ষণং চেতনব্রহ্মনিরপেক্ষাণাম্ অচেতনানাং ভূতানাম্ অসম্ভবাৎ] ব্যোমাদ্যুপাধিকং ব্রহ্ম বায়্বাদিহেতুঃ স্যাৎ।

অনুবাদ

সংশয়—[পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণসকলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যরূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে উত্তরোত্তর কার্য্যের উৎপত্তি হয় এই যাহা সিদ্ধ বস্তুর ন্যায় সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে ; যেহেতু "আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি", ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মনিরপেক্ষ কেবল আকাশাদি হইতে পরবর্ত্তী কার্য্যসকলের উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে। "তিনি নিজেই নিজেকে এইরূপ করিয়াছিলেন", "তিনি কামনা করিয়াছিলেন—'বহু হইব, উৎপন্ন হইব', তিনি····এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে কিন্তু অন্যনিরপেক্ষ কেবল ব্রহ্ম হইতে অশেষ কার্য্যোৎপত্তি শ্রুত হইতেছে। এইপ্রকারে পরস্পর নিরপেক্ষ ঈশ্বর ও মহাভূতের কর্তৃত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিসকলের বিরোধবশতঃ সংশয় হয় -] আকাশ প্রভৃতি [সাক্ষাদ্ভাবেই] কার্য্যকর্ত্তা, অথবা তদুপাধিক (—সেই কার্য্যরূপ উপাধিযুক্ত) ব্রহ্ম ?

পূর্ব্বপক্ষ—'আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি', এইপ্রকার বর্ণনা থাকায় আকাশাদির কর্ত্তৃতা [সাক্ষাদ্ভাবেই হইয়া থাকে]।

সিদ্ধান্ত—[" যিনি অন্তরে অবস্থানকরতঃ আকাশকে নিয়মন করেন", "যিনি অন্তরে অবস্থানকরতঃ বায়ুকে নিয়মন করেন", ইত্যাদি স্থলে] ঈশ্বর অন্তরে অবস্থানকরতঃ নিয়মন করেন, ইহা কথিত হওয়ায়, ["সেই তেজঃ ঈক্ষণ করিলেন", "সেই জল ঈক্ষণ করিলেন", ইত্যাদি স্থলে] তেজঃ প্রভৃতির ঈক্ষণ বর্ণিত হওয়ায়, [আর সেই ঈক্ষণ চেতন ব্রহ্মনিরপেক্ষ অচেতন ভূতসকলের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায়] আকাশাদি উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম বায়ু প্রভৃতির কারণ হইবেন।

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥২।৩।১৩॥

পদচ্ছেদ—তদভিধ্যানাৎ, এব, তু, তল্লিঙ্গাৎ, সঃ।

সূত্রার্থ—["ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" (ছাঃ ১।৯।১), ইতি] ব্রহ্মণঃ সর্ব্বস্রষ্টৃকর্তৃত্বপ্রতিপাদকশ্রুতেঃ ["আকাশাৎ বায়ুঃ" (তৈঃ ২।১), ইতি] ভূতানাং ভৌতিকস্রষ্টৃত্বপ্রতিপাদকশ্রুত্যা বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। অতঃ অন্যতরশ্রুত্যাঃ অপ্রামাণ্যং সিধ্যতি। ঈশ্বরকর্তৃত্বপ্রতিপাদিকায়াঃ শ্রুতেঃ পারম্পর্য্যে অপি উপপত্তেঃ বিরোধাভাবাৎ শ্রুতীনাং প্রামাণ্যম্, ইতি একদেশিমতম্। অত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ—] তুশব্দঃ—অচেতনভূতানাং কর্তৃত্বং বারয়তি। **সঃ**—পরমেশ্বরঃ, **তদভিধ্যানাৎ এব**—তত্তৎকার্য্যগোচরেক্ষণাত্মকাভিধ্যানাৎ এব, [ঈক্ষিতভূতাধিষ্ঠাতা সন্ তত্তৎ কার্য্যং সৃজতি। কস্মাৎ ?] **তল্লিঙ্গাৎ**—তস্য পরমাত্মনঃ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বরূপলিঙ্গস্য "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" (বৃঃ ৩।৭।৩), ইত্যাদিনা শ্রবণাৎ। [অতঃ ভূতানাং পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতানাম্ এব স্রষ্টৃত্বপ্রতিপাদকত্বেন অনয়োঃ শ্রুতিবাক্যয়োঃ একবাক্যত্বাৎ অবিরোধঃ সিধ্যতি ইতি]।

অনুবাদ—["এই ভূতসকল আকাশ হইতেই (১।১।২২ সূঃ) সমুৎপন্ন হয়", এই] ব্রহ্মের সর্ব্বস্রষ্টৃত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতির, ["আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি এই] ভূতসকলের ভৌতিকস্রষ্টৃত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ

হইলে ; 'বিরোধ হয়', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। অতএব (—বিরোধ থাকায়) তাঁহার মতে শ্রুতির অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। ঈশ্বরকর্তৃত্ব প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকলের পারম্পর্য্যভাবেও উপপত্তি হয় বলিয়া বিরোধ না থাকায় শ্রুতিসকলের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, ইহা একদেশীর মতবাদ। এই স্থলে সিদ্ধান্ত এই—] তুশব্দ—অচেতন ভূতসকলের কর্তৃত্ব নিষেধ করিতেছে। সঃ—পরমেশ্বর, **তদভিধ্যানাৎ এব**—তত্তৎ কার্য্যবিষয়ক ঈক্ষণাত্মক অভিধ্যান (১।২।১৯ পৃঃ) দ্বারাই [ঈক্ষিত ভূতসকলের অধিষ্ঠাতা (—প্রেরক) হইয়া সেই সেই কার্য্যকে সৃষ্টি করেন। কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ? উত্তর—] **তল্লিঙ্গাৎ**—যেহেতু "যিনি পৃথিবীতে অবস্থানকরতঃ", ইত্যাদি প্রকারে সেই পরমেশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বরূপ লিঙ্গ (– জ্ঞাপক প্রমাণ) শ্রুত হইতেছে। [অতএব পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত ভূতসকলেরই স্রষ্টৃত্বপ্রতিপাদক হওয়ায় এই শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের একবাক্যভাবশতঃ অবিরোধ সিদ্ধ হয়।]

শাঙ্করভাষ্যম্

কিম্ ইমানি বিয়দাদীনি ভূতানি স্বয়ম্ এব স্ববিকারান্ সৃজন্তি, আহোস্বিৎ পরমেশ্বরঃ এব তেন তেন আত্মনা অবতিষ্ঠমানঃ অভিধ্যায়ন্ তং তং বিকারং সৃজতি ইতি সন্দেহে সতি, প্রাপ্তং তাবৎ স্বয়ম্ এব সৃজন্তি ইতি।১ কুতঃ?২ "আকাশাৎ বায়ুঃ' বায়োঃ অগ্নিঃ" (তৈঃ ২।১), ইত্যাদিস্বাতন্ত্র্যশ্রবণাৎ।৩ ননু অচেতনানাং স্বতন্ত্রাণাং প্রবৃত্তিঃ প্রতিষিদ্ধা।৪ নৈষঃ দোষঃ, " তৎ তেজঃ ঐক্ষত", "তাঃ আপঃ ঐক্ষন্ত" (ছাঃ ৬।২।৩,৪), ইতি চ ভূতানাম্ অপি চেতনত্বশ্রবণাৎ ইতি।৫ এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে—সঃ এব পর-

ভাষ্যানুবাদ

[সংশয়। একদেশী—ভূতাভিমানিদেবতা পরবর্ত্তী ভূতোৎপত্তির হেতু।]

এই আকাশাদি ভূতসকল কি নিজেই নিজের কার্য্যসকলকে সৃজন করে, অথবা পরমেশ্বরই সেই সেই স্বরূপে অবস্থানকরতঃ অভিধ্যান করিয়া সেই সেই কার্য্যকে সৃজন করেন, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, [একদেশী বলেন—আকাশাদি ভূতসকল] নিজেই [নিজ নিজ কার্য্যকে] সৃজন করে, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল।১ কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায় ?২ [উত্তর –] যেহেতু "আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল", "বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল", ইত্যাদিরূপে স্বাতন্ত্র্য (– অন্যনিরপেক্ষ কার্য্যোৎপাদকতা) শ্রুত হইতেছে।৩ [শঙ্কা—] কিন্তু স্বতন্ত্র (—চেতননিরপেক্ষ) অচেতন [ভূত] সকলের প্রবৃত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে (২।২।২ সূঃ ভাষ্য)।৪ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু "সেই তেজঃ ঈক্ষণ করিলেন", "সেই জল ঈক্ষণ করিলেন", এইপ্রকারে ভূতসকলের (১) চৈতন্য শ্রুত হইতেছে।৫

[সিঃ—লিঙ্গ ও প্রকরণপ্রমাণবলে পরমেশ্বরই আভিন্ননিমিত্তোপাদান। পূর্ব্বকার্য্যোপাধিক ব্রহ্ম উত্তর কার্য্যের কারণ।]

এইপ্রকার [অপসিদ্ধান্ত] প্রাপ্ত হইলে, কথিত হইতেছে, সেই পরমেশ্বরই সেই

ভাবদীপিকা

(১) এখানে ভূতসকলের অর্থ ভূতাভিমানিদেবতা। 'মনুষ্য' শব্দের দ্বারা যেমন তদভি-

শাঙ্করভাষ্যম্

মেশ্বরঃ তেন তেন আত্মনা অবতিষ্ঠমানঃ অভিধ্যায়ন্ তং তং বিকারং সৃজতি ইতি।৬ কুতঃ ?৭ তল্লিঙ্গাৎ।৮ তথাহি শাস্ত্রং—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যঃ পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীম্ অন্তরঃ যময়তি" (বৃ: ৩।৭।৩), ইতি এবং-জাতীয়কং সাধ্যক্ষাণাম্ এব ভূতানাং প্রবৃত্তিং দর্শয়তি।৯ তথা "সঃ অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়", ইতি প্রস্তুত্য "সৎ চ ত্যৎ চ

ভাষ্যানুবাদ

সেই স্বরূপে (—তত্তৎ ভূতরূপ উপাধিযুক্তরূপে) অবস্থান করিয়া অভিধ্যান (—ঈক্ষণ) করতঃ সেই সেই [পরবর্ত্তী] কার্য্যকে সৃষ্টি করেন।৬ কোন্ প্রমাণবলে বলিতেছ ?৭ [উত্তর—] যেহেতু তদ্বোধক লিঙ্গপ্রমাণ আছে।৮ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] সেই বিষয়ে শাস্ত্র এই—"যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরবর্ত্তী, পৃথিবীদেবতা যাঁহাকে জানেন না, পৃথিবী যাঁহার শরীর (—পৃথিবীদেবতার যাহা শরীর, তাহা ইঁহারও শরীর), যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীদেবতাকে নিয়মন করেন", ইত্যাদি এই জাতীয় শাস্ত্র [চেতন] অধ্যক্ষবিশিষ্ট ভূতসকলেরই প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছেন (২)।৯ [প্রকরণপ্রমাণবলে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরেরই সর্ব্বোপাদানত্ব ও সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—) এইরূপে "তিনি কামনা করিয়াছিলেন—বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব", এইরূপে আরম্ভ করিয়া "তিনি সৎ (—স্থূল)

ভাবদীপিকা

মানী চেতন জীবকে বুঝায়, তদ্রূপ ভূতশব্দেও এখানে ভূতাভিমানিদেবতারূপ জীবকে লক্ষণা-বৃত্তির বলে গ্রহণ করিতে হইবে। দেবতাগণ চেতন হওয়ায় অচেতনের প্রবৃত্তির প্রসঙ্গই উঠে না। এইপ্রকারে দেবতাভাবাপন্ন ব্রহ্মের কর্তৃত্ব (—নিমিত্তকারণতা) পরম্পরাভাবে সিদ্ধ হয় বলিয়া ঈশ্বরকর্তৃত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতির অবিরোধ সিদ্ধ হয়। "তদাত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত" (তৈঃ ২।৭), ইত্যাদি স্থলে শ্রুত স্বয়ংশব্দ অন্য ঈশ্বরকে নিরাকরণ করে, কিন্তু দেবতারূপ জীবভাবাপন্ন ঈশ্বরকে নিরাকরণ করে না। ইহা **একদেশীর** মত, বলা বাহুল্য ইহা খণ্ডনীয় পক্ষ হওয়ায় মুখ্য সিদ্ধান্তীর পূর্ব্বপক্ষ।

(২) **সিদ্ধান্তীর** এই স্থলে অভিপ্রায় এই—আকাশাদিশব্দের লক্ষণাবৃত্তিতে তত্তৎ ভূতাভিমানিনী দেবতাকে গ্রহণ করা যায় না, কারণ আকাশাদি শব্দের মুখ্য অর্থ তত্তৎ মহাভূত, তাহার বাধের প্রতি কোন হেতু না থাকায় তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিরূপ লক্ষণাবীজ এখানে নাই। আর "আকাশাৎ বায়ুঃ" (তৈঃ ২।১), ইত্যাদি স্থলে যে পঞ্চমী বিভক্তি, তাহা উপাদান অর্থেই রূঢ় হওয়ায় (২।১।১ অধিঃ ৯ ভাবদীঃ ২।৩।৪ অধিঃ ২ ভাবদীঃ), তদভিমানিনী দেবতারূপ নিমিত্তকারণ গৃহীত হইতে পারে না। আর অচেতন ভূতসকলের, বা তদভিমানিনী চেতন দেবতাসকলের স্বাধীন কর্তৃত্বও সম্ভব নহে, যেহেতু সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই সকলের নিয়ামক। এইরূপে "সর্ব্বনিয়ন্তৃস্বরূপ" পরমেশ্বরবোধক লিঙ্গপ্রমাণদ্বারা জড় ভূতসকলের ও চেতন দেবতাসকলের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব নিরাকৃত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

অভবৎ" (তৈ ২।৬), **"তৎ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত"** (তৈ ২।৭), **ইতি চ তস্যৈব চ সর্ব্বাত্মভাবং দর্শয়তি।১০ যত্তু ঈক্ষণশ্রবণম্ অপ্‌তেজসোঃ, তৎ পরমেশ্বরাবেশবশাৎ এব দ্রষ্টব্যম্,"ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা"** (বৃঃ ৩।৭।২৩), **ইতি ঈক্ষিত্রন্তরপ্রতিষেধাৎ, প্রকৃতত্বাৎ চ সতঃ ঈক্ষিতুঃ"তৎ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"** (ছাঃ ৬।২।৩), **ইত্যত্র।১১॥২।৩।১৩॥**

ইতি সপ্তমং তদভিধ্যানাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

এবং ত্যৎ (—সূক্ষ্ম) হইলেন", এবং "তিনি নিজেই নিজেকে এইরূপ করিয়াছিলেন", ইত্যাদি শ্রুতিসকল তাঁহারই সর্ব্বাত্মভাব (—অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা) প্রদর্শন করিতেছেন (৩)।১০ আর জল ও তেজের যে ঈক্ষণের কথা শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে পরমেশ্বরের আবেশ (—অন্তর্যামিরূপে সম্বন্ধ) বশতঃই অবগত হইতে হইবে, যেহেতু "ইঁহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা কেহ নাই", এইপ্রকারে [ভূত এবং ভূতাভিমানিনী দেবতা প্রভৃতি] অন্য ঈক্ষণকর্ত্তার প্রতিষেধ হইয়াছে (৪), আর যেহেতু "তিনি (—সেই সদ্রূপ পরমেশ্বর) ঈক্ষণ করিলেন—বহু হইব প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব", ইত্যাদি এই স্থলে সৎস্বরূপ ঈক্ষণকর্ত্তা (—পরমেশ্বর) প্রস্তাবিত হইয়াছেন। ১১ ॥২।৩।১৩॥ তদভিধ্যানাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৩) **শঙ্কা**—কিন্তু পরমেশ্বরই সাক্ষাদ্‌ভাবে সর্ব্বকারণ হইলে "আকাশাৎ বায়ুঃ" (তৈঃ ২।১), ইত্যাদি শ্রুতি বাধিতা হইয়া পড়িবেন। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—"সর্ব্বাণি হ বৈ ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" (ছাঃ ১।৯।১), এইরূপে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর (১।১।৮ অধিঃ) হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে। আবার "আকাশাৎ বায়ুঃ", এইরূপে আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে। এই উভয় শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও আকাশের মধ্যে একটী গৃহীত হইলে অপরটী বাধিত হইয়া পড়িবে; তাহা সঙ্গত নহে। সেইহেতু তৈত্তিরীয়কে শ্রুত পঞ্চমীবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণ এবং ছান্দোগ্যে শ্রুত 'এব'কাররূপ শ্রুতিপ্রমাণ, এই উভয়ের বলে ব্রহ্ম ও আকাশ, এই উভয়েরই স্বস্বকার্য্যের প্রতি যে স্বাতন্ত্র্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের একটীকেও বাধিত না করিয়া সমুচ্চিতভাবে উভয়কেই গ্রহণ করিতে হইবে। ফলে উভয়ের পরস্পরের প্রতি নিরপেক্ষতামাত্রটী বাধিত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতাকারে পরিণত (—পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতরূপ উপাধিযুক্ত) ব্রহ্ম উত্তরোত্তর ভূতের প্রতি উপাদান, এইপ্রকার অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ভাব। (ন্যায়নির্ণয়)।

(৪) একদেশী যে ভূতোৎপত্তিতে নিমিত্তকারণরূপে ভূতাভিমানিদেবতাকে গ্রহণ করিয়াছেন (১ ভাবদীঃ), এই স্থলে **সিদ্ধান্তি**কর্ত্তৃক তাহা নিরাকৃত হইল; কারণ দেবগণ শরীরধারী জীববিশেষ, আর সেই শরীর পঞ্চীকৃতভূতোৎপন্ন। প্রস্তাবিত স্থলে অপঞ্চীকৃত ভূতের উৎপত্তি বিচারিত হইতেছে। সুতরাং পঞ্চীকৃতভূতোৎপন্নশরীরধারী দেবতার পক্ষে অপঞ্চীকৃতভূতোৎপত্তিতে নিমিত্তকারণতা ও তদ্বিষয়ক ঈক্ষণ নিরাকৃত হইয়া পড়িল। পরমেশ্বর অন্তর্যামিরূপে

৮। বিপর্য্যয়াধিকরণম্। [১৪ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—প্রলয়কালে উৎপত্তির বিপরীতক্রমে ভূতসকলের লয়।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে আকাশাদি ভূতসকলের উৎপত্তিক্রম বিচারিত হইয়াছে। উৎপত্তির অনন্তর লয়ই সাধারণতঃ বুদ্ধিতে উদিত হয় বলিয়া প্রসঙ্গতঃ তাহাই এই অধিকরণে বিচারিত হইতেছে। সেইহেতু পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রসঙ্গ-সঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য অধ্যায় ও মুখ্য পাদ সঙ্গতি—কোন শ্রুতিবাক্যের বিরোধ পরিহৃত না হওয়ায় যদিও এই অধ্যায় ও পাদের সহিত এই অধিকরণের মুখ্য সঙ্গতি সিদ্ধ হয় না, তথাপি প্রসঙ্গতঃ ইহা এই স্থলে নিবিষ্ট হওয়ায় প্রসঙ্গসঙ্গতিকেই মুখ্য সঙ্গতিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। বস্তুতঃ কিন্তু বৈশেষিকন্যায়ের বিরোধ এই অধিকরণে পরিহৃত হইতেছে। **বৈশেষিক**গণ বলেন—"প্রথমে কারণের নাশ হইলে পরে কার্য্যের নাশ হয়", যথা—কপালদ্বয়ের সংযোগরূপ অসমবায়িকারণের, অথবা কপালদ্বয়ের নাশরূপ সমবায়িকারণের নাশ হইলে ঘটনাশ হয়। ইহা অঙ্গীকার করিলে কিন্তু "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"...."যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" (তৈঃ ৩।১), ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত সর্ব্বকারণ ও সর্ব্বলয়াধার ব্রহ্মবস্তু প্রলয়কালে প্রথমেই বিনষ্ট হইয়া পড়িবেন। তাহা না হউক্, সেইহেতু উক্ত শ্রুতিবাক্যের সহিত বৈশেষিকের উক্ত ন্যায়ানুগৃহীত সৃষ্টিক্রমশ্রুতির বিরোধ এই অধিকরণে পরিহৃত হইতেছে বলিয়া ইহার মুখ্য অধ্যায়-সঙ্গতি ও মুখ্য পাদসঙ্গতি সম্যগ্‌ভাবেই সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

সৃষ্টিক্রমো লয়ে জ্ঞেয়ো বিপরীতক্রমোঽথবা।
কপ্তং কল্প্যাদ্বরং তেন লয়ে সৃষ্টিক্রমো ভবেৎ॥
হেতাবসতি কার্য্যস্য ন সত্ত্বং যুজ্যতে ততঃ।
পৃথিব্যপ্‌স্বিতি চোক্তত্বাদ্বিপরীতক্রমো লয়ে॥

অন্বয়—লয়ে সৃষ্টিক্রমঃ জ্ঞেয়ঃ, অথবা বিপরীতক্রমঃ ? 'কপ্তং কল্প্যাৎ বরম্', তেন লয়ে সৃষ্টিক্রমঃ ভবেৎ। হেতৌ অসতি কার্য্যস্য সত্ত্বং ন যুজ্যতে, ততঃ "পৃথিবী অপ্সু" ইতি চ উক্তত্বাৎ লয়ে বিপরীতক্রমঃ

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[এবম্ উৎপত্তিক্রমে নিরূপিতে বুদ্ধিস্থঃ লয়ক্রমঃ নিরূপ্যতে। বৈশেষিকন্যায়-বিরোধাৎ অত্র ভবতি সংশয়ঃ— পৃথিব্যাদীনাং] লয়ে সৃষ্টিক্রমঃ জ্ঞেয়ঃ, অথবা বিপরীতক্রমঃ ?

ভাবদীপিকা

অবস্থান করেন বলিয়াই ভূতসকলের ঈক্ষণ সম্ভব, ইহার দ্বারা তাহাদের চেতনতা ও স্বতন্ত্রতা সিদ্ধ হয় না। ইহা অঙ্গীকার না করিলে বহু শ্রুতিপ্রতিপাদিত পরমেশ্বরের অন্তর্যামিত্বই ব্যাহত হইয়া পড়িবে। "তৎ তেজঃ ঐক্ষত" (ছাঃ ৬।২।৩), ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মাই ঈক্ষণকর্তা, এই বিষয়ে অন্য শ্রুতি ও প্রকরণপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—**প্রকৃতত্বাৎ চ**—'আর যেহেতু', ইত্যাদি (১১ বাক্য)। পরমেশ্বর কিপ্রকারে ভূতোৎপত্তিতে অভিন্ননিমিত্তোপাদান (—উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ, উভয়ই), তাহা ১।৪।৭ প্রকৃত্যধিকরণে আলোচিত হইয়াছে। তদভিধ্যানাধিকরণ সমাপ্ত।

পূর্ব্বপক্ষ—[আকাশাদিক্রমঃ সৃষ্টৌ কৢপ্তঃ]। "কৢপ্তং [চ] কল্প্যাৎ বরম্", [ইতি ন্যায়ঃ অপি অস্তি], তেন লয়ে সৃষ্টিক্রমঃ ভবেৎ।

সিদ্ধান্ত—[প্রথমতঃ কারণে লীনে সতি নিরুপাদানানাং কার্য্যাণাং কঞ্চিৎ কালম্ অবস্থানং প্রসজ্যেত। পরন্তু] হেতৌ অসতি কার্য্যস্য সত্ত্বং ন যুজ্যতে। ততঃ "পৃথিবী অপসু [প্রলীয়তে", মহাঃ শাঃ ৩৩৯।২৯] ইতি চ [বিপরীতক্রমস্য] উক্তত্বাৎ লয়ে [সৃষ্টিক্রমাৎ] বিপরীতক্রমঃ [জ্ঞেয়ঃ। ন আকাশাদিক্রমেণ, পরন্তু পৃথিব্যাদিক্রমেণ জগৎ প্রলীয়তে ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[এইপ্রকারে উৎপত্তিক্রম নিরূপিত হইলে বুদ্ধিস্থ লয়ক্রম নিরূপিত হইতেছে। বৈশেষিকন্যায়ের বিরোধবশতঃ এখানে সংশয় হয়—পৃথিবী প্রভৃতির] লয়ে সৃষ্টিক্রম (—যে ক্রমে তাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ক্রম) অবগত হইতে হইবে, অথবা বিপরীত ক্রম ?

পূর্ব্বপক্ষ—[সৃষ্টিতে আকাশাদিক্রমে উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হইয়াছে]। আর ["যাহা কৢপ্ত (– প্রত্যক্ষ প্রমাণপুষ্ট, অঙ্গীকৃত), তাহা কল্পিত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'', [এই যুক্তিও আছে], সেইহেতু [পৃথিবী প্রভৃতির] লয়ে সৃষ্টিক্রমই হইবে (আকাশাদিক্রমেই জগতের লয় হইবে)।

সিদ্ধান্ত—[কারণ প্রথমে বিলীন হইলে উপাদানহীন কার্য্যসকলের কিয়ৎকাল অবস্থান প্রসক্ত হইয়া পড়ে। পরন্তু] কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে কার্য্যের বর্ত্তমানতা যুক্তি-সঙ্গত নহে। সেইহেতু "পৃথিবী জলে বিলীন হয়", এইপ্রকার [বিপরীতক্রমের] কথন থাকায় প্রলয়ে [সৃষ্টিক্রম হইতে] বিপরীতক্রম [অবগত হইতে হইবে। আকাশাদিক্রমে প্রলয় হয় না, পরন্তু পৃথিব্যাদিক্রমে জগৎ প্রলীন হয়, ইহাই ভাব]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে কারণের নাশ হইলে কার্য্যনাশ হয় বলিয়া সর্ব্বকারণ ও সর্ব্বলয়াধার ব্রহ্ম সিদ্ধ না হওয়ায় ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয় এবং তাঁহাতে মনঃসমাধান সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—সর্ব্বকারণ ও সর্ব্বলয়াধার ব্রহ্ম সিদ্ধ হন বলিয়া তাঁহাতে বেদান্তসমন্বয় এবং সৃষ্টির বিপরীতক্রমে লয়ধ্যানপূর্ব্বক সর্ব্বলয়াধার অদ্বৈত ব্রহ্মে চিত্তসমাধান সিদ্ধ হয়।

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥২।৩।১৪॥

পদচ্ছেদ—বিপর্য্যয়েণ, তু, ক্রমঃ, অতঃ, উপপদ্যতে, চ।

সূত্রার্থ—[ভূতানাং কিং শ্রুতোৎপত্তিক্রমেণৈব লয়ঃ, উত সোপানপরম্পরারূঢ়স্য ব্যুৎক্রমেণ অবরোহণবৎ ব্যুৎক্রমেণৈব লয়ঃ, ইতি সন্দেহে, 'কল্প্যাপেক্ষয়া কৢপ্তস্য লঘুত্বাৎ', শ্রুতোৎপত্তিক্রমে-ণৈব লয়ঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু] **তু**শব্দঃ—প্রলয়ে উৎপত্তিক্রমনিবারণার্থঃ। **অতঃ**—অস্মাৎ উৎপত্তিক্রমাৎ, **বিপর্য্যয়েণ**- বিপরীতক্রমেণ, **ক্রমঃ**—লয়ক্রমঃ [উপপদ্যতে, স্বস্বকারণে কার্য্যাণাং লয়দর্শনাৎ]। **চ**—কিঞ্চ, **উপপদ্যতে**—ব্যুৎক্রমেণৈব লয়ঃ সঙ্গচ্ছতে, [ইতরথা সতি কার্য্যে কারণস্য নাশঃ স্যাৎ, তচ্চ অযুক্তম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[শ্রুতিতে প্রতিপাদিত উৎপত্তিক্রমেই কি ভূতসকলের লয় হয়, অথবা সোপানপরম্পরাক্রমে আরূঢ় ব্যক্তির বিপরীতক্রমে অবরোহণের ন্যায় বিপরীতক্রমেই লয় হয়, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'যাহা কল্পিত, তদপেক্ষা যাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণপুষ্ট, তাহাই লঘু হওয়ায়', শ্রুত উৎপত্তিক্রমেই লয় হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তু**শব্দটী—প্রলয়কালে উৎপত্তিক্রমকে নিরাকরণ করিবার জন্য। **অতঃ**—এই উৎপত্তিক্রম হইতে, **বিপর্য্যয়েণ**—

বিপরীতক্রমে, **ক্রমঃ**—লয়ক্রম [সঙ্গত, যেহেতু কার্য্যসকলের স্বস্বকারণে বিলয় পরিদৃষ্ট হয়]। চ—আর এক কথা, **উপপদ্যতে**—বিপরীতক্রমেই লয় সঙ্গত, [অন্যথা কার্য্য বর্তমান থাকিতে কারণের নাশ হইয়া পড়িবে, তাহা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নহে]।

শাঙ্কর ভাষ্যম্

ভূতানাম্ উৎপত্তিক্রমঃ চিন্তিতঃ।১ অথ ইদানীম্ অপ্যয়ক্রমঃ চিন্ত্যতে।২ কিম্ অনিয়তেন ক্রমেণ অপ্যয়ঃ, উত উৎপত্তিক্রমেণ, অথবা তদ্বিপরীতেন ইতি।৩ ত্রয়ঃ অপিচ উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়াঃ ভূতানাং ব্রহ্মায়ত্তাঃ শ্রূয়ন্তে—"যতঃ বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি" (তৈঃ ৩।১), ইতি।৪ তত্র অনিয়মঃ অবিশেষাৎ ইতি প্রাপ্তম্।৫ অথবা উৎপত্তেঃ ক্রমস্য শ্রুতত্বাৎ প্রলয়স্যাপি ক্রমাকাঙ্ক্ষিণঃ সঃ এব ক্রমঃ স্যাৎ, ইতি এবং প্রাপ্তম্।৬ ততঃ ব্রূমঃ—বিপর্য্যয়েণ তু প্রলয়ক্রমঃ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—প্রলয়ের কোন ক্রম নাই, অথবা শ্রৌত সন্নিধিপাঠ ও আকাঙ্ক্ষাবলে উৎপত্তিক্রমই প্রলয়েও স্বীকার্য]

[আকাশাদি] ভূতসকলের উৎপত্তিক্রম বিচারিত হইয়াছে।১ অনন্তর এক্ষণে [তাহাদের] প্রলয়ক্রম বিচারিত হইতেছে।২ [ভূতসকলের] প্রলয় কি অনিয়তক্রমে হয়, অথবা উৎপত্তিক্রমে (—যে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ক্রমে) হয়, অথবা তাহার বিপরীতক্রমে হয় ?৩ [পূর্ব্বমীমাংসক বলেন—প্রলয়ই হয় না, তাহার ক্রমচিন্তার প্রয়োজন কি ? উত্তর—] আর দেখ, ভূতসকলের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়, এই তিনটী ব্রহ্মের অধীন, ইহা শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, যথা—"যাঁহা হইতে এই [ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত] ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে, জাতগণ যদবলম্বনে জীবনধারণ করে, [প্রলয়কালে] যাঁহাতে প্রতিগমন করে ও প্রবেশ করে", ইত্যাদি। [সুতরাং প্রলয় অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে]।৪ [পূর্ব্বপক্ষ—] তাহাতে (—প্রলয়ে) কোন নিয়ম নাই, যেহেতু কোন বিশেষ নাই, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল (১)।৫ অথবা শ্রুতিতে উৎপত্তির ক্রম বর্ণিত হওয়ায় ক্রমাকাঙ্ক্ষী প্রলয়ের (—যে প্রলয় ক্রমকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, তাহার) সেই ক্রমই হইবে (—উৎপত্তির

ভাবদীপিকা

(১) **পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায়** এই—লোকমধ্যে পটদাহস্থলে কার্য্য ও কারণের যুগপৎ নাশ পরিদৃষ্ট হয়। আবার ঘটনাশস্থলে কপালদ্বয়ের সংযোগরূপ অসমবায়িকারণের নাশ প্রথমে হয় পরে ঘটনাশ হয় ; কপালরূপ সমবায়িকারণ কিন্তু বিদ্যমান থাকে। কচিৎ কপালরূপ সমবায়িকারণেরই প্রথমে নাশ হইয়া যায়, ঘটনাশ পরে হয়। সুতরাং লোকদৃষ্টি অনুসারে কারণসহ কার্য্যের যুগপৎ প্রলয় হয়, অথবা কারণের নাশ প্রথমে হয়, অথবা প্রলয়ে কারণ অবশিষ্ট থাকে, ইহা নির্ণীত না হওয়ায় প্রলয়ে কোন বিশেষ নিয়মের প্রতি আস্থা করা যায় না. ইত্যাদি। [শঙ্কা—] কিন্তু ভূতসকলের উৎপত্তিতে যখন ক্রমনিয়ম আছে, প্রলয়েও তাহা থাকা উচিত। তদুত্তরে **পূর্ব্ববাদী** বলিতেছেন—**অথবা** ইত্যাদি (৬ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অতঃ উৎপত্তিক্রমাৎ ভবিতুম্ অর্হতি ।৭ তথাহি লোকে দৃশ্যতে, যেন ক্রমেণ সোপানম্ আরূঢ়ঃ, ততঃ বিপরীতেন ক্রমেণ অবরোহতি ইতি ।৮ অপিচ দৃশ্যতে মৃদঃ জাতং ঘটশরাবাদি অপ্যয়কালে মৃদ্ভাবম্ অপ্যেতি, অদ্ভ্যশ্চ জাতং হিমকরকাদি অব্‌ভাবম্ অপ্যেতি ইতি ।৯ অতশ্চ উপপদ্যতে এতৎ যৎ পৃথিবী অদ্ভ্যঃ জাতা সতী স্থিতিকালব্যতিক্রান্তৌ অপঃ অপীয়াৎ, আপশ্চ তেজসঃ জাতাঃ সত্যঃ তেজঃ অপীয়ুঃ ।১০ এবং ক্রমেণ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং চ অনন্তরম্ অনন্তরং কারণম্ অপীত্য সর্ব্বং কার্য্যজাতং পরমকারণং পরমসূক্ষ্মং চ ব্রহ্ম অপ্যেতি ইতি বেদিতব্যম্ ।১১ ন হি স্বকারণব্যতিক্রমেণ কারণকারণে কার্য্যাপ্যয়ঃ ন্যায্যঃ ।১২ স্মৃতৌ

ভাষ্যানুবাদ

যাহা ক্রম প্রলয়েরও হইবে তাহাই, যেহেতু শ্রৌত হওয়ায় তাহা অন্তরঙ্গ (—নিকটবর্ত্তী], ইত্যাদি এইপ্রকার প্রাপ্ত হওয়া গেল (২) ।৬

[সিঃ—পূর্ব্ববাদীর আকাঙ্ক্ষা ও সন্নিধিপাঠ নিরাকরণ । স্মৃতিবাক্য, লোকসিদ্ধ লয়ক্রম ও যোগ্যতার বলে প্রলয়ে উৎপত্তিক্রমের বৈপরীত্য ।]

সিদ্ধান্ত—সেইহেতু (—এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায়) আমরা বলিতেছি—প্রলয়ের ক্রম এই উৎপত্তিক্রম হইতে বিপরীতভাবেই হওয়া উচিত ।৭ যেহেতু লোকমধ্যে সেইপ্রকারই পরিদৃষ্ট হইতেছে, যে ক্রমে সোপানে আরূঢ় হয়, তাহার বিপরীতক্রমে অবরোহণ করে ।৮ আর দেখাও যাইতেছে—মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট ও শরাব প্রভৃতি বিলয়কালে মৃত্তিকাভাবই প্রাপ্ত হয়, আবার জল হইতে উৎপন্ন হিমশিলা প্রভৃতি জলভাবই প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি ।৯ এইহেতু (—লোকমধ্যে এইপ্রকার পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া) ইহা সঙ্গত যে, পৃথিবী জল হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থিতিকাল অতীত হইলে জলকে প্রতিগমন করিবে (—জলে লয়প্রাপ্ত হইবে), আর জলও তেজঃ হইতে উৎপন্ন হইয়া তেজকে প্রতিগমন করিবে ।১০ এইপ্রকারে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর অব্যবহিত অব্যবহিত কারণে লয়প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কার্য্যপ্রপঞ্চ পরমকারণ ও পরমসূক্ষ্ম ব্রহ্মকে প্রতিগমন করে (—তাঁহাতে বিলীন হয়), এইপ্রকার অবগত হইতে হইবে।১১ [কিন্তু পরম্পরাভাবে ব্রহ্মে বিলয় অঙ্গীকার না করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মেই তাহা করিতেছ না কেন ? উত্তর—] যেহেতু নিজের [সাক্ষাৎ] কারণকে অতিক্রমদ্বারা কারণের কারণে কার্য্যের বিলয় ন্যায্য নহে, [যেহেতু তাহা হইলে ঘটনাশের অনন্তর মৃত্তিকার উপলব্ধি না হইয়া জলের উপলব্ধি, অথবা মৃৎপরমাণু অতীন্দ্রিয় হওয়ায় কিছুরই অনুপলব্ধি অঙ্গীকার্য্য হইবে, তাহা দৃষ্টবিরুদ্ধ] ।১২

ভাবদীপিকা

(২) এইরূপে পূর্ব্ববাদী শ্রৌত সন্নিধিপাঠ ও প্রলয়ের ক্রমাকাঙ্ক্ষা, এই উভয়ের দ্বারা পুষ্ট শ্রৌত উৎপত্তিক্রমকেই লয়ক্রমরূপে উপস্থাপিত করিলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

অপি উৎপত্তিক্রমবিপর্য্যয়েণ এব অপ্যয়ক্রমঃ তত্র তত্র দর্শিতঃ- "জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রলীয়ন্তে জ্যোতির্বায়ৌ প্রলীয়তে"॥ (মহাভাঃ শাঃ ৩৩১।২৯), ইতি এবমাদৌ।১৩ উৎপত্তিক্রমস্তু উৎপত্তৌ এব শ্রুতত্বাৎ ন অপ্যয়ে ভবিতুম্ অর্হতি।১৪ ন চ অসৌ অযোগ্যত্বাৎ অপ্যয়েন আকাঙ্ক্ষ্যতে।১৫ নহি কার্য্যে ধ্রিয়মাণে কারণস্য অপ্যয়ঃ যুক্তঃ, কারণাপ্যয়ে কার্য্যস্য অবস্থানানুপপত্তেঃ।১৬ কার্য্যাপ্যয়ে তু কারণস্য অবস্থানং যুক্তং, মৃদাদিষু এবং দৃষ্টত্বাৎ।১৭॥২।৩।১৪॥

ইতি অষ্টমং বিপর্য্যয়াধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

স্মৃতিতেও তত্তৎস্থলে "হে দেবর্ষে, [স্থাবরজঙ্গমাত্মক] জগতের প্রতিষ্ঠা (—উপাদান) পৃথিবী জলে প্রলীন হয়, জল তেজে প্রলীন হয়, তেজঃ বায়ুতে প্রলীন হয়", ইত্যাদি (৩) এই সকল স্থলে উৎপত্তিক্রমের বিপরীতভাবেই প্রলয়ের ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে।১৩ উৎপত্তিক্রম কিন্তু [ভূতসকলের] উৎপত্তিতেই শ্রুত হইয়াছে বলিয়া প্রলয়েও [গৃহীত] হইতে পারে না (৪)।১৪ আর তাহা (—সেই শ্রৌত উৎপত্তিক্রম) অযোগ্য হওয়ায় প্রলয়কর্তৃক আকাঙ্ক্ষিত হয় না, [যেহেতু আকাঙ্ক্ষার বলে যে সম্বন্ধ, তাহা "যোগ্যতাধীনঃ সম্বন্ধঃ", এই ন্যায়বলে যোগ্যতার অধীন; ফলে যোগ্যতা না থাকায় শ্রৌত উৎপত্তিক্রমের প্রতি আকাঙ্ক্ষাও প্রলয়ের নাই।১৫ উৎপত্তিক্রমে প্রলীন হইবার যোগ্যতাও ভূতসকলের নাই, ইহা বলিতেছেন—] কার্য্য

ভাবদীপিকা

(৩) 'ইত্যাদি'শব্দে "বায়ুশ্চ লীয়তে ব্যোম্নি, তচ্চাব্যক্তে প্রলীয়তে। অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্কলে সম্প্রলীয়তে"॥ ইত্যাদি স্মৃতিশেষভূত বাক্যসকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বপক্ষী বলেন—এই স্মার্ত্তক্রম ও লৌকিক ন্যায়াপেক্ষা শ্রৌত উৎপত্তিক্রম সন্নিকৃষ্ট হওয়ায় আকাঙ্ক্ষা ও সন্নিধিপাঠবলে তাহাই গ্রহণীয়। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—উৎপত্তিক্রমস্তু—'উৎপত্তিক্রম', ইত্যাদি (১৪ বাক্য)।

(৪) ভাব এই—শ্রুতি লোকবুদ্ধির অনুসরণ করিয়া দৃষ্টপদার্থানুসারেই পদার্থসকলের বোধ উৎপাদন করেন। সেইহেতু শ্রৌত সৃষ্টিক্রমাপেক্ষা লোকসিদ্ধ যে স্বীয় কারণে ভূতলয়ক্রম (৯,১০ বাক্য), তাহা অন্তরঙ্গতর, সুতরাং বলবান্। আর উৎপত্তিক্রমে প্রলীন হইবার যোগ্যতাই পদার্থসকলের নাই, যেহেতু উপাদানকারণই কার্য্যের স্বরূপ, ইহা "তদনন্যত্বম্" (২।১।১৪) ইত্যাদি ন্যায়বলে প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর যেহেতু উপাদানেই কার্য্যলয় দৃষ্টসিদ্ধ। অতএব সৃষ্টিক্রমানুসারে ভূতলয়ের যোগ্যতাই না থাকায় অন্তরঙ্গতর (—সন্নিকৃষ্টতর), সুতরাং বলবান্ স্বীয় কারণে ভূতলয়ক্রমের দ্বারা পূর্ব্ববাদীর আকাঙ্ক্ষা ও সন্নিধিপাঠের দ্বারা সমর্পিত শ্রৌত উৎপত্তিক্রমে ভূতলয় বাধিত হইয়া পড়িল। পূর্ব্ববাদীর অভিমত আকাঙ্ক্ষা প্রস্তাবিত স্থলে নাই, ইহা বলিতেছেন—নচ—'আর তাহা', ইত্যাদি (১৫ বাক্য)।

ভাষ্যানুবাদ

ধ্রিয়মাণ (—কারণাবলম্বনে বর্ত্তমান) থাকিলে কারণের প্রলয় (—নাশ) নিশ্চয়ই সঙ্গত নহে, যেহেতু [উপাদান] কারণের নাশ হইলে কার্য্যের অবস্থান যুক্তিসঙ্গত নহে।১৬ [কিন্তু তোমাদের মতে তো কার্য্য ও কারণ অভিন্ন তত্ত্ব, সুতরাং কার্য্যাভাবে কারণের অবস্থানের ন্যায় কারণাভাবে কার্য্য বিদ্যমান থাকুক্। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] কিন্তু কার্য্যের বিনাশ হইলে কারণের অবস্থান যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু মৃত্তিকা প্রভৃতিতে এইপ্রকার পরিদৃষ্ট হয়, [কারণের অভাবে কার্য্যের বিদ্যমানতা পরন্তু পরিদৃষ্ট হয় না।১৭ এইপ্রকারে পূর্ব্বপক্ষসম্মত "কারণনাশাৎ কার্য্যনাশঃ" এই ন্যায়ানুগৃহীত সৃষ্টিক্রমশ্রুতির দ্বারা সর্ব্বলয়াধার ব্রহ্মবস্তুতে বেদান্তসমন্বয়ের বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল] ॥২।৩।১৪॥ বিপর্য্যয়াধিকরণ সমাপ্ত

৬। অন্তরাবিজ্ঞানাধিকরণম্। [১৫ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—মহাভূতসকলের অন্তর্গত হওয়ায় প্রাণপ্রভৃতির দ্বারা সৃষ্টি এবং প্রলয়ক্রমের ভঙ্গ হয় না।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণসকলে প্রতিপাদিত ভূতসকলের উৎপত্তি ও লয়ক্রমবিষয়ক বিচারের ফল যে সর্ব্বকারণ ও সর্ব্বলয়াধার অদ্বৈত ব্রহ্মে চিত্তসমাধান, প্রস্তাবিত অধিকরণে ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিক্রমবিষয়ক বিচারের ফলও তাহাই হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণসকলের সহিত এই অধিকরণের **একফলকত্বসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

কিমুক্তক্রমভঙ্গোঽস্তি প্রাণাদ্যৈর্নাস্তি বাস্তি হি।
প্রাণাক্ষমনসাং ব্রহ্মবিয়তোর্মধ্য ঈরণাৎ ॥
প্রাণাদ্যা ভৌতিকা ভূতেষ্বন্তর্ভূতাঃ পৃথক্ক্রমম্।
নেচ্ছন্ত্যতো ন ভঙ্গোঽস্তি প্রাণাদৌ ন ক্রমঃ শ্রুতঃ॥

অন্বয়—প্রাণাদ্যৈঃ উক্তক্রমভঙ্গঃ কিম্ অস্তি, নাস্তি বা? ব্রহ্মবিয়তোঃ মধ্যে প্রাণাক্ষমনসাং ঈরণাৎ অস্তি হি। প্রাণাদ্যাঃ ভৌতিকাঃ ভূতেষু অন্তর্ভূতা, অতঃ পৃথক্ ক্রমং ন ইচ্ছন্তি। প্রাণাদৌ ক্রমঃ ন শ্রুতঃ; ভঙ্গঃ ন অস্তি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয় [ভূতোৎপত্তিলয়ক্রমঃ অত্র বিষয়ঃ। সঃ কিং করণোৎপত্তিক্রমেণ বিরুধ্যতে, ন বা, ইতি করণানাং ভৌতিকত্বাভৌতিকত্বাভ্যাং ভবতি সন্দেহঃ—] প্রাণাদ্যৈঃ উক্তক্রমভঙ্গঃ কিম্ অস্তি, নাস্তি বা?

পূর্ব্বপক্ষ—["এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩), ইত্যাদিশ্রুতৌ] ব্রহ্মবিয়তোঃ মধ্যে প্রাণাক্ষমনসাম্ ঈরণাৎ [আকাশাদিকস্য পূর্ব্বোক্তসৃষ্টিক্রমস্য ভঙ্গঃ] অস্তি হি।

সিদ্ধান্ত—["অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪), ইত্যাদিশ্রুত্যাঃ] প্রাণাদ্যাঃ ভৌতিকাঃ [ইতি অবগম্যতে, ততঃ তে] ভূতেষু অন্তর্ভূতাঃ, অতঃ পৃথক্ ক্রমং ন ইচ্ছন্তি। [ন চ মুণ্ডকশ্রুতিঃ ক্রমবাচিনী, যতঃ আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ" (তৈঃ ২।১।৩), ইত্যাদৌ ইব]

প্রাণাদৌ ক্রমঃ ন শ্রুতঃ, [তস্মাৎ "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩), ইতি অনয়া শ্রুত্যা পূর্ব্বোক্তক্রমস্ত] ভঙ্গঃ ন অস্তি।

অনুবাদ

সংশয়—[ভূতসকলের উৎপত্তি ও লয়ক্রম এখানে বিষয়। তাহা কি করণসকলের উৎপত্তিক্রমের দ্বারা বিরোধগ্রস্ত হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকারে করণসকলের ভৌতিকত্ব ও অভৌতিকত্ব বশতঃ সন্দেহ হইতেছে—] প্রাণ প্রভৃতির দ্বারা উক্ত ক্রমের ভঙ্গ হয়, অথবা হয় না।

পূর্ব্বপক্ষ—[" ইঁহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি শ্রুতিতে] ব্রহ্ম এবং আকাশের মধ্যে [মুখ্য] প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের বর্ণনা থাকায় [পূর্ব্বোক্ত আকাশাদি সৃষ্টিক্রমের ভঙ্গ] অবশ্যই হয়।

সিদ্ধান্ত—["হে সোম্য, মন অন্নময় (—পৃথিবীর বিকার"), ইত্যাদি শ্রুতি হইতে] প্রাণ প্রভৃতি ভূত হইতে উৎপন্ন, [ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। সেইহেতু তাহারা] ভূতসকলের মধ্যে অন্তর্ভূত, এইহেতু পৃথগ্ভাবে [উৎপত্তির] ক্রম ইচ্ছা করে না (—অপেক্ষিত নহে)। [আর উক্ত মুণ্ডক শ্রুতি ক্রমবাচিকা নহেন, যেহেতু "আকাশ হইতে বায়ু", "বায়ু হইতে অগ্নি", ইত্যাদি স্থলের ন্যায়] প্রাণ প্রভৃতিতে ক্রম শ্রুত হয় নাই, [সেইহেতু "ইঁহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি এই শ্রুতির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্রমের] ভঙ্গ হয় না।

ফলভেদ—২।৩।১ বিয়দধিকরণের ন্যায়।

অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতিচেন্না-বিশেষাৎ ॥২।৩।১৫॥

পদচ্ছেদ—অন্তরা, বিজ্ঞানমনসী, ক্রমেণ, তল্লিঙ্গাৎ, ইতি, চেৎ, ন, অবিশেষাৎ।

সূত্রার্থ—[পূর্ব্বোক্তভূতোৎপত্তিক্রমঃ করণোৎপত্তিক্রমেণ, বিরুধ্যতে, ন বা ইতি সন্দেহে, পূর্ব্বপক্ষী ব্রূতে—] **বিজ্ঞানমনসী**—[বিজ্ঞানং চ মনশ্চ বিজ্ঞানমনসী। 'বিজ্ঞায়তে অনেন' ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বিজ্ঞানশব্দেন বুদ্ধিঃ ইন্দ্রিয়াণি চ গৃহ্যন্তে। অতঃ 'বিজ্ঞানমনসী' ইতি পদস্য অর্থঃ—] ইন্দ্রিয়বুদ্ধিমনাংসি, **অন্তরা**—ভূতানাম্ আত্মনশ্চ, অন্তরালে [জায়ন্তে কুতঃ ?] **তল্লিঙ্গাৎ**—তেষাং সৃষ্টেঃ গমকাৎ "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মুঃ ২।১।৩) ইত্যাদিগমকবাক্যাৎ [তদবগম্যতে। তথাচ] **ক্রমেণ**—অন্তরা ইন্দ্রিয়বুদ্ধিমনাংসি, তেভ্যশ্চ ভূতানি ইতি অনেন ক্রমেণ ["আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১), ইত্যাদিক্রমস্ত বাধঃ স্যাৎ], **ইতি চেৎ ?** [তত্র সিদ্ধান্তী ব্রূতে—] **ন, অবিশেষাৎ**—ইন্দ্রিয়বুদ্ধিমনসাং ভৌতিকত্বেন ভূতোৎপত্তিক্রমাৎ ইন্দ্রিয়াদ্যুৎপত্তিক্রমস্ত অভেদাৎ [তথাচ যেন ক্রমেণ ভূতোৎপত্তিঃ, তেনৈব ক্রমেণ ভৌতিকোৎপত্তিঃ ইতি অতঃ ন পূর্ব্বোক্ত-ভূতোৎপত্তিক্রমেণ বিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[পূর্ব্বোক্ত ভূতোৎপত্তিক্রম করণোৎপত্তিক্রমের দ্বারা বিরোধগ্রস্ত হয় অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] **বিজ্ঞানমনসী**—[বিজ্ঞান ও মন, এইপ্রকার দ্বন্দ্বসমাসদ্বারা 'বিজ্ঞানমনসী' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ইহার দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া যায়', এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিবলে বিজ্ঞানশব্দের দ্বারা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকল গৃহীত হইয়াছে।

হেতু 'বিজ্ঞানমনসী' এই পদের অর্থ হয়—] ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ও মন, **অন্তরা**—ভূতসকল ও আত্মার মধ্যস্থলে [উৎপন্ন হয়। কোন্ হেতুবলে ইহা বলিতেছ? তাহা বলিতেছেন—] **তল্লিঙ্গাৎ**—যেহেতু তাহাদের উৎপত্তির জ্ঞাপক "ইঁহা হইতে মুখ্যপ্রাণ (ব্রঃ সূঃ ২।৪।৮) মন ও ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি গমক বাক্য হইতে [তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে। তাহাতে] **ক্রমেণ**—আত্মা হইতে ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ও মন, এবং সেই সকল হইতে ভূতসকল, ইত্যাদি এই ক্রমের দ্বারা ["আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি ক্রমের বাধ হইয়া পড়ে], **ইতি চেৎ**—এইপ্রকার যদি বলা বলা হয়? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**—না, তাহা বলা যায় না, **অবিশেষাৎ**—যেহেতু ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি, এই সকল ভৌতিক হওয়ায় ভূতোৎপত্তিক্রম হইতে ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিক্রমের প্রভেদ নাই। [তাহার ফলে যে ক্রমে ভূতসকলের উৎপত্তি হয়, সেই ক্রমেই ভৌতিক পদার্থসকলের উৎপত্তি হয়, এইহেতু পূর্ব্বোক্ত ভূতোৎপত্তিক্রমের সহিত বিরোধ হয় না, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভূতানাম্ উৎপত্তিপ্রলয়ৌ অনুলোমপ্রতিলোমক্রমাভ্যাং ভবতঃ ইতি উক্তম্।১ আত্মাদিরুৎপত্তিঃ প্রলয়শ্চ আত্মান্তঃ ইত্যপি উক্তম্।২ সেন্দ্রিয়স্য চ মনসঃ বুদ্ধেশ্চ সদ্ভাবঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রুতি-স্মৃত্যোঃ।৩ "বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ, ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্ আহুঃ" (কঠ ১।৩।৩,৪), ইত্যাদিলিঙ্গেভ্যঃ।৪ তয়োরপি কস্মিংশ্চিৎ অন্তরালে ক্রমেণ উৎপত্তিপ্রলয়ৌ উপসংগ্রাহ্যৌ, সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মজত্বাভ্যুপগমাৎ।৫ অপিচ আথর্ব্বণে উৎপত্তি-

ভাষ্যানুবাদ

[পূ—আত্মা ও আকাশাদির মধ্যে করণসকলের উৎপত্তি পঠিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত ভূতোৎপত্তিপ্রলয়ক্রমের ভঙ্গ।]

[আকাশাদি] ভূতসকলের উৎপত্তি ও প্রলয় অনুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে হয়, ইহা কথিত হইয়াছে।১ উৎপত্তি আত্মাদি (—আত্মরূপ আদি কারণ হইতে ভূতসকলের উৎপত্তি হয়) এবং প্রলয় আত্মান্ত (—আত্মাতেই ভূতসকলের প্রলয় হয়), ইহাও বলা হইয়াছে।২ [কিন্তু ইন্দ্রিয় নামক কোন পদার্থই তো নাই। পুনঃ এই বিচার কেন আরব্ধ হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর ইন্দ্রিয়সহ মন ও বুদ্ধির অস্তিত্ব [মুঃ ২।১।৩ প্রশ্নঃ ৬।৪, কঠ ১।৩।৩-৪, ইত্যাদি] শ্রুতি এবং [গীতা ৩।৪২, ৪।২৬ ইত্যাদি] স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ।৩ [সেই বিষয়ে একটী শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—] "বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে বল্গা (—লাগাম) বলিয়া জানিবে, [জ্ঞানিগণ] ইন্দ্রিয়সকলকে অশ্ব বলিয়া থাকেন", ইত্যাদি লিঙ্গসকল (—জ্ঞাপক শব্দসকল) হইতে 'মন প্রভৃতির অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়'।৪ [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—] তাহাদেরও (—সেই মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিরও) ক্রমশঃ উৎপত্তি ও প্রলয় [আত্মা ও ভূতসকলের] কোন মধ্যবর্ত্তী স্থলে সংগ্রহ করিতে হইবে, যেহেতু সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ইহা অঙ্গীকার করা হয়।৫ [আচ্ছা, ভূতোৎপত্তির

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রকরণে ভূতানাম্ আত্মনশ্চ অন্তরালে করণানি অনুক্রম্যন্তে, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী"॥ (মুঃ ২।১।৩), ইতি।৬ তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তোৎপত্তিপ্রলয়ক্রমভঙ্গপ্রসঙ্গঃ ভূতানাম্ ইতি চেৎ ?৭ ন, অবিশেষাৎ।৮ যদি তাবৎ ভৌতিকানি করণানি, ততঃ ভূতোৎপত্তিপ্রলয়াভ্যাম্ এব এষাম্ উৎপত্তিপ্রলয়ৌ ভবতঃ ইতি ন এতয়োঃ ক্রমান্তরং মৃগ্যম্।৯ ভবতি চ ভৌতিকত্বে লিঙ্গং করণানাম্—

ভাষ্যানুবাদ

অনন্তর তাহাদের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলেই তো চলে। তদুত্তরে পূঃ বলিতেছেন—] আর দেখ, আথর্ব্বণে (—অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে) উৎপত্তিপ্রকরণে ভূতসকলের এবং আত্মার মধ্যবর্ত্তী স্থলে করণসকল ক্রমশঃ পঠিত হইতেছে, যথা—"ইঁহা হইতে প্রাণ মন ইন্দ্রিয়সকল আকাশ বায়ু বহ্নি জল এবং সকলের আধারভূতা পৃথিবী উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি।৬ সেইহেতু (—এই শ্রুতিতে আত্মা ও আকাশাদি ভূতসকলের মধ্যস্থলে প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়সকল পঠিত হওয়ায়) ভূতসকলের পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তি ও প্রলয়ক্রমের ভঙ্গ হইয়া পড়ে, [ফলে পরস্পর বিরুদ্ধ তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডক শ্রুতির প্রামাণ্য ও ব্রহ্মে সমন্বয় সিদ্ধ হয় না]; যদি এইপ্রকার বলা হয়।৭

[সিঃ—ভূতোৎপত্তির অন্তরে করণসকলের উৎপত্তি হওয়ায় ভূতোৎপত্তিপ্রলয়ক্রমের ভঙ্গ হয় না।]

সিদ্ধান্ত—[তদুত্তরে বলিব—] না, তাহা বলা যায় না, যেহেতু [করণোৎপত্তিক্রম ও ভূতোৎপত্তিক্রমের মধ্যে] বিশেষ (— প্রভেদ) নাই।৮ যদি করণসকল ভূতোৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ভূতসকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের দ্বারাই ইহাদের উৎপত্তি ও প্রলয় হইবে, এইহেতু ইহাদের অন্যপ্রকার ক্রম অন্বেষণ করিতে হইবে না (১)।৯ আর করণসকল ভৌতিক, এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ আছে, যথা—"হে

ভাবদীপিকা

(১) **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—ভৌতিক ইন্দ্রিয়সকলের উৎপত্তি ভূতোৎপত্তির পরই সম্ভব হওয়ায় ভূতসকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের ক্রমদ্বারাই তাহাদের তদ্বিষয়ক ক্রম নির্ণীত হয়। কিন্তু মুণ্ডকশ্রুতিতে ভূতোৎপত্তির পূর্ব্বেই করণোৎপত্তি বর্ণিত হওয়ায় আত্মা হইতে প্রথমে আকাশাদিভূতের উৎপত্তি হয়, ইহা কিপ্রকারে নির্ণীত হইবে ? বলিতেছি—"আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ" (তৈঃ ২।১), ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পঞ্চমী বিভক্তির বলে কার্য্যকারণভাবের দ্যোতক (২।৩।৪ অধিঃ ২ ভাবদীঃ) যে ক্রম অর্থতঃ প্রতিভাত হইতেছে, সেই অর্থক্রম * মুণ্ডকে শ্রুত পাঠক্রমাপেক্ষা বলবান্ হওয়ায় তাহাকে বাধিত করিয়া ফেলে। ফলে পঞ্চমীবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণ ও অর্থক্রমবলে আকাশাদি ভূতের উৎপত্তিই প্রথমে হয়। অনন্তর করণসকলের তাহা হয়, ইহাই নির্ণীত হয়।

---

* ক্রমের পরিচয়—ক্রমশব্দের অর্থ—পৌর্ব্বাপর্য্য ; তাহা নিরূপণের জন্য ছয়প্রকার প্রমাণ আছে। ক্রম নির্ণায়ক হওয়ায় তাহাদিগকেও গৌণভাবে 'ক্রম' বলা হয়। তাহারা এই—১। শ্রুতিক্রম, ২। অর্থক্রম, ৩। পাঠক্রম, ৪। স্থানক্রম, ৫। মুখ্যক্রম, এবং ৬। প্রবৃত্তিক্রম। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমসকল উত্তরোত্তর বল-

শাঙ্করভাষ্যম্

"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্" (ছাঃ ৬।৫।৪), ইতি এবংজাতীয়কম্ ।১০ ব্যপদেশঃ অপি ক্বচিৎ ভূতানাং করণানাং চ ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েন নেতব্যঃ ।১১ অথ

ভাষ্যানুবাদ

সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ (—বাগিন্দ্রিয়) তেজোময়ী", ইত্যাদি এই জাতীয় (২) ।১০ আর কোন কোন স্থলে ভূতসকলের ও করণসকলের যে ব্যপদেশ (—কথন), তাহাকে ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হইবে

ভাবদীপিকা [মন প্রভৃতির ভৌতিকত্ব প্রতিপাদন ।]

(২) এই স্থলে **সংশয়** হয়—"অন্ন ভক্ষিত হইয়া তিনপ্রকার পরিণাম প্রাপ্ত হয়" (ছাঃ ৬।৫।১), এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "হে সোম্য, মন অন্নময়" (ছাঃ ৬।৫।৪), ইত্যাদি পঠিত হইয়াছে। তাহাতে প্রতিভাত হয় যে, মন ও প্রাণ প্রভৃতি ভক্ষিত অন্ন ও জল প্রভৃতির সূক্ষ্ম পরিণাম। সুতরাং ভক্ষণের পূর্ব্বেই মন প্রভৃতির সদ্ভাব সিদ্ধ হইয়া পড়ে, কারণ মন ও প্রাণবিহীন কাহারও পক্ষে অন্নাদিভক্ষণ সম্ভব নহে। অতএব অন্নাদিভক্ষণের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান থাকায় মন প্রভৃতিকে অন্নের কার্য্য, অর্থাৎ ভৌতিক বলা যায় না বলিয়া "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ", ইত্যাদি শ্রুতি মন প্রভৃতির ভৌতিকত্বে লিঙ্গপ্রমাণ নহে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—স্থালীপুলাকন্যায়বলে * ক্ষিত্যাদিদ্বারে মায়ার পরিণামভূত মন প্রভৃতির ভৌতিকত্ব অবগত হওয়া যায়। সমকালে অগ্নিসংযোগবশতঃ স্থালীস্থ সমপরিমাণযুক্ত তণ্ডুলসকলের যেমন যুগপৎ পাক হয়, তাহার কোনপ্রকার তারতম্য হয় না। তদ্রূপ শ্রুতির উক্ত প্রকরণে আত্মতত্ত্ববোধনের জন্য ভূতত্রয়ের উৎপত্তি, তাহাদের ত্রিবৃৎকরণ, পুরুষকর্ত্তৃক ভক্ষিত তাহাদের ত্রিধা পরিণাম, ইত্যাদি সেই ভূতত্রয়সম্বন্ধী বিষয়সকলই বর্ণিত হওয়ায় স্থালীমধ্যস্থ তণ্ডুলসকলের অবিশেষভাবে পাকের ন্যায় মন প্রভৃতিও যে অবিশেষভাবে ভূতোৎপন্ন, ইহাই অবগত হওয়া যায়। সেইহেতু "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ", ইত্যাদি বাক্যসকল অবশ্যই মন প্রভৃতির ভৌতিকত্ববোধনে লিঙ্গপ্রমাণ। এই বিষয়ে **দ্বিতীয় যুক্তি** এই—অন্নাদি ভক্ষণের পূর্ব্বেই মন প্রভৃতির বর্ত্তমানতাবশতঃ তাহাদিগকে যে অভৌতিক বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ "মনঃপ্রাণাদীনি বিকারাণি বিভক্তত্বাৎ ঘটবৎ", এইপ্রকার অনুমানবলে মন প্রভৃতি কার্য্যবস্তু, ইহাই নির্ণীত হয়। আর কার্য্য হইলেই কারণের আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু মন প্রভৃতির কারণনির্ণয়

সকল হইতে বলবান্। যথা—অর্থক্রমাপেক্ষা শ্রুতিক্রম বলবান্, পাঠক্রমাপেক্ষা অর্থক্রম বলবান্, ইত্যাদি। যে স্থলে শব্দের শ্রবণমাত্র হইতেই ক্রমের বোধ হয়, তাহাকে বলে—**শ্রুতিক্রম**। যথা—"বেদং কৃত্বা বেদিং করোতি" (মানঃ শ্রৌঃ সূঃ ১।১।৩।৩), —'বেদ (—যজ্ঞবেদিপরিষ্করণের জন্য বিশেষ আকারে নির্ম্মিত কুশমুষ্টি) নির্ম্মাণ করিয়া বেদি নির্ম্মাণ করিবে'। এই স্থলে শব্দের শক্তিবৃত্তি হইতেই বেদ ও বেদি নির্ম্মাণের পৌর্ব্বাপর্য্য অবগত হওয়া যাইতেছে। যেস্থলে প্রয়োজনবশে ক্রম নির্ণীত হয়, তাহাকে বলে—**অর্থক্রম**, যথা—"অগ্নিহোত্রং জুহোতি, যবাগূং পচতি" (তৈঃ সং ১।৫।৯।১)। এই স্থলে যবাগূ (—যবের চরু) পাক না হইলে তদ্দ্বারা হোম হইতে পারে না বলিয়া, প্রয়োজনবশতঃ যবাগূপাকই প্রথমে অনুষ্ঠিত হয়, প্রথমে পঠিত অগ্নিহোত্র নহে। পদার্থবোধক বাক্যসকলের যে ক্রম তাহাকে বলে—**পাঠক্রম**। ইহাতে পদার্থসকল যে ক্রমে পঠিত হয়, সেই ক্রমে অনুষ্ঠিত হয়, যথা—"সমিধো যজতি", "তনূনপাতং যজতি" (তৈঃ সং ২।৬।১।১), এইপ্রকারে পঠিত হওয়ায় 'সমিধ' নামক প্রযাজ প্রথমে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য ক্রমের পরিচয় অর্থসংগ্রহাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। আবশ্যক হইলে আমরাও সেই স্থলে বর্ণনা করিব।

* "স্থালীস্থাঃ তণ্ডুলাঃ এতে সর্ব্বে বিক্লিত্তিভাগিনঃ সমকালাগ্নিসংযোগভাগিত্বাৎ প্রতিপন্নবৎ, ইতি স্থালীপুলাকন্যায়েন", ইত্যাদি শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

তু অভৌতিকানি করণানি, তথাপি ভূতোৎপত্তিক্রমঃ ন করণৈঃ বিশেষ্যতে; প্রথমং করণানি উৎপদ্যন্তে চরমং ভূতানি, প্রথমং বা ভূতানি উৎপদ্যন্তে চরমং বা করণানি ইতি।১২ আথর্ব্বণে তু

ভাষ্যানুবাদ

(৩)।১১ [একণে প্রৌঢ়িবাদাবলম্বনে মন প্রভৃতির অভৌতিকত্ব অঙ্গীকার করিয়াও শ্রুতির অবিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর করণসকল যদি ভূতোৎপন্ন না হয় (—সাংখ্যাদিসম্মত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়), তাহা হইলেও ভূতোৎপত্তিক্রম করণসকলের দ্বারা বিশেষিত (—ভঙ্গিত, অন্যথাকৃত) হয় না, [যেহেতু] প্রথমে করণসকল উৎপন্ন হয়, শেষে ভূতসকল উৎপন্ন হয়; অথবা প্রথমে ভূতসকল উৎপন্ন হয়, শেষে করণসকল উৎপন্ন হয়, এইপ্রকারে 'তাহাদের উৎপত্তির পূর্ব্বাপরতাতে কোন প্রমাণ না থাকায় ভূতোৎপত্তিক্রম করণোৎপত্তিক্রমের দ্বারা বিরোধ-

ভাপদীপিকা

অতীন্দ্রিয়জ্ঞাপিকা শ্রুতি ব্যতিরেকে অস্মদাদির পক্ষে সম্ভব নহে। আর ভূতপঞ্চক ব্যতিরেকে পরিণামী উপাদান হইবার যোগ্য অন্য কোন পদার্থও বিদ্যমান নাই। সুতরাং কোন বাধক না থাকায় শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে "অন্নময়ম্" ইত্যাদি বাক্যকেই মন প্রভৃতির কারণনির্ণায়করূপে গ্রহণ করিয়া 'অন্নময়' ইত্যাদি শব্দে বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ মন প্রভৃতি ভূতের বিকার (—কার্য্য), ইহাই নিশ্চিত হয়। [ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থে মুখ্য, ১৩১২ পৃঃ দ্রঃ]। ইহা স্বীকার না করিলে 'অন্নময়' (—অন্নপ্রচুর) যজ্ঞের ন্যায় মনোময় স্থলে মনের প্রাচুর্য্য সম্ভব না হওয়ায় এবং ছান্দোগ্যের প্রস্তাবিত স্থলে তাহা আকাঙ্ক্ষিতও না হওয়ায় প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্প্রত্যয় এখানে গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া অন্নময়াদি স্থলে ময়ট্প্রত্যয়ই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। মন-প্রভৃতির ভৌতিকত্বে **তৃতীয় যুক্তি** এই—যাহাদের পুষ্টি ও হ্রাস যাহার অধীন, তাহারা তাহার কার্য্য, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, যথা—তৈলের অধীন দীপশিখা তৈলের কার্য্য, অন্নের অধীন দেহ অন্নের কার্য্য, ইত্যাদি। এইরূপে অন্নভক্ষণাভাবে মনের হ্রাস (—চিন্তাশক্তিহীনতা), তাহা ভক্ষণের দ্বারা মনের পুষ্টি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় মন অন্নের কার্য্য, ইহা নির্ণীত হয়। সেইহেতু "প্রাণেন্দ্রিয়মনাংসি ভৌতিকানি ভূতাধীনবৃদ্ধিমত্ত্বাৎ দেহবৎ", এইপ্রকার অনুমানবলে মন প্রভৃতির ভৌতিকত্বই সিদ্ধ হয়। অতএব "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ", ইত্যাদি বাক্যকে অবশ্যই মন প্রভৃতির ভৌতিকত্বে লিঙ্গপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। **শঙ্কা** - কিন্তু মন ও প্রাণ প্রভৃতি ভৌতিক হইলে ভূতোৎপত্তিতেই তাহাদের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে (২।১।৩) মুণ্ডকে পৃথগ্‌ভাবে তাহাদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে কেন? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**ব্যপদেশঃ**—'আর কোন কোন' ইত্যাদি (১১ বাক্য)।

(৩) ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায় ১১২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। পরিব্রাজককে যেমন সাধারণভাবে বলিবার ইচ্ছা হইলে ব্রাহ্মণ এবং বিশেষভাবে বলিবার ইচ্ছা হইলে পরিব্রাজক বলা হয়। তদ্রূপ মুণ্ডকে (২।১।৩) প্রাণ ও মন প্রভৃতিরূপে ভূতসকলের বিশেষাবস্থা ও আকাশাদিরূপে তাহাদের সাধারণ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। অতএব কোনপ্রকার বিরোধ হয় নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

সমাম্নায়ক্রমমাত্রং করণানাং ভূতানাং চ, ন তত্র উৎপত্তিক্রমঃ উচ্যতে।১৩ তথা অন্যত্রাপি পৃথগেব ভূতক্রমাৎ করণক্রমঃ আম্নায়তে—"প্রজাপতিঃ বৈ ইদমগ্র আসীৎ, সঃ আত্মানম্ ঐক্ষত, সঃ মনঃ অসৃজত, তৎ মনঃ এব আসীৎ, তৎ আত্মানম্ ঐক্ষত, তৎ

ভাষ্যানুবাদ

প্রাপ্ত হয় না।১২ [কিন্তু "সমিধো যজতি", ইত্যাদি স্থলে যেমন পাঠক্রমই অনুষ্ঠানক্রমে প্রমাণ, তদ্রূপ "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩), ইত্যাদি স্থলে পাঠক্রমই প্রথমে করণের ও শেষে ভূতোৎপত্তির প্রতি প্রমাণ হউক্। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আথর্ব্বণে (—মুণ্ডকে) করণসকলের ও ভূতসকলের পাঠক্রমমাত্র শ্রুত হইতেছে, সেই স্থলে উৎপত্তিক্রম কথিত হইতেছে না (৪)।১৩ এইরূপে অন্যত্রও ভূতোৎপত্তিক্রম হইতে করণোৎপত্তির ক্রম পৃথগ্‌ভাবেই পঠিত হইতেছে, যথা—"ইহা (—এই স্থূল জগৎ) অগ্রে (—উৎপত্তির পূর্ব্বে) প্রজাপতিরূপেই (—সর্ব্বভূতসূক্ষ্মাত্মক (৫) সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপেই) বর্ত্তমান ছিল। তিনি (—সেই প্রজাপতি) নিজেকে ঈক্ষণ করিলেন (—ব্যষ্টি করণরূপে অভিব্যক্ত হইবার জন্য চিন্তা করিলেন), তিনি মনকে সৃষ্টি করিলেন, সেই মনই (—মনোপাধিক প্রজাপতিই)বর্ত্তমান ছিলেন,

ভাবদীপিকা

(৪) তাৎপর্য্য এই—প্রস্তাবিত মুণ্ডকশ্রুতিতে করণ ও ভূতসকলের উৎপত্তিক্রম শ্রুত হইতেছে না, মাত্র করণাদির উল্লেখরূপ পাঠক্রম শ্রুত হইতেছে। সেই পাঠক্রম যদি শ্রুতির অর্থের অবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়, অন্যথা নহে। এই স্থলে কিন্তু "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১), ইত্যাদি শ্রুত্যর্থের সহিত তাহার বিরোধ হইতেছে। আবার অন্যত্র "খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ" (প্রশ্ন ৬।৪), এইপ্রকারে ভূতসৃষ্টির অনন্তর করণসৃষ্টি পঠিত হইতেছে। সেইহেতু এতাদৃশ অব্যবস্থিত পাঠক্রমের বলে "আত্মনঃ আকাশঃ", ইত্যাদি স্থলে পঞ্চমীবিভক্তিরূপা বিনিযোক্ত্রী শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা সমর্পিত ভূতোৎপত্তিক্রমের ভঙ্গ হইতে পারে না। অতএব এই স্থলে অগ্নিহোত্র হোম ও যবাগূপাকের ন্যায় পাঠক্রমভঙ্গের দ্বারা ভূতসৃষ্টির অনন্তর করণসৃষ্টি হয়, এইপ্রকার অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। আচ্ছা ভূতসৃষ্টির অনন্তর করণসৃষ্টি, এই যে ক্রম, ইহা কিপ্রকারে নির্ণীত হয়? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**তথা**—'এইরূপে' ইত্যাদি (১৪ বাক্য)।

(৫) হিরণ্যগর্ভ মাত্র যে সমষ্টি (—ব্যাপক *) লিঙ্গশরীরে অভিমানী, তাহা নহে ; তিনি অপঞ্চীকৃত মহাভূতেও অভিমানী, ইহা "প্রজাপতিঃ সর্ব্বভূতসূক্ষ্মাত্মকঃ সূত্রাত্মা" (অত্রস্থ ন্যায়নির্ণয়) এবং "জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমদপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতাভিমানিত্বাৎ" (বেদান্তসার, লিঙ্গোৎপত্তিপ্রকরণ), ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়।

* 'সমষ্টি লিঙ্গশরীর' শব্দের অর্থ 'ব্যাপক লিঙ্গশরীর'। 'অস্মদাদির ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরের সমষ্টি', এইপ্রকার অর্থ নহে। কারণ তাহা অঙ্গীকার করিলে সমষ্টি ব্যষ্টি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন না হওয়ায় অস্মদাদিতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি এবং হিরণ্যগর্ভে অল্পজ্ঞত্বাদি প্রসক্ত হইয়া পড়িবে। ইহা শাস্ত্র ও অনুভব বিরুদ্ধ। (বেদান্তসার, বালবোধিনী)।

শাঙ্করভাষ্যম্

বাচম্ অসৃজত", ইত্যাদিনা।১৪ তস্মাৎ নাস্তি ভূতোৎপত্তিক্রমস্য ভঙ্গঃ।১৫।২।৩।১৫। ইতি নবমং অন্তরাবিজ্ঞানাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

তিনি নিজেকে ঈক্ষণ করিলেন, তিনি বাগিন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা 'তাহা নির্ণীত হয়' (৬)।১৪ সেইহেতু (—ভূতোৎপত্তিশ্রুতি ও করণোৎপত্তি শ্রুতির বিরোধ হয় না বলিয়া) ভূতোৎপত্তিক্রমের ভঙ্গ হয় না।১৫ ।।২।৩।১৫।। অন্তরাবিজ্ঞানাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

১০। চরাচরব্যপাশ্রয়াধিকরণম্। [১৬ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—দেহের উৎপত্তি ও নাশে অবিনাশী জীবের ঔপাধিক জন্মমরণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে করণোৎপত্তিক্রমের দ্বারা ভূতোৎপত্তিক্রমের বিরোধ হয় না, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত স্থলে জীবোৎপত্তিশাস্ত্রের সহিত কিন্তু ভূতোৎপত্তিক্রমশাস্ত্রের অবিরোধ হইবে না, কারণ জীবের উৎপত্তি হইলে ভূতোৎপত্তিক্রমের অবশ্যই বিরোধ হইয়া পড়িবে। এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্য পাদসঙ্গতি—জীবের জন্ম ও মৃত্যুরূপ নিমিত্তবশতঃ যাহাদের প্রবৃত্তি হয়, সেই বৈশ্বানরেষ্টি এবং পিতৃমেধযাগ ও শ্রাদ্ধাদিবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের সহিত জীব "জন্মগ্রহণ করে না, বিনষ্ট হয় না" (কঠ ১।২।১৮), ইত্যাদি জীবনিত্যত্ববোধক শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ

ভাবদীপিকা

(৬) তাৎপর্য্য এই—এই শ্রুতিতে ভূতসূক্ষ্মাত্মক (—অপঞ্চীকৃত ভূতে এবং তদুৎ সমষ্টি লিঙ্গশরীরে অভিমানী) প্রজাপতির উৎপত্তি প্রথমে এবং তদনন্তর মন ও বাক্ প্রভৃতি করণসকলের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। ভূতোৎপত্তি প্রথমে না হইলে, প্রজাপতির তদভিমানী হওয়া সম্ভব হইত না। অতএব ভূতসৃষ্টির অনন্তর মন প্রভৃতি করণের সৃষ্টি * হয়, ইহা উক্ত শ্রুতি হইতেই নির্ণীত হওয়ায় করণোৎপত্তিদ্বারা ভূতোৎপত্তিক্রমের বাধ হয় না এবং শ্রুতিবাক্যসকলের অবিরোধ সিদ্ধ হওয়ায় তাহাদের অপ্রামাণ্য নিরাকৃত ও ব্রহ্মে সমন্বয় সিদ্ধ হয়।

অন্তরাবিজ্ঞানাধিকরণ সমাপ্ত।

* এই ব্যাখ্যা ন্যায়নির্ণয়াদি অবলম্বনে করা হইল। কিন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যটীর আকর অবগত হওয়া যাইতেছে না, সেইহেতু উহার মর্ম্মও অবগত হওয়া যাইতেছে না। ২।৪।১ প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ, ২।৪।৯ সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্ত্যধিকরণ এবং "পরমেশ্বরস্য পঞ্চতন্মাত্রোৎপত্তৌ সপ্তদশাবয়বোপেতলিঙ্গশরীরোৎপত্তৌ হিরণ্যগর্ভস্থূলশরীরোৎপত্তৌ চ সাক্ষাৎ কর্তৃত্বম্" (বেঃ পরিভাষা, বিষয়পরিচ্ছেদ), ইত্যাদি স্থলে মন ও বাগাদিকরণের সৃষ্টি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের কার্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোৎপন্ন বাক্ ও মন প্রভৃতি সমন্বিত সমষ্টি লিঙ্গশরীরে অভিমানী হিরণ্যগর্ভ যে বাক্ ও মন প্রভৃতি করণের স্রষ্টৃরূপে এই শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছেন, ইহার তাৎপর্য্য কি, তাহা চিন্তনীয়। হিরণ্যগর্ভকর্তৃক মনুষ্য ও দেবতির্য্যগাদি সৃষ্টিতে (শ্রীমদ্ভাঃ ৩।১০,১২ অঃ; বিষ্ণু পুরাণ ১।৫ অঃ) মন ও বাগাদি সমন্বিত ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরের কার্য্যকররূপে অভিব্যক্তির ক্রমই কি এই শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে?

পরিহারদ্বারা নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মবস্তুতে তাহাদের সমন্বয় দৃঢ়ীকৃত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্য পাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। [পরবর্ত্তী অধিকরণসকলে এই সঙ্গতি এই প্রকারেই অবগত হইতে হইবে। অস্পষ্ট স্থলে তাহা প্রদর্শিত হইবে]।

শাস্ত্রসঙ্গতি—পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণসকলে তৎপদবাচ্য সর্ব্বোপাদানভূত ব্রহ্মবস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য উপাদেয় মহাভূত ও করণাদি বিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে। এক্ষণে ত্বং পদার্থের শোধন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের উপায় হওয়ায় **পাদসমাপ্তি পর্য্যন্ত** ত্বং-পদবাচ্য জীবস্বরূপের শোধনের (—তদ্বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের) জন্য তদ্বিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ পরিহৃত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণসকলের শাস্ত্রসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মবস্তু নিত্য জ্ঞানস্বরূপ বিভু ও অসঙ্গ। তাঁহার সহিত ঐক্যের জন্য জীবেরও তদ্রূপতা প্রতিপাদন করিতে হইবে। সেইহেতু ১০ম ও ১১শ অধিকরণে জীবের নিত্যতা, ১২শ অধিকরণে তাহার জ্ঞান-স্বরূপতা, ১৩শ অধিকরণে তাহার বিভুত্ব, ১৪শ হইতে ১৬শ অধিকরণে জীবের কর্তৃত্ব আবিদ্যক, পরমার্থতঃ জীব অসঙ্গ এবং ১৭শ অধিকরণে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

ন্যায়মালা

জীবস্য জন্মমরণে বপুষো বাত্মনো হি তে।
জাতো মে পুত্র ইত্যুক্তের্জাতকর্ম্মাদিতস্তথা॥
মুখ্যে তে বপুষো ভাক্তে জীবস্যৈতে অপেক্ষ্য হি।
জাতকর্ম্ম চ লোকোক্তির্জীবাপেতেতিশাস্ত্রতঃ॥

অন্বয়—জন্মমরণে জীবস্য, বপুষঃ বা? 'পুত্রঃ মে জাতঃ', ইতি উক্তেঃ, তথা জাতকর্ম্মাদিতঃ তে হি আত্মনঃ। "জীবাপেত" ইতি শাস্ত্রতঃ তে বপুষঃ মুখ্যে, জীবস্য ভাক্তে, এতে অপেক্ষ্য হি জাতকর্ম্ম লোকোক্তিঃ চ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[জীবঃ অত্র বিষয়ঃ, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" (কঠ ১।২।১৮), ইত্যাদিশ্রুতৌ জীবস্য নিত্যত্বং প্রতিভাতি। "বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেৎ পুত্রে জাতে", ইতি জাতেষ্টি-বিধায়কশ্রুতৌ তস্য জন্ম, শ্রাদ্ধবিধায়কশাস্ত্রে চ তস্য মরণং প্রতিভাতি। অতঃ শ্রুতিবিপ্রতি-পত্তেঃ ভবতি সংশয়ঃ—] জন্মমরণে জীবস্য [ভবতঃ], বপুষঃ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[লোকব্যবহারে] 'পুত্রঃ মে জাতঃ', ইতি উক্তেঃ, তথা [শাস্ত্রোক্ত-] জাত-কর্ম্মাদিতঃ তে হি [জন্মমরণে] আত্মনঃ [স্যাতাম্]।

সিদ্ধান্ত—[জীবস্য মুখ্যমরণাঙ্গীকারে কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গস্য দুর্ণিবারত্বাৎ] "জীবাপেত" (ছাঃ ৬।১১।৩), ইতি শাস্ত্রতঃ [চ] তে [জন্মমরণে] বপুষঃ মুখ্যে, জীবস্য ভাক্তে। [বপুষঃ] এতে [ঔপচারিকে জন্মমরণে] অপেক্ষ্য হি জাতকর্ম্ম ['পুত্রঃ মে জাতঃ', ইতি] লোকোক্তিঃ চ [সঙ্গচ্ছেতে]।

অনুবাদ

সংশয়—[জীব এখানে বিষয়। "জন্মগ্রহণ করেন না, বিনষ্ট হন না", ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের নিত্যতা প্রতিভাত হইতেছে। "পুত্রের জন্ম হইলে বৈশ্বানর দেবতার উদ্দেশ্যে দ্বাদশ-কপাল নির্ব্বাপ (—দ্বাদশকপাল সংস্কৃত পুরোডাশদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন) করিবে", এই জাতেষ্টি-বিধায়িকা শ্রুতিতে তাহার জন্ম এবং শ্রাদ্ধবিধায়ক শাস্ত্রে তাহার মরণ প্রতিভাত হইতেছে। এইহেতু শ্রুতির বিরোধবশতঃ সংশয় হয়—] জন্ম মরণ জীবের, অথবা শরীরের?

পূর্ব্বপক্ষ—[লোকব্যবহারে] 'আমার পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে', এইপ্রকার কথিত হয় বলিয়া এবং [শাস্ত্রোক্ত] জাতকর্ম্ম (—চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন) ইত্যাদি [সংস্কার] বিহিত হইয়াছে বলিয়া সেই জন্মমরণ নিশ্চয়ই আত্মার।

সিদ্ধান্ত—[জীবের মুখ্য মরণ অঙ্গীকার করিলে কৃতনাশ (—কৃতকর্ম্মের ফল না হওয়া) এবং অকৃতাভ্যাগম (—অকৃতকর্ম্মের ফলভোগ) দোষের প্রাপ্তি দুর্নিবার হইয়া পড়ে বলিয়া এবং] "জীববিযুক্ত শরীরই মৃত", এই প্রকার শাস্ত্র আছে বলিয়া সেই জন্মমরণ শরীরেরই মুখ্য, জীবের পক্ষে গৌণ। [শরীরের] এই ঔপচারিক জন্মমরণকে অপেক্ষা করিয়াই জাতকর্ম্ম ও ['আমার পুত্র হইয়াছে', এই] লোকোক্তি সঙ্গত হইতেছে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, জীবনিত্যতাবোধক এবং জাতেষ্ট্যাদিবিধায়ক বেদবাক্যের বিরোধবশতঃ বেদের প্রামাণ্য, ব্রহ্মে তাহার সমন্বয় ও জীবব্রহ্মের ঐক্য সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—উক্ত বেদবাক্যসকলের অবিরোধবশতঃ উক্ত তিনটীই সিদ্ধ হয়।

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥২।৩।১৬॥

পদচ্ছেদ—চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ, তু, স্যাৎ, তদ্ব্যপদেশঃ, ভাক্তঃ, তদ্ভাবভাবিত্বাৎ।

সূত্রার্থ—[" ন জীবঃ ম্রিয়তে" (ছাঃ ৬।১১।৩), ইতি জীবনিত্যত্বশাস্ত্রস্য জীবোৎপত্তিনাশনিমিত্তকজাতেষ্ট্যাদিশাস্ত্রেণ বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; 'দেবদত্তঃ জাতঃ মৃতশ্চ' ইতি লৌকিকব্যপদেশানুগৃহীতজাতকর্ম্মাদিশাস্ত্রেণ বিরোধঃ অস্তি ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তদ্ব্যপদেশঃ**—তয়োঃ জন্মমরণয়োঃ [যঃ অয়ং লৌকিকঃ] ব্যপদেশঃ—কথনম্, [সঃ] **চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ**—স্থাবরজঙ্গমদেহাশ্রয়ঃ, [তস্মিন্ মুখ্যঃ ইতি ভাবঃ]। **তু**—জীবে তু, **ভাক্তঃ**—গৌণঃ, **স্যাৎ**, [কুতঃ ? জন্মমরণব্যপদেশস্য] **তদ্ভাবভাবিত্বাৎ**—দেহোৎপত্তিনাশানুবিধায়িত্বাৎ। [দেহপ্রাদুর্ভাবাদ্যপেক্ষয়া এব জাতকর্ম্মাদিবিধানম্ ইতি ন তেন শাস্ত্রেণ জীবনিত্যত্বশাস্ত্রস্য বিরোধঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[" জীবের মৃত্যু হয় না", এই জীবনিত্যত্ববোধক শাস্ত্রের, জীবের উৎপত্তি ও নাশরূপ নিমিত্তবশতঃ যাহার প্রবৃত্তি হয়, সেই জাতেষ্টি প্রভৃতির বোধক শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয়, অথবা হয় না, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'দেবদত্তের জন্ম ও মরণ হয়', এই লৌকিক কথনের দ্বারা অনুগৃহীত জাতকর্ম্মাদিবোধক শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তদ্ব্যপদেশঃ**—সেই জন্ম ও মরণের [যে এই লৌকিক] ব্যপদেশ—কথন, [তাহা] **চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ**—স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক দেহে আশ্রিত (—তাহাতেই মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়, ইহাই ভাব)। **তু**—জীবে কিন্তু, [তাহা] **ভাক্তঃ**—গৌণ, **স্যাৎ**—হইবে। [কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ? উত্তর—জন্মমরণের যে কথন, তাহা] **তদ্ভাবভাবিত্বাৎ**—দেহের উৎপত্তি ও নাশকে অনুসরণ করে (—দেহের উৎপত্তিতে জন্মশব্দ এবং মৃত্যুতে মরণশব্দ প্রযুক্ত হয়। দেহের উৎপত্তি প্রভৃতিকে অপেক্ষা করিয়াই জাতকর্ম্মাদির বিধান হয় বলিয়া তদ্বোধক শাস্ত্রের সহিত জীবনিত্যত্ববোধক শাস্ত্রের বিরোধ হয় না, ইহাই ভাব।]

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যুঃ জীবস্যাপি উৎপত্তিপ্রলয়ৌ জাতঃ দেবদত্তঃ, মৃতঃ দেবদত্তঃ,

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি এবংজাতীয়কাৎ লৌকিকব্যপদেশাৎ জাতকর্ম্মাদিসংস্কার-বিধানাৎ চ ইতি স্যাৎ কস্যচিৎ ভ্রান্তিঃ।১ তাম্ অপনুদামঃ।২ ন জীবস্য উৎপত্তিপ্রলয়ৌ স্তঃ, শাস্ত্রফলসম্বন্ধোপপত্তেঃ।৩ শরীরানুবিনাশিনি হি জীবে শরীরান্তরগতেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারার্থৌ বিধিপ্রতিষেধৌ অনর্থকৌ স্যাতাম্।৪ শ্রূয়তে চ—"জীবাপেতং বাব কিল ইদং ম্রিয়তে, ন জীবঃ ম্রিয়তে" (ছাঃ ৬।১১।৩), ইতি।৫ নন্বু

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—প্রত্যক্ষোপবৃংহিত জাতকর্ম্মাদিবিধায়ক শাস্ত্রবলে জীবের উৎপত্তি অঙ্গীকার্য্য।]

একদেশী—জীবেরও জন্ম ও মৃত্যু আছে, যেহেতু 'দেবদত্তের জন্ম হইল', 'দেবদত্তের মৃত্যু হইল', ইত্যাদি এই জাতীয় লৌকিক কথন আছে এবং যেহেতু জাতকর্ম্ম (—চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন) প্রভৃতি সংস্কারের বিধান আছে, এইপ্রকার ভ্রান্তি কাহারও হইতে পারে (১)।১

[সিঃ—আগমপ্রমাণ ও "বিধেয়ের অবিরুদ্ধভাবে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যেয়", এই ন্যায়বলে অবিনাশী জীবের ঔপাধিক জন্মমরণ প্রতিপাদন।]

সিদ্ধান্ত—আমরা তাহা অপনোদন করিতেছি।২ জীবের জন্মমরণ নাই, যেহেতু [তাহা হইলেই] শাস্ত্রপ্রতিপাদিত [কর্ম্ম-] ফলের সহিত [জীবের] সম্বন্ধ হয় যুক্তিসঙ্গত।৩ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেহেতু শরীরের বিনাশে জীবের বিনাশ হইলে [জন্মান্তরে] অন্য শরীরগত ইষ্ট ও অনিষ্টের (—সুখ ও দুঃখের) প্রাপ্তি ও পরিহারের জন্য [শ্রুতিপ্রতিপাদিত] বিধি ও নিষেধ অনর্থক হইয়া পড়িবে (২)। [সুতরাং জীব জন্মমৃত্যুবিহীন নিত্য পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য।৪ এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে—"জীববিযুক্ত ইহা (—শরীর) অবশ্যই মৃত হয়, জীব কিন্তু মৃত হয় না", ইত্যাদি।৫ [শঙ্কা—] কিন্তু

ভাবদীপিকা

(১) ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—ইহা একদেশীর মত। পূর্ব্বপক্ষী বলেন—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা" (কঠ ১।২।১৮), ইত্যাদি শাস্ত্রের সহিত জাতকর্ম্মাদিবিধায়ক শাস্ত্রের বিরোধবশতঃ শ্রুতির অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে একদেশী বলিতেছেন—'দেবদত্তের জন্ম হইল', 'তাহার মৃত্যু হইল', এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা পুষ্ট জাতকর্ম্মাদিবিধায়ক শ্রুতির বলে জীবের উৎপত্তি ও নাশ অঙ্গীকার করিতে হইবে। জীবের অনুৎপত্তিবোধক যে শ্রুতিবাক্যসকল আছে, তাহারা বিবক্ষিত নহে, তৎপ্রতিপাদনে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই।

(২) সিদ্ধান্তীর তাৎপর্য্য এই—জীবের পারমার্থিক জন্ম স্বীকৃত হইলে তাহার পারমার্থিক নাশও অঙ্গীকার করিতে হইবে, যেহেতু যাহার জন্ম হয়, তাহা বিনাশী, যথা—'ঘট'। কিন্তু জীব সত্যই বিনষ্ট হইলে, তাহার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মসকল শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে, অথবা পরবর্ত্তী জন্মে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখের পরিহারের জন্য ইহ জন্মে জীব যে জন্মান্তরে ফলাধায়ক শ্রৌত ও স্মার্ত্ত যাগযজ্ঞাদি শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং অশুভ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকে, কেহ ফলভোক্তা

শাঙ্করভাষ্যম্

লৌকিকঃ জন্মমরণব্যপদেশঃ জীবস্য দর্শিতঃ।৬ সত্যং দর্শিতঃ, ভাক্তঃ তু এষঃ জীবস্য জন্মমরণব্যপদেশঃ।৭ কিমাশ্রয়ঃ পুনঃ অয়ং মুখ্যঃ যদপেক্ষয়া ভাক্তঃ ইতি?৮ উচ্যতে—চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ।৯ স্থাবরজঙ্গমশরীরবিষয়ৌ জন্মমরণশব্দৌ।১০ স্থাবরজঙ্গমানি হি ভূতানি জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ, অতঃ তদ্বিষয়ৌ জন্মমরণশব্দৌ মুখ্যৌ সন্তৌ তৎস্থে জীবাত্মনি উপচর্য্যেতে, তদ্ভাবভাবিত্বাৎ।১১ শরীরপ্রাদুর্ভাবতিরোভাবয়োঃ হি সতোঃ জন্মমরণশব্দৌ ভবতঃ, ন অসতোঃ।১২ ন হি শরীরসম্বন্ধাৎ অন্যত্র জীবঃ জাতঃ মৃতঃ বা কেনচিৎ লক্ষ্যতে।১৩ "সঃ বৈ অয়ং পুরুষঃ জায়মানঃ শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ...সঃ উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ" (বৃঃ ৪।৩।৮),

ভাষ্যানুবাদ

জীবের জন্মমৃত্যুবিষয়ক লৌকিক কথন প্রদর্শিত হইয়াছে।৬ [সমাধান—] সত্য, প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু জীবের এই জন্মমরণের কথন গৌণ।৭ [শঙ্কা—] আচ্ছা, কাহাকে আশ্রয় করিয়া ইহা (—জন্মমৃত্যুবিষয়ক এই কথন) মুখ্য, যাহার (—যে মুখ্য আশ্রয়ের) অপেক্ষায় [জীবের জন্মমৃত্যুকথন] গৌণ হইবে?৮ [সমাধান—] তাহা বলা হইতেছে—[সেই কথন] চরাচরকে আশ্রয় করে (—তাহাতেই মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হয়।৯ ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] জন্ম ও মরণ, এই শব্দদ্বয় স্থাবরজঙ্গমাত্মক (—গতিবিহীন ও গতিশীল) শরীরকে বিষয় করে।১০ স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক ভূতসকল (—ভৌতিক শরীরসকল) জন্মগ্রহণ করে ও মৃত হয়, সেইহেতু জন্ম ও মরণ, এই শব্দদ্বয় সেই বিষয়ে মুখ্য হইয়া তাহাতে অবস্থিত জীবাত্মাতে গৌণভাবে প্রযুক্ত হয়, যেহেতু তাহা থাকিলেই তাহা থাকে।১১ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন-] যেহেতু শরীরের উৎপত্তি ও বিনাশ হইলে তাহাতে জন্ম ও মরণ শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হয়, [কিন্তু] অসৎ-দ্বয়ের হয় না (—উৎপত্তি ও বিনাশ না হইলে উক্ত শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হয় না।।১২ কিন্তু শরীরসম্বন্ধকে অপেক্ষা না করিয়া সাক্ষাদ্ভাবেই জীবের জন্ম মরণ কেন অঙ্গীকার করিতেছ না? তদুত্তরে বলিতেছেন—] শরীরের সহিতে সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন স্থলে জীব জন্মগ্রহণ করে, অথবা মৃত হয়, ইহা কদাপি কেহ দর্শন করে না।১৩ [এই বিষয়ে শ্রুতি

ভাবদীপিকা

না থাকায় তাহারা ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। ফলে শ্রুতি নিরবকাশ হইয়া পড়িবেন। তাহা না হউক, সেইহেতু "উদ্দেশ্যবিধেয়য়োঃ মিথো বিরোধে সতি বিধেয়াবিরোধেন উদ্দেশ্যং নেয়ম্" (রত্নপ্রভা),—'উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইলে উদ্দেশ্যকে বিধেয়ের অবিরুদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে', এই ন্যায়বলে বিধেয় কর্ম্মসকলের সার্থকতার জন্য উদ্দেশ্য অবিনাশী জীবের জন্মমরণাদিকে দেহরূপ উপাধিনিমিত্তক বলিয়া বুঝিতে হইবে; কিন্তু স্বতঃ নহে। এই বিষয়ে শ্রুতিও প্রদর্শিত হইতেছে। যাঁহারা শ্রুতির প্রামাণ্য অঙ্গীকার করেন না, সেই চার্ব্বাকগণের জন্য জীবের নিত্যতা ৩।৩।৫৩ সূত্রে যুক্তিবলে প্রতিপাদিত হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি চ শরীরসংযোগবিয়োগনিমিত্তৌ এব জন্মমরণশব্দৌ দর্শয়তি।১৪ জাতকর্ম্মাদিবিধানম্ অপি দেহপ্রাদুর্ভাবাপেক্ষম্ এব দ্রষ্টব্যম্, অভাবাৎ জীবপ্রাদুর্ভাবস্য।১৫ জীবস্য পরস্মাৎ আত্মনঃ উৎপত্তিঃ বিয়দাদীনাম্ ইব অস্তি নাস্তি বা ইতি এতৎ উত্তরেণ সূত্রেণ বক্ষ্যতি।১৬ দেহাশ্রয়ৌ তাবৎ জীবস্য স্থূলৌ উৎপত্তি-প্রলয়ৌ ন স্তঃ ইতি এতৎ অনেন সূত্রেণ অবোচৎ।১৭॥২।৩।১৬॥

ইতি দশমং চরাচরব্যপাশ্রয়াধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "জায়মান অর্থাৎ শরীরে আত্মভাবসম্পন্ন সেই এই পুরুষই . ম্রিয়মাণ অর্থাৎ উৎক্রমনকারী তিনি", এইপ্রকারে [শ্রুতিও] শরীরের সহিত সংযোগ ও বিভাগরূপ নিমিত্তদ্বয়বশতঃই জন্ম ও মরণশব্দদ্বয়কে প্রদর্শন করিতেছেন।১৪ [জাতকর্ম্মাদির বিধানবশতঃ জীবের অনৌপাধিক (—সত্য) জন্মমৃত্যুর কথা বলা হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] জাতকর্ম্মাদির বিধানও দেহের উৎপত্তিকে অপেক্ষা করিয়া হইয়াছে, বুঝিতে হইবে; যেহেতু জীবের জন্ম হয় না। [অতএব জাতকর্ম্মাদিবিধায়ক শ্রুতির সহিত জীবনিত্যত্ববোধক শ্রুতির বিরোধ হয় না. ইহা সিদ্ধ হইল।১৫ যদি বলা হয়—পরবর্ত্তী অধিকরণে জীবের জন্মাদি নিরাকৃত হইবে, এই স্থলেও তাহাই হইলে পুনরুক্তি হইয়া পড়িতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] পরমাত্মা হইতে আকাশাদির ন্যায় জীবের উৎপত্তি হয়, অথবা হয় না, ইত্যাদি ইহা পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা কথিত হইবে।১৬ কিন্তু জীবের দেহাশ্রিত স্থূল (—শরীরোৎপত্তিতে জীবের জন্ম, শরীরনাশে জীবের মৃত্যু, এইপ্রকার লোকবুদ্ধিসিদ্ধ) জন্মমৃত্যু হয় না, ইহা এই সূত্রের দ্বারা [আচার্য্য] বলিয়াছেন।১৭ [অতএব পুনরুক্তিদোষ হয় না] ॥২।৩।১৬॥ চরাচরব্যপাশ্রয়াধিকরণ সমাপ্ত ॥

১১। আত্মাধিকরণম্। [১৭ সূত্র]

[নাত্মাশ্রুত্যধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—জীবের উৎপত্তিরাহিত্য।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে দেহান্তরে ভোগ্য কর্ম্মবোধক বিধির সার্থকতার জন্য জীবের শরীরোপাধিক জন্মমরণ অঙ্গীকৃত হইয়াছে; তাহা না হয় হইল। কিন্তু উক্ত বাধা না থাকায় কল্পের আদিতে ও অন্তে আকাশের ন্যায় জীবের উৎপত্তি ও নাশ কেন অঙ্গীকৃত হইবে না? এইরূপে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

কল্পাদৌ ব্রহ্মণো জীবো বিয়দ্বজ্জায়তে ন বা।
সৃষ্টেঃ প্রাগদ্বয়ত্বোক্তের্জায়তে বিস্ফুলিঙ্গবৎ ॥

ব্রহ্মাদ্বয়ং জাতবুদ্ধৌ জীবত্বেন বিশেৎ স্বয়ম্ ।
ঔপাধিকং জীবজন্ম নিত্যত্বং বস্তুতঃ শ্রুতম্ ॥

অন্বয়—কল্পাদৌ বিয়দ্বৎ জীবঃ ব্রহ্মণঃ জায়তে, ন বা ? সৃষ্টেঃ প্রাক্ অদ্বয়ত্বোক্তেঃ বিস্ফুলিঙ্গবৎ জায়তে জাতবুদ্ধৌ অদ্বয়ং ব্রহ্ম স্বয়ং জীবত্বেন বিশেৎ । জীবজন্ম ঔপাধিকং, বস্তুতঃ নিত্যত্বং শ্রুতম্ ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অত্রাপি জীবাত্মা বিষয়ঃ । "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" (তৈঃ ২।৬), "সঃ এব ইহ প্রবিষ্টঃ আনখাগ্রেভ্যঃ" (বৃঃ ১।৪।৭), "অজঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।২৫), ইত্যাদি-শ্রুতৌ অবিকৃতস্য এব ব্রহ্মণঃ জীবভাবঃ বিজ্ঞায়তে । "যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চরন্তি, এবম্ এব এতস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ, সর্ব্বে লোকাঃ, সর্ব্বে বেদাঃ, সর্ব্বাণি ভূতানি, সর্ব্বে এতে আত্মানঃ ব্যুচ্চরন্তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ২।১।২০), ইত্যাদিশ্রুতৌ চ জীবাত্মনঃ ব্রহ্মণঃ উৎপত্তিঃ বিজ্ঞায়তে । আসাং শ্রুতীনাং মিথো বিরোধাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] কল্পাদৌ বিয়দ্বৎ জীবঃ ব্রহ্মণঃ জায়তে, ন বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য জীবস্য অনুৎপত্তৌ সৃষ্টেঃ প্রাক্ ব্রহ্মণঃ অদ্বয়ত্বং ন ঘটতে । অতঃ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১), ইতি] সৃষ্টেঃ প্রাক্ অদ্বয়ত্বোক্তেঃ বিস্ফুলিঙ্গবৎ [ব্রহ্মণঃ জীবঃ] জায়তে ।

সিদ্ধান্ত—["তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ", ইতি শ্রুতেঃ] জাতবুদ্ধৌ অদ্বয়ং ব্রহ্ম স্বয়ং জীবত্বেন বিশেৎ [ইতি নির্ণীয়তে । অতঃ জীবানুৎপত্তৌ ন অদ্বয়শ্রুতিবিরোধঃ । বিস্ফুলিঙ্গ-শ্রুতৌ চ] জীবজন্ম ঔপাধিকং [বিবক্ষিতম্ । অন্যথা জনিমতঃ মরণস্য ধ্রুবত্বাৎ কৃতনাশাদিদোষ-প্রসঙ্গঃ । "নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" (কঠ ২।২।১৩), ইতি চ] বস্তুতঃ [জীবস্য] নিত্যত্বং শ্রুতম্ । [তস্মাৎ কল্পাদৌ জীবঃ ন উৎপদ্যতে] ।

অনুবাদ

সংশয়—[এখানেও জীবাত্মা বিষয় । "তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন", "তিনিই এখানে নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া আছেন", "জন্মরহিত আত্মা", ইত্যাদি শ্রুতিতে অবিকৃত ব্রহ্মেরই জীবভাব অবগত হওয়া যাইতেছে । আর "যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসকল নানা দিকে নির্গত হয়, এইপ্রকারেই এই আত্মা হইতে প্রাণসকল লোকসকল বেদসকল ভূতসকল এবং এই আত্মাসকল নানাদিকে নির্গত হয়", ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি অবগত হওয়া যাইতেছে । এই শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধবশতঃ সংশয় হয়—] কল্পের আদিতে আকাশের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে জীব জন্মগ্রহণ করে, অথবা করে না ?

পূর্ব্বপক্ষ—[ব্রহ্মভিন্ন জীবের উৎপত্তি না হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা সংঘটিত হয় না । এইহেতু "একই এবং অদ্বিতীয়", এইরূপে] সৃষ্টির পূর্ব্বে অদ্বিতীয়তা কথিত হওয়ায় বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় [ব্রহ্ম হইতে জীব] জন্মগ্রহণ করে ।

সিদ্ধান্ত—["তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায়] বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে অদ্বয় ব্রহ্ম স্বয়ং জীবরূপে প্রবেশ করেন (—তাহাতে প্রতিবিম্বিত হন), ইহা নির্ণীত হয় । [এইহেতু জীবের উৎপত্তি না হইলে অদ্বিতীয়তাশ্রুতির বিরোধ হয় না । আর বিস্ফুলিঙ্গশ্রুতিতে] জীবের ঔপাধিক জন্ম বিবক্ষিত হইয়াছে । [ইহা অঙ্গীকার না করিলে, 'যাহার জন্ম হয়, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হওয়ায়' কৃতনাশাদিদোষের

প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে। আর "অনিত্য বস্তুসকলের মধ্যে নিত্য [ব্রহ্মাদি] চেতনসকলের মধ্যে চৈতন্যস্বরূপ", এইপ্রকারে] বস্তুতঃ [জীবের] নিত্যতা শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। [অতএব কল্পের আদিতে জীব উৎপন্ন হয় না]।

ফলভেদে—২।৩।১ অধিকরণ দ্রষ্টব্য।

নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥২।৩।১৭॥

পদচ্ছেদ—ন, আত্মা, অশ্রুতেঃ, নিত্যত্বাৎ, চ, তাভ্যঃ।

সূত্রার্থ—["তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" (তৈঃ ২।৬) ইতি অবিকৃতস্যৈব ব্রহ্মণঃ জীবভাবেন প্রবেশবাক্যস্য "সর্বে এতে আত্মানঃ ব্যুচ্চরন্তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ২।১।২০), ইতি জীবোৎপত্তিবাদিবাক্যেন বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **আত্মা**—জীবঃ, **ন**— ন উৎপদ্যতে। [কুতঃ ?] **অশ্রুতেঃ**—শ্রুতৌ উৎপত্তিপ্রকরণেষু জীবোৎপত্তেঃ অশ্রবণাৎ ; **চ**—কিঞ্চ, **তাভ্যঃ**—"সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।২৫), "অজঃ নিত্যঃ" (কঠ ১।২।১৮), "ন জীবঃ ম্রিয়তে" (ছাঃ ৬।১১।৩), ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, **নিত্যত্বাৎ**—[জীবস্য] নিত্যত্বাবগমাৎ। [ঔপাধিকজন্মালম্বনং জীবজনিবাক্যম্ ইতি ন তেন প্রবেশবাক্যস্য বিরোধঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—"তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন", অবিকৃত ব্রহ্মেরই এই জীবভাবে প্রবেশবোধক বাক্যের, "এই আত্মাসকল নানাদিকে নির্গত হয়", এই জীবোৎপত্তিবোধক বাক্যের সহিত বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'আছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **আত্মা**—জীব, **ন**—উৎপন্ন হয় না। [কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ? উত্তর—] **অশ্রুতেঃ**—যেহেতু শ্রুতিতে [মহাভূতাদির] উৎপত্তিপ্রকরণসকলে জীবোৎপত্তি শ্রুত হইতেছে না। **চ**—আর এক কথা, **তাভ্যঃ**—"সেই এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা", "জন্মরহিত ও নিত্য", "জীবের মৃত্যু হয় না", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে, **নিত্যত্বাৎ**—যেহেতু [জীবের] নিত্যতা অবগত হওয়া যায়। [জীবের জন্মবোধক বাক্য ঔপাধিক জন্মকে (৫৮৯ পৃঃ ২ ভাবদীঃ) অবলম্বন করে, এইহেতু তাহার সহিত [জীবভাবে] প্রবেশবোধক বাক্যের বিরোধ হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি আত্মা জীবাখ্যঃ শরীরেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধী।১ সঃ কিং ব্যোমাদিবৎ উৎপদ্যতে ব্রহ্মণঃ, আহোস্বিৎ ব্রহ্মবৎ এব ন উৎপদ্যতে ইতি শ্রুতিবিপ্রতিপত্তেঃ বিশয়ঃ।২ কাসুচিৎ শ্রুতিষু অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গাদিনিদর্শনৈঃ জীবাত্মনঃ পরস্মাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ —বিষয় ও সংশয়। পূঃ—পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় শ্রুতি অপ্রমাণ।]

শরীর ও ইন্দ্রিয়াত্মক পঞ্জরের (—পিঞ্জরের) অধ্যক্ষ, কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত জীবনামক আত্মা আছে।১ তাহা কি আকাশাদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, অথবা ব্রহ্মেরই ন্যায় উৎপন্ন হয় না, এইপ্রকারে শ্রুতিসকলের মধ্যে বিরোধ হওয়ায় সংশয় হয়।২ [পূর্ব্বপক্ষী শ্রুতিবিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন—] কোন কোন শ্রুতিতে (মুঃ ২।১।১, বৃঃ ২।১।২০) অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি দৃষ্টান্তসকলের

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মণঃ উৎপত্তিঃ আম্নায়তে।৩ কাসুচিৎ তু অবিকৃতস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যপ্রবেশেন জীবভাবঃ বিজ্ঞায়তে।৪ ন চ উৎপত্তিঃ আম্নায়তে ইতি।৫ তত্র প্রাপ্তং তাবৎ উৎপদ্যতে জীবঃ ইতি।৬ কুতঃ? ৭ প্রতিজ্ঞানুপরোধাৎ এব।৮ 'একস্মিন্ বিদিতে সর্ব্বম্ ইদং বিদিতম্', ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য ব্রহ্মপ্রভবত্বে সতি ন উপরুধ্যেত।৯ তত্ত্বান্তরত্বে তু জীবস্য প্রতিজ্ঞা ইয়ম্ উপরুধ্যেত।১০ ন চ অবিকৃতঃ পরমাত্মা এব জীবঃ ইতি শক্যতে বিজ্ঞাতুং, লক্ষণভেদাৎ।১১ অপহতপাপ্মত্বাদিধর্ম্মকঃ হি পরমাত্মা, তদ্বিপরীতঃ হি জীবঃ।১২ বিভাগাৎ চ অস্য বিকারত্বসিদ্ধিঃ।১৩ যাবান্ হি আকাশাদিঃ প্রবিভক্তঃ, সঃ সর্ব্বঃ বিকারঃ।১৪

ভাষ্যানুবাদ

দ্বারা পরব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি পঠিত হইতেছে।৩ কোন কোনটীতে (তৈঃ ২।৬) কিন্তু অবিকৃত পরব্রহ্মেরই কার্য্যের মধ্যে প্রবেশদ্বারা জীবভাব অবগত হওয়া যাইতেছে।৪ [শঙ্কা-কিন্তু কার্য্যের মধ্যে প্রবেশবোধক বাক্যেই তো জীবের জন্মবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে। উত্তর—] কিন্তু উৎপত্তি (—জীবের জন্ম, স্পষ্টভাবে] পঠিত হইতেছে না।৫ [অতএব পরস্পর বিরোধবশতঃ শ্রুতির প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না]।

[একদেশী—'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' ও অনুকূলতর্কপুষ্ট অনুমানানুগৃহীত আগমপ্রমাণবলে জীবের উৎপত্তি প্রতিপাদন।]

একদেশী—তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া গেল—জীব উৎপন্ন হয়।৬ কোন্ প্রমাণবলে বলিতেছ?৭ [তাহা বলিতেছেন—একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানরূপ] প্রতিজ্ঞার বাধ হয় না বলিয়াই 'জীবের জন্ম নিশ্চিত হয়'।৮ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] 'একটী বিজ্ঞাত হইলে এই সকলই বিজ্ঞাত হয়' (ছাঃ ৬।১।৩, মুঃ ১।১।৩), এই যে প্রতিজ্ঞা, সমস্ত বস্তু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলে তাহা বাধিত হইবে না।৯ কিন্তু জীব যদি [ব্রহ্ম হইতে] অন্য তত্ত্ব (—ভিন্ন পদার্থ) হয়, তাহা হইলে এই প্রতিজ্ঞা বাধিত হইয়া পড়িবে।১০ [কিন্তু অবিকৃত ব্রহ্মই জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং জীব তত্ত্বান্তর না হওয়ায় উক্ত প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর অবিকৃত পরমাত্মাই জীব, ইহা জানিতে পারা যায় না; যেহেতু [জীব ও ব্রহ্মের] লক্ষণভেদ আছে।১১ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু পরমাত্মা অপগতপাপাদিধর্ম্মযুক্ত (—পাপাদি দোষরহিত), জীব কিন্তু তাহার বিপরীত।১২ আর [ব্রহ্ম হইতে] বিভাগবশতঃ ইহার কার্য্যতা (—জীব উৎপন্ন হয়, ইহা) সিদ্ধ হয় (১)।১৩ যেহেতু আকাশ প্রভৃতি যাহা কিছু পরস্পর বিভক্ত, সেই সকলই কার্য্য

ভাবদীপিকা

(১) ১২ সংখ্যক বাক্যে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"জীবঃ ব্রহ্মণঃ ভিন্নঃ বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাৎ, সম্মতবৎ"। ১৩ সংখ্যক বাক্যে প্রদর্শিত অনুমানের আকার এই—"জীবঃ কার্য্যপদার্থ

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্য চ আকাশাদেঃ উৎপত্তিঃ সমধিগতা ।১৫ জীবাত্মাপি পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মা সুখদুঃখযুক্ প্রতিশরীরং প্রবিভক্তঃ ইতি তস্যাপি প্রপঞ্চোৎপত্ত্যবসরে উৎপত্তিঃ ভবিতুম্ অর্হতি ।১৬ অপিচ "যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চরন্তি, এবম্ এব অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ" বৃঃ মাধ্যঃ ২।১।২০), **ইতি প্রাণাদেঃ ভোগ্যজাতস্য সৃষ্টিং শিষ্ট্বা "সর্ব্বে এতে আত্মানঃ ব্যুচ্চরন্তি", (ঐ) ইতি ভোক্তৄণাম্ আত্মনাং পৃথক্ সৃষ্টিং শাস্তি ।১৭ "যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ । তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি"॥** (মুঃ ২।১।১), **ইতি চ জীবাত্মনাম্ উৎপত্তিপ্রলয়ৌ উচ্যেতে ।১৮ সরূপবচনাৎ ।১৯ জীবাত্মানঃ হি পরমাত্মনা সরূপাঃ ভবন্তি, চৈতন্যযোগাৎ ।২০ ন চ ক্বচিৎ অশ্রবণম্ অন্যত্র শ্রুতং**

ভাষ্যানুবাদ

পদার্থ ।১৪ আর সেই আকাশাদির উৎপত্তি [বিয়দাদি অধিকরণে] অবগত হওয়া গিয়াছে ।১৫ জীবাত্মাও পুণ্য ও অপুণ্য কর্ম্মযুক্ত, [সুতরাং] সুখদুঃখযুক্ত এবং প্রত্যেক শরীরে বিভিন্ন, এইহেতু জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তিকালে তাহারও উৎপত্তি হওয়া উচিত ।১৬ [যে শ্রুতির পুষ্টির জন্য অনুকূল তর্কসহ অনুমানদ্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, "অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসকল যেমন নানাদিকে নির্গত হয়, এইপ্রকারেই এই আত্মা (—পরমাত্মা) হইতে প্রাণসকল নির্গত হয়", এইপ্রকারে প্রাণ প্রভৃতি ভোগ্যপদার্থসমূহের সৃষ্টিকে উপদেশ করিয়া "এই আত্মাসকল নানাদিকে নির্গত হয়", এইপ্রকারে ভোক্তা আত্মাসকলের (—জীবাত্মাসকলের) পৃথগ্‌ভাবে সৃষ্টির উপদেশ করিতেছেন ।১৭ জীবের জন্ম ও মরণ, উভয়প্রতিপাদকা শ্রুতি উদ্ধৃত করিতেছেন—] আর "যেমন সুদীপ্ত বহ্নি হইতে সমাননামরূপযুক্ত সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, এইরূপে হে সোম্য, অক্ষর (—পরব্রহ্ম) হইতে নানাপ্রকার ভাবসকল উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই প্রলীন হয়", এইপ্রকারে জীবাত্মাসকলের উৎপত্তি ও প্রলয় কথিত হইতেছে ।১৮ [কিন্তু উক্ত শ্রুতিতে তো ভাবসকলের উৎপত্তিপ্রলয় বর্ণিত হইয়াছে, জীবের নহে । উত্তর—] সরূপবচন (—সমানরূপযুক্ততাবোধক শ্রুতিবাক্য) থাকায় 'ভাবশব্দটী জীববাচক' ।১৯ [সমান রূপ কি, তাহা বলিতেছেন—] প্রসিদ্ধ জীবাত্মাসকল চৈতন্যের যোগবশতঃ পরমাত্মার সহিত সমানরূপযুক্ত হইয়া থাকে ।২০ [কিন্তু "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১), ইত্যাদি ভূতোৎপত্তিপ্রকরণে জীবের উৎ-

ভাবদীপিকা

ব্রহ্মণঃ বিভক্তত্বাৎ, ঘটবৎ"। এই অনুমানদ্বয়ের পুষ্টিসম্পাদক অনুকূল তর্ক এই—"পরস্মাৎ আত্মনঃ ভিন্নত্বেঽপি জীবঃ যদি তস্য কার্য্যং ন স্যাৎ, তর্হি একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাপি ন স্যাৎ"। ১৪ বাক্যে শেষোক্ত অনুমানের ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন—যাবান্—'যেহেতু' ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্

বারয়িতুম্ অর্হতি।২১ শ্রুত্যন্তরগতস্যাপি অবিরুদ্ধস্য অধিকস্য অর্থস্য সর্ব্বত্র উপসংহর্ত্তব্যত্বাৎ।২২ প্রবেশশ্রুতিরপি এবং সতি বিকারভাবাপত্ত্যা এব ব্যাখ্যাতব্যা, "তদাত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত" (তৈঃ ২।৭), ইত্যাদিবৎ।২৩ তস্মাৎ উৎপদ্যতে জীবঃ ইতি।২৪ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—ন আত্মা জীবঃ উৎপদ্যতে ইতি।২৫ কস্মাৎ?২৬

ভাষ্যানুবাদ

পত্তি শ্রুত না হওয়ায় তাহার উৎপত্তি অঙ্গীকার করা যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর কোন স্থলে শ্রুত না হওয়া অন্যত্র শ্রুতকে বারণ করিবে, ইহা সঙ্গত নহে।২১ যেহেতু অন্য শ্রুতিগত হইলেও অবিরুদ্ধ অধিক বিষয়ের সকল স্থলে উপসংহার (—সংগ্রহ) করা উচিত (৩।৩।১ অধিঃ)।২২ [কিন্তু তাহা হইলে 'অবিকৃত ব্রহ্মই জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন' (তৈঃ ২।৬), এই শ্রুতির গতি কি? উত্তর—] এইপ্রকার হইলে (—জীব ব্রহ্মের কার্য্য হইলে) প্রবেশশ্রুতিকেও বিকারভাবপ্রাপ্তির দ্বারাই ব্যাখ্যা করিতে হইবে (—মৃত্তিকা যেমন স্বকার্য্য ঘটাদিতে চূর্ণাদি অন্যপ্রকার কার্য্যভাবপ্রাপ্তির দ্বারা প্রবেশ করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম শরীর সৃষ্টি করিয়া জীবনামক কার্য্যভাবপ্রাপ্তিদ্বারা তন্মধ্যে প্রবেশ করেন), যেমন "তিনি নিজেই নিজেকে [প্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত] করিয়াছিলেন", ইত্যাদি ['স্থলে ব্রহ্মের কার্য্যাত্মকরূপে অভিব্যক্তি অবগত হওয়া যায়']।২৩ সেইহেতু (—এইপ্রকারে অনুমানানুগৃহীত শ্রুতিবাক্যসকলের অবিরোধ হয় বলিয়া) জীব উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি (২)।২৪

[সিঃ—জীবোৎপত্তি ঔপাধিক। মোক্ষফলপ্রদ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যপুষ্ট জীবনিত্যত্ববোধক বাক্যসকলের প্রাবল্যবশতঃ জীবের নিত্যতা প্রতিপাদন।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পুর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—আত্মা, অর্থাৎ জীব উৎপন্ন হয় না।২৫ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ?২৬ [উত্তর—] যেহেতু

ভাবদীপিকা

(২) একদেশীর অভিপ্রায় এই—পূর্ব্বোক্ত অনুকূলতর্কানুগৃহীত অনুমানদ্বারা পুষ্ট জীবোৎপত্তিবোধক [বৃঃ মাধ্যঃ ২।১।২০, মুঃ ২।১।১ ইত্যাদি] শ্রুতিবাক্যসকল বলবান্ হওয়ায় অবিকৃত ব্রহ্মের জীবরূপে প্রবেশবোধক [বৃঃ ১।৪।৭, তৈঃ ২।৬, ইত্যাদি] শ্রুতিবাক্যসকলকে 'জীবাত্মক বিকাররূপে প্রবিষ্ট', এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। "অজঃ নিত্যঃ" (কঠ- ১।২।১৮), "অজঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।২৫), ইত্যাদি শ্রুতিবর্ণিত জন্মরাহিত্য প্রভৃতিকে আকাশের ন্যায় সেই কল্পমধ্যে জীবের অনুৎপত্তিবোধকরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮.৭) ইত্যাদি বাক্যকে 'মৃদভিন্ন ঘট', এইপ্রকারে কারণ মৃত্তিকা ও কার্য্য ঘটের অভিন্নভাবোধক বাক্যের ন্যায় ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আর জীবোৎপত্তির দ্বারা ভূতোৎপত্তি-ক্রমের ভঙ্গও (২।৩।৯ অধিঃ) হয় না, যেহেতু ২।১।৩ মুণ্ডকে "খং বায়ুঃ" ইত্যাদিপ্রকারে ভূতোৎপত্তিবর্ণনায় পূর্ব্বেই ২।১।১ মুণ্ডকে "যথা সুদীপ্তাৎ" ইত্যাদিপ্রকারে জীবোৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। অতএব শ্রুতিরপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

অশ্রুতেঃ।২৭ নহি অস্য উৎপত্তিপ্রকরণে শ্রবণম্ অস্তি ভূয়ঃসু প্রদেশেষু।২৮ ননু ক্বচিৎ অশ্রবণম্ অন্যত্র শ্রুতং ন বারয়তি ইতি উক্তম্।২৯ সত্যম্ উক্তম্, উৎপত্তিরেব তু অস্য ন সম্ভবতি ইতি বদামঃ।৩০ কস্মাৎ?৩১ "নিত্যত্বাৎ চ তাভ্যঃ"।৩২ চশব্দাৎ অজত্বাদিভ্যশ্চ।৩৩ নিত্যত্বং হি অস্য শ্রুতিভ্যঃ অবগম্যতে, তথা অজত্বম্ অবিকারিত্বম্, অবিকৃতস্যৈব ব্রহ্মণঃ জীবাত্মনা অবস্থানং ব্রহ্মাত্মনা চ ইতি।৩৪ ন চ এবংরূপস্য উৎপত্তিঃ উপপদ্যতে।৩৫ তাঃ কাঃ শ্রুতয়ঃ?৩৬ "ন জীবঃ ম্রিয়তে" (ছাঃ ৬।১১।৩), "সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম" (বৃঃ ৪।৪।২৫), "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (কঠ ১।২।১৮), "অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ অয়ং পুরাণঃ" (কঠ ১।২।১৮), "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" (তৈঃ ২.৬), "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ

ভাষ্যানুবাদ

শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই। [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু উৎপত্তিপ্রকরণে বহু স্থলে ইহা (—জীবোৎপত্তি) শ্রুত হয় নাই।২৮ [শঙ্কা—] কিন্তু কোন স্থলে শ্রুত না হওয়া অন্যত্র শ্রুতকে বারণ করিতে পারে না, ইহা উক্ত হইয়াছে (২১ বাক্য)।২৯ [সমাধান—] হাঁ সত্য, উক্ত হইয়াছে; কিন্তু আমরা বলিতেছি, 'ইহার (—জীবের) উৎপত্তিই সম্ভব নহে'।৩০ কেন নহে? ৩১ [উত্তর—] যেহেতু সেই [শ্রুতি-বাক্য] সকল হইতে [জীবের] নিত্যতা অবগত হওয়া যায়।৩২ [সূত্রস্থ] 'চ' শব্দটী হইতে 'জন্মরাহিত্য' প্রভৃতিবশতঃও 'জীবের নিত্যতা সূচিত হয়'।৩৩ ইহার নিত্যতা শ্রুতিসকল হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে, এইরূপে [ইহার] জন্মরাহিত্য, বিকাররাহিত্য; অবিকৃত ব্রহ্মেরই জীবরূপে এবং ব্রহ্মরূপে অবস্থান, ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতেই অবগত হওয়া যাইতেছে।৩৪ [কিন্তু নিত্যত্বাদি প্রতিভাত হইলেও জীবের জন্মাভাব তো স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হইতেছে না। তদুত্তরে বলিতে-ছেন—] আর এইপ্রকার [নিত্যত্বাদি] স্বরূপসম্পন্নের উৎপত্তি যুক্তিযুক্ত হইতেছে না।৩৫ [আচ্ছা, জীবের উৎপত্তি নিষেধকারিণী] সেই শ্রুতিসকল কি?৩৬ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "জীবের মৃত্যু হয় না", "সেই এই মাহান্ ও জন্মরহিত আত্মা জরাহীন মৃত্যুহীন অমৃতস্বরূপ, [অতএব] ভয়বর্জ্জিত এবং ব্রহ্ম (—নিরতিশয় মহান্"), "বিপশ্চিৎ (—অবিলুপ্ত চৈতন্যস্বরূপ, এই আত্মা] জাত হন না, বিনষ্ট হন না", "ইনি জন্মরহিত নিত্য ক্ষয়শূন্য এবং পুরাণ (—বৃদ্ধিবিবর্জ্জিত, পুরাতন হইয়াও নূতন")," "তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যেই অনুপ্রবেশ করিলেন", "এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপকে অভিব্যক্ত করিব", "সেই [নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব] ইনিই নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এখানে (—সমগ্র শরীরে)

শাঙ্করভাষ্যম্

৬।৩।২), "সঃ এষঃ ইহ প্রবিষ্টঃ আনখাগ্রেভ্যঃ (বৃঃ ১।৪।৭), "তত্ত্বমসি" (ছঃ ৬।৮।৭), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০), "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" (বৃঃ ২।৫।১৯), ইতি এবমাদ্যাঃ নিত্যত্ববাদিন্যঃ সত্যঃ জীবস্য উৎপত্তিং প্রতিবধ্নন্তি।৩৭ ননু প্রবিভক্তত্বাৎ বিকারঃ, বিকারত্বাৎ চ উৎপদ্যতে ইতি উক্তম্।৩৮ অত্র উচ্যতে ন অস্য প্রবিভাগঃ স্বতঃ অস্তি, "একঃ দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" (শ্বেঃ ৬।১১), ইতি শ্রুতেঃ।৩৯ বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিনিমিত্তং তু অস্য প্রবিভাগপ্রতিভানম্ আকাশস্য ইব ঘটাদিসম্বন্ধনিমিত্তম্।৪০ তথাচ শাস্ত্রম্—"সঃ

ভাষ্যানুবাদ

প্রবিষ্ট হইয়া আছেন", "তুমি তৎস্বরূপ", "আমি ব্রহ্মস্বরূপ", "সর্ব্বাত্মকরূপে সকলের অনুভবকর্ত্তা এই আত্মাই ব্রহ্ম", ইত্যাদি এই সকল শ্রুতি [জীবের] নিত্যতাবাদিনী হইয়া জীবের উৎপত্তিকে প্রতিবন্ধন (—বাধাদান) করিতেছেন।৩৭ [শঙ্কা—] কিন্তু [ব্রহ্ম হইতে জীব] বিভক্ত হওয়ায় হয় কার্য্য এবং কার্য্য হওয়ায় উৎপন্ন হয়, ইহা বলা হইয়াছে (১৩ বাক্য)। [সমাধান—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে—ইহার (—জীবের, ব্রহ্ম হইতে] বিভাগ স্বভাবতঃ বর্ত্তমান নাই, যেহেতু "অদ্বিতীয় দেব (—জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা) সর্ব্ব প্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা", এইপ্রকার শ্রুতি আছে (৩)।৩৯ কিন্তু বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিরূপ নিমিত্তবশতঃ ইহার (—জীবের, ব্রহ্ম হইতে] বিভাগ প্রতিভাত হয়, যেমন ঘটাদির সহিত সম্বন্ধবশতঃ [ঘটাকাশ ও মহাকাশরূপে] আকাশের বিভাগ প্রতিভাত হয়।৪০ [ঔপাধিক বিভাগবিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] "সেই এই [জন্মমরণাধীন সংসারী] আত্মা ব্রহ্মস্বরূপই,

ভাবদীপিকা

(৩) এই স্থলে সিদ্ধান্তী পূর্ব্বপক্ষীর "জীবঃ কার্য্যপদার্থঃ" (১ ভাবদীঃ), ইত্যাদি অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধি হেত্বাভাস প্রদর্শন করিলেন। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি হওয়ায় হন জীব হইতে অবিভক্ত, বিভক্ত নহেন। সেইহেতু পক্ষ জীবে ব্রহ্মবিভক্তত্বরূপ হেতু না থাকায় উক্ত হেত্বাভাস হইয়া পড়িল। আর উক্ত অনুমানে দৃষ্টান্তাসিদ্ধিদোষও হয়, কারণ দৃষ্টান্ত ঘটও সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্ম হইতে বিভক্ত নহে। অতএব জীব কার্য্য পদার্থ না হওয়ায় উৎপন্ন হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল। এই বিষয়ে অনুকূল তর্ক এই—"জীবঃ যদি উৎপত্তিমান্ স্যাৎ, তদা "সঃ বৈ এষঃ মহানজঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।২৫ , ইতি শাস্ত্রম্ অনর্থকং স্যাৎ; জীবস্য উৎপত্তিমত্ত্বে বিনাশিত্বাবশ্যম্ভাবাৎ কৃতনাশাদিদোষোঽপি স্যাৎ"। শঙ্কা - কিন্তু 'বিভক্তত্ব' হেতুর বলে আকাশাদির কার্য্যতা নিরূপিত হইয়াছে(৫৩৬ পৃঃ ১৩ ভাবদীঃ); প্রস্তাবিতস্থলেও জীব ও ব্রহ্মের সর্ব্বানুভূত ভেদজ্ঞানবলে উক্ত হেতুর বলে জীবের কার্য্যতা কেন অঙ্গীকার করিতেছ না ? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—কোন বাধক না থাকিলে উক্ত হেতুবলে কার্য্যতা সিদ্ধ হয়। আকাশাদি স্থলে বাধক ছিল না। এখানে বাধক আছে। তাহা কি ? তাহাই বলিতেছেন—বুদ্ধ্যাদি, 'কিন্তু বুদ্ধি' ইত্যাদি (৪০ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

বৈ অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ" (বৃঃ ৪।৪।৫), ইতি এবমাদি ব্রহ্মণঃ এব অবিকৃতস্য সতঃ অপি একস্য অনেকবুদ্ধ্যাদিময়ত্বং দর্শয়তি।৪১ তন্ময়ত্বং চ অস্য বিবিক্তস্বরূপানভিব্যক্ত্যা তদুপরক্তস্বরূপত্বং 'স্ত্রীময়ঃ জাল্মঃ', ইত্যাদিবৎ দ্রষ্টব্যম্।৪২ যদপি কচিৎ অস্য উৎপত্তিপ্রলয়শ্রবণং, তদপি অতএব উপাধিসম্বন্ধাৎ নেতব্যম্; উপাধ্যুৎপত্ত্যা অস্য উৎপত্তিঃ, তৎপ্রলয়েন চ প্রলয়ঃ ইতি।৪৩ তথাচ দর্শয়তি— "প্রজ্ঞানঘনঃ এব এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিন-

ভাষ্যানুবাদ

[ইনিই] বিজ্ঞানময় (—বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত), মনোময় প্রাণময় চক্ষুর্ম্ময় শ্রোত্রময় (—চক্ষু ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইলে আত্মাও দ্রষ্টা ও শ্রোতা ইত্যাদিরূপে প্রতিভাত হন"), ইত্যাদি এই সকল শাস্ত্র ব্রহ্ম এক ও অবিকৃত হইলেও, তাঁহার বুদ্ধ্যাদিময়তারূপ অনেকত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।৪১ [বাহবা ! জীব ব্রহ্মের বিকার (—কার্য্য), ইহা নিরসন করিতে প্রবৃত্ত তুমি জীবকে বুদ্ধির বিকাররূপে অঙ্গীকার করিতেছ. কারণ বিজ্ঞানময়াদি স্থলে বিকারার্থেই ময়ট্প্রত্যয় হইয়াছে। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] ইহার তন্ময়তাকে (—জীবের বিজ্ঞানময়তাকে, তাঁহার] বিবিক্ত (—অসঙ্গ) স্বরূপের অনভিব্যক্তিবশতঃ তাহার (—বুদ্ধ্যাদির) সহিত উপরক্তস্বরূপে (—সম্বন্ধযুক্তরূপে) বুঝিতে হইবে, যেমন 'স্ত্রীময় জাল্ম' (—স্ত্রীপরতন্ত্র কামজড় প্রাকৃত পুরুষ) ইত্যাদি স্থলে হয় (৪)। ৪২ আর যে কোন কোন স্থলে (—বৃঃ ২।১।২০, মুঃ ২ ১।১ ইত্যাদি স্থলে) ইহার (—জীবের) উৎপত্তি ও প্রলয় শ্রুত হইয়াছে,তাহাও এই হেতুবলেই, অর্থাৎ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃই ব্যাখ্যা করিতে হইবে; [অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ] উপাধির উৎপত্তিদ্বারা ইহার উৎপত্তি এবং প্রলয়দ্বারা [ইহার] প্রলয় হয়, এইপ্রকারে 'ব্যাখ্যা করিতে হইবে' ।৪৩ [জীবের জন্ম ও মৃত্যু উপাধিজন্য, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন— শ্রুতি] তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন—[" এই আত্মা] সর্ব্বতোভাবেই প্রজ্ঞানঘন (—জ্ঞানস্বরূপ), [ইনি] এই

ভাবদীপিকা

(৪) স্ত্রীর একান্ত বশীভূত পুরুষকে যেমন স্ত্রীময় বলা হয়, তদ্রূপ বুদ্ধ্যাদি উপাধিযুক্ত হওয়ায় নিজের সর্ব্বপ্রপঞ্চাতীত শুদ্ধ ও পরিপূর্ণস্বরূপবিষয়ক অজ্ঞতাবশতঃ বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ জীব যেন বুদ্ধির বশীভূত হইয়া পড়ে। এতাদৃশ অবস্থাপন্ন জীব বুদ্ধির অধীন হওয়ায় বুদ্ধির (—অন্তঃকরণের) ধর্ম্ম কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব প্রভৃতির প্রাচুর্য্য তাহাতে পরিলক্ষিত হয়, এইহেতু তাহাকে বিজ্ঞানময় ইত্যাদি বলা হয়। অতএব প্রস্তাবিতস্থলে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্প্রত্যয় হইয়াছে, বিকারার্থে নহে। এইপ্রকারে একদেশীর "জীবঃ কার্য্যপদার্থঃ", ইত্যাদি অনুমানকে (১ ভাবদীঃ) নিরাকরণ করিয়া (৩ ভাবদীঃ), সেই অনুমান যাহাকে পুষ্ট করিয়াছিল, সেই শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতেছেন—যদপি—'আর যে' ইত্যাদি (৪৩ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি" (বৃঃ ৪।৫।১৩), ইতি ।৪৪ তথা উপাধিপ্রলয়ঃ এব অয়ং, ন আত্মবিলয়ঃ ইতি এতদপি "অত্রৈব মা ভগবান্ মোহান্তম্ আপীপিপৎ*, ন বৈ অহম্ ইমং বিজানামি ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৪।৫।১৪), ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রতিপাদয়তি—"ন বৈ অরে অহং মোহং ব্রবীমি, অবিনাশী বৈ অরে অয়ম্ আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা মাত্রাঽসংসর্গঃ তু অস্য ভবতি" (ঐ) ইতি।৪৫ প্রতিজ্ঞাঽনুপরোধঃ অপি অবিকৃতস্য এব ব্রহ্মণঃ জীবভাবাভ্যুপগমাৎ।৪৬ লক্ষণভেদঃ অপি অনয়োঃ উপাধিনিমিত্তঃ

* 'আপীপদৎ' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

ভূতসকল হইতে উত্থিত হইয়া তাহাদের নাশের অনন্তর নাশ প্রাপ্ত হন, মৃত্যুর পর [ইঁহার] সংজ্ঞা থাকে না (৫), ইত্যাদি ।৪৪ এইরূপে (—পূর্ব্বাপরবিরোধপরিহার-দ্বারা, ইহাই নির্ণীত হয় যে,] ইহা (—মৃত্যুর পর সংজ্ঞা না থাকা) উপাধিরই প্রলয়, কিন্তু আত্মার বিলয় (—নাশ) নহে, ইত্যাদি ইহাও "পূজার্হ আপনি এই স্থলেই আমাকে মোহের মধ্যে ফেলিলেন, [যিনি প্রজ্ঞানঘন] মৃত্যুর পর তাঁহার সংজ্ঞা থাকে না, ইহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না", এইপ্রকার প্রশ্নপূর্ব্বক [শ্রুতি] প্রতিপাদন করিতেছেন—"প্রিয়ে আমি মোহ (—মোহোৎপাদক বাক্য) বলিতেছি না, প্রিয়ে এই আত্মা অবিনাশী [যেহেতু] উচ্ছেদ(—পরিণাম) না হওয়াই ইঁহার ধর্ম্ম (—স্বভাব), কিন্তু মাত্রার (—বিষয়ের) সহিত ইঁহার সংসর্গ হয় না (—দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধির বিলয়রূপ মৃত্যুর অনন্তর বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ না হওয়ায় ইঁহার বিশেষ জ্ঞান হয় না, 'ইহাই মৃত্যুর পর সংজ্ঞা থাকে না, এইরূপে বর্ণিত হইতেছে' ।৪৫ 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' প্রতিজ্ঞার সিদ্ধির জন্য জীবকে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে (৯ বাক্য)। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অবিকৃত ব্রহ্মেরই জীবভাব অঙ্গীকৃত হওয়ায় প্রতিজ্ঞার বাধও হয় না। ৪৬ [আর যে জীব ও ব্রহ্মের বিভিন্ন লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে (১১ বাক্য)। তদুত্তরে সিঃ

ভাবদীপিকা

(৫) এই শ্রুতির তাৎপর্য্য এই—'ভূতসকল হইতে উত্থান', ইহার অর্থ—ক্ষিত্যাদি ভূতসকলের দেহ ও অন্তঃকরণাদি উপাধিরূপে পরিণাম হইলে, জলে সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বোৎপত্তির ন্যায় সেই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত প্রজ্ঞানঘন চৈতন্যের যেন উৎপত্তিই (—জন্মই) হয়। অর্থাৎ চিৎপ্রতিবিম্বযুক্ত অন্তঃকরণাদি লিঙ্গদেহসমন্বিত স্থূল দেহের উৎপত্তি হইলে মনে হয়—আত্মার (—জীবের) জন্ম হইল। 'তাহাদের নাশের অনন্তর নাশ প্রাপ্ত হন', ইহার অর্থ—তাদৃশ দেহের নাশ হইলে মনে হয়—আত্মার মৃত্যু হইল। 'মৃত্যুর পর সংজ্ঞা থাকে না', ইহার অর্থ—সেই দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধির নাশ হইলে 'আমি কর্ত্তা, ভোক্তা', ইত্যাদিপ্রকার বৃত্তাত্মক বিশেষ জ্ঞান হয় না। শঙ্কা—কিন্তু যিনি প্রজ্ঞানঘন, তাঁহার সংজ্ঞা থাকে না, ইহা তো বিরুদ্ধ কথন। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, তথা—' এইরূপে' ইত্যাদি (৪৫ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

এব, "অতঃ ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায় ব্রূহি" (বৃঃ ৪।৩।১৫) ইতি চ প্রকৃতস্যৈব বিজ্ঞানময়স্য আত্মনঃ সর্ব্বসংসারধর্ম্মপ্রত্যাখ্যানেন পরমাত্মভাব-প্রতিপাদনাৎ।৪৭ তস্মাৎ নৈব আত্মা উৎপদ্যতে প্রবিলীয়তে চ ইতি।৪৮॥২।৩।১৭॥ ইতি একাদশম্ আত্মাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

বলিতেছেন—] ইঁহাদের লক্ষণভেদও [বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ন্যায়] উপাধিবশতঃই (৬) হইয়া থাকে, যেহেতু "ইহার পর বিমুক্তির জন্যই (—যাহাতে আমার সংসার-বন্ধনের মোচন হয়, তাহার জন্যই) বলুন", এইপ্রকারে প্রস্তাবিত বিজ্ঞানময় (বৃঃ ৪।৩।৭) আত্মার ["অসঙ্গঃ হি অয়ং পুরুষঃ" (বৃঃ ৪।৩।১৬), এইরূপে] সর্ব্বসংসার-ধর্ম্মের প্রত্যাখ্যানদ্বারা ["এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইত্যাদিরূপে] পরমাত্ম-ভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে।৪৭ সেইহেতু (—এইরূপে পূর্ব্ববাদীর যুক্তিসকল নিরাকৃত হওয়ায়, ইহা সিদ্ধ হইল যে], আত্মা (—জীব) নিশ্চয়ই উৎপন্ন হয় না এবং প্রলীন হয় না (৭) ।৪৮ আত্মাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৬) একদেশী 'বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্ব' হেতুর দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নতা অনুমান করিয়াছিলেন (১ ভাবদীঃ), এই স্থলে **সিদ্ধান্তি**কর্ত্তৃক তাহা নিরাকৃত হইল, কারণ বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তা ঔপাধিকমাত্র, পারমার্থিক নহে। সুতরাং পক্ষ জীবে বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তারূপ হেতু পরমার্থতঃ না থাকায় উক্ত অনুমানটী স্বরূপাসিদ্ধ হইয়া পড়িল। এইরূপে একদেশীর অনুমানদ্বয় নিরাকৃত হওয়ায় তাহারা যাহাদিগকে পুষ্ট করিয়াছিল, সেই বৃঃ মাধ্যঃ ২।১।২০, মুঃ ২।১।১ (১৭-১৯ বাক্য) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলের প্রাবল্য নিরাকৃত হইল।

(৭) এইপ্রকারে জীবের উৎপত্তি ঔপাধিক, ইহা প্রতিপাদিত হওয়ায় (৪৩-৪৪ বাক্য) এবং জীবোৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের প্রাবল্য নিরাকৃত হওয়ায় ব্রহ্মের জীবরূপে প্রবেশ-বোধক তৈঃ ২।৬ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলকে 'জীবাত্মক বিকাররূপে প্রবিষ্ট' (২ ভাবদীঃ) এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যকতা নাই, ইহা সিদ্ধ হইল। আর এক কথা, মোক্ষরূপ ফলই শ্রুতির প্রধান প্রতিপাদ্য। কিন্তু জীব যদি উৎপন্ন, সুতরাং কার্য্য পদার্থ হয়, তাহার মুক্তিই সম্ভব হইবে না, যেহেতু যাহা কার্য্য পদার্থ, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় মুক্তি কাহার হইবে? সৎকার্য্যবাদ অঙ্গীকারেও মোক্ষ সিদ্ধ হয় না ইহা ২৬৯ পৃঃ ৪৫ ভাবদীপিকাতে আলোচিত হইয়াছে। এই পক্ষে কৃতনাশাদি দোষও কথিত হইয়াছে (৩ ভাবদীঃ)। অতএব জীব নিত্য পদার্থ হইলেই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যপ্রতিপাদ্য "অহং ব্রহ্মাস্মি", এই জ্ঞান ও মোক্ষরূপ ফল সিদ্ধ হয় বলিয়া জীব ও ব্রহ্মের একত্বপ্রতিপাদক "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যসকলকে এবং "অজঃ নিত্যঃ" ইত্যাদি জীবনিত্যতাবোধক বাক্যসকলকে অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যকে অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করিলে, কার্য্য সুতরাং অনিত্য জীবের মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গবশতঃ শ্রুতির প্রবৃত্তিই ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আর জীবের উৎপত্তিই সিদ্ধ না হওয়ায় তদুৎপত্তিবিষয়ক ক্রমচিন্তাও নিরর্থক। এইপ্রকারে "তত্ত্ব-

১২। জ্ঞাধিকরণম্। [১৮ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—জীব নিত্যচৈতন্যস্বরূপ (— জ্ঞানস্বরূপ)।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত জীবের অনুৎপত্তিকে হেতুরূপে অবলম্বন করিয়া এই অধিকরণে তাহার স্বপ্রকাশতা প্রতিপাদিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের হেতুহেতুমদ্ভাবসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অচিদ্রূপোঽথ চিদ্রূপো জীবোঽচিদ্রূপ ইষ্যতে
চিদভাবাৎ সুষুপ্ত্যাদৌ জাগ্রচ্চিন্মনসা কৃতা॥
ব্রহ্মত্বাদেব চিদ্রূপশ্চিৎ সুষুপ্তৌ ন লুপ্যতে।
দ্বৈতাদৃষ্টির্দ্বৈতলোপান্নহি দ্রষ্টুরিতি শ্রুতেঃ॥

অন্বয়—জীবঃ অচিদ্রূপঃ, অথ চিদ্রূপঃ? সুষুপ্ত্যাদৌ চিদভাবাৎ অচিদ্রূপঃ ইষ্যতে; জাগ্রচ্চিৎ মনসা কৃতা। ব্রহ্মত্বাৎ চিদ্রূপঃ এব, সুষুপ্তৌ চিৎ ন লুপ্যতে; দ্বৈতলোপাৎ দ্বৈতাদৃষ্টিঃ, "নহি দ্রষ্টুঃ" ইতি শ্রুতেঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[জীবঃ বিষয়ঃ। "আত্মা এব অস্য জ্যোতিঃ" (বৃঃ ৪।৩।৬), "অত্র অয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি" (বৃঃ ৪।৩।৯,), ইত্যাদিশ্রুতৌ জীবস্য স্বপ্রকাশত্বং প্রতিভাতি; "বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ" (বৃঃ ১।৪।৭), ইত্যাদৌ তু আগন্তুকজ্ঞানবত্ত্বম্। অতঃ বিরোধাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] জীবঃ অচিদ্রূপঃ, অথ চিদ্রূপঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—[সুষুপ্তিমূর্চ্ছাসমাধিষু চৈতন্যাভাবাৎ জীবঃ অচিদ্রূপঃ। জাগরণে চ আত্মমনঃসংযোগাৎ চৈতন্যাখ্যঃ গুণঃ আত্মনি জায়তে ইতি তার্কিকসিদ্ধান্তং মনসি নিধায় ব্রূতে—] সুষুপ্ত্যাদৌ চিদভাবাৎ [জীবঃ] অচিদ্রূপঃ ইষ্যতে; জাগ্রচ্চিৎ মনসা কৃতা।

সিদ্ধান্ত—[চিদ্রূপস্য ব্রহ্মণঃ এব জীবরূপেণ প্রবেশশ্রবণাৎ] ব্রহ্মত্বাৎ [জীবঃ] চিদ্রূপঃ এব। [কথং তর্হি চৈতন্যং সুষুপ্ত্যাদৌ লুপ্যতে? তত্রাহ—] সুষুপ্তৌ চিৎ ন লুপ্যতে, [তৎসাক্ষিত্বেন অবস্থানাৎ; অন্যথা 'সুখমহম্ অস্বাপ্সম্', ইতি সুষুপ্ত্যাদিপরামর্শঃ ন স্যাৎ। কথং তর্হি সুষুপ্ত্যাদৌ দ্বৈতাপ্রতীতিঃ? তত্র উচ্যতে—] দ্বৈতলোপাৎ দ্বৈতাদৃষ্টিঃ [ভবতি; ন তু দৃষ্টিলোপাৎ। কথম্ এতদবগম্যতে? তত্রাহ—অন্যথা লোপবাদিনঃ অপি নিঃসাক্ষিকস্য লোপস্য বক্তুমশক্যত্বাৎ। তত্র কিং প্রমাণম্ ইতি চেৎ? তদাহ—] "নহি দ্রষ্টুঃ" (বৃঃ ৪।৩।২৩), ইতি শ্রুতেঃ [এতদবগম্যতে]।

অনুবাদ

সংশয়—[জীব বিষয়। "আত্মাই ইহার জ্যোতিঃ", "এই স্থলে এই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হইয়া থাকে", ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের স্বপ্রকাশতা প্রতিভাত হইতেছে; কিন্তু "যখন বাক্যোচ্চারণ করেন, তখন বাগিন্দ্রিয় (—বক্তা) নামে [এবং] যখন দর্শন করেন, তখন দ্রষ্টা নামে অভিহিত হন", ইত্যাদি বাক্যে আগন্তুক জ্ঞানযুক্তত্ব প্রতিভাত

ভাবদীপিকা

মসি" ইত্যাদি ফলবৎ বাক্যপুষ্ট জীবনিত্যতাবোধক বাক্যসকল প্রবল হওয়ায় এবং জীবোৎপত্তিবোধক বাক্যসকল ঔপাধিক, সুতরাং অন্যত্র জীবোৎপত্তির সমর্থক হওয়ায় শ্রুতিবাক্যসকলের অবিরোধ, তাহাদের প্রামাণ্য এবং ব্রহ্মে সমন্বয় সিদ্ধ হইল। আত্মাধিকরণ সমাপ্ত।

হইতেছে। এইপ্রকার বিরোধবশতঃ সংশয় হয়—] জীব অচৈতন্যস্বরূপ, অথবা চৈতন্যস্বরূপ?

পূর্ব্বপক্ষ—[সুষুপ্তি মূর্চ্ছা এবং সমাধি প্রভৃতিতে চৈতন্য না থাকায় জীব চৈতন্যস্বরূপ নহে। কিন্তু জাগ্রৎকালে আত্মার সহিত মনের সংযোগবশতঃ আত্মাতে চৈতন্যনামক গুণ উৎপন্ন হয়, এই তার্কিকসিদ্ধান্তকে মনে রাখিয়া বলিতেছেন—] সুষুপ্তি প্রভৃতিতে চৈতন্য থাকে না বলিয়া [জীব] চৈতন্যস্বরূপ নহে, ইহা অঙ্গীকৃত হয় ; জাগ্রৎকালীন জ্ঞান মনের (—আত্ম-মনঃসংযোগের) দ্বারা সম্পাদিত হয়।

সিদ্ধান্ত—[চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেরই জীবরূপে প্রবেশ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে বলিয়া] ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় [জীব] অবশ্যই চৈতন্যস্বরূপ। [আচ্ছা, তাহা হইলে সুষুপ্তি প্রভৃতিতে চৈতন্য লুপ্ত হয় কেন? সেই বিষয়ে বলিতেছেন—] সুষুপ্তিতে চৈতন্য বিলুপ্ত হয় না, [যেহেতু তাহার (—সুষুপ্তির) সাক্ষিরূপে অবস্থান করে ; ইহা অঙ্গীকার না করিলে 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম', এইপ্রকারে সুষুপ্তি প্রভৃতির পরামর্শ (—উল্লেখ, স্মৃতি) হইত না। আচ্ছা, তাহা হইলে সুষুপ্তি প্রভৃতিতে দ্বৈতজ্ঞান হয় না কেন? সেই বিষয়ে বলিতেছেন—] দ্বৈতের (—স্বভিন্ন বস্তুর) বিলোপবশতঃ দ্বৈতজ্ঞান হয় না, [কিন্তু দৃষ্টির (—জ্ঞানের) লোপবশতঃ নহে। কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—ইহা অঙ্গীকার না করিলে, যিনি জ্ঞানের লোপ অঙ্গীকার করেন, তাঁহার মতেও সাক্ষিশূন্য লোপের কথা বলিতে পারা যায় না (—জ্ঞানস্বরূপ সাক্ষিচৈতন্য তৎকালে বিদ্যমান না থাকিলে 'জ্ঞান ছিল না', ইহা কেহ বলিতে পারে না। আচ্ছা, তাহাতে (—জ্ঞান থাকে, কিন্তু দ্বৈত বস্তু থাকে না, এই বিষয়ে) প্রমাণ কি? তাহা বলিতেছেন—] "দ্রষ্টার দৃষ্টির (—জ্ঞানের) বিলোপ হয় না", ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যযোগ্যতা নাই। সিদ্ধান্তে—তাহা আছে।

জ্ঞোঽতএব ॥২।৩।১৮॥

পদচ্ছেদ—জ্ঞঃ, অতএব।

সূত্রার্থ—["কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব" (বৃঃ ৪।৫।১৩), "আত্মা এব অস্য জ্যোতিঃ" (বৃঃ ৪।৩।৬), ইত্যাদি স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বশ্রুতেঃ "পশ্যন্ চক্ষুঃ" (বৃঃ ১।৪।৭), ইতি আগন্তুকজ্ঞানবত্ত্ব-শ্রুত্যা বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—জীবঃ] **জ্ঞঃ**—স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপঃ, [কুতঃ?] **অতএব**—উৎপত্ত্যসম্ভবাদেব। [স্বপ্রকাশং ব্রহ্মৈব উপহিতং জীবঃ ইতি অনুৎপন্নস্য জীবস্য স্বপ্রকাশতা ইত্যর্থঃ। "পশ্যন্ চক্ষুঃ", ইত্যাদিশ্রুতিঃ চ আগন্তুকবৃত্ত্যভিপ্রায়া ইতি ন তয়া স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বশ্রুতেঃ বিরোধঃ]।

অনুবাদ—["সর্ব্বতোভাবেই জ্ঞানস্বরূপ", "আত্মাই ইহার জ্যোতিঃ", ইত্যাদি স্বয়ং-জ্যোতিষ্ট্ব প্রতিপাদিকা শ্রুতির, "যখন দর্শন করেন, তখন দ্রষ্টা নামে অভিহিত হন", ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'বিরোধ আছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—জীব] **জ্ঞঃ**—স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ। [কোন্ হেতুবলে বলিতেছ? উত্তর—] **অতএব**—যেহেতু তাহার উৎপত্তিই সম্ভব নহে। [স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মই উপহিত হইয়া জীবপদবাচ্য হন, এইহেতু অনুৎপন্ন জীবের স্বয়ংপ্রকাশতা সিদ্ধ হয়, ইহাই অর্থ। আর আগন্তুক বৃত্তিজ্ঞান প্রতিপাদনই "দর্শনকরতঃ দ্রষ্টা নামে অভিহিত হন", ইত্যাদি

শ্রুতির অভিপ্রায়, এইহেতু তাহার সহিত স্বয়ংজ্যোতিষ্টপ্রতিপাদিকা শ্রুতির বিরোধ হয় না]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সঃ কিং কণভুজানাম্ ইব আগন্তুকচৈতন্যঃ স্বতঃ অচেতনঃ, আহোস্বিৎ সাংখ্যানাম্ ইব নিত্যচৈতন্যস্বরূপঃ এব ইতি বাদিবিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ।১ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? ২ আগন্তুকম্ আত্মনঃ চৈতন্যম্ আত্মমনঃসংযোগজম্ অগ্নিঘটসংযোগজরোহিতাদিগুণবৎ ইতি প্রাপ্তম্।৩ নিত্যচৈতন্যত্বে হি সুপ্তমূর্চ্ছিতগ্রহাবিষ্টানাম্ অপি চৈতন্যং স্যাৎ।৪ তে পৃষ্টাঃ সন্তঃ ন কিঞ্চিৎ বয়ম্ অচেতয়ামহি ইতি জল্পন্তি।৫ স্বস্থাশ্চ চেতয়মানাঃ দৃশ্যন্তে।৬ অতঃ কাদাচিৎকচৈতন্যত্বাৎ আগন্তুকচৈতন্যঃ আত্মা ইতি।৭ এবং প্রাপ্তে

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। একদেশী—অনুমানপুষ্ট বৃঃ ১।৪।৭ ইত্যাদি শ্রুতিবলে জীব আগন্তুক জ্ঞানবান্।]

তাহা (—জীব) কি কণভক্ষণকারিগণের ন্যায় (—বৈশেষিকমতাবলম্বিগণ যেপ্রকার স্বীকার করেন, সেইপ্রকার) আগন্তুক চৈতন্যবিশিষ্ট স্বভাবতঃ অচেতন, অথবা সাংখ্যমতাবলম্বিগণের ন্যায় নিত্যচৈতন্যস্বরূপই, [শ্রুতিবাক্যের বিরোধবশতঃ] বাদিগণের এইপ্রকার বিরুদ্ধ জ্ঞান হওয়ায় সংশয় হয়।১ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ?২ [উত্তরে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বিরুদ্ধকথনশীলা শ্রুতি অপ্রমাণ। একদেশী বলিতেছেন—] আত্মার চৈতন্য (— জ্ঞান) আগন্তুক, [তাহা] আত্মা ও মনের সংযোগ হইতে উৎপন্ন, যেমন অগ্নি ও ঘটের সংযোগ হইতে উৎপন্ন লৌহিত্য প্রভৃতি গুণ, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল।৩ যেহেতু [আত্মা] নিত্যজ্ঞানবান্ হইলে সুষুপ্ত মূর্চ্ছিত ও গ্রহাবিষ্ট (—প্রেতাবিষ্ট) ব্যক্তিগণেরও জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিত, [তাহা কিন্তু থাকে না।৪ কারণ] জিজ্ঞাসিত হইলে তাহারা বলে 'আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই (১)।৫ আর স্বস্থ (—প্রকৃতিস্থ) হইলে তাহারা জ্ঞানবানরূপে পরিদৃষ্ট হয়।৬ সেইহেতু কাদাচিৎক জ্ঞানবান্ হওয়ায় (—করণযোগে জ্ঞান কখনও উৎপন্ন হয়, তদভাবে কখনও জ্ঞানোৎপত্তি হয় না বলিয়া) আত্মা আগন্তুক চৈতন্যযুক্ত, [নিত্যজ্ঞানস্বরূপ নহে (২)], ইত্যাদি।৭

ভাবদীপিকা

(১) এই স্থলে একদেশিকর্ত্তৃক এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"জীবাত্মা ন নিত্যচৈতন্যস্বভাবঃ সুপ্তাদ্যবস্থাসু আত্মসত্ত্বেঽপি চৈতন্যাভাবাৎ"।

(২) এই স্থলে একদেশীর অভিপ্রেত অনুমান এই—"জীবাত্মা ন প্রকাশস্বভাবঃ, তদর্থম্ উপাদীয়মান [আগন্তুক-] সাধনত্বাৎ ; যঃ যদর্থম্ উপাদীয়মানসাধনঃ ন অসৌ তৎস্বভাবঃ, যথা ছেদার্থম্ উপাদীয়মানসাধনঃ ন ছিদিস্বভাবঃ"—'জীবাত্মা প্রকাশস্বভাব (—নিত্যজ্ঞানস্বরূপ) নহে, যেহেতু [বিষয়জ্ঞানের জন্য তাহা ইন্দ্রিয়াদিরূপ আগন্তুক] সাধনকে গ্রহণ করে ; যে যাহার (—বিষয়জ্ঞানের) জন্য সাধন গ্রহণ করে, সে তৎস্বভাব (—জ্ঞানস্বভাব) নহে, যেমন ছেদনক্রিয়ার জন্য [কুঠারাদি] সাধনগ্রহণকারী ব্যক্তি ছিদিস্বভাব (—ছেদন করাই যাহার

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্তশ্রীয়তে—জ্ঞঃ নিত্যচৈতন্যঃ অয়ম্ আত্মা, 'অতএব' যস্মাদেব ন উৎপদ্যতে।৮ পরম্ এব ব্রহ্ম অবিকৃতম্ উপাধিসম্পর্কাৎ জীবভাবেন অবতিষ্ঠতে।৯ পরস্য হি ব্রহ্মণঃ চৈতন্যস্বরূপত্বম্ আম্নাতং—"বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩।৯।২৮), **"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম"** (তৈঃ ২।১), **"অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব"** (বৃঃ ৪।৫।১৩), **ইত্যাদিষু শ্রুতিষু।১০ তদেব চেৎ পরং ব্রহ্ম জীবঃ, তস্মাৎ জীবস্যাপি নিত্যচৈতন্যস্বরূপত্বম্ অগ্নেরৌষ্ণ্যপ্রকাশবৎ ইতি গম্যতে।১১**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ— ব্রহ্মাভিন্ন হওয়ায় জীব নিত্যচৈতন্যস্বরূপ।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে কথিত হইতেছে—এই আত্মা (—জীব) জ্ঞ, অর্থাৎ নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, 'অতএব', অর্থাৎ যেহেতু [ইহা] উৎপন্নই হয় না।৮ [অনুৎপত্তি বিষয়ে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] পরব্রহ্মই [অন্তঃকরণরূপ] উপাধির সহিত সম্পর্কবশতঃ জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। [সুতরাং ব্রহ্মাভিন্ন হওয়ায় জীবের যেমন উৎপত্তি হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মের ন্যায় তাহা নিত্যজ্ঞানস্বরূপই (৩)]।৯ "ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ", "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ", ["এই আত্মা] অন্তররহিত বাহ্যরহিত সম্পূর্ণরূপে প্রজ্ঞানঘন (—বিজ্ঞানৈকরসস্বরূপ"), ইত্যাদি শ্রুতিসকলে পরব্রহ্মেরই চৈতন্যস্বরূপতা পঠিত হইয়াছে।১০ [কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইলে তদ্ভিন্ন জীবের তাহাতে কি ? তদুত্তরে সিঃ জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রদর্শন করিতেছেন—] জীব ['চেৎ'অর্থ—] নিশ্চয়ই সেই পরব্রহ্মস্বরূপ (৪), সেইহেতু অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশের ন্যায় জীবেরও নিত্যচৈতন্যস্বরূপতা অবগত হওয়া যাইতেছে।১১

ভাবদীপিকা

স্বভাব, এইপ্রকার) নহে'। এই অনুমানের সমর্থক অনুকূল তর্ক এই—"জীবঃ যদি স্বপ্রকাশঃ স্যাৎ, ইন্দ্রিয়রূপস্য জ্ঞানসাধনস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ"। অতএব অনুকূল তর্কসহিত উক্ত অনুমানদ্বারা পুষ্ট "পশ্যংশ্চক্ষুঃ" (বৃঃ ১।৪।৭)—'দর্শনকরতঃ দ্রষ্টা নামে অভিহিত হন', ইত্যাদি অনিত্যজ্ঞানবোধিকা শ্রুতির বলে জীব প্রকাশস্বভাব নহে, ইহা সিদ্ধ হইল। "প্রজ্ঞানঘনঃ" (বৃঃ ৪।৫।১৩) ইত্যাদি স্বপ্রকাশতা প্রতিপাদিকা শ্রুতিকে বৃঃ ১।৪।৭ ইত্যাদি শ্রুতির অনুকূলে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহাই একদেশীর অভিপ্রায়। [চৈতন্য, জ্ঞান ও প্রকাশ, ইহারা সমানার্থক]।

(৩) **সিদ্ধান্তী** এই স্থলে একদেশীর অনুমানে (১ ভাবদীঃ) এইপ্রকার সৎপ্রতিপক্ষ প্রদর্শন করিলেন—"জীবাত্মা নিত্যচৈতন্যস্বভাবঃ ব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ, ব্রহ্মবৎ"। শঙ্কা—কিন্তু তোমার দৃষ্টান্ত ব্রহ্ম চৈতন্যস্বভাব নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—**পরস্য**—'ব্রহ্ম' ইত্যাদি (১০ বাক্য)।

(৪) জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা সাধনের জন্য **সিদ্ধান্তী** এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন —"প্রকৃতিবিকারভাবহীনদ্রব্যার্থপদসামানাধিকরণ্যম্ অখণ্ডৈকদ্রব্যনিষ্ঠম্ উক্তসামানাধিকরণ্যত্বাৎ, সোঽহম্ ইতিবৎ"—'কার্য্যকারণভাবহীন দ্রব্যরূপ অর্থের বোধক যে পদদ্বয়, তাহাদের

শাঙ্করভাষ্যম্

বিজ্ঞানময়প্রক্রিয়ায়াং চ শ্রুতয়ঃ ভবন্তি—"অলুপ্তঃ সুপ্তান্ অভিচাকশীতি" (বৃঃ ৪।৩।১১), "অত্র অয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি" (বৃঃ ৪।৩।৯) ইতি, "নহি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপঃ বিদ্যতে" (বৃঃ ৪।৩।৩০), ইতি এবংরূপাঃ ।১২ "অথ যঃ বেদ ইদং জিঘ্রাণি ইতি সঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ— আগমপ্রমাণবলে জীবের নিত্যচৈতন্যস্বরূপতা প্রতিপাদন।]

আর বিজ্ঞানময়ের প্রক্রিয়াতে (—যাহাতে জাগ্রদাদি অবস্থাবিবেকের দ্বারা জীবের স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই প্রকরণে) "স্বয়ং অসুপ্ত (—অলুপ্ত দৃক্‌শক্তি) থাকিয়া সুপ্তসকলকে (—স্বপ্নকালীন অন্তঃকরণবৃত্তিসকলকে) দর্শন (—প্রকাশিত) করেন", "এখানে (—স্বপ্নাবস্থাতে) পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হন", ইত্যাদি [এবং] "যেহেতু বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিপরিলোপ হয় না (—সাক্ষিচৈতন্যের জ্ঞান বিনষ্ট হয় না"), ইত্যাদি এইরূপ শ্রুতিসকল আছে (৫)।১২

ভাবদীপিকা

সামানাধিকরণ্য (—সমানবিভক্তিযুক্ততা) একটী অখণ্ড দ্রব্যকেই আশ্রয় (—সমর্পণ) করে, যেহেতু উক্তপ্রকার সামানাধিকরণ্য আছে, যেমন 'সেই এই ব্যক্তি', ইত্যাদি স্থলে হয়'। ভাব এই—"তত্ত্বমসি" ইত্যাদি স্থলে তৎপদার্থ ব্রহ্ম এবং ত্বংপদার্থ জীবের মধ্যে কার্য্যকারণভাব না থাকিলেও তৎ ও ত্বম্ পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপ একটী দ্রব্যকেই সমর্পণ করে। যেমন 'সেই এই দেবদত্ত', ইত্যাদি স্থলে তাৎকালিকত্ব ও এতৎকালিকত্ব হইতে ব্যাবৃত্ত দেবদত্তপিণ্ডটীর মাত্র বোধ হয়, তদ্রূপ। অতএব উক্ত অনুমানবলে ত্বম্‌পদার্থ জীব তৎপদার্থ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হইল। কেবল যে অনুমানবলে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা সিদ্ধ হয়, তাহা নহে, "জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য" (ছাঃ ৬।৩।২), "ইহ প্রবিষ্টঃ আনখাগ্রেভ্যঃ" (বৃঃ ১।৪।৭), ইত্যাদি শ্রুতিবলেও তাহা সিদ্ধ হয়। এইপ্রকারে সৎপ্রতিপক্ষ অনুমানে (৩ ভাবদীঃ) 'ব্রহ্মাভিন্নত্ব' হেতুটী সিদ্ধ হইল। কেবলমাত্র স্বপ্রকাশ ব্রহ্মাভিন্ন হয় বলিয়াই যে জীব স্বয়ংপ্রকাশ (—নিত্যচৈতন্যবান্), তাহা নহে; শ্রুতিও তাহাই বলেন, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—**বিজ্ঞানময়**—আর বিজ্ঞানময়ের ইত্যাদি (১২ বাক্য)।

(৫) **সিদ্ধান্তী** এই স্থলে একদেশীর অনুমানে (১ এবং ২ ভাবদীঃ) 'বাধ' হেত্বাভাস প্রদর্শন করিলেন, কারণ শ্রুতিরূপ অন্য প্রমাণের বলে জীবের প্রকাশস্বরূপতা নিশ্চিত হওয়ায় 'প্রমাণান্তরের দ্বারা সাধ্যাভাব নিশ্চিত' হইল। **শঙ্কা**—যদি বলা হয়, স্বপ্নাবস্থাতে মন আত্মার দর্শনক্রিয়ার করণরূপে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং তৎকালেও তাঁহাকে আগন্তুককরণযুক্ত বলিতে হইবে। ফলে যিনি আগন্তুককরণবান্ তিনি প্রকাশস্বভাব নহেন, ইহাই সিদ্ধ হয় (২ ভাবদীঃ)। অতএব তোমার বাধ উদ্ভাবক শ্রুতিবাক্যসকলকে অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—স্বপ্নকালে মন (—অন্তঃকরণ) বর্ত্তমান থাকিলেও করণরূপে থাকে না, পরন্তু সংস্কারসকলের বলে বিবিধ স্বাপ্নবিষয়াকারে পরিণামপ্রাপ্ত কর্ম্মরূপে* (—সাক্ষিচৈতন্যের প্রকাশ্য বিষয়রূপে, ন্যায়নির্ণয়) বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং স্বপ্নাবস্থাতে

* স্মরণ রাখিতে হইবে—যদিও বাহ্য পদার্থসকল অবিদ্যাবৃত্তির দ্বারা সাক্ষিভাস্য, সেই অবিদ্যা কিন্তু কল্প নহে, পরন্তু অনির্বচনীয়া প্রকৃতি। আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে—কেহ বলেন, "বাহ্যপদার্থসকল সাক্ষাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মা" (ছাঃ ৮।১২।৪), ইতি চ সর্ব্বৈঃ করণদ্বারৈঃ 'ইদং বেদ ইদং বেদ' ইতি বিজ্ঞানেন অনুসন্ধানাৎ তদ্রূপত্বসিদ্ধিঃ ।১৩ নিত্যস্বরূপ-চৈতন্যত্বে ঘ্রাণাদ্যানর্থক্যম্ ইতি চেৎ ? ১৪ ন, গন্ধাদিবিষয়বিশেষ-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ— ইন্দ্রিয়জন্য কাদাচিৎক জ্ঞানের অনুভব অন্যথা অনুপপন্ন হওয়ায় জীব নিত্যজ্ঞানস্বরূপ।]

"আর যিনি জানেন 'আমি ইহা আঘ্রাণ করি', তিনি আত্মা", এইপ্রকারে সকল-প্রকার ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারসকলের দ্বারা 'ইহা জানেন, ইহা জানেন', এইপ্রকার জ্ঞানের দ্বারা [জ্ঞাতা আত্মার] অনুসন্ধান (—অনুভব) হয় বলিয়া [জীবের] তদ্রূপতা (— নিত্যজ্ঞানরূপতা) সিদ্ধ হয় (৬) ।১৩

[সিঃ— নিত্যচৈতন্যস্বরূপ হইলেও বিষয়প্রকাশের জন্য জীবের ইন্দ্রিয়সাপেক্ষতা।]

[শঙ্কা —] যদি বলা হয়, [জীবাত্মা] নিত্যচৈতন্যস্বরূপ হইলে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যর্থতা হইয়া পড়িবে। [অতএব জ্ঞানসিদ্ধির জন্য জীবাত্মা ইন্দ্রিয়রূপ সাধন গ্রহণ করেন (৭), ইহা স্বীকার্য্য ।১৪ [সমাধান, তদুত্তরে সিঃ বলেন—] না, তাহা বলা

ভাবদীপিকা

মন করণরূপে বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া আত্মা উপাদীয়মানসাধন না হওয়ায় তোমার অনুমানে (২ ভাবদীঃ) আত্মরূপ পক্ষে উপাদীয়মানসাধনতারূপ হেতুটী না থাকায় তাহা স্বরূপাসিদ্ধি-দোষগ্রস্ত হইয়া পড়িল। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের অনুভবসিদ্ধির জন্য জীবাত্মাকে নিত্যচৈতন্য-স্বরূপরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহা শ্রুতিবলে প্রতিপাদন করিতেছেন—**অথ**—'আর যিনি' ইত্যাদি (১৩ বাক্য)।

(৬) এই স্থলে সিদ্ধান্তীর তাৎপর্য্য এই— জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল সদাই জ্ঞানোৎপাদন করে না, কিন্তু যখনই তাহা করে, তখনই নিয়মিতভাবে সেই জ্ঞান কোন চেতনকর্ত্তৃক 'আমি ইহা জানি', 'ঘটজ্ঞানবান্ অহম্', ইত্যাদি প্রকারে প্রকাশিত হয়, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা অনিয়মিতভাবে উৎপাদিত এই জ্ঞানসকলের নিয়মিতভাবে প্রকাশনের জন্য সদা বর্ত্তমান আত্মার জ্ঞানস্বরূপতা অঙ্গীকার করিতে হইবে ; অন্যথা এমনও হইতে পারিত যে, ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্তঃকরণে বিষয়াকারাবৃত্তি (—বিষয়জ্ঞানোৎপত্তি) হইল, সদা বর্ত্তমান আত্মা তাহা জানিতেও (—প্রকাশ করিতে) পারিলেন না, এইপ্রকার তো হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা অনিয়মিতভাবে উৎপাদিত জ্ঞানের নিয়মিত প্রকাশন সদা বর্ত্তমান চৈতন্যব্যতিরেকে সম্ভব হয় না বলিয়া আত্মাকে নিত্যচৈতন্যস্বরূপরূপে (—নিত্যজ্ঞানস্বরূপরূপে) অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহা সিদ্ধ হইল। এই স্থলে অনুমানপ্রয়োগ এই—"আত্মা নিত্যচৈতন্যস্বভাবঃ স্বসত্তায়াং প্রকাশব্যতিরেকশূন্যত্বাৎ, সবিতৃবৎ"—'আত্মা নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, যেহেতু নিজের অস্তিত্বকালে তাহা প্রকাশশূন্য (—জ্ঞানশূন্য) হয় না, যেমন সূর্য্য (—সূর্য্য যেমন প্রকাশরহিত হয় না, তদ্রূপ')। এই অনুমানের পোষক অনুকূল তর্ক এই—'আত্মা যদি নিত্যচৈতন্যস্বভাবঃ ন স্যাৎ, তর্হি ব্যভিচারিকরণজন্যবুদ্ধীনাম্ নিত্যানুসন্ধানং ন স্যাৎ'। ইহার মর্ম্ম উপরে বিবৃত হইয়াছে।

(৭) এই স্থলে পূর্ব্ববাদী স্বীয় অনুমানে (২ ভাবদীঃ) প্রদর্শিত স্বরূপাসিদ্ধি দোষকে

মায়ার পরিণাম। অপরে বলেন—অন্তঃকরণদ্বারা মায়ার পরিণাম (বৃত্তি পরিণাম)"। শেষোক্ত পক্ষে অন্তঃকরণের সংস্কার-সকল তত্তৎ বাহ্যপদার্থাকারে পরিণমমানা মায়ার সহকারী। এই স্থলে শেষোক্ত পক্ষ গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরিচ্ছেদার্থত্বাৎ।১৫ তথাহি দর্শয়তি—"গন্ধায় ঘ্রাণম্" (ছাঃ ৮।১২।৪), ইত্যাদি।১৬ যত্তু সুপ্তাদয়ঃ ন চেতয়ন্তে ইতি।১৭ তস্য শ্রুত্যা এব পরিহারঃ অভিহিতঃ, সুষুপ্তং প্রকৃত্য "যদ্বৈ তৎ ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তৎ ন পশ্যতি, নহি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপঃ বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৩।২৩), ইত্যাদিনা।১৮ এতদুক্তং ভবতি—বিষয়াভাবাৎ ইয়ম্ অচেতয়মানতা, ন চৈতন্যাভাবাৎ ইতি।১৯ যথা বিয়দাশ্রয়স্য

ভাষ্যানুবাদ

যায় না, যেহেতু গন্ধ প্রভৃতি বিশেষ [বিশেষ] বিষয়সকলের পরিচ্ছেদের জন্য (৮) 'ইন্দ্রিয়সকলের আবশ্যকতা আছে'। [অবিশেষভাবে স্বাপ্নগন্ধাদি সকল বিষয়ের জন্য নহে।১৫ বিশেষ বিষয়প্রকাশনের জন্য বিশেষ ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতাবিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] "গন্ধের জন্য (—গন্ধবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তির জন্য) ঘ্রাণেন্দ্রিয়", ইত্যাদি।১৬

[সিঃ—সুষুপ্তিকালেও জীব নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, বিষয়ের অভাববশতঃ অপ্রতীতি। বৈশেষিকাদির যুক্তি নিরাকরণ।]

আর যে বলা হইয়াছে—সুপ্ত প্রভৃতি পুরুষের চেতনা থাকে না (৫ বাক্য), ইত্যাদি।১৭ [তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] সুষুপ্ত পুরুষকে প্রস্তাব করিয়া "সেখানে (—সুষুপ্তিতে) তিনি যে দর্শন করেন না, তাহা দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না, যেহেতু দ্রষ্টার দৃষ্টির (—জ্ঞানের) বিপরিলোপ হয় না, কারণ [দ্রষ্টা] অবিনাশী, কিন্তু তাঁহা হইতে বিভক্ত অন্য দ্বিতীয় বস্তু নাই, যাহাকে দর্শন করিবেন", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রুতিকর্ত্তৃকই তাহার পরিহার কথিত হইয়াছে।১৮ ['দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না', এই বাক্যের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতেছেন-] ইহাই কথিত হইতেছে—এই যে অচেতয়মানতা (—কিছুই না জানা), ইহা [সুষুপ্তিকালে] বিষয়ের

ভাবদীপিকা

(৫ ভাবদীঃ) নিরাকরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। স্বীয় জ্ঞানোৎপত্তির জন্য সাধন গ্রহণ করাই জীবাত্মার স্বভাব হওয়ায় স্বপ্নাবস্থাতেও মনোরূপ সাধনকে গ্রহণ করেন, ইহাই অভিপ্রায়।

(৮) এখানে পরিচ্ছেদশব্দের অর্থ—বৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্তি। ভাব এই—স্বভাবতঃ অসঙ্গ জীবাত্মা নিত্যজ্ঞানস্বরূপ হইলেও ['অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব', এই পক্ষে] বিষয়ের সহিত অসংসৃষ্ট হওয়ায়, ['অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব', এই পক্ষে—বিষয় তুলাবিদ্যার দ্বারা আবৃত থাকায়] বিষয় প্রকাশনের জন্য তাহার বিষয়াকারা অন্তঃকরণবৃত্তির আবশ্যকতা আছে (১।৩২-৩৩পৃঃ)। অন্তঃকরণ কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকে বিষয়াকারে পরিণামপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সেইহেতু বিষয়জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা থাকায় তাহা ব্যর্থ হয় না; তবে স্বপ্নকালে মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা কেন অঙ্গীকার করিতেছ না? তদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য ৫ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে আলোচিত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্ববাদীর অনুমানে স্বরূপাসিদ্ধি তদবস্থই থাকিয়া গেল।

ভাষ্যানুবাদ

জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্মাভিন্ন হইবে (১৯৩৮পৃঃ, ১৫ ভাবদীঃ), এই দৃষ্টিতে বুঝিতে হইবে)।১২ সেইহেতু (—শাস্ত্রদৃষ্টিতে এইপ্রকারে উপপত্তি হয় বলিয়া, মহত্ত্বারূপ] অন্য পরিমাণের শ্রবণ প্রাজ্ঞবিষয়ক (—পরমাত্মবিষয়ক) হওয়ায় জীবের অণুপরিমাণতা বিরুদ্ধ নহে।১৩॥২।৩।২১॥

[একদেশী সূত্র—] স্বশব্দোন্মানাভ্যাং চ ॥২।৩।২২॥

সূত্রার্থ—স্বশব্দোন্মানাভ্যাম্—['স্বশব্দশ্চ উন্মানং চ, তাভ্যাম্ ইতি বিগ্রহঃ']। স্বশব্দঃ—"এষঃ অণুঃ আত্মা" (মুঃ ৩।১।৯), ইতি অণুত্ববাচকশব্দঃ, [তথা] উন্মানম্—"বালাগ্রশতভাগস্য" (শ্বেঃ ৫।৯), ইতি শ্রুতম্ অত্যল্পাপকৃষ্টপরিমাণম্, তাভ্যাং [জীবস্য অণুপরিমাণত্বম্ অবগম্যতে]। চকারঃ—হৃদয়াবস্থানসমুচ্চয়ার্থঃ।

অনুবাদ—স্বশব্দোন্মানাভ্যাম্—['স্বশব্দ এবং উন্মান, সেই দুইটীর দ্বারা, এইপ্রকার ব্যাসবাক্য বুঝিতে হইবে']। স্বশব্দঃ—"এই অণুপরিমাণ আত্মা", এই অণুত্ববাচক শব্দ, [এবং] উন্মানম্—"কেশাগ্রভাগের শতভাগের", এইপ্রকারে শ্রুত অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিমাণ, সেই দুইটীর দ্বারা [জীবের অণুপরিমাণতা অবগত হওয়া যাইতেছে]। চকারটী—হৃদয়ে [জীবের] অবস্থান সূচনার জন্য (—যেহেতু জীব হৃদয়রূপ ক্ষুদ্র স্থানে অবস্থান করে, সেইহেতু অতি ক্ষুদ্র)।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ অণুঃ আত্মা, যতঃ সাক্ষাদেব অস্য অণুত্ববাচী শব্দঃ শ্রূয়তে—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো, যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।" (মুঃ ৩।১।৯) **ইতি।১ প্রাণসম্বন্ধাৎ চ জীবঃ এব অয়ম্ অণুঃ অভিহিতঃ ইতি গম্যতে।২ তথা উন্মানম্ অপি জীবস্য অণিমানং গময়তি—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।**

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—বেদবাক্যবলে জীবের অণুপরিমাণতা প্রতিপাদন।]

[একদেশী জীবের অণুপরিমাণতাবিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর এই হেতুবশতঃও জীবাত্মা অণুপরিমাণ, যেহেতু ইহার বিষয়ে অণুত্ববাচক শব্দ সাক্ষাদ্ভাবেই শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে, যথা—"যাহাতে (–যে শরীরে) প্রাণ[বৃত্তিভেদে] পাঁচপ্রকারে সম্প্রবিষ্ট হইয়া আছে, [সেই শরীরমধ্যেই] এই অণুপরিমাণ আত্মাকে [বিশুদ্ধ] চিত্তের দ্বারা অবগত হইতে হইবে", ইত্যাদি।১ [যদি বলা হয়—দুর্জ্ঞেয় হওয়ায় পরমাত্মাই অণুশব্দের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর প্রাণের সহিত সম্বন্ধবশতঃ এই জীবই অণুরূপে অভিহিত হইয়াছে, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।২ এইরূপে উন্মানও (—অত্যন্ত ক্ষুদ্রপরিমাণও) জীবের অণিমা (—ক্ষুদ্রতা) বোধ করাইতেছে, যথা—"কেশাগ্রের শতভাগের [এক ভাগকে পুনঃ] শতভাগ কল্পনা করিলে, তাহাকে জীবের ভাগরূপে (—পরিমাণরূপে)

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাগো জীবঃ সঃ বিজ্ঞেয়ঃ" (শ্বেঃ ৫।৯) ইতি।৩ "আরাগ্রমাত্রঃ হি অবরোঽপি দৃষ্টঃ" (শ্বেঃ ৫।৮) ইতি চ উন্মানান্তরম্।৪॥২।৩।২২॥

ভাষ্যানুবাদ

অবগত হইতে হইবে", ইত্যাদি।৩ আর "আরার (১।৪১০ পৃঃ) অগ্রভাগের ন্যায় পরিমাণবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত অপকৃষ্টপরিমাণযুক্তরূপে পরিদৃষ্ট", এইপ্রকার অন্য উন্মানও শ্রুত হইতেছে।৪॥২।৩।২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্-ননু অণুত্বে সতি একদেশস্থস্য সকলদেহগতোপলব্ধিঃ বিরুধ্যতে।১ দৃশ্যতে চ জাহ্নবীহ্রদনিমগ্নানাং সর্ব্বাঙ্গশৈত্যোপলব্ধিঃ নিদাঘসময়ে চ সকলশরীরপরিতাপোপলব্ধিঃ ইতি।২ অতঃ উত্তরং পঠতি—

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—] কিন্তু [জীব] অণু হইলে [শরীরের] একাংশে যাহা অবস্থিত, তাহার সমগ্র দেহব্যাপী উপলব্ধি বিরুদ্ধ হইয়া পড়িতেছে।১ আর দেখাও যাইতেছে—জাহ্নবী ও হ্রদে নিমগ্ন পুরুষগণের সর্ব্বাঙ্গে শৈত্যের উপলব্ধি হয় এবং গ্রীষ্মকালে সমগ্র শরীরে তাপের উপলব্ধি হয়। [অতএব দেহব্যাপী উপলব্ধি অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া জীব অণুপরিমাণ নহে] ইত্যাদি।২ এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হওয়ায়, একদেশী] উত্তর দিতেছেন—

[একদেশী সূত্র—] **অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥২।৩।২৩॥**

পদচ্ছেদ—অবিরোধঃ, চন্দনবৎ।

সূত্রার্থ—চন্দনবৎ—যথা শরীরৈকদেশস্থঃ চন্দনবিন্দুঃ শরীরব্যাপি সুখং জনয়তি, [তথা অণুঃ জীবঃ অপি দেহব্যাপিনং শৈত্যাদ্যুপলম্ভং করিষ্যতি ইতি] **অবিরোধঃ**—বিরোধাভাবঃ [সিধ্যতি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—চন্দনবৎ—যেমন শরীরের একদেশে অবস্থিত চন্দনবিন্দু সমগ্রশরীরব্যাপি সুখ উৎপাদন করে, [এইরূপে অণু জীবও সমগ্রদেহব্যাপিনী শৈত্যাদির উপলব্ধিকে সম্পাদন করিবে। এইহেতু] **অবিরোধঃ**—বিরোধের অভাব সিদ্ধ হয়, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা হি হরিচন্দনবিন্দুঃ শরীরৈকদেশসম্বদ্ধোঽপি সন্ সকলদেহব্যাপিনম্ আহ্লাদং করোতি, এবম্ আত্মাঽপি দেহৈকদেশস্থঃ সকলদেহব্যাপিনীম্ উপলব্ধিং করিষ্যতি।১ত্বক্‌সম্বন্ধাৎ চ

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—অণু আত্মার সমগ্রশরীরব্যাপী শৈত্যাদির উপলব্ধিতে যুক্তি।]

হরিচন্দনের (—কুঙ্কুমের) বিন্দু যেমন শরীরের একাংশে সম্বদ্ধ হইলেও সমগ্রশরীরব্যাপিয়া আহ্লাদ উৎপাদন করে, এইপ্রকারে দেহের একাংশে অবস্থিত [অণুপরিমাণ] আত্মাও সমগ্রদেহব্যাপী [শৈত্যাদির] উপলব্ধি করিবে।১ [এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর [সমগ্রদেহ ব্যাপী] ত্বকের সহিত সম্বন্ধ

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্য সকলশরীরগতা বেদনা ন বিরুধ্যতে, ত্বগাত্মনোঃ হি সম্বন্ধঃ কৃৎস্নায়াং ত্বচি বর্ত্ততে, ত্বক্ চ কৃৎস্নশরীরব্যাপিনী ইতি ।২॥২।৩।২৩॥

ভাষ্যানুবাদ

বশতঃ ইহার (—জীবের) সমগ্রশরীরগত বেদনা (—জ্ঞান) বিরুদ্ধ হইতেছে না, যেহেতু ত্বক্ ও আত্মার সম্বন্ধ সমগ্র ত্বকে বর্ত্তমান থাকে (৩), আবার সেই ত্বক্ সমগ্রশরীরব্যাপী ।২॥২।৩।২৩॥

[একদেশী সূত্র—] অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ধৃদি হি ॥২।৩।২৪॥

পদচ্ছেদ—অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ, ইতি, চেৎ, ন, অভ্যুপগমাৎ, হৃদি, হি।

সূত্রার্থ—[দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ বৈষম্যম্ আশঙ্ক্য পরিহরতি—নাত্র চন্দনদৃষ্টান্তঃ সঙ্গচ্ছতে], **অবস্থিতিবৈষম্যাৎ**—চন্দনবিন্দোঃ শরীরৈকদেশে অবস্থিতিঃ সকলদেহাহ্লাদনং চ প্রত্যক্ষেণ জ্ঞায়তে, জীবস্য তু সকলদেহোপলব্ধিমাত্রং প্রত্যক্ষং, ন চন্দনবৎ একদেশবর্ত্তিত্বম্ ইতি অতুল্যত্বাৎ, [ব্যাপিশৈত্যাদ্যুপলব্ধিরূপকার্য্যেণ জীবস্য মহত্ত্বকল্পনং যুক্তম্] **ইতি চেৎ? ন,** [কুতঃ?] **অভ্যুগমাৎ**—জীবস্য অণুত্বাঙ্গীকারাৎ। [তৎ কস্মাৎ? উচ্যতে—] **হি**—যতঃ, **হৃদি**—অল্পপরিমাণে হৃদয়ে "হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ" (বৃঃ ৪।৩।৭), ইত্যাদিরূপেণ জীবঃ পঠ্যতে। [অতঃ জীবস্যাপি অণুত্বেন একদেশবর্ত্তিত্বসম্ভবাৎ ন বৈষম্যম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে বৈষম্য আশঙ্কা করিয়া পরিহার করিতেছেন—এই স্থলে চন্দনদৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতেছে না], **অবস্থিতিবৈষম্যাৎ**—শরীরের একাংশে চন্দনবিন্দুর অবস্থিতি এবং সমগ্র শরীরে সুখপ্রদান প্রত্যক্ষদ্বারাই অবগত হওয়া যায়। জীবের কিন্তু সমগ্র শরীরে উপলব্ধিমাত্রই প্রত্যক্ষ, চন্দনের ন্যায় একদেশস্থতা নহে, এইপ্রকারে [দৃষ্টান্ত-চন্দন ও দর্ষ্টান্তিক আত্মা] তুল্য না হওয়ায়, [শরীরব্যাপী শৈত্যাদির উপলব্ধিরূপ কার্য্যের দ্বারা জীবের মহৎপরিমাণতা কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত], **ইতি চেৎ**—যদি এইপ্রকার বলা হয়, [তদুত্তরে একদেশী বলেন—] **ন**—তাহা বলা যায় না, [কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **অভ্যুপগমাৎ**—যেহেতু জীবের অণুত্ব অঙ্গীকার করা হয়। [কোন্ প্রমাণবলে তাহা

ভাবদীপিকা

(৩) **আশঙ্কা** হয়—অণু আত্মার সহিত ত্বকের সম্বন্ধ ত্বকের একাংশেই হইয়া থাকে, সমগ্র ত্বকে নহে। সুতরাং ত্বক্ ও আত্মার সম্বন্ধ সমগ্র ত্বকে বর্ত্তমান থাকে, ইহা কিপ্রকারে বলা যায়? তদুত্তরে **বৈশেষিক** বলেন—সমবায়রূপ অভেদসম্বন্ধে সম্বদ্ধ অযুতসিদ্ধ (৩২২ পৃঃ, ২৯ ভাবদীঃ) অবয়ব ও অবয়বী অভিন্ন পদার্থ হওয়ায় কপালস্পর্শে ঘটস্পর্শের ন্যায়, ত্বকের একাংশে আত্মসংযোগ হইলেও তাহা সমগ্র ত্বগ্রূপ অবয়বিনিষ্ঠই হইয়া থাকে। ইহা অঙ্গীকার না করিলে ঘটরূপ অবয়বীকে স্পর্শ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইবে না, কারণ সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি, ঘটের একাংশেই তাহা বর্ত্তমান থাকে। অতএব ত্বগাত্মসংযোগ ত্বকের একাংশে হইলেও সমগ্র ত্বকে তাহা বর্ত্তমান থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

করা হয় ? উত্তর—] হি—যেহেতু, হৃদি—"হৃদয়ের অভ্যন্তরে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ", ইত্যাদি প্রকারে অল্পপরিমাণ হৃদয়ে জীব পঠিত হইতেছে। [অতএব অণু হওয়ায় জীবেরও একদেশে অবস্থিতি সম্ভব বলিয়া বৈষম্য হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অত্রাহ—যদুক্তম্ "অবিরোধঃ চন্দনবৎ" (২।৩।২৩) ইতি, তদযুক্তং দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ অতুল্যত্বাৎ।১ সিদ্ধে হি আত্মনঃ দেহৈকদেশস্থত্বে চন্দনদৃষ্টান্তঃ ভবতি।২ প্রত্যক্ষং তু চন্দনস্য অবস্থিতিবৈশেষ্যম্ একদেশস্থত্বং সকলদেহাহ্লাদনং চ।৩ আত্মনঃ পুনঃ সকলদেহোপলব্ধিমাত্রং প্রত্যক্ষং, ন একদেশবর্ত্তিত্বম্।৪ অনুমেয়ং তু তৎ ইতি যদপি উচ্যেত।৫ ন চ অত্র অনুমানং সম্ভবতি।৬ কিম্ আত্মনঃ সকলশরীরগতা বেদনা ত্বগিন্দ্রিয়স্য ইব সকলদেহব্যাপিনঃ সতঃ, কিংবা বিভোঃ নভসঃ ইব, আহোস্বিৎ চন্দনবিন্দোঃ ইব অণোঃ একদেশস্থস্য ইতি সংশয়ানতিবৃত্তেঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সংশয়—দৃষ্টান্তবৈষম্য ও অনুমানের অসম্ভাবনাবশতঃ জীব অণুপরিমাণ নহে।]

এই স্থলে [অপরে] বলেন—"চন্দনবিন্দুর ন্যায় সমগ্রদেহগত উপলব্ধিতে বিরোধ হয় না", এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে; যেহেতু [চন্দনবিন্দু ও আত্মরূপ] দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের তুল্যতা নাই।১ যেহেতু দেহের একদেশে আত্মার অবস্থিতি সিদ্ধ হইলে চন্দনদৃষ্টান্ত সিদ্ধ হয়, [দেহের একদেশে আত্মার অবস্থিতি কিন্তু সিদ্ধ হয় নাই]।২ [শরীরের] একদেশে চন্দনের বর্ত্তমানতারূপ বিশেষ অবস্থিতি এবং সমগ্র শরীরে আহ্লাদ উৎপাদন কিন্তু প্রত্যক্ষ।৩ পরন্তু সমগ্র দেহে আত্মার উপলব্ধিমাত্র প্রত্যক্ষ, একদেশে অবস্থিতি নহে। [অতএব জীবের অণুতাবিষয়ে সন্দেহ থাকায় সমগ্রশরীরব্যাপী উপলব্ধিবশতঃ তাহাকে ব্যাপিরূপে অঙ্গীকার করাই সঙ্গত]।৪ আর তাহা (—আত্মার অণুতা) কিন্তু অনুমেয় (৪), এই যাহা বলা হয়।৫ [তদুত্তরে অপর পক্ষ বলেন—] এই স্থলে অনুমান সম্ভব নহে।৬ [কেন নহে? তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু আত্মার যে সমগ্রশরীরব্যাপী [সুখদুঃখের] অনুভব, তাহা কি ত্বগিন্দ্রিয়ের ন্যায় [আত্মা] সমগ্রশরীরব্যাপী বলিয়া হয়, কিম্বা [তাহা] বিভু আকাশের ন্যায় 'ব্যাপক বলিয়া' হয়, অথবা চন্দনবিন্দুর ন্যায় [শরীরের] একদেশে অবস্থিত অণুপরিমাণ আত্মার তাহা হয়, এইপ্রকার সংশয়ের অতিবৃত্তি (—অতিক্রমণ, নিবৃত্তি) হয় না (৫)।৭

ভাবদীপিকা

(৪) শঙ্কাকর্ত্তার অনুমানের আকার এই—'আত্মা অণুপরিমাণঃ ব্যাপিকার্য্যকারিত্বাৎ, চন্দনবিন্দুবৎ'।

(৫) অপরকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত অনুমানে ত্বগিন্দ্রিয়ান্তর্ভাবে ও আকাশান্তর্ভাবে সাধারণসব্যভিচার প্রদর্শিত হইল। তাহা এইপ্রকার—ব্যাপিকার্য্যকারিত্বরূপ হেতু ত্বগিন্দ্রিয়েও

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি ।৭ অত্র উচ্যতে—নায়ং দোষঃ ।৮ কস্মাৎ ? ৯ অভ্যুপগমাৎ ।১০ অভ্যুপগম্যতে হি আত্মনঃ অপি চন্দনস্য ইব দেহৈকদেশবৃত্তিত্বম্ অবস্থিতিবৈশেষ্যম্ ।১১ কথম্ ইতি ? ১২ উচ্যতে—হৃদি হি এষঃ আত্মা পঠ্যতে বেদান্তেষু ।১৩ "হৃদি হি এষঃ আত্মা" (প্রঃ ৩।৬), **"সঃ বৈ এষঃ আত্মা হৃদি"** (ছাঃ ৮।৩।৩), **"কতমঃ আত্মা ইতি, যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ"** (বৃঃ ৪।৩।৭) **ইত্যাদ্যুপদেশেভ্যঃ ।১৪ তস্মাৎ দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ অবৈষম্যাৎ যুক্তম্ এব এতৎ "অবিরোধশ্চন্দনবৎ" ইতি ।১৫॥২।৩।২৪॥**

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—আগমবলে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকের বৈষম্য পরিহারদ্বারা জীবের অণুতা খ্যাপন।]

এই বিষয়ে বলা হইতেছে, ইহা দোষ নহে ।৮ কেন নহে ?৯ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু অঙ্গীকার করা হয় ।১০ [কি অঙ্গীকার করা হয় ? উত্তর—] যেহেতু চন্দনবিন্দুর ন্যায় আত্মারও দেহের একাংশে বর্ত্তমানতারূপ 'বিশেষ অবস্থিতি' অঙ্গীকার করা হয় ।১১ কেন করা হয় ?১২ [তাহা] কথিত হইতেছে—যেহেতু উপনিষৎসকলে এই আত্মা হৃদয়ে পঠিত হইতেছেন।১৩ [তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—] "এই আত্মা হৃদয়েই অবস্থান করেন", "সেই এই আত্মা হৃদয়েই বর্ত্তমান", "আত্মা কোন্‌টী ? এই যিনি ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে বিজ্ঞানময় (—বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত), হৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ", ইত্যাদি উপদেশসকল হইতে 'হৃদয়রূপ শরীরৈকদেশে আত্মার অবস্থিতি অবগত হওয়া যায়' ।১৪ সেইহেতু (—২।৩।২২ সূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রুতিসকল হইতে জীবের অণুতা এবং এই স্থলে উদ্ধৃত শ্রুতিসকল হইতে জীবের শরীরৈকদেশে অবস্থিতি নিশ্চিত হওয়ায় প্রত্যক্ষের দ্বারা যেমন চন্দন বিন্দুর একদেশস্থতা অবগত হওয়া যায়, আগমপ্রমাণদ্বারাও তদ্রূপ আত্মার তাহা অবগত হওয়া যায় বলিয়া) দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের বৈষম্য হয় না; সেইহেতু 'অবিরোধশ্চন্দনবৎ', ইহা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত ।১৫॥২।৩।২৪॥

[একদেশী সূত্র—] গুণাদ্বা লোকবৎ ॥২।৩।২৫॥

পদচ্ছেদ—গুণাৎ, বা, লোকবৎ।

সূত্রার্থ—[সাবয়বত্বাৎ চন্দনবিন্দোঃ অণুসঞ্চারেণ দেহব্যাপ্তিঃ উপপদ্যতে, ন তু আত্মনঃ

ভাবদীপিকা

আছে, তাহা কিন্তু অণুপরিমাণ নহে, পরন্তু সমগ্রশরীরব্যাপী (—মধ্যমপরিমাণ)। অতএব হেতুটীর সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব হইয়া পড়িল। এইরূপে অবকাশদানাদি কার্য্যের দ্বারা আকাশ সর্ব্বত্রই উপলব্ধ হওয়ায় 'ব্যাপিকার্য্যকারিতা' হেতু তাহাতে থাকে, অণুপরিমাণতা কিন্তু সেই স্থলে নাই, কারণ আকাশ বিভু পদার্থ। অতএব আত্মার অণুপরিমাণতা অনুমেয় নহে। এক্ষণে একদেশী শ্রুতির প্রামাণ্যবলেই জীবের অণুপরিমাণতা নিরূপণ করিতেছেন— অত্র। 'এই বিষয়ে' ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

অনবয়বস্তু অণুসঞ্চারঃ সম্ভবী। তস্মাৎ অস্তি বৈষম্যম্ ইতি কেচিৎ মন্যন্তে। তান্ প্রতি ইদম্ উচ্যতে—] বাশব্দেন—চন্দনদৃষ্টান্তাপরিতোষঃ সূচিতঃ। **লোকবৎ**—যথা লোকে গৃহনিষ্ঠপ্রদীপস্য অল্পত্বেঽপি প্রভাত্মকগুণবশাৎ গৃহব্যাপিপ্রকাশাদিকার্য্যং সম্ভবতি, তদ্বৎ, [আত্মনঃ অণুত্বেঽপি তন্নিষ্ঠস্য] **গুণাৎ**—জ্ঞানগুণস্য ব্যাপকত্বাঙ্গীকারাৎ [ব্যাপকগুণাৎ ব্যাপিকার্য্যং ভবিষ্যতি। অতঃ ন বৈষম্যম্ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[সাবয়ব হওয়ায় চন্দনবিন্দুর পরমাণুসকলের সঞ্চরণদ্বারা সমগ্র দেহকে ব্যাপন করা সঙ্গত, কিন্তু নিরবয়ব আত্মার পরমাণুসঞ্চরণ সম্ভব নহে। সেইহেতু বৈষম্য আছে, ইহা কেহ কেহ মনে করেন। তাঁহাদিগের প্রতি ইহা কথিত হইতেছে—] বাশব্দটির দ্বারা—চন্দনদৃষ্টান্তে অপরিতোষ সূচিত হইয়াছে। **লোকবৎ**—যেমন লোকমধ্যে গৃহস্থিত প্রদীপ ক্ষুদ্র হইলেও প্রভারূপ গুণের বলে সমগ্রগৃহব্যাপি প্রকাশাদি কার্য্য সম্ভব হয়, তাহার ন্যায়, [আত্মা অণু হইলেও তদাশ্রিত] **গুণাৎ**—জ্ঞানরূপ গুণের ব্যাপকতা অঙ্গীকার করা হয় বলিয়া [ব্যাপক গুণবশতঃ ব্যাপি কার্য্য (—সমগ্র শরীরে শৈত্যাদির উপলব্ধি) সম্ভব হইবে। অতএব বৈষম্য নাই, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

চৈতন্যগুণব্যাপ্তেঃ বা অণোরপি সতঃ জীবস্য সকলদেহব্যাপি কার্য্যং ন বিরুধ্যতে।১ যথা লোকে মণিপ্রদীপপ্রভৃতীনাম্ অপবরকৈকদেশবর্ত্তিনাম্ অপি প্রভা অপবরকব্যাপিনী সতী কৃৎস্নে অপবরকে কার্য্যং করোতি, তদ্বৎ।২ স্যাৎ কদাচিৎ চন্দনস্য সাবয়বত্বাৎ সূক্ষ্মাবয়ববিসর্পণেনাপি সকলদেহে আহ্লাদয়িতৃত্বং, ন তু অণোঃ জীবস্য অবয়বাঃ সন্তি যৈঃ অয়ং সকলদেহং বিপ্রসর্পেৎ ইতি আশঙ্ক্য 'গুণাদ্বা লোকবৎ' ইতি উক্তম্ ।৩।২।৩।২৫।

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—প্রদীপাদিপ্রভার ন্যায় অণু জীবাশ্রিত অণু জ্ঞান সঙ্কোচবিকাশশীল হওয়ায় সমগ্রদেহে অনুভব সম্ভব।]

অথবা চৈতন্যরূপ গুণের ব্যাপ্তি থাকায় (৬) জীব অণুপরিমাণ হইলেও, তাহার সকলদেহব্যাপি [শৈত্যাদির অনুভবরূপ] কার্য্য বিরুদ্ধ নহে।১ যেমন লোকমধ্যে অপবরকের (—আবরক গৃহাদির) একাংশে অবস্থিত হইলেও মণি ও প্রদীপ প্রভৃতির প্রভা অপবরকব্যাপিনী হওয়ায় সমগ্র অপবরকে [প্রকাশনরূপ] কার্য্য করে, তদ্রূপ।২ [এই সূত্র কেন রচিত হইল, তাহা বলিতেছেন—] চন্দন সাবয়ব পদার্থ হওয়ায় তাহার সূক্ষ্ম অবয়বসকলের বিসর্পণের (—বিকিরণের) দ্বারা কদাচিৎ সমগ্র দেহে আহ্লাদ উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু অণু জীবের বহু অবয়ব নাই,

ভাবদীপিকা

(৬) অভিপ্রায় এই—আত্মা অণুপরিমাণ হওয়ায় তাহার জ্ঞানরূপ গুণও স্বভাবতঃই অণুপরিমাণ। সুতরাং সমগ্রদেহব্যাপি অনুভবরূপ কার্য্য তাহার দ্বারা সম্ভব নহে। এইপ্রকার আশঙ্কা সম্ভব হওয়ায় একদেশী বলিতেছেন—তোমাদের সঙ্কোচবিকাশশীল অন্তঃকরণের ন্যায় আমাদের অণু আত্মার অণুপরিমাণ জ্ঞানগুণও সঙ্কোচবিকাশশীল, সেইহেতু তাহার দ্বারা আবশ্যকতানুসারে সমগ্র শরীরব্যাপ্তির দ্বারা শৈত্যাদির উপলব্ধি সম্ভব।

ভাষ্যানুবাদ

যেসকলের দ্বারা তাহা সমগ্র শরীরে বিস্তৃতিলাভ করিবে, এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া "গুণাদ্বা লোকবৎ" ইহা কথিত হইয়াছে।৩।২।৩।২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কথং পুনঃ গুণঃ গুণিব্যতিরেকেণ অন্যত্র বর্ত্তেত?১ নহি পটস্য শুক্লঃ গুণঃ পটব্যতিরেকেণ অন্যত্র বর্ত্তমানঃ দৃশ্যতে।২ প্রদীপপ্রভাবৎ ভবেৎ ইতি চেৎ?৩ ন, তস্যাঃ অপি দ্রব্যত্বাভ্যুপগমাৎ।৪ নিবিড়াবয়বং হি তেজোদ্রব্যং প্রদীপঃ, প্রবিরলাবয়বং তু তেজোদ্রব্যম্ এব প্রভা ইতি।৫ অতঃ উত্তরং পঠতি—

[শঙ্কা—গুণিব্যতিরেকে গুণ থাকে না বলিয়া অণু আত্মার জ্ঞানগুণের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গীন উপলব্ধি অসম্ভব।]

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—] আচ্ছা গুণিব্যতিরেকে (—গুণীকে ছাড়িয়া) গুণ কিপ্রকারে অন্যত্র বর্ত্তমান থাকিবে?১ যেহেতু বস্ত্রের শুক্ল গুণ (—বর্ণ) বস্ত্রব্যতিরেকে অন্যত্র বর্ত্তমান থাকে, ইহা পরিদৃষ্ট হয় না (১)। [সুতরাং অণু আত্মার অণু জ্ঞানগুণ আত্মব্যতিরিক্ত দেশে বিকাশশীল হইয়া সার্ব্বাঙ্গীন উপলব্ধির হেতু হইতে পারে না]।২ যদি বল—প্রদীপের প্রভার ন্যায় হইবে।৩ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] তাহা বলা যায় না, যেহেতু তাহাকেও (—প্রভাকেও) দ্রব্যরূপে অঙ্গীকার করা হয়, [গুণরূপে নহে]।৪ [কিন্তু প্রদীপ ও প্রভা উভয়ই তেজোরূপ দ্রব্য হইলে, তাহাদের বিভিন্নতা প্রতীত হয় কেন? উত্তর—] নিবিড়াবয়ব (—ঘনীভূত অবয়বযুক্ত) তেজোরূপ দ্রব্যই প্রদীপ, কিন্তু প্রবিরলাবয়ব তেজোদ্রব্যই প্রভা। [সেইহেতু তাহার প্রসর্পণ সম্ভব, জ্ঞান গুণ হওয়ায় গুণিব্যতিরিক্তদেশে তাহা সম্ভব নহে]।৫ এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হয় বলিয়া, একদেশী] উত্তর দিতেছেন—

[একদেশী সূত্র—] ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥২।৩।২৬॥

সূত্রার্থ—[পুষ্পবাটিকাতঃ দূরে পর্য্যটতঃ পুংসঃ গন্ধোপলম্ভদর্শনাৎ] **গন্ধবৎ**—যথা গুণস্যাপি সতঃ গন্ধস্য গুণিব্যতিরেকেণ বৃত্তিঃ অবগম্যতে, তদ্বৎ ; [আত্মগুণস্য জ্ঞানস্য] **ব্যতিরেকঃ**—অন্যত্র বৃত্তিঃ [সম্ভবতি। অতঃ অণোঃ আত্মনঃ সকলদেহগতোপলব্ধিঃ ন বিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[পুষ্পোদ্যান হইতে দূরে পর্য্যটনকারী পুরুষের গন্ধোপলব্ধি পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া] **গন্ধবৎ**—গন্ধ গুণ হইলেও যেমন তাহার গুণী হইতে ভিন্নদেশে বৃত্তি (—ব্যাপ্তি) অবগত হওয়া যায়, তাহার ন্যায় ; [আত্মার গুণ জ্ঞানের] **ব্যতিরেকঃ**—অন্যত্র বৃত্তি সম্ভব। [অতএব অণু আত্মার সমগ্রদেহগত উপলব্ধি বিরুদ্ধ হইতেছে না]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা গুণস্যাপি সতঃ গন্ধস্য গন্ধবদ্দ্রব্যব্যতিরেকেণ বৃত্তিঃ

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—পুষ্পাশ্রিত গন্ধের দূরে প্রসরণের ন্যায় অণু আত্মাশ্রিত জ্ঞানগুণও সর্ব্বাঙ্গীন শৈত্যাদি উপলব্ধির হেতু।]

যেমন গুণ হইলেও গন্ধযুক্ত দ্রব্যব্যতিরেকে (—দ্রব্যকে ছাড়িয়া) গন্ধের বৃত্তি

ভাবদীপিকা

(১) এখানে প্রদর্শিত অনুমান এই—জ্ঞানং ন গুণিব্যতিরিক্তদেশব্যাপি গুণত্বাৎ, রূপবৎ।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবতি, অপ্রাপ্তেষু অপি কুসুমাদিষু গন্ধবৎসু কুসুমগন্ধোপলব্ধেঃ।১ এবম্ অণোরপি সতঃ জীবস্য চৈতন্যগুণব্যতিরেকঃ ভবিষ্যতি।২ অতশ্চ অনৈকান্তিকম্ এতৎ 'গুণত্বাৎ রূপাদিবৎ আশ্রয়বিশ্লেষানুপপত্তিঃ' ইতি, গুণস্য এব সতঃ গন্ধস্য আশ্রয়বিশ্লেষদর্শনাৎ।৩ গন্ধস্যাপি সহৈব আশ্রয়েণ বিশ্লেষঃ ইতি চেৎ ?৪ ন, যস্মাৎ মূলদ্রব্যাৎ বিশ্লেষঃ তস্য ক্ষয়প্রসঙ্গাৎ।৫ অক্ষীয়মাণম্ অপি তৎ পূর্ব্বাবস্থাতঃ গম্যতে।৬ অন্যথা তৎপূর্ব্বাবস্থৈঃ গুরুত্বাদিভিঃ হীয়েত।৭ স্যাদেতৎ,গন্ধাশ্রয়াণাং বিশ্লিষ্টানাম্ অবয়বানাম্ অল্পত্বাৎ সন্ অপি বিশেষঃ ন উপলক্ষ্যতে।৮ সূক্ষ্মাঃ হি গন্ধপরমাণবঃ সর্ব্বতঃ বিপ্রসৃপ্তাঃ গন্ধবুদ্ধিম্ উৎপাদয়ন্তি নাসিকাপুটম্

ভাষ্যানুবাদ

(—ব্যাপ্তি, উপলব্ধ] হয়, যেহেতু গন্ধযুক্ত কুসুম প্রভৃতির প্রাপ্তি না হইলেও কুসুমের গন্ধ উপলব্ধ হয়।১ এইপ্রকারে জীব অণুপরিমাণ হইলেও চৈতন্যরূপ গুণের ব্যতিরেক (—আত্মব্যতিরিক্ত দেশে ব্যাপ্তি) হইবে।২ আর এইহেতু ['জ্ঞান] রূপাদির ন্যায় গুণপদার্থ হওয়ায় আশ্রয় (—গুণী) হইতে তাহার বিশ্লেষ সঙ্গত নহে', ইহা অনৈকান্তিক (৮) হইয়া পড়ে, যেহেতু গুণ হইলেও গন্ধের আশ্রয়বিশ্লেষ (—আশ্রয়চ্যুত হইয়া দূরে ব্যাপ্তি) পরিদৃষ্ট হয়।৩ যদি বলা হয়—গন্ধেরও [ক্ষিতিপরমাণুরূপ] আশ্রয়ের সহিতই [পুষ্প হইতে] বিশ্লেষ (—বিচ্যুতি) হয়। [সুতরাং উক্ত হেত্বাভাস হয় না।৪ তদুত্তরে একদেশী বলেন—] তাহা বলা যায় না, যেহেতু যে মূল দ্রব্য হইতে [পরমাণুর] বিশ্লেষ হয়, তাহার ক্ষয় হইয়া পড়িবে।৫ কিন্তু তাহা (—সেই পুষ্পাদি মূল দ্রব্য) পূর্ব্বাবস্থা হইতে অক্ষীয়মাণরূপেই অবগত হওয়া যায়।৬ অন্যথা (—উক্ত মূল দ্রব্যের ক্ষয় হইলে) তাহা পূর্ব্বাবস্থার গুরুত্ব প্রভৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িত (—ওজন হ্রাস হইত, তাহা কিন্তু হয় না]।৭ [শঙ্কা—] কিন্তু এমনও হইতে পারে, গন্ধের আশ্রয়ভূত বিশ্লিষ্ট অবয়বসকল অল্প হওয়ায় [পুষ্পাদি মূল দ্রব্যের] বিশেষ (—গুরুত্বহ্রাসবশতঃ বৈষম্য) হইলেও তাহা পরিলক্ষিত হয় না।৮ [যদি বলা হয়—অবয়বে আশ্রিত গন্ধ উপলব্ধ হইলে সেই অবয়বসকলেরও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না, কেন ? তদুত্তরে শঙ্কাকর্ত্তা বলিতেছেন—] সকল দিকে বিকীর্ণ গন্ধবাহী সূক্ষ্ম পরমাণুসকলই নাসিকা-

ভাবদীপিকা

(৮) এই স্থলে ৭ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত অনুমানে একদেশিকর্ত্তৃক গন্ধান্তর্ভাবে সাধারণসব্যভিচার প্রদর্শিত হইল। গুণত্বরূপ হেতুটী গন্ধরূপ গুণেও থাকে, সেই গন্ধ কিন্তু কুসুমরূপ গুণী হইতে ভিন্ন দেশেও ব্যাপ্ত হয়। সেইহেতু 'গুণিব্যতিরিক্তদেশব্যাপিত্বরূপ' যে সাধ্যাভাব, গুণত্ব হেতুটী গন্ধান্তর্ভাবে সেই স্থলে চলিয়া যায় বলিয়া হেতুর 'সাধ্যাভাববদ্বৃত্তি' হইয়া পড়ে।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রকাশস্য প্রকাশ্যাভাবাৎ অনভিব্যক্তিঃ, ন স্বরূপাভাবাৎ তদ্বৎ।২০ বৈশেষিকাদিতর্কশ্চ শ্রুতিবিরোধে আভাসীভবতি।২১ তস্মাৎ নিত্যচৈতন্যস্বরূপঃ এব আত্মা ইতি নিশ্চিনুমঃ।২২॥২।৩।১৮॥

ইতি দ্বাদশং জ্ঞাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

অভাববশতঃ হইয়া থাকে, কিন্তু [জীবাত্মার] চৈতন্যের অভাবপ্রযুক্ত নহে।১৯ যেমন আকাশে আশ্রিত যে প্রকাশ (—সূর্য্যকিরণ), প্রকাশ্য বস্তুর অভাববশতঃই তাহার অনভিব্যক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু [তাহার] স্বরূপের অভাববশতঃ নহে (৯)।২০ আর বৈশেষিক প্রভৃতি মতাবলম্বিগণের তর্কও (১০) শ্রুতির সহিত বিরোধ হওয়ায় আভাসীকৃত (—অসৎ তর্করূপে নিরাকৃত) হইয়া পড়িতেছে (১১)।২১ সেইহেতু (—এইরূপে পূর্ব্ববাদীর যুক্তিসকল নিরাকৃত হওয়ায়) আত্মা অবশ্যই নিত্যচৈতন্য-স্বরূপ, ইহা আমরা নিশ্চয় করিতেছি।২২॥২।৩।১৮॥ জ্ঞাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৯) আকাশের বহু উর্ধ্বে সমস্তই তমসাবৃতরূপে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা সূর্য্যালোকের অভাবশতঃ নহে। সূর্য্যালোক আকাশের সেই স্তর ভেদ করিয়াই পৃথিবীর দিকে আগমন করে বলিয়া সেই স্থলে বর্ত্তমান থাকেই, কিন্তু প্রকাশ্য কোন বস্তু বর্ত্তমান না থাকায় সেই স্থলে সেই আলোকের উপলব্ধি হয় না। যাহাহউক্ এইরূপে আত্মার নিত্যচৈতন্যরূপতা সিদ্ধ হওয়ায় পূর্ব্ববাদীর অনুমানটী (১ ভাবদীঃ) স্বরূপাসিদ্ধিদোষগ্রস্ত হইয়া পড়িল, কারণ আত্মরূপ পক্ষে 'চৈতন্যাভাবরূপ' হেতুটী থাকিতেছে না।

(১০) সেই তর্ক এই—(ক) "আত্মা ন জ্ঞানং দ্রব্যত্বাৎ"। (খ) "জীবঃ যদি স্বপ্রকাশঃ স্যাৎ ইন্দ্রিয়রূপজ্ঞানসাধনস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ"। (গ) "আত্মা অনিত্যজ্ঞানগুণবান্ জ্ঞানস্য আত্মমনঃ-সংযোগজন্যত্বাৎ"। (ঘ) "আত্মা স্বসমবেতজ্ঞানবেদ্যঃ আত্মত্বাৎ যঃ ন স্বসমবেতজ্ঞানবেদ্যঃ ন সঃ আত্মা, যথা ঘটঃ"। (ঙ) "আত্মনঃ জ্ঞানস্বরূপত্বে জ্ঞানদ্বৈবিধ্যাপত্তিঃ স্যাৎ", অর্থাৎ "আত্মা জ্ঞানস্বরূপ", ইহা অঙ্গীকৃত হইলে, বিষয়জ্ঞানের জন্য বৃত্তিজ্ঞানও অঙ্গীকরণীয় হওয়ায় 'জ্ঞান দুইপ্রকার' ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহাতে গৌরবদোষ হইয়া পড়ে, ইহাই বৈশেষিকগণের ভাব, ইত্যাদি।

(১১) সিদ্ধান্তীর নিরাকরণপ্রণালী এই—(ক) বৈশেষিকগণ যে জ্ঞানকে 'গুণ' মনে করেন, তাহা সিদ্ধান্তে অঙ্গীকৃত হয় না, "তস্মাৎ দ্রব্যাত্মকতা গুণস্য" (৩২০ পৃঃ ১৪ বাক্য) ইত্যাদি স্থলে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, ইহা "কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব" (বৃঃ ৪।৫।১৩), ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় বলিয়া উক্ত অনুমান শ্রুতিকর্ত্তৃক বাধিতও হইয়া পড়ে। (খ) জ্ঞানসাধনের বৈয়র্থ্যঘটিত তর্কও নিরাকৃত হইয়া পড়ে, কারণ বিষয়জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়রূপ জ্ঞানসাধনের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়াছে (৮ ভাবদীঃ)। (গ) নিরবয়ব আত্মার সহিত মনের সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় জ্ঞানকে আত্মমনঃসংযোগজন্য বলা যায় না। (ঘ) সমবায় নিরাকৃত হওয়ায় (২।২।১৩ সূত্রভাষ্য) জ্ঞানকে আত্মসমবেতরূপে অঙ্গীকার

১৩। উৎক্রান্তিগত্যধিকরণম্। [১৯-৩২ সূত্র]

[উৎক্রান্ত্যধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—অন্তঃকরণরূপ উপাধিযোগে অণুপরিমাণরূপে (—মধ্যমপরিমাণরূপে) প্রতীয়মান ব্রহ্মাভিন্ন জীবের স্বরূপতঃ বিভুত্ব।

অধিকরণসঙ্গতি - পূর্ব্বাধিকরণদ্বয়ে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে প্রতিপাদনের যোগ্যতার জন্য জীবের নিত্যতা ও নিত্যচৈতন্যস্বরূপতা (—স্বয়ংপ্রকাশতা) প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহারা জীবাত্মার অন্তরঙ্গস্বরূপ। তাহার পরিমাণ তদপেক্ষা বহিরঙ্গ। প্রস্তাবিত অধিকরণে জীবের সেই বহিরঙ্গস্বরূপ নির্ণীত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণদ্বয়ের সহিত এই অধিকরণের অন্তর্বহির্ভাবসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

জীবোঽণুঃ সর্ব্বগো বা স্যাদেষোঽণুরিতিবাক্যতঃ।
উৎক্রান্তিগত্যাগমনশ্রবণাচ্চাণুরেব সঃ॥
স্বাভাসবুদ্ধ্যণুত্বেন তদুপাধিত্বতোঽণুতা।
জীবস্য সর্ব্বগত্বং তু স্বতো ব্রহ্মত্বতঃ শ্রুতম্॥

অন্বয়—জীবঃ অণুঃ সর্ব্বগঃ বা স্যাৎ? "এষঃ অণুঃ" ইতি বাক্যতঃ উৎক্রান্তিগত্যাগমনশ্রবণাৎ চ সঃ অণুঃ এব। স্বাভাসবুদ্ধ্যণুত্বেন তদুপাধিত্বতঃ অণুতা, স্বতঃ ব্রহ্মত্বতঃ জীবস্য সর্ব্বগত্বং তু শ্রুতম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বিষয়ঃ পূর্ব্ববৎ। "এষঃ অণুঃ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" (মুঃ ৩।১।৯), ইতি জীবস্য অণুত্বং শ্রুতম্। "মহান্ অজঃ আত্মা যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইত্যাদৌ তু সর্ব্বগত্বম্। এবং বিপ্রতিপত্তেঃ সন্দিহ্যতে—] জীবঃ অণুঃ, সর্ব্বগঃ বা স্যাৎ?

পূর্ব্বপক্ষ—["অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি" (কৌঃ ৩।৩), ইতি জীবস্য উৎক্রান্তিঃ শ্রূয়তে। "চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" (কৌঃ ১।২), ইতি গতিঃ, "তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ ঐতি" (বৃঃ ৪।৪।৬), ইতি আগমনং চ শ্রূয়তে। অতঃ] "এষঃ অণুঃ" ইতি বাক্যতঃ, উৎক্রান্তি-

ভাবদীপিকা

করা যায় না। আর স্বসমবেতজ্ঞানদ্বারা আত্মা নিজেই নিজেকে জানিলে কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধও হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি। [সিদ্ধান্তেও আত্মজ্ঞান মোক্ষহেতু। কিন্তু তাহা হইলেও কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ হয় না, কারণ আত্মা বৃত্তিব্যাপ্য হইলেও ফলব্যাপ্য নহেন (১।১৬৮ পৃঃ)। (৬) লাঘববশতঃ 'আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ' ইহা অঙ্গীকরণীয়। "কামঃ সঙ্কল্পঃ" (বৃঃ ১।৫।৩) ইত্যাদি শ্রুতিবলে অন্তঃকরণের পরিণামাত্মক বৃত্তিসকল জড় হওয়ায় সিদ্ধান্তে জ্ঞানের বৈবিধ্যরূপ গৌরবদোষ হয় না। চিৎপ্রতিবিম্বযুক্ত হওয়ায় [অথবা চৈতন্যের অবচ্ছেদক হওয়ায়] "বৃত্তিকে গৌণভাবে জ্ঞান বলা হয়" (বেঃ পরিভাষা), ইত্যাদি। এইপ্রকারে "পশ্যংশ্চক্ষুঃ" (বৃঃ ১।৪।৭) ইত্যাদি অনিত্যজ্ঞানবোধিকা শ্রুতিসকল জড় অন্তঃকরণবৃত্তিকেই সমর্পণ করে বলিয়া (৮ ভাবদীঃ) তাহার বলে "প্রজ্ঞানঘনঃ" (বৃঃ ৪।৫।১৩) ইত্যাদি স্বপ্রকাশতা প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকলকে অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করা (২ ভাবদীঃ) যায় না, পরন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিকেই শেষোক্ত শ্রুতির অনুকূলে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহা নিশ্চিত হইল। ফলে শ্রুতির বিরুদ্ধকথনাশঙ্কা নিরাকৃত হইয়া তাহার প্রামাণ্য ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সমন্বয় সিদ্ধ হইল। জ্ঞাধিকরণ সমাপ্ত।

গত্যাগমনশ্রবণাৎ চ সঃ অণুঃ এব। [ন হি উৎক্রান্ত্যাদয়ঃ সর্ব্বগতস্য উপপদ্যন্তে। মধ্যমপরিমাণস্য চ তদুপপত্তৌ অপি অণুশ্রুতিঃ বিরুধ্যতে, অনিত্যত্বং চ দুর্ব্বারং ভবতি। অতঃ জীবঃ অণুঃ ইতি ভাবঃ]।

সিদ্ধান্ত—সাভাসবুদ্ধ্যণুত্বেন তদুপাধিত্বতঃ [জীবস্য] অণুতা, [উৎক্রান্ত্যাদি চ সিধ্যতি]। স্বতঃ ব্রহ্মত্বতঃ জীবস্য সর্ব্বগত্বং তু ["মহান্ অজঃ আত্মা", ইত্যাদি শ্রুতৌ] শ্রুতম্। [তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ জীবঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[বিষয় পূর্ব্ববৎ। "এই অণুপরিমাণ আত্মাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হইবে", ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের অণুপরিমাণতা শ্রুত হইয়াছে। "ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে এই যে বিজ্ঞানময় মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা", ইত্যাদি শ্রুতিতে কিন্তু তাহার সর্ব্বগতত্ব শ্রুত হইয়াছে। এই-প্রকারে বিরোধবশতঃ সন্দেহ হইতেছে—] জীব অণুপরিমাণ, অথবা সর্ব্বগত ?

পূর্ব্বপক্ষ—["এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে", এইপ্রকারে জীবের উৎক্রমণ শ্রুত হইতেছে। "তাহারা সকলে চন্দ্রলোকে গমন করে", এইপ্রকারে গতি এবং "সেই লোক হইতে পুনরায় আগমন করে", এইপ্রকারে আগমন শ্রুত হইতেছে। এইহেতু] "এই অণুপরিমাণ আত্মা", এইপ্রকার বাক্য থাকায় এবং উৎক্রান্তি, গমন ও আগমন শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় সে (—জীব) অবশ্যই অণুপরিমাণ। [দেখ, যাহা সর্ব্বগত, তাহার উৎক্রমণ প্রভৃতি নিশ্চয়ই সম্ভব নহে। আর যাহা মধ্যমপরিমাণ (১) তাহার তাহা (—উৎক্রমণ প্রভৃতি) সম্ভব হইলেও অণুত্ব-প্রতিপাদিকা শ্রুতি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অনিত্যতাও দুর্ব্বার হইয়া পড়ে। অতএব জীব অণুপরিমাণ, ইহাই ভাব]।

সিদ্ধান্ত—আভাস (—চিৎপ্রতিবিম্ব) সহিত বুদ্ধি অণু (—অসর্ব্বগত) হওয়ায় সেই বুদ্ধিরূপ উপাধিবশতঃ [জীবের] অণুতা (—মধ্যমপরিমাণতা, এবং উৎক্রান্তি প্রভৃতি সিদ্ধ হয়]। কিন্তু স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হওয়ায় জীবের সর্ব্বগতত্ব ["মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা", ইত্যাদি] শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। [অতএব জীব সর্ব্বগত]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, পরমাণুপরিমাণ জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য সম্ভব না হওয়ায় অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয় সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—বিভু (—সর্ব্বগত) হওয়ায় জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য ও ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয় সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

(১) **মধ্যমপরিমাণ**—পরমমহত্ত্বাতিরিক্ত মহৎপরিমাণকে বলে—'মধ্যমপরিমাণ'। আকাশাদির যে পরিমাণ, তাহাকে বলে পরমমহৎ পরিমাণ। যাহা এইপ্রকার পরমমহৎ-পরিমাণযুক্ত নহে, অথচ পরমাণু ও দ্ব্যণুকের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতিসূক্ষ্মও নহে, পরন্তু উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে মহৎ পরিমাণ, তাহাকেই বলা হয়—'মধ্যমপরিমাণ'। ত্রসরেণু পরিমাণ হইতে আরম্ভ করিয়া অস্মদাদির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকলপ্রকার অব্যাপকবস্তুনিষ্ঠ পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ-কেই মধ্যমপরিমাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ফলে জীবের স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের যাহা পরিমাণ, তাহাকেও বলা হয় 'মধ্যমপরিমাণ'। সেইহেতু শরীরপরিমাণ বুঝাইবার জন্য 'মধ্যমপরিমাণ-শব্দের' প্রয়োগ হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে—**পূর্ব্বপক্ষী** এই স্থলে 'অণুপরিমাণশব্দে' 'পরমাণু-পরিমাণকে' এবং **সিদ্ধান্তী** 'মধ্যমপরিমাণকে' গ্রহণ করিতেছেন।

[একদেশী সূত্র—] **উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥২।৩।১৯॥**

সূত্রার্থ—[উৎক্রান্তিশ্চ গতিশ্চ আগতিশ্চ, তাঃ উৎক্রান্তিগত্যাগতয়ঃ, তাসাম্ উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্ ইতি বিগ্রহঃ। "মহান্ অজঃ আত্মা" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি সর্ব্বগতত্বশ্রুতেঃ "এষঃ অণুঃ আত্মা" (মুঃ ৩।১।৯) ইতি অণুত্বশ্রুত্যা বিরোধঃ অস্তি. ন বা, ইতি সন্দেহে, 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। অত্র একদেশী আহ—] উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্—"অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি" (কৌঃ ৩।৩), "চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" (ঐ ১।২), "তস্মাৎ লোকাৎ পুনরৈতি" (বৃঃ ৪।৪।৬), ইতি জীবস্য উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং শ্রবণাৎ [অণুঃ জীবঃ]।

অনুবাদ—['উৎক্রান্তি এবং গতি ও আগতি, তাহারা উৎক্রান্তিগত্যাগতি, তাহাদের ; এইপ্রকার ব্যাসবাক্য বুঝিতে হইবে। "মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা", এই সর্ব্বগতত্বপ্রতি-পাদিকা শ্রুতির, "এই অণুপরিমাণ আত্মা", এই অণুত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতির সহিত বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'আছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। তাহাতে একদেশী বলিতেছেন—] উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্—"এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে", "তাহারা সকলে চন্দ্রলোকে গমন করে", "সেই লোক হইতে পুনরায় আগমন করে", এই-প্রকারে উৎক্রান্তি, গমন ও আগমন শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় [জীব অণুপরিমাণ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইদানীং তু কিংপরিমাণঃ জীবঃ ইতি চিন্ত্যতে।১ কিম্ অণু-পরিমাণঃ, উত মধ্যমপরিমাণঃ, আহোস্বিৎ মহাপরিমাণঃ ইতি ?২ নমু চ ন আত্মা উৎপদ্যতে নিত্যচৈতন্যশ্চ অয়ম্ ইতি উক্তম্।৩ অতশ্চ পরঃ এব আত্মা জীবঃ ইতি আপততি।৪ পরস্য চ আত্মনঃ অনন্তত্বম্ আম্নাতং, তত্র কুতঃ জীবস্য পরিমাণচিন্তাবতারঃ ইতি ?৫ উচ্যতে—সত্যম্ এতৎ, উৎক্রান্তিগত্যাগতিশ্রবণানি তু জীবস্য পরিচ্ছেদং প্রাপয়ন্তি।৬ স্বশব্দেন চ অস্য ক্বচিৎ অণুপরিমাণত্বম্ আম্নায়তে।৭ তস্য সর্ব্বস্য অনাকুলত্বোপপাদনায় অয়ম্ আরম্ভঃ।৮

ভাষ্যানুবাদ

[বিষয় ও সংশয়। অধিকরণারম্ভে হেতু।]

একণে জীব কিপ্রকার পরিমাণবিশিষ্ট, ইহা চিন্তা করা হইতেছে।১ তাহা কি অণুপরিমাণ, অথবা মধ্যমপরিমাণ, অথবা মহাপরিমাণ (—বিভু, সর্ব্বব্যাপক) ? ২ কিন্তু আত্মা উৎপন্ন হয় না এবং নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, ইহা [পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণদ্বয়ে] কথিত হইয়াছে।৩ আর সেইহেতু (—সমানলক্ষণযুক্ত হওয়ায়) পরমাত্মাই জীব, ইহা আসিয়া পড়িতেছে।৪ আবার পরমাত্মার অনন্ততা শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, তাহাতে জীবের পরিমাণবিষয়ক বিচারের অবতারণা কিপ্রকারে হইবে ? ৫ [তদুত্তরে] বলা হইতেছে—হাঁ, ইহা সত্য, কিন্তু উৎক্রান্তি, [চন্দ্রলোকাদিতে] গতি এবং [তথা হইতে] আগমনপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল [অর্থাপত্তিপ্রমাণ-বলে] জীবের পরিচ্ছেদ (—সসীমতা) প্রাপ্ত করাইতেছে।৬ আর কোন কোন স্থলে স্ব (—অণুপরিমাণতা) বোধক শব্দের দ্বারা ইহার (—জীবের) অণুপরিমাণতা

শাঙ্করভাষ্যম্

তত্র প্রাপ্তং তাবৎ উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং শ্রবণাৎ পরিচ্ছিন্নঃ অণুপরিমাণঃ জীবঃ ইতি ।৯ উৎক্রান্তিঃ তাবৎ—"সঃ যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি সহ এব এতৈঃ সর্ব্বৈঃ উৎক্রামতি" (কৌঃ ৩।৩) **ইতি ।১০ গতিরপি—"যে বৈ কে চ অস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসম্ এব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি"** (কৌঃ ১।২) **ইতি ।১১ আগতিরপি—"তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ এতি অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে"** (বৃঃ ৪।৪।৬) **ইতি ।১২ আসাম্ উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং শ্রবণাৎ পরিচ্ছিন্নঃ তাবৎ জীবঃ ইতি প্রাপ্নোতি, নহি বিভোঃ চলনম্ অবকল্পতে ইতি ।১৩ সতি চ পরিচ্ছেদে শরীরপরিমাণত্বস্য আর্হতপরীক্ষায়াং নিরস্তত্বাৎ অণুঃ আত্মা ইতি গম্যতে ।১৪॥২।৩।১৯॥**

ভাষ্যানুবাদ

পঠিত হইতেছে।৭ [অতএব পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বেদ নিশ্চয়ই অপ্রমাণ। তদুত্তরে একদেশী বলিতেছেন—] সেই [শ্রুতিবাক্য] সকলের অনাকূলতা (—পরস্পর অবিরোধ) প্রতিপাদনের জন্য এই [অধিকরণের] আরম্ভ হইয়াছে।৮

[একদেশী—শ্রুতি ও যুক্তিবলে জীবের অণুপরিমাণতা।]

[একদেশী—] তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া গেল—উৎক্রান্তি, গমন ও আগমনের বর্ণনা শ্রুতিতে আছে বলিয়া জীব পরিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ অণুপরিমাণ।৯ উৎক্রান্তি এইপ্রকারে শ্রুত হইতেছে—"সে (—মুমূর্ষু জীব) যখন এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখন এই [বাগাদি ইন্দ্রিয়-] সকলের সহিত উৎক্রমণ করে", ইত্যাদি।১০ গতিও এইপ্রকারে শ্রুত হইতেছে—"আর [বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী] যে কেহ এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে", ইত্যাদি।১১ আগমনও এইপ্রকারে শ্রুত হইতেছে—"কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সেই লোক হইতে পুনরায় এই লোকে আগমন করে", ইত্যাদি।১২ এই উৎক্রান্তি, গতি এবং আগতির বর্ণনা শ্রুতিতে থাকায় জীব পরিচ্ছিন্ন, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, যেহেতু বিভুর (—সর্ব্বব্যাপীর) চলন কল্পনা করা যায় না।১৩ আর পরিচ্ছেদ থাকিলে ['যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা 'অনিত্য', এই যুক্তিবলে] শরীরপরিমাণতা (—মধ্যমপরিমাণতা, ২।২।৩৪ সূত্রভাষ্যে] জৈনমতবাদের পরীক্ষাতে নিরাকৃত হওয়ায় [পরিশেষবশতঃ] আত্মা (—জীব) অণুপরিমাণ, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে।১৪॥২।৩।১৯॥

[একদেশী সূত্র—] স্বাত্মনাচোত্তরয়োঃ ॥২।৩।২০॥

পদচ্ছেদ—স্বাত্মনা, চ, উত্তরয়োঃ।

সূত্রার্থ—[বৈশেষিকাঃ মন্যন্তে—ন আত্মনঃ দেহাৎ নির্গমঃ উৎক্রান্তিঃ, যেন তস্য অণুত্বং স্যাৎ ; অপিতু বিক্রয়দ্বারা গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তিমাত্রেণ 'গ্রামাৎ অয়ম্ উৎক্রান্তঃ, ইতি প্রয়োগদর্শনাৎ স্বামিত্বনিবৃত্তিরেব উৎক্রান্তিশব্দার্থঃ। অণু মনঃ এব তু উৎক্রম্য ভোগদেশং গচ্ছতি ইতি।

তদভ্যুপেত্য জীবস্য অণুত্বসাধনায় আহ—যদপি উৎক্রান্তিঃ দেহস্বাম্যনিবৃত্তিরূপা জীবস্য বিভুত্বে সম্ভবতি, তথাপি] **উত্তরয়োঃ**—উৎক্রান্তেঃ উত্তরয়োঃ গত্যাগত্যোঃ, **স্বাত্মনা**—জীবাত্মনা [সম্বন্ধাৎ তে জীবস্য অণুত্বে সম্ভবতঃ ইত্যর্থঃ। চকারেণ—'গ্রামাৎ উৎক্রান্তঃ' ইতি প্রয়োগঃ গৌণঃ, অতঃ ন তদ্ দৃষ্টান্তঃ ইতি সূচ্যতে।

অনুবাদ—[বৈশেষিকগণ মনে করেন—দেহ হইতে আত্মার নির্গমণ উৎক্রান্তি নহে, যেহেতুবশতঃ তাহার অণুতা হইবে; কিন্তু বিক্রয়ের দ্বারা গ্রামের স্বামিত্বনিবৃত্তিমাত্রের দ্বারা "ইনি গ্রাম হইতে উৎক্রান্ত হইয়াছেন", এইপ্রকার প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া স্বামিত্বনিবৃত্তিই উৎক্রান্তিশব্দের অর্থ। অণু মনই কিন্তু উৎক্রমণকরতঃ ভোগদেশে গমন করে, ইত্যাদি। তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া জীবের অণুপরিমাণতা সাধন করিবার জন্য বলিতেছেন—জীব বিভু হইলে দেহের স্বামিত্বনিবৃত্তিরূপ উৎক্রান্তি যদিও সম্ভব, তাহা হইলেও] **উত্তরয়োঃ**—উৎক্রান্তির পরবর্ত্তী যে গমন ও আগমন, তাহাদের **স্বাত্মনা**—জীবাত্মার সহিত [সম্বন্ধবশতঃ জীব অণুপরিমাণ হইলেই তাহারা (-গমনাগমন) সম্ভব, ইহাই ভাব]। চকারের দ্বারা—'গ্রাম হইতে উৎক্রান্ত' এই প্রয়োগ গৌণ, সেইহেতু তাহা দৃষ্টান্ত নহে, ইহা সূচিত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

উৎক্রান্তিঃ কদাচিৎ অচলতঃ অপি গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তিবৎ দেহস্বাম্যনিবৃত্ত্যা কর্ম্মক্ষয়েণ অবকল্পেত।১ উত্তরে তু গত্যাগতী ন অচলতঃ সম্ভবতঃ।২ স্বাত্মনা হি তয়োঃ সম্বন্ধঃ ভবতি, গমেঃ কর্ত্তৃস্থক্রিয়াত্বাৎ।৩ অমধ্যমপরিমাণস্য চ গত্যাগতী অণুত্বে এব সম্ভবতঃ।৪ সত্যোশ্চ গত্যাগত্যোঃ উৎক্রান্তিঃ অপি অপসৃপ্তিঃ এব দেহাৎ ইতি প্রতীয়তে।৫ ন হি অনপসৃপ্তস্য দেহাৎ গত্যাগতী

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—বৈশেষিকমতবাদ অঙ্গীকার ও অনঙ্গীকার করিয়া জীবের অণুত্ব প্রতিপাদন।]

[বিক্রয়াদির দ্বারা] গ্রামের স্বামিত্বনিবৃত্তির ন্যায় কর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ দেহের স্বামিত্বনিবৃত্তির দ্বারা যাহা চলনশীল নহে, তাহারও উৎক্রান্তি (—মরণ) কদাচিৎ কল্পনা করা যাইতে পারে।১ কিন্তু [উৎক্রান্তির] পরবর্ত্তী যে গমন ও আগমন, তাহারা অচলের পক্ষে সম্ভব নহে।২ [কিন্তু পাকক্রিয়ার আশ্রয় না হইলেও যেমন পুরুষকে পাককর্ত্তা বলা হয়, তদ্রূপ গতির আশ্রয় না হইলেও বিভু জীবকে গন্তা কেন বলা যাইবে না? তদুত্তরে বলিতেছেন—] নিজের আত্মার (—জীবাত্মার) সহিতই তাহাদের (—গমনাগমনের) সম্বন্ধ, কারণ 'গম্‌ধাতুর' অর্থ—কর্ত্তৃনিষ্ঠ ক্রিয়া। [জীব বিভু হইলে তাহা সম্ভব হয় না]।৩ আর যাহা অমধ্যমপরিমাণযুক্ত, তাহার গমনাগমন অণুত্ব হইলেই হয় সম্ভব (২)।৪ ['দেহের স্বামিত্বনিবৃত্তিই বিভু জীবের উৎক্রান্তি', এই বৈশেষিকমতবাদ ত্যাগ করিতেছেন—] আর [জীবের] গমনা-

ভাবদীপিকা

(২) এই স্থলে "জীবঃ অণুপরিমাণঃ অমধ্যমপরিমাণত্বে সতি গতিমত্ত্বাৎ, পরমাণুবৎ", এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাতাম্। ৬ দেহপ্রদেশানাং চ উৎক্রান্তৌ অপাদানত্ববচনাৎ **"চক্ষুষ্টঃ বা মূর্ধ্নঃ বা অন্যেভ্যঃ বা শরীরদেশেভ্যঃ"** (বৃঃ ৪।৪।২) **ইতি।** ৭ **"সঃ এতাঃ তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ হৃদয়ম্ এব অন্ববক্রামতি"** (বৃঃ ৪।৪।১), **"শুক্রম্ আদায় পুনঃ ঐতি স্থানম্"** (বৃঃ ৪।৩।১১), **ইতি চ অন্তরেঽপি শরীরে শারীরস্য গত্যাগতী ভবতঃ।** ৮ **তস্মাদপি অস্য অণুত্বসিদ্ধিঃ।**৭॥২।৩।২০॥

ভাষ্যানুবাদ

গমন থাকিলে উৎক্রান্তিও যে দেহ হইতেই অপসরণ, ইহা প্রতীত হইতেছে।৫ যেহেতু যিনি দেহ হইতে অপসৃত হন না, তাঁহার [বিভিন্ন লোকে] গমনাগমন হয় না। [অতএব দেহস্বামিত্বনিবৃত্তিকেই উৎক্রান্তি বলা যায় না।৬ দেহ হইতে নির্গমনই উৎক্রান্তি, এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "চক্ষু হইতে, মস্তক (—ব্রহ্মরন্ধ্র) হইতে, অথবা শরীরের অন্য কোন দেশ হইতে 'জীব উৎক্রমণ করে", উৎক্রান্তির প্রতি দেহাবয়বসকলের অপাদানতাবোধক এইপ্রকার শ্রুতিবাক্য থাকায় 'দেহ হইতে নির্গমনকেই উৎক্রান্তি বলিতে হইবে'।৭ আবার "সে (—জীব) এই তেজোমাত্রা-(—তেজের অংশভূত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-) সকলকে সম্যগ্‌রূপে গ্রহণ-করতঃ হৃদয়েই আগমন করে", এবং "শুক্রকে (—জ্যোতির্ময় ইন্দ্রিয়সকলকে) গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্থানে (—জাগ্রদবস্থাতে) আগমন করে", এইপ্রকারে শরীরের অভ্যন্তরেও শারীরের (—জীবের) গমনাগমন [শ্রুতিতে বর্ণিত] হইতেছে।৮ সেই হেতুবশতঃও (—বাহিরের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে গমনাগমন হয় বলিয়াও) ইহার (—জীবের) অণুত্ব সিদ্ধ হয়।৭॥২।৩।২০॥

[একদেশী সূঃ-] নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতিচেন্নেতরাধিকারাৎ॥২।৩।২১॥

পদচ্ছেদ—ন, অণুঃ, অতৎ-শ্রুতেঃ, ইতি, চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ।

সূত্রার্থ—[অয়ং জীবঃ] **ন অণুঃ**—ন অণুপরিমাণঃ, [কুতঃ?] **অতচ্ছ্রুতেঃ**—"অনণুঃ" (বৃঃ ৩।৮।৮), "মহান্ অজঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদৌ অণুত্ববিপরীতব্যাপিত্বশ্রবণাৎ ইত্যর্থঃ। **ইতি চেৎ? ন, ইতরাধিকারাৎ**—ইতরস্য জীবভিন্নস্য ব্রহ্মণঃ সর্বেষু বেদান্তেষু প্রধানতয়া জ্ঞেয়ত্বেন প্রকৃতত্বাৎ [তস্যৈব অনণুত্বাদিশ্রুতিঃ, ন জীবস্য ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[এই জীব] **ন অণুঃ**—অণুপরিমাণ নহে। [কেন নহে? তাহা বলিতেছেন—] **অতচ্ছ্রুতেঃ**—যেহেতু "অনণু", "মহান্ জন্মরহিত" ইত্যাদি স্থলে অণুত্বের বিপরীত ব্যাপিত্বের বর্ণনা শ্রুতিতে আছে। **ইতি চেৎ**—যদি এইপ্রকার বলা হয়? [তদুত্তরে একদেশী বলিতেছেন—] **ন**—না, তাহা বলা চলে না, **ইতরাধিকারাৎ**—যেহেতু সমস্ত উপনিষদে প্রধানভাবে 'ইতরের'—জীবভিন্ন ব্রহ্মের জ্ঞেয়রূপে প্রস্তাব হইয়াছে। [অনণুত্বাদি শ্রুতি তাঁহারই প্রতিপাদক, জীবের নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথাপি স্যাৎ ন অণুঃ অয়ম্ আত্মা ।১ কস্মাৎ ? ২ অতচ্ছ্রুতেঃ, অণুত্ববিপরীতপরিমাণশ্রবণাৎ ইত্যর্থঃ।৩ "সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৪।৪।২২), "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ", "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১), ইতি এবং-জাতীয়কা হি শ্রুতিঃ আত্মনঃ অণুত্বে বিপ্রতিষিধ্যেত ইতি চেৎ?৪ নৈষঃ দোষঃ।৫ কস্মাৎ ? ৬ ইতরাধিকারাৎ।৭ পরস্য হি আত্মনঃ প্রক্রিয়ায়াম্ এষা পরিমাণান্তরশ্রুতিঃ।৮ পরস্যৈব আত্মনঃ প্রাধান্যেন বেদান্তেষু বেদিতব্যত্বেন প্রকৃতত্বাৎ।৯ "বিরজঃ পরঃ আকাশাৎ" (বৃঃ ৪।৪।২০), ইতি এবংবিধাৎ চ পরস্য এব আত্মনঃ তত্র তত্র বিশেষাধিকারাৎ।১০ নমু "যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃঃ ৫।৪।২২), ইতি শারীরঃ এব মহত্ত্বসম্বন্ধিত্বেন প্রতিনির্দ্দিশ্যতে।১১ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু এষঃ নির্দ্দেশঃ বামদেববৎ দ্রষ্টব্যঃ।১২ তস্মাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বাৎ পরিমাণান্তরশ্রবণস্য ন জীবস্যাণুত্বং বিরুধ্যতে।১৩।২।৩।২১।৪

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—শ্রুত মহৎপরিমাণ পরমাত্মবিষয়ক। তাহা জীববিষয়ক না হওয়ায় জীবের অণুত্বসিদ্ধি।]

[শঙ্কা—] আর ইহা হইতে পারে আত্মা অণুপরিমাণ নহে।১ তাহাতে হেতু কি ?২ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু তাহা শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই, অর্থাৎ যেহেতু অণুতার বিপরীত পরিমাণ (—মহত্ত্ব) শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।৩ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে এই যিনি বিজ্ঞানময় (—বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত), তিনিই এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা", "আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য", "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ", ইত্যাদি এই জাতীয় শ্রুতি আত্মা অণুপরিমাণ হইলে নিশ্চয়ই বাধিত হইয়া পড়িবে, এইপ্রকার যদি বলা হয়?৪ [তদুত্তরে একদেশী বলিতেছেন—] ইহা দোষ নহে।৫ কেন নহে ?৬ যেহেতু ইতরের (—জীবভিন্ন ব্রহ্মের) অধিকার (—তদ্বিষয়ক প্রকরণ।৭ ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেহেতু পরমাত্মার প্রক্রিয়াতে এই [মহত্ত্বরূপ] অন্য পরিমাণবোধক শ্রুতিবাক্য পঠিত হইয়াছে।৮ [কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক প্রকরণ কিপ্রকারে অবগত হইতেছ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু উপনিষৎসকলে পরমাত্মাই প্রধানভাবে প্রস্তাবিত হইয়াছেন [ইহাই উৎসর্গ —সামান্য নিয়ম]।৯ আর যেহেতু সেই সেই স্থলে পরমাত্মারই "বিরজ (—নির্দ্দোষ) এবং আকাশ (—অব্যাকৃত) হইতে শ্রেষ্ঠ", ইত্যাদি এইপ্রকার বিশেষ অধিকার আছে (—পরমাত্মার প্রস্তাব করিয়া তিনিই বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছেন)।১০ [শঙ্কা—] কিন্তু "ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে এই যিনি বিজ্ঞানময়", এইপ্রকারে জীবই মহত্ত্বের সম্বন্ধিরূপে (—মহৎপরিমাণযুক্তরূপে) প্রতিনির্দ্দিষ্ট হইতেছে।১১ [একদেশীর সমাধান—] এই [মহৎপরিমাণতার] নির্দ্দেশ বামদেবের ন্যায় শাস্ত্রদৃষ্টিতে (১।১।৩০ সূঃ) বুঝিতে হইবে (—ব্রহ্মাভিন্ন

শাঙ্করভাষ্যম্

অনুপ্রবিশন্তঃ ইতি চেৎ? ৯ ন, অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ পরমাণূনাং স্ফুট-গন্ধোপলব্ধেশ্চ নাগকেসরাদিষু। ১০ ন চ লোকে প্রতীতিঃ গন্ধ-বদ্দ্রব্যম্ আঘ্রাতম্ ইতি, গন্ধঃ এব অঘ্রাতঃ ইতি তু লৌকিকাঃ প্রতিয়ন্তি। ১১ রূপাদিষু আশ্রয়ব্যতিরেকানুপলব্ধেঃ গন্ধস্যাপি অযুক্তঃ আশ্রয়ব্যতিরেকঃ ইতি চেৎ? ১২ ন, প্রত্যক্ষত্বাৎ অনুমানা-প্রবৃত্তেঃ। ১৩ তস্মাৎ যৎ যথা লোকে দৃষ্টং, তৎ তথৈব অনুমন্তব্যং নিরূপকৈঃ, ন অন্যথা। ১৪ নহি রসঃ গুণঃ জিহ্বয়া উপলভ্যতে ইতি অতঃ রূপাদয়ঃ অপি গুণাঃ জিহ্বয়া এব উপলভ্যেরন্ ইতি নিয়ন্তুং শক্যতে। ১৫॥২।৩।২৬॥

ভাষ্যানুবাদ

রন্ধ্রে প্রবেশকরতঃ গন্ধবিষয়ক জ্ঞানকে উৎপাদন করে; [সেই পরমাণুসকল প্রত্যক্ষের অযোগ্য হওয়ায় উপলব্ধ হয় না], এইপ্রকার যদি বলা হয়।৯ [তদুত্তরে একদেশী বলিতেছেন—] না, তাহা বলা যায় না; যেহেতু [গন্ধবাহী] পরমাণুসকল অতীন্দ্রিয় এবং যেহেতু নাগকেসর প্রভৃতিতে গন্ধের উপলব্ধি স্পষ্টভাবে হয়(৯)।১০ আর লোকমধ্যে প্রতীতিও হয় না যে, 'গন্ধযুক্ত দ্রব্য আঘ্রাত হইল', কিন্তু 'গন্ধই আঘ্রাত হইল', এইপ্রকারে সকল লোক প্রত্যক্ষ করে। [অতএব কোন আশ্রয়াব-লম্বনে গন্ধ নাসিকাপুটে আগমন করে না, ইহাই সিদ্ধ হয়।১১ শঙ্কা —] যদি বলা হয়—রূপ প্রভৃতিতে আশ্রয়ব্যতিরেক (—আশ্রয়ত্যাগ করিয়া অন্যত্র ব্যাপ্তি) উপ-লব্ধ না হওয়ায় গন্ধেরও আশ্রয়ব্যতিরেক সঙ্গত নহে (১০)।১২ [একদেশীর সমাধান—] তাহা বলা যায় না, কারণ [গন্ধের আশ্রয়ব্যতিরিক্ত দেশে বর্ত্তমানতা] প্রত্যক্ষ হওয়ায় অনুমানের প্রবৃত্তি হয় না; [যেহেতু অনুমানাপেক্ষা প্রত্যক্ষ বলবান্]।১৩ সেইহেতু লোকমধ্যে যাহা যেপ্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, নিরূপণকারিগণকর্ত্তৃক তাহা সেই-প্রকারেই অনুমিত হওয়া উচিত, অন্যপ্রকারে নহে।১৪ দেখ, রসরূপ গুণ জিহ্বার দ্বারা উপলব্ধ হয়, এইহেতু রূপাদি গুণসকলও জিহ্বাদ্বারাই উপলব্ধ হইবে, এই-

ভাবদীপিকা

(৯) তাৎপর্য্য এই—তোমার মতে পুষ্পের যে অবয়বকে আশ্রয় করিয়া গন্ধ নাসিকাপুটে আগমন করে, তাহা যদি পরমাণু হয়; তাহা হইলে সেই পরমাণু অতীন্দ্রিয় হওয়ায় তদাশ্রিত রূপাদি গুণের ন্যায় গন্ধ গুণেরও উপলব্ধি হইবে না। সেই অবয়ব যদি ত্রসরেণু হয়, তাহা অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় তদাশ্রিত গন্ধেরও স্ফুট উপলব্ধি হইবে না। তাহা কিন্তু হয় না, নাগকেসরাদি পুষ্প দূরবর্ত্তী হইলেও তাহার গন্ধ স্ফুটভাবেই উপলব্ধ হয়। অতএব অঙ্গীকার করিতে হইবে—গন্ধ পুষ্পাবয়বকে আশ্রয় করিয়া দূরে বিকীর্ণ হয় না, পরন্তু পুষ্পেই অবস্থানকরতঃ দূরে প্রসারিত হয়। এইপ্রকারে অণু আত্মার জ্ঞানগুণও আত্মাশ্রিত থাকিয়াও সমগ্র শরীরে প্রসারিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন শৈত্যাদি উপলব্ধির হেতু হইবে।

(১০) শঙ্কাকর্ত্তার অনুমানাকার এই—গন্ধঃ ন আশ্রয়াদন্যত্র বর্ত্ততে গুণত্বাৎ, রূপবৎ।

ভাষ্যানুবাদ

প্রকারে নিয়মন করিতে পারা যায় না ১৫ [অতএব পুষ্পব্যতিরিক্তদেশে গন্ধের ব্যাপ্তির ন্যায় অণু আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানগুণ আত্মব্যতিরিক্তদেশে শৈত্যাদি উপলব্ধির হেতু হইবে, ইহাতে কোন অসঙ্গতি নাই] ॥২।৩।২৬॥

[একদেশী সূত্র—] তথা চ দর্শয়তি ॥২।৩।২৭॥

সূত্রার্থ—[অধুনা জ্ঞানেনৈব আত্মনঃ দেহব্যাপ্তিঃ ইত্যত্র শ্রুতিসম্মতিম্ আহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—] **চ**—কিঞ্চ, ["ইহ প্রবিষ্টঃ আনখাগ্রেভ্যঃ" (বৃঃ ১।৪।৭) ইতি শ্রুতিঃ] **তথা**—চৈতন্যগুণেন আত্মনঃ সমস্তশরীরব্যাপিত্বং, **দর্শয়তি**।

অনুবাদ—[এক্ষণে জ্ঞানের দ্বারাই আত্মার দেহব্যাপ্তি (—সমগ্রদেহব্যাপিত্ব বর্ত্তমানতা) হয়, এই বিষয়ে ভগবান্ সূত্রকার শ্রুতির সম্মতি বর্ণনা করিতেছেন—] **চ**—আর, ["নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এই শরীরে প্রবিষ্ট আছেন", এই শ্রুতি] **তথা**—জ্ঞানগুণের দ্বারা আত্মার সমগ্রশরীরব্যাপিত্ব, **দর্শয়তি**—প্রদর্শন করিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

হৃদয়ায়তনত্বম্ অণুপরিমাণত্বং চ আত্মনঃ অভিধায় তস্যৈব "আলোমভ্যঃ আনখাগ্রেভ্যঃ" (ছাঃ ৮।৮।১) ইতি চৈতন্যেন গুণেন সমস্তশরীরব্যাপিত্বং দর্শয়তি ।১॥২।৩।২৭॥

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—শ্রুতিবলে জ্ঞানগুণের দেহব্যাপিত্ব প্রতিপাদন।]

আত্মার হৃদয়ে অবস্থিতি (২।৩।২৪ সূঃ) এবং অণুপরিমাণতার (২।৩।২২ সূঃ) কথা বলিয়া "লোম পর্য্যন্ত এবং নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত", এইপ্রকারে চৈতন্য গুণের দ্বারা তাহারই সমগ্রশরীরব্যাপিতা [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন (১১)।১॥২।৩।২৭॥

[একদেশী সূত্র—] পৃথগুপদেশাৎ ॥২।৩।২৮॥

সূত্রার্থ—[জ্ঞানগুণেন আত্মনঃ সমগ্রশরীরব্যাপিত্বে হেত্বন্তরম্ আহ—"প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" (কৌঃ ৩।৬), ইতি আত্মজ্ঞানয়োঃ কর্তৃকরণভাবেন] **পৃথগুপদেশাৎ**—ভেদেন কথনাৎ [গুণদ্বারা আত্মনঃ শরীরব্যাপিত্বং গম্যতে। তথাচ ব্যাপকং জ্ঞানং, জীবস্তু অণুঃ ইতি সিদ্ধম্। "মহান্ অজঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২), ইতি শ্রুতিঃ তু পরমাত্মবিষয়া ব্যাখ্যাতব্যা ইতি একদেশিনঃ অভিপ্রায়ঃ]।

অনুবাদ—[জ্ঞানরূপ গুণের দ্বারা আত্মার সমগ্রশরীরব্যাপিতার প্রতি অন্য হেতু বলা

ভাবদীপিকা

(১১) সংশয় হয়—এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে লোম ও নখের সহিত জলপাত্রে প্রতিবিম্ব দর্শন বর্ণিত হইয়াছে, ইহার দ্বারা আত্মার চৈতন্যগুণ দেহব্যাপী, ইহা কিপ্রকারে প্রতিপাদিত হইতেছে ? তদুত্তরে বলা যায়—ইন্দ্র ও বিরোচন লোম ও নখাগ্র পর্য্যন্ত সমগ্র শরীরকে চৈতন্যযুক্ত আত্মরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, চেতনাহীন মৃত শরীররূপে নহে। হৃদয়ে অবস্থিত অণু আত্মার স্বতঃ সমগ্রদেহব্যাপিত্ব সম্ভব নহে। সেই আত্মার চৈতন্যগুণ যদি সমগ্রশরীরব্যাপিয়া না থাকিত, তাঁহারা উক্তপ্রকারে নখাগ্রপর্য্যন্ত দেহকে চেতন আত্মরূপে দর্শন করিতে পারিতেন না।

করিতেছেন—"জ্ঞানের দ্বারা শরীরে আরোহণ করিয়া", এইপ্রকারে কর্ত্তা ও করণভাবে আত্মা ও জ্ঞানের] **পৃথগুপদেশাৎ**—ভিন্নভাবে বর্ণনা থাকায় [গুণদ্বারা আত্মার শরীর-ব্যাপিতা অবগত হওয়া যাইতেছে। আর তাহাতে জ্ঞান ব্যাপক, জীব কিন্তু অণু, ইহা সিদ্ধ হইল। "মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা", ইত্যাদি শ্রুতিকে কিন্তু পরমাত্মবিষয়ে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহা একদেশীর অভিপ্রায়]।

শাঙ্করভাষ্যম্

"প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" (কৌঃ ৩.৬) **ইতি চ আত্মপ্রজ্ঞয়োঃ কর্ত্তৃকরণভাবেন পৃথগুপদেশাৎ চৈতন্যগুণেন এব অস্য শরীরব্যাপিতা গম্যতে**।১ **"তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায়"** (বৃঃ ২।১।১৭) **ইতি চ কর্ত্তুঃ শারীরাৎ পৃথক্ বিজ্ঞানস্য উপদেশঃ এতম্ এব অভিপ্রায়ম্ উপোদ্বলয়তি**।২ **তস্মাৎ অণুঃ আত্মা ইতি** ।৩।২।৩।২৮॥

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—অণু আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানগুণের দ্বারা দেহব্যাপ্তিবিষয়ে শ্রুত্যন্তর প্রদর্শন।]

আর "বুদ্ধির দ্বারা শরীরে সম্যগ্‌রূপে আরোহণ করিয়া (– শরীরকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত করিয়া"), এইরূপে আত্মা এবং প্রজ্ঞা (– বুদ্ধি, জ্ঞান), এই উভয়ের কর্ত্তৃ ও করণরূপে পৃথগ্‌ভাবে উপদেশ থাকায় চৈতন্যগুণের দ্বারাই ইহার (—জীবের) শরীরব্যাপিতা অবগত হওয়া যাইতেছে।১ আবার "তখন (—সুষুপ্তিকালে) এই [বাগাদি] ইন্দ্রিয়সকলের বিজ্ঞানকে (—বিষয়প্রকাশনসামর্থ্যকে) বিজ্ঞানের (—চৈতন্যরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানরূপ গুণের) দ্বারা গ্রহণ করিয়া 'শয়ন করে", এইপ্রকারে কর্ত্তা জীব হইতে পৃথগ্‌ভাবে বিজ্ঞানের উপদেশ [জ্ঞানগুণের দ্বারা অণু আত্মার দেহব্যাপ্তিরূপ] এই অভিপ্রায়কেই পুষ্ট করিতেছে।২ অতএব [পুষ্প ও আত্মাদিরূপ গুণিদেশ হইতে গন্ধ ও জ্ঞানাদি গুণের অন্যত্র ব্যাপ্তি সম্ভব হওয়ায় ইহা সিদ্ধ হইল যে], আত্মা (—জীব) অণুপরিমাণ। [পরমাত্মা কিন্তু বিভু] ।৩।২।৩।২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্— এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

ভাষ্যানুবাদ এইপ্রকার [একদেশিমত] প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি—

[সিদ্ধান্ত সূত্র] **তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২।৩।২৯॥**

পদচ্ছেদ—তদ্‌গুণসারত্বাৎ, তু, তদ্ব্যপদেশঃ, প্রাজ্ঞবৎ।

সূত্রার্থ—তুশব্দঃ—একদেশিমতব্যাবর্ত্তকঃ। [নৈব অণুঃ জীবঃ, সর্ব্বগতস্যৈব ব্রহ্মণঃ "জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য" (ছাঃ ৬।৩।২), ইতি জীবভাবেন প্রবেশশ্রবণাৎ, "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬.৮।৭), ইতি তাদাত্ম্যোপদেশাৎ চ। কথং তর্হি জীবে অণুত্বব্যপদেশঃ? উচ্যতে—] **তদ্‌গুণসারত্বাৎ**—তস্যাঃ—বুদ্ধেঃ গুণাঃ—অণুত্বোৎক্রান্তিগত্যাগতিসুখদুঃখাদয়ঃ, তে গুণাঃ সারং—প্রধানং যস্য জীবস্য সঃ তদ্‌গুণসারঃ, তস্য ভাবঃ—তদ্‌গুণসারত্বং তস্মাৎ, [জীবস্য] **তদ্ব্যপদেশঃ**—অণুত্বাদিব্যপদেশঃ, [সঃ ন স্বাভাবিকঃ]। **প্রাজ্ঞবৎ**—যথা প্রাজ্ঞস্য—পরমাত্মনঃ সগুণোপাসনেষু দহরাদ্যুপাধিবশাৎ অণুত্বাদিকং ব্যপদিশ্যতে, [ন তৎ তস্য স্বাভাবিকং স্বরূপম্], তদ্বৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—**তু**শব্দটী—একদেশিমতের ব্যাবর্ত্তক। [জীব অণুপরিমাণ নহে, যেহেতু "জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া", এইপ্রকারে জীবরূপে শরীরে প্রবেশ শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে, আর যেহেতু "তুমি তৎস্বরূপ", এইপ্রকারে [জীব ও ব্রহ্মের] তাদাত্ম্য (—অভিন্নতা) উপদিষ্ট হইতেছে। আচ্ছা, তাহা হইলে জীবে অণুত্বার কথন কেন হইতেছে? তাহা বলা হইতেছে—] **তদ্‌গুণসারত্বাৎ**—সেই বুদ্ধির গুণ যে অণুত্ব(—পরিচ্ছিন্নতা, ২।৩।১৭ সূঃ), উৎক্রান্তি গমন আগমন সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি, তাহারা সার—প্রধান যে জীবের, তাহা (—সেই জীব) তদ্‌গুণসার, তাহার ভাব তদ্‌গুণসারত্ব, সেইহেতু (—পরিচ্ছিন্নতা, গমনাগমন ও সুখ-দুঃখাদি বুদ্ধির গুণসকল জীবে প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয় বলিয়া, জীবের] **তদ্ব্যপদেশঃ**—অণুপরিমাণতা প্রভৃতির কথন হইয়াছে, [তাহা স্বাভাবিক নহে]। **প্রাজ্ঞবৎ**—যেমন সগুণোপাসনাসকলে দহর (—ক্ষুদ্র, হৃদয়াদিরূপ) উপাধিবশতঃ প্রাজ্ঞের—পরমাত্মার অণুত্ব প্রভৃতি (ছাঃ ৮.১।১) বর্ণিত হইতেছে. [তাহারা কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক স্বরূপ নহে], তাহার ন্যায়, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি।১ ন এতদ্ অস্তি অণুঃ আত্মা ইতি।২ উৎপত্ত্যশ্রবণাৎ হি পরস্যৈব তু ব্রহ্মণঃ প্রবেশশ্রবণাৎ তাদাত্ম্যোপদেশাৎ চ পরম্ এব ব্রহ্ম জীবঃ ইত্যুক্তম্।৩ পরম্ এব চেৎ ব্রহ্ম জীবঃ, তস্মাৎ যাবৎ পরং ব্রহ্ম, তাবান্ এব জীবঃ ভবিতুম্ অর্হতি।৪ পরস্য চ ব্রহ্মণঃ বিভুত্বম্ আম্নাতম্, তস্মাৎ বিভুঃ জীবঃ।৫ তথাচ "স বৈ এষঃ মহান্ অজ আত্মা যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু"

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতি ও স্মৃতিবলে জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদন।]

সিদ্ধান্ত—[সূত্রস্থ] তুশব্দটী [একদেশীর] পক্ষকে ব্যাবৃত্ত করিতেছে।১ আত্মা (—জীব) অণু ইহা [শ্রুতিতে] নাই।২ [এই বিষয়ে হেতুরূপে পূর্ব্বে কথিত বিষয়কে স্মরণ করাইতেছেন—জীবের] উৎপত্তি শ্রুতিতে বর্ণিতনা হওয়ায়, পরব্রহ্মেরই [জীবরূপে] প্রবেশ শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় এবং [ব্রহ্মের সহিত জীবের] তাদাত্ম্য (—তৎস্বরূপতা, অভিন্নতা) উপদিষ্ট হওয়ায় পরব্রহ্মই জীব, ইহা কিন্তু কথিত হইয়াছে (২।৩।১৭ সূঃ ২৭-৩৭ বাক্য)।৩ আর জীব যদি পরব্রহ্মই হয়, তাহা হইলে পরব্রহ্ম যতটা [পরিমাণযুক্ত], জীবও ততটা [পরিমাণযুক্ত] হওয়া উচিত।৪ আর পরব্রহ্মের বিভুতা শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে (১২), সেইহেতু জীব বিভু।৫ [উক্ত অনুমানের দ্বারা পুষ্ট শ্রুতি ও স্মৃতি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর তাহা হইলে (—জীব বিভু হইলে) "সেই এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা, যিনি ইন্দ্রিয়সকলের

ভাবদীপিকা

(১২) ব্রহ্মের বিভুত্ববোধক শ্রুতি ২।৩।১ সূঃ ভাষ্য দ্রঃ। এই স্থলে **সিদ্ধান্তী** এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিলেন—"জীবঃ মহান্ ব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ, ব্রহ্মবৎ"। এতদ্বারা একদেশীর অনুমানে (২ ভাবদীঃ) সৎপ্রতিপক্ষ প্রদর্শিত হইল।

শাঙ্করভাষ্যম্

(বৃঃ ৪।৪।২২) **ইতি এবংজাতীয়কাঃ জীববিষয়াঃ বিভুত্ববাদাঃ শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ সমর্থিতাঃ ভবন্তি।৬ ন চ অণোঃ জীবস্য সকলশরীরগতা বেদনা উপপদ্যতে।৭ ত্বক্সম্বন্ধাৎ স্যাৎ ইতি চেৎ?৮ ন, কণ্টক-তোদনেঽপি সকলশরীরগতা এব বেদনা প্রসজ্যেত।৯ ত্বক্কণ্ট-কয়োঃ হি সংযোগঃ কৃৎস্নায়াং ত্বচি বর্ত্ততে, ত্বক্ চ কৃৎস্নশরীর-ব্যাপিনী ইতি।১০ পাদতলে এব তু কণ্টকতুন্নঃ বেদনাং প্রতি-**

ভাষ্যানুবাদ

মধ্যে বিজ্ঞানময় (—বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত"), ইত্যাদি এই জাতীয় জীববিষয়ক বিভুত্বপ্রতিপাদক শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কথনসকল সমর্থিত হইয়া থাকে। (১৩)।৬

[সিঃ—অণুপরিমাণ জীবপক্ষে সর্বাঙ্গীন উপলব্ধি অসম্ভব।]

আর অণুপরিমাণ জীবের সকলশরীরগত বেদনা (—উপলব্ধি) সঙ্গত হয় না।৭ যদি বলা হয়—ত্বকের সহিত [অণু আত্মার] সম্বন্ধবশতঃ তাহা হইবে।৮ [সমা-ধান—] তাহা বলা যায় না, যেহেতু [তাহা হইলে শরীরের একদেশে] কণ্টক বিদ্ধ হইলেও সকলশরীরগত বেদনা (—দুঃখোপলব্ধি) প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে।৯ কারণ [তোমাদের মতে] ত্বক্ ও কণ্টকের সংযোগ সমগ্র ত্বকেই বর্ত্তমান থাকে (২।৩।২৩ সূঃ ২ বাক্য), আর ত্বক্ সমগ্র শরীরব্যাপী।১০ [কিন্তু বেদনা সমগ্র-

ভাবদীপিকা

(১৩) স্মার্ত্তকথন বলিতে "নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুঃ" (গীতা ২।২৪) ইত্যাদিকে গ্রহণ করিতে হইবে। **শঙ্কা**—"জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান হইলে জীবের অণুত্বাভাববিষয়ক জ্ঞান হয়, আবার জীবের অণুত্বাভাববিষয়ক জ্ঞান হইলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান হয়", এইপ্রকারে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া জীবের অণুত্ব বিভুত্ব ও ব্রহ্মাভিন্নতা, কিছুই সিদ্ধ হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—জীবের অণুত্বাভাববিষয়ক জ্ঞান শ্রুতি ও তদনুকূল স্মৃতিবাক্য-সকলের দ্বারাই হয়, জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানদ্বারা নহে। আর শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যসকলের দ্বারা জীবাণুত্ববিষয়ক বুদ্ধি নিবৃত্ত হইলে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের বলে উদিত জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাজ্ঞানদ্বারা মোক্ষ সিদ্ধ হয়। 'তাহার দ্বারা জীবাণুত্ববিষয়ক জ্ঞান নিবৃত্ত হয়', ইহা বলা যায় না। অতএব জীবের অণুত্বাভাববিষয়ক জ্ঞান এবং জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান পরস্পরসাপেক্ষ না হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয় না। **শঙ্কা**—আচ্ছা, জীব যদি বিভুই হয়, তাহা হইলে শ্রুতিতে জীবাণুত্ববোধক বাক্যসকলের গতি কি? **সমাধান** "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি প্রধান বাক্যসকলের সহিত বিরোধ হওয়ায় "গুণে ত্বন্যায্যকল্পনা" (জৈঃ সূঃ ৯।৩।১৫)—'অপ্রধান বিষয়ে লাক্ষণাবৃত্তি প্রসক্ত হয়', এই ন্যায়বলে উক্ত অণুশব্দের অর্থ হইবে—ঔপাধিক অণুত্ব। আবার জীব অণুপরিমাণ হইলে সর্বাঙ্গীন শৈত্যাদির উপলব্ধি অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া "অর্থবাদবাক্যানাং লৌকিকাদপি ন্যায়াৎ দৌর্বল্যম্', (ন্যায়নির্ণয়), এই ন্যায়বলেও অত্রস্থ অণু শব্দের অর্থ হইবে 'ঔপাধিক অণুত্ব'। বুদ্ধিরূপ জীবোপাধি অণু (—পরিচ্ছিন্ন, ২।৪।৭ সূঃ) হওয়ায় জীবকে অণুপরিমাণ বলা হয়, ইহাই তাৎপর্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

লভতে।১১ ন চ অণোঃ গুণব্যাপ্তিঃ উপপদ্যতে, গুণস্য গুণিদেশত্বাৎ।১২ গুণত্বম্ এব হি গুণিনম্ অনাশ্রিত্য গুণস্য হীয়েত।১৩

ভাষ্যানুবাদ

শরীরগতই হইয়া থাকে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তি কিন্তু পদতলেই [কণ্টকবেধজনিত] দুঃখকে অনুভব করে, [সমগ্র শরীরে নহে (১৪)] ।১১

[সিঃ—পক্ষের সাদৃশ্য প্রতিপাদনদ্বারা গুণী হইতে গুণবিশ্লেষ নিরাকরণ।]

[গুণী হইতে গুণবিশ্লেষ কথিত হইয়াছে (২।৩।২৬ সূঃ) । তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর অণু হইতে (—অণুপরিমাণ আত্মা হইতে) গুণের ব্যাপ্তি (—আশ্রয় হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া দূরে প্রসর্পণ) সঙ্গত নহে, যেহেতু গুণ গুণীতেই বর্ত্তমান থাকে।১২ গুণীকে (—গুণবিশিষ্ট দ্রব্যকে) আশ্রয় না করিলে গুণের গুণত্বই ব্যাহত হইয়া পড়িবে ; [কারণ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকাই গুণের স্বভাব]১৩

ভাবদীপিকা

(১৪) সিদ্ধান্তীর তাৎপর্য্য এই—কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তির সমগ্র শরীরে দুঃখ অনুভূত না হওয়ায় শরীরের যে অংশস্থ ত্বকের সহিত অণু আত্মার সংযোগ হয়, সেই অংশেই দুঃখের অনুভব হয়, ইহা অণু আত্মবাদীকে বাধ্য হইয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে জাহ্নবীজলে নিমজ্জনজনিত সর্ব্বাঙ্গীন শৈত্যোপলব্ধি এবং নিদাঘে সর্ব্বশরীরব্যাপী দাহোপলব্ধিকে অণু-আত্মবাদী সমর্থন করিতে পারিবেন না, কারণ সমগ্র ত্বকের সহিত অণু আত্মার সংযোগ সম্ভব নহে। ত্বকের সহিত মনের সংযোগও সর্ব্বাঙ্গীন উপলব্ধির হেতু নহে, কারণ মনও তন্মতে অণুপরিমাণ। আর যে অবয়ব ও অবয়বীর অযুতসিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে (৩ ভাবদীঃ), তাহা ২।২।১৭ সূত্রভাষ্যে নিরাকৃত হইয়াছে। অযুতসিদ্ধি অঙ্গীকারে অণু-আত্মবাদীর কি লাভ হইবে? অযুতসিদ্ধ অবয়ব ও অবয়বী অভিন্ন হইলে পদতলে কণ্টকবেধজনিত দুঃখ সর্ব্বাঙ্গীন হইয়া পড়িবে, তাহা অনুভববিরুদ্ধ।

[সিদ্ধান্তে বিভু জীবের সর্ব্বাঙ্গে ও শরীরাংশে সুখদুঃখের অনুভব উপপাদন]

শঙ্কা—আচ্ছা, সিদ্ধান্তী তোমাদের মতে আত্মা বিভু হওয়ায় বিভু আত্মার সহিত ত্বক্‌সংযোগকে সমগ্রত্বগ্‌ব্যাপিরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে ; ফলে তোমাদের মতেও পদতলে কণ্টকবেধজনিত দুঃখ সমগ্রদেহব্যাপী হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—**অল্প ও মহতের সংযোগ অল্পকেই ব্যাপন করে, মহৎকে নহে।** যেমন ব্যাপক আকাশের সহিত ঘটের সংযোগ ঘটব্যাপীই হইয়া থাকে, আকাশব্যাপী নহে। তাহা আকাশব্যাপী হইলে যেখানে আকাশ, সেখানেই ঘটোপলব্ধি হইত ; তাহা কিন্তু হয় না। এইরূপে বিভু আত্মা ও অপরিচ্ছিন্ন ত্বগাংশের সংযোগ ত্বকের ততটুকু অংশকেই ব্যাপন করে বলিয়া পদতলরূপ ত্বগাংশে কণ্টকবেধজনিত দুঃখ সেই অংশেই উপলব্ধ হইবে, সমগ্রশরীরব্যাপী ত্বকে নহে। সমগ্র আকাশে যেমন ঘটোপলব্ধি হয় না, সমগ্রত্বগাবচ্ছিন্ন আত্মাতেও তদ্রূপ কণ্টকবেধজনিত দুঃখের উপলব্ধি হইবে না। সর্ব্বাঙ্গীন শৈত্যাদির উপলব্ধিস্থলেও বিভু আত্মার সহিত পরিচ্ছিন্ন সমগ্র ত্বকের সম্বন্ধ সমগ্রত্বগ্‌ব্যাপী হওয়ায় সর্ব্বাঙ্গীন উপলব্ধির উপপত্তি বুঝিতে হইবে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, যতটুকু ত্বকের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, আত্মসংযোগও

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রদীপপ্রভায়াশ্চ দ্রব্যান্তরত্বং ব্যাখ্যাতম্।১৪ গন্ধঃ অপি গুণত্বাভ্যুপগমাৎ সাশ্রয়ঃ এব সঞ্চরিতুম্ অর্হতি, অন্যথা গুণত্বহানিপ্রসঙ্গাৎ।১৫ তথাচ উক্তং দ্বৈপায়নেন— "উপলভ্যাপ্সু চেদ্‌গন্ধং কেচিদ্ ব্রূয়ুরনৈপুণাঃ। পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপো বায়ুং চ সং-

ভাষ্যানুবাদ

আর যে প্রদীপপ্রভার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে (৬২২ পৃঃ ২ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর প্রদীপের প্রভা অন্য দ্রব্য, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে (৬২৩ পৃঃ ২৬ সূঃ অবতরণভাষ্য)।১৪ [গন্ধবিশ্লেষের কথা বলা হইয়াছে (২।৩।২৬ সূঃ), তদুত্তরে বলিতেছেন—] গুণরূপে অঙ্গীকৃত হওয়ায় গন্ধও আশ্রয়ের সহিতই সঞ্চরণ করিতে সমর্থ, ইহা সঙ্গত ; অন্যথা তাহার গুণত্বই ব্যাহত হইয়া পড়িবে (—তাহাকে গুণই বলা যাইবে না (১৫)।১৫ আচার্য্য দ্বৈপায়নকর্ত্তৃক সেইপ্রকারেই কথিত হইয়াছে, যথা—"জলে গন্ধ উপলব্ধি করিয়া কোন কোন অনিপুণ ব্যক্তি যদি বলেন, 'গন্ধ জলের স্বাভাবিক গুণ, তাহা অঙ্গীকার করা উচিত নহে'; জল ও বায়ুতে আশ্রিত তাহাকে (—গন্ধকে) পৃথিবীতেই [আশ্রিতরূপে] বুঝিতে হইবে" ইত্যাদি।১৬

ভাবদীপিকা

ততটুকু ত্বগ্‌ব্যাপী হইয়া ততটুকু ত্বগ্‌ব্যাপী সুখদুঃখোপলব্ধির হেতু হইয়া থাকে। **ব্যাবহারিক** দৃষ্টিতে প্রক্রিয়া এই—ব্রহ্মস্বরূপ বিভু জীবের প্রতিবিম্ব পরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণব্যাপী। সূর্য্যপ্রকাশের বিশেষাভিব্যক্তিস্থান যেমন দর্পণ এই অন্তঃকরণ তদ্রূপ ব্যাপক জীবের বিশেষ অভিব্যক্তিস্থান। ইহাই ব্যাবহারিক জীব। ইহার উপাধি অন্তঃকরণ মধ্যমপরিমাণ (২।৪।৭সূঃ)। ত্বক্‌ও মধ্যমপরিমাণ। সর্ব্বাঙ্গীন শৈত্যাদির উপলব্ধিকালে সেই সপ্রতিবিম্ব অন্তঃকরণ (—জীব) সমগ্রত্বগ্‌ব্যাপী বৃত্তি উৎপাদনদ্বারা তদুপলব্ধির হেতু হয়। আর কণ্টকবেধাদি স্থলে ত্বকের তদংশাপেক্ষা ব্যাপক যে সেই অন্তঃকরণ, তাহা বৃত্তির দ্বারা তদংশকে ব্যাপনকরতঃ তদুপলব্ধির হেতু হয়। সুখাদি জীবের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু অন্তঃকরণের। অন্তঃকরণই সুখাদ্যাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয় বলিয়া এবং কার্য্য তদুপাদান হইতে বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না বলিয়া অন্তঃকরণের এইভাবে উপযোগ একজীববাদ এবং বহুজীববাদ, উভয়ত্রই সমান। পরবর্ত্তী ভাষ্যে 'তদ্‌গুণসারত্বাৎ' ব্যাখ্যাকালে ইহা পরিস্ফুট হইবে। [বৃত্তিভেদে এই অন্তঃকরণই মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার নামে অভিহিত হয় (২।৩।৩২ সূঃ ভাষ্য), ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে]।

(১৫) গন্ধের আশ্রয় পরমাণু অথবা ত্রসরেণু হইতে পারে না, ইহা বলা হইয়াছে (৯ ভাবদীঃ)। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—যাহা অনুদ্ভূত রূপ ও স্পর্শ, কিন্তু উদ্ভূত গন্ধবিশিষ্ট, সেই মহৎ ত্রসরেণুই গন্ধের আশ্রয়। রূপ ও স্পর্শ অনুদ্ভূত হওয়ায় তাহা প্রত্যক্ষের অযোগ্য হইলেও, মহৎ ও উদ্ভূত গন্ধবান্ হওয়ায় তৎবাহিত গন্ধের স্ফুট উপলব্ধি সম্ভব। এইভাবে গন্ধবাহক ত্রসরেণুর অবিরাম নির্গমবশতঃ পুষ্প কালে গন্ধহীন হইয়া পড়ে। বায়ুতাড়িত অন্য ত্রসরেণুর প্রবেশ হওয়ায় পুষ্পের গুরুত্বহ্রাস সহসা হয় না। তবে কালক্রমে তাহারও হ্রাস সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইরূপে একদেশিকর্ত্তৃক ৮ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রিতম্" ॥ ইতি ।১৬ যদি চ চৈতন্যং জীবস্য সমস্তং শরীরং ব্যাপ্নুয়াৎ ন অণুঃ জীবঃ স্যাৎ ।১৭ চৈতন্যম্ এব হি অস্য স্বরূপম্ অগ্নেঃ ইব ঔষ্ণ্যপ্রকাশৌ ।১৮ ন অত্র গুণগুণিবিভাগঃ বিদ্যতে ইতি ।১৯ শরীরপরিমাণত্বং চ প্রত্যাখ্যাতম্ ।২০ পরিশেষাৎ বিভুঃ জীবঃ ।২১ কথং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আত্মা চৈতন্যস্বরূপ ও বিভু।]

[এতাবৎ পর্য্যন্ত চৈতন্যকে আত্মার গুণরূপে অঙ্গীকার করিয়া অণু-আত্মবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। এক্ষণে চৈতন্য (—জ্ঞান) জীবাত্মার স্বরূপ, গুণ নহে, ইহা বলিতেছেন—] আর চৈতন্য যদি জীবের সমস্ত শরীরকে ব্যাপন করে, তাহা হইলে জীব অণুপরিমাণ (১৬) হইবে না, [কারণ ব্যাপক জ্ঞানগুণের আশ্রয় হওয়া অণুর পক্ষে সম্ভব নহে ; আর আশ্রয়ব্যতিরেকে গুণের সঞ্চরণ সম্ভব না হওয়ায় অণু আত্মনিষ্ঠ সেই জ্ঞানগুণ সঙ্কোচবিকাশশীলও (৬ ভাবদীঃ) নহে]।১৭ চৈতন্যই কিন্তু ইহার (—জীবাত্মার) স্বরূপ, যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ বহ্নির স্বরূপ।১৮ [কিন্তু উষ্ণতা ও প্রকাশ তো বহ্নির গুণ, গুণ ও গুণী অভিন্ন হইতে পারে না বলিয়া আত্মার স্বরূপবিষয়ে ইহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] এখানে (—উষ্ণতা, প্রকাশ ও বহ্নিতে) গুণ ও গুণীরূপ বিভাগ নাই (—উষ্ণতাদি ব্যতিরিক্ত বহ্নি নামক কোন পদার্থই নাই (১৭)।১৯ [আত্মার] শরীরপরিমাণতা [১ ভাবদীঃ, ২.২.৩৪ সূত্রে] প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।২০ [অতএব] পরিশেষবশতঃ (—অণুত্ব ও মধ্যমপরিমাণতা সম্ভব হয় না বলিয়া অবশিষ্ট পক্ষই গ্রহণীয় হওয়ায়) জীব বিভু।২১

ভাবদীপিকা

গন্ধাশ্রয়ভাবে সাধারণসব্যভিচার নিরাকৃত হইল, কারণ গন্ধ ত্রসরেণুরূপ আশ্রয়সহই দূরে ব্যাপ্ত হয়। অতএব সিদ্ধ হইল—"গন্ধঃ ন আশ্রয়াৎ বিশ্লিষ্টঃ গুণত্বাৎ, রূপবৎ"। এই বিষয়ে আপ্তবাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—**তথাচ**—আচার্য্য, ইত্যাদি (১৬ বাক্য)।

(১৬) **উত্তর**মীমাংসা প্রভৃতি ছয়টী দর্শনে জীব বিভুরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। কিন্তু পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র প্রভৃতির অনুসরণকারী শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য ও নিম্বার্কাচার্য্য প্রভৃতি পরবর্ত্তী পূজ্যপাদ আচার্য্যগণ জীবকে অণুরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

(১৭) এইরূপে সিদ্ধ হইল—**সিদ্ধান্তে** আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, গুণগুণিবিভাগ তাহাতে নাই; **ন্যায়**বৈশেষিকমতাবলম্বিগণ কিন্তু বলেন—শরীরাবচ্ছেদে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে তাহাতে সমবায়সম্বন্ধে চৈতন্যরূপ (—জ্ঞানরূপ) গুণের উৎপত্তি হয়। ফলে 'চৈতন্যভিন্নত্বই' জড়ত্বের লক্ষণ হওয়ায় নৈয়ায়িকাদিসম্মত আত্মা স্বরূপতঃ জড় হইয়া পড়ে, যেহেতু উক্তপ্রকার আত্মমনঃসংযোগ সদাই হয় না, যেমন সুষুপ্তিতে; এবং যেহেতু আশ্রয় ও আশ্রিত ভিন্ন হওয়ায় চৈতন্যের আশ্রয় আত্মা চৈতন্যভিন্ন বস্তুই হইয়া পড়ে। **শঙ্কা**—আচ্ছা জীব যদি অণু না হয়, মধ্যমপরিমাণই হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন—**শরীর**—[আত্মার]ইত্যাদি (২০ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

তর্হি অণুত্বাদিব্যপদেশঃ ইতি ?২২ অতঃ আহ—"তদ্গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ" ইতি।২৩ তস্যাঃ বুদ্ধেঃ গুণাঃ তদ্গুণাঃ ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখম্ ইতি এবমাদয়ঃ, তদ্গুণাঃ সারঃ প্রধানং যস্য আত্মনঃ সংসারিত্বে সম্ভবতি সঃ তদ্গুণসারঃ, তস্য ভাবঃ তদ্গুণসারত্বম্।২৪ ন হি বুদ্ধেঃ গুণৈঃ বিনা কেবলস্য আত্মনঃ সংসারিত্বম্ অস্তি।২৫ বুদ্ধ্যুপাধিধর্ম্মাধ্যাসনিমিত্তং হি কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং সংসারিত্বম্ অকর্ত্তুঃ অভোক্তুশ্চ অসংসারিণঃ নিত্যমুক্তস্য সতঃ আত্মনঃ।২৬ তস্মাৎ তদ্গুণসারত্বাৎ বুদ্ধিপরিমাণেন অস্য পরিমাণব্যপদেশঃ।২৭ তদুৎক্রান্ত্যাদিভিশ্চ অস্য উৎক্রান্ত্যাদিব্যপদেশঃ, ন স্বতঃ।২৮ তথাচ "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ (শ্বেঃ ৫।৯), ইতি অণুত্বং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বুদ্ধিরূপ উপাধিবশতঃ জীবাণুত্ব কথন। ব্রহ্মাত্মভাব অন্যথা অনুপপন্ন হওয়ায় জীব বিভু।]

[শঙ্কা—] আচ্ছা, তাহা হইলে [শ্রুতিতে জীবের] অণুতা প্রভৃতির বর্ণনা আছে কেন ?২২ [সমাধান—] এইহেতু (—এইপ্রকার আশঙ্কা হয় বলিয়া, ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন—"বুদ্ধির গুণসকল জীবে প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয় বলিয়া তাহাকে অণু বলা হইয়াছে"।২৩ [সূত্রাক্ষর যোজনা করিতেছেন—] তাহার—বুদ্ধির (১৮) যে গুণ, তাহা তদ্গুণ, যথা—ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ ইত্যাদি এই সকল, সেই গুণসকল সার—প্রধান (—গুণসকলের প্রাধান্য), যে আত্মার সংসারিত্ব হইলে সম্ভব হয়, তিনি তদ্গুণসার, তাহার যে ভাব (—সত্তা) তাহাই তদ্গুণসারত্ব।২৪ [আচ্ছা, আত্মার সংসারিত্ব পারমার্থিক, ইহা অঙ্গীকার না করিয়া বুদ্ধির গুণরূপে কেন অঙ্গীকৃত হইতেছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] বুদ্ধির গুণসকলব্যতিরেকে কেবল (—শুদ্ধ) আত্মার সংসারিত্ব নিশ্চয় সম্ভব নহে।২৫ অকর্ত্তা অভোক্তা অসংসারী ও নিত্যমুক্ত সৎস্বরূপ আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদিরূপ যে সংসারিত্ব, তাহা বুদ্ধিরূপ উপাধির ধর্ম্মের অধ্যাসবশতঃই (১।২৭ পৃঃ) হইয়া থাকে।২৬ সেইহেতু সেই গুণসকলের প্রাধান্যবশতঃ বুদ্ধির [অণুতারূপ] পরিমাণের দ্বারা ইহার (—বুদ্ধ্যুপাধিক জীবের) পরিমাণের কথন হইতেছে।২৭ আর তাহার (—বুদ্ধির) উৎক্রান্তি প্রভৃতির দ্বারা ইহার (—জীবের) উৎক্রান্তি প্রভৃতির বর্ণনা হইতেছে, কিন্তু স্বতঃ নহে (—উৎক্রান্তি প্রভৃতি জীবের স্বাভাবিক ব্যাপার নহে)।২৮ যেমন দেখ, "কেশাগ্রের শতভাগের [এক ভাগকে পুনঃ] শতভাগ কল্পনা করিলে তাহাকে

ভাবদীপিকা

(১৮) "অন্তরাবিজ্ঞানমনসী" (২।৩।১৫) ইত্যাদি সূত্রে বিজ্ঞানশব্দের দ্বারা ও "হৃদি হি" (২।৩।২৪) এই স্থলে হৃদয়শব্দের দ্বারা বুদ্ধি প্রস্তাবিত হওয়ায় এবং তাহা যোগ্য হওয়ায় এখানে তৎশব্দে বুদ্ধি গৃহীত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

জীবস্য উক্ত্বা তস্যৈব পুনঃ আনন্ত্যম্ আহ ।২৯ তচ্চ এবম্ এব সমঞ্জসং স্যাৎ যদি ঔপচারিকম্ অণুত্বং জীবস্য ভবেৎ, পারমার্থিকং চ আনন্ত্যম্ ।৩০ ন হি উভয়ং মুখ্যম্ অবকল্পেত ।৩১ ন চ আনন্ত্যম্ ঔপচারিকম্ ইতি শক্যং বিজ্ঞাতুং, সর্বোপনিষৎসু ব্রহ্মাত্মভাবস্য প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাৎ ।৩২ তথা ইতরস্মিন্ অপি উন্মানে "বুদ্ধের্গুণেন আত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রঃ হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" (শ্বে: ৫।৮), **ইতি চ বুদ্ধিগুণসম্বন্ধেন এব আরাগ্রমাত্রতাং শাস্তি ; ন স্বেন এব আত্মনা ।৩৩ "এষঃ অণুঃ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ"** (মু: ৩।১।৯) **ইতি অত্রাপি ন জীবস্য অণুপরিমাণত্বং শিষ্যতে, পরস্য এব আত্মনঃ**

ভাষ্যানুবাদ

জীবের ভাগরূপে (—পরিমাণরূপে) অবগত হইতে হইবে, আর তাহা (—সেই জীবই) অনন্তপদের বাচ্য হইবার যোগ্য", এইপ্রকারে জীবের অণুতার কথা বলিয়া পুনরায় তাহারই অনন্ততার কথা [শ্রুতি] বলিতেছেন ।২৯ আর তাহা (—জীবের সেই অনন্ততা) এইপ্রকার হইলেই সমঞ্জস হয়, যদি জীবের অণুতা হয় ঔপচারিক এবং অনন্ততা হয় পারমার্থিক ।৩০ [কিন্তু শ্রুতিতে উক্ত হওয়ায় উভয়কেই পারমার্থিক বলিতেছ না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন — বিরুদ্ধ হওয়ায় অণুত্ব ও অনন্ততা] উভয়কেই মুখ্যরূপে কল্পনা করা যাইবে না ।৩১ আর [জীবের] অনন্ততা গৌণ, ইহা অবগত হইতে পারা যায় না, যেহেতু সকল উপনিষদে ব্রহ্মাত্মভাব (—জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা) প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে। [জীব অণু হইলে অনন্ত ব্রহ্মের সহিত তাহার অভিন্নতা সম্ভব না হওয়ায় "প্রতিপাদ্যবিরুদ্ধম্ উদ্দেশ্যগতবিশেষণম্ অবিবক্ষিতম্", এই ন্যায়বলে উদ্দেশ্য যে জীব, তাহার বিশেষণ অণুত্ব বিবক্ষিত নহে, ইহাই ভাব] ।৩২

[সিঃ—২।৩।২২ সূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত 'আরাগ্র' ও 'অণুত্বশ্রুতির' ব্যাখ্যা। পরমাত্মার দুর্জ্ঞেয়তা অথবা বুদ্ধ্যুপাধিক অণুতাই প্রতিপাদ্য।]

[২।৩।২২ সূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত "বালাগ্র" শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়া "আরাগ্র" শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতেছেন —] আর এইপ্রকারে অন্য উন্মানেও (—অপকৃষ্টপরিমাণবোধক বাক্যেও) "বুদ্ধির [ইচ্ছাদি] গুণরূপ নিমিত্তবশতঃ (—সেই গুণসকল আত্মাতে অধ্যস্ত হওয়ায়, সেই অধ্যস্ত] আত্মনিষ্ঠ গুণসকলের দ্বারাই জীব আরার অগ্রভাগের ন্যায় পরিমাণবিশিষ্টরূপে এবং অত্যন্তক্ষুদ্রপরিমাণযুক্তরূপে পরিদৃষ্ট হয়", এইপ্রকারে বুদ্ধিনিষ্ঠ গুণের সম্বন্ধবশতঃ [শ্রুতি জীবের] আরাগ্রমাত্রতা উপদেশ করিতেছেন ; কিন্তু স্বস্বরূপেই নহে (—স্বরূপতঃ তাহা তদ্রূপ নহে, পরন্তু অনন্ত ।৩৩ ২।৩।২২ সূত্রে যে অণুশব্দের (—অণুত্ববাচক শব্দের) কথা বলা হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—] এই অণু আত্মাকে [বিশুদ্ধ] চিত্তের দ্বারা অবগত

শাঙ্করভাষ্যম্

চক্ষুরাদ্যনবগ্রাহ্যত্বেন জ্ঞানপ্রসাদগম্যত্বেন চ প্রকৃতত্বাৎ।৩৪ জীবস্যাপি চ মুখ্যাণুপরিমাণত্বানুপপত্তেঃ।৩৫ তস্মাৎ দুর্জ্ঞানত্বাভিপ্রায়ম্ ইদম্ অণুত্ববচনম্ উপাধ্যভিপ্রায়ং বা দ্রষ্টব্যম্।৩৬ তথা "প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" (কোঃ ৩।৬), ইতি, এবংজাতীয়কেষু অপি ভেদোপদেশেষু বুদ্ধ্যা এব উপাধিভূতয়া জীবঃ শরীরং সমারুহ্য ইতি এবং যোজয়িতব্যম্।৩৭ ব্যপদেশমাত্রং বা শিলা-

ভাষ্যানুবাদ

হইতে হইবে", ইত্যাদি এই স্থলেও জীবের অণুপরিমাণতা উপদিষ্ট হইতেছে না, যেহেতু [ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মুঃ ৩।১।৮ শ্রুতিতে] পরমাত্মাই চক্ষুরাদির দ্বারা গ্রহণের অযোগ্যরূপে এবং জ্ঞানপ্রসাদগম্যরূপে (—রাগাদিদোষরহিত শুদ্ধ ও স্থির-বুদ্ধির দ্বারা প্রাপ্তব্যরূপে) প্রস্তাবিত হইয়াছেন।৩৪ [কিন্তু মুণ্ডকের উক্ত প্রকরণে আত্মার দুর্জ্ঞেয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই প্রকরণপ্রমাণাপেক্ষা জীবাণুত্বের সমর্পক 'অণুঃ' এই শ্রুতিপ্রমাণ বলবান্ হওয়ায় জীবের অণুত্বই অঙ্গীকার্য্য ; তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর [পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া] জীবেরও মুখ্য অণুপরিমাণতা যুক্তিসঙ্গত না হওয়ায় 'অণুত্ববোধিকা শ্রুতিকে ঔপাধিক অণুত্বের জ্ঞাপিকারূপে অবগত হইতে হইবে'।৩৫ সেইহেতু (—ব্রহ্মাভিন্ন জীবের মুখ্য অণুতা সম্ভব না হওয়ায়) এই অণুতাপ্রতিপাদক বচনকে [পরমাত্মার] দুর্জ্ঞেয়তার অভিপ্রায়ে, অথবা [জীবের বুদ্ধিরূপ] উপাধির অভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে।৩৬

[সিঃ—'প্রজ্ঞয়া' ইত্যাদি কৌঃ ৩।৬ বাক্যও অণু আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানগুণের দেহব্যাপ্তি প্রতিপাদন করে না।]

[পৃথগ্ভাবে উপদিষ্ট হওয়ায় জ্ঞানগুণের দ্বারা অণু আত্মার দেহব্যাপ্তি কথিত হইয়াছে (২।৩।২৮ সূঃ)। তদুত্তরে বলিতেছেন—স্বশব্দ এবং উন্মান (২।৩।২২সূঃ) যেমন জীবের অণুতা প্রতিপাদন করিতে পারে না], এইপ্রকারে "বুদ্ধির দ্বারা শরীরে সম্যগ্রূপে আরোহণ করিয়া", ইত্যাদি এই জাতীয় [জীব ও বুদ্ধির] ভেদ-বিষয়ক উপদেশসকলেও 'উপাধিভূতা বুদ্ধির দ্বারা জীব শরীরে সম্যগ্রূপে আরোহণ করিয়া', ইত্যাদি এইপ্রকারে যোজনা করিতে হইবে, [সুতরাং এই বাক্যও জীবের অণুতা প্রতিপাদন করিতে পারে না।৩৭ কিন্তু প্রজ্ঞাশব্দের অর্থ 'চৈতন্য', তাহাকে উপাধিভূতা বুদ্ধিরূপে ব্যাখ্যা করিতেছ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] অথবা 'শিলাপুত্রের শরীর' ইত্যাদির ন্যায় [ভেদের] কথনমাত্র বুঝিতে হইবে (১৯)।৩৮

ভাবদীপিকা

(১৯) ভাব এই—'শিলাপুত্র' অর্থাৎ 'নোড়া' প্রস্তরখণ্ড মাত্র। তাহার তদ্ব্যতিরিক্ত পৃথক্ শরীর না থাকিলেও যেমন গৌণভাবে 'নোড়ার শরীর' এইপ্রকার ভেদকথন হইয়া থাকে। তদ্রূপ উষ্ণতা ও বহ্নির ন্যায় (১৯ বাক্য) আত্মা ও চৈতন্যের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদ না থাকিলেও গৌণভাবে 'আত্মার চৈতন্য' এইপ্রকার ভেদকথন হইয়া থাকে (৩৯০ পৃঃ দ্রঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

পুত্রকস্য শরীরম্ ইত্যাদিবৎ।৩৮ ন হি অত্র গুণগুণিবিভাগঃ অপি বিদ্যতে ইতি উক্তম্।৩৯ হৃদয়ায়তনত্ববচনম্ অপি বুদ্ধেঃ এব, তদায়তনত্বাৎ।৪০ তথা উৎক্রান্ত্যাদীনাম্ অপি উপাধ্যায়ত্ততাং দর্শয়তি—"কস্মিন্ (নু) অহম্ উৎক্রান্তে উৎক্রান্তঃ ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি ইতি", "সঃ প্রাণম্ অসৃজত" (প্রশ্নঃ ৬।৩-৪), ইতি।৪১ উৎক্রান্ত্যভাবে হি গত্যাগত্যোঃ অপি অভাবঃ বিজ্ঞায়তে।৪২ ন হি অনপসৃপ্তস্য দেহাৎ গত্যাগতী স্যাতাম্।৪৩ এবম্ উপাধিগুণসারত্বাৎ জীবস্য অণুত্বাদিব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ।৪৪ যথা প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনঃ সগুণেষু উপাসনেষু উপাধিগুণসারত্বাৎ অণীয়স্ত্বাদিব্যপদেশঃ—"অণীয়ান্ ব্রীহের্বা

ভাষ্যানুবাদ

যেহেতু এখানে (—চৈতন্য ও আত্মার মধ্যে) গুণগুণিবিভাগও বিদ্যমান নাই, ইহা [১৮ বাক্য এবং শ্বেঃ ৬।১১,১৯ ইত্যাদি শ্রুতিতে] কথিত হইয়াছে।৩৯

[সিঃ—হৃদয়ে অবস্থিতি ও উৎক্রান্তি প্রভৃতি বুদ্ধ্যাদিরূপ উপাধিরই। তাহারা তদুপাধিক জীবে কথিত হওয়ায় জীবের অণুত্ব অসিদ্ধ।]

[২।৩।২৪ এবং ২৭ সূত্রে হৃদয়ে অবস্থিতিবশতঃ জীবের অণুতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদুত্তরে সি বলিতেছেন—] হৃদয়রূপ আশ্রয়ে [জীবের] অবস্থিতি-বোধক বাক্যও বুদ্ধিরই [বলিয়া বুঝিতে হইবে], যেহেতু [হৃদয়] তাহারই আশ্রয় (—বুদ্ধি, অর্থাৎ অন্তঃকরণ মধ্যমপরিমাণ হইলেও (২।৪।৭ সূঃ) হৃদয়েই বিশেষ-ভাবে অভিব্যক্ত হওয়ায় তদুপাধিক জীবাত্মা হৃদয়ে অবস্থিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহার দ্বারা তাহার অণুতা সিদ্ধ হয় না)।৪০ [২।৩।১৯-২০ সূত্রে উৎক্রান্তি প্রভৃতির বোধক শ্রুতিবাক্যবলে জীবের অণুতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] এইপ্রকারে উৎক্রান্তি প্রভৃতিরও উপাধির অধীনতা [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"কে উৎক্রমণ করিলে আমি উৎক্রান্ত হইব এবং কেই বা [শরীরে] অবস্থিত হইলে আমি অবস্থিত থাকিব", "তিনি প্রাণকে (—বুদ্ধিসহ সমষ্টি লিঙ্গশরীরকে) সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি।৪১ আর উৎক্রান্তির অভাবে গমন ও আগমনেরও অভাব অবগত হওয়া যাইতেছে।৪২ যেহেতু দেহ হইতে অনিষ্ক্রান্ত কাহারও গমন ও আগমন সম্ভব নহে। [অতএব বুদ্ধ্যাদিসমন্বিত লিঙ্গশরীররূপ উপাধিরই উৎক্রান্তি ও গত্যাগতি সিদ্ধ হওয়ায় তাহার বলে জীবের পারমার্থিক অণুতা সিদ্ধ হয় না]।৪৩ এইপ্রকারে উপাধির গুণসকল সার (—প্রধানভাবে প্রতীয়মান) হয় বলিয়া জীবের অণুত্বাদির কথন হইয়া থাকে, যেমন প্রাজ্ঞের (—প্রজ্ঞাপ্রকর্ষবিশিষ্ট পরমেশ্বরের) হইয়া থাকে।৪৪ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেমন প্রাজ্ঞের, অর্থাৎ পরমাত্মার সগুণ উপাসনাসকলে উপাধিনিষ্ঠ গুণের প্রাধান্য-

শাঙ্করভাষ্যম্

যবাদ্বা", "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ....সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" (ছাঃ ৩।১৪।৩,২), **"সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ"**(ছাঃ ৮।১।৫), **ইতি এবংপ্রকারঃ, তদ্বৎ**।৪৫॥২।৩।২৯॥

ভাষ্যানুবাদ

বশতঃ অণুত্ব প্রভৃতির উপদেশ হইয়া থাকে, যথা—"ব্রীহি (—ধান্য) বা যব হইতে ক্ষুদ্রতর", "তিনি মনোময় (—মনোবৃত্তিসকলের দ্বারাই তদুপাধিক তিনি যেন বিষয়ে প্রবৃত্ত ও তাহা হইতে নিবৃত্ত হন), প্রাণশরীর (—জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিযুক্ত লিঙ্গশরীররূপ উপাধিযুক্ত),....সকলপ্রকার সুখকর গন্ধযুক্ত, সকলপ্রকার সুখকর রসযুক্ত", "অব্যর্থকামনাবান্ সত্যসঙ্কল্প", ইত্যাদি এইপ্রকার; তাহার ন্যায়।৪৫॥২।৩।২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্—স্যাদেতৎ, যদি বুদ্ধিগুণসারত্বাৎ আত্মনঃ সংসারিত্বং কল্প্যেত, ততঃ বুদ্ধ্যাত্মনোঃ ভিন্নয়োঃ সংযোগাবসানম্ অবশ্যম্ভাবি ইতি অতঃ বুদ্ধিবিয়োগে সতি আত্মনঃ বিভক্তস্য অনালক্ষ্যত্বাৎ অসত্ত্বম্ অসংসারিত্বং বা প্রসজ্যেত ইতি।১ অতঃ উত্তরং পঠতি—

[শঙ্কা—বুদ্ধিবিয়োগে জীবাত্মা অসৎ, অথবা অসংসারী হইয়া পড়িবে।]

ভাষ্যানুবাদ—আচ্ছা, ইহা হইতে পারে; যদি বুদ্ধিনিষ্ঠ গুণের প্রাধান্যবশতঃ আত্মার সংসারিত্ব কল্পিত হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন বস্তু যে বুদ্ধি ও আত্মা, তাহাদের সংযোগের অবসান অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় বুদ্ধির বিয়োগ (—আত্মা হইতে বিভাগ) হইলে বিভক্ত আত্মা অনালক্ষ্য (—অনুভবের অযোগ্য) হওয়ায় অসৎ 'হইয়া পড়িবে'; [যদি বলা হয়—অসৎ হইবে কেন ? স্বরূপতঃ তাহা বর্ত্তমান থাকেই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অথবা অসংসারী হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি।১ এইপ্রকার সংশয় হওয়ায় [সিদ্ধান্তী] উত্তর দিতেছেন—

[সিদ্ধান্তসূত্র—] **যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ॥২।৩।৩০॥**

পদচ্ছেদ—যাবদাত্মভাবিত্বাৎ, চ, ন, দোষঃ, তদ্দর্শনাৎ।

সূত্রার্থ—[বুদ্ধিসংযোগস্য] **যাবদাত্মভাবিত্বাৎ**—আত্মনঃ—জীবস্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি সম্যগ্দর্শনেন যাবৎ সংসারঃ ন নিবর্ত্ততে, তাবদ্ভাবিত্বাৎ, **ন দোষঃ**—ন উক্তঃ দোষঃ। [নন্ বুদ্ধিসংযোগস্য যাবৎসংসার্য্যাত্মভাবিত্বং কুতঃ ইতি চেৎ ? তদাহ—] **তদ্দর্শনাৎ**—দেহবিয়োগেঽপি তস্য—বুদ্ধিসংযোগস্য "সঃ সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি" (বৃঃ ৪।৩।৭) ইত্যাদিশ্রুতৌ দর্শনাৎ। **চ** কারঃ—অপ্রতীতেঃ অসত্ত্বস্য অহেতুত্বং সমুচ্চিনোতি।

অনুবাদ—[বুদ্ধিসংযোগ] **যাবদাত্মভাবিত্বাৎ**—আত্মার—জীবের সংসার "আমিই ব্রহ্ম" এইপ্রকার সম্যগ্জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ না নিবৃত্ত হয়, তাবৎ অবস্থান করে বলিয়া, **ন দোষঃ**—উক্ত দোষ হয় না। [কিন্তু যতকাল সংসারী আত্মভাব (—আমি সংসারী, এই জ্ঞান) থাকে, ততকাল বুদ্ধিসংযোগ থাকে, ইহা কেন বলিতেছ ? উত্তর—] **তদ্দর্শনাৎ**—যেহেতু "তিনি সদৃশ (—বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্যভাবাপন্ন) হইয়া [ইহলোক

ও পরলোক] উভয় লোকে বিচরণ করেন", ইত্যাদি শ্রুতিতে দেহবিয়োগ হইলেও বুদ্ধিসংযোগ পরিদৃষ্ট হয়। চকারটী—অপ্রতীতি অসত্তার হেতু নহে, এই যুক্তিকে গ্রহণ করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন ইয়ম্ অনন্তরনির্দ্দিষ্টদোষপ্রাপ্তিঃ আশঙ্কনীয়া।১ কস্মাৎ।২ যাবদাত্মভাবিত্বাৎ বুদ্ধিসংযোগস্য।৩ যাবৎ অয়ম্ আত্মা সংসারী ভবতি, যাবৎ অস্য সম্যগ্দর্শনেন সংসারিত্বং ন নিবর্ত্ততে, তাবৎ অস্য বুদ্ধ্যা সংযোগঃ ন শাম্যতি।৪ যাবদেব চ অয়ং বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধঃ, তাবৎ জীবস্য জীবত্বং সংসারিত্বং চ।৫ পরমার্থতস্তু ন জীবঃ নাম বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধপরিকল্পিতস্বরূপব্যতিরেকেণ অস্তি।৬ ন হি নিত্যমুক্তস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ ঈশ্বরাৎ অন্যঃ চেতনঃ

ভাষ্যানুবাদ

[৬৪০ পৃঃ]

[সিঃ—জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ; বুদ্ধিরূপ উপাধিসম্বন্ধই জীবের জীবত্ব। সেই সম্বন্ধ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে।]

অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট এই দোষের প্রাপ্তিবিষয়ে আশঙ্কা করা উচিত নহে।১ কেন নহে ?২ [উত্তর—] যেহেতু বুদ্ধিসংযোগ যাবদাত্মভাবী।৩ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—]এই আত্মা যতকাল পর্য্যন্ত সংসারী থাকে, অর্থাৎ সম্যগ্দর্শনের দ্বারা ইহার সংসারিত্ব যতকাল পর্য্যন্ত নিবৃত্ত না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত বুদ্ধির সহিত ইহার সংযোগ উপশান্ত (—নিবৃত্ত) হয় না।৪ [কিন্তু জীব তো স্বতঃই সংসারী, বুদ্ধিরূপ উপাধির আবশ্যকতা কি ? উত্তর—] আর যতকাল পর্য্যন্ত বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত এই সম্বন্ধ থাকে, ততকাল পর্য্যন্তই জীবের জীবত্ব ও সংসারিত্ব।৫ পরমার্থতঃ কিন্তু বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধের দ্বারা পরিকল্পিত স্বরূপ ব্যতিরেকে জীব নামক (—জীবশব্দের বাচ্য) কিছুই নাই (২০)।৬ যেহেতু উপনিষৎসকলের অর্থ

ভাবদীপিকা

[আভাসবাদ, অবচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ।]

(২০) বুদ্ধির (—অন্তঃকরণের) সহিত ব্যাপক ব্রহ্ম চৈতন্যের যে সম্বন্ধবশতঃ তিনি জীবনামে কথিত হন, সেই সম্বন্ধ কিপ্রকার, এই বিষয়ে বিভিন্ন আচার্য্যের বিভিন্ন মতবাদ পরিদৃষ্ট হয়। সকলেই কিন্তু স্বস্বমতবাদস্থাপন প্রসঙ্গে বিভিন্ন শারীরকভাষ্যবাক্য ও বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের মতবাদের মর্ম্ম স্থূলতঃ উদ্ধৃত করিতেছি। আচার্য্য পূজ্যপাদ **বিদ্যারণ্য**স্বামী প্রভৃতি কর্ত্তৃক বর্ণিত **অভাসবাদে** জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ এইপ্রকার—জলপূর্ণ ঘটে ব্যাপক আকাশের প্রতিবিম্বের ন্যায় অন্তঃকরণে যে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব (—চিদাভাস) এবং সেই অন্তঃকরণের অধিষ্ঠানভূত যে কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য, এই উভয়ের যে আধ্যাসিক মিলিতাবস্থা, ইহাই জীব। কিন্তু সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণ স্বীয় পরিণামী উপাদানকারণ অবিদ্যাতে বিলীন হইয়া যায়, অথচ 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম', এইপ্রকার অনুভব সকলেরই হয়। সেইহেতু মাত্র অন্তঃকরণ উপাধি হইলে কার্য্যনির্বাহ হয় না বলিয়া জাগ্রদবস্থাতে অন্তঃকরণরূপে যাহার পরিণাম হয়,সেই মলিনসত্ত্বগুণপ্রধান ব্যষ্টি অজ্ঞানে, অর্থাৎ অবিদ্যাতে যে চিৎপ্রতিবিম্ব এবং সেই অবিদ্যার অধিষ্ঠান যে কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য, এই উভয়ের আধ্যাসিক

ভাবদীপিকা [অবচ্ছেদাদিবাদে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ]

মিলিতাবস্থা **জীবরূপে** অঙ্গীকৃত হয়। এইপ্রকার অঙ্গীকৃত হওয়ায় সুষুপ্তিতে ব্যষ্টি অজ্ঞানে চিদাভাস এবং জাগ্রতে তৎকার্য্যভূত অন্তঃকরণে চিদাভাস, এই উভয়প্রকার স্থিতি সিদ্ধ হওয়ায় ব্যবহারবিরোধ হয় না। এই মতে শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান মায়াতে চিৎপ্রতিবিম্ব এবং সেই মায়ার অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্য, এই উভয়ের আধ্যাসিক মিলিতাবস্থা **ঈশ্বর নামে** অভিহিত হন।

আচার্য্য পূজ্যপাদ **বাচস্পতি** মিশ্র কর্ত্তৃক বর্ণিত **অবচ্ছেদবাদে** জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ এইপ্রকার—আকাশ ব্যাপক পদার্থ হইলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ঘট যেমন তাহাকে যেন সসীম করিয়া ফেলে, অর্থাৎ ঘটমধ্যগত আকাশ মহাকাশ হইতে যেন ভিন্নই হইয়া পড়ে; তদ্রূপ ব্রহ্মচৈতন্য সর্ব্বব্যাপী হইলেও অন্তঃকরণ যেন তাঁহাকে কতকটা সসীমরূপে বোধ করায়। অন্তঃকরণের দ্বারা যেন সসীমভাবপ্রাপ্ত এই যে চৈতন্য, অর্থাৎ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, ইহাই **জীব**। ঘটমধ্যগত আকাশ যেমন সত্যই মহাকাশ হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে না, তদ্রূপ নিরংশ (—নিরবয়ব) ব্রহ্মেরও কোন অংশ সত্যই অন্তঃকরণের দ্বারা পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না। তথাপি ব্রহ্মচৈতন্য যে অন্তঃকরণের দ্বারা পরিচ্ছিন্নরূপে (—জীবরূপে) প্রতিভাত হন, ইহা অনাদি ভ্রমমাত্র। এই মতবাদেও উপরে আভাসবাদে বর্ণিতপ্রকারে সুষুপ্তি অবস্থার উপপত্তির জন্য কোন কোন স্থলে **মলিনসত্ত্বগুণপ্রধান** ব্যষ্টি অবিদ্যাবচ্ছিন্ন **চৈতন্যকে** জীবরূপে অঙ্গীকার করা হইয়াছে। আর অন্তঃকরণের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, তিনিই এই মতে **ঈশ্বররূপে** অঙ্গীকৃত হন। কিন্তু অন্তকরণদ্বারা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য বস্তুতঃ নিরুপাধিক শুদ্ধ ব্রহ্মই হওয়ায় তাঁহাতে "অপহতপাপ্মত্ব" (ছাঃ ৮।৭।১) প্রভৃতি গুণসকল উপপন্ন হয় না। সেইহেতু ইঁহারা বলেন—"অন্তঃকরণদ্বারা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য বলিতে বস্তুতঃ অবিদ্যাবচ্ছিন্ন (—মায়াবচ্ছিন্ন) চৈতন্যকে গ্রহণ করিতে হইবে" (কৃষ্ণালঙ্কার)।

পূজ্যপাদ **বিবরণাচার্য্য** কর্ত্তৃক বর্ণিত **প্রতিবিম্ববাদে** * জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ এইপ্রকার—দর্পণে মুখের প্রতিবিম্বের ন্যায় অজ্ঞানে যে ঈশ্বরচৈতন্যের প্রতিবিম্ব, তাহাই **জীব**। আর বিম্বচৈতন্যই **ঈশ্বর**। এই মতে শুদ্ধ ব্রহ্মবস্তু ও ঈশ্বর অভিন্ন। প্রতিবিম্ব জীবকে অপেক্ষা করিয়া যাঁহার প্রতিবিম্ব, সেই শুদ্ধ ব্রহ্মকে অস্মদাদির দৃষ্টিতে বিম্ব বলা হয়। এই বিম্বধর্ম্মযুক্ত হওয়াই শুদ্ধ ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব; স্বরূপতঃ তিনি শুদ্ধ ও সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত। [ইঁহাতে অপহতপাপ্মত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম কিপ্রকারে উপপন্ন হয়, তাহা ৪।১।২ অধিঃ (৪) ভাবদীঃতে দ্রঃ]। অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত ঈশ্বরচৈতন্য জীবরূপে অঙ্গীকৃত হইলেও এই মতে অন্তঃকরণরূপ উপাধি পরিত্যক্ত হয় না; সর্ব্বব্যাপী সূর্য্যকিরণের দর্পণে বিশেষাভিব্যক্তির ন্যায় অজ্ঞানে

[আভাস ও প্রতিবিম্বে ভেদ]

* লক্ষ্য করিতে হইবে—আভাসবাদী প্রতিবিম্ব বলিতে যাহা বুঝেন, প্রতিবিম্ববাদী তাহা বুঝেন না। আভাসবাদীর প্রতিবিম্ব জলে সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় মিথ্যা, ছায়া মাত্র; কারণ সত্য সূর্য্য সেই স্থলে নাই। মলিন জলে যেমন সূর্য্যের স্পষ্ট স্ফুরণ হয় না, তদ্রূপ অন্তঃকরণ ও অবিদ্যাতে শুদ্ধচৈতন্যের স্পষ্ট স্ফুরণ হয় না। সেইহেতু এই প্রতিবিম্বের নাম—চিদাভাস, অর্থাৎ 'ঠিক্ চিৎ নহে, কথঞ্চিৎ চিৎ', 'চিতের আভাস মাত্র'। প্রতিবিম্ববাদীর প্রতিবিম্ব কিন্তু সত্য বস্তু। ছায়ার ইহাই স্বভাব যে, তাহাতে বিপরীত ভাগ পরিদৃষ্ট হয়, যেমন আমাদের শরীরের ছায়াতে আমরা পৃষ্ঠদেশই দেখিতে পাই, মুখমণ্ডল নহে। প্রতিবিম্বে কিন্তু বিম্ব যে অভিমুখে থাকে, প্রতিবিম্ব তাহার বিপরীত অভিমুখে থাকে, সেইহেতু প্রতিবিম্বে বিম্বই পরিদৃষ্ট হয়, যেমন দর্পণে স্বীয় মুখমণ্ডলই পরিদৃষ্ট হয়, পৃষ্ঠভাগ নহে। দর্পনস্থ প্রতিবিম্বে চক্ষু হইতে নির্গত বৃত্তি ব্যাহত ও পরাবৃত্ত হইয়া যেমন নিজেকেই প্রত্যক্ষ করে, অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য তদ্রূপ নিজেকেই প্রত্যক্ষ করে (২০৪ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ)। সেইহেতু বস্তুতঃ বিম্বই হওয়ায় এই প্রতিবিম্ব সত্য।

[৬৩৮ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

ধাতুঃ দ্বিতীয়ঃ বেদান্তার্থনিরূপণায়াম্ উপলভ্যতে; "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা" (বৃঃ ৩।৭।২৩), "ন অন্যৎ অতঃ অস্তি দ্রষ্টৃ....শ্রোতৃ....মন্তৃ....বিজ্ঞাতৃ" (বৃঃ ৩।৮।১১), "তত্ত্বমসি", (ছাঃ৬।৮।৭), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০), ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ ।৭ কথং পুনঃ অবগম্যতে যাবদাত্মভাবী বুদ্ধিসংযোগঃ ইতি ?৮ 'তদ্দর্শনাৎ' ইতি আহ। ৯ তথাহি শাস্ত্রং দর্শয়তি - "যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ, সঃ সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চ-

ভাষ্যানুবাদ

নিরূপণ করিলে নিত্যমুক্তস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় চেতন ধাতু (—পদার্থ) উপলব্ধ হয় না; "ইঁহা হইতে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা শ্রোতা মননকর্ত্তা ও বিজ্ঞাতা নাই", "ইঁহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা কেহ নাই", "তুমি তৎস্বরূপ", "আমিই ব্রহ্ম", ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে 'ইহা অবগত হওয়া যায়' ।৭ [অতএব বুদ্ধিবিয়োগে স্বরূপতঃ অসংসারী ব্রহ্মভূত জীবের অসত্তার সম্ভাবনা নাই এবং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে বুদ্ধিবিয়োগের সম্ভাবনাও নাই]।

[সিঃ—উভয়লোকে গত্যাগতি ও ধ্যানাদি অন্যথা অনুপপন্ন হওয়ায় বুদ্ধিসংযোগের যাবদাত্মভাবিত্ব। বিজ্ঞানময়স্থলে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্প্রত্যয়গ্রহণে যুক্তি।]

আচ্ছা, কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায় যে, বুদ্ধিসংযোগ (—বুদ্ধির সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ) যাবদাত্মভাবী (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারা জীবাত্মভাবের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত স্থায়ী) ?৮ [তদুত্তরে ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন—"যেহেতু শ্রুতিতে তাহা পরিদৃষ্ট হয়" ।৯ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন —] শাস্ত্র সেইপ্রকারই প্রদর্শন করিতেছেন, যথা — "ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে এই যিনি বিজ্ঞানময় (— বুদ্ধিরূপ উপাধি-

ভাবদীপিকা

প্রতিবিম্বিত ব্যাপক জীবের অজ্ঞানপরিণামভূত অন্তঃকরণই বিশেষাভিব্যক্তির স্থান। দর্পণস্থ মালিন্য যেমন মুখে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণগত কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যে (—জীবে) প্রতিভাত হয়। অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব, এই মতবাদে (ক) একদল বলেন—অজ্ঞান এক হওয়ায় জীব ব্যাপক ও একটী মাত্র। অন্য জীব ও জগদ্রূপে যাহা প্রতিভাত হইতেছে, তাহা ঐ এক জীবের অজ্ঞানদ্বারাই কল্পিত। যতকাল ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশ না হয়, ততকাল স্বপ্নদর্শনের ন্যায় জগদ্ব্যবহার চলিতে থাকে। শুকদেবাদির মুক্তি স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষান্তরের মুক্তির ন্যায় কল্পিত। ইঁহাদের মধ্যে (খ) অপরদল বলেন—অজ্ঞান এক হইলেও বহু বিভিন্ন অংশবিশিষ্ট হওয়ায় তত্তৎ অংশে প্রতিবিম্বিত জীবও বহু। সেই অংশাজ্ঞানের কার্য্যভূত সেই অন্তঃকরণে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইলে অজ্ঞানের সেই অংশ নিবৃত্ত হইয়া সেই জীবের মোক্ষ হইয়া যায়। যাহাহউক্, এই সকল প্রক্রিয়াই বেদান্তসম্মত। অদ্বৈত আত্মতত্ত্বকে শিষ্যবুদ্ধিতে আরূঢ় করাইবার জন্য ইহারা রচিত হইয়াছে। সেইহেতু যে প্রক্রিয়া যাঁহার বুদ্ধিতে আরূঢ় হয়, সেইটীই তাঁহার পক্ষে সমীচীন। এই মতবাদমধ্যে নানা অবান্তর মতভেদ আছে, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

রতি, ধ্যায়তি ইব, লেলায়তি ইব" (বৃঃ ৪।৩।৭), ইত্যাদি ।১০ তত্র বিজ্ঞানময়ঃ ইতি বুদ্ধিময়ঃ ইতি এতৎ উক্তং ভবতি ।১১ প্রদেশান্তরে "বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ" (বৃঃ ৪।৪।৫) ইতি বিজ্ঞানময়স্য মনআদিভিঃ সহ পাঠাৎ ।১২ বুদ্ধিময়ত্বং চ তদ্‌গুণসারত্বম্ এব অভিপ্রেয়তে ।১৩ যথা লোকে 'স্ত্রীময়ঃ দেবদত্তঃ' ইতি স্ত্রীরাগাদিপ্রধানঃ অভিধীয়তে, তদ্বৎ ।১৪ "সঃ সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি" (বৃঃ ৪।৩।৭), ইতি চ লোকান্তরগমনেঽপি অবিয়োগং বুদ্ধ্যা দর্শয়তি ।১৫ কেন সমানঃ? ১৬ তয়া এব বুদ্ধ্যা ইতি গম্যতে, সন্নিধানাৎ ।১৭ তচ্চ দর্শয়তি—"ধ্যায়তি ইব, লেলায়তি ইব" (ঐ) ইতি ।১৮ এতদুক্তং ভবতি—ন অয়ং স্বতঃ ধ্যায়তি নাপি চলতি, ধ্যায়ন্ত্যাং বুদ্ধৌ ধ্যায়তি ইব,

ভাষ্যানুবাদ

যুক্ত) এবং হৃদয়ে (—হৃদয়স্থ বুদ্ধিতে) অবস্থিত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, তিনি সমান (—সদৃশ, অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্যভাবাপন্ন) হইয়া উভয় লোকে (—ইহলোক ও পরলোকে) বিচরণ করেন, যেন ধ্যানই করেন, যেন চলনশীলই হন", ইত্যাদি।১০ সেই স্থলে (—উক্ত শ্রুতিবাক্যে) 'বিজ্ঞানময়' এইপ্রকারে বুদ্ধিময় (—বুদ্ধিপ্রচুর) ইহাই কথিত হইতেছে।১১ [কিন্তু বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্যভাবাপন্ন হইয়া বিজ্ঞান (—ব্রহ্ম) তন্ময়, অর্থাৎ অণুরূপে বিকারভাব (—কার্য্যভাব) প্রাপ্ত হন, এইপ্রকার বিকারার্থে ময়ট্ কেন গ্রহণ করিতেছ না? উত্তর—] যেহেতু অন্য স্থলে "বিজ্ঞানময় মনোময় প্রাণময় চক্ষুর্ম্ময় শ্রোত্রময়", এইপ্রকারে মন প্রভৃতির সহ বিজ্ঞানময়ের [প্রাচুর্য্যার্থে] পাঠ আছে।১২ আর বুদ্ধিময়তাকে (—পরিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি বুদ্ধিগুণের প্রাচুর্য্যকে) তদ্‌গুণসারতারূপেই অভিপ্রায় করা হইতেছে।১৩ [কিন্তু ময়ট্‌প্রত্যয় বিকারার্থে মুখ্য, প্রাচুর্য্যার্থ কেন গ্রহণ করিতেছ? উত্তর—] যেমন লোকমধ্যে 'দেবদত্ত স্ত্রীময়, এইপ্রকারে স্ত্রীর প্রতি আসক্তি প্রভৃতি যাহাতে প্রধান (—প্রচুর), এতাদৃশ পুরুষ কথিত হয়, [এখানে] তাহার ন্যায় 'বুঝিতে হইবে'।১৪ [কেন বুঝিতে হইবে? তাহা বলিতেছেন—আর যেহেতু] "তিনি সমান (—বুদ্ধিতাদাত্ম্যাপন্ন) হইয়া উভয় লোকে বিচরণ করেন", এইপ্রকারে লোকান্তরে গমনকালেও বুদ্ধির সহিত অবিয়োগ [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন।১৫ কাহার সহিত সমান (—তাদাত্ম্যভাবাপন্ন)? ১৬ [উত্তর—] 'সেই বুদ্ধিরই সহিত', ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে, যেহেতু ["বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" এই স্থলে প্রাণসকলের (—করণসকলের, সহিত] সন্নিধি (—নিকটে পাঠ) আছে।১৭ আর [শ্রুতি] তাহাই (—চৈতন্যের বুদ্ধিতাদাত্ম্যই) প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"যেন ধ্যানই করেন, যেন গতিশীলই হন", ইত্যাদি।১৮ [এই শ্রুতিতে] ইহাই কথিত হইতেছে—ইনি

শাঙ্করভাষ্যম্

চলন্ত্যাং বুদ্ধৌ চলতি ইব ইতি ৷১৯ অপি চ মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ অয়ম্ আত্মনঃ বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধঃ ৷২০ ন চ মিথ্যাজ্ঞানস্য সম্যগ্‌জ্ঞানাৎ অন্যত্র নিবৃত্তিঃ অস্তি ইতি অতঃ যাবদ্‌ব্রহ্মাত্মতানবোধঃ তাবৎ অয়ং বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধঃ ন শাম্যতি ৷২১ দর্শয়তি চ—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ, তমেব বিদিত্বাতি- মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ॥ (শ্বেঃ ৩।৮) ইতি ৷২২॥২.৩।৩০॥

ভাষ্যানুবাদ

(—চৈতন্যস্বরূপ এই আত্মা) স্বভাবতঃ ধ্যান করেন না, গমনও করেন না, [পরন্তু] বুদ্ধি ধ্যান করিলে [আত্মা] যেন ধ্যানই করেন, বুদ্ধি গতিশীল হইলে যেন গমনই করেন, ইত্যাদি। [ময়ট্ বিকারার্থে হইলে এই সকল অর্থ সঙ্গত হয় না, ইহাই ভাব] ৷১৯

[সিঃ—যুক্তিদ্বারা বুদ্ধিসংযোগের মোক্ষকাল পর্য্যন্ত স্থায়িত্ব প্রদর্শন।]

[কেবল শাস্ত্র হইতেই যে বুদ্ধিসংযোগের যাবদাত্মভাবিত্ব (—মোক্ষকালপর্য্যন্ত স্থায়িত্ব) অবগত হওয়া যায়, তাহা নহে; 'কারণ থাকিলে কার্য্যের নাশ অসম্ভব', এই যুক্তিদ্বারাও তাহা সিদ্ধ হয়, ইহা বলিতেছেন—] আর দেখ, বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত আত্মার এই সম্বন্ধ মিথ্যাজ্ঞানপূর্ব্বকই হইয়া থাকে ৷২০ আর সম্যগ্ জ্ঞানব্যতিরেকে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না, এইহেতু যতকাল পর্য্যন্ত [জীবের] ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞান (—'আমি ব্রহ্মস্বরূপ', এইপ্রকার জ্ঞান) না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত এই সম্বন্ধ উপশান্ত হয় না ৷২১ [সম্যগ্ জ্ঞানের দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানের ও তাহার কার্য্যভূত বুদ্ধিসংযোগাদিরূপ বন্ধনের ধ্বংসবিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন]—আর [শ্রুতিও তাহাই] প্রদর্শন করিতেছেন—"আদিত্যবর্ণ (—স্বয়ংপ্রকাশ) এবং তমের (—অজ্ঞানান্ধকারের) পারে অবস্থিত এই মহান্ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিয়াই [লোকসকল] মৃত্যুকে অতিক্রম করে, অয়নের (—পরমার্থলাভের) জন্য অন্য পথ (—উপায়) নাই", ইত্যাদি ৷২২॥২।৩।৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্—নমু সুষুপ্তপ্রলয়য়োঃ ন শক্যতে বুদ্ধিসম্বন্ধঃ আত্মনঃ অভ্যুপগন্তুম্, "সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ ভবতি, স্বম্ অপীতঃ ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১), ইতি বচনাৎ ৷১ কৃৎস্নবিকারপ্রলয়াভ্যুপগমাৎ চ ৷২ তৎ কথং যাবদাত্মভাবিত্বং বুদ্ধিসম্বন্ধস্য ইতি?৩ অত্র উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—] কিন্তু সুষুপ্তি ও প্রলয়ে বুদ্ধির সহিত আত্মার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে পারা যায় না, যেহেতু "হে সোম্য, তখন (—সুষুপ্তিতে) সতের (—ব্রহ্মের) সহিত [জীব] একীভূত হয়, স্বস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়", এইপ্রকার শাস্ত্র- বাক্য আছে ৷১ আর যেহেতু সমগ্র কার্য্যপ্রপঞ্চের প্রলয় অঙ্গীকার করা হয়। [বুদ্ধি এবং তাহার সহিত আত্মার সম্বন্ধ, উভয়ই কার্য্য পদার্থ হওয়ায় তাহাদের বিনাশ,

ভাষ্যানুবাদ

অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বুদ্ধি বিদ্যমান থাকিলে সুষুপ্তিতে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি এবং প্রলয়-কালে প্রলয় সম্ভব হইবে না, ইহাই ভাব]।২ সেইহেতু বুদ্ধিসম্বন্ধ মোক্ষকালপর্য্যন্ত স্থায়ী কিপ্রকারে হইবে ?৩ এই বিষয়ে [সিদ্ধান্ত] কথিত হইতেছে—

[সিদ্ধান্ত সূত্র-] **পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ॥২।৩।৩১॥**

পদচ্ছেদ—পুংস্ত্বাদিবৎ, তু, অস্য, সতঃ, অভিব্যক্তিযোগাৎ।

সূত্রার্থ—**তু**শব্দঃ জীবেন সাকং বুদ্ধেঃ সম্বন্ধাভাবং বারয়তি। **পুংস্ত্বাদিবৎ**—যথা বাল্যে পুংস্ত্বাদেঃ সতঃ এব যৌবনে অভিব্যক্তিঃ, তদ্বৎ **অস্য**—বুদ্ধিসংযোগস্য, **সতঃ**—সুষুপ্তৌ সূক্ষ্মাত্মনা বর্ত্তমানস্য এব, **অভিব্যক্তিযোগাৎ**—অভিব্যক্তিসম্ভবাৎ [যাবদাত্মভাবিত্বং ন বিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—**তু**শব্দটী জীবের সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধের অভাবকে বারণ করিতেছে। **পুংস্ত্বাদিবৎ**—যেমন বাল্যকালে যে পুংস্ত্ব প্রভৃতি (—শুক্র ও শ্মশ্রু প্রভৃতি, বালকশরীরে সূক্ষ্মরূপে] বর্ত্তমান থাকে, তাহাদেরই যৌবনে অভিব্যক্তি হয়, তদ্রূপ **অস্য**—এই বুদ্ধিসংযোগ, **সতঃ**—যাহা সুষুপ্তিকালে সূক্ষ্মরূপে [কারণভূত অবিদ্যাতে] বিদ্যমান থাকে, তাহারই, **অভিব্যক্তিযোগাৎ**—অভিব্যক্তি সম্ভব হওয়ায় [তাহার মোক্ষকালপর্য্যন্ত স্থায়িত্ব বিরুদ্ধ নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা লোকে পুংস্ত্বাদীনি বীজাত্মনা বিদ্যমানানি এব বাল্যাদিষু অনুপলভ্যমানানি অবিদ্যমানবদভিপ্রেয়মাণানি যৌবনাদিষু আবির্ভবন্তি।১ ন অবিদ্যমানানি উৎপদ্যন্তে, ষণ্ডাদীনাম্ অপি তদুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ।২ এবম্ অয়ম্ অপি বুদ্ধিসম্বন্ধঃ শক্ত্যাত্মনা বিদ্যমানঃ এব সুষুপ্তপ্রলয়য়োঃ পুনঃ প্রবোধপ্রসবয়োঃ আবির্ভবতি।৩ এবং হি এতৎ যুজ্যতে।৪ ন হি আকস্মিকী কস্যচিৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সুষুপ্তি ও প্রলয়ে অবিদ্যারূপ কারণে তদাত্মকরূপে বুদ্ধ্যাদির অবস্থিতি প্রতিপাদন।]

লোকমধ্যে বাল্যাদি অবস্থাতে যাহাদের উপলব্ধি হয় না, [সেইহেতু] যাহারা অবিদ্যমানের ন্যায় অভিপ্রেত (—প্রতিভাত) হয়, [তত্ত্বতঃ কিন্তু] বীজরূপে যাহারা অবশ্যই বিদ্যমান থাকে, সেই পুংস্ত্ব (—শুক্র ও শ্মশ্রু) প্রভৃতি যেমন যৌবনাদি অবস্থাতে আবির্ভূত হয়।১ [কিন্তু যাহারা অবিদ্যমান, তাহাদেরই তো উৎপত্তি হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—] যাহারা [সূক্ষ্মরূপে কারণে] বিদ্যমান থাকে না, তাহাদের উৎপত্তি হয় না; যেহেতু [তদঙ্গীকারে] ক্লীব প্রভৃতিরও তদুৎপত্তি (—শুক্রাদির উৎপত্তি) অঙ্গীকার্য্য হইয়া পড়িবে, [তাহা সঙ্গত নহে]।২ এইরূপে [আত্মার সহিত] বুদ্ধির এই সম্বন্ধ সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে শক্তিরূপে (—সূক্ষ্মরূপে) বিদ্যমান থাকিয়াই জাগ্রৎ ও সৃষ্টিকালে পুনরায় আবির্ভূত হয়।৩ আর এইপ্রকারেই ইহা (—সূক্ষ্মরূপে কারণে যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহারই অভিব্যক্তিরূপ উৎপত্তি)

শাঙ্করভাষ্যম্

উৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অতিপ্রসঙ্গাৎ ।৫ দর্শয়তি চ সুষুপ্তাৎ উত্থানম্ অবিদ্যাত্মকবীজসদ্ভাবকারিতম্—"সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে (ছাঃ ৬।৯।২) ইতি", "তে ইহ ব্যাঘ্রঃ বা সিংহঃ বা" (ছাঃ ৬।৯।৩), ইত্যাদিনা।৬ তস্মাৎ সিদ্ধম্ এতৎ যাবদাত্মভাবী বুদ্ধ্যুপাধি-সম্বন্ধঃ ইতি ।৭॥২।৩।৩১॥

ভাষ্যানুবাদ

হয় যুক্তিসঙ্গত ।৪ যেহেতু কোন কিছুর আকস্মিক (—অকারণক) উৎপত্তি সম্ভব নহে, কারণ [তাহাতে কারণব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তিরূপ] অতিপ্রসঙ্গ (—এক বিষয় প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়া তদতিরিক্ত অসঙ্গত বিষয় প্রতিপাদিত) হইয়া পড়িবে (২।১।১৮ ভাষ্য দ্রঃ) ।৫ [সুষুপ্তিকালে বীজরূপে অবস্থিত বুদ্ধ্যাদির জাগ্রতে অভিব্যক্তিবিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—আর শ্রুতিও] "এই প্রজাগণ সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারে না, 'আমি সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি", "তাহারা (—সেই জীবগণ, সুষুপ্তির পূর্ব্বে] ইহলোকে ব্যাঘ্র সিংহ ইত্যাদি 'যাহা ছিল, সুষুপ্ত্যন্তে তাহাই হইয়া থাকে", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা 'সুষুপ্তি হইতে উত্থান অবিদ্যারূপ বীজের সদ্ভাবপ্রযুক্ত সম্পাদিত হইয়া থাকে', ইহা প্রদর্শন করিতেছেন ।৬ অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে, বুদ্ধিরূপ উপাধির সহিত [আত্মার] সম্বন্ধ মোক্ষকালপর্য্যন্ত স্থায়ী ।৭॥২।৩।৩১॥

[সিদ্ধান্ত সূত্র-] **নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতর-নিয়মো বাঽন্যথা ॥২।৩।৩২॥**

পদচ্ছেদ—নিত্যোপলব্ধি-অনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ, অন্যতরনিয়মঃ, বা অন্যথা।

সূত্রার্থ—[ননু বুদ্ধ্যপরপর্য্যায়ান্তঃকরণসদ্ভাবে কিং প্রমাণং, যৎপ্রযুক্তঃ সংসারঃ স্যাৎ? অত্র উচ্যতে—ইদম্ অন্তঃকরণং কাদাচিৎকোপলব্ধিনিয়ামকম্ অবশ্যম্ অভ্যুপগন্তব্যম্]; **অন্যথা**—তদনঙ্গীকারে, **নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ**—সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং স্বস্ববিষয়-সন্নিধানদশায়াং নিত্যোপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ—যুগপৎ সর্ব্ববিষয়োপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ, [মনোব্যতিরিক্তজ্ঞান-সামগ্র্যাঃ সত্ত্বাৎ। যদি সত্যাম্ অপি সামগ্র্যাং জ্ঞানাভাবঃ, তদা] নিত্যানুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ—কস্যাপি বিষয়স্য উপলব্ধিঃ ন স্যাৎ। **বা**—অথবা, [একস্মিন্ এব কালে একস্য বিষয়স্য উপলব্ধিম্, ইতরেষাং চ অনুপলব্ধিম্ ইচ্ছতা জ্ঞানসামগ্রীমধ্যে] **অন্যতরনিয়মঃ**—অন্যতরস্য—আত্মনঃ ইন্দ্রিয়স্য বা, নিয়মঃ—শক্তিপ্রতিবন্ধঃ 'অঙ্গীকর্ত্তব্যঃ'। [সঃ ন সম্ভবতি, নির্বিকারে আত্মনি শক্তেঃ অভাবাৎ। নাপি ইন্দ্রিয়স্য শক্তিপ্রতিবন্ধঃ, প্রতিবন্ধকাভাবেন পূর্ব্বোত্তরক্ষণয়োঃ অপ্রতিবদ্ধশক্তিকস্য তস্য অকস্মাৎ শক্তিপ্রতিবন্ধানভ্যুপগমাৎ। তস্মাৎ ব্যাসঙ্গস্থলে ইচ্ছা এব নিয়ামিকা। তস্যাশ্চ মনোধর্ম্মত্বেন "কামঃ সঙ্কল্পঃ" (বৃঃ ১।৫।৩) ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রতিপাদনাৎ সিদ্ধম্ অন্তঃকরণং, তৎপ্রযুক্তশ্চ আত্মনি সংসারঃ, অণুত্বাদিসংব্যবহারশ্চ]।

অনুবাদ—[যদি বলা হয়—যাহার অপর নাম বুদ্ধি সেই যে অন্তঃকরণ, যাহার প্রভাবে

[জীবের] সংসার হয়, তাহার অস্তিত্বে প্রমাণ কি ? এই বিষয়ে বলা হইতেছে—যে উপলব্ধি কখনও হয়, কখনও হয় না, তাহার নিয়ামকরূপে এই অন্তঃকরণকে অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে]; **অন্যথা**—তাহা অঙ্গীকার না করিলে, **নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ** —ইন্দ্রিয়সকলের স্বস্ববিষয়ের সহিত সন্নিধানদশাতে (—সন্নিকর্ষ হইলে) নিত্যোপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ —সকল বিষয়ের যুগপৎ (—একইকালে) উপলব্ধি হইয়া পড়িবে, [কারণ মনোভিন্ন [আত্মা ইন্দ্রিয় বিষয় ও বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষরূপ] জ্ঞানোৎপাদক সামগ্রীসকল বর্ত্তমান থাকে। আর যদি সামগ্রীসকল বর্ত্তমান থাকিলেও জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে] নিত্যানুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ —কোন বিষয়েরই উপলব্ধি হইবে না। **বা**—অথবা, ['একই কালে এক বিষয়ের উপলব্ধি এবং অন্য বিষয়সকলের অনুপলব্ধি হয়', ইহা যাঁহারা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞানোৎপাদক সামগ্রীসকলের মধ্যে] **অন্যতরনিয়মঃ**—অন্যতরের—আত্মা অথবা ইন্দ্রিয়ের, নিয়মঃ—শক্তির প্রতিবন্ধ(—জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ্যে বাধা) 'অঙ্গীকার করিতে হইবে'। [তাহা কিন্তু সম্ভব নহে, যেহেতু সর্ব্বধর্ম্মবিহীন আত্মাতে শক্তি বিদ্যমান নাই। আর ইন্দ্রিয়েরও শক্তিপ্রতিবন্ধ হইতে পারে না, যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী ও উত্তরবর্ত্তী ক্ষণে যাহার শক্তি বাধাবিহীন থাকে, কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকের অভাবে অকস্মাৎ তাহার শক্তিপ্রতিবন্ধ অঙ্গীকার করা যায় না। সেইহেতু ব্যাসঙ্গস্থলে (—যুগপৎ বহুবিষয়ক জ্ঞানস্থলে, যুগপৎ 'কিছু জানি, কিছু জানি না', ইত্যাকার জ্ঞানস্থলে) ইচ্ছাই নিয়ামিকা হইয়া থাকে। আর তাহা (—সেই ইচ্ছা) "কাম সঙ্কল্প" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা মনের ধর্ম্মরূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় অন্তঃকরণ (– তাহার সদ্ভাব), তৎপ্রযুক্ত আত্মাতে সংসার এবং অণুত্বাদি ব্যবহার সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তচ্চ আত্মনঃ উপাধিভূতম্ অন্তঃকরণং মনঃ বুদ্ধিঃ বিজ্ঞানং চিত্তম্ ইতি চ অনেকধা তত্র তত্র অভিলপ্যতে।১ ক্বচিৎ চ বৃত্তি-বিভাগেন সংশয়াদিবৃত্তিকং মনঃ ইতি উচ্যতে, নিশ্চয়াদিবৃত্তিকং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বুদ্ধির অস্তিত্বে যুক্তি। জ্ঞানের কাদাচিৎকত্ব নিয়মনের জন্য তাহা অঙ্গীকার্য্য।]

[বুদ্ধির অস্তিত্বে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর আত্মার উপাধিভূত সেই অন্তঃকরণ সেই সেই স্থলে মন (প্রঃ ৪।৮, মুঃ ২।১।৩, বৃঃ ১।৫।৩), বুদ্ধি (কঠ ৬।১০), বিজ্ঞান (—অহঙ্কার, তৈঃ ২।৫।১, প্রঃ ৪।৮) এবং চিত্ত (প্রঃ ৪।৮), ইত্যাদি অনেক-প্রকারে কথিত হইতেছে।১ [আচ্ছা, একই অন্তঃকরণের অনেক নাম কেন অঙ্গীকৃত হইতেছে? উত্তর—] আবার কোন কোন স্থলে বৃত্তির বিভাগদ্বারা সংশয়াদি-বৃত্তিযুক্তকে (—তদ্‌বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণকে) মন এবং নিশ্চয়াদিবৃত্তিযুক্তকে বুদ্ধি বলা হইতেছে (২১)।২ আর এইপ্রকার সেই অন্তঃকরণ অবশ্যই আছে, ইহা অঙ্গীকার

ভাবদীপিকা

(২১) গর্ব্বপ্রধান অন্তঃকরণকে বলে 'অহঙ্কার' এবং স্মৃতিপ্রধান তাহাকে বলে 'চিত্ত'। ভগবৎপাদাচার্য্যকৃত সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহে "মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং জ্ঞাতৃত্বমিত্যপি" (বেদান্তপক্ষ প্রঃ ১০), এইপ্রকারে জ্ঞাতৃত্বও মনঃপ্রভৃতির ন্যায় অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

বুদ্ধিঃ ইতি।২ তচ্চ এবম্ভূতম্ অন্তঃকরণম্ অবশ্যম্ অস্তি ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্।৩ 'অন্যথা' হি অনভ্যুপগম্যমানে তস্মিন্ নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ।৪ আত্মেন্দ্রিয়বিষয়াণাম্ উপলব্ধিসাধনানাং সন্নিধানে সতি নিত্যম্ এব উপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত।৫ অথ সত্যপি হেতুসমবধানে ফলাভাবঃ, ততঃ নিত্যম্ এব অনুপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত।৬ ন চ এবং দৃশ্যতে।৭ অথবা অন্যতরস্য আত্মনঃ ইন্দ্রিয়স্য বা শক্তিপ্রতিবন্ধঃ অভ্যুপগন্তব্যঃ।৮ ন চ আত্মনঃ শক্তিপ্রতিবন্ধঃ সম্ভবতি, অবিক্রিয়ত্বাৎ।৯ নাপি ইন্দ্রিয়স্য, ন হি তস্য পূর্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োঃ অপ্রতিবদ্ধশক্তিকস্য সতঃ অকস্মাৎ শক্তিঃ প্রতিবধ্যেত।১০ তস্মাৎ যস্য অবধানানবধানাভ্যাম্ উপলব্ধ্যনুপলব্ধী ভবতঃ, তৎ মনঃ।১১ তথাচ শ্রুতিঃ—"অন্যত্রমনাঃ অভূবং ন অদর্শম্, অন্যত্রমনাঃ অভূবং ন অশ্রৌষম্ ইতি, মনসা হি

ভাষ্যানুবাদ

করিতে হইবে।৩ যেহেতু 'অন্যথা', অর্থাৎ তাহা (—অন্তঃকরণের অস্তিত্ব) অঙ্গীকার না করিলে নিত্যই উপলব্ধি, অথবা নিত্যই অনুপলব্ধির প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে।৪ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] উপলব্ধির সাধনভূত আত্মা ইন্দ্রিয় ও বিষয়, এই সকলের সন্নিধান (—একত্র সমাবেশ) হইলে নিত্যই উপলব্ধির প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে (—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত তাহাদের তত্তৎ বিষয়ের যুগপৎ সম্বন্ধ হইলে, উক্ত সকল বিষয়ের জ্ঞান যুগপৎ হইয়া পড়িবে, কারণ মনোভিন্ন জ্ঞানসাধনসামগ্রীসকল বিদ্যমান আছে। তাহা কিন্তু হয় না]।৫ আর হেতুসকলের (—জ্ঞানসাধনসামগ্রীসকলের) সমবধান (—একত্র সমাবেশ) হইলেও যদি [উপলব্ধিরূপ] ফলের অভাব হয়, তাহা হইলে নিত্যই অনুপলব্ধি হইয়া পড়িবে (—কোন বিষয়ের জ্ঞান কখনও হইবে না)।৬ এইপ্রকার কিন্তু পরিদৃষ্ট হয় না। [সুতরাং কাদাচিৎক উপলব্ধির নিয়মনের জন্য অন্তঃকরণ অঙ্গীকার্য্য।৭ যদি বলা হয়—জ্ঞানসামগ্রীর সমাবেশ হইলেও চন্দ্রকান্তমণির দ্বারা অগ্নির দাহিকাশক্তি প্রতিবন্ধের ন্যায় কোনপ্রকার প্রতিবন্ধকবশতঃ জ্ঞানোৎপত্তির কাদাচিৎকতা অঙ্গীকরণীয়, তজ্জন্য অন্তঃকরণ অঙ্গীকার অনাবশ্যক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] অথবা (—অন্তঃকরণ অঙ্গীকার না করিলে) অন্যতরের, অর্থাৎ আত্মার বা ইন্দ্রিয়ের শক্তিপ্রতিবন্ধ স্বীকার করিতে হইবে।৮ কিন্তু আত্মার শক্তিপ্রতিবন্ধ সম্ভব নহে; যেহেতু তাহা সর্ব্ববিক্রিয়ারহিত।৯ আর ইন্দ্রিয়ের শক্তিপ্রতিবন্ধও সম্ভব নহে; যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ক্ষণে যে সবস্তর শক্তিপ্রতিবন্ধ হয় নাই, অকস্মাৎ তাহার শক্তি বাধিত হইতে পারে না।১০ সেইহেতু (—আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের শক্তিপ্রতিবন্ধ সম্ভব না হওয়ায়) যাহার অবধান (—জানিবার ইচ্ছা) ও অনবধানের দ্বারা উপলব্ধি ও

শাঙ্করভাষ্যম্

এব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি" (বৃঃ ১।৫।৩), ইতি।১২ কামাদয়শ্চ অস্য বৃত্তয়ঃ ইতি দর্শয়তি—"কামঃ সঙ্কল্পঃ বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিঃ অধৃতিঃ হ্রীঃ ধীঃ ভীঃ ইতি এতৎ সর্ব্বং মনঃ এব" (ঐ) ইতি।১৩ তস্মাৎ যুক্তম্ এতৎ "তদ্‌গুণসারত্বাৎ তদ্ব্যপদেশঃ" (২।৩।২৯) ইতি।১৪॥২।৩।৩২॥ ইতি ত্রয়োদশম্ উৎক্রান্ত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

অনুপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহাই মন (২২)।১১ শ্রুতিও তাহাই বলেন—"আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, সেইহেতু দর্শন করি নাই, আমার মন অন্যত্র ছিল, সেইহেতু শ্রবণ করি নাই ইত্যাদি, মনের দ্বারাই [লোকে] দর্শন করে, মনের দ্বারাই শ্রবণ করে", ইত্যাদি।১২ আর কাম প্রভৃতিও ইহার (—অন্তঃকরণের) বৃত্তি, ইহা [শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন – "কাম সঙ্কল্প সংশয় শ্রদ্ধা (—আস্তিক্যবুদ্ধি), অশ্রদ্ধা ধৃতি (—অবসন্ন দেহকে ধারণসামর্থ্য), অধৃতি লজ্জা ধী (—প্রজ্ঞা), ভয় ইত্যাদি এই সকল মনই", ইত্যাদি।১৩ সেইহেতু (– বুদ্ধি, অর্থাৎ অন্তঃকরণ এইপ্রকারে প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায়) "বুদ্ধির গুণসকল জীবে প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয় বলিয়া তাহার অণুপরিমাণতা (২৩) প্রভৃতির কথন হইয়াছে", ইহা যুক্তিসঙ্গত।১৪॥২।৩।৩২॥

উৎক্রান্ত্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(২২) এই স্থলে মনের (—অন্তঃকরণের) অস্তিত্বসিদ্ধিতে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল – "অনুবুভুৎসা (—জানিবার ইচ্ছা) সাশ্রয়া, গুণত্বাৎ রূপবৎ"। মাত্র অনুমানের দ্বারাই যে অন্তঃকরণ সিদ্ধ হয়, তাহা নহে। শ্রুতিও তাহাই বলেন, ইহাই বলিতেছেন – **তথাচ শ্রুতিঃ** – 'শ্রুতিও' ইত্যাদি (১২ বাক্য)।

[ন্যায়-বৈশেষিকমতে মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, এই বিষয়ে যুক্তি।]

এই ইচ্ছা প্রভৃতি কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকমতে আত্মার গুণ। সেইহেতু ইচ্ছাদিরূপ গুণের আশ্রয়রূপে তাঁহাদের মতে আত্মারই অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া পড়ে, মনের নহে। তদুত্তরে উক্ত মতাবলম্বিগণ বলেন—মাত্র সমবায়িকারণের দ্বারাই কার্য্যোৎপত্তি হয় না, অসমবায়িকারণ প্রভৃতিরও অপেক্ষা আছে। আত্মমনঃসংযোগই সেই অসমবায়িকারণ। শরীরাবচ্ছেদে আত্মার সহিত মনের বিশেষ সংযোগ হইলেই উক্ত অসমবায়িকারণ এবং অদৃষ্টাদি নিমিত্তকারণের সহযোগে আত্মরূপ সমবায়িকারণে জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষগুণসকলের উৎপত্তি হয়। কিন্তু 'মন' পদার্থ সিদ্ধ না হইলে, 'আত্মমনঃসংযোগ' সিদ্ধ হয়না বলিয়া মনঃপদার্থ অবশ্যই অঙ্গীকরণীয়। ঘটাদি বাহ্যপদার্থের জ্ঞানকালেও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের এবং মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধের অপেক্ষা আছে, সুতরাং তৎসিদ্ধির জন্যও মন অঙ্গীকার্য্য। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—২।১।১৮ এবং ২।২।১৩ ইত্যাদি সূত্রভাষ্যে সমবায় নিরাকৃত হইয়াছে; সুতরাং আত্মরূপ সমবায়িকারণে সমবায়সম্বন্ধে জ্ঞানেচ্ছাদির উৎপত্তি হয়, ইহা বলিতে পার না। আর আত্মমনঃসংযোগও গুণপদার্থ হওয়ায়, আত্মাতে থাকিবার জন্য তাহাও সমবায়-

ভাবদীপিকা

সাপেক্ষ হওয়ায় এবং সমবায়ই সিদ্ধ না হওয়ায়, আত্মমনঃসংযোগই সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাহার জন্য মনের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা যায় না। আর এক কথা, মন অচেতন পদার্থ, চেতনের সহায়তা ব্যতিরেকে তাহা আত্মার সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না। যদি বল—অদৃষ্টবশতঃ মনে আত্মসংযোগানুকূল ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—তোমাদের মতে অদৃষ্ট জড়পদার্থ ও আত্মার ধর্ম, সুতরাং আত্মাশ্রিত জড় তাহা আত্মভিন্ন মনে কিপ্রকারে ক্রিয়াকে উৎপাদন করিবে? বৈশেষিক বলেন—অদৃষ্টবান্ চেতন আত্মা বিভু হওয়ায় মনের সহিত তাহার সংযোগে কোন বিরোধ হয় না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—আত্মা বিভু হওয়ায় সেই সংযোগ তো সদাই বর্তমান আছে, সুতরাং সদাই জ্ঞান ও ইচ্ছাদির উৎপত্তি হওয়া উচিত। তাহা কিন্তু হয় না। যদি বল—পরিপাকবশতঃ ফলদানে উন্মুখ অদৃষ্ট সেই স্থলে না থাকায় উক্ত দোষ হয় না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য ২।২।৩ অধিঃ ৬ ভাবদীপিকাতে আলোচিত হইয়াছে; যুক্তির ধারা এখানেও সেইপ্রকারই বুঝিতে হইবে। অদৃষ্টবিষয়ক পূর্ব্ববাদীর যুক্তিনিরাকরণ ২।৩।৫১ সূঃ হইতে দ্রষ্টব্য। এই সকল অসঙ্গতি হইয়া পড়ে বলিয়া উক্ত মতবাদে মনঃপদার্থ দুর্লভই হইয়া পড়ে।

[সিদ্ধান্তে অন্তঃকরণ মধ্যমপরিমাণ ও সঙ্কোচবিকাশশীল। এই বিষয়ে অন্যান্য দর্শনের মত।]

(২৩) এইরূপে এই অধিকরণে পরব্রহ্মস্বরূপ জীব স্বরূপতঃ বিভু (২।৩।২৯ সূঃ ৫ বাক্য), কিন্তু অন্তঃকরণরূপ উপাধিবশতঃ অণুপরিমাণ (= পরিচ্ছিন্নপরিমাণ, ঐ ২৭ বাক্য এবং ২।৪।৭ সূঃ ভাষ্য), ইহা প্রতিপাদিত হইল। এই 'অণুপরিমাণ'শব্দের অর্থ 'পরমাণুপরিমাণ' নহে, কারণ অতীন্দ্রিয় হওয়ায় পরমাণুনিষ্ঠ গুণসকল যেমন অস্মদাদির অনুভবযোগ্য নহে, অন্তঃকরণও তদ্রূপ পরমাণুপরিমাণ হইলে তন্নিষ্ঠ সুখদুঃখাদি অস্মদাদির অনুভবযোগ্য হইবে না। বস্তুস্থিতি কিন্তু তাহা নহে। সিদ্ধান্তে এই পরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণ সঙ্কোচবিকাশশীল। জাগ্রদবস্থাতে সর্ব্বাঙ্গীন তাপ ও শৈত্যোপলব্ধিবশতঃ (১৪ ভাবদীঃ) ইহাকে সর্ব্বশরীরব্যাপিরূপে অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্তু স্বপ্নকালে অতি সূক্ষ্ম হিতানামক নাড়ীমধ্যে প্রবেশ (বৃঃ ২।১।১৯,৪ ৩।২০, কৌঃ ৪।১৯); সুষুপ্তিকালে হৃদয়াভ্যন্তরবর্ত্তী আকাশে একীভূত হওয়া (বৃঃ ২।১।১৭), উৎক্রান্তিকালে অতি সূক্ষ্ম নাড়ীপথে গতি (ছাঃ ৮।৬।১-৬), ইত্যাদি হেতুসকলবশতঃ ইহাকে অতিসূক্ষ্মরূপেও অঙ্গীকার করিতে হয়। আবার ঘটাদির জ্ঞানকালে ঘটাদ্যাকারা বৃত্তিরূপে চক্ষুরাদিদ্বারে ইহা শরীরের বহির্দ্দেশেও গমন করিয়া থাকে। সেইহেতু সিদ্ধান্তে এই অন্তঃকরণ মধ্যমপরিমাণ (১ ভাবদীঃ) এবং সঙ্কোচবিকাশশীলরূপে অঙ্গীকৃত হয়। নবীন সাংখ্যমতাবলম্বিগণও ইহাকে শরীরপরিমাণ ও সঙ্কোচবিকাশশীলরূপে অঙ্গীকার করেন (যোগবার্ত্তিক ৪।১০, সাং সূঃ ৫।৬৯)। পাতঞ্জল ও প্রাচীনসাংখ্যগণ ইহাকে বিভুরূপে অঙ্গীকার করেন। তাঁহাদের মতে ইহার বৃত্তিই সঙ্কোচবিকাশশীল (যোঃ সূঃ ৪।১০, ভামতী ও ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ২।৪।৭)। ন্যায়-বৈশেষিকমতে—ইহা পরমাণুপরিমাণ ও নিত্য। ভাট্টমীমাংসকগণের মতে—মন বিভু ও স্পন্দনরহিত, শরীর তাহার উপাধি (মানমেয়োদয়, দ্রব্যনির্ণয় ১২৪)। মনের অণুত্ব বিভুত্ব ও নিত্যত্ববোধক পরসম্মত অনুমানসকল ২।৪।২১ সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যাতে নিরাকৃত হইবে। উৎক্রান্ত্যধিকরণ সমাপ্ত।

১৪। কর্ত্রধিকরণম্। [৩৩-৩৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—জীবেরই কর্ত্তৃত্ব, জড়া বুদ্ধির নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে জীবাত্মার পরিচ্ছিন্নপরিমাণতা বুদ্ধিরূপ উপাধিকৃত, স্বরূপতঃ তাহা বিভু, ইহা প্রতিপাদনদ্বারা তাহার স্বয়ংপ্রকাশতারূপ অন্তরঙ্গস্বরূপ হইতে ঈষৎ বহিরঙ্গ যে পরিমাণ, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহা হইতেও বহিরঙ্গ যে কর্তৃত্ব, তাহার স্বরূপ প্রতিপাদিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আন্তরবহির্ভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

জীবোঽকর্ত্তাঽথবা কর্ত্তা ধিয়ঃ কর্ত্তৃত্বসম্ভবাৎ।
জীবকর্ত্তৃতয়া কিং স্যাদিত্যাহুঃ সাংখ্যমানিনঃ॥
করণত্বান্ন ধীঃ কর্ত্রী যাগশ্রবণলৌকিকাঃ।
ব্যাপারা ন বিনা কর্ত্রা তস্মাজ্জীবস্য কর্ত্তৃতা॥

অন্বয়—জীবঃ অকর্ত্তা, অথবা কর্ত্তা? ধিয়ঃ কর্ত্তৃত্বসম্ভবাৎ জীবকর্ত্তৃতয়া কিং স্যাৎ, ইতি সাংখ্যমানিনঃ আহুঃ। করণত্বাৎ ন ধীঃ কর্ত্রী। যাগশ্রবণলৌকিকাঃ ব্যাপারাঃ কর্ত্রা বিনা ন। তস্মাৎ জীবস্য কর্ত্তৃতা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[জীবস্য কর্ত্তৃত্বম্ অত্র বিষয়ঃ। অত্র তদ্গুণসারত্বস্যৈব প্রপঞ্চনাৎ যদ্যপি শ্রুত্যোঃ বিরোধপরিহারৌ ন বিচারয়িতব্যৌ, তথাপি শিষ্যবুদ্ধিবৈশদ্যার্থং বিরুদ্ধবাক্যম্ উপন্যস্যতি—"অসঙ্গঃ হি অয়ং পুরুষঃ" (বৃঃ ৪।৩।১৫), ইতি আত্মনঃ অসঙ্গত্বশ্রুতীনাং "যজেত", "দদ্যাৎ", ইতি কর্ত্তুঃ ইষ্টসাধনবোধকবিধিবাক্যানাং চ পরস্পরবিরোধাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] জীবঃ অকর্ত্তা, অথবা কর্ত্তা?

পূর্ব্বপক্ষ—[পরিণামিত্বেন] ধিয়ঃ কর্ত্তৃত্বসম্ভবাৎ জীবকর্ত্তৃতয়া কিং স্যাৎ? [তস্য অসঙ্গত্বাৎ], ইতি সাংখ্যমানিনঃ আহুঃ।

সিদ্ধান্ত—[কুঠারাদিবৎ] করণত্বাৎ ধীঃ ন কর্ত্রী, [তস্যাঃ কর্ত্তৃত্বে করণান্তরস্য কল্পনীয়ত্বাৎ। মাভূৎ কশ্চিদপি কর্ত্তা ইতি ন চ বাচ্যম্ যতঃ] যাগশ্রবণলৌকিকাঃ ব্যাপারাঃ [পূর্ব্বকাণ্ডোক্তযাগাদিব্যাপারাঃ, উত্তরকাণ্ডোক্তশ্রবণাদিব্যাপারাঃ, লৌকিককৃষ্যাদিব্যাপারাঃ ইত্যর্থঃ] কর্ত্রা বিনা ন [সম্ভবন্তি, কর্ত্তৃসাপেক্ষত্বাৎ]। তস্মাৎ জীবস্য কর্ত্তৃতা [অঙ্গীকর্ত্তব্যা]।

অনুবাদ

সংশয়—[জীবের কর্ত্তৃত্ব এখানে বিষয়। এই স্থলে "তদ্গুণসারত্বাৎ"ই (২।৩।২৯ সূঃ) বিস্তার হইতেছে বলিয়া যদিও শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ পরিহার বিচারণীয় নহে, তথাপি শিষ্যের বুদ্ধি বিশদীকরণের জন্য বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যকে উল্লেখ করিতেছেন—"এই পুরুষ অবশ্যই অসঙ্গ", এইপ্রকার আত্মার অসঙ্গতাপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের এবং "যজ্ঞ করিবে", "দান করিবে", এইপ্রকার কর্ত্তার ইষ্টসাধনতাবোধক বিধিবাক্যসকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধবশতঃ সংশয় হয়—] জীব অকর্ত্তা, অথবা কর্ত্তা?

পূর্ব্বপক্ষ—[পরিণামী হওয়ায়] বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব সম্ভব বলিয়া জীবের কর্ত্তৃতার দ্বারা কি হইবে (—তাহা স্বীকারের আবশ্যকতা কি)? যেহেতু তাহা (—জীব) অসঙ্গ, ইহা সাংখ্যমতাবলম্বিগণ বলেন।

সিদ্ধান্ত—[কুঠারাদির ন্যায়] কারণ হওয়ায় বুদ্ধি (—অন্তঃকরণ) কর্ত্রী নহে, [যেহেতু তাহা কর্ত্রী হইলে অন্য করণের কল্পনা করিতে হইবে। আর 'কর্ত্তাই কেহ নাই', ইহা বলিতে পার না, যেহেতু যাগ, শ্রবণ এবং লৌকিক ব্যাপারসকল (—কর্ম্মকাণ্ডে বর্ণিত যজ্ঞাদি ব্যাপারসকল, জ্ঞানকাণ্ডে বর্ণিত শ্রবণাদি ব্যাপারসকল এবং লৌকিক কৃষি প্রভৃতি ব্যাপারসকল) কর্ত্তৃব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, [কারণ তাহারা কর্ত্তৃসাপেক্ষ]। অতএব জীবের কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ব্রহ্মস্বরূপ জীবের বন্ধনাভাববশতঃ মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রের ব্যর্থতা। সিদ্ধান্তে—জীবের কর্ত্তৃত্বাদি সম্ভব হওয়ায় শাস্ত্রের সার্থকতা।

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥২।৩।৩৩॥

সূত্রার্থ—[অসঙ্গত্বশ্রুতীনাং বিধ্যাদিশ্রুতীনাং চ পরস্পরবিরোধাৎ সঃ বিভুঃ নিত্যঃ চিদ্রূপঃ জীবঃ কর্ত্তা, ন বা ইতি সন্দেহে; পূর্ব্ববাদী ব্রূতে—পরস্পরবিরোধাৎ শ্রুতেঃ প্রামাণ্যম্ এব নাস্তি, কুতঃ বিচারাবসরঃ? তত্র সাংখ্যঃ একদেশী মন্যতে—আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং নাস্ত্যেব, শশশৃঙ্গবৎ। কর্ত্তৃত্বাদিবচনানি তু বুদ্ধিবিষয়াণি এব, 'সিংহঃ মানবকঃ' ইতিবৎ তানি আত্মনি উপচারাৎ কর্ত্তৃতাপ্রতিপাদকানি। অকর্ত্তৃত্বাদিবচনানি তু মুখ্যয়া বৃত্ত্যা আত্মপরাণি; অতঃ ন বিরোধঃ, অপ্রামাণ্যং বা। তত্র সিদ্ধান্তী আহ—] **কর্ত্তা**—জীবাত্মা এব কর্ত্তা, [ন বুদ্ধিঃ। কুতঃ?] **শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ**—কর্ত্তুঃ অপেক্ষিতোপায়বোধকবিধিশাস্ত্রস্য অর্থবত্ত্বাৎ। যদি বুদ্ধিঃ কর্ত্রী ফলভোক্তা চ আত্মা, তর্হি একস্য কর্ত্তৃত্বম্ অপরস্য ভোক্তৃত্বম্ ইতি অসঙ্গত্যাপত্ত্যা বিধিশাস্ত্রম্ অনর্থকম্ এব স্যাৎ। অতঃ ন কেবলায়াঃ বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বম্, কিন্তু তদ্বিশিষ্টস্য আত্মনঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[অসঙ্গতাপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের এবং বিধি প্রভৃতি প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধবশতঃ সেই বিভু নিত্য ও জ্ঞানস্বরূপ জীব কর্ত্তা, অথবা কর্ত্তা নহে, এই প্রকার সন্দেহ হইলে; পূর্ব্বপক্ষী বলেন—পরস্পর বিরোধবশতঃ শ্রুতির প্রামাণ্যই নাই, সুতরাং বিচারের অবসর কোথায়? তাহাতে একদেশী সাংখ্যমতাবলম্বী বলেন—শশকের শৃঙ্গের ন্যায় আত্মার কর্ত্তৃত্বই নাই। কর্ত্তৃত্বাদিপ্রতিপাদক বচনসকল কিন্তু বুদ্ধিকেই বিষয় করে, 'বালক সিংহ' ইত্যাদির ন্যায় তাহারা আত্মাতে গৌণভাবে কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করে। অকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতির বোধক বাক্যসকল মুখ্য বৃত্তিতে আত্মাকে বিষয় করে; সেইহেতু বিরোধ, অথবা অপ্রামাণ্য হয় না। সেই বিষয়ে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] **কর্ত্তা**—জীবাত্মাই কর্ত্তা, [বুদ্ধি নহে। কেন নহে? তাহা বলিতেছেন—] **শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ**—যেহেতু [তাহা হইলে] কর্ত্তার অপেক্ষিত উপায়বোধক বিধিশাস্ত্র হয় সার্থক। [যদি বুদ্ধি কর্ত্রী এবং আত্মা ফলভোক্তা হয়, তাহা হইলে একের কর্ত্তৃত্ব এবং অপরের ভোক্তৃত্ব, এইপ্রকার অসঙ্গতি হইয়া পড়ে বলিয়া বিধিশাস্ত্র অনর্থকই হইয়া পড়িবে। সেইহেতু কর্ত্তৃত্ব কেবল বুদ্ধির নহে, কিন্তু তদ্বিশিষ্ট আত্মার, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তদ্গুণসারত্বাধিকারেণ এব অপরঃ অপি জীবধর্ম্মঃ প্রপঞ্চ্যতে।১ 'কর্ত্তা' চ অয়ং জীবঃ স্যাৎ।২ কস্মাৎ?৩ 'শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ'।৪ এবং চ 'যজেত' 'জুহুয়াৎ' 'দদ্যাৎ' ইতি এবংবিধং বিধিশাস্ত্রম্ অর্থ-

শাঙ্করভাষ্যম্

বৎ ভবতি।৫ অন্যথা তৎ অনর্থকং স্যাৎ।৬ তৎ হি কর্ত্তুঃ সতঃ কর্ত্তব্যবিশেষম্ উপদিশতি।৭ ন চ অসতি কর্ত্তৃত্বে তদুপপদ্যেত।৮

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শ্রুতি ও অর্থাপত্তিবলে কর্ত্তৃত্ব জীবেরই, বুদ্ধির নহে।]

তদ্‌গুণসারতার (২।৩।২৯ সূঃ) প্রসঙ্গেই জীবের অপর ধর্ম্মও বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে।১ [সিদ্ধান্তী বলেন—] এই জীবই কর্ত্তা (১)।২ তাহাতে হেতু কি ?৩ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু [তাহা হইলেই] শাস্ত্র সার্থক হয়।৪ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] আর এইপ্রকার (—জীব কর্ত্তা) হইলেই 'যজ্ঞ করিবে', 'হোম করিবে', 'দান করিবে', ইত্যাদি এইপ্রকার বিধিবোধক শাস্ত্র সার্থক হইয়া থাকে।৫ অন্যথা (—জীব কর্ত্তা না হইলে, কর্ত্তার অভাবে] তাহা (—শাস্ত্র) অনর্থক হইয়া পড়িবে।৬ [কিন্তু কর্ত্রীরূপে বুদ্ধিই তো আছে, জীবে তাহা অঙ্গীকারের আবশ্যকতা কি ? উত্তর—] যেহেতু তাহা (—শাস্ত্র) সৎ কর্ত্তার [জন্য] কর্ত্তব্যবিশেষের উপদেশ করিতেছেন। [সেইহেতু 'আমার ইহা কর্ত্তব্য', এইপ্রকার বুদ্ধিযুক্ত চেতন কর্ত্তারই কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকর্ত্তব্য, অচেতন বুদ্ধির নহে]।৭ আর [চেতন জীবনিষ্ঠ] কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে তাহা (—শাস্ত্রের উপদেশ) সঙ্গত হয় না, [ইহা শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণবলে অবগত হওয়া যায় (২)।৮ কিন্তু "অনশ্নন্" (মুঃ ৩।১।১),

ভাবদীপিকা

(১) সংশয় হয়—ব্রহ্মস্বরূপ জীবের কর্ত্তৃত্বাদি উপাধিকল্পিত, সুতরাং অধ্যস্ত, ইহা পূর্ব্বাধিকরণে তদ্‌গুণসারতার ব্যাখ্যাকালে বস্তুতঃ প্রতিপাদিতই হইয়াছে। পুনরায় এই অধিকরণে জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিয়া পরবর্ত্তী অধিকরণে তাহার ঔপাধিকত্ব (—মিথ্যাত্ব) কেন প্রতিপাদিত হইতেছে ? ইহাতে পুনরুক্তি দোষ আপতিত হইতেছে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—**সাংখ্যগণ** মনে করেন, **'আত্মা কেবলমাত্র ভোক্তা, কর্ত্তা নহে'***। এই মতবাদ নিরাকরণের জন্য পুনরায় স্পষ্টভাবে বিষয়টী প্রতিপাদিত হইতেছে। আর দেখ, এই শাস্ত্রের প্রয়োজন তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদন, জয়পরাজয়ের নির্দ্ধারণ নহে। সেই তত্ত্ব কিন্তু পরম গম্ভীর। সেইহেতু শিষ্যের বুদ্ধিবৈশদ্য ও নিঃশেষে সংশয়নিবৃত্তির জন্য বারংবার বিভিন্নভাবে সেই একই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইতেছে বলিয়া পুনরুক্তিদোষ হয় না।

(২) তাৎপর্য্য এই—যিনি ভোক্তা, তাঁহারই কর্ত্তা হওয়া উচিত, অন্যথা একের কর্ত্তৃত্ব এবং অপরের ভোক্তৃত্ব, এইপ্রকার অসঙ্গতি এবং যে চেতন ভোক্তার ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকে, শাস্ত্র তাহাকে তৎপ্রাপ্তির উপায় উপদেশ না করিয়া যে অচেতন বুদ্ধির তাহা নাই, তাহাকে তৎপ্রাপ্তির উপায় উপদেশ করেন, এইপ্রকার অসঙ্গতি হইয়া পড়িবে। আর "শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি" (জৈঃ সূঃ ৩।৭।১৮)—'শাস্ত্রোক্ত ফলসকল প্রয়োগকর্ত্তারই হইয়া থাকে', এই

*ইহা সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন সাংখ্যমত। "ভোক্তা এব কেবলং ন কর্ত্তা", ইত্যাদি ভাষ্য ও টীকা, (১।৯৩ পৃঃ), প্রশ্ন ৬।৩ ভাষ্য ও টীকা, অত্রত্য ভামতী ও কল্পতরু প্রভৃতি স্থলে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রচলিত সাংখ্যমতে কিন্তু কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব উভয়ই বুদ্ধির, পুরুষে উপচরিত হওয়ায় তাহারা ভ্রান্তি মাত্র। সাং কাঃ ২০ ও ৩৭ এবং তাহার তত্ত্বকৌমুদী ও টীকাদি দ্রষ্টব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

তথা ইদমপি শাস্ত্রম্ অর্থবৎ ভবতি "এষঃ হি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" (প্রঃ ৪।৯), ইতি ।৩৩।২।৩।৩৩॥

ভাষ্যানুবাদ

'অসঙ্গঃ' (বৃঃ ৪।৩।১৫) ইত্যাদি, শ্রুতির বিরোধবশতঃ অর্থাপত্তি দুর্ব্বল। তদুত্তরে সিঃ স্বপক্ষে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—]এইপ্রকারে "ইনিই (—শরীরে প্রবিষ্ট এই আত্মাই) দ্রষ্টা শ্রোতা মননকর্তা বোদ্ধা (—নিশ্চয়কারী), কর্তা বিজ্ঞানাত্মা (—বিজ্ঞাতৃস্বভাব) এবং পুরুষ (—দেহেন্দ্রিয়সংঘাতকে পূর্ণ করিয়া অবস্থিত"), ইত্যাদি এই শাস্ত্রও হয় সার্থক (৩) ।৩৩॥২।৩।৩৩॥

বিহারোপদেশাৎ ॥২।৩।৩৪॥

সূত্রার্থ - [কিঞ্চ "স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" (বৃঃ ২।১।১৮) ইতি জীবপ্রকরণে স্বপ্নাবস্থায়াং] **বিহারোপদেশাৎ** — বিহারস্য— সঞ্চরণস্য উপদেশাৎ [সিধ্যতি জীবস্য কর্তৃত্বম্। অকর্ত্তুঃ সঞ্চরণাযোগাৎ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[আর "নিজের শরীরমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করেন", এইপ্রকারে জীবের প্রকরণে স্বপ্নাবস্থাতে] **বিহারোপদেশাৎ**—বিহারের—সঞ্চরণের উপদেশ থাকায় [জীবের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যেহেতু অকর্ত্তার সঞ্চরণ সম্ভব নহে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ জীবস্য কর্তৃত্বং, যৎ জীবপ্রক্রিয়ায়াং সন্ধ্যে স্থানে বিহারম্ উপদিশতি—"সঃ ঈয়তে অমৃতঃ যত্র কামম্" (বৃঃ ৪।৩।১২) ইতি, "স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" (ঐ ২।১।১৮), ইতি চ ॥২।৩।৩৪॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্বপ্নাবস্থাতে সঞ্চরণ অন্যথা উপপন্ন হয় না বলিয়া জীবের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়।]

আর এই হেতুবশতঃ জীবের কর্তৃত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে, যেহেতু [শ্রুতি] জীবের প্রক্রিয়াতে (—প্রকরণে) স্বপ্নাবস্থাতে বিহারের উপদেশ করিতেছেন, যথা—"অমৃতস্বরূপ তাহা (—সেই আত্মা) যেখানে ইচ্ছা (—যে বিষয়ে বাসনা

ভাবদীপিকা

ন্যায়ের বিরোধ হইবে। তাহা না হউক, সেইহেতু শাস্ত্রোপদেশের সার্থকতার জন্য অর্থাপত্তিবলে জীবেরই কর্তৃত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে।

(৩) সাংখ্যী যে বলিয়াছেন—আত্মার কর্তৃত্বকে "সিংহঃ মানবকঃ", ইত্যাদির ন্যায় ব্যাখ্যা করিতে হইবে (৩৩ সূত্রার্থ দ্রঃ)। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—"বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ কর্তা" (প্রঃ ৪।৯), ইত্যাদি বাক্যে আত্মপদের সহিত একত্রে পঠিত কর্তৃত্বকে গৌণীবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে। আর "অসঙ্গত্বাদি" শ্রুতির সহিত বিধিশ্রুতির বিরোধ আশঙ্কা করাও উচিত নহে। কারণ সাংখ্যীকে বলিতে হইবে—বুদ্ধির সহিত তাঁহাদের অসঙ্গ আত্মার সম্বন্ধ কি প্রকার? যদি তাহা কাল্পনিক হয়, তবে আত্মার কর্তৃত্বকেও কাল্পনিকরূপে অঙ্গীকার করিতে তাঁহার আপত্তি হওয়া উচিত নহে। ইহা পরবর্তী অধিকরণে প্রতিপাদিত হইবে। অতএব বিধিশ্রুতির ও অসঙ্গতাশ্রুতির বিরোধ হয় না, ইহাই ভাব (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)।

ভাষ্যানুবাদ

উদ্ভূতবৃত্তি হয়, সেই স্থলেই) গমন করেন" এবং "নিজের শরীরমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করেন", ইত্যাদি ॥২।৩।৩৪॥

উপাদানাৎ ॥২।৩।৩৫॥

সূত্রার্থ—[কিঞ্চ "প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায়" (বৃঃ ২।১।১৭), ইতি] **উপাদানাৎ**—গ্রহণশক্ত্যুপাদানশ্রবণাৎ [আত্মনঃ কর্তৃত্বং সিধ্যতি, অকর্ত্তুঃ উপাদানাযোগাৎ]।

অনুবাদ [আর "ইন্দ্রিয়সকলের বিজ্ঞানকে (—বিষয়গ্রহণসামর্থ্যকে) বিজ্ঞানের (—বুদ্ধিস্থ চিদাভাসের) দ্বারা গ্রহণ করিয়া", এইপ্রকারে] **উপাদানাৎ**—[ইন্দ্রিয়সকলের] জ্ঞানশক্তিকে গ্রহণের কথা শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় [আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, যেহেতু যিনি অকর্ত্তা, তিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ অস্য কর্ত্তৃত্বং, যৎ জীবপ্রক্রিয়ায়াম্ এব করণানাম্ উপাদানং সঙ্কীর্ত্তয়তি—"তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায়" (বৃঃ ২।১।১৭) **ইতি, "প্রাণান্ গৃহীত্বা"** (বৃঃ ২।১।১৮), **ইতি চ** ॥২।৩।৩৫॥

ভাষ্যানুবাদ

সিঃ—ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয়গ্রহণসামর্থ্যের গ্রাহক হওয়ায় জীব কর্ত্তা।]

আর এই হেতুবশতঃও ইহার (—জীবের) কর্তৃত্ব 'সিদ্ধ হয়', যেহেতু জীববোধক প্রকরণেই ইন্দ্রিয়সকলের গ্রহণ [শ্রুতি] বর্ণনা করিতেছেন, যথা—"তখন (—সুষুপ্তিতে) এই [বাগাদি] ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়গ্রহণসামর্থ্যকে বুদ্ধিস্থ চিদাভাসের দ্বারা গ্রহণ করিয়া", ইত্যাদি এবং "ইন্দ্রিয়সকলকে গ্রহণ করিয়া", ইত্যাদি॥২।৩।৩৫॥

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ॥২।৩।৩৬॥

পদচ্ছেদ—ব্যপদেশাৎ, চ, ক্রিয়ায়াম্, ন, চেৎ, নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ।

সূত্রার্থ—চ—অপিচ, ["বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" (তৈঃ ২।৫।১) ইত্যাদৌ] **ক্রিয়ায়াম্**—লৌকিকবৈদিকক্রিয়ায়াং [বিজ্ঞানশব্দবাচ্যস্য জীবাত্মনঃ] **ব্যপদেশাৎ**—কর্ত্তৃত্বব্যপদেশাৎ, [তস্য কর্ত্তৃত্বং সিধ্যতি। ননু বিজ্ঞানশব্দঃ বুদ্ধিপরঃ, ন তু জীবপরঃ ইতি। অতঃ আহ—] **ন চেৎ**—যদি বিজ্ঞানশব্দঃ জীবপরঃ ন স্যাৎ, [তর্হি] **নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ**—বুদ্ধেঃ করণত্বেন "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে", ইতি কর্ত্তৃত্বনির্দ্দেশঃ ন স্যাৎ, অপিতু 'বিজ্ঞানেন যজ্ঞং তনুতে', ইতি এবম্প্রকারেণ 'বিজ্ঞানম্' ইতি অস্য 'বিজ্ঞানেন', ইতি বিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—চ—আর এক কথা, ["বিজ্ঞান যজ্ঞের বিস্তার (—অনুষ্ঠান) করে", এবং [স্মার্ত্ত ও লৌকিক] কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে", ইত্যাদি স্থলে] **ক্রিয়ায়াম্**—লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়াতে [বিজ্ঞানশব্দবাচ্য জীবাত্মার] **ব্যপদেশাৎ**—কর্তৃত্বের বর্ণনা থাকায় [তাহার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যদি বলা হয়—বিজ্ঞানশব্দ বুদ্ধিবোধক, কিন্তু জীববোধক নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] **ন চেৎ**—যদি বিজ্ঞানশব্দ জীববোধক না হয়, [তাহা হইলে] **নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ**—বুদ্ধি করণ হওয়ায় "বিজ্ঞান যজ্ঞ সম্পাদন করে", এইপ্রকারে

কর্তৃত্বের নির্দ্দেশ হইত না, কিন্তু 'বিজ্ঞানের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হয়', এইপ্রকারে 'বিজ্ঞান'. ইহার 'বিজ্ঞানের দ্বারা' এইপ্রকারে বিপর্য্যয়—ব্যতিক্রম হইয়া পড়িত, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং, যৎ অস্য লৌকিকীষু বৈদিকীষু চ ক্রিয়াসু কর্ত্তৃত্বং ব্যপদিশতি শাস্ত্রম্—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" (তৈঃ ২।৫।১) **ইতি।১ ননু বিজ্ঞানশব্দঃ বুদ্ধৌ সমধিগতঃ, কথম্ অনেন জীবস্য কর্ত্তৃত্বং সূচ্যতে ইতি?২ ন, ইতি উচ্যতে।৩ জীবস্য এব এষঃ নির্দ্দেশঃ, ন বুদ্ধেঃ।৪ ন চেৎ জীবস্য স্যাৎ, নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ; 'বিজ্ঞানেন' ইতি এবং নিরদেক্ষ্যৎ।৫ তথাহি অন্যত্র বুদ্ধিবিবক্ষায়াং বিজ্ঞানশব্দস্য করণবিভক্তিনির্দ্দেশঃ দৃশ্যতে,"তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায়"** (বৃঃ ২।১।১৭) **ইতি।৬ ইহ তু বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে", ইতি কর্ত্তৃসামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশাৎ বুদ্ধিব্যতিরিক্তস্য এব আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং সূচ্যতে ইতি অদোষঃ।৭॥২।৩।৩৬॥**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—তৈঃ ২।৫।১ বাক্যে কর্তৃবাচক আখ্যাতের সহিত সামানাধিকরণ্যবশতঃ বিজ্ঞানশব্দে কর্তৃরূপে জীবই গ্রহণীয়, বুদ্ধি নহে।]

আর এই হেতুবশতঃও জীবের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, যেহেতু শাস্ত্র লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়াসকলে ইহার কর্তৃত্বের উল্লেখ করিতেছেন, যথা—"বিজ্ঞান যজ্ঞকে বিস্তার (—তদনুষ্ঠান) করে এবং [লৌকিকাদি] কর্ম্মসকলকেও বিস্তার করে", ইত্যাদি।১ কিন্তু বিজ্ঞানশব্দ বুদ্ধিতেই অবগত হওয়া যায় (—বুদ্ধিকেই বোধ করায়), ইহার দ্বারা জীবের কর্তৃত্ব কিপ্রকারে সূচিত হইতেছে?২ [উত্তর -] ইহা কথিত হইতেছে—না তাহা নহে।৩ ইহা জীবেরই নির্দ্দেশ, বুদ্ধির নহে।৪ [এই নির্দ্দেশ] যদি জীবের না হয়, [তাহা হইলে] নির্দ্দেশের বিপর্য্যয় (—ব্যতিক্রম) হইয়া পড়িবে, [কি সেই বিপর্য্যয়, তাহা বলিতেছেন—'বিজ্ঞান', এইপ্রকারে কর্তার দ্যোতক প্রথমাবিভক্তির দ্বারা নির্দ্দেশ না করিয়া] 'বিজ্ঞানের দ্বারা', এইপ্রকারে [করণতার দ্যোতক তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা] নির্দ্দেশ করা হইত।৫ [কিন্তু আমাদের মতে বুদ্ধিই তো কর্তা, সুতরাং প্রথমার দ্বারা নির্দ্দেশ সঙ্গতই আছে; তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—কেবলমাত্র বুদ্ধির বিবক্ষা থাকিলে করণরূপেই তাহার নির্দ্দেশ হয়, কর্তৃরূপে নহে]; যেমন দেখ, অন্য স্থলে বুদ্ধিকে বলিবার ইচ্ছা হইলে করণবিভক্তির (—তৃতীয়া বিভক্তির) দ্বারা বিজ্ঞানশব্দের নির্দ্দেশ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যথা—"তখন (—সুষুপ্তিতে) এই ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়গ্রহণসামর্থ্যকে বিজ্ঞানের (—বুদ্ধির) দ্বারা গ্রহণ করিয়া", ইত্যাদি।৬ এখানে কিন্তু "বিজ্ঞান যজ্ঞ সম্পাদন করে", এইপ্রকারে কর্তার সহিত সমানাধিকরণ্যের (—'তনুতে' এই প্রথম পুরুষের একবচনরূপ কর্তৃবাচী আখ্যাতের সহিত কর্তৃবাচক 'বিজ্ঞানপদে' প্রথমার একবচনের)

ভাষ্যানুবাদ

নির্দেশ থাকায় বুদ্ধি হইতে ভিন্ন যে আত্মা, [বিজ্ঞানশব্দের দ্বারা] তাহার কর্তৃত্ব সূচিত হইতেছে, এইহেতু কোন দোষ হয় না ।৭॥২।৩।৩৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ - অত্রাহ যদি বুদ্ধিব্যতিরিক্তঃ জীবঃ কর্ত্তা স্যাৎ, সঃ স্বতন্ত্রঃ সন্ প্রিয়ং হিতং চ আত্মনঃ নিয়মেন সম্পাদয়েৎ, ন বিপরীতম্।১ বিপরীতম্ অপি তু সম্পাদয়ন্ উপলভ্যতে।২ ন চ স্বতন্ত্রস্য আত্মনঃ ঈদৃশী প্রবৃত্তিঃ অনিয়মেন উপপদ্যতে ইতি।৩ অতঃ উত্তরং পঠতি –

[পূঃ—বুদ্ধিভিন্ন, জীব কর্ত্তা হইলে স্বীয় হিতই সম্পাদন করিবে ; তাহা করে না বলিয়া জীব কর্ত্তা নহে।]

ভাষ্যানুবাদ—[পূর্ব্বপক্ষী] এখানে বলেন—বুদ্ধি হইতে ভিন্ন জীব যদি কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে ['স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা', এই ন্যায়ানুসারে] সে স্বাধীন হওয়ায় নিজের প্রিয় ও হিতই নিয়মিতভাবে সম্পাদন করিবে, তাহার বিপরীত কিছু করিবে না।১ কিন্তু তাহাকে বিপরীতও সম্পাদন করিতে দেখা যাইতেছে।২ [যদি বলা হয়—সহকারীর বিভিন্নতাবশতঃ ইষ্ট ও অনিষ্টসাধনে পুরুষের প্রবৃত্তি হয়। তদুত্তরে পূঃ বলিতেছেন] আর স্বাধীন আত্মার অনিয়মিতভাবে এইপ্রকার প্রবৃত্তি সঙ্গত হইতেছে না, (—জীব স্বাধীন কর্ত্তা হইলে স্বীয় হিতই সম্পাদন করিবে ; স্বাধীন না হইলে কর্ত্তাই হইবে না). ইত্যাদি।৩ এইপ্রকার আশঙ্কা হওয়ায় [সিদ্ধান্তী] উত্তর দিতেছেন -

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥২।৩।৩৭॥

পদচ্ছেদ—উপলব্ধিবৎ, অনিয়মঃ।

সূত্রার্থ—উপলব্ধিবৎ - যথা উপলব্ধৌ স্বতন্ত্রঃ অপি আত্মা ইষ্টম্ অনিষ্টং চ উপলভতে, তদ্বৎ ; **অনিয়মঃ**—কদাচিৎ ইষ্টম্ কদাচিৎ অনিষ্টং চ সম্পাদয়তি ইতি অনিয়মঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—উপলব্ধিবৎ—যেমন উপলব্ধি ক্রিয়াতে স্বাধীন হইলেও আত্মা ইষ্ট ও অনিষ্টকে (—সুখকর ও দুঃখকর বিষয়কে) উপলব্ধি করে, তাহার ন্যায়, **অনিয়মঃ**—কখনও ইষ্ট কখনও বা অনিষ্টকে সম্পাদন করে, এই বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা অয়ম্ আত্মা উপলব্ধিং প্রতি স্বতন্ত্রঃ অপি অনিয়মেন ইষ্টম্ অনিষ্টং চ উপলভতে, এবম্ অনিয়মেন এব ইষ্টম্ অনিষ্টং চ সম্পাদয়িষ্যতি।১ উপলব্ধৌ অপি অস্বাতন্ত্র্যম্ উপলব্ধিহেতূপাদানোপলম্ভাৎ ইতি চেৎ ?২ ন, বিষয়প্রকল্পনামাত্রপ্রয়োজনত্বাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—কর্ত্তা জীবের স্বীয় ইষ্টানিষ্টসাধনে প্রবৃত্তি উপপাদন।]

যেমন [তোমার মতে] এই আত্মা উপলব্ধির প্রতি স্বাধীন হইলেও অনিয়মিতভাবে ইষ্ট ও অনিষ্টকে (—সুখকর ও দুঃখকর বিষয়কে) উপলব্ধি (—ভোগ) করে, এইপ্রকারে [আমাদের মতেও] ইষ্ট ও অনিষ্টকে সম্পাদন করিবে (—কর্ত্তা

শাঙ্কর ভাষ্যম্

উপলব্ধিহেতূনাম্।৩ উপলব্ধৌ তু অনন্যাপেক্ষত্বম্ আত্মনঃ চৈতন্য-যোগাৎ।৪ অপিচ অর্থক্রিয়ায়াম্ অপি ন অত্যন্তম্ আত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যম্ অস্তি, দেশকালনিমিত্তবিশেষাপেক্ষত্বাৎ।৫ ন,চ সহায়াপেক্ষস্য কর্ত্তুঃ কর্তৃত্বং নিবর্ত্ততে।৬ ভবতি হি এধোদকাদ্যপেক্ষস্য অপি পক্তুঃ পক্তৃত্বম্।৭ সহকারিবৈচিত্র্যাৎ চ ইষ্টানিষ্টার্থক্রিয়ায়াম্ অনিয়মেন প্রবৃত্তিঃ আত্মনঃ ন বিরুধ্যতে।৮॥২।৩।৩৭॥

ভাষ্যানুবাদ

হইবে (৪)।১ [সাংখ্য] যদি বলেন—উপলব্ধির [ইন্দ্রিয়াদিরূপ] হেতুসকলের [বুদ্ধিকর্তৃক] গ্রহণ উপলব্ধ হয় বলিয়া উপলব্ধিতেও [আত্মার] স্বাতন্ত্র্য নাই (– ইন্দ্রিয়াদিসহযোগে বুদ্ধি যেপ্রকার জ্ঞানোৎপাদন করিবে, তৎপ্রতিবিম্বিত পুরুষে ভোগ্যরূপে তাহাই উপচরিত হইবে, এই বিষয়ে পুরুষের স্বাধীনতা নাই)।২ [উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন –] তাহা বলিতে পার না, যেহেতু বিষয়ের প্রকল্পনামাত্রই (—ভোক্তা আত্মার সন্নিকটে আনয়ন করাই, ইন্দ্রিয়াদিরূপ] উপলব্ধির হেতুসকলের প্রয়োজন।৩ উপলব্ধিতে কিন্তু আত্মা অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করে না, যেহেতু চৈতন্যের যোগ করিয়াছে (—আত্মা যেহেতু চেতন (৫)।৪ আর দেখ, অর্থক্রিয়াতেও (—ব্যবহার সম্পাদনেও) আত্মার অত্যন্ত স্বাধীনতা নাই, যেহেতু তাহা বিশেষ দেশ কাল ও নিমিত্তকে অপেক্ষা করে।৫ [কিন্তু তাহা হইলে আত্মা 'স্বতন্ত্র কর্ত্তা' হইবে কিপ্রকারে ? উত্তর—] আর সহায়কে অপেক্ষাকারী কর্ত্তার কর্তৃত্ব নিবৃত্ত হয় না, [কারণ তাহা হইলে প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগৎকর্ত্তা হইতে পারিবেন না ৬ সাংখ্য বলেন—ইহা তো আমাদের অভীষ্টই। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] কাষ্ঠ ও জল প্রভৃতিকে অপেক্ষা করে যে পাককর্ত্তা, তাহার পাককর্তৃত্ব অবশ্যই থাকে। [সুতরাং প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের এবং দেশকালাদিসাপেক্ষ জীবের

ভাবদীপিকা

(৪) সিদ্ধান্তী এই স্থলে প্রতিবন্দি গ্রহণদ্বারা সমাধান করিলেন। "চোদ্যপরিহারসাম্যম্ প্রতিবন্দি"—সংশয় ও সমাধান উভয় পক্ষেই সমান হইলে তাহাকে বলে—**প্রতিবন্দি।** তাৎপর্য্য এই—সাংখ্য তুমি ব্যবহারকালেও জীবাত্মার কর্তৃত্ব অঙ্গীকার কর না (১ ভাবদীঃ), অথচ সুখাদির উপলব্ধৃত্বরূপ ভোক্তৃত্ব অঙ্গীকার কর। সুতরাং তোমার ভোক্তা আত্মা নিজের সুখকর বস্তুমাত্রকেই ভোগ করে না কেন ? দুঃখভোগও কেন করে ? আমাদের কর্ত্তা আত্মাও তদ্রূপ স্বীয় ইষ্টানিষ্ট, উভয়ই সম্পাদন করিবে, ইহাতে তুমি আপত্তি করিতে পার না (প্রকটার্থ)।

(৫) ইন্দ্রিয়গণ বিষয়কে আত্মার নিকট উপস্থাপন করিলেও তাহাকে গ্রহণ করা, বা না করা বিষয়ে সে স্বাধীন। যথা চক্ষু 'রূপ' উপস্থাপন করিলেও চেতন আত্মা মনকে অন্যত্র নিবিষ্ট করিয়া তাহা গ্রহণ নাও করিতে পারে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। যদি বলা হয়—বিষয়গ্রহণের জন্য আত্মা যদি ইন্দ্রিয়াদিসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে তাহা স্বাধীন কিপ্রকারে ? তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—**অপিচ**—'আর দেখ', ইত্যাদি (৫ বাক্য)।

ভাষ্যানুবাদ

কর্ত্তৃত্ব নিরাকৃত হয় না, ৬]।৭ সহকারীর বৈচিত্র্যবশতঃই [স্বীয়] ইষ্ট ও অনিষ্ট ব্যবহারসম্পাদনে আত্মার অনিয়মিতভাবে প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ নহে (৭) ।৮॥২।৩।৩৭॥

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥২।৩।৩৮॥

সূত্রার্থ—[ইতশ্চ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং, ন বুদ্ধেঃ। যতঃ বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে] **শক্তিবিপর্য্যয়াৎ**—করণশক্তিবিপর্য্যয়াৎ। [তস্যাঃ করণশক্তিঃ হীয়েত, কর্ত্তৃশক্তিশ্চ আপদ্যেত ইত্যর্থঃ। কুতঃ? লোকে করণসহিতস্য এব কর্ত্তুঃ কার্য্যকারিত্বদর্শনাৎ বুদ্ধেরপি করণান্তরং কল্পনীয়ং স্যাৎ। তথাচ নামমাত্রে বিবাদঃ ন বস্তুনি, ত্বয়া অপি করণব্যতিরিক্তস্য এব কর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমাৎ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[আর এই হেতুবশতঃও কর্ত্তৃত্ব জীবের, বুদ্ধির নহে। যেহেতু বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকারে] **শক্তিবিপর্য্যয়াৎ**—করণশক্তির ব্যতিক্রম হইয়া পড়ে। [তাহার করণ হইবার শক্তি ব্যাহত হইয়া পড়িবে এবং কর্ত্তা হইবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে, ইহাই অর্থ। কেন এইপ্রকার হইবে? [উত্তর—] লোকমধ্যে করণের সহিত যে কর্ত্তা, তাহারই কার্য্য-কারিতা পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া বুদ্ধিরও অন্য করণ কল্পনা করিতে হইবে। আর তাহা হইলে [তোমার সহিত আমাদের] নামমাত্রেই বিবাদ হইবে, বস্তুস্বরূপে নহে, যেহেতু তোমাকেও করণ হইতে যাহা ভিন্ন, তাহার কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়, ইহার ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ বিজ্ঞানব্যতিরিক্তঃ জীবঃ কর্ত্তা ভবিতুম্ অর্হতি ।১ যদি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বুদ্ধির কর্ত্তৃত্বে করণশক্তির বিপর্য্যয়বশতঃ বুদ্ধিকরণক জীবের কর্ত্তৃত্ব।]

আর এই হেতুবশতঃও বিজ্ঞান (—বুদ্ধি) হইতে ভিন্ন জীবের কর্ত্তা হওয়া উচিত।১ [কেন? তাহা ব্যতিরেকমুখে বলিতেছেন—] কিন্তু যদি বিজ্ঞানশব্দ-

ভাবদীপিকা

(৬) তাৎপর্য্য এই—এই স্থলে স্বতন্ত্রতাশব্দের অর্থ—'স্বভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি কারকের অপেক্ষা না করা' নহে, কিন্তু 'কারককর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া কারকসকলের প্রেরণকর্ত্তৃত্বই' ইহার অর্থ। জীব ইন্দ্রিয়াদি কারকসকলকে স্বেচ্ছায় নিয়মন করিতে সমর্থ, সুতরাং তাহার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব ব্যাহত হয় না। কিন্তু তাহা হইলে স্বীয় অনিষ্ট সাধনে স্বাধীন কর্ত্তা জীব প্রবৃত্ত হয় কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—**সহকারি**বৈচিত্র্যাৎ—'সহকারীর' ইত্যাদি (৮ বাক্য)।

(৭) ভাব এই - সহকারী বলিতে "অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা....দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্" (গীতা ১৮।১৪), ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বিষয়সকলকে এবং **দৈব** শব্দে স্বীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত তত্তৎ কর্ম্মজনিত অদৃষ্টকেও গ্রহণ করিতে হইবে। জীবের স্বীয় ইষ্টসাধনে প্রবৃত্তি থাকিলেও, সেই অদৃষ্টের বশে যাহা অনিষ্টের সাধন, ইষ্টসাধনজ্ঞানে তাহারও অনুষ্ঠান করিয়া ফেলে, যথা ক্ষণিক সুখপ্রাপ্তিরূপ অভীষ্টের সাধনরূপে চৌর্য্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। ফলে জীবের স্বতন্ত্রতা (—স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব) এবং স্বীয় অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ নহে। যাঁহারা বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করেন, সেই **সাংখ্য**গণকেও অনিষ্টফলা প্রবৃত্তির এইপ্রকার উপপত্তিই অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদের মতে জড়া বুদ্ধির পক্ষে সহকারিগ্রহণ, ইন্দ্রিয়াদির প্রের প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নহে বলিয়া তাহার কর্ত্তৃত্বই সম্ভব হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম

পুনঃ বিজ্ঞানশব্দবাচ্যা বুদ্ধিরেব কর্ত্রী স্যাৎ, ততঃ শক্তিবিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ।২ করণশক্তিঃ বুদ্ধেঃ হীয়েত, কর্তৃশক্তিশ্চ আপদ্যেত।৩ সত্যাং চ বুদ্ধেঃ কর্তৃশক্তৌ তস্যাঃ এব অহংপ্রত্যয়বিষয়ত্বম্ অভ্যুপগন্তব্যম্; অহঙ্কারপূর্ব্বিকায়াঃ এব প্রবৃত্তেঃ সর্ব্বত্র দর্শনাৎ, 'অহং গচ্ছামি, অহম্ আগচ্ছামি, অহং ভুঞ্জে, অহং পিবামি', ইতি চ।৪ তস্যাশ্চ কর্তৃশক্তিযুক্তায়াঃ সর্ব্বার্থকারি করণম্ অন্যৎ কল্পয়িতব্যম্, শক্তঃ অপি হি সন্ কর্ত্তা করণম্ উপাদায় ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তমানঃ দৃশ্যতে ইতি।৫ ততশ্চ সংজ্ঞামাত্রে বিবাদঃ স্যাৎ, ন বস্তুভেদঃ কশ্চিৎ; করণব্যতিরিক্তস্য কর্তৃত্বাভ্যুপগমাৎ।৬॥২।৩।৩৮॥

ভাষ্যানুবাদ

বাচ্যা বুদ্ধিই কর্ত্রী হয়, তাহা হইলে শক্তির ব্যতিক্রম হইয়া পড়িবে।২ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] বুদ্ধির করণ হইবার শক্তি ত্যক্ত হইয়া পড়িবে এবং [তাহার বিপরীত] কর্ত্তা হইবার শক্তির প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে (—বুদ্ধি করণ না হইয়া কর্ত্রী হইয়া পড়িবে।৩ সাংখ্যী বলেন – তাহা তো আমাদের অভীষ্টই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর বুদ্ধির কর্তৃশক্তি থাকিলে (– বুদ্ধিই কর্ত্রী হইলে) তাহারই অহংপ্রত্যয়বিষয়তা অঙ্গীকার করিতে হইবে (—তাহাকেই 'অহম্' জ্ঞানের বিষয় জীবাত্মরূপে গ্রহণ করিতে হইবে); যেহেতু 'আমি গমন করিতেছি', 'আমি আগমন করিতেছি', 'আমি ভক্ষণ করিতেছি' এবং 'আমি পান করিতেছি', ইত্যাদি সর্ব্ব স্থলে অহঙ্কারপুর্ব্বকই প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়।৪ [কিন্তু বেদান্তসিদ্ধান্তেও অহমাকারাবৃত্তি বুদ্ধির অর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তি, জীবচৈতন্য সেই অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা। সুতরাং অহংজ্ঞানের জন্য বুদ্ধিকে জীবাত্মারূপে গ্রহণ করিতে হইবে কেন? তদুত্তরে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন –] কর্তৃশক্তিযুক্তা তাহার (– বুদ্ধির) সর্ব্বার্থকারী (—সর্ব্বব্যবহারসম্পাদক) অন্য করণ কল্পনা করিতে হইবে, যেহেতু শক্তিমান্ হইলেও কর্ত্তা [কুঠারাদি] করণকে গ্রহণ করিয়া ক্রিয়াসকলে প্রবৃত্ত হয়, ইহা পরিদৃষ্ট হয়। [ফলে বুদ্ধি কর্ত্রী হইলে তাহার ব্যবহারসম্পাদনের জন্য অন্য করণ কল্পনা করিতে হইবে]।৫ আর তাহা হইলে নামমাত্রে বিবাদ হইবে, বস্তুর কিছু প্রভেদ হইবে না (—তুমি যাহাকে কর্ত্রী বুদ্ধি বলিতেছ, আমি তাহাকেই কর্ত্তা জীব বলিতেছি, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইবে), যেহেতু যাহা করণ হইতে ভিন্ন, তাহারই কর্তৃত্ব অঙ্গীকার করা হয়।৬ [অতএব যাহা কর্ত্তা, তাহাই জীব এবং যাহা তাহার অপেক্ষিত করণ, তাহাই বুদ্ধি, ইহাই সিদ্ধ হইল] ॥২।৩।৩৮॥

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥২।৩।৩৯॥

সূত্রার্থ—[আত্মনঃ কর্তৃত্বম্] সমাধ্যভাবাৎ–"আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" [

২।৪।৫), ইত্যাদৌ বিহিতস্য ব্রহ্মজ্ঞানসাধনস্য সমাধেঃ অভাবপ্রসঙ্গাৎ [আত্মনঃ কর্তৃত্বসিদ্ধিঃ। অন্যথা জ্ঞানসাধনবিধেঃ আনর্থক্যং স্যাৎ]। চকারঃ—অনুভববিরোধাদিকং সমুচ্চিনোতি।

অনুবাদ—[আত্মা কর্তা না হইলে] **সমাধ্যভাবাৎ**—"হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য", ইত্যাদি স্থলে বিহিত ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনভূত সমাধির অভাব হইয়া পড়ে বলিয়া [আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। অন্যথা জ্ঞানসাধনবিধির আনর্থক্য হইয়া পড়িবে]। **চকারটী**—অনুভবের বিরোধ প্রভৃতিকে সমুচ্চয় করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যঃ অপি অয়ম্ ঔপনিষদাত্মপ্রতিপত্তিপ্রয়োজনঃ সমাধিঃ উপদিষ্টঃ বেদান্তেষু "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), **"সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"** (ছাঃ ৮।৭।১), **"ওম্ ইতি এবং ধ্যায়থ আত্মানম্"** (মুঃ ২।২।৬), **ইতি এবংলক্ষণঃ, সঃ অপি অসতি আত্মনঃ কর্তৃত্বে ন উপপদ্যেত।১ তস্মাদপি অস্য কর্তৃত্বসিদ্ধিঃ** ।২।।২।৩।৩৯।। ইতি চতুর্দশং কর্ত্রধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সমাধি আত্মজ্ঞানের সাধন। জ্ঞানসাধনবিধি অন্যথা অনুপপন্ন হওয়ায় আত্মার কর্তৃত্বসিদ্ধি।]

আর উপনিষৎ- প্রতিপাদ্য আত্মার প্রতিপত্তি (—তদ্বিষয়ক জ্ঞান) যাহার প্রয়োজন (—ফল), সেই যে এই সমাধি উপনিষৎসকলে উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা—"প্রিয়ে আত্মাই দর্শনীয় শ্রবণীয় মননীয় ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়" (৮), "তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা (—বিচার) করিতে হইবে", "ওঁকার অবলম্বনে আত্মাকে ধ্যান করিবে", ইত্যাদি এইপ্রকার, তাহাও আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে সঙ্গত হইবে না;[যেহেতু যে আত্মা মুক্তিরূপ ফলের ভোক্তা, তাহারই মুক্তির উপায়ভূত আত্মজ্ঞানের সাধন সমাধির প্রতি কর্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গত। অন্যথা বুদ্ধিরূপ একের কর্তৃত্ব, জীবরূপ অপরের ভোক্তৃত্ব, জ্ঞানসাধন সমাধির অনুষ্ঠান করিয়াও অকর্তৃরূপে অভিহিত হওয়া, ইত্যাদি দোষসকল হইয়া পড়িবে]।১ সেই হেতুবশতঃও ইহার (—জীবাত্মার, বুদ্ধিবিশিষ্ট চৈতন্যের) কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, [অন্যথা অভোক্ত্রী বুদ্ধির কর্তৃত্ব সম্ভব না হওয়ায় সমাধিরূপ সাধনের উপদেশ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে] ।২।।২।৩।৩৯।।

কর্ত্রধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৮) "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ", ইহাই যোগশাস্ত্রোক্ত ধারণার (যোঃ সূঃ ৩।১), 'নিদিধ্যাসিতব্যঃ', ইহাই উক্ত শাস্ত্রোক্ত ধ্যানের * (ঐ ৩।২) এবং 'দ্রষ্টব্যঃ', ইহাই উক্ত শাস্ত্রোক্ত সমাধির (ঐ ৩।৩) উপদেশ (ভামতী)। "শ্রবণ ও মননের দ্বারা ব্রহ্মে চিত্ত নিবিষ্ট হওয়ায় তাহাদিগকে 'ধারণা' এবং দ্রষ্টব্যপদসমর্পিত যে দর্শন, তাহা ধ্যেয় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক, সুতরাং তদ্ব্যতিরিক্ত ধ্যাতৃধ্যানাদি বিষয়শূন্য হওয়ায় তাহাকে 'সমাধি' বলা হইতেছে (কল্পতরু দ্রঃ)।

---

* বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকে কিন্তু অত্রত্য নিদিধ্যাসনশব্দে "সম্যক্ জ্ঞান" (১।৪।৮৯৯) এবং "অপরায়ত্তবোধ", (২।৪।২১৭) গৃহীত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ২।৪।২১৯ বার্ত্তিকে শাস্ত্রপ্রকাশিকাকার এই নিদিধ্যাসনকে "অসম্ভাবনাদিশূন্য স্থির ব্রহ্মজ্ঞানরূপে" বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাহউক্, অত্রত্য নিদিধ্যাসনশব্দের ধ্যানরূপ অর্থবিষয়ে আচার্য্যগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকিলেও উদ্ধৃত অন্যান্য শ্রুতি হইতে ধ্যানরূপ অর্থকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৫। তক্ষাধিকরণম্। [৪০ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মাভিন্ন জীবের কর্তৃত্ব বুদ্ধিরূপ উপাধিজন্য, সুতরাং মিথ্যা।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত জীবের কর্তৃত্বকে উপজীবন (—অবলম্বন) করিয়া এই অধিকরণে তাহার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

কর্তৃত্বং বাস্তবং কিংবা কল্পিতং বাস্তবং ভবেৎ।
যজেতেত্যাদিশাস্ত্রেণ সিদ্ধস্যাবাধিতত্বতঃ ॥
অসঙ্গো হীতি তদ্বাধাৎ স্ফটিকে রক্ততেব তৎ।
অধ্যস্তং ধীচক্ষুরাদিকরণোপাধিসন্নিধেঃ ॥

অন্বয়—কর্তৃত্বং বাস্তবং কিংবা কল্পিতম্? 'যজেত', ইত্যাদিশাস্ত্রেণ সিদ্ধস্য অবাধিতত্বতঃ বাস্তবং ভবেৎ। "অসঙ্গঃ হি", ইতি তদ্বাধাৎ ধীচক্ষুরাদিকরণোপাধিসন্নিধেঃ স্ফটিকে রক্ততা ইব তৎ অধ্যস্তম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[জীবস্য কর্তৃত্বং অত্রাপি বিষয়ঃ। পূর্ব্বং সাংখ্যাভিমতবুদ্ধিকর্তৃত্বনিরাসেন আত্মনঃ কর্তৃত্বং সমর্থিতম্। কর্তৃত্বতদভাবপ্রতিপাদকবচনজাতবিরোধে সতি তত্র সংশয়ঃ ভবতি—তৎ] কর্তৃত্বং বাস্তবং, কিংবা কল্পিতম্?

পূর্ব্বপক্ষ—'যজেত', ইত্যাদিশাস্ত্রেণ সিদ্ধস্য অবাধিতত্বতঃ [তৎ কর্তৃত্বং] বাস্তবং ভবেৎ, [ইতি পূর্ব্বমীমাংসকাভিপ্রায়ঃ]।

সিদ্ধান্ত—"অসঙ্গঃ হি" (বৃঃ ৪।৩।১৫), ইতি [শ্রুত্যা] তদ্বাধাৎ ধীচক্ষুরাদিকরণোপাধিসন্নিধেঃ স্ফটিকে রক্ততা ইব তৎ [কর্তৃত্বম্ আত্মনি অধ্যস্তম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[জীবের কর্তৃত্ব এখানেও বিষয়। পূর্ব্বে সাংখ্যসম্মত বুদ্ধির কর্তৃত্ব নিরাকরণের দ্বারা জীবাত্মার কর্তৃত্ব সমর্থিত হইয়াছে। কর্তৃত্ব এবং তাহার অভাবপ্রতিপাদক বচনসকলের মধ্যে বিরোধ হইলে সেই স্থলে সংশয় হয়—সেই] কর্তৃত্ব কি বাস্তব, অথবা কল্পিত?

পূর্ব্বপক্ষ—"যজ্ঞ সম্পাদন করিবে", ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা যাহা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা অবাধিত হওয়ায় [সেই কর্তৃত্ব] বাস্তব হইবে, [ইহা পূর্ব্বমীমাংসকগণের অভিপ্রায়]।

সিদ্ধান্ত—"এই পুরুষ অসঙ্গ", এই শ্রুতির দ্বারা তাহা (—কর্তৃত্বের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ) বাধিত হওয়ায় বুদ্ধি এবং চক্ষু প্রভৃতি করণরূপ উপাধির নৈকট্যবশতঃ স্ফটিকে রক্ততার ন্যায় সেই কর্তৃত্ব আত্মাতে অধ্যস্ত।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, জীবের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক, সুতরাং বেদান্তাভিমত মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্র ব্যর্থ। সিদ্ধান্তে—অধ্যস্ত সেই কর্তৃত্ব মিথ্যা হওয়ায় উক্ত শাস্ত্র সার্থক।

যথা চ তক্ষোভয়থা ॥২।৩।৪০॥

পদচ্ছেদ—যথা, চ, তক্ষা, উভয়থা।

সূত্রার্থ—["অসঙ্গঃ হি অয়ং পুরুষঃ" (বৃঃ ৪।৩।১৫), ইতি অসঙ্গত্বশ্রুতেঃ 'যজেত' ইত্যাদিনা কর্তৃত্বিষ্টসাধনবোধকবিধিবাক্যেন বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে, পূর্ব্বোক্তশাস্ত্রার্থ-

বত্বাদিহেতুভিঃ কর্তৃত্বস্য স্বাভাবিকতয়া বিরোধঃ অস্তি, ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। অত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ—] চশব্দঃ—তুর্থকঃ, স্বাভাবিককর্তৃত্বনিরাসং ব্রূতে ; ন স্বাভাবিকম্ আত্মনঃ কর্তৃত্বম্, অপিতু ঔপাধিকম্ ইত্যর্থঃ। **যথা**—যেন প্রকারেণ, [লোকে] **তক্ষা**—সূত্রধারঃ, **উভয়থা**—বাস্যাদীনি করণানি অপেক্ষ্য কর্তা সন্ দুঃখী ভবতি, অনপেক্ষ্য তু স্বরূপেণ অকর্তা সুখী ভবতি, [তথা আত্মা অপি বুদ্ধ্যাদিকরণানি অপেক্ষ্য কর্তা সংসরতি, অনপেক্ষ্য তু স্বভাবতঃ অকর্তা পরমানন্দঘনঃ এব ভবতি। অতঃ কর্তৃত্বং বিনা অনুপপন্নং বিধিশাস্ত্রং তৎ সাধয়তি, নতু তস্য স্বাভাবিকত্বম্ অপি ইতি। অতঃ ন তেন অসঙ্গত্বশ্রুতেঃ বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—["যেহেতু এই পুরুষ অসঙ্গ", এই নির্লেপতা প্রতিপাদিকা শ্রুতির "যজ্ঞ সম্পাদন করিবে", ইত্যাদি কর্তার ইষ্টসাধনতাবোধক বিধিবাক্যের সহিত বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রের সার্থকতা' (২।৩।৩৩ সূঃ) প্রভৃতি হেতুসকলের দ্বারা কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হওয়ায় বিরোধ আছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। এই স্থলে সিদ্ধান্ত এই—] **চশব্দ**—তু-অর্থক (—'তু'শব্দ যেমন প্রস্তাবিতের বিরুদ্ধ পক্ষকে উপস্থাপন করে, ইহাও তাহাই করে), ইহা জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্ব নিরাকরণের কথা বলিতেছে, অর্থাৎ জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, কিন্তু ঔপাধিক ইহাই ভাব। **যথা**—যেপ্রকারে, [লোকমধ্যে] **তক্ষা**—সূত্রধার, **উভয়থা**—কুঠার প্রভৃতি করণসকলকে অপেক্ষাকরতঃ কর্তা হইয়া দুঃখী হয়, কিন্তু অপেক্ষা না করিয়া স্বরূপতঃ অকর্তা সে সুখী হয়, [এইপ্রকারে জীবাত্মাও বুদ্ধ্যাদি করণসকলকে অপেক্ষাকরতঃ কর্তা হইয়া সংসার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃ অকর্তা সে পরমানন্দঘনই হইয়া থাকে। অতএব কর্তৃত্বব্যতিরেকে অনুপপন্ন বিধিশাস্ত্র তাহাকে (—কর্তৃত্বকে) সাধন করে, কিন্তু [বাক্যভেদভয়ে] তাহার স্বাভাবিকতাকেও সাধন করে না। এইহেতু তাহার সহিত অসঙ্গতাশ্রুতির বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

এবং তাবৎ শাস্ত্রার্থবত্ত্বাদিভিঃ হেতুভিঃ কর্তৃত্বং শারীরস্য প্রদর্শিতম্।১ তৎ পুনঃ স্বাভাবিকং বা স্যাৎ, উপাধিনিমিত্তং বা ইতি চিন্ত্যতে।২ তত্র এতৈরেব শাস্ত্রার্থবত্ত্বাদিভিঃ হেতুভিঃ স্বাভাবিকং কর্তৃত্বম্ অপবাদহেত্বভাবাৎ ইতি।৩ এবং প্রাপ্তে

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—জীবের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হওয়ায় অসঙ্গতাশ্রুতির বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।]

এইপ্রকারে শাস্ত্রের সার্থকতা (৩৩ সূঃ) প্রভৃতি হেতুসকলবশতঃ জীবের কর্তৃত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।১ তাহা স্বাভাবিক হইবে, অথবা উপাধিরূপ নিমিত্তবশতঃ, ইহা বিচার করা হইতেছে।২ [পূর্ব্বপক্ষী মীমাংসক ও নৈয়ায়িক] সেই বিষয়ে বলেন—শাস্ত্রের সার্থকতা প্রভৃতি এই হেতুসকলের দ্বারাই [সিদ্ধ হয়—জীবের] কর্তৃত্ব স্বাভাবিক, যেহেতু ['আমি কর্তা' এইপ্রকার অনুভব এবং "কর্তা বিজ্ঞানাত্মা" (প্রঃ ৪।৯), এই শ্রুতির বলে স্থাপিত সেই কর্তৃত্বের] নিরাকরণের প্রতি হেতু নাই।৩ [অতএব কর্তৃত্ব ও অসঙ্গতাশ্রুতির (বৃঃ ৪।৩।১৫) বিরোধ অবশ্যই হইয়া পড়ে ; ফলে শুদ্ধ ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয় সিদ্ধ হয় না]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্রমঃ—ন স্বাভাবিকং কর্ত্তৃত্বম্ আত্মনঃ সম্ভবতি, অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গাৎ।৪ কর্ত্তৃত্বস্বভাবত্বে হি আত্মনঃ ন কর্ত্তৃত্বাৎ নির্ম্মোক্ষঃ সম্ভবতি, অগ্নেঃ ইব ঔষ্ণ্যাৎ।৫ ন চ কর্ত্তৃত্বাৎ অনির্ম্মুক্তস্য অস্তি পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, কর্ত্তৃত্বস্য দুঃখরূপত্বাৎ।৬ ননু স্থিতায়াম্ অপি কর্ত্তৃত্বশক্তৌ কর্ত্তৃত্বকার্য্যপরিহারাৎ পুরুষার্থঃ সেৎস্যতি।৭ তৎপরিহারশ্চ নিমিত্তপরিহারাৎ।৮ যথা অগ্নেঃ দহনশক্তিযুক্তস্য অপি কাষ্ঠবিয়োগাৎ দহনকার্য্যাভাবঃ তদ্বৎ।৯ ন, নিমিত্তানাম্ অপি শক্তিলক্ষণেন সম্বন্ধেন সম্বদ্ধানাং অত্যন্তপরিহারাসম্ভবাৎ।১০ ননু মোক্ষসাধনবিধানাৎ মোক্ষঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গবশতঃ জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, পরন্তু তাহা অধ্যস্ত।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—আত্মার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে, যেহেতু মুক্তির অভাব হইয়া পড়িবে।৪ [ইহা বিবৃত করিতেছেন–] যেহেতু কর্ত্তৃত্ব আত্মার স্বভাব হইলে (—অধ্যস্ত না হইলে), কর্ত্তৃত্ব হইতে [তাহার] নির্ম্মোক্ষ (—নিঃশেষে কর্ত্তৃত্বত্যাগ) সম্ভব হয় না; যেমন উষ্ণতা হইতে অগ্নির নির্ম্মোক্ষ সম্ভব নহে।৫ আর যিনি কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্ত নহেন, তাঁহার [দুঃখাভাব ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ] পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না, কারণ কর্ত্তৃত্ব দুঃখস্বরূপ।৬

[একদেশী—মোক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মাভাববশতঃ কর্ত্তৃত্বের কার্য্য পরিহার সম্ভব হওয়ায় কর্ত্তৃত্ব অধ্যস্ত নহে, শ্রুতিবিরোধও হয় না।]

[একদেশী] যদি বলেন—কর্ত্তৃত্বশক্তি (—ক্রিয়াসম্পাদনসামর্থ্য) থাকিলেও কর্ত্তৃত্বের যাহা কার্য্য (—ক্রিয়া, মোক্ষে] তাহার পরিহার হওয়ায় পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে।৭ [কিন্তু শক্তি থাকিলে ক্রিয়ার পরিহার কিপ্রকারে হইবে? যেহেতু কারণের কার্য্যনিয়মনের জন্যই শক্তি কল্পিত (২।১।১৮ সূঃ ৯ বাক্য) হয় বলিয়া শক্তি থাকিলে কার্য্য হইবেই। তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু [ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ] নিমিত্তের পরিহারবশতঃ তাহার (—ক্রিয়ার) পরিহার হইয়া থাকে।৮ যেমন দহনশক্তিযুক্ত হইলেও কাষ্ঠবিয়োগবশতঃ অগ্নির দহনরূপ কার্য্যের অভাব হইয়া থাকে, সেইপ্রকার।৯ [অতএব মোক্ষাবস্থাতে কর্ত্তৃত্বের অভাব এবং তৎপূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব, উভয়ই সিদ্ধ হয় বলিয়া কর্ত্তৃত্বের অধ্যস্ততা এবং শ্রুতিবাক্যের বিরোধ কল্পনা করা উচিত নহে]।

[সিঃ—জীবের স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্বে মোক্ষাভাব, এই বিষয়ে যুক্তি।]

[সিদ্ধান্তী—]না, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু শক্তিলক্ষণ সম্বন্ধের (১) দ্বারা যাহারা (—যে কর্ত্তৃত্ব ও ধর্ম্মাধর্ম্মাদি) সম্বদ্ধ, তাহাদের অত্যন্ত পরিহার সম্ভব

ভাবদীপিকা

(১) 'শক্তিলক্ষণ সম্বন্ধের দ্বারা', ইহার অর্থ—'শক্তি যাহার লক্ষণ—আক্ষেপক, সেই কার্য্যবস্তুর সহিত যে সম্বন্ধ, তাহার দ্বারা'। এখানে আক্ষেপশব্দের অর্থ—'সমানবিত্তিবেদ্যতা', অর্থাৎ 'একই জ্ঞানের বিষয় হওয়া'। ভাব এই—'কারণে শক্তি বিদ্যমান আছে', ইহার অর্থ—

শাঙ্করভাষ্যম্

সেৎস্যতি।১১ ন, সাধনায়ত্তস্য অনিত্যত্বাৎ।১২ অপি চ নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তাত্মপ্রতিপাদনাৎ মোক্ষসিদ্ধিঃ অভিমতা।১৩ তাদৃগ্ আত্মপ্রতিপাদনং চ ন স্বাভাবিকে কর্তৃত্বে অবকল্পেত।১৪ তস্মাৎ উপাধিধর্ম্মাধ্যাসেন এব আত্মনঃ কর্তৃত্বং ন স্বাভাবি-কম্।১৫ তথাচ শ্রুতিঃ—"ধ্যায়তি ইব লেলায়তি ইব" (বৃঃ ৪।৩।৭), **ইতি।১৬ "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুঃ মনীষিণঃ"** (কঠ ১।৩।৪), **ইতি চ উপাধিসম্পৃক্তস্য এব আত্মনঃ ভোক্তৃত্বাদি-**

ভাষ্যানুবাদ

নহে (২)।১০ [শঙ্কা—] যদি বলা হয়—[শাস্ত্রে] মোক্ষের সাধন বিহিত হওয়ায় মোক্ষ সিদ্ধ হইবে (—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ও উপাসনাবলে মনুষ্যের দেবত্ব প্রাপ্তির ন্যায়, শাস্ত্রবলেই কর্তা জীবের অকর্তৃত্বরূপ মোক্ষ সিদ্ধ হইবে)।১১ [সমাধান—] তাহা বলা যায় না, যেহেতু যাহা সাধনায়ত্ত (—সাধনবলে লব্ধ), তাহা অনিত্য।১২

[সিঃ—শুদ্ধব্রহ্মাত্মজ্ঞানে মোক্ষ। শ্রুতি ও বিদ্বানের অনুভববলে জীবের কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে।]

আর দেখ, নিত্য শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ (—জ্ঞানস্বরূপ) ও নিত্য মুক্ত আত্মবিষয়ক প্রতিপাদন (—অবগতি) হইতে মোক্ষ সিদ্ধ হয়, [ইহা শ্রুতি ও ব্রহ্মবিদ্গণকর্তৃক] স্বীকৃত।১৩ কিন্তু তাদৃশ আত্মার প্রতিপাদন [জীবের] কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হইলে সঙ্গত হইবে না।১৪ সেইহেতু [স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্তঃকরণরূপ] উপাধিগত ধর্ম্মের অধ্যাসদ্বারাই জীবের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা [আত্মার] স্বাভাবিক নহে।১৫ [শ্রুতিও তাহাই বলিতেছেন—] "যেন ধ্যানই করেন, যেন ক্রিয়াশীলই হন", ইত্যাদি।১৬ আর "আত্মা (—শরীর) ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্তকে মনীষিগণ ভোক্তা বলিয়া থাকেন", ইহা (—এই শ্রুতি) উপাধির সহিত সম্বন্ধযুক্ত আত্মারই ভোক্তৃত্ব

ভাবদীপিকা

কার্য্য কারণে সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে বিদ্যমান আছে (১১৭ পৃঃ ২১ ভাবদীঃ)। সেই শক্তি শক্যকে আক্ষেপ করে, অর্থ—কার্য্যবস্তুর সহিত একই জ্ঞানের বিষয় হয়। এখানে কর্তৃত্ব ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সম্বন্ধিদ্বয়ই সেই কার্য্যবস্তু। তাহারা পরস্পর সম্বদ্ধ, কারণ কর্তৃভাবব্যতিরেকে ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান সম্ভব নহে। কিন্তু সেই কর্তৃত্ব ও ধর্ম্মাধর্ম্মের অত্যন্ত পরিহার সম্ভব নহে। কেন? ২ভাবদীঃ দ্রঃ।

(২) তাৎপর্য্য এই—সৎপদার্থের নিরবশেষ নাশ সম্ভব নহে, কারণ তাহা হইলে অসতের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইহা আরম্ভবাদখণ্ডনকালে নানাভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং কর্তৃত্ব ও তাহার প্রযোজক নিমিত্ত যে ধর্ম্মাধর্ম্ম, তাহারা মোক্ষাবস্থাতেও শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। ফলে তাহাদের পরিহার সম্ভব না হওয়ায় যাহারা শক্তিরূপে অনভিব্যক্ত থাকে, কোন দেশ কাল ও নিমিত্তবশে তাহাদের পুনরায় অভি-ব্যক্তি সম্ভব হওয়ায় মোক্ষ সম্ভব হইবে না, ইহাই ভাব। [সিদ্ধান্তে উক্ত কর্তৃত্বাদি অজ্ঞানের (—অবিদ্যার) কার্য্য হওয়ায় ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নাশে বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া মোক্ষ সম্ভব, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিশেষলাভং দর্শয়তি।১৭ ন হি বিবেকিনাং পরস্মাৎ অন্যঃ জীবঃ নাম কর্ত্তা ভোক্তা বা বিদ্যতে, "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা" (বৃঃ ৪।৩।২৩), ইত্যাদিশ্রবণাৎ।১৮ পরঃ এব তর্হি সংসারী কর্ত্তা ভোক্তা চ প্রসজ্যেত।১৯ পরস্মাৎ অন্যঃ চেৎ চিতিমান্ জীবঃ কর্ত্তা, বুদ্ধ্যাদিসংঘাতব্যতিরিক্তঃ ন স্যাৎ।২০ ন, অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োঃ।২১ তথাচ শাস্ত্রম্-"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরঃ ইতরং পশ্যতি" (বৃঃ ২।৪।১৪), ইতি অবিদ্যাবস্থায়াং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে দর্শয়িত্বা বিদ্যাবস্থায়াং তে এব কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে নিবারয়তি -"যত্র তু অস্য সর্বম্ আত্মৈব অভূৎ তৎ

ভাষ্যানুবাদ

প্রভৃতি বিশেষের (—বৈলক্ষণ্যের) লাভকে প্রদর্শন করিতেছেন।১৭ [এই বিষয়ে বিদ্বান্‌গণের অনুভব প্রদর্শন করিতেছেন—] দেখ, বিবেকিগণের নিকট পরমাত্মা হইতে ভিন্ন জীবনামক কর্ত্তা, অথবা ভোক্তা কেহ বিদ্যমান নাই, যেহেতু "ইঁহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা কেহ নাই", ইত্যাদিপ্রকার শ্রুতি আছে।১৮ [অতএব স্বরূপতঃ ব্রহ্মাভিন্ন জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, ইহা সিদ্ধ হইল]।

[সিঃ—জীবের কর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধ্যাদি উপাধিকৃত, সুতরাং মিথ্যা। উপাধিবশতঃই জীব ও পরমাত্মার ভেদ]

[শঙ্কা—] তাহা হইলে (—পরমাত্মা হইতে ভিন্ন জীবনামক কিছু না থাকিলে) পরমাত্মাই সংসারী কর্ত্তা এবং ভোক্তা হইয়া পড়িবেন, [ফলে তাঁহার নিত্যমুক্ততার ব্যাঘাত হইবে)।১৯ আর পরমাত্মা হইতে ভিন্ন চিতিমান্ (—চৈতন্যযুক্ত) জীব যদি কর্ত্তা হয়, তাহা বুদ্ধি প্রভৃতির সংঘাত (—সমষ্টি) হইতে ভিন্ন হইবে না (৩), [ফলে বুদ্ধি প্রভৃতিরই বন্ধমোক্ষ হইবে, আত্মার নহে।২০ সমাধান—] না, তাহা বলিতে পার না; যেহেতু কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব অবিদ্যাকর্ত্তৃক উপস্থাপিত হই-

ভাবদীপিকা

[সাংখ্যমতে কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি বুদ্ধ্যাদি সংঘাতের ধর্ম, জীবের নহে]

(৩) সাংখ্যমতে—মহৎ (—বুদ্ধিতত্ত্ব), অহঙ্কার, একাদশটী ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রা, ইহাদের সমষ্টিকে **সূক্ষ্মশরীর** বলা হয় (সাং কাঃ ৪০)। ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তবশতঃ এই সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর গ্রহণকরতঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। ইহা চেতন পুরুষ হইতে ভিন্ন। বুদ্ধি ও চেতন পুরুষের ভেদাগ্রহবশতঃ এই সূক্ষ্মশরীর যেন চেতন পুরুষই হইয়া পড়ে (২।২।১ অধিঃ ২ ও ৪২ ভাবদীঃ)। সেইহেতু সংসারগতিপ্রাপ্ত কর্ত্তৃত্বভোক্তৃযুক্ত ইহাকে লৌকিক দৃষ্টিতে 'জীব' বলা হয়। পরমার্থতঃ কিন্তু জীব, অর্থাৎ চেতন পুরুষ কর্ত্তা ও ভোক্তা নহে, কর্ত্তৃত্বাদি তাহাতে আরোপিত মাত্র। পরমাত্মা নামক কোন তত্ত্ব সাংখ্যমতে অঙ্গীকৃত হয় না। সুতরাং ভাষ্যে "পরমাত্মা হইতে ভিন্ন চিতিমান্ জীবকে কর্ত্তা" বলায় তাহা বস্তুতঃ বুদ্ধিপ্রভৃতি সংঘাতেরই, অর্থাৎ উক্ত সূক্ষ্মশরীরেরই হইয়া পড়িল। ফলে বুদ্ধি প্রভৃতিরই সংসার ও মোক্ষ হইবে, আত্মার নহে, ইহাই ভাব (ভামতী দ্রঃ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ২।৪।১৪), ইতি।২২ তথা স্বপ্নজাগরিতয়োঃ আত্মনঃ উপাধিসম্পর্ককৃতং শ্রমং শ্যেনস্য ইব আকাশে বিপরিপততঃ শ্রাবয়িত্বা তদভাবং সুষুপ্তৌ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তস্য শ্রাবয়তি—'তদ্ বৈ অস্য এতৎ আপ্তকামম্ আত্মকামম্ অকামং রূপং শোকান্তরম্" (বৃঃ ৪।৩।২১), ইতি আরভ্য "এষা অস্য পরমা গতিঃ, এষা অস্য পরমা সম্পৎ, এষঃ অস্য পরমঃ লোকঃ, এষঃ অস্য পরমঃ আনন্দঃ" (বৃঃ ৪।৩।৩২), ইতি উপসংহারাৎ।২৩ তদেতৎ আহ আচার্য্যঃ—"যথা চ তক্ষা উভয়থা", ইতি।২৪ তু-অর্থে চ অয়ং 'চঃ'

ভাষ্যানুবাদ

য়াছে (৪)।২১ শাস্ত্রও তাহাই বলেন, যথা—"যেহেতু যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখন একে অপরকে দর্শন করে", এইপ্রকারে অবিদ্যাবস্থাতে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রদর্শন করিয়া বিদ্যাবস্থাতে সেই কর্তৃত্বভোক্তৃত্বকে নিবারণ করিতেছেন, যথা—"কিন্তু যখন সমস্ত ইঁহার আত্মস্বরূপই হইয়া গেল, তখন কাহার(—কোন্ করণের) দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে", ইত্যাদি।২২ [কর্তৃত্বাদি যে বুদ্ধ্যাদি উপাধিযুক্তের, ইহা জাগ্রতে বুদ্ধ্যাদি উপাধির উদ্ভব ও সুষুপ্তিতে অভিভবের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন—] এইরূপে আকাশে উড্ডীয়মান শ্যেন পক্ষীর [শ্রমের] ন্যায় (বৃঃ ৪।৩।১৯), স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থাতে উপাধির সহিত সম্বন্ধের দ্বারা কৃত আত্মার শ্রমকে শ্রবণ করাইয়া [শ্রুতি] সুষুপ্তিতে প্রাজ্ঞ আত্মার (—পরমাত্মার) দ্বারা আলিঙ্গিত (—তাঁহার সহিত একীভূত, বৃঃ ৪।৩।২১) তাহার তদভাব (—শ্রমাভাব) শ্রবণ করাইতেছেন, যেহেতু "তাহাই ইহার এই আপ্তকাম আত্মকাম ও শোকবর্জ্জিত স্বরূপ". এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া " ইহা ইহার (—জীবের) পরমা গতি, ইহা ইহার পরমা সম্পৎ (—বিভূতি), ইহা ইহার পরম লোক (—ভোগ্যসুখ), ইহা ইহার পরম আনন্দ", এইপ্রকারে উপসংহৃত হইয়াছে।২৩ [অতএব ব্রহ্মাভিন্ন জীবের কর্তৃত্ব উপাধিকৃত, সুতরাং মিথ্যা, ইহা সিদ্ধ হইল]।

[সিঃ—কর্তৃত্বাদি দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতরূপ উপাধিযুক্ত চেতনের। উপাধিবিনির্মুক্ত জীব স্বস্থ, শান্ত ও সুখী।]

আচার্য্য [বাদরায়ণ] সেই এই বিষয়টী (—কর্তৃত্বাদি বুদ্ধ্যাদি উপাধিযুক্তেরই, ইহা) বলিতেছেন—"যথা চ তক্ষা উভয়থা", ইত্যাদি।২৪ [সূত্রের অর্থ বর্ণনা

ভাবদীপিকা

[সিদ্ধান্তে বন্ধমোক্ষাদি বুদ্ধ্যাদির নহে, পরন্তু বুদ্ধ্যাদি উপাধিযুক্ত চেতনের]

(৪) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—অচেতন হওয়ায় বুদ্ধ্যাদিসংঘাতের বন্ধমোক্ষ সম্ভব নহে। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ পরমাত্মারও তাহা সম্ভব নহে। তবে তাহা কাহার ? বলিতেছি—**(ক)** অনাদি অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানে ও তাহার কার্য্যভূত অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, **অজ্ঞানপ্রভাবে যাহা নিজেকে ব্রহ্মভিন্ন মনে করে, তাহাকেই আমরা বলি 'জীব'। কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বন্ধ মোক্ষ প্রভৃতি তাহারই (প্রতিবিম্ববাদ, ৬৩৯ পৃঃ)। অথবা (খ) পরমাত্মা এক ও অভিন্ন**

শাঙ্করভাষ্যম্

পঠিতঃ।২৫ নৈবং মন্তব্যং স্বাভাবিকম্ এব আত্মনঃ কর্তৃত্বম্, অগ্নেঃ ইব ঔষ্ণ্যম্ ইতি।২৬ যথা তু তক্ষা লোকে বাস্যাদিকরণহস্তঃ কর্তা দুঃখী ভবতি, সঃ এব স্বগৃহং প্রাপ্তঃ বিমুক্তবাস্যাদিকরণঃ স্বস্থঃ নির্বৃতঃ নির্ব্যাপারঃ সুখী ভবতি।২৭ এবম্ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতদ্বৈতসম্পৃক্তঃ আত্মা স্বপ্নজাগরিতাবস্থয়োঃ কর্তা দুঃখী ভবতি।২৮ সঃ তচ্ছ্রমাপনুত্তয়ে স্বম্ আত্মানং পরং ব্রহ্ম প্রবিশ্য বিমুক্তকার্য্যকরণসংঘাতঃ অকর্তা সুখী ভবতি সম্প্রসাদাবস্থা-

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন—] এই চকারটী 'তু' (—কিন্তু) অর্থে পঠিত হইয়াছে।২৫ ইহা মনে করা উচিত নহে যে, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় আত্মার কর্তৃত্ব অবশ্যই স্বাভাবিক।২৬ কিন্তু লোকমধ্যে তক্ষা (—সূত্রধার, ছুতার) যেমন কুঠারাদি করণকে হস্তে গ্রহণকরতঃ (—ছেদনক্রিয়া সম্পাদনকরতঃ) কর্তা ও দুঃখী হয়, [আবার] নিজ গৃহপ্রাপ্ত সেই তক্ষাই কুঠারাদি করণ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বস্থ (—প্রকৃতিস্থ), নির্বৃত (—মানস প্রযত্নশূন্য), নির্ব্যাপার (—কায়চেষ্টারহিত) ও সুখী হয়।২৭ এইপ্রকারে অবিদ্যা-কর্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত [শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতরূপ] দ্বৈতপ্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আত্মা স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থাতে কর্তা (৫, সুতরাং] দুঃখী হইয়া থাকে ২৮ সে (—সেই জীবাত্মা, কর্তৃত্বাদিজনিত] সেই শ্রমের অপনোদনের জন্য নিজের আত্মা (—স্বরূপ)

ভাবদীপিকা

হইলেও অবিদ্যোপস্থাপিত অন্তঃকরণের দ্বারা মহাকাশ হইতে ঘটাকাশের ন্যায় যেন ভিন্নই হইয়া পড়েন। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন এই চৈতন্যই জীব; কর্তৃত্ব ও বন্ধ মোক্ষ প্রভৃতি ইঁহারই, বুদ্ধ্যাদিসমষ্টির নহে (অবচ্ছেদবাদ, ঐ)। অথবা (গ) বৃহৎ বস্ত্রোপরি অঙ্কিত সালঙ্কারা মূর্ত্তিসকল অধিষ্ঠানভূত সেই বস্ত্রের সত্তায় সত্তাবান্ হইলেও (—সেই বস্ত্রব্যতিরেকে তাহাদের পৃথক্ সত্তা না থাকিলেও) রঙ্ ও তুলিকার প্রভাবে যেমন সেই বস্ত্র হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। তদ্রূপ কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত এবং তাঁহারই সত্তার দ্বারা সত্তাবান্ যে অন্তঃকরণ এবং তৎস্থ চিদাভাস, অবিদ্যাপ্রভাবে তাহারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীবরূপে প্রতিভাত হয়। এইপ্রকার যে জীব, কর্তৃত্ব ও বন্ধমোক্ষাদি তাহারই, বুদ্ধ্যাদিসংঘাতের নহে (আভাসবাদ, ৬৩৮ পৃঃ)। সূক্ষ্ম এই প্রভেদটুকু লক্ষণীয়—বুদ্ধিতে চিতিচ্ছায়াপত্তি, অর্থাৎ চিদাভাস, বা চিৎপ্রতিবিম্ব সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় পক্ষেই সমান হইলেও সাংখ্যী মনে করেন—অসঙ্গ চেতন পুরুষের কর্তৃত্বাদি সম্ভব না হওয়ায় তাহাদিগকে বুদ্ধ্যাদিসংঘাতের বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে হইবে। বেদান্তী মনে করেন—একমেবাদ্বিতীয়ং পরমাত্মা ব্যতিরেকে কোন চেতন পারমার্থিক সত্ত্ব না থাকায়, চৈতন্য এক হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধিপ্রভাবে পরমাত্মা ও জীবের মধ্যে কাল্পনিক ভেদ হওয়ায় এবং জড়া বুদ্ধ্যাদির ও অসঙ্গ পরমাত্মার পক্ষে কর্তৃত্বাদি সম্ভব না হওয়ায় তাহাদিগকে অন্তঃকরণরূপ উপাধিযুক্ত চেতনের (—জীবের) বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে হইবে। [অন্তঃকরণ ও বুদ্ধিশব্দে একই বস্তু লক্ষিত হইতেছে, ২।৩।৩২সূঃ, ১ ভাষ্যবাক্য]।

শাঙ্করভাষ্যম্

য়াম্।২৯ তথা মুক্ত্যবস্থায়াম্ অপি অবিদ্যাধ্বান্তং বিদ্যাপ্রদীপেন বিধূয় আত্মা এব কেবলঃ নির্বৃতঃ সুখী ভবতি।৩০ তক্ষদৃষ্টান্তশ্চ এতাবতা অংশেন দ্রষ্টব্যঃ।৩১ তক্ষা হি বিশিষ্টেষু তক্ষণাদিব্যাপারেষু

ভাষ্যানুবাদ

পরব্রহ্মে প্রবেশকরতঃ দেহেন্দ্রিয়সংঘাত হইতে বিমুক্ত হইয়া সম্প্রসাদ (—সুষুপ্তি) অবস্থাতে অকর্ত্তা, [সুতরাং] সুখী হইয়া থাকে।২৯ এইপ্রকারে মুক্তাবস্থাতেও জ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া কেবল (—উপাধিকালুষ্যরহিত) আত্মাই [স্বরূপস্থ, সুতরাং] শান্ত ও সুখী হইয়া থাকে।৩০

[সিঃ—দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের বৈষম্যনিরাকরণ; ঔপাধিক কর্তৃত্বাংশেই তাহাদের সমতা।]

[কিন্তু সাবয়ব তক্ষার কুঠার গ্রহণদ্বারা কর্তৃত্ব সম্ভব হইলেও নিরবয়ব আত্মার অন্তঃকরণরূপ করণগ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় দৃষ্টান্তবৈষম্যবশতঃ তাহার কর্তৃত্ব কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আর তক্ষার দৃষ্টান্ত এই অংশে (—ঔপাধিক কর্তৃত্বাংশে, অর্থাৎ অবিদ্যোত্থ বুদ্ধ্যাদি উপাধিবশতঃ আত্মার কর্তৃত্ব, উপাধিবর্জ্জিতাবস্থাতে কেবল আত্মা সুখী, এই অংশে) বুঝিতে হইবে।৩১

ভাবদীপিকা [জীবাত্মার কর্তৃত্ববিষয়ে নানা মতবাদ]

(৫) জীবের কর্তৃত্ববিষয়ে দর্শনকারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। **ন্যায়**-বৈশেষিকগণ বলেন—কর্তৃত্ব আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মন সেই জীবাত্মার কুঠারাদিস্থানীয় করণমাত্র। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার অন্যতম বিশেষ গুণ, শরীরাবচ্ছেদে আত্মমনঃসংযোগ হইতে হয় ইহার উৎপত্তি। **পূর্ব্ব**মীমাংসকগণও জীবাত্মার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব অঙ্গীকার করেন। **সাংখ্য-পাতঞ্জল**গণের মতে কর্তৃত্ব প্রধানের এবং তাহার কার্য্যভূত মহতের (—বুদ্ধির) স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অসঙ্গ উদাসীন পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় এই কর্তৃত্ব তাহাতে উপচরিত হয় (—অকর্ত্তা পুরুষকে কর্ত্তা মনে হয়)। **ঔপনিষদ্**গণের মতবাদ ৪ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে বর্ণিত হইয়াছে। জীবোপাধি অন্তঃকরণের অহমাকারা ও কর্তৃত্বাকারা পরিণাম হইলে তৎপ্রতিবিম্বিত, সুতরাং তৎবিশিষ্ট চৈতন্যে তাহারা প্রতিভাত হয়, যেমন তপ্তলৌহপিণ্ডের দণ্ডাদ্যাকারে পরিণাম হইলে বহ্নিরও তদাকার পরিণাম প্রতিভাত হয়। বহ্নির এই দণ্ডাদ্যাকারে পরিণাম যেমন লৌহরূপ উপাধিজনিত, সুতরাং মিথ্যা; অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যের (—জীবের) কর্তৃত্বাদিও তদ্রূপ অন্তঃকরণরূপ উপাধিজনিত, সুতরাং মিথ্যা। **সাংখ্যা** যে কেবল বুদ্ধির কর্তৃত্ব অঙ্গীকার করেন, তাহা সম্ভব নহে; কারণ (ক) বুদ্ধি জড়, চেতনের সহায়তা ব্যতিরেকে কর্তৃত্বাদিরূপে তাহার পরিণাম সম্ভব নহে। "পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য" (সাং কাঃ ৩১), অথবা "বৎসবিবৃদ্ধির জন্য দুগ্ধক্ষরণের" (ঐ ৫৭) ন্যায় জড়ের প্রবৃত্তি সম্ভব নহে, কারণ উক্ত স্থলসকলেও চেতন ঈশ্বরকেই নিয়ন্তৃরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে; অন্যথা জড়ের স্বাধীন প্রবৃত্তি কেহ কদাপি দেখে নাই বলিয়া অনুভবের অপলাপ হইয়া পড়িবে। (খ) কর্তৃত্ব যদি বুদ্ধির হইত, "বুদ্ধির কর্তৃত্ব আমি উপলব্ধি করিতেছি", এইপ্রকার উপলব্ধিই সকলের হইত; তাহা কিন্তু হয় না। অতএব কর্তৃত্ব কেবল বুদ্ধির নহে, কিন্তু তদ্বিশিষ্টের, ইহা সিদ্ধ হইল। (ক্রমশঃ)

শাঙ্করভাষ্যম্

অপেক্ষ্য এব প্রতিনিয়তানি করণানি বাস্যাদীনি কর্ত্তা ভবতি।৩২ স্বশরীরেণ তু অকর্ত্তা এব।৩৩ এবম্ অয়ম্ আত্মা সর্ব্বব্যাপারেষু অপেক্ষ্য এব মনআদীনি করণানি কর্ত্তা ভবতি, স্বাত্মনা তু অকর্ত্তা এব ইতি।৩৪ ন তু আত্মনঃ তক্ষ্ণঃ ইব অবয়বাঃ সন্তি, যৈঃ হস্তাদিভিঃ ইব বাস্যাদীনি তক্ষা মনআদীনি করণানি আত্মা উপাদদীত, ন্যস্যেৎ বা।৩৫ যত্তু উক্তং শাস্ত্রার্থবত্ত্বাদিভিঃ হেতুভিঃ স্বাভাবিকম্ আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বম্ ইতি।৩৬ তন্ন, বিধিশাস্ত্রং তাবৎ যথাপ্রাপ্তং কর্ত্তৃত্বম্ উপাদায় কর্ত্তব্যবিশেষম্ উপদিশতি, ন কর্ত্তৃত্বম্ আত্মনঃ প্রতিপাদয়তি।৩৭ ন চ স্বাভাবিকম্ অস্য কর্ত্তৃত্বম্ অস্তি, ব্রহ্মাত্মত্বোপদেশাৎ ইতি অবোচাম্।৩৮ তস্মাৎ অবিদ্যা-

ভাষ্যানুবাদ

[ইহা বিবৃত করিতেছেন—] দেখ, তক্ষা তক্ষণাদি (—ছেদনাদি) বিশিষ্ট ব্যাপার-সকলে প্রতিনিয়ত (—প্রত্যেক ক্রিয়াতে নিয়মিতভাবে উপযোগী) কুঠারাদি করণ-সকলকে অপেক্ষা করিয়াই কর্ত্তা হইয়া থাকে।৩২ নিজের শরীরাবলম্বনে কিন্তু [সে] অকর্ত্তাই বটে।৩৩ এইপ্রকারে এই আত্মা মন প্রভৃতি করণসকলকে অপেক্ষা করিয়াই সকল ব্যাপারে কর্ত্তা হইয়া থাকে, স্বস্বরূপে কিন্তু [তাহা] অকর্ত্তাই বটে। [এই অংশেই দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের সাম্য, সর্ব্বাংশে নহে।৩৪ কেন নহে ? উত্তর—] তক্ষার ন্যায় আত্মার কিন্তু অবয়বসকল নাই, যাহাদের দ্বারা তক্ষা যেমন হস্তাদির দ্বারা কুঠারাদি গ্রহণ করে, সেইরূপে মন প্রভৃতি করণসকলকে আত্মা গ্রহণ করিবে, অথবা ত্যাগ করিবে।৩৫

[সিঃ—পূর্ব্বাধিকরণে ২।৩।৩৩ ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত বিষয়ের স্বরূপোদ্ঘাটন। আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে, পরন্তু অবিদ্যাকৃত।]

আর যে বলা হইয়াছে—"শাস্ত্রার্থবত্ত্ব" (২।৩।৩৩) প্রভৃতি হেতুসকলের দ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক, ইত্যাদি।৩৬ তাহা সঙ্গত নহে, [যেহেতু] বিধিশাস্ত্র (—যজ্ঞাদি বিধায়ক শাস্ত্র) যথাপ্রাপ্ত (—লোকসিদ্ধ) কর্ত্তৃত্বকে গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য-

ভাবদীপিকা

[সিঃ—কর্ত্তৃকোটিতে প্রবিষ্ট অন্তঃকরণ 'করণ'ও হইতে পারে, ইহা অনুভবসিদ্ধ।]

পূর্ব্বপক্ষবাদী আশঙ্কা করেন– ভাষ্যমধ্যে দেহেন্দ্রিয়সংঘাতরূপ দ্বৈতপ্রপঞ্চ, সুতরাং তদন্তর্গত অন্তঃকরণ কুঠারস্থানীয় করণরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। আবার সেই অন্তঃকরণবিশিষ্ট চেতনই কর্ত্তা হওয়ায় তাহা কর্ত্তৃকোটির মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। একই অন্তঃকরণ কর্ত্তা ও করণ, উভয়ই কিপ্রকারে হইবে ? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন– 'দেবদত্ত' বলিতে হস্তপদাদিবিশিষ্ট ভগ্নামধারী পিণ্ডের বোধ হয়। সেই দেবদত্তপিণ্ডরূপ কর্ত্তা তদন্তর্গত হস্তরূপ করণের দ্বারাই কিছু গ্রহণ করে। জীবশব্দে অন্তঃকরণবিশিষ্ট চেতন গৃহীত হইলেও তদ্রূপ "অন্তঃকরণবিশিষ্ট চেতন" কর্ত্তা জীবের অন্তর্গত অন্তঃকরণই করণ হইবে, ইহাতে দোষ কোথায়? এই অনুভবসিদ্ধ বিষয়ে আশঙ্কা হওয়া উচিত নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

কৃতং কর্তৃত্বম্ উপাদায় বিধিশাস্ত্রং প্রবর্ত্তিষ্যতে ।৩৯ "কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" (প্রঃ ৪।৯), ইতি এবংজাতীয়কম্ অপি শাস্ত্রম্ অনুবাদরূপত্বাৎ যথাপ্রাপ্তম্ এব অবিদ্যাকৃতং কর্তৃত্বম্ অনুবদিষ্যতি। ৪০ এতেন "বিহারোপাদানে" (২।৩।৩৪,৩৫ সূঃ) পরিহৃতে,তয়োরপি অনুবাদরূপত্বাৎ।৪১ নতু সন্ধ্যে স্থানে প্রসুপ্তেষু করণেষু "স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" (বৃঃ ২।১।১৮), ইতি বিহারঃ উপদিশ্যমানঃ কেবলস্য আত্মনঃ কর্তৃত্বম্ আবহতি। ৪২ তথা উপাদানে (২।৩।৩৫) অপি "তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায়" (বৃঃ ২।১।১৭),

ভাষ্যানুবাদ

বিশেষের উপদেশ করেন, কিন্তু আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিপাদন করেন না(৬)।৩৭ আর ইহার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব নাই,যেহেতু ব্রহ্মাত্মতার (–জীব ব্রহ্মস্বরূপ ইহার,"তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে] উপদেশ আছে, ইহা আমরা [২।১।১৪ সূঃ ২৭, বাক্য ১।৪।৬ সূঃ ৩০ বাক্য, ইত্যাদি স্থলে বহুবার] বলিয়াছি ।৩৮ সেইহেতু (– "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি উপদেশের বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া) অবিদ্যাকৃত কর্তৃত্বকে গ্রহণকরতঃ বিধিশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইবে ।৩৯ [২।৩।৩৩ ভাষ্যে উদ্ধৃত] "কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ" ইত্যাদি এই জাতীয় শাস্ত্রও অনুবাদরূপ (—যথাপ্রাপ্তের বর্ণনাত্মক) হওয়ায় অবিদ্যাকৃত কর্তৃত্বকেই অনুবাদ করিবে।৪০ ইহার দ্বারাই 'বিহার' ও 'উপাদান' পরিহৃত হইল, যেহেতু তাহারাও অনুবাদস্বরূপ (—যথাপ্রাপ্ত লোকসিদ্ধ বিষয়ের পুনঃ কথন মাত্র) ।৪১

[সিঃ—স্বপ্নকালেও বুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে য় শুদ্ধ আত্মা কর্তা নহে। স্বাপ্নবিহার ও তৎকর্তৃত্ব মিথ্যা।]

[শঙ্কা—] কিন্তু সন্ধ্যস্থানে (—সুষুপ্তি ও জাগ্রতের সন্ধিস্থান স্বপ্নাবস্থাতে) ইন্দ্রিয়সকল প্রসুপ্ত হইলে "নিজের শরীরের মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করে", এইপ্রকারে যে বিহার (—সঞ্চরণ) উপদিষ্ট হইতেছে, তাহা কেবল (—করণবিহীন, শুদ্ধ) আত্মার [স্বাভাবিক] কর্তৃত্বকে বহন (—জ্ঞাপন) করিতেছে।৪২ এইপ্রকারে উপাদানেও (—ইন্দ্রিয়গণের সামর্থ্যের গ্রহণেও) "তখন (—সুষুপ্তিতে) এই ইন্দ্রিয়-সকলের বিজ্ঞানকে (—স্বস্ববিষয়গ্রহণসামর্থ্যকে) বিজ্ঞানের (—বুদ্ধির) দ্বারা (৭)

ভাবদীপিকা

(৬) ন্যায়বিদ্গণ বলেন—"যৎপরং শাস্ত্রং সঃ এব তদর্থঃ" (ন্যায়নির্ণয়)—'শাস্ত্র যাহা প্রতিপাদন করেন, তাহাই শাস্ত্রের অর্থ'। ভাব এই—মনুষ্যের কর্তৃত্ব লোকসিদ্ধ। তাদৃশ কর্তৃত্বকে অপেক্ষা করিয়া বিধিশাস্ত্র সেই কর্তার অপেক্ষিত অভীষ্টপ্রাপ্তির উপায়মাত্র প্রতিপাদন করেন, কিন্তু তদতিরিক্ত তাদৃশ কর্তার স্বরূপও (—কর্তৃত্ব আত্মার স্বভাব, ইহাও) প্রতিপাদন করেন না। প্রতিপাদন করিলে অনপেক্ষিত বিষয়ের কথন এবং বাক্যভেদ প্রভৃতির ভয়ে তাহা শাস্ত্রার্থরূপে গৃহীত হইবে না। আচ্ছা আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—নচ—'আর ইহার' ইত্যাদি (৩৮ বাক্য)।

(৭) এই শ্রুতিস্থ 'বিজ্ঞানেন' এই শব্দটীর অর্থ অনুধাবনযোগ্য। উপনিষদ্ভাষ্যে ইহার

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি করণেষু কর্ম্মকরণবিভক্তী শ্রূয়মাণে কেবলস্য আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং গময়তঃ ইতি ।৪৩ অত্র উচ্যতে—ন তাবৎ সন্ধ্যে স্থানে অত্যন্তম্ আত্মনঃ করণবিরমণম্ অস্তি,"সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বা ইমং লোকম্ অতিক্রামতি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৪।৩।৭), ইতি তত্রাপি ধীসম্বন্ধশ্রবণাৎ ।৪৪ তথাচ স্মরন্তি—"ইন্দ্রিয়াণামুপরমে মনোঽনুপরতং যদি। সেবতে বিষয়ানেব তদ্বিদ্যাৎ স্বপ্নদর্শনম্"॥ ইতি ।৪৫ কামাদয়শ্চ মনসঃ

ভাষ্যানুবাদ

গ্রহণ করিয়া", এই স্থলে করণসকলে (—ইন্দ্রিয়সামর্থ্যে ও বুদ্ধিতে, যথাক্রমে 'বিজ্ঞানম্' এবং 'বিজ্ঞানেন' এইপ্রকারে] যে কর্ম্ম ও করণ (—দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া) বিভক্তি শ্রুত হইতেছে,তাহারা কেবল (—উপাধিরহিত শুদ্ধ) আত্মার [স্বাভাবিক] কর্ত্তৃত্বকে অবগত করাইতেছে (৮) ।৪৩ [সমাধান—] এই বিষয়ে বলা হইতেছে—স্বপ্নাবস্থাতে আত্মার করণসকলের অত্যন্ত বিরাম হয় না, যেহেতু "বুদ্ধির সহিত স্বপ্ন হইয়া (—বুদ্ধির স্বপ্নবৃত্তিকে প্রকাশিত করিয়া) এই লোককে (—জাগ্রদবস্থাকে) অতিক্রম করেন", এইপ্রকারে সেই স্থলেও (—স্বপ্নাবস্থাতেও) বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ শ্রুত হইতেছে ।৪৪ আর এই বিষয়ে স্মৃতিও আছে, যথা—"ইন্দ্রিয়গণের উপরম হইলে অনুপরত মন যদি বিষয়সকলকেই সেবা (—গ্রহণ) করে,

ভাবদীপিকা

অর্থ করা হইয়াছে—"অন্তঃকরণগত অভিব্যক্তিবিশেষবিজ্ঞানেন"। আনন্দগিরি 'বিশেষবিজ্ঞানশব্দের' অর্থ করিয়াছেন –"অন্তঃকরণগত অভিব্যক্তচৈতন্যাভাস"। অন্তঃকরণগত এই চৈতন্যাভাসই, অর্থাৎ চিৎপ্রতিবিম্বই জীবশব্দবাচ্য। **পূর্ব্ববাদী** মনে করেন—এই তৃতীয়ান্ত বিজ্ঞানশব্দটীর অর্থ— বুদ্ধি', এই বুদ্ধিরূপ করণের দ্বারা যিনি ইন্দ্রিয়সামর্থ্যকে গ্রহণ করেন, তিনি বুদ্ধিভিন্ন শুদ্ধ জীব, তিনিই কর্ত্তা। **সিদ্ধান্তী** মনে করেন—যে অন্তঃকরণে, অর্থাৎ বুদ্ধিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়, সেই বুদ্ধিরূপ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ যে জীব, তৎকর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়সামর্থ্য গৃহীত হয়, তিনিই কর্ত্তা; উপাধিবিনির্ম্মুক্ত শুদ্ধ জীব নহে । এই বিষয়ে অন্য **যুক্তি** এই—সুষুপ্তির প্রাগবস্থাতে ও মুমূর্ষু অবস্থাতে [সুষুপ্সোঃ মুমূর্ষোশ্চ"ইত্যাদি ৪।২।৩সূঃ ভাষ্য দ্রঃ] বাগাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসকল মনে বিলীন হয় (৪।২।১ সূঃ ভাঃ), মনোবৃত্তি প্রাণে বিলীন হয় (৪।২।৩ সূঃ ভাঃ), প্রাণ অধ্যক্ষ জীবকে আশ্রয় করে (৪।২।৪ সূঃ ভাঃ)। সুতরাং অধ্যক্ষ জীবই এই ক্রমে ইন্দ্রিয়সামর্থ্যকেগ্রহণ করে,ইহা সিদ্ধ হয়। জীব ইন্দ্রিয়সামর্থ্যের গ্রাহক হইলে 'বিজ্ঞানেন', এই করণতাজ্ঞাপক তৃতীয়া বিভক্তি ব্যর্থ হইবে, ইহা আশঙ্কা করা উচিত নহে। ইহার সমাধান ৬৬৮ পৃঃ ভাবদীপিকাতে দ্রষ্টব্য।

(৮) করণবিশিষ্ট আত্মার কর্ত্তৃত্ব বিবক্ষিত হইলে করণসকল হস্তাদির ন্যায় কর্ত্তারই অন্তর্গত হওয়ায় সেই সকলেও কর্ত্তৃবিভক্তি (—প্রথমা) হইত, তাহা কিন্তু হয় নাই ; পরন্তু কর্ম্ম ও করণবিভক্তি হইয়াছে। সুতরাং সেই কর্ম্ম ও করণভিন্ন যে শুদ্ধ আত্মা, তিনিই কর্ত্তা, ইহা পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায়। উত্তরে **সিদ্ধান্তী** স্বপ্নে বুদ্ধির সত্তা প্রদর্শন করিতেছেন—৪৪ বাক্য দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

বৃত্তয়ঃ ইতি শ্রুতিঃ, তাশ্চ স্বপ্নে দৃশ্যন্তে, তস্মাৎ সমনাঃ এব স্বপ্নে বিহরতি।৪৬ বিহারোঽপি চ তত্রত্যঃ বাসনাময়ঃ এব, ন তু পারমার্থিকঃ অস্তি।৪৭ তথাচ শ্রুতিঃ ইবাকারানুবদ্ধমেব স্বপ্নব্যাপারং বর্ণয়তি- "উত ইব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানঃ জক্ষৎ উত ইব অপি ভয়ানি পশ্যন্" (বৃঃ ৪।৩।১৩) ইতি।৪৮ লৌকিকাঃ অপি তথৈব স্বপ্নং কথয়ন্তি—'আরুক্ষম্ ইব গিরিশৃঙ্গম্, অদ্রাক্ষম্ ইব বনরাজিম্' ইতি।৪৯ তথা উপাদানে অপি যদ্যপি করণেষু কর্ম্মকরণবিভক্তি-নির্দ্দেশঃ, তথাপি তৎসম্প্রক্তস্যৈব আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং দ্রষ্টব্যম্, কেবলে কর্ত্তৃত্বাসম্ভবস্য দর্শিতত্বাৎ।৫০ ভবতি চ লোকে অনেক-প্রকারা বিবক্ষা 'যোধাঃ যুধ্যন্তে','যোধৈঃ রাজা যুধ্যতে', ইতি।৫১

ভাষ্যানুবাদ

তাহা হইলে তাহাকে স্বপ্নদর্শন বলিয়া জানিবে", ইত্যাদি।৪৫ আর কাম প্রভৃতি মনেরই বৃত্তি, এইপ্রকার শ্রুতি (বৃঃ ১।৫।৩) আছে, তাহারা স্বপ্নে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইহেতু [সিদ্ধ হয়—আত্মা] স্বপ্নে মনোযুক্ত হইয়া বিহার করেন। [অতএব করণবিহীন শুদ্ধ আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না]।৪৬ আর সেই স্থলে বর্ণিত বিহারও বাসনাময়মাত্রই, কিন্তু পরমার্থতঃ [তাহা] বিদ্যমান নাই।৪৭ শ্রুতিও সেইপ্রকারেই (—অপারমার্থিকরূপেই) 'ইব'কারের সহিত সম্বন্ধ স্বপ্নব্যাপারকেই বর্ণনা করিতে-ছেন, যথা—"যেন স্ত্রীগণের সহিত আনন্দ করিতে করিতে, অথবা যেন ভোজন করিতে করিতে, অথবা যেন ভয়সকল (—ভয়োৎপাদক ব্যাঘ্রাদি বস্তুসকল) দর্শন করিতে করিতে", ইত্যাদি।৪৮ লৌকিক (—সাধারণ) ব্যক্তিগণও স্বপ্নকে সেই-রূপেই (—মিথ্যারূপেই) বর্ণনা করে, যথা—'যেন পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া-ছিলাম', 'যেন বনসকল দর্শন করিয়াছিলাম', ইত্যাদি। [অতএব স্বপ্নে বিহার ইত্যাদি মিথ্যা হওয়ায় তাহার কর্তৃত্বও সুতরাং মিথ্যা. ইহাই সিদ্ধ হয়]।৪৯

[সিঃ—বুদ্ধ্যাদিকরণবিশিষ্ট আত্মাই কর্তা, শুদ্ধ আত্মা নহে।]

[আর যে উপাদান (—ইন্দ্রিয়গণের বিষয়গ্রহণসামর্থ্যের গ্রহণ) বশতঃ উপাধি-রহিত আত্মার বাস্তব কর্তৃত্বের কথা বলা হইয়াছে (৪৩ বাক্য)। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] এইপ্রকারে উপাদানস্থলেও যদ্যপি করণসকলে (—বিজ্ঞানশব্দবাচ্য বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকলে) দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া বিভক্তির নির্দেশ হইয়াছে, তাহা হইলেও কর্তৃত্বকে তৎসম্পৃক্ত (—বুদ্ধ্যাদিকরণযুক্ত) আত্মারই বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেহেতু কেবলে (—শুদ্ধ, করণবিহীন আত্মাতে) কর্তৃত্ব সম্ভব নহে, ইহা [১৪ বাক্য প্রভৃতি স্থলে] প্রদর্শিত হইয়াছে।৫০ [করণবিশিষ্টের কর্তৃত্ব হইলে করণেও যে কর্তৃবিভক্তির কথা বলা হইয়াছে (৪৩ বাক্য), তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] আর লোকমধ্যে **অনেকপ্রকার বিবক্ষা (—একই বিষয়কে নানাভাবে বলিবার ইচ্ছা) হইয়া থাকে,**

শাঙ্করভাষ্যম্

অপিচ অস্মিন্ উপাদানে করণব্যাপারোপরমমাত্রং বিবক্ষ্যতে,ন স্বাতন্ত্র্যং কস্যচিৎ, অবুদ্ধিপূর্ব্বকস্য অপি স্বাপে করণব্যাপারোপরমস্য দৃষ্টত্বাৎ।৫২ যস্তু অয়ং ব্যপদেশঃ দর্শিতঃ “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে” (তৈঃ ২।৫) ইতি, সঃ বুদ্ধেরেব কর্তৃত্বং প্রাপয়তি, বিজ্ঞানশব্দস্য তত্র প্রসিদ্ধত্বাৎ, মনোঽনন্তরং পাঠাচ্চ।৫৩ “তস্য শ্রদ্ধা এব শিরঃ” (তৈঃ ২।৪), ইতি চ বিজ্ঞানময়স্য আত্মনঃ শ্রদ্ধাদ্যবয়বত্বসঙ্কীর্ত্তনাৎ, শ্রদ্ধাদীনাং চ বুদ্ধিধর্ম্মত্বপ্রসিদ্ধেঃ।৫৪ “বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠম্ উপাসতে (তৈঃ ২৫), ইতি চ বাক্যশেষাৎ, জ্যেষ্ঠত্বস্য চ প্রথমজত্বস্য বুদ্ধৌ প্রসিদ্ধত্বাৎ।৫৫ “সঃ এষঃ বাচঃ

ভাষ্যানুবাদ

যথা—‘সৈনিকগণ যুদ্ধ করিতেছে’, ‘রাজা সৈন্যগণের দ্বারা যুদ্ধ করিতেছেন’, (৯)।৫১

[সিঃ—‘উপাদান’ ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপরমমাত্র, ‘ক্রিয়া’ না হওয়ায় তাহা শুদ্ধ আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিপাদন করে না।]

[করণবিশিষ্টের উপাদানকর্তৃত্ব (—ইন্দ্রিয়ের শক্তিগ্রহণসামর্থ্য) অঙ্গীকার করিয়া বিচার করা হইতেছিল। এক্ষণে সেই ‘উপাদান’ ক্রিয়া না হওয়ায় তাহাতে কর্ত্তার অপেক্ষাই নাই, ইহা বলিতেছেন—] আবার দেখ, এই উপাদানে ইন্দ্রিয়সকলের যে ব্যাপার (—ক্রিয়া), তাহার উপরমমাত্র বিবক্ষিত হইতেছে, কিন্তু কাহারও স্বাতন্ত্র্য (—শুদ্ধ আত্মার কর্তৃত্ব) নহে, যেহেতু সুষুপ্তিতে বুদ্ধিপূর্ব্বক না হইলেও করণ-ব্যাপারের উপরম পরিদৃষ্ট হয়।৫২

[সিঃ—বুদ্ধির কর্তৃত্ব প্রতিপাদন দ্বারা তদুপহিত জীবের কর্তৃত্ব প্রতিপাদন।]

[“ব্যপদেশাচ্চ” (২।৩।৩৬) ইত্যাদি সূত্রে বুদ্ধির কর্তৃত্ব নিরাকৃত হইয়া জীবের তাহা প্রতিপাদিত হওয়ায় বুদ্ধিরূপ উপাধিরহিত শুদ্ধ আত্মার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া পড়িলে তদুপাধিযুক্ত আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—] আর যে এই “বিজ্ঞান যজ্ঞের বিস্তার (—অনুষ্ঠান) করে”, এইপ্রকার উল্লেখ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিরই কর্তৃত্বকে প্রাপ্ত করাইতেছে, যেহেতু বিজ্ঞানশব্দটী তাহাতেই প্রসিদ্ধ (১০); এবং যেহেতু মনের (— মনোময়কোশের, তৈঃ ২।৩,৪) অনন্তর পঠিত হইয়াছে (১১)।৫৩ আর যেহেতু “শ্রদ্ধাই তাহার মস্তক”, এইপ্রকারে শ্রদ্ধা প্রভৃতি বিজ্ঞানময় আত্মার অবয়ব, ইহা বর্ণিত হইয়াছে; আর যেহেতু শ্রদ্ধা প্রভৃতি বুদ্ধির ধর্ম্ম (১২), ইহা প্রসিদ্ধ।৫৪ আর যেহেতু [“বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী] দেবতাগণ জ্যেষ্ঠ (—প্রথমজ) বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে (—সমষ্টিবুদ্ধিস্বরূপ হিরণ্যগর্ভকে) উপাসনা করেন”, এইপ্রকার বাক্যশেষ আছে (১৩), [কিন্তু অত্রস্থ বিজ্ঞানশব্দে সমষ্টি বুদ্ধি কিপ্রকারে

ভাবদীপিকা

(৯) এই স্থলে বিবক্ষাবশতঃ যুদ্ধের সাক্ষাৎ কর্ত্তা সৈনিকে করণবিভক্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে। শ্রুতিতেও তদ্রূপ বিবক্ষানুসারে “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে” (তৈঃ ২।৫) এই স্থলে করণ যে বিজ্ঞান (—বুদ্ধি), তাহাতে প্রথমা বিভক্তি শ্রুত হইতেছে। এইরূপে বিভিন্নপ্রকার প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া কোনপ্রকার বিরোধ হয় না, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

চিত্তস্য উত্তরোত্তরক্রমঃ যদ্ যজ্ঞঃ", ইতি চ শ্রুত্যন্তরে যজ্ঞস্য বাগ্‌বুদ্ধিসাধ্যত্বাবধারণাৎ।৫৬ ন চ বুদ্ধেঃ শক্তিবিপর্য্যয়ঃ করণানাং কর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমে ভবতি, সর্ব্বকারকাণাম্ এব স্বস্বব্যাপারেষু কর্তৃত্বস্য অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ।৫৭ উপলব্ধ্যপেক্ষং তু এষাং করণানাং

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধ হয়? তাহা বলিতেছেন—] আর যেহেতু ["মহদ্ যক্ষং প্রথমজম্" (বৃঃ ৫।৪।১ এবং বৃঃ ৬।১।১ ইত্যাদি শ্রুতিতে] প্রথমজত্বরূপ জ্যেষ্ঠত্ব [হিরণ্যগর্ভরূপ সমষ্টি] বুদ্ধিতে প্রসিদ্ধ আছে।৫৫ আবার "বাকের (—বাগিন্দ্রিয়ের) ও চিত্তের সেই এই উত্তরোত্তরক্রম (—পূর্ব্বোত্তরভাব) যাহা যজ্ঞ" (১৪), এইপ্রকারে অন্য শ্রুতিতেযজ্ঞ যে বাক্ ও বুদ্ধির সাধ্য, ইহা অবধারিত হওয়ায় ["বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে", (তৈঃ ২।৫) অত্রস্থ যজ্ঞকর্ত্তা বিজ্ঞান যে বুদ্ধিই (—তদুপাধিক জীবই),ইহা সিদ্ধ হয়] ।৫৬

[সিঃ—কারকসকল স্বস্বব্যাপারে কর্ত্তা হওয়ায় 'নির্দ্দেশের' ও 'শক্তির' বিপর্য্যয় নিরাকরণ।]

[বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করিলে "নচেৎ নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ" (২।৩।৩৬) এবং "শক্তিবিপর্য্যয়াৎ" (২।৩।৩৮) ইত্যাদি স্থলে প্রদর্শিত দোষ নিরাকরণ করিতেছেন-] আর করণসকলের কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করিলে বুদ্ধির শক্তিবিপর্য্যয় হয় না, যেহেতু সকল কারকেরই নিজ নিজ ব্যাপারসকলে কর্ত্তৃত্ব অবশ্যম্ভাবী (১৫)।৫৭

[সিঃ—উপলব্ধিতে বুদ্ধিই করণ। শুদ্ধ আত্মার কর্ত্তৃত্বনিরাকরণ দ্বারা বুদ্ধিবিশিষ্ট আত্মার মিথ্যা কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন।]

এই করণসকলের করণত্ব কিন্তু উপলব্ধিসাপেক্ষ (১৬), আর তাহা

ভাবদীপিকা

(১০) এই স্থলে বিজ্ঞানশব্দের অর্থ 'বুদ্ধি', এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ; (১১) এই স্থলে উক্ত বিষয়ে সন্নিধিপাঠরূপ স্থানপ্রমাণ; (১২) এবং (১৩) এই স্থলদ্বয়ে উক্ত বিষয়ে দুইটী লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

(১৪) বুদ্ধির দ্বারা ধ্যান এবং বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ করতঃই যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। সেইহেতু এই শ্রুতিতে যজ্ঞকে বুদ্ধি ও বাকের পূর্ব্বোত্তরভাবরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে—জড়া বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব সম্ভব না হওয়ায় তদুপাধিযুক্ত আত্মার (—জীবের) কর্ত্তৃত্ব এইপ্রকারে প্রতিপাদিত হইল।

(১৫) কারকসকলের স্বস্বব্যাপারে কর্ত্তৃত্ববিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—তণ্ডুল পাকক্রিয়ার কর্ম্ম হইলেও 'তণ্ডুল পক্ব হইতেছে', এইপ্রকার; কাষ্ঠ পাকের প্রতি করণ হইলেও 'কাষ্ঠ জ্বলিতেছেন বা পাক করিতেছে', এইপ্রকার এবং জলের প্রবেশের প্রতি স্থালী (—পাত্র) অধিকর হইলেও 'স্থালী ভর্ত্তি হইতেছে', এইপ্রকার কর্ত্তৃবাচক প্রয়োগ হয়। অতএব সকল কারকই স্বস্ব ব্যাপারে কর্ত্তা হওয়ায় 'নির্দ্দেশের' বা 'শক্তির' বিপর্য্যয় হয় না। পঃ—কিন্তু বুদ্ধি যদি কর্ত্রীই হয়, তাহা কখনও করণ হইতে পারিবে না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**উপলব্ধ্যপেক্ষম্**—'এই করণসকলের', ইত্যাদি (৫৮ বাক্য)।

(১৬) যেমন জ্বলনক্রিয়ারূপ স্বব্যাপারে কাষ্ঠ কর্ত্তা হইলেও, 'কাষ্ঠের দ্বারা পাক হইতেছে এইরূপে পাকক্রিয়াকে [illegible]ক্ষা করিয়া তাহা করণও হইয়া থাকে। এইপ্রকারে অধ্যবসায় ও

শাঙ্করভাষ্যম্

করণত্বং, সা চ আত্মনঃ ।৫৮ ন চ তস্যাম্ অপি অস্য কর্তৃত্বম্ অস্তি, নিত্যোপলব্ধিস্বরূপত্বাৎ। ৫৯ অহঙ্কারপূর্ব্বকম্ অপি কর্তৃত্বং ন উপলব্ধুঃ ভবিতুম্ অর্হতি, অহঙ্কারস্যাপি উপলভ্যমানত্বাৎ। ৬০

ভাষ্যানুবাদ

(—সেই উপলব্ধি) আত্মার, [বুদ্ধির নহে] ।৫৮ আর তাহাতেও (—সেই উপলব্ধিতেও) ইঁহার (—শুদ্ধ আত্মার) কর্তৃত্ব নাই, যেহেতু ইনি নিত্য উপলব্ধিস্বরূপ (১৭) ।৫৯ অহঙ্কারপূর্ব্বক যে কর্তৃত্ব, তাহাও উপলব্ধার (—শুদ্ধ আত্মার, সাক্ষিচৈতন্যের) হইতে পারে না, যেহেতু অহঙ্কারও উপলব্ধ হইয়া

ভাবদীপিকা

সঙ্কল্প প্রভৃতি স্বব্যাপারে বুদ্ধি প্রভৃতি কর্ত্রী হইলেও তাহাদের উপলব্ধিরূপ (—জ্ঞানোৎপত্তিরূপ) ক্রিয়াতে তাহা করণই হইয়া থাকে। বুদ্ধি বিষয়াকার ধারণ করিলে বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ জীবের বিষয়জ্ঞান হয় বলিয়া (৬০৮ পৃঃ, ৮ ভাবদীঃ) তাদৃশ জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি বুদ্ধি হয় করণ। আচ্ছা, তাহা হইলে বুদ্ধিরূপ করণ হইতে ভিন্ন করণবিহীন শুদ্ধ আত্মাই কর্তা হউন্? তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন - ন চ—'আর তাহাতেও' ইত্যাদি (৫৯ বাক্য)।

(১৭) আশঙ্কা হয়—আত্মা নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ (—জ্ঞানস্বরূপ) হইলে তাহার বুদ্ধিরূপ করণের আবশ্যকতা কি? যে জ্ঞান প্রাপ্তই থাকে, তাহাকে প্রাপ্তির জন্য তো কেহ চেষ্টা করে না, সুতরাং তাহার জন্য করণেরও আবশ্যকতা থাকে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন— নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মার জ্ঞানোৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় করণের আবশ্যকতা না থাকিলেও আগন্তুক উপলব্ধির জন্য তাহার আবশ্যকতা আছে। আগন্তুক উপলব্ধি কি? বলিতেছি— বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে অন্তঃকরণে যে বিষয়াকারা বৃত্তির উদয় হয়, তাহাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই আগন্তুক চৈতন্য, অর্থাৎ আগন্তুক উপলব্ধি। [চৈতন্য উপলব্ধি ও জ্ঞান সমানার্থক]। তাহার জন্য বুদ্ধিরূপ করণের আবশ্যকতা আছে। শঙ্কা—অন্তঃকরণ সদাই চিদধ্যস্ত ও চিৎপ্রতিবিম্বযুক্ত। তাহাতে যখন বিষয়াকারা বৃত্তির উদয় হয়, তখন তাহা চিৎ-প্রতিবিম্বযুক্ত হইয়াই হইয়া থাকে, নূতনভাবে তাহাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্বপাত হয় না। সুতরাং সেই চিৎপ্রতিবিম্বকে আগন্তুক বলা যায় কিপ্রকারে? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন— পূর্ব্বে উৎপন্ন ঘট তৎকালে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাকে নীলবর্ণে রঞ্জিত করিবার কালে যেমন বলা হয়—'নীল ঘট উৎপন্ন হইতেছে'; তদ্রূপ অন্তঃকরণের বিষয়াকারা বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য তৎকালে বর্ত্তমান থাকায় উৎপন্ন, সুতরাং আগন্তুক না হইলেও সেই প্রতিবিম্বের অধিকরণ অন্তঃকরণবৃত্তি তৎকালে উৎপন্ন হয় বলিয়া তৎপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকেও তৎকালে উৎপন্ন, সুতরাং আগন্তুক বলা হয়। অথবা 'ঘট' উৎপন্ন হইলে যেমন বলা হয় 'ঘটাকাশ উৎপন্ন হইল', প্রস্তাবিত স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব সিদ্ধ হইল—অখণ্ড শুদ্ধ চৈতন্য অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া হন জীবপদবাচ্য। সেই জীবের বিষয়জ্ঞানের জন্য অন্তঃকরণের (—বুদ্ধির) বিষয়াকারা বৃত্তি উৎপন্ন হয় বলিয়া তাদৃশ আগন্তুক বৃত্তির (—জ্ঞানের) জন্য বুদ্ধিবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীবের বুদ্ধিরূপ করণের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু নিত্যজ্ঞানস্বরূপ হওয়ায়করণবিহীন শুদ্ধ আত্মার তাহা নাই। তাহার কর্তৃত্বও সুতরাং সিদ্ধ হয় না। আত্মা

শাঙ্করভাষ্যম্

ন চ এবং সতি করণান্তরকল্পনাপ্রসঙ্গঃ, বুদ্ধেঃ করণত্বাভ্যুপগমাৎ। ৬১ 'সমাধ্যভাবস্তু' (২।৩।৩৯) শাস্ত্রার্থবত্ত্বেনৈব পরিহৃতঃ, যথাপ্রাপ্তম্ এব কর্তৃত্বম্ উপাদায় সমাধিবিধানাৎ। ৬২ তস্মাৎ

ভাষ্যানুবাদ

থাকে (১৮)।৬০ আর এইপ্রকার হইলে (—বিশিষ্ট চৈতন্যই কর্তা হইলে) অন্য করণ কল্পনা করিতে হইবে, এইপ্রকার পরিস্থিতি হইয়া পড়িবে, ইহা বলা যায় না; যেহেতু বুদ্ধির করণতা অঙ্গীকার করা হয় (১৯)।৬১ [আত্মা কর্তা না হইয়া বুদ্ধি কর্ত্রী হইলে সমাধির অভাবের কথা বলা হইয়াছে, (৬৫৯ পৃঃ, ২ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] সমাধির অভাব কিন্তু 'শাস্ত্রের সার্থকতার দ্বারাই' (২।৩।৩৩ সূঃ) পরিহৃত হইয়াছে, যেহেতু [লোকমধ্যে] যথাপ্রাপ্ত কর্তৃত্বকে গ্রহণ করিয়া [শাস্ত্রে] সমাধি বিহিত হইয়াছে (৬ ভাবদীঃ)।৬২ সেইহেতু (—বিধিশাস্ত্র স্বাভাবিক কর্তৃত্ব প্রতিপাদন করে না বলিয়া, অবিদ্যাবস্থাতে] আত্মার কর্তৃত্বও [অধ্যস্ত বুদ্ধিরূপ] উপাধিবশতঃই হইয়া থাকে [সুতরাং তাহা মিথ্যা], ইহা নিশ্চিত হইল।৬৩ [অতএব বিধিশ্রুতি কল্পিত কর্তৃত্বকে অবলম্বনকরতঃ প্রবৃত্ত হয় বলিয়া এবং অসঙ্গতাশ্রুতি (বৃঃ ৪।৩।১৫) আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রতিপাদন করে

ভাবদীপিকা

এক কথা, ২।৩।৩৮ সূত্রভাষ্যে বলা হইয়াছে—"বুদ্ধির কর্তৃত্ব অঙ্গীকার করিলে তাহাই 'আমি' এইপ্রকার জ্ঞানের বিষয়ভূত জীবপদবাচ্য হইবে, তাহার করণান্তর কল্পনা করিতে হইবে, ফলে নাম মাত্রে বিবাদ হইবে, কারণ যাহা করণ হইতে ভিন্ন, তাহাই কর্তা", ইত্যাদি। তাহাতে 'শুদ্ধ আত্মারই কর্তৃত্ব', এইপ্রকার ভ্রান্তি হইতে পারে। তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—**অহঙ্কারপূর্বকম্**—'অহঙ্কারপূর্বক', ইত্যাদি (৬০ বাক্য)।

(১৮) অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমি', 'আমি', এইপ্রকার যে জ্ঞান তাহাও অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ, সুতরাং জীবের ধর্ম। কাম ও সঙ্কল্প (বৃঃ ১।৫।৩) প্রভৃতির ন্যায় ইহাও সাক্ষিভাস্য। যাহা ভাস্য (—দৃশ্য), তাহা ভাসক (—দ্রষ্টা) হইতে পারে না বলিয়া এই অহমাকারা বৃত্তিও সাক্ষীর অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ নহে। অতএব শুদ্ধ আত্মা কর্তা নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। আচ্ছা, তাহা হইলে কর্তা কে? বলিতেছি—এই অহমাকারা বৃত্তি যাহাতে উদিত হয়, সেই যে অন্তঃকরণ, তদ্বিশিষ্ট চৈতন্যই কর্তা, তাহাই জ্ঞাতা ও ভোক্তা; যেহেতু ক্রিয়াবিষয়ক জ্ঞানবানই কর্তা এবং যিনি কর্তা, তিনিই ফলভোক্তা। এইরূপে যিনি কর্তা, তাঁহারই ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হওয়ায় "আত্মা কেবলমাত্র ভোক্তা, কর্তা নহে", এই মতবাদ (৬৫১ পৃঃ, ১ ভাবদীঃ) নিরাকৃত হইল। **আশঙ্কা** হয়—অন্তঃকরণবিশিষ্ট (—বুদ্ধিবিশিষ্ট, ২।৩।৩২ সূঃ ভাষ্য) চৈতন্যই কর্তা হওয়ায় তাহার অন্য করণের অপেক্ষা হইবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**ন চ এবম্**—'আর এইপ্রকার' ইত্যাদি (৬১ বাক্য)।

(১৯) ৫ এবং ১৩ সংখ্যক ভাবদীপিকা দ্রষ্টব্য। যাঁহারা বুদ্ধিবিশিষ্ট চৈতন্যের কর্তৃত্ব অঙ্গীকার না করিয়া কেবল বুদ্ধির তাহা করেন, তাঁহাদের পক্ষে করণান্তরকল্পনা দুর্বার হইয়া পড়ে।

শাঙ্করভাষ্যম্

কর্ত্তৃত্বম্ অপি আত্মনঃ উপাধিনিমিত্তম্ এব ইতি স্থিতম্ ॥২।৩।৪০॥

ইতি পঞ্চদশং তক্ষাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

বলিয়া তাহাদের মধ্যে বিরোধ না থাকায় শুদ্ধ ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয় সিদ্ধ হইল] ॥২।৩।৪০॥ তক্ষাধিকরণ সমাপ্ত।

১৬। পরায়ত্তাধিকরণম্। [৪১-৪২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—জীবাত্মাতে আরোপিত সেই কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত জীবের ঔপাধিক, সুতরাং মিথ্যা কর্ত্তৃত্বকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবিত অধিকরণে তাহার ঈশ্বরাধীনতা প্রতিপাদিত হইতেছে বলিয়া তাহার সহিত এই অধিকরণের **উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

প্রবর্ত্তকোঽস্য রাগাদিরীশো বা রাগতঃ কৃষৌ।
দৃষ্টা প্রবৃত্তির্বৈষম্যমীশস্য প্রেরণে ভবেৎ ॥
সত্ত্বেষু বৃষ্টিবজ্জীবেষ্বীশস্যাবিষমত্বতঃ।
রাগোঽন্তর্যাম্যধীনোঽত ঈশ্বরোঽস্য প্রবর্ত্তকঃ ॥

অন্বয়—অস্য প্রবর্ত্তকঃ রাগাদিঃ ঈশঃ বা? রাগতঃ কৃষৌ প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা, প্রেরণে ঈশস্য বৈষম্যং ভবেৎ। সত্ত্বেষু বৃষ্টিবৎ জীবেষু ঈশস্য অবিষমত্বতঃ রাগঃ অন্তর্যাম্যধীনঃ, অতঃ ঈশ্বরঃ অস্য প্রবর্ত্তকঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[জীবকর্ত্তৃত্বম্ অত্রাপি বিষয়ঃ।" জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামঃ যজেত", ইত্যাদি-রাগাদিমৎকর্ত্তৃস্বাতন্ত্র্যপ্রতিপাদকানাম্, "যঃ আত্মানম্ অন্তরো যময়তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।১০), ইতি পরমাত্মায়ত্তত্বপ্রতিপাদকানাং চ বাক্যানাং বিরোধাৎ সংশয়ঃ ভবতি—] অস্য [জীবস্য] প্রবর্ত্তকঃ রাগাদিঃ, ঈশঃ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[লোকে কৃষীবলাদীনাং] রাগতঃ কৃষৌ প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা। [তদনুসারাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মকর্ত্তুঃ জীবস্যাপি রাগদ্বেষৌ এব প্রবর্ত্তকৌ অভ্যুপেয়ৌ। ঈশ্বরস্য প্রবর্ত্তকত্বে কাংশ্চিৎ জীবান্ ধর্ম্মে, কাংশ্চিৎ চ অধর্ম্মে] প্রেরণে ঈশস্য বৈষম্যং ভবেৎ। [তস্মাৎ নেশ্বরঃ প্রবর্ত্তকঃ]।

সিদ্ধান্ত—[বৃষ্টেঃ সস্যাভিবৃদ্ধিহেতুত্বেঽপি ব্রীহিযবাদিবৈষম্যে বীজানাম্ এব অসাধারণ-নিমিত্তত্বম্। ঈশ্বরস্য তু 'যথাযথং জীবাঃ প্রবর্ত্তন্তাম্', ইতি অনুজ্ঞয়া সাধারণপ্রবর্ত্তকত্বম্। অতঃ] সত্ত্বেষু বৃষ্টিবৎ জীবেষু ঈশস্য অবিষমত্বতঃ [ন তস্য বৈষম্যদোষপ্রসঙ্গঃ, বৃষ্টিবৎ সাধারণনিমিত্তত্বাৎ। তস্য অসাধারণপ্রবর্ত্তকত্বে অপি ন বৈষম্যং, পূর্ব্বকৃতকর্ম্মণাং বাসনানাং চ বৈষম্যহেতুত্বাৎ। ননু কর্ম্মণাং ফলহেতুত্বম্ এব, ন কর্ম্মান্তরহেতুত্বম্ ইতি চেৎ? সত্যম্, পরন্ত সুখদুঃখরূপস্য স্বফলস্য প্রদানায় জীবং ব্যাপারয়ৎসু কর্ম্মসু অর্থাৎ কর্ম্মান্তরমপি নিষ্পদ্যতে ইতি দুর্ব্বারং তদ্ধেতুত্বম্। বাসনানাং তু সাক্ষাদেব কর্ম্মহেতুত্বম্। তথাচ ঈশ্বরস্য কুতঃ বৈষম্যপ্রসঙ্গঃ? কিন্তু

রাগস্য প্রবর্ত্তকত্বনিদর্শনম্ উদাহৃতম্। তৎ তথা অস্তু ; ন তাবতা ঈশ্বরস্য প্রবর্ত্তকত্বহানিঃ, কুতঃ ? যতঃ] রাগঃ অন্তর্যাম্যধীনঃ, [তেনৈব নিয়ম্যমানত্বাৎ]। অতঃ ঈশ্বরঃ অস্য [জীবস্য] প্রবর্ত্তকঃ।

অনুবাদ

সংশয়—[জীবের কর্তৃত্ব এখানেও বিষয়। রাগাদিবিশিষ্ট কর্ত্তার স্বাধীনতাপ্রতিপাদক "স্বর্গকামী ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবেন", ইত্যাদি বাক্যসকলের এবং পরমাত্মার অধীনতা-প্রতিপাদক "যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মন করেন", ইত্যাদি বাক্যসকলের মধ্যে বিরোধবশতঃ সংশয় হয়—]রাগ (—আসক্তি) প্রভৃতি ইহার(—জীবের) প্রবর্ত্তক, অথবা ঈশ্বর?

পূর্ব্বপক্ষ—[লোকমধ্যে কৃষক প্রভৃতি সকলের] আসক্তিবশতঃ কৃষিতে প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হইয়াছে। [তদনুযায়ী ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা জীবেরও রাগদ্বেষই প্রবর্ত্তক, ইহা অঙ্গীকার্য্য। ঈশ্বর প্রবর্ত্তক হইলে কোন জীবকে ধর্ম্মে, কাহাকেও বা অধর্ম্মে] প্রেরণ করিলে ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ হইয়া পড়িবে। [অতএব ঈশ্বর প্রবর্ত্তক নহেন]।

সিদ্ধান্ত—[বৃষ্টি শস্যবৃদ্ধির প্রতি হেতু (—সাধারণ নিমিত্তকারণ, ১) হইলেও ব্রীহি-যবাদিরূপ বিষমতাতে বীজসকলই অসাধারণ নিমিত্তকারণ। ঈশ্বর কিন্তু 'জীবসকল যথাযথ (—স্বস্বকর্ম্মানুযায়ী) প্রবৃত্ত হউক্' এইপ্রকার অনুজ্ঞাদ্বারা সাধারণ প্রবর্ত্তক (—সাধারণ নিমিত্তকারণ)। সেইহেতু] শস্যসকলে বৃষ্টির ন্যায় জীবসকলে ঈশ্বরের অবিষমতাবশতঃ [তাঁহার বৈষম্যদোষ হইয়া পড়ে না, যেহেতু তিনি বৃষ্টির ন্যায় সাধারণ নিমিত্তকারণ। তাঁহার অসাধারণ নিমিত্তকারণতা হইলেও বৈষম্যদোষ হয় না, যেহেতু [জীবগণের] পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম-সকল এবং [তজ্জনিত] সংস্কারসকল বৈষম্যের হেতু। যদি বলা হয়—কর্ম্মসকল [সুখদুঃখরূপ] ফলের প্রতিই হেতু,কিন্তু কর্ম্মান্তরের প্রতি নহে (—অন্য কর্ম্মে তাহা জীবকে প্রবৃত্ত করিতে পারে না)। তদুত্তরে বলিব—হাঁ সত্য, কিন্তু সুখদুঃখরূপ নিজের ফলপ্রদানের জন্য জীবকে কর্ম্মসকলে ব্যাপারবান্ (—প্রবৃত্ত) করিলে ফলতঃ অন্য কর্ম্মও নিষ্পন্ন হইয়াই থাকে; এইহেতু [কর্ম্মসকলের] তদ্ধেতুতা(—কর্ম্মান্তর হেতুতা) দুর্ব্বারই বটে (৬ ভাবদীঃ দ্রঃ)। বাসনা- (—সংস্কার-) সকল কিন্তু সাক্ষাদ্‌ভাবেই কর্ম্মের হেতু। অতএব ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ কিপ্রকারে হইবে ? আর যে আসক্তির প্রবর্ত্তকতাবিষয়ে উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা সেইপ্রকারই হউক্, তাহার দ্বারা ঈশ্বরের প্রবর্ত্তকতা ব্যাহত হয় না। কেন ? যেহেতু] আসক্তি অন্তর্যামীর অধীন, [কারণ তৎকর্তৃকই নিয়মিত হইয়া থাকে]। সেইহেতু ঈশ্বর ইহার (—জীবের) প্রবর্ত্তক।

ভাবদীপিকা

(১) **কারণ** দুইপ্রকার—১। উপাদানকারণ, যথা—বস্ত্রের প্রতি সূত্র, ঘটের প্রতি মৃত্তিকা, ইত্যাদি। ২। নিমিত্তকারণ। ইহা আবার দুইপ্রকার—(ক) সাধারণ এবং (খ) অসাধারণ। তন্মধ্যে (ক) ঈশ্বর, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার প্রযত্ন, দেশ কাল অদৃষ্ট এবং [**ন্যায়-বৈশেষিক** মতে] প্রাগভাব, ইহারা সাধারণ নিমিত্তকারণ। (খ) অসাধারণ নিমিত্তকারণসকল প্রত্যেক কার্য্যেই বিভিন্ন, যথা—ঘটের প্রতি কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি ; বস্ত্রের প্রতি তাঁত, মাকু ও তন্তুবায় ইত্যাদি। **ন্যায়-বৈশেষিক** মতে কারণ ত্রিবিধ, **সমবায়ি**, যথা—কপালদ্বয় ; **অসমবায়ি**, যথা—কপালদ্বয়ের সংযোগ এবং **নিমিত্ত**, যথা—কুম্ভকার। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ তর্কসংগ্রহাদিতে দ্রষ্টব্য।

পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥২।৩।৪১॥

পদচ্ছেদ—পরাৎ, তু, তৎ-শ্রুতেঃ।

সূত্রার্থ—["এষঃ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" (কৌঃ ৩।৮), ইত্যাদি শ্রুতেঃ রাগাদিমৎকর্ত্তৃস্বাতন্ত্র্যপ্রতিপাদকবিধ্যাদিশাস্ত্রেণ বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; রাগদ্বেষাদিবশাৎ স্বতঃএব জীবস্য কর্ত্তৃত্বসম্ভবাৎ বিরোধঃ অস্তি ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তু**শব্দঃ - পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। [ন স্বতঃ জীবস্য কর্ত্তৃত্বসিদ্ধিঃ, কিন্তু] **পরাৎ**—পরমেশ্বরাৎ কর্ম্মাধ্যক্ষাৎ [অবিদ্যাতিমিরান্ধস্য জীবস্য কর্ত্তৃত্বাদিসংসারসিদ্ধিঃ। তদনুগ্রহে চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধিঃ। কুতঃ?] **তৎ-শ্রুতেঃ** —"এষঃ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি", ইতি কর্ত্তৃত্বাদেঃ ঈশ্বরায়ত্তত্বশ্রুতেঃ।

অনুবাদ—[রাগাদিবিশিষ্ট কর্ত্তার স্বাধীনতাপ্রতিপাদক বিধিশাস্ত্রের সহিত "ইনিই সাধু কর্ম্ম করান", ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; রাগদ্বেষবশতঃ জীবের স্বভাবতঃই কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হওয়ায় বিরোধ আছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তু**শব্দ—পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য। [জীবের স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। পরন্তু] **পরাৎ**—কর্ম্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বর হইতে [অবিদ্যারূপ অন্ধকারের দ্বারা অন্ধ জীবের কর্ত্তৃত্বাদি সংসার সিদ্ধ হয়। আর তাঁহার অনুগ্রহে জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ সিদ্ধ হয়। কোন্ হেতুবলে বলিতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **তৎ-শ্রুতেঃ**—যেহেতু "ইনিই সাধু কর্ম্ম করান", এইপ্রকার কর্ত্তৃত্বাদির ঈশ্বরাধীনতা প্রতিপাদিকা শ্রুতি আছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদিদম্ অবিদ্যাবস্থায়াম্ উপাধিনিবন্ধনং কর্ত্তৃত্বং জীবস্য অভিহিতং, তৎ কিম্ অনপেক্ষ্য ঈশ্বরং ভবতি, আহোস্বিৎ ঈশ্বরাপেক্ষম্ ইতি ভবতি বিচারণা।১ তত্র প্রাপ্তং তাবৎ ন ঈশ্বরম্ অপেক্ষতে জীবঃ কর্ত্তৃত্বে ইতি।২ কস্মাৎ?৩ অপেক্ষাপ্রয়োজনাভাবাৎ।৪ অয়ং হি জীবঃ স্বয়মেব রাগদ্বেষাদিদোষপ্রযুক্তঃ কারকান্তরসামগ্রীসম্পন্নঃ কর্ত্তৃত্বম্ অনুভবিতুং শক্নোতি।৫ তস্য কিম্ ঈশ্বরঃ করিষ্যতি?৬ ন চ লোকে প্রসিদ্ধিঃ অস্তি কৃষ্যাদিকাসু ক্রিয়াসু

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি প্রদর্শন। একদেশী—জীবকর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন নহে, পরন্ত স্বাভাবিক।]

অবিদ্যাবস্থাতে এই যে [বুদ্ধ্যাদি] উপাধিরূপ নিমিত্তবশতঃ জীবের কর্ত্তৃত্ব অভিহিত হইল, তাহা কি ঈশ্বরকে অপেক্ষা না করিয়া হইয়া থাকে, অথবা ঈশ্বরকে অপেক্ষা করে, এইপ্রকার বিচারপ্রবৃত্তি উদিত হয়।১ [একদেশী কর্ম্মমীমাংসক বলেন—] তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া গেল—জীব কর্ত্তৃত্বে ঈশ্বরকে অপেক্ষা করে না।২ তাহাতে হেতু কি?৩ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু অপেক্ষার প্রতি প্রয়োজন নাই।৪ আসক্তি ও দ্বেষাদি দোষকর্ত্তৃক প্রেরিত এই প্রসিদ্ধ জীব স্বয়ংই অন্য কারকরূপ (—সাধনরূপ) সামগ্রীযুক্ত হইয়া কর্ত্তৃত্বকে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকে (—কর্ত্তা হয়)।৫ ঈশ্বর তাহার কি [প্রয়োজন সম্পাদন] করিবেন?৬ আর লোকমধ্যে প্রসিদ্ধিও নাই যে, কৃষি প্রভৃতি ক্রিয়াসকলে বলীবর্দ্দ

শাঙ্করভাষ্যম্

অনডুহাদিবৎ ঈশ্বরঃ অপরঃ অপেক্ষিতব্যঃ ইতি ।৭ ক্লেশাত্মকেন চ কর্ত্তৃত্বেন জন্তূন্ সংসৃজতঃ ঈশ্বরস্য নৈর্ঘৃণ্যং প্রসজ্যেত, বিষম-ফলং চ এষাং কর্ত্তৃত্বং বিদধতঃ বৈষম্যম্ ।৮ ননু "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ" (২।১।৩৪) ইতি উক্তম্ ।৯ সত্যম্ উক্তম্, সতি তু ঈশ্বরস্য সাপেক্ষত্বসম্ভবে ।১০ সাপেক্ষত্বং চ ঈশ্বরস্য সম্ভবতি সতোঃ জন্তূনাং ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ, তয়োশ্চ সদ্ভাবঃ সতি জীবস্য কর্ত্তৃত্বে ।১১ তদেব চেৎ কর্ত্তৃত্বম্ ঈশ্বরাপেক্ষং স্যাৎ, কিং বিষয়ম্ ঈশ্বরস্য সাপেক্ষত্বম্ উচ্যেত ?১২ অকৃতাভ্যাগমশ্চ এবং জীবস্য প্রসজ্যেত ।১৩ তস্মাৎ স্বতঃ এব অস্য কর্ত্তৃত্বম্ ইতি ।১৪ এতাং

ভাষ্যানুবাদ

প্রভৃতির ন্যায় অপর (—স্বভিন্ন) ঈশ্বরকে অপেক্ষা করিতে হইবে ।৭ আবার ক্লেশাত্মক কর্ত্তৃত্বের সহিত যিনি প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন, সেই ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা হইয়া পড়িবে এবং ইহাদের (—প্রাণিগণের, জন্য] বিষমফলপ্রদানকারী কর্ত্তৃত্বকে বিধানকরতঃ [ঈশ্বরের] বৈষম্যদোষ হইয়া পড়িবে ।৮ [শঙ্কা —] কিন্তু "প্রাণিকর্ম্ম-সাপেক্ষ হওয়ায় ঈশ্বরের বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ হয় না", ইহা বলা হইয়াছে ।৯ [একদেশী —] হাঁ সত্য, বলা হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরের [প্রাণিকর্ম্ম-]সাপেক্ষতা সম্ভব হইলে 'উক্ত দোষদ্বয় হয় না, ইহা সম্ভব হইবে, ।১০ [ঈশ্বরের প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষতা কিন্তু সম্ভব নহে; কারণ] প্রাণিগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলে ঈশ্বরের সাপেক্ষতা সম্ভব, আর জীবের কর্ত্তৃত্ব থাকিলে সেই দুইটীর (— ধর্ম্মাধর্ম্মের) সদ্ভাব সম্ভব ।১১ আবার সেই কর্ত্তৃত্বই যদি ঈশ্বরসাপেক্ষ হয় (২), তাহা হইলে কোন্ বিষয়ে ঈশ্বরের সাপেক্ষতা কথিত হইবে ?১২ [আচ্ছা, তাহা হইলে প্রাণিকর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই প্রবর্ত্তক হউন্। তদুত্তরে একদেশী বলিতেছেন—] এইপ্রকারে জীবের অকৃতাভ্যাগম (— অকৃত কর্ম্মের ফলভোক্তৃত্ব) হইয়া পড়িবে (৩) ।১৩ সেইহেতু (—উক্ত দোষ-সকলবশতঃ জীবকর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরসাপেক্ষ না হওয়ায়) ইহার (— জীবের) কর্ত্তৃত্ব অবশ্যই

ভাবদীপিকা

(২) এই স্থলে 'চক্রকদোষ' প্রদর্শিত হইল। এখানে ইহার পরিষ্কৃত অবয়ব এই— (ক) জীবের ঈশ্বরাধীন কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইলে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম সিদ্ধ হয়. (খ) জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম সিদ্ধ হইলে ঈশ্বরের তৎসাপেক্ষ প্রবর্ত্তকতা সিদ্ধ হয়। আবার (গ) ঈশ্বরের প্রবর্ত্তকতা সিদ্ধ হইলে জীবের ঈশ্বরাধীন কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। এইপ্রকারে পরম্পরাভাবে স্বসাপেক্ষ হইয়া পড়ায় 'জীবের ঈশ্বরাধীন কর্তৃত্ব' সিদ্ধ হইতে পারিল না। ফলে ২।১।১২ অধিকরণে প্রতিপাদিত ঈশ্বরের প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষতাও সিদ্ধ হইল না। [ন্যায়নির্ণয়কার বলেন—জগৎকারণ হইলে যে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ ঈশ্বরে প্রসক্ত হয়, তাহা ২।১।১২ অধিকরণে নিরাকৃত হইয়াছে। এই স্থলে জীবের কর্ত্তৃত্বে ঈশ্বর প্রযোজক কর্ত্তা হইলে যে দোষ হয়, তাহা নিরাকৃত হইতেছে]।

(৩) তাহা এইপ্রকার—প্রাণিকর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর প্রবর্ত্তক হইলে ধার্ম্মিক মনুষ্যকে দুঃখের

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাপ্তিং তুশব্দেন ব্যাবর্ত্ত্য প্রতিজানীতে—'পরাৎ' ইতি।১৫ অবিদ্যাবস্থায়াং কার্য্যকরণসংঘাতাবিবেকদর্শিনঃ জীবস্য অবিদ্যাতিমিরান্ধস্য সতঃ পরস্মাৎ আত্মনঃ কর্ম্মাধ্যক্ষাৎ সর্ব্বভূতাধিবাসাৎ সাক্ষিণঃ চেতয়িতুঃ ঈশ্বরাৎ তদনুজ্ঞয়া কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণস্য সংসারস্য সিদ্ধিঃ।১৬ তদনুগ্রহহেতুকেন এব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধিঃ ভবিতুম্ অর্হতি।১৭ কুতঃ?১৮ তচ্ছ্রুতেঃ।১৯ যদ্যপি দোষপ্রযুক্তঃ সামগ্রীসম্পন্নশ্চ জীবঃ, যদ্যপি চ লোকে কৃষ্যাদিষু কর্ম্মসু ন ঈশ্বরকারণত্বং প্রসিদ্ধং, তথাপি সর্ব্বাসু এব প্রবৃত্তিষু ঈশ্বরঃ হেতুকর্ত্তা ইতি শ্রুতেঃ অবসীয়তে।২০ তথাহি শ্রুতিঃ ভবতি—"এষঃ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃলোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে। এষঃ হি এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ অধঃ নিনী-

ভাষ্যানুবাদ

স্বাভাবিক (—স্বীয় রাগদ্বেষের অধীন।১৪ ঈশ্বরাধীনতা প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকল স্তুতিমাত্র, ইহাই ভাব]।

[সিঃ—শ্রুতির প্রামাণ্যবলে ঈশ্বর প্রযোজক কর্ত্তা। ঈশ্বরানুগ্রহে জীবের ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা মোক্ষ।]

সিদ্ধান্ত—এই প্রাপ্তিকে (—শাস্ত্রার্থকে) তুশব্দের দ্বারা নিরাকরণ করিয়া [ভগবান্ সূত্রকার] প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—'পরমেশ্বর হইতে', ইত্যাদি।১৫ অবিদ্যাবস্থাতে দেহেন্দ্রিয়সংঘাতে অভিন্নতাদর্শী (—তাহাতে আত্মাভিমানী) এবং অবিদ্যারূপ অন্ধকারের দ্বারা অন্ধ জীবের কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপ যে সংসার,তাহা সৎস্বরূপ যে পরমাত্মা, যিনি কর্ম্মসকলের অধ্যক্ষ (—প্রেরয়িতা), সকল ভূতের অধিষ্ঠান, সাক্ষিস্বরূপ, চৈতন্যস্বভাব ও ঈশ্বর (—সকলের শাসক), তাঁহা হইতে তাঁহার অনুজ্ঞাবলে সিদ্ধ হয়।১৬ আবার তাঁহার অনুগ্রহই যাহার হেতু, সেই [ব্রহ্মাত্ম-] বিজ্ঞানদ্বারা [জীবের] মোক্ষ সিদ্ধ হয়, ইহা সঙ্গত।১৭ তাহাতে হেতু কি?১৮ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু সেইপ্রকার শ্রুতি আছে।১৯ যদিও জীব [রাগদ্বেষাদি] দোষকর্ত্তৃক [কর্ম্মে] প্রেরিত হয় এবং [ইন্দ্রিয়াদি] সাধনসম্পন্ন, আর যদিও লোকমধ্যে কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মে ঈশ্বরের কারণতা প্রসিদ্ধ নাই; তথাপি সকলপ্রকার প্রবৃত্তিতেই ঈশ্বর প্রযোজক কর্ত্তা, ইহা শ্রুতি হইতে নিশ্চিত হয়।২০ যেমন দেখ, "ইনিই তাহাকে সাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে এই লোকসকল হইতে ঊর্দ্ধলোকে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন। ইনিই তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান,

ভাবদীপিকা

সহিত এবং অধার্ম্মিককে সুখের সহিত যোজনা করিতে পারেন। অথবা তিনি পরম করুণাময় হওয়ায় অবিশেষভাবে ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক সকলকেই সুখপ্রদান করিতে পারেন। ফলতঃ জীব যে কর্ম্ম করে নাই, তাহার ফলভোক্তা হইয়া পড়িবে। আর ঈশ্বরেচ্ছায় সকল জীবই সর্ব্বদা সুখভাগী হইলে জগদ্বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে এবং বিধিশাস্ত্রও ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, ইহাই [illegible]

শাঙ্করভাষ্যম্

ষতে" (কৌঃ ৩।৮) ইতি। "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানম্ অন্তরঃ যময়তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।১০) ইতি চ এবংজাতীয়কা ।২১॥২।৩।৪১॥

ভাষ্যানুবাদ

যাহাকে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন", ইত্যাদি এবং "যিনি আত্মাতে (—বুদ্ধিতে) অবস্থানকরতঃ অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া আত্মাকে নিয়মন করেন", ইত্যাদি এইজাতীয় শ্রুতি আছে।২১ [অতীন্দ্রিয় বিষয়ে শ্রুতিই আমাদের একমাত্র প্রমাণ, স্তুতিরূপে তাহার অন্যথাসিদ্ধি সঙ্গত নহে, ইহাই ভাব] ॥২।৩।৪১॥

শাঙ্করভাষ্যম্—ননু এবম্ ঈশ্বরস্য কারয়িতৃত্বে সতি বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে স্যাতাম্ অকৃতাভ্যাগমশ্চ জীবস্য ইতি।১ ন, ইতি উচ্যতে-

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা—] কিন্তু এইপ্রকারে ঈশ্বর কারয়িতা (—প্রযোজক কর্ত্তা) হইলে বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতাদোষ হইয়া পড়িবে, [আর প্রাণিকর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর কারয়িতা হইলে] জীবের অকৃতকর্ম্মের ফলভোক্তৃত্ব হইয়া পড়িবে।১ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে] না, ইহা কথিত হইতেছে—

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ॥২।৩।৪২॥

পদচ্ছেদ—কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ, তু, বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ।

সূত্রার্থ—তুশব্দঃ—উক্তশঙ্কানিরাসার্থঃ। **কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ**—জীবেন কৃতঃ যঃ প্রযত্নঃ ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণঃ, তদপেক্ষঃ এব [ঈশ্বরঃ অন্যস্মিন্ অপি জন্মনি ধর্ম্মাদিকং কারয়তি, তদপেক্ষশ্চ সুখাদিফলং প্রযচ্ছতি, ইতি ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে প্রসজ্যেতে। অনাদিত্বাৎ সংসারস্য পূর্ব্বজন্মকৃতধর্ম্মাদ্যপেক্ষা যুক্তা এব। ননু ঈশ্বরস্য কৃতপ্রযত্নাপেক্ষত্বং কুতঃ? অতঃ আহ—] **বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ**—যতঃ ঈশ্বরস্য কর্ম্মাপেক্ষত্বে "জ্যোতিষ্টোমেন যজেত", "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ", ইতি বিহিতপ্রতিষিদ্ধয়োঃ কর্ম্মণোঃ অবৈয়র্থ্যং ভবতি, [অন্যথা বিধিনিষেধশাস্ত্রম্ অনর্থকম্ এব স্যাৎ, জড়স্য কর্ম্মণঃ ফলদানাসামর্থ্যাৎ]। 'ধর্ম্মকৃতঃ দুঃখম্ অধর্ম্মকৃতশ্চ সুখং স্যাৎ', ইত্যাদিদোষাঃ আদিশব্দার্থঃ।

অনুবাদ—তুশব্দটী—উক্ত শঙ্কা নিরাকরণের জন্য। **কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ**—জীবকর্ত্তৃক কৃত যে ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ প্রযত্ন, তাহাকে অপেক্ষা করিয়াই [ঈশ্বর অন্য জন্মেও ধর্ম্মাধর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করান এবং তাহাকে অপেক্ষা করিয়াই সুখাদি ফল প্রদান করেন, এইহেতু তাঁহার বিষমতা ও নিষ্ঠুরতাদোষ হয় না। সংসার অনাদি হওয়ায় পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্মাদির অপেক্ষা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। আচ্ছা, ঈশ্বর জীবকৃত [ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ] প্রযত্নকে অপেক্ষা করেন, ইহা কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায়? উত্তর—] **বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ**—যেহেতু ঈশ্বর জীবকৃত কর্ম্মসাপেক্ষ হইলে "জ্যোতিষ্টোমযজ্ঞ করিবে", "ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবে না", এইপ্রকার বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের ব্যর্থতা হয় না, [অন্যথা (-ঈশ্বর জীবকৃতকর্ম্মসাপেক্ষ না হইলে) বিধিনিষেধশাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, কারণ জড় কর্ম্ম ফলদানে অসমর্থ]। ধর্ম্মানুষ্ঠান-কারীর দুঃখ এবং অধর্ম্মানুষ্ঠানকারীর সুখ হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি দোষসকল আদিশব্দের অর্থ।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ চোদিতদোষব্যাবর্ত্তনার্থঃ।১ কৃতঃ যঃ প্রযত্নঃ জীবস্য ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণঃ তদপেক্ষঃ এব এনম্ ঈশ্বরঃ কারয়তি।২ ততশ্চ এতে চোদিতাঃ দোষাঃ ন প্রসজ্যন্তে।৩ জীবকৃতধর্ম্মাধর্ম্মবৈষম্যাপেক্ষঃ এব তত্তৎ ফলানি বিষমং বিভজেৎ পর্জ্জন্যবৎ ঈশ্বরঃ নিমিত্তত্বমাত্রেণ।৪ যথা লোকে নানাবিধানাং গুচ্ছগুল্মাদীনাং ব্রীহিযবাদীনাং চ অসাধারণেভ্যঃ স্বস্ববীজেভ্যঃ জায়মানানাং সাধারণং নিমিত্তং ভবতি পর্জ্জন্যঃ।৫ নহি অসতি পর্জ্জন্যে রসপুষ্পফলপলাশাদিবৈষম্যং তেষাং জায়তে।৬ নাপি অসৎসু স্বস্ববীজেষু।৭ এবং জীবকৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ ঈশ্বরঃ তেষাং শুভাশুভং বিদধ্যাৎ ইতি শ্লিষ্যতে।৮ ননু কৃতপ্রযত্নাপেক্ষত্বম্* এব জীবস্য

* 'কৃতপ্রযত্নত্বম্' ইতি পাঠঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর পর্জ্জন্যের ন্যায় সাধারণ কারণ।]

তুশব্দটী আশঙ্কিত দোষ নিরাকরণের জন্য।১ জীবের যে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রযত্ন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বর ইহাকে (—জীবকে, শুভাশুভ কর্ম্ম] করান।২ আর সেইহেতু এই আশঙ্কিত দোষসকল হইয়া পড়ে না।৩ [অাচ্ছা ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারাই ফলের বিষমতা সিদ্ধ হইলে ছাগগলস্তনের ন্যায় ঈশ্বরের আবশ্যকতা কি ? উত্তর—] জীবানুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বৈষম্যকে অপেক্ষা করিয়াই পর্জ্জন্যের (—বর্ষণকারী মেঘের) ন্যায় নিমিত্ততামাত্রের দ্বারাই ঈশ্বর সেই সেই [ধর্ম্মাধর্ম্মের] ফলসকলকে বিষমভাবে বিভাগ করিবেন (—কাহাকেও সুখী, কাহাকেও বা দুঃখী করিবেন)।৪ যেমন লোকমধ্যে স্ব স্ব অসাধারণ বীজসকল হইতে যাহারা উৎপন্ন হয়, সেই নানাবিধ গুচ্ছ (—পুষ্পতবক, অতি দীর্ঘ লতা) ও গুল্ম (—হ্রস্ব লতা) প্রভৃতির এবং ধান্য ও যব প্রভৃতির সাধারণকারণ হয় পর্জ্জন্য।৫ দেখ, পর্জ্জন্য না থাকিলে তাহাদের (—গুল্মাদির) রস পুষ্প ফল ও পত্র ইত্যাদিরূপ বৈষম্য উৎপন্ন হয় না।৬ আর [তাহাদের] স্বস্ব বীজসকল না থাকিলেও 'বিষমতা উৎপন্ন হয় না'।৭ এইপ্রকারে জীবকৃত [ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ] প্রযত্নকে অপেক্ষা করিয়া ঈশ্বর তাহাদের শুভাশুভ বিধান করিবেন, ইহা সঙ্গত হইতেছে (৪)।৮

ভাবদীপিকা

(৪) ভাব এই—বীজরূপ অসাধারণ কারণও যেমন পর্জ্জন্যরূপ সাধারণ কারণকে অপেক্ষা করে, তদ্রূপ স্বস্ব ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অসাধারণ কারণসকলও ঈশ্বররূপ সাধারণ কারণকে অপেক্ষা করে। ইহা অঙ্গীকার না করিলে বীজ হইতেই অঙ্কুরের বৈষম্য সিদ্ধ হওয়ায় পর্জ্জন্য ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। ইহা দৃষ্টবিরুদ্ধ। পর্জ্জন্যরূপ সাধারণকারণসাপেক্ষ হওয়ায় বীজাদি অসাধারণ কারণসকল ব্যর্থ না হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অসাধারণকারণসাপেক্ষ হওয়ায় সাধারণ কারণ ঈশ্বরই বা ছাগগলস্তনের ন্যায় ব্যর্থ হইবেন কেন ? পর্জ্জন্যসহায়বিহীন বীজ যেমন অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ, তদ্রূপ চৈতন্যের সহায়তাব্যতিরেকে জড় কর্ম্ম স্বয়ং ফলদানে অসমর্থ, ইহাই বক্তব্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

পরায়ত্তে কর্তৃত্বে ন উপপদ্যতে।৯ নৈষঃ দোষঃ, পরায়ত্তেঽপি হি কর্তৃত্বে করোতি এব জীবঃ।১০ কুর্বন্তং হি তম্ ঈশ্বরঃ কারয়তি।১১ অপিচ পূর্বপ্রযত্নম্ অপেক্ষ্য ইদানীং কারয়তি,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ঈশ্বরাধীন জীবের স্বাধীন কর্তৃত্ব। চক্রকদোষ নিরাকরণ।]

[শঙ্কা—] কিন্তু জীবের কর্তৃত্ব যদি পরায়ত্ত (—ঈশ্বরাধীন) হয়, তাহা হইলে [ঈশ্বরের] কৃতপ্রযত্নাপেক্ষতা (—জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ ফলদাতৃত্ব) সঙ্গত হয় না (৫)।৯ [সিদ্ধান্ত—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু [ত্বদুক্ত আশঙ্কার যদি ইহাই অভিপ্রায় হয় যে, ঈশ্বর প্রযোজক কর্ত্তা হইলে জীবের কর্তৃত্বই থাকিবে না, সুতরাং তাহাকে শুভাশুভ ফলদান ঈশ্বরের পক্ষে সঙ্গত নহে। তদুত্তরে বলিব—জীবের] কর্তৃত্ব পরায়ত্ত (—ঈশ্বরাধীন) হইলেও জীব অবশ্যই [ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠান] করিয়া থাকে।১০ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তাহাকেই ঈশ্বর করান (৬)।১১ [আর ত্বদুক্ত আশঙ্কার যদি অভিপ্রায় এই হয় যে,'জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন হইলে চক্রকদোষ হওয়ায় ঈশ্বরের প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষতা সিদ্ধ হয় না'। তদুত্তরে বলিব—] আর দেখ, [জীবের] পূর্ব্ব প্রযত্নকে (—ধর্ম্মাধর্ম্মকে) অপেক্ষা করিয়া [পরমেশ্বর] এক্ষণে

ভাবদীপিকা

(৫) এই স্থলে পূর্ব্বে প্রদর্শিত (২ ভাবদীঃ) চক্রকদোষের কথা বলা হইল। পূর্ব্ববাদীর ভাব এই—জীব যদি স্বাধীনভাবে কিছু করিতে পারিত, তাহা হইলে সেই কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া ফলদাতা ঈশ্বর বিষম ফলদান করিলে তাঁহার বৈষম্যদোষ হইত না। কিন্তু ঈশ্বরাধীন জীবকর্তৃক অবশভাবে অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কার্য্যের ফলদানকারী ঈশ্বর নিষ্ঠুর হইবেন না কেন ?

[ঈশ্বরাধীন জীবের স্বাধীন কর্তৃত্ব।]

(৬) **সিদ্ধান্তী**র অভিপ্রায় এই—প্রবল পবন যেমন তৃণরাশিকে অবশভাবে চালনা করে, ঈশ্বর সেইপ্রকারে জীবকে অবশভাবে কর্ম্ম করান না। ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠানে জীবের স্বাধীন কর্তৃত্বও আছে, যেমন অধ্যাপক অধ্যয়ন করাইলেও অধ্যয়ন করা,বা না করা অধ্যয়নসমর্থ ও অধ্যাপকের অধীন ছাত্রের স্বেচ্ছাধীন। মুখ্য অধ্যয়নকর্তৃত্ব যেমন ছাত্রের, ক্রিয়াশক্তিমান্ জীবই তদ্রূপ মুখ্য কর্ত্তা। ঈশ্বর অধ্যাপয়িতার ন্যায় সাধারণ কারণ মাত্র। **বিষয়টী**কে এইভাবেও বুঝা যায়—যেমন অগ্নিসংযোগে বিভিন্ন দিকে ধাবমান স্থালীমধ্যস্থ শস্যবীজ। এই স্থলে সাধারণ-কারণরূপে বহ্নি বর্ত্তমান না থাকিলে জড় শস্যবীজের পক্ষে ধাবিত হওয়া সম্ভব হইত না। কিন্তু তাহাদের ঐ যে বিভিন্নদিগ্‌গামিতা, তাহা তাহাদের শরীরের লঘুতা গুরুতা হ্রস্বতা বক্রতা ইত্যাদি স্বস্বনিষ্ঠ ধর্ম্মসকলবশতঃ হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ স্বীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মজন্য সংস্কারবশে জীব তত্তৎ কর্ম্মে স্বাধীনভাবে প্রবৃত্ত হয়, ঈশ্বর সেই জড় সংস্কারসকলের সংযোজনকর্ত্তা বহ্নিবৎ সাধারণ কারণ মাত্র (১৯৭ পৃঃ ৫ ভাবদীঃ)। অতএব সাধারণ কারণ মাত্র হওয়ায় ঈশ্বরের বিষমতা বা নিষ্ঠুরতা, কিছুই হয় না।

[প্রারব্ধকর্ম্ম স্বাধীন কর্ত্তা জীবের নিরঙ্কুশ নিয়ন্তা নহে।]

আশঙ্কা হয়—প্রারব্ধকর্ম্মের বলে অবশভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানকারী জীব স্বাধীন কর্ত্তা

শাঙ্করভাষ্যম্

পূর্ব্বতরং চ প্রযত্নম্ অপেক্ষ্য পূর্ব্বম্ অকারয়ৎ ইতি অনাদিত্বাৎ সংসারস্য ইতি অনবদ্যম্। ১২ কথং পুনঃ অবগম্যতে কৃতপ্রযত্না-

ভাষ্যানুবাদ

করাইতেছেন, আবার পূর্ব্বতর (—তদপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী) প্রযত্নকে অপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বে করাইয়াছিলেন, এইপ্রকারে সংসার অনাদি হওয়ায় [জীবের কর্তৃত্ব এবং

ভাবদীপিকা [প্রারব্ধ স্বাধীন কর্ত্তা জীবের নিরঙ্কুশ নিয়ন্তা নহে।]

কিপ্রকারে? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—কর্ম্ম অদৃষ্টদ্বারে ফলমাত্রপ্রদ হওয়ায় প্রারব্ধ কর্ম্মও সুখ ও দুঃখভোগরূপ ফলমাত্র প্রদান করিতে সমর্থ. সর্ব্বকালে জীবকে নিয়মন করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। 'সর্ব্বকালে' বলিবার তাৎপর্য্য এই—ইহা পরিদৃষ্ট হয়, ফলপ্রদানকালে প্রারব্ধ কর্ম্ম কর্ম্মান্তরের প্রতি হেতু হইয়া থাকে, যথা—কারাবাসরূপ দুঃখপ্রদানোন্মুখ প্রারব্ধ জীবকে যেন বলপূর্ব্বক অকস্মাৎ * চৌর্য্যাদি ভাবিফলপ্রদ অসৎকর্ম্ম করায়। আবার তদনুষ্ঠানকালে অপরকে আঘাত করারূপ অন্য অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানও সে করিয়া বসে। উদরাময়রূপ দুঃখ-প্রদানোন্মুখ প্রারব্ধ পরিমিতভোজীকেও অকস্মাৎ অপরিমিত নিষিদ্ধ খাদ্যভোজনে প্রবৃত্ত করে, সুখপ্রদানোন্মুখ প্রারব্ধ মৃৎখননাদি সাধারণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া অকস্মাৎ গুপ্তধনাদিলাভরূপ অসাধারণ ফল প্রদান করে, ইত্যাদি। কিন্তু উক্ত ফলপ্রদান সমাপ্ত হইলেই সেই প্রারব্ধ নিবৃত্ত হইয়া যায়। মনুষ্য তখন স্বাভিপ্রেত অনুষ্ঠানে স্বাধীন। সর্ব্বকালের জন্য সর্ব্ব কর্ম্মে প্রারব্ধ তাহাকে নিয়মন করিতে পারে না। জীবের যদি এইপ্রকার স্বাভিপ্রেতানুষ্ঠানে স্বাধীন কর্তৃত্ব না থাকিত, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মোক্ষলাভ তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত হইয়া পড়িত। ফলে শ্রুতির প্রবৃত্তিও ব্যর্থ হইয়া পড়িত। কারণ যে স্বাধীনভাবে কিছু করিতেই পারে না, তাহার জন্য কর্ম্ম ও উপাসনাদির বিধান ব্যর্থ। প্রারব্ধকর্ম্ম জীবকে অবশভাবে প্রবৃত্ত করে না, সেই বিষয়ে **অন্য যুক্তি** এই—মনুষ্যের কর্ম্মপ্রবৃত্তি পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানজনিত সংস্কার (—বাসনা) হইতে হইয়া থাকে। প্রত্যেক মনুষ্যের মনে বিবিধপ্রকার বাসনা সদাই উদিত হয়, কিন্তু সে সদাই তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। স্বেচ্ছামত বিচার বিবেচনা করিয়া কোন কোন বাসনানুযায়ী সে প্রবৃত্ত হয়, অপরগুলিকে দমিত করিয়া ফেলে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। স্বাধীনকর্তৃত্ব না থাকিলে মনুষ্যের পক্ষে ইহা সম্ভব হইত না। অতএব প্রারব্ধ-কর্ম্মও জীবের নিরঙ্কুশ নিয়ন্তা নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়। এইরূপে বস্তুস্থিতি হইতেছে এইপ্রকার —প্রারব্ধ স্বফলদানের জন্য যেপ্রকার কর্ম্মকে অপেক্ষা করে, তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অকস্মাৎ জীবকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াই থাকে; আবার তদনুষ্ঠানকালে অন্য কর্ম্মও অনুষ্ঠিত হইয়া পড়ে। তদ্ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু জীবকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, সেই বিষয়ে সে স্বাধীন, তাহাকে স্বেচ্ছানুসারে "কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথা বা কর্ত্তুম্" সামর্থ্য তাহার আছে। রজ্জুবদ্ধ গো যেমন রজ্জুসীমামধ্যে যথেচ্ছ বিচরণে সমর্থ, সর্ব্বাবস্থাতে সম্পূর্ণরূপে সাধারণকারণভূত ঈশ্বরাধীন ও স্থলবিশেষে প্রারব্ধেরও অধীন জীব তদ্রূপ প্রারব্ধাকাঙ্ক্ষিত কর্ম্মব্যতিরিক্তস্থলে স্বাধীনভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মাভিন্ন জীব অকর্ত্তা হইলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে লোকসিদ্ধ জীবের যথাযথ কর্তৃত্বাবলম্বনে এই বিচার, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। (বিবিধ আকরাবলম্বনে)।

* অনবকাঙ্ক্ষিতমেবেহ বদকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে···নমু দৈবস্য তৎ কর্ম্ম (বাল্মীঃ রাঃ ২।২২।২৪)।

শাঙ্করভাষ্যম্

পেক্ষঃ ঈশ্বরঃ ইতি।১৩ "বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ" ইতি আহ।১৪ এবং হি "স্বর্গকামঃ যজেত", "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ", ইতি এবংজাতীয়কস্য বিহিতস্য প্রতিষিদ্ধস্য চ অবৈয়র্থ্যং ভবতি।১৫ অন্যথা তদনর্থকং স্যাৎ।১৬ ঈশ্বরঃ এব বিধিপ্রতিষেধয়োঃ নিযুজ্যেত, অত্যন্তপরতন্ত্রত্বাৎ জীবস্য।১৭ তথা বিহিতকারিণম্ অপি অনর্থেন সংসৃজেৎ প্রতিষিদ্ধকারিণম্ অপি অর্থেন।১৮ ততশ্চ প্রামাণ্যং বেদস্য অস্তমিয়াৎ।১৯ ঈশ্বরস্য চ অত্যন্তানপেক্ষত্বে লৌকিকস্যাপি পুরুষকারস্য বৈয়র্থ্যং, তথা দেশকাল-

ভাষ্যানুবাদ

তৎকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের কারয়িতৃত্ব] হইল অনবদ্য (—দোষরহিত, (৭)।১২

[সিঃ—ঈশ্বর প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ, এই বিষয়ের সমর্থনে যুক্তি এবং প্রাণিকর্ম্মনিরপেক্ষতাতে দোষ প্রদর্শন।]

[শঙ্কা—] কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায় যে, ঈশ্বর [জীব-] কৃত প্রযত্নকে অপেক্ষা করেন ? ১৩ [সমাধান – তদুত্তরে ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন—"বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম ব্যর্থ না হওয়া প্রভৃতি হইতে" (৪২ সূঃ) 'ইহা অবগত হওয়া যায়'।১৪ এইপ্রকার হইলেই (—ঈশ্বর প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ হইলেই) "স্বর্গকামী যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন", "ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবে না", ইত্যাদি এই জাতীয় বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের ব্যর্থতা হয় না।১৫ অন্যথা (—ঈশ্বর প্রাণিকর্ম্মনিরপেক্ষ হইলে) তাহারা অনর্থক হইয়া পড়িবে; [কারণ জড় কর্ম্ম স্বয়ং ফলদানে অসমর্থ। অতএব বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া অর্থাপত্তিবলে ঈশ্বরের প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষতা সিদ্ধ হয়।১৬ আরও কি দোষ হইবে, তাহা বলিতেছেন—] ঈশ্বরই বিধিনিষেধের স্থানে নিযুক্ত হইয়া পড়িবেন (—বিধিনিষেধের, অর্থাৎ তৎপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের স্থানাপন্ন হইয়া তাহাদের কার্য্য তিনিই করিবেন। করুন্, ক্ষতি কি ? ইহাই ক্ষতি যে,] জীবের অত্যন্ত পরাধীনতা (—নিরপেক্ষ ঈশ্বরের অধীনতা) হওয়ায় 'বিধিনিষেধশাস্ত্র অনর্থক ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িবে'।১৭ [সূত্রস্থ 'আদি'শব্দের অর্থ বর্ণনা করিতেছেন—].তাহাতে (—ঈশ্বর জীবকৃতধর্ম্মাধর্ম্মনিরপেক্ষ অত্যন্ত স্বাধীন হইলে) বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারীকে অনর্থের সহিত এবং নিষিদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠানকারীকে অর্থের (—সুখাদি কাম্যবস্তুর) সহিত সম্বদ্ধ করিবেন।১৮ আর তাহা হইলে বেদের প্রামাণ্য অস্তমিত হইয়া পড়িবে।১৯ আর ঈশ্বর অত্যন্ত নিরপেক্ষ হইলে লৌকিক (—লোকসিদ্ধ) পুরুষকারের ব্যর্থতা, এইপ্রকারে দেশ

ভাবদীপিকা

(৭) এই স্থলে বীজাঙ্কুরের ন্যায় প্রামাণিকী অনবস্থা অঙ্গীকার করিয়া চক্রকদোষ (২ ভাবদীঃ) নিরাকৃত হইল। চক্রক ও অন্যোন্যাশ্রয়দোষ সেই স্থলেই হয়, যে স্থলে ব্যক্তি অভিন্ন থাকে। প্রস্তাবিতস্থলে জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রত্যেক জন্মেই বিভিন্ন হওয়ায় উক্ত দোষের প্রসক্তিই হয় না, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

নিমিত্তানাং পূর্ব্বোক্তদোষপ্রসঙ্গশ্চ ইতি এবংজাতীয়কং দোষজাতম্ আদিগ্রহণেন দর্শয়তি ।২০।।২।৩।৪২।। ইতি ষোড়শং পরায়ত্তাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

কাল ও নিমিত্তের ব্যর্থতা এবং পূর্ব্বোক্ত [অকৃতাভ্যাগম (৪১ সূঃ ১৩বাক্য) প্রভৃতি] দোষসকলও হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি এই জাতীয় দোষসকল 'আদি' শব্দগ্রহণের দ্বারা [ভগবান্ সূত্রকার] প্রদর্শন করিতেছেন ।২০ [অতএব প্রাণিকর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর কারয়িতা হইলে উক্ত দোষসকল এবং শ্রুতির ব্যর্থতা হইয়া পড়ে বলিয়া অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই কারয়িতা ইহা সিদ্ধ হইল ; ফলে বিধিনিষেধশ্রুতির এবং "সাধুকর্ম্ম কারয়তি", ইত্যাদি কারয়িতৃত্ব শ্রুতির বিরোধ হয় না, ইহাও সিদ্ধ হইল ।] ।।২ ৩।৪২।। পরায়ত্তাধিকরণ সমাপ্ত ।

১৭। অংশাধিকরণম্ । [৪৩-৫৩ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে এবং জীবসকলের পরস্পরের মধ্যে ব্যবহারসাঙ্কর্য্য নিরাকরণ ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণসকলে জীবের নিত্যতা স্বয়ংপ্রকাশতা বিভুত্ব ও পরমার্থতঃ অকর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে বিবিক্তস্বরূপ, সুতরাং শোধিত সেই জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐক্য সাধিত হইতেছে বলিয়া সেই অধিকরণসকলের সহিত এই অধিকরণের **হেতুহেতুমদ্ভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয় । **অথবা** পূর্ব্বাধিকরণে প্রতিপাদিত উপকার্য্য-উপকারকভাব জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধসাপেক্ষ, কিন্তু অভিন্নতাজ্ঞাপক "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), ও ভিন্নতাজ্ঞাপক "আত্মনি তিষ্ঠন্" (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।১০) ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধবশতঃ জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সেই সম্বন্ধ নিরূপিত না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত উপকার্য্য-উপকারকভাব সিদ্ধ হয় না, এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ রচিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয় ।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—"তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), ইত্যাদি জীব ও ব্রহ্মের অভেদপ্রতিপাদক এবং "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), ইত্যাদি তাঁহাদের ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ পরিহারকরতঃ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সাধিত হওয়ায় এই অধিকরণের এই সঙ্গতি সিদ্ধ হয় ।

ন্যায়মালা

কিং জীবেশ্বরসাঙ্কর্য্যং ব্যবস্থা বা শ্রুতিদ্বয়াৎ ।
অভেদভেদবিষয়াৎ সাঙ্কর্য্যং ন নিবার্য্যতে ॥
অংশোঽবচ্ছিন্ন আভাস ইত্যৌপাধিককল্পনৈঃ ।
জীবেশয়োর্ব্যবস্থা স্যাজ্জীবানাং চ পরস্পরম্ ॥

অন্বয়—কিং জীবেশ্বরসাঙ্কর্য্যং ব্যবস্থা বা ? অভেদভেদবিষয়াৎ শ্রুতিদ্বয়াৎ সাঙ্কর্য্যং ন নিবার্য্যতে। অংশঃ অবচ্ছিন্নঃ আভাসঃ ইতি ঔপাধিককল্পনৈঃ জীবেশয়োঃ ব্যবস্থা স্যাৎ, জীবানাং পরস্পরং চ ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[জীবেশ্বরয়োঃ সম্বন্ধঃ অত্র বিষয়ঃ। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিঃ জীবেশয়োঃ অভেদং প্রতিপাদয়তি। "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ", ইত্যাদিনা দ্রষ্টৃ দ্রষ্টব্যরূপেণ ভেদঃ প্রতীয়তে। তথাচ ভেদশ্রুতিবলাৎ 'জীবঃ নাস্তি' ইতি অপলপিতুম্ অশক্যম্। অভেদশ্রুত্যা চ ঈশ্বরাৎ পৃথক্ত্বেন ব্যবস্থাপয়িতুং ন শক্যতে। অতঃ সংশয়ঃ ভবতি—] কিং জীবেশ্বরসাঙ্কর্য্যং ব্যবস্থা বা [স্যাৎ] ?

পূর্ব্বপক্ষ—অভেদভেদবিষয়াৎ শ্রুতিদ্বয়াৎ [ভিন্নতয়া বিদ্যমানস্য জীবস্য ঈশ্বরেণ, ঈশ্বরাভেদদ্বারা জীবানাং পরস্পরং চ] সাঙ্কর্য্যং ন নিবার্য্যতে। [তস্মাৎ ব্রহ্মবাদিনঃ ন জগদ্ব্যবস্থা সম্ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—[যদ্যপি গোমহিষবৎ জীবেশ্বরয়োঃ অত্যন্তভেদঃ বাস্তবঃ নাস্তি। তথাপি ব্যবহারদশায়াং উপাধিকল্পিতং ভেদম্ আশ্রিত্য শাস্ত্রাণি জীবং ত্রেধা নিরূপয়ন্তি। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীতা ১৫।৭), ইতি অংশত্বম্ অবগম্যতে। "সঃ সমানঃ সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি" (বৃঃ ৪।৩।৭), ইতি বিজ্ঞানময়স্য জীবস্য বিজ্ঞানশব্দবাচ্যয়া বুদ্ধ্যা সমানপরিমাণনির্দ্দেশাৎ ঘটাকাশবৎ অবচ্ছিন্নত্বং প্রতীয়তে। তথা "এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধাচৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ" (ব্রহ্মবিন্দু উঃ ১২), ইতি আভাসত্বং গম্যতে। তস্মাৎ] অংশঃ অবচ্ছিন্নঃ আভাসঃ ইতি ঔপাধিককল্পনৈঃ জীবেশয়োঃ ব্যবস্থা স্যাৎ। [অনেকজলপাত্রস্থবহুসূর্য্যপ্রতিবিম্ববৎ ব্যবহারাবস্থায়াং] জীবানাং পরস্পরং চ [ব্যবস্থা সুতরাম্ উপপদ্যতে। অতঃ সুলভা এব ব্রহ্মবাদিনঃ জগদ্ব্যবস্থা]।

অনুবাদ

সংশয়—[জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ এখানে বিষয়। "তুমি তৎস্বরূপ", ইত্যাদি শ্রুতি জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিতেছে। "অরে, আত্মাই দ্রষ্টব্য", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যরূপে [জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে] বিভিন্নতা প্রতীত হইতেছে। তাহার ফলে ভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের বলে (—তাদৃশ শ্রুতিবাক্য থাকায়) 'জীব বর্ত্তমান নাই', এইপ্রকারে [জীবের] অপলাপ করিতে পারা যায় না। আর অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য থাকায় ঈশ্বর হইতে পৃথগ্‌ভাবে [জীবের] ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না। সেইহেতু সংশয় (১) হয়—] জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে কি সাঙ্কর্য্য হইবে, অথবা ব্যবস্থা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[ব্রহ্মের সহিত জীবের] অভিন্নতা ও বিভিন্নতা প্রতিপাদক দুইপ্রকার শ্রুতিবাক্য থাকায় [ঈশ্বর হইতে ভিন্নরূপে বিদ্যমান জীবের ঈশ্বরের সহিত এবং ঈশ্বরের সহিত

ভাবদীপিকা

(১) অভিপ্রায় এই—জীবের সহিত ঈশ্বরের বিভিন্নতা ও অভিন্নতা প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল থাকায় জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, অথবা অভিন্ন, ইহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। ফলে জাগতিক ব্যবহারে কোনপ্রকার স্থির নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে না। যেমন জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন হইলে অসংখ্য জীবের অসংখ্যপ্রকার দুঃখের দ্বারা ঈশ্বর মহদ্দুঃখী হইয়া পড়িবেন। আবার ঈশ্বরাভিন্ন জীবসকলের মধ্যে একের ভোগদ্বারা অপরের ভোগ হইয়া পড়িবে, এইপ্রকার সাঙ্কর্য্য, অর্থাৎ অব্যবস্থা হইয়া পড়িবে। জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হইলে উক্ত দোষসকল হয় না বলিয়া ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতাবোধক শ্রুতিবাক্যসকল ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এইহেতু কোন পক্ষই নির্ণীত হইতেছে না বলিয়া সংশয় হইতেছে।

অভিন্নতাকে দ্বার করিয়া জীবসকলের পরস্পরের মধ্যে] সাঙ্কর্য্যকে নিবারণ করিতে পারা যায় না। [সেইহেতু ব্রহ্মবাদীর মতে জগতের ব্যবস্থা সম্ভব নহে]।

সিদ্ধান্ত—[যদিও গো ও মহিষের ন্যায় জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে অত্যন্ত বাস্তব ভেদ নাই। তাহা হইলেও ব্যবহারদশাতে উপাধিকল্পিত ভেদকে অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রসকল জীবকে তিনপ্রকারে নিরূপণ করেন। যথা—"জীবলোকে জীবভাবাপন্ন সনাতন আত্মা আমারই অংশ", এইপ্রকারে অংশতা অবগত হওয়া যাইতেছে। "তিনি সদৃশ (—বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্য-ভাবাপন্ন) হইয়া উভয় লোকে বিচরণ করেন", এইপ্রকারে বিজ্ঞানশব্দবাচ্য বুদ্ধির সহিত বিজ্ঞানময় জীবের সমান পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়ায় ঘটাকাশের ন্যায় অবচ্ছিন্নতা প্রতীত হইতেছে। আবার "ভূতসকলের আত্মা কিন্তু একই, প্রত্যেক ভূতে ব্যবস্থিত তিনি জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় একপ্রকারে ও বহুপ্রকারে পরিদৃষ্ট হইতেছেন", এইপ্রকারে আভাসতা অবগত হওয়া যাইতেছে। সেইহেতু] অংশ অবচ্ছিন্ন এবং আভাস, এইপ্রকার ঔপাধিক [ভেদ] কল্পনাসকলের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ব্যবস্থা হইবে। আর [ব্যবহার অবস্থাতে অনেক জলপাত্রস্থ বহু সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায়] জীবসকলের পরস্পরের মধ্যে ব্যবস্থা [অধিকতরভাবে উপপন্ন হইতেছে। অতএব ব্রহ্মবাদীর মতে জগদ্ব্যবস্থা অবশ্যই সুলভ]।

অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বম-ধীয়ত একে ॥২।৩।৪৩॥

পদচ্ছেদ—অংশঃ, নানাব্যপদেশাৎ, অন্যথা, চ, অপি, দাশকিতবাদিত্বম্ অধীয়তে, একে।

সূত্রার্থ—["তত্ত্বমসি" ইত্যাদি অভেদশ্রুতিজাতস্য "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।১০), ইত্যাদিভেদশ্রুতিজাতেন বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে জীবেশ্বরয়োঃ পূর্ব্বোক্তোপকার্য্যো-পকারকভাবস্য স্বামিভৃত্যবৎ ভেদাধীনসম্বন্ধসাপেক্ষত্বাৎ তদভেদশ্রুতিজাতেন বিরোধঃ অস্তি ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—জীবঃ ঈশ্বরস্য] **অংশঃ**—অংশঃ ইব। [নতু স্বাভাবিকঃ অংশঃ, "নিষ্কলম্" (শ্বেঃ ৬।১৯), ইত্যাদিনা তস্য নিরংশত্বশ্রবণাৎ। অতঃ ঈশ্বরস্য কল্পিতাংশঃ জীবঃ। কুতঃ পুনঃ জীবেশ্বরয়োঃ অংশাংশিভাবঃ? কথং সঃ এব ন ভবতি? উচ্যতে—] **নানা-ব্যপদেশাৎ**—"যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।১০), "যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ" (বৃঃ ২।১।২০), ইত্যাদিনা তয়োঃ নানাত্বস্য ব্যপদেশাৎ। [কথং পুনঃ অংশস্য কল্পিতত্বম্? উচ্যতে—] **অন্যথা চাপি**—অনানাত্বস্যাপি ব্যপদেশাৎ। [তথাহি] **একে**—একে শাখিনঃ আথর্বণিকাঃ, **দাশকিতবাদিত্বম্**—"ব্রহ্ম দাশাঃ ব্রহ্ম দাসাঃ ব্রহ্ম এব ইমে কিতবাঃ" (আথর্বণ ব্রহ্মসূক্ত), ইতি ব্রহ্মণঃ দাশকিতবাদিভাবম্ আমনন্তি। [তস্মাৎ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধভেদানুবাদেন ভেদবাদিশ্রুতিজাতস্য অভেদপরত্বাৎ কল্পিতভেদবান্ অংশঃ জীবঃ ইতি]।

অনুবাদ—["তুমি তৎস্বরূপ", ইত্যাদি অভিন্নতাজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যসকলের, "যিনি আত্মাতে অবস্থিত হইয়া", ইত্যাদি বিভিন্নতাজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যসকলের সহিত বিরোধ আছে অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'জীব ও ঈশ্বরের পূর্ব্বাধিকরণে বর্ণিত উপকার্য্য-উপকারকভাব প্রভু ও ভৃত্যের ন্যায় ভেদাধীন সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে বলিয়া সেই অভিন্নতা-জ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যসকলের সহিত বিরোধ আছে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—জীব

ঈশ্বরের] অংশঃ—অংশের ন্যায়। [কিন্তু স্বাভাবিক অংশ নহে, যেহেতু "কলা (—অংশ) বিহীন", ইত্যাদির দ্বারা তাঁহার অংশহীনতা শ্রুত হইতেছে। এইহেতু জীব ঈশ্বরের কল্পিত অংশ। আচ্ছা জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে অংশাংশিভাবের কথা কেন বলিতেছ? তিনিই (—ঈশ্বরই, জীব] নহেন কেন? তাহা বলা হইতেছে—] **নানাব্যপদেশাৎ**—যেহেতু "যিনি আত্মাতে (—বুদ্ধিতে) অবস্থানকরতঃ", "যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসকল", ইত্যাদির দ্বারা তাঁহাদের (—জীব ও ঈশ্বরের) নানাত্ব বর্ণিত হইতেছে। [আচ্ছা, অংশ কল্পিত কেন? তাহা বলা হইতেছে—] **অন্যথা চাপি**—যেহেতু অভিন্নতারও বর্ণনা আছে। [যেমন দেখ,] **একে**—অথর্ব্ববেদীয় কোন কোন শাখাধ্যায়িগণ, **দাশকিতবাদিত্বম্**—"ব্রহ্মই দাশ (—কৈবর্ত্ত, ধীবর), ব্রহ্মই দাস (—ভৃত্য), ব্রহ্মই এই সকল কিতব (—দ্যূতক্রীড়ক"), এইপ্রকারে ব্রহ্মের দাশকিতবাদিভাব পাঠ করিয়া থাকেন। [অতএব প্রত্যক্ষসিদ্ধ ভেদের অনুবাদদ্বারা বিভিন্নতাজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যসকল অভিন্নতা প্রতিপাদন করে বলিয়া জীব কল্পিত ভেদবিশিষ্ট অংশ, ইহাই সিদ্ধ হয়]

শাঙ্করভাষ্যম্

জীবেশ্বরয়োঃ উপকার্য্যোপকারকভাবঃ উক্তঃ।১ সঃ চ সম্বদ্ধয়োঃ এব লোকে দৃষ্টঃ, যথা স্বামিভৃত্যয়োঃ, যথা বা অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গয়োঃ।২ ততশ্চ জীবেশ্বরয়োঃ অপি উপকার্য্যোপ-কারকভাবাভ্যুপগমাৎ কিং স্বামিভৃত্যবৎ সম্বন্ধঃ, আহোস্বিৎ অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গবৎ ইতি অস্যাং বিচিকিৎসায়াম্ অনিয়মঃ বা প্রাপ্নোতি।৩ অথবা স্বামিভৃত্যপ্রকারেষু এব ঈশিত্রীশিতব্য-

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি। পূর্ব্বপক্ষে—জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে নিয়মিত সম্বন্ধের অভাব। একদেশিমতে—স্বামিভৃত্যবৎ ভেদসম্বন্ধ।]

জীব ও ঈশ্বরের উপকার্য্য-উপকারকভাব (—প্রযোজ্য-প্রযোজকভাব, পূর্ব্বাধি-করণে] বর্ণিত হইয়াছে।১ তাহা (—সেই উপকার্য্য-উপকারকভাব) দুইটী সম্বদ্ধ পদার্থের মধ্যেই লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়াছে, যেমন প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে, অথবা যেমন অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গের মধ্যে।২ আর সেইহেতু জীব ও ঈশ্বরের মধ্যেও উপকার্য্য-উপকারকভাব অঙ্গীকৃত হওয়ায় সম্বন্ধ কি প্রভু ও ভৃত্যের ন্যায় হইবে, অথবা অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় হইবে এইপ্রকার সংশয় হইলে; [পূর্ব্বপক্ষী বলেন —ভেদ ও অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধবশতঃ জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার] অনিয়ম প্রাপ্ত হইতেছে (২)।৩ [তাহাতে একদেশী বলেন—] অথবা প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে যেপ্রকার সম্বন্ধ, সেইপ্রকার সম্বন্ধসকলেই

ভাবদীপিকা

(২) পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায় এই—উভয়েই নিরবয়ব হওয়ায় জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সংযোগসম্বন্ধ সম্ভব নহে, যেহেতু সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় সাবয়ব পদার্থেই সম্ভব। সমবায় নিরাকৃত হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে তাহাও অঙ্গীকার করা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণভাব না থাকায় তাদাত্ম্যসম্বন্ধও নিরূপণ করা যায় না। অতএব জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাবস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ তদ্বিধঃ এব সম্বন্ধঃ ইতি প্রাপ্নোতি।৪ অতঃ ব্রবীতি—অংশঃ ইতি।৫ জীবঃ ঈশ্বরস্য অংশঃ ভবিতুম্ অর্হতি, যথা অগ্নেঃ বিস্ফুলিঙ্গঃ।৬ অংশঃ ইব অংশঃ, নহি নিরবয়বস্য মুখ্যঃ অংশঃ সম্ভবতি।৭ কস্মাৎ পুনঃ নিরবয়বত্বাৎ সঃ এব ন ভবতি?৮ "নানাব্যপদেশাৎ"।৯ "সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছাঃ ৮।৭।১), "এতম্ এব বিদিত্বা মুনির্ভবতি" (বৃঃ ৪।৪।২২), "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানম্ অন্তরো যময়তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।১০), ইতি চ এবং-জাতীয়কঃ ভেদনির্দ্দেশঃ ন অসতি ভেদে যুজ্যতে।১০ ননু চ অয়ং

ভাষ্যানুবাদ

ঈশিতৃ-ঈশিতব্যভাব (—শাসক-শাসিতভাব) প্রসিদ্ধ হওয়ায় সম্বন্ধ সেইপ্রকারই হইবে, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে (৩)।৪

[সিঃ—নিরবয়বের বাস্তব অংশ সম্ভব না হওয়ায় এবং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ প্রতিপাদিকা শ্রুতি থাকায় জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে কল্পিত অংশাংশিভাবসম্বন্ধ নিরূপণ।]

এইহেতু [—এইপ্রকার বিরুদ্ধ পক্ষসকল প্রাপ্ত হয় বলিয়া, সিদ্ধান্তী ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন—'অংশ' ইত্যাদি।৫ জীব ঈশ্বরের অংশ, ইহাই সঙ্গত; যেমন বিস্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ।৬ [কিন্তু সাবয়ব বহ্নির অংশ সম্ভব হইলেও নিরবয়ব ব্রহ্মের তাহা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'অংশ' বলিতে 'যেন অংশ' (— কল্পিত অংশ) বুঝিতে হইবে, [যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের অংশ], কারণ নিরবয়বের মুখ্য অংশ সম্ভব নহে।৭ আচ্ছা, নিরবয়ব হওয়ায় তিনিই (—ব্রহ্মই, জীব] হউন্ না কেন?৮ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] "যেহেতু নানাত্বের বর্ণনা আছে"।৯ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] "তাঁহাকে [শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশদ্বারা] অন্বেষণ করিতে হইবে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে", "ইঁহাকেই অবগত হইয়া মুনি হইয়া থাকে", "যিনি আত্মাতে (—বুদ্ধিতে) অবস্থানকরতঃ অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া আত্মাকে নিয়মন করেন", ইত্যাদি

ভাবদীপিকা

সম্বন্ধের কোন নিয়ম নাই। বিরুদ্ধকথনশীল বেদের কোন প্রামাণ্য না থাকায় জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রমাণসিদ্ধ কোনপ্রকার নিয়মিত সম্বন্ধের প্রাপ্তিই এই স্থলে হইতে পারে না।

(৩) একদেশীর অভিপ্রায় এই—নিয়ম না থাকা অত্যন্ত নিকৃষ্ট হওয়ায় কোনপ্রকার নিয়ম অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যপ্রতিপাদ্য জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা মুখ্য-ভাবে গৃহীত হইলে "আত্মনি তিষ্ঠন্" (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।১০), "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ কাণ্ব ২।৪।৫), ইত্যাদি জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নতাপ্রতিপাদক বাক্যসকল এবং 'আমি সর্ব্বজ্ঞ নহি', 'আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন', ইত্যাদি এই সর্ব্বলোকসিদ্ধ অনুভবসকল বাধিত হইয়া পড়িবে। তাহা সঙ্গত নহে। সেইহেতু জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাবোধক বাক্যসকলকে গৌণভাবে ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে স্বামিভৃত্যবৎ ভেদসম্বন্ধই মুখ্যভাবে গ্রহণীয়। ফলে শ্রুতিবাক্যসকলের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে এবং লোকসিদ্ধ ব্রহ্মভিন্নতারূপ অনুভবেরও অপলাপ হইবে না।

শাঙ্করভাষ্যম্

নানাব্যপদেশঃ সুতরাং স্বামিভৃত্যসারূপ্যে যুজ্যতে ইতি।১১ অতঃ আহ—'অন্যথা চাপি' ইতি।১২ ন চ নানাব্যপদেশাৎ এব কেবলাৎ অংশত্বপ্রতিপত্তিঃ।১৩ কিং তর্হি?১৪ অন্যথা চাপি ব্যপদেশঃ ভবতি অনানাত্বস্য প্রতিপাদকঃ।১৫ তথাহি একে শাখিনঃ দাশকিতবাদিভাবং ব্রহ্মণঃ আমনন্তি আথর্ব্বণিকাঃ ব্রহ্মসূক্তে—"ব্রহ্ম দাশাঃ ব্রহ্ম দাসাঃ ব্রহ্ম এব ইমে কিতবাঃ" ইত্যাদিনা।১৬ দাশাঃ যে এতে কৈবর্ত্তাঃ প্রসিদ্ধাঃ।১৭ যে চ অমী দাসাঃ স্বামিষু আত্মানম্ উপক্ষপয়ন্তি, যে চ অন্যে কিতবাঃ দ্যূতকৃতঃ, তে সর্ব্বে ব্রহ্ম এব ইতি হীনজন্তূদাহরণেন সর্ব্বেষাম্ এব নামরূপকৃতকার্য্যকরণসংঘাতপ্রবিষ্টানাং জীবানাম্ ব্রহ্মত্বম্ আহ।১৮ তথা অন্যত্রাপি ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াম্ এব অয়ম্ অর্থঃ প্রপঞ্চ্যতে—"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতবা কুমারী। ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো

ভাষ্যানুবাদ

এই জাতীয় ভেদনির্দ্দেশ [জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে] ভেদ না থাকিলে সঙ্গত হয় না।১০ [শঙ্কা—] কিন্তু এই ভেদনির্দ্দেশ স্বামিভৃত্যের সারূপ্যে (—সাদৃশ্যে, অর্থাৎ প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে যেপ্রকার আত্যন্তিক ভেদ, সেইপ্রকার ভেদে) অধিকতর সঙ্গত ; [কিন্তু অংশাংশিভাবমূলক ভেদে নহে]।১১ [সমাধান—] এইহেতু (—এইপ্রকার সংশয় হওয়ায়, আচার্য্য] বলিতেছেন—"অন্যপ্রকারও" (—জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাও) বর্ণিত হইয়াছে।১২ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] আর কেবলমাত্র নানাত্বের (—ঈশ্বর হইতে জীবের ভিন্নতার) কথন হইতেই অংশতার (—জীব ঈশ্বরের কল্পিতাংশ, ইহার) জ্ঞান হয় না।১৩ তবে কিপ্রকারে হয়?১৪ [উত্তর—] অনানাত্বের (—জীব ও ঈশ্বরের অভিন্নতার) প্রতিপাদক অন্যপ্রকার বর্ণনাও [শ্রুতিতে] আছে।১৫ যেমন দেখ, অথর্ব্ববেদের কোন কোন শাখাধ্যায়িগণ ব্রহ্মসূক্তে "ব্রহ্মই দাশ, ব্রহ্মই দাস, ব্রহ্মই এই সকল কিতব", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের দাশকিতবাদিভাব পাঠ করিয়া থাকেন।১৬ [উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ বর্ণনা করিতেছেন—] এই যে প্রসিদ্ধ কৈবর্ত্তগণ (—ধীবরগণ) ইহারাই দাশ।১৭ আর এই যে দাসগণ (—ভৃত্যগণ), যাহারা স্বামীসকলে (—প্রভুগণের সেবাতে) নিজেকে উপক্ষয় (—শরীরপাত) করে এবং অন্য যে কিতবগণ, অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়াকারিগণ [অথবা নটগণ], তাহারা সকলে ব্রহ্মস্বরূপই, এইপ্রকারে হীন জন্তুগণের উদাহরণদ্বারা নাম ও রূপকর্ত্তৃক কৃত যে শরীরেন্দ্রিয়সমষ্টি, তাহাতে প্রবিষ্ট জীবগণের ব্রহ্মতার কথা [শ্রুতি] বলিতেছেন।১৮ এইপ্রকারে অন্য স্থলেও ব্রহ্মপ্রক্রিয়াতেই (—ব্রহ্মবোধক প্রকরণেই) এই বিষয়টীই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইতেছে, যথা—"তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। তুমি

শাঙ্করভাষ্যম্

ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" ॥ (শ্বেঃ ৪।৩) ইতি ।১৯ "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ নামানি কৃত্বা অভিবদন্ যদাস্তে" (তৈঃ আঃ ৩।১২।৭), ইতি চ ।২০ "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা" (বৃঃ ৩।৭।২৩), ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ অস্য অর্থস্য সিদ্ধিঃ ।২১ চৈতন্যং চ অবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োঃ, যথা অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োঃ ঔষ্ণ্যম্ ।২২ অতঃ ভেদাভেদাবগমাভ্যাম্ অংশত্বাবগমঃ ।২।৩।৪৩।।

ভাষ্যানুবাদ

জীর্ণ (—জরাগ্রস্ত) হইয়া দণ্ডসহায়ে গমন করিতেছ এবং তুমিই জন্মগ্রহণ করিয়া নানা রূপ ধারণ করিয়া থাক", ইত্যাদি ।১৯ আর "সেই ধীর (—পরমাত্মা) রূপ- (—আকার-)সকল নির্ম্মাণ করিয়া অভিবদন (—বাগাদিব্যবহার) করতঃ বর্ত্তমান আছেন", এইপ্রকার শ্রুতিও আছে ।২০ আবার "ইঁহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা কেহ নাই", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতেও এই অর্থের (—ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থান করেন, এই বিষয়ের) সিদ্ধি হয় ।২১ [জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা কেবল শ্রুতিসিদ্ধই নহে, সেই বিষয়ে যুক্তিও আছে। যথা—] জীব ও ঈশ্বরে যে চৈতন্য, তাহা অবিশিষ্ট (—তাহাতে কোন ভেদ নাই), যেমন অগ্নি ও বিস্ফুলিঙ্গে উষ্ণতা (৪) ।২২ অতএব [জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে] ভিন্নতা ও অভিন্নতার জ্ঞান হয় বলিয়া অংশতাবিষয়ক জ্ঞান হয় (—জীব ঈশ্বরের কল্পিত অংশ, ইহা অবগত হওয়া যায় (৫) ।২।৩।৪৩।।

শাঙ্করভাষ্যম্—কুতশ্চ অংশত্বাবগমঃ ?

ভাষ্যানুবাদ—আর কোন্ হেতুবশতঃ অংশতার (—জীব ব্রহ্মের কল্পিত অংশ, ইহার) জ্ঞান হয় ? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

(৪) এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল ১ । "জীবঃ ব্রহ্মণঃ ন অত্যন্তং ভিদ্যতে চিদ্রূপত্বাৎ, ব্রহ্মবৎ" । অথবা ২ । "জীবব্রহ্মোভয়চৈতন্যে অভিন্নে, অংশাংশিভাবাপন্নস্বভাবত্বাৎ, অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োঃ উষ্ণতাবৎ" ।

(৫) এইভাবে একদেশীর মতখণ্ডনে সিদ্ধান্তী এইপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিলেন—সর্ব্বলোকসিদ্ধ জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ, তাহা অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শ্রুতির প্রতিপাদ্য হইতে পারে না বলিয়া তাহার বলে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাবোধক বাক্যসকলকে গৌণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। পরন্তু উক্ত অভিন্নতাবোধক বাক্যসকল অজ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞাপক হওয়ায়, উপক্রমোপ-সংহারাদি ষড়্বিধ তাৎপর্য্যগ্রাহকলিঙ্গদ্বারা (১।১২৩ পৃঃ) পুষ্ট হওয়ায় এবং জীবাভিন্ন-ব্রহ্মবোধক প্রকরণের অন্তর্গত হওয়ায় বলবান্ হয় বলিয়া তাহাদের বলে জীব ও ব্রহ্মের বিভিন্নতাবোধক বাক্যসকলকে ব্যবহারদশাতে কল্পিত ভেদের অনুবাদকরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। লোকমধ্যে অজ্ঞাত জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাপ্রতিপাদনই সেই অনুবাদের প্রয়োজন। এইভাবে জীব ও ব্রহ্মের বিভিন্নতা ও অভিন্নতা, এই উভয়াবস্থাজ্ঞাপক বাক্যসকল হয় সমান-ভাবেই সার্থক এবং অবিদ্যাবস্থাতে লোকসিদ্ধ ব্রহ্মভিন্নতারূপ অনুভবেরও অপলাপ হয় না।

মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥২।৩।৪৪॥

সূত্রার্থ—চ—কিঞ্চ, **মন্ত্রবর্ণাৎ**—"পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি" (ছাঃ ৩।১২।৬), ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ [ভূতশব্দবাচ্যঃ জীবঃ নিরবয়বস্য পরমেশ্বরস্য অবিদ্যাকল্পিতঃ পাদঃ অংশঃ ইতি গম্যতে]।

অনুবাদ—চ—আর, **মন্ত্রবর্ণাৎ**—"ভূতসকল ইঁহার একটী পাদ", এই মন্ত্র হইতে [ভূতশব্দের বাচ্য জীব নিরবয়ব পরমেশ্বরের অবিদ্যাকল্পিত পাদ, অর্থাৎ অংশ, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

মন্ত্রবর্ণশ্চ এতম্ অর্থম্ অবগময়তি "তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"॥ (ছাঃ ৩।১২।৬) ইতি।১ অত্র ভূতশব্দেন জীবপ্রধানানি স্থাবরজঙ্গমানি নির্দ্দিশতি, "অহিংসন্ সর্ব্বভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" (ছাঃ ৮।১৫।১), ইতি প্রয়োগাৎ।২ অংশঃ পাদঃ ভাগঃ ইতি অনর্থান্তরম্।৩ তস্মাদপি অংশত্বাবগমঃ।৪॥২।৩।৪৪॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জীব ঈশ্বরের কল্পিত অংশ, এই বিষয়ে বেদমন্ত্র প্রদর্শন।]

[যদি বলা হয়—তাদৃশ অর্থের বোধক কোন বেদবাক্য না থাকায় অথর্ব্ববেদীয় ব্রহ্মের দাশকিতবাদিভাববোধক বাক্যের কোন তাৎপর্য্য নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—] "ইঁহার (—গায়ত্র্যুপাধিক ব্রহ্মের) মহিমা (—বিভূতিবিস্তার) সেই পরিমাণ, [যে পরিমাণ এই প্রপঞ্চ]; পুরুষ (—পরব্রহ্ম) তাঁহা (—গায়ত্রীরূপ উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম) হইতে মহত্তর। সর্ব্বভূত ইঁহার (—এই পুরুষের) এক পাদ, ইহার অমৃতস্বরূপ ত্রিপাদ দিবে (—প্রকাশাত্মক স্বস্বরূপে) অবস্থিত", এই মন্ত্রবর্ণও এই অর্থই (—ব্রহ্মাভিন্ন জীব অবিদ্যাদশাতে তাঁহার কল্পিত অংশ, ইহাই) বোধ করাইতেছে।১ [আচ্ছা, যাহাদের 'ভবন্' অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, সেই ক্ষিত্যাদি জীবান্ত সকল পদার্থই ভূতশব্দের অর্থ হইলেও তুমি মাত্র জীবকে গ্রহণ করিতেছ কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এখানে (—এই বাক্যে) জীব যাহাতে প্রধান, সেই স্থাবরজঙ্গমসকলকে [শ্রুতি] নির্দ্দেশ করিতেছেন, যেহেতু "তীর্থ (—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম) হইতে অন্যত্র ভূতসকলকে হিংসা করিবে না", এইপ্রকার প্রয়োগ (—বৈদিক ব্যবহার) আছে।২ [আচ্ছা, ভূতসকল না হয়, সেই পুরুষের পাদ হইল। তাহাদিগকে অংশ বলিতেছ কেন ? উত্তর—] অংশ পাদ ও ভাগ ইহারা অর্থান্তর নহে (—ইহারা পর্য্যায়শব্দ)।৩ সেই হেতুবশতঃও (—বেদমন্ত্রে পঠিত হইয়াছে বলিয়াও) অংশতার (—জীব নিরবয়ব ব্রহ্মের কল্পিত অংশ, ইহার) জ্ঞান হয়।৪॥২।৩।৪৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কুতশ্চ অংশত্বাবগমঃ ?

ভাষ্যানুবাদ—আর কোন্ হেতুবশতঃ অংশতার জ্ঞান হয় ? [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—]

অপিচ স্মর্য্যতে ॥২।৩।৪৫॥

সূত্রার্থ—অপিচ—কিঞ্চ, **স্মর্য্যতে**—"মমৈবাংশঃ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীতা ১৫।৭), ইতি ভগবদ্গীতাসু ঈশ্বরস্য অবিদ্যাকল্পিতাংশঃ জীবঃ ইতি স্মর্য্যতে।

অনুবাদ—অপিচ—আর এক কথা, **স্মর্য্যতে**—"জীবলোকে জীবভাবাপন্ন সনাতন আত্মা আমারই অংশ", এইপ্রকারে ভগবদ্গীতাতে জীব ঈশ্বরের অবিদ্যাকল্পিত অংশ, ইহা স্মৃত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ঈশ্বরগীতাসু অপিচ ঈশ্বরাংশত্বং জীবস্য স্মর্য্যতে—"মমৈবাংশঃ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (১৫।৭) ইতি।১ তস্মাদপি অংশত্বাবগমঃ।২ যত্তু উক্তং স্বামিভৃত্যাদিষু এব ঈশিত্রীশিতব্যভাবঃ লোকে প্রসিদ্ধঃ ইতি।৩ যদ্যপি এষা লোকে প্রসিদ্ধিঃ, তথাপি শাস্ত্রাৎ তু অত্র অংশাংশিত্বম্ ঈশিত্রীশিতব্যভাবশ্চ নিশ্চীয়তে।৪ নিরতিশয়োপাধিসম্পন্নশ্চ ঈশ্বরঃ নিহীনোপাধিসম্পন্নান্ জীবান্ প্রশাস্তি ইতি ন কিঞ্চিৎ বিপ্রতিষিধ্যতে।৫॥২।৩।৪৫॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জীবের ঈশ্বরাংশতাবিষয়ে স্মৃতিবচন এবং জীব ও ঈশ্বরের ঔপাধিক ভেদবশতঃ নিয়ম্য-নিয়ামকভাব প্রদর্শন।]

আর দেখ, ঈশ্বরগীতাতেও জীব ঈশ্বরের অংশ, ইহা স্মৃত হইতেছে, যথা—"জীবলোকে জীবভাবাপন্ন সনাতন (—চিরন্তন, নিত্য) আত্মা আমারই অংশ", ইত্যাদি।১ সেই হেতুবশতঃও [জীবের] ঈশ্বরাংশতা অবগত হওয়া যায়।২ আর যে বলা হইয়াছে—প্রভু ও ভৃত্য প্রভৃতিতেই শাসক-শাসিতভাব লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ (৬৮৯ পৃঃ ৪ বাক্য), ইত্যাদি।৩ [উত্তরে বলিতেছেন—] যদিও লোকমধ্যে এই প্রসিদ্ধি আছে, তাহা হইলেও ["অজ্ঞাতজ্ঞাপিকা শাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধি লৌকিক প্রসিদ্ধি হইতে বলবতী হয় বলিয়া" (পূঃ মীঃ ১।৩।৯ অধিঃ), অনন্যথাসিদ্ধ অভিন্নতাবোধক শাস্ত্রকে অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না বলিয়া এবং কল্পিত ভেদের দ্বারাও শাসক-শাসিতভাব সম্ভব হয় বলিয়া] শাস্ত্র হইতেই কিন্তু এখানে [কল্পিত উপাধিকৃত ভেদবশতঃ] অংশ-অংশিভাব এবং শাসক-শাসিতভাব নিশ্চিত হইতেছে।৪ [কিন্তু উভয়েই চিন্মাত্রস্বরূপ হওয়ায় জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে নিয়ম্য-নিয়ামকভাব কিপ্রকারে নিশ্চিত হইবে? বিপরীতও তো হইতে পারে। উত্তর—] নিরতিশয় (—শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান মায়ারূপ অতি উৎকৃষ্ট) উপাধিযুক্ত ঈশ্বর নিহীন (—মলিনসত্ত্বগুণপ্রধান অবিদ্যা, অন্তঃকরণ ও শরীরাদিরূপ অতি নিকৃষ্ট) উপাধিযুক্ত জীবগণকে শাসন করেন, এইহেতু কিছুই বিরোধ হইতেছে না।৫॥২।৩।৪৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্—**অত্রাহ—ননু জীবস্য ঈশ্বরাংশত্বাভ্যুপগমে তদীয়েন সংসারদুঃখোপভোগেন অংশিনঃ ঈশ্বরস্য অপি দুঃখিত্বং স্যাৎ।১ যথা লোকে হস্তপাদাদ্যন্যতমাঙ্গগতেন দুঃখেন অঙ্গিনঃ**

[শাঙ্করভাষ্যম্—] **দেবদত্তস্য দুঃখিত্বং, তদ্বৎ।২ ততশ্চ তৎপ্রাপ্তানাং মহত্তরং দুঃখং প্রাপ্নুয়াৎ।৩ অতঃ বরং পূর্ব্বাবস্থঃ সংসারঃ এব অস্তু ইতি সম্যগ্‌দর্শনানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ ইতি।৪ অত্র উচ্যতে**

[পূঃ—জীবগণের দুঃখদ্বারা ঈশ্বরের মহদ্দুঃখিত্ব, মোক্ষের আনর্থক্য।]

ভাষ্যানুবাদ—এই বিষয়ে (—জীব ও ঈশ্বরের অংশাংশিভাববিষয়ে, পূর্ব্ববাদী] বলেন—জীব ঈশ্বরের অংশ, ইহা স্বীকার করিলে তাহার সংসারদুঃখভোগের দ্বারা অংশী ঈশ্বরেরও দুঃখিত্ব [সুতরাং অনীশ্বরত্ব] হইয়া পড়িবে।১ যেমন লোকমধ্যে হস্ত ও পাদ প্রভৃতি কোন একটী অঙ্গগত দুঃখের দ্বারা অঙ্গী দেবদত্তের দুঃখিত্ব, তাহার ন্যায়(৬)।২ আর তাহা হইলে (—অংশ জীবগণের দুঃখদ্বারা অংশী ঈশ্বর দুঃখী হইলে) তৎপ্রাপ্ত (—মোক্ষাবস্থাতে ঈশ্বরভাবপ্রাপ্ত) জীবগণের মহত্তর দুঃখের প্রাপ্তি হইয়া পড়িবে।৩ এইহেতু পূর্ব্বাবস্থাতে অবস্থিতিরূপ সংসারই বরণীয় হউক, [কারণ তাহাতে নিজের দুঃখমাত্র থাকে] ; এইপ্রকারে সম্যগ্‌দর্শনের (—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের) আনর্থক্য হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি।৪ এই বিষয়ে [সিদ্ধান্ত] কথিত হইতেছে—

প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ॥২।৩।৪৬॥

পদচ্ছেদ—প্রকাশাদিবৎ, ন, এবম্, পরঃ।

সূত্রার্থ—[অবিদ্যাবেশবশাৎ দেহাদ্যাত্মভাবমিব গতঃ জীবঃ যথা তৎকৃতেন দুঃখেন 'দুঃখী অহম্', ইতি মন্যতে], **ন এবং পরঃ**—পরমাত্মা এবং ন ভবতি। **প্রকাশাদিবৎ**—যথা নভঃ ব্যাপ্য বর্ত্তমানঃ সৌরশ্চান্দ্রমসঃ বা প্রকাশঃ বক্রকাষ্ঠাদ্যুপাধিকৃতবক্রভাবম্ আপন্নঃ অপি ন বস্তুতঃ বক্রভাবং প্রতিপদ্যতে, তদ্বৎ [ন জীবদুঃখেন ঈশ্বরস্য দুঃখিত্বং, ন বা ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তানাং জীবানাং মহত্তরদুঃখিত্বম্ ; উপাধেঃ উপহিতপক্ষপাতিত্বাৎ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[অবিদ্যার আবেশবশতঃ দেহাদিকেই যেন নিজের স্বরূপ মনে করে যে জীব, সে যেমন তৎকৃত দুঃখের দ্বারা 'আমি দুঃখী', এইপ্রকার মনে করে], **ন এবং পরঃ**—পরমাত্মা এইপ্রকার নহেন। **প্রকাশাদিবৎ**—যেমন আকাশকে ব্যাপনকরতঃ বর্ত্তমান সূর্য্য, অথবা চন্দ্রের কিরণ বক্র কাষ্ঠ প্রভৃতি উপাধির দ্বারা কৃত বক্রভাব প্রাপ্ত হইয়াও বস্তুতঃ বক্রভাব প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ [জীবদুঃখের দ্বারা ঈশ্বরের দুঃখিত্ব হয় না এবং ঈশ্বরভাবপ্রাপ্ত জীবগণের মহত্তরদুঃখিত্বও হয় না ; যেহেতু উপাধি উপহিতপক্ষপাতী (—উপাধিকৃত দোষগুণ উপহিতেই প্রকটিত হয়), ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা জীবঃ সংসারদুঃখম্ অনুভবতি, ন এবং পরঃ ঈশ্বরঃ অনুভবতি ইতি প্রতিজানীমহে।১ জীবঃ হি অবিদ্যাবেশবশাৎ দেহাদ্যাত্মভাবম্ ইব গত্বা তৎকৃতেন দুঃখেন 'দুঃখী অহম্', ইতি অবিদ্যয়া কৃতং দুঃখোপভোগম্ অভিমন্যতে।২ নৈবং পরমেশ্বরস্য দেহা-

ভাবদীপিকা

(৬) এই স্থলে "যাহা অংশী, তাহা স্বীয় অংশগত ধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মবান্", এই ব্যাপ্তির বলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"ঈশ্বরঃ স্বাংশদুঃখৈঃ দুঃখী অংশিত্বাৎ, দেবদত্তবৎ"।

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্যাত্মভাবঃ দুঃখাভিমানঃ বা অস্তি ।৩ জীবস্যাপি অবিদ্যাকৃতনাম-রূপনির্বৃত্তদেহেন্দ্রিয়াদ্যুপাধ্যবিবেকভ্রমনিমিত্তঃ এব দুঃখাভি-মানঃ, ন তু পারমার্থিকঃ অস্তি ।৪ যথা চ স্বদেহগতদাহচ্ছেদাদি-নিমিত্তং দুঃখং তদভিমানভ্রান্ত্যা অনুভবতি ; তথা পুত্রমিত্রাদি-গোচরম্ অপি দুঃখম্ তদভিমানভ্রান্ত্যা এব অনুভবতি 'অহম্ এব-পুত্রঃ', 'অহম্ এব মিত্রম্', ইতি এবং স্নেহবশেন পুত্রমিত্রাদিষু অভিনিবিশমানঃ ।৫ ততশ্চ নিশ্চিতম্ এতৎ অবগম্যতে—মিথ্যা-ভিমানভ্রমনিমিত্তঃ এব দুঃখানুভবঃ ইতি ।৬ ব্যতিরেকদর্শনাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ 'মিথ্যাভিমানরূপ ভ্রান্তিই দুঃখের হেতু', ইহা প্রতিপাদনকরতঃ সম্যগ্দর্শনের সার্থকতা প্রদর্শন।]

জীব যেমন সংসারদুঃখ অনুভব করে, 'পর' অর্থাৎ ঈশ্বর এইপ্রকার অনুভব করেন না, ইহা আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি।১ যেহেতু জীব অবিদ্যার আবেশবশতঃ (—অবিদ্যাকর্তৃক অভিভূত হওয়ায়) দেহাদিতে যেন আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া তৎকৃত দুঃখের দ্বারা 'আমি দুঃখী', এইপ্রকারে অবিদ্যাকৃত দুঃখোপভোগকে ['আমি দুঃখী', এইপ্রকারে] অভিমান করে।২ পরমেশ্বরের দেহাদিতে এইপ্রকার আত্মভাব, অথবা দুঃখে অভিমান নাই।৩ [কিন্তু অংশ জীবের দুঃখ বস্তুতঃ অংশী ঈশ্বরেরই হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] জীবেরও অবিদ্যাকৃত (—মিথ্যা অজ্ঞানকৃত, তন্মাত্রাদি] নাম ও রূপের দ্বারা নির্বৃত্ত (—সম্পাদিত) যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধি, তাহার অবিবেকরূপ (—তাহাকে স্বভিন্নরূপে না জানারূপ) ভ্রমবশতঃই দুঃখাভিমান (—'আমি দুঃখী', এইপ্রকার জ্ঞান) হইয়া থাকে, তাহা কিন্তু পরমার্থতঃ নাই। [সুতরাং জীবও বস্তুতঃ অদুঃখী হওয়ায় অংশী ঈশ্বরে সেই দুঃখের প্রসক্তি হইতে পারে না।৪ কিন্তু পুত্রাদিকে স্বভিন্নরূপে অবগত হওয়া যাইলেও তন্নিষ্ঠ দুঃখের তো নিজেতে আরোপ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং অবিবেকরূপ ভ্রমকেই দুঃখের হেতু কেন বলিতেছ ? উত্তর—] আর [জীব] যেমন স্বদেহগত দাহ ও ছেদন প্রভৃতি নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন দুঃখকে তাহাতে (—দেহে) অভিমানরূপ ভ্রান্তি-বশতঃই অনুভব করে ; এইরূপে 'আমিই পুত্র', 'আমিই মিত্র', ইত্যাদি এইপ্রকার পুত্র ও মিত্র প্রভৃতিতে স্নেহবশতঃ যিনি অভিনিবিষ্ট (—তদ্গত চিত্ত), তিনি তাহাতে (—সেই পুত্রাদিতে) অভিমানরূপ ভ্রান্তিবশতঃ পুত্র ও মিত্র প্রভৃতির বিষয়ীভূত দুঃখকেও অনুভব করেন।৫ সেইহেতু ইহা নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, মিথ্যা অভিমানরূপ ভ্রান্তিবশতঃই দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে (৭)।৬

ভাবদীপিকা

(৭) এই স্থলে ৬ সংখ্যক ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত অনুমানে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিদোষ প্রদর্শিত হইল। "ভ্রান্তিকামকর্ম্মরূপদুঃখসামগ্রীমত্ব", অর্থাৎ 'ভ্রান্তি (—অবিদ্যা) কাম ও কর্ম্মরূপ দু[illegible]

শাঙ্করভাষ্যম্

চ এবম্ অবগম্যতে ।৭ তথাহি পুত্রমিত্রাদিমৎসু বহুষু উপবিষ্টেষু তৎসম্বন্ধাভিমানিষু ইতরেষু চ 'পুত্রঃ মৃতঃ', 'মিত্রং মৃতম্', ইতি এবমাদ্যুদ্ঘোষিতে যেষাম্ এব পুত্রমিত্রাদিমত্ত্বাভিমানঃ তেষাম্ এব তন্নিমিত্তং দুঃখম উৎপদ্যতে, ন অভিমানহীনানাং পরিব্রাজকাদীনাম্ ।৮ অতশ্চ লৌকিকস্যাপি পুংসঃ সম্যগ্‌দর্শনার্থবত্ত্বং দৃষ্টং, কিমুত বিষয়শূন্যাৎ আত্মনঃ অন্যৎ বস্তন্তরম্ অপশ্যতঃ নিত্যচৈতন্য-

ভাষ্যানুবাদ

[একণে মিথ্যাভিমানরূপ ভ্রান্তি না থাকিলে দুঃখ হয় না, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর ব্যতিরেক (—মিথ্যাভিমানরূপ ভ্রান্তির অভাবে দুঃখের অভাব) পরিদৃষ্ট হয় বলিয়াও এইপ্রকার (—দুঃখ মিথ্যাভিমানরূপ ভ্রান্তিকৃত, ইহা) অবগত হওয়া যায় ।৭ যেমন দেখ, পুত্র ও মিত্রাদিযুক্ত ও তাহাদের সহিত সম্বন্ধাভিমানী বহু ব্যক্তি এবং অপর ব্যক্তিগণ (—পুত্রাদিতে অভিমানবিহীন পরিব্রাজক প্রভৃতি, একই স্থলে] উপবিষ্ট থাকিলে, যদি 'পুত্র মারা গিয়াছে', 'মিত্র মারা গিয়াছে', ইত্যাদি এইপ্রকার উদ্ঘোষিত হয়, তাহা হইলে যাঁহাদেরই পুত্রমিত্রাদিতে অভিমান আছে, তাঁহাদেরই তন্নিমিত্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, কিন্তু [পুত্রাদিতে] অভিমানহীন পরিব্রাজক প্রভৃতির তাহা হয় না। [অতএব দুঃখ মিথ্যাভিমানরূপ ভ্রান্তিকৃত, ইহা অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা সিদ্ধ হইল ।৮ একণে পূর্ব্ববাদিকথিত সম্যগ্‌দর্শনের আনর্থক্যকে (৬৯৫ পৃঃ) নিরাকরণ করিতেছেন—] আর সেইহেতু (—অভিমানহীনের দুঃখ না হওয়ায়) লৌকিক (—শাস্ত্রজ্ঞানহীন) পুরুষেরও সম্যগ্‌দর্শনের (—বিবেকজ্ঞানের) সার্থকতা পরিদৃষ্ট হইল, [বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হওয়ায়] বিষয়শূন্য (—একরস, স্বগতাদিভেদহীন) আত্মা হইতে ভিন্ন বস্তু যিনি দর্শন করেন না, সেই নিত্যচৈতন্যমাত্রস্বরূপ পুরুষের 'সম্যগ্‌দর্শনের (—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের)

ভাবদীপিকা

হেতুভূত সামগ্রীবান্ হওয়া', ইহাই এই স্থলে উপাধি ; যেহেতু যে স্থলে দুঃখিত্ব (—সাধ্য) থাকে সেই স্থলেই 'ভ্রান্তিকামকর্ম্মরূপ দুঃখসামগ্রী' থাকে, যথা—'দুঃখী দেবদত্ত'। কিন্তু যে স্থলে 'অংশিত্ব' (—হেতু) থাকে, সেই স্থলেই 'ভ্রান্তিকামকর্ম্মরূপ দুঃখসামগ্রী' থাকে না, যথা কপাল ও তন্তুরূপ অংশের অংশী ঘট ও পট। আবার উক্ত অনুমানে 'দৃষ্টান্তাসিদ্ধিদোষও' হইয়া পড়ে, কারণ দৃষ্টান্ত দেবদত্ত হস্তপদাদি অংশের অংশী হয় বলিয়াই যে দুঃখী হয়, তাহা নহে ; পরন্তু উক্ত ভ্রান্তি প্রভৃতির আশ্রয় হয় বলিয়াই তাহা হয়। যোগিগণ হস্তাদি অংশের অংশী হইলেও ভ্রান্তি প্রভৃতির আশ্রয় না হওয়ায় দেহদুঃখে দুঃখী হন না।* অতএব স্বাংশ দুঃখের দ্বারা দুঃখী না হওয়ায়, অর্থাৎ দৃষ্টান্তে সাধ্য না থাকায় দেবদত্ত উক্ত অনুমানে দৃষ্টান্ত হইতে পারিল না। এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইল যে, উক্ত অনুমান দুষ্ট এবং ভ্রান্তি প্রভৃতির আশ্রয় না হওয়ায় ঈশ্বর দুঃখী হইতে পারেন না।

* ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের জীবনে ইহা বহু ব্যক্তির প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মাৎস্বরূপস্ত ইতি ?৯ তস্মাৎ নাস্তি সম্যগ্‌দর্শনানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ ।১০ ‘প্রকাশাদিবৎ’, ইতি নিদর্শনোপন্যাসঃ ।১১ যথা প্রকাশঃ সৌরঃ চান্দ্রমসঃ বা বিয়দ্ব্যাপ্য অবতিষ্ঠমানঃ অঙ্গুল্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ তেষু ঋজুবক্রাদিভাবং প্রতিপদ্যমানেষু তত্তদ্ভাবম্ ইব প্রতিপদ্যমানঃ অপি ন পরমার্থতঃ তদ্ভাবং প্রতিপদ্যতে ।১২ যথা চ আকাশঃ ঘটাদিষু গচ্ছৎসু গচ্ছন্ ইব বিভাব্যমানোঽপি ন পরমার্থতঃ গচ্ছতি ।১৩ যথা চ উদশরাবাদিকম্পনাৎ তদ্গতে সূর্য্যপ্রতিবিম্বে কম্পমানে অপি ন তদ্বান্ সূর্য্যঃ কম্পতে ।১৪ এবম্ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতে বুদ্ধ্যাদ্যুপহিতে জীবাখ্যে অংশে দুঃখায়মানে অপি ন তদ্বান্ ঈশ্বরঃ দুঃখায়তে ।১৫ জীবস্যাপি তু দুঃখপ্রাপ্তিঃ অবিদ্যা-নিমিত্তা এব ইতি উক্তম্ ।১৬ তথাচ অবিদ্যানিমিত্তজীবভাবব্যুদাসেন ব্রহ্মভাবম্ এব জীবস্য প্রতিপাদয়ন্তি বেদান্তাঃ “তত্ত্বমসি” (ছাঃ ৬।৮।৭), ইতি এবমাদয়ঃ ।১৭ তস্মাৎ নাস্তি জৈবেন দুঃখেন পরমাত্মনঃ দুঃখিত্বপ্রসঙ্গঃ ।১৮॥৩.৩।৪৬॥

ভাষ্যানুবাদ

সার্থকতা বিষয়ে’ আর বলিবার কি আছে ?৯ অতএব সম্যগ্‌দর্শনের [মহত্তর দুঃখপ্রাপ্তিরূপ] আনর্থক্য হইয়া পড়ে না ।১০

[সিঃ—ঔপাধিক অংশের দুঃখে অংশীর দুঃখিত্ব নিরাকরণদ্বারা ঈশ্বরের দুঃখিত্ব নিরাকরণ ।]

[‘অংশিস্বরূপ’ হেতুতে (৬ ভাবদীঃ) উপাধি প্রদর্শন (৭ ভাবদীঃ) করিয়া এক্ষণে “অংশী স্বীয় অংশগত ধর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মবান্”, এই ব্যাপ্তিতে স্থলত্রয়ে ব্যভিচার প্রদর্শন করিতেছেন—] “প্রকাশাদিবৎ”, ইহা দৃষ্টান্তের উপস্থাপন ।১১ যেমন আকাশব্যাপিয়া বর্ত্তমান যে সূর্য্য বা চন্দ্রমার রশ্মি, তাহা অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ, তাহারা (—অঙ্গুলি প্রভৃতি) সরল বা বক্রাদিভাব প্রাপ্ত হইলে যেন তত্তৎ [বক্রাদি] ভাব প্রাপ্ত হইলেও পরমার্থতঃ তত্তৎ ভাব প্রাপ্ত হয় না ।১২ আর যেমন ঘটাদি গমন করিলে যেন গমনশীলরূপে প্রতীয়মান হইলেও আকাশ পরমার্থতঃ গমন করে না ।১৩ আবার যেমন জলপূর্ণ শরাব প্রভৃতির কম্পনবশতঃ তদ্গত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব কম্পিত হইলেও তদ্বান্ (—প্রতিবিম্ববান্, অর্থাৎ বিম্বভূত) সূর্য্য কম্পিত হয় না ।১৪ এইপ্রকারে অবিদ্যাকর্ত্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিযুক্ত জীবনামক [কল্পিত] অংশ দুঃখী হইলেও তদ্বিশিষ্ট (—জীবরূপ অংশবিশিষ্ট, অংশী] ঈশ্বর দুঃখী হন না ।১৫ [আচ্ছা, অংশী ঈশ্বর দুঃখী না হউন্, অংশ জীব তো দুঃখীই । তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু জীবেরও দুঃখপ্রাপ্তি অবিদ্যারূপ নিমিত্তবশতঃ হইয়া থাকে, [হস্তপাদাদির সহিত অংশাংশি-ভাববশতঃ নহে], ইহা বলা হইয়াছে (২ বাক্য, ৭ ভাবদীঃ) ।১৬ [কিন্তু পারমার্থিক না হইলেও প্রাতীতিক দুঃখ জীবের আছেই । সুতরাং তদ্দ্বারা ঈশ্বরও

ভাষ্যানুবাদ

ভবান্ হউন্। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর দেখ, "তুমি তৎস্বরূপ", ইত্যাদি এই সকল উপনিষদ্বাক্য অবিদ্যা যাহার হেতু, সেই জীবভাবকে নিরাকরণদ্বারা জীবের ব্রহ্মভাবই প্রতিপাদন করিতেছে। [সুতরাং জীবের ও তদ্দ্বারা ঈশ্বরের দুঃখিত্বানুমান আগমপ্রমাণের বলে বাধিত হইয়া পড়ে। ঈশ্বরে যদি প্রাতীতিক দুঃখও থাকিত, তাহা হইলে জীবের ব্রহ্মভাব শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইত না, ইহাই ভাব]।১৭ সেইহেতু (—পরকীয় অনুমানসকল এইভাবে নিরাকৃত হইয়া পড়ে বলিয়া) জীবগত দুঃখের দ্বারা পরমাত্মার দুঃখিত্বের সম্ভাবনা নাই।১৮॥২।৩।৪৬॥

স্মরন্তিচ ॥২।৩।৪৭॥

সূত্রার্থ—স্মরন্তি—"তত্র যঃ পরমাত্মা হি স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ। ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ॥ (মহাভাঃ শাঃ ৩৫৩।১৪) ইত্যাদিভিঃ ব্যাসাদয়ঃ ঈশ্বরস্য দুঃখাসংস্পর্শিত্বং স্মরন্তি। চশব্দেন—"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" (শ্বেঃ ৪।৬) ইত্যাদিশ্রুতিঃ সূচিতা।

অনুবাদ—স্মরন্তি—"তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা, তিনি নিত্য ও নির্গুণরূপে স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছেন। জলের সহিত পদ্মপত্রের ন্যায় তিনি ফলসকলের [চ—এবং কর্ম্মসকলের] সহিত লিপ্ত হন না" ॥ ইত্যাদি বাক্যসকলের দ্বারা ব্যাস প্রভৃতি দুঃখের সহিত ঈশ্বরের সংস্পর্শরাহিত্য স্মরণ করিতেছেন। চশব্দের দ্বারা—"তাঁহাদের মধ্যে একজন স্বাদু (—বিচিত্র) কর্ম্মফল ভোগ করেন", ইত্যাদি শ্রুতি সূচিতা হইয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্মরন্তি চ ব্যাসাদয়ঃ যথা জৈবেন দুঃখেন ন পরমাত্মা দুঃখায়তে ইতি।১ "তত্র যঃ পরমাত্মা হি স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ। ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ॥ "কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে। স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ" ॥ (মহাভাঃ শাঃ ৩৫৩।১৪-১৬) ইতি।২ চশব্দাৎ সমামনন্তি

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—জীবদুঃখে ঈশ্বরের দুঃখিত্বানুমানে স্মৃতি ও শ্রুতিবাধ প্রদর্শন।]

[জীবগত দুঃখের দ্বারা পরমেশ্বরের দুঃখিত্বানুমান স্মৃতির দ্বারাও বাধিত, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] পরমাত্মা জীবসম্বন্ধী দুঃখের দ্বারা দুঃখী হন না, ইহা ব্যাসপ্রভৃতি [মহর্ষিগণ] স্মৃতিতে বর্ণনা করিতেছেন।১ [যথা—] "তন্মধ্যে (—জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে) যিনি পরমাত্মা, তিনি নিত্য ও নির্গুণরূপে স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছেন। জলের সহিত পদ্মপত্রের ন্যায় তিনি কর্ম্মফলসকলের [চ—এবং কর্ম্মসকলের] সহিত লিপ্ত হন না। কিন্তু অপর ঐ যে কর্ম্মাত্মা (—কর্ম্মের আশ্রয়ভূত জীব), সে বন্ধন ও মোক্ষের সহিত যুক্ত হয় এবং সে পুনরায় সপ্তদশসংখ্যক রাশির (—পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি ও দশটী ইন্দ্রিয়, এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গশরীররূপ সমূহের) সহিত যুক্ত হয় (—পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পতিত হয়"), ইত্যাদি।২ [সূত্রে উক্ত অনুমানে স্মৃতিবিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতিবিরোধ তো প্রতিভাত

শাঙ্করভাষ্যম্

চ ইতি বাক্যশেষঃ।৩ "তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি, অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি" (শ্বে: ৪।৬) ইতি; "একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" (কঠ ৫।১১), ইতি চ।৪॥২।৩।৪৭॥

ভাষ্যানুবাদ

হইতেছে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—সূত্রস্থ] চ শব্দ হইতে 'শ্রুতিতেও পঠিত হইতেছে', এইপ্রকারে বাক্যের শেষভাগকে যোজনা করিতে হইবে।৩ [সেই শ্রুতি এই—] "তাঁহাদের (—জীব ও পরমাত্মার) মধ্যে একজন (—জীব) স্বাদু পিপ্পল (—বিচিত্র কর্ম্মফল) ভক্ষণ (—ভোগ) করেন, অপরটী (—পরমাত্মা) ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করেন", ইত্যাদি; এবং ["আদিত্য যেমন প্রকাশ্যবস্তুগত দোষের দ্বারা লিপ্ত হন না], এইপ্রকারে এক নিখিল জীবের অন্তরাত্মা লোকসকলের দুঃখের দ্বারা লিপ্ত হন না, যেহেতু তিনি বাহ্য (—অসঙ্গ"), ইত্যাদি।৪॥২।৩।৪৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্—অত্রাহ—যদি তর্হি একঃ এব সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অন্তরাত্মা স্যাৎ, কথম্ অনুজ্ঞাপরিহারৌ স্যাতাং লৌকিকৌ বৈদিকৌ চ ইতি?১ নমু চ অংশঃ জীবঃ ঈশ্বরস্য ইতি উক্তম্।২ তদ্ভেদাৎ চ অনুজ্ঞাপরিহারৌ তদাশ্রয়ৌ অব্যতিকীর্ণৌ উপপদ্যেতে, কিম্ অত্র চোদ্যতে ইতি?৩ উচ্যতে—নৈতদ্ এবম্।৪ অনংশত্বম্ অপি হি জীবস্য অভেদবাদিন্যঃ শ্রুতয়ঃ প্রতিপাদয়ন্তি —"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" (তৈ: ২।৬।১), "ন অন্যঃ অতঃ অস্তি দ্রষ্টা" (বৃ: ৩।৭।২৩), "মৃত্যোঃ সঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি যঃ ইহ নানেব

[পূ:—জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাপক্ষে বিধিনিষেধশাস্ত্রের অসঙ্গতি।]

ভাষ্যানুবাদ—[এইপ্রকারে জীব ঈশ্বরের কল্পিত অংশ, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া অংশী ঈশ্বরে অংশকৃত দোষের নিরাকরণকরতঃ জীবের সেই অংশতা দেহাদি উপাধিকৃত, ইহা স্ফুট করিবার জন্য জীব ও ব্রহ্মের অত্যন্ত ঐক্যপক্ষকে গ্রহণকরতঃ আক্ষেপ করিতেছেন—] এই স্থলে [পূর্ব্বপক্ষী] বলেন—সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা যদি একই হন, তাহা হইলে লৌকিক ও বৈদিক অনুজ্ঞা ও পরিহার (—বিধি ও নিষেধ) কিপ্রকারে সার্থক হইবে? [অতএব বিধিনিষেধ অন্যথা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে বলিয়া অর্থাপত্তিবলে জীব ও ঈশ্বরের বিভিন্নতা অঙ্গীকরণীয়।১ শঙ্কা—] কিন্তু জীব ঈশ্বরের অংশ, ইহা বলা হইয়াছে (২।৩।৪৩ সূ: ৬ বাক্য)।২ তাহাদের (—অংশী ঈশ্বর, অংশ জীব, ও জীবসকলের পরস্পরের মধ্যে) ভেদবশতঃ তদাশ্রিত (—জীবাশ্রিত) বিধি ও নিষেধ অব্যতিকীর্ণভাবে (—পরস্পরের সহিত মিশ্রিত না হইয়া) উপপন্ন হইবে, এই বিষয়ে আশঙ্কা করা হইতেছে কেন?৩ [পূর্ব্বপক্ষী—তাহা] কথিত হইতেছে, ইহা এইপ্রকার নহে (—জীব ঈশ্বরের অংশ নহে)।৪ যেহেতু "তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যেই

[শাঙ্করভাষ্যম্—]পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।১৯),"তত্ত্বমসি" (ছাঃ৬।৮।৭), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ১।৪।১০), ইতি এবংজাতীয়কাঃ ।৫ ননু ভেদাভেদাবগমাভ্যাম্ অংশত্বং সিধ্যতি ইতি উক্তম্ ।৬ স্যাদেতদ্ এবং, যদি উভৌ অপি ভেদাভেদৌ প্রতিপিপাদয়িষিতৌ স্যাতাম্ ।৭ অভেদঃ এব তু অত্র প্রতিপিপাদয়িষিতঃ ব্রহ্মাত্মত্বপ্রতিপত্তৌ পুরুষার্থসিদ্ধেঃ ।৮ স্বভাবপ্রাপ্তস্তু ভেদঃ অনূদ্যতে ।৯ ন চ নিরবয়বস্য ব্রহ্মণঃ মুখ্যঃ অংশঃ জীবঃ সম্ভবতি ইতি উক্তম্ ।১০ তস্মাৎ পরঃ এব একঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অন্তরাত্মা জীবভাবেন অবস্থিতঃ ইতি অতঃ বক্তব্যা অনুজ্ঞাপরিহারোপপত্তিঃ ।১১ তাং ক্রমঃ—

[ভাষ্যানুবাদ-]অনুপ্রবেশ করিলেন","ইঁহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা কেহ নাই","যিনি এখানে (—একরস ব্রহ্মবস্তুতে) নানার ন্যায় (—বিভিন্নতা) দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে [পুনঃ] মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন", "তুমি তৎস্বরূপ", "আমি ব্রহ্ম", ইত্যাদি এই জাতীয় [জীব ও ব্রহ্মের] অভেদবাদিনী শ্রুতিসকল জীবের অনংশতাও (—জীব ব্রহ্মের অংশ নহে, ইহাও) প্রতিপাদন করিতেছেন।৫ [সিদ্ধান্তী বলিতেছেন —] কিন্তু [ব্রহ্ম ও জীবের] বিভিন্নতা ও অভিন্নতা উভয়ই অবগত হওয়া যায় বলিয়া [জীবের] অংশতা সিদ্ধ হয়, ইহা বলা হইয়াছে(৬৯১পৃঃ ১৩বাক্য হইতে) ।৬ [পূর্ব্বপক্ষী—] ইহা এইপ্রকার হইতে পারিত, যদি [জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে] ভেদ ও অভেদ উভয়ই প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা করা হইত ।৭ এখানে (—ভেদ ও অভেদের মধ্যে) কিন্তু [জীব ও ঈশ্বরের] অভিন্নতাই প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে, যেহেতু ব্রহ্মাত্মতা (—জীব ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা) বিজ্ঞাত হইলে [মোক্ষরূপ] পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ।৮ [কিন্তু অভেদের ন্যায় ভেদও শ্রুতির প্রতিপাদ্য। তদুত্তরে পূর্ব্ববাদী বলিতেছেন—] স্বভাবপ্রাপ্ত (—অবিদ্যাকর্তৃক উপস্থাপিত) ভেদ [অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য শ্রুতিকর্ত্তৃক] অনূদিত (—অনুবাদরূপে উপস্থাপিত) হইয়াছে (৫ ভাবদীঃ) ।৯ আর জীব নিরবয়ব ব্রহ্মের মুখ্য অংশ হইবে, ইহা সম্ভব নহে, ইহা [ত্বৎকর্ত্তৃক] কথিত হইয়াছে (৬৯০ পৃঃ ৭ বাক্য) ।১০ সেইহেতু (—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে মুখ্য অংশাংশিভাব সম্ভব না হওয়ায়) সকল ভূতের অন্তরাত্মা একমাত্র পরই (—পরব্রহ্মই) জীবরূপে অবস্থিত আছেন, [তাঁহাদের মধ্যে অংশাংশিভাব নাই] 'ইহাই অঙ্গীকার করিতে হইবে'; এইহেতু বিধি ও নিষেধের উপপত্তি [সিদ্ধান্তী তোমাকে] বলিতে হইবে ।১১ [সিদ্ধান্তীর সমাধান—] তাহা (—সেই উপপত্তি) আমরা বলিতেছি—

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥২।৩।৪৮॥

পদচ্ছেদ—অনুজ্ঞাপরিহারৌ, দেহসম্বন্ধাৎ, জ্যোতিরাদিবৎ।

সূত্রার্থ—[আত্মনঃ সর্ব্বত্র একত্বেঽপি 'মিত্রং সেবিতব্যম্','শত্রুঃ পরিহর্ত্তব্যঃ', ইতি লৌকিকৌ,

তথা "অগ্নীষোমীয়ং পশুম্ আলভেত" (যজুর্বেদে), "অহিংসন্ সর্বভূতানি" (ছাঃ ৮।১৫।১), ইতি বৈদিকৌ] **অনুজ্ঞাপরিহারৌ**—বিধিনিষেধৌ, **দেহসম্বন্ধাৎ**—স্থূলশরীরেণ সহ তাদাত্ম্যসম্বন্ধাৎ [সম্ভবেতে। ননু স্বভাবেন যঃ যস্য ধর্ম্মঃ ন ভবতি, সঃ অন্যসম্বন্ধাৎ ভবতি ইতি অস্য কঃ দৃষ্টান্তঃ ? তত্রাহ—] **জ্যোতিরাদিবৎ**—যথা জ্যোতিষঃ—অগ্নেঃ একত্বেঽপি শ্মশানসম্বন্ধী বহ্নিঃ পরিহার্য্যঃ, নেতরঃ ; যথা বা সৌরঃ প্রকাশঃ স্বভাবতঃ প্রশস্তঃ অপি মূত্রাদিগতঃ অপ্রশস্তঃ ; এবং [পরমাত্মাপি উপাধিবিশেষসম্বন্ধাৎ বিধিপ্রতিষেধতাম্ ভবতি]। আদিশব্দেন ভূমিঃ বৈদূর্য্যাদিরূপা প্রশস্তা, প্রেতশরীরাদিরূপা ন, ইত্যেবমাদি বোধ্যম্।

অনুবাদ—[আত্মা সর্ব্বত্র এক হইলেও 'মিত্রকে সেবা করিবে', 'শত্রুকে পরিহার করিবে', ইত্যাদি লৌকিক এবং "অগ্নীষোমীয়দেবতাসম্বন্ধী পশুকে বধ করিবে", "প্রাণীসকলকে হিংসা না করতঃ", ইত্যাদি বৈদিক] **অনুজ্ঞাপরিহারৌ**—বিধি ও নিষেধ, **দেহসম্বন্ধাৎ**—স্থূল শরীরের সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধবশতঃ (—স্থূল দেহে আত্মাভিমানবশতঃ) সঙ্গত হইয়া থাকে। [কিন্তু যাহা স্বভাবতঃ যাহার ধর্ম নহে, অন্যের সহিত সম্বন্ধবশতঃ তাহা তাহার ধর্ম হইবে, ইহার দৃষ্টান্ত কি ? সেই বিষয়ে বলিতেছেন—] **জ্যোতিরাদিবৎ**—যেমন জ্যোতিঃ—অগ্নি এক হইলেও শ্মশানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বহ্নিকে ত্যাগ করিতে হয়, অপর বহ্নিকে নহে ; অথবা যেমন সূর্য্যের রশ্মি স্বভাবতঃ পবিত্র হইলেও মূত্রাদিগত তাহা অপবিত্র হইয়া পড়ে ; এইপ্রকারে [পরমাত্মাও উপাধিবিশেষের সহিত সম্বন্ধবশতঃ বিধি ও নিষেধ-বোধক শাস্ত্রের বিষয় হইয়া থাকেন। সূত্রস্থ] আদিশব্দের দ্বারা বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতিরূপা ভূমি পবিত্র, মৃতশরীররূপা তাহা নহে, ইত্যাদি এই সকলকে বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

"ঋতৌ ভার্য্যাম্ উপেয়াৎ", ইতি অনুজ্ঞা।১ "গুর্ব্বঙ্গনাং নোপগচ্ছেৎ", ইতি পরিহারঃ।২ তথা "অগ্নীষোমীয়ং পশুং সংজ্ঞপয়েৎ", ইতি অনুজ্ঞা।৩ "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি", ইতি পরিহারঃ।৪ এবং লোকেঽপি 'মিত্রম্ উপসেবিতব্যম্', ইতি অনুজ্ঞা।৫ 'শত্রুঃ পরিহর্ত্তব্যঃ', ইতি পরিহারঃ।৬ এবংপ্রকারৌ অনুজ্ঞাপরিহারৌ একত্বে অপি আত্মনঃ দেহসম্বন্ধাৎ স্যাতাম্।৭ দেহৈঃ সম্বন্ধঃ দেহসম্বন্ধঃ।৮ কঃ পুনঃ দেহসম্বন্ধঃ ?৯ দেহাদিঃ অয়ং সংঘাতঃ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আত্মা এক হইলেও অবিবেক স্থূলদেহাদিরূপ উপাধিসম্বন্ধবশতঃ ঈশ্বর হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান জীবই বিধিনিষেধের বিষয়।]

[জ্ঞানসৌকর্য্যের জন্য প্রথমতঃ বৈদিক বিধিনিষেধ প্রদর্শন করিতেছেন—] "ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত হইবে", ইহা অনুজ্ঞা (—বিধি)।১ "গুরুপত্নীতে উপগত হইবে না", ইহা পরিহার (—নিষেধ)।২ এইপ্রকার "অগ্নীষোম নামক দেবতাসম্বন্ধী পশুকে বধ করিবে", ইহা বিধি।৩ "প্রাণিগণকে হিংসা করিবে না", ইহা নিষেধ।৪ [লৌকিক বিধিনিষেধ প্রদর্শন করিতেছেন—] এইপ্রকারে লোকমধ্যেও 'মিত্রকে সেবা করিবে', ইহা বিধি।৫ 'শত্রুকে পরিহার করিবে', ইহা নিষেধ।৬ আত্মা এক (—অভিন্ন) হইলেও এইপ্রকার বিধিনিষেধ দেহের

শাঙ্করভাষ্যম্

অহম্ এব ইতি আত্মনি বিপরীতপ্রত্যয়োৎপত্তিঃ।১০ দৃষ্টা চ সা সর্ব্বপ্রাণিনাম্ 'অহং গচ্ছামি','অহম্ আগচ্ছামি','অহম্ অন্ধঃ','অহম্ অনন্ধঃ', 'অহং মূঢ়ঃ, 'অহম্ অমূঢ়ঃ', ইতি এবমাত্মিকা।১১ নহি অস্যাঃ সম্যগ্‌দর্শনাৎ অন্যৎ নিবারকম্ অস্তি।১২ প্রাক্ তু সম্যগ্‌দর্শনাৎ প্রততা এষা ভ্রান্তিঃ সর্ব্বজন্তুষু।১৩ তদেবম্ অবিদ্যানিমিত্তদেহাদ্যুপাধিসম্বন্ধকৃতাৎ বিশেষাৎ ঐকাত্ম্যাভ্যুপগমে অপি অনুজ্ঞাপরিহারৌ অবকল্পেতে।১৪ সম্যগ্‌দর্শিনঃ তর্হি অনুজ্ঞাপরিহারানর্থক্যং প্রাপ্তম্।১৫ ন, তস্য কৃতার্থত্বাৎ নিযোজ্যত্বানুপপত্তেঃ।১৬ হেয়োপাদেয়য়োঃ হি নিযোজ্যঃ নিযোক্তব্যঃ স্যাৎ।১৭

ভাষ্যানুবাদ

সহিত সম্বন্ধবশতঃ হইয়া থাকে।৭ দেহসকলের সহিত সম্বন্ধই দেহসম্বন্ধ।৮ আচ্ছা, [অসঙ্গ আত্মার] দেহের সহিত সম্বন্ধটী কি ?৯ [উত্তর—] 'দেহাদির (—শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির) এই সংঘাত (—সমষ্টি) আমিই', এইপ্রকারে আত্মাতে বিপরীত জ্ঞানের যে উৎপত্তি, তাহাই দেহের সহিত সম্বন্ধ।১০ আর তাহা (—তাদৃশ বিপরীত জ্ঞানোৎপত্তিরূপ ভ্রান্তি) সকল প্রাণীরই পরিদৃষ্ট হয়, যথা—'আমি গমন করিতেছি', 'আমি আগমন করিতেছি', 'আমি অন্ধ', 'আমি অন্ধ নহি', 'আমি মূঢ়', 'আমি মূঢ় নহি', ইত্যাদি এইপ্রকার।১১ [কিন্তু বিপরীত জ্ঞানরূপ ভ্রান্তির কোনপ্রকারে নিবৃত্তি হইলেই দেহসম্বন্ধের নিবৃত্তি হওয়ায় জীব বিধিনিষেধের বিষয় কিপ্রকারে হইবে ? উত্তর—] সম্যগ্‌দর্শন (—ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান) ব্যতিরেকে অন্য কিছুই ইহার নিবারক নাই।১২ সম্যগ্‌দর্শনের পুর্ব্বে সকল প্রাণীতে এই ভ্রান্তি অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে।১৩ সেইহেতু এইপ্রকারে [সকল শরীরে] আত্মার একত্ব অঙ্গীকার করিলেও [অজ্ঞানাবস্থাতে] অবিদ্যারূপ নিমিত্তবশতঃ [স্থূল] দেহাদি উপাধির সহিত যে সম্বন্ধ, তৎকৃত বিশেষ (—ভেদ, আত্মার যেন বিভিন্নতা) বশতঃ বিধি ও নিষেধ সঙ্গত হইয়া থাকে (—চৈতন্যরূপে জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন হইলেও স্থূল দেহাদিরূপ উপাধিযোগবশতঃ জীব ও ঈশ্বরের বিভিন্নতা হইয়া পড়ে বলিয়া জীবের পক্ষে বিধিনিষেধব্যবস্থা সার্থক)।১৪

[সিঃ—পরোক্ষজ্ঞান অপরোক্ষ ভ্রমের নিবর্ত্তক না হওয়ায় কর্ম্মী বিধিনিষেধের অধীন, অপরোক্ষব্রহ্মাত্মবিৎ নহেন।]

[পুর্ব্ববাদী –] তাহা হইলে (—অবিদ্যাকৃত দেহসম্বন্ধবশতঃ বিধিনিষেধ সার্থক হইলে) সম্যগ্‌দর্শীর (—ব্রহ্মাত্মবিদের) পক্ষে [অবিদ্যার অভাববশতঃ] বিধি ও নিষেধের আনর্থক্য হইয়া পড়িল।১৫ [সিদ্ধান্তী—] না, তাহা নহে; যেহেতু কৃতার্থ (—সিদ্ধপ্রয়োজন) হওয়ায় তাঁহার পক্ষে নিযোজ্য হওয়া (—বিধিনিষেধশাস্ত্রের অধীনতা) সঙ্গত নহে; [বস্তুতঃ তাহা আমাদের অভীষ্টই]।১৬ যেহেতু ত্যাগযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য বিষয়েই নিযোজ্য পুরুষের নিয়োজিত হওয়া উচিত।১৭

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মনঃ তু অতিরিক্তং হেয়ম্ উপাদেয়ং বা বস্তু অপশ্যন্ কথং নিযুজ্যেত ?১৮ ন চ আত্মা আত্মনি এব নিযোজ্যঃ স্যাৎ।১৯ শরীরব্যতিরেকদর্শিনঃ এব নিযোজ্যত্বম্ ইতি চেৎ ?২০ ন, তৎসংহতত্বাভিমানাৎ।২১ সত্যং ব্যতিরেকদর্শিনঃ নিযোজ্যত্বম্, তথাপি ব্যোমাদিবৎ দেহাদ্যসংহতত্বম্ অপশ্যতঃ এব আত্মনঃ নিযোজ্য-

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু আত্মা হইতে ভিন্ন ত্যাগের অথবা গ্রহণের যোগ্য বস্তু যিনি দর্শন করেন না, তিনি কিপ্রকারে নিযোজিত (—বিধির দ্বারা প্রেরিত ও নিষেধের দ্বারা নিবৃত্ত) হইবেন ?১৮ আত্মা আর আত্মাতেই (—নিজে নিজেতেই) নিযোজ্য হইতে পারে না ; [কারণ আত্মা (—নিজের স্বরূপ) গ্রহণযোগ্য অথবা ত্যাগযোগ্য নহে]।১৯ [শঙ্কা—] যদি বলা হয়, শরীরব্যতিরিক্তদর্শীই (—শরীর হইতে আত্মা ভিন্ন, এইপ্রকার জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই) নিযোজ্য হইয়া থাকে (৮)।২০ [সিঃ সমাধান—] না, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু তাহার (—দেহের) সহিত ['আমি দেহ', 'আমার দেহ', এইপ্রকার] সংহতত্বের (—আত্মার সহিত দেহের আধ্যাসিক, অর্থাৎ ভ্রমাত্মক তাদাত্ম্যভাবের) অভিমান থাকে (৯)।২১ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] হাঁ সত্য, ব্যতিরিক্তদর্শী নিযোজ্য হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও যিনি আত্মাকে আকাশাদির ন্যায় (—আকাশ যেমন দেহাদি হইতে ভিন্ন, আমিও তদ্রূপ, এইপ্রকারে) অসংহতরূপে (—অমিলিতরূপে) দর্শন করেন না, তাঁহারই (—সেই ভ্রান্ত ব্যক্তিরই) নিযোজ্যত্বের (—বিধিনিষেধের অধীনতার) অভিমান থাকে।২২

ভাবদীপিকা

(৮) **শঙ্কাকর্তার ভাব এই— স্বর্গাদিতে সুখভোগকারী এবং নরকাদিতে দুঃখভোগকারী শরীর হইতে ভিন্ন আত্মা আছে, এইপ্রকার জ্ঞান না থাকিলে কাহারও সৎকর্মে প্রবৃত্তি ও অসৎকর্ম হইতে নিবৃত্তি সম্ভব নহে। সুতরাং শরীরব্যতিরিক্ত আত্মদর্শীই বিধিনিষেধশাস্ত্রের বিষয় হওয়ায় শরীরব্যতিরিক্ত আত্মদর্শী ব্রহ্মবিদই বিধিনিষেধশাস্ত্রের বিষয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। এই স্থলে এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শিত হইল—"ব্রহ্মবিদ্ নিযোজ্যঃ বিবেকিত্বাৎ, কর্মাধিকারিবৎ"।**

(৯) **সিদ্ধান্তীর তাৎপর্য্য এই—কর্মীর যে পরলোকে সুখদুঃখভোগকারী দেহাতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহা পরোক্ষজ্ঞানমাত্র। শাস্ত্রদৃষ্টিতে উক্তপ্রকার পরোক্ষজ্ঞান তাহার উদিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ কিন্তু দেহাত্মবিষয়ক ভ্রম তাহার থাকেই। পরোক্ষজ্ঞান অপরোক্ষ ভ্রমের নিবর্তক হইতে পারে না বলিয়া পরোক্ষভাবে দেহাতিরিক্ত আত্মদর্শী কর্মীই বিধিনিষেধের বিষয়, অপরোক্ষভাবে দেহাতিরিক্ত আত্মদর্শী ব্রহ্মবিৎ তাহা নহেন। এইরূপে পূর্ববাদীর অনুমানে (৮ ভাবদীঃ) ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি প্রদর্শিত হইল। 'ভ্রমবত্ত্ব' এখানে উপাধি। যেখানে সাধ্য নিযোজ্যত্ব থাকে, সেখানেই ভ্রমবত্ত্ব (—ভ্রমযুক্ত হওয়া) থাকে, যথা—'কর্মী'। কিন্তু যেখানে হেতু 'বিবেকিত্ব' থাকে, সেখানেই 'ভ্রমবত্ত্ব' থাকে না, যথা—'ব্রহ্মবিৎ'।**

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বাভিমানঃ।২২ নহি দেহাদ্যসংহতত্বদর্শিনঃ কস্যচিদপি নিয়োগঃ দৃষ্টঃ, কিমু উত ঐকাত্ম্যদর্শিনঃ।২৩ ন চ নিয়োগাভাবাৎ সম্যগ্-

ভাষ্যানুবাদ

দেখ, যিনি দেহাদির সহিত নিজেকে অসংহতরূপে দর্শন করেন (—সুষুপ্ত ব্যক্তি), তাদৃশ কোন ব্যক্তিরও নিয়োগ (—বিধিনিষেধের বিষয় হওয়া) পরিদৃষ্ট হয় না (১০); সুতরাং [অপরোক্ষভাবে ব্রহ্মের সহিত] আত্মার একত্বদর্শীর নিয়োগ হয় না, এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে (১১)।২৩

ভাবদীপিকা

(১০) ২৩ সংখ্যক বাক্যে "অসংহতত্বদর্শিনঃ"—'যিনি দেহাদির সহিত নিজেকে অসংহতরূপে দর্শন করেন', এই স্থলে **ন্যায়**নির্ণয়কার, **প্রকটার্থ**কার ও **রত্ন**প্রভাকার 'সুষুপ্ত ব্যক্তিকে' গ্রহণ করিয়াছেন। অনুবাদমধ্যে আমরা তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু ইহা কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে? কারণ বিলীনকরণগ্রাম সুষুপ্ত ব্যক্তি নিজেকে দেহাদির সহিত সংহত বা অসংহত কোনপ্রকারেই দর্শন করে না, "ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্" (বৃঃ ৪।৩।২১)। পূজ্যপাদ **ভাম**তীকার এই স্থলে অধিকারীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—১। যিনি যুক্তিবলে স্থূলশরীর হইতে নিজের ভিন্নতা জ্ঞাত হইয়াছেন, কর্ম্মে তাঁহারই অধিকার। ২। আর যিনি স্থূল ও লিঙ্গশরীর হইতে নিজের ভিন্নতা অবগত হইয়াছেন এবং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমান-রহিত (—নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারবান্, 'কল্পতরু'), কর্ম্মে তাঁহার অধিকার নাই", ইত্যাদি। **ব্রহ্ম**বিদ্যাভরণকারের অভিমতও এইপ্রকার। এতদ্দ্বারা ২২ সংখ্যক বাক্যে এবং "কিমু উত ঐকাত্ম্যদর্শিনঃ" (২৩ বাক্য), এই স্থল দ্বয়ে পঠিত অধিকারিদ্বয় গৃহীত হইল। কিন্তু যাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া "কিমু উত" (২৩ বাক্য) ইত্যাদিপ্রকারে কৈমুতিকন্যায় * প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই "দেহাদ্যসংহতত্বদর্শিনঃ কস্যচিৎ" (ঐ), এই স্থলে কীদৃশ অধিকারী বর্ণিত হইয়াছেন, তাহা পরিস্ফুট হইতেছে না। এই স্থলে আমরা ২৩ সংখ্যক বাক্যের এইপ্রকার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করি—"যিনি দেহাদির সহিত নিজেকে অসংহতরূপে দর্শন করেন (—আকাশ যেপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় হইতে ভিন্ন, আমিও তদ্রূপ; এইপ্রকার অপরোক্ষ দৃঢ় নিশ্চয় যাঁহার আছে, ভ্রান্তির অভাবকালে শোধিত ত্বংপদার্থ ও অজ্ঞ] তাদৃশ কোন ব্যক্তিরও নিয়োগ পরিদৃষ্ট হয় না"; ইত্যাদি। শেষাংশ সমান। এইপ্রকার ব্যাখ্যাতে তিনপ্রকার অধিকারীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—১। ২১ ও ২২ বাক্যে বর্ণিত মাত্র স্থূলশরীর হইতে পরোক্ষভাবে আত্মার ভিন্নতাদর্শনকারী নিযোজ্য কর্ম্মী। ২। ২৩ বাক্যের পূর্ব্বার্ধে বর্ণিত শরীরদ্বয় হইতে অপরোক্ষভাবে আত্মার ভিন্নতা দর্শনকারী শোধিতত্বংপদার্থ অজ্ঞ পুরুষ। এবং ৩। উক্ত বাক্যের উত্তরার্দ্ধে বর্ণিত অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মবিদ্। দ্বিতীয় স্থলে বর্ণিত পুরুষই বিবিদিষু, অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান না থাকায় তিনি অজ্ঞ, সেইহেতু তাঁহার দেহাদিভ্রান্তি চিরতরে বিদূরিত হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও "দেহাদিভ্রান্তির অভাবকালে তাঁহারও কর্ম্মে অধিকার অঙ্গীকৃত হয় না" (রত্নপ্রভা), ইহাই প্রতিভাত হইতেছে। ইহা স্বীকার না করিলে সুষুপ্ত ব্যক্তিতে নিযোজ্যত্ব বা অনিযোজ্যত্ব

* "ইহা এইপ্রকার হইলে উহাও যে এইপ্রকার হইবে, এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে?" এইপ্রকারে যে যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহাকে বলে কৈমুতিক ন্যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

দর্শিনঃ যথেষ্টচেষ্টাপ্রসঙ্গঃ ; সর্ব্বত্র অভিমানস্যৈব প্রবর্ত্তকত্বাৎ, অভিমানাভাবাৎ চ সম্যগ্‌দর্শিনঃ ।২৪ তস্মাৎ দেহসম্বন্ধাৎ এব

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বিধিনিষেধের অধীন না হইলেও নিগু'ণব্রহ্মাত্মবিদের পক্ষে যথেচ্ছাচার অসম্ভব।]

আর নিয়োগের অভাববশতঃ (—বিধিনিষেধের অধীন না হওয়ায়) সম্যগ্‌দর্শীর (—নিগু'ণব্রহ্মাত্মবিদের) যথেষ্টচেষ্টা (—যথেচ্ছাচারিতা) হইয়া পড়িবে, ইহা বলা যায় না ; যেহেতু সকল স্থলে অভিমানই (—শরীরে আত্মাভিমানই) প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে এবং যেহেতু সম্যগ্‌দর্শীর অভিমান থাকে না (১২) ।২৪

ভাবদীপিকা

কিছুই সঙ্গত না হওয়ায় ২৩ বাক্যে কীদৃশ অধিকারীকে অপেক্ষা করিয়া ঐকাত্ম্যদর্শী ব্রহ্মবিদে কৈমুতিক ন্যায় প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নির্ণী'ত হয় না। [এই ব্যাখ্যার সমীচীনতা চিন্তনীয়]।

(১১) এই স্থলে পূর্ব্ববাদীর অনুমানে (৮ ভাবদীঃ) সৎপ্রতিপক্ষ প্রদর্শিত হইল। যথা—"ব্রহ্মবিৎ'ন নিযোজ্যঃ অভ্রান্তত্বাৎ, সুষুপ্তবৎ"। সুষুপ্তিতে শরীরাদিতে 'আমি' 'আমার' অভিমানরূপ ভ্রান্তি কাহারও থাকে না, অথচ অবিদ্যা (—অজ্ঞান) থাকে। তাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তিরই অভিমানভ্রান্তির অভাবকালে যখন নিযোজ্যতা থাকে না, তখন ব্রহ্মাত্মবিদ্ অপরোক্ষ জ্ঞানীর সমগ্র জগৎভ্রান্তি চিরতরে বিনিবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার নিযোজ্যতা যে থাকে না, এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? ১০ ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত আমাদের ব্যাখ্যা গৃহীত হইলে "ভ্রান্ত্যভাবকালে শোধিতত্বংপদার্থপুরুষবৎ", ইহা হইবে এই অনুমানে দৃষ্টান্ত।

[সগুণব্রহ্মবিদের পক্ষে কথঞ্চিৎ সম্ভব হইলেও, নিগু'ণব্রহ্মবিদের পক্ষে নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ অসম্ভব।]

(১২) সিদ্ধান্তীর ভাব এই—"ন চ অনধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে" (১৫৫ পৃঃ)। সেইহেতু নিগু'ণব্রহ্মাত্মবিদের অবিদ্যার আবরণশক্তি বিনষ্ট হওয়ায় দেহে আত্মাভিমান থাকে না ; ফলে তাঁহার পক্ষে যথেচ্ছাচারিতা সম্ভব হয় না। জ্ঞানোৎপত্তির অনন্তর প্রারব্ধবশে নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানাদিরূপ যথেচ্ছাচারিতাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার ফলভূতা যে জীবন্মুক্তি, তাহা সুখের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ, তদ্ব্যতিরেকে কোন্ সুখের আশায় জীবন্মুক্ত পুরুষ যথেচ্ছাচার করিবেন? আর জীবন্মুক্তিসুখ প্রারব্ধভোগ্য ফলেরই অন্তর্গত। সেইহেতু তাদৃশ সুখভোগের অনুকূল প্রারব্ধ থাকিলেই ব্রহ্মবিদ্যার উৎপত্তি সম্ভব। প্রতিকূল প্রারব্ধ থাকিলে জ্ঞানোৎপত্তিই সম্ভব নহে, জীবন্মুক্তি কা কথা। আর এক কথা, বিষয়াভিনিবিষ্টচিত্ত পুরুষের জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, সেইহেতু সাধকাবস্থাতে শমদমাদির ও শুভকর্ম্মানুষ্ঠানের অভ্যাসদ্বারা বিষয়াভিনিবেশকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হয়। সাধকাবস্থাতে দৃঢ়ভাবে অভ্যস্ত উক্ত শমদমাদি ও শুভকর্ম্মানুষ্ঠান সম্যগ্‌জ্ঞানোৎপত্তির পরেও তাঁহার জীবনে পূর্ব্বাভ্যাসজনিত সংস্কারের বলে * অনুবৃত্ত হইতেই থাকে। ফলে ঈশ্বরকৃপালব্ধ এই ব্রহ্মবিদ্যা উদিত হইলে নিবৃত্তাবিদ্য, সুতরাং শরীরাভিনিবেশ ও বিষয়াভিনিবেশরহিত সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের পক্ষে অবিদ্যাহেতুকা যথেচ্ছাচারিতার কোনপ্রকার সম্ভাবনাই নাই। শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" (গীতা ২।৫৯), ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন .

* "কিন্তু পুণ্যারব্ধঃ পুরুষং জ্ঞানবাগোভি নান্যথা। পশ্চাচ্চ ভগবৎমনা পুণ্যমেব করত্যসৌ"। (অনুভূতিপ্রকাশ)।

শাঙ্করভাষ্যম্

অনুজ্ঞাপরিহারৌ ।২৫ জ্যোতিরাদিবৎ ।২৬ যথা জ্যোতিষঃ একত্বেঽপি অগ্নিঃ ক্রব্যাৎ পরিহ্রিয়তে, ন ইতরঃ ।২৭ যথা চ প্রকাশঃ একস্যাপি সবিতুঃ অমেধ্যদেশসম্বদ্ধঃ পরিহ্রিয়তে, নেতরঃ শুচিভূমিষ্ঠঃ ।২৮ যথা ভৌমাঃ প্রদেশাঃ বজ্রবৈডূর্য্যাদয়ঃ উপাদীয়ন্তে, ভৌমাঃ অপি সন্তঃ নরকলেবরাদয়ঃ পরিহ্রিয়ন্তে ।২৯ যথা মূত্র-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আত্মা এক হইলেও উপাধির বিভিন্নতাবশতঃ যেন ভিন্নই হইয়া পড়েন বলিয়া বিধিনিষেধের উপপত্তি । ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত ।]

[১৪ সংখ্যক বাক্যের পর আরব্ধ প্রাসঙ্গিক বিচার সমাপ্ত করিয়া প্রস্তাবিত বিচারের উপসংহার করিতেছেন—] অতএব (—স্থূলদেহাদি উপাধির সম্বন্ধবশতঃ আত্মার বিভিন্নতা হইয়া পড়ে বলিয়া, আত্মা এক হইলেও] দেহের সহিত সম্বন্ধবশতঃই বিধি ও নিষেধ সার্থক হইয়া থাকে ।২৫ যেমন জ্যোতিঃ প্রভৃতি ।২৬ যেমন জ্যোতিঃ (— বহ্নি) এক হইলেও ক্রব্য (—মাংস) ভক্ষণবশতঃ [শ্মশানবহ্নি] পরিহৃত হয় ; অপর বহ্নি তাহা হয় না ।২৭ অথবা যেমন প্রকাশ (—রশ্মি) এক সূর্য্যের হইলেও অমেধ্য (—অশুচি) দেশের সহিত সম্বদ্ধ তাহা পরিহৃত হয়, কিন্তু শুদ্ধ ভূমিস্থ অপর তাহা পরিহৃত হয় না ।২৮ [অথবা] যেমন বজ্র ও বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতি ভূমির অংশসকল পরিগৃহীত হয়, কিন্তু ভৌম (—ভূমি

ভাবদীপিকা [নির্গুণব্রহ্মবিদের নিষিদ্ধকর্ম্ম অসম্ভব ।]

—"মা তাঁহার পা আর বেচালে পড়িতে দেন না" । পূজ্যপাদ্ **সুরেশ্বরাচার্য্যও** বলিয়াছেন—"অধর্ম্মাজ্জায়তেঽজ্ঞানং যথেষ্টাচরণং ততঃ । ধর্ম্মকার্য্যে কথং তৎ স্যাৎ যত্র ধর্ম্মোঽপি নেষ্যতে" ॥ (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ৪।৬৩)—'অধর্ম্ম (জন্মান্তরানুষ্ঠিত নিষিদ্ধ কর্ম্ম) হইতে [সংস্কারবশতঃ] অজ্ঞান (—নিষিদ্ধকর্ম্মে প্রবৃত্তি) উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে যথেচ্ছ [নিষিদ্ধ] আচরণে প্রবৃত্তি হয় । ধর্ম্মের (—বিহিত কর্ম্মের, চিত্তশুদ্ধি ও বিবিদিষাদ্বারে] কার্য্যভূত (—ফলভূত) যে জ্ঞান (—ব্রহ্মাত্মজ্ঞান), তাহার উৎপত্তি হইলে যখন [ফলকামনাদি দোষের উচ্ছেদবশতঃ] ধর্ম্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্তি হয় না, তখন [নির্গুণব্রহ্মবিদের] যথেচ্ছ আচরণে প্রবৃত্তি কিপ্রকারে হইবে'? আর নির্গুণব্রহ্মবিদ্যোদয়ের পর তদ্বিষয়েণী ধ্রুবা (—অব্যভিচারিণী) স্মৃতিবশতঃ ["ষাস্তিবিদ্যাস্মৃতিঃ ধ্রুবম্" । নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ১।৩৮] দ্বৈতজ্ঞান সকল সময়েই বাধিত হইতে থাকায় তাঁহার পক্ষে গর্হিত কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভবও নহে । সেইহেতু শাস্ত্রে কচিৎ যে ব্রহ্মবিদের যথেচ্ছ আচরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নির্গুণবিদ্যার স্তুতিমাত্ররূপে গ্রহণীয় । **শমদমাদিনিয়ত** শুদ্ধ সমাহিত চিত্ত হইলেও **সগুণ**ব্রহ্মবিদের কিন্তু অবিদ্যা ও তাহার কার্য্যভূত কর্তৃত্বাদি নিবৃত্ত না হওয়ায় ["সগুণাসু তু বিদ্যাসু কর্তৃত্বানিবৃত্তেঃ", ৪।১।১৬ সূঃ, ১৫ বাক্য] প্রবল প্রারব্ধবশে কচিৎ কথঞ্চিৎ নিষিদ্ধানুষ্ঠান অসম্ভব নহে । ৪।১।১১ অগ্নিহোত্রাদ্যধিকরণে পরিমলকারও বলিয়াছেন—"পাপকর্ম্মাণি অপি প্রারব্ধকর্ম্মফলতয়া অবশ্যপ্রাপ্যাণি উপাসকেন দেহপাতাসন্নসময়ে কৃতত্বেন অকৃতপ্রায়শ্চিত্তানি সম্ভবন্তি", ইত্যাদি । (সংগ্রহ আমাদের)।

শাঙ্করভাষ্যম্

পুরীষং গবাং পবিত্রতয়া পরিগৃহ্যতে, তদেব জাত্যন্তরে পরিবর্জ্যতে, তদ্বৎ ।৩০॥২।৩।৪৮॥

ভাষ্যানুবাদ

হইতে উৎপন্ন) হইলেও [মৃত] মনুষ্য শরীর প্রভৃতি পরিহৃত হয়।২৯ [অথবা] যেমন গোর যে মূত্র ও পুরীষ প্রভৃতি পবিত্ররূপে গৃহীত হয়, তাহাই [গোভিন্ন] অন্য জাতিতে পরিবর্জ্জিত হয় ; তদ্রূপ [আত্মা এক হইলেও স্থূলদেহরূপ উপাধির বিভিন্নতাবশতঃ বিধিনিষেধ উপপন্ন হইয়া থাকে] ।৩০॥২।৩।৪৮॥

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥২।৩।৪৯॥

পদচ্ছেদ—অসন্ততেঃ, চ, অব্যতিকরঃ।

সূত্রার্থ—[ননু এবমপি সর্ব্বশরীরেষু কর্ম্মকর্ত্তুঃ চেতনস্য একত্বাৎ কর্ম্মফলসঙ্করঃ দুর্ব্বারঃ ইতি। অতঃ আহ—কর্ম্মফলসম্বন্ধস্য] **অব্যতিকরঃ**—অসঙ্করঃ। [কুতঃ?] **অসন্ততেঃ**—পরিচ্ছিন্নান্তঃকরণোপাধিকস্য কর্ত্তুঃ জীবস্য সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ সহ সম্বন্ধাভাবাৎ। **চকারঃ** ঘটাকাশাদিনিদর্শনানি সমুচ্চিনোতি।

অনুবাদ—[কিন্তু এইপ্রকার হইলেও (—স্থূলদেহরূপ উপাধির ভেদবশতঃ একই আত্মাতে বিধিনিষেধ উপপন্ন হইলেও) সকল শরীরে কর্ম্মানুষ্ঠানকারী চেতন এক হওয়ায় কর্ম্মফলের সাঙ্কর্য্য (—একের কর্ম্মফল অপরের হওয়া) দুর্ব্বার হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি। এইহেতু (—এইপ্রকার আশঙ্কা হয় বলিয়া) বলিতেছেন—কর্ম্মফলসম্বন্ধের] **অব্যতিকরঃ**—সাঙ্কর্য্য হইবে না। [কেন হইবে না? উত্তর—] **অসন্ততেঃ**—যেহেতু পরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণ যাহার উপাধি, সেই কর্ত্তা জীবের সকল শরীরের সহিত সম্বন্ধ নাই। **চকারটী**—ঘটাকাশাদি দৃষ্টান্তসকলকে সমুচ্চয় করিতেছে। [আকাশ এক হইলেও তত্তৎ ঘটরূপ উপাধিবশতঃ যেমন বিভিন্ন হইয়া পড়ে ; অন্তঃকরণরূপ উপাধিবশতঃ আত্মাও তদ্রূপ বিভিন্ন হইয়া পড়েন বলিয়া কর্ম্মফলের সাঙ্কর্য্য হইবে না. ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

স্যাতাং নাম অনুজ্ঞাপরিহারৌ একস্যাপি আত্মনঃ দেহবিশেষযোগাৎ।১ যস্তু অয়ং কর্ম্মফলসম্বন্ধঃ, সঃ চ ঐকাত্ম্যাভ্যুপগমে ব্যতিকীর্য্যেত স্বাম্যেকত্বাৎ ইতি চেৎ।২ ন এতদ্ এবম্, অসন্ততেঃ।৩ নহি কর্ত্তুঃ ভোক্তুঃ চ আত্মনঃ সন্ততঃ সর্ব্বৈঃ শরীরৈঃ সম্বন্ধঃ অস্তি।৪ উপাধিতন্ত্রঃ হি জীবঃ ইতি উক্তম্।৫ উপাধ্যসন্তানাৎ চ নাস্তি জীবসন্তানঃ।৬ ততশ্চ কর্ম্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরঃ বা ন ভবিষ্যতি।৭॥২।৩।৪৯॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—চৈতন্যমাত্রস্বরূপে অভিন্ন হইলেও আমোক্ষস্থায়ী অন্তঃকরণাদি উপাধির বিভিন্নতাবশতঃ জীবসকলের এবং জীব ও ঈশ্বরের ভোগসাঙ্কর্য্য নিরাকরণ।]

[শঙ্কা—] একই আত্মার দেহবিশেষের (—স্থূলদেহের) সহিত সম্বন্ধবশতঃ বিধি ও নিষেধ উপপন্ন হয় হউক।১ কিন্তু এই যে কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ, তাহা

ভাষ্যানুবাদ

আত্মার একত্ব অঙ্গীকার করিলে [স্থূলদেহবানের স্বর্গাদিভোগ সম্ভব না হওয়ায়] সঙ্করভাব প্রাপ্ত হইয়া পড়িবে (—একের ভোগ অপরের হইয়া পড়িবে), কারণ [স্থূলদেহরূপ উপাধি তৎকালে না থাকায়] স্বামী (—কর্ম্মফলভোক্তা চৈতন্যমাত্র-স্বরূপ জীব) একই,৴যদি এইপ্রকার বলা হয় (১৩)।২ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] ইহা এইপ্রকার নহে, যেহেতু সন্ততি (—অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ) নাই।৩ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] যেহেতু কর্ত্তা ও ভোক্তা আত্মার সকল শরীরের সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ নাই।৪ কারণ জীব [অন্তঃকরণ ও অবিদ্যারূপ] উপাধির অধীন, ইহা [২।৩।২৯-৩০ ইত্যাদি সূত্রে] কথিত হইয়াছে।৫ আর উপাধির অসন্তান (—বিচ্ছেদ, বিভিন্নতা) বশতঃ জীবের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকে না (—অন্তঃকরণাদি উপাধি বিভিন্ন হওয়ায় তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ জীবও বিভিন্ন হইয়া পড়ে)।৬ আর সেইহেতু কর্ম্মের সাঙ্কর্য্য অথবা ফলের সাঙ্কর্য্য হইবে না (১৪)।৭॥২।৩।৪৯॥

আভাস এবচ ॥২।৩।৫০॥

সূত্রার্থ—['অংশঃ' (২।৩।৪৩) ইতি সূত্রে জীবস্য অংশত্বম্ ঘটাকাশবৎ অবচ্ছেদবুদ্ধ্যা উক্তম্। অধুনা '**এব**কারেণ'—অবচ্ছেদপক্ষারুচিং সূচয়ন্, "রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব" (কঠ ২।২।৯) ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধং প্রতিবিম্বপক্ষম্ উপন্যস্যতি—কিঞ্চ সূর্য্যপ্রতিবিম্ববৎ জীবঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ-] **আভাসঃ এব**—প্রতিবিম্বঃ এব। [তথাচ যথা অনেকঘটজলগতানাং সূর্য্যপ্রতি-বিম্বানাং মধ্যে একস্মিন্ প্রতিবিম্বে কম্পমানে প্রতিবিম্বান্তরং ন কম্পতে, তথা একস্মিন্ জীবে কর্ম্মফলসম্বন্ধিনি ন জীবান্তরস্য তৎসম্বন্ধঃ ইতি সঙ্করঃ সুপরিহরঃ। **চকারঃ**—স্বাভাবিকাত্মনানাত্ববাদে কর্ম্মফলসঙ্করঃ দুর্ব্বারঃ ইতি সূচয়তি।

অনুবাদ—["অংশঃ" ইত্যাদি সূত্রে ঘটাকাশের ন্যায় অবচ্ছেদবুদ্ধিতে জীবের অংশতা

ভাবদীপিকা

(১৩) **পূর্ব্ব**বাদীর অভিপ্রায় এই—স্বর্গাদিতে স্থূলশরীররূপ উপাধি না থাকায় চৈতন্যমাত্র-স্বরূপে সকল জীবই এক হইয়া পড়িবে, ফলে জীবসকলের পরস্পরের মধ্যে একের কর্ম্মফল-ভোগ অপরের হইয়া পড়িবে। আবার উক্ত উপাধির অভাববশতঃ জীব ও ঈশ্বরের মধ্যেও ভেদ তৎকালে না থাকায় তাঁহাদের মধ্যেও ভোগসাঙ্কর্য্য দোষ (—একের সুখ দুঃখ অপরের হইয়া পড়া, এই দোষ) হইয়া পড়িবে। তাহা না হউক, এইজন্য ঈশ্বর হইতে জীবের এবং জীবসকলের পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদ অঙ্গীকার করিতে হইবে।

(১৪) মৃত্যুর অনন্তর স্থূলশরীর বর্ত্তমান না থাকিলেও মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধি বিদ্যমান থাকায় তদ্ভেদে-জীবভেদবশতঃ জীবসকলের মধ্যে কর্ম্ম ও ভোগসাঙ্কর্য্য হয় না। আর উক্ত উপাধিসকলবশতঃই ঈশ্বর হইতে জীব ভিন্ন হওয়ায় জীবের কর্ম্মে ও ভোগেই অকর্ত্তা ও অভোক্তা ঈশ্বরে কর্ম্ম ও ভোগ প্রসক্ত হয় না। অতএব ঈশ্বর হইতে জীবের এবং জীবসকলের পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক ভেদ অঙ্গীকারের প্রতি কোন হেতু নাই, ইহাই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়।

কথিত হইয়াছে। এক্ষণে এবকার দ্বারা—অবচ্ছেদপক্ষে অরুচি সূচনাকরতঃ "প্রত্যেক রূপের (—জীবদেহের) সদৃশ হইয়াছেন", ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ প্রতিবিম্বপক্ষকে উপস্থাপন করিতেছেন —আর এক কথা, সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় জীব পরব্রহ্মের] আভাসঃ এব—প্রতিবিম্বই। [তাহার ফলে যেমন অনেকঘটজলগত সূর্য্যপ্রতিবিম্বসকলের মধ্যে একটী প্রতিবিম্ব কম্পিত হইলেও] অন্য প্রতিবিম্ব কম্পিত হয় না, এইরূপে একটী জীব কর্ম্মফলের সহিত সম্বদ্ধ হইলে অন্য জীবের সহিত তাহার সম্বন্ধ হয় না; এইপ্রকারে সাঙ্কর্য্য সুখে পরিহারযোগ্য। চকারটী—স্বাভাবিক আত্মনানাত্ববাদে (—যাহাতে আত্মা বহু ও বিভুরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে, সেই সাংখ্যপাতঞ্জল ও ন্যায়বৈশেষিক মতবাদে) কর্ম্মফলসাঙ্কর্য্য দুর্ব্বার, ইহা সূচনা করিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্‌

আভাসঃ এব চ এষঃ জীবঃ পরস্য আত্মনঃ জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ।১ ন সঃ এব সাক্ষাৎ।২ নাপি বস্ত্বন্তরম্‌।৩ অতশ্চ যথা ন একস্মিন্‌ জলসূর্য্যকে কম্পমানে জলসূর্য্যকান্তরং কম্পতে, এবং ন একস্মিন্‌ জীবে কর্ম্মফলসম্বন্ধিনি জীবান্তরস্য তৎসম্বন্ধঃ।৪ এবমপি অব্যতিকরঃ এব কর্ম্মফলয়োঃ।৫ আভাসস্য চ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—প্রতিবিম্ববাদাবলম্বনে ভোগসাঙ্কর্য্য নিরাকরণ ও বন্ধমোক্ষব্যবস্থা।]

জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য প্রভৃতির ন্যায় এই জীব অবশ্যই পরমাত্মার আভাস (—প্রতিবিম্ব), ইহা অবগত হইতে হইবে।১ তিনিই (—উপাধিবর্জ্জিত পরমাত্মাই) সাক্ষাৎ জীব নহেন, [কারণ বুদ্ধ্যাদি উপাধি অনুভূত হইতেছে]।২ আবার [পরমাত্মা জীব হইতে] ভিন্ন বস্তুও নহেন [কারণ "তিনিই ইহাতে প্রবিষ্ট (১৫) হইয়াছেন" (বৃঃ ১।৪।৭), ইত্যাদি অভিন্নতাবোধক শ্রুতিবাক্য আছে। অতএব অবিদ্যা ও তাহার কার্য্যভূত অন্তঃকরণাদিতে চিৎপ্রতিবিম্বই জীব, ইহা সিদ্ধ হয়, (৬৩৯ পৃঃ]।৩ আর সেইহেতু একটী জলসূর্য্য (—জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য) কম্পিত হইলে যেমন অন্য জলসূর্য্য কম্পিত হয় না, এইরূপে একটী জীব কর্ম্মফলের সহিত সম্বদ্ধ হইলে অন্য জীবের তাহার সহিত সম্বন্ধ হয় না।৪ এইপ্রকারেও কর্ম্ম এবং তাহার ফলের অসাঙ্কর্য্য (—একের কর্ম্ম ও অপরের ফল না হওয়া) হইয়াই থাকে।৫ [এই মতে বন্ধমোক্ষব্যবস্থা প্রদর্শন করিতেছেন—] আভাস (—অবিদ্যা

ভাবদীপিকা

(১৫) ব্রহ্মচৈতন্য কোন কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না, কারণ এমন কোন স্থান নাই, যেখানে বিভু (—সর্ব্বব্যাপী) তিনি বর্ত্তমান নাই। সেইহেতু শ্রুতিতে এই যে তাঁহার 'প্রবেশ' বর্ণিত হইতেছে, ইহাকে অবিদ্যা (—অজ্ঞান) ও তাহার কার্য্যভূত অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতিবিম্বরূপে বুঝিতে হইবে। কিন্তু পরিচ্ছিন্ন রূপযুক্ত ও সাবয়ব পদার্থেরই প্রতিবিম্ব পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া ব্যাপক রূপবিহীন ও নিরবয়ব ব্রহ্মবস্তুর প্রতিবিম্ব কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—ব্যাপক আকাশের, নীরূপ রূপের এবং নিরবয়ব ধ্বনির প্রতিবিম্ব হয়, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। ব্যাপক আকাশের যদি জলে প্রতিবিম্ব না হইত, তাহা হইলে

শাঙ্করভাষ্যম্

অবিদ্যাকৃতত্বাৎ তদাশ্রয়স্য সংসারস্য অবিদ্যাকৃতত্বোপপত্তিঃ ইতি ।৬ তদ্ব্যুদাসেন চ পারমার্থিকস্য ব্রহ্মাত্মভাবস্য উপদেশোপপত্তিঃ ।৭ যেষাং তু বহবঃ আত্মানঃ, তে চ সর্ব্বে সর্ব্বগতাঃ, তেষাম্ এব এষঃ ব্যতিকরঃ প্রাপ্নোতি ।৮ কথম্ ?৯ বহবঃ বিভবশ্চ আত্মানঃ চৈতন্যমাত্রস্বরূপাঃ নির্গুণাঃ নিরতিশয়াশ্চ ; তদর্থং সাধারণং প্রধানং, তন্নিমিত্তা এষাং ভোগাপবর্গসিদ্ধিঃ ইতি সাংখ্যাঃ ।১০ সতি বহুত্বে বিভুত্বে চ ঘটকুড্যাদিসমানাঃ দ্রব্যমাত্রস্বরূপাঃ স্বতঃ অচেতনাঃ আত্মানঃ, তদুপকরণানি চ অনূনি মনাংসি অচেতনানি ।১১ তত্র আত্মদ্রব্যাণাং মনোদ্রব্যাণাং চ

ভাষ্যানুবাদ

ও অন্তঃকরণে চিৎপ্রতিবিম্বরূপ জীব) অবিদ্যাকৃত হওয়ায় তদাশ্রিত (—সেই জীবাশ্রিত) সংসারের অবিদ্যাকৃততা সঙ্গত (১৬)।৬ আর [বিদ্যার দ্বারা] তাহার (—অবিদ্যার) নিরাকরণদ্বারা [জীবের] পারমার্থিক ব্রহ্মাত্মভাবের উপদেশ যুক্তিসঙ্গত।৭

[সিঃ—সাংখ্য ও বৈশেষিক মতে আত্মার স্বরূপ, তাহাদের ভোগ, মোক্ষ ও তাহার হেতু।]

[সাংখ্যাদিমতেই কর্ম্ম ও ভোগসাঙ্কর্য্য হইয়া পড়ে, ইহা সূত্রে 'চ'কার দ্বারা সূচিত হইয়াছে। তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] কিন্তু যাঁহাদের মতে আত্মা বহু এবং তাহারা সকলে সর্ব্বগত, তাঁহাদেরই এই ব্যতিকর (—কর্ম্মের ও ফলের সাঙ্কর্য্য) প্রাপ্ত হয়।৮ কিপ্রকারে ?৯ [তাহা বলিতেছেন—] আত্মাসকল বহু বিভু চৈতন্যমাত্রস্বরূপ নির্গুণ এবং নিরতিশয় (—তারতম্যশূন্য); তাঁহাদের জন্য প্রধান সাধারণ (—এক প্রধান তাহাদের সকলের প্রয়োজনসম্পাদক), সেই [প্রধানরূপ] নিমিত্তবশতঃ ইহাদের (—আত্মাসকলের) ভোগ ও মোক্ষ সিদ্ধ হয়, সাংখ্যগণ ইহা বলেন।১০ [বৈশেষিকমত বর্ণনা করিতেছেন—] আত্মাসকল [সাংখ্যগণের ন্যায়] বহু এবং বিভু হইলেও ঘট ও কুড্য (—দেওয়াল) প্রভৃতির ন্যায় দ্রব্যমাত্রস্বরূপ এবং স্বভাবতঃ অচেতন, আর অণুপরিমাণ অচেতন মনসকল তাহাদের উপকরণ (—ভোগসাধন)।১১ সেই মতবাদে আত্মদ্রব্যসকলের ও মনোদ্রব্যসকলের

ভাবদীপিকা

অল্প পরিমিত জলে নক্ষত্রাদির দূরত্বের জ্ঞান হইত না। ঘটাদিনিষ্ঠ রূপের প্রতিবিম্ব প্রসিদ্ধ। প্রাতিধ্বনিঃ ধ্বনির প্রতিবিম্ব।

(১৬) অবিদ্যাতে এবং তাহার কার্য্যভূত অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব হওয়ায় এখানে জীবকে অবিদ্যাকৃত (—অবিদ্যার কার্য্য) বলা হইল। জলে কম্পন হইলে তাহা যেমন তৎপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ অবিদ্যার কার্য্য বন্ধনাত্মক সংসার জীবে প্রতিভাত হইলেও তাহা অবিদ্যাকৃত, ইহা সিদ্ধ হয়। এইপ্রকারে সেই অবিদ্যাকৃত বন্ধন সেই জীবেরই হওয়ায় একের বন্ধনে অপরের বন্ধনরূপ সাঙ্কর্য্য হয় না, ইহাই ভাব। পরবর্ত্তী বাক্যে মোক্ষের বেলাতেও এইপ্রকারই বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

সংযোগাৎ নব ইচ্ছাদয়ঃ বৈশেষিকাঃ আত্মগুণাঃ উৎপদ্যন্তে ।১২ তে চ অব্যতিকরেণ প্রত্যেকম্ আত্মসু সমবয়ন্তি, সঃ সংসারঃ ।১৩ তেষাং নবানাম্ আত্মগুণানাম্ অত্যন্তানুৎপাদঃ মোক্ষঃ ইতি কাণাদাঃ ।১৪ তত্র সাংখ্যানাং তাবৎ চৈতন্যস্বরূপত্বাৎ সর্ব্বাত্মনাং সন্নিধানাদ্যবিশেষাৎ চ একস্য সুখদুঃখসম্বন্ধে সর্ব্বেষাং সুখদুঃখসম্বন্ধঃ প্রাপ্নোতি ।১৫ স্যাদেতৎ, প্রধানপ্রবৃত্তেঃ পুরুষকৈবল্যার্থত্বাৎ ব্যবস্থা ভবিষ্যতি ।১৬ অন্যথা হি স্ববিভূতিখ্যাপনার্থা প্রধানপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ।১৭ তথা চ অনির্ম্মোক্ষঃ প্রসজ্যেত ইতি ।১৮ নৈতৎ সারম্, ন হি অভিলষিতসিদ্ধিনিবন্ধনা ব্যবস্থা শক্যা বিজ্ঞাতুম্ ।১৯

ভাষ্যানুবাদ

[শরীরাবচ্ছেদে] সংযোগবশতঃ ইচ্ছা প্রভৃতি (১৭) নয়টী আত্মনিষ্ঠ বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয় ।১২ আর তাহারা (—সেই গুণসকল) যে অসঙ্কীর্ণভাবে (—যাহার যেটী, তাহার সেইটী, এইপ্রকারে অমিশ্রিতভাবে) আত্মাসকলের প্রত্যেকটীতে সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়, তাহাই [তত্তৎ জীবের] সংসার ।১৩ সেই নয়টী আত্মগুণের যে অত্যন্ত অনুৎপত্তি, তাহাই মোক্ষ; ইহা কাণাদগণ বলেন ।১৪

[সিঃ—সাংখ্যমতে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থাভাব, ভোগসাঙ্কর্য্য ও অনির্ম্মোক্ষ প্রদর্শন ।]

তন্মধ্যে সাংখ্যগণের মতে আত্মাসকল চৈতন্যস্বরূপ হওয়ায় এবং সন্নিধান প্রভৃতির কোন বিশেষ না থাকায় (—সকল আত্মাই অবিশেষভাবে উদাসীন এবং বিভু বলিয়া সকলেই সমানভাবে প্রধানের সন্নিহিত হওয়ায়) এক আত্মার সুখ-দুঃখের সহিত সম্বন্ধ হইলে সকল আত্মারই সুখদুঃখসম্বন্ধ প্রাপ্ত হইতেছে ।১৫ [সাংখ্যী বলেন-] আচ্ছা, এইপ্রকার হইতে পারে—পুরুষের মোক্ষের জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি হয় বলিয়া ব্যবস্থা হইবে (১৮) ।১৬ অন্যথা (—এইপ্রকার নিয়মিত প্রবৃত্তি অঙ্গীকার না করিলে) প্রধানের প্রবৃত্তি নিজের মহিমা খ্যাপনের জন্য হইয়া পড়িবে। [তাহাতে পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি, এই স্বীকৃতি ব্যাহত হইয়া পড়িবে] ।১৭ আর তাহা হইলে মোক্ষের সম্ভাবনা থাকিবে না ।১৮ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু অভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধির জন্য

ভাবদীপিকা [ন্যায়বৈশেষিকসম্মত আত্মনিষ্ঠ বিশেষগুণ]

(১৭) আত্মনিষ্ঠ নয়টী বিশেষ গুণ এই—বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন ধর্ম্ম অধর্ম্ম এবং ভাবনাখ্য সংস্কার । আত্মা ইহাদের সমবায়িকারণ, আত্মমনঃসংযোগ ইহাদের অসমবায়িকারণ এবং তদ্ভিন্ন অন্য কারণসকল ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ অসাধারণ নিমিত্তকারণ, যথা—ইচ্ছার প্রতি জ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি প্রযত্ন, সুখদুঃখের প্রতি ধর্ম্মাধর্ম্ম, প্রযত্নের প্রতি ইচ্ছা, ইত্যাদি। আবার ঈশ্বর ঈশ্বরেচ্ছা ইত্যাদি ইহাদের সকলের প্রতিই সাধারণ নিমিত্তকারণ(৩৭৭পৃঃ,১ ভাবদীঃ)।

(১৮) সাংখ্যমতে সেই ব্যবস্থা এই—পুরুষ (—আত্মা) উদাসীন ও প্রধানের সন্নিহিত হইলেও প্রধান প্রত্যেক পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্য প্রবৃত্ত হয় বলিয়া যে পুরুষকে ভোগ-

শাঙ্করভাষ্যম্

উপপত্ত্যা তু কয়াচিৎ ব্যবস্থা উচ্যেত।২০ অসত্যাং পুনঃ উপপত্তৌ কামং মা ভূৎ অভিলষিতং পুরুষকৈবল্যম্।২১ প্রাপ্নোতি তু ব্যবস্থাহেত্বভাবাৎ ব্যতিকরঃ।২২ কাণাদানাম্ অপি যদা একেন আত্মনা মনঃ সংযুজ্যতে, তদা আত্মান্তরৈরপি নান্তরীয়কঃ সংযোগঃ স্যাৎ, সন্নিধানাদ্যবিশেষাৎ।২৩ ততশ্চ হেত্ববিশেষাৎ ফলাবিশেষঃ ইতি একস্য আত্মনঃ সুখদুঃখযোগে সর্ব্বাত্মনামপি সমানং সুখদুঃখিত্বং প্রসজ্যেত।২৪॥২।৩।৫০॥

ভাষ্যানুবাদ

ব্যবস্থাকে জানিতে পারা যায় না (১৯)।১৯ কিন্তু কোনপ্রকার যুক্তির দ্বারা ব্যবস্থার কথা বলিতে হইবে।২০ [সাংখ্যী বলেন—এই স্থলে কোনপ্রকার যুক্তির প্রবৃত্তি হইতে পারে না, কারণ প্রধান কোন পুরুষকে ভোগ এবং অপরকে মোক্ষপ্রদান করে, এই নিয়ম অনাদি। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] কিন্তু [তত্তৎ পুরুষের বন্ধমোক্ষ নিয়মনের জন্য] যুক্তি না থাকিলে [ভোগ ও মোক্ষবিষয়ে অনাদি অনিয়মও অঙ্গীকৃত হইতে পারে বলিয়া] অভিলষিত যে পুরুষের মোক্ষ, তাহা না হউক, ইহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে।২১ [অতএব বিভিন্ন পুরুষের বিভিন্নকালে বন্ধ মোক্ষ সুখ ও দুঃখাদির] ব্যবস্থার প্রতি কোন হেতু না থাকায় [তাহাদের] সাঙ্কর্য্য (—নিয়মিত ব্যবস্থার অভাব) কিন্তু প্রাপ্ত হইতেছে।২২

[সিঃ—বৈশেষিকমতে ভোগসাঙ্কর্য্য প্রদর্শন।]

কাণাদগণের মতবাদেও যখন একটী আত্মার সহিত মন সংযুক্ত হয়, তখন অন্য আত্মাসকলের সহিত নান্তরীয়ক (—অবশ্যম্ভাবী) সংযোগ হইয়া পড়িবে, যেহেতু [বিভু আত্মাসকলের সহিত মনের] সন্নিধি প্রভৃতির কোন বিশেষ নাই (—বিভু আত্মদ্রব্যসকলের সহিত অণু মনোদ্রব্যের সংযোগ সমানভাবেই হইয়া পড়ে)।২৩ আর সেইহেতু [আত্মমনঃসংযোগরূপ] হেতুর কোন বিশেষ না থাকায় [সুখাদি] ফলেরও ভেদ থাকিবে না, এইপ্রকারে এক আত্মার সহিত সুখদুঃখের সংযোগ হইলে সকল আত্মারই সমানভাবে সুখিত্ব দুঃখিত্ব হইয়া পড়িবে।২৪॥২।৩।৫০॥

ভাবদীপিকা

প্রদান করিবে, তাহার ভোগ হইবে এবং ভোগপ্রদানান্তে নর্ত্তকীর ন্যায় (সাং কাঃ ৫৯) যে পুরুষের নিকট হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহার মোক্ষ হইবে। এইপ্রকারে ব্যবস্থা (—নিয়মিত প্রবৃত্তিবশতঃ ফলসাঙ্কর্য্যের অভাব) হইবে।

(১৯) **সিদ্ধান্তী**র ভাব এই—তোমার ইচ্ছামত এইপ্রকার ব্যবস্থা অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না, কারণ জড় প্রধান কোন্ পুরুষকে ভোগপ্রদান করিতে হইবে, কাহাকে মোক্ষপ্রদান করিতে হইবে, ইহা অবগত হইয়া প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যদি তজ্জন্য তাহার প্রবৃত্তি অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে সকল পুরুষের যুগপৎ ভোগ বা যুগপৎ মোক্ষ অঙ্গীকার করিতে হইবে, কারণ যাহা অচেতন তাহা নিয়ামক হইতে পারে না এবং প্রধানের কোন নিয়ামকও

শাঙ্করভাষ্যম্—স্যাদেতৎ, অদৃষ্টনিমিত্তঃ নিয়মঃ ভবিষ্যতি ইতি ।১ ন, ইতি আহ—

ভাষ্যানুবাদ—[পূর্ব্ববাদী বলিতেছেন—] আচ্ছা, এইপ্রকার হইতে পারে—অদৃষ্টরূপ নিমিত্তবশতঃ নিয়ম হইবে (—যে সর্ব্বব্যাপী আত্মার অদৃষ্টবশতঃ তাহার সহিত মনের সংযোগ হইবে, সেই আত্মারই সুখদুঃখাদিভোগ হইবে, অপর আত্মার নহে ; এইপ্রকারে ব্যবস্থা সিদ্ধ হইবে)।১ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন—না, তাহা বলিতে পার না ; [যেহেতু]

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥২।৩।৫১॥

সূত্রার্থ—[সাংখ্যমতে প্রধানসমবেতম্ অদৃষ্টং, তস্য সর্ব্বাত্মসাধারণ্যাৎ] **অদৃষ্টা-নিয়মাৎ**—অদৃষ্টস্য অনিয়মাৎ [ফলানিয়মঃ তদবস্থঃ এব । বৈশেষিকমতেঽপি অদৃষ্টহেতু মনঃসংযোগস্য সর্ব্বাত্মাবিশেষাৎ 'ইদম্ অস্য অদৃষ্টম্, ইদম্ অস্য ন', ইতি এবংরূপস্য] **অদৃষ্টানিয়মাৎ**—অদৃষ্টনিয়মস্য অভাবাৎ [ফলানিয়মঃ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[সাংখ্যমতে অদৃষ্ট প্রধানে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অবস্থান করে, তাহা (—সেই প্রধান) সকল আত্মার প্রতি সাধারণ হওয়ায়] **অদৃষ্টানিয়মাৎ**—অদৃষ্টের নিয়ম (—এই অদৃষ্ট এই আত্মার, এইপ্রকার ব্যবস্থা) না থাকায় [ফলের অনিয়ম (—অব্যবস্থা) সেই অবস্থাতেই থাকিয়া যায় । বৈশেষিকমতেও—অদৃষ্টের হেতুভূত [বিভু আত্মার সহিত] মনের সংযোগ সকল আত্মার প্রতি সমান হওয়ায় 'এইটী ইহার অদৃষ্ট, এইটী ইহার নহে', ইত্যাদি এইপ্রকার] **অদৃষ্টানিয়মাৎ**—অদৃষ্টবিষয়ক নিয়মের অভাববশতঃ [ফলের অনিয়ম হইয়া পড়ে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বহুষু আত্মসু আকাশবৎ সর্ব্বগতেষু প্রতিশরীরং বাহ্যাভ্যন্তরা-বিশেষেণ সন্নিহিতেষু মনোবাক্কায়ৈঃ ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণম্ অদৃষ্টম্ উপার্জ্জ্যতে ।১ সাংখ্যানাং তাবৎ তৎ অনাত্মসমবায়ি প্রধানবর্ত্তি ।২ প্রধানসাধারণ্যাৎ ন প্রত্যাত্মং সুখদুঃখোপভোগস্য নিয়ামকম্ উপপদ্যতে ।৩ কাণাদানাম্ অপি পূর্ব্ববৎ সাধারণেন আত্মমনঃসং-যোগেন নির্ব্বর্ত্তিতস্য অদৃষ্টস্য অপি 'অস্যৈব আত্মনঃ ইদম্ অদৃষ্টম্' ইতি নিয়মে হেত্বভাবাৎ এষঃ এব দোষঃ ।৪॥২।৩।৫১॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সাংখ্য ও বৈশেষিকমতে অঙ্গীকৃত অদৃষ্টও ভোগসাংকর্য্যের নিয়ামক নহে।]

আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত এবং প্রত্যেক শরীরে বাহিরে ও ভিতরে অবিশেষ-ভাবে (—সমানভাবে) সন্নিহিত বহু আত্মাতে মন বাক্য ও শরীরের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট উপার্জ্জিত হয় ।১ সাংখ্যগণের মতে তাহা (—সেই অদৃষ্ট)

ভাবদীপিকা

স্বমতে অঙ্গীকৃত হয় না। সুতরাং তোমাদের মতে প্রধানের প্রবৃত্তি যদি স্বহিতার্থ্যাপাদক হয়, যদি অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ হয়, সেই জন্য তোমরাই দায়ী।

ভাষ্যানুবাদ

আত্মাতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে না, কিন্তু প্রধানে অবস্থান করে।২ [সেই] প্রধান [সকল আত্মার প্রতি] সাধারণ হওয়ায় [তৎস্থিত অদৃষ্ট] প্রত্যেক আত্মাতে সুখদুঃখোপভোগের নিয়ামক হইবে, ইহা সঙ্গত নহে (২০)।৩ কাণাদমতাবলম্বিগণের মতেও পূর্ব্বের ন্যায় (—২।৩।৫০ সূঃ ২৩ বাক্যে বর্ণিত আত্মমনঃসংযোগের ন্যায়, সকল বিভু আত্মাতে] সাধারণ আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা উৎপাদিত অদৃষ্টেরও 'এই অদৃষ্ট এই আত্মারই', এইপ্রকার নিয়মের প্রতি হেতু না থাকায় এই [ভোগসাঙ্কর্য্য] দোষ হইয়াই পড়ে (২১)।৪॥২।৩।৫১॥

শাঙ্করভাষ্যম্—স্যাদেতৎ, 'অহম্ ইদং ফলং প্রাপ্নবানি', 'ইদং পরিহরাণি', 'ইত্থং প্রযতৈ', 'ইত্থং করবাণি', ইতি এবংবিধাঃ অভিসন্ধ্যাদয়ঃ প্রত্যাত্মং প্রবর্ত্তমানাঃ অদৃষ্টস্য আত্মনাং চ স্বস্বামিভাবং নিয়ংস্যন্তি ইতি।১ ন ইতি আহ –

[পুঃ—আসক্তি প্রভৃতির দ্বারা তজ্জনিত অদৃষ্ট নিয়মিত হওয়ায় ভোগসাঙ্কর্য্য হয় না।]

ভাষ্যানুবাদ—[শঙ্কা] আচ্ছা, এইপ্রকার হইতে পারে—'আমি যেন এই ফল প্রাপ্ত হই', 'ইহা যেন পরিহার করিতে পারি', 'এইপ্রকার প্রযত্ন যেন করিতে পারি', 'এইপ্রকার অনুষ্ঠান যেন করিতে পারি', ইত্যাদি এইপ্রকার যে প্রত্যেক আত্মাতে প্রবর্ত্তিত অভিসন্ধি (—অভিপ্রায়, ও আসক্তি] প্রভৃতি, তাহারা অদৃষ্টের ও আত্মাসকলের মধ্যে স্ব-স্বামিভাবকে (—ভোক্তৃভোগ্যভাবকে) নিয়মন করিবে, [ফলেভোগসাঙ্কর্য্য হইবে না] ইত্যাদি।১ [তদুত্তরে ভগবান্ সূত্রকার] বলিতেছেন—তাহা বলা যায় না; [যেহেতু]

ভাবদীপিকা

(২০) **সাংখ্যী** যদি বলেন—অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বুদ্ধিরূপ উপাধিবশতঃ তোমরা যেপ্রকারে ভোগসাঙ্কর্য্য নিরাকরণ কর (২।৩।৪৯ সূঃ), আমরাও তদ্রূপ প্রধানের কার্য্যভূত বুদ্ধির (—মহত্তত্ত্বের) দ্বারা তাহা উপপাদান করিব ; যেহেতু অদৃষ্ট সেই বুদ্ধিতে আশ্রিত এবং বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হওয়াই পুরুষের ভোগ। সুতরাং যে বুদ্ধিতে যে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হইবে, সেই বুদ্ধিতে আশ্রিত অদৃষ্টপ্রভাবে সেই বুদ্ধিবিশেষের পরিণামভূত সুখদুঃখাদির ভোগ সেই পুরুষেরই হইবে, অপরের নহে। অতএব আমাদের মতে ভোগসাঙ্কর্য্য আপতিত হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—বহু বিভু পুরুষের সন্নিধানে যে বুদ্ধি অবস্থান করে, তাহাতে যে একটীমাত্র পুরুষের প্রতিবিম্বপাত হইবে, সকল পুরুষের নহে, ইহা নিয়মন করিতে পারা যায় না। বুদ্ধ্যাশ্রিত অদৃষ্টকে উক্ত ব্যাপারের নিয়ামক বলা যায় না, কারণ একাশ্রিত অদৃষ্ট অপরকে নিয়মন করিলে লোকব্যবহারের বিলোপ হইয়া পড়িবে। জড় অদৃষ্ট কোন কিছুর নিয়ামক হইলে সর্ব্বানুভববিরুদ্ধ জড়ের কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি। অতএব সাংখ্যমতে ভোগসাঙ্কর্য্য দুর্ব্বারই হইয়া পড়ে।

(২১) এই স্থলে **সিদ্ধান্তীর** অভিপ্রায় এই—অদৃষ্ট, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রযত্ন হইতে উৎপন্ন (১৭ ভাবদীঃ)। শরীরাবচ্ছেদে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই প্রযত্ন প্রভৃতির

অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥২।৩।৫২॥

পদচ্ছেদ—অভিসন্ধ্যাদিষু, অপি, চ, এবম্

সূত্রার্থ—চকারঃ—হেত্বর্থঃ, অপিশব্দঃ—অদৃষ্টং দৃষ্টান্তয়িতুং প্রযুক্তঃ। **অভিসন্ধ্যাদিষু**—সাধারণমনঃসংযোগসাধ্যেষু অভিপ্রায়াদিষু, **এবম্**—অদৃষ্টনিয়মহেতুত্বাভাবঃ দোষঃ তদবস্থঃ।

অনুবাদ—চ—যেহেতু, **অপি**—শব্দটী অদৃষ্টকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। **অভিসন্ধ্যাদিষু**—[সকল আত্মার প্রতি] সাধারণ যে মনঃসংযোগ, তৎসাধ্য অভিপ্রায় প্রভৃতিতে, **এবম্**—অদৃষ্টকে নিয়মন করিবার হেতুতা না থাকারূপ দোষ সেই অবস্থাতেই থাকিয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

অভিসন্ধ্যাদীনাম্ অপি সাধারণেনৈব আত্মমনঃসংযোগেন সর্বাত্মসন্নিধৌ ক্রিয়মাণানাং নিয়মহেতুত্বানুপপত্তেঃ উক্তদোষানুসঙ্গঃ এব ॥২।৩।৫২॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সর্বাত্মসাধারণ অভিপ্রায় ও আসক্তি প্রভৃতি অদৃষ্টের নিয়ামক না হওয়ায় ভোগসাঙ্কর্য্য দুর্বার।]

[একের দেহে অপর বিভু আত্মার অন্তর্ভাব থাকায় সকল আত্মাতে] সাধারণ যে আত্মমনঃসংযোগ, তাহার দ্বারা সকল আত্মার সন্নিধানে ক্রিয়মাণ যে অভিসন্ধি (—অভিপ্রায়, ও আসক্তি] প্রভৃতি, [সকল আত্মাতে সমান হইয়া পড়ায়] তাহাদেরও [অদৃষ্টকে] নিয়মন করিবার হেতুতা সঙ্গত না হওয়ায় (—তাহারা অদৃষ্টকে নিয়মন করিতে পারে না বলিয়া, অদৃষ্টের অনিয়ামকতারূপ এবং তাহার ফলে ভোগসাঙ্কর্য্যরূপ] দোষের অনুষঙ্গ (—প্রাপ্তি) হইয়াই পড়ে ॥২।৩।৫২॥

প্রদেশাদিতিচেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥২।৩।৫৩॥

পদচ্ছেদ—প্রদেশাৎ, ইতি, চেৎ, ন, অন্তর্ভাবাৎ।

সূত্রার্থ—[নমু আত্মনাং বিভুত্বেঽপি স্বস্বশরীরাবচ্ছিন্নে এব আত্মপ্রদেশে অভিসন্ধ্যাদিহেতুমনঃসংযোগঃ ভবতি। অতঃ] **প্রদেশাৎ**—শরীরাবচ্ছিন্নমনঃসংযুক্তাত্মপ্রদেশাৎ [অভিসন্ধ্যাদীনাম্ অদৃষ্টস্য সুখদুঃখয়োশ্চ ব্যবস্থা ভবিষ্যতি], **ইতি চেৎ ?** [তত্র সিদ্ধান্তে]—**ন, অন্তর্ভাবাৎ**—বিভূনাং সর্বাত্মনাং সর্বশরীরেষু অন্তর্ভাবাৎ ['অস্য আত্মনঃ ইদং শরীরম্', ইতি নিয়মাভাবাৎ প্রদেশকল্পনা ন সম্ভবতি ইতি উক্তঃ সঙ্করঃ তদবস্থঃ এব। অস্মৎপক্ষে তু জীবভেদস্য পরিচ্ছিন্নান্তঃকরণোপাধিকত্বেন ন সঙ্করঃ। অতঃ অবিদ্যানিমিত্তজীবভাবব্যুদাসেন ব্রহ্মভাবম্ এব জীবস্য প্রতিপাদয়তঃ তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতিজাতস্য "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫), ইতি আবিদ্যকভেদানুবাদিশ্রুতিজাতেন ন বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্].

ভাবদীপিকা

উৎপত্তি সম্ভব, ইহা তোমরা অঙ্গীকার কর। কিন্তু একটী সর্বব্যাপী আত্মার সহিত মনের সংযোগকালে তাহা বস্তুতঃ সকল সর্বব্যাপী আত্মার সহিতই হইয়া পড়ে বলিয়া 'এই আত্মমনঃসংযোগ এই আত্মার', ইহা নিয়মিত হইতে পারে না। তাহা সকল আত্মার সাধারণ হইয়া পড়ে, ফলে তজ্জনিত অদৃষ্ট প্রভৃতিও সর্বাত্মসাধারণ হইয়া পড়ে বলিয়া ভোগসাঙ্কর্য্য দুর্বারই হইয়া পড়ে।

অনুবাদ—[যদি বলা হয়—আত্মাসকল সর্ব্বব্যাপী হইলেও নিজ নিজ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই অভিপ্রায় প্রভৃতির হেতুভূত মনঃসংযোগ হইয়া থাকে। সেইহেতু] **প্রদেশাৎ**—শরীরের দ্বারা সীমাবদ্ধ মনঃসংযুক্ত আত্মপ্রদেশ হইতে [অভিপ্রায় প্রভৃতি এবং অদৃষ্ট ও সুখদুঃখের ব্যবস্থা হইবে (—যে শরীরের মধ্যে আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে, সেই সংযোগজনিত অভিপ্রায় প্রভৃতি সেই শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মার অদৃষ্টকে ও তদ্দ্বারা তাহার সুখদুঃখকে নিয়মন করিবে], **ইতি চেৎ**—এই প্রকার যদি বলা হয়? [সেই বিষয়ে সিদ্ধান্তী বলেন—] **ন**— না, তাহা বলা যায় না, **অন্তর্ভাবাৎ**—যেহেতু সর্ব্বব্যাপী আত্মাসকল সকল শরীরে অন্তর্গত থাকায় ['এই শরীরটী এই আত্মার', এইপ্রকার নিয়ম থাকে না বলিয়া [সেই সেই আত্মা ও সেই সেই মনের সংযোগের জন্য] আত্মপ্রদেশের কল্পনা সম্ভব হয় না, এইহেতু পূর্ব্বোক্ত ভোগসাঙ্কর্য্য সেই অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। [সিদ্ধান্তী] আমাদের পক্ষে কিন্তু জীবের বিভিন্নতা পরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণরূপ উপাধিজনিত হওয়ায় (২।৩।৪৯ সূঃ) সাঙ্কর্য্য হয় না। অতএব অজ্ঞান যাহার হেতু, সেই জীবভাবের নিরাকরণদ্বারা জীবের ব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করে যে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিসকল, "আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি আবিদ্যক ভেদের অনুবাদকারী শ্রুতিসকলের সহিত তাহাদের বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথ উচ্যেত-বিভুত্বেঽপি আত্মনঃ শরীরপ্রতিষ্ঠেন মনসা সংযোগঃ শরীরাবচ্ছিন্নে এব আত্মপ্রদেশে ভবিষ্যতি; অতঃ প্রদেশকৃতা ব্যবস্থা অভিসন্ধ্যাদীনাম্ অদৃষ্টস্য সুখদুঃখয়োশ্চ ভবিষ্যতি ইতি।১ তদপি ন উপপদ্যতে।২ কস্মাৎ?৩ অন্তর্ভা-

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—বিভু আত্মার শরীরাবচ্ছিন্ন যে অংশে মনঃসংযোগ হয়, সেই অংশেই আসক্তি প্রভৃতির উৎপত্তিদ্বারে অদৃষ্টের নিয়মন হওয়ায় ভোগসাঙ্কর্য্য হয় না।]

আর যদি বলা হয়—সর্ববব্যাপী হইলেও শরীরে অবস্থিত মনের সহিত [আত্মার] যে সংযোগ, তাহা শরীরের দ্বারা সীমাবদ্ধ আত্মাংশেই হইবে; এইহেতু অভিপ্রায় প্রভৃতির, [তাহার দ্বারা] অদৃষ্টের এবং [তাহার দ্বারা] সুখ ও দুঃখের প্রদেশকৃত ব্যবস্থা হইবে (২২) ইত্যাদি।১

ভাবদীপিকা

(২২) **বৈশেষিকের অভিপ্রায় এই—আত্মাসকল** সর্ব্বগত (—বিভু) হইলেও তাহাদের ভোগসাধন যে অণুপরিমাণ মন, তাহা প্রত্যেক আত্মার একটীই। বিভু আত্মার শরীরাবচ্ছিন্ন (—শরীরের দ্বারা সীমাবদ্ধ) যে অংশে সেই মনের সহিত সংযোগ হয়, সেই-অংশেই অভিপ্রায় ও আসক্তি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তাহারাই অদৃষ্টকে নিয়মনকরতঃ সেই আত্মার ভোগকে নিয়মন করে। সেই বিভু আত্মা অন্য শরীরে বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহার মনঃসংযুক্ত সেই অংশ অন্য শরীরে থাকে না বলিয়া, সেই অন্য শরীরে সেই আত্মার অভিপ্রায় প্রভৃতি উৎপন্ন হয় না, ফলে সেই অন্য শরীরে সেই আত্মার ফলভোগ সম্ভব হয় না বলিয়া ভোগসাঙ্কর্য্য দোষ হয় না। এইরূপে আত্মার প্রদেশকৃত (—আত্মার মনঃসংযুক্ত অংশকৃত) ব্যবস্থা হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ষাৎ ।৪ বিভুত্বাবিশেষাৎ হি সর্ব্বে এব আত্মানঃ সর্ব্বশরীরেষু অন্তর্ভবতি ।৫ তত্র ন বৈশেষিকৈঃ শরীরাবচ্ছিন্নঃ অপি আত্মনঃ প্রদেশঃ কল্পয়িতুং শক্যঃ ।৬ কল্প্যমানঃ অপি অয়ং নিষ্প্রদেশস্য আত্মনঃ প্রদেশঃ কাল্পনিকত্বাৎ এব ন পারমার্থিকং কার্য্যং নিয়ন্তুং শক্নোতি ।৭ শরীরম্ অপি সর্ব্বাত্মসন্নিধৌ উৎপদ্যমানম্ 'অস্যৈব আত্মনঃ ন ইতরেষাম্', ইতি ন নিয়ন্তুং শক্যম্ ।৮ প্রদেশবিশেষা-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—নিরবয়ব বিভু আত্মার অংশ অসম্ভব হইলেও, তাহা অঙ্গীকারকরতঃ ভোগসাঙ্কর্য্য প্রদর্শন ।]

সিদ্ধান্ত—[তদুত্তরে বলিব] তাহাও সঙ্গত হইতেছে না ।২ কেন হইতেছে না ?৩ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু প্রবিষ্ট থাকে ।৪ [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেহেতু অবিশেষভাবে সর্ববব্যাপী হওয়ায় সকল আত্মাই সকল শরীরে প্রবিষ্ট থাকে ।৫ তাহাতে (সকল আত্মাই সকল দেহে প্রবিষ্ট থাকিলে) বৈশেষিকগণ-কর্ত্তৃক আত্মার শরীরাবচ্ছিন্ন অংশও কল্পিত হইতে সমর্থ হয় না (—তাঁহারা তাদৃশ অংশ কল্পনা করিতে সমর্থ হন না, কারণ একই শরীরে সকল বিভু আত্মার বর্ত্তমানতা-বশতঃ সেই শরীরাবচ্ছেদে মনঃসংযোগও সকল বিভু আত্মার সহিতই হইয়া পড়ে বলিয়া কোন নিয়ামক না থাকায় কোন বিশেষ একটী আত্মার অংশ কল্পিত হইতে পারে না ।৬ এক্ষণে তাদৃশ অংশকল্পনা অঙ্গীকার করিয়াও দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] নিষ্প্রদেশ (—অংশাংশিভাবরহিত, নিরবয়ব) আত্মার এই অংশ কল্পিত হইলেও কাল্পনিক হওয়ায় তাহা [অভিসন্ধি, আসক্তি ও অদৃষ্ট প্রভৃতি] পারমার্থিক কার্য্যকে নিয়মন করিতে সমর্থ হয় না ।৭ [যদি বলা হয়—একটী শরীরে সকল বিভু আত্মা প্রবিষ্ট থাকিলেও, সেই শরীরাবচ্ছেদে যে অভিসন্ধি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহারা সেই শরীরস্বামী আত্মারই হইবে, ফলে ভোগ হইবে সেই আত্মারই, অপর আত্মার নহে। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] সকল [বিভু] আত্মার সন্নিধানে যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'এই আত্মারই, অন্য সকলের নহে,' এইপ্রকারে নিয়মন করিতে পারা যায় না (২৩) ।৮ আর [নিরবয়ব

ভাবদীপিকা

(২৩) বৈশেষিক বলেন—পূর্ব্বজন্মের অদৃষ্টবশতঃ ইহ জন্মে 'এই আত্মার দেহ এইটী', এইপ্রকারে দেহের নিয়মন হইবে। নিয়ামক সেই অদৃষ্টও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দেহসম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে, কারণ দেহাবচ্ছেদে আত্মমনঃসংযোগই প্রকৃষ্টদ্বারে অদৃষ্টের হেতু। এইপ্রকারে তত্তৎ আত্মার তত্তৎ দেহসম্বন্ধ ও তাহার নিয়ামক অদৃষ্টকে বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদিরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। সুতরাং কোন দোষ হয় না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—বীজাঙ্কুরের কার্য্যকারণভাব দৃষ্ট পদার্থ হওয়ায় তাহার অনাদিতা অঙ্গীকৃত হইলেও অদৃষ্ট ও শরীরসম্বন্ধের মধ্যে এতাদৃশ নিয়ম্য-নিয়ামকভাব পরিদৃষ্ট না হওয়ায় এইপ্রকারে অনাদিতা অঙ্গীকার অন্ধপরম্পরার ন্যায় নিরর্থক। শঙ্কা—কিন্তু আগমপ্রমাণের অনুরোধে এই

শাঙ্করভাষ্যম্

ভ্যুপগমেঽপি চ দ্বয়োঃ আত্মনোঃ সমানসুখদুঃখভাজোঃ কদাচিৎ একেনৈব তাবৎ শরীরেণ উপভোগসিদ্ধিঃ স্যাৎ, সমানপ্রদেশস্যাপি দ্বয়োঃ আত্মনোঃ অদৃষ্টস্য সম্ভবাৎ।৯ তথাহি দেবদত্তঃ যস্মিন্ প্রদেশে সুখদুঃখম্ অন্বভূৎ, তস্মাৎ প্রদেশাৎ অপক্রান্তে তচ্ছরীরে, যজ্ঞদত্তশরীরে চ তং প্রদেশম্ অনুপ্রাপ্তে, তস্যাপি ইতরেণ সমানঃ সুখদুঃখানুভবঃ দৃশ্যতে ; সঃ ন স্যাৎ যদি দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োঃ সমানপ্রদেশম্ অদৃষ্টং ন স্যাৎ।১০ স্বর্গাদ্যনুপভোগ-

ভাষ্যানুবাদ

আত্মার স্থির] প্রদেশবিশেষ (—অংশভেদ) অঙ্গীকার করিলেও সমানসুখদুঃখভাগী দুইটী আত্মার কদাচিৎ একটী শরীরদ্বারাই উপভোগ সিদ্ধ হইয়া পড়িবে, যেহেতু দুইটী আত্মার সমানপ্রদেশবিশিষ্ট (—একই স্থানে ভোগপ্রদানকারী) অদৃষ্টও সম্ভব।৯ [দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] যেমন দেখ, দেবদত্ত [হিমশীতল গৃহ, বা বহ্নিতপ্ত কটাহরূপ] যে প্রদেশে সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিল, তাহার শরীর সেই প্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে এবং যজ্ঞদত্তের শরীর সেই প্রদেশকে প্রাপ্ত হইলে, তাহারও অপরের (—দেবদত্তের) সহিত সমান সুখদুঃখের অনুভব পরিদৃষ্ট হয়, তাহা [কিন্তু] হইতে পারিত না যদি দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের সমানপ্রদেশবিশিষ্ট অদৃষ্ট না থাকিত (২৪)।১০ আবার প্রদেশবাদীর (—আত্মার

ভাবদীপিকা

নিয়ম্য-নিয়ামকভাবকে অনাদিরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—আগমবলে আত্মার একত্বই সিদ্ধ হয় বলিয়া বহু বিভু আত্মা অঙ্গীকারকরতঃ তাহাদের ভোগসাঙ্কর্য্য নিরাকরণের জন্য এইপ্রকারে অনাদিতাঅঙ্গীকারের প্রসঙ্গই উঠে না। আচ্ছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তোমার মতে শরীরাবচ্ছিন্ন যে আত্মাংশে মনঃসংযোগবশতঃ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, সেই আত্মাংশ **১। চলনশীল, অথবা ২।** স্থির ? **প্রথম** পক্ষ সঙ্গত নহে, কারণ বিভু, সুতরাং অচল আত্মার অংশ চলনশীল হইতে পারে না। তাহা কল্পনা করিলে আত্মাকে অণুপরিমাণ কল্পনা করিতে হইবে ; ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। **দ্বিতীয়** পক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—**প্রদেশবিশেষ**—'আর নিরবয়ব' ইত্যাদি (৯ বাক্য)।

(২৪) **সিদ্ধান্তিকর্তৃক** দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্তের দৃষ্টান্তাবলম্বনে একই দেশে ভোগপ্রদানকারী অদৃষ্টও সম্ভব, ইহা প্রদর্শিত হইল। দার্ষ্টান্তিকেও তদ্রূপ অদৃষ্টবান্ স্থির আত্মাংশকে ত্যাগ করিয়া চলনশীল শরীর অন্য স্থলে গমন করিলে, অন্য কোন আত্মার অংশ, যাহা সেই অন্য স্থলে স্থির হইয়া বর্ত্তমান আছে এবং যাহার সেই শরীরে উপভোগযোগ্য অদৃষ্টও বর্ত্তমান আছে, তাহার সেই শরীরাবলম্বনেই ভোগ হইতে থাকিবে। বিভু আত্মার শরীরাবচ্ছিন্ন অংশ কল্পনা করিলে (২২ ভাবদীঃ) এইপ্রকারে একই শরীরে দুইটী আত্মার ভোগ স্বীকার্য্য হইয়া পড়িবে, ইহা আগম যুক্তি ও অনুভববিরুদ্ধ ; তুমি ইহা অঙ্গীকারও কর না। **বৈশেষিক** যদি বলেন—একই আত্মার অদৃষ্টবান্ অনেক স্থির অংশ বিদ্যমান আছে। শরীর তাদৃশ আত্মার

শাঙ্কর ভাষ্যম্

প্রসঙ্গশ্চ প্রদেশবাদিনঃ স্যাৎ ।১১ ব্রাহ্মণাদিশরীরপ্রদেশেষু অদৃষ্ট-নিষ্পত্তেঃ প্রদেশান্তরবর্ত্তিত্বাচ্চ স্বর্গাদ্যুপভোগস্য ।১২ সর্ব্বগতত্বানুপপত্তিশ্চ বহূনাম্ আত্মনাং দৃষ্টান্তাভাবাৎ ।১৩ বদ তাবৎ ত্বং কে বহবঃ সমানপ্রদেশাশ্চ ইতি ।১৪ রূপাদয়ঃ ইতি চেৎ ? ১৫ ন, তেষা-

ভাষ্যানুবাদ

স্থির অংশ অঙ্গীকারকারীর) মতে স্বর্গাদির উপভোগ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।১১ কারণ ব্রাহ্মণাদি শরীরপ্রদেশসকলে (—বিভু আত্মাসকলের ব্রাহ্মণাদিশরীরাবচ্ছিন্ন স্থির অংশসকলে) অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় এবং স্বর্গাদির উপভোগ হয় অন্য প্রদেশে (২৫) ।১২

[সিঃ—দৃষ্টান্তাভাববশতঃ বহু আত্মার বিভুত্ব (—বহু বিভু-আত্মবাদ) নিরাকরণ।]

আর বহু আত্মার সর্ব্বগতত্ব (—জীবাত্মা বহু ও বিভু, এই মতবাদ) যুক্তিসঙ্গত নহে ; যেহেতু [সেই বিষয়ে] দৃষ্টান্ত নাই (২৬) ।১৩ আচ্ছা, তুমিই বল—কাহারা বহু এবং একই দেশে বর্ত্তমান আছে।১৪ যদি বল—রূপ [ও রস] প্রভৃতিই

ভাবদীপিকা

একটী স্থির অংশ হইতে অপর স্থির অংশে গমন করে, ফলে এক শরীরে আত্মা একই হওয়ায় ভোগসাঙ্কর্য্য হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—বিভু হওয়ায় সকল আত্মারই স্থির অংশ-সকল সেই একই শরীরে বিদ্যমান আছে, স্বীকার করিতে হইবে। ফলে একই শরীরে সকল আত্মার ভোগ দুর্ব্বারই হইয়া পড়িবে। যদি বলা হয়—যে শরীরটী যে আত্মার, সেই শরীরে সেই আত্মার সহিত মনঃসংযোগ হইলে সেই আত্মারই ভোগ হইবে, অপর আত্মার নহে। সুতরাং ভোগসাঙ্কর্য্য হয় না। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—'এই শরীরটী এই বিভু আত্মার, অপরের নহে', ইহা নিয়মন করিতে পারা যায় না ; ইহা বলা হইয়াছে (৫ বাক্য দ্রঃ)। সমান যুক্তিবলে 'এই মনটী এই আত্মার', ইহাও নিয়মন করিতে পারা যায় না। আবার আত্মার নানা অংশ অঙ্গীকার করিলে তাহা সাবয়ব, সুতরাং বিনাশী হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি দোষসকল বৈশেষিকমতে আপতিত হইয়া পড়িবে।

(২৫) **সিদ্ধান্তীর** ভাব এই—বিভু আত্মার ব্রাহ্মণাদি শরীরাবচ্ছিন্ন যে স্থির অংশে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা সেই স্থির আত্মাংশেই থাকিয়া যায়। ফলে স্বর্গাদিদেশস্থ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাংশে ভোগপ্রদ অদৃষ্ট না থাকায় স্বর্গভোগ সম্ভব হয় না। অত্রস্থ আত্মাংশে উৎপন্ন অদৃষ্ট, আত্মা একই হওয়ায় স্থানান্তরস্থ (—স্বর্গাদিস্থ) শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাংশে ভোগ সম্পাদন করিবে, ইহাও বলা যায় না ; কারণ অদৃষ্ট ভোগশরীর হইতে দূরে অবস্থান করে, এই বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। অতএব আত্মার প্রদেশভেদ অঙ্গীকার করিলেও ভোগসাঙ্কর্য্য নিবারণ করা যায় না, ইহা সিদ্ধ হইল। এইরূপে আত্মা বহু ও সর্ব্বব্যাপী, এই মতবাদ অঙ্গীকার করিয়া তাহাতে দোষ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে "যাহা বহু তাহা সর্ব্বব্যাপী নহে, যথা ঘট", এই যুক্তি এবং "আমি এখানে (—এই পরিচ্ছিন্ন দেশে) বর্ত্তমান আছি", এই অনুভবের বলে কর্ত্তা ও ভোক্তা জীবাত্মা সর্ব্বব্যাপী নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—**সর্ব্বগতত্বা**—'আর বহু' ইত্যাদি (১৩ বাক্য)।

(২৬) তাহাতে **পূর্ব্ববাদী** বলেন—জীবাত্মা অণুপরিমাণ হইলে সুখাদির অনুভব সম্ভব

শাঙ্করভাষ্যম্

মপি ধর্ম্ম্যংশেন অভেদাৎ ।১৬ লক্ষণভেদাৎ চ ।১৭ ন তু বহূনাম্ আত্মনাং লক্ষণভেদঃ অস্তি ।১৮ অন্ত্যবিশেষবশাৎ ভেদোপপত্তিঃ ইতি চেৎ ।১৯ ন, ভেদকল্পনায়াঃ অন্ত্যবিশেষকল্পনায়াশ্চ ইতরে-

ভাষ্যানুবাদ

সেই বস্তু, [যেহেতু একই ঘটে একই কালে রূপ ও রস প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে ।১৫ তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, তাহা বলা যায় না, যেহেতু [স্ব স্ব] ধর্ম্মী অংশে (—ধর্ম্মিরূপে) তাহারা অভিন্ন (২৭) ।১৬ আর লক্ষণের ভেদবশতঃ 'বস্তুর বিভিন্নতা সিদ্ধ হয়' ।১৭ কিন্তু বহু আত্মার লক্ষণভেদ নাই (—প্রত্যেকের এক একটী লক্ষণ নাই), সেইহেতু তাহাদের বিভিন্নতা (—আত্মা অনেক, এই মতবাদ) সিদ্ধ হয় না] ।১৮

[সিঃ—বৈশেষিকসম্মত 'বিশেষ' পদার্থ নিরাকরণ। 'বিশেষ' বলেও আত্মার বিভিন্নতা সিদ্ধ হয় না।]

যদি বলা হয়—অন্ত্যবিশেষবশতঃ (২৮) [আত্মাসকলের মধ্যে] ভেদ উপপন্ন

ভাবদীপিকা

হইবে না। মধ্যমপরিমাণ হইলে বিনশ্বর হইয়া পড়িবে। অতএব পরিশেষন্যায়বলে তাহাকে বিভুরূপেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর বহুর বিভুত্ববিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত না থাকিলেও বহুর সমানদেশতা (—একই দেশে অবস্থিতি) বিষয়ে দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং আত্মা বহু ও সমান-দেশত্বরূপে (—বহু মূর্ত্ত পদার্থের সহিত একই দেশে অবস্থিতরূপে, অর্থাৎ বিভুরূপে) অঙ্গীকার্য্য। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলিতেছেন—**বাদ**—'আচ্ছা, তুমিই', ইত্যাদি (১৪ বাক্য)।

(২৭) **সিদ্ধান্তী**র অভিপ্রায় এই—**বৈশেষিক** তোমরা বলিতেছ—নিরবয়ব হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে প্রতিঘাত সম্ভব হয় না বলিয়া রূপ রসাদি গুণসকল যেমন একই দেশে একই কালে বর্ত্তমান থাকে, নিরবয়ব বিভু আত্মাসকলও এইরূপে একই দেশে ও একই কালে বর্ত্তমান থাকিতে পারিবে। তদুত্তরে **আমরা** বলিতেছি—তেজঃ প্রভৃতি ধর্ম্মীকে অবলম্বন করিয়া রূপ প্রভৃতি ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে এবং তেজঃ প্রভৃতি বর্ত্তমান না থাকিলে তাহারা থাকে না। সেইহেতু রূপ তেজোদ্রব্যই, রস জলদ্রব্যই, ইত্যাদি ইহা ২।২।১৭ সূত্রভাষ্যে প্রতিপাদিত হই-য়াছে। সুতরাং রূপ ও রস প্রভৃতি ধর্ম্ম (—গুণ) স্ব স্ব ধর্ম্মী (—গুণী) যে তেজঃ ও জল প্রভৃতি, তাহাদের সহিত অভিন্ন হওয়ায় তেজঃ প্রভৃতি দ্রব্যরূপ ধর্ম্মী হইতে ভিন্ন রূপ প্রভৃতির এবং তেজঃ প্রভৃতি দ্রব্যরূপ ধর্ম্মী হইতে ভিন্ন ঘট প্রভৃতির পৃথক সত্তা আমরা অঙ্গীকার করি না (ছাঃ ৬।৪।১-৪ দ্রঃ)। সেইহেতু উক্ত দৃষ্টান্ত অস্মৎসম্মত নহে। অতএব রূপরসাদি একই দেশে একই কালে বর্ত্তমান থাকে, ইহা বলিতে পার না। ফলে আত্মা বহু ও বিভু, এই মতবাদ সিদ্ধ হয় না।

(২৮) **বৈশেষিক**মতে **'বিশেষ'** এক স্বতন্ত্র পদার্থ, সংখ্যায় ইহারা অনন্ত। ক্ষিতি জল তেজঃ ও বায়ুর পরমাণুসকল, আকাশ দিক্ কাল আত্মা ও মন, এই সকল নিত্য দ্রব্যে থাকিয়া ইহারা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞান উৎপাদন করে। ইহারা স্বভাবতঃই ব্যাবর্ত্তক (—ভেদসম্পাদক), ইহাদের আর অন্য কিছু ব্যাবর্ত্তক নাই ; সেইহেতু ইহাদিগকে **'অন্ত্যবিশেষও'** বলা হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

তরাশ্রয়ত্বাৎ।২০ আকাশাদীনাম্ অপি বিভুত্বং ব্রহ্মবাদিনঃ অসিদ্ধং, কার্য্যত্বাভ্যুপগমাৎ।২১ তস্মাৎ আত্মৈকত্বপক্ষে এব সর্ব্বদোষাভাবঃ ইতি সিদ্ধম্।২২॥২।৩।৫৩॥ ইতি সপ্তদশম্ অংশাধিকরণম্।

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমহাভূত-জীবশ্রুতীনাং বিরোধপরিহারাখ্যঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ

হয়।১৯ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—] না, তাহা বলা যায় না; যেহেতু ভেদকল্পনা এবং অন্ত্যবিশেষ কল্পনার [মধ্যে] ইতরেতরাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে (২৯)।২০

[সিঃ—একাত্মবাদই সমীচীন। আকাশাদিও বিভুত্বে দৃষ্টান্ত না হওয়ায় বহু বিভু-আত্মবাদ অসিদ্ধ।]

দৃষ্টান্তের অভাববশতঃ বহু আত্মার বিভুত্ব নিরাকৃত হইয়াছে (১৩ বাক্য)। তাহাতে বৈশেষিক বলেন—আকাশ দিক্ ও কালই সেই দৃষ্টান্ত। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—] ব্রহ্মবাদীর নিকট আকাশ প্রভৃতিরও বিভুত্ব অসিদ্ধ, যেহেতু তাহারাও কার্য্যপদার্থরূপে (৩০) অঙ্গীকৃত। ['যাহা উৎপন্ন, তাহা বিভু নহে, যেমন ঘট,' ইহাই ভাব]। ২১ সেইহেতু (—বহু বিভু আত্মা অঙ্গীকার করিলেও ভোগসাঙ্কর্য্য ও কর্ম্মসাঙ্কর্য্য নিবারিত হয় না বলিয়া) আত্মার একত্বপক্ষেই সকলপ্রকার দোষের অভাব হয়, ইহা সিদ্ধ হইল (৩১)।২২॥২।৩।৫৩॥ অংশাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(২৯) **সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—(১)** অনাত্ম পদার্থ হইতে আত্মার ভেদসিদ্ধির জন্য 'বিশেষ' কল্পনা করা যায় না, কারণ আত্মা হওয়ায় তাহা স্বভাবতঃই অনাত্মা হইতে ভিন্ন। (২) আর আত্মাসকলের পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞানের জন্যও 'বিশেষ' কল্পিত হইতে পারে না, কারণ আত্মার ভেদ এখনও সিদ্ধ হয় নাই; তাহা সিদ্ধ করিবার জন্যই তুমি বিচার করিতেছ। সুতরাং যাহা বিদ্যমান নাই, তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া যে আত্মভেদ সিদ্ধই হয় নাই, তদ্বিষয়ক জ্ঞানের জন্যও বিশেষ কল্পিত হইতে পারে না। (৩) আবার "বিশেষের' বিভিন্নতাবশতঃই আত্মাসকলের বিভিন্নতা সিদ্ধ হয়", ইহাও বলা যায় না; যেহেতু আত্মবিষয়ক বিভিন্নতাজ্ঞান থাকিলেই বিভিন্ন আত্মাতে বিভিন্ন 'বিশেষ' সিদ্ধ হয় এবং 'বিশেষসকলের' মধ্যে বিভিন্নতা সিদ্ধ হইলেই আত্মবিষয়ক বিভিন্নতাজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এইপ্রকারে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হওয়ায় 'বিশেষ' নামক পদার্থ এবং আত্মার বিভিন্নতা, কোনটাই সিদ্ধ হয় না।

(৩০) **সিদ্ধান্তে** দিক্ ও আকাশ অভিন্ন পদার্থ (৩৮২ ও ৩৮৫ পৃঃ)। আর "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়, আকাশ উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাহা কার্য্য পদার্থ। অস্মদাদির অনুভবযোগ্য খণ্ডকালও সূত্রাত্মা হইতে উৎপন্ন হওয়ায় কার্য্যপদার্থ (৩৬৩ পৃঃ)।

[একাত্মবাদাঙ্গীকারে যুক্তি।]

(৩১) **সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—"যঃ বহূন্ কল্পয়তি কল্পয়তি অসৌ একম্"**—'যিনি বহু কল্পনা করেন, তিনি একও কল্পনা করেন', এই ন্যায়ানুযায়ী আত্মা এক, ইহা সর্ব্বসম্মত;

ভাবদীপিকা

যেহেতু ১। একের কল্পনাতে লাঘব হয়, ২। যেহেতু একের কল্পনাব্যতিরেকে বহুর কল্পনা সম্ভব নহে, ৩। যেহেতু বহু আত্মকল্পনাতেও সাঙ্কর্য্যদোষ নিরাকৃত হয় না এবং ৪। যেহেতু একাত্ম-কল্পনাতে তাহা নিরাকৃত হয়। কি প্রকারে? বলিতেছি—আকাশ এক হইলেও ভেরী ও বীণা প্রভৃতির উচ্চ ও মৃদু প্রভৃতি শব্দসকলের যেমন সাঙ্কর্য্য হয় না। তদ্রূপ আত্মা এক হইলেও বুদ্ধিরূপ উপাধির বিভিন্নতাবশতঃ কর্ত্তা ও ভোক্তা জীবরূপে যেন বিভিন্ন হইয়া পড়েন বলিয়া পরমাত্মা, জীবাত্মা ও জীবসকলের পরস্পরের মধ্যে ব্যবহারসাঙ্কর্য্য। (—কর্ম্মসাঙ্কর্য্য ও ভোগসাঙ্কর্য্য) হয় না। এইরূপে আত্মার একত্বপক্ষেই সর্ব্বদোষস্খালন সম্ভব হওয়ায় বহু আত্মা কল্পনা বৃথা। তাহা কল্পনার প্রতি কোন প্রমাণ নাই এবং ফলও নাই। যাহাহউক্ এই প্রকারে ভূত ও ভোক্তৃজীববিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের মধ্যে কোনপ্রকার বিরোধ না থাকায় অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুতে বেদান্তবাক্যসকলের সমন্বয় সিদ্ধ হইল।

অংশাধিকরণ সমাপ্ত

শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চমহাভূত ও জীববোধক শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ পরিহার নামক তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

"বিয়দাদিজগজ্জাতং জাতমজ্ঞানতো যতঃ।
তদস্মি নামরূপাদিবিরহি ব্রহ্ম নির্ভয়ম্" ॥

প্রাণাপানবিহীনায় প্রাণাপানস্বরূপিণে। ব্যোমবন্ধ্যাপুত্ররূপায় শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নমঃ॥

"যচ্ছ্রোত্রাদেরধিষ্ঠানং চক্ষুর্বাগাদ্যগোচরম্। স্বতোঽধ্যক্ষং পরং ব্রহ্ম নিত্যমুক্তং ভবামি তৎ"॥

পাদপ্রতিপাদ্য—লিঙ্গশরীর প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ পরিহার।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—এই অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের আদিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অবান্তর পাদসঙ্গতি—পূর্ব্বপাদে আকাশাদি মহাভূত ও ভোক্তা জীববিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ পরিহৃত হইয়াছে। এক্ষণে সেই আকাশাদি মহাভূত হইতে উৎপন্ন লিঙ্গশরীরবিষয়ক (—ইন্দ্রিয়াদিবিষয়ক) শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ পরিহৃত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বপাদের সহিত এই পাদের **হেতুহেতুমদ্ভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

১। প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্। [১-৪ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—পরমেশ্বর হইতে মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে কর্ত্তা ও ভোক্তা জীবের স্বরূপ অবধারণ করিয়া এক্ষণে বুদ্ধিস্থ সেই কর্ত্তার উপভোগের সাধনভূত মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের উৎপত্তি প্রতিপাদিত হওয়ায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **বুদ্ধিস্থসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—ইন্দ্রিয় ও মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি ও অনুৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধপরিহারপূর্ব্বক মূলকারণ ব্রহ্মে শ্রুতিসমন্বয় দৃঢ়ীকৃত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের মুখ্যপাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। [অতঃপর তত্তৎ অধিকরণে ইহা স্বয়ং বুঝিয়া লইতে হইবে]।

ন্যায়মালা

কিমিন্দ্রিয়াণ্যনাদীনি সৃজ্যন্তে বা পরাত্মনা।
সৃষ্টেঃ প্রাগৃষিনাম্নৈষাং সত্ত্বোক্তেরনাদিতা॥
এক বুদ্ধ্যা সর্ব্ববুদ্ধের্ভৌতিকত্বাচ্ছ্রুতিশ্রুতেঃ।
উৎপদ্যন্তেঽথ সত্ত্বং প্রাগবান্তরসৃষ্টিতঃ॥

অন্বয়—কিম্ ইন্দ্রিয়াণি অনাদীনি, পরাত্মনা সৃজ্যন্তে বা? সৃষ্টেঃ প্রাক্ ঋষিনাম্না সত্ত্বোক্তেঃ এষাম্ অনাদিতা। একবুদ্ধ্যা সর্ব্ববুদ্ধেঃ, ভৌতিকত্বাৎ, শ্রুতিশ্রুতেঃ উৎপদ্যন্তে। অথ সত্ত্বং অবান্তরসৃষ্টিতঃ প্রাক্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অত্র প্রাণাঃ বিষয়ঃ। "ঋষয়ঃ বাব তে অগ্রে অসদাসীৎ.....প্রাণাঃ বাব ঋষয়ঃ" (শতঃ ব্রাঃ ৬।১।১), ইতি সৃষ্টেঃ পূর্ব্বম্ ইন্দ্রিয়াণাং সত্ত্বশ্রবণাৎ, "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মুঃ ২।১।৩), ইতি ইন্দ্রিয়াণাম্ উৎপত্তিশ্রবণাৎ চ সংশয়ঃ ভবতি—] কিম্ ইন্দ্রিয়াণি অনাদীনি পরাত্মনা সৃজ্যন্তে বা?

পূর্ব্বপক্ষ—সৃষ্টেঃ প্রাক্ ঋষিনাম্না সত্ত্বোক্তেঃ এষাম্ [ইন্দ্রিয়াণাম্] অনাদিতা [অবগম্যতে]।

সিদ্ধান্ত—['একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানং' তাবৎ ইন্দ্রিয়াণাম্ উৎপত্তৌ ন ঘটতে। "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪), ইত্যাদৌ ভূতকার্য্যত্বম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ শ্রূয়তে। "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ", ইতি চ স্পষ্টম্ এব ইন্দ্রিয়াণাং জন্মশ্রবণম্। অতঃ] একবুদ্ধ্যা সর্ব্ববুদ্ধেঃ, ভৌতিকত্বাৎ, শ্রুতিশ্রুতেঃ [চ ইন্দ্রিয়াণি] উৎপদ্যন্তে। অথ [ঋষিনাম্না যঃ] সত্ত্বং [সঃ] অবান্তরসৃষ্টিতঃ প্রাক্ [বোধ্যঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—[এখানে প্রাণসকল বিষয়। "অগ্রে (—সৃষ্টির পূর্ব্বে) সেই ঋষিগণই অসদ্রূপে (—অব্যক্তরূপে) বিদ্যমান ছিল....প্রাণসকলই সেই ঋষি", এইপ্রকারে সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়সকলের অস্তিত্ব শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় এবং "ইঁহা হইতে প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়সকল জন্মলাভ করে", এইপ্রকারে শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়সকলের উৎপত্তি বর্ণিত হওয়ায় সংশয় হয়—] ইন্দ্রিয়সকল কি অনাদি, অথবা পরমেশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় ?

পূর্ব্বপক্ষ—সৃষ্টির পূর্ব্বে ঋষিনামে অস্তিত্ব কথিত হওয়ায় ইহাদের (—ইন্দ্রিয়গণের) অনাদিতা অবগত হওয়া যাইতেছে।

সিদ্ধান্ত—[ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হইলে "একবিষয়কজ্ঞানে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান" সংঘটিত হয় না। "হে সোম্য, মন অন্নের কার্য্য," ইত্যাদি স্থলে ইন্দ্রিয়গণ [ক্ষিত্যাদি] ভূতের কার্য্য, ইহা শ্রুত হইতেছে। আর "ইঁহা হইতে প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়সকল জন্মগ্রহণ করে", এইপ্রকারে ইন্দ্রিয়সকলের জন্ম স্পষ্টই শ্রুত হইতেছে। এইহেতু] "একবিষয়ক জ্ঞানে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান" হওয়ায়, ভূত হইতে উৎপন্ন হওয়ায় এবং তাহাদের জন্ম শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় [ইন্দ্রিয়গণ] উৎপন্ন হয়। আর ঋষিনামে যে তাহাদের] অস্তিত্ব, [তাহা] অবান্তর সৃষ্টির পূর্ব্বে বুঝিতে হইবে।

ফলভেদ—২।৩।১ অধিকরণের ন্যায়। **ত্বংপদার্থের বিবেক** এই পাদস্থ অধিকরণসকলের বিচারজনিত ফল, যেহেতু লিঙ্গশরীর হইতে জীবচৈতন্য ভিন্ন, এইপ্রকার বিবেকজ্ঞানই এই বিচারসকল হইতে উদিত হয়।

তথা প্রাণাঃ ॥২।৪।১॥

সূত্রার্থ—["ঋষয়ঃ বাব তে অগ্রে অসদাসীৎ" (শতঃ ব্রাঃ ৬।১।১), ইতি প্রলয়েঽপি প্রাণস্থিতিশ্রুতেঃ "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩), ইতি প্রাণোৎপত্তিশ্রুত্যা বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; 'বিরোধঃ অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তথা**— "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ....খং বায়ুঃ", ইত্যুদাহৃতবাক্যস্থাকাশাদিবৎ, **প্রাণাঃ**—ইন্দ্রিয়াণি, মুখ্যশ্চ প্রাণঃ, [জায়ন্তে ; উৎপত্তিশ্রুতেঃ অবিশেষাৎ ইত্যর্থঃ। মুখ্যপ্রাণঃ প্রাণশব্দস্য মুখ্যার্থঃ, ইন্দ্রিয়েষু তস্য প্রয়োগঃ লাক্ষণিকঃ ইতি অভিধাস্যন্তি স্বয়মেব ভাষ্যকারাঃ]।

অনুবাদ—["অগ্রে এই ঋষিগণই অব্যক্তরূপে বিদ্যমান ছিল", এই যে প্রলয়কালেও প্রাণসকলের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) স্থিতিপ্রতিপাদিকা শ্রুতি, "ইঁহা হইতে মুখ্যপ্রাণ উৎপন্ন হয়", এই প্রাণের উৎপত্তি প্রতিপাদিকা শ্রুতির সহিত তাহার বিরোধ আছে, অথবা নাই ; এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'বিরোধ আছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তথা**—ইঁহা হইতে প্রাণ আকাশ ও বায়ু উৎপন্ন হয়", এই উদাহৃত বাক্যে বর্ণিত আকাশাদির ন্যায়, **প্রাণাঃ**—ইন্দ্রিয়সকল ও মুখ্যপ্রাণ [উৎপন্ন হয় ; যেহেতু উৎপত্তিবোধিকা শ্রুতির ভেদ নাই (—শ্রুতিতে এই সকলেরই উৎপত্তি সমানভাবে বর্ণিত হইয়াছে)। প্রাণশব্দের মুখ্যার্থ মুখ্যপ্রাণ, ইন্দ্রিয়সকলে তাহার প্রয়োগ লাক্ষণিক, ইহা ভগবান্ ভাষ্যকার স্বয়ংই বলিবেন। ২।৪।১৯ সূঃ ভাষ্য দ্রঃ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিয়দাদিবিষয়ঃ শ্রুতিবিপ্রতিষেধঃ তৃতীয়েন পাদেন পরিহৃতঃ।১ চতুর্থেন ইদানীং প্রাণবিষয়ঃ পরিহ্রিয়তে।২ তত্র তাবৎ "তৎ তেজঃ অসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩) ইতি, "তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১) ইতি চ এবমাদিষু উৎপত্তিপ্রকরণেষু প্রাণানাম্ উৎপত্তিঃ ন আম্নায়তে।৩ ক্বচিৎ চ অনুৎপত্তিঃ এব এষাম্ আম্নায়তে—"অসদ্ বৈ ইদম্ অগ্রে আসীৎ, তদাহুঃ কিং তৎ অসৎ আসীৎ ইতি, ঋষয়ঃ বাব তে অগ্রে অসৎ আসীৎ, তদাহুঃ কে তে ঋষয়ঃ ইতি, প্রাণাঃ বাব ঋষয়ঃ" (শতঃ ব্রাঃ ৬।১।১) ইতি।৪ অত্র প্রাগুৎপত্তেঃ প্রাণানাং সদ্ভাবশ্রবণাৎ।৫ অন্যত্র তু প্রাণানাম্ অপি উৎপত্তিঃ পঠ্যতে-"যথাগ্নেঃ জ্বলতঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চরন্তি, এবম্ এব এতস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ" (বৃঃ ২।১।২০) ইতি, "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মুঃ ২।১।৩) ইতি, "সপ্ত

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি। পূঃ—বিরোধবশতঃ শ্রুতি অপ্রমাণ। একদেশী—প্রাণ নিত্য, তাহাদের উৎপত্তিশ্রুতি গৌণী।]

আকাশাদিবিষয়ক শ্রুতির বিরোধ তৃতীয় পাদের দ্বারা পরিহৃত হইয়াছে।১ এক্ষণে চতুর্থ পাদের দ্বারা প্রাণবিষয়ক (—ইন্দ্রিয় ও মুখ্যপ্রাণবিষয়ক) বিরোধ পরিহৃত হইতেছে।২ সেই স্থলে (—শ্রুতিতে) "তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন" এবং "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল", ইত্যাদি এই উৎপত্তিপ্রতিপাদক প্রকরণসকলে প্রাণসকলের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) উৎপত্তি পঠিত হয় নাই।৩ আবার কোন স্থলে ইহাদের অনুৎপত্তিই পঠিত হইতেছে, যথা—"ইহা অগ্রে (—সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎ (—অনভিব্যক্তনামরূপ) ছিল, তাহাতে [ইদানীন্তন ব্রহ্মবাদিগণ] বলেন—তখন [যাহা] অসৎ ছিল, তাহা কি ? [উত্তর—] অগ্রে সেই প্রসিদ্ধ ঋষিগণ অসৎ ছিল, তাহাতে [উক্ত ব্রহ্মবাদিগণ] বলেন—সেই ঋষিগণ কে ? [উত্তর—] প্রাণসকলই ঋষি", ইত্যাদি।৪ [আচ্ছা, এই শ্রুতিতে তো অনুৎপত্তিবোধক কোন শব্দ নাই, সুতরাং ইহার বলে প্রাণসকলের অনুৎপত্তিকে কিপ্রকারে উপস্থাপন করিতেছ ? উত্তর—] যেহেতু এখানে (—উক্ত শ্রুতিবাক্যে) উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাণসকলের সদ্ভাব শ্রুত হইতেছে, [উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে না (১)]।৫ অন্যত্র কিন্তু "যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসকল নানাভাবে উদ্গত

ভাবদীপিকা

(১) ভাব এই—মহাভূত ও প্রাণ প্রভৃতির উৎপত্তি শ্রুতিমাত্রপ্রমাণগম্য। সেই শ্রুতিই যখন এই স্থলে স্পষ্টভাবে উৎপত্তির কথা বলিতেছেন না, তখন সেই বিষয়ে প্রমাণের অভাববশতঃ অনুৎপত্তিই প্রতীত হইতেছে। সেইহেতু উক্ত শতপথবাক্য প্রাণসকলের অনুৎপত্তিবোধকরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে (ভামতী)। যাহা বর্ত্তমানই থাকে, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না বলিয়া এই বাক্য অনুৎপত্তিবোধকরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" (মুঃ ২।১।৮) ইতি, "সঃ প্রাণম্ অসৃজত প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ুঃ জ্যোতিঃ আপঃ পৃথিবী ইন্দ্রিয়ং মনঃ অন্নম্" (প্রঃ ৬।৪), ইতি চ এবমাদিপ্রদেশেষু।৬ তত্র তত্র শ্রুতিবিপ্রতিষেধাৎ অন্যতরনির্দ্ধারণকারণানিরূপণাৎ চ অপ্রতিপত্তিঃ প্রাপ্নোতি।৭ অথবা প্রাগুৎপত্তেঃ সদ্ভাবশ্রবণাৎ গৌণী প্রাণানাম্ উৎপত্তিশ্রুতিঃ ইতি প্রাপ্নোতি।৮ অতঃ উত্তরম্ ইদং পঠতি - 'তথা প্রাণাঃ' ইতি।৯

ভাষ্যানুবাদ

হয়, এইপ্রকারেই এই আত্মা হইতে প্রাণসকল উদ্গত হয়", "ইঁহা হইতে প্রাণ (—মুখ্যপ্রাণ) মন ও ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হয়", "তাঁহা হইতে সাতটী প্রাণ (—কর্ণদ্বয় চক্ষুর্দ্বয় নাসাদ্বয় ও জিহ্বা) উদ্ভূত হয়", এবং "তিনি প্রাণকে (—সমষ্টি মুখ্যপ্রাণ ও সমষ্টি ইন্দ্রিয়ে অভিমানী হিরণ্যগর্ভকে) সৃষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধাকে সৃষ্টি করিলেন, [তদনন্তর পঞ্চীকৃত] আকাশ বায়ু তেজঃ জল পৃথিবী ইন্দ্রিয় মন ও অন্নকে সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি এই সকল স্থলে প্রাণসকলেরও উৎপত্তি পঠিত হইতেছে।৬ [পূর্ব্বপক্ষী বলেন -] সেই সেই স্থলে (—উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসকলে) শ্রুতির বিরোধ হয় বলিয়া এবং [সমবল হওয়ায়] ইহাদের মধ্যে কোন এক পক্ষের নির্দ্ধারণের প্রতি কারণ নিরূপিত হয় না বলিয়া অপ্রতিপত্তি (—নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের অভাব) প্রাপ্ত হইতেছে। [সুতরাং শ্রুতিসকল প্রমাণ নহে। ৭ তদুত্তরে একদেশী বলেন—] অথবা উৎপত্তির পূর্ব্বে অস্তিত্ব শ্রুত হওয়ায় প্রাণসকলের উৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্য গৌণ, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে (২)।৮

[সিঃ—সিদ্ধান্তবর্ণনারম্ভ। সূত্রে 'তথা' শব্দপ্রয়োগের অসামঞ্জস্য প্রদর্শন।]

সিদ্ধান্ত—এইহেতু (—এইপ্রকার বিরুদ্ধ মতবাদ প্রসক্ত হয় বলিয়া, ভগবান সূত্রকার] উত্তর দিতেছেন—"তথা প্রাণাঃ", ইত্যাদি।৯ আচ্ছা, এই স্থলে

ভাবদীপিকা

(২) একদেশীর অভিপ্রায় এই—উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রলয়কালে অনভিব্যক্তনামরূপাত্মক প্রাণসকলের অস্তিত্ববোধক বাক্যসকল (শতঃ ব্রাঃ ৬।১।১) তাহাদের অনুৎপত্তির প্রতি লিঙ্গপ্রমাণ হওয়ায় প্রাণসকলের জন্ম হয় না, ইহাই সিদ্ধ হয়। সেই লিঙ্গপ্রমাণকে অন্যথাসিদ্ধ বলা যায় না; কারণ তাহা অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যাত হয় না। পক্ষান্তরে উৎপত্তিবোধক বাক্যসকল অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়ে। কি প্রকারে? বলিতেছি—প্রলয়কালে বিদ্যমান থাকিলেও প্রাণসকলের ব্যবহার থাকে না, কিন্তু উৎপত্তিকালে তাহা থাকে, সেইহেতু প্রাণসকলের উৎপত্তিশ্রুতিকে 'উৎপত্তিকালে তাহাদের ব্যবহার হয়', এই অভিপ্রায়ে গৌণভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন জীব নিত্য হইলেও শরীরোৎপত্তিকে জীবের উৎপত্তি বলা হয় (৫৯০ পৃঃ ১১ বাক্য), তদ্রূপ। এইপ্রকারে অন্যভাবে ব্যাখ্যাত, সুতরাং অন্যথাসিদ্ধ হওয়ায় প্রাণোৎপত্তিবাক্যসকল তদনুৎপত্তিবাক্যসকলকে বাধিত করিতে পারে না। ফলে অনন্যথাসিদ্ধ, সুতরাং বলবান্ প্রাণানুৎপত্তিবাক্যসকলের বলে প্রাণসকলের জন্ম হয় না, তাহারা নিত্য, ইহাই সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

কথং পুনঃ অত্র 'তথা' ইতি অক্ষরানুলোম্যং, প্রকৃতোপমানাভাবাৎ? ১০ সর্ব্বগতাত্মবহুত্ববাদিদূষণম্ অতীতানন্তরপাদান্তে প্রকৃতম্।১১ তৎ তাবৎ ন উপমানং সম্ভবতি, সাদৃশ্যাভাবাৎ।১২ সাদৃশ্যে হি সতি উপমানং স্যাৎ, 'যথা সিংহঃ তথা বলবর্ম্মা' ইতি।১৩ অদৃষ্টসাম্যপ্রতিপাদনার্থম্ ইতি যদি উচ্যেত, যথা অদৃষ্টস্য সর্ব্বাত্মসন্নিধৌ উৎপদ্যমানস্য অনিয়তত্বম্, এবং প্রাণানাম্ অপি সর্ব্বাত্মনঃ প্রতি অনিয়তত্বম্ ইতি।১৪ তদপি দেহানিয়মেনৈব উক্তত্বাৎ পুনরুক্তং ভবেৎ।১৫ ন চ জীবেন প্রাণাঃ উপমীয়েরন্, সিদ্ধান্তবিরোধাৎ।১৬ জীবস্য হি অনুৎপত্তিঃ আখ্যাতা।১৭ প্রাণানাং তু উৎপত্তিঃ ব্যাচিখ্যাসিতা।১৮ তস্মাৎ 'তথা' ইতি অসম্বদ্ধম্ ইব প্রতিভাতি।১৯ ন, উদাহরণোপাত্তেনাপি উপমানেন সম্বন্ধোপপত্তেঃ।২০ অত্র প্রাণোৎপত্তিবাদিবাক্যজাতম্ উদাহর-

ভাষ্যানুবাদ

'তথা' এই শব্দটীর আনুলোম্য (—অনুকূলতা, সামঞ্জস্য) কিপ্রকারে হইবে? যেহেতু প্রস্তাবিত স্থলে [কোন] উপমান নাই, [যাহার সহিত সাদৃশ্য প্রদর্শনের জন্য 'তথা' (—সেইরূপে) এই শব্দটী ব্যবহৃত হইবে]।১০ আত্মা সর্ব্বগত ও বহু, ইহা যাঁহাদের মতবাদ, তাঁহাদের পক্ষে দোষ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পাদের শেষভাগে প্রস্তাবিত হইয়াছে।১১ তাহা [এই স্থলে] উপমান হইবে, ইহা সম্ভব নহে, কারণ সাদৃশ্য নাই।১২ যেহেতু সাদৃশ্য থাকিলেই উপমান হইয়া থাকে, [যেমন] 'সিংহ যেপ্রকার, বলবর্ম্মাও সেইপ্রকার,' ইত্যাদি।১৩ যদি বলা হয়—অদৃষ্টের সহিত সমতাপ্রদর্শনের জন্য 'তথা' এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে', [ইহা পরিষ্কার করিতেছেন—] সকল [বিভু] আত্মার সন্নিধানে উৎপন্ন যে অদৃষ্ট, তাহা যেমন অনিয়ত (—কোন্ আত্মার কোন্টী, ইহা যেমন নিয়মিত হয় না), এই প্রকারে প্রাণসকলও সকল আত্মার প্রতি অনিয়ত, ইত্যাদি। ১৪ তাহাও দেহের অনিয়মের দ্বারাই (৭১৮ পৃঃ ৫ বাক্য) কথিত হওয়ায় পুনরুক্ত হইয়া পড়িবে।১৫ আবার জীবের সহিত প্রাণসকল উপমিত হইতে পারিবে না (—জীব যেমন উৎপন্ন হয় না, প্রাণসকলও তদ্রূপ উৎপন্ন হয় না, ইহাও বলা চলিবে না), কারণ সিদ্ধান্তের বিরোধ হইবে। ১৬ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেহেতু জীবের অনুৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে (২।৩।১১ অধিঃ)। ১৭ প্রাণসকলের উৎপত্তি কিন্তু [এই অধিকরণে] ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করা হইতেছে। ১৮ সেইহেতু [সূত্রস্থ] 'তথা' এই শব্দটী যেন অসম্বদ্ধরূপে প্রতিভাত হইতেছে। ১৯

[টিঃ—সন্নিহিত উপমানাবলম্বনে সূত্রস্থ 'তথা' শব্দপ্রয়োগের সাফল্য। একই বাক্যে পঠিত লোকাদির ন্যায় প্রাণও পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।]

[একণে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—] না, তাহা বলা যায় না; যেহেতু

শাঙ্করভাষ্যম্

ণম্—“এতস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি” (বৃঃ ২।১।২০), ইতি এবংজাতীয়কম্ ।২১ তত্র যথা লোকাদয়ঃ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ উৎপদ্যন্তে, তথা প্রাণাঃ অপি ইত্যর্থঃ ।২২ তথা “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী” ॥ (মুঃ ২।১।৩) ইতি এবমাদিষু অপি খাদিবৎ প্রাণানাম্ উৎপত্তিঃ ইতি দ্রষ্টব্যম্ ।২৩ অথবা “পানব্যাপচ্চ তদ্বৎ” (জৈঃ সূঃ ৩।৪।৩২), ইতি এবমাদিষু ব্যবহিতোপমানসম্বন্ধস্যাপি আশ্রিতত্বাৎ, যথা অতীতানন্তরপাদাদ্যুক্তা বিয়দাদয়ঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ বিকারাঃ সমধিগতাঃ, তথা প্রাণাঃ অপি পরস্য ব্রহ্মণঃ বিকারাঃ ইতি যোজয়িতব্যম্ ।২৪ কঃ পুনঃ প্রাণানাং

ভাষ্যানুবাদ

[৭৩১ পৃঃ]

[‘দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক সন্নিহিত হওয়া উচিত’, সেইহেতু একই বাক্যে পঠিত] উদাহরণরূপে গৃহীত উপমানের সহিতও সম্বন্ধ সঙ্গত। ২০ এই স্থলে প্রাণসকলের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) উৎপত্তিবোধক বাক্যসকলই উদাহরণ, যথা—“এই আত্মা হইতে সকল প্রাণ, সকল লোক, সকল দেবতা এবং [ব্রহ্মাদি স্তম্ব-পর্য্যন্ত] সকল প্রাণী নানাভাবে উদ্গত হয়,” ইত্যাদি এই জাতীয়। ২১ [এক্ষণে সেই সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছেন—] সেই স্থলে (—উক্ত শ্রুতিবাক্যে) যেমন লোক প্রভৃতি পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, ‘তথা’ (—তদ্রূপ) প্রাণসকলও উৎপন্ন হয়, ইহাই অর্থ (—‘তথা’ শব্দের সামঞ্জস্য)।২২ এইপ্রকারে “ইঁহা হইতে প্রাণ মন ইন্দ্রিয়-সকল আকাশ বায়ু বহ্নি জল এবং সকলের আধারভূতা পৃথিবী উৎপন্ন হয়”, ইত্যাদি এই সকল বাক্যেও আকাশাদির ন্যায় প্রাণসকলের উৎপত্তি হয়, এইপ্রকার [সামঞ্জস্য] বুঝিতে হইবে। ২৩

[সিঃ—ব্যবহিত উপমানবলম্বনে সূত্রস্থ ‘তথা’ শব্দের দ্বিতীয়প্রকার সামঞ্জস্য। ২।৩।১ অধিকরণে বর্ণিত আকাশ যেমন ব্রহ্মের কার্য্য, প্রাণসকলও তদ্রূপ।]

অথবা “সোমপান করিয়া যে বমন, তাহার ন্যায়” (৩), ইত্যাদি এই সকল স্থলে ব্যবহিত উপমানের সহিত সম্বন্ধও গৃহীত হওয়ায় [প্রস্তাবিত স্থলে যোজনা হইবে এই প্রকার—] অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পাদের আদিতে বর্ণিত আকাশ প্রভৃতি যেমন পরব্রহ্মের কার্য্যরূপে বিজ্ঞাত হইয়াছে, ‘তথা’ (—তদ্রূপ) প্রাণসকলও পরব্রহ্মের কার্য্য, এইপ্রকার যোজনা করিতে হইবে। [এইপ্রকারে ব্যবহিত আকাশোৎপত্তিই হইতেছে এই স্থলে উপমান]।২৪

ভাবদীপিকা

(৩) প্রস্তাবিত স্থলে “পানব্যাপচ্চ তদ্বৎ” (জৈঃ সূঃ ৩।৪।৩২), এই জৈমিনীয় সূত্রের মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে তত্রস্থ তিনটী অধিকরণের মর্ম্ম অবগত হইতে হইবে। তাহা এই-পূর্ব্বমীমাংসাতে ৩।৪।১০ বৈদিকাশ্বপ্রতিগ্রহেষ্ট্যধিকরণে (২৮-২৯ সূঃ) এইপ্রকার বিচার আছে—“বরুণো বা

ভাবদীপিকা

এতং গৃহ্ণাতি, যঃ অশ্বং প্রতিগৃহ্ণাতি, যাবতোঽশ্বান্ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ তাবতো বারুণাংশ্চতুষ্কপালান্ নির্ব্বপেৎ" (তৈঃ সং ২।৩।১২)—'যে ব্যক্তি অশ্ব প্রতিগ্রাহিত (—দান) করে, তাহার বরুণরোগ (—জলোদরী) হয়। [তাহার প্রতিকারের জন্য] যতগুলি অশ্বদান করিবে বরুণদেবতার উদ্দেশে ততগুলি চতুষ্কপালসংস্কৃত পুরোডাশ নির্ব্বাপ করিবে (—ততগুলি তাদৃশ পুরোডাশদ্বারা বরুণদেবতাকে আহুতিপ্রদান করিবে")। এই স্থলে **সংশয়** হয়—এই বারুণেষ্টি কি লৌকিক অশ্বদানে (—কেহ প্রার্থনা করিলে যে অশ্বদান করা হয়, তাহাতে) বিহিত, অথবা "পৌণ্ডরীকে অশ্বসহস্রং দক্ষিণা, জ্যোতিষ্টোমে গোশ্চাশ্বশ্চ" ইত্যাদি বিধিবলে তত্তৎ যজ্ঞে যে অশ্বদক্ষিণা প্রদত্ত হয়, সেই বৈদিক অশ্বদানে বিহিত? তাহাতে **পূর্ব্ববাদী** বলেন—শাস্ত্রবিহিত বৈদিক অশ্বদানরূপ কর্ম্মে প্রত্যবায় হয় না বলিয়া তাহার ফলে জলোদররোগ সম্ভব নহে; সুতরাং লৌকিক অশ্বদানেই বারুণেষ্টি বিহিত, যেহেতু "ন কেসরিণঃ দদাতি", এইপ্রকারে লৌকিক অশ্বদান নিষিদ্ধ হইয়াছে (ঐ ৩।৪।২৮ সূঃ)। তাহাতে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অশ্বদানে জলোদরী পরিদৃষ্ট হয় না। জন্মান্তরে উক্ত রোগ হয়, অথবা এই শ্রুতিবাক্যবলেই রোগাক্রমণ অঙ্গীকরণীয়, ইহা স্বীকার করিলে "বরুণো বা এতং গৃহ্ণাতি", এই একটী বাক্যে 'অশ্বদানে দোষ' ও 'তাহা নিরাকরণের জন্য বারুণেষ্টির বিধান', এই উভয় অঙ্গীকৃত হইয়া বাক্যভেদদোষ হইবে। তাহা না হউক, সেইহেতু "বরুণো বা" এই বাক্যটীকে অর্থবাদরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ হয় -'জলোদররোগাক্রান্ত ব্যক্তির যেমন তন্মোচনের উপায় অনুষ্ঠেয়, বৈদিকাশ্বদানেও তদ্রূপ অশ্বদানকারীর এই বারুণেষ্টি অনুষ্ঠেয়; প্রথমটী হইতে যেমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শ্রেয়োলাভ হয় শেষোক্তটী হইতে তদ্রূপ অশ্বদানকারীর শ্রেয়োলাভ হইবে,' ইত্যাদি। **অনন্তর** ৩।৪।১১ দাতুর্ব্বারুণেষ্ট্যধিকরণে (পূঃ মীঃ ৩।৪।৩০-৩১ সূঃ) 'প্রতিগৃহ্নীয়াৎ' এই পদটীকে 'প্রতিগ্রাহয়েৎ,' এই প্রকারে নিরস্ত করিয়া অশ্বদানকারী যজমানই বারুণেষ্টির অনুষ্ঠান করিবেন, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। **অতঃপর** পূঃ মীঃ ৩।৪।১২ **বৈদিক**পানব্যাপদধিকরণে (বমনাধিকরণে, ৩।৪।৩২-৩৩ সূ০) এইপ্রকার বিচার করা হইয়াছে—"সৌমেন্দ্রং চরুং নির্ব্বপেৎ শ্যামাকং সোমবামিনঃ"—'সোমবমনকারী ব্যক্তি সোম ও ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যে শ্যামাধান্যের তণ্ডুলদ্বারা নিষ্পন্ন চরুসহযোগে যজ্ঞসম্পাদন করিবে'। এই স্থলে **সংশয়** হয়—ধাতুসাম্যের জন্য রসায়নাদিরূপে লোকে সোমপান করে, ইহা লৌকিক সোমপান। আবার জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞেও সোমপান করা হয়, ইহা বৈদিক সোমপান। ইহাদের মধ্যে কোন্‌প্রকার সোমপানজনিত বমনে উক্ত যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে? তাহাতে **পূর্ব্ববাদী** বলেন—**পানব্যাপচ্চ তদ্বৎ** (তৈঃ সূঃ ৩।৪।৩২) ইহার অর্থ—'**পানব্যাপৎ**'—সোমপান করিয়া যে বমন, তাহাও '**তদ্বৎ**'—তাহার ন্যায়, অর্থাৎ পূঃ মীঃ ৩।৪।১০ অধিকরণে বিচারিত পূর্ব্বপক্ষের (৩।৪।২৮ সূঃ) ন্যায় হইবে। অর্থাৎ লৌকিক অশ্বদানে বারুণেষ্টি অনুষ্ঠানের ন্যায় লৌকিক সোমপানে বমন হইলেই এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে। পূর্ব্বমীমাংসার এই পূর্ব্বপক্ষ সূত্রটী উদ্ধৃত করিয়া ভগবান্ উত্তরমীমাংসাভাষ্যকার ইহাই বলিলেন যে, 'পানব্যাপচ্চ' (৩।৪।৩২) ইত্যাদি সূত্রে আচার্য্য জৈমিনি যেমন বহু ব্যবহিত ৩।৪।২৮ সূত্রে ব্যবস্থাপিত লৌকিক অশ্বদানে বিহিত বারুণেষ্টিকে 'তদ্বৎ' পদের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন; প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ ২।৪।১ সূত্রস্থ 'তথা' এই পদটীর দ্বারা বহু ব্যবহিত

[১২৯ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

বিকারত্বে হেতুঃ ?২৫ শ্রুতত্বম্ এব ।২৬ ননু কেষুচিৎ প্রদেশেষু ন প্রাণানাম্ উৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ইতি উক্তম্ ।২৭ তদযুক্তম্, প্রদেশান্তরেষু শ্রবণাৎ ।২৮ নহি কশ্চিৎ অশ্রবণম্ অন্যত্র শ্রুতং নিবারয়িতুম্ উৎসহতে ।২৯ তস্মাৎ শ্রুতত্বাবিশেষাৎ আকাশাদিবৎ প্রাণাঃ অপি উৎপদ্যন্তে ইতি সূক্তম্ ।৩০॥২।৪।১॥

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আগমপ্রমাণের বলে প্রাণসকলের উৎপত্তি প্রতিপাদন।]

আচ্ছা, প্রাণসকল যে বিকার (—কার্য্য বস্তু), ইহার হেতু কি (—কোন প্রমাণবলে ইহা বলিতেছ)? ২৫ [উত্তর—] শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়াই সেই হেতু। ২৬ [শঙ্কা—] কিন্তু কোন কোন স্থলে (—তৈঃ ২।১, ছাঃ ৬।২।৩ ইত্যাদি স্থলে) প্রাণসকলের উৎপত্তি শ্রুতিতে বর্ণিত হয় নাই, ইহা কথিত হইয়াছে (৩ বাক্য) ।২৭ [সমাধান—] তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু শ্রুতিতে অন্য স্থলে পঠিত হইয়াছে। ২৮ কোন স্থলে অশ্রবণ (—শ্রুতিতে পঠিত না হওয়া) অন্য স্থলে শ্রুতকে নিবারণ করিতে নিশ্চয়ই উৎসাহ করে না। ২৯ সেইহেতু অবিশেষভাবে শ্রুতিতে পঠিত হওয়ায় আকাশাদির ন্যায় প্রাণসকলও উৎপন্ন হয়, ইহা সুষ্ঠুভাবেই কথিত হইয়াছে ।৩০॥২।৪।১॥

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥২।৪।২॥

সূত্রার্থ—[গৌণ্যাঃ অসম্ভবঃ—গৌণ্যসম্ভবঃ (ষষ্ঠীতৎপুং), তস্মাৎ ইতি বিগ্রহঃ]। **গৌণ্যসম্ভবাৎ**—গৌণ্যাঃ উৎপত্তিশ্রুতেঃ অসম্ভবাৎ [একদেশ্যুক্তম্ অযুক্তম্] যতঃ প্রাণানাং নিত্যত্বে 'একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা' বাধ্যেত ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[গৌণীর অসম্ভব—গৌণ্যসম্ভব (ষষ্ঠীতৎপুং), তদ্বশতঃ, ইহাই বিগ্রহবাক্য]। **গৌণ্যসম্ভবাৎ**—গৌণী উৎপত্তিশ্রুতির সম্ভাবনা না থাকায় [একদেশীর কথন যুক্তিসঙ্গত নহে; যেহেতু প্রাণসকল নিত্য হইলে 'একবিষয়ক জ্ঞানে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান', এই প্রতিজ্ঞা বাধিত হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যৎ পুনঃ উক্তং প্রাগুৎপত্তেঃ সদ্ভাবশ্রবণাৎ গৌণী প্রাণানাম্ উৎপত্তিশ্রুতিঃ ইতি ।১ তৎ প্রত্যাহ— 'গৌণ্যসম্ভবাৎ' ইতি ।২ গৌণ্যাঃ অসম্ভবঃ গৌণ্যসম্ভবঃ ।৩ নহি প্রাণানাম্ উৎপত্তিশ্রুতিঃ

ভাবদীপিকা

২।৩ পাদের আদিতে বিচারিত আকাশোৎপত্তিকে উপমানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। [প্রস্তাবিত স্থলে অপেক্ষিত না হইলেও অনুসন্ধিৎসুর অবগতির জন্য বলিতেছি—পূঃ মীঃ ৩।৪।১২ বমনাধিকরণের সিদ্ধান্তে 'যজ্ঞকালে সোমবমন করিলে সোমের যে সংস্কার করা হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট হয় বলিয়া এবং জীর্ণ না হইয়া বমিত হইলে কর্ম্মবৈগুণ্য হয় বলিয়া তাহার প্রতিবিধানের জন্য বৈদিক সোমপানজনিত বমনেই শেষোক্ত সৌমেন্দ্রচরুসম্পাদ্য যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

গৌণী সম্ভবতি, প্রতিজ্ঞাহানিপ্রসঙ্গাৎ ।৪ "কস্মিন্ নু ভগবঃ বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (মুঃ ১।১।৩), ইতি হি একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় তৎসাধনায় ইদম্ আম্নায়তে— "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩) ইত্যাদি ।৫ সা চ প্রতিজ্ঞা প্রাণাদেঃ সমস্তস্য জগতঃ ব্রহ্মবিকারত্বে সতি প্রকৃতিব্যতিরেকেণ বিকারাভাবাৎ সিধ্যতি ।৬ গৌণ্যাং তু প্রাণানাম্ উৎপত্তিশ্রুতৌ প্রতিজ্ঞা ইয়ং হীয়েত ।৭ তথাচ প্রতিজ্ঞাতার্থম্ উপসংহরতি —"পুরুষঃ এব ইদং বিশ্বং কর্ম্ম তপঃ ব্রহ্ম পরামৃতম্" (মুঃ ২।১।১০) ইতি, "ব্রহ্ম এব ইদং বিশ্বম্ ইদং বরিষ্ঠম্" (মুঃ ২।২।১১) ইতি চ ।৮ তথা "আত্মনঃ বৈ অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্" (বৃঃ ২।৪।৫), ইতি এবংজাতীয়কাসু শ্রুতিষু এষা এব প্রতি-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান', এই মুখ্য প্রতিজ্ঞাবলে প্রাণোৎপত্তিশ্রুতি গৌণী নহে, পরন্তু মুখ্যা।]

আর যে বলা হইয়াছে—উৎপত্তির পূর্ব্বে অস্তিত্ব শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় প্রাণসকলের উৎপত্তিপ্রতিপাদিকা শ্রুতি গৌণী (৭২৭ পৃঃ ৮ বাক্য) ইত্যাদি ।১ তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—'গৌণ্যসম্ভবাৎ', ইত্যাদি ।২ 'গৌণীর অসম্ভব গৌণ্যসম্ভব' ।৩ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] প্রাণসকলের উৎপত্তিশ্রুতি গৌণী, ইহা নিশ্চয়ই সম্ভব নহে, যেহেতু [তাহাতে 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানরূপ'] প্রতিজ্ঞার হানি হইয়া পড়িবে ।৪ যেহেতু "হে ভগবন্, কোন্ পদার্থ টী বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়", এইপ্রকারে 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানকে' প্রতিজ্ঞা (—বিচার্য্যরূপে নির্দ্দেশ) করিয়া তাহাকে সাধন করিবার জন্য ইহা পঠিত হইতেছে—"ইঁহা হইতে প্রাণ (—মুখ্যপ্রাণ) উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি ।৫ আর সেই প্রতিজ্ঞা, প্রাণাদি সমস্ত জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য হইলে সিদ্ধ হয়, যেহেতু প্রকৃতি (—উপাদানকারণ) হইতে ভিন্নভাবে বিকার (—কার্য্য) বলিয়া কিছু নাই ।৬ কিন্তু প্রাণসকলের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) উৎপত্তিশ্রুতি গৌণী হইলে এই প্রতিজ্ঞা বাধিত হইয়া পড়িবে ।৭ [কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাও গৌণী হইবে না কেন ? তদুত্তরে উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতার দ্বারা প্রতিজ্ঞার মুখ্যতা প্রদর্শন করিতেছেন—উপক্রমে 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান' প্রতিজ্ঞা করিয়া (মুঃ ১।১।৩), উপসংহারেও] সেইপ্রকারেই প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন—"পুরুষই এই বিশ্ব (—সমগ্র জগৎ, অগ্নিহোত্রাদি] কর্ম্ম ও তপস্যা, আবার তিনিই পরম অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম," ইত্যাদি এবং "এই বিশ্ব (—সমগ্র জগৎ) শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই", ইত্যাদি ।৮ [প্রতিজ্ঞার মুখ্যতাসিদ্ধির জন্য অন্যান্য স্থলেও 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা' প্রদর্শন করিতেছেন—] এইপ্রকারেই "হে মৈত্রেয়ি, আত্মার দর্শনদ্বারা, শ্রবণদ্বারা, মননদ্বারা, এবং বিজ্ঞান-

শাঙ্করভাষ্যম্

জ্ঞা যোজয়িতব্যা ।৯ কথং পুনঃ প্রাগুৎপত্তেঃ প্রাণানাং সদ্ভাবশ্রবণম্ ?১০ নৈতৎ মূলপ্রকৃতিবিষয়ম্ "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মু ২।১।২), ইতি মূলপ্রকৃতেঃ প্রাণাদিসমস্তবিশেষরহিতত্বাবধারণাৎ ।১১ অবান্তরপ্রকৃতিবিষয়ং তু এতৎ।১২ স্ববিকারাপেক্ষং প্রাগুৎপত্তেঃ প্রাণানাং সদ্ভাবাবধারণম্ ইতি দ্রষ্টব্যম্।১৩ ব্যাকৃতবিষয়াণাম্ অপি ভূয়সীনাম্ অবস্থানাং শ্রুতিস্মৃ-

ভাষ্যানুবাদ

দ্বারা (—বাক্যার্থবোধদ্বারা) এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়", ইত্যাদি এই জাতীয় শ্রুতিসকলে এই [একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান] প্রতিজ্ঞাকে যোজনা করিতে হইবে; [অতএব প্রতিজ্ঞা গৌণী নহে] ।৯

[সিঃ— অবান্তরপ্রলয়ে অবান্তরপ্রকৃতি হিরণ্যগর্ভের অস্তিত্ব প্রদর্শনদ্বারা ৬।১।১ শতপথবাক্যের তাৎপর্য্য বর্ণন ও প্রাণোৎপত্তির গৌণতা নিরাকরণ

কিন্তু [৬।১।১ শতপথবাক্যে, ৭২৬পৃঃ] উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাণসকলের অস্তিত্ব কেন **শ্রুত হইতেছে ?১০** [তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] ইহা (—এই শতপথবাক্য) **মূলপ্রকৃতিবিষয়ক নহে** (—মহাপ্রলয়ে মূলকারণ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়সমন্বিত হইয়া অবস্থান করেন, ইহা প্রতিপাদন করে না), যেহেতু "তিনি প্রাণশূন্য মনোবিহীন শুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ অক্ষর (—স্থূল প্রপঞ্চাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অব্যাকৃত) হইতে শ্রেষ্ঠ", এইপ্রকারে মূলপ্রকৃতির (—ব্রহ্মের) প্রাণ প্রভৃতি সমস্ত বিশেষরাহিত্য অবধারিত হইয়াছে।১১ [আচ্ছা, তাহা হইলে উক্ত শতপথবাক্যের প্রতিপাদ্য কি ? তাহা বলিতেছেন—] কিন্তু ইহা (—উক্ত শতপথবাক্য) অবান্তরপ্রকৃতিবিষয়ক (—হিরণ্যগর্ভবিষয়ক, তাঁহার প্রাণসকল বিদ্যমান ছিল, অন্য কিছু বিকার (—কার্য্য) ছিল না, ইহাই তাৎপর্য্য।১২ কিন্তু হিরণ্যগর্ভও তো কার্য্য পদার্থ, প্রলয়কালে তিনি বিদ্যমান থাকায় কিপ্রকারে বলা যায় যে, অন্য কার্য্য পদার্থ ছিল না, মাত্র তাঁহার প্রাণসকল বিদ্যমান ছিল ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাণসকলের যে অস্তিত্বাবধারণ, তাহা [তাঁহার] নিজের কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া বলা হইয়াছে, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে (৪)। ১৩ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্যাকৃতবিষয়ক বহু অবস্থাসকলের

ভাবদীপিকা

(৪) মহাপ্রলয়ান্তে* (—প্রাকৃতপ্রলয়ান্তে) নবকল্পারম্ভে স্বসৃষ্ট আকাশাদি অপঞ্চীকৃত ভূতসকলের পঞ্চীকরণ সম্পাদনপূর্ব্বক ভূরাদি চতুর্দ্দশলোকাত্মক হিরণ্যগর্ভের স্থূলশরীরের (—বিরাটের) উৎপাদন পর্য্যন্ত কার্য্যসকল পরমেশ্বর স্বয়ং সম্পাদন করেন। তদনন্তর উদ্ভিদ্ দেব তির্য্যক্ মনুষ্য ইত্যাদি নিখিল প্রাণিজাত হিরণ্যগর্ভকর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় (বিষ্ণু পুঃ ১।৫ অঃ, শ্রীমদ্ভাঃ ৩।১২ অঃ)। সেইহেতু তাঁহাকে **অবান্তরপ্রকৃতি** বলা হয়। অবান্তরপ্রলয়-

[সিদ্ধান্তসম্মত প্রলয়চতুষ্টয়ের পরিচয়]

* **প্রলয়**—ইহা চারিপ্রকার, যথা—১। নিত্য ২। প্রাকৃত, ৩। নৈমিত্তিক এবং ৪। আত্যন্তিক। জীবের সুষুপ্তাবস্থাকে বলা হয়—**নিত্যপ্রলয়**। কারণ সুষুপ্ত ব্যক্তির নিকট তৎকালে জগৎপ্রপঞ্চ বিলীন হইয়া যায়। অবান্তরপ্রকৃতি কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের অধিকার শেষ হইলে যখন তিনি পরব্রহ্মে বিলীন হন এবং চতুর্দ্দশভুবনাত্মক সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্যোঃ প্রকৃতিবিকারভাবপ্রসিদ্ধেঃ ।১৪ বিয়দধিকরণে হি "গৌণ্য-সম্ভবাৎ" (২।৩।৩) ইতি পূর্ব্বপক্ষসূত্রত্বাৎ গৌণী জন্মশ্রুতিঃ অসম্ভবাৎ ইতি ব্যাখ্যাতম্ ।১৫ প্রতিজ্ঞাহান্যা চ তত্র সিদ্ধান্তঃ অভিহিতঃ ।১৬ ইহ তু সিদ্ধান্তসূত্রত্বাৎ 'গৌণ্যাঃ জন্মশ্রুতেঃ অসম্ভবাৎ' ইতি ব্যা-

ভাষ্যানুবাদ

(—মূলকারণ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন তাঁহারই অবস্থাবিশেষ হিরণ্যগর্ভ বিরাট্ দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতির) প্রকৃতিবিকারভাব (—স্বীয় কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া কারণভাব এবং স্বীয় কারণকে অপেক্ষা করিয়া কার্য্যভাব) প্রসিদ্ধ থাকায় 'অবান্তরপ্রকৃতি কল্পনার প্রতি প্রমাণ নাই, ইহা বলা যায় না' (৫)।১৪

[সিঃ—"গৌণ্যসম্ভবাৎ" সূত্রের ব্যাখ্যান্তরের প্রতি হেতু।]

[আচ্ছা, অবয়ব একই হওয়ায় এই সূত্রটীকেও বিয়দধিকরণে পঠিত ২।৩।৩ সূত্রের ন্যায় ব্যাখ্যা কেন করা হইল না ? তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—] বিয়দধিকরণে কিন্তু "গৌণ্যসম্ভবাৎ", ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্র হওয়ায় ["আকাশের] উৎপত্তিশ্রুতি গৌণী, যেহেতু [সমবায়িকারণ প্রভৃতির অভাব ইত্যাদিবশতঃ তাহার উৎপত্তি] সম্ভব হয় না," এইপ্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।১৫ আর ['একবিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানরূপ'] প্রতিজ্ঞার হানিবশতঃ (—সেই প্রতিজ্ঞার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া) সেই স্থলে সিদ্ধান্ত অভিহিত হইয়াছে ।১৬ এখানে কিন্তু সিদ্ধান্ত সূত্র হওয়ায়

ভাবদীপিকা

কালে অবান্তরপ্রকৃতি হিরণ্যগর্ভের দেবতির্য্যগ্‌মনুষ্যাদি কার্য্যসকল এবং পরমেশ্বরের কার্য্য ভূরাদি লোকত্রয় বিলীন হইলেও হিরণ্যগর্ভ স্বয়ং বর্ত্তমান থাকেন। সেইহেতু বলা হইতেছে—তাঁহার দেবতির্য্যগাদি কার্য্যসকল ছিল না, কিন্তু তিনি স্বয়ং বর্ত্তমান ছিলেন ; ফলে যে সমষ্টি লিঙ্গ শরীরে তিনি অভিমানী, তাহা বর্ত্তমান থাকায় প্রাণসকল (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল) অবান্তর প্রলয়ে বর্ত্তমান ছিল, ইহাই উক্ত ৬।১।১ শতপথবাক্যটীর তাৎপর্য্য। যদি বলা হয়—ব্রহ্মই জগৎকারণ, অবান্তরপ্রকৃতি কল্পনার প্রতি কোন প্রমাণ নাই। তদুত্তরে "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে" (ঋগ্বেদ ১০।১২১।১) এবং "আদিকর্ত্তা সঃ ভূতানাম্", ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য অবলম্বনে বলিতেছেন—**ব্যাকৃত**—'শ্রুতি' ইত্যাদি (১৪ বাক্য)।

(৫) এই স্থলে একদেশিসিদ্ধান্তের (২ ভাবদীঃ) বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই—"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩), এই স্থলে শব্দের শক্তিবৃত্তিবলেই প্রাণের উৎপত্তিরূপ অর্থ লব্ধ হইতেছে, সেইহেতু ইহা অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ। প্রাণসকলের জন্মাভাব কিন্তু (৬।১।১

মূলা প্রকৃতি যাহাতে বিলীন হয়, তাহাই প্রাকৃতপ্রলয়, ব্রাহ্মপ্রলয়, বা মহাপ্রলয়। হিরণ্যগর্ভের একএকটী দিবসা-বসানে রাত্রির আগমন হইলে যখন তিনি নিদ্রামগ্ন হন, তখন ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়ের প্রলয় হয়, এবং মহ-র্লোক জনশূন্য হইয়া যায় (বিষ্ণু পুঃ ২।৭।২০, ১।৩।২১ ; শ্রীমদ্ভাঃ ৩।১১।৩০), ইহাই নৈমিত্তিকপ্রলয় বা অবা-ন্তরপ্রলয়। [শ্রীমদ্ভাঃ ৩।১০।৮-১০ টীকাতে পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন, "ভূরাদিলোকত্রয় কাম্যকর্ম্মের ফল-স্বরূপ, সেইহেতু অবান্তরপ্রলয়ে বিনষ্ট হইয়া যায়। মহঃ হইতে সত্য পর্য্যন্ত লোকসকল উপাসনাসমুচ্চিত নিষ্কাম কর্ম্মের ফল, সেইহেতু অবান্তরপ্রলয়ে বিনষ্ট হয় না]। হিরণ্যগর্ভের দিবসের অবসানরূপ নিমিত্তবশতঃ হওয়ায় এই-প্রলয়কে 'নৈমিত্তিক' বলা হয়। আর নির্ব্বিশেষব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানবলে যে অশেষ জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত হইয়া যায় এবং ব্রহ্মবিদ্ মুক্তিলাভ করেন, ইহাই আত্যন্তিকপ্রলয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

খ্যাতম্।১৭ তদনুরোধেন তু ইহাপি 'গৌণী জন্মশ্রুতিঃ অসম্ভবাৎ', ইতি ব্যাচক্ষাণৈঃ প্রতিজ্ঞাহানিঃ উপেক্ষিতা স্যাৎ ।১৮॥২।৪।২॥

ভাষ্যানুবাদ

"গৌণী উৎপত্তিশ্রুতির সম্ভাবনা না থাকায়," এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করা হইল।১৭ [কিন্তু একই সূত্রের একইপ্রকার অর্থইতো সঙ্গত। তদুত্তরে বলিতেছেন—] পরন্তু তাহার (—২।৩।৩ সূত্রের) অনুরোধে এখানেও যাঁহারা "জন্মশ্রুতি গৌণী, যেহেতু [জন্ম] সম্ভব হয় না", এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকর্ত্তৃক ['একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান] প্রতিজ্ঞার হানি' উপেক্ষিত হইয়া পড়ে ১৮॥২।৪।২॥

তৎপ্রাক্‌শ্রুতেশ্চ ॥২।৪।৩॥

সূত্রার্থ—[প্রাণোৎপত্তিঃ মুখ্যা ইত্যত্র হেত্বন্তরম্ আহ—] **তৎ**—তত্র, "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ" (মুঃ ২।১।৩) ইত্যাদিবাক্যে ইত্যর্থঃ ; ['জায়তে' ইতি জন্মবাচিপদস্য খবাষ্বাদিষু মুখ্যস্য] **প্রাক্**—পূর্ব্বং, খাদ্যপেক্ষয়া প্রাচীনেষু প্রাণেন্দ্রিয়াদিষু ইত্যর্থঃ, **শ্রুতেঃ চ**- শ্রবণাৎ অপি [প্রাণানাং মুখ্যং জন্ম ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—[প্রাণসকলের উৎপত্তি মুখ্য, এই বিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—] **তৎ** সেই স্থলে, অর্থাৎ "ইঁহা হইতে মুখ্যপ্রাণ মন ইন্দ্রিয়সকল আকাশ ও বায়ু উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি বাক্যে ['জায়তে' এই জন্মবাচক পদ, যাহা আকাশ ও বায়ু প্রভৃতিতে মুখ্য, তাহার] **প্রাক্**—পূর্ব্বে, অর্থাৎ আকাশাদি অপেক্ষা পূর্ব্বে পঠিত প্রাণ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে, **শ্রুতেঃ চ**—শ্রুতিতে বর্ণনা আছে বলিয়াও প্রাণসকলের জন্ম মুখ্য, ইহাই ভাব।]

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ আকাশাদীনাম্ ইব প্রাণানাম্ অপি মুখ্যৈব জন্মশ্রুতিঃ, যৎ 'জায়তে' ইতি একং জন্মবাচিপদং প্রাণেষু প্রাক্‌ শ্রুতং সৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—সকৃৎ প্রযুক্ত মুখ্যার্থক শব্দ একই বাক্যে সর্ব্বত্র মুখ্যার্থক হওয়ায় প্রাণোৎপত্তির মুখ্যতা প্রতিপাদন।]

আর এইহেতুবশতঃও আকাশাদির ন্যায় প্রাণসকলেরও (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিসকলেরও) জন্মপ্রতিপাদিকা শ্রুতি অবশ্যই মুখ্য, যেহেতু 'জায়তে' এই একটী জন্মবাচি পদ, যাহা প্রাণসকলে পূর্ব্বে শ্রুত হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী আকাশ প্রভৃতিতেও

ভাবদীপিকা

শতপথবাক্যোক্ত লিঙ্গপ্রমাণবলে লব্ধ হইয়াছে। সেইহেতু প্রবল শ্রুতিপ্রমাণবলে তাহা বাধিত হইয়া পড়ে। কিন্তু একের দ্বারা অপরকে বাধিত করা অপেক্ষা "বরং প্রবলানুরোধেন দুর্ব্বলস্য বিষয়ব্যবস্থাপনম্",—'দুর্ব্বলের প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রবলের অনুকূলরূপে স্থাপন (- ব্যাখ্যা) করাই শ্রেয়ঃ ; এই ন্যায়বলে দুর্ব্বল লিঙ্গপ্রমাণের সমর্পক উক্ত ৬।১।১ শতপথবাক্যকে "অবান্তরপ্রলয়কালে প্রাণসকল বিদ্যমান থাকে", এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ফলে প্রাণসকলের জন্মশ্রুতিকে আর একদেশীয় মতানুসারে গৌণভাবে ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যকতা হয় না, কারণ কোন বাধক না থাকায় প্রবল শ্রুতিপ্রমাণবলে মহাপ্রলয়ান্তে আকাশাদির ন্যায় প্রাণসকলের উৎপত্তিই সিদ্ধ হয়। এইপ্রকারে স্ব স্ব বিষয়সমর্পণকরতঃ উভয়প্রমাণই হয় সার্থক।

শাঙ্করভাষ্যম্

উত্তরেষু অপি আকাশাদিষু অনুবর্ত্ততে।১ "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মু:২।১।৩), ইত্যত্র আকাশাদিষু মুখ্যং জন্ম ইতি প্রতিষ্ঠাপিতম্, তৎসামান্যাৎ প্রাণেষু অপি মুখ্যম্ এব জন্ম ভবিতুম্ অর্হতি।২ নহি একস্মিন্ প্রকরণে একস্মিংশ্চ বাক্যে একঃ শব্দঃ সকৃৎ উচ্চারিতঃ বহুভিঃ সম্বধ্যমানঃ ক্বচিৎ মুখ্যঃ ক্বচিৎ গৌণঃ ইতি অধ্যবসাতুং শক্যম্, বৈরূপ্যপ্রসঙ্গাৎ।৩ তথা "সঃ প্রাণম্ অসৃজত, প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম্" (প্র:৬।৪), ইতি অত্রাপি প্রাণেষু শ্রুতঃ সৃজতিঃ পরেষু অপি উৎপত্তিমৎসু শ্রদ্ধাদিষু অনুষজ্যতে।৪ যত্রাপি পশ্চাৎ শ্রুতঃ উৎপত্তিবচনঃ শব্দঃ পূর্ব্বৈঃ সম্বধ্যতে, তত্রাপি এষঃ এব ন্যায়ঃ।৫ যথা "সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি" (বৃ: ২।১।২০), ইতি অয়ম্ অন্তে পঠিতঃ ব্যুচ্চরন্তিশব্দঃ পূর্ব্বৈরপি প্রাণাদিভিঃ সম্বধ্যতে।৬।২।৪।৩।

ভাষ্যানুবাদ

অনুবৃত্ত (—পরে সংযোজিত) হইতেছে।১ [সেই স্থল প্রদর্শন করিতেছেন—] "ইহা হইতে প্রাণসকল উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি এই স্থলে আকাশাদিতে জন্ম [শব্দ] মুখ্য, ইহা [বিয়দধিকরণ প্রভৃতি স্থলে] প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহার সহিত [উৎপদ্যমানরূপে] সমান হওয়ায় প্রাণসকলেরও জন্ম [শব্দ] মুখ্যই হওয়া উচিত।২ যেহেতু একই প্রকরণে এবং একই বাক্যে একবারমাত্র উচ্চারিত একটী শব্দ, যাহা অনেকের সহিত সম্বদ্ধ, তাহা কোন স্থলে (—আকাশাদিতে) মুখ্য এবং কোন স্থলে (—প্রাণসকলে) গৌণ, ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় না, কারণ তাহা হইলে বৈষম্য (—বৃত্তিভেদ) হইয়া পড়িবে।৩ এইপ্রকারে "তিনি প্রাণকে (—সমষ্টি প্রাণে অভিমানী হিরণ্যগর্ভকে) সৃষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধাকে সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি এই স্থলেও প্রাণসকলে শ্রুত যে সৃজ্ ধাতু, তাহা পরে পরে উৎপন্ন যে শ্রদ্ধা প্রভৃতি, সেই সকলেও সম্বদ্ধ হয়।৪ আর যে স্থলে পরে পঠিত উৎপত্তিবাচক শব্দ পূর্ব্ববর্ত্তীসকলের সহিত সম্বদ্ধ হয়, সেই স্থলেও এই যুক্তিই প্রযুক্ত হইবে।৫ যেমন "ভূতসকল নানাভাবে উদ্গত হয়", এই শেষে পঠিত 'ব্যুচ্চরন্তি' শব্দটী পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণ [ও লোক] প্রভৃতির সহিতও সম্বদ্ধ হয়।৬ [অতএব মুখ্যজন্মবান্ আকাশাদির সহিত একই বাক্যে পঠিত প্রাণসকলের জন্মকেও মুখ্যরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে, গৌণরূপে নহে]।২।৪।৩।

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥২।৪।৪॥

পদচ্ছেদ—তৎপূর্ব্বকত্বাৎ, বাচঃ।

সূত্রার্থ—[যচ্চ উক্তং ছান্দোগ্যে প্রাণানাম্ উৎপত্তিঃ ন শ্রূয়তে ইতি, তত্রাহ—] বাচঃ—"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্" (ছা: ৬।৫।৪), ইত্যাদিশ্রুতৌ মনঃপ্রাণসাহিত্যায়াঃ বাচঃ, তৎপূর্ব্বকত্বাৎ—ব্রহ্মপ্রকৃতিকতেজোবন্নপূর্ব্বকত্বাভিধানাৎ

[সর্ব্বেষাম্ এব প্রাণানাং ব্রহ্মপ্রভবত্বং সিধ্যতি। অতঃ প্রাক্‌সদ্ভাবশ্রুতেঃ অন্যবিষয়ত্বাৎ অস্তি শ্রুতীনাম্ অবিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[আর যে বলা হইয়াছে—ছান্দোগ্যে প্রাণসকলের উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে না (৭২৬ পৃঃ ৩ বাক্য) ইত্যাদি। সেই বিষয়ে বলিতেছেন—] বাচঃ—"হে সোম্য, মন অন্নের বিকার (—কার্য্য), প্রাণ জলের বিকার, বাক্ (—বাগিন্দ্রিয়) তেজের বিকার", ইত্যাদি শ্রুতিতে মন ও প্রাণের সহিত বাগিন্দ্রিয়ের, তৎপূর্ব্বকত্বাৎ—ব্রহ্ম যাহাদের উপাদানকারণ, সেই তেজঃ জল ও অন্নপূর্ব্বকত্ব (—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন যে তেজঃ জল ও ক্ষিতি, তাহা হইতে উৎপত্তি) কথিত হওয়ায় [সকল প্রাণেরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি সিদ্ধ হইতেছে। অতএব [সৃষ্টির] পূর্ব্বে [প্রাণসকলের] অস্তিত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতি (শতঃ ব্রাঃ ৬।১।১) অন্যবিষয়ক হওয়ায় (৪ ভাবপাঃ) শ্রুতিবাক্যসকলের মধ্যে বিরোধ নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

যদ্যপি "তৎ তেজঃ অসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩), ইতি এতস্মিন্ প্রকরণে প্রাণানাম্ উৎপত্তিঃ ন পঠ্যতে, তেজোবন্নানাম্ এব ত্রয়াণাং ভূতানাম্ উৎপত্তিশ্রবণাৎ ।১ তথাপি ব্রহ্মপ্রকৃতিকতেজোবন্নপূর্ব্বকত্বাভিধানাৎ বাক্‌প্রাণমনসাং, তৎসামান্যাচ্চ সর্ব্বেষাম্ এব প্রাণানাং ব্রহ্মপ্রভবত্বং সিদ্ধং ভবতি ।২ তথাহি অস্মিন্ এব প্রকরণে তেজোবন্নপূর্ব্বকত্বং বাক্‌প্রাণমনসাম্ আম্নায়তে—"অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্" (ছাঃ৬।৫।৪) ইতি ।৩ তত্র যদি তাবৎ মুখ্যম্ এব এষাম্ অন্নাদিময়ত্বং, ততঃ বর্ত্ত-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ময়ট্‌প্রত্যয় মুখ্য বা গৌণ যাহাই হউক্ না কেন, ছান্দোগ্যশ্রুতি হইতেও প্রাণসকলের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি প্রতিপাদন।]

যদিও "তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি এই প্রকরণে প্রাণসকলের উৎপত্তি পঠিত হয় নাই, যেহেতু [সেই স্থলে] তেজঃ জল ও ক্ষিতি, এই তিনটী ভূতেরই উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে।১ তাহা হইলেও বাগিন্দ্রিয়, [মুখ্য] প্রাণ ও মনের ব্রহ্মপ্রকৃতিক তেজঃ জল ও ক্ষিতিপূর্ব্বকত্ব (—ব্রহ্মরূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন যে তেজঃ জল ও ক্ষিতি, সেই সকল হইতে উৎপত্তি) অভিহিত হওয়ায় তাহাদের (—বাগিন্দ্রিয় মুখ্যপ্রাণ ও মনের) সাদৃশ্যবশতঃ (—সকলেই অবিশেষভাবে জীবের ভোগসাধনভূত করণ হওয়ায়, হস্তপদাদি] সকল প্রাণেরই (—ইন্দ্রিয়েরই) ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি সিদ্ধ হয়।২ [ইহাই আরও পরিষ্কার করিতেছেন—] যেমন দেখ, এই প্রকরণেই বাগিন্দ্রিয় প্রাণ ও মনের [যথাক্রমে] তেজঃ জল ও অন্নপূর্ব্বকতা (—তেজঃ জল ও ক্ষিতি হইতে উৎপত্তি) পঠিত হইতেছে, যথা—"হে প্রিয়দর্শন, মন অন্নের বিকার (—কার্য্য), প্রাণ জলের বিকার এবং বাগিন্দ্রিয় তেজের বিকার", ইত্যাদি।৩ সেই স্থলে যদি ইহাদের অন্নাদিময়তা (—তত্তৎ ক্ষিত্যাদি হইতে

শাঙ্করভাষ্যম্

তে এব ব্রহ্মপ্রভবত্বম্ । অথ ভাক্তং, তথাপি ব্রহ্মকর্তৃকায়াং নামরূপব্যাক্রিয়ায়াং শ্রবণাৎ, "যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" (ছাঃ৬।১।৩), ইতি চ উপক্রমাৎ, "ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বম্" (ছাঃ৬।৮।৭), ইতি চ উপসংহারাৎ, শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেশ্চ ব্রহ্মকার্য্যত্বপ্রপঞ্চনার্থম্ এব মনআদীনাম্ অন্নাদিময়ত্ববচনম্ ইতি গম্যতে ।৫ তস্মাদপি প্রাণানাং ব্রহ্মবিকারত্বসিদ্ধিঃ ।৬।২।৪ ৪॥ ইতি প্রথমং প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

উৎপত্তি) মুখ্যই হয়, তাহা হইলে [ইহাদের] ব্রহ্মপ্রভবত্ব থাকেই (—ক্ষিত্যাদি পরম্পরাতে ইহাদের ব্রহ্মকার্য্যতাই সিদ্ধ হয়) ।৪ আর যদি গৌণ হয়, (—যদি বলা হয়, অন্ন ও জলাদির অধীনে মন ও প্রাণাদির শরীরে স্থিতি ও বৃদ্ধি হয় বলিয়া অন্নাদিভক্ষণের পূর্ব্বেই লব্ধসত্তাক তাহাদিগকে অন্নাদিময় বলা হয়), তাহা হইলেও ব্রহ্মকর্তৃক নামরূপের ব্যাকরণে (—তাহাদের সৃষ্টির প্রকরণে) পঠিত হওয়ায়, "যাহার দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়", এইপ্রকারে উপক্রম (—বর্ণনারম্ভ) হওয়ায়, "এই সমস্ত এতদাত্মক (—এই জগৎ আত্মার দ্বারা আত্মবান্"), এইপ্রকারে উপসংহার (—বর্ণনার শেষ) হওয়ায় এবং ["সঃ প্রাণম্ অসৃজত" (প্রঃ ৬।৪) ইত্যাদি] অন্য শ্রুতিতে [প্রাণসকলের উৎপত্তি] প্রসিদ্ধ থাকায়, মন প্রভৃতির অন্নাদিময়তা (৬) প্রতিপাদক বচন ব্রহ্মকার্য্যতাকে (—ইহারা ব্রহ্মের কার্য্য ইহাকে) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার জন্যই, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।৫ সেই হেতুবশতঃও (—সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের কার্য্য হওয়ায়) প্রাণসকলের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) ব্রহ্মকার্য্যতা সিদ্ধ হয় ।৬।২।৪।৪॥ প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

(৬) ভাব এই—ভূতসকলের অধীনে যাহাদের শরীরে স্থিতি ও বৃদ্ধি হয়, তাহারা অবশ্যই ভূত হইতে উৎপন্ন, সেইহেতু 'অন্নময়' 'প্রাণময়' ইত্যাদি স্থলে বিকারার্থে ময়ট্-প্রত্যয়ই সিদ্ধ হয় । ৫৮৩ পৃঃ ২ ভাবদীঃ দ্রঃ । আর যাহা বিকার (—কার্য্য পদার্থ) তাহা সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ইহা ২।৩।১-৮ ইত্যাদি অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ সমাপ্ত ।

২ । সপ্তগত্যধিকরণম্ । [৫-৬ সূত্র]

[প্রথমবর্ণকম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা নিরূপণ ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের উৎপত্তি নিরূপণ করিয়া সেই সকল হইতে জীবস্বরূপের বিবেকের জন্য এক্ষণে সেই ইন্দ্রিয়সকলের সংখ্যা নিরূপিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয় ।

ন্যায়মালা

সপ্তৈকাদশ বাহক্ষাণি সপ্ত প্রাণা ইতি শ্রুতেঃ।
সপ্তস্যুর্মূর্ধনিষ্ঠেষু ছিদ্রেষু চ বিশেষণাৎ ॥
অশীর্ষণ্যস্য হস্তাদেরপি বেদে সমীরণাৎ।
জ্ঞেয়ান্যেকাদশাক্ষাণি তত্তৎকার্য্যানুসারতঃ ॥

অন্বয়—অক্ষাণি সপ্ত, একাদশ বা ? "সপ্ত প্রাণাঃ" ইতি শ্রুতেঃ, মূর্ধনিষ্ঠেষু ছিদ্রেষু চ বিশেষণাৎ সপ্ত স্যুঃ। বেদে অশীর্ষণ্যস্য হস্তাদেঃ অপি সমীরণাৎ তত্তৎকার্য্যানুসারতঃ অক্ষাণি একাদশ জ্ঞেয়ানি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ইন্দ্রিয়াণি বিষয়ঃ। "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" (মুঃ ২।১।৮), ইতি সপ্তেন্দ্রিয়াণি শ্রূয়ন্তে। ক্বচিৎ চ নব, ক্বচিৎ দশ, ক্বচিৎ একাদশ ইত্যাদিকমপি শ্রূয়তে। শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তেঃ অত্র ভবতি সংশয়ঃ —] অক্ষাণি সপ্ত, একাদশ বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—"সপ্ত প্রাণাঃ" (মুঃ ২।১।৮) ইতি শ্রুতেঃ, ["সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ" (তৈঃ সং ৫।১।৭।১) ইতি] মূর্ধনিষ্ঠেষু ছিদ্রেষু চ বিশেষণাৎ [ইন্দ্রিয়াণি] সপ্ত স্যুঃ।

সিদ্ধান্ত—বেদে ["চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ....হস্তৌ চ আদাতব্যং চ" (প্রশ্নঃ ৪।৮), ইতি] অশীর্ষণ্যস্য হস্তাদেঃ অপি সমীরণাৎ, [দর্শনশ্রবণঘ্রাণাস্বাদনস্পর্শনাভিবদনাদানগমনানন্দ-বিসর্গধ্যানাত্মক] তত্তৎকার্য্যানুসারতঃ অক্ষাণি একাদশ জ্ঞেয়ানি।

অনুবাদ

সংশয় [ইন্দ্রিয়সকল বিচার্য্য বিষয়। "তাঁহা হইতে সাতটী ইন্দ্রিয় প্রাদুর্ভূত হয়", এইপ্রকারে সাতটী ইন্দ্রিয় শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। আবার কোন স্থলে নয়টী, কোন স্থলে দশটী, কোন স্থলে এগারটী, ইত্যাদি এইপ্রকারও শ্রুত হইতেছে। শ্রুতির বিরোধবশতঃ এই স্থলে সংশয় হয় —] ইন্দ্রিয় সাতটী, অথবা এগারটী ?

পূর্ব্বপক্ষ—"ইন্দ্রিয় সাতটী", এইপ্রকার শ্রুত হওয়ায় এবং ["মস্তকস্থ ইন্দ্রিয় অবশ্যই সাতটী", এইপ্রকারে] মস্তকস্থ ছিদ্রসকলে বিশেষিত হওয়ায় [ইন্দ্রিয়সকল] সাতটীই হইবে।

সিদ্ধান্ত—বেদে ["চক্ষু এবং দ্রষ্টব্য বিষয়....হস্তদ্বয় এবং গ্রহণীয় বস্তু", এইপ্রকারে] যাহা মস্তকস্থ নহে, এতাদৃশ হস্ত প্রভৃতিরও বর্ণনা থাকায়, [দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ আস্বাদন স্পর্শ, শব্দোচ্চারণ গ্রহণ গমন আনন্দ, মলত্যাগ এবং ধ্যানাত্মক] তত্তৎ কার্য্যানুসারে ইন্দ্রিয়গণকে এগারটী বলিয়া অবগত হইতে হইবে।

[একদেশী সূত্র—] সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥২।৪।৫॥

পদচ্ছেদ—সপ্ত, গতেঃ বিশেষিতত্বাৎ, চ।

সূত্রার্থ—["সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" (মুঃ ২।১।৮), ইতি সপ্তেন্দ্রিয়াণি শ্রূয়ন্তে। এবং ক্বচিৎ অষ্টৌ, ক্বচিৎ নব, ক্বচিৎ দশ, ক্বচিৎ একাদশ, ক্বচিৎ দ্বাদশ ক্বচিৎ চ ত্রয়োদশ ইন্দ্রিয়াণি শ্রূয়ন্তে। তাসাং শ্রুতীনাং পরস্পরবিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তত্র একদেশী ব্রবীতি—] **সপ্ত**—সপ্তসংখ্যকানি ইন্দ্রিয়াণি, [কুতঃ ?] **গতেঃ**—শ্রুত্যা সপ্তত্বাবগতেঃ, **বিশেষিতত্বাৎ চ**—"সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ", ইতি শীর্ষণ্যত্বেন বিশেষিতত্বাৎ চ। [সংখ্যান্তরশ্রবণং তু ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিভেদাপেক্ষম্]।

অনুবাদ—["তাঁহা হইতে সাতটী ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়", এই প্রকারে সাতটী ইন্দ্রিয় শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে। এইপ্রকারে কোন স্থলে আটটী, কোন স্থলে নয়টী, কোন স্থলে দশটী, কোন স্থলে এগারটী, কোন স্থলে বারটী এবং কোন স্থলে তেরটী ইন্দ্রিয় শ্রুত হইতেছে। সেই শ্রুতিসকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে; 'আছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সেই স্থলে একদেশী বলিতেছেন—] **সপ্ত**—ইন্দ্রিয়গণ সপ্তসংখ্যক। [তাহাতে হেতু কি? উত্তর—] **গতেঃ**—যেহেতু শ্রুতি হইতে সপ্তত্বই অবগত হওয়া যায়, **বিশেষিতত্বাৎ চ**—আর যেহেতু "মস্তকস্থিত ইন্দ্রিয় সাতটী", এইপ্রকারে মস্তকস্থরূপে বিশেষিত (—অপরব্যাবৃত্তরূপে বর্ণিত) হইয়াছে। [সংখ্যান্তরের শ্রবণ কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন বৃত্তিকে অপেক্ষা করিয়া বর্ণিত হইয়াছে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

উৎপত্তিবিষয়ঃ শ্রুতিবিপ্রতিষেধঃ প্রাণানাং পরিহৃতঃ।১ সংখ্যাবিষয়ঃ ইদানীং পরিহ্রিয়তে।২ তত্র মুখ্যং প্রাণম্ উপরিষ্টাৎ বক্ষ্যতি।৩ সম্প্রতি তু কতি ইতরে প্রাণাঃ ইতি সম্প্রধারয়তি।৪ শ্রুতিবিপ্রতিপত্তেশ্চ অত্র বিশয়ঃ।৫ ক্বচিৎ সপ্ত প্রাণাঃ সঙ্কীর্ত্ত্যন্তে—"সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" (মুঃ ২।১।৮) **ইতি।৬ ক্বচিৎ চ অষ্টৌ প্রাণাঃ গ্রহত্বেন গুণেন সঙ্কীর্ত্ত্যন্তে—"অষ্টৌ গ্রহাঃ অষ্টৌ অতিগ্রহাঃ"** বৃঃ ৩।২।১) **ইতি।৭**

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি; ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাবিষয়ে শ্রুতিবাক্যের বিরোধ প্রদর্শন।]

প্রাণসকলের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) উৎপত্তিবিষয়ক শ্রুতিবিরোধ [পূর্ব্বাধিকরণে] পরিহৃত হইয়াছে।১ এক্ষণে সংখ্যাবিষয়ক তাহা পরিহৃত হইতেছে।২ তাহাদের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের) মধ্যে মুখ্যপ্রাণকে (—তদ্বিষয়ে জ্ঞাতব্যসকলকে) পরে (—২।৪।৮ ইত্যাদি সূত্রে) বলিবেন।৩ সম্প্রতি কিন্তু ইতর (—মুখ্যপ্রাণ হইতে ভিন্ন) প্রাণসকল (—ইন্দ্রিয়সকল(১) কয়টী, ইহা সম্যগ্‌রূপে নির্দ্ধারণ করিতেছেন।৪ শ্রুতিসকলের মধ্যে বিরোধবশতঃ এখানে সংশয় হইতেছে।৫ [সেই বিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন--] কোন কোন স্থলে সাতটী ইন্দ্রিয় বর্ণিত হইতেছে—"তাঁহা হইতে সাতটী ইন্দ্রিয় (—পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ ও মন) উৎপন্ন হয়।৬ আবার কোন কোন স্থলে আটটী (—উক্ত সাতটী ও হস্ত) ইন্দ্রিয় গ্রহস্বরূপ (—বন্ধকস্বরূপ) গুণের দ্বারা বর্ণিত হইতেছে—"আটটী গ্রহ এবং

ভাবদীপিকা

(১) প্রাণ দুইপ্রকার—মুখ্য ও অমুখ্য (—গৌণ)। তন্মধ্যে প্রাণ অপান প্রভৃতিকে মুখ্যপ্রাণ এবং চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণকে গৌণ (—অমুখ্য) প্রাণ বলা হয়। অপরে বলেন—'মুখে ভবঃ মুখ্যঃ [ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ৩।৩।৬, "আস্যে ভবম্ আসন্যম্" বৃঃ ১।৩।৭ ভাষ্য]। এই-প্রকার ব্যাখ্যাতে মুখবিবরস্থ ও তদ্ব্যাপ্ত নহে, এইপ্রকার বিভাগ বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বাধিকরণে উভয়প্রকার প্রাণেরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে, এক্ষণে অমুখ্য প্রাণের সংখ্যা নিরূপিত হইতেছে। এইহেতু এই অধিকরণে সর্ব্বত্র প্রাণশব্দের অর্থ 'ইন্দ্রিয়'।

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্বচিৎ নব–"সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ দ্বৌ অর্বাঞ্চৌ" (তৈঃ সং ৫।১।৭।১) **ইতি।৮ ক্বচিৎ দশ-"নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ নাভিঃ দশমী"** (তৈঃ ব্রাঃ ২।১।৭) **ইতি।৯ ক্বচিৎ একাদশ–"দশ ইমে পুরুষে প্রাণাঃ আত্মা একাদশঃ"** (বৃঃ ৩।৯।৪) **ইতি।১০ ক্বচিৎ দ্বাদশ–"সর্বেষাং স্পর্শানাং ত্বক্ একায়নম্"** (বৃঃ ২।৪।১১), **ইতি অত্র।১১ ক্বচিৎ ত্রয়োদশ-"চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ"** (প্রঃ ৪।৮) **ইত্যত্র।১২ এবং হি বিপ্রতিপন্নাঃ প্রাণেয়ত্তাং প্রতি শ্রুতয়ঃ।১৩ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্?১৪ সপ্ত এব প্রাণাঃ ইতি।১৫ কুতঃ?১৬**

ভাষ্যানুবাদ

আটটী অতিগ্রহ"(২) ইত্যাদি।৭ কোন কোন স্থলে নয়টী ইন্দ্রিয় বর্ণিত হইতেছে—"মস্তকস্থ ইন্দ্রিয় নিশ্চয় সাতটী (—চক্ষুর্দ্বয় কর্ণদ্বয় নাসাদ্বয় ও বাক্) এবং [পায়ু ও উপস্থ] দুইটী নিম্নে অবস্থিত" ।৮ কোথাও দশটী বর্ণিত হইতেছে—"পুরুষে (—পুরুষাকার দেহে, উপরোক্ত] নয়টী অবশ্যই আছে, নাভি দশম" ।৯ কোথাও এগারটী বর্ণিত হইতেছে –"পুরুষে (– পুরুষোপাধি দেহে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়] এই দশটী ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে, আত্মা (—মন) একাদশ" ।১০ কোন কোন স্থলে দ্বাদশটী ইন্দ্রিয় বর্ণিত হইতেছে—"ত্বগিন্দ্রিয়ই সকলপ্রকার স্পর্শের একমাত্র আশ্রয়", ইত্যাদি এই স্থলে(৩)।১১ কোথাও ত্রয়োদশটী বর্ণিত হইয়াছে—"চক্ষু এবং দ্রষ্টব্য বিষয়", ইত্যাদি এই স্থলে (৪) ।১২ এইপ্রকারে ইন্দ্রিয়সকলের ইয়ত্তার প্রতি (—সংখ্যা নির্দ্ধারণের প্রতি) শ্রুতিসকল বিরোধগ্রস্ত হইতেছে।১৩

[একদেশী—বিশেষিত হওয়ায়, প্রথমে পঠিত হওয়ায় এবং লাঘব হওয়ায় ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা সাতটী।]

তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল?১৪ [পূর্ব্ববাদী বলেন—পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতি অপ্রমাণ। তদুত্তরে একদেশী বলিতেছেন—] ইন্দ্রিয়সকল সাতটীই।১৫

ভাবদীপিকা

(২) যাহা গ্রহণ করে, অর্থাৎ বন্ধন করে, তাহা গ্রহ। ইন্দ্রিয়সকল বিষয়গ্রহণকরতঃ তাহাতে জীবকে বন্ধন করে, সেইহেতু ইন্দ্রিয়সকল 'গ্রহ' (—বন্ধনহেতু)। আর যাহা গ্রহকে (—ইন্দ্রিয়কে) অতিক্রম করে, তাহা 'অতিগ্রহ'। রূপাদি বিষয়সকল আসক্তি উৎপাদনকরতঃ ইন্দ্রিয়কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, সেইহেতু ইন্দ্রিয়সকল বিষয়দ্বারা অতিক্রান্ত হয়, অর্থাৎ তাহাদের অধীন হইয়া পড়ে, এইহেতু বিষয়সকলই 'অতিগ্রহ'। অথবা পিশাচাদি গ্রহের দ্বারা আবিষ্ট পুরুষ কার্য্যাকার্য্য নিরূপণে যেমন অসমর্থ, এইরূপে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবিষ্ট পুরুষও কার্য্যাকার্য্য নিরূপণে অসমর্থ। সেইহেতু ইন্দ্রিয়গণই 'গ্রহ'। আর ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি বিষয়ের অধীন হওয়ায় বিষয়ই 'অতিগ্রহ'।

(৩) এই স্থলে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও হৃদয় (—বুদ্ধি) গৃহীত হইতেছে।

(৪) প্রশ্ন: ৪।৮ শ্রুতিতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার, এই চতুর্দ্দশটী ইন্দ্রিয় বর্ণিত হইয়াছে। ভাষ্যে কিন্তু ত্রয়োদশটীর কথা বলা হইল। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—এই ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশের উপলক্ষণ; অর্থাৎ চতুর্দ্দশটী ইন্দ্রিয়ও এই স্থলে

শাঙ্করভাষ্যম্

গতেঃ।১৭ যতঃ তাবন্ত অবগম্যন্তে—"সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" (মুঃ ২।১।৮), ইতি এবংবিধাসু শ্রুতিষু।১৮ বিশেষিতাশ্চ এতে "সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ" (তৈঃ সং ৫।১।৭।১) ইত্যত্র।১৯ "ননু প্রাণাঃ গুহাশয়াঃ নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত" (মু ২।১।৮), ইতি বীপ্‌সা শ্রূয়তে, সা সপ্তভ্যঃ অতিরিক্তান্ প্রাণান্ গময়তি ইতি।২০ নৈষঃ দোষঃ, পুরুষভেদাভিপ্রায়া ইয়ং বীপ্‌সা প্রতিপুরুষং সপ্ত সপ্ত প্রাণাঃ ইতি, ন তত্ত্বভেদাভিপ্রায়া 'সপ্ত সপ্ত অন্যে অন্যে প্রাণাঃ' ইতি।২১ ননু অষ্টত্বাদিকা অপি সংখ্যা প্রাণেষু উদাহৃতা, কথং সপ্ত এব স্যুঃ?২২ সত্যম্ উদাহৃতা, বিরোধাৎ তু অন্যতমা সংখ্যা অধ্যবসাতব্যা।২৩ তত্র স্তোককল্পনানুরোধাৎ সপ্তসংখ্যাধ্যবসানম্।২৪ বৃত্তিভেদাপেক্ষং চ সংখ্যান্তরশ্রবণম্ ইতি মন্যতে।২৫॥২।৪।৫॥

ভাষ্যানুবাদ

তাহাতে প্রমাণ কি?১৬ [উত্তর –] "যেহেতু অবগত হওয়া যায়"।১৭ [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] যেহেতু "তাঁহা হইতে সাতটী ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি এইপ্রকার শ্রুতিসকলে ততগুলিই অবগত হওয়া যাইতেছে।১৮ আর "মস্তকস্থ ইন্দ্রিয় সাতটী", ইত্যাদি এই স্থলে ইহারা বিশেষিত হইয়াছে (৫)।১৯ [শঙ্কা—] কিন্তু "গুহাশায়ী (—সুষুপ্তিকালে হৃদয়শায়ী)' ইন্দ্রিয়সকল সাত সাতটী করিয়া [বিধাতা-কর্তৃক] সংস্থাপিত হইয়াছে", এইপ্রকারে বীপ্‌সা (– দ্বিরুক্তি) শ্রুত হইতেছে, তাহা ইন্দ্রিয়সকল সাতটীর অতিরিক্ত, ইহা বোধ করাইতেছে।২০ [তদুত্তরে একদেশী বলিতেছেন—] ইহা দোষ নহে, [যেহেতু] এই দ্বিরুক্তি 'প্রত্যেক পুরুষে ইন্দ্রিয়সকল সাত সাতটী', এইপ্রকারে পুরুষের বিভিন্নতাকে অভিপ্রায় করে, কিন্তু 'সাত সাতটী ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন' (—এই সাতটী ইন্দ্রিয় অপর সাতটী ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন) এইপ্রকারে বস্তুর বিভিন্নতাকে অভিপ্রায় করে না।২১ [শঙ্কা—] কিন্তু অষ্টত্ব প্রভৃতি সংখ্যাও ইন্দ্রিয়সকলে উদাহৃত হইয়াছে, [সুতরাং ইন্দ্রিয়সংখ্যা] সাতটীই হইবে কিপ্রকারে?২২ [সমাধান –] হাঁ সত্য, উদাহৃত হইয়াছে, কিন্তু বিরোধবশতঃ অন্যতম (—এই সকলের মধ্যে একটী) সংখ্যাকে নিশ্চয় করিতে হইবে।২৩ সেই স্থলে স্তোক (—অল্পতা) কল্পনার অনুরোধে (– লাঘবানু-

ভাবদীপিকা

বর্ণিত হইল বুঝিতে হইবে। ["স্বপ্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বম্"—যাহা নিজেকে প্রতিপাদনকরতঃ নিজ হইতে ভিন্নকেও প্রতিপাদন করে, তাহাকে বলে—**উপলক্ষণ**]।

(৫) একদেশীর অভিপ্রায় এই—'দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে', এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিলে যেমন 'বামচক্ষুর দ্বারা দর্শন করে না', এইপ্রকার অর্থ প্রতিভাত হয় ; তদ্রূপ 'মস্তকস্থ ইন্দ্রিয় সাতটী', এইপ্রকারে বিশেষিত (—অপরব্যাবৃত্তরূপে বর্ণিত) হইলে অমস্তকস্থ হস্তাদি ইন্দ্রিয় নহে, ইহাই প্রতিভাত হয়।

ভাষ্যানুবাদ

বোধে, এবং মুঃ ২।১।৮ শ্রুতিতে প্রথমেই পঠিত হওয়ায়] সপ্ত সংখ্যা নিশ্চিত হইতেছে।২৪ [কিন্তু অধিক সংখ্যার মধ্যে ন্যূনসংখ্যার অন্তর্ভাব হওয়ায় একাদশাদি অধিক সংখ্যাই গৃহীত হওয়াই উচিত ; তাহাতে শ্রুতিতে বর্ণিত অধিক সংখ্যা হইবে সার্থক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর যে [একাদশাদি] সংখ্যান্তরের শ্রবণ (—শ্রুতিতে বর্ণনা), তাহা [ইন্দ্রিয়ের] বিভিন্ন বৃত্তিকে অপেক্ষা করে, [একদেশী] ইহা মনে করেন।২৫ [অন্যথা সিদ্ধান্তীকেও প্রশ্নঃ ৪।৮ শ্রুত্যনুসারে চতুর্দ্দশটী ইন্দ্রিয় অঙ্গীকার করিতে হইবে, একাদশটী নহে।] ॥২।৪।৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ - অত্র উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—এই বিষয়ে [সিদ্ধান্ত] বর্ণিত হইতেছে—

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] **হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্** ॥২।৪।৬॥

পদচ্ছেদ—হস্তাদয়ঃ, তু, স্থিতেঃ, অতঃ, ন, এবম্।

সূত্রার্থ—**তু**শব্দঃ—একদেশিমতনিরাসার্থঃ। ["হস্তৌ বৈ গ্রহঃ" (বৃঃ ৩।২।৮), ইত্যাদি-শ্রুতৌ] **হস্তাদয়ঃ**—হস্তত্বগাদয়ঃ [ব্যতিরিক্তাঃ প্রাণাঃ শ্রূয়ন্তে। তেষাং সপ্তত্বসংখ্যায়াম্ অসম্ভাবিতান্তর্ভাবে সপ্তত্বাতিরেকে] **স্থিতেঃ**—অবধারিতে, [সপ্তত্বসংখ্যা একাদশত্ব-সংখ্যায়াম্ অন্তর্ভাবয়িতুং শক্যতে]। **অতঃ**—অস্মাৎ কারণাৎ, **ন এবম্**—ন এবং মন্তব্যং সপ্ত এব প্রাণাঃ ইতি।

অনুবাদ- **তু**শব্দ—একদেশিমতনিরাকরণের জন্য। ["হস্তদ্বয়ই গ্রহ", ইত্যাদি শ্রুতিতে] **হস্তাদয়ঃ**—হস্ত ও ত্বক্ প্রভৃতি [অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সকল শ্রুত হইতেছে। সপ্তত্ব-সংখ্যার মধ্যে তাহাদের অন্তর্ভাব সম্ভব না হওয়ায় সপ্তত্বসংখ্যা হইতে অতিরিক্ত সংখ্যা] **স্থিতে**—অবধারিত হইলে, [সপ্তত্বসংখ্যাকে একাদশত্বসংখ্যাতে অন্তর্ভাব করিতে পারা যায়]। **অতঃ**—এইহেতু, **ন এবম্**—ইন্দ্রিয় সাতটাই, এইপ্রকার মনে করা উচিত নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

হস্তাদয়স্তু অপরে সপ্তভ্যঃ অতিরিক্তাঃ প্রাণাঃ শ্রূয়ন্তে—"হস্তৌ বৈ গ্রহঃ সঃ কর্ম্মণা অতিগ্রহেণ গৃহীতঃ, হস্তাভ্যাং হি কর্ম্ম করোতি" (বৃঃ ৩।২।৮), **ইতি এবমাদ্যাসু শ্রুতিষু।১ স্থিতে চ সপ্তত্বাতিরেকে সপ্তত্বম্ অন্তর্ভাবাৎ শক্যতে সম্ভাবয়িতুম্।২ হীনাধিক-**

ভাষ্যানুবাদ

[সঃ—কার্য্যলিঙ্গক অনুমানপুষ্ট আগমপ্রমাণবলে ইন্দ্রিয়ের একাদশত্ব সংখ্যা নিরূপণ।]

সিদ্ধান্ত—কিন্তু "হস্তদ্বয়ই গ্রহ, তাহা কর্ম্মরূপ (—গ্রহণকরারূপ) অতিগ্রহের দ্বারা গৃহীত (—আবদ্ধ), যেহেতু হস্তদ্বারাই কর্ম্মানুষ্ঠান করে", ইত্যাদি এই সকল শ্রুতিতে সাতটী হইতে অতিরিক্ত হস্ত প্রভৃতি অপর ইন্দ্রিয়সকল পঠিত হইতেছে।১ আর [ইন্দ্রিয়সংখ্যা] সাতটীর অধিক, ইহা স্থিত (—অবধারিত) হইলে সপ্তত্বকে সম্ভাবিত করিতে (—অধিক সংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভাব করিতে) পারা যায়, যেহেতু

শাঙ্করভাষ্যম্

সংখ্যাবিপ্রতিপত্তৌ হি অধিকা সংখ্যা সংগ্রাহ্যা ভবতি, তস্যাং হীনা অন্তর্ভবতি, নতু হীনায়াম্ অধিকা।৩ অতশ্চ নৈবং মন্তব্যং স্তোক-কল্পনানুরোধাৎ সপ্ত এব প্রাণাঃ স্যুঃ ইতি।৪ উত্তরসংখ্যানুরোধাৎ তু একাদশৈব তে প্রাণাঃ স্যুঃ।৫ তথাচ উদাহৃতা শ্রুতিঃ—"দশ ইমে পুরুষে প্রাণাঃ আত্মা একাদশঃ" (বৃঃ ৩।৯।৪) ইতি।৬ আত্ম-শব্দেন চ অত্র অন্তঃকরণং পরিগৃহ্যতে, করণাধিকারাৎ।৭ ননু একাদশত্বাৎ অপি অধিকে দ্বাদশত্রয়োদশত্বে উদাহৃতে।৮ সত্যম্ উদাহৃতে, নতু একাদশভ্যঃ কার্য্যজাতেভ্যঃ অধিকং কার্য্যজাতম্ অস্তি, যদর্থম্ অধিকং করণং কল্প্যেত।৯ শব্দস্পর্শ-রূপরসগন্ধবিষয়াঃ পঞ্চ বুদ্ধিভেদাঃ, তদর্থানি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি।১০ বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ পঞ্চ কর্ম্মভেদাঃ, তদর্থানি চ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি।১১ সর্ব্বার্থবিষয়ং ত্রৈকাল্যবৃত্তি মনস্তু একম্ অনেক-

ভাষ্যানুবাদ

[অল্প সংখ্যা অধিক সংখ্যার মধ্যে] অন্তর্ভূত হইয়া থাকে।২ দেখ, অল্প ও অধিক সংখ্যার মধ্যে বিরোধ হইলে অধিক সংখ্যাই গ্রহণীয়, হীনসংখ্যা তাহাতে অন্তর্ভূত, কিন্তু অল্প সংখ্যার মধ্যে অধিক সংখ্যা [অন্তর্ভূত] নহে।৩ আর সেইহেতু এইপ্রকার মনে করা উচিত নহে যে, অল্প কল্পনার অনুরোধে (—লাঘবানুরোধে) ইন্দ্রিয়গণ হইবে সাতটীই।৪ [তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা কত? উত্তর—] পরবর্ত্তী সংখ্যার অনুরোধে কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়গণ একাদশটীই হইবে।৫ [কিন্তু তাহাতে গৌরবদোষ হইয়া পড়িবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—আমরা কল্পনা করিতেছি না, সুতরাং লাঘব গৌরবের প্রশ্নই উঠে না। শ্রুতি ও যুক্তিবলেই তত্ত্ব নির্ণীত হইতেছে], সেই বিষয়ে শ্রুতি উদাহৃতা হইয়াছেন, যথা—"পুরুষে (—পুরুষাকার দেহে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়] এই দশটী ইন্দ্রিয় আছে, আত্মা একাদশস্থানীয়", ইত্যাদি।৬ [এই স্থলে] আত্মশব্দে কিন্তু অন্তঃকরণ পরিগৃহীত হইতেছে, যেহেতু ইহা করণের (—বিষয়গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের) প্রকরণ।৭ [শঙ্কা—] কিন্তু একাদশ হইতেও অধিক দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ সংখ্যা উদাহৃত হইয়াছে।৮ [সমাধান—] হাঁ সত্য, উদাহৃত হইয়াছে; কিন্তু একাদশটী কার্য্য (—ইন্দ্রিয়ের বিষয়) হইতে অধিক কার্য্য বিদ্যমান নাই, যাহার জন্য অধিক করণ কল্পনা করিতে হইবে।৯ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধবিষয়ক পাঁচপ্রকার বিভিন্ন বুদ্ধি (—জ্ঞান), তাহাদিগের জন্য পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় আবশ্যক।১০ আর বচন (—বাগ্ব্যবহার), আদান (—গ্রহণ), বিহরণ (—চলন), উৎসর্গ (—মলত্যাগ) ও আনন্দ, এই পাঁচপ্রকার বিভিন্ন কর্ম্ম, তাহা-দিগের জন্য পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় আবশ্যক।১১ সকল পদার্থই যাহার বিষয় এবং [অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এই] কালত্রয়েই যাহার বৃত্তি (—ক্রিয়া) হয়, সেই

শাঙ্করভাষ্যম্

বৃত্তিকম্।১২ তদেব বৃত্তিভেদাৎ ক্বচিৎ ভিন্নবৎ ব্যপদিশ্যতে—"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং চ' ইতি।১৩ তথা চ শ্রুতিঃ কামাদ্যাঃ নানাবিধাঃ বৃত্তীঃ অনুক্রম্য আহ—"এতৎ সর্ব্বং মনঃ এব" (বৃঃ ১।৫।৩), ইতি।১৪ অপিচ সপ্তৈব শীর্ষণ্যান্ প্রাণান্ অভিমন্যমানস্য চত্বারঃ এব প্রাণাঃ অভিমতাঃ স্যুঃ।১৫ স্থানভেদাৎ হি এতে চত্বারঃ সন্তঃ সপ্ত গণ্যন্তে 'দ্বে শ্রোত্রে, দ্বে চক্ষুষী, দ্বে নাসিকে, একা বাক্',

ভাষ্যানুবাদ

মন কিন্তু এক ও অনেক বৃত্তিযুক্ত (৬)।১২ কোন কোন স্থলে বৃত্তির বিভিন্নতাবশতঃ তাহাই বিভিন্নের ন্যায় কথিত হয়, যথা—মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত, এইপ্রকার।১৩ [কিন্তু এক মনেরই এই সকল বিভিন্ন বৃত্তি অঙ্গীকার না করিয়া বুদ্ধি প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়রূপেই স্বীকার্য্য নহে কেন ? উত্তর—] আর দেখ, শ্রুতি কাম প্রভৃতি নানাবিধ বৃত্তিসকলকে উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"এই সমস্ত মনই", ইত্যাদি (—মনোরূপ ধর্ম্মীর অভিন্নতাপ্রতিপাদক এই শ্রুতিবলেই আমরা বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতিকে মনের (—অন্তঃকরণের) বিভিন্ন বৃত্তিরূপে অঙ্গীকার করিতেছি)।১৪

[নিঃ—ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাবিষয়ক অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম প্রদর্শন দ্বারা সিদ্ধান্তের পুষ্টি সম্পাদন।]

[পূর্ব্ব সূত্রস্থ 'বিশেষিতত্বাৎ' এই হেতুটী নিরাকরণ করিতেছেন—] আর এক কথা, যিনি মনে করেন মস্তকস্থ ইন্দ্রিয়সকল সাতটীই, তাঁহার মতে ইন্দ্রিয় হইবে চারিটী মাত্র।১৫ যেহেতু চারিটী হইয়া ইহারা স্থানের (—ইন্দ্রিয়গোলকের) ভেদবশতঃ সাতটী বলিয়া গণিত হয়, যথা—দুইটী কর্ণ, দুইটী চক্ষু, দুইটী নাসিকা এবং একটী বাগিন্দ্রিয়।১৬ [আর যে বলা হইয়াছে—সংখ্যান্তরের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন

ভাবদীপিকা

(৬) "শ্রুতীনাং মিথো বিরোধে সতি মানান্তরানুগৃহীতা শ্রুতিঃ বলীয়সী" (রত্নপ্রভা)—'শ্রুতিসকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইলে অন্য প্রমাণদ্বারা পুষ্টা শ্রুতিই বলবতী", এই ন্যায়বলে এই স্থলে **সিদ্ধান্ত** নিরূপিত হইতেছে। কার্য্যলিঙ্গক অনুমানের (—তত্তৎ কার্য্যদৃষ্টে যে তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের অনুমান, তাহার) দ্বারা অনুগৃহীত (—পুষ্ট) যে ইন্দ্রিয়ের একাদশত্ব সংখ্যাবোধিকা শ্রুতি (বৃঃ ৩।৯।৪), বলবতী হওয়ায় তাহার বলেই এখানে ইন্দ্রিয়সংখ্যা অবধারিত হইতেছে। মূলে ১০-১২ সংখ্যক বাক্যে সেই কার্য্যলিঙ্গক অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার অবয়ব এই—**(ক)** "শব্দাদিপঞ্চবুদ্ধয়ঃ সকরণাঃ ক্রিয়াত্বাৎ, ছিদিক্রিয়াবৎ", ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের সাধক। **(খ)** "বচনাদিপঞ্চকর্ম্মাণি সকরণকানি ক্রিয়াত্বাৎ, ছিদিক্রিয়াবৎ", ইহা কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের সাধক। (গ) "মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়েভ্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়েভ্যশ্চ ইন্দ্রিয়ান্তরং ত্রৈকালিকসকলদৃশ্যবিষয়কত্বাৎ; যন্নৈবং তন্নৈবম্, যথা চক্ষুঃ"—"মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল হইতে ভিন্ন ইন্দ্রিয়, যেহেতু ত্রৈকালিক সকল দৃশ্য বস্তুই তাহার বিষয়; যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন ইন্দ্রিয় নহে, ত্রৈকালিক সকল দৃশ্য বস্তু তাহার বিষয়ও নহে, যেমন [বর্ত্তমানমাত্রগ্রাহি] চক্ষু". ইহা মনের সাধক অনুমান। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সাধক অনুমান ২।৪।৯ অধিঃ দ্রঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি।১৬ নচ তাবত্তাম্ এব বৃত্তিভেদাঃ ইতরে প্রাণাঃ ইতি শক্যতে বক্তুম্, হস্তাদিবৃত্তীনাম্ অত্যন্তবিজাতীয়ত্বাৎ।১৭ তথা "নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ নাভিঃ দশমী" (তৈঃ ব্রাঃ ২।১।৭), ইতি অত্রাপি দেহচ্ছিদ্রভেদাভিপ্রায়েণ এব দশ প্রাণাঃ উচ্যন্তে, ন প্রাণতত্ত্বভেদাভিপ্রায়েণ, "নাভিঃ দশমী", ইতি বচনাৎ।১৮ নহি নাভিঃ নাম কশ্চিৎ প্রাণঃ প্রসিদ্ধঃ অস্তি।১৯ মুখ্যস্য তু প্রাণস্য ভবতি নাভিঃ অপি একং বিশেষায়তনম্ ইতি অতঃ "নাভিঃ দশমী", ইতি উচ্যতে।২০ কচিৎ উপাসনার্থং কতিচিৎ প্রাণাঃ গণ্যন্তে, কচিৎ প্রদর্শনার্থম্।২১ তদেবং বিচিত্রে প্রাণেয়ত্তাম্নানে সতি ক কিংপরম্ আম্নানম্ ইতি বিবেক্তব্যম্।২২ কার্য্যজাতবশাৎ তু একাদশত্বাম্নানং প্রাণবিষয়ং প্রমাণম্ ইতি স্থিতম্।২৩৷২৷ ৪।৬৷ ইতি প্রথমবর্ণকম্।

ভাষ্যানুবাদ

বৃত্তিকে অপেক্ষা করে (৭৪২ পৃঃ ২৫ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর অপর ইন্দ্রিয়সকল তাহাদেরই (—মস্তকস্থ ইন্দ্রিয়সকলেরই) বিভিন্ন বৃত্তি, ইহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু হস্ত প্রভৃতির যে বৃত্তি (—ক্রিয়া), তাহা [চক্ষুরাদির বৃত্তি হইতে] অত্যন্ত বিজাতীয়; [হস্তের গ্রহণক্রিয়া চক্ষু বা কর্ণের বৃত্তি হইলে অন্ধ বা বধির কিছুই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত না, ইহাই ভাব।১৭ কিন্তু বিভিন্ন শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন সংখ্যা বর্ণিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়সংখ্যা একাদশটীই বা কিপ্রকারে হইবে? তদুত্তরে শ্রুত্যুক্ত দশত্বসংখ্যার মর্ম্ম বর্ণনা করিতেছেন—] এইরূপে (—মস্তকস্থ ইন্দ্রিয় চারিটী হইলেও স্থানভেদে সপ্তত্বকথনের ন্যায়) "পুরুষে (—তদাকার দেহে) নয়টী প্রাণ (—ইন্দ্রিয়) অবশ্যই আছে, নাভি দশমস্থানীয়", ইত্যাদি এই স্থলেও দেহের বিভিন্ন ছিদ্রকে অভিপ্রায় করিয়াই ইন্দ্রিয়সকল দশটী, ইহা কথিত হইতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়রূপ বস্তুর বিভিন্নতাকে অভিপ্রায় করিয়া নহে, যেহেতু 'নাভি দশমস্থানীয়', এইপ্রকার বাক্য আছে।১৮ [কিন্তু ইন্দ্রিয়সহ একত্র পঠিত হওয়ায় নাভিও তো ইন্দ্রিয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা বলিতে পার না]; যেহেতু নাভিনামক কোন ইন্দ্রিয় [লোকে ও বেদে] প্রসিদ্ধ নহে।১৯ [আচ্ছা, তাহাতে প্রাণশব্দের প্রয়োগ তবে কেন হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু মুখ্যপ্রাণের নাভিও একটী বিশেষ আশ্রয়, এইহেতু "নাভি দশমস্থানীয় (—দশম প্রাণ"), ইহা কথিত হইতেছে (—সমাননামক মুখ্যপ্রাণবৃত্তির আশ্রয় হওয়ায় লক্ষণাবৃত্তিবলে নাভিতে প্রাণশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।২০ অন্যান্য সাংখ্যাবোধক শ্রুতিবাক্যের মর্ম্ম বর্ণনা করিতেছেন—] কোন কোন স্থলে (—"সপ্ত প্রাণাঃ" (মুঃ ২।১।৮), ইত্যাদি শ্রুতিতে) উপাসনার জন্য কতকগুলি ইন্দ্রিয় পরিগণিত হইতেছে, [আবার] কোন কোন স্থলে (—"অষ্টৌ গ্রহাঃ" (বৃঃ ৩।২।১) ইত্যাদি স্থলে, ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়]

ভাষ্যানুবাদ

প্রদর্শনের জন্য কতকগুলি ইন্দ্রিয় পরিগণিত হইতেছে (৭)।২১ সেইহেতু (—কতকগুলি বাক্য উপাসনাসমর্পক এবং কতকগুলি তত্ত্বনির্ণায়ক হওয়ায়) ইন্দ্রিয়সকলের ইয়ত্তা (—সংখ্যা) এইপ্রকারে বিচিত্রভাবে পঠিত হইলে কোথায় কোন্ অর্থে পঠিত হইয়াছে, ইহা বিচার করিতে হইবে।২২ [কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাবিষয়ক তত্ত্ব কিপ্রকারে] নির্ণীত হইবে ? উত্তর—] কিন্তু [তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের] কার্য্যসকলের বশে (—অনুরোধে) ইন্দ্রিয়বিষয়ক যে একাদশত্বের বর্ণনা, তাহাই প্রমাণ, ইহা স্থির হইল।২৩ [এইপ্রকারে ইন্দ্রিয়বিষয়ক শ্রুতিসকলের বিরোধ পরিহৃত হওয়ায় তাহাদের প্রামাণ্য ও ইন্দ্রিয়সকলের কারণভূত ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয় সিদ্ধ হইল]॥২।৪।৬॥
প্রথম বর্ণকের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয়বর্ণকম্।

অধিকরণপ্রতিপাদ্য— প্রকারান্তরে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যানিরূপণ।

[একদেশী সূত্র—] **সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥২।৪।৫॥**

সূত্রার্থ—[ইন্দ্রিয়াণি এব বিষয়ঃ। জীবেন সহ কতি প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি, ইতি অত্র বিচার্য্যতে। কচিৎ চক্ষুর্ঘ্রাণরসনবাক্‌শ্রোত্রমনস্ত্বগ্‌বিজ্ঞানানি অষ্টৌ উপক্রম্য "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২), ইতি আম্নাতম্। তত্র সপ্তানাম্ এব উৎক্রান্তিঃ প্রতীয়তে মনোবিজ্ঞানয়োঃ একত্বাৎ। "দশেমে পুরুষে প্রাণাঃ আত্মা একাদশঃ, তে যদা অস্মাৎ শরীরাৎ মর্ত্ত্যাৎ উৎক্রামন্তি অথ রোদয়ন্তি" (বৃঃ ৩।৯।৪) ইতি চ একাদশানাম্ উৎক্রান্তিঃ প্রতীয়তে। শ্রুতিবিমত্যা অত্র সংশয়ে সতি 'বিরোধাৎ শ্রুতিঃ অপ্রমাণম্', ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তত্র একদেশী আহ—মরণসময়ে যেষাং সহগমনং তেষামেব জন্মান্তরে ভোগসাধনত্বাৎ ইন্দ্রিয়ত্বম্। তথাচ [মুখ্যং] "প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি", ইতি চক্ষুরাদীনাং সপ্তানাম্ এব] **গতেঃ**—মুখ্যপ্রাণেন সহগমনস্য শ্রবণাৎ [লাঘবাৎ চ সপ্ত এব উৎক্রামন্তি। ননু সর্ব্বশব্দশ্রবণাৎ কথং সপ্তানাম্ এব গতিশ্রবণম্ ? তত্র আহ—] **বিশেষিতত্বাৎ চ**—"যত্র এষঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে", "একীভবতি ন পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।১-২), ইত্যাদিনা চক্ষুরাদিসপ্তানাম্ এব উৎক্রান্তৌ বিশেষিতত্বাৎ। [অতঃ সর্ব্বশব্দস্য প্রকৃতাপেক্ষত্বাৎ সপ্ত এব উৎক্রামন্তি, অতঃ সপ্ত এব প্রাণাঃ ইতি]।

অনুবাদ—[ইন্দ্রিয়সকলই বিষয়। জীবের সহিত কতগুলি প্রাণ উৎক্রমণ করে, ইহা এখানে বিচারিত হইতেছে। কোন স্থলে চক্ষু নাসিকা রসনা বাক্ শ্রোত্র মন ত্বক্ ও বুদ্ধি

ভাবদীপিকা

(৭) "অষ্টৌ গ্রহাঃ" (বৃঃ ৩।২।১), ইত্যাদিপ্রকারে আরব্ধ হইয়া সেই স্থলে যে গ্রহসকল (—বন্ধনের হেতুভূত ইন্দ্রিয়সকল) বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পায়ু উপস্থ ও পাদেরও উপলক্ষণরূপে (৪ ভাবদীঃ) বুঝিতে হইবে, কারণ তাহারাও অবিশেষভাবে গ্রহ (—বন্ধনহেতু)। আচ্ছা, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাবর্ণনাপর বাক্যগুলি কি উপাসনার অঙ্গ সমর্পক, অথবা তত্ত্বনির্ণায়ক ? তদুত্তরে বলিতেছেন—**তদেবম্**—সেইহেতু ইত্যাদি (২২ বাক্য)।

এই আটটীর দ্বারা বর্ণনারম্ভ করিয়া "তাহা (—জীব) উৎক্রমণ করিলে তাহার অনুগমনকরতঃ মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করে, মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করিলে, তাহার অনুগমনকরতঃ ইন্দ্রিয়গণ উৎক্রমণ করে", এইপ্রকার পঠিত হইয়াছে। সেই স্থলে সাতটীরই উৎক্রমণ প্রতীত হইতেছে, যেহেতু মন ও বুদ্ধি একই তত্ত্ব। আবার "এই পুরুষাকার দেহে দশটী প্রাণ বর্ত্তমান আছে, মন একাদশস্থানীয়; তাহারা যখন এই মরণশীল শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখন [আত্মীয়গণকে] রোদন করায়", এইপ্রকারে একাদশটীর উৎক্রান্তি প্রতীত হইতেছে। শ্রুতির বৈষম্যবশতঃ এই স্থলে সংশয় হইলে, "বিরোধবশতঃ শ্রুতি প্রমাণ নহে", ইহা পূর্ব্বপক্ষ। তাহাতে একদেশী বলিতেছেন—মরণকালে যাহারা সহগমন করে জন্মান্তরে ভোগসাধন হওয়ায় তাহারাই ইন্দ্রিয়। তাহাতে ["মুখ্য] প্রাণ উৎক্রমণ করিলে তাহাকে অনুগমনকরতঃ সকল প্রাণ উৎক্রমণ করে", এইপ্রকারে চক্ষুরাদি সাতটীরই] **গতেঃ**—মুখ্যপ্রাণের সহিত গমন শ্রুত হওয়ায় [এবং লাঘব হওয়ায় সাতটী প্রাণই উৎক্রমণ করে। কিন্তু সর্ব্বশব্দ শ্রুত হওয়ায় শ্রুতিতে সাতটীরই গমন বর্ণিত হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে বলা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **বিশেষিতত্বাৎ চ**—"যখন এই চক্ষুস্থ পুরুষ সকল দিক হইতে ব্যাবৃত্ত হয়", "একীভূত হয় দর্শন করে না", ইত্যাদি বাক্যসকলের দ্বারা উৎক্রান্তিকালে চক্ষু প্রভৃতি সাতটীই যেহেতু বিশেষিত (—অন্তর্ব্যাবৃত্তরূপে বর্ণিত) হইয়াছে। [অতএব সর্ব্বশব্দ প্রস্তাবিতকেই অপেক্ষা করে বলিয়া সাতটীই উৎক্রমণ করে, সেইহেতু ইন্দ্রিয় সাতটীই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইয়ম্ অপরা সূত্রদ্বয়যোজনা।১ সপ্ত এব প্রাণাঃ স্যুঃ, যতঃ সপ্তানাম্ এব গতিঃ শ্রূয়তে—"তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি, প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২), **ইত্যত্র।২ নমু সর্ব্বশব্দঃ অপি অত্র পঠ্যতে, তৎ কথং সপ্তানাম্**

ভাষ্যানুবাদ

[একদেশী—সাতটীরই জীবসহ উৎক্রমণ হওয়ায় ইন্দ্রিয়সংখ্যা সাতটী।]

(৮) সূত্রদ্বয়ের এই অন্যপ্রকার যোজনা (—ব্যাখ্যা) প্রদর্শিত হইতেছে।১ [একদেশী বলেন—] ইন্দ্রিয়সকল সাতটীই, যেহেতু "তাহা (—জীব) উৎক্রান্ত হইলে তাহার অনুগমনকরতঃ মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করে, মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করিলে ইন্দ্রিয়সকল তাহার অনুগমনকরতঃ উৎক্রমণ করে", ইত্যাদি এই স্থলে সাতটীরই গমন শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।২ [শঙ্কা—] কিন্তু এখানে (—বৃঃ ৪।৪।২ বাক্যে)

ভাবদীপিকা

(৮) (ক) প্রথম বর্ণকে প্রথম সূত্রযোজনাতে 'গতি' শব্দের অর্থ করা হইয়াছে 'অবগতি', তাহাতে যোজনা ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, কারণ গতিশব্দ গমনেই মুখ্য। (খ) তত্রস্থ পূর্ব্বপক্ষে শ্রুত্যন্তরে পঠিত ইন্দ্রিয়সকলকে সপ্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিভেদ বলা হইয়াছে, তাহাতেও কল্পনা ক্লিষ্টই হইয়া পড়ে, কারণ গ্রহণ ও চলনাদি চক্ষুরাদির বৃত্তি হইতে পারে না। (গ) মুণ্ডকে "সপ্ত প্রাণাঃ" (মু ২।১।৮), এইরূপে যে ইন্দ্রিয়সকল পঠিত হইয়াছে, "সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ" (তৈঃ সং ৫।১।৭।১), এইরূপে তৈত্তিরীয়কে তাহা বিশেষিত হইয়াছে; ইহাতেও "বিশেষিতত্বাৎ" (৫ সূঃ)

শাঙ্করভাষ্যম্

এব গতিঃ প্রতিজ্ঞায়তে ইতি ?৩ ‘বিশেষিতত্বাৎ’ ইত্যাহ ।৪ সপ্ত এব হি প্রাণাঃ চক্ষুরাদয়ঃ ত্বক্‌পর্য্যন্তাঃ বিশেষিতাঃ ইহ প্রকৃতাঃ, “সঃ যত্র এষঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে, অথ অরূপজ্ঞঃ ভবতি”, “একীভবতি ন পশ্যতি ইতি আহুঃ” (বৃঃ ৪।৪।১,২), ইত্যেবমাদিনা অনুক্রমণেন ।৫ প্রকৃতগামী চ সর্ব্বশব্দঃ ভবতি ।৬ যথা সর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ ভোজয়িতব্যাঃ ইতি যে নিমন্ত্রিতাঃ প্রকৃতাঃ ব্রাহ্মণাঃ তে এব সর্ব্বশব্দেন উচ্যন্তে, ন অন্যে ইতি ।৭ এবম্ ইহাপি যে প্রকৃতাঃ সপ্ত প্রাণাঃ তে এব সর্ব্বশব্দেন উচ্যন্তে, ন অন্যে ইতি ।৮ ননু অত্র বিজ্ঞানম্ অষ্টমম্ অনুক্রান্তং, কথং সপ্তানাম্ এব অনুক্রম

ভাষ্যানুবাদ

সর্ব্বশব্দও পঠিত হইতেছে, সেইহেতু সাতটীরই গমন কিপ্রকারে প্রতিজ্ঞা করা হইতেছে ? ৩ [তদুত্তরে একদেশী] বলেন—“যেহেতু বিশেষিত হইয়াছে”। ৪ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন –] “যখন এই চাক্ষুষ পুরুষ (—আদিত্যাংশভূত চক্ষুর অনুগ্রাহক দেবতা) সকল দিক্ হইতে ব্যাবৃত্ত হয় (– অনুগ্রাহকত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানভূত সূর্য্যে প্রত্যাগমন করে), তখন [মুমূর্ষু ব্যক্তির] রূপজ্ঞান হয় না” [“চক্ষুরিন্দ্রিয় হৃদয়স্থিত মনের সহিত] একীভূত হয়, [তখন পার্শ্বস্থগণ] বলেন—[ইনি] দর্শন করিতেছেন না”, ইত্যাদি এইপ্রকার অনুক্রমণের (—বর্ণনার) দ্বারা যেহেতু চক্ষু হইতে ত্বক্ পর্য্যন্ত বিশেষিত (—অন্য ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্নরূপে বর্ণিত) সাতটী ইন্দ্রিয়ই এখানে প্রস্তাবিত হইয়াছে ।৫ [কিন্তু “সর্ব্বে প্রাণাঃ অনুৎক্রামন্তি” (বৃঃ ৪।৪।২), এই স্থলে সকল ইন্দ্রিয়ের গমনই বর্ণিত হইতেছে, সাতটির গমন তো নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন –] আর সর্ব্বশব্দটি হইতেছে প্রকৃতগামী (– প্রস্তাবিত বিষয়ের সমর্পক) ।৬ যেমন ‘সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে’, এই স্থলে যাহারা প্রস্তাবিত, অর্থাৎ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, তাহারাই সর্ব্বশব্দের দ্বারা কথিত হয়, অপরে নহে ।৭ এইপ্রকারে এখানেও প্রস্তাবিত যে সাতটি ইন্দ্রিয়, তাহারাই সর্ব্বশব্দের দ্বারা কথিত হইতেছে, অপর ইন্দ্রিয় নহে। [এইপ্রকারে এখানেও প্রকরণপ্রমাণের বলে সর্ব্বশব্দের অর্থসঙ্কোচ করিতে হইবে, ইহাই ভাব]। ৮

ভাবদীপিকা

এই হেতুটীর বৈয়ধিকরণ্যবশতঃ (—একই উপনিষদে অথবা একই বেদে পঠিত না হওয়ায়) কল্পনা ক্লিষ্টই হইতেছে। (ঘ) আবার ‘মস্তকস্থগুলিই ইন্দ্রিয়, অমস্তকস্থগুলি তাহা নহে (৫ ভাবদীঃ), এইপ্রকার ব্যাখ্যাতে পরিসংখ্যাদোষ (—অপর ইন্দ্রিয়গুলির ব্যাবৃত্তিরূপ দোষ) হইয়া পড়ে। এই সকল দোষ প্রসক্ত হওয়ায় অরুচিবশতঃ দ্বিতীয় বর্ণক আরব্ধ হইতেছে। এতদ্দ্বারা উৎক্রমণকালে যতগুলি ইন্দ্রিয় জীবের সহিত উৎক্রমণ করে, ইন্দ্রিয়সংখ্যা ততগুলিই ইহা নিরূপণদ্বারে উৎক্রমণকারী ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাবিষয়ক শ্রুতির বিরোধও নিরাকৃত হইতেছে—**ইয়ম্ অপরা**—‘সূত্রদ্বয়ের’, ইত্যাদি (১ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

নম্ ?৯ নৈষঃ দোষঃ, মনোবিজ্ঞানয়োঃ তত্ত্বাভেদাৎ বৃত্তিভেদেঽপি সপ্তত্বোপপত্তেঃ ।১০ তস্মাৎ সপ্ত এব প্রাণাঃ ইতি ।১১॥২।৪।৫॥

ভাষ্যানুবাদ

[শঙ্কা—] কিন্তু এখানে (—"ন বিজানাতি" (বৃঃ ৪।৪।২), এই স্থলে অষ্টমস্থানীয় বিজ্ঞান (—বুদ্ধি) বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং [শ্রুতিতে] সাতটীরই বর্ণনা হইয়াছে, ইহা কিপ্রকারে বলা যায় ? ৯ [সমাধান—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু মন ও বুদ্ধির তত্ত্বাভেদ (—স্বরূপতঃ অভিন্নতা) বশতঃ বৃত্তির বিভিন্নতা থাকিলেও [ইন্দ্রিয়ের] সপ্তত্বসংখ্যা উপপন্ন হয় ।১০ সেইহেতু (—জীবসহ সাতটীরই উৎক্রমণ বর্ণিত হওয়ায়) ইন্দ্রিয়সকল সাতটীই ।১১॥২।৪।৫॥

[সিদ্ধান্ত সূত্র—] হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥২।৪।৬॥

সূত্রার্থ—তুশব্দঃ—একদেশিমতনিরাসার্থঃ। [সপ্তেভ্যঃ অতিরিক্তাঃ] **হস্তাদয়ঃ**—হস্তত্বগাদয়ঃ ['হস্তৌ বৈ গ্রহঃ' (বৃঃ ৩।২।৮), ইত্যাদিশ্রুতৌ গ্রহত্বেন শ্রূয়ন্তে। গ্রহত্বং চ বন্ধকত্বং, তৎ চ হস্তাদীনাং সহগমনং বিনা ন সম্ভবতি। অতঃ "সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২), ইতি অবিশেষেণ হস্তপ্রভৃতীনাং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ উৎক্রান্তিশ্রবণাৎ "দশ ইমে পুরুষে প্রাণাঃ আত্মা একাদশঃ····তে যদা উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৩।৯।৪), ইতি শ্রুতিপ্রতিপাদিতানাং একাদশানাং প্রাণানাম্ উৎক্রমণে] **স্থিতে**—অবধারিতে, [ভবন্তি একাদশোৎক্রান্তিমন্তঃ প্রাণাঃ]। **অতঃ**—অস্মাৎ কারণাৎ, **ন এবম্**—ন এবং মন্তব্যং যৎ সপ্ত এব প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি ইতি। [তস্মাৎ ন শ্রুতীনাং মিথোবিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—তুশব্দ—একদেশীর মত নিরাকরণের জন্য। [সাতটী হইতে [অতিরিক্ত] **হস্তাদয়ঃ**—হস্ত ও ত্বক্ প্রভৃতি, ["হস্তদ্বয়ই গ্রহ", ইত্যাদি শ্রুতিতে গ্রহরূপে বর্ণিত হইতেছে। 'গ্রহত্ব' অর্থ—'বন্ধকত্ব', তাহা কিন্তু হস্তাদির সহগমন ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। সেইহেতু "সকল ইন্দ্রিয় অনুগমনকরতঃ উৎক্রমণ করে", এইপ্রকারে অবিশেষভাবে হস্ত প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের উৎক্রমণ শ্রুত হওয়ায় "পুরুষাকার দেহে এই দশটী ইন্দ্রিয়, মন একাদশ—তাহারা যখন উৎক্রমণ করে", ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত একাদশটী ইন্দ্রিয়ের উৎক্রমণ] **স্থিতে**—অবধারিত হইলে, [উৎক্রমণকারী ইন্দ্রিয় একাদশটীই বটে]। **অতঃ**—এইহেতু, **ন এবম্**—এইপ্রকার মনে করা উচিত নহে যে, সাতটী প্রাণই উৎক্রমণ করে। ॥ [অতএব শ্রুতিসকলের মধ্যে বিরোধ নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—হস্তাদয়স্তু অপরে সপ্তভ্যঃ অতিরিক্তাঃ প্রাণাঃ প্রতীয়ন্তে "হস্তৌ বৈ গ্রহঃ" (বৃঃ ৩।২।৮), ইত্যাদিশ্রুতিষু ।১ গ্রহত্বং চ বন্ধনভাবঃ গৃহ্যতে, বধ্যতে ক্ষেত্রজ্ঞঃ অনেন গ্রহসংজ্ঞকেন বন্ধনেন ইতি ।২ সঃ চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ন একস্মিন্ এব শরীরে বধ্যতে, শরীরান্তরেষু অপি তুল্যত্বাৎ বন্ধনস্য ।৩ তস্মাৎ শরীরা-

শাঙ্করভাষ্যম্

স্তরসঞ্চারি ইদং গ্রহসংজ্ঞকং বন্ধনম্ ইতি অর্থাৎ উক্তং ভবতি।৪ তথাচ স্মৃতিঃ—"পুর্য্যষ্টকেন লিঙ্গেন প্রাণাদ্যেন স যুজ্যতে। তেন বদ্ধস্য বৈ বন্ধো মোক্ষো মুক্তস্য তেন চ"॥ (ব্রহ্মপু০ ৭) **ইতি প্রাঙ্মোক্ষাৎ গ্রহসংজ্ঞকেন অনেন বন্ধনেন অবিয়োগং দর্শয়তি।৫ আথর্বণে চ বিষয়েন্দ্রিয়ানুক্রমণে "চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ"** (প্রঃ ৪।৮), **ইত্যত্র**

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ লিঙ্গপ্রমাণ, অনুমানপুষ্ট শ্রুতিপ্রমাণ ও অসঙ্কুচিত সর্বশব্দের বলে ইন্দ্রিয়সংখ্যা একাদশটী।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার [একদেশিমত] প্রাপ্ত হইলে বলিতেছি—"হস্তদ্বয় নিশ্চয় গ্রহ", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলে কিন্তু সাতটী হইতে অতিরিক্ত হস্ত প্রভৃতি অপর ইন্দ্রিয়সকল প্রতীত হইতেছে।১ আর গ্রহত্ব বলিতে বন্ধনভাব (—বন্ধকত্ব) অবগত হওয়া যাইতেছে, [যেহেতু] ক্ষেত্রজ্ঞ (—জীব) এই গ্রহনামক বন্ধনের দ্বারা বদ্ধ হয়।২ [এই গ্রহসকল (—ইন্দ্রিয়সকল, ২ ভাবদীঃ) জীবের শরীরান্তরে সঞ্চরণ করে, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—] আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞ একটীমাত্র শরীরেই বদ্ধ হয় না, যেহেতু অন্য শরীরসকলেও [তাহার] বন্ধন সমানই হইয়া থাকে।৩ সেইহেতু এই গ্রহনামক বন্ধন অন্য শরীরেও সঞ্চরণ করে, ইহা অর্থবলে (—অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে) কথিত হইতেছে।৪ যেমন দেখ, "প্রাণ যাহার আদি, সেই পুর্য্যষ্টকাত্মক (১) লিঙ্গের দ্বারা তিনি (—জীব) যুক্ত (—বদ্ধ) হন। তাহার (—পুর্য্যষ্টকের) দ্বারা যিনি বদ্ধ, তাঁহারই বন্ধন এবং তাহা হইতে যিনি মুক্ত তাঁহারই মুক্তি"॥ ইত্যাদি স্মৃতি মোক্ষের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই গ্রহসংজ্ঞক বন্ধনের সহিত অবিয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন।৫ আর আথর্ব্বণে (—অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদে)

ভাবদীপিকা

[পুর্য্যষ্টক, সূক্ষ্মশরীর ও লিঙ্গশরীরের পরিচয়। অত্রস্থ ভূতসূক্ষ্মপঞ্চক বিষয়ে মতভেদ।]

(১) **পুর্য্যষ্টক**—অর্থ আটটী পুরী। তাহা এই—**১।** প্রাণ ও অপানাদি পঞ্চ প্রাণ, **২।** ভূতসূক্ষ্ম পঞ্চক*, **৩। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, ৪।** পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, **৫।** মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার, এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, **৬।** অবিদ্যা, **৭।** কাম এবং **৮।** কর্ম্ম (—ধর্ম্মাধর্ম্ম)। এই পুর্য্যষ্টক সূক্ষ্মশরীরের নামান্তর। যেহেতু অত্রস্থ ৬ষ্ঠ পুরী অবিদ্যাশব্দে "অনাদি অনির্ব্বাচ্য চিৎপ্রতিবিম্বের নিমিত্তভূত যে জীবত্বহেতু" (ন্যায়নির্ণয় ৩।৩।১ সূ), তাহাকে অর্থাৎ মূল অজ্ঞানকে গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ ৩।৩।১ সূঃ ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—তাদৃশ "অবিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞাসহ জীব লোকান্তরে, গমন করে"। অন্তঃকরণ এই অবিদ্যার কার্য্য, তাহাতে চিৎপ্রতিবিম্বই জীব (২।৩।১৩ অধিঃ ১৮ ভাবদীঃ)। ফলে এই অবিদ্যা নামক পুরী স্বকার্য্যভূত অন্তঃকরণচতুষ্টয়াখ্য ৫ম পুরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। ৭। কাম এবং ৮। কর্ম্ম, এই পুরীদ্বয়ও উক্ত অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট, কারণ কাম অন্তঃকরণবৃত্তি (বৃঃ ১।৫।৩) এবং কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কাররূপে অন্তঃকরণেই আশ্রিত। এইপ্রকারে এই 'পুর্য্যষ্টক' হইল বস্তুতঃ **সূক্ষ্মশরীর**। এই সূক্ষ্মশরীর **লিঙ্গশরীরের আশ্রয় (১৮৪০ পৃঃ ১৭ ভাবদীঃ)। লিঙ্গশরীর কি? বলিতেছি—পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি**

শাঙ্করভাষ্যম্

তুল্যবৎ হস্তাদীনি ইন্দ্রিয়াণি সবিষয়াণি অনুক্রামতি—"হস্তৌ চ আদাতব্যং চ উপস্থশ্চ আনন্দয়িতব্যং চ, পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যং চ, পাদৌ চ গন্তব্যং চ", ইতি।৬ তথা "দশ ইমে পুরুষে প্রাণাঃ আত্মা একাদশঃ, তে যদা অস্মাৎ শরীরাৎ মর্ত্ত্যাৎ উৎক্রামন্তি অথ রোদয়ন্তি" (বৃঃ৩।৯।৪), ইতি একাদশানাং প্রাণানাম্ উৎক্রান্তিং দর্শয়তি।৭ সর্ব্বশব্দোঽপি চ প্রাণশব্দেন সম্বধ্যমানঃ অশেষান্ প্রাণান্ অভিদধানঃ ন প্রকরণবশেন সপ্তসু এব অবস্থাপয়িতুং

ভাষ্যানুবাদ

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের বর্ণনাবসরে "চক্ষু ও দ্রষ্টব্য বিষয়", ইত্যাদি এই স্থলে হস্তপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল বিষয়সকলের সহিত সমানভাবেই বর্ণিত হইতেছে, যথা—"হস্তদ্বয় ও গ্রহণীয় বস্তু, উপস্থ ও আনন্দের বিষয়, পায়ু ও বিসর্জ্জনীয় বস্তু, পদদ্বয় ও গন্তব্যস্থান", ইত্যাদি।৬ এইরূপে "পুরুষে (—তদাকার দেহে) এই দশটি ইন্দ্রিয়, আত্মা (—মন) একাদশ, তাহারা যখন এই মরণশীল শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখন [কুটুম্বগণকে] রোদন করায়", এইপ্রকারে [শ্রুতি] একাদশটী ইন্দ্রিয়ের উৎক্রান্তি (১০) প্রদর্শন করিতেছেন।৭ [একদেশী যে প্রকরণবলে সর্ব্বশব্দের অর্থসঙ্কোচের কথা বলিয়াছেন (৭৪৯ পৃঃ ৮ বাক্য), তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—] আর

ভাবদীপিকা

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। [মতান্তরে —ভূতসূক্ষ্মপঞ্চক,* কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক, জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, বুদ্ধিচতুষ্টয়যুক্ত একটী অন্তঃকরণ এবং পঞ্চবৃত্তিযুক্ত একটী প্রাণ। বিদ্বন্মনোরঞ্জনী, ১৩ খণ্ড]। এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টিকে লিঙ্গশরীর বলা হয়। ইহার দ্বারা আত্মা জ্ঞাপিত হয় বলিয়া ['লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে অনেন' এইপ্রকার ব্যুৎপত্তিদ্বারা] ইহাকে বলা হয় 'লিঙ্গ'। আত্মা কিপ্রকারে জ্ঞাপিত হয় ? বলিতেছি—"লিঙ্গদেহঃ আত্মার্থঃ সংঘাতত্বাৎ, ঘটবৎ", এইপ্রকার অনুমানবলে জ্ঞাপিত হয়। যেহেতু যাহা অনেকপদার্থের সংমিশ্রণে উৎপন্ন (—সংঘাত), তাহা অপরের ভোগসাধন, যেমন ঘট। এই লিঙ্গদেহ যাহার ভোগসাধন, তাহাই আত্মা, ইহাই ভাব।

---

* উক্ত স্থলে প্রযুক্ত এই ভূতসূক্ষ্মশব্দে কি বিবক্ষিত, তাহা চিন্তনীয়। ৩।১।১ সূঃ ভাষ্যের টীকাতে রত্নপ্রভাকার বলিয়াছেন—"পঞ্চীকৃতভূতভাগাঃ উত্তরদেহপরিণামিনঃ ভূতসূক্ষ্মাঃ"। তিনিই অন্যত্র বলিয়াছেন—"পঞ্চীকৃতভূতানাং সূক্ষ্মাঃ অবয়বাঃ স্থূলদেহারম্ভকাঃ। সূক্ষ্মশরীরং প্রতিজীবং লিঙ্গম্ আপ্রলয়েন নিয়তম্ অস্তি" (১।৪।৩ সূঃ টীঃ), ইত্যাদি। এতদ্বারা এই ভূতসূক্ষ্মশব্দে লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ভূত পঞ্চীকৃতপঞ্চভূত-সূক্ষ্ম গ্রহণীয়, ইহাই প্রতিভাত হইতেছে। কিন্তু বিদ্বন্মনোরঞ্জনী (১৩ খণ্ড) নামক বেদান্তসারটীকাতে "সপ্তদশানাম্ অবয়বানাং ভূতসূক্ষ্মাণি উপাদানানি" ইত্যাদি পাঠদৃষ্টে মনে হয়, ভূতসূক্ষ্মশব্দের অর্থ তন্মাত্রা ; যেহেতু তন্মাত্রা (—অপঞ্চীকৃত মহাভূত) হইতেই প্রাণাদি সপ্তদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গশরীরের উৎপত্তি। এই মত গৃহীত হইলে "প্রকৃত্যাশ্রয়াৎ" (যোঃ সূঃ ৪।২) ইত্যাদি পাতঞ্জলভাষ্যানুসারে "স্ব স্ব বিকারের অনুগ্রহের জন্য", লিঙ্গশরীরে তন্মাত্রারূপ ভূতসূক্ষ্মের অবস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে। ইহার সমর্থন কিন্তু বেদান্তগ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। সেইহেতু আমাদের মনে হয়—লিঙ্গশরীরের অবয়বরূপে ভূতসূক্ষ্মপঞ্চক গৃহীত হইলে সেই শরীরকে সূক্ষ্মশরীররূপে এবং সেই ভূতসূক্ষ্মকে পঞ্চীকৃত ভূতসূক্ষ্মাংশরূপে গ্রহণ করাই সমীচীন। অন্যথা রংহত্যধিকরণ (৩।১।১) এবং ৪।২।৩ সূত্রের বিরোধ হইয়া পড়িবে, কারণ মৃত্যুকালে মুখ্যপ্রাণাদিসমন্বিত লিঙ্গশরীরোপহিত জীব যাহাতে অবস্থান করে এবং যদবলম্বনে শরীরান্তরপ্রাপ্তিরূপ গত্যাগতি হয় (৩।১।১ অধি ১ ভাষ্যটীঃ), তাহাই সূক্ষ্মশরীর। (৪।২।৩ সূঃ ভামতী ও কল্পতরু দ্রষ্টব্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

শক্যতে, প্রকরণাৎ শব্দস্য বলীয়স্ত্বাৎ।৮ 'সর্ব্বে ব্রাহ্মণাঃ ভোজয়িতব্যাঃ', ইতি অত্রাপি সর্ব্বেষাম্ এব অবনিবর্ত্তিনাং ব্রাহ্মণানাং গ্রহণং ন্যায্যং, সর্ব্বশব্দসামর্থ্যাৎ।৯ সর্ব্বভোজনাসম্ভবাৎ তু তত্র নিমন্ত্রিতমাত্রবিষয়া সর্ব্বশব্দস্য বৃত্তিঃ আশ্রিতা।১০ ইহ তু ন কিঞ্চিৎ সর্ব্বশব্দার্থসঙ্কোচনে কারণম্ অস্তি।১১ তস্মাৎ সর্ব্বশব্দেন অত্র অশেষাণাং প্রাণানাং পরিগ্রহঃ।১২ প্রদর্শনার্থং চ সপ্তানাম্ অনু-

ভাষ্যানুবাদ

সর্ব্বশব্দও প্রাণশব্দের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া সমস্ত প্রাণকে (—ইন্দ্রিয়কে) বর্ণনাকরতঃ প্রকরণের বশে [তাহাদিগকে] সাতটীতেই স্থাপন করিতে পারে না (—প্রকরণ-প্রমাণবলে সর্ব্বশব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া ইন্দ্রিয়সংখ্যা সাতটীই হইতে পারে না); যেহেতু প্রকরণপ্রমাণাপেক্ষা শব্দ (—শ্রুতিপ্রমাণ) বলবান্ (১১)।৮ 'সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে', ইত্যাদি এই স্থলেও সর্ব্বশব্দের সামর্থ্যবশতঃ পৃথিবীস্থ সকল ব্রাহ্মণের গ্রহণই ন্যায্য।৯ কিন্তু [পৃথিবীস্থ] সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করান সম্ভব না হওয়ায় সেই স্থলে সর্ব্বশব্দটীর নিমন্ত্রিতমাত্রবিষয়ক বৃত্তি (—'সর্ব্ব নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ', এইরূপ অর্থ) গৃহীত হইয়াছে।১০ এখানে (—ইন্দ্রিয়-সকলের সংখ্যানিরূপণে) কিন্তু সর্ব্বশব্দের অর্থসঙ্কোচের প্রতি কোন কারণ নাই।১১ সেইহেতু এখানে সর্ব্বশব্দের দ্বারা যাবতীয় (—একাদশটী) ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ 'যুক্তি-সঙ্গত'।১২ [তাহা হইলে বৃঃ ৪।৪।২ কণ্ডিকাতে সাতটীর উৎক্রমণ কেন বর্ণিত

ভাবদীপিকা

(১০) এই যে একাদশটী ইন্দ্রিয়ের উৎক্রান্তি, ইহা ইন্দ্রিয়ের একাদশত্ব সংখ্যার প্রতি অর্থগত সামর্থ্যরূপ **লিঙ্গ**প্রাণ, কারণ যে একাদশটী জীবসহ উৎক্রমণ করে, তাহারাই তাহার ভোগসাধন ইন্দ্রিয়। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন (—অন্তঃকরণ), এইরূপে ইন্দ্রিয়সংখ্যা একাদশটী।

(১১) তাৎপর্য্য এই—"প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২), ইত্যাদি বাক্যটী যে স্থলে পঠিত হইয়াছে, সেই প্রকরণেই মন ও বুদ্ধিকে একই তত্ত্বরূপে (৭৫০ পৃঃ ১০ বাক্য) গ্রহণ করিয়া সাতটী ইন্দ্রিয় বর্ণিত হওয়ায় প্রকরণপ্রমাণবলে সর্ব্বশব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইয়া ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা সাতটী নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু "দশ ইমে পুরুষে প্রাণাঃ আত্মা একাদশঃ" (বৃঃ ৩।৯।৪), অত্রস্থ 'একাদশঃ' পদটী ইন্দ্রিয়ের একাদশত্বসংখ্যার সমর্পক হওয়ায় ইহা অভিধাত্রী শ্রুতিপ্রমাণ, তাহা প্রকরণপ্রমাণাপেক্ষা বলবান্। আর গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সংখ্যা একাদশটী হওয়ায় ইন্দ্রিয়ও হইবে একাদশটী (৬ ভাবদীঃ), এই যুক্তিটী উক্ত শ্রুতি-প্রমাণের সহায়ক, ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। ফলে যুক্তিপুষ্ট শ্রুতিপ্রমাণবলে প্রকরণপ্রমাণ বাধিত হওয়ায় সর্ব্বশব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হইতে পারে না। সেইহেতু যুক্তিপুষ্ট উক্ত শ্রুতিপ্রমাণের এবং "সর্ব্বে প্রাণাঃ", অত্রস্থ সর্ব্বশব্দ ও প্রাণশব্দের সন্নিকর্ষের (—নৈকট্যের) বলে সর্ব্বশব্দে একাদশসংখ্যাকেই গ্রহণকরতঃ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশটী, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্রমণম্ ইতি অনবদ্যম্।১৩ তস্মাৎ একাদশ এব প্রাণাঃ শব্দতঃ কার্য্যতশ্চ ইতি সিদ্ধম্।১৪।২।৪।৬। ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্। ইতি দ্বিতীয়ং সপ্তগত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

হইল? উত্তর—] ইন্দ্রিয়সকল জীবের সহিত উৎক্রমণ করে, ইহা] প্রদর্শনের জন্য [উপলক্ষণরূপে] সাতটীর বর্ণনা করা হইয়াছে, এইহেতু কোন দোষ হয় না।১৩ সেইহেতু (—ইন্দ্রিয়সংখ্যার ন্যূনতা বা আধিক্য সম্ভব না হওয়ায়) শব্দের (—শ্রুতি-প্রমাণের) এবং কার্য্যের (—কার্য্যালিঙ্গক অনুমানের, ৬ ভাবদীঃ) বলে ইন্দ্রিয় একাদশটাই, ইহা সিদ্ধ হইল।১৪।২।৪।৬। দ্বিতীয় বর্ণক এবং সপ্তগত্যধিকরণ সমাপ্ত।

৩। প্রাণাণুত্বাধিকরণম্। [৭ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ইন্দ্রিয়সকলের পরিচ্ছিন্ন পরিমাণতা (—মধ্যমপরিমাণতা)।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে সংখ্যানিরূপণপ্রসঙ্গে ইন্দ্রিয়সকলের উৎক্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু সম্ভব নহে, কারণ জগন্মণ্ডলব্যাপী, সুতরাং বিভু অহঙ্কারের কার্য্যভূত ইন্দ্রিয়গণও বিভু (১)। এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের আক্ষেপসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা [প্রাচীন সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয় প্রভৃতির বিভুত্ব]।

(১) ইহা সাংখ্যগণের মতবাদ। এই মতবাদের সমর্থনে তাঁহারা "সর্ব্বে অনন্তাঃ" (বৃঃ ১।৫।১৩) এবং "সমঃ এভিঃ ত্রিভিঃ লোকৈঃ" (বৃঃ ১।৩।২২), ইত্যাদি শ্রুতিসকল উদ্ধৃত করেন। আশঙ্কা হয়—ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বব্যাপী হইলে (ক) সকলের সর্ব্বত্র দর্শন ও শ্রবণাদি হইতে থাকিবে; (খ) জীবের উৎক্রমণ ও লোকান্তরে গমন সম্ভব হইবে না, কারণ সর্ব্বব্যাপক বস্তুসহ কাহারও স্থানান্তরে গমন সম্ভব নহে। আর তাহার ফলে (গ) স্বর্গাদিবোধক শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, কারণ স্বর্গভোগ লোকান্তরে গমনসাধ্য। এতদুত্তরে সাংখ্যগণ বলেন—বিভু হইলেও শরীরাবচ্ছিন্ন দেশেই বৃত্তি (—ক্রিয়া) হওয়ায় (ক) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বত্র দর্শনাদি সম্ভব হয় না। (খ) লোকান্তরে কর্ম্মপাশবদ্ধ জীবের যে নূতন শরীর উৎপন্ন হয়, অদৃষ্টবশে সেই শরীরেই ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি হয় বলিয়া লোকান্তরে গমনবোধক এবং (গ) স্বর্গাদিবোধক শাস্ত্র ব্যর্থ হয় না, ইত্যাদি। অতএব ইন্দ্রিয়গণের উৎক্রমণ অঙ্গীকারের আবশ্যকতা নাই। "হেতুমদনিত্যমব্যাপি" ইত্যাদি ১০ সংখ্যক সাংখ্যকারিকাতে ব্যক্ত অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে ক্ষিত্যাদি মহাভূত পর্য্যন্ত কার্য্যসকলকে "অব্যাপি" বলা হইয়াছে বলিয়া সাংখ্যমতে অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়সকলকে বিভুরূপে অঙ্গীকার করা হয় নাই; এইপ্রকার আশঙ্কা কেহ কেহ করেন। তদুত্তরে সাংখ্যগণ বলেন—উক্ত স্থলে 'অব্যাপি' শব্দের অর্থ—"সকল পরিণামি বস্তুকে ব্যাপন না করা" (তত্ত্বকৌমুদী)। সুতরাং স্বীয় কারণভূত পরিণামী বস্তু যে প্রধান ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি, তাহাদিগকে ব্যাপন করে না বলিয়া অহঙ্কার প্রভৃতি অব্যাপী। কিন্তু স্বীয় কার্য্যভূত অন্যান্য মূর্ত্ত দ্রব্যসকলকে ব্যাপন করে বলিয়া "সর্ব্বমূর্ত্তদ্রব্যসংযোগিত্বরূপ বিভুত্ব"

ন্যায়মালা

ব্যাপীন্যণূনি বাহক্ষাণি সাংখ্যা ব্যাপিত্বমূচিরে।
বৃত্তিলাভস্তত্র তত্র দেহে কর্ম্মবশাদ্ভবেৎ ॥
দেহস্থবৃত্তিমদ্ভাগেষ্বেবাক্ষত্বং সমাপ্যতাম্।
উৎক্রান্ত্যাদিশ্রুতেস্তানি হ্যণূনি স্যুরদর্শনাৎ ॥

অন্বয়—অক্ষাণি ব্যাপীনি অণূনি বা? সাংখ্যাঃ ব্যাপিত্বম্ ঊচিরে, কর্ম্মবশাৎ তত্র তত্র দেহে বৃত্তিলাভঃ ভবেৎ। দেহস্থবৃত্তিমদ্ভাগেষু এব অক্ষত্বং সমাপ্যতাম্। উৎক্রান্ত্যাদিশ্রুতেঃ অদর্শনাৎ (চ) তানি হি অণূনি স্যুঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ইন্দ্রিয়াণি বিষয়ঃ। "প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২), ইতি শ্রুত্যা "সর্ব্বে অনন্তাঃ" ইতি শ্রুতেঃ বিরোধাৎ ভবতি সংশয়ঃ—) অক্ষাণি ব্যাপীনি, অণূনি বা?

পূর্ব্বপক্ষ—সাংখ্যাঃ [ইন্দ্রিয়াণাং] ব্যাপিত্বম্ ঊচিরে, [জীবানাং] কর্ম্মবশাৎ [তত্তৎ কর্ম্মফলভোগায় সর্ব্বগতানাম্ অপি ইন্দ্রিয়াণাং] তত্র তত্র দেহে বৃত্তিলাভঃ ভবেৎ।

সিদ্ধান্ত—[দেহাবচ্ছিন্নবৃত্তিমদ্ভাগৈঃ এব অশেষব্যবহারসিদ্ধৌ সর্ব্বগতানাম্, অতঃ বৃত্তিরহিতানাং ইন্দ্রিয়াণাম্ অনয়া কল্পনয়া কিম্? অতঃ] দেহস্থবৃত্তিমদ্ভাগেষু এব অক্ষত্বং সমাপ্যতাম্। [কিঞ্চ শ্রুতিঃ উৎক্রান্তিগত্যাগতীঃ জীবস্য প্রতিপাদয়তি। তাশ্চ সর্ব্বগতস্য জীবস্য ন মুখ্যাঃ সম্ভবন্তি ইতি মুখ্যত্বসিদ্ধ্যর্থম্ ইন্দ্রিয়োপাধিঃ স্বীকৃতঃ। যদি সোঽপি উপাধিঃ সর্ব্বগতঃ স্যাৎ কুতঃ তর্হি উৎক্রান্ত্যাদয়ঃ মুখ্যাঃ সম্ভবেয়ুঃ? অতঃ [উৎক্রান্ত্যাদিশ্রুতেঃ অদর্শনাৎ

ভাবদীপিকা

(—জগন্মণ্ডলব্যাপিত্ব) মহৎ অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিয়সকলের আছে। [মূর্ত্তত্ব—ক্রিয়াবত্ত্ব, অথবা পরিচ্ছিন্নপরিমাণবত্ত্ব]। স্বীয় কারণে তিরোহিত হয় বলিয়া ইহারা অনিত্য, প্রতি পুরুষে বিভিন্ন হওয়ায় ইহারা অনেক, **বৈশেষিক**সম্মত 'অনেক বিভু আত্মার' ন্যায় ইহারাও বিভু, এবং জীবকর্ত্তৃক কর্ম্মবশে পরিগৃহীত বিভিন্ন শরীরে ইহাদের বৃত্তি হয় বলিয়া ইহারা সক্রিয়, অর্থাৎ পরিস্পন্দনশীল। ৫।৬৯ সাংখ্যসূত্রে এবং 'সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে' "মনসঃ ন বিভুত্বং করণত্বাৎ, ইন্দ্রিয়ত্বাৎ বা", "দেহব্যাপিজ্ঞানাদিকং তু মধ্যমপরিমাণেনৈব উপপদ্যতে", ইত্যাদি স্থলে কিন্তু মনের ও ইন্দ্রিয়ের বিভুত্ব অঙ্গীকৃত হয় নাই। তন্মতে এইপ্রকার বিরোধের সমাধান সাংখ্যগণেরই চিন্তনীয়*। **আমরা** মনে করি—প্রচলিত সাংখ্যসূত্র ও তৎপ্রবচনভাষ্যে বর্ণিত সাংখ্যমত নবীন মতবাদ। বেদান্তিগণের অনুসরণেই ইহার উদ্ভব। আমাদের আচার্য্যগণ সাংখ্যকারিকাদিতে বর্ণিত প্রাচীন মতবাদই নিরাকরণ করিতেছেন। **লক্ষ্য** করিতে হইবে—সাংখ্যগণের স্বীকৃত মহৎ হইতে উৎপন্ন, ইন্দ্রিয়ের কারণভূত, ব্যাপক অহঙ্কারের অস্তিত্ববিষয়ে কোন প্রমাণ নাই" (কল্পতরু ও পরিমল দ্রষ্টব্য)। **সিদ্ধান্তে** হিরণ্যগর্ভের সমষ্টি (—ব্যাপক) অহঙ্কার অঙ্গীকৃত হয় বটে, তাহা কিন্তু মায়োপহিত পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন, মহত্তত্ত্ব হইতে নহে এবং তাহা ইন্দ্রিয়গণের প্রকৃতিও নহে। একই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন বৃহৎ ঘট ও ক্ষুদ্র ঘটের ন্যায় হিরণ্যগর্ভের সমষ্টি অহঙ্কার ও অস্মদাদির ব্যষ্টি তাহা এক মায়োপহিত পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন।

[সাংখ্যমতে সর্ব্বজীবসাধারণ জগৎ সম্ভব নহে।]

* সাংখ্যমতে আরও একটী বিষয় চিন্তনীয়। তাহা এই—প্রত্যেক জীবের বিভু অহঙ্কার বিভিন্ন হওয়ায় প্রত্যেক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ক্ষিত্যাদি ভূতসকল হইবে প্রত্যেক জীবের পক্ষে বিভিন্ন। ফলে সাংখ্যমতে সর্ব্বজীবসাধারণ জগৎ সম্ভব হইবে না! ফলে এক পুরুষ ঘটাদি বস্তুকে যদ্রূপে উপলব্ধি করিবে, অপর পুরুষও যে

চ তানি হি অণূনি স্যুঃ। [অপঞ্চীকৃতভূতকার্য্যেষু মধ্যমপরিমাণেষু এব ইন্দ্রিয়েষু অদৃশ্যত্ব-বিবক্ষয়া সূত্রকারেণ অণুশব্দঃ প্রযুক্তঃ ইতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[ইন্দ্রিয়সকল বিষয়। "ইন্দ্রিয়সকল অনুগমনকরতঃ উৎক্রমণ করে", এই শ্রুতির সহিত "সকলেই অনন্ত" (বৃঃ ১।৫।১৩), এই শ্রুতির বিরোধবশতঃ সংশয় হয়—] ইন্দ্রিয়-সকল ব্যাপী, অথবা অণুপরিমাণ?

পূর্ব্বপক্ষ—সাংখ্যগণ [ইন্দ্রিয়সকলের] ব্যাপিতার কথা বলিয়াছেন, [জীবগণের] কর্ম্মবশতঃ [সেই সেই কর্ম্মের ফলভোগের জন্য সর্ব্বগত হইলেও ইন্দ্রিয়সকলের] সেই সেই দেহে বৃত্তিলাভ (—ক্রিয়াসম্পাদন) হইবে।

সিদ্ধান্ত—[দেহাবচ্ছিন্ন বৃত্তিবিশিষ্ট অংশসকলের দ্বারাই যাবতীয় ব্যবহার সিদ্ধ হইলে সর্ব্বগত, সুতরাং বৃত্তিরহিত ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে এইপ্রকার কল্পনার আবশ্যকতা কি? অতএব] দেহস্থ বৃত্তিবিশিষ্ট অংশসকলেই ইন্দ্রিয়ত্ব সমাপন করুন (—সেই অংশকেই ইন্দ্রিয়-রূপে অঙ্গীকার করুন)। আর এক কথা, শ্রুতি জীবের উৎক্রান্তি গতি এবং আগতি প্রতি-পাদন করিতেছেন। তাহা কিন্তু সর্ব্বগত জীবের মুখ্যভাবে সম্ভব হয় না, এইহেতু [তাহাদের] মুখ্যতা সিদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সেই উপাধিও যদি সর্ব্বগত হয়, তাহা হইলে উৎক্রান্তি প্রভৃতি কিপ্রকারে মুখ্য হইবে? অতএব জীবের] উৎক্রান্তি প্রভৃতির বোধক শ্রুতিবাক্য থাকায় এবং পরিদৃষ্ট না হওয়ায় তাহারা (— ইন্দ্রিয়গণ) অবশ্যই অণুপরিমাণ হইবে। [তাহারা অদৃশ্য, ইহা বলিবার ইচ্ছাবশতঃ সূত্রকারকর্ত্তৃক অপঞ্চীকৃত ভূতের কার্য্য এবং মধ্যমপরিমাণ (৬১১ পৃঃ ১ ভাবদীঃ) ইন্দ্রিয়সকলে অণুশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে]।

অণবশ্চ ॥২।৪।৭॥

সূত্রার্থ—["অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৩।১।৪) ইতি, "সর্ব্বে অনন্তাঃ" (বৃঃ ১।৫।১৩) ইতি চ উৎক্রান্ত্যানন্ত্যশ্রুতিভ্যাং পরিচ্ছেদসর্ব্বগতত্বসন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী ব্রবীতি—বিরোধাৎ শ্রুতেঃ প্রামাণ্যম্ এব নাস্তি। তত্র সাংখ্যমতাবলম্বী একদেশী আহ—শ্রুতীনাং পরস্পরকলহেন অনির্ণায়কত্বে সতি সাংখ্যস্মৃত্যনুসারেণ প্রাণানাং বিভুত্বম্ এব আশ্রয়ণীয়ম্। তথাচ আনন্ত্যশ্রুতিঃ মুখ্যার্থা, উৎক্রান্তিশ্রুতিশ্চ অস্মিন্ শরীরে কার্য্যাক্ষমত্বাভিপ্রায়া ইতি। তত্র সিদ্ধান্তী ব্রূতে—ইমে প্রাণাঃ] অণবঃ—পরিচ্ছিন্নাঃ, চ—ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্বেন সূক্ষ্মাশ্চ, [নতু পরমাণুপরিমাণবন্তঃ ইত্যর্থঃ। বিভুত্বশ্রুতেঃ উপাসনাপরত্বাৎ ন তয়া উৎক্রান্তিশ্রুতেঃ বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্।]

অনুবাদ—["এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে" এবং "সকলেই অনন্ত", এই উৎক্রান্তি ও অনন্ততা প্রতিপাদিকা শ্রুতিদ্বয় হইতে [ইন্দ্রিয়সকলের] পরিচ্ছিন্নতা ও সর্ব্বগতত্ববিষয়ে সন্দেহ হইলে, পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বিরোধবশতঃ শ্রুতির প্রামাণ্যই নাই। তাহাতে সাংখ্যমতাবলম্বী একদেশী বলেন—পরস্পর কলহের দ্বারা শ্রুতিসকলের অনির্ণায়কতা হইলে সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপকতাই অঙ্গীকার করা উচিত। তাহার ফলে অনন্ততাশ্রুতি হইবে মুখ্য

তদ্রূপেই করিবে, ইহা সম্ভব হইবে না; এই অত্যন্ত অসঙ্গতি হইয়া পড়িবে। সিদ্ধান্তে আহঙ্কারিক সৃষ্টি অঙ্গীকৃত হয় না; পরন্তু মায়াই জগতের পরিণামী উপাদান। তাহা সর্ব্বজীবসাধারণ হওয়ায় জাগতিক ঘটাদি বস্তুর উপলব্ধি সকলেরই হয় সমান।

অর্থ প্রতিপাদনকারিণী এবং উৎক্রান্তিশ্রুতি হইবে এই শরীরে কার্য্যের অক্ষমতারূপ অভিপ্রায় প্রকাশিকা, ইত্যাদি। তাহাতে সিদ্ধান্তী বলেন—এই ইন্দ্রিয়সকল] অণবঃ—পরিচ্ছিন্ন, চ—এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত না হওয়ায় সূক্ষ্ম, [কিন্তু পরমাণুপরিমাণ নহে, ইহাই ভাব। বিভুত্বশ্রুতি উপাসনাপ্রতিপাদিকা হওয়ায় তাহার সহিত উৎক্রান্তিশ্রুতির বিরোধ নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অধুনা প্রাণানাম্ এব স্বভাবান্তরম্ অভ্যুচ্চিনোতি ।১ অণবশ্চ এতে প্রকৃতাঃ প্রাণাঃ প্রতিপত্তব্যাঃ ।২ অণুত্বং চ এষাং সৌক্ষ্ম্যপরিচ্ছেদৌ ন পরমাণুতুল্যত্বং, কৃৎস্নদেহব্যাপিকার্য্যানুপপত্তিপ্রসঙ্গাৎ ।৩ সূক্ষ্মাঃ এতে প্রাণাঃ, স্থূলাশ্চেৎ স্যুঃ মরণকালে শরীরাৎ নির্গচ্ছন্তঃ বিলাৎ অহিরিব উপলভ্যেরন্ ম্রিয়মাণস্য পার্শ্বস্থৈঃ ।৪ পরিচ্ছিন্নাশ্চ এতে প্রাণাঃ, সর্ব্বগতাশ্চেৎ স্যুঃ উৎক্রান্তিগত্যাগতিশ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ ।৫ তদ্গুণসারত্বং চ জীবস্য ন সিধ্যেৎ ।৬ সর্ব্বগতানাম্ অপি বৃত্তিলাভঃ শরীরদেশে স্যাৎ ইতি চেৎ ?৭ ন,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—ইন্দ্রিয়সকল মধ্যমপরিমাণ এবং অনুদ্ভূত রূপ ও অনুদ্ভূত স্পর্শবান্। তাহাদের ব্যাপিত্বে কোন প্রমাণ নাই।]

[উৎক্রমণ ও সংখ্যা নিরূপণের অনন্তর] এক্ষণে [সেই] ইন্দ্রিয়সকলেরই [পরিমাণরূপ] অন্য স্বভাবকে [ভগবান্ সূত্রকার] সংগ্রহ করিতেছেন।১ প্রস্তাবিত এই ইন্দ্রিয়সকলকে অণুপরিমাণ বুঝিতে হইবে।২ [অণুপরিমাণশব্দের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতেছেন—] সূক্ষ্মতা (—অনুদ্ভূত রূপ ও অনুদ্ভূত স্পর্শযুক্ততা) এবং পরিচ্ছিন্নতাই (—মধ্যমপরিমাণতাই) ইহাদের অণুতা, কিন্তু পরমাণুতুল্যতা নহে, যেহেতু [তাহা হইলে] সমগ্রদেহব্যাপী [শৈত্যাদির উপলব্ধিরূপ] কার্য্য অসঙ্গত হইয়া পড়িবে।৩ [সূক্ষ্মতাদিবিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] এই ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্ম, যদি স্থূল (—উদ্ভূত রূপ ও স্পর্শবিশিষ্ট) হইত, মরণকালে শরীর হইতে নির্গমনকারী ইহারা ম্রিয়মাণ ব্যক্তির পার্শ্বস্থ পুরুষগণকর্ত্তৃক গর্ত্ত হইতে নির্গত সর্পের ন্যায় উপলব্ধ হইত।৪ [পরিচ্ছিন্নতাবিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর এই ইন্দ্রিয়সকল পরিচ্ছিন্ন; যদি সর্ব্বগত হইত, উৎক্রমণ, [পরলোকে] গমন এবং [তথা হইতে] আগমন প্রতিপাদিকা শ্রুতির ব্যাকোপ (—বিরোধ) হইয়া পড়িত।৫ আর [বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকল বিভু হইলে ২।৩।২৯ সূত্রে প্রতিপাদিত] জীবের তদ্গুণসারতা (—বুদ্ধির অণুত্ব ও উৎক্রান্তি প্রভৃতি গুণসকলের জীবে প্রধানভাবে প্রতীয়মান হওয়া) সিদ্ধ হইবে না; [কারণ স্বরূপতঃ বিভু জীবের বুদ্ধ্যাদি উপাধিও বিভু হইলে তাহার উৎক্রান্তি প্রভৃতি সম্ভব হইবে না]।৬ [সংশয়—ইন্দ্রিয়সকল] সর্ব্বগত হইলেও শরীররূপ দেশে তাহাদের বৃত্তিলাভ (—দর্শনশ্রবণাদিক্রিয়ানিষ্পাদকরূপে অভিব্যক্তি) হইবে, যদি এইপ্রকার বলা হয় ?৭ [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—]

শাঙ্করভাষ্যম্

বৃত্তিমাত্রস্য করণত্বোপপত্তেঃ।৮ যদেব হি উপলব্ধিসাধনং বৃত্তিঃ অন্যদ্বা, তস্যৈব নঃ করণত্বম্।৯ সংজ্ঞামাত্রে বিবাদঃ ইতি করণানাং ব্যাপিত্বকল্পনা নিরর্থিকা।১০ তস্মাৎ সূক্ষ্মাঃ পরিচ্ছিন্নাশ্চ প্রাণাঃ ইতি অধ্যবস্যামঃ।১১।২।৪।৭। ইতি তৃতীয়ং প্রাণাণুত্বাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

না, তাহা বলিতে পার না; যেহেতু যাহা বৃত্তি, মাত্র তাহারই করণতা সঙ্গত।৮ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] বৃত্তিই হউক, বা অন্য কিছুই হউক, যাহাই উপলব্ধির প্রতি সাধন, আমাদের মতে তাহারই করণতা 'সিদ্ধ হয়'। [উপলব্ধির সাধনরূপে ব্যাপক কোন কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না, সুতরাং উপলব্ধিসাধন ইন্দ্রিয়গণকে ব্যাপক বলা যায় না, ইহাই ভাব।৯ কিন্তু বৃত্তি তো করণ নহে, পরন্তু যাহা বৃত্তিযুক্ত, তাহারই করণতা সঙ্গত। তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—বৃত্তিই বল, অথবা বৃত্তিমানই বল, যাহা শরীরাবচ্ছেদে দর্শন ও শ্রবণাদির সাধন, তাহাই করণ (–ইন্দ্রিয়) হওয়ায়] নামমাত্রেই বিবাদ হইতেছে, [কারণ আমি যাহাকে ইন্দ্রিয় বলিতেছি, তুমি তাহাকে বৃত্তি বলিতেছ]; এইহেতু ইন্দ্রিয়সকলের ব্যাপিত্বকল্পনা নিরর্থক (২)।১০ সেইহেতু (– সাংখ্যগণের সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ না হওয়ায়) ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্ম (—অনুদ্ভুত রূপ ও অনুদ্ভুত স্পর্শযুক্ত) এবং পরিচ্ছিন্ন (—মধ্যমপরিমাণ), ইহা আমরা নিশ্চয় করিতেছি।১১।২।৪।৭। প্রাণাণুত্বাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(২) ইন্দ্রিয়সকল যদি ব্যাপক হইত, তাহা হইলে অন্য বস্তুর দ্বারা ব্যবহিত ও বহুদূরবর্ত্তী বস্তুরও জ্ঞান হইত। তাহা কিন্তু হয় না, ইহাই ভাব। সাংখ্যগণ ইন্দ্রিয়সকলের ব্যাপিত্ব সিদ্ধির জন্য এইপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করেন—"প্রাণাঃ সর্ব্বগতাঃ সর্ব্বত্রদৃষ্টকার্য্যত্বাৎ, আকাশবৎ"। তৎসিদ্ধির জন্য "সর্ব্বে অনন্তাঃ" (বৃঃ ১।৫।১৩) ইত্যাদি শ্রুতিও তাঁহারা প্রদর্শন করেন। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—উক্ত অনুমান স্বরূপাসিদ্ধিদোষগ্রস্ত, কারণ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট না হওয়ায় [যথা—চক্ষু বহুদূরবর্ত্তীকে, নিজেকে, অথবা দ্রষ্টার পশ্চাদ্ভাগকে দর্শন করে না।] হেতুটী পক্ষে থাকে না। আর শ্রুতিও ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপকতা প্রতিপাদন করেন না, পরন্তু "যঃ হ এতান্ অনন্তান্ উপাস্তে" (বৃঃ ১।৫।১৩), ইত্যাদি শ্রুতি অনন্তলোকরূপ ফললাভের জন্য বাক্ মন ও প্রাণের আধিদৈবিকরূপে উপাসনার বিধান করেন। এই যে অধ্যাত্ম (—শরীর দেহসম্বদ্ধ) এবং অধিভূত (—যাবতীয় প্রাণিসম্বদ্ধ) বাক্ (—বাগিন্দ্রিয়), আধিদৈবিকরূপে (—বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী অগ্নিদেবতারূপে) ইহা অনন্ত। এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধিভূত মন চন্দ্রদেবতারূপে এবং অধ্যাত্ম ও অধিভূত মুখ্যপ্রাণ সূত্রাত্মরূপে (২।৪।৭ অধিঃ ৯ ভাবদীঃ) অনন্ত, এইপ্রকার ধ্যানবিধানই উক্ত স্থলে তাৎপর্য্য। ধ্যান ও পরিমাণ, উভয়বিধানে বাক্যভেদদোষ হইয়া পড়িবে। অতএব কোন প্রমাণ না থাকায় ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপিত্বকল্পনা অসঙ্গত, ইহাই ভাব।

প্রাণাণুত্বাধিকরণ সমাপ্ত।

৪। প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাধিকরণম্। [৮ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—নাসদাসীয় সূক্তে (ঋক্ সং ১০।১২৯।২) মুখ্যপ্রাণের অনাদিত্ব প্রতিপাদ্য নহে।

অধিকরণসঙ্গতি—এই পাদের প্রথমাধিকরণে মুখ্য ও অমুখ্য (৭৪০পৃঃ) সকলপ্রকার প্রাণেরই পরমেশ্বর হইতে উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে।* মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তিবিষয়ে অন্য-প্রকার আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য আরব্ধ এই অধিকরণে প্রথমাধিকরণে প্রতিপাদিত ন্যায়ই (—যুক্তিই) অতিদিষ্ট হইতেছে বলিয়া পৃথক্ সঙ্গতির অপেক্ষা নাই।

ন্যায়মালা

মুখ্যঃ প্রাণঃ স্যাদনাদির্জায়তে বা ন জায়তে।
আনীদিতে প্রাণচেষ্টা প্রাক্‌সৃষ্টেঃ শ্রূয়তে যতঃ॥
আনীদিতি ব্রহ্মসত্ত্বং প্রোক্তং বাতনিষেধনাৎ।
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ ইত্যুক্তেরেষ জায়তে॥

অন্বয়—মুখ্য প্রাণঃ অনাদিঃ স্যাৎ, জায়তে বা ? ন জায়তে, যতঃ প্রাক্‌সৃষ্টেঃ 'আনীৎ' ইতি প্রাণচেষ্টা শ্রূয়তে। বাতনিষেধনাৎ 'আনীৎ' ইতি ব্রহ্মসত্ত্বং প্রোক্তম্। "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" ইতি উক্তেঃ এষঃ জায়তে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[মুখ্যঃ প্রাণঃ বিষয়ঃ। "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩) ইতি শ্রুত্যা "আনীদবাতম্" (ঋক্ সং ১০।১২৯।২) ইতি শ্রুতেঃ বিরোধাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] মুখ্যঃ প্রাণঃ অনাদিঃ স্যাৎ, জায়তে বা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[মুখবিলে সঞ্চরন্ উচ্ছাসকারী যঃ বায়ুঃ সঃ মুখ্য প্রাণঃ। সঃ] ন জায়তে, যতঃ প্রাক্‌সৃষ্টেঃ "আনীৎ" ইতি [শব্দেন] প্রাণচেষ্টা শ্রূয়তে।

সিদ্ধান্ত—["আনীৎ"-শব্দঃ ন প্রাণব্যাপারং ব্যক্তি, "অবাতম্" ইতি তন্নিষেধাৎ। এবং] বাতনিষেধনাৎ, ["সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১), ইত্যাদিভিঃ, সৃষ্টি-প্রাগবস্থাপ্রতিপাদকশ্রুত্যন্তরৈঃ সমানার্থত্বাৎ চ] 'আনীৎ ইতি ব্রহ্মসত্ত্বং প্রোক্তম্। "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩), ইতি উক্তেঃ [চ ইতরপ্রাণবৎ] এষঃ [মুখ্যপ্রাণঃ] জায়তে।

অনুবাদ

সংশয়—[মুখ্যপ্রাণ বিচার্য্য বিষয়। "ইঁহা হইতে মুখ্যপ্রাণ উৎপন্ন হয়", এই শ্রুতির সহিত "প্রাণব্যাপারশীল (১) ও বায়ুবিহীন", এই শ্রুতির বিরোধবশতঃ সংশয় হয়—] মুখ্য-প্রাণ অনাদি, অথবা উৎপন্ন হয়?

ভাবদীপিকা

(১) "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্" (ঋক্ সং ১০।১২৯।২), ইত্যাদি বাক্যটীর সিদ্ধান্ত-সম্মত অর্থ ভাষ্যানুবাদমধ্যে ৭ বাক্যে প্রদর্শিত হইবে। ইহার পূর্ব্বপক্ষসম্মত অর্থ এই—

* ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকাকার এবং ন্যায়নির্ণয়কার প্রভৃতি অনেকেই মনে করেন—২।৪।১ অধিকরণে মুখ্য-প্রাণ হইতে ভিন্ন প্রাণসকলের, অর্থাৎ মাত্র ইন্দ্রিয়সকলের উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এই অধিকরণে মুখ্যপ্রাণের তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে। তাহা সঙ্গত মনে হইতেছে না; যেহেতু এই অধিকরণে "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩) এবং "সঃ প্রাণম্ অসৃজত" (প্রশ্নঃ ৬।৪) ইত্যাদি মুখ্যপ্রাণোৎপত্তি প্রতিপাদক যে বাক্যসকল পঠিত হইয়াছে, সেই বাক্যসকলই ২।৪।১ অধিকরণেও উদ্ধৃত ও বিচারিত হইয়াছে। উপরন্তু পূর্ব্বোক্ত অভিমত অঙ্গীকৃত হইলে "সম্প্রতি তু কতি ইতরে প্রাণাঃ" (৭৪০পৃঃ ৪ বাক্য), "অবিশেষেণৈব সর্ব্বপ্রাণানাং ব্রহ্ম-বিকারত্বম্ আখ্যাতম্" (এই সূত্র ২ বাক্য), "অধিকাশঙ্কাপাকরণার্থঃ" (এই সূত্র ৬ বাক্য) ইত্যাদি ভাষ্যকারীয়-বচনসকলও নিরর্থক হইয়া পড়িবে।

পূর্ব্বপক্ষ—[মুখগহ্বরে সঞ্চরণশীল উচ্ছ্বাসকারী যে বায়ু, তাহা মুখ্যপ্রাণ। তাহা] উৎপন্ন হয় না, যেহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে 'আনীৎ' এই শব্দের দ্বারা প্রাণের ব্যাপার শ্রুত হইতেছে।

সিদ্ধান্ত—'আনীৎ' এই শব্দ প্রাণব্যাপারের কথা বলিতেছে না, যেহেতু 'বায়ুবিহীন', এইপ্রকারে তাহার নিষেধ হইয়াছে। এইপ্রকারে] বায়ুর নিষেধ হওয়ায় [এবং "হে সোম্য, ইহা অগ্রে সদ্রূপে বিদ্যমান ছিল", ইত্যাদি যে সৃষ্টির প্রাগবস্থাপ্রতিপাদিকা অন্য শ্রুতি, তাহার সহিত সমানার্থক হওয়ায়] 'আনীৎ' এই শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব কথিত হইয়াছে। [আর] 'ইহা হইতে মুখ্যপ্রাণ উৎপন্ন হয়', এইপ্রকার বচন থাকায় [অন্যান্য প্রাণের (—ইন্দ্রিয়ের) ন্যায়] এই মুখ্যপ্রাণ উৎপন্ন হয়।

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥২।৪।৮॥

সূত্রার্থ—"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ", ইতি মুখ্যপ্রাণোৎপত্তিশ্রুতেঃ "আনীদবাতম্", ইতি সৃষ্টেঃ প্রাক্ মহাপ্রলয়ে প্রাণসদ্ভাবশ্রুত্যা বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। করণানাং সাধারণব্যাপারাত্মকস্য মুখ্যপ্রাণস্য উৎপত্তিঃ আদ্যধিকরণবৎ গৌণী, ইতি একদেশিমতম্। সিদ্ধান্তস্তু—ইন্দ্রিয়বৎ] **শ্রেষ্ঠঃ**—মুখ্যঃ প্রাণঃ, **চ**—অপি [ব্রহ্মণঃ জায়তে। অবাতং প্রাণবায়ুরহিতম্ ইতি বিশেষণাৎ আনীচ্ছব্দঃ কারণসদ্ভাবং দর্শয়তি। অতঃ ন শ্রুত্যোঃ বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—["ইঁহা হইতে মুখ্যপ্রাণ উৎপন্ন হয়", এই মুখ্যপ্রাণোৎপত্তিশ্রুতির, "প্রাণব্যাপারশীল বায়ুবিহীন", সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়কালে মুখ্যপ্রাণের অস্তিত্বপ্রতিপাদিকা এই শ্রুতির সহিত বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'আছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইন্দ্রিয়সকলের সাধারণ ব্যাপারাত্মক মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি প্রথমাধিকরণের ন্যায় গৌণী, ইহা একদেশীর মত। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—ইন্দ্রিয়ের ন্যায়] **শ্রেষ্ঠঃ চ**—মুখ্যপ্রাণও [ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, 'অবাত' অর্থ—বায়ুরহিত (—প্রাণবায়ুরহিত), এই বিশেষণ থাকায় 'আনীৎ' শব্দটী কারণের সদ্ভাব প্রদর্শন করিতেছে। অতএব শ্রুতিদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

মুখ্যশ্চ প্রাণঃ ইতরপ্রাণবৎ ব্রহ্মবিকারঃ ইতি অতিদিশতি।১ তচ্চ অবিশেষেণৈব সর্ব্বপ্রাণানাং ব্রহ্মবিকারত্বম্ আখ্যাতম্।২ "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মুঃ ২।১।৩), ইতি সেন্দ্রিয়মনোব্যতিরেকেণ প্রাণস্য উৎপত্তিশ্রবণাৎ।৩ "সঃ প্রাণম্ অসৃজত" (প্রঃ ৬।৪), ইত্যাদিশ্রবণেভ্যশ্চ।৪ কিমর্থঃ পুনঃ অতিদেশঃ?৫ অধিকাশঙ্কাপাকরণার্থঃ।৬ নাসদাসীয়ে হি ব্রহ্মপ্রধানে সূক্তে

ভাবদীপিকা

"মহাপ্রলয়কালে বায়ু ছিল না, স্বধার (—স্বীয় ধৃতিশক্তির, স্থিতির) সহিত সেই এক ব্রহ্ম 'আনীৎ'—প্রাণচেষ্টাকরতঃ বর্ত্তমান ছিলেন", ইত্যাদি। 'আনীৎ' পদটী অন্ ধাতুর লঙের প্রথমপুরুষের একবচন। অন্‌ধাতুর অর্থ—জীবিত থাকা, শ্বাসাদিক্রিয়া সম্পাদন করা। এতদ্দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে মুখ্যপ্রাণের অস্তিত্ব প্রতিভাত হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

মন্ত্রবর্ণঃ ভবতি—"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতম্ স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস"॥ (ঋক্ সং ১০।১২৯।২) ইতি।৭ 'আনীৎ' ইতি প্রাণকর্ম্মো-

ভাষ্যানুবাদ

[২।৪।১ অধিকরণে মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইলেও এই অধিকরণে পুনঃ তদ্বিষয়ক বিচার অন্য শ্রুতিবাক্যোত্থ আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য।]

মুখ্যপ্রাণও অন্যান্য প্রাণ(—ইন্দ্রিয়-) সকলের ন্যায় ব্রহ্মের কার্য্য, ইহা [ভগবান্ সূত্রকার] অতিদেশ করিতেছেন।১ আর অবিশেষভাবে [মুখ্য ও অমুখ্য] সকল প্রাণেরই সেই ব্রহ্মবিকারতা (—তাহারা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ইহা ২।৪।১ অধিকরণে] বর্ণিত হইয়াছে।২ যেহেতু "ইঁহা হইতে মুখ্যপ্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হয়", এইপ্রকারে ইন্দ্রিয়ের সহিত মন হইতে ভিন্নভাবে মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি শ্রুত হইতেছে।৩ আর যেহেতু "তিনি প্রাণকে (—সমষ্টিকরণাভিমানী হিরণ্যগর্ভকে) সৃষ্টি করিলেন", ইত্যাদি শ্রুতিসকলও আছে (—এই সকল শ্রুতিবলে ২।৪।১ অধিকরণে অন্যান্য ইন্দ্রিয়সহ মুখ্যপ্রাণেরও উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে)।৪ আচ্ছা, তাহা হইলে কোন্ প্রয়োজনে অতিদেশ হইতেছে ?৫ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] অধিক (— ২।৪।১ অধিকরণে নিরাকৃত হয় নাই, এতাদৃশ অতিরিক্ত) আশঙ্কাকে নিরাকরণ করিবার জন্য।৬ [কি সেই আশঙ্কা, তাহা বলিতেছেন—] নাসদাসীয়' নামক ব্রহ্মপ্রধান সূক্তে (২) এইপ্রকার মন্ত্রবর্ণ আছে—"তখন (—মহাপ্রলয়কালে) মৃত্যু (—মারক যম, বিনাশশীল কার্য্য বস্তু) ছিল না, [দেবভোগ্য] অমৃত ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রকেত (—চিহ্ন, অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য) ছিল না, স্বধার (—(৩) স্বকর্তৃক ধৃতা মায়ার) সহিত অবাত (—প্রাণবায়ুবর্জ্জিত, অবিক্রিয়) সেই এক ব্রহ্ম আনীৎ (—বর্ত্তমান ছিলেন), তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ

ভাবদীপিকা

(২) **সূক্ত**—সু—উত্তম, উক্ত—কথিত। তাহাতে সূক্ত শব্দটীর পর্য্যবসিত অর্থ হয়—শোভন উক্তি, অর্থাৎ স্তোত্র। যেমন "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ", এইরূপে আরব্ধ স্তোত্রকে বলা হয়—'পুরুষসূক্ত'। "নাসদাসীৎ" (—ন+অসৎ+আসীৎ) এইরূপে আরব্ধ হওয়ায় স্তোত্রটীকে বলা হয়—'নাসদাসীয় সূক্ত'। 'ন অসৎ আসীৎ, নো সদাসীৎ"—'অসৎ (—নাস্তিত্ব-জ্ঞানের বিষয়) কিছু ছিল না, সৎ (—অভিব্যক্ত, অস্তিত্বজ্ঞানের বিষয়) কিছু ছিল না, এইপ্রকারে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ যাবতীয় কার্য্যপ্রপঞ্চ প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় মহাপ্রলয়কালীন অবস্থা এই সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। ২।৪।১ সূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত ৬।১।১ শতপথবাক্যে কিন্তু অবান্তরপ্রলয়কালীন অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে (৭৩৩ পৃঃ ৪ ভাবদীঃ)। সেইহেতু মুখ্যপ্রাণ বিষয়ে পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তি এখানে সম্যগ্রূপে সিদ্ধ হয় না।

(৩) রত্নপ্রভাদিতে "স্বধার (—পিতৃগণকে দেয় অন্নের) সহিত রাত্রি ও দিনের প্রকেত (—চিহ্ন) ছিল না (—চন্দ্র সূর্য্য ও পিতৃগণের অর্চ্চনা ছিল না"), এইপ্রকার অন্বয় ও অর্থ পরিদৃষ্ট হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

পাদানাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ সন্তম্ ইব প্রাণং সূচয়তি।৮ তস্মাৎ অজঃ প্রাণঃ ইতি জায়তে কস্যচিৎ মতিঃ।৯ তাম্ অতিদেশেন অপনুদতি।১০ আনীচ্ছব্দঃ অপি ন প্রাগুৎপত্তেঃ প্রাণসদ্ভাবং সূচয়তি, অবাতম্ ইতি বিশেষণাৎ।১১ "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ" (মু: ২।১।২), ইতি চ মূলপ্রকৃতেঃ প্রাণাদিসমস্তবিশেষরহিতত্বস্য দর্শিতত্বাৎ।১২ তস্মাৎ কারণসদ্ভাবপ্রদর্শনার্থঃ এব অয়ম্ আনীচ্ছব্দঃ ইতি।১৩শ্রেষ্ঠঃ

ভাষ্যানুবাদ

কিছুই ছিল না", ইত্যাদি।৭ "আনীৎ" এইপ্রকারে [মুখ্য] প্রাণের কর্ম্ম গৃহীত হওয়ায় [এই শ্রুতিবাক্য জগতের] উৎপত্তির পূর্ব্বে (—মহাপ্রলয়কালে যেন) বর্ত্তমান আছে, এইপ্রকারে প্রাণকে সূচনা করিতেছে।৮ সেইহেতু মুখ্যপ্রাণ অজ (—জন্মরহিত), এইপ্রকার বুদ্ধি কাহারও উৎপন্ন হয়।৯ [ভগবান্ সূত্রকার] তাহাকে (—তাদৃশ বুদ্ধিকে) অতিদেশের দ্বারা অপনোদন করিতেছেন। [ইহাই এই অধিকরণে পুনরায় মুখ্যপ্রাণোৎপত্তিবিষয়ক বিচারের অভিপ্রায়, ইহাই ভাব]।১০

[সিঃ—'আনীৎ'-শব্দের লাক্ষণিকার্থ 'বর্ত্তমান থাকা' : মহাপ্রলয়ে প্রাণাদিবিশেষরহিত ব্রহ্মই বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া মুখ্যপ্রাণ অনাদি নহে।]

আনীৎ শব্দটিও উৎপত্তির পূর্ব্বে মুখ্যপ্রাণের অস্তিত্ব সূচনা করিতেছে না; যেহেতু 'অবাত' (—প্রাণবায়ুরহিত), এইপ্রকার বিশেষণ আছে [বায়ুতাদাত্ম্যাপন্ন মুখ্যপ্রাণ বায়ুবিহীন হইতে পারে না বলিয়া 'অবাত'শব্দটী মহাপ্রলয়ে মুখ্যপ্রাণের সদ্ভাব নিরাকরণ করিতেছে, ইহাই ভাব]।১১ আর ["সেই অক্ষর পুরুষ] প্রাণরহিত মনোবিহীন এবং শুদ্ধ", এইপ্রকারে মূলপ্রকৃতির (—জগতের মূলকারণ ব্রহ্মের) প্রাণাদি সমস্ত বিশেষরাহিত্য প্রদর্শিত হওয়ায় 'মহাপ্রলয়ে মুখ্যপ্রাণের সত্তা সিদ্ধ হয় না'।১২ সেইহেতু এই 'আনীৎ' শব্দটী [মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মরূপ] কারণের অস্তিত্ব প্রদর্শনের জন্য, 'ইহা অবগত হইতে হইবে' (৪)।১৩

ভাবদীপিকা

(৪) তাৎপর্য্য এই—"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মু: ২।১।৩), এই স্থলে মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি 'জায়তে' এই শ্রুতিপ্রমাণবলে অবগত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে 'আনীৎ' শব্দটী অনন্ অর্থাৎ 'প্রাণব্যাপাররূপ' অর্থকে সমর্পণকরতঃ মহাপ্রলয়ে মুখ্যপ্রাণের সত্তাকে বোধ করায়, তাহা লিঙ্গপ্রমাণবলেই সম্ভব। উদ্ধৃত মুণ্ডকবাক্য মহাপ্রলয়ান্তে সৃষ্টি প্রতিপাদন করে এবং আনীৎ-পদঘটিত ঋগ্বেদবাক্যটী অবান্তরপ্রলয়ে মুখ্যপ্রাণের সদ্ভাব প্রতিপাদন করে, এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করা যায় না; কারণ ঋগ্বেদবাক্যে "অবাতম্" এই পদ শ্রুত হইতেছে। অতএব মুখ্যপ্রাণের জন্মবোধক শ্রুতিপ্রমাণ এবং তাহার সত্তা (—জন্মাভাব) বোধক লিঙ্গপ্রমাণ, এই উভয়ের বিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া এই প্রমাণদ্বয়ের মধ্যে একটীকে গৌণভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ফলে "গুণেত্বন্যায্যকল্পনা" (জৈ: সূ: ৯।৩।১৫)—"অপ্রধান বিষয়েই লক্ষণা হয়", এই ন্যায়বলে শ্রুতিপ্রমাণাপেক্ষা দুর্ব্বল লিঙ্গপ্রমাণই গৌণভাবে ব্যাখ্যাত হইবে। তাহা এই-

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি চ মুখ্যং প্রাণম্ অভিদধাতি, "প্রাণঃ বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" (ছাঃ ৫।১।১), ইতি শ্রুতিনির্দ্দেশাৎ।১৪ জ্যেষ্ঠশ্চ প্রাণঃ শুক্রনিষেককালাৎ আরভ্য তস্য বৃত্তিলাভাৎ।১৫ ন চেৎ তস্য তদানীং বৃত্তিলাভঃ স্যাৎ যোনৌ নিষিক্তং শুক্রং পূয়েত, ন সম্ভবেৎ বা।১৬ শ্রোত্রাদীনাং তু কর্ণশষ্কুল্যাদিস্থানবিভাগনিষ্পত্তৌ বৃত্তিলাভাৎ ন জ্যেষ্ঠত্বম্।১৭ শ্রেষ্ঠশ্চ প্রাণঃ গুণাধিক্যাৎ, "ন বৈ শক্ষ্যামঃ ত্বদৃতে জীবিতুম্" (বৃঃ ৬।১ ১৩), **ইতি শ্রুতেঃ** ॥১৮॥২।৪।৮॥ ইতি প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মুখ্যপ্রাণে শ্রেষ্ঠশব্দপ্রয়োগের তাৎপর্য্য। তাহাই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ এই বিষয়ে যুক্তি।]

[কিন্তু শ্রেষ্ঠশব্দ মুখ্যপ্রাণে প্রসিদ্ধ না হওয়ায় সূত্র কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর শ্রেষ্ঠ এই শব্দ মুখ্যপ্রাণকে বর্ণনা করিতেছে, যেহেতু "প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ", এইপ্রকার শ্রুতিনির্দ্দেশ আছে।১৪ আর মুখ্যপ্রাণ জ্যেষ্ঠও বটে, যেহেতু শুক্রনিষেককাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বৃত্তিলাভ (–ক্রিয়া আরব্ধ) হয়।১৫ তাহার যদি তখনই বৃত্তিলাভ না হইত, তাহা হইলে যোনিতে নিষিক্ত শুক্র পচিয়া যাইত, অথবা [ভ্রূণরূপে] উৎপন্ন হইত না।১৬ শ্রোত্র প্রভৃতির কিন্তু জ্যেষ্ঠত্ব সম্ভব হয় না, কারণ কর্ণশষ্কুলী প্রভৃতি স্থানের (–ইন্দ্রিয়গোলকের) বিভাগ সম্পাদিত হইলে [তাহাদের] বৃত্তিলাভ হইয়া থাকে।১৭ [মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠত্বে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—] আর মুখ্যপ্রাণ শ্রেষ্ঠও বটে, যেহেতু [বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের জীবনহেতুস্বরূপ] গুণের আধিক্য [তাহাতে] আছে, কারণ "আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে সমর্থ হইব না", এইপ্রকার শ্রুতি আছে।১৮॥২।৪।৮॥ প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাধিকরণ সমাপ্ত।

৫। বায়ুক্রিয়াধিকরণম্। [৯-১২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—মুখ্যপ্রাণের স্বরূপ নিরূপণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে মুখ্যপ্রাণের সাদিতা (–উৎপত্তি) প্রতিপাদন

ভাবদীপিকা

প্রকার—চেতন যাহা বর্ত্তমান থাকে, তাহা "প্রাণচেষ্টা করিয়াই বর্ত্তমান থাকে"। চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মের কিন্তু নিজের সত্তাই থাকে, প্রাণচেষ্টা থাকে না, যেহেতু "অপ্রাণঃ (মু:২।১।২) এবং "অবাতম্" এই প্রকার শ্রুতি আছে। সেইহেতু তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিবশতঃ 'আনীৎ' এই শব্দের অজহল্লক্ষণাবৃত্তিবলে অর্থ হইবে—আসীৎ, অর্থাৎ 'বর্ত্তমান ছিলেন'। অতএব "মহাপ্রলয়কালে প্রাণাদিব্যাপাররহিত এক ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন, প্রাণাদি অন্য কিছুই থাকে না", ইহাই উক্ত ঋগ্বেদবাক্যটী হইতে অবগত হওয়া যায় বলিয়া নবকল্পারম্ভে অন্যান্য প্রাণের ন্যায় মুখ্যপ্রাণের জন্ম হয়, তাহা অনাদি নহে, ইহাই সিদ্ধ হয়।

করিয়া সেই প্রসঙ্গে তাহার স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের প্রসঙ্গসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বায়ুর্বাহক্ষক্রিয়া বাহন্যো বা প্রাণঃ শ্রুতিতোঽনিলঃ।
সামান্যেন্দ্রিয়বৃত্তির্বা সাংখ্যৈরেবমুদীরণাৎ॥
ভাতি প্রাণো বায়ুনেতি ভেদোক্তেরেকতাশ্রুতিঃ।
বায়ুজত্বে ন সামান্যবৃত্তির্নৈকেষতো হ্যন্যথা॥

অন্বয়—প্রাণঃ বায়ুঃ বা, অক্ষক্রিয়া বা, অন্যঃ বা? শ্রুতিতঃ অনিলঃ; সাংখ্যৈঃ এবম্ উদীরণাৎ সামান্যেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ বা। 'ভাতি প্রাণঃ বায়ুনা', ইতি ভেদোক্তেঃ একতাশ্রুতিঃ বায়ুজত্বেন। অক্ষেষু সামান্যবৃত্তিঃ ন। অতঃ অন্যঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[মুখ্যপ্রাণঃ অত্রাপি বিষয়ঃ। "যঃ প্রাণঃ সঃ বায়ুঃ", ইতি মহান্ বায়ুরেব প্রাণঃ ইতি শ্রূয়তে। সঃ প্রাণঃ "বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি" (ছাঃ ৩।১৮।৪), ইতি শ্রুতৌ তু বায়ুপেক্ষয়া প্রাণস্য ভিন্নত্বং প্রতীয়তে। ইথং ভেদাভেদশ্রুতীনাং মিথো বিরোধাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] প্রাণঃ বায়ুঃ বা, [মতান্তরসিদ্ধা] অক্ষক্রিয়া বা, অন্যঃ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[বাহ্যবায়ুরেব বেণুরন্ধ্রবৎ মুখচ্ছিদ্রে প্রবিশ্য অবস্থিতঃ প্রাণনাম্না ব্যপদিশ্যতে। অতঃ "যঃ প্রাণঃ সঃ বায়ুঃ, ইতি] শ্রুতিতঃ [সঃ প্রাণঃ] অনিলঃ। [অথবা "সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাঃ বায়বঃ পঞ্চ" (সাং কাঃ ২৯), ইতি সাংখ্যোক্ত্যনুসারেণ পঞ্জরস্থাঃ যথা বহবঃ পক্ষিণঃ স্বয়ং চলন্তঃ পঞ্জরম্ অপি চালয়ন্তি, এবম্ একাদশাক্ষাণি স্বস্বব্যাপারদ্বারা দেহং চেষ্টয়ন্তে]। সাংখ্যৈঃ এবম্ উদীরণাৎ [সঃ প্রাণঃ] সামান্যেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ বা [স্যাৎ। তস্মাৎ ন তত্ত্বান্তরং প্রাণঃ]।

সিদ্ধান্ত—["প্রাণঃ এবঃ ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ, সঃ বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি" (ছাঃ ৩।১৮।৪), ইতি শ্রুত্যন্তরে চতুষ্পাদ্ব্রহ্মোপাসনপ্রসঙ্গেন আধ্যাত্মিকপ্রাণস্য আধিদৈবিকবায়োশ্চ অনুগ্রাহ্যানুগ্রাহকরূপেণ] 'ভাতি প্রাণঃ বায়ুনা' ইতি [স্পষ্টমেব] ভেদোক্তেঃ ["যঃ প্রাণঃ সঃ বায়ুঃ", ইতি] একতাশ্রুতিঃ [কার্য্যকারণয়োঃ অভেদবৃত্ত্যা] বায়ুজত্বেন [নেতব্যা। যত্তু সাংখ্যৈঃ উক্তং, তদসৎ। যতঃ] অক্ষেষু সামান্যবৃত্তিঃ ন [সম্ভবতি ; যতঃ পক্ষিণাং চালনানি একবিধানি পঞ্জরচালনস্য অনুকূলানি। নতু তথা ইন্দ্রিয়াণাং দর্শনশ্রবণগমনাদিব্যাপারাঃ একবিধাঃ, নাপি দেহচালনানুকূলাঃ]। অতঃ [মৃত্তিকাতঃ ঘটস্য ইব বায়োঃ প্রাণস্য] অন্যতা [পারিশেষ্যাৎ সিধ্যতি]।

অনুবাদ

সংশয়—[মুখ্যপ্রাণ এখানেও বিষয়। "যিনি প্রাণ, তিনিই বায়ু", এইপ্রকারে মহান্ বায়ুই মুখ্যপ্রাণ, ইহা শ্রুত হইতেছে। কিন্তু সেই প্রাণ "বায়ুরূপ জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত হয়", এই শ্রুতিতে বায়ু হইতে মুখ্যপ্রাণের ভিন্নতা প্রতিভাত হইতেছে। এইপ্রকারে বিভিন্নতা ও অভিন্নতা প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধবশতঃ সংশয় হয়—] মুখ্যপ্রাণ বায়ু, অথবা [মতান্তরসিদ্ধ] ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া, অথবা অন্য কিছু?

পূর্ব্বপক্ষ—[বংশচ্ছিদ্রের ন্যায় মুখচ্ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া অবস্থিত বাহ্য বায়ুই মুখ্যপ্রাণনামে কথিত হয়। সেইহেতু "যিনি প্রাণ তিনিই বায়ু", এই] শ্রুতিবলে [সেই মুখ্যপ্রাণ]

বায়ুই। [অথবা "প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু ইন্দ্রিয়সকলের সাধারণ বৃত্তি", এই সাংখ্যোক্তি অনুসারে পিঞ্জরস্থ বহু পক্ষী নিজেরা চলনশীল হইয়া যেমন পিঞ্জরকেও চালনা করে, এইপ্রকারে একাদশটা ইন্দ্রিয় নিজ নিজ ক্রিয়াদ্বারা দেহকে চেষ্টাযুক্ত (—ক্রিয়াশীল) করে]। সাংখ্যগণ কর্তৃক এইপ্রকার কথিত হওয়ায় [সেই মুখ্যপ্রাণ] ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ বৃত্তি হইবে। [অতএব মুখ্যপ্রাণ অন্য তত্ত্ব (—বায়ু হইতে ভিন্ন পদার্থ) নহে।

সিদ্ধান্ত—["প্রাণই ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, তিনি বায়ুরূপ জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত হন", এই অন্য শ্রুতিতে চতুষ্পাদ্ ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে শরীরনিষ্ঠ মুখ্যপ্রাণ ও আধিদৈবিক বায়ুর মধ্যে অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহকরূপে] 'বায়ুর দ্বারা প্রাণ প্রকাশিত হয়', এইপ্রকার স্পষ্ট ভেদকথন থাকায় ["যিনি প্রাণ তিনিই বায়ু", এই] একত্ববোধিকা শ্রুতিকে [কার্য্য ও কারণের অভিন্নতার দ্বারা] বায়ু হইতে উৎপন্ন, এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। [আর সাংখ্যগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। যেহেতু] ইন্দ্রিয়সকলে সাধারণবৃত্তি সম্ভব নহে, [কারণ পক্ষিগণের চালনানুকূল ক্রিয়াসকল একইপ্রকার এবং পিঞ্জরচালনার অনুকূল। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকলের দর্শন শ্রবণ এবং গমনাদি ব্যাপারসকল সেইরূপে একইপ্রকার নহে, আর দেহচালনার পক্ষে অনুকূলও নহে]। সেইহেতু [মৃত্তিকা হইতে ঘটের ন্যায় বায়ু হইতে মুখ্যপ্রাণের] ভিন্নতা [পরিশেষবশতঃ সিদ্ধ হইতেছে]।

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥২।৪।৯॥

সূত্রার্থ—["যঃ প্রাণঃ সঃ বায়ুঃ", "সঃ [প্রাণঃ] বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি" (ছাঃ ৩।১৮।৪), ইতি বায়ুপ্রাণয়োঃ ভেদাভেদশ্রুতীনাং মিথো বিরোধাৎ ভবতি সংশয়ঃ—মুখ্যঃ প্রাণঃ কিং বায়ুরেব, উত করণানাং সাধারণব্যাপারঃ, আহোস্বিৎ বায়ুবিশেষরূপম্ তত্ত্বান্তরম্ ইতি। অত্র একঃ পূর্ব্বপক্ষী আহ—বিরোধাৎ শ্রুতেঃ প্রামাণ্যম্ এব নাস্তি। অপরঃ পূর্ব্বপক্ষী আহ—ভেদাভেদশ্রুত্যোঃ বিরোধে মুখ্যার্থত্বাসম্ভবেন স্তোককল্পনানুরোধাৎ ভেদশ্রুতেঃ গৌণত্বে মহান্ বায়ুঃ এব প্রাণঃ ইতি। অত্র একদেশী সাংখ্যঃ আহ—"ধর্ম্মিভেদাৎ ধর্ম্মভেদো লঘীয়ান্", ইতি ন্যায়েন 'সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারঃ এব প্রাণঃ' ইতি। অত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ—] **ন বায়ুক্রিয়ে**—মুখ্যপ্রাণঃ ন বায়ুঃ, নাপি ক্রিয়া—ইন্দ্রিয়ব্যাপারঃ। [কিন্তু বায়ুবিশেষরূপং তত্ত্বান্তরম্ এব। কুতঃ? উচ্যতে—] **পৃথগুপদেশাৎ**—"বায়ুনা জ্যোতিষা" ইতি, "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুঃ" (মুঃ ২।১।৩), ইতি চ করণেভ্যঃ বায়োশ্চ মুখ্যপ্রাণস্য পৃথক্তয়া উপদেশাৎ। [ন হি ইন্দ্রিয়ব্যাপারস্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ, বায়োশ্চ বায়োঃ পৃথগুপদেশঃ দৃশ্যতে। অতঃ মহাবায়ুরেব অধ্যাত্মপ্রাণাপানাদিপঞ্চাত্মনাবতিষ্ঠমানঃ বায়ুবিশেষভাবাপন্নঃ সন্ মুখ্যপ্রাণঃ ইতি উচ্যতে। তথাচ বিকারবিকারিণোঃ বাস্তবাভেদকাল্পনিকভেদয়োঃ সত্ত্বাৎ ন ভেদাভেদশ্রুতীনাং বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—["যিনি প্রাণ, তিনিই বায়ু", "সেই [প্রাণ] বায়ুরূপ জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত হয়", এইপ্রকারে বায়ু ও মুখ্যপ্রাণের ভিন্নতা ও অভিন্নতা প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকলের পরস্পরের মধ্যে বিরোধবশতঃ সংশয় হয়—মুখ্যপ্রাণ কি বায়ুমাত্র, অথবা ইন্দ্রিয়সকলের সাধারণ ব্যাপার, অথবা বায়ুবিশেষরূপ অন্য বস্তু? তাহাতে এক পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বিভিন্নতা ও অভিন্নতা প্রতিপাদিকা শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধবশতঃ শ্রুতির প্রামাণ্যই নাই। অপর

পূর্বপক্ষী (-ন্যায়বৈশেষিক) বলেন—ভেদাভেদশ্রুতির বিরোধ হইলে মুখ্যার্থগ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় কল্পনালাঘবের অনুরোধে ভেদপ্রতিপাদিকা শ্রুতি গৌণী হইলে 'মহান্ বায়ুই মুখ্যপ্রাণ'। তাহাতে একদেশী সাংখ্যী বলেন—"ধর্মীর বিভিন্নতা অপেক্ষা ধর্মের বিভিন্নতা লঘুতর", এই ন্যায়ানুসারে 'সকল ইন্দ্রিয়ের [সাধারণ ধর্মরূপ] ব্যাপারই মুখ্যপ্রাণ', ইত্যাদি। এই স্থলে সিদ্ধান্ত এই—] **ন বায়ুক্রিয়ে**—মুখ্যপ্রাণ বায়ু নহে, ক্রিয়া—ইন্দ্রিয়ব্যাপারও নহে। [পরন্তু তাহা বায়ুবিশেষরূপ অন্য তত্ত্বই। তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলা হইতেছে—] **পৃথগুপদেশাৎ**—যেহেতু "বায়ুরূপ জ্যোতিরধারা", এইপ্রকারে এবং "ইঁহা হইতে মুখ্যপ্রাণ মন ইন্দ্রিয়সকল আকাশ ও বায়ু উৎপন্ন হয়", এইপ্রকারে ইন্দ্রিয়সকল হইতে এবং বায়ু হইতে মুখ্যপ্রাণের পৃথগ্‌রূপে উপদেশ আছে। [ইন্দ্রিয়সকল হইতে ইন্দ্রিয়ব্যাপারের এবং বায়ু হইতে বায়ুর পৃথক্ উপদেশ নিশ্চয়ই সঙ্গত নহে। অতএব মহাবায়ুই শরীরনিষ্ঠ প্রাণ ও অপানাদি পঞ্চরূপে অবস্থিত ও বায়ুবিশেষভাবাপন্ন হইয়া 'মুখ্যপ্রাণ' এইরূপে কথিত হইতেছে। তাহাতে কার্য্য ও কারণের মধ্যে বাস্তবিক অভিন্নতা এবং কাল্পনিক বিভিন্নতা থাকায় বিভিন্নতা ও অভিন্নতা প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকলের বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

সঃ পুনঃ মুখ্যঃ প্রাণঃ কিংস্বরূপঃ ইতি ইদানীং জিজ্ঞাস্যতে।১ তত্র প্রাপ্তং তাবৎ শ্রুতেঃ বায়ুঃ প্রাণঃ ইতি।২ এবংহি শ্রূয়তে—"যঃ প্রাণঃ সঃ বায়ুঃ, সঃ এষঃ বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণঃ অপানঃ,ব্যানঃ উদানঃ সমানঃ", ইতি।৩ অথবা তন্ত্রান্তরীয়াভিপ্রায়াৎ সমস্তকরণবৃত্তিঃ প্রাণঃ ইতি প্রাপ্তম্।৪ এবং হি তন্ত্রান্তরীয়াঃ আচক্ষতে—"সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাঃ বায়বঃ পঞ্চ" (সাং কাঃ ২৯), **ইতি।৫ অত্র উচ্যতে—ন**

ভাষ্যানুবাদ

[মুখ্যপ্রাণের স্বরূপবিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-পাতঞ্জলের মতবাদ।]

সেই মুখ্যপ্রাণের স্বরূপ কি, ইহা এক্ষণে বিচারিত হইতেছে।১ [ন্যায়বৈশেষিকগণ বলেন—] তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া গেল বায়ুই প্রাণ, যেহেতু শ্রুতি আছে।২ যেহেতু শ্রুতিতে এইপ্রকার পঠিত হইতেছে—"যাহা প্রাণ তাহাই বায়ু, সেই এই বায়ু পাঁচপ্রকার, প্রাণ অপান ব্যান উদান ও সমান", ইত্যাদি।৩ [পাতঞ্জল ও সাংখ্যের মত উদ্ধৃত করিতেছেন—] অথবা অন্য শাস্ত্রের অনুসরণকারিগণের অভিপ্রায়ানুসারে মুখ্যপ্রাণ সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি, ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল।৪ [তাঁহাদের শাস্ত্র উদ্ধৃত করিতেছেন—সেই] অন্যশাস্ত্রানুসারিগণ এইপ্রকার বলেন—"প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটী বায়ু ইন্দ্রিয়সকলের সাধারণ বৃত্তি" (১) ইত্যাদি।৫

ভাবদীপিকা

(১) উদ্ধৃত সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যাকালে তত্ত্বকৌমুদীকার "সামান্যকরণবৃত্তিঃ" ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ত্রয়াণাম্ অপি করণানাং পঞ্চ বায়বঃ জীবনং বৃত্তিঃ", ইত্যাদি। সেই স্থলে প্রাণাদি-পঞ্চ বায়ুকে মহৎ (—বুদ্ধি) অহঙ্কার ও মন, এই অন্তঃকরণত্রয়ের সাধারণ ব্যাপার বলা হইয়াছে, একাদশ ইন্দ্রিয়ের সাধারণ ব্যাপার নহে। পাতঞ্জলদর্শনের [illegible]

শাঙ্করভাষ্যম্

বায়ুঃ প্রাণঃ, নাপি করণব্যাপারঃ।৬ কুতঃ?৭ পৃথগুপদেশাৎ।৮ বায়োঃ তাবৎ প্রাণস্য পৃথগুপদেশঃ ভবতি —"প্রাণঃ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ, সঃ বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ" (ছাঃ ৩।১৮।৪), ইতি।৯ নহি বায়ুঃ এব সন্ বায়োঃ পৃথগুপদিশ্যেত।১০ তথা করণবৃত্তেরপি পৃথগুপদেশঃ ভবতি, বাগাদীনি করণানি অনুক্রম্য তত্র তত্র পৃথক্ প্রাণস্য অনুক্রমণাৎ।১১ বৃত্তিবৃত্তিমতোশ্চ অভেদাৎ ন হি করণ-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মুখ্যপ্রাণের স্বরূপবিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিকমত নিরাকরণ।]

সিদ্ধান্ত—এই বিষয়ে বলা হইতেছে—মুখ্যপ্রাণ বায়ু নহে এবং [সাংখ্যাদিসম্মত] ইন্দ্রিয়সকলের ব্যাপারও নহে।৬ কেন নহে?৭ [উত্তর—] যেহেতু পৃথগ্‌ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।৮ [ইহা বিবৃত করিতেছেন—] বায়ু হইতে মুখ্যপ্রাণের পৃথগ্-ভাবে উপদেশ আছে, যথা—"মুখ্যপ্রাণই (২) ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, তাহা [আধিদৈবিক] বায়ুরূপ জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত হয় ও কার্য্যক্ষম হয়", ইত্যাদি।৯ [মুখ্যপ্রাণ] বায়ু হইয়াই বায়ু হইতে পৃথগ্‌ভাবে নিশ্চয়ই উপদিষ্ট হইত না; [কারণ তাহাতে উক্ত ছান্দোগ্য বাক্যটী গৌণার্থক হইয়া পড়িবে। অতএব মুখ্যপ্রাণ বায়ু নহে]।১০

[সিঃ—মুখ্যপ্রাণের স্বরূপবিষয়ে সাংখ্য পাতঞ্জলমত নিরাকরণ।]

এইপ্রকারে ইন্দ্রিয়সকলের বৃত্তি হইতেও [মুখ্যপ্রাণের] পৃথগ্‌ভাবে উপদেশ আছে, যেহেতু বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলকে (—তাহাদের বর্ণনা) আরম্ভ করিয়া সেই সেই স্থলে (—ছাঃ ১।২।৭, ৫।১।১২; বৃঃ ১।৩।৭,৬।১।১৩, ইত্যাদি স্থলে) মুখ্য-প্রাণের পৃথগ্‌ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।১১ [যদি বলা হয়—বৃত্তি ও বৃত্তিমানের বিভিন্নতাবশতঃ সেই সেই স্থলে মুখ্যপ্রাণ পৃথগ্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভিন্নতাবশতঃ [মুখ্যপ্রাণ] করণব্যাপার

ভাবদীপিকা

সূত্রভাষ্যে কিন্তু "সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ প্রাণাদিলক্ষণা জীবনম্"—'প্রাণাদিস্বরূপ যে জীবন (—জীবন-হেতু), তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি", এইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যাতে তত্ত্ববৈশার-দীকারও 'সর্ব্বকরণসাধারণঃ' এই পদপ্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়— মুখ্যপ্রাণের স্বরূপ-বিষয়ে সাংখ্য ও পাতঞ্জলগণের অবান্তর মতভেদ আছে। যাহাহউক্, ইঁহারা বলেন—মুখ্যপ্রাণ ও বায়ুর ভেদসূচক শ্রুতিবাক্যসকলই মুখ্য। তবে চলনশীল হওয়ায় মুখ্যপ্রাণকে গৌণভাবে বায়ুস্বরূপ বলা হইয়াছে।

(২) ৩।১৮।৪ ছান্দোগ্যভাষ্য ও টীকাতে এই 'প্রাণ'শব্দটীর অর্থ করা হইয়াছে—'ঘ্রাণেন্দ্রিয়'। [বৃঃ ১।৩।৩, ঐতঃ ১।২।৪ ইত্যাদি স্থলেও তাহাই করা হইয়াছে]। সেই একই শ্রুতিবাক্যস্থ 'প্রাণশব্দটী' এখানে মুখ্যপ্রাণরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে. এই স্পষ্ট বিরোধের হেতু কি? তদুত্তরে ন্যায়নির্ণয়কার, কল্পতরুকার, ও পরিমলকার বলেন—' ছান্দোগ্যে ইন্দ্রিয়বোধক প্রকরণ হওয়ায় প্রকরণপ্রমাণবলে ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রাণশব্দের অর্থরূপে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যাপারঃ এব সন্ করণেভ্যঃ পৃথগুপদিশ্যেত ।১২ তথা "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ" (মু: ২।১।৩), ইতি এবমাদয়ঃ অপি বায়োঃ করণেভ্যশ্চ প্রাণস্য পৃথগুপদেশাঃ অনুস্মর্ত্তব্যাঃ ।১৩ নচ সমস্তানাং করণানাম্ একা বৃত্তিঃ সম্ভবতি, প্রত্যেকম্ একৈকবৃত্তিত্বাৎ, সমুদায়স্য চ অকারকত্বাৎ ।১৪ ননু পঞ্জরচালনন্যায়েন এতৎ ভবিষ্যতি ।১৫ যথা একপঞ্জরবর্ত্তিনঃ একাদশ-পক্ষিণঃ প্রত্যেকং প্রতিনিয়তব্যাপারাঃ সন্তঃ সম্ভূয় একং পঞ্জরং চালয়ন্তি, এবম্ একশরীরবর্ত্তিনঃ একাদশ প্রাণাঃ প্রত্যেকং প্রতি-

ভাষ্যানুবাদ

(—ইন্দ্রিয়সকলের সাধারণ বৃত্তি) হইয়াই ইন্দ্রিয়সকল হইতে নিশ্চয়ই পৃথগ্ভাবে উপদিষ্ট হইত না।১২ এইপ্রকারে "ইঁহা হইতে মুখ্যপ্রাণ মন ইন্দ্রিয়সকল আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি এই সকল যে বায়ু ও ইন্দ্রিয়সকল হইতে মুখ্যপ্রাণের পৃথগ্ভাবে উপদেশসকল, তাহাদিগকেও অনুসরণ (—বিচার) করিতে হইবে।১৩ [এইরূপে মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয়ব্যাপার নহে, ইহা শ্রুতিবলে নিরূপণ করিয়া যুক্তিবলে তাহাই করিতেছেন—] আর সকল ইন্দ্রিয়ের একটী বৃত্তি সম্ভব নহে, যেহেতু প্রত্যেকেই এক একটী বৃত্তিযুক্ত (—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের তত্তৎ শ্রবণ ও দর্শনাদি বৃত্তি (—ক্রিয়া) স্বতন্ত্র; অতএব মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয়সকলের সাধারণ বৃত্তি নহে] এবং যেহেতু সমুদায়ের কারকতা নাই (—সকল ইন্দ্রিয় মিলিত হইয়া শ্বাসাদিক্রিয়া সম্পাদন করিবে, ইহা বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে যাহাদের দুই তিনটী ইন্দ্রিয় বিকল, তাহাদের শ্বাসাদি ক্রিয়াই সম্ভব হইবে না)।১৪ যদি বলা হয়—পঞ্জর (—পিঞ্জর, খাঁচা) চালনন্যায়ে ইহা হইবে।১৫ [ইঁহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] যেমন একটী পিঞ্জরমধ্যস্থ একাদশটী পক্ষী প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত ব্যাপারবান্ হইয়াও

ভাবদীপিকা

প্রাণশব্দের শক্তিবৃত্তিলভ্য অর্থ 'মুখ্যপ্রাণ' হওয়ায় এই স্থলে শ্রুতিপ্রমাণবলে উক্ত শ্রুতিপঠিত প্রাণশব্দের মুখ্যপ্রাণরূপ অর্থ পরিগৃহীত হইতেছে', ইত্যাদি। তাহাতে বস্তুতঃ ইহাই বলা হইল যে, "প্রাণো হ এব এতানি সর্ব্বাণি ভবন্তি" (ছা: ৫।১।১৫) ইত্যাদি বাক্যানুসারে যাবতীয় প্রাণই (—ইন্দ্রিয়ই) মুখ্যপ্রাণের অধীন হওয়ায় এবং ইহা উপাসনাবোধক প্রকরণ হওয়ায় উপাসনার অনুরোধে "অনগ্নি পুরুষকে অগ্নিরূপে চিন্তনের" (ছা: ৫।৭।১) ন্যায়, উক্ত ছান্দোগ্যবাক্যে উপাসনার অন্যান্য অঙ্গের অনুরোধে চিন্তনের জন্য অনিন্দ্রিয় মুখ্যপ্রাণকে প্রকরণপ্রমাণবলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ কিন্তু শ্রুতিপ্রমাণলব্ধ মুখ্যপ্রাণরূপ অর্থই অন্যত্র গ্রহণীয়। এই ছান্দোগ্যবাক্যস্থ 'বায়ু' শব্দের অর্থ 'সূত্রাত্মা', (২।৪।৭ অধিঃ ৯ ভাবদীঃ দ্রঃ)। যদি বলা হয় —"মুখ্যপ্রাণরূপ বায়ু বায়ুরূপ জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত হয়", অতএব প্রকাশ্য ও প্রকাশক বায়ুকে অংশ ও অংশিরূপে গ্রহণকরতঃ উক্ত ভেদপ্রতিপাদিকা শ্রুতিকে ব্যাখ্যা করা উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—ন হি—[মুখ্যপ্রাণ] ইত্যাদি (১০ বাক্য)।

শাঙ্করভাষ্যম্

নিয়তবৃত্তয়ঃ সন্তঃ সম্ভূয় একাং প্রাণাখ্যাং বৃত্তিং প্রতিলপ্স্যন্তে ইতি।১৬ ন ইতি উচ্যতে।১৭ যুক্তং তত্র প্রত্যেকবৃত্তিভিঃ অবান্তরব্যাপারৈঃ পঞ্জরচালনানুরূপৈঃ এব উপেতাঃ পক্ষিণঃ সম্ভূয় একং পঞ্জরং চালয়েয়ুঃ ইতি; তথা দৃষ্টত্বাৎ।১৮ ইহ তু শ্রবণাদ্যবান্তরব্যাপারোপেতাঃ প্রাণাঃ ন সম্ভূয় প্রাণ্যুঃ ইতি যুক্তম্, প্রমাণাভাবাৎ।১৯ অত্যন্তবিজাতীয়ত্বাৎ চ শ্রবণাদিভ্যঃ প্রাণনস্য ।২০ তথা প্রাণস্য শ্রেষ্ঠত্বাদ্যুদ্ঘোষণং গুণভাবোপগমশ্চ তং প্রতি বাগাদীনাং, ন করণবৃত্তিমাত্রে প্রাণে অবকল্পতে।২১ তস্মাৎ অন্যঃ বায়ুক্রিয়া-

ভাষ্যানুবাদ

(—প্রত্যেকের উড্ডয়নক্রিয়া বিভিন্নদিগ্‌গামী ও বিভিন্নপ্রকার হইলেও) সকলে মিলিত হইয়া একটী পিঞ্জরকে চালনা করে, এইপ্রকারে একই শরীরে স্থিত একাদশটী ইন্দ্রিয় (—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ) প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত বৃত্তিযুক্ত হইলেও (—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হইলেও) সকলে মিলিত হইয়া মুখ্যপ্রাণনামক একটী বৃত্তিকে প্রাপ্ত হইবে, ইত্যাদি।১৬ [তদুত্তরে সিঃ বলেন—] না, ইহা কথিত হইতেছে। ১৭ সেই স্থলে (—পক্ষীসকলের পিঞ্জরচালনে) প্রত্যেকে (—প্রত্যেক পক্ষীতে) অবস্থিত পিঞ্জরচালনার অনুকূল অবান্তর ব্যাপারসকলের দ্বারা যুক্ত পক্ষীসকল মিলিত হইয়া একটী পিঞ্জরকে চালনা করিবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত; যেহেতু সেইপ্রকার পরিদৃষ্ট হয়।১৮ কিন্তু এখানে (—ত্বদভিমত ইন্দ্রিয়সকলের সাধারণবৃত্তিরূপ মুখ্যপ্রাণে) শ্রবণ প্রভৃতি অবান্তর ক্রিয়াযুক্ত ইন্দ্রিয়সকল মিলিত হইয়া প্রাণনক্রিয়া সম্পাদন করিবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে; যেহেতু [সেই বিষয়ে] কোন প্রমাণ নাই।১৯ আর যেহেতু প্রাণনক্রিয়া (—শ্বাসপ্রশ্বাসাদি) শ্রবণ প্রভৃতি হইতে অত্যন্ত বিজাতীয় (৩)।২০ এইরূপে মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠতার উদ্‌ঘোষণ (ছাঃ ৫।১।১২) এবং বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের তাহার প্রতি গুণভাব (—অধীনতা) স্বীকার (ছাঃ ৫।১।১৪), ইহা ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিমাত্র মুখ্যপ্রাণে সঙ্গত হয় না; [কারণ মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইলে ইন্দ্রিয়ের অধীনই হইয়া পড়িবে, শ্রেষ্ঠ নহে]।২১ সেইহেতু (—এইপ্রকার অসঙ্গতিসকল হওয়ায়) মুখ্যপ্রাণ বায়ু ও [ইন্দ্রিয়সকলের] ক্রিয়া হইতে ভিন্ন পদার্থ। ২২

ভাবদীপিকা

(৩) ভাব এই—পিঞ্জরচালনার অনুকূল স্পন্দনাত্মক অবান্তর ক্রিয়া প্রত্যেক পক্ষীতে অল্প অল্প থাকায় তাহাদের পক্ষে মিলিত হইয়া পিঞ্জরচালনা সম্ভব। কিন্তু শ্বাসাদিক্রিয়ার অনুকূল কোনপ্রকার অবান্তর ক্রিয়া কোন ইন্দ্রিয়েরই নাই, যেমন চক্ষু রূপই গ্রহণ করে, শ্বাসাদিক্রিয়ানুকূল অবান্তর ক্রিয়া তাহার নাই। অতএব দর্শন ও শ্রবণাদি ক্রিয়া, শ্বাসাদিক্রিয়া হইতে অত্যন্ত বিজাতীয় হওয়ায় ইন্দ্রিয়সকলের মিলিত ক্রিয়াকে মুখ্যপ্রাণ বলা যায় না।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভ্যাং প্রাণঃ।২২ কথং তর্হি ইয়ং শ্রুতিঃ "যঃ প্রাণঃ সঃ বায়ুঃ" ইতি?২৩ উচ্যতে—বায়ুরেবায়ম্ অধ্যাত্মমাপন্নঃ পঞ্চব্যূহঃ বিশেষাত্মনা অবতিষ্ঠমানঃ প্রাণঃ নাম ভণ্যতে; ন তত্ত্বান্তরং, নাপি বায়ুমাত্রম্।২৪ অতশ্চ উভে অপি ভেদাভেদশ্রুতী ন বিরুধ্যেতে।২৫।২।৪।৯।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মুখ্যপ্রাণ বায়ুর কার্য্য, বায়ুমাত্র নহে, ভিন্নও নহে।]

আচ্ছা, "যাহা প্রাণ, তাহাই বায়ু", এই শ্রুতি তাহা হইলে কেন (—ইহার তাৎপর্য্য কি)? ২৩ তাহা কথিত হইতেছে—এই [মহান্] বায়ুই অধ্যাত্মভাবকে প্রাপ্ত হইয়া (—শরীরাভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া, প্রাণ ও অপান প্রভৃতি] পাঁচপ্রকার ব্যূহরূপ (—মূর্ত্তিরূপ) বিশেষস্বরূপে অবস্থানকরতঃ মুখ্যপ্রাণনামে কথিত হয়। তাহা [অশ্ব হইতে অশ্বের ন্যায় বায়ু হইতে] তত্ত্বান্তর (—সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু) নহে, অথবা [শরীরচ্ছিদ্রে অবস্থিত আকাশের ন্যায় শরীরের মধ্যে অবস্থিত] বায়ুমাত্রও নহে। ২৪ আর এই হেতুবশতঃ (—মৃত্তিকার কার্য্য ঘট যেমন তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু নহে এবং মৃত্তিকামাত্রও নহে, এইরূপে বায়ুর কার্য্য মুখ্যপ্রাণ বায়ু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, অথবা বায়ুমাত্রই না হওয়ায়, মুখ্যপ্রাণ ও বায়ুর] ভিন্নতা ও অভিন্নতা প্রতিপাদিকা শ্রুতিদ্বয়ও বিরোধগ্রস্ত হয় না (৪)।২৫ [ফলে মুখ্যপ্রাণের কারণভূত অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয়ও সিদ্ধ হয়।] ॥২।৪।৯॥

ভাবদীপিকা

[পঞ্চতন্মাত্রার রজোগুণাংশ হইতে মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি প্রতিপাদন।]

(৪) "মুখ্যপ্রাণ বায়ুরূপ মহাভূতের কার্য্য", এই শারীরক সিদ্ধান্তের সহিত প্রকরণগ্রন্থসকলের মহান্ বিরোধ প্রতিভাত হইতেছে। তাহা এই—পঞ্চদশী, বেদান্তসার ও বেদান্তপরিভাষাদি প্রকরণগ্রন্থে মুখ্যপ্রাণকে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের মিলিত রজোগুণাংশ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। শারীরকসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ তাহা কিপ্রকারে সঙ্গত হইবে? এই বিরোধের সাক্ষাদ্ভাবে সমাধান, অথবা কোন্ মূলাবলম্বনে প্রকরণগ্রন্থসকলে উক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা আমরা এখনও প্রাপ্ত হইতেছি না। তথাপি ২।৪।৯ সূত্রভাষ্যটীকার শেষাংশে পূজ্যপাদ ন্যায়নির্ণয়কার যাহা বলিয়াছেন, তদবলম্বনে আমরা এই বিরোধসমাধানের প্রয়াস করিতেছি—"যঃ অয়ং প্রাণঃ সঃ বায়ুঃ" (বৃঃ ৩।১।৫), এই দ্বিতীয়াদি বিভক্তিহীন সহোচ্চারণাত্মক বাক্যপ্রমাণবলে মুখ্যপ্রাণের বায়ুত্ব অবগত হওয়া যায়। আর "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩), ইত্যাদি শ্রুতিতে মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয় আকাশ ও বায়ু প্রভৃতির ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে উৎপত্তি পঠিত হওয়ায় শব্দের অর্থপ্রকাশনসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে বায়ু হইতে মুখ্যপ্রাণের ভিন্নতাই অবগত হওয়া যায়। বাক্যপ্রমাণ হইতে লিঙ্গপ্রমাণ বলবান্ হওয়ায় বায়ু হইতে মুখ্যপ্রাণের ভিন্নতাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু "প্রবলপ্রমাণের সহিত বিরোধে বাধিত হওয়া অপেক্ষা গৌণার্থ সমর্পণ শ্রেয়ঃ" (৭৬২ পৃঃ, ৪ ভাবদীঃ), এই যুক্তি বলে বাধিত না হইয়া উক্ত বাক্যপ্রমাণ "মুখ্যপ্রাণ 'সমীরণস্বভাব' অর্থাৎ বায়ুর ন্যায়

শাঙ্করভাষ্যম্—স্যাদেতৎ, প্রাণোঽপি তর্হি জীববৎ অস্মিন্ শরীরে স্বাতন্ত্র্যং প্রাপ্নোতি, শ্রেষ্ঠত্বাৎ গুণভাবোপগমাচ্চ তং প্রতি বাগাদীনাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্।১ তথাহি অনেকবিধা বিভূতিঃ প্রাণস্য শ্রাব্যতে—'সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণঃ একঃ হি জাগর্ত্তি', 'প্রাণঃ

[পূঃ—মুখ্যপ্রাণের জীববৎ ভোক্তৃত্ব সম্ভাবনা।]

ভাষ্যানুবাদ—আচ্ছা, ইহা না হয় হইল, [কিন্তু] তাহা হইলে (—ইন্দ্রিয়সকলের সাধারণ বৃত্তি না হইলে) মুখ্যপ্রাণও জীবের ন্যায় এই শরীরে স্বতন্ত্রতা (—স্বাধীন ভোক্তৃত্ব) প্রাপ্ত হইতেছে, যেহেতু তাহা [ইতর প্রাণ (—ইন্দ্রিয়) হইতে] শ্রেষ্ঠ এবং যেহেতু বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের তাহার প্রতি অধীনতা অবগত হওয়া যায় (ছাঃ ৫।১।১২-১৪)।১ [তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] যেমন দেখ, মুখ্যপ্রাণের অনেকপ্রকার ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করান হইতেছে, যথা—'বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল সুপ্ত হইলে একমাত্র মুখ্যপ্রাণই জাগরিত থাকে' (প্রশ্নঃ ৪।৩),

ভাবদীপিকা [পঞ্চতন্মাত্রার রজোগুণাংশে মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি]

স্বভাবসম্পন্ন (—ক্রিয়াশীল), এই অর্থকে সমর্পণ করে। এইপ্রকারে উক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের বিচার হইতে নির্ণীত হয়—মুখ্যপ্রাণ বায়ু হইতে ভিন্ন বটে, কিন্তু বায়ুর ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন, অর্থাৎ ক্রিয়াত্মক। ক্রিয়া রজোগুণের কার্য্য। যদি মাত্র বায়ুতন্মাত্রার রজোগুণাংশে মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্তে কার্য্য ও কারণ মূলতঃ অভিন্ন তত্ত্ব হওয়ায় লিঙ্গ-প্রমাণবলে লব্ধ যে বায়ু হইতে মুখ্যপ্রাণের ভিন্নতা, তাহা ব্যাহত হইয়া পড়িবে। তাহা না হউক্, সেইজন্য ইহাকে আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্রার রজোগুণাংশ হইতে (—তদুপাধিক ব্রহ্ম হইতে) উৎপন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহাতে কারণকোটির মধ্যে বায়ুতন্মাত্রাও বর্ত্তমান থাকায় বাক্যপ্রমাণলব্ধ ইহার বায়ুস্বভাবতাও সিদ্ধ হয়। আর সদাই ক্রিয়াশীল হওয়ায় ইহা পাঁচটী তন্মাত্রারই রজোগুণের কার্য্য, ইহাও সিদ্ধ হয়; যেহেতু মাত্র এক তন্মাত্রার রজোগুণাংশের কার্য্য হইলে তত্তৎ তন্মাত্রার রজোগুণাংশ হইতে উৎপন্ন তত্তৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ন্যায় ইহাও শ্রান্ত হইয়া পড়িত (বৃঃ ১।৫।২১); তাহা কিন্তু হয় না। ইহা যদি মাত্র বায়ুর কার্য্য হইত, বায়ুর কার্য্য বহ্নির ন্যায় ভূতান্তর হইয়া পড়িত; মুখ্যপ্রাণ নামক কোন ভূত কিন্তু অঙ্গীকৃত হয় না। পক্ষান্তরে "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" (মুঃ ২।১।৩) ইত্যাদি শ্রুতিতে ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয়াদির সহ পঠিত হওয়ায় ইহা শরীররক্ষণদ্বারা জীবের ভোগসাধন, ইহাই সিদ্ধ হয়। অতএব মুখ্যপ্রাণ পঞ্চতন্মাত্রার মিলিত রজোগুণাংশ হইতে উৎপন্ন, বায়ু হইতে ভিন্ন এবং বায়ুস্বভাবসম্পন্ন, ইহাই প্রাপ্ত হওয়া গেল। তাহাতে অত্রস্থ ভগবৎপাদীয় বচনের সহিতও কোন বিরোধ হয় না, যেহেতু মুখ্যপ্রাণের কারণসকলের মধ্যে বায়ুও থাকায় এবং বায়ুর ন্যায় ক্রিয়াশীল হওয়ায় ইহাকে 'বায়ুর কার্য্য' ও 'বায়ুবিশেষ' বলা হইয়াছে। আর সেইহেতু 'অগ্নি হইতে অংশের ন্যায়' ইহা বায়ু হইতে 'তত্ত্বান্তর' নহে এবং 'বায়ুমাত্রও' নহে। অতএব অত্রস্থ "বায়ুরেব অয়ম্" (২৪ বাক্য), ইত্যাদি বাক্যস্থ 'বায়ুরেব' পদটীর অর্থ হইবে—"ভূতচতুষ্টয় সহ এই মহান্ বায়ুই", ইত্যাদি। অবশিষ্টাংশ সমানই থাকিবে। [এই ব্যাখ্যা আমাদের। মদীয় অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দ মহারাজকর্ত্তৃক অনুমোদিত। এক্ষণে ইহার সমীচীনতা সুধীগণের চিন্তনীয়]।

[শাঙ্করভাষ্যম—] একঃ মৃত্যুনা অনাপ্তঃ', 'প্রাণঃ সম্বর্গঃ বাগাদীন্ সংবৃঙ্‌ক্তে', 'প্রাণঃ ইতরান্ প্রাণান্ রক্ষতি মাতা ইব পুত্রান্', ইতি ।২ তস্মাৎ প্রাণস্যাপি জীববৎ স্বাতন্ত্র্যপ্রসঙ্গঃ ।৩ তং পরিহরতি—

[ভাষ্যানুবাদ—] 'একমাত্র মুখ্যপ্রাণই মৃত্যুর দ্বারা অপ্রাপ্ত' (বৃ: ১।৩।১৯), 'প্রাণই সম্বর্গ, তাহা বাগাদি ইন্দ্রিয়কে সম্বরণ (—নিজেতে বিলীন) করে' (ছা: ৪।৩।৩), 'মুখ্যপ্রাণ অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলকে, পুত্রগণকে মাতার ন্যায় রক্ষা করে' (প্রশ্ন: ২।১৩), ইত্যাদি ।২ সেইহেতু জীবের ন্যায় মুখ্যপ্রাণেরও স্বতন্ত্রতা প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। [তাহার ফলে জীবের ন্যায় মুখ্যপ্রাণেরও একই শরীরে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব হইয়া পড়ে বলিয়া বিরুদ্ধ অভিপ্রায়যুক্ত একাধিক কর্ত্তা ও ভোক্তা কর্ত্তৃক প্রেরিত দেহের গমনাদি চেষ্টাই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, ইহাই ভাব]।৩ [সিদ্ধান্তী] তাহাকে পরিহার করিতেছেন—

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥২।৪।১০॥

পদচ্ছেদ—চক্ষুরাদিবৎ, তু, তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ।

সূত্রার্থ—তুশব্দঃ—মুখ্যপ্রাণস্বাতন্ত্র্যশঙ্কানিরাসার্থঃ। [মুখ্যপ্রাণঃ ন জীববৎ স্বতন্ত্রঃ, কিন্তু] **চক্ষুরাদিবৎ** [জীবং প্রতি করণভূতঃ। কুতঃ ?] **তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ**—তৈঃ চক্ষুরাদিভিঃ সহ প্রাণসংবাদাদিষু প্রাণস্য শিষ্টেঃ শাসনাৎ ; [সমানজাতীয়ানাম্ এব সহশাসনং যুক্তম্ ইত্যর্থঃ]। **আদিশব্দেন**—সংহতত্বাচেতনত্বভৌতিকত্বাদিহেতুসংগ্রহঃ।

অনুবাদ—তুশব্দটী মুখ্যপ্রাণের স্বাতন্ত্র্যশঙ্কা নিরাকরণের জন্য। [মুখ্যপ্রাণ জীবের ন্যায় স্বাধীন নহে, কিন্তু] **চক্ষুরাদিবৎ**—চক্ষু প্রভৃতির ন্যায় [জীবের করণভূত (—ভোগসাধন)। কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ? তাহা বলিতেছেন—] **তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ**—যেহেতু প্রাণসকলের কথোপকথন প্রভৃতি স্থলে সেই চক্ষু প্রভৃতির সহিত মুখ্যপ্রাণের শাসন—উপদেশ আছে ; [সমানজাতীয় পদার্থসকলেরই একত্রে উপদেশ যুক্তিসঙ্গত, ইহাই ভাব]। **আদিশব্দের দ্বারা**—সংহতত্ব অচেতনত্ব ভৌতিকত্ব প্রভৃতি হেতুসকলের সংগ্রহ হইতেছে (—এই হেতুসকলের বলে মুখ্যপ্রাণের জীববৎ ভোক্তৃত্ব নিরাকৃত হইতেছে)।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দঃ প্রাণস্য জীববৎ স্বাতন্ত্র্যং ব্যাবর্ত্তয়তি ।১ যথা চক্ষুরাদীনি রাজপ্রকৃতিবৎ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং চ প্রতি উপকরণানি, ন স্বতন্ত্রাণি ; তথা মুখ্যঃ অপি প্রাণঃ রাজমন্ত্রিবৎ জীবস্য সর্ব্বার্থকরত্বেন উপকরণভূতঃ, ন স্বতন্ত্রঃ ।২ কুতঃ ?৩ তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ।৪

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মুখ্যপ্রাণ ভোক্তা নহে ; পরন্তু জীবের ভোগসাধন।]

তুশব্দটী মুখ্যপ্রাণের জীবসদৃশ স্বতন্ত্রতা (—ভোক্তৃত্ব) নিরাকরণ করিতেছে।১ রাজার প্রজার ন্যায় চক্ষু প্রভৃতি যেমন জীবের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের প্রতি উপকরণ (—সাধন), স্বাধীন [কর্ত্তা ও ভোক্তা] নহে ; এইপ্রকারে মুখ্যপ্রাণও রাজমন্ত্রীর ন্যায় জীবের সমস্ত প্রয়োজনের সাধক হওয়ায় সাধনই হইয়া থাকে, স্বাধীন [কর্ত্তা

শাঙ্করভাষ্যম্

তৈঃ চক্ষুরাদিভিঃ সহ এব প্রাণঃ শিষ্যতে প্রাণসংবাদাদিষু।৫ সমানধর্ম্মাণাং চ সহশাসনং যুক্তং বৃহদ্রথন্তরাদিবৎ।৬ আদি-শব্দেন সংহতত্বাচেতনত্বাদীন্ প্রাণস্য স্বাতন্ত্র্যনিরাকরণহেতূন্ দর্শয়তি।৭॥২।৪।১০॥

ভাষ্যানুবাদ

ও ভোক্তা] নহে।২ কোন্ প্রমাণবলে বলিতেছ ?৩, [উত্তর—] যেহেতু "সেই সকলের সহিত একত্র উপদেশ আছে"।৪ [ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—] প্রাণ-সকলের কথোপকথন প্রভৃতি স্থলসকলে (—ছাঃ ১।২, ৫।১।৭ ; বৃঃ ১।৩, ৬।১।৭ ইত্যাদি স্থলে) সেই চক্ষু প্রভৃতির সহিতই মুখ্যপ্রাণ উপদিষ্ট হইতেছে(৫)।৫ [কিন্তু একত্র উপদিষ্ট হইলেই মুখ্যপ্রাণ চক্ষুরাদির ন্যায় হইবে কেন ? উত্তর—] বৃহৎ ও রথন্তরের (৬) ন্যায় সমানধর্ম্মযুক্ত পদার্থসকলের একই সঙ্গে উপদেশ সঙ্গত।৬ [সূত্রস্থ] আদিশব্দটীর দ্বারা সংহতত্ব ও অচেতনত্ব প্রভৃতি মুখ্যপ্রাণের স্বাতন্ত্র্য-নিরাকরণের হেতুসকলকে [ভগবান্ সূত্রকার] প্রদর্শন করিতেছেন (৭)।৭॥২।৪।১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্—**স্যাদেতৎ, যদি চক্ষুরাদিবৎ প্রাণস্য জীবং প্রতি করণভাবঃ অভ্যুপগম্যেত, বিষয়ান্তরং রূপাদিবৎ প্রসজ্যেত।১ রূপাদ্যালোচনাদিভিঃ বৃত্তিভিঃ যথাস্বং চক্ষুরাদীনাং জীবং প্রতি করণভাবঃ ভবতি।২ অপিচ একাদশ এব কার্য্যজাতানিরূপালো-চনাদীনি পরিগণিতানি, যদর্থম্ একাদশ প্রাণাঃ সংগৃহীতাঃ; ন তু**

(পূঃ—নিজস্ব বিষয় না থাকায় মুখ্যপ্রাণ জীবের ভোগসাধন নহে।)

ভাষ্যানুবাদ—আচ্ছা, ইহা হউক, [কিন্তু] যদি চক্ষু প্রভৃতির ন্যায় মুখ্যপ্রাণের জীবের প্রতি করণভাব (—জীবের ভোগসাধনতা) অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে [চক্ষু প্রভৃতির বিষয়] রূপ প্রভৃতির ন্যায় [মুখ্যপ্রাণেরও] অন্য বিষয় স্বীকার্য্য হইয়া পড়িবে।১ [কেন স্বীকার্য্য হইবে ? 'যাহা ভোগসাধন, তাহার নিজস্ব বিষয় আছে', এই ব্যাপ্তিবলে তাহা বলিতেছেন—] রূপাদিবিষয়ক আলোচনাদি (২১৯ পৃঃ) স্ব স্ব বৃত্তিসকলের দ্বারা চক্ষু প্রভৃতি জীবের প্রতি করণ (—ভোগসাধন) হইয়া থাকে। [মুখ্যপ্রাণের কিন্তু রূপাদির ন্যায় নিজস্ব কোন বিষয় নাই।২ যদি বলা হয়—তাহারও বিষয় কল্পনা করিব। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর দেখ, রূপের আলোচন প্রভৃতি কার্য্যসকল একাদশটী বলিয়াই পরিগণিত হয়, যাহাদের জন্য

ভাবদীপিকা

(৫) এই স্থলে প্রদর্শিত অনুমান এই—মুখ্যঃ প্রাণঃ ন স্বতন্ত্রঃ, ভোগসাধনত্বাৎ, চক্ষুরাদিবৎ"।

(৬) দুইটী সামবেদীয় স্তোত্রের নাম 'বৃহৎ সাম' ও 'রথন্তর সাম'। ইহারা বেদে একই সঙ্গে পঠিত হইয়াছে এবং যজ্ঞে প্রয়োগকালে একই সঙ্গে গীত হয়।

(৭) এই স্থলে প্রদর্শিত অনুমানের আকার এই—"মুখ্যপ্রাণঃ ন ভোক্তা ; সংহতত্বাৎ, অচেতনত্বাৎ, ভৌতিকত্বাৎ চ"।

[শাঙ্করভাষ্যম্— দ্বাদশম্ অপরং কার্য্যজাতম্ অধিগম্যতে, যদর্থম্ অয়ং দ্বাদশঃ প্রাণঃ প্রতিজ্ঞায়েত ইতি ।৩ অতঃ উত্তরং পঠতি—

[ভাষ্যানুবাদ—] একাদশটী ইন্দ্রিয় সংগৃহীত (—স্বীকৃত) হইয়াছে (৫৭২ পৃঃ), কিন্তু দ্বাদশস্থানীয় অপর কার্য্যসকল অবগত হওয়া যাইতেছে না, যাহাদের জন্য দ্বাদশ-স্থানীয় এই মুখ্যপ্রাণ প্রতিজ্ঞাত হইবে; [অতএব নিজস্ব বিষয়ের অভাববশতঃ মুখ্য-প্রাণ জীবের ভোগসাধন নহে, পরন্তু স্বাধীন কর্ত্তা ও ভোক্তা, ইহাই ভাব], ইত্যাদি ।৩ সিদ্ধান্ত—এইহেতু (—এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ হওয়ায়, আচার্য্য] উত্তর দিতেছেন—

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি ॥২।৪।১১॥

পদচ্ছেদ—অকরণত্বাৎ, চ, ন, দোষঃ, তথাহি, দর্শয়তি।

সূত্রার্থ—অকরণত্বাৎ—মুখ্যপ্রাণস্য চক্ষুরাদিবৎ করণত্বাভাবাৎ, **ন দোষঃ** বিষয়ান্তরাপেক্ষারূপঃ দোষঃ ন স্যাৎ। [ন চ এতাবতা মুখ্যপ্রাণস্য প্রয়োজনাভাবঃ। কিং পুনঃ তৎ প্রয়োজনম্? উচ্যতে—] **চকারঃ**—দেহবিধারণং প্রয়োজনং সমুচ্চিনোতি। **হি**—যতঃ, **তথা**—যথা অস্মাভিঃ উক্তঃ তথা, **দর্শয়তি**—"পঞ্চধা আত্মানং প্রবিভজ্য এতৎ বাণম্ অবষ্টভ্য বিধারয়ামি" (প্রঃ ২।৩), ইত্যাদিশ্রুতিঃ দেহবিধারণরূপং প্রাণস্য অসাধারণং ব্যাপারং দর্শয়তি।

অনুবাদ—অকরণত্বাৎ—মুখ্যপ্রাণ চক্ষুপ্রভৃতির ন্যায় করণ (—ভোগসাধন) না হওয়ায়, **ন দোষঃ**—অন্য বিষয়ের অপেক্ষা করারূপ দোষ হইয়া পড়ে না। [কিন্তু ইহার দ্বারা মুখ্যপ্রাণের প্রয়োজনাভাব হইয়া পড়ে না। আচ্ছা, সেই প্রয়োজনটী কি? তাহা কথিত হইতেছে—] **চ** কারটী—দেহবিধারণরূপ প্রয়োজনকে সমুচ্চয় করিতেছে। **হি**—যেহেতু, **তথা**—আমরা যে প্রকার বলিয়াছি, সেই প্রকারে, **দর্শয়তি**—"নিজেকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করিয়া এই বাণকে (—বিনাশী শরীরকে) আশ্রয়করতঃ বিশেষভাবে ধারণ করি", ইত্যাদি, শ্রুতি দেহের বিধারণরূপ মুখ্যপ্রাণের অসাধারণ ব্যাপার প্রদর্শন করিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্

ন তাবৎ বিষয়ান্তরপ্রসঙ্গঃ দোষঃ, অকরণত্বাৎ প্রাণস্য।১ ন হি চক্ষুরাদিবৎ প্রাণস্য বিষয়পরিচ্ছেদেন করণত্বম্ অভ্যুপগম্যতে।২ ন চ অস্য এতাবতা কার্য্যাভাবঃ এব।৩ কস্মাৎ?৪ তথাহি শ্রুতিঃ প্রাণান্তরেষু অসম্ভাব্যমানং মুখ্যপ্রাণস্য বৈশেষিকং

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ধারণ, পোষণ ও উৎক্রমণাদিরূপ অসাধারণ নিজস্ব বিষয় থাকায় মুখ্যপ্রাণ জীবের ভোগসাধন।]

অন্য বিষয়ের প্রাপ্তিসম্ভাবনারূপ দোষ হইয়া পড়ে না (—মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় নিজস্ব বিষয়বান্ হওয়ায় বিষয় একাদশটীর অধিক হইবে, ইহা বলা যায় না), যেহেতু মুখ্যপ্রাণ [জীবের ভোগসাধন হইলেও চক্ষুরাদির ন্যায়] করণ (—জ্ঞানোৎ-পাদক ও কর্ম্মসম্পাদক ইন্দ্রিয়) নহে।১ চক্ষুরাদির ন্যায় বিষয়পরিচ্ছেদের (—বিষয়-বিষয়ক জ্ঞানোৎপাদনের) দ্বারা মুখ্যপ্রাণের করণতা (—ভোগসাধনতা) কিছুই

শাঙ্করভাষ্যম্

কার্য্যং দর্শয়তি প্রাণসংবাদাদিষু—"অথ হ প্রাণাঃ অহংশ্রেয়সি ব্যূদিরে", ইতি উপক্রম্য "যস্মিন্ বঃ উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরম্ ইব দৃশ্যতে সঃ বঃ শ্রেষ্ঠঃ" (ছাঃ ৫।১।৬,৭), **ইতি চ উপন্যস্য প্রত্যেকং বাগাদ্যুৎক্রমণেন তদ্‌বৃত্তিমাত্রহীনং যথাপূর্ব্বং জীবনং দর্শয়িত্বা প্রাণোচ্চিক্রমিষায়াং বাগাদিশৈথিল্যাপত্তিং শরীরপাতপ্রসঙ্গং চ দর্শয়ন্তী শ্রুতিঃ প্রাণনিমিত্তাং শরীরেন্দ্রিয়স্থিতিং দর্শয়তি।৫ "তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ উবাচ মা মোহম্ আপদ্যথা, অহম্ এব এতৎ পঞ্চধা আত্মানং প্রবিভজ্য এতৎ বাণম্ অবষ্টভ্য বিধারয়ামি"** (প্রঃ ২।৩), **ইতি চ এতম্ এব অর্থং শ্রুতিঃ আহ।৬"প্রাণেন রক্ষন্ অবরং কুলা-**

ভাষ্যানুবাদ

অঙ্গীকার করা হয় না (৮)।২ কিন্তু ইহার (—বিষয়পরিচ্ছেদের অভাবের) দ্বারা ইহার (—মুখ্যপ্রাণের, নিজস্ব] কার্য্যের অভাব অবশ্যই হইয়া পড়ে না।৩ তাহাতে হেতু কি?৪ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেমন দেখ, প্রাণসকলের কথোপকথন প্রভৃতি স্থলে (—ছাঃ ১।২, বৃঃ ৬।১।৭ ইত্যাদি স্থলে) অন্য ইন্দ্রিয়সকলে যাহা সম্ভব নহে, এতাদৃশ যে মুখ্যপ্রাণের বিশেষ কার্য্য, তাহা শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন, যথা— "একদা প্রাণসকল স্ব স্ব শ্রেষ্ঠতা খ্যাপনের জন্য বিবাদ করিয়াছিল", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া এবং "তোমাদের মধ্যে যে উৎক্রান্ত হইলে শরীর যেন পাপিষ্ঠতররূপে (—অত্যন্ত অশুচি শবসদৃশরূপে) পরিদৃষ্ট হয়, তোমাদিগের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ", এইপ্রকারে উল্লেখ করিয়া বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রত্যেকের উৎক্রমণদ্বারা তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিমাত্রহীন (—মূকাদিভাবে স্থিত) পূর্ব্ববৎ জীবনধারণকে প্রদর্শনকরতঃ মুখ্যপ্রাণের উৎক্রমণেচ্ছা হইলে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের শৈথিল্যপ্রাপ্তি এবং শরীরনাশের সম্ভাবনা প্রদর্শনকারিণী শ্রুতি শরীর ও ইন্দ্রিয়ের স্থিতি মুখ্যপ্রাণরূপ নিমিত্তবশতঃ হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন।৫ [বাগাদির শৈথিল্য ও শরীরনাশসম্ভাবনারূপ লিঙ্গপ্রমাণবলে মুখ্যপ্রাণনিমিত্ত শরীরস্থিতি প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে সাক্ষাৎ শ্রুতি হইতেই তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আর "বরিষ্ঠ প্রাণ (—মুখ্যপ্রাণ) তাহাদিগকে বলিয়াছিল, "মোহ প্রাপ্ত হইও না, আমিই এইরূপে নিজেকে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এই বাণকে (—বিনাশশীল শরীরকে) আশ্রয়করতঃ বিশেষভাবে ধারণ করিয়া আছি", এইপ্রকারে [মুখ্যপ্রাণনিমিত্ত শরীরস্থিতিরূপ] এই অর্থকেই শ্রুতি বলিতেছেন।৬ আবার "মুখ্যপ্রাণের দ্বারা অবর নীড়কে (—অশুচি শরীরকে)

ভাবদীপিকা

(৮) যদি তাহা করা হইত, সর্ব্বসম্মত ভোগসাধন শরীরও জীবের ভোগসাধন হইতে পারিত না, যেহেতু চক্ষুরাদির ন্যায় তাহার নিজস্ব কোন বিষয় নাই। এইপ্রকারে "যাহা ভোগসাধন, তাহার নিজস্ব বিষয় আছে", পূর্ব্বপক্ষীর এই ব্যাপ্তি বিঘটিত হইয়া পড়িল।

শাঙ্করভাষ্যম্

য়ম্" (বৃঃ ৪।৩।১২), ইতি চ সুপ্তেষু চক্ষুরাদিষু প্রাণনিমিত্তাং শরীররক্ষাং দর্শয়তি।৭ "যস্মাৎ কস্মাৎ চ অঙ্গাৎ প্রাণঃ উৎক্রামতি তদেব তৎ শুষ্যতি" (বৃঃ ১।৩।১৯), "তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেন ইতরান্ প্রাণান্ অবতি" (ছাঃ ১।২।৯) ইতি চ প্রাণনিমিত্তাং শরীরেন্দ্রিয়পুষ্টিং দর্শয়তি।৮ "কস্মিন্ [নু] অহম্ উৎক্রান্তে উৎক্রান্তঃ ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি" ইতি, "সঃ প্রাণম্ অসৃজত" (প্রঃ ৬।৩,৪), ইতি চ প্রাণনিমিত্তে জীবস্য উৎক্রান্তিপ্রতিষ্ঠে দর্শয়তি।৯॥২।৪।১১॥

ভাষ্যানুবাদ

রক্ষা করত: 'জীব সুষুপ্ত হয়", এইপ্রকারে শ্রুতি চক্ষু প্রভৃতি সুপ্ত হইলে মুখ্যপ্রাণরূপ নিমিত্তবশতঃ শরীররক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। [মুখ্যপ্রাণ উপরত হইলে মৃত্যু হইত, ইহাই ভাব]।৭ আর "যে কোন অঙ্গ হইতে মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করে তাহা সেই স্থলেই শুষ্ক হইয়া যায়" এবং "তাহার (—মুখ্যপ্রাণের) দ্বারা [জীব] যাহা ভক্ষণ করে, যাহা পান করে, তাহার দ্বারা অপর ইন্দ্রিয়সকলকে পালন করে", এইপ্রকারে শ্রুতি মুখ্যপ্রাণরূপ নিমিত্তবশতঃ শরীর ও ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি প্রদর্শন করিতেছেন।৮ আবার "কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রমণ করিব এবং কেই বা [শরীরে] প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রতিষ্ঠিত হইব", এইপ্রকারে এবং "তিনি প্রাণকে (—সমষ্টিপ্রাণাত্মক হিরণ্যগর্ভকে) সৃষ্টি করিলেন", এইপ্রকারে মুখ্যপ্রাণ যাহার নিমিত্ত, জীবের সেই উৎক্রান্তি ও প্রতিষ্ঠাকে (—শরীরে স্থিতিকে, শ্রুতি] প্রদর্শন করিতেছেন।৯ [অতএব শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ধারণ, পোষণ ও উৎক্রমণাদিরূপ নিজস্ব অসাধারণ বিষয় থাকায় মুখ্যপ্রাণ অবশ্যই জীবের ভোগসাধন, ইহা সিদ্ধ হইল]॥২।৪।১১॥

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ॥২।৪।১২॥

পদচ্ছেদ—পঞ্চবৃত্তিঃ, মনোবৎ, ব্যপদিশ্যতে।

সূত্রার্থ—[মুখ্যপ্রাণস্য প্রাণান্তরেষু অসম্ভাব্যমানকার্য্যসত্ত্বে হেত্বন্তরম্ আহ—] **মনোবৎ**—যথা মনঃ অনেকবৃত্ত্যাখ্যাসাধারণকার্য্যাপেক্ষয়া অনেকধা ব্যপদিশ্যতে, [এবম্ উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাদিপঞ্চব্যাপারান্ অপেক্ষ্য মুখ্যপ্রাণঃ] **পঞ্চবৃত্তিঃ**—পঞ্চবৃত্তিযুক্তঃ, **ব্যপদিশ্যতে**—উল্লিখ্যতে [শ্রুত্যা "প্রাণোঽপানঃ ব্যানঃ উদানঃ সমানঃ" (বৃঃ ১।৫।৩), ইতি। অতঃ তদসাধারণব্যাপারাপেক্ষয়া মুখ্যপ্রাণস্য জীবোপকরণত্বং মনোবৎ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[অন্য প্রাণসকলে সম্ভব নহে, এতাদৃশ কার্য্য মুখ্যপ্রাণের আছে, এই বিষয়ে অন্য হেতুর কথা বলিতেছেন —] **মনোবৎ**—অনেকপ্রকার বৃত্তিরূপ অসাধারণ কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া মন যেমন অনেকপ্রকারে কথিত হয়, [এইপ্রকারে উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাস প্রভৃতি পাঁচপ্রকার কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া মুখ্যপ্রাণ] **পঞ্চবৃত্তিঃ**—পাঁচপ্রকার বৃত্তিযুক্তরূপে, **ব্যপদিশ্যতে**—শ্রুতিকর্তৃক উল্লিখিত হইতেছে, [যথা "প্রাণ অপান ব্যান

উদান ও সমান" ইত্যাদি। অতএব [উচ্ছ্বাসাদি] সেই অসাধারণ ব্যাপারকে অপেক্ষা করিয়া মনের ন্যায় মুখ্যপ্রাণের জীবভোগসাধনতা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতশ্চ অস্তি মুখ্যস্য প্রাণস্য বৈশেষিকং কার্য্যং, যৎকারণং পঞ্চবৃত্তিঃ অয়ং ব্যপদিশ্যতে শ্রুতিষু—"প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ উদানঃ সমানঃ" (বৃঃ ১।৫।৩), ইতি ।১ বৃত্তিভেদশ্চ অয়ং কার্য্যভেদাপেক্ষঃ ।২ প্রাণঃ প্রাগ্‌বৃত্তিঃ উচ্ছ্বাসাদিকর্ম্মা ।৩ অপানঃ অর্ব্বাগ্‌বৃত্তিঃ নিঃশ্বাসাদিকর্ম্মা ।৪ ব্যানঃ তয়োঃ সন্ধৌ বর্ত্তমানঃ বীর্য্যবৎ কর্ম্মহেতুঃ ।৫ উদানঃ ঊর্দ্ধবৃত্তিঃ উৎক্রান্ত্যাদিহেতুঃ ।৬ সমানঃ সমং সর্ব্বেষু অঙ্গেষু যঃ অন্নরসান্ নয়তি ইতি ।৭ এবং পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণঃ মনোবৎ, যথা মনসঃ পঞ্চবৃত্তয়ঃ এবং প্রাণস্যাপি ইত্যর্থঃ ।৮ শ্রোত্রাদিনিমিত্তাঃ শব্দাদিবিষয়াঃ মনসঃ পঞ্চবৃত্তয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ ।৯ ন তু "কামঃ সঙ্কল্পঃ" (বৃঃ ১।৫।৩), ইত্যাদ্যাঃ পরিপঠিতাঃ পরিগৃহ্যেরন্, পঞ্চসংখ্যাতিরেকাৎ ।১০ ননু অত্রাপি শ্রোত্রাদিনিরপেক্ষা ভূতভবিষ্যদাদিবিষয়া

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মুখ্যপ্রাণের প্রাণাপানাদি অসাধারণ ব্যাপার বর্ণনা।]

আর এই হেতুবশতঃও মুখ্যপ্রাণের বিশেষ কার্য্য বর্ত্তমান আছে, যেহেতু শ্রুতিসকলে ইহা পঞ্চবৃত্তিযুক্তরূপে (—ক্রিয়াভেদে পাঁচপ্রকার অবস্থাযুক্তরূপে) বর্ণিত হইতেছে, যথা—"প্রাণ অপান ব্যান উদান ও সমান", ইত্যাদি।১ আর এই বৃত্তিভেদ কার্য্যভেদকে অপেক্ষা করে।২ [সেই কার্য্য প্রদর্শন করিতেছেন—] সম্মুখভাগে যাহার বৃত্তি এবং উচ্ছ্বাস (—প্রশ্বাস এবং দেহধারণ) প্রভৃতি যাহার কর্ম্ম, তাহা প্রাণ।৩ অধোভাগে যাহার বৃত্তি এবং নিঃশ্বাসাদি (—শ্বাসগ্রহণ ও অধোবায়ুত্যাগ) যাহার কর্ম্ম, তাহা অপান।৪ সেই দুইটীর (—প্রাণ ও অপানের) সন্ধি স্থলে (—নাভিতে) বর্ত্তমান যাহা [অগ্নিমন্থনাদি] বলসাধ্য কর্ম্মের হেতু, তাহা ব্যান।৫ ঊর্দ্ধদিকে যাহার বৃত্তি এবং উৎক্রমণ [গত্যাগতি ও উদ্গার] প্রভৃতির যাহা হেতু, তাহা উদান।৬ অন্নরসকে যাহা সকল অঙ্গে সমানভাবে লইয়া যায়, তাহা সমান।৫

[সিঃ—"মনোবৎ" সূত্রাংশের ব্যাখ্যা। মনের নানাপ্রকার বৃত্তি। বহু বৃত্তিযুক্ত মনের ন্যায় পঞ্চবৃত্তি মুখ্যপ্রাণ জীবের ভোগসাধন।]

এইপ্রকারে মুখ্যপ্রাণ মনের ন্যায় পঞ্চবৃত্তিযুক্ত, অর্থাৎ মনের যেমন পাঁচপ্রকার বৃত্তি, মুখ্যপ্রাণেরও এইপ্রকার।৮ [মনের পাঁচপ্রকার বৃত্তি কি, তাহা বলিতেছেন-] শ্রোত্রাদি যাহার হেতু ও শব্দ প্রভৃতি যাহার বিষয় মনের এতাদৃশ [শব্দাকারা স্পর্শাকারা রূপাকারা রসাকারা ও গন্ধাকারা] পাঁচপ্রকার বৃত্তি (—জ্ঞান) প্রসিদ্ধ।৯ [কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধি অপেক্ষা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধি বলবতী হওয়ায় "কাম ও সঙ্কল্প" প্রভৃতিকেও মনোবৃত্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু "কাম সঙ্কল্প" ইত্যাদিরূপে যাহারা পঠিত হইয়াছে, তাহারা পরিগৃহীত হইবে

শাঙ্করভাষ্যম্

অপরা মনসঃ বৃত্তিঃ অস্তি ইতি সমানঃ পঞ্চসংখ্যাতিরেকঃ ?।১১ এবং তর্হি 'পরমতম্ অপ্রতিষিদ্ধম্ অনুমতং ভবতি', ইতি ন্যায়াৎ ইহাপি যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধাঃ মনসঃ পঞ্চবৃত্তয়ঃ পরিগৃহ্যন্তে "প্রমাণবিপর্য্যয়-বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ" (যোঃ সূঃ ১।১।৬) **নাম।১২ বহুবৃত্তিত্বমাত্রেণ বা মনঃ প্রাণস্য নিদর্শনম্ ইতি দ্রষ্টব্যম্।১৩ জীবোপকরণত্বম্ অপি প্রাণস্য পঞ্চবৃত্তিত্বাৎ মনোবৎ ইতি যোজয়িতব্যম্**।১৪॥২।৪।১২॥

ইতি পঞ্চমং বায়ুক্রিয়াধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

না, কারণ পঞ্চসংখ্যার অতিক্রম হইয়া পড়িবে।১০ [শঙ্কা—] কিন্তু [সংখ্যাধিক্যভয়ে কাম ও সঙ্কল্প প্রভৃতি গৃহীত না হইলেও] এই স্থলেও (—জ্ঞানস্থলেও) শ্রোত্রাদিনিরপেক্ষ অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতিবিষয়ক মনের অন্যপ্রকার বৃত্তি আছে, এইহেতু পঞ্চসংখ্যার অতিক্রম সমানই।১১ [সিদ্ধান্ত—] এইপ্রকার [অরুচি] হইলে "অপ্রতিসিদ্ধ (—অনিরাকৃত) পরমত অনুমত (—স্বমতরূপে অঙ্গীকৃত) হইয়া থাকে", এই ন্যায়বলে এখানেও (—প্রস্তাবিত সূত্রেও) যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ "প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রা ও স্মৃতি" (৯) নামক মনের পাঁচপ্রকার বৃত্তি পরিগৃহীত হইতেছে।১২ ["অপরকে অপরের মতবাদ দ্বারাই বুঝাইবে", এই ন্যায়াবলম্বনে উক্ত ব্যাখ্যা করা হইল। সিদ্ধান্তে কিন্তু বিপর্য্যয় ও নিদ্রা অবিদ্যাবৃত্তি, মনোবৃত্তি নহে; এইপ্রকার ন্যূনতাবশতঃ স্বমত বর্ণনা করিতেছেন—] অথবা বহু বৃত্তিতামাত্রের দ্বারা (—বহুপ্রকার বৃত্তি থাকায়) মন মুখ্যপ্রাণের দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।১৩ [এইপ্রকারে অন্য প্রাণসকলে নাই, এতাদৃশ কার্য্য মুখ্যপ্রাণের

ভাবদীপিকা [মনের পাতঞ্জলসম্মত পঞ্চবৃত্তি]

(৯) ইহাদের **পাতঞ্জলসম্মত** অর্থ এই—১। **প্রমাণ**—প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম। ২। **বিপর্য্যয়**—মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রম। ৩। **বিকল্প**—২।২।৪ অধিঃ ৪৪ ভাবদীঃ দ্রঃ, ৩৯০ পৃঃ। ৪। **নিদ্রা**—পাতঞ্জলমতে অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা মনের তামসী বৃত্তিই নিদ্রা, কোন কিছুর জ্ঞান তখন মনে উদিত হয় না। ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার বলেন—যোগমতে জ্ঞানাভাবরূপে মনের অবস্থানই নিদ্রা। [**সিদ্ধান্তে**—"মনের সূক্ষ্মাবস্থা" (ব্রহ্মবিদ্যাভঃ), "ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপরম" (ন্যায়নির্ণয়), "অবিদ্যা-(—অজ্ঞান)-বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্ত্যবস্থা" (বেঃ পরিভাষা) এবং "মনোলয়োপলক্ষিত অবস্থাকে (—মনের লয় যে অবস্থাতে হয়, তাহাকে", কল্পতরু) নিদ্রা বলা হইয়াছে। সৎকার্য্যবাদে "মনের সূক্ষ্মাবস্থা" ও "মনোলয়োপলক্ষিত অবস্থার" বিরোধ বোধ হওয়া উচিত নহে]। ।৫ **স্মৃতি**—অনুভূত বিষয়ের যে অসম্প্রমোষ (—অধিক গ্রহণ না করা), তাহাই স্মৃতি। প্রমাণের দ্বারা যাহা অনুভূত হয় স্মৃতিতে মাত্র তাহাই, অথবা তদপেক্ষা অল্প বিষয় স্ফুরিত হয়, তদপেক্ষা অধিক বিষয় নহে, ইহাই অসম্প্রমোষ শব্দের অর্থ। বিষয়ের অনুভবজনিত সংস্কারমাত্র হইতে পরবর্ত্তিকালে যে জ্ঞানবিশেষ উদিত হয়, তাহাই স্মৃতি, ইহাই পর্য্যবসিত অর্থ।

ভাষ্যানুবাদ

আছে, এই বিষয়ে সূত্রব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে জীবোপকরণতাবিষয়ে সূত্রযোজনা করিতেছেন—] মুখ্যপ্রাণের জীবোপকরণতাও (—জীবের ভোগসাধনতাও) পঞ্চবৃত্তি-যুক্ততাবশতঃ হইয়া থাকে, যেমন মন (—বহুবৃত্তিযুক্ত মন যেমন জীবের ভোগসাধন, পঞ্চবৃত্তিযুক্ত মুখ্যপ্রাণও তদ্রূপ, ইহাই ভাব)।১৪॥২।৪।১২॥ বায়ুক্রিয়াধিকরণ সমাপ্ত।

৬। শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্। [১৩ সূত্র]

[মুখ্যপ্রাণাণুত্বাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—মুখ্যপ্রাণ আধিদৈবিকরূপে বিভু, কিন্তু আধ্যাত্মিকরূপে পরিচ্ছিন্ন (—মধ্যমপরিমাণ) ও সঙ্কোচবিকাশশীল (২ ভাবদীঃ দ্রঃ)।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে মুখ্যপ্রাণের স্বরূপাত্মক অন্তরঙ্গ বিষয়ের নিরূপণ করিয়া এক্ষণে তদপেক্ষা বহিরঙ্গ যে তাহার পরিমাণ, তাহা নিরূপিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধি-করণের সহিত এই অধিকরণের **অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গভাবসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

প্রাণোঽয়ং বিভুরল্পো বা বিভুঃ স্যাৎ প্লুষ্যুপক্রমে।
হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তে সর্ব্বদেহে সমোক্তিতঃ॥
সমষ্টিব্যষ্টিরূপেণ বিভুরেবাধিদৈবিকঃ।
আধ্যাত্মিকোঽল্পঃ প্রাণঃ স্যাদদৃশ্যশ্চ যথেন্দ্রিয়ম্॥

অন্বয়—অয়ং প্রাণঃ বিভুঃ, অল্পঃ বা? প্লুষ্যুপক্রমে হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তে সর্ব্বদেহে সমোক্তিতঃ বিভুঃ স্যাৎ। আধিদৈবিকঃ সমষ্টিব্যষ্টিরূপেণ বিভুঃ এব। আধ্যাত্মিকঃ প্রাণঃ অল্পঃ অদৃশ্যশ্চ স্যাৎ, যথা ইন্দ্রিয়ম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[অত্রাপি মুখ্যঃ এব প্রাণঃ বিষয়ঃ। "সমঃ প্লুষিণা" (বৃঃ ১।৩।২২), ইতি মুখ্য-প্রাণস্য পরিচ্ছেদঃ শ্রূয়তে। "সমঃ এভিঃ ত্রিভিঃ লোকৈঃ সমঃ অনেন সর্ব্বেণ" (ঐ), ইতি তস্য বিভুত্বম্ অপি। অতঃ শ্রুতিবিপ্রতিপত্তেঃ ভবতি সংশয়ঃ—] অয়ং [মুখ্যঃ] প্রাণঃ বিভুঃ, অল্পঃ বা?

পূর্ব্বপক্ষ—প্লুষ্যুপক্রমে হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তে সর্ব্বদেহে সমোক্তিতঃ [অয়ং মুখ্যপ্রাণঃ] বিভুঃ স্যাৎ।

সিদ্ধান্ত—["বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিঃ" (বৃঃ ৩।৩।২), ইতি শ্রুতেঃ] আধিদৈবিকঃ [হিরণ্যগর্ভপ্রাণঃ] সমষ্টিব্যষ্টিরূপেণ [অবস্থানাৎ] বিভুঃ এব। [তদেব বিভুত্বং "সমঃ এভিঃ ত্রিভিঃ লোকৈঃ", ইত্যাদিশ্রুতৌ উপাসনার্থং প্রপঞ্চিতম্। পরন্তু] আধ্যাত্মিকঃ প্রাণঃ অল্পঃ অদৃশ্যশ্চ স্যাৎ, যথা ইন্দ্রিয়ম্।

অনুবাদ

সংশয়—[এখানেও মুখ্যপ্রাণই বিষয়। "প্লুষির (—পুত্তিকার, ক্ষুদ্রতম মক্ষিকার) সহিত সমান", এইপ্রকারে মুখ্যপ্রাণের পরিচ্ছেদ (—অল্পতা) শ্রুত হইতেছে। "এই তিন লোকের (—বিরাটের দেহের) সহিত সমান, এই সকলের (—হিরণ্যগর্ভশরীরের) সহিত সমান",

এইপ্রকারে তাহার বিভুত্বও শ্রুত হইতেছে। এইহেতু শ্রুতির বিরোধ হওয়ায় সংশয় হয়—] এই মুখ্যপ্রাণ বিভু, অথবা অণু ?

পূর্ব্বপক্ষ—প্র, ভিকে অবলম্বন করিয়া যে বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে (—সেই শ্রুতিবাক্যে) হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সকল শরীরে সমতার বর্ণনা থাকায় [এই মুখ্যপ্রাণ] বিভু।

সিদ্ধান্ত - ["বায়ুই ব্যষ্টি (—বিশেষ, অধ্যাত্ম-অধিভূতভাবে ব্যাপ্ত] বায়ুই সমষ্টি (—সামান্য, সূত্রাত্মরূপে অবস্থিত"), এইপ্রকার শ্রুতি থাকায়] আধিদৈবিক [হিরণ্যগর্ভপ্রাণ] সামান্য ও বিশেষরূপে [অবস্থান করে বলিয়া অবশ্যই বিভু। [সেই বিভুত্বই "এই তিন লোকের সহিত সমান", ইত্যাদি শ্রুতিতে উপাসনার জন্য বিস্তৃতরূপে বর্ণিত (—অনূদিত) হইয়াছে। কিন্তু] আধ্যাত্মিক (-তত্তৎ ব্যষ্টিশরীরনিষ্ঠ) মুখ্য প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন ও অদৃশ্য।

অণুশ্চ ॥২।৪।১৩॥

সূত্রার্থ—["প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২), ইতি উৎক্রান্ত্যাদিশ্রুতেঃ "সমঃ এভিঃ ত্রিভিঃ লোকৈঃ (বৃঃ ১।৩।২২), ইতি প্রাণবিভুত্বশ্রুতেশ্চ মিথঃ বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে, পূর্ব্বপক্ষী আহ—বিরোধ অস্তি, অতঃ শ্রুতেঃ প্রামাণ্যম্ এব নাস্তি। তত্র একদেশী ব্রূতে—যথা মহতঃ আকাশস্য ঔপাধিকম্ অল্পপরিমাণং, স্বাভাবিকং চ বিভুত্বম্ ; এবং মুখ্যপ্রাণস্যাপি। এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তী আহ—চক্ষুরাদিবৎ আধ্যাত্মিকঃ মুখ্যপ্রাণঃ] অণুঃ—পরিচ্ছিন্নঃ, চ—সূক্ষ্মশ্চ। [প্রাণবিভুত্বশ্রুতিস্তু সকলবায়ুপরা, ন আধ্যাত্মিকপ্রাণমাত্রপরা ইতি অনয়োঃ ন বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—["মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করিলে তাহাকে অনুসরণকরতঃ সকল প্রাণ (—ইন্দ্রিয়) উৎক্রমণ করে", এই উৎক্রান্তি প্রভৃতি বোধিকা শ্রুতির এবং "এই লোকত্রয়ের সহিত সমান", এই মুখ্যপ্রাণের বিভুত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতির পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বিরোধ আছে, এইহেতু শ্রুতির প্রামাণ্যই নাই। সেই বিষয়ে একদেশী বলেন - যেমন মহান্ আকাশের অল্পপরিমাণতা উপাধিকৃত এবং বিভুত্ব স্বাভাবিক, মুখ্যপ্রাণেরও এইপ্রকার হইবে। এইপ্রকার একদেশিমত প্রাপ্ত হইলে সিদ্ধান্তী বলেন—চক্ষু প্রভৃতির ন্যায় আধ্যাত্মিক মুখ্যপ্রাণ] অণুঃ—পরিচ্ছিন্ন এবং চ—সূক্ষ্ম। [মুখ্যপ্রাণের বিভুত্বশ্রুতি কিন্তু সমষ্টি বায়ুর (— মুখ্যপ্রাণের) বোধিকা, শরীরনিষ্ঠ মুখ্যপ্রাণমাত্রের বোধিকা নহে, এইহেতু ইহাদের মধ্যে বিরোধ নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অণুশ্চ অয়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ প্রত্যেতব্যঃ ইতরপ্রাণবৎ।১ অণুত্বং চ ইহাপি সৌক্ষ্ম্যপরিচ্ছেদৌ, ন পরমাণুতুল্যত্বং ; পঞ্চভিঃ বৃত্তিভিঃ কৃৎস্নশরীরব্যাপিত্বাৎ।২ সূক্ষ্মঃ প্রাণঃ উৎক্রান্তৌ পার্শ্বস্থেন অনু-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মুখ্যপ্রাণ আধ্যাত্মিকরূপে মধ্যমপরিমাণ, আধিদৈবিকরূপে বিভু।]

অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের ন্যায় এই মুখ্যপ্রাণকেও অণুপরিমাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।১ আর [২।৪।৭ সূত্রে বর্ণিতপ্রকারে] এখানেও অণুত্ব বলিতে সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছিন্নতাকে গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু পরমাণুতুল্যতাকে নহে ; যেহেতু [প্রাণা-

শাঙ্করভাষ্যম্

পলভ্যমানত্বাৎ ।৩ পরিচ্ছিন্নশ্চ উৎক্রান্তিগত্যাগতিশ্রুতিভ্যঃ ।৪ ননু বিভুত্বম্ অপি প্রাণস্য সমাম্নায়তে—"সমঃ প্লুষিণা সমঃ মশকেন সমঃ নাগেন সমঃ এভিঃ ত্রিভিঃ লোকৈঃ সমঃ অনেন সর্ব্বেণ" (বৃঃ ১।৩।২২), ইতি এবমাদিপ্রদেশেষু ।৫ তদুচ্যতে—আধিদৈবিকেন সমষ্টিব্যষ্টিরূপেণ হৈরণ্যগর্ভেণ প্রাণাত্মনা এব এতৎ বিভুত্বম্ আম্নায়তে, ন আধ্যাত্মিকেন ।৬ অপিচ "সমঃ প্লুষিণা" ইত্যাদিনা সাম্যবচ-

ভাষ্যানুবাদ

পানাদি] পাঁচপ্রকার বৃত্তির দ্বারা তাহা সমগ্র শরীরব্যাপী ।২ [ক্রমশঃ সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছিন্নতা সাধন করিতেছেন—] মুখ্যপ্রাণ সূক্ষ্ম (—অনুদ্ভূত রূপ ও অনুদ্ভূত স্পর্শযুক্ত), যেহেতু উৎক্রান্তিকালে পার্শ্বস্থব্যক্তিকর্তৃক উপলব্ধ হয় না ।৩ আর তাহা পরিচ্ছিন্নও (—মধ্যমপরিমাণও) বটে, যেহেতু উৎক্রান্তি (বৃঃ ৪।৪।২) এবং [পরলোকে] গমন ও [তথা হইতে] আগমন (বৃঃ ৬।২।১৬) প্রতিপাদিকা শ্রুতিসকল আছে ।৪ [শঙ্কা—] কিন্তু "প্লুষির (—ক্ষুদ্রতম মক্ষিকার, উইয়ের) সহিত সমান, মশকের সহিত সমান, হস্তীর সহিত সমান, এই তিন লোকের (—বিরাড্দেহের) সহিত সমান, এই সকলের (—হিরণ্যগর্ভশরীরের) সহিত সমান", ইত্যাদি এই সকল স্থলে মুখ্যপ্রাণের বিভুত্বও শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে । [সুতরাং পরিচ্ছিন্নতা ও বিভুতা, এই উভয়বোধক লিঙ্গপ্রমাণের বলে মুখ্যপ্রাণের বিভুত্বকে স্বাভাবিক ও পরিচ্ছিন্নতাকে ঘটাকাশের ন্যায় ঔপাধিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।৫ সিদ্ধান্তীর সমাধান—] সেই বিষয়ে কথিত হইতেছে—আধিদৈবিক সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ (১) হিরণ্যগর্ভসম্বন্ধী মুখ্যপ্রাণাত্মকরূপেই এই বিভুত্ব শ্রুতিতে পঠিত হইতেছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক রূপে (—জীবশরীরসম্বন্ধিরূপে) নহে

ভাবদীপিকা

(১) "বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ বায়ুঃ সমষ্টিঃ" (বৃঃ ৩।৩।২), এই শ্রুতিতে পঠিত "সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে" ইহার অর্থ—সূত্রাত্মাতে অনুবৃত্ত (—বর্ত্তমান) প্রাণসামান্যরূপে এবং প্রত্যেক প্রাণে বর্ত্তমান ব্যাবৃত্তরূপে অর্থাৎ বিশেষরূপে। তাহাতে ইহাই বলা হইল—হিরণ্যগর্ভশরীরস্থ যে মুখ্যপ্রাণ, তাহার সমষ্টি যেমন বিভু ; প্রাণ ও অপানাদি ব্যষ্টি প্রাণও তদ্রূপ বিভু। বহু পদার্থের সমষ্টি ব্যাপী হইলেও তাহাদের প্রত্যেকটী বা অন্যতরটী অব্যাপী হইতে পারে, যথা—সিদ্ধান্তে ও পাতঞ্জলমতে (যোঃ সূঃ ১।৪৪ তত্ত্ববৈশারদী, ৪।১০ বার্ত্তিক) কার্য্য বস্তু আকাশ ["সাদি দ্রব্যত্বেন সাবয়বত্বাৎ", বেঃ পরিভাষা] সাবয়ব হওয়ায় তাহার অবয়বসকল (—তন্মাত্রাসকল *) অব্যাপী হইলেও তাহা স্বয়ং বিভুরূপে অঙ্গীকৃত হয়। হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূত মুখ্যপ্রাণে সেইপ্রকার অব্যাপিত্বসম্ভাবনা নিরাকরণের জন্য এই উভয়পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

* কেহ কেহ পাতঞ্জলদর্শনের ১।৪৪ তত্ত্ববৈশারদীর "এবং নাভসস্ত শব্দতন্মাত্রাৎ এব একস্মাৎ", ইত্যাদি স্থলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যের জন্য 'নাভসস্ত' এই পদের পর 'পরমাণোঃ' এই পদ অধ্যাহারকরতঃ পাতঞ্জলমতে আকাশের পরমাণু অঙ্গীকৃত হয় ; এইপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করেন। ইহার যুক্তিযুক্ততা চিন্তনীয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

যেন প্রতিপ্রাণিবর্তিনঃ প্রাণস্য পরিচ্ছেদঃ এব প্রদর্শ্যতে, তস্মাৎ অদোষঃ ।৭॥২।১৩॥ ইতি ষষ্ঠং শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

(২) ।৬ [কিন্তু ইহাই সিদ্ধান্ত, ইহা কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর দেখ, "পুষির সহিত সমান", ইত্যাদি সমতাপ্রতিপাদক বাক্যের দ্বারা প্রত্যেক প্রাণীতে অবস্থিত মুখ্যপ্রাণের পরিচ্ছেদই (—মধ্যমপরিমাণতাই, শ্রুতিতে] প্রদর্শিত হইতেছে, এইহেতু কোন দোষ হয় নাই ।৭॥২।৪।১৩॥

শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ সমাপ্ত ।

৭। জ্যোতিরাদ্যধিকরণম্ । [১৪-১৬ সূত্র]

[জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণম্]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—তত্তৎ প্রাণচেষ্টা (—তত্তৎ ইন্দ্রিয় ও মুখ্যপ্রাণের প্রবৃত্তি) তত্তৎ দেবতার অধীন ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বিভাগের দ্বারা মুখ্যপ্রাণের পরিচ্ছিন্নত্ব ও বিভুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রাণসকলের (—অস্মদাদির শরীরনিষ্ঠ মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) দেবতাধীনত্ব (—তাহাদের

ভাবদীপিকা

(২) সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই—"মুখ্যপ্রাণ মহাকাশের ন্যায় স্বরূপতঃ এক ও বিভু হইলেও ঘটাকাশের ন্যায় অন্য উপাধিবশতঃ পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়", পূর্ব্বপক্ষীর এইপ্রকার অভিপ্রায় অঙ্গীকার করা যায় না, কারণ "মুখ্যপ্রাণ প্রত্যেক শরীরে বিভিন্ন, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় তাহার একত্ব অঙ্গীকারের প্রতি কোন প্রমাণ নাই" (ব্রঃ ভরণ) । "বায়ুঃ সমষ্টিঃ" (বৃঃ ৩।৩।২) এবং "সমঃ এভিঃ ত্রিভিঃ লোকৈঃ" (বৃঃ ১।৩।২২), ইত্যাদি শ্রুতিবলে সূত্রাত্মক আধিদৈবিকরূপে তাহা স্বরূপতঃ বিভু এবং "বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ" (বৃঃ ৩।৩।২), "সমঃ প্লুষিণা" (বৃঃ ১।৩।২২), ও উৎক্রান্তি এবং গত্যাগতি বোধিকা শ্রুতিবলে আধ্যাত্মিকরূপে ["আত্মনি শরীরে ভবতি, ইতি আধ্যাত্মিকম্"] অর্থাৎ শরীরসম্বন্ধিরূপে তাহা স্বরূপতঃ পরিচ্ছিন্ন (—মধ্যমপরিমাণ), উপাধিতঃ পরিচ্ছিন্ন নহে, এইপ্রকার অর্থই সঙ্গত"(ভামতী ও কল্পতরু)। ইহাতে বিভুত্ব ও পরিচ্ছিন্নতাবোধক লিঙ্গপ্রমাণদ্বয়েরও কোন বিরোধ হয় না। 'আধ্যাত্মিক এই মুখ্যপ্রাণকে সঙ্কোচবিকাশশীলরূপেও অঙ্গীকার করিতে হইবে, অন্যথা জন্মান্তরে মশক ও হস্ত্যাদিশরীরে তাহার উপপত্তি হইবে না' (পরিমল ও ব্রঃ ভরণ দ্রঃ)। [বলা বাহুল্য বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলেও এই যুক্তি সমান হওয়ায় আধ্যাত্মিক (—অস্মদাদির শরীরনিষ্ঠ) ইন্দ্রিয়রূপে তাহারা মধ্যমপরিমাণ (৭৫৮ পৃঃ) ও সঙ্কোচবিকাশশীল এবং হিরণ্যগর্ভের বাগাদি ইন্দ্রিয়রূপে তাহারা বিভু ; এইপ্রকার সিদ্ধান্তই নির্ণীত হয়]।

চেষ্টা তত্তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অধীন, ইহা) প্রতিপাদিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

স্বতন্ত্রা দেবতন্ত্রা বা বাগাদ্যাঃ স্যুঃ স্বতন্ত্রতা।
নো চেদ্বাগাদিজো ভোগো দেবানাং স্যান্ন চাত্মনঃ॥
শ্রুতমগ্ন্যাদিতন্ত্রত্বং ভোগোঽগ্ন্যাদেস্তু নো চিতঃ।
দেবদেহেষু সিদ্ধত্বাজ্জীবো ভুঙ্‌ক্তে স্বকর্ম্মণা॥

অন্বয়—বাগাদ্যাঃ স্বতন্ত্রাঃ দেবতন্ত্রাঃ বা স্যুঃ? স্বতন্ত্রতা, নো চেৎ বাগাদিজঃ ভোগঃ দেবানাং স্যাৎ, ন চ আত্মনঃ। অগ্ন্যাদিতন্ত্রত্বং শ্রুতম্, অগ্ন্যাদেঃ তু ভোগঃ দেবদেহেষু সিদ্ধত্বাৎ ন উচিতঃ; জীব স্বকর্ম্মণা ভুঙ্‌ক্তে।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[প্রাণাঃ বিষয়ঃ। "অগ্নিঃ বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" (ঐতঃ ১।২।৪), ইত্যাদিনা অগ্ন্যাদ্যধিষ্ঠিতত্বং বাগাদীনাং প্রতীয়তে। "যদি বাচাভিব্যাহৃতম্" (ঐতঃ ১।৩।১১), ইত্যাদিনা তু অগ্ন্যাদিনিরপেক্ষম্ এব জীবং প্রতি বাগ্‌ব্যবহারাদিকারণত্বং তেষাং প্রতীয়তে। অতঃ বিরোধাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] বাগাদ্যাঃ স্বতন্ত্রাঃ, দেবতন্ত্রাঃ বা স্যুঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—[বাগাদীনাং স্ব স্ব বিষয়ে] স্বতন্ত্রতা [স্যাৎ, ন তু দেবপরতন্ত্রতা]। নো চেৎ [স্বতন্ত্রতা, তর্হি দেবাধীনত্বাৎ] বাগাদিজঃ ভোগঃ দেবানাং স্যাৎ, ন চ আত্মনঃ।

সিদ্ধান্ত—["অগ্নিঃ বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ", ইত্যাদৌ বাগাদীনাম্] অগ্ন্যাদিতন্ত্রত্বং শ্রুতম্। [ততঃ দেবতাপরতন্ত্রা এব ইন্দ্রিয়বৃত্তিঃ। ন চ এতাবতা দেবতানাম্ অত্র ভোক্তৃত্বম্, মহাপুণ্যফলেন দেবত্বপ্রাপ্তস্য] অগ্ন্যাদেঃ তু [পরমঃ] ভোগঃ দেবদেহেষু সিদ্ধত্বাৎ [জীবদেহেষু অধমঃ ভোগঃ] ন উচিতঃ। [মনুষ্যাদিঃ] জীবঃ [দেবৈঃ প্রেরিতৈঃ অক্ষৈঃ আপাদিতং ভোগং] স্বকর্ম্মণা ভুঙ্‌ক্তে।

অনুবাদ

সংশয়—[প্রাণসকল (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল) এখানে বিচার্য্য বিষয়। "অগ্নি বাগিন্দ্রিয় হইয়া মুখবিবরে প্রবেশ করিলেন", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের অগ্ন্যাদিকর্তৃক অধিষ্ঠিতত্ব (—প্রেরণ) প্রতীত হয়। "যদি বাগিন্দ্রিয়কর্তৃক বাগ্‌ব্যবহার সম্পাদিত হইল", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কিন্তু অগ্ন্যাদিনিরপেক্ষ তাহাদের জীবের প্রতি বাগাদিব্যবহারের কারণতা প্রতীত হয়। এইহেতু বিরোধবশতঃ সংশয় হয়—] বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি স্বাধীন, অথবা দেবতার অধীন?

পূর্ব্বপক্ষ—[বাগাদি ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে] স্বাধীনতা হইবে, [কিন্তু দেবাধীনতা নহে], যদি তাহাদের স্বাধীনতা না থাকে, [তাহা হইলে দেবতার অধীন হওয়ায়] বাগাদি ইন্দ্রিয়-জনিত ভোগ দেবতাগণের হইয়া পড়িবে, জীবাত্মার নহে।

সিদ্ধান্ত—["অগ্নি বাগিন্দ্রিয়রূপে মুখবিবরে প্রবেশ করিলেন", ইত্যাদি বাক্যে বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের] অগ্নি প্রভৃতির অধীনতা শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে [সেইহেতু ইন্দ্রিয়ব্যাপার দেবতারই অধীন। আর ইহার দ্বারা এখানে (—এই শরীরে) দেবতাগণের ভোক্তৃত্ব হইয়া পড়ে না; মহাপুণ্যের ফলে দেবত্বপ্রাপ্ত] অগ্নি প্রভৃতির পরম ভোগ কিন্তু দেবদেহসকলেই সিদ্ধ হওয়ায় [জীবদেহসকলে অধম ভোগ] উচিত নহে। [মনুষ্যাদি] জীব [দেবগণকর্তৃক প্রেরিত ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা উপস্থাপিত ভোগকে] নিজকর্ম্মের ফলে ভোগ করে।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ইন্দ্রিয় হইতে জীবের বিবেকজ্ঞান। সিদ্ধান্তে—দেবতাসহ ইন্দ্রিয় হইতে জীবের বিবেকজ্ঞান।

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ ॥২।৪।১৪॥

পদচ্ছেদ—জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানম্, তু, তদামননাৎ

সূত্রার্থ—["আদিত্যঃ চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ" (ঐত: ১।২।৪), ইতি ইন্দ্রিয়াণাং দেবতাধীনচেষ্টাবত্ত্বশ্রুতেঃ "চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি" (বৃ: ৩।২.৫), ইতি শ্রুত্যা বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে; 'অস্তি', অতঃ শ্রুতিঃ অপ্রমাণম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। "স্বমহিম্না এব প্রাণাঃ প্রবর্ত্তেরন্", ইতি একদেশিমতম্। অত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ—] তুশব্দেন পূর্ব্বপক্ষঃ ব্যবর্ত্ত্যতে। **জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানম্**—জ্যোতিরাদিভিঃ—আদিত্যাদিদেবতাভিঃ অধিষ্ঠীয়তে—প্রের্য্যতে ইতি জ্যোতিরধিষ্ঠানম্। তাভিঃ দেবতাভিঃ অধিষ্ঠিতম্ এব চক্ষুরাদিকং চেষ্টতে ইত্যর্থঃ। [কুতঃ ?] **তদামননাৎ**—তস্য—দেবতাধিষ্ঠিতস্য "আদিত্যঃ চক্ষুর্ভূত্বা", ইত্যাদিশ্রুতৌ অভিধানাৎ। ["চক্ষুষা হি", ইতি শ্রুতৌ দেবতাধিষ্ঠিতত্বানিষেধাৎ ন তয়া এতস্যাঃ বিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—["আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিগোলকদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন", ইন্দ্রিয়গণের দেবাধীন চেষ্টাবিশিষ্টতা প্রতিপাদিকা এই শ্রুতির, "চক্ষুর দ্বারাই রূপসকল দর্শন করে", এই শ্রুতির সহিত বিরোধ আছে অথবা নাই, এইরূপ সন্দেহ হইলে ; 'আছে', সেইহেতু শ্রুতি প্রমাণ নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ। 'প্রাণসকল নিজ মহিমাবলেই প্রবৃত্ত হইবে', ইহা একদেশীর মত। এই স্থলে সিদ্ধান্ত এই—] তুশব্দটীর দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ নিরাকৃত হইতেছে। **জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানম্**—জ্যোতিরাদিভিঃ—আদিত্য প্রভৃতি দেবতাগণকর্ত্তৃক, যাহা অধিষ্ঠিত—প্রেরিত হয়, তাহা জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠান। সেই দেবতাগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই চক্ষু প্রভৃতি চেষ্টা করে (—স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়), ইহাই ভাব। [কিপ্রকারে ইহা অবগত হওয়া যায় ? তাহা বলিতেছেন—] **তদামননাৎ**—যেহেতু "আদিত্য চক্ষু হইয়া", ইত্যাদি শ্রুতিতে 'তাহার'—দেবতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হওয়ার বর্ণনা আছে। ["চক্ষুর দ্বারাই", এই শ্রুতিতে দেবতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হওয়ার নিষেধ না থাকায় তাহার সহিত ইহার (—"আদিত্যঃ চক্ষুর্ভূত্বা", ইত্যাদি শ্রুতির) বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তে পুনঃ প্রকৃতাঃ প্রাণাঃ কিং স্বমহিম্না এব স্বস্মৈ স্বস্মৈ কার্য্যায় প্রভবন্তি, আহোস্বিৎ দেবতাধিষ্ঠিতাঃ প্রভবন্তি ইতি বিচার্য্যতে।১ তত্র প্রাপ্তং তাবৎ যথাস্বং কার্য্যশক্তিযোগাৎ স্বমহিম্না

ভাষ্যানুবাদ

[বিচার্য্য বিষয় প্রদর্শন। একদেশী—ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি অন্যনিরপেক্ষ।]

সেই প্রস্তাবিত প্রাণসকল (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকল) কি স্বমহিমাবলেই (—নিজের সামর্থ্যবশতঃই) নিজ নিজ কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ, অথবা দেবতাগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সমর্থ হয়, ইহা বিচার করা হইতেছে।১ [একদেশী বলেন—] তাহাতে (—বিরোধবশতঃ শ্রুতির অপ্রামাণ্য প্রসক্ত হইলে) ইহা প্রাপ্ত হওয়া গেল—যাহার যেপ্রকার, সেইপ্রকার কার্য্যসম্পাদনশক্তির যোগবশতঃ নিজমহিমার বলেই প্রাণসকল

শাঙ্করভাষ্যম্

এব প্রাণাঃ প্রবর্ত্তেরন্ ইতি।২ অপি চ দেবতাধিষ্ঠিতানাং প্রাণানাং প্রবৃত্তৌ অভ্যুপগম্যমানায়াং তাসাম্ এব অধিষ্ঠাত্রীণাং দেবতানাং ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গাৎ শারীরস্য ভোক্তৃত্বং প্রলীয়েত।৩ অতঃ স্বমহিম্না এব এষাং প্রবৃত্তিঃ ইতি।৪ এবং প্রাপ্তে ইদম্ উচ্যতে—'জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু' ইতি।৫ তুশব্দেন পূর্ব্বপক্ষঃ ব্যাবর্ত্ত্যতে।৬ জ্যোতিরাদিভিঃ অগ্ন্যাদ্যভিমানিনীভিঃ দেবতাভিঃ অধিষ্ঠিতং বাগাদিকরণজাতং স্বকার্য্যেষু প্রবর্ত্ততে ইতি প্রতিজানীতে।৭ হেতুং ব্যাচষ্টে—'তদামননাৎ' ইতি।৮ তথা হি আমনন্তি—"অগ্নিঃ বাগ্ ভূত্বা মুখং

ভাষ্যানুবাদ

[স্বস্বকার্য্যসম্পাদনে] প্রবৃত্ত হইবে।২ [বিপক্ষে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—] আর দেখ, দেবতাগণকর্ত্তৃক প্রেরিত প্রাণসকলের প্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিলে সেই অধীষ্ঠাত্রী দেবতাগণেরই ভোক্তৃত্ব হইয়া পড়ে বলিয়া শারীরের (—জীবের) ভোক্তৃত্ব প্রলীন হইয়া পড়িবে (—তাহার ভোক্তৃত্ব সম্ভব হইবে না) ।৩ সেইহেতু স্বমহিমাবলেই (—অপরের সহায়তাব্যতিরেকেই) ইহাদের প্রবৃত্তি 'অঙ্গীকার করিতে হইবে' (১) ।৪

[সিঃ—স্মৃতিপ্রমাণপুষ্ট শ্রৌত লিঙ্গবলে ইন্দ্রিয়গণের দেবাধীনতা প্রতিপাদন।]

সিদ্ধান্ত— এইপ্রকার [একদেশিমত] প্রাপ্ত হইলে ইহা কথিত হইতেছে—"জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু" ইত্যাদি।৫ [ইহার অর্থ—] তুশব্দের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ নিরাকৃত হইতেছে।৬ জ্যোতিরাদিকর্ত্তৃক, অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতিতে অভিমানিনী দেবতাগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বাগাদিকরণসকল স্বস্বকার্য্যসকলে প্রবৃত্ত হয়, ইহা [ভগবান্ সূত্রকার] প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।৭ হেতুটীকে ব্যাখ্যা করিতেছেন— "তদামননাৎ"

ভাবদীপিকা

(১) একদেশীর অভিপ্রায় এই—"চক্ষুষা রূপাণি পশ্যতি" (বৃঃ ৩।২।৫), অত্রস্থ তৃতীয়া বিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণ এবং 'চক্ষু প্রভৃতি থাকিলে রূপদর্শনাদি হয়, না থাকিলে হয় না'; এইপ্রকার অন্বয়ব্যতিরেকবলে চক্ষুরাদি প্রাণসকল রূপাদিজ্ঞানের প্রতি অন্যনিরপেক্ষ সাধন, ইহাই অবগত হওয়া যায়। "আদিত্যঃ চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ" (ঐতঃ ১।২।৪), ইত্যাদি বাক্যসকলকে উপাসনা প্রতিপাদকরূপে, অথবা অচেতন আদিত্য অচেতন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপাদান, এইপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে ; যেহেতু আদিত্য সত্যই চক্ষুর্গোলকে প্রবিষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়গোলক দগ্ধ হইয়া যাইত। অচেতন ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি সম্ভব না হওয়ায় চেতন অধিষ্ঠাতার অপেক্ষা আছে, ইহাও বলা যায় না ; যেহেতু চেতন জীব স্বয়ংই অধিষ্ঠাতৃরূপে আছে । আর জীবসত্ত্বেও যদি দেবতার অধিষ্ঠাতৃত্ব অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই শরীরে দেবতারই ভোক্তৃত্ব হইয়া পড়িবে, দুর্ব্বল জীবের নহে। অথবা একই শরীরে বহু ভোক্তার সমাবেশবশতঃ বিভিন্ন ভোক্তার বিভিন্ন ভোগাকাঙ্ক্ষাবশতঃ বিভিন্ন দিগ্‌গামী বিভিন্ন ক্রিয়াবলে শরীরই বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে, কিম্বা কোনপ্রকার ক্রিয়াই সম্ভব হইবে না, ইত্যাদি দোষসকল হইয়া পড়ে বলিয়া প্রাণসকলের অন্যনিরপেক্ষ প্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাবিশৎ" (ঐতঃ ১।২।৪) ইত্যাদি ।৯ অগ্নেশ্চ অয়ং বাগ্ভাবঃ মুখপ্রবেশশ্চ দেবতাত্মনা অধিষ্ঠাতৃত্বম্ অঙ্গীকৃত্য উচ্যতে।১০ নহি দেবতাসম্বন্ধং প্রত্যাখ্যায় অগ্নেঃ বাচি মুখে বা কশ্চিৎ বিশেষসম্বন্ধঃ দৃশ্যতে ।১১ তথা "বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ" (ঐতঃ ১।২।৪) ইতি এবমাদ্যপি যোজয়িতব্যম্ ।১২ তথা অন্যত্রাপি "বাগেব

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি ।৮ [ইহার ব্যাখ্যা—] যেহেতু শ্রুতিতে সেইপ্রকারই পঠিত হইতেছে, যথা—"অগ্নি বাগিন্দ্রিয়রূপে মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইলেন", ইত্যাদি ।৯ [সংশয়—উক্ত বাক্য হইতে অগ্ন্যাদির ইন্দ্রিয়ভাবপ্রাপ্তিই অবগত হওয়া যায়, অধিষ্ঠাতৃত্ব নহে। সমাধান—] আর অগ্নির এই যে বাগিন্দ্রিয়ভাবপ্রাপ্তি ও মুখবিবরে প্রবেশ, তাহা দেবতাস্বরূপে প্রেরকত্ব অঙ্গীকার করিয়া কথিত হইতেছে। [যেহেতু দাহাদির সম্ভাবনা এবং দূরস্থতাবশতঃ অগ্নি ও আদিত্যমণ্ডলাদির পক্ষে মুখ ও চক্ষু প্রভৃতিতে প্রবেশ সম্ভব নহে এবং চেতন দেবতাত্মার অচেতন ইন্দ্রিয়ভাবপ্রাপ্তিও সম্ভব নহে]।১০ [আচ্ছা, অচেতন অগ্ন্যাদি অচেতন বাগাদিরূপে মুখাদির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ অচেতন অগ্নি প্রভৃতি অচেতন বাগাদির উপাদান, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য হউক্। তদুত্তরে বলিতেছেন—] দেবতার [প্রেরকত্বরূপ] সম্বন্ধকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অগ্নির বাগিন্দ্রিয়ে, অথবা মুখে কোন বিশেষ সম্বন্ধ নিশ্চয়ই পরিদৃষ্ট হইতেছে না। [তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বাগিন্দ্রিয়েও দাহকত্ব পরিদৃষ্ট হইত, একের চক্ষু অন্ধকারেও, অপরকর্তৃক পরিদৃষ্ট হইত, ইত্যাদি। তাহা কিন্তু হয় না। অতএব ইহাদের মধ্যে লোকসিদ্ধ উপাদান-উপাদেয়ভাব নাই, কিন্তু অধিষ্ঠান-অধিষ্ঠেয়ভাব আছে, ইহাই অর্থ] ।১১ এইপ্রকারে "বায়ু প্রাণ (—ঘ্রাণেন্দ্রিয়) হইয়া নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন", ইত্যাদি এই সকলকেও যোজনা করিতে হইবে (২) ।১২ এইপ্রকারে অন্য স্থলেও "বাগিন্দ্রিয়ই ব্রহ্মের চতুর্থ

ভাবদীপিকা

(২) বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা*, ইহাদের মধ্যে অধিষ্ঠান-অধিষ্ঠেয়ভাব (—প্রের্য্য-প্রেরকভাব) আছে, কিন্তু লোকসিদ্ধ† উপাদান-উপাদেয় ভাব নাই, এইপ্রকারেই এই শ্রুতিবাক্যটীকে যোজনা করিতে হইবে, ইহাই ভাব। এইরূপে বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের

* তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই—শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ও ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দেবতা যথাক্রমে দিক্ বায়ু, সূর্য্য বরুণ ও অশ্বিনীকুমার। বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দেবতা যথাক্রমে অগ্নি ইন্দ্র উপেন্দ্র যম ও প্রজাপতি। মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত, এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের দেবতা যথাক্রমে চন্দ্র চতুর্মুখ শঙ্কর ও অচ্যুত। মুখ্যপ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবিষয়ে ৯ ভাবদীপিকাতে আলোচনা করা হইবে।

† স্মরণ রাখিতে হইবে—তত্তৎ অপঞ্চীকৃত মহাভূতের ব্যষ্টি সত্ত্বাংশে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের এবং ব্যষ্টি রজোংশে কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলের উৎপত্তি। সমস্ত তত্তৎ ভূত বা দেবতা হইতে তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় নাই, এই বিষয়টি জ্ঞাপন করিবার জন্য 'লোকসিদ্ধ' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইল, লোকমধ্যে এতাদৃশ উৎপত্তি প্রসিদ্ধ নহে, ইহাই ভাব।

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ, সঃ অগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ" (ছাঃ ৩।১৮।৩), ইতি এবমাদিনা বাগাদীনাম্ অগ্ন্যাদিজ্যোতিষ্ট্বাদিবচনেন এতম্ এব অর্থং দ্রঢ়য়তি ।১৩ "সঃ বৈ বাচম্ এব প্রথমাম্ অত্যবহৎ, সা যদা মৃত্যুম্ অত্যমুচ্যত সঃ অগ্নিঃ অভবৎ" (বৃঃ ১।৩।১২), ইতি চ এবমাদিনা বাগাদীনাম্ অগ্ন্যাদিভাবাপত্তিবচনেন এতম্ এব অর্থং দ্যোতয়তি ।১৪ সর্ব্বত্র চ অধ্যাত্মাধিদৈবতবিভাগেন বাগাদ্যগ্ন্যাদ্য-

ভাষ্যানুবাদ

পাদ, তাহা অগ্নিরূপ জ্যোতির দ্বারা (—অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দ্বারা) অভিব্যক্ত ও কার্য্যক্ষম হয়" (৩), ইত্যাদি বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের জ্যোতিঃ অগ্ন্যাদি, ইহার প্রতিপাদক এই সকল বচনের দ্বারা এই অর্থকেই (—অগ্ন্যাদি বাগাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইহাকেই, শ্রুতি] দৃঢ় করিতেছেন ।১৩ আর "তিনি (—মুখ্যপ্রাণ, উদ্গীথক্রিয়াতে] প্রধান বাগিন্দ্রিয়কে [অনৃতভাষণাদিরূপ মৃত্যুর পারে] বহন করিয়াছিলেন। তিনি (—সেই বাক্) যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন অগ্নিদেবতা হইলেন" (৪), ইত্যাদি বাগাদিসকলের অগ্ন্যাদিভাব প্রাপ্তিবোধক এই সকল বচনের দ্বারা এই অর্থকেই (—অগ্ন্যাদি বাগাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইহাকেই শ্রুতি]

ভাবদীপিকা

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ প্রদর্শিত হইল। লক্ষ্য করিতে হইবে—এই শ্রুতিবাক্যে বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অঙ্গীকৃত হওয়ায় প্রকরণগ্রন্থসকলের সহিত বিরোধ হইতেছে, কারণ সেই সকল স্থলে অশ্বিনীকুমারকে তদ্রূপে অঙ্গীকার করা হইয়াছে। পঞ্চীকরণের বার্ত্তিকাভরণকার বায়ুদেবতাকে সহকারিরূপে গ্রহণকরতঃ এই বিরোধের সমাধান করিয়াছেন যথা—"যদ্যপি "বায়ুঃ প্রাণোভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ" (ঐতঃ ১।২।৪), ইত্যত্র বায়োঃ দেবতাত্বম্ উক্তম্, তথাপি নাসিকাসঞ্চারিশ্বাসরূপেণ বায়োঃ গন্ধগ্রহণে সহকারিত্বমাত্রেণ তথোক্তম্। বস্তুতঃ তত্র বায়ুশব্দেন তৎসহচারিপূর্ব্বোক্তদেবতৈব গ্রাহ্যা ইতি ন বিরোধঃ" (পঞ্চীকরণ, বার্ত্তিকাভরণ ১৮)।

(৩) এবং (৪) এই স্থলদ্বয়েও অগ্নিদেবতা বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী, এই বিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণদ্বয় প্রদর্শিত হইল। প্রথমোক্ত স্থলে "যে যাহার সহায়তায় অভিব্যক্ত ও কার্য্যক্ষম হয়, সে তাহার অধীন", এই ভাবে অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা (—প্রেরক) ইহা অবগত হওয়া যায়। দ্বিতীয় স্থলে তাৎপর্য্য এই—অশ্বমেধাদিতে "উদ্গাতা প্রাণদেবতার সহিত স্বীয় অভেদচিন্তন দ্বারা উপাসনা করিলে, যজমানের যখন হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তি হয়, তখন যজমানের শরীরস্থিত তত্তৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিক পরিচ্ছেদ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং শরীরগত, সুতরাং পরিচ্ছিন্ন তত্তৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণও তত্তৎ অগ্ন্যাদি অপরিচ্ছিন্ন দেবতাত্মভাব প্রাপ্ত হন" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ)। এইরূপে তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের আধ্যাত্মিক পরিচ্ছেদের নাশ এবং তত্তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অপরিচ্ছিন্ন দেবতাত্মভাবপ্রাপ্তি কথনের দ্বারা বাগাদির অধিষ্ঠেয়তা এবং অগ্ন্যাদি তত্তৎ দেবতার অধিষ্ঠাত্রীতা অবগত হওয়া যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্

মুক্রমণম্ অনয়া এব প্রত্যাসত্ত্যা ভবতি।১৫ স্মৃতৌ অপি "বাগধ্যা-ত্মমিতি প্রাহুর্ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বদর্শিনঃ। বক্তব্যমধিভূতং তু বহ্নিস্তত্রা-ধিদৈবতম্" ॥ ইত্যাদিনা বাগাদীনাম্ অগ্ন্যাদিদেবতাধিষ্ঠিতত্বং সপ্রপঞ্চং দর্শিতম্।১৬ যদুক্তং স্বকার্য্যশক্তিযোগাৎ স্বমহিম্না এব প্রাণাঃ প্রবর্ত্তেরন্ ইতি।১৭ তদযুক্তং,শক্তানাম্ অপি শকটাদীনাম্ অনডুহাদ্যধিষ্ঠিতানাং প্রবৃত্তিদর্শনাৎ।১৮ উভয়থা উপপত্তৌ চ আগ-মাৎ দেবতাধিষ্ঠিতত্বম্ এব নিশ্চীয়তে।১৯॥২।৪।১৪॥

ভাষ্যানুবাদ

দ্যোতনা করিতেছেন।১৪ আবার ["মৃতস্য অগ্নিং বাগ্ অপ্যেতি (বৃঃ ৩।২।১৩), ইত্যাদি] সর্ব্বত্র অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত বিভাগের দ্বারা বাগাদির অগ্ন্যাদিরূপে অনু-ক্রমণ (—বর্ণনা) এই [প্রের্য্য-প্রেরকভাবরূপ] প্রত্যাসত্তির (—সম্বন্ধের) দ্বারাই হইতেছে।১৫ স্মৃতিতেও—"তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ বাগিন্দ্রিয়কে অধ্যাত্ম (—শরীরনিষ্ঠ) এবং বক্তব্য বিষয়কে অধিভূত (৫) বলেন, বহ্নি কিন্তু সেই স্থলে অধিদৈবত", ইত্যাদি বচনের দ্বারা বাগাদি ইন্দ্রিয় অগ্ন্যাদিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, ইহা বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।১৬ আর যে বলা হইয়াছে—স্বীয় কার্য্যসম্পাদন শক্তির যোগবশতঃ (—নিজের তাদৃশ সামর্থ্য থাকায়) স্বমহিমাবলেই প্রাণসকল [স্বস্বকার্য্যসম্পাদনে] প্রবৃত্ত হইবে, ইত্যাদি।১৭ তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু [গমনের প্রতি] শক্তিযুক্ত হইলেও (৬) বলীবর্দ্দ প্রভৃতিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত শকট প্রভৃতির প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়।১৮ [কিন্তু শকটাদি স্থলে বলীবর্দ্দকর্ত্তৃক প্রবৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়, দুগ্ধ কিন্তু কোন চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়াই দধিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। অতএব উভয়প্রকারই সম্ভব হওয়ায় অচেতন চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত হয়, ইহা কিপ্রকারে নিশ্চিত হইবে ? উত্তর—] উভয়প্রকারে উপপন্ন হইলেও (৭) আগমের বলে দেবতাধিষ্ঠিতত্বই (—অচেতন ইন্দ্রিয় চেতন দেবতাকর্ত্তৃক প্রেরিত হয়, ইহাই) নিশ্চিত হইতেছে।১৯॥২।৪।১৪॥

ভাবদীপিকা

(৫) ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল ক্ষিত্যাদি ভূতসকলে আশ্রিত হওয়ায় তাহাদিগকে 'অধিভূত' বলা হয়। "ভূতম্ অধিকৃত্য বর্ত্ততে ইতি অধিভূতম্"। অথবা "ভূতেষু বিদ্যমানং বিষয়ভূতম্ অধি-ভূতম্", ইহাই শব্দটীর অর্থনির্ব্বচন। যেমন বাগিন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, তাহা আকাশরূপ ভূতকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে। এইহেতু শব্দ অধিভূত। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে।

(৬) একটী প্রস্তর খণ্ডকে শকটের ন্যায় গতিশীল করা যায় না ; আবার শকটকেও প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করা যায় না। এই যে গতিশীল হইবার ও দূরে নিক্ষিপ্ত হইবার সামর্থ্য, তাহা যদি তত্তৎ শকট ও প্রস্তরখণ্ডাদিতে না থাকিত, কোন চেতনের পক্ষেই তাহাদিগকে তদ্রূপে ক্রিয়াশীল করা সম্ভব হইত না। "যদি চ স্বয়ং দধিভাবশীলতা ন স্যাৎ, নৈব...দধিভাবম্ আপদ্যেত" (২।১।২৪ সূঃ ১১ বাক্য), ইত্যাদি দ্রঃ। অতএব অচেতন শকটাদির আবার শক্তি কি, এইপ্রকার আশঙ্কা হওয়া উচিত নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্—যদপি উক্তং দেবতানাম্ এব অধিষ্ঠাত্রীণাং ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গঃ, ন শারীরস্য ইতি। তৎপরিহ্রিয়তে—

ভাষ্যানুবাদ - আর যে বলা হইয়াছে—অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণেরই ভোক্তৃত্ব হইয়া পড়িবে, জীবের নহে (৭৮৫ পৃঃ), ইত্যাদি। তাহা পরিহৃত হইতেছে—

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥২।৪।১৫॥

সূত্রার্থ—প্রাণবতা—জীবেন সহ [ইন্দ্রিয়াণাং স্বস্বামিভাবঃ সম্বন্ধঃ বর্ত্ততে। অতঃ ইন্দ্রিয়সাধ্যভোগভাগী জীবঃ এব, ন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্র্যঃ দেবতাঃ। কুতঃ?] **শব্দাৎ**—"সঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ দর্শনায় চক্ষুঃ (ছাঃ ৮।১২।৪), ইত্যাদিশ্রুতেঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—প্রাণবতা—জীবের সহিত [ইন্দ্রিয়সকলের ভোগ্য-ভোক্তৃভাবরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। সেইহেতু ইন্দ্রিয়সাধ্য ভোগের ভাগী (-ভোক্তা) জীবই, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ নহেন। কোন্ হেতুবলে বলিতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] **শব্দাৎ**—যেহেতু "সেই পুরুষ চাক্ষুষ (-চক্ষুতে অবস্থিত, তাঁহার] দর্শনের জন্য চক্ষু", ইত্যাদি শ্রুতি আছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

সতীষু অপি প্রাণানাম্ অধিষ্ঠাত্রীষু দেবতাসু প্রাণবতা কার্য্য-করণসংঘাতস্বামিনা শারীরেণ এব এষাং প্রাণানাং সম্বন্ধঃ শ্রুতেঃ অবগম্যতে ।১ তথাহি শ্রুতিঃ—"অথ যত্র এতৎ আকাশম্ অনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ সঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ দর্শনায় চক্ষুঃ, অথ যঃ বেদ ইদং জিঘ্রাণি ইতি সঃ আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণম্" (ছাঃ ৮।১২।৪), ইতি এবংজাতীয়কা শারীরেণৈব প্রাণানাং সম্বন্ধং শ্রাবয়তি ।২ অপিচ অনেকত্বাৎ

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—একই শরীরে বহু ভোক্তা সম্ভব না হওয়ায় প্রত্যভিজ্ঞাদির বলে জীবই ভোক্তা, দেবতাগণ নহেন।]

প্রাণসকলের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ থাকিলেও শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতের অধিপতি প্রাণবান্ জীবের সহিতই এই প্রাণসকলের [ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব] সম্বন্ধ শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে।১ সেই বিষয়ে শ্রুতি এই—"অনন্তর যেখানে (—যে সংসারাবস্থাতে, কৃষ্ণতারকার দ্বারা উপলক্ষিত] এই আকাশে (—দেহচ্ছিদ্রে) চক্ষু অনুবিষণ্ণ (—অনুপ্রবিষ্ট) থাকে, [প্রস্তাবিত অশরীর আত্মাই] সেই চাক্ষুষ পুরুষ (—তিনি চক্ষুতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তৎকর্ত্তৃক রূপোপলব্ধির জন্য] চক্ষু করণ; আর যিনি জানেন 'ইহা আঘ্রাণ করি', তিনি আত্মা, [তৎকর্ত্তৃক] গন্ধোপলব্ধির জন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয় করণ", ইত্যাদি এই জাতীয় শ্রুতি জীবের সহিতই প্রাণসকলের সম্বন্ধ শ্রবণ করাইতেছেন। [অতএব জীবই ভোক্তা, দেবতাগণ নহেন]।২ আর দেখ, [করণসকল অনেক হওয়ায়] প্রত্যেক

ভাবদীপিকা

(১) দুগ্ধ চেতননিরপেক্ষভাবেই দধিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ইহা স্থূল লোকবুদ্ধির অনুসরণকরতঃ অঙ্গীকৃত হইল। বস্তুতঃ কিন্তু আতঞ্চননিষ্ঠ (—দম্বলে স্থিত) চেতন জীবাণু অসাধারণ কারণরূপে এবং পরমেশ্বর সাধারণ কারণরূপে সেই স্থলেও বর্ত্তমান।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিকরণম্ অধিষ্ঠাত্রীণাং দেবতানাং ন ভোক্তৃত্বম্ অস্মিন্ শরীরে অবকল্পতে ।৩ একঃ হি এবম্ অস্মিন্ শরীরে শারীরঃ ভোক্তা প্রতিসন্ধানাদিসম্ভবাৎ অবগম্যতে ।৪॥২।৪।১৫॥

ভাষ্যানুবাদ

করণে [এক একটী করিয়া] অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অনেক হয় বলিয়া এই [একই] শরীরে তাঁহাদের [সকলের] ভোক্তৃত্ব সম্ভব নহে ।৩ ['যে আমি দর্শন করিয়াছিলাম, সেই আমি শ্রবণ করিতেছি', এইপ্রকার] প্রতিসন্ধান (—প্রত্যভিজ্ঞা) প্রভৃতি সম্ভব হওয়ায় এই শরীরে শরীরস্বামী ভোক্তা একই, ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে ।৪ [অতএব প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এই শরীরে ভোক্তা নহেন, ইহা সিদ্ধ হইল] ॥২।৪।১৫॥

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥২।৪।১৬

সূত্রার্থ—[কদাচিৎ দেবানাম্ অত্র ভোক্তৃত্বং, কদাচিৎ চ জীবস্য ইতি অনিয়মঃ অস্তু ইতি চেৎ? তত্রাহ সূত্রকারঃ—] চকারঃ—অনেকদুঃখসংভিন্নস্য অস্য ভোগস্য দেবতাভিন্নভোগ্যত্বং সমুচ্চিনোতি। **তস্য**—জীবস্য [স্বকর্ম্মার্জ্জিতদেহে কর্তৃত্বেন ভোক্তৃত্বেন চ] **নিত্যত্বাৎ**—মোক্ষকালপর্য্যন্তস্থায়িত্বাৎ [ন দেবানাং অস্মিন্ শরীরে ভোক্তৃত্বম্। তস্মাৎ দেবানাং প্রাণাধিষ্ঠাত্রীত্বে ন কিঞ্চিৎ বাধকম্ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—[এখানে (—এই শরীরে) কখন দেবগণের ভোক্তৃত্ব হইবে, কখনও বা হইবে জীবের, এইপ্রকার অনিয়ম হউক্, যদি এইপ্রকার বলা হয়? তদুত্তরে ভগবান্ সূত্রকার বলিতেছেন—] চকার—অনেকদুঃসমন্বিত এই ভোগ দেবতাভিন্নের (—জীবের) ভোগ্য, ইহাকে সমুচ্চয় করিতেছে। **তস্য**—জীবের [স্বকর্ম্মার্জ্জিত দেহে কর্ত্তৃ ও ভোক্তৃরূপে] **নিত্যত্বাৎ**—মোক্ষকাল পর্য্যন্ত স্থায়িত্ব থাকায় [এই শরীরে দেবতাগণের ভোক্তৃত্ব নাই। অতএব দেবতাগণের প্রাণসকলের প্রেরকতাতে কোন বাধক নাই, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্য চ শারীরস্য অস্মিন্ শরীরে ভোক্তৃত্বেন নিত্যত্বং, পুণ্যপাপোপলেপসম্ভবাৎ সুখদুঃখোপভোগসম্ভবাৎ চ; ন দেবতানাম্।১ তাঃ হি পরস্মিন্ ঐশ্বর্য্যে পদে অবতিষ্ঠমানাঃ ন হীনে

ভাষ্যানুবাদ

[টিপ্পনী—মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবই জীবশরীরে ভোক্তা, দেবতা নহেন।]

আর সেই শারীরের (—জীবের) এই শরীরে ভোক্তৃরূপে নিত্যতা (—মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মার্জ্জিত বিভিন্ন শরীরাবলম্বনে ভোক্তৃত্ব) 'অঙ্গীকার করিতে হইবে', যেহেতু [তাহারই] পুণ্য ও পাপের সহিত উপলেপ (—সম্বন্ধ) সম্ভব এবং যেহেতু সুখ ও দুঃখের উপভোগও সম্ভব; দেবগণের তাহা সম্ভব নহে।১ কারণ পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত পদে অবস্থিত তাঁহারা এই হীন শরীরে ভোক্তৃত্ব লাভ করিবেন, ইহা

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্মিন্ শরীরে ভোক্তৃত্বং প্রতিলব্ধুম্ অর্হন্তি ।২ শ্রুতিশ্চ ভবতি —"পুণ্যম্ এব অমুং গচ্ছতি, ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি" (বৃঃ ১।৫।২০) ইতি ।৩ শারীরেণৈব চ নিত্যঃ প্রাণানাং সম্বন্ধঃ উৎক্রান্ত্যাদিষু তদনুবৃত্তিদর্শনাৎ, "তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণঃ অনূৎক্রামতি, প্রাণম্ অনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২), ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ।৪ তস্মাৎ সতীষু অপি করণানাং নিয়ন্ত্রীষু দেবতাসু ন

ভাষ্যানুবাদ

সঙ্গত নহে ।২ এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে—"কেবল পুণ্যই ইঁহার নিকট গমন করে, পাপ দেবগণের নিকট গমন করে না", ইত্যাদি ।৩ [অতএব পাপপুণ্যের ফলভাগী জীবশরীরে দেবগণের ভোক্তৃত্ব সম্ভব নহে]।

[দিঃ—জীবই ভোক্তা, প্রাণসকল করণ, দেবগণ সারথির ন্যায় করণনিয়ামক।]

[সূত্রের ব্যাখ্যান্তর (৮) প্রদর্শন করিতেছেন—] আর জীবের সহিতই প্রাণসকলের নিত্য (—মোক্ষকালপর্য্যন্ত স্থায়ী) সম্বন্ধ অবগত হইতে হইবে, যেহেতু "তাহা (—জীব) উৎক্রমণ করিলে তাহাকে অনুগমনকরতঃ মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করে, মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণ করিলে তাহাকে অনুগমনকরতঃ সকল প্রাণ (—ইন্দ্রিয়) উৎক্রমণ করে", ইত্যাদি শ্রুতিসকল হইতে উৎক্রান্তি প্রভৃতিতে [জীবের সহিত তাহাদের] অনুবৃত্তি (—অনুগমন) উপলব্ধ হইতেছে। [সেইহেতু জীবই প্রাণসকলের অধিপতি, দেবগণ পরস্বামিক রথের সারথির ন্যায় তাহাদের প্রেরকমাত্র, ইহাই নিশ্চিত হইতেছে] ।৪ অতএব [সারথির ন্যায়] প্রাণসকলের নিয়ন্ত্রণকারী দেবগণ বর্ত্তমান থাকিলেও [রথস্বামিস্থানীয়] জীবের ভোক্তৃত্ব অপগত হয় না ।৫

ভাবদীপিকা

(৮) এই ব্যাখ্যাতে সূত্রযোজনা এইপ্রকার—চ—কিঞ্চ, ["সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২), ইত্যাদিশ্রুতৌ উৎক্রান্ত্যাদিষু জীবেন সহ প্রাণানাম্ অনুবৃত্তিঃ দৃশ্যতে। তস্মাৎ] **তস্য**—জীবস্য [প্রাণৈঃ সহ সম্বন্ধস্য] **নিত্যত্বাৎ**—মোক্ষকালান্তস্থায়িত্বাৎ [রথনিয়ন্তৃসারথিবৎ করণনিয়ন্ত্রীষু দেবতাসু সতীষু অপি ন শারীরস্য ভোক্তৃত্বম্ অপগচ্ছতি। তস্মাৎ "চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি" (বৃঃ ৩,২।৫), ইতি শ্রুতেঃ সাধনমাত্রবোধিত্বাৎ "আদিত্যঃ চক্ষুঃ ভূত্বা" (ঐতঃ ১।২।৪), ইতি অধিষ্ঠাত্রীশ্রুতিভিঃ অবিরোধঃ ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ—চ—আর, ["তাহাকে অনুগমনকরতঃ সকল প্রাণ উৎক্রমণ করে", ইত্যাদি শ্রুতিতে উৎক্রমণ প্রভৃতি স্থলে জীবের সহিত প্রাণসকলের অনুগমন পরিদৃষ্ট হইতেছে। সেইহেতু] **তস্য**—জীবের [প্রাণসকলের সহিত সম্বন্ধ] **নিত্যত্বাৎ**—মোক্ষকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হওয়ায় [রথের নিয়ন্তা সারথির ন্যায় করণসকলের নিয়মনকর্ত্তা দেবগণ বর্ত্তমান থাকিলেও জীবের ভোক্তৃত্ব অপগত হয় না। সেইহেতু "চক্ষুর দ্বারা রূপসকল দর্শন করে", এই শ্রুতিবাক্য সাধনমাত্রের বোধক হওয়ায় "আদিত্য চক্ষুরূপে", এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অপেক্ষাবোধক শ্রুতিবাক্যসকলের সহিত তাহার বিরোধ হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

শারীরস্য ভোক্তৃত্বম্ অপগচ্ছতি ॥ করণপক্ষস্য এব হি দেবতা, ন ভোক্তৃপক্ষস্য ইতি ॥ ২।৪।১৬॥ ইতি সপ্তমং জ্যোতিরাদ্যধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

[কেন হয় না ? উত্তর—] যেহেতু [সারথি যেমন বাহককোটির অন্তর্গত, তদ্রূপ করণসকলের পরিচালক] দেবতা করণকোটিরই অন্তর্গত, ভোক্তৃকোটির অন্তর্গত নহেন (৯) ।২।৪।১৬॥ জ্যোতিরাদ্যধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৯) আশঙ্কা হয়—প্রাণসকলের নিয়ামকরূপে দেবগণকে করণকোটির মধ্যে গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা কি ? কুঠারাদিসদৃশ জড় করণের স্বয়ং প্রবৃত্তি সম্ভব নহে বটে, কিন্তু করণস্বামী চেতন জীবই তো তাহাদিগকে স্বয়ং নিয়মন করিতে পারে। ইহা অনুভবসিদ্ধও বটে যে, চক্ষুর উন্মীলন, কর্ণের অবধান, মনের একাগ্রতা ইত্যাদির দ্বারা জীবই প্রাণসকলকে নিয়মন করে, ইত্যাদি। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—ইন্দ্রিয়সকলের নিয়মনে জীবের কর্তৃত্ব আছে বটে, কিন্তু তাহা সার্ব্বত্রিক নহে, কারণ ইচ্ছা না থাকিলেও অনভিপ্রেত বিষয়ে জীবের ইন্দ্রিয়সকল ধাবিত হইয়া থাকে, ইহা অনুভবসিদ্ধ। আর দেখ, কোন বস্তুকে ব্যবহার করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে তদ্বিষয়ক জ্ঞান অত্যাবশ্যক। অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়বিষয়ক তাদৃশ জ্ঞান জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। আর্ষের দৃষ্টিবলে দেবগণের কিন্তু তাদৃশ জ্ঞান থাকেই। সেইহেতু তাঁহাদিগকেই প্রাণসকলের নিয়ন্তৃরূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাহা না করিলে অপরিপুষ্টমন, সুতরাং নাড়ী (—স্নায়ু) নিয়মনে অসমর্থ শিশুর রোদন (—বাগ্‌ব্যবহার) ভোজন ও বিসর্জ্জনাদি কোন ক্রিয়াই সম্ভব হইবে না, ফলে তাহার মৃত্যু অবধারিত হইয়া পড়িবে। তাহা দৃষ্টবিরুদ্ধ। এইরূপে প্রাণসকলের (—ইন্দ্রিয়সকলের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সিদ্ধ হওয়ায় একদেশী যে অন্বয়ব্যতিরেক ও তৃতীয়াবিভক্তিরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে প্রাণসকলের অন্তনিরপেক্ষ সাধনতা প্রতিপাদন করিয়াছেন (১ ভাবদীঃ), তাহা নিরাকৃত হইয়া পড়িল। কারণ উক্ত তৃতীয়াশ্রুতিপ্রমাণাদির দ্বারা "সাধকতমং করণম্", এই ন্যায়বলে প্রাণসকলের সাধনতাই সিদ্ধ হয়, অন্তনিরপেক্ষতাও নহে। উভয়প্রতিপাদনে বাক্যভেদ দোষ হইয়া পড়িবে।

[মুখ্যপ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতানিরূপণ, হিরণ্যগর্ভই সেই দেবতা।]

যাহাহউক্, অন্যান্য প্রাণসকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বর্ণনা প্রকরণগ্রন্থসকলে পরিদৃষ্ট হইলেও (৭৮৬ পৃঃ), মুখ্যপ্রাণের তাহা পরিদৃষ্ট হইতেছে না। শাস্ত্রে অনাদি যে তমঃ (—অজ্ঞান), ঈশ্বরকে তাহারও অধিষ্ঠাতৃরূপে অঙ্গীকার করা হইয়াছে (পঞ্চীকরণবার্ত্তিক, ২৮)। সুতরাং সাদি (—কার্য্যবস্তু) যে মুখ্যপ্রাণ, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অবশ্যই অঙ্গীকার্য্য। ছান্দোগ্যে "প্রাণঃ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ, সঃ বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ" (ছাঃ ৩।১৮।৪), এই স্থলে পঠিত প্রাণশব্দ মুখ্যপ্রাণের বোধক, ইহা ২।৪।৯ সূত্রভাষ্য ৯ বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তত্রস্থ "বায়ুনা জ্যোতিষা" এই বাক্যবলে বায়ুকেই মুখ্যপ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই বায়ুশব্দের প্রতিপাদ্য কি ? প্রকরণগ্রন্থসকলে বায়ুকে ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে। বিবেচকগণ বলেন—ত্বগিন্দ্রিয়স্থলে দিক্‌পাল বায়ুকে (২ ভাবদীঃ) এবং মুখ্যপ্রাণস্থলে সূত্রাত্মাকে বায়ুশব্দে গ্রহণ করা

৮। ইন্দ্রিয়াধিকরণম্। [১৭-১৯ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ইন্দ্রিয় মুখ্যপ্রাণ হইতে ভিন্ন পদার্থ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে প্রাণসকলের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবিষয়ে বিচার করা হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকল মুখ্যপ্রাণেরই বিভিন্ন বৃত্তি হওয়ায় মুখ্যপ্রাণ ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়নামক পৃথক্ তত্ত্ব না থাকায় মুখ্যপ্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবতার দ্বারাই তাহাদের পরিচালনা সম্ভব। সেইহেতু তাহাদের অধিষ্ঠাতৃবিষয়ক বিচার ব্যর্থ। এই-প্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে ব'লিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

প্রাণস্য বৃত্তয়োঽক্ষাণি প্রাণাত্তত্ত্বান্তরাণি বা।
তদ্রূপত্বশ্রুতেঃ প্রাণনাম্নোক্তত্বাচ্চ বৃত্তয়ঃ॥
শ্রমাশ্রমাদিভেদোক্তের্গৌণে তদ্রূপনামনী।
আলোচকত্বেনান্যানি প্রাণো নেতাঙ্গদেহয়োঃ॥

অন্বয়—অক্ষাণি প্রাণস্য বৃত্তয়ঃ, প্রাণাৎ তত্ত্বান্তরাণি বা? তদ্রূপত্বশ্রুতেঃ প্রাণনাম্না উক্তত্বাৎ চ বৃত্তয়ঃ। শ্রমাশ্রমাদিভেদোক্তেঃ তদ্রূপনামনী গৌণে; আলোচকত্বেন অন্যানি, প্রাণঃ অঙ্গদেহয়োঃ নেতা

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[ইন্দ্রিয়াণি বিষয়ঃ। "হন্ত অস্যৈব সর্ব্বে রূপম্ অসাম" (বৃঃ ১।৫।২১), ইতি ইন্দ্রিয়াণাং মুখ্যপ্রাণাত্মকত্বশ্রুত্যা "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মুঃ ২।১।৩), ইতি প্রাণাতিরিক্তেন্দ্রিয়াণাং পৃথগুৎপত্ত্যাদিপ্রতিপাদকস্য বচনস্য বিরোধাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] অক্ষাণি প্রাণস্য বৃত্তয়ঃ, প্রাণাৎ তত্ত্বান্তরাণি বা?

পূর্ব্বপক্ষ—["রূপম্ অসাম" ইতি বৃহদারণ্যকবাক্যে] তদ্রূপত্বশ্রুতেঃ, [ম্রিয়মাণস্য নাস্যাপি প্রাণাঃ নির্গচ্ছন্তি' ইতি লোকব্যবহারে, "ন বৈ বাচঃ, ন চক্ষূংষি, ন শ্রোত্রাণি, ন মনাংসি ইতি আচক্ষতে, প্রাণাঃ ইত্যেব আচক্ষতে" (ছাঃ ৫।১।১৫), ইত্যাদিশ্রুতৌ চ] প্রাণ-নাম্না উক্তত্বাৎ চ [তে অক্ষাণি মুখ্যপ্রাণস্য] বৃত্তয়ঃ।

সিদ্ধান্ত—["তস্মাৎ শ্রাম্যতি এব বাক্" (বৃঃ ১।৫।২১), ইতি বাগাদীনাং স্বস্ববিষয়েষু শ্রান্তিম্ অভিধায় "ইমম্ এব ন আপ্নোৎ যঃ অয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ··· যঃ সঞ্চরংশ্চ অসঞ্চরংশ্চ ন

ভাবদীপিকা

উচিত। ["দৃশ্য স্থূল কার্য্যের যিনি আশ্রয়, তাঁহাকে 'সূত্রাত্মা' বলা হয় (বৃঃ ভাষ্যবার্ত্তিক ১।৪।১৮); ইহা হিরণ্যগর্ভেরই নামান্তর]। ব্রহ্মবিদ্যাভরণে (৩।৩।৪৩ সূঃ, ৭০৯ পৃঃ) মুখ্যপ্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবতাবিষয়ে এইপ্রকারই বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"তদভিমানিনী হিরণ্যগর্ভরূপা দেবতা এব, বাজসনেয়কে "সৈষা অনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ" (বৃঃ ১।৫।২২), ইতি দেবতাত্বস্য বিবক্ষিত-ত্বাৎ", ইত্যাদি। সম্বর্গবিদ্যাতেও "বায়ুঃ এব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু" (ছাঃ ৪।৩।৪, ইত্যাদি স্থলে "বায়ুপ্রাণৌ অধিদৈবতাধ্যাত্মভেদেন সম্বর্গগুণৌ", ইত্যাদি টীকাগ্রন্থে সূত্রাত্মা বায়ুই অধ্যাত্ম মুখ্য-প্রাণের অধিদৈবতস্বরূপ, এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। বৃঃ ১।৩।৭ ভাষ্য এবং টীকাও দ্রঃ। সম্বর্গ-বিদ্যা হিরণ্যগর্ভবিদ্যা, বাহ্যবায়ুবিদ্যা নহে; ইহা ৩।৩।২৮ অধিকরণে স্পষ্টীকৃত হইবে। সুতরাং হিরণ্যগর্ভই মুখ্যপ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইহাই নির্ণীত হয়। জ্যোতিরাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

ব্যথতে" (বৃঃ ১।৫।২১), ইতি মুখ্যপ্রাণস্ত স্বব্যাপারে শ্রান্ত্যভাবম্ আহ। তথা প্রাণসংবাদে বাগাদিনির্গমনপ্রবেশয়োঃ দেহস্ত মরণোত্থানাভাবম্ অভিধায় মুখ্যপ্রাণনির্গমনপ্রবেশয়োঃ মরণোত্থানে দর্শয়তি। এবম্ ইন্দ্রিয়মুখ্যপ্রাণয়োঃ মধ্যে] শ্রমাশ্রমাদিভেদোক্তেঃ তদ্রূপনামনী গৌণে [ভবতঃ, ভৃত্যন্তায়েন মুখ্যপ্রাণানুবর্ত্তিত্বাৎ। ব্যবহারভেদশ্চ অনয়োঃ ভূয়ান্ উপলভ্যতে। স্বং স্বং বিষয়ং পরিচ্ছিদ্য] আলোচকত্বেন [ইন্দ্রিয়াণি] অন্যানি। প্রাণঃ অক্ষদেহয়োঃ নেতা, [ইন্দ্রিয়াণি ন তথা। তস্মাৎ বহুবৈলক্ষণ্যাৎ মুখ্যপ্রাণাৎ তত্ত্বান্তরাণি ইন্দ্রিয়াণি]।

অনুবাদ

সংশয়—[ইন্দ্রিয়সকলই বিষয়, "ভাল কথা, আমরা সকলে ইঁহারই রূপ ধারণ করি", ইন্দ্রিয়গণের মুখ্যপ্রাণস্বরূপতা প্রতিপাদক এই শ্রুতিবাক্যের সহিত মুখ্যপ্রাণভিন্ন ইন্দ্রিয়সকলের পৃথগুৎপত্তিপ্রতিপাদক "ইঁহা হইতে মুখ্যপ্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হয়", এই শ্রুতিবাক্যের বিরোধবশতঃ সংশয় হয়—]ইন্দ্রিয়সকল মুখ্যপ্রাণের বৃত্তি, অথবা মুখ্যপ্রাণ হইতে পৃথক্ পদার্থ ?

পূর্ব্বপক্ষ—["রূপ ধারণ করি", এই বৃহদারণ্যক বাক্যে] তদ্রূপত্ব (—ইন্দ্রিয়গণ মুখ্যপ্রাণের স্বরূপবিশেষ, ইহা) শ্রুতিতে বর্ণিত হওয়ায় এবং ['আজও মুমূর্ষুর প্রাণসকল নির্গত হইতেছে না', এই লোকব্যবহারে এবং [লোকে ইন্দ্রিয়সকলকে] "বাক্ বলে না, চক্ষু বলে না, শ্রোত্র বলে না, মন বলে না, কিন্তু প্রাণসকল, এইপ্রকারেই বলিয়া থাকে", ইত্যাদি শ্রুতিতে] প্রাণনামে বর্ণিত হওয়ায় [সেই ইন্দ্রিয়সকল মুখ্যপ্রাণের] বৃত্তি।

সিদ্ধান্ত—["সেইহেতু বাগিন্দ্রিয় অবশ্যই শ্রান্ত হয়, এইপ্রকারে বাক্ প্রভৃতির স্ব স্ব বিষয়ে শ্রান্তির কথা বলিয়া "এই যে মধ্যম প্রাণ, যিনি সঞ্চরণ করিয়া এবং সঞ্চরণ না করিয়া ব্যথিত হন না, কেবল ইঁহাকেই [শ্রমরূপ মৃত্যু] প্রাপ্ত হইল না", এইপ্রকারে মুখ্যপ্রাণের স্বব্যাপারে শ্রান্তির অভাবের কথা [শ্রুতি] বলিতেছেন। এইপ্রকারে প্রাণসকলের কথোপকথনে (বৃঃ ৬।১।৭) বাক্ প্রভৃতির নির্গমন ও প্রবেশে দেহের মরণ ও উত্থানের অভাবের কথা বলিয়া [শ্রুতি] মুখ্যপ্রাণের নির্গমন ও প্রবেশে দেহের মরণ ও উত্থান প্রদর্শন করিতেছেন। এইপ্রকারে ইন্দ্রিয় ও মুখ্যপ্রাণের মধ্যে] শ্রম ও অশ্রমাদি ভেদের কথন থাকায় সেই 'রূপ' ও 'নাম' (—'প্রাণ' এই রূপ এবং 'প্রাণ' এই নাম) গৌণ, [যেহেতু ভৃত্যের ন্যায় তাহারা মুখ্যপ্রাণের অনুগামী। আর ইহাদের মধ্যে ব্যবহারের বিভিন্নতা বহুপ্রকারে উপলব্ধ হয়। নিজ নিজ বিষয়কে ব্যাপনকরতঃ] আলোচক (—জ্ঞানোৎপাদক) হওয়ায় ইন্দ্রিয়সকল অন্যই (—মুখ্যপ্রাণ হইতে ভিন্নই) বটে। মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয় ও শরীরের নায়ক, [ইন্দ্রিয়গণ কিন্তু তাহা নহে। সেইহেতু বহু পার্থক্য থাকায় ইন্দ্রিয়সকল মুখ্যপ্রাণ হইতে ভিন্ন পদার্থ।]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, ত্বংপদার্থবিবেকে মুখ্যপ্রাণ হইতে আত্মার বিবেকই আবশ্যক, মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিবিশেষ ইন্দ্রিয় হইতে বিবেক অনাবশ্যক। সিদ্ধান্তে—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয় বিভিন্ন পদার্থ হওয়ায় উভয়েরই বিবেক আবশ্যক।

ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥২।৪।১৭॥

পদচ্ছেদ—তে, ইন্দ্রিয়াণি, তদ্ব্যপদেশাৎ, অন্যত্র, শ্রেষ্ঠাৎ।

সূত্রার্থ—["এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মুঃ ২।১।৩), ইতি মুখ্যপ্রাণাৎ ইন্দ্রিয়াণাং তত্ত্বান্তরত্বশ্রুতেঃ "তে এতস্ত এব সর্বে রূপম্ অভবন্" (বৃঃ ১।৫।২১), ইতি প্রাণায়-

কত্বশ্রুত্যা বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে ; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তত্রায়ং সিদ্ধান্তঃ—] **শ্রেষ্ঠাৎ**—মুখ্যপ্রাণাৎ, **অন্যত্র**—অন্যে, **তে**—বাগাদয়ঃ, **ইন্দ্রিয়াণি**—একাদশেন্দ্রিয়াণি [ইতি উচ্যন্তে। কুতঃ ?] **তদ্ব্যপদেশাৎ**—"এতস্মাৎ জায়তে" ইত্যাদিশ্রুতৌ তস্য—ভেদস্য, ব্যপদেশাৎ—কথনাৎ ইত্যর্থঃ। [ইন্দ্রিয়াণাং প্রাণাত্মকত্বশ্রুতেঃ গৌণত্বেন ন তয়া বিরোধঃ ইতি ভাবঃ]।

অনুবাদ—["ইঁহা হইতে মুখ্যপ্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হয়", মুখ্যপ্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়সকলের ভিন্নবস্তুতা প্রতিপাদক এই শ্রুতিবাক্যের, "তাঁহারা সকলে ইঁহারই রূপ ধারণ করিলেন", এই [ইন্দ্রিয়সকলের] মুখ্যপ্রাণস্বরূপতা প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ আছে অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'আছে' ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই—] **শ্রেষ্ঠাৎ**—মুখ্যপ্রাণ হইতে, **অন্যত্র**—ভিন্ন, **তে**—সেই বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি **ইন্দ্রিয়াণি**—একাদশেন্দ্রিয় [এইপ্রকারে কথিত হয়। তাহাতে হেতু কি ? তাহা বলিতেছেন—] **তদ্ব্যপদেশাৎ**—যেহেতু "ইঁহা হইতে উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে তাহার—ভেদের, ব্যপদেশ—কথন আছে। [ইন্দ্রিয়গণের মুখ্যপ্রাণস্বরূপতা প্রতিপাদিকা শ্রুতি গৌণী হওয়ায় তাহার সহিত বিরোধ হয় না, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

মুখ্যশ্চ একঃ ইতরে চ একাদশ প্রাণাঃ অনুক্রান্তাঃ ।১ তত্র ইদম্ অপরং সন্দিহ্যতে—কিং মুখ্যস্যৈব প্রাণস্য বৃত্তিভেদাঃ ইতরে প্রাণাঃ, আহোস্বিৎ তত্ত্বান্তরাণি ইতি ?২ কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ?৩ মুখ্যস্যৈব ইতরে বৃত্তিভেদাঃ ইতি ।৪ কুতঃ ?৫ শ্রুতেঃ ।৬ তথাহি শ্রুতিঃ মুখ্যম্ ইতরাংশ্চ প্রাণান্ সন্নিধাপ্য মুখ্যাত্মতাম্ ইতরেষাং খ্যাপয়তি—"হন্ত অস্যৈব সর্ব্বে রূপম্ অসাম ইতি, তে এতস্যৈব সর্ব্বে রূপম্ অভবন্" (বৃঃ ১।৫।২১) ইতি ।৭ প্রাণৈকশব্দত্বাৎ চ এক-

ভাষ্যানুবাদ

[সংশয়। একদেশী—ইন্দ্রিয়সকল মুখ্যপ্রাণের বিভিন্ন বৃত্তি।]

মুখ্যপ্রাণ একটী এবং অন্যান্য প্রাণ (—ইন্দ্রিয়) একাদশটী, ইহা বর্ণিত হইয়াছে।১ সেই বিষয়ে এই অপর সন্দেহ করা হইতেছে—[মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয়সকলের সাধারণ বৃত্তি না হউক, কিন্তু] অন্যান্য প্রাণসকল (—ইন্দ্রিয়সকল) কি মুখ্যপ্রাণেরই বিভিন্নপ্রকার বৃত্তি, অথবা তাহা হইতে ভিন্ন পদার্থ ?২ তাহাতে কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ?৩ [পূর্ব্বপক্ষী বলেন—বৃঃ ১।৫।২১ এবং মুঃ ২।১।৩ বাক্যের বিরোধবশতঃ শ্রুতির প্রামাণ্যই নাই। তাহাতে একদেশী বলিতেছেন—] অন্যান্য [প্রাণ] সকল মুখ্যপ্রাণেরই বিভিন্ন বৃত্তি।৪ কোন্ হেতুবলে বলিতেছ ?৫ [উত্তর—] শ্রুতি হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।৬ যেমন দেখ, শ্রুতি মুখ্য ও অন্যান্য প্রাণসকলকে উপস্থাপন করিয়া অন্যান্য প্রাণসকলের (—ইন্দ্রিয়সকলের) মুখ্যপ্রাণস্বরূপতা খ্যাপন করিতেছেন, যথা—"ভাল কথা, আমরা সকলে ইঁহারই রূপ ধারণ করি, তাঁহারা ইঁহারই (—মুখ্যপ্রাণেরই) রূপ ধারণ করিলেন" (১), ইত্যাদি।৭ আর ["এতে

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বাধ্যবসায়ঃ।৮ ইতরথা হি অন্যায্যম্ অনেকার্থত্বং প্রাণশব্দস্য প্রসজ্যেত।৯ একত্র বা মুখ্যত্বম্ ইতরত্র বা লাক্ষণিকত্বম্ আপদ্যেত।১০ তস্মাৎ যথা একস্য এব প্রাণস্য প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চবৃত্তয়ঃ, এবং বাগাদ্যাঃ অপি একদশ ইতি।১১ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—তত্ত্বান্তরাণি এব প্রাণাৎ বাগাদীনি ইতি।১২ কুতঃ?১৩ ব্যপদেশভেদাৎ।১৪ কঃ অয়ং ব্যপদেশভেদঃ?১৫ তে প্রকৃতাঃ প্রাণাঃ শ্রেষ্ঠং বর্জয়িত্বা অবশিষ্টাঃ একাদশেন্দ্রিয়াণি ইতি উচ্যন্তে, শ্রুতৌ এবং ব্যপদেশদর্শনাৎ।১৬ "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মু: ২।১।৩), ইতি হি এবং-

ভাষ্যানুবাদ

এতেন আখ্যায়ন্তে প্রাণাঃ" (বৃঃ ১।৫।২১) ইত্যাদি স্থলে] 'প্রাণ' এই একটী শব্দেরই বাচ্য (২) হওয়ায় [মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের] একত্ব নিশ্চিত হয়।৮ যেহেতু অন্যথা (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের একত্ব অঙ্গীকার না করিলে) প্রাণশব্দের অনেকপ্রকার অর্থ হইয়া পড়িবে, যাহা অন্যায্য।৯ [কিন্তু নানার্থক বহু শব্দই তো আছে। তদুত্তরে বলিতেছেন – বিচক্ষণ ব্যক্তিগণকর্তৃক একই শব্দের নানা মুখ্যার্থ অঙ্গীকৃত না হওয়ায় প্রাণশব্দের] এক স্থলে হয়তো বা মুখ্যত্ব (—শক্তিবৃত্তিবলে অর্থবোধকত্ব), অন্য স্থলে হয়তো বা লাক্ষণিকত্ব (— লক্ষণাবৃত্তিবলে অর্থবোধকত্ব) হইয়া পড়িবে। [তাহা সঙ্গত নহে, কারণ মুখ্যার্থ সম্ভব হইলে লাক্ষণিকার্থের গ্রহণ অন্যায্য, তাহা অগতির গতি হওয়ায় নিকৃষ্ট পক্ষ]।১০ সেইহেতু একই মুখ্যপ্রাণের যেমন প্রাণাদি পাঁচটী বৃত্তি, এইপ্রকারে বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি একাদশটীও 'মুখ্যপ্রাণেরই বৃত্তি হইবে' ইত্যাদি।১১

[সিঃ—অপর্যায় সংজ্ঞাভেদবলে মুখ্যপ্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়ের ভিন্নতা। স্মৃতিবলে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব।]

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার প্রাপ্ত হইলে আমরা বলিতেছি – বাক্ প্রভৃতি [ইন্দ্রিয়সকল] মুখ্যপ্রাণ হইতে অবশ্যই ভিন্ন পদার্থ।১২ তাহাতে হেতু কি ?১৩ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু উপদেশের বিভিন্নতা আছে।১৪ আচ্ছা, উপদেশের এই বিভিন্নতাটী কি ?১৫ [তাহা এই—] শ্রেষ্ঠকে (—মুখ্যপ্রাণকে) বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট সেই প্রস্তাবিত প্রাণসকল 'একাদশ ইন্দ্রিয়' এইপ্রকারে কথিত হইয়া থাকে, যেহেতু শ্রুতিতে এইপ্রকার উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়।১৬ [সেই শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] "ইঁহা হইতে মুখ্যপ্রাণ মন (৩) ও ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হয়", ইত্যাদি

ভাবদীপিকা

(১) এই স্থলে বাক্য প্রমাণবলে এবং (২) এই স্থলে প্রাণশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণবলে মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের একত্ব প্রতিপাদিত হইল। শেষোক্ত স্থলে এইপ্রকার অনুমানও প্রদর্শিত হইল—"বাগাদয়ঃ মুখ্যপ্রাণাদভিন্নাঃ প্রাণপদবাচ্যত্বাৎ প্রাণাপানাদিবৎ"।

(৩) প্রস্তাবিত স্থলে মনঃশব্দে মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার, এই বৃত্তিচতুষ্টয়বিশিষ্ট অন্তঃকরণ গৃহীত হইতেছে, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ মন নহে। যেহেতু অন্তঃকরণের

শাঙ্করভাষ্যম্

জাতীয়কেষু প্রদেশেষু পৃথক্ প্রাণঃ ব্যপদিশ্যতে, পৃথক্ চ ইন্দ্রিয়াণি ।১৭ ননু মনসঃ অপি এবং সতি বর্জ্জনম্ ইন্দ্রিয়ত্বেন প্রাণবৎ স্যাৎ, "মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (ঐ) ইতি পৃথক্ ব্যপদেশদর্শনাৎ ।১৮ সত্যম্ এতৎ, স্মৃতৌ তু 'একাদশেন্দ্রিয়াণি' ইতি মনোঽপি ইন্দ্রিয়ত্বেন শ্রোত্রাদিবৎ সংগৃহ্যতে ।১৯ প্রাণস্য তু ইন্দ্রিয়ত্বং ন শ্রুতৌ স্মৃতৌ বা প্রসিদ্ধম্ অস্তি ।২০ ব্যপদেশভেদশ্চ অয়ং তত্ত্বভেদপক্ষে

ভাষ্যানুবাদ

এই জাতীয় স্থলসকলে মুখ্যপ্রাণ পৃথগ্ভাবে উপদিষ্ট হইতেছে, আর ইন্দ্রিয়সকলও পৃথগ্ভাবে উপদিষ্ট হইতেছে (৪)।১৭ [শঙ্কা—] কিন্তু এইপ্রকার হইলে (—বিভিন্ন সংজ্ঞাবলম্বনে পৃথগ্ভাবে বর্ণিত হইলেই বস্তুভেদ অঙ্গীকৃত হইলে) মুখ্যপ্রাণের ন্যায় মনেরও ইন্দ্রিয়রূপে বর্জ্জন হইয়া পড়িবে (—তাহাও ইন্দ্রিয় হইতে পারিবে না), যেহেতু "মন এবং ইন্দ্রিয়সকল", এইপ্রকারে পৃথগ্ভাবে উপদেশ পরিদৃষ্ট হইতেছে।১৮ [সমাধান—] হাঁ ইহা সত্য, ["ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ", (গীতা ১৩।৫) ইত্যাদি] স্মৃতিতে কিন্তু ইন্দ্রিয় একাদশটী' এইপ্রকারে মনও শ্রোত্র প্রভৃতির ন্যায় ইন্দ্রিয়রূপে সংগৃহীত হইতেছে (৫)।১৯ মুখ্যপ্রাণের ইন্দ্রিয়ত্ব কিন্তু শ্রুতিতে অথবা স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ নাই।২০ আর ["এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি

ভাবদীপিকা

বৃত্তিবিশেষ যে মন, তাহা ইন্দ্রিয় কি না, ইহা বিচার্য্য হইতে পারে না, পরন্তু উক্ত মন প্রভৃতি যাহার স্বরূপভেদ, বা বৃত্তিভেদ, সেই অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় কি না, ইহাই বিচার্য্য হওয়া সঙ্গত।

(৪) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—"অপর্য্যায়সংজ্ঞাভেদাৎ স্বতন্ত্রসংজ্ঞিবস্তুভেদঃ ইতি উৎসর্গঃ"—'সংজ্ঞার বিভিন্নতাবশতঃ সংজ্ঞি বস্তুর বিভিন্নতা সিদ্ধ হয়, যদি সেই সংজ্ঞাভেদ 'ক্ষিতি মহী পৃথ্বী' ইত্যাদির ন্যায় পর্য্যায়শব্দ না হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম' (রত্নপ্রভা)। ইন্দ্রিয় ও মুখ্যপ্রাণ অপর্য্যায়ভূত সংজ্ঞা, অর্থাৎ ইহারা একই পদার্থের বিভিন্ন নাম নহে। সেইহেতু মুখ্যপ্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়সকল ভিন্ন পদার্থ, ইহাই সিদ্ধ হয়।

(৫) সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—উক্ত সাধারণ নিয়মবলে অপর্য্যায়ভূত সংজ্ঞা হওয়ায় 'মন ইন্দ্রিয় নহে', ইহাই সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু "মনঃ ষষ্ঠেন্দ্রিয়াণি" (গীতা ১৫।৭), "ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ" (ঐ ১৩।৫), ইত্যাদি স্মৃতিবলে উক্ত সাধারণ নিয়মটী বাধিত হইয়া পড়ে। ফলে মনের ইন্দ্রিয়ত্বই সিদ্ধ হয়। মুখ্যপ্রাণের বেলাতে কিন্তু উক্ত সাধারণ নিয়মের কোন বাধক না থাকায় তাহার ইন্দ্রিয়ভিন্নতাই সিদ্ধ হয়। ইহাই বলিতেছেন—প্রাণস্য—'মুখ্যপ্রাণের', ইত্যাদি (২০ বাক্য)। আশঙ্কা হয়—মন যদি ইন্দ্রিয়ই হয়, তাহা হইলে "মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মুঃ ২।১।৩), এইরূপে পৃথগ্ভাবে পঠিত হইতেছে কেন? মাত্র "সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি" এইপ্রকার পদপ্রয়োগ হইলেই তো হইত। তদুত্তরে ভামতীকার প্রভৃতি বলেন—"কোন কোন স্থলে ইন্দ্রিয় হইতে মনের যে ভেদকথন, তাহাকে "গোবলীবর্দ্দন্যায়ে" বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ গোরূপে অভিন্ন হইলেও যেমন লোকমধ্যে 'গোসকল আছে, বলীবর্দ্দসকলও আছে', এইপ্রকার বলা

শাঙ্করভাষ্যম্

উপপদ্যতে।২১ তত্ত্বৈকত্বে তু সঃ এব একঃ সন্ প্রাণঃ ইন্দ্রিয়ব্যপদেশং লভতে, ন লভতে চ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্।২২ তস্মাৎ তত্ত্বান্তরভূতাঃ মুখ্যাৎ ইতরে।২৩॥২।৪।১৭॥

ভাষ্যানুবাদ

চ"], এই [ইন্দ্রিয় ও মুখ্যপ্রাণবিষয়ক] উপদেশের বিভিন্নতা তত্ত্বভেদপক্ষে (—ইহারা বিভিন্ন পদার্থ হইলে) সঙ্গত।২১ তত্ত্বৈকত্বপক্ষে (—ইন্দ্রিয় ও মুখ্যপ্রাণের অভিন্নতা পক্ষে) কিন্তু সেই মুখ্যপ্রাণই এক [তত্ত্ব] হইয়া ইন্দ্রিয়সংজ্ঞা লাভ করে, আবার [উক্ত একই বাক্যে পুনরুক্তি ভয়ে তাহা] লাভ করে না, এইপ্রকারে বিরুদ্ধ [কথন] হইয়া পড়ে (৬)।২২ সেইহেতু (—স্বপক্ষসমর্থক শ্রুতি ও স্মৃতির অনুকূল এই যুক্তিসকল থাকায়) মুখ্যপ্রাণ হইতে অন্যান্য [প্রাণ] সকল ভিন্ন পদার্থ।২৩॥২।৪।১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ - কুতশ্চ তত্ত্বান্তরভূতাঃ?

ভাষ্যানুবাদ—আর কোন্ হেতুবশতঃ [মুখ্যপ্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়সকল] ভিন্ন বস্তু? [তদুত্তরে ভগবান্ সূত্রকার বলিতেছেন—]

ভেদশ্রুতেঃ ॥২।৪।১৮॥

সূত্রার্থ—[বাগাদীন্দ্রিয়প্রকরণম্ উপসংহৃত্য "অথ হ ইমম্ আসন্যং প্রাণম্ ঊচুঃ" (বৃঃ ১।৩।৭), ইতি ভিন্নপ্রকরণে প্রাণস্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ] ভেদশ্রুতেঃ—ভেদেন শ্রবণাৎ [ন প্রাণব্যাপারত্বম্ ইন্দ্রিয়াণাম্, অপিতু তত্ত্বান্তরত্বম্ ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—[বাগাদি ইন্দ্রিয়ের প্রকরণ সমাপ্ত করিয়া "অনন্তর মুখবিবরে অবস্থিত এই প্রাণকে বলিলেন", এইপ্রকারে অন্য প্রকরণে ইন্দ্রিয়সকল হইতে মুখ্যপ্রাণের] ভেদশ্রুতেঃ—ভিন্নতাবোধক শ্রুতিবাক্যে থাকায় [ইন্দ্রিয়সকল মুখ্যপ্রাণের ক্রিয়া নহে, কিন্তু ভিন্ন পদার্থ, ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভেদেন বাগাদিভ্যঃ প্রাণঃ সর্ব্বত্র শ্রূয়তে—"তে হ বাচম্ ঊচুঃ" (বৃঃ১।৩।২), ইতি উপক্রম্য বাগাদীন্ অসুরপাপ্মবিধ্বস্তান্ উপন্যস্য উপসংহৃত্য বাগাদিপ্রকরণম্ "অথ হ ইমম্ আসন্যং প্রাণম্ ঊচুঃ" (বৃঃ ১।৩।৭), ইতি অসুরবিধ্বংসিনঃ মুখ্যস্য প্রাণস্য পৃথগ্ উপক্রমণাৎ।১ তথা "মনঃ বাচং প্রাণং তানি আত্মনে অকুরুত" (বৃ ১।৫।৩), ইতি এব-

ভাবদীপিকা

হয়, প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অথবা অন্যান্য ইন্দ্রিয় বর্ত্তমানমাত্রগ্রাহী হওয়ায় এবং মন অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালিক পদার্থের গ্রাহক হওয়ায় ইন্দ্রিয় হইতে তাহার ভিন্নভাবে কথন হইয়াছে"। [মনের ইন্দ্রিয়ত্ব ও বিষয়বিষয়ক বিচার ১।৭৪১ পৃঃ দ্রঃ]।

(৬) ভাব এই—ইন্দ্রিয় ও মুখ্যপ্রাণ অভিন্ন তত্ত্ব হইলে উক্ত মুঃ ২।১।৩ বাক্যে এক মুখ্যপ্রাণই ইন্দ্রিয় মন ও প্রাণ, এই বিভিন্ন নামে বর্ণিত হওয়ায় পুনরুক্তি হইয়া পড়িবে, তাহা সঙ্গত নহে। ফলে মুখ্যপ্রাণকে একবার ইন্দ্রিয় বলিতে হইবে, আবার একই বাক্যে পুনরুক্তি-ভয়ে তাহা বলা চলিবে না, এইপ্রকার বিরোধ হইয়া পড়িবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

যাঃ অপি ভেদশ্রুতয়ঃ উদাহর্ত্তব্যাঃ ।২ তস্মাদপি তত্ত্বান্তরভূতাঃ মুখ্যাৎ ইতরে ।৩॥২।৪।১৮

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ- ভেদবোধক শ্রুতিবলে ইন্দ্রিয় হইতে মুখ্যপ্রাণের ভিন্নতা প্রতিপাদন ।]

শ্রুতিতে সর্ব্ব স্থলে বাগাদি হইতে মুখ্যপ্রাণ ভিন্নভাবে বর্ণিত হইতেছে, যেহেতু "তাঁহারা বাগভিমানিনী দেবতাকে বলিলেন", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া অসুররূপী পাপকর্তৃক (—স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অধীন ইন্দ্রিয়বৃত্তিকর্ত্তৃক) বিধ্বস্ত বাক্ প্রভৃতিকে উপন্যাস (—উল্লেখ) করিয়া বাগাদির প্রকরণকে সমাপ্তকরতঃ "অনন্তর মুখবিবরে অবস্থিত এই প্রাণকে বলিয়াছিলেন", এইপ্রকারে অসুরবিধ্বংসী মুখ্যপ্রাণের পৃথগ্‌ভাবে বর্ণনা আরব্ধ হইয়াছে। ১ এইভাবেই "মন বাক্ এবং প্রাণ, তাহাদিগকে নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন", ইত্যাদি এই সকল [ইন্দ্রিয় হইতে মুখ্যপ্রাণের] ভিন্নতাবোধক শ্রুতিবাক্যসকলকেও উদাহরণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ।২ সেই হেতুবশতঃও (—ইন্দ্রিয় হইতে মুখ্যপ্রাণের ভেদ শ্রুতিসিদ্ধ হয় বলিয়াও) অন্যান্য [প্রাণসকল] মুখ্যপ্রাণ হইতে ভিন্ন পদার্থ ।৩ ॥২।৪।১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্—কুতশ্চ তত্ত্বান্তরভূতাঃ ?

ভাষ্যানুবাদ—আর কোন্ হেতুবশতঃ [ইন্দ্রিয়সকল মুখ্যপ্রাণ হইতে] ভিন্ন পদার্থ ? [তদুত্তরে ভগবান্ সূত্রকার বলিতেছেন—]

বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥২।৪।১৯॥

সূত্রার্থ – চ —কিঞ্চ,[সুষুপ্ত্যবস্থায়াং দেহধারকত্বেন প্রাণঃ তিষ্ঠতি, ন ইন্দ্রিয়াণি ইতি] **বৈলক্ষণাৎ**—পার্থক্যাৎ [মুখ্যপ্রাণাৎ তত্ত্বান্তরাণি ইন্দ্রিয়াণি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ—চ—আর [সুষুপ্তি অবস্থাতে দেহের ধারকরূপে মুখ্যপ্রাণ অবস্থান করে, ইন্দ্রিয়সকল নহে,এই] **বৈলক্ষণ্যাৎ**—পার্থক্য থাকায় [ইন্দ্রিয়সকল মুখ্যপ্রাণ হইতে ভিন্ন]।

শাঙ্করভাষ্যম্

বৈলক্ষণ্যং চ ভবতি মুখ্যস্য ইতরেষাং চ ।১ সুপ্তেষু বাগাদিষু মুখ্যঃ একঃ জাগর্ত্তি, সঃ এব চ একঃ মৃত্যুনা অনাপ্তঃ, আপ্তাঃ তু ইতরে ।২ তস্যৈব চ স্থিত্যুৎক্রান্তিভ্যাং দেহধারণপতনহেতুত্বং,

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—বহু লিঙ্গপ্রমাণবলে বাক্যপ্রমাণের বাধ হওয়ায় মুখ্যপ্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়ের ভিন্নতা।]

আর মুখ্যপ্রাণের এবং অন্যান্য [প্রাণ] সকলের বৈলক্ষণ্য আছে।১ বাগাদি [ইন্দ্রিয়] সকল সুপ্ত হইলে একমাত্র মুখ্যপ্রাণই জাগরিত থাকে এবং একমাত্র তাহাই [শ্রমরূপ] মৃত্যুর দ্বারা অগ্রস্ত, অন্যান্য সকলে কিন্তু [সেই মৃত্যুর দ্বারা] গ্রস্ত (—অভিভূত)।২ আবার [দেহে] স্থিতি ও [তাহা হইতে] উৎক্রান্তির দ্বারা তাহারই (—মুখ্যপ্রাণেরই) দেহধারণ ও দেহপতনের (—নাশের) প্রতি হেতুতা

শাঙ্করভাষ্যম্

ন ইন্দ্রিয়াণাম্।৩ বিষয়ালোচনহেতুত্বং চ ইন্দ্রিয়াণাং ন প্রাণস্য ইতি এবংজাতীয়কঃ ভূয়ান্ লক্ষণভেদঃ প্রাণেন্দ্রিয়াণাম্ ।৪ তস্মাদপি এষাং তত্ত্বান্তরভাবসিদ্ধিঃ ।৫ যদুক্তম্ "- তে এতস্যৈব সর্ব্বে রূপম্ অভবন্" (বৃঃ ১।৫।২১), ইতি শ্রুতেঃ প্রাণঃ এব ইন্দ্রিয়াণি ইতি, তদযুক্তম্ ; তত্রাপি পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনাৎ ভেদপ্রতীতেঃ।৬ তথাহি—"বদিষ্যামি এব অহম্ ইতি বাগ্ দধ্রে" (ঐ), ইতি বাগাদীনি ইন্দ্রিয়াণি অনুক্রম্য "তানি মৃত্যুঃ শ্রমঃ ভূত্বা উপযেমে", "তস্মাৎ শ্রাম্যতি এব বাক্" (ঐ), ইতি চ শ্রমরূপেণ মৃত্যুনা গ্রস্তত্বং বাগাদীনাম্ অভিধায় "অথ ইমম্ এব ন আপ্নোৎ যঃ অয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ" (ঐ), ইতি পৃথক্ প্রাণং মৃত্যুনা অনভিভূতং তম্ অনুক্রামতি ।৭ "অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠঃ" (ঐ), ইতি চ শ্রেষ্ঠতাম্ অস্য অবধারয়তি ।৮ তস্মাৎ তদবিরোধেন বাগাদিষু পরিস্পন্দলাভস্য প্রাণায়ত্তত্বং তদ্রূপভবনং বাগাদীনাম্ ইতি মন্তব্যং, ন তাদাত্ম্যম্ ।৯ অতএব চ প্রাণ-

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধ হয় (বৃঃ ৬।১।১৩), ইন্দ্রিয়গণের নহে ।৩ আর ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ালোচনের (—বিষয়বিষয়ক জ্ঞানের) প্রতি হেতু, মুখ্য প্রাণ তাহা নহে, ইত্যাদি এই জাতীয় প্রচুর লক্ষণভেদ মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে আছে।৪ সেইহেতুবশতঃও(—এই প্রকার লক্ষণভেদ এবং মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ভেদজ্ঞাপক বিভিন্নপ্রকার ব্যবহার-সম্পাদকস্বরূপ লিঙ্গপ্রমাণসকল থাকায়) ইহাদের (—ইন্দ্রিয় ও মুখ্যপ্রাণের) বিভিন্ন বস্তুতা সিদ্ধ হয় ।৫ আর যে বলা হইয়াছে—"তাঁহারা সকলে ইঁহারই রূপ ধারণ করিলেন", এইপ্রকার শ্রুতি (—বাক্যপ্রমাণ, ১ ভাবদীঃ) থাকায় ইন্দ্রিয়সকল মুখ্যপ্রাণই ইত্যাদি (৭৯৫ পৃঃ), তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে ; যেহেতু সেই স্থলেও পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা হইতে [মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে] বিভিন্নতা প্রতীত হয় ।৬ যেমন দেখ, "বলিতেই থাকিব (—স্বব্যাপার হইতে বিরত হইব না), বাগিন্দ্রিয় এইপ্রকার ব্রত ধারণ করিলেন", এইপ্রকারে বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের বর্ণনারম্ভ করিয়া "মৃত্যু শ্রমরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বায়ত্ত করিলেন", এবং "সেইহেতু বাগিন্দ্রিয় অবশ্যই শ্রান্ত হইয়া পড়ে", এইরূপে বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের শ্রমরূপ মৃত্যুর দ্বারা গ্রস্ততার কথা বলিয়া "কিন্তু এই যিনি মধ্যম প্রাণ, ইঁহাকেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইল না (—অভিভূত করিতে পারিল না), এইপ্রকারে মৃত্যুর দ্বারা অনভিভূত সেই মুখ্যপ্রাণকে [শ্রুতি] পৃথগ্‌ভাবে বর্ণনা করিতেছেন ।৭ আর "আমাদিগের মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠ", এইপ্রকারে ইঁহার (—মুখ্যপ্রাণের) শ্রেষ্ঠতা [শ্রুতি] অবধারণ করিতেছেন ।৮ সেইহেতু (—ইন্দ্রিয় হইতে মুখ্যপ্রাণ শ্রেষ্ঠ হওয়ায়) তাহার অবিরুদ্ধভাবে মনে করিতে (—নির্ণয় করিতে) হইবে যে, বাগাদিসকলে

শাঙ্করভাষ্যম্

শব্দস্য ইন্দ্রিয়েষু লাক্ষণিকত্বসিদ্ধিঃ।১০ তথাচ শ্রুতিঃ—"তে এতস্য এব সর্ব্বে রূপম্ অভবন্, তস্মাৎ এতে এতেন আখ্যায়ন্তে প্রাণাঃ" (বৃঃ ১।৫।২১), ইতি মুখ্যপ্রাণবিষয়স্যৈব প্রাণশব্দস্য ইন্দ্রিয়েষু লাক্ষণিকীং বৃত্তিং দর্শয়তি।১১ তস্মাৎ তত্ত্বান্তরাণি প্রাণাৎ ইন্দ্রিয়াণি ইতি ।১২॥২।৪।১৯॥ **ইতি অষ্টমম্ ইন্দ্রিয়াধিকরণম্।**

ভাষ্যানুবাদ

পরিস্পন্দলাভ (—স্বীয় স্পন্দনাত্মক স্বভাবের দ্বারা বাগাদির স্বস্বব্যাপারে প্রবৃত্তিতে সহায়তা) মুখ্যপ্রাণের অধীন (৭), [আর তাহাই] বাগাদি ইন্দ্রিয়সকলের তদ্রূপ হওয়া (—মুখ্যপ্রাণরূপ ধারণ করা), কিন্তু [ইন্দ্রিয়সকলের] তাদাত্ম্য (—মুখ্যপ্রাণস্বরূপতা) নহে।৯

[সিঃ—প্রাণশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণের অন্যথাসিদ্ধি প্রদর্শনদ্বারা মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ভিন্নতা প্রদর্শন।]

আর এই হেতুবশতঃ (—মুখ্যপ্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়সকলের ভিন্নতা প্রামাণিক হওয়ায়) ইন্দ্রিয়সকলে প্রাণশব্দের লাক্ষণিকত্ব (—লক্ষণাবৃত্তিতে প্রয়োগ) সিদ্ধ হয়।১০ [শ্রুতির আলোচনা হইতেও তাহাই প্রতিভাত হয়, ইহা বলিতেছেন—] আর শ্রুতিও "তাঁহারা ইঁহারই (—মুখ্যপ্রাণেরই) রূপ ধারণ করিলেন, সেইহেতু ইঁহারা (—ইন্দ্রিয়সকল) ইহার দ্বারা (—মুখ্যপ্রাণের সংজ্ঞাদ্বারা) 'প্রাণসকল' এইরূপে কথিত হয়", এইপ্রকারে মুখ্যপ্রাণবিষয়ক প্রাণশব্দের ইন্দ্রিয়সকলে লাক্ষণিক বৃত্তি (—প্রয়োগ) প্রদর্শন করিতেছেন (৮)।১১ সেইহেতু (—এই-প্রকারে একদেশীর প্রমাণসকল নিরাকৃত হওয়ায়) মুখ্যপ্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়সকল ভিন্ন পদার্থ 'ইহা সিদ্ধ হইল' (৯)।১২॥২।৪।১৯॥ ইন্দ্রিয়াধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

(৭) "যিনি যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, তিনি তাহা হইতে ভিন্ন", "যিনি যাহার অধীন, তিনি তাহা হইতে ভিন্ন", ইত্যাদি এইপ্রকারে ইন্দ্রিয় ও মুখ্যপ্রাণের ভিন্নতাবোধক অর্থগতসামর্থ্যরূপ লিঙ্গপ্রমাণসকল প্রদর্শিত হইল। পূর্ব্বে প্রদর্শিত এবং এই স্থলে প্রদর্শিত এই লিঙ্গপ্রমাণসকলের বলে একদেশিকর্তৃক প্রদর্শিত বাক্যপ্রমাণ (১ ভাবদীঃ) বাধিত হইয়া পড়িল।

(৮) এইরূপে ইন্দ্রিয়সকলে প্রাণশব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ প্রদর্শিত হওয়ায় একদেশীর প্রাণশব্দরূপ শ্রুতিপ্রমাণটী (২ ভাবদীঃ) ইন্দ্রিয়গণের প্রাণসংজ্ঞা প্রদর্শনকরতঃ অন্য অর্থের প্রতিপাদক হইয়া পড়িল। ফলে তাহা মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের একত্বজ্ঞাপক শ্রুতিপ্রমাণই হইতে পারিল না, তাহার ফলে পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয় ও মুখ্যপ্রাণের ভেদজ্ঞাপক বহু লিঙ্গপ্রমাণের দ্বারা বাধিত হইয়া পড়িল।

(৯) ভামতীকার ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ এই অধিকরণকে ২।৪।১৭ সূত্রে একটী এবং ২।৪।১৮-১৯ সূত্রদ্বয়ে অপর একটী, এইরূপে দুইটী অধিকরণে বিভক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মামৃতবর্ষিণীকার তাহা নিরাকরণ করিয়াছেন। এই সকল বিচার আকরে দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রিয়াধিকরণ সমাপ্ত।

৯। সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্ত্যধিকরণম্। [২০-২২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরই নামরূপাত্মক জগতের অভিব্যক্তিকর্ত্তা।

অধিকরণসঙ্গতি-পূর্ব্বাধিকরণে সংজ্ঞার ভেদবশতঃ সংজ্ঞীর ভেদ, অর্থাৎ নামের বিভিন্নতাবশতঃ রূপের (—মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়রূপ বস্তুর) বিভিন্নতা বর্ণিত হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে স্থূল নাম ও রূপের (—বাচক শব্দ ও বাচ্য বস্তুর) অভিব্যক্তিকর্ত্তা কে, ইহা এই অধিকরণে বিচারিত হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

মুখ্যপাদসঙ্গতি—অপঞ্চীকৃত ভূতোৎপন্ন মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়বোধক শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধপরিহারপ্রসঙ্গে সেই ভূত হইতেই উৎপন্ন পঞ্চীকৃত ভূত ও ভৌতিক সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ পরিহারদ্বারা মূলকারণ পরব্রহ্মে শ্রুতিসমন্বয় সাধিত হইতেছে বলিয়া এই অধিকরণের পাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

নামরূপব্যাকরণে জীবঃ কর্ত্তাঽথবেশ্বরঃ।
অনেন জীবেনেত্যুক্তের্ব্যাকর্ত্তা জীব ইষ্যতে॥
জীবান্বয়ঃ প্রবেশেন সন্নিধেঃ সর্ব্বসর্জ্জনে।
জীবোঽশক্তঃ শক্ত ঈশ উত্তমোক্তিস্তথেক্ষিতুঃ॥

অন্বয়—নামরূপব্যাকরণে জীবঃ কর্ত্তা, অথবা ঈশ্বরঃ? জীবঃ ব্যাকর্ত্তা ইষ্যতে, "অনেন জীবেন" ইতি উক্তেঃ। প্রবেশেন জীবান্বয়ঃ সন্নিধেঃ, জীবঃ সর্ব্বসর্জ্জনে অশক্তঃ, ঈশঃ শক্তঃ, তথা ঈক্ষিতুঃ উত্তমোক্তিঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[স্থূলভূতোৎপত্তিপ্রতিপাদকানি শ্রুতিবাক্যানি অত্র বিষয়ঃ। বিয়দধিকরণাৎ আরভ্য অপঞ্চীকৃতবিয়দাদিসৃজ্যমানব্যাপারাত্মকোৎপত্তৌ প্রাপ্তস্য শ্রুতিকলহস্য সমাধানানন্তরং স্থূলভৌতিকনির্ম্মাণশ্রুতিষু স্রষ্টৃব্যাপারাত্মকোৎপাদনায়াং প্রাপ্তস্য শ্রুতিকলহস্য সমাধানম্ অত্র ক্রিয়তে। "জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২), ইতি বচনাৎ জীবরূপং প্রাপ্তস্য এব পরমেশ্বরস্য নামরূপস্রষ্টৃত্বম্ অবগম্যতে। "তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ তন্নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়েত" (বৃঃ ১।৪।৭), ইত্যত্র তু পারমেশ্বররূপেণ ইতি বিরোধাৎ ভবতি সংশয়ঃ—] নামরূপব্যাকরণে জীবঃ কর্ত্তা, অথবা ঈশ্বরঃ?

পূর্ব্বপক্ষ—[ঈশ্বরেণ পঞ্চমহাভূতেষু সৃষ্টেষু ভৌতিকয়োঃ দৃশ্যমানয়োঃ মহীধরাদিনামরূপয়োঃ [জীবঃ ব্যাকর্ত্তা ইষ্যতে। [কুতঃ?] "অনে জীবেন" (ছাঃ ৬।৩।২) ইতি উক্তেঃ।

সিদ্ধান্ত—['জীবেন অনুপ্রবিশ্য' ইতি] প্রবেশেন জীবান্বয়ঃ, [কুতঃ?] সন্নিধেঃ। ['জীবেন ব্যাকরবাণি' ইতি উক্তৌ ব্যবহিতান্বয়ঃ স্যাৎ, সঃ ন যুক্তঃ ইতি ভাবঃ]। জীবঃ সর্ব্বসর্জ্জনে অশক্তঃ, [ন হি জীবস্য গিরিনদ্যাদিনির্ম্মাণে শক্তিঃ অস্তি। "পরাঽস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেঃ ৬।৮), ইতি শ্রবণাৎ তু] ঈশঃ শক্তঃ। তথা ঈক্ষিতুঃ ["ব্যাকরবাণি" ইতি] উত্তমোক্তিঃ [ঈশ্বরপক্ষে এব সমঞ্জসং ভবতি। তস্মাৎ ঈশ্বরঃ এব নামরূপয়োঃ স্রষ্টা। কথং তর্হি ঘটপটাদৌ কুলালাদেঃ নির্ম্মাতৃত্বম্? ঈশ্বরপ্রেরণাৎ ইতি ব্রূমঃ। অতঃ ঈশ্বরঃ এব সর্ব্বকর্ত্তা ইতি সিদ্ধম্]।

অনুবাদ

সংশয়—[স্থূলভূতোৎপত্তিপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকল এখানে বিষয়। বিয়দধিকরণ

(২।৩।১) হইতে আরম্ভ করিয়া অপঞ্চীকৃত আকাশাদি সৃজ্যমান বস্তুবিষয়ক ব্যাপারাত্মক যে উৎপত্তি, তাহাতে প্রাপ্ত শ্রুতিবিরোধের সমাধানের অনন্তর স্থূল ভৌতিক সৃষ্টির প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলে স্রষ্টার ব্যাপারাত্মক যে উৎপাদনা (—উৎপাদনেচ্ছা), তাহাতে প্রাপ্ত শ্রুতিবিরোধের সমাধান এখানে করা হইতেছে। "জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপকে অভিব্যক্ত করিব", এই বচন হইতে জীবরূপপ্রাপ্ত পরমেশ্বরেরই নামরূপস্রষ্টৃতা অবগত হওয়া যাইতেছে। "সেই ইহা (—জগৎ) তখন অব্যাকৃত ছিল, তাহা নামরূপাকারে অভিব্যক্ত হইল", এই স্থলে কিন্তু পারমেশ্বরস্বরূপদ্বারাই তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে (১।৯১০ পৃঃ ৮ বাক্য দ্রঃ)। এইপ্রকার বিরোধবশতঃ সংশয় হইতেছে—নামরূপের অভিব্যক্তিতে জীব কর্তা, অথবা ঈশ্বর ?

পূর্ব্বপক্ষ [ঈশ্বরকর্তৃক পঞ্চমহাভূত সৃষ্ট হইলে সেই ভূতসকল হইতে উৎপন্ন দৃশ্যমান পর্ব্বত প্রভৃতি নাম ও রূপের (—বস্তুর) অভিব্যক্তিকর্তৃরূপে জীবই অভিপ্রেত। [কেন ? উত্তর—] যেহেতু "এই জীবরূপে" এইপ্রকার কথিত হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত—['জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া', এইপ্রকারে] প্রবেশের সহিত জীবের অন্বয় হইবে। [কেন ?] যেহেতু নিকটে পঠিত হইয়াছে। ['জীবরূপে অভিব্যক্ত করিব', এইপ্রকার কথিত হইলে দূরবর্ত্তী পদার্থের সহিত অন্বয় হইয়া পড়িবে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, ইহাই ভাব]। সকল বস্তুর সৃষ্টিতে জীব সমর্থ নহে, [যেহেতু পর্ব্বত ও নদী প্রভৃতির সৃষ্টিতে জীবের সামর্থ্য নাই। কিন্তু "ইঁহার বিচিত্রকার্য্যকারিণী পরাশক্তি শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে", এইপ্রকার শ্রুতি থাকায়] ঈশ্বর তাহা নির্ম্মাণে সমর্থ। এইপ্রকারে ঈক্ষণকর্ত্তার ["অভিব্যক্ত করিব", এই] উত্তমপুরুষের প্রয়োগ [ঈশ্বরপক্ষেই সমঞ্জস হইয়া থাকে। সেইহেতু ঈশ্বরই নাম ও রূপের স্রষ্টা। আচ্ছা, তাহা হইলে ঘটপটাদিতে কুলাল প্রভৃতির নির্ম্মাণকর্তৃত্ব কিপ্রকারে সম্ভব ? তদুত্তরে বলিব—ঈশ্বরের প্রেরণাবশেই তাহা সম্ভব। অতএব ঈশ্বরই সর্ব্ববস্তুর কর্তা, ইহা সিদ্ধ হইল]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে, জীব ভৌতিক পদার্থের স্রষ্টা হওয়ায় ব্রহ্মে বেদান্তসমন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধান্তে—পরমেশ্বরই তাহা হওয়ায় তাহা সিদ্ধ হয়।

সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥২।৪।২০॥

পদচ্ছেদ—সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তিঃ, তু, ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ, উপদেশাৎ।

সূত্রার্থ—[অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি (ছাঃ ৬।৩।২), ইতি জীবকর্তৃত্বশ্রুতেঃ "আকাশঃ বৈ নামরূপয়োঃ নির্বহিতা" (ছাঃ ৮।১৪।১), ইতি পরমেশ্বরকর্তৃত্বশ্রুতেশ্চ মিথো বিরোধঃ অস্তি, ন বা ইতি সন্দেহে; 'অস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] তুশব্দঃ—পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থঃ। **ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ**—ত্রিবৃৎকরণকর্তুঃ পরমেশ্বরস্য এব, **সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তিঃ**—নামরূপকল্পনং, নামরূপব্যাকরণাত্মকং কার্য্যম্ ইত্যর্থঃ, [ভবিতুম্ অর্হতি। কুতঃ ?] **উপদেশাৎ**—"সা ইয়ং দেবতা", ইতি উপক্রম্য "ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।২।৩), ইতি ব্যাকরণস্য পরদেবতাকর্তৃকত্বোপদেশাৎ।

অনুবাদ—["এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপকে অভিব্যক্ত করিব", এই জীবকর্তৃত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতির এবং "আকাশই (—পরব্রহ্মই) নাম ও রূপের অভিব্যক্তি-

কর্ত্তা", এই পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতির পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে, অথবা নাই, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে ; 'আছে', ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] তুশব্দটী—পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য। **ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ**—ত্রিবৃৎকরণকর্ত্তা পরমেশ্বরেরই, **সংজ্ঞামূর্ত্তি-কৢপ্তিঃ**—নামরূপকল্পনা, অর্থাৎ নামরূপের অভিব্যক্তিকরণাত্মক কার্য্য [হওয়া উচিত। কেন? তাহা বলিতেছেন—] **উপদেশাৎ**—যেহেতু "সেই এই দেবতা", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "অভিব্যক্ত করিব", এইপ্রকারে অভিব্যক্তিকরণের পরদেবতাকর্ত্তৃকতা (—অভিব্যক্তির কর্ত্তা পরমেশ্বর, ইহা) উপদিষ্ট হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্

সৎপ্রক্রিয়ায়াং তেজোবন্নানাং সৃষ্টিম্ অভিধায় উপদিশ্যতে —"সা ইয়ং দেবতা ঐক্ষত, হন্ত অহম্ ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি", "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ একৈকাং করবাণি" (ছাঃ ৬।৩.২-৩) **ইতি।১ তত্র সংশয়ঃ —কিং জীবকর্ত্তৃকম্ ইদং নামরূপব্যাকরণম্, আহোস্বিৎ পরমেশ্বর-কর্ত্তৃকম্ ইতি? ২ তত্র প্রাপ্তং তাবৎ জীবকর্ত্তৃকম্ এব ইদং নাম-রূপব্যাকরণম্ ইতি।৩ কুতঃ? ৪ "অনেন জীবেন আত্মনা" ইতি বিশেষণাৎ।৫ যথা লোকে 'চারেণ অহং পরসৈন্যম্ অনুপ্রবিশ্য সঙ্কলয়ানি' ইতি এবংজাতীয়কে প্রয়োগে চারকর্ত্তৃকম্ এব সৎ**

ভাষ্যানুবাদ

[সংশয়। একদেশী—জীবই নামরূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তা।]

সৎপ্রক্রিয়াতে (—ব্রহ্মবোধক প্রকরণে) তেজঃ জল ও অন্নের (—ক্ষিতির) সৃষ্টিকে বর্ণনা করিয়া উপদিস্ট হইতেছে—"সেই এই দেবতা ঈক্ষণ করিলেন, এক্ষণে আমি এই জীবাত্মরূপে এই তিনটী দেবতাতে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপকে (—বাচক শব্দ ও বাচ্য বস্তুকে) অভিব্যক্ত করিব","তাহাদের প্রত্যেকটীকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (—ত্র্যাত্মিকা, তিন তিনটীযুক্ত) করিব", ইত্যাদি।১ সেই স্থলে সংশয় হয় —এই নাম ও রূপের অভিব্যক্তি কি জীবকর্ত্তৃক হইয়াছে, অথবা পরমেশ্বরকর্ত্তৃক?২ [বিরোধবশতঃ শ্রুতি অপ্রমাণ এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে একদেশী বলেন—] তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া গেল এই নামরূপের অভিব্যক্তি জীবকর্ত্তৃক হইয়াছে।৩ তাহাতে হেতু কি?৪ [তাহা বলিতেছেন—] যেহেতু "এই জীবাত্মরূপে" এই-প্রকার বিশেষণ আছে (—বাক্যে ক্রিয়াপদই প্রধান হওয়ায় এবং প্রধানের সহিতই অন্য পদের অন্বয় সঙ্গত হওয়ায় 'ব্যাকরবাণি' এই ক্রিয়াপদের সহিত জীবের অন্বয়-বলে জীবই কর্ত্তা।৫ কিন্তু "সা ইয়ং দেবতা", এই বাক্যে বর্ণিত পরদেবতা অভি-ব্যক্তিকর্ত্তা হইলেই 'ব্যকরবাণি' এই উত্তমপুরুষের পদপ্রয়োগ সঙ্গত। তদুত্তরে একদেশী বলিতেছেন—] যেমন লোকমধ্যে 'চারের (—গুপ্তচরের) দ্বারা পরসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমি [তাহাদের সৈন্যসংখ্যা] গণনা করি', ইত্যাদি এই জাতীয় প্রয়োগে সৈন্যগণনা গুপ্তচরকর্ত্তৃকই হইলেও প্রয়োজককর্ত্তা হওয়ায় [রাজা]

শাঙ্করভাষ্যম্

সৈন্যসঙ্কলনং হেতুকর্ত্তৃত্বাৎ রাজা আত্মনি অধ্যারোপয়তি 'সঙ্কলয়ানি' ইতি উত্তমপুরুষপ্রয়োগেণ।৬ এবং জীবকর্ত্তৃকম্ এব সৎ নামরূপব্যাকরণং হেতুকর্ত্তৃত্বাৎ দেবতা আত্মনি অধ্যারোপয়তি 'ব্যাকরবাণি' ইতি উত্তমপুরুষপ্রয়োগেণ।৭ অপিচ ডিত্থডবিত্থাদিষু নামসু ঘটশরাবাদিষু চ রূপেষু জীবস্যৈব ব্যাকর্ত্তৃত্বং দৃষ্টম্।৮ তস্মাৎ জীবকর্ত্তৃকম্ এব ইদং নামরূপব্যাকরণম্ ইতি।৯ এবং প্রাপ্তে অভিধত্তে—"সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তিস্তু" ইতি।১০ তুশব্দেন পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি।১১ সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তিঃ ইতি নামরূপব্যাক্রিয়া ইতি এতৎ।১২ "ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ" ইতি পরমেশ্বরং লক্ষয়তি, ত্রিবৃৎকরণে

ভাষ্যানুবাদ

রাজা—'সঙ্কলয়ানি' এই উত্তমপুরুষের পদপ্রয়োগদ্বারা তাহাকে নিজেতে আরোপ করেন।৬ এইপ্রকারে নামরূপের অভিব্যক্তি জীবকর্ত্তৃকই হইলেও প্রযোজককর্ত্তা হওয়ায় [অকর্ত্তা] দেবতা 'ব্যাকরবাণি' এই উত্তমপুরুষের পদপ্রয়োগদ্বারা তাহাকে নিজেতে অধ্যারোপ করেন।৭ [কিন্তু গিরিনদীসমুদ্রাদিসমন্বিত এই জগৎসৃষ্টি তো জীবকর্ত্তৃক সম্ভব নহে। তদুত্তরে একদেশী বলিতেছেন—] দেখ, ডিত্থ ডবিত্থ ইত্যাদি নামসকলে এবং ঘট ও শরাব ইত্যাদি রূপসকলে (—মূর্ত্তিসকলে) জীবেরই অভিব্যক্তিকর্ত্তৃত্ব পরিদৃষ্ট হইয়াছে, (১)।৮ সেইহেতু নামরূপের এই অভিব্যক্তি জীবকর্ত্তৃকই হইয়াছে, ইত্যাদি।৯

[সিঃ—শ্রুতি ও যুক্তিবলে ত্রিবৃৎকারী পরমেশ্বরই নামরূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তা।]

এইপ্রকার [একদেশিপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [সিদ্ধান্ত] বর্ণিত হইতেছে—"সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তিস্তু" ইত্যাদি।১০ তুশব্দটীর দ্বারা একদেশিপক্ষকে নিরাকরণ করিতেছেন।১১ 'সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তি' ইহার পর্য্যবসিত অর্থ—নামরূপের অভিব্যক্তি।১২ 'ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ' এইপ্রকারে [ভগবান্ সূত্রকার] পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিতেছেন, যেহেতু ত্রিবৃৎকরণে (২) তাঁহার অবাধ কর্ত্তৃত্বের নির্দ্দেশ আছে।১৩ এই যে অগ্নি

ভাবদীপিকা

(১) দৃষ্ট পদার্থে ব্যাপ্তিগ্রহণ করিয়াই অদৃষ্ট পদার্থ অনুমিত হয়। লৌকিক ঘটাদি নামরূপের কর্ত্তৃত্ব জীবেই পরিদৃষ্ট। সুতরাং "নিখিলনামরূপব্যাকরণং জীবকর্ত্তৃকং সকর্ত্তৃকত্বাৎ ঘটাদিবৎ", এইপ্রকার অনুমানের বলে জীবেরই নামরূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। চন্দ্রসূর্য্যাদির অভিব্যক্তিকর্ত্তৃত্ব সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব না হইলেও হিরণ্যগর্ভাদি অসাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব। "আদি কর্ত্তা সঃ ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত", 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকঃ আসীৎ' (ঋক্ সং ১০।১২০।১), ইত্যাদি বচনসকল হইতে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই একদেশীর অভিপ্রায়।

(২) **ত্রিবৃৎকরণ**—পরমেশ্বর প্রথমে অবিমিশ্রিত তেজঃ জল ও ক্ষিতিরূপ মহাভূত (—তন্মাত্রা) সৃষ্টি করেন। পরে নামরূপের অভিব্যক্তির, অর্থাৎ স্থূল ভূতেরসৃষ্টির জন্য উক্ত

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্য নিরপবাদকর্তৃত্বনির্দ্দেশাৎ ।১৩ যা ইয়ং সংজ্ঞাক্৯প্তিঃ মূর্ত্তি-ক্৯প্তিঃ চ অগ্নিঃ আদিত্যঃ চন্দ্রমা বিদ্যুৎ ইতি, তথা কুশকাশপলাশাদিষু পশুমৃগমনুষ্যাদিষু চ প্রত্যাকৃতি প্রতিব্যক্তি চ অনেক-প্রকারা, সা খলু পরমেশ্বরস্যৈব তেজোবন্নানাং নির্ম্মাতুঃ কৃতিঃ ভবিতুম্ অর্হতি ।১৪ কুতঃ ?১৫ উপদেশাৎ ।১৬ তথাহি—"সা ইয়ং দেবতা ঐক্ষত" (ছাঃ ৬।৩।২), ইতি উপক্রম্য 'ব্যাকরবাণি' ইতি উত্তম-পুরুষপ্রয়োগেণ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ ব্যাকর্তৃত্বম্ ইহ উপদিশ্যতে ।১৭ ননু 'জীবেন' ইতি বিশেষণাৎ জীবকর্তৃকত্বং ব্যাকরণস্য অধ্য-বসিতম্ ।১৮ নৈতদ এবম্, 'জীবেন' ইতি এতৎ 'অনুপ্রবিশ্য' ইতি অনেন সম্বধ্যতে আনন্তর্য্যাৎ, ন 'ব্যাকরবাণি' ইতি অনেন ।১৯

ভাষ্যানুবাদ

আদিত্য চন্দ্রমা ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি সংজ্ঞাক্৯প্তি ও মূর্ত্তিক্৯প্তি (—নামের ও রূপের (—বস্তুর) কল্পনা, অর্থাৎ অভিব্যক্তি), এইপ্রকারে কুশ কাশ ও পলাশ প্রভৃতিতে এবং পশু মৃগ ও মনুষ্য প্রভৃতিতে, প্রত্যেক আকৃতিতে (—জাতিতে) ও প্রত্যেক ব্যক্তিতে অনেকপ্রকার নাম ও রূপের অভিব্যক্তি, তাহা নিশ্চয়ই তেজঃ জল ও ক্ষিতির নির্ম্মাণকর্ত্তা পরমেশ্বরেরই কৃতি (—কার্য্য) হওয়া উচিত, [জীবের তাহাতে সামর্থ্য নাই] ।১৪ তাহাতে হেতু কি (—তাহা পরমেশ্বরেরই হইবে কেন) ?১৫ [তদুত্তরে বলিতেছেন—] যেহেতু উপদিষ্ট হইতেছে ।১৬ তাহা এই—"সেই এই দেবতা ঈক্ষণ করিলেন", এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া "অভিব্যক্ত করিব" এইপ্রকারে উত্তমপুরুষের পদপ্রয়োগদ্বারা পরব্রহ্মেরই অভিব্যক্তিকর্তৃত্ব এখানে উপদিষ্ট হইতেছে ।১৭ [শঙ্কা—] কিন্তু "জীবেন" এইপ্রকারে বিশেষিত হওয়ায় [নাম-রূপের] অভিব্যক্তি জীবকর্তৃক, ইহা নিশ্চিত হইয়াছে (৫ বাক্য) ।১৮ [সিদ্ধান্ত —] ইহা এইপ্রকার নহে, 'জীবেন' এই পদটী 'অনুপ্রবিশ্য' এই পদের সহিত সম্বদ্ধ হইতেছে, যেহেতু [ইহাদের মধ্যে] আনন্তর্য্য —) অব্যবহিত উত্তরবর্ত্তিত্ব) আছে,

ভাবদীপিকা

এক একটী মহাভূতকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, তন্মধ্যে একটী ভাগকে পুনঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন। পরে এক একটী মহাভূতের উক্ত অমিশ্রিত অর্দ্ধভাগের সহিত অপর মহাভূত-দ্বয়ের উক্ত $\frac{১}{৪}$ অংশ মিশ্রিত করিয়া [$\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}+\frac{১}{৪}=১$, এইপ্রকারে] এক একটী স্থূল মহাভূত নির্ম্মাণ করেন। এইপ্রকার যে ভূতত্রয়ের সংমিশ্রণ, তাহাকে বলে 'ত্রিবৃৎকরণ'। স্থূলাবস্থাতে যে মহাভূত যে নামে অভিহিত হয়, তাহাতে সেই ভূতাংশের আধিক্য থাকে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।১) উক্ত ভূতত্রয় এবং বায়ু ও আকাশ সহ পাঁচটী মহাভূতের উৎপত্তি বর্ণিত হওয়ায় এই ত্রিবৃৎকরণকে পঞ্চীকরণের উপলক্ষণরূপে বুঝিতে হইবে। (ছাঃ ৬।৪।৫ ভাষ্য দ্রঃ)। পঞ্চমহাভূতের প্রত্যেকের স্ব স্ব অর্দ্ধাংশের সহিত অপর ভূতচতুষ্টয়ের $\frac{১}{৮}$ অংশের যে [$\frac{১}{২}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}=১$ এইপ্রকার] মিশ্রণ তাহাকে বলে 'পঞ্চীকরণ'।

শাঙ্করভাষ্যম্

তেন হি সম্বন্ধে 'ব্যাকরবাণি' ইতি অয়ং দেবতাবিষয়ঃ উত্তমপুরুষঃ ঔপচারিকঃ কল্প্যেত।২০ ন চ গিরিনদীসমুদ্রাদিষু নানাবিধেষু নামরূপেষু অনীশ্বরস্য জীবস্য ব্যাকরণসামর্থ্যম্ অস্তি।২১ যেষু অপি চ অস্তি সামর্থ্যং, তেষু অপি পরমেশ্বরায়ত্তম্ এব তৎ।২২ ন চ জীবঃ নাম পরমেশ্বরাৎ অত্যন্তভিন্নঃ চারঃ ইব রাজ্ঞঃ, "আত্মনা" ইতি বিশেষণাৎ।২৩ উপাধিমাত্রনিবন্ধনত্বাৎ চ জীবভাবস্য।২৪ তেন তৎকৃতম্ অপি নামরূপব্যাকরণং পরমেশ্বর-

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু 'ব্যাকরবাণি' এই পদের সহিত তাহা নাই।১৯ যেহেতু তাহার(—'ব্যাকরবাণি', এই ক্রিয়াপদের) সহিত [জীবের] সম্বন্ধ হইলে 'ব্যাকরবাণি এই যে দেবতাবিষয়ক উত্তমপুরুষের পদপ্রয়োগ, তাহাকে [গুপ্তচরের কর্তৃত্বকে রাজার নিজেতে আরোপের ন্যায়] গৌণরূপে কল্পনা করিতে হইবে, [তাহা সঙ্গত নহে।২০ কেন গৌণ কল্পনা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—] দেখ, গিরি নদী ও সমুদ্র প্রভৃতি নানাপ্রকার নামরূপসকলে অনীশ্বর জীবের অভিব্যক্তিসামর্থ্য নাই (—জীব এই সকলকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহে)।২১ আর [হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি] যাঁহাদিগেতে [তাদৃশ] সামর্থ্য আছে, তাঁহাদিগেতেও তাহা পরমেশ্বরেরই অধীন (৩)।২২

[সিঃ—জীব ব্রহ্মাভিন্ন হইলেও উপাধিপরিচ্ছিন্নাবস্থাতে ব্রহ্মভিন্ন জীবের নিখিল নামরূপব্যাকর্তৃত্ব সম্ভব নহে।]

আর রাজার গুপ্তচরের ন্যায় পরমেশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন জীবনামক কিছুই নাই যেহেতু 'আত্মনা'(—জীবেনাত্মনা) এইপ্রকার বিশেষণ আছে।২৩ আর যেহেতু

ভাবদীপিকা

(৩) ভাব এই—পরমেশ্বরের প্রসাদেই হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি * বৃক্ষ মনুষ্য ও দেবতির্য্যগাদি কোন কোন পদার্থের (বিষ্ণু পুঃ ১।৫ অঃ, শ্রীমদ্ভাঃ ৩।১০, ১২ অধ্যায়) সৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করেন, স্বাধীন কর্তৃত্ব তাঁহাদেরও নাই। যাহাহউক্, এইরূপে ২১ এবং ২২ সংখ্যক বাক্যদ্বয়ে একদেশীর অনুমানে (১ ভাবদীঃ) যথাক্রমে যোগ্যানুপলব্ধির বিরোধ ও আগমবিরোধ প্রদর্শিত হইল। জীবের যদি গিরি নদী প্রভৃতির উৎপাদনসামর্থ্য থাকিত, তাহা উপলব্ধ হইত। তাহা কিন্তু হয় না, ইহাই যোগ্যানুপলব্ধির বিরোধ। এতদ্দ্বারা বস্তুতঃ "নিখিলনামরূপব্যাকরণং ন জীবকর্তৃকম্ তথা অনুপলভ্যমানত্বাৎ গিরিনদ্যাদিবৎ" এইপ্রকারে একদেশীর অনুমানে (১ ভাবদীঃ) সৎপ্রতিপক্ষ প্রদর্শিত হইল। আর "সঃ বিশ্বকৃৎ" (শ্বেঃ ৬।১৬), "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বম্" (শ্বেঃ ৬।১৮) ইত্যাদি শ্রুতি পরমেশ্বরকেই বিশ্বের স্রষ্টা এবং একদেশীর অভিপ্রেত নামরূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভেরও স্রষ্টা বলিতেছেন। সেইহেতু একদেশীর উক্ত অনুমান আগমবাধিত হইয়া পড়িল। যদি বলা হয়—"জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২), এই স্থলে প্রবেশক্রিয়ার কর্ত্তা জীব এবং ব্যাকরণক্রিয়ার কর্ত্তা ঈশ্বর

* "পঞ্চতন্মাত্র, সপ্তদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গশরীর, এবং [পঞ্চীকরণানন্তর] হিরণ্যগর্ভের স্থূলশরীরের (—ত্রৈলোক্যশরীরী বিরাটের) উৎপত্তিতে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব এবং তদ্ভিন্ন [মনুষ্য বৃক্ষ ও দেবাদি] নিখিল প্রপঞ্চের উৎপত্তিতে হিরণ্যগর্ভাদিদ্বারা পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব বুঝিতে হইবে"। (বেদান্তপরিভাষা, বিষয়পরিচ্ছেদ দ্রঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

কৃতম্ এব ভবতি ।২৫ পরমেশ্বরঃ এব চ নামরূপয়োঃ ব্যাকর্ত্তা ইতি সর্ব্বোপনিষৎসিদ্ধান্তঃ, "আকাশঃ বৈ নামরূপয়োঃ নির্ব্বহিতা" (ছাঃ ৮।১৪।১), ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ।২৬ তস্মাৎ পরমেশ্বরস্য এব ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ কর্ম্ম নামরূপয়োঃ ব্যাকরণম্ ।২৭ ত্রিবৃৎকরণপূর্ব্বকম্ এব ইদম্ ইহ নামরূপব্যাকরণং বিবক্ষ্যতে, প্রত্যেকং নামরূপ-

ভাষ্যানুবাদ

জীবভাব উপাধিবশতঃই হইয়া থাকে ।২৪ সেইহেতু (—জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ঔপাধিক, বস্তুতঃ কিন্তু তাঁহারা অভিন্ন হওয়ায়) তৎকৃত (—সাধারণ জীবকৃত এবং হিরণ্যগর্ভরূপ অসাধারণ জীবকৃত) হইলেও [ঘটপটাদি এবং বৃক্ষ ও দেব তির্য্যগ্ মনুষ্যাদি] নামরূপের অভিব্যক্তি পরমেশ্বরকৃতই হইয়া থাকে। [সেইহেতু ল্যপ্‌প্রত্যয় ব্যর্থ নহে, ৪] ।২৫ আর পরমেশ্বরই নামরূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তা, ইহা সকল উপনিষদের সিদ্ধান্ত, যেহেতু "আকাশই (—শ্রুতিতে আকাশনামে প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরই) নামরূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তা", ইত্যাদি শ্রুতিসকল আছে ।২৬ সেইহেতু (—শ্রুতিতে সেইপ্রকার বর্ণিত হওয়ায় এবং উপাধিপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং সেই অবস্থাতে ঈশ্বরভিন্ন জীবের নিখিল নামরূপ সৃষ্টির সামর্থ্য না থাকায়) নাম ও রূপের ব্যাকরণ (—অভিব্যক্তিসম্পাদন) ত্রিবৃৎকারী পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম, 'ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে' ।২৭

[সিঃ—শ্রুতিবাক্যবিচারের দ্বারা হিরণ্যগর্ভের ত্রিবৃৎকর্তৃত্ব নিরাকরণ।]

(৫) এখানে (—ছাঃ ৬।৩।২-৩ বাক্যে) ত্রিবৃৎকরণপূর্ব্বকই নামরূপের অভিব্যক্তি বিবক্ষিত হইতেছে, যেহেতু তেজঃ জল ও ক্ষিতির উৎপত্তিপ্রতিপাদক [ছাঃ ৬।২।৩-৪] বচনের দ্বারাই ['তেজঃ' এই নাম, 'তেজঃ' এই বস্তু এইরূপে] নাম ও

ভাবদীপিকা

হইলে, 'অনুপ্রবিশ্য' এই স্থলে ল্যপ্‌প্রত্যয় ব্যর্থ হইয়া পড়িবে, কারণ কর্ত্তা অভিন্ন হইলেই ল্যপ্ ও ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—**ন চ জীবঃ**—'আর রাজার' ইত্যাদি (২৩বাক্য)।

(৪) ভাব এই—'সূর্য্য জলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন', এই স্থলে প্রতিবিম্বরূপে প্রবেশের কর্ত্তা যেমন সূর্য্য, তদ্রূপ 'জীবরূপে প্রবেশের' কর্ত্তা ঈশ্বরই। সেইহেতু ল্যপ্‌প্রত্যয় ব্যর্থ হয় নাই। **সংশয়**—আচ্ছা, তোমার মতে জীব ও পরমেশ্বর যদি অভিন্নই হয়, তাহা হইলে জীবকেই নামরূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তা বলিতেছ না কেন ? তদুত্তরে সিঃ বলিতেছেন—**পরমেশ্বরঃ**—'আর পরমেশ্বরই' ইত্যাদি (২৬ বাক্য)।

(৫) যদি বলা হয়—ভূতবিষয়ক নামরূপের অভিব্যক্তি ত্রিবৃৎকরণের পূর্ব্বেই শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"তৎ তেজোঽসৃজত" (ছাঃ ৬।২।৩) ইত্যাদি। আর তেজঃ প্রভৃতি নামরূপের অভিব্যক্তির অনন্তরই তাহাদের ত্রিবৃৎকরণ সম্ভব। শ্রুতিও "নামরূপে ব্যাকরবাণি— তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ একৈকাং করবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২-৩), এইরূপে প্রথমে নামরূপের অভিব্যক্তি, পরে ত্রিবৃৎকরণের কথা বলিয়াছেন। সুতরাং তুমি কিপ্রকারে বলিতেছ— পরমেশ্বরস্য এব ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ কর্ম্ম নামরূপয়োঃ ব্যাকরণম্" (২৭ বাক্য)? তদপেক্ষা বরং

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যাকরণস্য তেজোবন্নোৎপত্তিবচনেন এব উক্তত্বাৎ ৷২৮ তচ্চ ত্রিবৃৎকরণম্ অগ্ন্যাদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎসু শ্রুতিঃ দর্শয়তি—"যদগ্নেঃ রোহিতং রূপং তেজসঃ তৎ রূপং, যৎ শুক্লং তৎ অপাং, যৎ কৃষ্ণং তৎ অন্নস্য" (ছাঃ ৬।৪।১) ইত্যাদিনা ৷২৯ তত্র 'অগ্নিঃ' ইতি ইদং 'রূপং' ব্যাক্রিয়তে, সতি চ রূপব্যাকরণে বিষয়প্রতিলম্ভাৎ 'অগ্নিঃ' ইতি ইদং 'নাম' ব্যাক্রিয়তে ৷৩০ এবম্ এব আদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎসু অপি

ভাষ্যানুবাদ

রূপের প্রত্যেকটীর অভিব্যক্তি [পূর্ব্বেই] বর্ণিত হইয়াছে (৬) ৷২৮ আর শ্রুতি সেই ত্রিবৃৎকরণকে অগ্নি আদিত্য চন্দ্র ও বিদ্যুৎ, এই সকলে ["ত্রিবৃৎকৃত স্থূল] অগ্নির যে লোহিত বর্ণ, তাহা [অত্রিবৃৎকৃত] তেজের রূপ ; [তাহাতে] যে শুক্ল বর্ণ, তাহা [অত্রিবৃৎকৃত] জলের রূপ ; [তাহাতে] যে কৃষ্ণ বর্ণ, তাহা অত্রিবৃৎকৃত] অন্নের (—ক্ষিতির) রূপ", ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন ৷২৯ [এক্ষণে স্থূল নাম ও রূপাভিব্যক্তির ক্রম বর্ণনা করিতেছেন—] সেই অবস্থাতে (—ত্রিবৃৎকরণের অনন্তর) 'অগ্নি' এই রূপ (—স্থূল দ্রব্য) অভিব্যক্ত হয়, আর রূপের অভিব্যক্তি হইলে বিষয় লব্ধ হওয়ায় 'অগ্নি' এই নাম অভিব্যক্ত হয় (৭) ৷৩০ আদিত্য চন্দ্র ও বিদ্যুৎ প্রভৃতিতেও (ছাঃ ৬।৪।২-৪) এইপ্রকার বুঝিতে হইবে ৷৩১

ভাবদীপিকা

উক্ত শ্রুতিবাক্যসকলের বলে পরমেশ্বরকে নামরূপের অভিব্যক্তিকর্ত্তৃরূপে এবং হিরণ্যগর্ভরূপ উৎকৃষ্ট জীবকে ত্রিবৃৎকরণকর্ত্তৃরূপে অঙ্গীকার করা উচিত। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—**ত্রিবৃৎকরণপূর্ব্বকম্**—'এখানে' ইত্যাদি (২৮ বাক্য)।

(৬) তাৎপর্য্য এই—পূর্ব্বে ছাঃ ৬।২।৩ ৪ প্রভৃতি বাক্যে যে তেজঃ প্রভৃতি অত্রিবৃৎকৃত ভূতসকলের পরমেশ্বরকর্ত্তৃক উৎপত্তিরূপ নামরূপের অভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে, ছাঃ ৬।৩।২-৩ প্রভৃতি বাক্যে সেই ভূতসকলেরই প্রত্যেকটীর তৎকর্ত্তৃকই ত্রিবৃৎকরণ বর্ণিত হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভের ত্রিবৃৎকরণকর্ত্তৃত্বের কোন প্রসঙ্গই এই স্থলে উঠে না, কারণ তাঁহার শরীরোৎপত্তিও ত্রিবৃৎকরণের অধীন। শরীরবিহীন কাহারও কোন কিছুর প্রতি কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে। আচ্ছা, ঈশ্বরকৃত সেই ত্রিবৃৎকরণ কোথায় বর্ণিত হইয়াছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—**তচ্চ**—'আর শ্রুতি' ইত্যাদি (২৯ বাক্য)।

(৭) এই স্থলে সংশয় হয়—দেবতাধিকরণে ১।৩।২৮ সূত্রভাষ্যে শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টি, অর্থাৎ নিত্য বৈদিক শব্দ (—নাম) হইতে জগতের (—রূপের) অভিব্যক্তি বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রথমে রূপের অভিব্যক্তি, তদনন্তর নামের অভিব্যক্তি বর্ণিত হওয়ায় সেই সিদ্ধান্তের বিরোধ হইয়া পড়িতেছে। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—সেই স্থলে হিরণ্যগর্ভকর্ত্তৃক স্মৃত অব্যক্ত বৈদিক শব্দ হইতে ব্যক্ত স্থূল কার্য্যবস্তুর সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত স্থলে হিরণ্যগর্ভকর্ত্তৃক সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্ট অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে ত্রিবৃৎকরণানন্তর উৎপন্ন স্থূল ভূতাত্মক বস্তুর সহিত স্ফুট নামের যে সম্বন্ধ, তাহার অভিব্যক্তি বর্ণিত হইতেছে। সেইহেতু কোন বিরোধ হয় নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্

দ্রষ্টব্যম্ ।৩১ অনেন চ অগ্ন্যাদ্যুদাহরণেন ভৌমাম্ভসতৈজসেষু ত্রিষু অপি দ্রব্যেষু অবিশেষেণ ত্রিবৃৎকরণম্ উক্তং ভবতি; উপক্রমোপসংহারয়োঃ সাধারণত্বাৎ ।৩২ তথাহি অবিশেষেণৈব উপক্রমঃ—"ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি" (ছাঃ ৬।৩।৪) ইতি ।৩৩ অবিশেষেণৈব চ উপসংহারঃ—"যদ্ উ রোহিতম্ ইব অভূৎ ইতি, তেজসঃ তৎ রূপম্" (ছাঃ ৬।৪।৬) ইতি এবমাদিঃ,"যদ্ উ অবিজ্ঞাতম্ ইব অভূৎ ইতি এতাসাম্ এব দেবতানাং সমাসঃ" (ছাঃ ৬।৪।৭), ইতি এবমন্তঃ ।৩৪॥২।৪।২০॥

ভাষ্যানুবাদ

[কিন্তু শ্রুতিতে অগ্ন্যাদি তৈজস পদার্থেরই ত্রিবৃৎকরণ বর্ণিত হইয়াছে, ভূমি প্রভৃতির তাহা বিবক্ষিত নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] এই অগ্নি প্রভৃতির উদাহরণের দ্বারা ভৌম (—ক্ষিতিতন্মাত্রা হইতে উৎপন্ন), জলীয় ও তৈজস, এই তিন দ্রব্যেই ত্রিবৃৎকরণ অবিশেষভাবে বর্ণিত হইতেছে, যেহেতু উপক্রম ও উপসংহারের সমতা আছে ।৩২ যেমন দেখ, অবিশেষভাবেই বর্ণনা আরব্ধ হইয়াছে, যথা—"এই তিনটী দেবতা (—তেজঃ জল ও ক্ষিতি)প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকেন", ইত্যাদি ।৩৩ আর অবিশেষভাবেই উপসংহৃত (—বর্ণনার শেষ) হইয়াছে, যথা—"যাহা রক্তবর্ণের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা তেজের রূপ", ইত্যাদি এই সকল হইতে আরম্ভ করিয়া "যাহা কিছু যেন দুর্জ্ঞেয়রূপে অনুভূত হইয়াছিল, তাহা এই [তেজঃ জল ও ক্ষিতিরূপ] দেবতাগণেরই মিশ্রণ", ইত্যাদি এই পর্য্যন্ত ।৩৪ [সুতরাং সকল মহাভূতের ত্রিবৃৎকরণ পরমেশ্বরকর্তৃকই হইয়াছে, হিরণ্যগর্ভকর্তৃক নহে, ইহাই শ্রুতি হইতে সিদ্ধ হয়] ॥২।৪।২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্—তাসাং ত্রিসৃণাং দেবতানাং বহিস্ত্রিবৃৎকৃতানাং সতীনাম্ অধ্যাত্মম্ অপরং ত্রিবৃৎকরণম্ উক্তম্—"ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি" (ছাঃ ৬।৪।৭) ইতি ।১ তদ্ ইদানীম্ আচার্য্যঃ যথাশ্রুতত্বেব উপদর্শয়তি আশঙ্কিতং কঞ্চিৎ দোষং পরিহরিষ্যন্—

ভাষ্যানুবাদ—যাঁহাদের বাহিরে (—বাহ্য পদার্থসকলে) ত্রিবৃৎকরণ সম্পাদিত হইয়াছে, সেই তিন দেবতার (—তেজঃ জল ও ক্ষিতির) আধ্যাত্মিক (—শরীরনিষ্ঠ অন্যপ্রকার ত্রিবৃৎকরণ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"এই দেবতাত্রয় পুরুষকে প্রাপ্ত (—জীবকর্তৃক ভুক্ত) হইয়া প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকেন", ইত্যাদি ।১ এক্ষণে আচার্য্য [বাদরায়ণ পরবর্তী ২।৪।২২ সূত্রে] আশঙ্কিত [ত্রিবৃৎকরণবিষয়ক] কোন দোষের পরিহারের জন্য শ্রুতিবর্ণিতপ্রকারেই তাহাকে (—আধ্যাত্মিক ত্রিবৃৎকরণকে) প্রদর্শন করিতেছেন—

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥২।৪।২১॥

পদচ্ছেদ—মাংসাদি, ভৌমং, যথাশব্দম্, ইতরয়োশ্চ।

সূত্রার্থ—মাংসাদি—মাংসমনঃপুরীষাণি, **ভৌমং**—ত্রিবৃৎকৃতায়াঃ অন্নাত্মিকায়াঃ ভূমেঃ কার্য্যম্, ["অন্নম্ অশিতং ত্রেধা বিধীয়তে" (ছাঃ ৬।৫।১) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এবম্] **ইতরয়োঃ**—অপ্‌তেজসোঃ, **চ**—অপি, **যথাশব্দম্**—"আপঃ পীতাঃ ত্রেধা বিধীয়ন্তে" (ছাঃ ৬।৫।২), ইত্যাদিশ্রুত্যনুসারেণ [যথাসম্ভবং কার্য্যম্ অবগন্তব্যম্]।

অনুবাদ— মাংসাদি—মাংস মন ও বিষ্ঠা, **ভৌমং**—ত্রিবৃৎকৃত অন্নাত্মক ভূমির কার্য্য, [যেহেতু "অন্ন ভক্ষিত হইয়া তিনপ্রকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়", ইত্যাদি শ্রুতি আছে। এইপ্রকারে] **ইতরয়োঃ চ**—জল ও তেজেরও [কার্য্যকে] **যথাশব্দং**—"জল পীত হইয়া তিনপ্রকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়," ইত্যাদি শ্রুত্যনুসারে [যথাসম্ভব অবগত হইতে হইবে]।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভূমেঃ ত্রিবৃৎকৃতায়াঃ পুরুষেণ উপভুজ্যমানায়াঃ মাংসাদি-কার্য্যং যথাশব্দং নিষ্পদ্যতে।১ তথাহি শ্রুতিঃ—"অন্নম্ অশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ তৎ পুরীষং ভবতি, যঃ মধ্যমঃ তৎ মাংসং, যঃ অণিষ্ঠঃ তৎ মনঃ" (ছাঃ ৬।৫।১) ইতি।২ ত্রিবৃৎ-

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—আধ্যাত্মিক ত্রিবৃৎকরণ, প্রাণিভুক্ত ভূতত্রয়ের শরীরমধ্যগত পরিণাম।]

[পরবর্ত্তী সূত্রে আশঙ্কার বিষয় যে আধ্যাত্মিক ত্রিবৃৎকরণ, তাহাকে প্রদর্শন করিতেছেন—] পুরুষকর্ত্তৃক উপভুক্ত ত্রিবৃৎকৃত ভূমির (—স্থূল ভূমির কার্য্যভূত ধান্যাদি অন্নের) মাংসাদিরূপ কার্য্য শ্রুতিতে বর্ণিতপ্রকারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।১ সেই শ্রুতি এই—"ভক্ষিত অন্ন তিনপ্রকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহার যাহা স্থূলতম ধাতু (—বস্তু), তাহা বিষ্ঠারূপে পরিণত হয় ; যাহা মধ্যম ধাতু, তাহা মাংসরূপে পরিণত হয় ; যাহা সূক্ষ্মতম ধাতু, তাহা মনোরূপে (৮) পরিণত হয়", ইত্যাদি।২

ভাবদীপিকা

[মনের নিত্যত্ব অণুত্ব ও বিভুত্ব নিরাকরণ]

(৮) মন ভৌতিক ও অন্নের কার্য্য, ইহা ২।৩।৯ অধিঃ ২ ভাবদীপিকাতে, মনের সাধক অনুমান ২।৪।২ অধিঃ ৬ ভাবদীপিকাতে এবং মনের ইন্দ্রিয়ত্ব ও বিষয় ১।৩।৮ অধিঃ ৫৯ ভাবদীপিকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। **বৈশেষিকগণ** কিন্তু বলেন—মন নিত্য পদার্থ ও পরমাণু-পরিমাণ। তাঁহাদের মনোনিত্যতাসাধক অনুমান এই—"মনঃ নিত্যং নিরবয়বদ্রব্যত্বাৎ"। তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—শ্রুতি বলেন, "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪)। সুতরাং মন ভূত হইতে উৎপন্ন। আর উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রই সাবয়ব, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং মনোরূপ পক্ষে 'নিরবয়বদ্রব্যত্বরূপ' হেতুটী না থাকায় তোমার উক্ত অনুমান স্বরূপাসিদ্ধি দোষগ্রস্ত। আবার সাবয়ব বস্তু কদাপি নিত্য না হওয়ায় মনোরূপ পক্ষে নিত্যতারূপ সাধ্য না থাকায় উক্ত অনুমানে বাধহেত্বাভাসও হইয়া পড়ে। **বৈশেষিকমতে** মনের পরমাণুপরিমাণতা-সাধক **অনুমান** এই—"মনঃ পরমাণুপরিমাণম্ পরবিশেষগুণাসমবায়িকারণাশ্রয়ত্বে সতি

শাঙ্করভাষ্যম্

কৃতা ভূমিরেব এষা ব্রীহিযবাদ্যন্নরূপেণ অদ্যতে ইতি অভিপ্রায়ঃ।৩ তস্যাশ্চ স্থবিষ্ঠং রূপং পুরীষভাবেন বহিঃ নির্গচ্ছতি।৪ মধ্যমম্ অধ্যাত্মং মাংসং বর্দ্ধয়তি।৫ অণিষ্ঠং তু মনঃ।৬ এবম্ ইতরয়োঃ অপ্-

ভাষ্যানুবাদ

[কিন্তু অন্নের বিকার মাংস প্রভৃতি ভূমির কার্য্য কিপ্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এই ত্রিবৃৎকৃত [স্থূল] ভূমিই ধান্য ও যবাদি অন্নরূপে ভক্ষিত হয়, ইহাই অভিপ্রায়।৩ আর তাহার (—অন্নরূপা ভূমির) স্থূলতম রূপ (—অংশ) বিষ্ঠারূপে বাহিরে নির্গত হয়।৪ মধ্যম রূপ শরীরস্থ মাংসকে বর্দ্ধিত করে।৫ কিন্তু সূক্ষ্মতম অংশ মনকে পুষ্ট করে।৬ এইপ্রকারে ইতর (—ক্ষিতিভিন্ন) জল ও তেজের কার্য্যকে শ্রুতিবর্ণিতপ্রকারে অবগত হইতে হইবে।৭ [তাহা সংক্ষেপে বলিতেছেন—]

ভাবদীপিকা

নিত্যত্বাৎ, সম্প্রতিপন্নবৎ"—'মন পরমাণুপরিমাণ, যেহেতু পরের (—এখানে আত্মার, জ্ঞানসুখাদি] বিশেষগুণের যাহা অসমবায়িকারণ (—আত্মমনঃসংযোগ), তাহার আশ্রয় হইয়া তাহা নিত্য, বিবাদহীন স্থলের ন্যায়'। 'বিবাদহীন স্থলের ন্যায়', ইহার ব্যাখ্যা এই—পার্থিব পরমাণু ও আগ্নের পরমাণুর সংযোগ হইলে পার্থিব পরমাণুতে পাকবশতঃ বিলক্ষণ রূপরসাদি বিশেষ গুণের উৎপত্তি হয়। উক্ত বিশেষ গুণসকলের উৎপত্তিতে অসমবায়িকারণ উক্ত পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ। আগ্নের পরমাণুও সেই সংযোগের আশ্রয়। এইরূপে পরের, অর্থাৎ আগ্নের পরমাণু হইতে ভিন্ন যে পার্থিব পরমাণু, তাহার রূপাদি বিশেষ গুণের যাহা অসমবায়িকারণ, তাহার আশ্রয়তা যায় আগ্নের পরমাণুতে। সেই পরমাণু নিত্যও বটে। এইপ্রকারে আগ্নের পরমাণুতে পরমাণুপরিমাণতারূপ সাধ্য এবং 'পরবিশেষগুণাসমবায়িকারণাশ্রয়ত্বে সতি নিত্যত্বরূপ' হেতু উভয়ই বর্ত্তমান থাকায় তাহা দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। **সিদ্ধান্তী** বলেন—উক্ত অনুমান বিশেষ্যাসিদ্ধি দোষগ্রস্ত, কারণ মন কার্য্য বস্তু হওয়ায় নিত্য হইতে পারে না বলিয়া হেতুশরীরস্থ বিশেষ্যাংশ 'নিত্যত্ব' বাধিত হইয়া পড়ে। উক্ত অনুমান ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিদোষগ্রস্তও বটে। 'দ্ব্যণুকসমবায়িত্ব' এই স্থলে 'উপাধি'। যেহেতু যেখানে সাধ্য পরমাণুপরিমাণত্ব থাকে, সেখানেই 'দ্ব্যণুকসমবায়িত্ব' থাকে, যথা পরমাণু। কিন্তু যেখানে 'পরবিশেষগুণাসমবায়িকারণাশ্রয়ত্বে সতি নিত্যত্ব', এই হেতুটী থাকে, সেখানেই 'দ্ব্যণুকসমবায়িত্ব' (—দ্ব্যণুকের সমবায়িকারণ হওয়া) থাকে না; যথা মন, কারণ তোমার মতেও মনোদ্ব্যণুক বলিয়া কিছুই অঙ্গীকৃত হয় না। আবার নিরবয়ব পরমাণুদ্বয়ের সংযোগই সম্ভব না হওয়ায় উক্ত অনুমানে দৃষ্টান্তাসিদ্ধিও হইয়া পড়ে। **সাংখ্যগণ** বলেন—"মনঃ বিভু রূপস্পর্শশূন্যদ্রব্যত্বাৎ, আত্মবৎ"। [সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়ের বিভুত্ব ২।৪।৩ অধিঃ ১ ভাবদীঃ দ্রঃ]। **সিদ্ধান্তী** বলেন—"যঃ অণিষ্ঠঃ তৎ মনঃ" (ছাঃ ৬।৫।১), ইত্যাদি শ্রুতি বলেন, "মন ভৌতিক, অর্থাৎ ভূতোৎপন্ন"। উৎপন্ন দ্রব্য হওয়ায় তাহাতে রূপ ও স্পর্শ অবশ্যই বর্ত্তমান আছে; অনুদ্ভূত হওয়ায় তাহারা উপলব্ধ হয় না মাত্র। অতএব মন রূপবৎ ও স্পর্শবৎ দ্রব্য হওয়ায় উক্ত হেতুটী পক্ষে না থাকায় উক্ত অনুমান স্বরূপাসিদ্ধিদোষগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এইপ্রকারে মনের নিত্যত্ব অণুত্ব ও বিভুত্ব নিরাকৃত হইয়া পড়ে। [প্রকটার্থবিবরণ দ্রঃ]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তেজসোঃ যথাশব্দং কার্য্যম্ অবগন্তব্যম্।৭ এবং মূত্রং লোহিতং প্রাণশ্চ অপাং কার্য্যম্।৮ অস্থি মজ্জা বাক্ তেজসঃ ইতি।৯॥২।৪।২১॥

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকারে মূত্র রক্ত ও মুখ্যপ্রাণ জলের কার্য্য (১)। অস্থি মজ্জা ও বাগিন্দ্রিয় তেজের কার্য্য, ইত্যাদি।৮॥২।৪।২১॥

ভাবদীপিকা

[আপোময়ঃ প্রাণঃ" (ছাঃ ৬।৫।৪) ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য।]

(১) ২।৪।৫ বায়ুক্রিয়াধিকরণে মুখ্যপ্রাণকে বায়ুবিশেষ বলা হইয়াছে। এখানে তাহাকে জলের কার্য্য বলা হইতেছে। তাহাতে বিরোধ হইয়া পড়িতেছে। তাহার **সমাধান** এই—গ্রীষ্মকালে জলপান না করিলে প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়, আবার অন্নভক্ষণ না করিয়া মাত্র জলপানদ্বারাও কয়েকদিন মনুষ্যশরীরে মুখ্যপ্রাণের স্থিতি (—বাঁচিয়া থাকা) সম্ভব। এইরূপে জল মুখ্যপ্রাণের উপষ্টম্ভক (—ধারক) হওয়ায় তাহাকে জলের কার্য্য বলা হয়। এইরূপেই তৈলঘৃতাদি তৈজস বস্তু ভক্ষণের দ্বারা বাগিন্দ্রিয়ের ভাষণসামর্থ্য ও স্পষ্টতা বর্দ্ধিত হয় বলিয়া বাগিন্দ্রিয়কে তেজের কার্য্য বলা হয়। মনের অন্নকার্য্যতাবিষয়েও এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। সমানজাতীয় বস্তুর দ্বারা তজ্জাতীয় বস্তুর বৃদ্ধি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তৈল ও ঘৃতাদি প্রক্ষেপে বহ্ন্যাদি তেজের বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাদিগকে তৈজস পদার্থ বলা হয়। (প্রকটার্থ)।

[ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্বসাধক অনুমান]

সাংখ্যগণ—ইন্দ্রিয়সকলকে আহঙ্কারিক (—অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন) বলেন। তদুত্তরে **বেদান্তিগণ** ইন্দ্রিয়সকলের ভৌতিকত্বসাধক এইপ্রকার **অনুমান** প্রদর্শন করেন—১। "শ্রোত্রম্ আকাশকার্য্যং* শব্দাদিষু শব্দস্যৈব ব্যঞ্জকত্বাৎ, শঙ্খশব্দবৎ"। ২। "ত্বক্ বায়বীয়ং স্পর্শস্যৈব ব্যঞ্জকত্বাৎ, ব্যজনবায়ুবৎ"। ৩। "চক্ষুঃ তৈজসং রূপস্যৈব ব্যঞ্জকত্বাৎ, প্রদীপবৎ"। ৪। "রসনম্ আপ্যম্ রসস্যৈব ব্যঞ্জকত্বাৎ আস্যোদকবৎ"। ৫। "ঘ্রাণং পার্থিবং গন্ধস্যৈব ব্যঞ্জকত্বাৎ, হিংগ্বাদিবৎ"। ৬। "মনঃ সর্ব্বারব্ধং সর্ব্বাভিব্যক্তিসাধারণত্বাৎ"। [মনকে 'সর্ব্বারব্ধ' বলা হইলেও তাহাতে অন্নের প্রাধান্য বুঝিতে হইবে]। ৭। "বাগিন্দ্রিয়ম্ আকাশকার্য্যং শব্দাভিব্যক্তিসাধনত্বাৎ"। ৮। "পাণিঃ বায়বীয়ঃ স্পর্শবতঃ এব দ্রব্যস্য গ্রাহকত্বাৎ"। ৯। "পাদৌ তৈজসৌ রূপবন্তং প্রত্যেব ধাবনাৎ"। ১০। "পায়ুঃ আপ্যঃ স্নিগ্ধত্বাৎ"। ১১। "উপস্থঃ পার্থিবঃ গন্ধবিশেষবত্ত্বাৎ"। এই স্থলে **সাংখ্যগণ** আক্ষেপ করেন—ইন্দ্রিয়গণ যদি ভৌতিকই হয়, কোন ইন্দ্রিয় জ্ঞানসাধন ও কোন ইন্দ্রিয় কর্ম্মসাধন হয় কিপ্রকারে? তদুত্তরে **সিদ্ধান্তী** বলেন—মায়া সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণময়ী। সত্ত্বগুণ জ্ঞানশক্তিযুক্ত, রজোগুণ প্রবৃত্তিশক্তিযুক্ত এবং তমোগুণ মোহশক্তিযুক্ত। কার্য্যপদার্থে কারণের শক্তি আবির্ভূত হয়। সেইহেতু সত্ত্বগুণপ্রধান ভূতের কার্য্য চক্ষুরাদি হয় জ্ঞানসাধন, রজোগুণপ্রধান ভূতের কার্য্য বাগাদি হয় ক্রিয়াসাধন এবং তমোগুণপ্রধান স্থূল বিষয়সকল হয় মোহক। **কাণাদ-**

* কাণাদগণ বলেন—অস্পর্শবৎ দ্রব্য অন্য দ্রব্যের আরম্ভক হইতে পারে না বলিয়া আকাশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি সম্ভব নহে। তদুত্তরে বেদান্তী বলেন—নিরবয়ব, সুতরাং স্পর্শাদি গুণের অনাশ্রয় পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকরূপ দ্রব্যের উৎপত্তি অঙ্গীকারকারী তোমরা এইপ্রকার আক্ষেপ করিতে পার না। লোকমধ্যে পরিদৃষ্ট না হইলেও শ্রুতিরূপ প্রবল প্রমাণের বলে বস্তুর স্বরূপাদি অঙ্গীকারকারী আমাদের উপর কোন দোষই আপতিত হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্—অত্রাহ—যদি সর্ব্বম্ এব ত্রিবৃৎকৃতং ভূতভৌতিকম্ অবিশেষশ্রুতেঃ "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ একৈকাম্ অকরোৎ" (ছাঃ ৬।৩।৪) ইতি।১ কিং কৃতঃ তর্হি অয়ং বিশেষব্যপদেশঃ 'ইদং তেজঃ, ইমা আপঃ, ইদম্ অন্নম্' ইতি?২ তথা অধ্যাত্মম্ 'ইদম্ অন্নস্য অশিতস্য কার্য্যং মাংসাদি, ইদম্ অপাং পীতানাং কার্য্যং লোহিতাদি, ইদং তেজসঃ অশিতস্য কার্য্যম্ অস্থ্যাদি' ইতি?৩ অত্র উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ—[ত্রিবৃৎকরণবিষয়ক সেই আশঙ্কিত দোষটী কি, তাহা বলিতেছেন—] এই স্থলে [পূর্ব্ববাদী] বলেন—"তাহাদের প্রত্যেকটীকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন", এইপ্রকার অবিশেষ শ্রুতি (—অবিশেষভাবে সকল ভূতের ত্রিবৃৎকরণপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য) থাকায় যদি ভূত ও ভৌতিক সকল পদার্থই ত্রিবৃৎকৃত হয়।১ তাহা হইলে 'ইহা তেজঃ, ইহা জল, ইহা ক্ষিতি', এইপ্রকার বিশেষ কথন কিজন্য ?২ এইপ্রকারে 'এই অধ্যাত্ম (—শরীরস্থ) মাংস প্রভৃতি ভক্ষিত অন্নের কার্য্য' (ছাঃ ৬।৫।১), 'এই রক্ত প্রভৃতি পীত জলের কার্য্য' (ছাঃ ৬।৫।২), 'এই অস্থি প্রভৃতি ভক্ষিত তেজের (—ঘৃতাদির) কার্য্য' (ছাঃ ৬।৫।৩), ইত্যাদি 'বিশেষ কথনের হেতুই বা কি' ?৩ এই বিষয়ে [সিদ্ধান্ত] বর্ণিত হইতেছে—

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥২।৪।২২॥

পদচ্ছেদ—বৈশেষ্যাৎ, তু, তদ্বাদঃ, তদ্বাদঃ।

সূত্রার্থ—তুশব্দঃ—শঙ্কানিরাসার্থঃ [সর্ব্বেষাং পৃথিব্যাদীনাং ত্রিবৃৎকরণাবিশেষেঽপি] **বৈশেষ্যাৎ**—বিশেষবশাৎ, স্বভাগাধিক্যাৎ ইত্যর্থঃ, **তদ্বাদঃ**—পৃথিব্যাদিবাদঃ [সঙ্গচ্ছতে]। **তদ্বাদঃ**—ইতি পদাভ্যাসঃ অধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ। [তদেবং সর্ব্বাসাং শ্রুতীনাম্ অবিরোধে সতি প্রামাণ্যাৎ নিরবদ্যাদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি সিদ্ধঃ সমন্বয়ঃ ইতি]।

অনুবাদ—তুশব্দ—আশঙ্কানিরাকরণের জন্য। [পৃথিবী প্রভৃতি সকলের ত্রিবৃৎকরণ সমান হইলেও] **বৈশেষ্যাৎ**—বিশেষবশতঃ, অর্থাৎ স্বস্বভাগের আধিক্যবশতঃ **তদ্বাদঃ**—পৃথিব্যাদি শব্দের দ্বারা কথন সঙ্গত হইতেছে। **তদ্বাদঃ**—এই পুনরুক্তি অধ্যায়পরিসমাপ্তির জন্য। [এইপ্রকারে সকল শ্রুতির অবিরোধ হইলে [তাহাদের] প্রামাণ্য সিদ্ধ হওয়ায় বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে [বেদান্তবাক্যসকলের] সমন্বয় সিদ্ধ হইল]।

শাঙ্করভাষ্যম্

তুশব্দেন চোদিতং দোষম্ অপনুদতি ।১ বিশেষস্য ভাবঃ বৈশেষ্যম্, ভূয়স্ত্বম্ ইতি যাবৎ ।২ সত্যপি ত্রিবৃৎকরণে ক্বচিৎ

ভাবদীপিকা

মতাবলম্বিগণ "কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশকে শ্রোত্র বলেন। তাহা সঙ্গত নহে, কারণ (ক) কর্ণবিবরই শ্রবণেন্দ্রিয় হইলে আকাশ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকায় কাহারও বধিরত্ব সম্ভব হইবে না; (খ) কর্ণবিবরের এবং ব্যাপক আকাশের উৎক্রমণ সম্ভব না হওয়ায় "সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি" (বৃঃ ৪।৪।২), ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে, ইত্যাদি। [বিস্তৃত প্রকাশবিবরণ দ্রঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্

কস্যচিৎ ভূতধাতোঃ ভূয়স্ত্বম্ উপলভ্যতে—'অগ্নেঃ তেজোভূয়স্ত্বম্, উদকস্য অব্‌ভূয়স্ত্বং, পৃথিব্যাঃ অন্নভূয়স্ত্বম্' ইতি ।৩ ব্যবহারপ্রসিদ্ধ্যর্থং চ ইদং ত্রিবৃৎকরণম্ ।৪ ব্যবহারশ্চ ত্রিবৃৎকৃতরজ্জুবৎ একত্বাপত্তৌ সত্যাং, ন ভেদেন ভূতত্রয়গোচরঃ লোকস্য প্রসিধ্যেৎ ।৫ তস্মাৎ সত্যপি ত্রিবৃৎকরণে বৈশেষ্যাৎ এষঃ তেজোবন্নবিশেষবাদঃ ভূতভৌতিকবিষয়ঃ উপপদ্যতে ।৬ তদ্বাদঃ তদ্বাদঃ ইতি পদাভ্যাসঃ অধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ।৭॥২।৪।২২॥

ইতি নবমং সংজ্ঞামূর্ত্তিক্ৢপ্ত্যধিকরণম্ ।

ইতি শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য লিঙ্গশরীরশ্রুতীনাং বিরোধপরিহারাখ্যঃ চতুর্থঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—স্ব স্ব অংশের আধিক্যবশতঃ ভূতসকলের ক্ষিত্যাদিনামে প্রসিদ্ধি।]

তুশব্দের দ্বারা আশঙ্কিত দোষকে নিরাকরণ করিতেছেন।১ বিশেষের ভাবই বৈশেষ্য [স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়], ইহার অর্থ—আধিক্য।২ ত্রিবৃৎকরণ হইলেও কোন স্থলে কোন ভূতধাতুর (—মহাভূতরূপ বস্তুর) আধিক্য উপলব্ধ হইতেছে, যথা—['ত্রিবৃৎকৃত] অগ্নিতে তেজের আধিক্য, [ত্রিবৃৎকৃত] জলে জলের (—জলীয় অংশের) আধিক্য, [ত্রিবৃৎকৃত] পৃথিবীতে অন্নের (—পার্থিবাংশের) আধিক্য', ইত্যাদি।৩ [ত্রিবৃৎকরণের আবশ্যকতা বর্ণনা করিতেছেন—] ব্যবহারসিদ্ধির জন্য এই ত্রিবৃৎকরণ 'পরমেশ্বরকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে'। ৪ [কিন্তু এক একটী মহাভূতের দ্বারাও তো ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে, ত্রিবৃৎকরণ কেন? উত্তর—] আর ত্রিবৃৎকৃত রজ্জুর ন্যায় (—রজ্জুত্রয়ের মিলনে সম্পাদিত একটী রজ্জুর ন্যায়) একতা প্রাপ্ত হইলেই লোকের ভূতত্রয়বিষয়ক ব্যবহার প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হয়, [কিন্তু] বিভিন্নভাবে নহে ; [কারণ একএকটী ভূত (—তন্মাত্রা) ইন্দ্রিয়ের অগোচর]।৫ সেইহেতু ত্রিবৃৎকরণ হইলেও [তত্তৎ ভূতের] বৈশেষ্য (—আধিক্যরূপ বিশেষতা) বশতঃ ভূত ও ভৌতিকবিষয়ক এই তেজঃ জল ও অন্নবিশেষবাদ (—ইহা তেজঃ, ইহা জল, ইহা ক্ষিতি, এইপ্রকার বিশেষ কথন) সঙ্গত। ৬ 'তদ্বাদঃ' 'তদ্বাদঃ' এই পদাভ্যাস (—পদের দ্বিরুক্তি) অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি সূচনা করিতেছে।৭॥২।৪।২২॥

সংজ্ঞামূর্ত্তিক্ৢপ্ত্যধিকরণ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের 'লিঙ্গশরীর প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধপরিহার নামক' চতুর্থ পাদ সমাপ্ত।

॥ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যে অবিরোধাখ্যঃ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

"মিথস্ত্রয্যন্তবাক্যানামবিরোধে প্রমাত্বতঃ।
সিদ্ধঃ সমন্বয়ো যস্মিংস্তদস্মি ব্রহ্ম চিদ্ঘনম্" ॥

বেদান্তদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী (দ্বিতীয়াধ্যায়) পৃষ্ঠা

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (তর্কপাদঃ)

দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ (বিয়ৎপাদঃ)

দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ (প্রাণপাদঃ)

—:(*):—

ভাবদীপিকাতে আলোচিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সূচী

(দ্বিতীয়াধ্যায়াস্ত)

পৃষ্ঠা

শুদ্ধিপত্র (দ্বিতীয়াধ্যায়ান্ত)

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	[illegible]
৩/৪	৪/২১	-সুত্ত-/-নিরূপনায়	-সূত-/নিরূপণায়
৭	১০,২৯	-ধ্যয়নম, প্রত্যবর্ত্তন-	-ধ্যয়নম্, প্রত্যাবর্ত্তন-
১৫/১৬	৩৪,৩৫/১৯	সমতা, নির্ণিত/নতের	সমতা, নির্ণীত/মতের
১৯/২৪	২৩/৮	যোগ- / যত্ত	যোগ- / যত্ত্
৩১/৫২	৩২/৮	দুখ / অপাত্তৌ	দুঃখ / অপীত্তৌ
৫১/৫২	১৫/৮	বলিতেছেন—/অপাতৌ	বলিতেছেন—] / অপীতৌ
৫৬/৫৭	১৭/৩০	[—/সমাধি	(—/সমাধি, ২৬ (খ)*
৫৮/৬৭	৪/৩,৩৬	বৃক:ব/অবোচাম্, হইবে	বৃকঃ বা/ অবোচাম, হইব
৬৯/৭৬	১৮/৩৭	পরামগ্না-/অপস্তর	পরমাগ্না-/অন্তপর
৮২/৮৩	১১/৩৫	বক্তির/-লম্বিগকণ-	ব্যক্তির/-লম্বিগণক-
৯৫/৯৬	২২/১২	এই / 'তত্ত্বমসি'	এই [/ ['তত্ত্বমসি'
১০০/১০১	১১/২৮	পরিনাম-/অসংযুক্ত	পরিণাম-/অসংযুক্তং
১১৭/১২৫/১২৭	১৫/৩৮/১১	তদাত্ম্য/বায়/করেণের	তাদাত্ম্য/সায়/কারণের
১২৮	২৪,২৫	যোগ্যানুপব্ধি	যোগ্যানুপলব্ধি।
১৩২/১৩৪	২৭/১২	দুর্ণিরূপ-/অভিব্যাক্তি	দুর্নিরূপ-/অভিব্যক্তি
১৬০/১৬৪	১০/১৯	উপসংহ:রা-/স্থুল	উপসংহারদর্শনা-/স্থূল
১৭২/১৭৩	২৪/৯,৩৬	নরবয়ব/-মর্দ্দেন,দোষ অর্থৎ	নিরবয়ব/-মর্দ্দেন,দোষ অর্থাৎ
১৭৪	২৮,৩১	প্রকৃত্যাপুর, গগণস্পর্শী	প্রকৃত্যাপূরণ, গগনস্পর্শী
১৮০/১৯০	২৪/১৪,৩৪	অপানি-/মাণ্ডক্য, তাহ	অপাণি-/মাণ্ডূক্য, তাহা
১৯৫/১৯৭	৯/১৩	ধর্ম্মাধর্ম্মো/যোনী	ধর্ম্মাধর্ম্মৌ / যোনি
১৯৮/১৯৯	২৪/২০	ফলদাত / বচন	ফলদাতা / বচন * *
১৯৯	৩২,৩৩	মর, ৩।১৮।২	মরি, ৩।১৮।২)
২০২/২০৫	১২,৩৫/৪৭	-স্বতোঃ, পরুষ-/১৮	-স্বত্যোঃ, পুরুষ-/২০
২০৬	৪১	প্রাকস-, ভমতী-	প্রাকৃস-, ভামতী-
২০৭	৫,৩২	সন্বন্ধঃ, জীবত্ম-	সম্বন্ধঃ, জীবাত্ম-
২১১/২১২	২৮/১১	উাদানতা-/উপন্ন	উপাদানতা-/উপপন্ন
২১৩/২১৮	২৯/২০	এইরূে/ত্রিণাত্ম-	এইরূপে/ত্রিগুণাত্ম-
২১৯	৫,২৮,৩৯	আলোচন, উভ, আমারে	আলোচন†, উভয়, আমাদের
২২২	৪,১২,১৩	-প্রাপ্তপারহার,শুষ্যা,কালো	-প্রাপ্তিপরিহার,শয্যা,কালে
২২২/২২৩	১৪,৩০/৩৩	-চনর,প্রকৃতিক/ব্যাক	-চনার,প্রকৃতিকং/ব্যাপক
২৩২/২৩৫/২৩৮	৩৭/৭/২৭	মহাদা-/-সংমু-/বিশিষ্ট	মহদা-/-সংমূ-/বিশিষ্টে
২৩৯/২৪০	২৮/২৪	সর্ব্বার্গামী/অতেনং	সর্ব্বান্তর্যামী / অচেতনং
২৪৮/২৫০	৩৫/৭,১৩	প্রবত্তি/পুরুষঃ, পুরুষের	প্রবৃত্তি/পুরুষঃ, পুরুষের
২৫০/২৫১	১১/১৬	উলব্ধিই/কূস্থতার	উপলব্ধিই/কূটস্থতার
২৫২/২৫৫	১২/৮,৩৩	পুরুষের/সামপ্রসঙ্গঃ, ন থাকায়	পুরুষের/সাম্যপ্রসঙ্গঃ, না থাকায়

* ২৬ (খ) সংখ্যক ভাবদীপিকা ২১২ পৃঃ ১। স্থলে দ্রষ্টব্য।

* * অত্রস্থ ভাবদীপিকার অংশ ২১২ পৃঃ, ২। স্থলে দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫৯/২৬২	৩১/১৮	সপ্তম্ / পদাথই	সপ্তম /পদার্থই
২৭৯	২১/৩০	নামক,-ধ্বসের	নামক, -ধ্বংসের
২৮৯/২৯৭	৩৪/১৪	ক্রমাণুসারে / দশাথ-	ক্রমানুসারে / দশার্থ-
৩০৫/৩১০	২০/২৫	পরমাণনাম্/ব্যাাত	পরমাণূনাম্/ব্যাখ্যাত
৩১৩	৫,৭,১৭	তস্মদপি, পারে, হয়া	তস্মাদপি, পারে ।, হইয়া
৩১৩/৩১৮	৩৬/৫	আরম্ভবাদা/ষ্টিগণকর্তৃক	আরম্ভবাদী/শিষ্টগণকর্তৃক
৩২৭/৩২৯	২৪/৩৪	হইত / সম্বন্ধী-	হইতে / সম্বন্ধি-
৩৩১/৩৩২	৪/৫,৩৬	কাল্পতেভ্যঃ/সংশ্লেষা-, ন	কল্পিতেভ্যঃ/সংশ্লেষা-, না
৩৪০/৩৪২	৩,২৯/১০	-সম্বন্ধী,-চৈত্ত্যাত্মক/ব্যাবৃত	-সম্বন্ধী,-চৈত্তাত্মক / ব্যাবৃত্ত
৩৫০/৫৬০	১৬/৩৫	কল্পন/ভোক্ত, কিপ্রারে	কল্পনা/ভোক্তা, কিপ্রকারে
৩৬৬/৩৬৮	৭,৩৩/১৭	বস্তুধর্ম্মো, ঘটের/-প্রত্যয়	বস্তুধর্ম্মৌ, ঘটের/ প্রত্যয়
৩৮২/৫৮৩	১৮/২৯	৩৮/বভিচার	৩৯/ব্যভিচার
৩৮৫/ ৩৯৩	২০/২১	উড্ডীমান/বুদ্বিতে	উড্ডীয়মান/বুদ্ধিতে
৩৯৭/ ৪১২	৩০/১২	ভাষ্যাকার/বির্ব্বাহ	ভাষ্যকার/নির্ব্বাহ
৪১৫/৪১৯	৩২/২০	বচিত্র্য-/প্রমণের	বৈচিত্র্য-/প্রমাণের
৪২২	৮,১৫	কাৰ্য্যয়োঃ, বহ্	কার্য্যয়োঃ, বাহ্
৪৩১/৪৩৫	৩/২	উপলব্ধ-/স্বপা-	উপলব্ধ্-/স্বপ্না-
৪৩৭	৬,২০	স্মতির,-ত্বাসিদ্ধ-	স্মৃতির,-ত্বাসিদ্ধি-
৪৩৮/৪৪৫	৫/২২	-পব্ধিবৎ/প্রতিসন্ধান	-পলব্ধিবৎ/প্রতিসন্ধান
৪৪৯/৪৫২	৮/৩৭	ভাবপার্থ-/নাভাধি-	ভাবপদার্থ-/নাভাবাধি-
৪৫৪/৪৫৬	১৬/৩৭	নিরাকররণ/উদ্ভাভিত	নিরাকরণ/উদ্ভাবিত
৪৫৭/৪৬৬	১৩/১৪	ইতরস্তা-/আকাং স্য-	ইতরাস্ত-/দ্বকাং স্য-
৪৭২/৪৭৪	২৬/২৯	দ্বীতিয়/ধিরোধঃ	দ্বিতীয়/বিরোধঃ
৪৭৬/৪৭৭	১৯/৩১	অস্থপরি-/-প্রকারে	অস্থাপদি-/ প্রকার
৪৭৯/৪৮০	২৬/৩১	প্রাণম্-/লব্ধিগণ	প্রমাণম্-/-লব্ধিগণ
৪৮৫	৩০/৩১	নিনিত্ত-/স্বেচ্চায়	নিমিত্ত-/স্বেচ্ছায়
৪৯০/৪৯৭	৩/১৪	-বাদীনাম্/পড়িধে	বাদিনাম/পড়িবে
৫০৭/৫০৯	৪/২০	সিদ্ধান্তহানি-/অহঙ্ককারের	সিদ্ধান্তহানি-/অহঙ্কারের
৫০৯/৫১০	৩২/১৩	প্রসংশা-/নির্নীত	প্রশংসা-/নির্ণীত
৫১৮/৫২২	৮/২২	তদভাবাবাৎ /একবিান	তদভাবাৎ/একবিজ্ঞানে
৫২২/৫২৪	২৮/১১	সপক্ষ/গৃতীতম্	স্বপক্ষ/গৃহীতম্
৫২৫/৫৩০	২৬/২৬	শ্রুতিং/অনয়	শ্রুতং/আনয়
৫৩০/৫৩১	৩২১/০	হাবৃত্তি-/তজো-	আবৃত্তি-/হেজো-
৫৩২/৫৩৩	২৮/১২	শেষাক্ত/পুরুষাণাম	শেষোক্ত/পুরুষাণাম্
৫৩৪/৫৩৬	৭/২৭	অপূর্ব্ব-/ব্যাতিরি-	অপূর্ব্ব-/ব্যতিরি-
৫৩৮/৫৪৩	৩৪/৭	সক্ষি-/স্বভাবং	সাক্ষি-/স্বভাববৎ
৫৪৫/৫৪৭	২৯/১৪	ব্যপ্ত/আনয়োঃ	ব্যাপ্ত/অনয়োঃ
৫৫০/৫৫১	৪/১	অবিকরণ/প্রদিপাদক	অধিকরণ/প্রতিপাদক
৫৫৭/৫৬০	১৮/৪,১৯	তাহতে/াব, -সকলের	তাহাতে/বা, -সকলের)
৫৬২/৫৬৭	৩১/৪	-হ্যহ/পোয়া-	-হ্যাহ/পৌয়া-
৫৭০	৭,৩২,৩৬	-রোত্তর, স্রষ্টৃঃ	-ত্তর, স্রষ্টৃঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৭৪/৫৭৯	২১/১২	কপ্তং/৬	কৢপ্তং/৯
৫৮৩	৩০,৩১	বোদং, অথক্রম	বেদিং, অর্থক্রম
৫৮৬/৫৮৯	৬/১০	বাগিন্দ্রয়/-ক্ষোপদ্বলিত	বাগিন্দ্রিয়/-ক্ষোপোদ্বলিত
৫৯১	১,৯,১৯	-কয়ণম্, প্রবেশা-, পুর্ব্ব-	-করণম্, প্রবেশ-, পূর্ব্ব-
৬০০/৬০৪	২৬/৮	ব্যক্য-/-মূাচ্ছত-	বাক্য-/-মূর্চ্ছিত-
৬০৫	৩, ২৮	আভধী-, -স্বাব	অভিধী-, -স্বভাব
৬১৭/৬২১	২৬/৩২	অণুপার-/-বৃত্তিহ ইয়া	অণুপরি-/-বৃত্তি হইয়া
৬২৩/৬২৮	৩৫/৬	ছাডিয়া/অণুত	ছাড়িয়া/অণুতা
৬২৮	৮,৩৫	পরিচ্ছিন তা,এতদ্বারা	পরিচ্ছিন্নতা,এতদ্দ্বারা
৬৩০/৬৩৩	৩৪/৩৪	-ত্বগাব-/অন্তরা-	-ত্বগব-/অন্তরা-
৬৩৪/৬৩৬	১১/১৯	অণপরি-/সি	অণুপরি-/সিঃ
৬৩৮/৬৩৯	৭/১৮	সমগদ-/অন্তকর-	সম্যগ্দ-/অন্তঃকর-
৬৪২/৬৪৩	৬/২৭	বদ্ধ্য-/উপলদ্ধি	বুদ্ধ্যা-/উপলব্ধি
৬৪৪/৬৪৫	৩০/১০	নিময়ঃ/বলতে	নিয়মঃ/বলিতে
৬৪৯/৬৫০	৩১/২	অসঙ্গঃ/কারণ	অসঙ্গ/করণ
৬৫৪/৬৫৫	৮/২১,২২	কত্তৃত্বং/-লদ্ধি,-লদ্ধৌ	কর্তৃত্বং/-লব্ধি,-লব্ধৌ
৬৫৭/৬৫৯	২৫,৩৬/৩৩	-কর্ত্ত, প্রের/-মপিত	-কর্তৃ,প্রেরণ/-মর্পিত
৬৬৫/৬৬৬	১৪/৩	-ভোক্তৃকে/কতৃ	-ভোক্তৃত্বকে/কর্তৃ
৬৬৮	৭,১০,১২	ব্যাস্যা-, কত্তব্য,-চাম্	বাস্যা-,কর্ত্তব্য,-চাম
৬৬৯/৬৭১	৩,৩১/১০	কতৃ-,কত্তার/সম্পক্ত-	কর্তৃ,কর্ত্তার/সম্পৃক্ত-
৬৭২/৬৭৩	১১/৬,৩৭	প্রজম-/কতৃত্ব,-ক্ষা	প্রথম-/কর্তৃত্ব,অপেক্ষা
৬৭৩	৩০,৩১,৩৩	জ্বলিতেছেণ,অধিকর,পঃ	জ্বলিতেছে,অধিকরণ পূঃ
৬৭৫/৬৭৬	২৫/৩৪	বর্ম্ম/তক্কেত্বম্	ধর্ম্ম/তদ্ধেতুত্বম্
৬৮২/৬৮৪	২৪/১৬	-তবক/মননাদি	-স্তবক/খননাদি
৬৮৭/৬৮৯	৩৭/৩৩	॥তৎকর্ম্ম/পর্ব্ব-	কর্ম্ম তৎ॥/পূর্ব্ব-
৬৯৫	৩, ১৬	পুর্ব্বা-, পদদেচ্ছ	পূর্ব্বা-, পদচ্ছেদ
৬৯৭/৭০৭	৬/২৮	দুঃখম/তদ্বিষয়েণী	দুঃখম্ / তদ্বিষয়িণী
৭১১	১০,৩০	অনূনি, প্রাতধ্বানহ	অণূনি, প্রতিধ্বনিই
৭১৫/৭১৬	২০, ৩৩/৭	ফলেভোগ-, সাখ্য-/শব্	ফলভোগ-, সাংখ্য-/শব্দ
৭২৩/৭২৪	৮/৩১,৩৫	-স্খালন/উৎপত্তৌ, সঃ[	ক্ষালন/অনুৎপত্তৌ, সঃ]
৭২৫	১০	হইলে,	না হইলে
৭২৯/৭৩৩	২৫/১১,১৪	-মানবল-/বিজ্ঞানে, গেণতা	-মানাবল-/বিজ্ঞানে, গৌণতা
৭৩৭/৭৫২	১৬/৩৩,৩৮	সর্ব্বোষা-/প্রাণাদ,মৃত্য-	সর্ব্বেষা-/প্রাণাদি,মৃত্যু-
৭৫৯/৭৬৪	১১/৮,২৭	আনীদিত্তে/অস্তপা,পঞ্চর	আনীদিতি/অন্যতা,পঞ্জর
৭৭১/৭৭৩	২৮/৫,২৬	-সাধণ/-হেতন্,২৯১	-সাধন/হেতূন্,২৯১
৭৭৬	১২,২৮	হয,পঞ্চবৃত্তি-	হয়,পঞ্চবৃত্তি-
৭৮৩/৭৮৫	২৬/৫	প্রেবণ/-ভোক্তৃহ-	প্রেরণ/ভোক্তৃত্ব-
৭৮৮/৭৯১	৪/৭	-ব্রাহ্মিণা-/অনৎ-	-ব্রাহ্মণা-/অনূৎ-
৮০২/৮০৪	২৮/১০	অনে-/তজো-	অনেন/তেজো-

এতদ্ব্যতীত কোন কোন ফর্ম্মাতে অক্ষরভঙ্গজনিত ও মুদ্রণদোষে অক্ষরের অস্পষ্টতাজনিত অশুদ্ধিসকলকে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাকরতঃ পাঠকমহোদয়কে স্বয়ং শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।